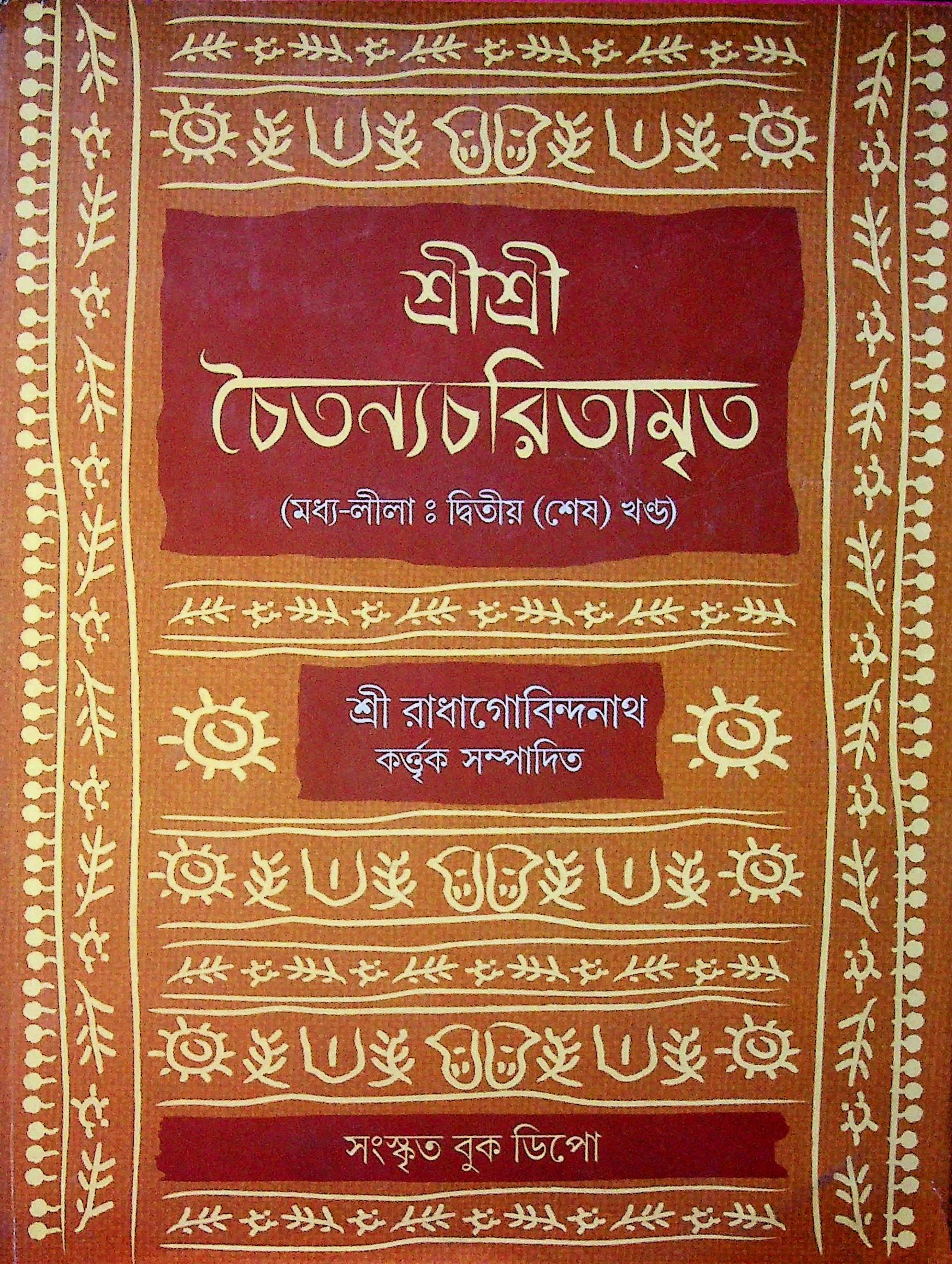

শ্রীশ্রী
চৈতন্যচরিতামৃত

(মধ্য-লীলা ঃ দ্বিতীয় (শেষ) খণ্ড)

শ্রী রাধাগোবিন্দনাথ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

সংস্কৃত বুক ডিপো

বইঘর
পুস্তক ও ধর্মগ্রন্থ বিক্রেতা
নবদ্বীপ, নদীয়া
মোঃ- ৮৬৪২৮৮৪৮৭৩

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মধ্য-লীলা ঃ দ্বিতীয় (শেষ) খণ্ড

পূজ্যপাদ

শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামি-বিরচিত

কুমিল্লা-ভিক্টোরিয়া-কলেজের এবং পরে চৌমুহনী-কলেজের
ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত
এবং
তৎকর্ত্তৃক লিখিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় স্ফুরিত
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা-সম্বলিত
সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত

বইঘর
পুস্তক ও ধর্মগ্রন্থ বিক্রেতা
নবদ্বীপ, নদীয়া
মোঃ- ৮৬৪২৮৮৪৮৭৩

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশক :
শ্রীঅভয় বর্মন
সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দ।

মূল্য : ৮০০ টাকা

মুদ্রণে :
দি নিউ জয়কালী প্রেস
১/১, দীনবন্ধু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রীতয়ে রসরাজ-মহাভাব-স্বরূপায়

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরায় সমর্পণমস্তু

BAIGHAR
Book Seller
Santosh Kr Saha
Poramatala Road, Nabadwip
(Near Mahapravu Para)
Mob- [illegible]

তৃতীয় সংস্করণে নিবেদন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের মধ্যলীলার দ্বিতীয় (শেষ) খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ হইতে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত আছে। এই খণ্ডের বিস্তৃত সূচীপত্রও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ হইতে পঞ্চবিংশ পর্য্যন্ত আট পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল ৬৩০ পৃষ্ঠা, বর্ত্তমান সংস্করণে হইয়াছে ৭১৬ পৃষ্ঠা। সমগ্র মধ্যলীলা দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল ১২৭২ পৃষ্ঠা, এবার হইয়াছে ১৪৩০ পৃষ্ঠা।

প্রয়াগে শ্রীপাদরূপগোস্বামীকে এবং কাশীতে শ্রীপাদসনাতনগোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, মধ্যলীলার এই দ্বিতীয় খণ্ডেই তৎসমস্ত বিবৃত হইয়াছে। তৎসমস্তের বিস্তৃত ব্যাখ্যা গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকায় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

এই সংস্করণে প্রয়োজন-বোধে কোনও কোনও স্থলের টীকা পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে। গোলোকের স্থিতি, মুষল-লীলা, শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধান ও মহিষী-হরণাদির টীকাও শাস্ত্রপ্রমাণ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক এবার পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃতভাবে পুনরায় লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-ব্রতের দিন-নির্ণয়াদিও অধিকতর বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে।

মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের (জন্মাদ্যস্য-শ্লোকের) কৃষ্ণলীলাপর এবং গৌরলীলাপর অর্থ এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া গ্রন্থ-প্রকাশের আনুকূল্য করিয়াছেন, আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের চরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি।

দ্বিতীয় সংস্করণের সময়ে কাগজের মূল্য ও ছাপা-খরচাদি যাহা ছিল, এখন তাহার অনেকগুণ বেশী; তাই শ্রীগ্রন্থ-প্রকাশে ব্যয়ও বেশী হইতেছে। সহৃদয় ভক্তবৃন্দের কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। রাজনৈতিক কারণে ভারত দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় বৈষ্ণব-সমাজের এক সুবৃহৎ অংশ পাকিস্তানে পতিত হওয়ায় যে বিপর্য্যয়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতেও আশানুরূপ গ্রাহক-সংখ্যার অভাবে গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে। এখন একমাত্র ভরসা—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের, তদীয় ভক্তবৃন্দের এবং বাঙ্গালীর সংস্কৃতি-বৈশিষ্ট্যের প্রচারকামী সজ্জনবৃন্দের কৃপা।

অন্ত্যলীলার মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বাহির হইলে গ্রাহকদিগকে জানান হইবে। অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত না হইলে মূল্যাদিও নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

ভক্তপদরজঃ-প্রার্থী

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

৪৬, রসা রোড ইষ্ট ফার্ষ্ট লেন
পো: টালিগঞ্জ, কলিকাতা ৩৩
২০শে পৌষ : ১৩৫৭ সন
শ্রীশ্রীহরিবাসর

মধ্য-লীলা ঃ দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র

বিষয় পত্রাঙ্ক

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রভুর আরিট গ্রামে গমন ৭১৫
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের আবিষ্কার ৭১৬
কুণ্ডের মহিমা, রাধাসম প্রেমদাতৃত্ব ৭১৬
প্রভুর বৃন্দাবন-পরিক্রমা ৭১৮
গোপাল-রায়ের দর্শন ৭১৯
শ্রীরূপগোস্বামীর গোপালদর্শন-বৃত্তান্ত ৭২২
প্রভুর নন্দীশ্বর-দর্শন ৭২৩
প্রভুর শেষশায়ী-দর্শন ৭২৪
কৃষ্ণজন্মস্থান-দর্শন, কৃষ্ণ জন্ম-বৃত্তান্ত ৭২৫
যমলার্জ্জুন-ভঙ্গস্থান দর্শন ৭২৭
রাজপুত কৃষ্ণদাসের মিলন ৭২৮
কালীদহে কৃষ্ণাবির্ভাব প্রসঙ্গ ৭২৯
জীব ও ঈশ্বরে সমতাজ্ঞান-প্রসঙ্গ ৭৩২
প্রভুর ভগবত্তা-লক্ষণ ৭৪০
অক্রূরঘাটে প্রভুর যমুনায় ঝম্প ৭৪২
বলভদ্রকর্ত্তৃক প্রয়াগে মকরস্নানের
অভিপ্রায় প্রকাশ, প্রভুর সম্মতি ৭৪২
পথে ম্লেচ্ছ-পাঠানের প্রতি কৃপা ৭৪৪
পাঠানপীরের সহিত শাস্ত্রবিচার ৭৪৭
প্রভুর প্রয়াগে আগমন ৭৫১

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরূপসনাতনের গৃহত্যাগ-প্রসঙ্গ ৭৫৩
শ্রীসনাতনের কারাবাস ৭৫৬
প্রয়াগে প্রভুর সহিত শ্রীরূপের মিলন ৭৫৮
প্রয়াগে বল্লভ ভট্টের সহিত প্রভুর মিলন ৭৬২
বল্লভ-ভট্টের গৃহে প্রভুর গমন ৭৬৪
ভট্টগৃহে রঘুপতি উপাধ্যায়ের মিলন ৭৬৫
প্রয়াগে প্রভুকর্তৃক শ্রীরূপের শিক্ষা ৭৬৮
"প্রিয়স্বরূপে" শ্লোকের অর্থ ৭৭২
বৃন্দাবনে রূপসনাতনের আচরণ ৭৭৪
শ্রীরূপ-শিক্ষা-প্রসঙ্গে জীবতত্ত্ব ৭৭৭
প্রসঙ্গক্রমে ভক্তিলতার কথা ৭৮৪

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভক্তি-প্রসঙ্গে বৈষ্ণবাপরাধ ৭৯০
ভক্তিলতার উপশাখা ৭৯১
শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ ৭৯৩
প্রসঙ্গক্রমে সগুণা ভক্তি ৭৯৭
কৃষ্ণরতির বিভিন্ন স্তর ৮০০
ভক্তিরস ৮০২
পঞ্চবিধ ভক্তিরস ৮০৩
সপ্ত গৌণ ভক্তিরস ৮০৪
শান্তাদি রসের পাত্র ৮০৬
শান্ত-দাস্য ভক্তের শ্রেণীভেদ ৮০৬
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা রতির স্বরূপ ৮০৭
শান্তরসের স্বরূপ ৮১৫
দাস্যরসের স্বরূপ ৮১৯
সখ্যরসের স্বরূপ ৮১৯
বাৎসল্য রসের স্বরূপ ৮২০
মধুর রসের স্বরূপ ৮২১
শ্রীরূপের প্রতি বৃন্দাবন-গমনের আদেশ ৮২৩
প্রভুর কাশীতে পুনরাগমন ৮২৪

বিংশ পরিচ্ছেদ

কারাগার হইতে সনাতনের পলায়ন ৮২৬
পশ্চিম-গমনোদ্দেশে সনাতনের যাত্রা ৮২৮
পাতড়াপর্ব্বতে ভৌমিকের সহিত মিলন ৮২৮
ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত মিলন ৮২৯
সনাতনের কাশীতে আগমন ও প্রভুর সহিত মিলন ৮৩০
সনাতনের কৌপীন-বহির্ব্বাস-ধারণ ৮৩৫
সনাতনের ভোটকম্বল-প্রসঙ্গ ৮৩৫
প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের শিক্ষারম্ভ ৮৩৭
সনাতনের প্রশ্নত্রয় ৮৩৭
শিক্ষাপ্রসঙ্গে জীবতত্ত্ব ৮৪০
জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু ৮৪৫
সংসার-মুক্তির উপায় ৮৫০
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্ব ৮৫৩

বিষয় পত্রাঙ্ক

বিংশ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কৃষ্ণই মুখ্য সম্বন্ধ-তত্ত্ব ৮৫৮
কৃষ্ণতত্ত্ব, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ৮৬২
ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ ৮৬৮
ভগবানের বিভিন্ন স্বরূপ ;
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ ৮৭১
স্বয়ংরূপ ও তাহার বিভিন্ন প্রকাশ ৮৭২
স্বয়ংরূপের প্রাভব-প্রকাশ ৮৭২
স্বয়ংরূপের বৈভব-প্রকাশ ৮৭৩
অনন্ত প্রকাশে মূর্ত্তিভেদহীনতা ৮৭৩
স্বয়ংরূপে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির আধিক্য ৮৭৫
তদেকাত্মরূপ ও তাহার ভেদ ৮৭৭
তদেকাত্মরূপের বিলাস-ভেদ ৮৭৭
দ্বাদশ-মাসের দেবতা ৮৭৯
পরব্যোমে সকল স্বরূপের নিত্যধাম ৮৮১
কোনও কোনও স্বরূপের ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ ৮৮১
অস্ত্রধৃতিভেদে চব্বিশ স্বরূপের নামভেদ ৮৮২
তদেকাত্মরূপের স্বাংশ-ভেদ, ষড়্‌বিধ
অবতার, বাল্য-পৌগণ্ড বিগ্রহের ধর্ম্ম ৮৮৩
স্বাংশভেদ—পুরুষাবতার ৮৮৫
প্রসঙ্গক্রমে শক্তিতত্ত্ব ৮৮৬
প্রথম পুরুষ ৮৮৯
মায়ার বৃত্তি ও সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ৮৯০
দ্বিতীয়-পুরুষ ৮৯৩
তৃতীয় পুরুষ ৮৯৫
লীলাবতার ৮৯৫
গুণাবতার ৮৯৬
জীব-কোটি ব্রহ্মা ৮৯৬
ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা ৮৯৮
রুদ্র বা শিব ৮৯৮
পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ৯০৩
মন্বন্তরাবতার ৯০৫
যুগাবতার ৯০৬
সত্যাদি চতুর্যুগের সাধন ৯০৮
কলিতে নামসঙ্কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য ৯০৯
অবতার চিনিবার উপায় ৯১১

বিষয় পত্রাঙ্ক

বিংশ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ ৯১৩
আবেশাবতার ৯১৬
লীলাপ্রকটনের প্রকার ৯১৮
পূতনাবধাদি লীলার নিত্যত্ব ৯২০
লীলার নিত্যত্ববিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ ৯২১
জ্যোতিশ্চক্রের প্রমাণে প্রকটলীলার নিত্যত্ব-বিবৃতি ৯২১
কৃষ্ণের পূর্ণতমত্ব, পূর্ণতরত্ব, পূর্ণত্ব ৯২৬

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সম্বন্ধতত্ত্ব প্রসঙ্গে ধামতত্ত্ব ৯২৯
শ্রীকৃষ্ণগুণের আনন্ত্য ৯৩১
কৃষ্ণচরিত্রের অচিন্ত্যত্ব ৯৩৫
বৃন্দাবনের বিভুতা ৯৩৮
শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অনন্ত ৯৩৮
ত্র্যধীশ্বর-শব্দের অর্থ ৯৩৯
প্রসঙ্গক্রমে দেবী-মহেশ-হরিধাম ৯৪৪
একপাদ বিভূতির বিস্তার, ব্রহ্মার গর্ব্ব-খর্ব্ব ৯৪৭
শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-বর্ণনা এবং প্রসঙ্গক্রমে
"কৃষ্ণের যতেক খেলা" ইত্যাদি ৯৫৩
প্রসঙ্গক্রমে যোগমায়া ৯৫৭
প্রসঙ্গক্রমে "মাধুর্য্য ভগবত্তাসার" ৯৬২
শ্রীশুকদেবদ্বারা শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথা
প্রচারের গূঢ় উদ্দেশ্য ৯৭১
মাধুর্য্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে কামগায়ত্রীর অর্থ ৯৭৮

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সনাতন-শিক্ষায় অভিধেয় তত্ত্ব ৯৯৩
ভক্তির অভিধেয়ত্ব ৯৯৪
প্রসঙ্গক্রমে জীবতত্ত্ব ৯৯৭
নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ জীব ৯৯৮
ভক্তির অভিধেয়-শ্রেষ্ঠত্ব, কর্ম্ম-যোগ-
জ্ঞানের-ভক্তিমুখ-নিরীক্ষকতা ১০০২
জীবের মায়াবন্ধনের হেতু ১০০৯
ভক্তিব্যতীত বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না ১০১৩
অন্যকামী কৃষ্ণভজন করিলে না মাগিলেও
কৃষ্ণ স্বচরণ দেন ১০১৮

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিষয়	পত্রাঙ্ক
সাধুসঙ্গের ও সাধুকৃপার মহিমা	১০২৯
গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বগুহ্যতম বাক্য	১০৩৪
শ্রীকৃষ্ণভজনে কর্ম্মত্যাগের কথা	১০৩৬
ভক্তের শ্রেণী-বিভাগ	১০৩৮
বৈষ্ণবের গুণ	১০৪২
ভক্তির জন্মমূল সাধুসঙ্গ	১০৪৫
বৈষ্ণবাচার	১০৪৭
শ্রীকৃষ্ণের ভজনীয়তা	১০৫৫
শরণাগতের লক্ষণ	১০৫৯
সাধন-ভক্তির লক্ষণ .	১০৬৩
সাধনভক্তি দ্বিবিধা—বৈধী, রাগানুগা ; বিধিভক্তির লক্ষণ	১০৬৬
সাধনে কৃষ্ণস্মৃতির আবশ্যকতা	১০৬৮
বিধিভক্তি—চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তি	১০৭০
প্রসঙ্গক্রমে গুরুপাদাশ্রয়-সম্বন্ধে আলোচনা	১০৭২
সেবা-অপরাধ	১০৭৯
নাম-অপরাধ	১০৮০
পঞ্চ শ্রেষ্ঠ অঙ্গ	১০৯১
এক অঙ্গ সাধনের সার্থকতা	১০৯৪
কৃষ্ণভক্তের অঋণিত্ব	১০৯৬
জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে	১১০০
যম-নিয়মাদি ভক্তের সেবা করে	১১০৩
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ	১১০৫
রাগাত্মিকা ভক্তি	১১০৭
রাগানুগা ভক্তি	১১১২
রাগানুগার ভেদ—সম্বন্ধানুগা ও কামানুগা ; কামানুগার ভেদ—সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী ; সম্ভোগেচ্ছাময়ীর প্রাপ্তি	১১১৪
রাগানুগার সাধন ; বাহ্য সাধন	১১১৭
রাগানুগার অন্তর-সাধন	১১১৮
নবদ্বীপ-লীলা ও গৌরলীলার সমভাবে ভজনীয়তা	১১১৯

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিষয়	পত্রাঙ্ক
সনাতন-শিক্ষায় প্রয়োজনতত্ত্ব	১১৩৩
কৃষ্ণরতির লক্ষণ	১১৩৪

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রেমের লক্ষণ	১১৩৫
শ্রদ্ধা জন্মিবার উপায়	১১৩৭
ভক্তিবিকাশের ক্রম, ভক্তির কৃপায় গুণনিবৃত্তি	১১৩৭
জাতরতি ভক্তের লক্ষণ	১১৪২
পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ-প্রসঙ্গ	১১৪৩
জাতপ্রেম ভক্তের লক্ষণ	১১৫০
প্রেমবিকাশের ক্রম	১১৫১
পঞ্চবিধা কৃষ্ণরতি	১১৫২
কৃষ্ণরতির তিনটী বৃত্তি	১১৫২
রতির ভক্তিরসে পরিণতির প্রকার	১১৫৪
প্রসঙ্গক্রমে বিভাব-অনুভাবাদি, অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাবের পার্থক্য	১১৫৫
শান্তাদি রতির বৃদ্ধির সীমা	১১৫৭
চারি রকমের কৃষ্ণবয়স্য	১১৫৭
সাধারণী ও সমঞ্জসা রতি	১১৫৯
সমর্থারতি	১১৬০
কেবলা মধুরা রতি ও মহাভাবের লক্ষণ	১১৬১
রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব	১১৬৫
“মহিষীগণের রূঢ়”-বাক্যের তাৎপর্য্য	১১৬৬
মোদন ও মোহন	১১৬৮
দিব্যোন্মাদ, চিত্রজল্পাদি	১১৬৯
মাদন	১১৭০
“আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান”-বাক্যের তাৎপর্য্য	১১৭১
সম্ভোগ	১১৭৩
বিপ্রলম্ভ	১১৭৪
পূর্ব্বরাগ	১১৭৫
মান, আলোচনা	১১৭৬
প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস	১১৭৮
নায়ক-শিরোমণি ও নায়িকা-শিরোমণি	১১৮১
শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ	১১৮৩
শ্রীরাধার পঁচিশ গুণ	১১৮৭
রসানুভবের সাধন, সহায় ও প্রকার	১১৮৯
ভক্তিরসাস্বাদন অভক্তের পক্ষে দুর্ল্লভ	১১৯৮
সনাতনের প্রতি ভক্তিরস-বিচারের আদেশ	১২০০
যুক্ত-বৈরাগ্য ও শুষ্ক বৈরাগ্য	১২০০

বিষয় পত্রাঙ্ক

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্ত ১২০৫
গোলোকের স্থিতি-বিচার ১২০৫
মৌষল লীলার বিচার ১২১০
শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গ ১২১১
কেশাবতার-প্রসঙ্গ ১২১৭
মহিষীহরণ প্রসঙ্গ ১২২২
সনাতনের প্রতি প্রভুর বর ১২২৭

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

"আত্মারাম"-শ্লোকের অর্থ ১২২৯
প্রসঙ্গক্রমে ত্রিবিক্রম-প্রসঙ্গ ১২৩২
অষ্টাদশ সিদ্ধি ১২৩৫
ভগবানের আনন্দ দুইরকম—
স্বরূপানন্দ ও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ ১২৩৬
সাধনভেদে উপলব্ধি-ভেদ ১২৫৫
দুঃসঙ্গ, আত্মবঞ্চনা ১২৬৩
জ্ঞানমার্গের উপাসকের ভেদ ১২৬৬
যোগমার্গের উপাসকের ভেদ ১২৭৮
যত্নাগ্রহব্যতীত প্রেম জন্মে না ১২৮৬
সাধুকৃপার মহিমা ১৩০৬
আত্মারাম-শ্লোকের অর্থকরণ-সমাপ্তি ১৩১৯
শ্রীমদ্‌ভাগবতের স্বরূপ ৯৩২০
সনাতনের প্রতি বৈষ্ণব-স্মৃতি-রচনার
আদেশ ও আলোচ্য বিষয়ের দিগ্‌দর্শন ১৩২২
বৈষ্ণব-ব্রত-সম্বন্ধে আলোচনা ;
একাদশীর নিত্যত্বাদি ১৩২৬
জন্মাষ্টমী ১৩২৮
বামনদ্বাদশী, রামনবমী ১৩৩০
নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ১৩৩১
সম্পূর্ণা তিথি ১৩৩১
তিথির বিদ্ধাত্ব ১৩৩২
শ্রীএকাদশী-ব্রতদিন-নির্ণয়াদি ১৩৩৩
অষ্টমহাদ্বাদশী ১৩৩৪
উন্মীলনী ১৩৩৪
বঞ্জুলী, পক্ষবর্দ্ধিনী, ত্রিস্পৃহা, জয়া ১৩৩৫

বিষয় পত্রাঙ্ক

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিজয়া ১৩৩৬
জয়ন্তী, পাপ-নাশিনী ১৩৩৭
শ্রবণ-দ্বাদশী ১৩৩৮
বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগ ১৩৩৯
দেবদুন্দুভি যোগ, গোবিন্দদ্বাদশী ১৩৪২
শিবরাত্রি ১৩৪৩
সামান্য সদাচার ও বৈষ্ণবাচার ১৩৪৫
সনাতনের প্রতি প্রভুর প্রসাদ ১৩৪৬

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগকে ভক্তিপথে আনয়নের
অভিপ্রায়ে প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলনের
উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রী বিপ্রকর্ত্তৃক নিজগৃহে
তাঁহাদের নিমন্ত্রণ ১৩৫০
মহারাষ্ট্রী বিপ্রকর্ত্তৃক প্রভুরও নিমন্ত্রণ,
প্রভুকর্ত্তৃক নিমন্ত্রণ গ্রহণ ১৩৫১
সন্ন্যাসীদের প্রতি প্রভুর কৃপাপ্রসঙ্গ ১৩৫২
প্রকাশানন্দের শিষ্যগণকর্ত্তৃক প্রভুর
বেদান্তব্যাখ্যার গুণকীর্ত্তন ১৩৫২
শঙ্করভাষ্য সম্বন্ধে প্রকাশানন্দ ১৩৫৯
প্রভুর বিন্দুমাধব দর্শন ১৩৬৪
বিন্দুমাধব-অঙ্গনে নামকীর্ত্তন ও লোক-কোলাহল ১৩৬৪
কোলাহল-শ্রবণে সশিষ্য প্রকাশানন্দের আগমন ১৩৬৪
প্রকাশানন্দের দেহে প্রেমবিকার ১৩৬৫
প্রভুর নিকটে প্রকাশানন্দের দৈন্যবিনয় ১৩৬৬
প্রকাশানন্দের চিত্তে প্রভুর ভগবত্তার অনুভব ১৩৬৯
প্রভুর মুখে বেদান্তের মুখ্যার্থ-বিবরণ
শ্রবণের জন্য প্রকাশানন্দের ইচ্ছা ১৩৭০
প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীমদ্‌ভাগবতের বেদান্ত-ভাষ্যত্ব স্থাপন ১৩৭১
ভাগবতের সহিত শ্রুতির সম্বন্ধ ১৩৭২
প্রসঙ্গক্রমে সম্বন্ধতত্ত্ব-বর্ণন ১৩৭৪
সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান্ কি অবস্থায় ছিলেন,
তাহার আলোচনা ১৩৭৭
মায়ার স্বরূপ ১৩৮২
অভিধেয়-তত্ত্ব-বর্ণন ১৩৮৫

বিষয় পত্রাঙ্ক

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাধন-ভক্তি দেশ-কালাদি বিচারের অতীত ১৩৮৭
প্রয়োজন-তত্ত্ব-বর্ণন ১৩৮৮
উল্লিখিত তিন তত্ত্বই ভাগবতের প্রতিপাদ্য ১৩৯১
শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যরূপত্ব-প্রতিপাদনের উপসংহার ১৩৯৪
শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য"-শ্লোকের লীলাপর অর্থের আবশ্যকতা ১৩৯৬
"জন্মাদ্যস্য"-শ্লোকের কৃষ্ণলীলাপর অর্থ ১৩৯৭
"জন্মাদ্যস্য"-শ্লোকের গৌরলীলাপর অর্থের প্রয়োজনীয়তা ১৪০০
"জন্মাদ্যস্য"-শ্লোকের গৌরলীলাপর অর্থ ১৪০০
বেদশাস্ত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের পরম মহত্ত্ব ১৪০৪
প্রকাশানন্দের প্রতি প্রভুর উপদেশ ১৪০৭

বিষয় পত্রাঙ্ক

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কাশীবাসীদিগকে বৈষ্ণব-করণ ১৪০৯
সনাতনের প্রতি বৃন্দাবন-গমনের আদেশ ও প্রভুর নীলাচল-যাত্রা ১৪১০
সুবুদ্ধিরায়ের প্রতি প্রভুর কৃপাপ্রসঙ্গ ১৪১১
বৃন্দাবনে সনাতনের বৈরাগ্যাচরণ ১৪১৪
বৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপের কাশীতে আগমন ১৪১৪
প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন ১৪১৫
মধ্যলীলার অনুবাদ কথন ১৪১৬
কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার সম্বন্ধ ; উভয়লীলার ভজনে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ১৪২২
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের শ্রীচৈতন্যার্পণ ১৪২৮
মধ্যলীলার টীকা-পরিশিষ্ট ১৪৩১

মধ্য-লীলা ঃ দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মধ্য-লীলা ঃ দ্বিতীয় (শেষ) খণ্ড

মধ্য-লীলা

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্ নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ১

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে ।
আরিটগ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

আত্মানঞ্চ তেষাং স্থিরচরাণাং আলোকাৎ নন্দয়ন্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মধ্যলীলার এই অষ্টাদশ-পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-ভ্রমণ, শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডের আবিষ্কার, নন্দীশ্বরে নন্দযশোদা-সমন্বিত শ্রীমূর্ত্তির আবিষ্কার, গোপালদর্শন, বৃন্দাবন হইতে পুনরায় প্রয়াগে গমন, প্রয়াগের পথে ম্লেচ্ছপাঠানগণের প্রতি প্রভুর কৃপা প্রভৃতি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। গৌরাঙ্গঃ (শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর) স্বাবলোকনৈঃ (স্বীয়দর্শনদানে) বৃন্দাবনে (শ্রীবৃন্দাবনে) স্থিরচরান্ (স্থাবরজঙ্গমাদিকে) নন্দয়ন্ (আনন্দিত করিয়া) তদালোকাৎ চ (এবং তাহাদের দর্শনে—স্বয়ং সেই স্থাবরজঙ্গমাদিকে দর্শন করিয়া) আত্মানং (নিজেকে) [আনন্দয়ন্] (আনন্দিত করিয়া) পরিতঃ (ইতস্ততঃ) অভ্রমৎ (ভ্রমণ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজের দর্শন-দানে স্থাবর-জঙ্গমদিগকে আনন্দিত করিয়া এবং স্বয়ং স্থাবর-জঙ্গমদিগের দর্শনে আনন্দিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

২। **এইমত**—পূর্ব্বপরিচ্ছেদের ২১০ পয়ারের বর্ণনানুরূপ ভাবে, প্রেমাবেশে। **বাহ্য হইল**—প্রভুর বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিল, আবেশ সম্পূর্ণরূপে ছুটিয়া গেল।

আরিটগ্রাম—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপী অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়াছিলেন; এজন্য ইহার নাম অরিষ্ট-গ্রাম বা আরিট-গ্রাম। কথিত আছে, অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকবশতঃ শ্রীরাধাকে স্পর্শ করিতে আসিলে, শ্রীরাধাও কৌতুক করিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"অরিষ্ট অসুর হইলেও সে যখন বৃষের রূপ ধারণ করিয়াছে, তখন তাহাকে বধ করায় তোমার গোবধ হইয়াছে। তুমি যদি সর্ব্বতীর্থে স্নান করিতে পার, তবে তোমার এই দোষ যাইবে, তবেই তুমি আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে।" একথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণও সুমধুর হাস্যে বলিলেন—"আচ্ছা, এইখানেই সমস্ত তীর্থ আনয়ন করিয়া আমি স্নান করিব।" এই বলিয়া কৌতুকে ভূমিতে পদাঘাত করা মাত্রই তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রভাবে সে স্থানে একটি কুণ্ড হইল এবং ঐ কুণ্ড তৎক্ষণাৎ সর্ব্বতীর্থজলে পরিপূর্ণ হইল; তীর্থগণ নিজ নিজ পরিচয় দিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা ও সখীগণের সাক্ষাতেই ঐ কুণ্ডে সর্ব্বতীর্থজলে স্নান করিলেন। এই কুণ্ডটীকে অরিষ্টকুণ্ডও বলে, শ্যামকুণ্ডও বলে।

আরিটে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোকস্থানে।
কেহো নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে ॥ ৩
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈল স্নান ॥ ৪
দেখি সব গ্রাম্যলোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন— ॥ ৫
সবগোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয়—প্রিয়ার সরসী ॥ ৬

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪৫)
পদ্মপুরাণবচনম্—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ২ ॥

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে,—তীরে রাসরঙ্গে ॥ ৭
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তারে রাধা-সম-প্রেম কৃষ্ণ করে দান ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এইরূপে কুণ্ডের উৎপত্তি হইতে দেখিয়া এবং কুণ্ডসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রগল্‌ভ-বচন শুনিয়া সখীগণ সহ শ্রীরাধাও ঐ কুণ্ডের নিকটে পশ্চিম দিকে কৌতুকে আর একটি কুণ্ড খনন করিতে লাগিলেন। ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই একটী সুন্দর কুণ্ড খনিত হইল। সর্ব্বতীর্থময়ী মানসী-গঙ্গার জল আনিয়া সখীগণ এই কুণ্ড পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কুণ্ডস্থিত তীর্থ সকলকে আদেশ করা মাত্রই তাহারা শ্যামকুণ্ড হইতে রাধিকার কুণ্ডে প্রবেশ করিয়া কুণ্ডটীকে সুন্দররূপে পরিপূর্ণ করিল এবং রাধিকার স্তুতি করিতে লাগিল। এই কুণ্ডটীকে শ্রীরাধাকুণ্ড বা শ্রীকুণ্ড বলে। দুইটী কুণ্ডই পাশাপাশি ভাবে আরিট-গ্রামে অবস্থিত (ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ)।

৩। **আরিটে**—আরিটগ্রামে। **রাধাকুণ্ডবার্ত্তা**—রাধাকুণ্ডের কথা। শ্রীরাধাকুণ্ড বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; তত্রত্য লোকও সেই কুণ্ডের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিল; কোন্ স্থানে কুণ্ড ছিল, তাহাও কেহ জানিত না, প্রভুর সঙ্গের মাথুর-ব্রাহ্মণও জানিতেন না। **সঙ্গের ব্রাহ্মণ**—প্রভুর সঙ্গের মাথুর-ব্রাহ্মণ।

৪। **তীর্থলুপ্ত**—কুণ্ডের চিহ্ন লোপ পাইয়াছে জানিয়া। **সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্**—মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বলিয়াই জানিতে পারিলেন, যে স্থানে দুইটি ধান্য-ক্ষেত্র আছে, সেস্থানেই কুণ্ড দুইটি ছিল। এজন্য তিনি রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড জ্ঞানে ঐ দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে স্নান করিলেন। "প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ গুপ্ত তীর্থ নিরখয়। দুই ধান্যক্ষেত্র হইয়াছে কুণ্ডদ্বয় ॥"—ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ।

৫। **বিস্ময়**—এই সন্ন্যাসী ধানক্ষেতে স্নান করে কেন, ইহা ভাবিয়া তাহারা বিস্মিত হইল।

৬। **সরসী**—সরোবর; কুণ্ড। **প্রিয়ার সরসী**—প্রেয়সী শ্রীরাধার সরোবর।

প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধার সরোবর বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৪০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৭। এই শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে নিত্যই শ্রীকৃষ্ণ সখীগণসহ শ্রীরাধার সহিত জলকেলি করেন এবং এই কুণ্ডের তীরে নিত্যই তাঁহাদের সঙ্গে রাসক্রীড়া করেন।

৮। **রাধাসম প্রেম**—যিনি একবারমাত্র এই রাধাকুণ্ডে স্নান করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শ্রীরাধার সমান প্রেম দান করেন, এতই এই কুণ্ডের মহিমা। এস্থলে "রাধাসম প্রেম" বলিতে কি বুঝায়, ইহা বিবেচনার বিষয়। দুইটি জিনিষ সমান বলিলে—পরিমাণে সমান এবং জাতিতে সমান দুইই বুঝাইতে পারে। দুইটী কাষ্ঠখণ্ডের সম্বন্ধে যদি বলা হয় যে, দুইটী কাঠই সমান, তখন বুঝা যায় যে, কাঠের টুক্‌রা-দুইটী সমান লম্বা, সমান চওড়া; অথবা ইহাও বুঝা যায় যে, কাঠের টুক্‌রা দুইটী এক জাতীয়, দুইটীই সেগুন, বা দুইটীই কাঁঠাল। অথবা, ইহাও বুঝাইতে পারে যে, কাঠ-দুইটী লম্বায় চওড়ায়ও সমান, জাতিতেও সমান। শ্রীকুণ্ডে স্নানের ফলে যে প্রেম পাওয়া যায়, তাহা শ্রীরাধার প্রেমের সমান বলা হইল। কিরূপে সমান? পরিমাণে সমান, না জাতিতে সমান, না কি উভয়রূপেই সমান?

কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা ॥ ৯

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৭।১০২)--

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ—
র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥ ৩॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হরেঃ শ্রীরাধা ইব তদীয় সরসী রাধাসরসী প্রেষ্ঠা। যস্যাং সরস্যাং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ অনিশং প্রত্যহং তয়া রাধয়া সহ প্রেম্না ক্রীড়তি। যস্যাং সরস্যাং সকৃৎ একবারমপি স্নানকৃজ্জনঃ তস্মিন্ কৃষ্ণে রাধিকেব প্রেম লভতে। তত্তস্মাত্তস্যা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শ্রীরাধার যে পরিমাণ প্রেম আছে, স্নানকর্ত্তাও কি সেই পরিমাণ প্রেম পান? না কি শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শ্রীরাধার যে জাতীয়—স্বসুখবাসনা-গন্ধহীন, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়—প্রেম আছে, স্নানকর্ত্তাও সেই জাতীয় স্বসুখবাসনা-গন্ধহীন, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় এবং কান্তাভাবময় প্রেম পান? না কি উভয় রূপে তুল্য প্রেমই পাইয়া থাকেন?

প্রথমতঃ, সমপরিমাণ প্রেমের কথা বিবেচনা করা যাউক। ব্রজদেবীগণের প্রেম বৃদ্ধি পাইতে পাইতে মহাভাব পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই মহাভাব শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী-সকলের পক্ষেও অতি দুর্ল্লভ, ইহা কেবলমাত্র ব্রজদেবী-সকলেই সম্ভবে। "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈ রপ্যসাবতি দুর্ল্লভঃ। ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে ॥—উজ্জ্বলনীলমণি স্থা. ১১১।" এই মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দুই রকম। রূঢ়-মহাভাব ব্রজসুন্দরীমাত্রেই সম্ভবে। অধিরূঢ়-মহাভাব আবার মোদন ও মাদন ভেদে দুই রকম। এই মোদন আবার সমস্ত ব্রজসুন্দরীতে সম্ভবে না, কেবলমাত্র শ্রীরাধার যূথে যাঁহারা আছেন, সেই ললিতা-বিশাখাদির পক্ষেই সম্ভবে। "রাধিকাযূথে এবাসৌ মোদনো ন তু সর্ব্বতঃ। উ. নী. স্থা. ১২৮॥" আর মাদন কেবলমাত্র শ্রীরাধিকাতেই সম্ভবে, শ্রীরাধিকার যূথের ললিতা-বিশাখাদিতেও সম্ভবে না। "সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ উজ্জ্বলনীলমণি স্থা. ১৫৫॥" এই স্থলে দেখা গেল, শ্রীরাধিকার প্রেমের পরিমাণ মাদনাখ্য-মহাভাব পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আবার এই পরিমাণ, শ্রীরাধার অতি অন্তরঙ্গা সখী ললিতা-বিশাখাদিতে পর্য্যন্ত সম্ভবে না; অপরের কথা আর কি বলিব। এই পরিমাণ প্রেম যে সাধারণ জীব শ্রীরাধাকুণ্ডে একবার স্নান করিলেই পাইবেন, ইহা সম্ভব হয় না। যদি বলা যায়—শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নানের মাহাত্ম্যে তাহা পাওয়া সম্ভব হইবে না কেন? উত্তরে বলা যায়—যদি স্নানের মাহাত্ম্যে ইহা সম্ভব হইত, তবে ললিতা-বিশাখাদি শ্রীমতীর যূথের সখীগণ ইহা পাইলেন না কেন? তাঁরা ত নিত্যই ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, শ্রীরাধা হইলেন, মহাভাব-স্বরূপিণী, মূর্তিমতী হ্লাদিনী-শক্তি। তাঁহার সমপরিমাণে প্রেম কাহারও থাকিতে বা হইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা গেল, কৃষ্ণ যে শ্রীকুণ্ডে স্নান-কর্ত্তাকে রাধার প্রেমের সমান প্রেম দান করেন, তাহা পরিমাণে সমান নহে, জাতিতে সমান, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শ্রীরাধার যে জাতীয় প্রেম আছে, শ্রীকৃষ্ণ সেই জাতীয় প্রেমদান করেন—স্বসুখ-বাসনাশূন্য, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় কান্তা-প্রেম দান করেন। ["তারে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান"—রাধাসম (রাধার মতন) কৃষ্ণ তাহাকে প্রেমদান করেন; অর্থাৎ রাধা যেরূপ প্রেমদান করেন, কৃষ্ণ সেরূপ প্রেম দান করেন—এইরূপ অর্থ হইবে না। কারণ, এই কয় পয়ারের মর্ম্ম পরবর্ত্তী শ্লোকে লিখিত হইয়াছে; এই প্রেমসম্বন্ধে শ্লোকের উক্তি এই:—প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎস্নানকৃৎ—যিনি এই কুণ্ডে একবার স্নান করেন, তিনি রাধিকার মত প্রেমলাভ করেন—"রাধিকেব প্রেম লভতে—" রাধিকার যেরূপ প্রেম, সেইরূপ প্রেম লাভ করিয়া থাকেন। এস্থলে শ্রীরাধা কর্ত্তৃক প্রেমদানের কোনও কথাই নাই।]

৯। শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা এবং মাধুর্য্য যেন শ্রীরাধার মহিমা এবং মাধুর্য্যেরই তুল্য।

শ্লো। ৩। অন্বয়। স্বৈঃ (স্বীয়) অদ্ভুতৈঃ (অদ্ভুত) গুণৈঃ (গুণদ্বারা) তদীয় সরসী (তাঁহার সরসী—

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হইয়া।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মঙ্‌রিয়া॥ ১০
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি লৈল॥ ১১
তবে চলি আইলা প্রভু সুমনঃসরোবর।
তাহাঁ গোবর্দ্ধন দেখি হইলা বিহ্বল॥ ১২
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবত।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত॥ ১৩
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম।
হরিদেব দেখি তাহাঁ হইলা প্রণাম॥ ১৪
মথুরা-পদ্মের পশ্চিম দলে যার বাস।
হরিদেবনারায়ণ আদি পরকাশ॥ ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মহিমা মধুরিমা চ ক্ষিতৌ কেন বর্ণ্যোঽস্তু। যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ . ইতি প্রমাণাৎ। সদানন্দবিধায়িনী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীরাধাকুণ্ড) শ্রীরাধা ইব (শ্রীরাধারই ন্যায়) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) প্রেষ্ঠা (অতীব প্রিয়); শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ (ব্রজের পূর্ণচন্দ্র মাধব) অনিশং (প্রত্যহ) যস্যাং (যাহাতে—যেই কুণ্ডে) তয়া (তাঁহার—সেই শ্রীরাধার সহিত) প্রীত্যা (প্রীতির সহিত) ক্রীড়তি (ক্রীড়া করেন); যস্যাং (যাহাতে—যে কুণ্ডে) সকৃৎ (একবার) স্নানকৃৎ (স্নানকর্ত্তা ব্যক্তি) বত অস্মিন্ (এই শ্রীকৃষ্ণে) রাধিকা ইব (রাধিকার যেরূপ প্রেম, সেইরূপ) প্রেম (প্রেম) লভতে (লাভ করেন)। তস্যাঃ (তাঁহার—সেই রাধাকুণ্ডের) মহিমা (মহিমা) তথা মধুরিমা (এবং মধুরিমা) বৈ ক্ষিতৌ (জগতে) কেন (কাহাকর্ত্তৃক) বর্ণ্যঃ (বর্ণনীয়) অস্তু (হইতে পারে) ?

অনুবাদ। স্বীয় অসাধারণ ও সর্ব্বজন-চমৎকারী গুণহেতু শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। ব্রজের পূর্ণচন্দ্র-মাধব প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত এই কুণ্ডে প্রেমভরে নিরন্তর কেলি করিয়া থাকেন ; এইকুণ্ডে যিনি একবার মাত্র স্নান করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধার মতন প্রেম লাভ করেন ; অতএব শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও মধুরিমা ক্ষিতিতলে কে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়। ৩

পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১০। **তীরে**—কুণ্ডতীরে। **কুণ্ডলীলা**—কুণ্ডমধ্যে শ্রীরাধাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে সকল লীলা করিয়াছেন, তৎসমস্ত। **স্মঙ্‌রিয়া**—স্মরণ করিয়া।

১১। রাধাকুণ্ডে শ্রীরাধা সখীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছেন ; ঐ কুণ্ডের মৃত্তিকায় শ্রীরাধার চরণরেণু আছে ; জলের নীচে আছে বলিয়া বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া ঐ চরণরেণুর অন্যত্র চলিয়া যাইবারও সম্ভাবনা নাই। ঐ মৃত্তিকায় তিলকাদি রচনা করিলে শ্রীরাধার চরণরেণু দ্বারাই তিলকাদি রচনা করা হয়। শ্রীরাধিকার চরণরেণুর মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুরমহাশয় বলিয়া গিয়াছেন—"রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু, অনায়াসে পাব গিরিধারী।"

১২। **সুমনঃসরোবর**—ইহা রাধাকুণ্ডের নৈঋর্ত কোণে। ইহার অপর নাম কুসুমসরোবর। সুমনঃ—অর্থ কুসুম।

১৩। **একশিলা**—গোবর্দ্ধনের এক শিলাখণ্ড ; গোবর্দ্ধনের শিলাকে প্রভু কৃষ্ণকলেবর বলিয়া মনে করিতেন। (৩।৬।২৮৬)।

১৪। **হরিদেব**—নারায়ণ-মূর্ত্তি।

১৫। **মথুরাপদ্মের**—পদ্মাকৃতি মথুরামণ্ডলের পশ্চিম-দিগ্‌বর্ত্তীদলে হরিদেব-নামক নারায়ণ বিরাজিত আছেন। শ্রীমথুরাধাম পদ্মাকার ; "ইদং পদ্মং মহাভাগে সর্ব্বেষাং মুক্তিদায়কম্"—আদিবারাহে॥ মথুরা-শব্দ এস্থলে সমস্ত ব্রজমণ্ডলকেই বুঝাইতেছে।

হরিদেব-আগে নাচে প্রেমে মত্ত হৈয়া।
সবলোক দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য শুনিয়া ॥ ১৬
প্রভু-প্রেম-সৌন্দর্য্য দেখি লোক চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার ॥ ১৭
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাঞা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা কৈল ॥ ১৮
সে-রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্র্যে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে—॥ ১৯
গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চঢ়িব।
গোপালরায়ের দর্শন কেমনে পাইব ? ॥ ২০

এত মনে করি প্রভু মৌন করি রহিলা।
জানিঞা গোপাল কিছু ভঙ্গী উঠাইলা ॥ ২১

তথাহি গ্রন্থকারস্য—
অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বমদর্শয়ৎ ॥ ৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অনারুরুক্ষবে ভক্তাভিমানত্বাৎ গোবর্দ্ধনারোহণং কর্ত্তুমনিচ্ছবে অবরুহ্য গিরেঃ গিরেঃ সকাশাৎ অবরুহ্য। চক্রবর্ত্তী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৮। **ব্রহ্মকুণ্ড**—গোবর্দ্ধনের নিকট একটী কুণ্ড।

২০। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগোবর্দ্ধনকে শ্রীহরির দাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (১০।২১।১৮); হরিভক্তের অঙ্গে পাদস্পর্শের ভয়ে মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনে উঠিতে অনিচ্ছুক। অথবা, গোবর্দ্ধনশিলাকে প্রভু কৃষ্ণকলেবর বলিয়া মনে করিতেন, এজন্যও তিনি গোবর্দ্ধনে পাদস্পর্শ করাইতে অনিচ্ছুক। "শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ-কলেবর (৩।৬।৮২৬) ॥"

২১। **ভঙ্গী**—কৌশল। গোবর্দ্ধনে পাদস্পর্শ হইলে অপরাধ হইবে—এই ভয়ে ভক্তভাবাপন্ন মহাপ্রভু গোপাল দর্শন করিতে পারিবেন না ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন, ভক্তবৎসল গোপালদেব তাঁহাকে দর্শন দিবার জন্য এক কৌশল বিস্তার করিলেন ॥

শ্লো। ৪। অন্বয়। কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ—শ্রীগোপালদেব) গিরেঃ (পর্ব্বত হইতে—গোবর্দ্ধন হইতে) অবরুহ্য (অবরোহণ করিয়া—নীচে নামিয়া) ভক্তাভিমানিনে (ভক্তাভিমানী) শৈলং (পর্ব্বতে—গোবর্দ্ধনে) অনারুরুক্ষবে (আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক) স্বস্মৈ (আপনস্বরূপ) গৌরায় (শ্রীগৌরচন্দ্রকে) সমদর্শয়ৎ (দর্শন দিয়াছেন)।

অনুবাদ। শ্রীগোপালদেব গোবর্দ্ধন হইতে অবতরণ করিয়া—পর্ব্বতে আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক, ভক্তাভিমানী, (রাধাকান্তিদ্বারা সমাচ্ছাদিতশ্যামকান্তি) স্বকীয় গৌর-স্বরূপকে স্বদর্শন দান করিয়াছিলেন। ৪

শ্রীগোপালদেব ছিলেন গিরিগোবর্দ্ধনের উপরে ; সেখানে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে গোবর্দ্ধনে উঠিতে হয় ; তাতে গোবর্দ্ধনের অঙ্গে পাদস্পর্শ হয়। মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনে উঠিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় গোপালদেব নিজে গোবর্দ্ধন হইতে নীচে নামিয়া **ভক্তাভিমানিনে**– ভক্তাভিমানী (প্রভু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া গোবর্দ্ধনে পাদস্পর্শ করাইয়া গোবর্দ্ধনে উঠিতে অনিচ্ছুক ; তাই শ্রীগোপাল তাদৃশ ভক্তাভিমানী) এবং গোবর্দ্ধনে **অনারুরুক্ষবে**—ন আরুরুক্ষু (আরোহণ করিতে ইচ্ছুক) অনারুরুক্ষু, আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক ; **গৌরায়**—গৌরচন্দ্রকে। **সমদর্শয়ৎ**—সন্দর্শন দিলেন। সেই গৌরচন্দ্র কিরূপ ছিলেন ? **স্বস্মৈ**—নিজেকে ; নিজস্বরূপকে। শ্রীগোপালদেবের নিজস্বরূপই ছিলেন শ্রীগৌরচন্দ্র ; মহাপ্রভু তত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই তাঁহাকে গোপালদেবের নিজস্বরূপ বলা হইল। কোন্ ছলে শ্রীগোপালদেব গোবর্দ্ধন হইতে নামিয়া প্রভুকে দর্শন দিলেন, পরবর্ত্তী ২২-২৩ পয়ারে বলা হইয়াছে।

২১ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

অন্নকূটনাম-গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামেতে বসতি ॥ ২২

একজন আসি রাত্র্যে গ্রামীকে বলিল—।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধাড়ী সাজিল ॥ ২৩

আজি রাত্র্যে পলাহ, গ্রামে না রহ একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ, আসিবে কাল যবন ॥ ২৪

শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলিগ্রামে থুইল ॥ ২৫

বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন ॥ ২৬

ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারেবারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে—কিবা গ্রামান্তরে ॥ ২৭

প্রাতঃকালে প্রভু মানসগঙ্গায় করি স্নান।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ ॥ ২৮

গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পঢ়িয়া ॥ ২৯

তথাহি (ভাঃ ১০।২১।১৮)—
হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হন্তেতি হর্ষে হে সখ্যঃ! অয়মদ্রিঃ গোবর্দ্ধনো ধ্রুবং হরিদাসেষু শ্রেষ্ঠঃ। কুতঃ? ইত্যত আহুঃ—যস্মাদ্ রামকৃষ্ণয়োশ্চরণস্পর্শেন প্রমোদো যস্য সঃ। তৃণাদ্যুদ্গমনিভেন রোমহর্ষদর্শনাৎ কিঞ্চ যদ্ যস্মান্মানং তনোতি সহ-গোভির্গণেন সখিসমূহেন চ বর্ত্তমানয়োস্তয়োঃ কৈঃ পানীয়ৈঃ সুযবসৈঃ শোভনতৃণৈঃ কন্দরৈশ্চ কন্দমূলৈশ্চ যথোচিতম্ অতোঽয়মতিধন্য ইত্যর্থঃ। স্বামী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২। **অন্নকূট নাম-গ্রামে ইত্যাদি**—গোবর্দ্ধনের মধ্যে অন্নকূট নামে একটী গ্রাম আছে; সেই গ্রামে গোপালের শ্রীমন্দির। সেই গ্রামে রাজপুত-জাতীয় লোকদের বসতি।

২৩। **একজন**—কোনও এক অপরিচিত লোক। বোধ হয় শ্রীগোপালদেবই নীচে নামিবার ছল উদ্ভাবন করিতে অপরিচিত লোকের বেশে গ্রামবাসীকে যবনকর্ত্তৃক গ্রাম আক্রমণের কথা জানাইয়াছেন।

গ্রামীকে—গ্রামবাসী রাজপুতদিগকে। **মারিতে**—লুঠ করিতে। **তুড়ুক**—তুর্কী; যবন। **ধাড়ী**—প্রধান। **তুড়ুকধাড়ী**—প্রধান যবন যোদ্ধা। **সাজিল**—সজ্জিত হইল; প্রস্তুত হইয়াছে।

২৪। **ভাগ**—পলাইয়া যাও। **আসিবে কাল যবন**—সর্ব্বনাশ-সাধনকারী যবন আসিবে; যবন আসিয়া সর্ব্বনাশ করিবে। অথবা, আজি রাত্রিতেই পলাও; কারণ, কল্যই যবন আসিবে।

২৫। **গাঁঠুলিগ্রাম**—গোবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম।

২৬। **বিপ্রগৃহে ইত্যাদি**—গাঁঠুলিগ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে গোপালকে রাখা হইল, সেখানে অতি গোপনে গোপালের সেবা হইতে লাগিল। **গ্রাম উজাড় হইল**—অন্নকূটগ্রাম জনশূন্য হইল।

২৭। এইবারই যে সর্ব্বপ্রথম গোপালকে লইয়া অন্নকূট গ্রামের লোকগণ গ্রামান্তরে পলাইয়া গেলেন, তাহা নহে। মাঝে মাঝে আরও অনেকবার ম্লেচ্ছদের (যবনদের) ভয়ে গোপালের সেবকগণ অন্যত্র—কখনও বনের মধ্যে কোনও নিভৃত কুঞ্জে, কখনও ভিন্ন কোনও গ্রামে—গোপালকে লইয়া গিয়াছেন।

২৯। **শ্লোক**—নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক।

শ্লো। ৫। অন্বয়। হন্ত অবলাঃ (হে সখীগণ)! অয়ং (এই) অদ্রিঃ (পর্ব্বত—শ্রীগোবর্দ্ধন) হরিদাসবর্য্যঃ (হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ); যৎ (যেহেতু) রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ (রামকৃষ্ণের চরণস্পর্শে প্রমোদিত হইয়া)

গোবিন্দ-কুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান।
তাহাঁ শুনিল—গোপাল গেল গাঁঠুলিগ্রাম ॥ ৩০
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপালদর্শন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥ ৩১
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি নাচে, হৈল দিনশেষ ॥ ৩২

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে
বিভাবলহর্য্যাম্ (২।১।২৬)—

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তামরসাক্ষস্য পদ্মনেত্রস্য। চক্রবর্ত্তী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পানীয়সুযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ (পানীয়, শোভন তৃণ, কন্দর, কন্দ ও মূল দ্বারা) সহগোগণয়োঃ (গো ও গোপগণের সহিত) তয়োঃ (তাঁহাদের—শ্রীরামকৃষ্ণের) মানং (পূজাকে) তনোতি (বিস্তার করিতেছে)।

অনুবাদ। হে অবলাগণ! এই গোবর্দ্ধনগিরি নিশ্চয়ই হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; যেহেতু, ইনি রামকৃষ্ণের চরণস্পর্শে প্রমোদিত হইয়া পানীয় জল, উত্তমতৃণ, কন্দর (অর্থাৎ উপবেশনাদির নিমিত্ত গুহা), কন্দ ও মূল দ্বারা, গোগণ ও গোপালগণের সহিত রামকৃষ্ণের যথোচিত পূজা করিতেছেন। ৫

শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শুনিয়া মুগ্ধচিত্তা কোনও গোপী তাঁহার সখীগণকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন; তাঁহারা তখন গোবর্দ্ধনের নিকটেই অবস্থিত ছিলেন; তাই গোবর্দ্ধনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কোনও গোপী বলিলেন:—**অবলাঃ**—হে অবলাগণ! হে সখীগণ! (সখীদিগকে অবলা বা বলহীনা বলিয়া সম্বোধন করার সার্থকতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতের আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করার মত বল বা শক্তি তাঁহাদের কাহারও নাই। অথবা, এই গোবর্দ্ধনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার শক্তিও তাঁহাদের নাই।) **অয়ং** (এই যে সাক্ষাতে দেখিতেছ, এই) **অদ্রিঃ**—পর্ব্বত, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত **হন্ত**—নিশ্চয়ই **হরিদাসবর্য্যঃ**—হরির (শ্রীকৃষ্ণের) দাসদিগের মধ্যে বর্য্যঃ (শ্রেষ্ঠ); যাঁহারা এই সর্ব্বচিত্তহরণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এই গোবর্দ্ধনই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু, এই গোবর্দ্ধন **রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ**—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের চরণের স্পর্শবশতঃ প্রমোদ (প্রকৃষ্ট হর্ষ) হইয়াছে যাঁহার তাদৃশ; এই গোবর্দ্ধনে শ্রীরামকৃষ্ণ বিচরণ করিতেছেন; তাঁহাদের চরণস্পর্শ পাইয়া আনন্দাধিক্যবশতঃ এই গোবর্দ্ধনের দেহে যেন রোমাঞ্চ, স্বেদ এবং আনন্দাশ্রু দেখা দিয়াছে—সখীগণ! গোবর্দ্ধনের গায়ে এই যে তৃণাঙ্কুর দেখিতেছ, তাহা তৃণাঙ্কুর নহে, তাহা এই গোবর্দ্ধনের রোমাঞ্চ; আর এই যে গিরিগাত্রে মাঝে মাঝে আর্দ্রতা দেখিতেছ, গিরিরাজের ঘর্ম্মোদ্গমেই তাহার এই আর্দ্রতা; মাঝে মাঝে যে জলবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে দেখ, তাহা উহার আনন্দাশ্রু; ভাগ্যবান্ গিরি-গোবর্দ্ধন এইরূপ পরমানন্দের চিহ্ন গাত্রে প্রকটিত করিয়া **পানীয়সুযবস-কন্দরকন্দমূলৈঃ**—জলাদি পানীয়, সুযবস (উত্তম তৃণ), কন্দর (গুহা, শ্রীরামকৃষ্ণের উপবেশন ও বিশ্রামাদির জন্য গুহা), কন্দ ও মূল দ্বারা রামকৃষ্ণের এবং তাঁহাদের পালিত গো-সকলের এবং তাঁহাদের সখা ব্রজরাখালগণের **মানং তনোতি**—পূজা (সেবা) করিতেছেন। পানীয় ও তৃণাদিদ্বারা গো-সকলের তৃপ্তিবিধান করিতেছেন; পানীয় ও কন্দ, মূল, ফলাদিদ্বারা রামকৃষ্ণের ও ব্রজরাখালদের তৃপ্তি বিধান করিতেছেন এবং তাঁহাদের বিশ্রাম ও ক্রীড়াদির জন্য স্বীয় অন্তর্হৃদয়তুল্য গুহাদিকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন; এই সৌভাগ্য আর কাহার হয় সখি! আমাদের তো এইরূপ সৌভাগ্য হইল না।

শ্রীগোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রভু গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেছেন।

৩২। প্রেমাবেশে প্রভু নিম্নলিখিত শ্লোক পড়িতে পড়িতে নাচিতে লাগিলেন; নাচিতে নাচিতে দিন শেষ হইয়া গেল।

শ্লো। ৬। অন্বয়। যেন (যে) ভুজদণ্ডেন (ভুজদণ্ডদ্বারা) গোবর্দ্ধনঃ (গোবর্দ্ধন) গিরিঃ (পর্ব্বত)

এই মত তিনদিন গোপাল দেখিলা।
চতুর্থ দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা ॥ ৩৩
গোপাল-সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি।
আনন্দকোলাহলে লোক বলে 'হরিহরি' ॥ ৩৪
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে ॥ ৩৫
এইমত গোপালের করুণস্বভাব।
যেই ভক্তজনে দেখিতে হয় ভাব ॥ ৩৬
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না চড়ে গোবর্দ্ধনে।
কোন ছলে গোপাল আসি উতরে আপনে ॥ ৩৭
কভু কুঞ্জে রহে, কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাহাঁ আসি দেখয়ে তাঁহারে ॥ ৩৮
পর্ব্বতে না চড়ে দুই—রূপ সনাতন।
এইরূপে তাঁ-সভারে দিয়াছেন দর্শন ॥ ৩৯
বৃদ্ধকালে রূপগোসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য দেখিতে ॥ ৪০
ম্লেচ্ছভয়ে আইল গোপাল মথুরা নগরে।
একমাস রহিল বিট্ঠলেশ্বরঘরে ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ক্রীড়াকন্দুকতাং (ক্রীড়াকন্দুকতা) নীতঃ (প্রাপ্ত হইয়াছিল), তামরসাক্ষস্য (কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের) সঃ (সেই) বামঃ (বাম) ভুজদণ্ডঃ (ভুজদণ্ড) বঃ (তোমাদিগকে) পাতু (রক্ষা করুন)।

অনুবাদ। কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের যেই বামভুজদণ্ড গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ক্রীড়া-কন্দুকের মতন অনায়াসে উর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বামভুজ তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৬

তামরসাক্ষস্য—তামরসের (পদ্মের) ন্যায় অক্ষি (চক্ষু) যাঁহার, তাঁহার। কমললোচনের।

ক্রীড়াকন্দুকতাং—ব্রজবাসিগণ পূর্ব্বে ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন-পূজার প্রবর্ত্তন করেন। ইহাতে ইন্দ্রদেব রুষ্ট হইয়া ব্রজমণ্ডলের উপরে ঝড়, বৃষ্টি, অশনি-পাত-আদিদ্বারা ভয়ানক উপদ্রব করিতে লাগিলেন। এই উপদ্রব হইতে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উৎপাটিত করিয়া স্বীয় বামকরের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে ধারণ করিয়া রাখিলেন—শিশু তাহার খেলার লাটিমকে (কন্দুককে) যেরূপ অনায়াসে ধরিয়া রাখে, ঠিক সেইরূপে ; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিন্দুমাত্রও কষ্ট হয় নাই। ব্রজবাসিগণ পর্ব্বতের তলায় আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সাত দিন পর্য্যন্ত এইভাবে গিরি-গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; এইজন্যই তাঁহার একটি নাম গোবর্দ্ধনধারী বা গিরিধারী। (টী. প. দ্র.)

গোবর্দ্ধনেই শ্রীগোপালদেবের শ্রীমন্দির ; তাই প্রভু গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলার উল্লেখ করিয়া গোপালদেবের স্তুতি করিয়াছেন।

৩৫। **তলে**—গোবর্দ্ধনের নিম্নদেশে।

৩৬-৩৯। গোপালদর্শনের জন্য যাঁহাদের প্রবল উৎকণ্ঠা, অথচ পাদস্পর্শের ভয়ে গোবর্দ্ধনে উঠিয়া দর্শন করিতে পারেন না, ভক্তবৎসল-গোপাল তাঁহাদিগকে কোনও কৌশলে দর্শন দেন ; শ্রীরূপগোস্বামীর বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন।

৪০। **না পারে যাইতে**—বৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধনে যাইয়া গোপালকে দর্শন করিতে অসমর্থ, —বার্দ্ধক্যবশতঃ।

৪১। **ম্লেচ্ছভয়ে**—ম্লেচ্ছগণকর্ত্তৃক, অন্নকূটগ্রাম আক্রমণের আশঙ্কায় ছল করিয়া। **বিট্ঠলেশ্বর**—বল্লভ-ভট্টের পুত্রের নাম বিট্ঠলেশ্বর। তাঁহার গৃহেই শ্রীগোপালদেব একমাস ছিলেন। প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী আড়ৈলগ্রাম হইতে বল্লভ-ভট্ট সপুত্রক মথুরায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে বল্লভ-ভট্ট আড়ৈলগ্রামেই ছিলেন। মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদ এবং ২।৪।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তবে রূপগোসাঞি সব নিজ-গণ লঞা।
একমাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা ॥ ৪২
সঙ্গে গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্টগোসাঞি, আর লোকনাথ ॥ ৪৩
ভূগর্ভগোসাঞি, আর শ্রীজীবগোসাঞি।
শ্রীযাদব-আচার্য্য, আর গোবিন্দগোসাঞি॥ ৪৪
শ্রীউদ্ধব দাস, আর মাধব—দুইজন।
শ্রীগোপালদাস, আর দাস নারায়ণ ॥ ৪৫
গোবিন্দভক্ত, আর বাণীকৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু হরিদাস ॥ ৪৬
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ-সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহুরঙ্গে ॥ ৪৭
একমাস রহি গোপাল গেলা নিজস্থানে।
শ্রীরূপগোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥ ৪৮
প্রস্তাবে কহিল গোপাল-কৃপার আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে ॥ ৪৯
প্রভুর গমন-রীতি পূর্ব্বে যে লিখিল।
সেইমত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল ॥ ৫০
তাহাঁ লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল ॥ ৫১
পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত উপরে যাইয়া ॥ ৫২
কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত-উপরে ?
লোক কহে—মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে ॥ ৫৩
দুইদিকে মাতা পিতা—পুষ্টকলেবর।
মধ্যে এক শিশু হয়—ত্রিভঙ্গ সুন্দর ॥ ৫৪
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘাড়িয়া ॥ ৫৫
ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ-স্পর্শন ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪২। নিজ-গণ—নিজের সঙ্গীয় লোকদিগের সহিত। ৪৩-৪৬ পয়ারে উল্লিখিত ভক্তবৃন্দ শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গে গোপালদর্শনের জন্য মথুরায় আসিয়াছিলেন। **মথুরা রহিয়া**—মথুরায় থাকিয়া। বৃন্দাবন হইতে মথুরা খুব কাছে ; গোপালদেব মথুরায় আসিয়াছেন শুনিয়া শ্রীরূপগোস্বামী মথুরায় আসিলেন এবং সেস্থানে একমাস থাকিয়া শ্রীগোপালদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন।

৪৩। সঙ্গে—শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গে।

৪৮। নিজস্থানে—গোবর্দ্ধনস্থিত অন্নকূটগ্রামে নিজ মন্দিরে।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর সঙ্গে যাঁহারা গোপাল-দর্শনের জন্য গিয়াছিলেন, ৪৩-৪৬ পয়ারে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নাম নাই ; তাই মনে হয়, শ্রীপাদ সনাতনের অন্তর্দ্ধানের পরেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি তখন প্রকট থাকিলে তিনিও গোপাল-দর্শনে যাইতেন। অতি বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত অশক্ত বলিয়াই যে তিনি যাইতে পারেন নাই, তাহাও মনে হয় না ; সেইরূপ অবস্থা হইলে তাঁহাকে একাকী বৃন্দাবনে রাখিয়া যে শ্রীরূপাদি এক মাস পর্য্যন্ত অন্যত্র থাকিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। (টী. প. দ্র)

৪৯। প্রস্তাবে—প্রসঙ্গক্রমে।

৫১। নন্দীশ্বর—নন্দগ্রামে। এইস্থানে শ্রীনন্দমহারাজের গৃহ ছিল।

৫২। পাবন—পাবন-সরোবর। **পাবনাদি কুণ্ডে**—পাবন-সরোবরে ও নন্দগ্রামস্থ অন্যান্য কুণ্ডে। **পর্ব্বত উপরি**—নন্দগ্রামস্থ নন্দীশ্বর-পর্ব্বতের উপরে।

৫৩। তত্রত্য লোকদিগকে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—পর্ব্বতের উপরে কোনও দেবমূর্ত্তি আছে কি না ; তাহারা বলিল—পর্ব্বতের গুহায় দেবমূর্ত্তি আছে। গোফা—গুহা।

৫৪। পর্ব্বতগুহায় কি কি দেবমূর্ত্তি আছে, তাহাও লোকগণ বলিল। মধ্যে শিশু গোপালের মূর্ত্তি এবং তাঁহার একদিকে নন্দমহারাজ এবং অপর দিকে যশোদামাতা। পিতামাতার বিগ্রহ বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল।

সবদিন প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈলা।
তাহাঁ হৈতে মহাপ্রভু খদিরবন আইলা॥ ৫৭
লীলাস্থল দেখি তাহাঁ গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পঢ়েন গোসাঞি॥ ৫৮

তথাহি (ভা. ১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ৭ ॥

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীরবন আইলা।
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৭। **সব দিন**—সমস্ত দিন ভরিয়া।

৫৮। **শেষশায়ী**—ব্রজমণ্ডলস্থিত স্থান-বিশেষ। এই স্থানে শেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ আছেন এবং তাঁহার চরণ-সেবায় রত শ্রীরাধিকাবিগ্রহ আছেন। সাধারণতঃ শেষশায়ী বলিতে ক্ষীরোদ সমুদ্রে অনন্ত-শয্যাশায়ী নারায়ণকে বুঝায় (১।৫।৮৪ পয়ার ও তট্টিকা দ্রষ্টব্য); এই অনন্ত-শয্যায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী নারায়ণের চরণ সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু পয়ারে "শেষশায়ী"-শব্দে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণকে বুঝাইতেছে না, বুঝাইতেছে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে এবং "লক্ষ্মী"-শব্দেও অনন্ত শয্যাশায়ী নারায়ণের চরণ-সেবারতা লক্ষ্মীদেবীকে বুঝাইতেছে না—বুঝাইতেছে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবারতা শ্রীরাধিকাকে। তাহার হেতু এই। যে স্থানটী এখন শেষশায়ী-নামে প্রসিদ্ধ, সেই স্থানে একটী জলাশয় আছে, এখন তাহার নাম ক্ষীর-সমুদ্র। শ্রীকৃষ্ণ এক সময়ে কৌতুকবশতঃ এই জলাশয়ে শেষশায়ীর ন্যায় শয়ন করিয়াছিলেন; তখন শ্রীরাধা শেষশায়ীর চরণসেবা-রতা লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার চরণসেবা করিয়াছিলেন। "এই শেষশায়ী ক্ষীর-সমুদ্র এথানে। কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্ত-শয্যাতে॥ শ্রীরাধিকা পাদপদ্ম করয়ে সেবন। যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় বর্ণন॥ ভক্তিরত্নাকর পঞ্চম-তরঙ্গ॥" চরণ-সেবা-সময়ে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানার্থ তাঁহার সুকোমল-চরণদ্বয় স্বীয় স্তনযুগলে স্পর্শ করাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু স্তনযুগলের কাঠিন্যের কথা বিবেচনা করিয়া তাহাদের স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে বেদনা অনুভূত হইবে আশঙ্কা করিয়া, কুচাগ্রে চরণ সংলগ্ন করা তো দূরে, ভীতিবশতঃ তিনি কুচদ্বয়ের নিকটেও শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়কে আনয়ন করিতে পারেন নাই। এই লীলা স্মরণ করিয়া শ্রীপাদ রঘুনাথদাস-গোস্বামী তাঁহার ব্রজবিলাস-স্তবে লিখিয়াছেন—"যস্য শ্রীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলাপি শ্রীরাধোচ্চৈ র্নিজসুখকৃতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে। ভীতাপ্যারাদথ ন হি দধাত্যস্য কার্কশ্যদোষাৎ স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা শেষশায়ী স্থিতিং নঃ॥ ৯১॥—কোমলাঙ্গী হইয়াও শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণকমলদ্বয় তাঁহার নিজের সুখের নিমিত্ত স্বীয় উন্নত কুচের অগ্রভাগে আনয়ন-পূর্ব্বক—'আমার স্তন অতি কর্কশ (তাই এই স্তনের সহিত সংলগ্ন করিলে তাঁহার সুকোমল চরণে আঘাত লাগিবে)'—এইরূপ মনে করিয়া ভীত হইয়া চরণদ্বয়কে স্তনের নিকটেও ধারণ করেন না, সেই শেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোষ্ঠে (বৃন্দাবনে) আমাদিগের নিত্যস্থিতি বিধান করুন।"

এই শ্লোক—নিম্নোদ্ধৃত "যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহম্"-ইত্যাদি শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণের বেদনার ভয়ে তাঁহার সুকোমল চরণদ্বয় নিজেদের কঠিন স্তনের সহিত সংলগ্ন করিতে যে ব্রজসুন্দরীগণ ভীত হয়েন, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। শেষশায়ীরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবারতা লক্ষ্মীরূপা শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া শেষশায়ী-লীলার স্ফূর্ত্তিতে রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছেন।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৫৯। **খেলাতীর্থ**—খেলন-বন। এস্থলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ খেলা করিতেন। "দেখহ খেলন-বন এথা দুই ভাই। সখাসহ খেলে ভক্ষণের চেষ্টা নাই॥ মায়ের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ বলরাম। এ খেলন বটের শ্রীখেলাতীর্থ নাম॥ ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ॥" **ভাণ্ডীর বন**—সখাগণসহ মল্লবেশে শ্রীকৃষ্ণবলরাম এস্থলে খেলা করিতেন; এই স্থানেই

শ্রীবন দেখি পুন গেলা লোহবন। মহাবন গিয়া জন্মস্থান-দরশন ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীবলরাম প্রলম্ব-নামক অসুরকে বধ করেন। একদিন এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ একাকী বংশীধ্বনি করিতেছিলেন; তাহা শুনিয়া ধৈর্য্যহারা হইয়া সখীগণসহ শ্রীরাধা সে স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে বিহার করিলেন। কৌতুকবশতঃ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে মৃদুভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখা সহ কৈছে ক্রীড়া কর এ প্রদেশে।" কৃষ্ণ বলিলেন—এস্থলে মল্লবেশ ধারণ করিয়া আমি সখাদের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকি; মল্লযুদ্ধে আমি সকলকে পরাজিত করি। তখন হাসিয়া ললিতা বলিলেন—"মল্লবেশে যুদ্ধ আজি দেখিব তোমার।" তখন সখীগণ সকলেই মল্লবেশে সজ্জিত হইয়া মল্লবেশী কৃষ্ণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। "কৃষ্ণপানে চাহি রাই মন্দ মন্দ হাসে। মল্লযুদ্ধ হেতু যুদ্ধস্থলেতে প্রবেশে ॥ মহামল্লযুদ্ধে নাহি জয় পরাজয়। হইল আনন্দ কন্দর্পের অতিশয় ॥" ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ। শ্রীপাদ রঘুনাথদাস-গোস্বামী তাঁহার ব্রজবিলাস-স্তবে এই লীলার উল্লেখ করিয়া ভাণ্ডীর-বনের বন্দনা করিয়াছেন। "মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমা গর্ব্বেণ সম্ভাবিতা, মল্লীভূয় মদীশ্বরী মল্লস্বমুৎকণ্ঠয়া। যস্মিন্ সম্যগুপেয়ুষা বকভিদা রাধা নিযোদ্ধুং মুদা, কুর্ব্বাণা মদনস্য তোষমতনোত্তাণ্ডীরকং তং ভজে ॥ ৯৬ ॥" আদি বরাহ-পুরাণে ভাণ্ডীর-বনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ভদ্রবন—"কৃষ্ণপ্রিয় হয় ভদ্রবন গমনেতে। নাক-পৃষ্ঠলোক প্রাপ্তি বন-প্রভাবেতে ॥ ভক্তিরত্নাকর ॥"

৬০। শ্রীবন—বেলবন। লোহবন—লোহজঙ্ঘবন। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ লোহজঙ্ঘ-অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। মহাবন—গোকুল। জন্মস্থান—শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান; গোকুলেই যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল।

শ্রীহরিবংশ হইতে জানা যায়, কংস-কারাগারে দেবকী যখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেন, ঠিক সেই সময়ে গোকুলে যশোদাও শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেন; উভয়েরই গর্ভের অষ্টম মাসে প্রসব হইয়াছিল। "গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা ॥ শ্রীভা. ১০।৩।৯ শ্লোকের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীধৃত শ্রীহরিবংশবচন।" একই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুই স্থানে দুই রূপে জন্মলীলা প্রকটিত করিলেন; কংস-কারাগারে শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে এবং গোকুলে দ্বিভুজরূপে অর্থাৎ স্বয়ংরূপে; চতুর্ভুজরূপ হইল তাঁহারই প্রকাশরূপ। যাহাহউক, দেবকী-বসুদেব অদ্ভুত-চতুর্ভুজরূপ দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে এই অলৌকিক রূপ সম্বরণ করার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণও তখন স্বীয় চতুর্ভুজ রূপ সম্বরণ করিলেন এবং নরশিশুর ন্যায় দ্বিভুজরূপে তৎস্থলে প্রকটিত হইলেন (শ্রী. ভা. ১০।৩।৪৭); আর বসুদেবকে বলিলেন—"যদি কংস হইতে তোমার ভয় হয়, তাহা হইলে আমাকে শীঘ্রই গোকুলে নিয়া রাখিয়া আস; সেস্থানে যশোদাগর্ভজাতা আমার মায়াকে দেখিতে পাইবে। তাহার স্থানে আমাকে রাখিয়া তাহাকে এখানে লইয়া আস।" বসুদেব যখন স্বীয় পুত্রকে কোলে লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখনই নন্দগৃহে যশোদার গর্ভ হইতে যোগমায়া আবির্ভূত হইলেন। "ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ। যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াঽজনি নন্দজায়য়া ॥ শ্রী. ভা. ১০।৩।৪৮ ॥" বসুদেব গোকুলে গিয়া দেখিলেন, সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; যশোদার গৃহে গিয়া দেখিলেন—যশোদাও গাঢ়নিদ্রায় অচেতনপ্রায়া, তাঁহার বিছানায় একটী নবজাতা কন্যা পড়িয়া রহিয়াছে। বসুদেব তখন যশোদার বিছানায় নিজপুত্রকে রাখিয়া যশোদার কন্যাটীকে লইয়া পুনরায় কংস-কারাগারে চলিয়া আসিলেন।

হরিবংশের বচন হইতে জানা যায়, দেবকী ও যশোদা একই সময়ে সন্তান প্রসব করেন—এই প্রসব হইয়াছিল অষ্টমী তিথিতে। আবার শ্রী. ভা. ১০।৩।৪৮ শ্লোক হইতে জানা যায়—বসুদেব যখন স্বীয় পুত্রকে লইয়া গোকুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কারাগার হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিলেন, তখনই যশোদার গর্ভ হইতে যোগমায়া আবির্ভূত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হয়েন ; হরিবংশ বলেন—নবমী তিথিতেই এই যোগমায়ার জন্ম হইয়াছিল ; "নবম্যামেব সংজাতা কৃষ্ণপক্ষস্য বৈ তিথৌ। শ্রী. ভা. ১০।৩।৪৮ শ্লোকের বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণীধৃত হরিবংশবচন।" যশোদা গর্ভ হইতে নবমীতে মায়ার আবির্ভাবের কথা বিষ্ণুপুরাণ হইতেও জানা যায়। ভগবান্ মায়াদেবীকে বলিলেন—"বর্ষাকালের কৃষ্ণাষ্টমীতে আমি জন্মগ্রহণ করিব, তুমিও নবমীতে জন্মগ্রহণ করিবে। প্রাবৃট্কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি। উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি ॥ বিষ্ণুপুরাণ। ৫।১।৭৬ ॥" ইহা হইতে বুঝা যায়, সেই রাত্রিতে যশোদা দুইবার প্রসব করিয়াছিলেন—দেবকী যখন প্রসব করেন, তখন একবার এবং তাহার পরে বসুদেব স্বীয় পুত্রকে লইয়া গোকুলে যাওয়ার প্রাক্কালে আর একবার। আরও, শ্রী. ভা. ১০।৪।১ শ্লোকে যশোদাগর্ভজাতা যোগমায়াকে "শ্রীকৃষ্ণের অনুজা—কনিষ্ঠা ভগিনী" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রথমবারে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকেই প্রসব করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বারে যোগমায়াকে ; নচেৎ যোগমায়াকে শ্রীকৃষ্ণের অনুজা বলার সার্থকতা থাকে না। যশোদা প্রথমবারে যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে চতুর্ভুজত্বাদির কোনওরূপ উল্লেখ না থাকায় দ্বিভুজ-নরাকৃতিরূপেই যে তিনি জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। "যশোদাপ্রসূতস্য কৃষ্ণস্য চতুর্ভুজত্বাশ্রুতের্নরাকৃতি-পরব্রহ্মত্বাচ্চ দ্বিভুজত্বমেব বুদ্ধ্যত ইতি। শ্রী. ভা. ১০।৩।৪৮ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।" প্রশ্ন হইতে পারে, যশোদা যদি দুইটি সন্তানকেই প্রসব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বসুদেব গোকুলে আসিয়া যশোদার বিছানায় কেবল একটী সন্তান—একটী মেয়ে মাত্র দেখিলেন কেন? প্রথমজাত পুত্রটী কোথায় গেল? আর বসুদেব স্বীয় পুত্রটীকে রাখিয়া কন্যাটীকে লইয়া যাওয়ার পরে যশোদা জাগিয়া যখন কেবল একটী পুত্রসন্তান মাত্র দেখিলেন, কন্যাটীকে দেখিলেন না, তখন তিনিও এসম্বন্ধে আর কোন কথা বলিলেন না কেন? বিষ্ণুপুরাণ হইতে ইহার সমাধান পাওয়া যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—"যোগনিদ্রার প্রভাবে গোকুলস্থ সমস্ত লোক যখন মোহিত অর্থাৎ গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত এবং স্বয়ং যশোদাও যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তখনই তিনি যোগমায়ারূপিণী কন্যাটীকে প্রসব করিয়াছিলেন। "তস্মিন্ কালে যশোদাপি মোহিতা যোগনিদ্রয়া। তামেব কন্যাং মৈত্রেয় প্রসূতা মোহিতে জনে ॥ বিষ্ণুপুরাণ। ৫।৩।২০ ॥" মায়ার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই যশোদা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা ; এইরূপে নিদ্রিতাবস্থাতেই মায়ার জন্ম ; সুতরাং মায়ার জন্মাদি সম্বন্ধে যশোদার কোন জ্ঞানই ছিল না ; একটী কন্যা যে জন্মিল, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ স্বীয় গর্ভ হইতে কৃষ্ণের জন্মের অব্যবহিত পরেই ক্লান্তা ও পরিশ্রান্তা হইয়া যশোদা নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং যোগনিদ্রা তাঁহার এই নিদ্রায় গাঢ়তা ঢালিয়া দিয়া লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রের জন্মের কথা হয়তো জানিতেন ; কিন্তু তৎপর কন্যার জন্মের কথা জানিতেন না ; সুতরাং শেষকালে কন্যাটী তাঁহার বিছানায় না থাকাতেও তাঁহার কোনওরূপ সংশয়ের উদয় হয় নাই। কিন্তু দুইটী পুত্রসন্তান দেখিলেন না কেন? একটী নিজের এবং একটী বসুদেবের? বসুদেবই বা কেন যশোদার শয্যায় যশোদাগর্ভজাত পুত্রটীকে দেখিলেন না? ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ :—শ্রীকৃষ্ণ মায়ার সহিতই যশোদার শয্যায় ছিলেন ; বসুদেব নিজের পুত্রকে লইয়া যখন যশোদার গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন যশোদানন্দন স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির বলে, অথবা যোগমায়ার প্রভাবে বসুদেবের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়া রহিলেন ; বসুদেব স্বীয় পুত্রকে যশোদার শয্যায় রাখিয়া যখন মায়াকে গ্রহণ করিলেন, তখনই বসুদেব-তনয় যশোদানন্দনের সহিত মিশিয়া ঐক্য প্রাপ্ত হইলেন, বসুদেব-তনয়কে আত্মসাৎ করিয়া যশোদানন্দনই শয্যায় শুইয়া রহিলেন ; বসুদেব মনে করিলেন—তাঁহারই পুত্র শুইয়া আছে। এইরূপে উভয়ে মিশিয়া যাওয়ায় যশোদাও দুইটি শিশু দেখেন নাই এবং বসুদেবের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন বলিয়া যশোদানন্দনকেও বসুদেব দেখেন নাই। "শ্রীবসুদেবেন মায়াপরিবর্ত্তেন বিন্যস্তঃ পুত্রঃ শ্রীনন্দাত্মজেনৈবৈক্যং প্রাপ্তঃ—শ্রী. ভা. ১০।৫।১ শ্লোকের বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণী।" অথবা, বসুদেব যশোদার গৃহে প্রবেশের উপক্রমেই, যশোদার শয্যার প্রতি বসুদেবের দৃষ্টি পতিত হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার অলক্ষিতভাবে যশোদানন্দন বসুদেবনন্দনকে আত্মসাৎ

যমলার্জ্জুনভঙ্গাদি দেখিল সেইস্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল ॥ ৬১

গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরা নগরে।
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্রঘরে ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিয়া—বসুদেব-নন্দনকে নিজের সঙ্গে ঐক্য প্রাপ্ত করাইয়া—বসুদেবের ক্রোড়ে অবস্থান করিলেন ; তাঁহাকেই বসুদেব যশোদার শয্যায় রাখিয়া মায়াকে লইয়া গেলেন। অথবা, কংসকারাগারে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বসুদেবনন্দন যখন অন্তর্হিত হইলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নন্দালয়ে যশোদানন্দনও অন্তর্হিত হইলেন এবং নন্দালয়ে অন্তর্হিত হইয়া কংসকারাগারে আবির্ভূত হইলেন এবং বসুদেবনন্দনের স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে আবির্ভূত দ্বিভুজ যশোদাতনয়কেই দেবকী-বসুদেব তাঁহাদের পুত্র বলিয়া মনে করিলেন। যশোদার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্মসম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্পষ্টরূপে কোনও বর্ণনা না থাকিলেও ১০।৪।৯ শ্লোকে মায়াকে শ্রীকৃষ্ণের "অনুজা" বলায়, ১০।৫।১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে "নন্দাত্মজ" বলায়, ১০।৮।১৪ শ্লোকে তাঁহাকে নন্দমহারাজের "আত্মজ" বলায় এবং ১০।১৪।১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে "পশুপাঙ্গজ—গোপরাজ-নন্দের অঙ্গজ" বলায় নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহিণী যশোদার গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত স্বীকার করিতেছেন।

৬১। **যমলার্জ্জুন ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে যমলার্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয়কে ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই স্থানটী দর্শন করিলেন।

নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে কুবেরের দুই পুত্র ছিলেন। রুদ্রের অনুচরত্ব লাভ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহারা বারুণী পান করিয়া মদমত্ত হইয়া কৈলাসের রমণীয় উপবনে বিবসনা যুবতী-গণের সঙ্গে নিজেরাও বিবসন হইয়া গঙ্গাগর্ভে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জায় যুবতীগণ বসন পরিধান করিলেন ; কিন্তু নলকুবর ও মণিগ্রীব নারদকে দেখিয়াও বস্ত্র পরিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন না। তখন তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনার্থ দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত দিলেন—তাঁহারা যেন বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হন। লজ্জা সঙ্কোচহীন বৃক্ষের ন্যায় তাঁহাদের আচরণ ছিল বলিয়াই এইরূপ অভিসম্পাত। তিনি কৃপাপূর্ব্বক ইহাও বলিলেন যে—তাঁহার অনুগ্রহে তাঁহাদের স্মৃতি বিলুপ্ত হইবে না এবং বাসুদেবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহারা বৃক্ষযোনি হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় দেবত্ব লাভ করিয়া ভক্তিলাভ করিবেন (শ্রী. ভা. ১০।১০ অধ্যায়)। তাঁহারা দুইটী সংযুক্ত অর্জ্জুনবৃক্ষরূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান গোকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন।

দামবন্ধন-লীলায় যশোদামাতা যখন শ্রীকৃষ্ণকে একটী উদূখলে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহকর্ম্মে গেলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সমবয়স্ক গোপবালকগণের সঙ্গে উদূখলটীকে টানিয়া টানিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন; সম্মুখভাগে দেখিলেন—যমলার্জ্জুন বৃক্ষ একই মূলে দুইটী অর্জ্জুন-বৃক্ষ, মধ্যস্থলে ফাঁক। কৌতুকবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ফাঁক দিয়া অপর পার্শ্বে গেলেন ; কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার উদরে বদ্ধ উদূখলটী কাইত হইয়া পড়িয়া গেল ; তাই তাহা আর বৃক্ষদ্বয়ের অপর পার্শ্বে যাইতে পারিল না ; তাই শ্রীকৃষ্ণও আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। উদূখলটীকে অপর পার্শ্বে নেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ টানাটানি করিতে লাগিলেন ; এই টানাটানিতে বিরাট যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় তুমুল শব্দ করিয়া ভূপতিত হইয়া গেল। বৃক্ষদ্বয় হইতে নলকুবর ও মণিগ্রীব বহির্গত হইয়া দিব্যদেহে স্বপুরে গমন করিলেন (শ্রী. ভা. ১০।১০ অঃ)।

৬২। **জন্মস্থান**—মথুরায় কংসকারাগারে যে স্থানে দেবকীর গর্ভ হইতে চতুর্ভুজরূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই স্থান। **সেই বিপ্র**—সনোড়িয়া মাথুর-ব্রাহ্মণ।

লোকের সঙ্ঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রূরতীর্থে রহিলা আসিয়া॥ ৬৩
আরদিন আইল প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন।
কালিয়হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন॥ ৬৪
দ্বাদশ-আদিত্য হৈতে কেশিতীর্থে আইলা।
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥ ৬৫
চেতন পাইয়া পুন গড়াগড়ি যায়।
হাসে কান্দে নাচে পড়ে, উচ্চৈঃস্বরে গায়॥ ৬৬
এই রঙ্গে সেই দিন তথা গোঞাইলা।
সন্ধ্যাকালে অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা॥ ৬৭
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান।
তেঁতুলী-তলাতে আসি করিল বিশ্রাম॥ ৬৮
কৃষ্ণলীলাকালের বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি বান্ধা পরম চিক্কণ॥ ৬৯
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখে যমুনার নীর॥ ৭০
তেঁতুলতলে বসি করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি আসি করে অক্রূরে ভোজন॥ ৭১
অক্রূরের লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে।
লোকভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে॥ ৭২
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে॥ ৭৩
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন।
সভারে উপদেশ করে 'নামসঙ্কীর্ত্তন'॥ ৭৪
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব—কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুতজাতি গৃহস্থ—যমুনাপারে গ্রাম॥ ৭৫
কেশীস্নান করি সেই কালিদহে যাইতে।
আমলিতলায় গোসাঞিঃ দেখে আচম্বিতে॥ ৭৬
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার॥ ৭৭
প্রভু কহে—কে তুমি, কাহাঁ তোমার ঘর?।
কৃষ্ণদাস কহে—মুঞি গৃহস্থ পামর॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৩। **অক্রূরতীর্থে**—যমুনার অক্রূরঘাটে (মথুরায়)।

৬৪। **প্রস্কন্দন**—যমুনার একটী ঘাট। কথিত আছে, কালিয়দমনকালে শ্রীকৃষ্ণ অনেকক্ষণ কালিয়হ্রদের শীতলজলে ছিলেন বলিয়া শীতার্ত্ত হইয়া দ্বাদশাদিত্যটিলায় বসিয়া সূর্য্যতাপ সেবন করেন, সূর্য্যতাপে তাঁহার অঙ্গে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া যমুনায় গিয়া মিলিত হইল; যমুনার যে স্থানে এইরূপে ঘর্ম্ম মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানটীই প্রস্কন্দন-ঘাট।

৬৫। **দ্বাদশ-আদিত্য**—কালিয়হ্রদের নিকটে একটী টিলা। শীতার্ত্ত কৃষ্ণকে (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) তাপ দেওয়ার জন্য এস্থানে দ্বাদশটী সূর্য্য (আদিত্য) তাপ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই টিলার নাম দ্বাদশাদিত্য। **কেশিতীর্থ**—যমুনার কেশীঘাট।

৬৭। **অক্রূরে** মথুরার অক্রূরঘাটে।

৬৮। **চীরঘাট**—চীর অর্থ বস্ত্র। ইহা যমুনার একটী ঘাট; এই স্থানে বস্ত্রহরণ লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। **তেঁতুলি তলাতে**—একটী তেঁতুল গাছের নীচে।

৬৯। প্রভু যে তেঁতুল গাছটীর নীচে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন, কথিত আছে, সেই গাছটী শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাকালেও ঐ স্থানে বর্ত্তমান ছিল। গাছটীর তলা বাঁধান ছিল; বাঁধান স্থানটী খুব চিক্কণ—চকচকে, মসৃণ ছিল।

৭০। প্রভু সেই গাছটীর তলায় বসিয়া একদিকে বৃন্দাবনের শোভা এবং অপরদিকে যমুনার জল দেখিতে ছিলেন। **নীর**—জল।

৭৩। **নামসঙ্কীর্ত্তন করে**—তেঁতুল তলায় বসিয়া।

৭৬। **কেশীস্নান**—কেশীঘাটে স্নান। **আমলি তলায়**—তেঁতুল তলায়। **গোসাঞিঃ**—প্রভুকে।

রাজপুত জাতি মুঞি, পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয়—হঙ বৈষ্ণবকিঙ্কর ॥ ৭৯
কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপন দেখিনু।
সেই স্বপ্ন পরতেখ তোমা আসি পাইনু ॥ ৮০
প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত হৈল সেই নাচে বোলে 'হরি' ॥ ৮১
প্রভুসঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূরতীর্থ আইলা।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা ॥ ৮২
প্রাতে প্রভু-সঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।
প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া ॥ ৮৩
'বৃন্দাবনে পুন কৃষ্ণ প্রকট হইল।'
যাহাঁতাহাঁ লোকসব কহিতে লাগিল ॥ ৮৪
একদিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আসে করি কোলাহলে ॥ ৮৫
প্রভু দেখি কৈল লোক চরণবন্দন।
প্রভু কহে—কাহাঁ হৈতে কৈলে আগমন ? ॥ ৮৬
লোক কহে—কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে।
কালিয়শিরে নৃত্য করে ফণারত্ন জ্বলে ॥ ৮৭
সাক্ষাৎ দেখিল লোক—নাহিক সংশয়।
শুনি হাসি কহে প্রভু—সব সত্য হয় ॥ ৮৮
এই মত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সভে আসি কহে—'কৃষ্ণ পাইল দর্শন' ॥ ৮৯
প্রভু আগে কহে লোক—'শ্রীকৃষ্ণ দেখিল'।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল ॥ ৯০
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণদরশন।
নিজাজ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্যভ্রম ॥ ৯১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৯। **পারে**—যমুনার অপর তীরে

৮০। **পরতেখ**—প্রত্যক্ষ; সাক্ষাতে।

স্বপ্ন—সম্ভবতঃ স্বপ্নে তিনি প্রভুরই দর্শন পাইয়াছিলেন।

৮৪। শ্রীবৃন্দাবনে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন বলিয়া সর্ব্বত্র জনরব উঠিল।

৮৫-৮৮। জনরব উঠিয়াছে—বৃন্দাবনে কালিদহের জলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটিত হইয়াছেন, অনেকে নাকি নিজ চক্ষুতেই কালিদহে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছে—কৃষ্ণ কালিয়ের মাথার উপর নৃত্য করিতেছেন, আর কালীদহের জলে কালিয়নাগের ফণাস্থিত রত্ন জল্ জল্ করিয়া জ্বলিতেছে। এই জনরব শুনিয়া মথুরা হইতেও বহুসংখ্যক লোক আসিয়া রাত্রিতে কালিদহের তীরে সমবেত হইত—শ্রীকৃষ্ণদর্শনের আশায়। সমস্ত রাত্রি থাকিয়া প্রাতঃকালে তাহারা গৃহে ফিরিয়া যাইত। একদিন মথুরার লোকগণ এইভাবে গৃহে ফিরিবার সময় প্রভুকে দেখিয়া প্রণাম করিলে প্রভু তাহাদের বৃন্দাবনে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহারা সমস্ত খুলিয়া বলিল। শুনিয়া প্রভু একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—"সব সত্য হয়"। ফণারত্ন—ফণাস্থিত রত্ন।

সব সত্য হয়—প্রভু হাসির সহিত এ কথা বলাতে মনে হয়, প্রভুর কথার যথাশ্রুত মর্ম্ম এই যে, "তোমরা যাহা বলিতেছ, সমস্তই মিথ্যা জনরব।" কিন্তু প্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহার গূঢ় মর্ম্ম এই যে, "তোমরা যাহা বলিতেন, তাহা বাস্তবিকই সত্য (পরবর্ত্তী ৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।" কারণ, গৌররূপে শ্রীকৃষ্ণ তো বৃন্দাবনে বাস্তবিকই প্রকট হইয়াছেন।

৯০। **সত্য কহাইল**—প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা যে বস্তুতঃই সত্য, তাহা প্রতিপন্ন করিলেন (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৯১। মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং প্রভুর সাক্ষাতে যখন লোকে বলে যে—"শ্রীকৃষ্ণ দেখিলাম", তখন একথা মিথ্যা নহে; কারণ ঐ লোক ত গৌররূপী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেই। তবে নিজের অজ্ঞান-বশতঃ যে স্থানে কৃষ্ণ নহেন, সে স্থানে কৃষ্ণ দেখিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে। **নিজাজ্ঞানে**—নিজের অজ্ঞানবশতঃ; যাঁহার সাক্ষাতে

ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে—।
আজ্ঞা দেহ, যাই করি কৃষ্ণদরশনে ॥ ৯২
তবে তারে কহেন প্রভু চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া ॥ ৯৩
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবে কলিকালে ? ।
নিজভ্রমে মূর্খলোক করে কোলাহলে ॥ ৯৪
বাতুল না হইও, ঘরে রহ ত বসিয়া।
কৃষ্ণদর্শন করিহ কালি রাত্র্যে যাঞা ॥ ৯৫
প্রাতঃকালে ভব্যলোক প্রভু-স্থানে আইলা।
'কৃষ্ণ দেখি আইলা?' প্রভু তাহারে পুছিলা ॥ ৯৬
লোক কহে—রাত্র্যে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালিদহে মৎস্য মারে—দেউটি জ্বালিয়া ॥ ৯৭
দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম—।
কালিয়-শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন ॥ ৯৮
নৌকাতে কালিয়-জ্ঞান, দীপে রত্নজ্ঞানে।
জালিয়াকে মূঢ়লোক 'কৃষ্ণ' করি মানে ॥ ৯৯
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা—সেহ সত্য হয়।
কৃষ্ণকে দেখিল লোক—ইহা মিথ্যা নয় ॥ ১০০
কিন্তু কাহোঁ কৃষ্ণ দেখে, কাহোঁ ভ্রমে মানে।
স্থাণু পুরুষ যৈছে বিপরীত জ্ঞানে ॥ ১০১
প্রভু কহে—কাহাঁ পাইলে কৃষ্ণদরশন।
লোক কহে—সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম-নারায়ণ ॥ ১০২
বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ-অবতার।
তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কথা বলিতেছে, সেই প্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাহা না জানিয়া। সত্য ছাড়ি—সত্য-কৃষ্ণকে (শ্রীগৌরাঙ্গকে) ছাড়িয়া। **অসত্যে**—মিথ্যায়। কালিদহে নৌকায় চড়িয়া মশাল জালিয়া কৈবর্ত্ত মাছ ধরিত। মূর্খলোক দূর হইতে স্পষ্ট দেখিতে না পাইয়া নৌকাকে কালিয়নাগ, মশালকে তাহার ফণার মণি এবং কৈবর্ত্তকে কৃষ্ণ মনে করিত। কৈবর্ত্ত বাস্তবিক কৃষ্ণ নহে, এজন্য বলা হইল "অসত্যে" সত্যজ্ঞান। **সত্যভ্রম**—সত্য (কৃষ্ণ) বলিয়া ভ্রম।

৯২। **ভট্টাচার্য্য**—বলভদ্রভট্টাচার্য্য।

৯৫। **বাতুল**—পাগল। **কালি**—আগামীদিনে। শ্রীকৃষ্ণ প্রকটের যে গুজব উঠিয়াছে, তাহা যদি আগামী কল্য মিথ্যা বলিয়া তোমার ধারণা না জন্মে, তবে কল্যরাত্রে যাইয়া দেখিও—ইহা বলাই মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য।

৯৬। **ভব্যলোক**—বিজ্ঞলোক। **কৈবর্ত্ত**—জালিয়া। **দেউটী**—মশাল।

১০০-১০১। কালিয়হ্রদে কৈবর্ত্তকে দেখিয়া লোকের যে কৃষ্ণ বলিয়া মনে হয়, তাহা বলিয়া ভব্যলোকগণ বলিলেন—"কিন্তু বৃন্দাবনে যে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, একথা সত্য এবং লোকে যে সেই কৃষ্ণকে দেখিয়াছে তাহাও মিথ্যা নহে ; কিন্তু লোকে যেখানে কৃষ্ণকে বাস্তবিক দেখিয়াছে, সেখানে দেখিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারে না ; আর যেখানে দেখিয়াছে বলিয়া মনে করে, সেখানে বস্তুতঃ ভুলই করে, প্রকৃত প্রস্তাবে দেখে না।"

কাঁহো কৃষ্ণ দেখে—কোথায় বা কৃষ্ণ দেখে। **কাঁহো ভ্রমে মানে**—কোথায় বা ভ্রমবশতঃ কৃষ্ণ দেখিয়াছে বলিয়া মনে করে।

স্থাণু—শাখাপল্লবশূন্য বৃক্ষ। **পুরুষ**—মানুষ। শাখাপল্লবশূন্য (মুড়ো)-গাছকে ভ্রমে যেমন মানুষ বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ মূর্খলোক জালিয়াকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করে। **বিপরীত জ্ঞানে**—ভ্রমবিশ্বাসে। **স্থাণু পুরুষ যৈছে ইত্যাদি**—বিপরীত-জ্ঞানে (ভ্রান্ত ধারণায়) স্থাণু যৈছে (যেমন) পুরুষ (মানুষ) বলিয়া বিবেচিত হয়।

১০২-১০৩। প্রভু যখন ভব্যলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি যে বলিলে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আসিয়াছেন, লোকে তাঁহাকে দেখিয়াছেও ; কিন্তু কোথায় লোক কৃষ্ণকে দেখিল বল দেখি ?" তখন ভব্যলোক বলিলেন—"তুমিই সেই কৃষ্ণ ; সন্ন্যাসীর বেশে যিনি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছেন, তুমিই সেই কৃষ্ণ। তুমিই বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়াছ. তোমাকে দেখিয়াই লোক উদ্ধার পাইতেছে।"

প্রভু কহে—‘বিষ্ণু বিষ্ণু’ ইহা না কহিয়।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিয়॥ ১০৪
সন্ন্যাসী চিৎকণ, জীব কিরণকণসম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥ ১০৫
জীব (আর) ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম।
জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥ ১০৬

তথাহি ভাবার্থদীপিকাধৃতং বিষ্ণুস্বামি-
বচনম্ (১।৭।৬)—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥ ৮॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স্বাবিদ্যাসংবৃতঃ স্বকীয়য়া অবিদ্যয়া মায়য়া সংবৃতঃ যুক্তঃ। চক্রবর্ত্তী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জঙ্গম—চলাফেরা করার শক্তি যার আছে, তাকে জঙ্গম বলে। বিগ্রহরূপী নারায়ণ (বা কৃষ্ণ) চলাফেরা করেন না—সুতরাং জঙ্গম নহেন। কিন্তু সন্ন্যাসীরূপী তুমি একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতেছ; সুতরাং তুমি জঙ্গম এবং স্বয়ং নারায়ণও (কৃষ্ণও) বটে; কাজেই তুমি জঙ্গম নারায়ণ।

১০৪। ভব্যলোক প্রভুকে নারায়ণ বলাতে এবং প্রভু তাহা শুনাতে প্রভুর যেন অপরাধ হইয়াছে—এইরূপ ভাব দেখাইয়া প্রভু ‘বিষ্ণু বিষ্ণু’ উচ্চারণ করিলেন—যেন সেই অপরাধ-খণ্ডনের নিমিত্তই বিষ্ণু-স্মরণ করিলেন। প্রভু ভব্যলোককে বলিলেন—“কৃষ্ণের তুলনায় জীব অতি অধম, অতি ক্ষুদ্র; এহেন জীবকে কখনও কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিও না।”

১০৫। কৃষ্ণের তুলনায় কিরূপে জীব অতি অধম, তাহা দেখাইতেছেন ১০৫-৬ পয়ারে।

সন্ন্যাসী—প্রভু বলিতেছেন, আমি সন্ন্যাসী মাত্র, সাধারণ জীব। চিৎকণ—প্রভু জীবতত্ত্ব বলিতেছেন। জীব ভগবানের চিৎকণ অংশ; আমিও জীব; সুতরাং আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিৎকণ অংশ মাত্র; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নহি। কিরণকণসম—চিৎকণ অংশের অর্থ আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন। সূর্য্য হইতে যে কিরণরাশি বহির্গত হয়, সেই কিরণ-রাশির ক্ষুদ্র একটি কণা যেমন সূর্য্যের তুলনায় অতি সামান্য; স্বয়ং চিৎস্বরূপ-শ্রীকৃষ্ণের তুলনায় চিৎকণ জীবও তদ্রূপ অতি ক্ষুদ্র। জীব ক্ষুদ্র-কিরণকণা তুল্য, আর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ কিরণরাশির আধার সূর্য্যতুল্য। সূর্য্যোপম—সূর্য্যের তুল্য। ভূমিকায় “জীব-তত্ত্ব”-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১০৬। জলদগ্নিরাশি—জলন্ত অগ্নিরাশি। স্ফুলিঙ্গ—উল্কা। ঈশ্বর অতি বিস্তীর্ণ জলদগ্নিরাশিতুল্য, আর জীব ঐ জলদগ্নিরাশি হইতে বিচ্ছিন্ন অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের কণার তুল্য ক্ষুদ্র। ১।৭।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকেও জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য দেখাইতেছেন।

শ্লো। ৮। অন্বয়। সচ্চিদানন্দঃ (সচ্চিদানন্দ) ঈশ্বরঃ (ভগবান্) হ্লাদিন্যা (হ্লাদিনী শক্তিদ্বারা) সম্বিদা (এবং সম্বিৎ-শক্তিদ্বারা) আশ্লিষ্ট (সংযুক্ত); সংক্লেশনিকরাকরঃ (বহুবিধ ক্লেশের আকর) জীবঃ (জীব) স্বাবিদ্যাসংবৃতঃ (স্বকীয় মায়াদ্বারা আবৃত)।

অনুবাদ। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত; আর জীব স্বীয় অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, এজন্য বহুবিধ ক্লেশের আকর-স্বরূপ। ৮

হ্লাদিনী ও সংবিৎ—১।৪।৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভগবান্ সচ্চিদানন্দময়—সৎ, চিৎ এবং আনন্দ (১।৪।৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তাঁহাতে প্রাকৃত বা জড় কিছুই নাই; কিন্তু জীবের সম্বন্ধই প্রাকৃত বস্তুর সহিত, মায়াবদ্ধ জীবের দেহও প্রাকৃত। ভগবানে হ্লাদিনী-আদি যে সমস্ত শক্তি আছে, তৎসমস্তও চিচ্ছক্তি, জড়-শক্তি মায়া তাঁহাতে নাই; তিনি মায়ার অধীশ্বর; আর

যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥ ১০৭

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১।৭৩)—
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কিঞ্চ যস্ত্বিতি। আদিশব্দেন ইন্দ্রাদয়ঃ। অয়ম্ভাবঃ শ্রীব্রহ্মরুদ্রৌ গুণাবতারৌ ইন্দ্রাদয়ো বিভূতয়ঃ ভগবান্ শ্রীনারায়ণোঽবতারী পরমেশ্বর ইত্যেতৎ শাস্ত্রৈঃ প্রতিপাদ্যতে অতোঽন্যৈঃ সহ তস্য সাম্যদৃষ্ট্যা শাস্ত্রানাদরেণ পাষণ্ডিতা নিষ্পাদ্যত ইতি। অতএবোক্তং বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে শ্রীমহাদেবেন। নাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে। ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্যদর্শিন ইতি। তদন্তে শ্রীদুর্গাদেব্যাচ। অহো সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ। জগদাদিগুরুর্মূঢ়ৈঃ সামান্য ইব বীক্ষতইতি। শ্রীসনাতন। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জীব এই মায়া (অবিদ্যা) দ্বারা সম্যক্‌রূপে আবৃত, জীব মায়ার দাস ; জীবে হ্লাদিনী-আদি স্বরূপশক্তিও নাই। তাই জীবের অশেষ দুঃখ। ১।৪।৯ শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য ; ভূমিকায় জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক হইতে জীব ও ঈশ্বরের এইরূপ পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া গেল :—(১) ঈশ্বর চিদ্‌বস্তু, জীবের দেহাদি জড় বস্তু ; (২) ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ, আনন্দময় ; জীব অশেষ দুঃখের আকর ; (৩) ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়ার অধীন ; (৪) ঈশ্বর হ্লাদিনী-আদি স্বরূপশক্তির দ্বারা আলিঙ্গিত, জীবে এসমস্ত শক্তি নাই। সুতরাং জীবকে কোনওরূপেই ঈশ্বর বলিয়া মনে করা যায় না।

১০৭। এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৯। অন্বয়। যঃ তুঃ (যে ব্যক্তি) ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ (ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সহিত) নারায়ণং (নারায়ণ) দেবং (দেবকে) সমত্বেন (সমানরূপে) এব (ই) বীক্ষেত (দেখে) সঃ (সে ব্যক্তি) ধ্রুবং (নিশ্চিতই) পাষণ্ডী (পাষণ্ডী) ভবেৎ (হয়)।

অনুবাদ। যে জন ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবতাগণের সহিত শ্রীনারায়ণ-দেবকে সমান দেখে, অর্থাৎ নারায়ণদেব ব্রহ্মা বা রুদ্রাদির সমান এরূপ মনে করে, সেজন নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। ৯

ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ :—ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেবতার সহিত। আদি-শব্দে ইন্দ্রাদি-দেবতাকে বুঝায় ; ইঁহারা শ্রীভগবানের বিভূতি অর্থাৎ ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট জীবতত্ত্ব। ব্রহ্মা দুই রকমের—জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। "ভবেৎক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ। ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥ শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃতধৃত পাদ্মবচনম্। কোনও কোনও মহাকল্পে উপাসনা-প্রভাবে জীবও ব্রহ্মা হইয়া থাকেন ; আবার কোনও কল্পে মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মা হয়েন।" শ্রীমদ্‌ভাগবতেও শ্রীরুদ্রবাক্যে দৃষ্ট হয়-- "স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্। বিরিঞ্চিতামেতি॥ ৪।২৪।২৯॥—যে ব্যক্তি শতজন্ম পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত স্বধর্ম্ম পালন করেন, তিনি বিরিঞ্চিত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন।" শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—"ভক্তিমিশ্র কৃতপুণ্য কোন জীবোত্তম। রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন। গর্ভোদকশায়িদ্বারে শক্তি সঞ্চারি। ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি॥ ২।২০।২৫৯—৬০॥" যে কল্পে এইরূপ কৃতপুণ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে ভগবান্ সেই জীবেই সৃষ্টি-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহা দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করান। ইহাকেই জীবকোটি ব্রহ্মা বলে। আর যে কল্পে সেইরূপ কোনও জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি-কার্য্য করেন ; ইনি ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা। অতো জীবত্বমৈশঞ্চ ব্রহ্মণঃ কালভেদতঃ। ঈশত্বাপেক্ষয়া তস্য শাস্ত্রে প্রোক্তাবতারতা॥ সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতম্॥—এইরূপে কালভেদে ব্রহ্মার জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব। ঈশ্বরত্বের অপেক্ষাতেই তাঁহার অবতারত্ব।" আবার ব্রহ্মার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ন্যায় রুদ্রও জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি ভেদে দুই রকম। "কচিজ্জীববিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব। সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতম্।" যে কল্পে যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে ভগবান্ সেই জীবেই সংহার-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহা দ্বারা রুদ্রের কাজ করান; ইনি জীবকোটি রুদ্র; আর যেই কল্পে এইরূপ জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে ভগবানই রুদ্ররূপে জগতের সংহার-কার্য্য সমাধা করেন।

আলোচ্য শ্লোকটি হইতেছে পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৭ পয়ারের প্রমাণ; ১০৭ পয়ারে জীব ও ঈশ্বরকে সমান মনে করিলে পাষণ্ডী হইতে হয়—ইহাই বলা হইয়াছে। এই উক্তির সমর্থনে যখন "যস্তু নারায়ণং দেবম্" ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন প্রকরণ-বলে ইহাই মনে হয় যে, এই শ্লোকে যে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাও জীবকোটি ব্রহ্মা এবং জীবকোটি রুদ্রাদি। ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা এবং ঈশ্বর-কোটি রুদ্র হইলেন স্বরূপতঃ ঈশ্বর; সুতরাং ঈশ্বরের (নারায়ণের) সহিত তাঁহাদের সমতা-মননে ঈশ্বর-স্বরূপের অপকর্ষ সূচিত হয় না বলিয়া পাষণ্ডিত্বের আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা এবং ঈশ্বর-কোটি রুদ্র—এতদুভয়কে নারায়ণের সমান মনে করিলে স্বরূপের অপকর্ষ হয় না সত্য, কিন্তু বোধ হয় নারায়ণের মহিমার অপকর্ষ সূচিত হয়। নারায়ণ হইলেন ত্রিগুণাতীত, মায়িকগুণের সহিত তাঁহার কোনও সংস্রবই নাই। "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ॥ শ্রী. ভা. ১০।৮৮।৫।" এবং তাঁহার ভজনেই জীব নির্গুণ বা গুণাতীত হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা ও রুদ্র স্বরূপতঃ ঈশ্বর হইলেও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারে মায়িকগুণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে—ব্রহ্মা রজোগুণের দ্বারা সৃষ্টি করেন এবং রুদ্র তমোগুণের দ্বারা সংহার করেন (২।২০।২৬২-৬৩)। যদি বলা যায়, জগতের পালনকর্ত্তা গুণাবতার বিষ্ণুর সহিতও তো মায়িক সত্ত্বগুণের যোগ আছে; যেহেতু, এক পরম-পুরুষই প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণকে অঙ্গীকার করিয়া যথাক্রমে হরি (বিষ্ণু), বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) এবং হর (শিব বা রুদ্র) নামে অভিহিত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥ শ্রী. ভা. ১।২।২৩॥" এই অবস্থায় কেবল ব্রহ্মা এবং রুদ্রের সহিতই মায়িকগুণের সংযোগ আছে—একথা বলা হইতেছে কেন? বিষ্ণুর গুণ-সংযোগের কথা বলা হইতেছে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপ। এস্থলে উদ্ধৃত শ্রী. ভা. ১।২।২৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—হরৌ মায়াগুণস্য সত্ত্বস্য যুক্তত্বেঽপি তস্য অযোগ এব (হরিতে অর্থাৎ পালনকর্ত্তা বিষ্ণুতে মায়িক সত্ত্বগুণের যোগ থাকা সত্ত্বেও তাহা অযোগই; যেহেতু) সত্ত্বস্য প্রকাশরূপত্বাৎ ঔদাসীন্যাৎ চ তেন সচ্চিদানন্দবস্তুনঃ মহাপ্রকাশকস্য উপরাগাসম্ভবাৎ প্রাকৃতসত্ত্বস্য নাহ হরিশরীরারম্ভকত্বম্ (সত্ত্বগুণের প্রকাশরূপত্ব আছে, ঔদাসীন্যও আছে; তাই ইহা মহাপ্রকাশক-সচ্চিদানন্দ-বস্তুকে উপরঞ্জিত করিতে পারে না এবং এজন্যই প্রাকৃত-সত্ত্ব বিষ্ণুর শরীরের আরম্ভ হইতে পারে না, (অর্থাৎ বিষ্ণুর বিগ্রহের সহিত ইহার যোগ বা স্পর্শ নাই); রজস্তমসোস্তু বিক্ষেপরূপত্বাবরণ-রূপত্বাভ্যাম্ উপকারকত্বাপকারকত্বাভ্যাঞ্চ তাভ্যাম্ আনন্দস্য বিক্ষিপ্তত্বম্ আবৃতত্বম্ ইতি উপরাগসম্ভবাৎ ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ রজস্তমস্তনুত্বমেবেতি তয়োঃ সগুণত্বং হরের্নির্গুণত্বং চ যুক্তিসিদ্ধমেব নির্গুণত্বেঽপি—কিন্তু রজোগুণ ব্রহ্মাকে এবং তমোগুণ রুদ্রকে উপরঞ্জিত করিতে পারে; যেহেতু, এই দুই গুণ সত্ত্বগুণের ন্যায় প্রকাশরূপও নয়, উদাসীনও নয়; পরন্তু এই দুই গুণ তাহাদের বিক্ষেপরূপত্ব এবং আবরণ-রূপত্বের দ্বারা আনন্দের বিক্ষেপ এবং আচ্ছন্ন সম্পাদিত করিতে পারে; তাই এই গুণদ্বয়ের সংযোগে ব্রহ্মা ও রুদ্রের বিগ্রহ রজোগুণময় এবং তমোগুণময়ের তুল্যই হইয়া থাকে; রজোগুণের দ্বারা ব্রহ্মার এবং তমোগুণের দ্বারা রুদ্রের দেহ রঞ্জিত হইয়া থাকে; তাই ইহারা সগুণ। সত্ত্বগুণ উদাসীন এবং প্রকাশরূপ বলিয়া তাহার রঞ্জকত্ব নাই; তাই হরি নির্গুণ।" সগুণ ব্রহ্মরুদ্রাদির উপাসনায় কোনও জীব

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মায়ার গুণাতীত হইতে পারে না; কিন্তু নির্গুণ হরির উপাসনায় গুণাতীত হওয়া যায়। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বিগ্রহ শ্রীনারায়ণ গুণাতীত। স্বতরাং উপাস্য-হিসাবে ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা এবং ঈশ্বর-কোটি রুদ্র হইতে নারায়ণের অনেক বৈশিষ্ট্য। এই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে, যাঁহাদের উপাসনায় গুণাতীত হওয়া যায় না, সেই ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা এবং ঈশ্বর-কোটি রুদ্রকেও যদি—একমাত্র যাঁহার উপাসনাতেই গুণাতীত হওয়া যায়, সেই—নারায়ণের সমান মনে করা যায়, তাহা হইলে যে নারায়ণের মাহাত্ম্যের অপকর্ষই খ্যাপিত হয়, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না; এইরূপ অপকর্ষ-খ্যাপন অপরাধ-জনক।

শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত ১৷২৷২৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও উক্তরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনই শ্রীভগবানের গুণাবতার হইলেও শ্রীবিষ্ণুর যেরূপ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্ব এবং সত্তামাত্রেরই উপকারকত্ব আছে, ব্রহ্মা ও শিবের তদ্রূপ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্ব ও উপকারকত্ব নাই; যেহেতু, ইহারা রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা রঞ্জিত; এজন্য যাঁহারা শ্রেয়ঃকামী, তাঁহারা ব্রহ্মা ও শিবের উপাসনা করেন না। "তত্রান্যেষাং কা বার্ত্তা সত্যপি শ্রীভগবত এব গুণাবতারত্বে শ্রীবিষ্ণুবৎ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্বাভাবাৎ সত্তামাত্রোপকারকত্বাভাবাচ্চ প্রত্যুত রজস্তমোবৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্মশিবাবপি শ্রেয়োর্থিভির্নোপাস্যাবিত্যাহ সত্ত্বমিতিদ্বাভ্যাম্।" ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, ভক্তি আদি শুভ ফল শ্রীবিষ্ণু হইতেই পাওয়া যায়। উপাধি-দৃষ্টিতে ব্রহ্মা ও শিবের সেবা করিলে রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম পাওয়া গেলেও তৎসমস্ত বিশেষ স্বখদ হয় না; উপাধি-ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা করিলে মোক্ষ লাভ হইতে পারে বটে; কিন্তু সেই মোক্ষ সাক্ষাদ্‌ভাবেও লাভ হয় না, শীঘ্রও হয় না; যেহেতু, তাঁহারা সাক্ষাৎ পরমাত্মরূপে প্রকাশমান্ নহেন; তাঁহারা নিরুপাধিক পরমাত্মার অংশ—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বস্তুতঃ পরমাত্মা হইতেই ঐ মোক্ষ লাভ হয়। এজন্য এই দুই স্বরূপ হইতে শ্রেয়ঃ লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। "তত্রাপি তত্র তেষাং মধ্যে শ্রেয়াংসি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষভক্ত্যাখ্যানি শুভফলানি সত্ত্বতনো রধিষ্ঠিতসত্ত্বশক্তেঃ শ্রীবিষ্ণোরেব স্যুঃ। অয়ং ভাবঃ উপাধিদৃষ্ট্যা তৌ দ্বৌ সেবমানে রজস্তমসোর্ঘোর মূঢ়ত্বাৎ ভবন্তোঽপি ধর্ম্মার্থ-কামা নাতিস্বখদা ভবন্তি। তথোপাধিত্যাগেন সেবমানে ভবন্নপি মোক্ষো ন সাক্ষান্ন চ ঝটিতি কিন্তু কথমপি পরমাত্মাংশ এবায়মিত্যনুসন্ধানাভ্যাসেনৈব পরমাত্মন এব ভবতি। তত্র তত্র সাক্ষাৎ-পরমাত্মাকারেণাপ্রকাশাৎ। অস্মাত্তাভ্যাং শ্রেয়াংসি ন ভবন্তীতি।" শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার তাৎপর্য্যও এইরূপই। "তত্র তেষাং মধ্যে শ্রেয়াংসি শুভফলানি সত্ত্বতনোর্বাস্থদেবাদেব স্যুঃ।" মায়িক সত্ত্বের শান্তত্ব আছে বলিয়া উপাধিদৃষ্টে বিষ্ণুর সেবা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম স্বখদ হয়। আবার নিষ্কামভাবে শ্রীবিষ্ণুর সেবা করিলে সাক্ষাদ্‌ভাবেই মোক্ষ পাওয়া যায়। উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিলে পঞ্চম-পুরুষার্থ-ভক্তিই লাভ হয়; যেহেতু, শ্রীবিষ্ণু পরমাত্মরূপেই প্রকাশমান। তাই শ্রীবিষ্ণু হইতেই শ্রেয়ের লাভ হইয়া থাকে। "অথ উপাধিদৃষ্ট্যাপি শ্রীবিষ্ণুং সেবমানে সত্ত্বস্য শান্তত্বাৎ ধর্ম্মার্থকামা অপি স্বখদাঃ। তত্র নিষ্কামত্বেন তু তং সেবমানে সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানমিতি কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিতি চোক্তের্মোক্ষশ্চ সাক্ষাৎ। অত উক্তং স্কান্দে। বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ। কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতন ইতি। উপাধিপরিত্যাগেন তু পঞ্চমঃ পুরুষার্থো ভক্তিরেব ভবতি। তস্য পরমাত্মাকারেণৈব প্রকাশাৎ। তস্মাৎ শ্রীবিষ্ণোরেব শ্রেয়াংসি স্যুরিতি।" শ্রীমদ্ভাগবতের "পার্থিবাদ্দারুণো ধুমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্॥ ১৷২৷২৪॥"-শ্লোকেও তমঃ অপেক্ষা, রজঃ-এর এবং রজঃ অপেক্ষা সত্ত্বের প্রাধান্যের কথা বলিয়া ব্রহ্মা ও শিব অপেক্ষা বিষ্ণুর উৎকর্ষের কথাই বলা হইয়াছে। এই উৎকর্ষের হেতু সম্বন্ধে টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"অতো ব্রহ্মশিবয়োরসাক্ষাত্ত্বং শ্রীবিষ্ণোস্তু সাক্ষাত্ত্বং সিদ্ধমিতি ভাবঃ। —শ্রীবিষ্ণু হইলেন সাক্ষাৎ পরমাত্মা; কিন্তু শ্রীব্রহ্মা এবং শ্রীশিব সাক্ষাৎ পরমাত্মা নহেন—তাঁহাদের স্বরূপ রজস্তমো গুণের দ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং আবৃত।" গুণাবতার বিষ্ণু সত্ত্বগুণের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত

করেন ; ইহামাত্রই সত্ত্বগুণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ; সত্ত্বগুণের সহিত বিষ্ণুর সংযোগ বা স্পর্শ নাই ; তাই তিনি নির্গুণ বা সাক্ষাৎ পরমাত্মা। কিন্তু রজোগুণের সহিত ব্রহ্মার এবং তমোগুণের সহিত শিবের বা রুদ্রের সংযোগ বা স্পর্শ আছে ; তাই তাঁহারা সগুণ এবং সগুণ বলিয়া সাক্ষাৎ-পরমাত্মা নহেন, বিষ্ণুর ন্যায় স্বরূপে অবস্থিত নহেন। "তত্র সত্ত্বাদীনাং নিয়ামকতা-সম্বন্ধেন যোগে সতি পুরুষঃ স্বস্বরূপেণ স্থিতো নির্গুণ এব ভবতি, রজসি তমসি চ সংযোগসম্বন্ধেন যোগে স এব পুরুষো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ সগুণ এব ভবতি। সত্ত্বে সামীপ্যসম্বন্ধেন যোগে স এব পুরুষঃ বিষ্ণুঃ স্বরূপেণ স্থিতো নির্গুণ এব ভবতি ইত্যাচক্ষতে। অতএব যোগো নিয়ামকতয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে। শ্রী. ভা. ১।২।২৩ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।"

এইরূপে দেখা গেল—ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মাতে এবং ঈশ্বর-কোটি রুদ্রেও গুণের স্পর্শ আছে, তাঁহারা সাক্ষাৎ পরমাত্মা নহেন, তাঁহারা পুরুষার্থদাতাও নহেন। আর নারায়ণ বা বিষ্ণুর সহিত গুণের স্পর্শ নাই বলিয়া তিনি স্বরূপে অবস্থিত, সুতরাং সাক্ষাৎ পরমাত্মা, পরম-পুরুষার্থ পর্য্যন্ত দান করিতে সমর্থ।

এইরূপে দেখা গেল—ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা ও ঈশ্বর-কোটি রুদ্রকেও যদি নারায়ণের সমান মনে করা যায়, তাহা হইলে নারায়ণের মহিমার অপকর্ষ খ্যাপন করা হয় বলিয়া অপরাধ হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিবার বিষয় এই যে—জীবকোটি ব্রহ্মা এবং জীবকোটি শিবের সঙ্গে নারায়ণের যে ভেদ, তাহা হইতেছে স্বরূপগত ভেদ ; নারায়ণ হইলেন ঈশ্বর, আর ব্রহ্মা ও শিব এবং ইন্দ্রাদি দেবতাগণও হইলেন স্বরূপতঃ জীব। আর ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা এবং ঈশ্বর-কোটি শিবের সঙ্গে নারায়ণের যে ভেদ, তাহা স্বরূপগত ভেদ নহে, পরন্তু মহিমাগত ভেদ ; এস্থলে ব্রহ্মা, শিব ও নারায়ণ সকলেই স্বরূপতঃ আনন্দ—আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর ; পরমেশ্বরকে স্পর্শ করিবার সামর্থ্য রজোগুণেরও নাই, সত্ত্বগুণেরও নাই, তমোগুণেরও নাই ; পরমেশ্বর নিজের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি-ব্যাপারে এই গুণত্রয়কে অঙ্গীকার করেন ; তথাপি কিন্তু রজোগুণের বিক্ষেপাত্মক ধর্ম্মবশতঃ ব্রহ্মাতে আনন্দ হন বিক্ষেপ-বিশিষ্ট, তমোগুণের আবরণাত্মক ধর্ম্মবশতঃ শিবেতে আনন্দ হন আবরণবিশিষ্ট এবং সত্ত্বগুণের প্রকাশাত্মক ধর্ম্মবশতঃ বিষ্ণুতে আনন্দ হন প্রকাশ-বিশিষ্ট ; বিষ্ণুতে আনন্দ প্রকাশযুক্ত বলিয়াই কোনও ক্ষতি হয় না ; তাই বিষ্ণুই উপাস্য। "মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা ইত্যাদের্মায়াগুণানাং রজঃ-সত্ত্বতমসাং পরমেশ্বরস্পর্শে স্বতঃ সামর্থ্যাভাবাৎ পরমেশ্বরেণৈব স্বেচ্ছয়া তৎস্পর্শে স্বীকৃতেঽপি ব্রহ্মণি বিক্ষেপ-বিশিষ্টো বিষ্ণৌ প্রকাশবিশিষ্টঃ শিবে আবরণবিশিষ্ট আনন্দ ইত্যত আনন্দস্য প্রকাশযুক্তত্বে ন ক্ষতিরিতি বিষ্ণুরেব উপাস্য ইতি বিবেকঃ। শ্রী. ভা. ১।২।২৪ শ্লোক-টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" ব্রহ্মাতে এবং শিবে আনন্দ বিক্ষিপ্ত এবং আবৃত থাকে বলিয়াই বিষ্ণু অপেক্ষা তাঁহাদের মাহাত্ম্যের অপকর্ষ। ২।২০।২৬২-৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

আরও একটি কথা বিবেচ্য। পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় ব্রহ্মা ও রুদ্র (শিব) হইতে গুণাবতার বিষ্ণুর উৎকর্ষের কথাই বলা হইয়াছে। আলোচ্য শ্লোকে আছে কিন্তু নারায়ণের কথা। ক্ষীরোদশায়ী গুণাবতার বিষ্ণু এবং নারায়ণ কি অভিন্ন? উত্তর—ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুতে আনন্দ অনাবৃত বলিয়া, তিনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা বলিয়া, তাঁহাতে ও নারায়ণে কোনও ভেদ নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "তত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ। যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ ॥ ১২।৫।১ ॥"—এই শ্লোকেও শ্রীশুকদেব গোস্বামী এই কথাই বলিয়াছেন। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মা হইলেন বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরির প্রসাদজ এবং রুদ্র হইলেন হরির ক্রোধ সমুদ্ভব।" এস্থলে গুণাবতার ব্রহ্মা এবং রুদ্রের কথাই বলা হইল ; কিন্তু গুণাবতার বিষ্ণুর কথা কিছুই বলা হয় নাই ; ইহাতেই বুঝা যায়, গুণাবতার বিষ্ণু ও নারায়ণ হরি এতদুভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। পরমাত্মসন্দর্ভে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাহাই লিখিয়াছেন—অত্র বিষ্ণুর্ন কথিত ইতি তেন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাক্ষাদভেদ এব ইত্যাম্নাতম্। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও একথাই বলা হইয়াছে। "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ২।৬।৩২॥—ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—তাঁহা কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকি; হরও (শিবও) তাঁহার বশতাপন্ন হইয়াই এই বিশ্বের সংহার করিয়া থাকেন; সেই ত্রিশক্তিধৃক নিজেই পুরুষ (বিষ্ণু) রূপে জগতের পালন করিয়া থাকেন।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"পালনন্তু স্বয়মেব করোতি ইত্যাহ বিশ্বমিতি। পুরুষরূপেণ বিষ্ণুরূপেণ—বিষ্ণুরূপে তিনি নিজেই বিশ্বের পালন করেন।" মহোপনিষদেও একথাই আছে। "স ব্রহ্মণা সৃজতি স রুদ্রেণ বিলাপয়তি। সোঽনুৎপত্তিরলয় এব হরিঃ পরঃ পরমানন্দ ইতি মহোপনিষদ।—সেই হরি ব্রহ্মাদ্বারা সৃষ্টি করেন, রুদ্রদ্বারা সংহার করেন; তাঁহার উৎপত্তি ও লয় নাই; সেই হরি পর (শ্রেষ্ঠ) এবং পরমানন্দস্বরূপ (পরমাত্মসন্দর্ভধৃত বচন)।" এই শ্রুতিবাক্যেও বিশ্বের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর পৃথক্ উল্লেখ না থাকাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীহরি নিজেই বিশ্বের পালন করেন. অন্য কাহারও দ্বারা পালন করেন না। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—গুণাবতার বিষ্ণুতে এবং নারায়ণ হরিতে কোনও ভেদ নাই। কিন্তু ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা এবং রুদ্রের সহিত বিষ্ণুর বা নারায়ণের স্বরূপগত ভেদ না থাকিলেও মাহাত্ম্যগত বা অধিষ্ঠানগত ভেদ আছে।

এক্ষণে আবার আর একটি প্রশ্ন উঠিতেছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আলোচ্য শ্লোকে বলা হইল—নারায়ণের সঙ্গে ব্রহ্মা-রুদ্রাদির সমতা মনন করিলে পাষণ্ডী হইতে হয়। কিন্তু নামাপরাধ-প্রকরণে বলা হইয়াছে—"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ। হ. ভ. বি. ১১।২৮৩ শ্লোকে ধৃতবচন। শ্রীশিবের ও শ্রীবিষ্ণুর গুণ-নামাদিকে ভিন্ন মনে করিলে অপরাধ হয়।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"আদিশব্দেন রূপলীলাদি।" তাহা হইলে বুঝা গেল শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি হইতে শ্রীশিবের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিকে পৃথক্ মনে করিলে অপরাধ হয়। এইরূপে দেখা যায়—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"—এই শ্লোক এবং "শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥"—এই শ্লোক যেন পরস্পর-বিরোধী। ইহার সমাধান কি?

সমাধান এই। "যস্তু নারায়ণং দেবম্"—ইত্যাদি শ্লোকে যে সাম্য-মননকে অপরাধজনক বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে মাহাত্ম্যের সাম্য-মনন। আর নামাপরাধ-প্রকরণে যে ভেদ-মনন অপরাধজনক বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে স্বরূপগত ভেদ-মনন। এস্থানে ঈশ্বর-কোটি শিবের কথাই বলা হইয়াছে। ঈশ্বর-কোটি শিবে এবং শ্রীহরিতে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতেই তাহা জানা গিয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ। একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ॥ ২।৯।১৪০-৪১॥" বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপ হইলেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ এবং তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহেই অবস্থিত। এ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনন্ত রসবৈচিত্রী আস্বাদন করিতেছেন এবং এই ভাবে বিভিন্ন রসবৈচিত্রী আস্বাদনের নিমিত্তই অনাদিকাল হইতে তাঁহার অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ (ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রসাস্বাদন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এই সমস্ত বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপও যেমন তাঁহা হইতে ভিন্ন নহেন, এ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের নাম-গুণ-লীলাদিও তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদি হইতে বাস্তবিক পৃথক্ নহে। রাম-নৃসিংহাদির রূপ বা বিগ্রহ হইল তত্তৎ-রূপে শ্রীকৃষ্ণেরই বিগ্রহ; সুতরাং রাম-নৃসিংহাদির নামও হইল তত্তৎ-রূপে তাঁহারই নাম এবং রাম-নৃসিংহাদির লীলাদিও হইল তত্তৎ-রূপে তাঁহারই লীলা। শ্রীশিবও তাঁহারই এক প্রকাশ; সুতরাং শ্রীশিবের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিও শ্রীশিবরূপে তাঁহারই নাম-রূপ-গুণ-লালাদি। এই অবস্থায় শ্রীশিবের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিকে শ্রীবিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক মনে করিলে শ্রীকৃষ্ণ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইতে শ্রীশিবকে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র এক তত্ত্ব বলিয়াই মনে করা হয়; কিন্তু এইরূপ মনন তত্ত্ব-বিরোধী বলিয়া অপরাধজনক। নামাপরাধ-প্রকরণে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপই।

পরব্যোমস্থিত রাম-নৃসিংহাদি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই আনন্দঘন-বিগ্রহ, মায়ার সঙ্গে তাঁহাদের কাহারওই স্পর্শ নাই; তথাপি শক্তি-আদি বিকাশের ন্যূনতা বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহাদের মাহাত্ম্যের অপকর্ষ—যদিও তত্ত্বতঃ তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোনও ভেদ নাই। গুণাবতার শিবও আনন্দস্বরূপ বটেন, এবং আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার স্বরূপগত ভেদ নাই; কিন্তু তাঁহার আনন্দ তমোগুণের দ্বারা আবৃত বলিয়া রাম-নৃসিংহাদি হইতেও তাঁহার মাহাত্ম্যের অপকর্ষ। এইরূপে দেখা গেল—মাহাত্ম্যের বিচারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীশিবের ভেদ থাকিলেও স্বরূপে কোনও ভেদ নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শ্রীশিবের নাম-গুণাদিকে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদি হইতে পৃথক্ মনে করিলে শ্রীশিবকে পৃথক্ তত্ত্ব—স্বতন্ত্র ঈশ্বরই মনে করা হয়; ইহা তত্ত্ব-বিরোধী বলিয়া অপরাধজনক।

অন্য ভগবৎ-স্বরূপগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও তাঁহাদের মধ্যে ন্যূন-শক্তির বিকাশ বশতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অংশী। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥ শ্রী. ভা. ১।৩।২৮॥" অংশীর সেবাই অংশের স্বরূপগত ধর্ম্ম; অংশ-ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপের মাধুর্য্যাস্বাদনের জন্যও লালায়িত; কিন্তু ভক্তভাবব্যতীত মাধুর্য্য আস্বাদন সম্ভব নয়; তাই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে অন্য সকল ভগবৎ-স্বরূপেরই ভক্তভাব। "অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার। ১।৬।৯৭॥" ব্রহ্মরুদ্রাদিরও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভক্তভাব। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ॥ ১২।১৩।১৬॥" শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২।২৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। তাঁহার টীকার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

শ্রীশিবের ও শ্রীহরির নাম-গুণাদির ভেদ-মননে যে অপরাধ হয় বলিয়া নামাপরাধ-প্রকরণে বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের "পার্থিবাদ্দারুণো ধূমঃ ইত্যাদি"-১।২।২৪-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"তদেবং শ্রীবিষ্ণোরেব সর্ব্বোৎকর্ষে স্থিতে যদন্যত্র শ্রীবিষ্ণুশিবয়োর্ভেদে নরকঃ শ্রূয়তে তদনৈকান্তিক-বৈষ্ণব-শাস্ত্রত্বাদনৈকান্তিকবৈষ্ণবপরমেব। যতস্তদ্বিপরীতং হি শ্রূয়তে পাদ্মোত্তর-খণ্ডাদৌ। যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবমিত্যাদি। —শ্রীবিষ্ণুর এবং শ্রীশিবের ভেদ-মননে যে নরক-গমনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঐকান্তিক-বৈষ্ণব-শাস্ত্রের কথা নহে, অনৈকান্তিক-বৈষ্ণবশাস্ত্রের কথা; তাই উহা অনৈকান্তিক-বৈষ্ণবদের সম্বন্ধীয় কথা (অর্থাৎ যাঁহারা স্বীয় উপাস্য ব্যতীত অন্য কোনও স্বরূপের ভজন-পূজনাদি করেন না, উল্লিখিত উক্তি তাঁহাদের সম্বন্ধে নহে)। যেহেতু, পদ্মপুরাণাদিতে উহার বিপরীত উক্তিও দৃষ্ট হয়; যথা—যিনি ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতাকে নারায়ণের সমান মনে করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।" এই প্রসঙ্গে শ্রীজীব বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের একটী উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা এই। বিম্বকসেন নামে একজন ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবাৎ কোনও গ্রামাধ্যক্ষের পুত্রের সহিত তাঁহার মিলন হইল। গ্রামাধ্যক্ষ-পুত্র তাঁহাকে বলিলেন—"আমাদের স্থানে লিঙ্গরূপী মহাদেব আছেন; পূজা করিতে আমি এখন অসমর্থ; আপনি পূজা করুন।" বিম্বকসেন বলিলেন—"আমি শ্রীহরির একান্ত-ভক্ত; অন্য দেবতার পূজা করি না।" তখন ক্রুদ্ধ হইয়া গ্রামাধ্যক্ষের পুত্র তাঁহার শিরশ্ছেদে উদ্যত হইলে বিম্বকসেন ভাবিলেন—"ইহার হাতে মরা হইবে না।" তখন তিনি শিবালয়ে যাইয়া পূজায় বসিয়া "শ্রীনৃসিংহায় নমঃ" বলিয়া স্বীয় ইষ্টদেব নৃসিংহের পুষ্পাঞ্জলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই গ্রামাধ্যক্ষ-পুত্র রুষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলেন এবং সপরিবার গ্রামাধ্যক্ষ-পুত্রের শিরশ্ছেদ করিলেন। এই উদাহরণ হইতে এই কয়টী বিষয় জানা যাইতেছে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলিয়া মনে হয়ঃ—(ক) একান্তভক্ত বিষকসেন শিবপূজা করিতে সম্মত হন নাই ; সুতরাং বুঝা যাইতেছে, তাঁহার উপাস্য নির্গুণ নৃসিংহদেব হইতে তিনি সগুণ শিবকে ভিন্ন মনে করিয়াছেন। (খ) শিবলিঙ্গের সাক্ষাতে বসিয়া তিনি স্বীয় ইষ্টদেব নৃসিংহদেবেরই পূজা করিলেন ; শিবের পূজা করিলেন না। (গ) শিবের পূজা না করিয়া নৃসিংহদেবের পূজা করাতে শিব রুষ্ট হইলেন না ; বরং শিবলিঙ্গ হইতেই নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া একান্ত ভক্ত বিষকসেনকে রক্ষা করিলেন। এই কয়টী বিষয় হইতে বিষকসেন সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা এইঃ—নির্গুণ নৃসিংহ হইতে তিনি যে সগুণ শিবের ভেদ-মনন করিয়াছেন, তাহা হইতেছে মাহাত্ম্যগত ভেদ। আর শিবস্থানে নৃসিংহের পূজাতে শিব যে রুষ্ট হন নাই এবং শিবলিঙ্গ হইতে নৃসিংহদেবই যে আবির্ভূত হইয়াছেন—ইহাতে বুঝা যায়, বিষকসেনের মনের ভাব এই যে, নৃসিংহদেব হইতে শিব পৃথক্ বা স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন, উভয়েই অভিন্ন ; এই অভিন্নতা হইতেছে স্বরূপগত বা তত্ত্বগত অভেদ। বিষকসেন শিব ও নৃসিংহদেবকে মহিমায় ভিন্ন এবং স্বরূপে অভিন্ন মনে করিয়াছেন ; তাই তাঁহার অপরাধ হয় নাই ; অপরাধ হইলে শিবলিঙ্গ হইতে নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেন না। শিবলিঙ্গ হইতে নৃসিংহদেবের আবির্ভাবেই উভয়ের স্বরূপগত অভিন্নতা প্রমাণিত হইতেছে। আর গ্রামাধ্যক্ষের পুত্রসম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহা এইঃ—তিনি নৃসিংহদেব হইতে শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করিয়াছেন ; তাই শিবস্থানে নৃসিংহের পূজা হইতেছে দেখিয়া তিনি রুষ্ট হইয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার অপরাধ হইয়াছে ; এবং অপরাধ হইয়াছে বলিয়াই তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেন। এই আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল যে—নির্গুণ শ্রীহরি হইতে সগুণ শিবাদির স্বরূপগত ভেদ-মনন, শিবাদিকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-মনন অপরাধজনক ; তাঁহাদের মাহাত্ম্যগত ভেদ-মনন অপরাধজনক নহে। আরও জানা গেল যে, শ্রীহরির পূজাতেই শিবাদির পূজা হইয়া যায় ; পৃথক্ ভাবে শিবাদির পূজার প্রয়োজন হয় না।

যাহা হউক, উল্লিখিত বিষকসেনের উপাখ্যান বর্ণন করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী স্কন্দপুরাণের "শিবশাস্ত্রেষু তদ্গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগিযদিতি"-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—শিবসম্বন্ধীয় শাস্ত্রসমূহের মধ্যে যাহা ভগবৎসম্বন্ধীয় (বা হরিসম্বন্ধীয়) শাস্ত্রের উপযোগী (অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্রের সহিত যাহার সঙ্গতি আছে) তাহাই গ্রহণীয়। ইহার পরে—মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয় উপাখ্যান, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীহরিবংশ, শ্রীনৃসিংহতাপনী-শ্রুতি প্রভৃতি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব দেখাইয়াছেন—শ্রীহরিই একমাত্র উপাস্য এবং বিষ্ণুমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। পরে শ্রীমদ্ভাগবতের—"ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্। সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ শ্রী. ভা. ৪।৭।৫৪ ॥—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমাদের (ব্রহ্মা, শিব এবং আমার, এই) তিন জনের একই স্বরূপ, আমরা সকল প্রাণীর আত্মা ; যে ব্যক্তি আমাদের তিন জনের মধ্যে ভেদ দর্শন না করে, সে শান্তি প্রাপ্ত হয়।"—এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব বলিয়াছেন—"তৎ খলু শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাৎ অন্যাঽস্বাতন্ত্র্যাপেক্ষয়ৈব।" —উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে যে অভেদ-দর্শনের কথা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা ও শিবকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র (বা স্বতন্ত্র ঈশ্বর) মনে করা সঙ্গত নহে। ইহার প্রমাণরূপে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের—"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ২।৬।৩২ ॥"—এই ব্রহ্মার উক্তি এবং "ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ॥ ১০।৬৮।৩৭ ॥"-এই সঙ্কর্ষণের উক্তি এবং পদ্মপুরাণের—"যৎপাদনিঃসৃত-সরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্যাধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ"-ইত্যাদি উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পরে, নামাপরাধ-প্রকরণের "শিবস্য শ্রীবিষ্ণো র্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ"—ইত্যাদি শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"অত্র শ্রীবিষ্ণুনেতি তৃতীয়ায়া অনির্দ্দেশাদত্রৈব শ্রীশব্দদানাচ্চ শ্রীমতঃ সর্ব্বশক্তিযুক্তস্য বিষ্ণোঃ সর্ব্বব্যাপকত্বেন তন্নামগুস্মাদ্ য শিবস্য গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং স্বতন্ত্রং পশ্যেদিত্যর্থঃ। —অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুর গুণ-নামাদি হইতে শিবের গুণ-নামাদিকে স্বতন্ত্র মনে করাই অপরাধজনক।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ইহার পরে শ্রীমদ্ভাগবতের "ন তে ময্যচ্যুতেঽজে"-ইত্যাদি (১২।১০।২২) শিবোক্তি, "অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা।"-ইত্যাদি (৪।২৪।৩০) রুদ্রোক্তি, "কিমিদং কুত এবেতি"-ইত্যাদি (১০।৬।৪১) শ্রীশুকোক্তি এবং "যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তং সুধামিত্যাদি"-শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"তস্মাত্তদীয়ত্বেনৈব ব্রহ্মরুদ্র-ভজনে ন দোষঃ।—অর্থাৎ তদীয় (ভগবানের ভক্ত) জ্ঞানে ব্রহ্ম-রুদ্রের ভজনে দোষ নাই।" ইহার পরে শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"তস্মাৎ স্বতন্ত্রত্বেনৈবোপাসনায়াময়ং দোষঃ। যতশ্চ তত্রৈব তেন শ্রীজনার্দ্দনস্যৈব বেদমূলত্বমুক্তম্।—শ্রীজনার্দ্দনেরই বেদমূলত্ব বলিয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধিতে ব্রহ্ম-রুদ্রাদির উপাসনায় দোষ আছে।" ব্রহ্ম-রুদ্রাদির স্বতন্ত্র উপাসনায় যে ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না, গীতার—"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ॥"-ইত্যাদি এবং "যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥"-ইত্যাদি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াও শ্রীজীব তাহা দেখাইয়াছেন।

যাহা হউক, উপরি-উদ্ধৃত গীতা-প্রমাণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যাঁহারা ভগবৎ-সেবাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোনও দেবতার উপাসনার কোনও প্রয়োজনই নাই। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী একান্ত-ভক্ত বিষ্বক্সেনের যে উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেও বুঝা যায়, একান্ত ভক্তের পক্ষে তদীয়-জ্ঞানেও (ভগবদ্ভক্ত বুদ্ধিতেও) ব্রহ্ম-রুদ্রাদির উপাসনার প্রয়োজন নাই। একান্ত ভক্তের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস যে—গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন তাহার অংশভূত শাখা-প্রশাখা-পুষ্প-পত্রাদি সমস্তই তৃপ্তিলাভ করে, তদ্রূপ সর্ব্বমূল শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই অন্য সমস্ত দেব-দেবীর সেবা হইয়া যায়। "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ শ্রীভা. ৪।৩১।১৪।" তাই শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর মহাশয় প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন—"ভাগবত-শাস্ত্রমর্ম্ম, নববিধ-ভক্তিধর্ম্ম, সদাই করিব সুসেবন। অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই, এই ভক্তি পরম কারণ॥ ১১॥ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবী দেবা, এই ভক্তি পরম কারণ। ১৩॥ হৃষীকে গোবিন্দসেবা, না পূজিব দেবী দেবা, এই ত অনন্য ভক্তিকথা। আর যত উপালম্ভ, বিশেষ সকলি দম্ভ, দেখিতে লাগয়ে বড় ব্যথা॥ ১৯॥ অসৎক্রিয়া কুটিনাটি, ছাড় অন্য পরিপাটী, অন্য দেবে না করিহ রতি। আপনা-আপনা স্থানে, পীরিতি সভায় টানে, ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি॥ আপন ভজন-পথ, তাতে হব অনুরত, ইষ্টদেব-স্থানে লীলাগান। নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিনু ভাই, হনুমান তাহাতে প্রমাণ॥ ২৭-৮॥" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। ৯।৩০।"-শ্লোকের টীকায় অনন্যভাক্-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"মাং ভজতে চেৎ কীদৃক্ভজনবানিত্যত আহ অনন্যভাক্ মত্তোঽন্য-দেবতান্তরং মদ্ভক্তেরন্যৎ।"—তাৎপর্য্য এই যে, যিনি শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও দেবতার ভজন করেন না, তিনিই অনন্যভাক্ বা একান্ত ভক্ত। এই সমস্ত প্রমাণবলে মনে হয়, শ্রীজীবগোস্বামী যে ভগবদ্ভক্ত-বুদ্ধিতে ব্রহ্ম-রুদ্রাদির উপাসনার কথা বলিয়াছেন, তাহা একান্ত ভক্তসম্বন্ধে নহে; যে সমস্ত ভক্তের অন্যাপেক্ষা আছে বা অন্য কোনও সংস্কারের বীজ চিত্তে লুক্কায়িত আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধেই যেন ঐরূপ বলা হইয়াছে। তদীয়-জ্ঞানে অন্য দেবতার পূজা দোষাবহ নহে সত্য; তবে ইহা অনন্য-ভক্তিও নহে। ইহাই তাৎপর্য্য।

এই প্রসঙ্গে শ্রীজীব আরও লিখিয়াছেন--অন্য দেবতার পূজা না করিলেও অন্য দেবতার অবজ্ঞাদি সর্ব্বথা পরিহরণীয়। "অবজ্ঞাদিকন্তু সর্ব্বথা পরিহরণীয়ম্।" পদ্মপুরাণ বলেন—"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥—সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর শ্রীহরিরই সর্ব্বদা আরাধনা করিবে; কিন্তু কখনও ব্রহ্ম-রুদ্রাদি অন্য দেবতার অবজ্ঞা করিবে না।" শ্রীজীব একটী ভগবদ্বাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। "যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাস্থিতঃ। বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥—যিনি একান্তভাবে নিত্য আমার

লোক কহে—তোমাতে কভু নহে জীবমতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি-প্রকৃতি ॥ ১০৮
আকৃত্যে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন ॥ ১০৯
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি কভু না লুকায়।
ঈশ্বর-স্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায় ॥ ১১০
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার বুদ্ধি অগোচর।
তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল ॥ ১১১
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ আর চণ্ডাল যবন।
যেই তোমার একবার পায় দরশন ॥ ১১২
কৃষ্ণনাম লয়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত।
আচার্য্য হইল সেই তারিল জগত ॥ ১১৩
দর্শনে আছুক কার্য্য, যে তোমার নাম শুনে।
সেহ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত—তারে' ত্রিভুবনে ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অর্চ্চনা করেন, মহাদেবের নিন্দা করিলে তিনিও নিশ্চিত নরকে পতিত হন।" এসম্বন্ধে গৌতমীয় তন্ত্রও বলেন—"গোপালং পূজয়েদ্‌যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাম্‌। অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মো বিনশ্যতি ॥—যিনি গোপালের পূজা করেন, অথচ অন্য দেবতার নিন্দা করেন, তাঁহার পক্ষে পর-ধর্ম্ম-লাভ দূরে, তাঁহার পূর্ব্বধর্ম্মই বিনষ্ট হয়।"

যাহাহউক উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম-রুদ্রাদিকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করাই দোষাবহ; তাঁহাদিগকে তদায় বা ভগবদ্‌ভক্ত মনে করিলে কোন দোষ হয় না। তাহা হইলে "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ।"-ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য দাঁড়ায় এই:—মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ পরম-স্বতন্ত্র, স্বয়ং-ভগবান্‌, অদ্বয়-তত্ত্ব। ব্রহ্ম-রুদ্রাদি তাঁহারই অংশ-বিভূতি। তাঁহারা স্বতন্ত্র নহেন; তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে স্বয়ং-ভগবানের অপেক্ষা রাখেন। এই অবস্থায় তাঁহাদিগকে নারায়ণের সমান (অর্থাৎ তাঁহারাও নারায়ণের ন্যায় স্বতন্ত্র-ঈশ্বর এইরূপ) মনে করিলে অপরাধ হয়। ২।১৯।১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১০০। পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১০৮। **লোক কহে**—প্রভুর কথা শুনিয়া ভব্যলোক বলেন। জীবকে নারায়ণ বলিয়া মনে করিলে অপরাধ হইতে পারে; কিন্তু তুমি তো জীব নহ; তোমাকে নারায়ণ বলিলে, কৃষ্ণ বলিলে, অপরাধ হইবে কেন?

জীবমতি—জীববুদ্ধি। তোমার আকৃতি প্রকৃতি দেখিলে তোমাকে জীব বলিয়া মনে হয় না; কৃষ্ণ বলিয়াই মনে হয়।

১০৯। **আকৃত্যে**—আকৃতিতে। **দেহকান্তি**—অঙ্গের বর্ণ। **পীতাম্বর**—পীত (হল্‌দে)-বর্ণ বস্ত্র। **কৈল আচ্ছাদন**—ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তোমার শ্যামবর্ণ অঙ্গকান্তি এবং পীতবর্ণ বস্ত্র—এসব তুমি ঢাকিয়া গোপন করিয়া রাখিয়াছ। এই পয়ারে শ্রীমদ্‌ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্‌" শ্লোকের মর্ম্মই ব্যক্ত হইতেছে।

১১০। **মৃগমদ**—কস্তূরী। "কস্তূরী কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেও যেমন গোপন করা যায় না, তাহার গন্ধেই যেমন লোক তাহার অস্তিত্ব জানিতে পারে; তদ্রূপ, তুমি তোমার বর্ণ ও বস্ত্র গোপন করিয়া রাখিলেও তোমার ঈশ্বর-স্বভাবে তুমি আত্মগোপন করিতে পারিতেছ না, ধরা পড়িতেছ।" যদ্দ্বারা তিনি ধরা পড়িতেছেন, সেই ঈশ্বর-স্বভাবটী কি, তাহা পরবর্ত্তী কয় পয়ারে বলিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহার নাম শুনিলে স্ত্রী, বালক বৃদ্ধ, এমন কি চণ্ডাল পর্য্যন্তও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে হাসে কান্দে, নাচে এবং আচার্য্য হইয়া সকলকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। কোনও-জীবের দর্শনে বা জীবের নাম শ্রবণে এইরূপ কখনও হয় না। ইহাই তাঁহার ঈশ্বর-স্বভার।

১১১। **অলৌকিক প্রকৃতি**—যেরূপ প্রকৃতি বা স্বভাব কোনও লোকের মধ্যে দেখা যায় না, সুতরাং, যাহা ঈশ্বরেরই স্বভাব। প্রভুর দর্শনে এবং প্রভুর নাম শ্রবণে যে সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়, ইহাই তাঁহার অলৌকিক প্রকৃতির পরিচায়ক। **বুদ্ধি অগোচর** সেই অলৌকিক প্রকৃতির হেতু বা কার্য্যাদি বিচারাদি দ্বারা নির্ণয় করা যায় না; অচিন্ত্য। **তোমা দেখি ইত্যাদি**—ইহা প্রভুর অলৌকিক প্রকৃতির উদাহরণ; ১।৩।৪৭-৫১ পয়ার দ্রষ্টব্য।

তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন ॥ ১১৫

তথাহি (ভা. ৩৩।৭৬)।

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ১০ ॥

এই ত মহিমা তোমার তটস্থ-লক্ষণ।
স্বরূপ-লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১১৬

সেই সবলোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
প্রেমনামে মত্ত লোক নিজ ঘরে গেল ॥ ১১৭

এইমত কথোদিন অক্রূরে রহিলা।
কৃষ্ণনামপ্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১১৮

মাধবপুরীর শিষ্য সেই ত ব্রাহ্মণ।
মথুরাতে ঘরে ঘরে করান নিমন্ত্রণ ॥ ১১৯

মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
ভট্টাচার্য্য-স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ ॥ ১২০

একদিন দশবিশ আইসে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন গ্রহণ ॥ ১২১

অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে ॥ ১২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১৫। **শ্বপচ**—কুক্কুরভোজী নীচজাতি-বিশেষ। **পাবন**—পবিত্র; অপরকে পবিত্র করার যোগ্য। **অলৌকিক**—যাহা লোকের (জীবের) মধ্যে সম্ভবে না, এরূপ।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১৬।৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভগবন্নাম-শ্রবণে যে শ্বপচও পবিত্র হয়, এই ১১৫ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১১৬। **স্বরূপ-লক্ষণ**—স্বরূপ-লক্ষণটী লক্ষ্য বস্তু হইতে অপরাপর সকলকে পৃথক্ করিয়া কেবল লক্ষ্য বস্তুকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। যাহা লক্ষ্যবস্তুর অঙ্গীভূত অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিলেই যে লক্ষণটী দেখা যায়, এবং যাহা লক্ষ্যবস্তুতে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে ঐ বস্তুর স্বরূপ লক্ষণ বলে। যেমন দুই হাত ও দুই পা, মানুষ ব্যতীত অপর কাহারও নাই, এই লক্ষণ মানুষ হইতে অপর প্রাণীকে পৃথক্ করিয়া দেয় এবং একমাত্র মানুষকেই নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, এবং ইহা মানুষেরই অঙ্গীভূত; মানুষের প্রতি দৃষ্টি করিলেই দুই হাত ও দুই পা দেখা যায়; সুতরাং দুই হাত দুই পা মানুষের স্বরূপ লক্ষণ। এইরূপে অজানুলম্বিতভুজত্বাদি মহাপ্রভুর স্বরূপ-লক্ষণ। **তটস্থ লক্ষণ**—ইহাও লক্ষ্যবস্তু হইতে অপরাপর বস্তুকে পৃথক্ করিয়া কেবল লক্ষ্যবস্তুকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়; কিন্তু ইহা লক্ষ্যবস্তুতে অবস্থিত থাকিলেও অন্য বস্তুর যোগেই ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। যেমন হিতাহিত-বিচারশক্তি; ইহা মানুষের তটস্থ লক্ষণ; অপর কোনও প্রাণীর ইহা নাই, মানুষেরই আছে; এবং কোনও সমস্যা উপস্থিত হইলেই, তাহার মীমাংসা-ব্যাপারে মানুষের এই বিচার-শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। প্রেম-প্রদানাদি মহাপ্রভুর তটস্থ-লক্ষণ; ইহা অপর কাহারও নাই, এক মহাপ্রভুরই আছে; এবং কোন জীবের প্রতি করুণা করিয়া তিনি যখন প্রেমদান করেন, তখনই এই লক্ষণের অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। এইরূপে অগ্নির বিশেষ-উজ্জ্বলতাদি (বর্ণাদি) অগ্নির স্বরূপলক্ষণ; দাহিকাশক্তি ইহার তটস্থ-লক্ষণ; অগ্নির সংস্পর্শে যখন কোনও বস্তু দগ্ধ হয়, তখনই ইহার অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়।

অথবা, "আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ ॥ ২।২০।২৯৬ ॥" আকৃতির প্রকৃতি বা আকৃতির বৈশিষ্ট্য, যাহা সাধারণতঃ দৃষ্টি করিলেই (কোনও স্থলে পরীক্ষা করিলে) বুঝা যায়, তাহাই বস্তুর স্বরূপলক্ষণ। আর কার্য্যদ্বারা যে লক্ষণের জ্ঞান হয়, তাহা তটস্থ-লক্ষণ।

১১৭। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ; নাম-প্রেমদানরূপ অনুগ্রহ।

১১৯। **সেইত ব্রাহ্মণ**—সেই সনোড়িয়া মাথুর-ব্রাহ্মণ।

১২০। **ভট্টাচার্য্য**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।

কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দৈন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১২৩
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া ॥ ১২৪
একদিন অক্রূর ঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে— ॥ ১২৫
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল ॥ ১২৬
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিল প্রভু জলের ভিতরে ॥ ১২৭
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল ॥ ১২৮
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া— ॥ ১২৯
আজি আমি আছিলাঙ উঠাইল প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবে যদি, কে উঠাবে তাঁরে ? ॥ ১৩০
লোকের সঙ্ঘট্ট, নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর, না দেখিয়ে ভাল ॥ ১৩১
বৃন্দাবন হৈতে যদি, প্রভুরে কাঢ়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয়, এই ভাল যুক্তি হয়ে ॥ ১৩২
বিপ্র কহে প্রয়াগে প্রভুরে লয়ে যাই।
গঙ্গাতীরপথে যাই—তবে সুখ পাই ॥ ১৩৩
সোরোক্ষেত্রে আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে প্রয়াণ ॥ ১৩৪
মাঘমাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগস্নান কথোদিনে পাইয়ে ॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২৪। **ভিক্ষা দেন**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দেন।

১২৬। **অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল**—অক্রূর যখন রামকৃষ্ণকে লইয়া বৃন্দাবন হইতে মথুরায় যাইতেছিলেন, তখন এই ঘাটে স্নান করিবার জন্য জলে নামিলেন; তখন সেই স্থানে জলের মধ্যেই রামকৃষ্ণকেও দর্শন করিলেন এবং বৈকুণ্ঠ দর্শনও করিয়াছিলেন। তদবধি ইহার নাম অক্রূর-তীর্থ হয়; পূর্ব্বে নাম ছিল ব্রহ্মহ্রদ। (শ্রী. ভা. ১০।৩৯ অধ্যায়)। **ব্রজবাসীলোক ইত্যাদি**—এক সময়ে নন্দ মহারাজ একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে যমুনায় স্নান করিতে নামিলে বরুণের ভৃত্য তাঁহাকে বরুণালয়ে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল; ইহা জানিতে পারিয়া নন্দ-মহারাজকে আনিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে যান; তখন সপরিকর বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়াছিলেন; পরে শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে লইয়া গৃহে আসিলে সরলহৃদয় নন্দ-মহারাজ বরুণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবের কথা জ্ঞাতিবর্গের নিকট প্রকাশ করিলে, কৃষ্ণলোক দর্শন করিবার জন্য গোপগণের ইচ্ছা হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সকলকে লইয়া এই ঘাটে আসিলেন এবং তাঁহাদিগকে জলে নিমগ্ন হইতে বলিলেন; তখন তাঁহারা এই স্থানে জলমধ্যে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোলোক দর্শন করিলেন। (শ্রী. ভা. ১০।২৮ অধ্যায়)।

১২৮। **কৃষ্ণদাস**—রাজপুত কৃষ্ণদাস। **ফুকার**—চীৎকার।

১৩০। এই পয়ার হইতে মনে হয়, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইতেন না। (টী. প. দ্র.)

১৩২। **কাঢ়িয়ে**—অন্যত্র লইয়া যাই।

১৩৩। **বিপ্র**—মাথুর-ব্রাহ্মণ। প্রভু তো ইচ্ছা করিয়া বৃন্দাবন হইতে যাইবেন না; কৌশলে তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে লইয়া যাইতে হইবে; কি কৌশল করা যায়, তৎসম্বন্ধেই মাথুর-ব্রাহ্মণ বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যকে পরামর্শ দিতেছেন ১৩৩-৩৬ পয়ারে।

১৩৩। **সোরোক্ষেত্র**—ইহা বৃন্দাবনের পূর্ব্বে বাদাও জেলায়। "সোরক্ষেত্র" এবং "সোরাক্ষেত্র"-পাঠান্তরও আছে।

১৩৫। **লাগিল**—আরম্ভ হইল। **মকরে**—মকর পূর্ণিমায়; মাঘমাসের পূর্ণিমায়। মাঘীপূর্ণিমাতে প্রয়াগে ত্রিবেণী-স্নানের মাহাত্ম্য অনেক বেশী।

আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন।
'মকরপৌছসি প্রয়াগে' করিহ সূচন ॥ ১৩৬
গঙ্গাতীরপথের সুখ জানাইহ তাঁরে।
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে—॥ ১৩৭
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি।
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি ॥ ১৩৮
প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমারে না পায়।
তোমারে না পাঞা লোক মোর মাথা খায় ॥ ১৩৯
তবে সুখ হয়—যদি গঙ্গাপথে যাই।
এবে যদি যাই, প্রয়াগে মকরস্নান পাই ॥ ১৪০
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ, সহিতে না পারি।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয়, সেই শিরে ধরি ॥ ১৪১
যদ্যপি বৃন্দাবনত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত-ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন—॥ ১৪২
তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন।
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন ॥ ১৪৩
যে তোমার ইচ্ছা, আমি সে-ই ত করিব।
যাহাঁ লঞা যাহ তুমি, তাহাঁই যাইব ॥ ১৪৪
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
'বৃন্দাবন ছাড়িব' জানি প্রেমাবেশ হৈল ॥ ১৪৫
বাহ্য বিকার নাহি, প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে চল যাই মহাবন ॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৬। **আপনার দুঃখ ইত্যাদি**—মাথুর-বিপ্র বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য! এখানে তোমার খুব কষ্ট হইতেছে, একথা প্রভুকে জানাইও; তাহা হইলে হয়তো প্রভু এখান হইতে অন্যত্র যাইতে সম্মত হইতে পারেন।"

মকর-পৌছসি—মকরের (মাঘমাসের) পূর্ণিমা। মাঘমাসে সূর্য্য মকর-রাশিতে থাকে বলিয়া মাঘ-মাসকে মকর-মাসও বলে; তাই এস্থলে মাঘী-পূর্ণিমাকে মকর-পূর্ণিমা (মকর-পৌছসি) বলা হইয়াছে। "পৌছসি"-স্থলে "পঁচসি"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ একই। পঁচসি-শব্দ সম্ভবতঃ পঞ্চদশী শব্দের অপভ্রংশ; শুক্লা চতুর্দ্দশীর পরেই পঞ্চদশী তিথি; কিন্তু পঞ্চদশী না বলিয়া পূর্ণিমা বলা হয়; সুতরাং পূর্ণিমা ও পঞ্চদশী (পঁচসি) একই; তাই পূর্ণিমা না বলিয়া সম্ভবতঃ দেশ-প্রচলিত ভাষায় "পঁচসি" বলা হইয়াছে; পৌছসিও পঁচসিরই রূপান্তর। **প্রয়াগে**—মাঘী পূর্ণিমায় প্রয়াগে থাকার ইচ্ছাও জানাইও।

কোনও কোনও গ্রন্থে "মকর পৌছসি"-স্থলে "মকরে পৌছাহ"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ—এখন রওনা হইলে মাঘী পূর্ণিমায় প্রয়াগে পৌছিতে পারা যাইবে, একথাও প্রভুকে বলিও।

১৩৮-৩৯। মাথুর-বিপ্রের পরামর্শানুসারে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য আসিয়া প্রভুর নিকটে—বৃন্দাবনে নিজের কষ্ট এবং প্রয়াগে মকর-স্নানের অভিপ্রায় জানাইলেন, ১৩৮-৪১ পয়ারে। এই দুই পয়ারে কেবল নিজের কষ্টের কথা বলিতেছেন।

গড়বড়ি—ভিড়; গণ্ডগোল। **নিমন্ত্রণ লাগি**—তোমাকে ভোজন করাইবার নিমন্ত্রণের জন্য। **মোর মাথা খায়**—আমাকে জ্বালাতন করিয়া তোলে। "মাথা খায়"-স্থলে "প্রাণ খায়"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ একই।

এসকল কথাদ্বারা ভট্টাচার্য্য ভঙ্গীতে বৃন্দাবনত্যাগের বাসনা জানাইলেন।

১৪০। **গঙ্গাপথে**—গঙ্গার তীরে তীরে।

প্রয়াগে মকর-স্নানের অভিপ্রায়ও ভট্টাচার্য্য প্রভুকে জানাইলেন।

১৪২। **ভক্ত-ইচ্ছা করিতে**—ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে; বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের প্রয়াগে মকর-স্নানের বাসনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া।

এত বলি ভট্টাচার্য্য নৌকায় বসাইয়া।
পার করি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া॥ ১৪৭
প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুইজন॥ ১৪৮
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সভা লঞা।
বসিল সভার পথশ্রান্তি দেখিয়া॥ ১৪৯
সে বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাবীগণ।
তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লাসিত মন॥ ১৫০
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল॥ ১৫১
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িল।
মুখে ফেন পড়ে, নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈল॥ ১৫২
হেনকালে তাহাঁ আসোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা॥ ১৫৩
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার—।
এই-যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার॥ ১৫৪
এই চারি বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লৈয়া॥ ১৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪৭। যমুনার যে পাড়ে অক্রূরঘাট, তাহার অপর পাড়ে মহাবন বা গোকুল; তাই নৌকায় যমুনা পার হইয়া মহাবনে যাইতে হয়।

১৪৮। **প্রেমীকৃষ্ণদাস**—কৃষ্ণদাস-নামক রাজপুত। **সেইত ব্রাহ্মণ**—সেই মাথুর-ব্রাহ্মণ। **গঙ্গাপথে ইত্যাদি**—গঙ্গার তীরপথে যাওয়ার রাস্তাঘাট-আদি তাঁহারা দুইজনেই জানেন।

১৫০। গাভীগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-লীলার স্মৃতিতে প্রভু উল্লসিত হইলেন।

১৫১। **গোপ**—গরুর রাখাল। তাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি মনে করিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

১৫২। **অচেতন ইত্যাদি**—ইহা প্রলয় নামক সাত্ত্বিক-ভাবের লক্ষণ।

১৫৩। **তাহাঁ**—প্রভু যেস্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইস্থানে। **আসোয়ার**—অশ্বারোহী; **দশ**—দশজন। **ম্লেচ্ছ পাঠান**—পাঠান জাতীয় যবন; যবনদের মধ্যে একটী শ্রেণীর নাম।

দশজন পাঠান ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে আসিল এবং ভূপতিত প্রভুকে দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিল।

১৫৪। পাঠান যখন দেখিল—এক সন্ন্যাসী অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছেন, আর কয়েকজন লোকও সেখানে বসিয়া আছে, তখন পাঠান মনে করিল, সম্ভবতঃ এই সন্ন্যাসীর নিকটে অনেক মোহর ছিল; এই দস্যুগুলি বোধ হয় সেই মোহরের লোভে ধুতুরা খাওয়াইয়া সন্ন্যাসীকে মারিয়া মোহরগুলি আত্মসাৎ করিয়াছে।

যতি—সন্ন্যাসী। **যতিপাশ**—সন্ন্যাসীর নিকটে। **সুবর্ণ**—মোহর।

১৫৫। **বাটোয়ার**—দস্যু; নিঃসঙ্গ পথিক-লোককে পাইলে যাহারা দস্যুতা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া নেয় এবং তাহাকে হয়তো মারিয়াও ফেলে, তাহাদিগকে বাটোয়ার বলে। **মারি ডারিয়াছে**—মারিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে।

এই চারি—মহাপ্রভুর সঙ্গী চারিজন; রাজপুত কৃষ্ণদাস, মাথুর ব্রাহ্মণ, বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য ও বলভদ্রের সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, এই চারিজন।

প্রায় সমস্ত মুদ্রিত গ্রন্থেই "এই চারি" স্থলে "এই পঞ্চ" পাঠ দৃষ্ট হয়। মহাপ্রভুর সঙ্গে মহাপ্রভু ব্যতীত আর মাত্র চারিজন লোক ছিলেন; তাঁহাদের নাম উপরে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং "এই চারি"-পাঠই সঙ্গত; কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটীতে বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত আছে; তন্মধ্যে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থও অনেক; তাহার ৬৫৮নং পুথিতে এই পয়ারে "এই চারি" পাঠই দৃষ্ট হয় এবং পরবর্ত্তী পয়ারসমূহেও তদনুরূপ

তবে সেই পাঠান চারি জনেরে বাঁধিলা।
কাটিতে চাহে, গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিলা॥ ১৫৬
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয়—মুখে বড় দঢ়॥ ১৫৭
বিপ্র কহে পাঠান! তোমার পাৎশার দোহাই।
চল তুমি আমি সিকদার-পাশ যাই॥ ১৫৮
এ যতি আমার গুরু, আমি মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাৎশাহার আগে আছে মোর শতজন॥ ১৫৯
এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়ে ত মূর্চ্ছিত।
অবহি চেতন পাব,—হইব সংবিত॥ ১৬০
ক্ষণেক ইহাঁ বৈস বান্ধি রাখহ সভারে।
ইহাঁকে পুছিয়া তবে মারিহ সভারে॥ ১৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পাঠ দৃষ্ট হয়; এই পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হওয়ায় ইহাই গৃহীত হইল। ২।১৭।১৬ পয়ারের টীকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৫৬। চারিজনেরে—রাজপুত কৃষ্ণদাস, মাথুর ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ও তাঁহার ব্রাহ্মণ। দস্যু মনে করিয়া পাঠান এই চারিজনকেই বাঁধিয়া ফেলিল।

"চারিজনের"-স্থলে অধিকাংশ মুদ্রিত গ্রন্থেই "পঞ্চজনের" পাঠ দৃষ্ট হয়। ২।১৭।১৬ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গৌড়িয়া সব—বাঙ্গালী; বলভদ্র ও তাঁহার ব্রাহ্মণ।

১৫৭। বাঙ্গালী দুইজন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু রাজপুত কৃষ্ণদাস এবং মাথুর-ব্রাহ্মণ মোটেই ভয় পাইল না। দঢ়—দৃঢ়, শক্ত। মুখে বড় দঢ়—খুব তেজের সহিত কথা বলে; কথাবার্ত্তায় বিন্দুমাত্রও ভয় প্রকাশ পায় না।

১৫৮। বিপ্র—মাথুর-বিপ্র। পাৎশা—বাদশাহ, রাজা। সিকদার—সেনাধ্যক্ষ; অথবা প্রজারক্ষক রাজকর্ম্মচারি-বিশেষ।

মাথুর-ব্রাহ্মণ বলিলেন—"পাঠান! চল সিকদারের কাছে যাই; তাঁহার বিচারে যদি আমরা দোষী বলিয়া প্রমাণিত হই, তাহা হইলে তুমি যে শাস্তি দিবে, তাহাই আমরা গ্রহণ করিব; আমি বলিতেছি, আমরা দোষী নই, দস্যু নই।"

১৫৯। এ যতি ইত্যাদি—এ সন্ন্যাসী আমার গুরু; আমার বাড়ী মথুরায়, আমি মথুরার একজন ব্রাহ্মণ; গুরুদেবের সঙ্গেই আমরা আসিয়াছি।

পাৎশাহার আগে ইত্যাদি—মাথুর-বিপ্র খুব চালাক; তাঁহার খুব প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল। প্রকৃত কথা বলিয়া পাঠানকে বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃত কথা পাঠান যদি বিশ্বাস না করে এবং বিশ্বাস না করিয়া যদি সত্য সত্যই সকলকে কাটিয়া ফেলে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, মাথুর বিপ্র পাঠানকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিল—"পাঠান! আমাদিগকে মারিয়া ফেলিলে তুমি যে সহজে নিষ্কৃতি পাইবে, তাহা মনে করিও না; আমার একশত লোক আছে; তাহারা এখন পাৎশাহার নিকটে; আমাদের প্রতি তোমার অত্যাচারের সংবাদ পাইলে তাহারা চুপ করিয়া থাকিবে বলিয়া মনে করিও না।"

১৬০-১৬১। পাঠানকে একটু ভয় দেখাইয়া মাথুর-ব্রাহ্মণ আরও বলিলেন—"এই সন্ন্যাসীর একটী রোগ আছে, তাতে মাঝে মাঝে মূর্চ্ছিত হয়েন, একটু পরেই ইহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে, ইনি উঠিয়া বসিবেন; তুমি একটু অপেক্ষা কর; আমাদিগকে এখন না হয় বাঁধিয়াই রাখ; কিন্তু মারিয়া ফেলিও না; ইনি উঠিলে ইহাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া তারপর মারিতে হয় আমাদিগকে মারিয়া ফেলিও।

অবহি—এখনই; একটু পরেই। সংবিৎ—জ্ঞান।

পাঠান কহে—তুমি পশ্চিমা সাধু দুইজন।
গৌড়িয়া ঠক এই কাঁপে দুই জন॥ ১৬২
কৃষ্ণদাস কহে—আমার ঘর এইগ্রামে।
শতেক তুরুকী আছে দুইশত কামানে॥ ১৬৩
এখনি আসিবে সব—আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমাসভা মারি॥ ১৬৪
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে, তুমি বাটপাড়।
'তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার?' ॥ ১৬৫
শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হৈল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল॥ ১৬৬
হুঙ্কার করিয়া উঠে, বোলে 'হরিহরি'।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি॥ ১৬৭
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চীৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার॥ ১৬৮
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল চারিজন।
প্রভু না দেখিল নিজ-গণের বন্ধন॥ ১৬৯
ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ দেখি মহাপ্রভুর বাহ্য হৈল॥ ১৭০
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ।
প্রভু-আগে কহে—এই ঠক চারিজন॥ ১৭১
এই চারি মিলি তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন লৈল তোমায় পাগল করিয়া॥ ১৭২
প্রভু কহেন,—ঠক নহে, মোর সঙ্গীজন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী—মোর নাহি কিছু ধন॥ ১৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৬২। সাহস ও শক্তিকে সকলেই ভয় করে; মাথুর ব্রাহ্মণের সাহসের পরিচয় পাইয়া এবং তাহার একশত লোক আছে জানিয়া পাঠান বোধ হয় একটু সঙ্কুচিত হইল; ব্রাহ্মণকে বেশী রুষ্ট করিতে সাহস পাইল না; পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণের সাহস এবং শক্তির পরিচয় পাইয়া রাজপুত-কৃষ্ণদাসেরও সাহস ও শক্তি আছে বলিয়া পাঠানের মনে হইল; কারণ, বাঙ্গালীদের ন্যায় এই রাজপুত ভয়ে কাঁপে নাই। তাই এই দুইজনকে একটু তুষ্ট করাই পাঠান সঙ্গত মনে করিল; তাই পাঠান বলিল:—"হাঁ, তোমরা পশ্চিমদেশীয় দুইজন সাধুই—ভাল মানুষ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু এই বাঙ্গালী দুইটী নিশ্চয়ই ঠক, বঞ্চক—চোর; নচেৎ ইহারা ভয়ে কাঁপিবে কেন?"

গৌড়িয়া—বঙ্গদেশবাসী। **দুইজন**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ। প্রায় গ্রন্থেই "দুইজন" স্থলে "তিনজন" পাঠ; কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থের পাঠ "দুইজন", ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৫ পয়ারের এবং ২।১৭।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ঠক**—বঞ্চক, প্রতারক, চোর।

১৬৩-৬৫। পাঠানের কথা শুনিয়া রাজপুত-কৃষ্ণদাস বুঝিল, পাঠান চাতুরীদ্বারা গৌড়িয়া ভক্ত দুইজনের উপরেই অত্যাচার করার সঙ্কল্প করিতেছে; যাহাতে তাঁহাদের উপরেও অত্যাচার করিতে ভয় পায়, তজ্জন্য কৃষ্ণদাস বলিল—"পাঠান! এই গৌড়িয়া দুইজন তো বাটপাড়—দস্যু—নহে; বাটপাড় তোমরা, তীর্থবাসীদিগের টাকা পয়সা লুঠিয়া নিতেছ, তাদের আবার মারিয়া ফেলিতেও চাহিতেছ। কিন্তু সাবধান পাঠান! এই গ্রামেই আমার বাড়ী, আমার অধীনে একশত তুর্কীসৈন্যও আছে, দুইশত কামানও আছে; যদি আমি চীৎকার করিয়া তাদের ডাকি, তাহা হইলে এখনই তাহারা আসিয়া পড়িবে; তখন তোমরা তোমাদের ঘোড়া এবং অন্য জিনিসপত্র তো হারাইবেই, প্রাণও হারাইবে।"

তুরুকী—তুর্কী (মুসলমান) সৈন্য। **ঘোড়াপিড়া**—ঘোড়া এবং অন্যান্য জিনিসপত্র। **বাটপাড়**—দস্যু। বলাবাহুল্য, সৈন্যাদির কথা বাগাড়ম্বরমাত্র।

১৬৯। **ছাড়ি দিল**—বন্ধন খুলিয়া দিল, প্রভুর বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসার আগেই। **চারিজন**—"পঞ্চজন" পাঠও দৃষ্ট হয়, কিন্তু চারিজনই সঙ্গত। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৫ পয়ারের এবং ২।১৭।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

মৃগীব্যাধিতে আমি হই অচেতন।
এই চারি দয়া করি করেন পালন ॥ ১৭৪
সেই ম্লেচ্ছমধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কাল-বস্ত্র পরে সেই, লোকে কহে 'পীর'॥ ১৭৫
চিত্ত আর্দ্র হইল তার প্রভুকে দেখিয়া।
'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম' স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠায়া ॥ ১৭৬
'অদ্বয়বাদ' সেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন ॥ ১৭৭
যেই-যেই কহে, প্রভু সকলি খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে, মহা স্তব্ধ হৈল ॥ ১৭৮
প্রভু কহে—তোমার শাস্ত্রে স্থাপি 'নির্ব্বিশেষ'।
তাহা খণ্ডি 'সবিশেষ' স্থাপিয়াছে শেষ ॥ ১৭৯
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে—একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেঁহো শ্যামকলেবর ॥ ১৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭৪। মৃগীব্যাধি—এক রকম মূর্চ্ছারোগ। মহাপ্রভু বলিলেন, "আমার মূর্চ্ছারোগ আছে; তাতে আমি সময় সময় অজ্ঞান হইয়া যাই; এখনও হইয়াছিলাম।" এই উক্তিটী ছলনামাত্র; স্বীয় প্রেম-বিকার গোপন করিবার জন্যই প্রভু ইহা বলিয়াছেন; কিন্তু সত্যস্বরূপ স্বয়ং-ভগবান্ ছলনাবাক্য বা মিথ্যাবাক্য বলিতে পারেন না; সুতরাং এই ছলনা-বাক্যের গূঢ় অর্থ—সত্য অর্থ আছে, তাহা এই:—মৃগ্ ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ক-প্রত্যয় করিয়া মৃগ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। তারপর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ করিয়া মৃগী হইয়াছে। মৃগ্ ধাতু অন্বেষণার্থে ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলে মৃগ-শব্দের অর্থ হইল অন্বেষণ করা যায় যাহাকে; (পুংলিঙ্গে—যে পুরুষকে;) আর মৃগী শব্দের অর্থ হইল অন্বেষণ করা যায় যে রমণীকে। এখন, জীব কাহাকে অন্বেষণ করে? সকলেই সুখের—আনন্দের অন্বেষণ করে; সুতরাং আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃত মৃগ। আর এই আনন্দের যে অধিষ্ঠাত্রী-দেবী হ্লাদিনীশক্তি-রূপা শ্রীরাধা, তিনিই মৃগী। তাহা হইলে মৃগী অর্থ হইল শ্রীরাধা। আর ব্যাধি বলিতে "অতিশয় দোষ এবং প্রিয় বিচ্ছেদাদি দ্বারা যে জরাদি উৎপন্ন হয়, তদুৎপন্ন ভাবকেই বুঝায়—"দোষোদ্রেকবিয়োগাদ্যৈর্ব্যাধয়ো যে জরাদয়ঃ। ইহ তৎপ্রভাবো ভাবো ব্যাধিরিত্যভিধীয়তে। ভ. র. সি. ২।৪।৪৪॥" এই ব্যাধিতে স্তম্ভ, অঙ্গ শিথিলতা, শ্বাস, উত্তাপ, গ্লানি ইত্যাদি হয়—"অত্র স্তম্ভঃ শ্লথাঙ্গত্বং শ্বাসোত্তাপক্লমাদয়ঃ॥" এই ব্যাধি কৃষ্ণপ্রেমের একটি বিকার। বিরহে ইহার উৎপত্তি। তাহা হইলে "মৃগী ব্যাধি" অর্থ হইল, "শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধার প্রেমজনিত ব্যাধি নামক বিকার।" বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-স্ফূর্ত্তিতেই রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মূর্চ্ছা হইয়াছিল। বৃক্ষতলে কতকগুলি গাভী দেখিলেন, হঠাৎ আবার বংশীধ্বনিও শুনিলেন; শুনিয়াই গোচারণরত বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হইল; মনে হওয়ামাত্রই তাঁহার অদর্শনহেতু তীব্র বিরহ-যন্ত্রণায় রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু অচেতন হইয়া স্তম্ভের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।

১৭৫। কালবস্ত্র—কালরঙ্গের কাপড়, মুসলমানের নিকট ইহা অতি পবিত্র। পীর—সিদ্ধপুরুষ।

১৭৬-৭৭। আর্দ্র—কোমল। নির্ব্বিশেষ—নিঃশক্তিক, নির্গুণ, নিরাকার। স্বশাস্ত্র—নিজেদের শাস্ত্র; কোরাণ ও তদনুকূল হাদিস্ আদি। অদ্বয়বাদ—জীবে ও ঈশ্বরে অভেদবাদ। তারি শাস্ত্রযুক্ত্যে—সেই পীরেরই শাস্ত্র কোরাণাদির যুক্তিদ্বারা। করিল খণ্ডন—পীরের স্থাপিত অদ্বয়বাদ খণ্ডন করিলেন।

১৭৯-৮০। পীরকে প্রভু বলিলেন—"তোমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু শেষকালে ঈশ্বরের সবিশেষত্বই স্থাপিত হইয়াছে।" পরবর্ত্তী ১৯০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। সবিশেষ—সগুণ, সশক্তিক; সাকার। মুসলমানদের শাস্ত্রে শেষকালে ঈশ্বরের কিরূপ স্বরূপ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা প্রভু বলিতেছেন, ১৮০-৮৩ পয়ারে।

কহে শেষে—শাস্ত্রের শেষভাগে বলে। **একই ঈশ্বর**—ঈশ্বর অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব; একমেবাদ্বিতীয়ম্। সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ—ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ তো নহেনই, তিনি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। শ্যামকলেবর—ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ তো নহেনই, তিনি সবিশেষ সাকার; তাঁহার দেহ শ্যামবর্ণ। কলেবর—দেহ।

সচ্চিদানন্দ দেহ—পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদি স্বরূপ ॥ ১৮১
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থূল-সূক্ষ্ম জগতের তেঁহো সমাশ্রয় ॥ ১৮২
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ ॥ ১৮৩
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি—পুরুষার্থ সার ॥ ১৮৪
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ।
পূর্ণানন্দপ্রাপ্তি—তাঁর চরণসেবন ॥ ১৮৫
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ আগে করিয়া স্থাপন।
সব খণ্ডি স্থাপে শেষে ঈশ্বর সেবন ॥ ১৮৬
তোমার পণ্ডিত-সভের নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব্ব-পর-বিধি মধ্যে পর বলবান্ ॥ ১৮৭
নিজশাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া।
কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া ॥ ১৮৮
ম্লেচ্ছ কহে—যে-ই কহ, সে-ই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কেহো লৈতে না পারয় ॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৮১। **সচ্চিদানন্দ দেহ**—(পূর্ব্ব পয়ারে ঈশ্বরকে শ্যাম কলেবর বলা হইয়াছে; তাহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার দেহ আছে; এই দেহ যে মানুষের দেহাদির ন্যায় জড়, প্রাকৃত বস্তু নহে, তাহাই বলিতেছেন।) ঈশ্বরের দেহ সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। তাঁহার দেহে জড় বা প্রাকৃত কিছু নাই। **পূর্ণব্রহ্মরূপ**—(দেহ থাকিলেই পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে; তাই বলা হইতেছে—) ঈশ্বরের যে দেহের কথা বলা হইল, তাহা পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও কিন্তু পূর্ণ এবং বিভু, সর্ব্ব-ব্যাপক (ব্রহ্ম) (ভূমিকায় কৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। **সর্ব্বাত্মা**—সেই ঈশ্বর সকলের আত্মা হয়েন। **সর্ব্বজ্ঞ**—তিনি সমস্তই জানেন; তিনি জ্ঞানস্বরূপ। **নিত্য**—তাঁহার দেহ থাকিলেও সেই দেহ, নিত্য, অনাদি এবং অনন্ত। **সর্ব্বাদিস্বরূপ**—ঈশ্বর সকলের আদি, সমস্ত কারণের কারণ; মূলতত্ত্ব।

১৮২। **স্থূল-সূক্ষ্ম ইত্যাদি**—ব্রহ্মাণ্ডাদি স্থূলজগতের, কি স্বর্গাদি সূক্ষ্মজগতের, কিম্বা ভগবদ্ধামাদি চিন্ময় জগতের একমাত্র আশ্রয়ই তিনি। **সমাশ্রয়**—সম্যকরূপে আশ্রয়।

১৮৩। ঈশ্বর-তত্ত্বের কথা বলিয়া এক্ষণে মুসলমান-শাস্ত্রসম্মত সাধনের কথা বলিতেছেন; মুসলমান-শাস্ত্রানুসারে ভক্তিই (সাধন-ভক্তিই) সাধন। একমাত্র ভক্তিদ্বারাই জীব সংসার হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

বস্তুতঃ মুসলমানদের নমাজ-আদি কেবল প্রার্থনাময়; ভক্তিমার্গ ব্যতীত অন্য কোনও সাধনমার্গের সাধনই প্রার্থনাময় হইতে পারে না।

১৮৪। **তাঁর সেবা ইত্যাদি**—ঈশ্বরের সেবা ব্যতীত সংসার ক্ষয় হইতে পারে না; ইহাই মুসলমান শাস্ত্রের অভিমত।

তাঁহার চরণে ইত্যাদি—ভগবচ্চরণে প্রীতিই মুসলমান-শাস্ত্রানুসারে শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু। **পুরুষার্থসার**—শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু।

১৮৬। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানাদির কথাও মুসলমান শাস্ত্রে আছে বটে; কিন্তু শেষকালে ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

১৮৭। **পূর্ব্ব পর বিধি ইত্যাদি**—কোনও স্থলে একই বিষয় সম্বন্ধে যদি দুইটী বিধি থাকে, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বিধিটীই বলবত্তর, তাহাই অনুসরণীয়; ইহাই সাধারণ নিয়ম। পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রথমে তোমাদের শাস্ত্র নির্ব্বিশেষ বলিয়া থাকিলেও শেষে সবিশেষ তত্ত্বই স্থাপন করিয়াছেন; সুতরাং সবিশেষ তত্ত্বই তোমাদের গ্রহণ করা উচিত। আর সাধন-সম্বন্ধেও, প্রথমে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির কথা থাকিলেও, শেষকালে কিন্তু ভক্তির কথাই বলা হইয়াছে; সুতরাং ভক্তিমার্গের অনুসরণ করাই তোমাদের উচিত।

'নির্ব্বিশেষ গোসাঞিঃ' লঞা করেন ব্যাখ্যান। 'সাকার গোসাঞিঃ সেব্য' কারো নাহি জ্ঞান ॥ ১৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৯০। প্রভুর কথা শুনিয়া ঈশ্বরের সবিশেষত্বই মুসলমান পীর স্বীকার করিলেন। এসম্বন্ধে একটু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন স্বরূপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, মোটামুটিভাবে তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; (১) নিরাকার, নির্গুণ—নিঃশক্তিক; (২) নিরাকার, সগুণ—সশক্তিক; এবং (৩) সাকার, সগুণ—সশক্তিক। সাকার-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকদের নিকটে বিশেষরূপেই প্রসিদ্ধ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোনওরূপ আলোচনা এস্থলে অনাবশ্যক। অন্য দুই স্বরূপ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা হইতেছে। নিরাকার নির্গুণ, নিঃশক্তিক স্বরূপে কৃপালুতা বা ভক্তবৎসলতাদি কোনও গুণই নাই; শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-ভাষ্যে এই স্বরূপই নির্ণয় করিয়াছেন। নিরাকার—কিন্তু সগুণ-সশক্তিক-স্বরূপ—সগুণ বলিয়া তাঁহাতে কৃপালুতা ও ভক্তবৎসলতাদি ভজনীয় গুণ আছে; ইঁহার শক্তিও আছে; এই স্বরূপের গুণের এবং শক্তির যতটুকু বিশ্বব্যাপারের জন্য প্রয়োজন, ততটুকুর বিকাশ এবং বৈচিত্র্য অবশ্যই আছে এবং তদনুরূপ গুণমাধুর্য্য এবং শক্তি-মাধুর্য্যও আস্বাদনীয় হইতে পারে; কিন্তু নিরাকার বলিয়া এই স্বরূপের লীলাও থাকিতে পারে না—সুতরাং লীলামাধুর্য্যও থাকিতে পারে না; রূপমাধুর্য্য যে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি "রসো বৈ সঃ" বলিয়া আনন্দাংশে রসরূপে আস্বাদ্য হইতে পারেন; কিন্তু রসিকরূপে (রসয়তি ইতি রসঃ—রসিকঃ) আস্বাদক হইতে পারেন কিনা বলা যায় না। অবশ্য, তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ভক্তের ভক্তিরসের আস্বাদক হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু সেই আস্বাদনের কোনওরূপ পরিচয় ভক্ত পাইতে পারেন কিনা বলা যায় না। যাহা হউক, এই মতাবলম্বী কোনও প্রাচীন সম্প্রদায় এতদ্দেশে ছিল কিনা, কিম্বা এই মতের অনুকূল বেদান্তসূত্রের কোনও প্রাচীন ভাষ্য আছে কিনা বলা যায় না। উপাসনা-পদ্ধতি হইতে বুঝা যায়, রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় এই মতাবলম্বী। যীশু-প্রবর্ত্তিত খৃষ্টধর্ম্মও এই মতাবলম্বী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাইবেলের গড্ (ঈশ্বর), তাঁহার থ্রোণ (সিংহাসন) এবং সিংহাসনের একপার্শ্বে যীশুখৃষ্ট এবং অপর পার্শ্বে হলিঘোষ্ট বা পবিত্র আত্মার উল্লেখ দেখিলে মনে হয়—নিরাকার-স্বরূপ ব্যতীত আরও একটী স্বরূপের ইঙ্গিত বাইবেলে আছে। যাঁহার আকার নাই, তাঁহার উপবেশনের জন্য সিংহাসন এবং তাঁহার পার্ষদই বা কিরূপে থাকিতে পারে? যাহা হউক, এক্ষণে মুসলমান-ধর্ম্মের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। অধুনা মুসলমান-সমাজে যে সাধন-পদ্ধতি এবং ঈশ্বরের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে ধারণা বা বিশ্বাস প্রচলিত আছে, তাহা হইতে মনে হয়—হজরত-মহম্মদ-প্রবর্ত্তিত মুসলমানধর্ম্মও নিরাকার কিন্তু সগুণবাদী। দুই একজন মুসলমান সাধক এবং শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মৌলবীর সঙ্গে আলাপের ফলে মনে হইতেছে—কোরাণাদি শাস্ত্রে ভগবানের নিরাকার ও সগুণ স্বরূপের স্পষ্ট উল্লেখই আছে; এতদ্ব্যতীত আর একটী স্বরূপেরও যেন একটু প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয়। মুসলমান সাধকের প্রার্থনীয় ধামের মধ্যে বেহেস্ত, আরস, লা-মোকাম প্রভৃতি ধামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল ধাম প্রত্যেকেই চিন্ময়; প্রত্যেকেই "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু"। বেহেস্তে সাধনসিদ্ধ লোকগণ পরিচ্ছিন্ন—সম্ভবতঃ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান—দেহ পায়েন; এই দেহ চিন্ময় এবং নিত্যকিশোর। বেহেস্তে নিরবচ্ছিন্ন ভোগ-সুখের প্রবাহ বিদ্যমান। ইহা কতকটা হিন্দুদের স্বর্গের মত; তবে পার্থক্য এই যে—বেহেস্ত নিত্য, স্বর্গ অনিত্য; বেহেস্ত চিন্ময়, অপ্রাকৃত, স্বর্গ জড়, প্রাকৃত। কর্ম্মফলের ভোগ হইয়া গেলে স্বর্গ হইতে জীবকে আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়, কিন্তু বেহেস্ত হইতে আর কাহাকেও ফিরিতে হয় না। স্বর্গলাভ মুক্তি নহে; কিন্তু বেহেস্ত লাভ এক রকমের মুক্তি। সম্ভবতঃ বেহেস্তও পরব্যোমস্থ অনন্তকোটী বৈকুণ্ঠেরই একটী বৈকুণ্ঠ। লা-মোকাম হইল একটী নির্ব্বিশেষ ধাম; এইধামে পরিদৃশ্যরূপে কোনও কিছু নাই। ইহা হিন্দুদের মধ্যে ব্রহ্মসাযুজ্যকামীদের লভ্য সিদ্ধলোকের অনুরূপ। আরস্ও একটী ধাম। এই ধামে ভগবানের দরবার হয়। এই দরবারে প্রধানতঃ

সেই ত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর, মুঞি অযোগ্য পামর ॥ ১৯১
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছশাস্ত্র হৈতে।
সাধ্যসাধন-বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে ॥ ১৯২
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' নাম।
"আমি বড় জ্ঞানী" এই গেল অভিমান ॥ ১৯৩
কৃপা করি বোল মোরে সাধ্যসাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥ ১৯৪
প্রভু কহে—উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে।
কোটিজন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে ॥ ১৯৫
"কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ" কৈল উপদেশ।
সভে "কৃষ্ণ" কহে, সভার হৈল প্রেমাবেশ ॥ ১৯৬
"রামদাস" বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠান, তার নাম "বিজুলিখান" ॥ ১৯৭
অল্প বয়স তার,—রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার ॥ ১৯৮
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ॥ ১৯৯
তা-সভারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা ॥ ২০০
"পাঠান বৈষ্ণব" বলি হইল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥ ২০১
সেই বিজুলিখান হৈল পরম ভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব ॥ ২০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চারিটী জিনিস আছে—আরস্, কুর্সি, লক্ ও কলম। আরস্ ও কুর্সি ভগবানের আসন ; আরস থাকে নীচে, তাহার উপরে কুর্সি বসান হয় ; এই কুর্সিতে দরবারের সময় ভগবান্ উপবেশন করেন ; কুর্সি বোধ হয় সিংহাসন-জাতীয় কোনও জিনিস। লক্ হইল স্কুলের বোর্ডের মত বা বড় শ্লেটের মত একটা জিনিস—যাহাতে লিখিতে পারা যায় ; আর কলম হইল লেখনী। ভগবান্ কলমের দ্বারা এই লক্এ কোরাণের বাণী লিখিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত দরবারে ভগবৎ-পার্ষদগণও আছেন—নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পার্ষদ। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে ফেরিস্তা বলে। এই আরস্ ব্যতীত ভগবানের নাকি আরও একটী ধাম আছে, সেই ধামে বহু শত বা বহু সহস্র পর্দ্দার অন্তরালে ভগবান্ অবস্থান করেন। কিন্তু সেখানে তিনি কি স্বরূপে আছেন, কি করেন, তাহার কোনও উল্লেখ কোরাণে নাই। নিত্যসিদ্ধ ফেরিস্তা, কি সাধনসিদ্ধ জনগণেরও সেই স্থানে যাওয়ার অধিকার নাই। হজরত মহম্মদ কয়েকটী পর্দ্দা অতিক্রম করিয়া একবার কত দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন ; তখনই ঈশ্বর সেস্থানে আসিয়া হজরতকে দর্শন দিয়াছিলেন, হজরতের সঙ্গে তখন ঈশ্বরের কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বর কি স্বরূপে হজরতকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাহার কোনও উল্লেখ কোরাণে নাই। হজরত-মুসাও ভগবদ্দর্শন পাইয়াছিলেন—এই দর্শন নিরাকার জ্যোতিঃস্বরূপের দর্শন নহে ; জ্যোতিঃস্বরূপের দর্শন নাকি তিনি প্রথমেই একবার পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি না হওয়ায় ভগবান্কে দর্শনের জন্য তিনি আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন ; তদনুসারে ঈশ্বর কৃপা করিয়া এক পর্ব্বতে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন ; দর্শন পাইয়া মুসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি কি স্বরূপের দর্শন পাইয়াছিলেন, বলা যায় না। যাহা হউক, আরস্-ধামে দরবার গৃহে বসিবার কুর্সি, বহু সহস্র পর্দ্দার অন্তরালে তাঁহার অবস্থান, হজরত-মহম্মদের ভগবদ্দর্শন ও ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন, হজরত মূসার জ্যোতিঃস্বরূপের অতীত অপর একটী স্বরূপের দর্শনাদির উল্লেখ হইতে অনুমিত হয় যে, কোরাণে নিরাকার স্বরূপ ব্যতীত আরও একটী স্বরূপের ইঙ্গিতও বর্ত্তমান রহিয়াছে ; এই স্বরূপটী সাকারও হইতে পারেন এবং সম্ভবতঃ এই স্বরূপের কথা ভাবিয়াই পাঠান পীর প্রভুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন নাই।

১৯১। প্রভুর কৃপায় পাঠান পীর প্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া অনুভব করিতে পারিলেন।

১৯৬। সভে—সমস্ত পাঠানগণ ; দশজন পাঠানই।

ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥ ২০৩
সোরোক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
গঙ্গাতীর-পথে কৈল প্রয়াগে প্রয়াণ ॥ ২০৪
সেই বিপ্র কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা— ॥ ২০৫
প্রয়াগ পর্য্যন্ত দোঁহে তোমাসঙ্গে যাব।
তোমার চরণসঙ্গ পুন কাঁহা পাব ॥ ২০৬
ম্লেচ্ছদেশে কেহো কাঁহা করয়ে উৎপাত।
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত ॥ ২০৭
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা।
সেই দুইজন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা ॥ ২০৮
যেই যেই জন প্রভুর পায় দরশন।
সে-ই প্রেমে মত্ত,—করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ২০৯
তার সঙ্গে অন্যান্য, তার সঙ্গে আন।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম ॥ ২১০
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল।
সেই মত পশ্চিমদেশ প্রেমে ভাসাইল ॥ ২১১
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগ আইলা।
দশদিন ত্রিবেণীতে মকরস্নান কৈলা ॥ ২১২
বৃন্দাবন গমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত।
সহস্রবদন যার নাহি পায় অন্ত ॥ ২১৩
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা।
দিগ্ দরশন কৈল সূত্র করিয়া ॥ ২১৪
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।
শুনিলেহ ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥ ২১৫
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান ॥ ২১৬
যেই তর্ক করে ইহা—সে-ই মূর্খরাজ।
আপনার মুণ্ডে আপনি পাড়ে বাজ ॥ ২১৭
চৈতন্যচরিত এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার এক বিন্দু ॥ ২১৮
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনদর্শনবিলাসো নাম অষ্টাদশপরিচ্ছেদঃ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০৫। সেই বিপ্র কৃষ্ণদাসে—সেই মাথুর-বিপ্রকে এবং রাজপুত-কৃষ্ণদাসকে। সোরোক্ষেত্রেই প্রভু তাঁহাদিকে বিদায় দিতেছিলেন।

২০৭। না জানেন বাত—পশ্চিমদেশীয় ভাষায় কথা কহিতে জানেন না।

২১২। ত্রিবেণী—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন স্থান। মকর-স্নান—মাঘমাসে ত্রিবেণী-স্নান।

২১৫। ভাগ্যহীন—যাহারা ভাগ্যহীন, শ্রীচৈতন্যের এসব অদ্ভুত-লীলাকথা শুনিলেও তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস হয় না।

২১৭। মূর্খরাজ—মূর্খের রাজা; অতিমূর্খ।

মধ্য-লীলা

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্॥ ১ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

উৎকঃ উৎকণ্ঠিতঃ সন্ ব্যতনোৎ বিস্তারিতবান্। প্রাক্ যথা বিধৌ ব্রহ্মণি নিজশক্তিং সঞ্চার্য্য লোকসৃষ্টিং ব্যতনোৎ। শ্রীরূপেণ বৃন্দাবনীয়-রসকেলিবার্ত্তাং প্রকাশিতবানিতিভাবঃ। ইতি চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নমঃ শ্রীরূপগোস্বামিচরণেভ্যঃ॥ মধ্যলীলার ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীপাদরূপগোস্বামীর প্রয়াগ-গমন, প্রয়াগে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ, আড়ৈলগ্রামে বল্লভ-ভট্টের গৃহে প্রভুর গমন, শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক জীবতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্বাদি-শিক্ষাদান, প্রয়াগ হইতে প্রভুর বারাণসী-গমনাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। প্রাক্ (পূর্ব্বে—সৃষ্টির প্রারম্ভে) বিধৌ (ব্রহ্মাতে—ব্রহ্মাতে শক্তিসঞ্চার করিয়া) লোকসৃষ্টিং ইব (লোকসৃষ্টির ন্যায়—যেরূপে লোকসৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন, সেইরূপে) সঃ (সেই) প্রভুঃ (শ্রীমন্ মহাপ্রভু) উৎকঃ (উৎকণ্ঠিত হইয়া) রূপে (শ্রীরূপগোস্বামীতে নিজশক্তিং (নিজশক্তি) সঞ্চার্য্য (সঞ্চারিত করিয়া) কালেন (কালপ্রভাবে) লুপ্তাং (বিলুপ্তা) বৃন্দাবনীয়াং (বৃন্দাবন সম্বন্ধীয়) রসকেলিবার্ত্তাং (রসলীলার কথা) পুনঃ (পুনরায়) ব্যতনোৎ (বিস্তার করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। সৃষ্টির প্রথমে যেমন ব্রহ্মাতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া লোকসৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইয়া শ্রীরূপগোস্বামীতে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক কালবশে বিলুপ্ত বৃন্দাবনসম্বন্ধীয় রসকেলি-কথা পুনর্ব্বার সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়াছিলেন। ১

প্রাক—পূর্ব্বে; কল্পারম্ভে; সৃষ্টির প্রারম্ভে। **বিধৌ**—বিধিতে, ব্রহ্মাতে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ ব্রহ্মার মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন; সেই শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মা লোকসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদ্রূপ, শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রয়াগে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর মধ্যেও শক্তি সঞ্চারিত করিলেন; এই শক্তির প্রভাবেই শ্রীপাদ রূপগোস্বামী গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া বৃন্দাবনলীলার কথা সাধারণ্যে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই **বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং**—বৃন্দাবনসম্বন্ধীয় রসকেলিকথা; [যে সমস্ত লীলায় রসের উৎস প্রসারিত হইতে থাকে, যে সমস্ত লীলায় রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরবর্গের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং পরিকরবর্গকেও স্বীয় মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করাইয়া থাকেন, সেই সমস্ত লীলাই হইল রসকেলি এবং সেই সমস্ত লীলার কথাই হইল রসকেলিবার্ত্তা; শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ এই জাতীয় যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, সে সমস্ত লীলার কাহিনীই হইল বৃন্দাবনীয়া রসকেলিবার্ত্তা] এ সমস্ত লীলাকথা পূর্ব্বে (শ্রীমন্ মহাপ্রভু পূর্ব্বকল্পে যখন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনও বৃন্দাবনলীলার কথা প্রচার করিয়াছিলেন; সেই সময় হইতে বহুকাল তাহা) জগতে প্রচারিত ছিল; **কালেন**—কালপ্রভাবে, পূর্ব্ব প্রচারের পরে বহুকাল অতীত হওয়ায় ক্রমশঃ তাহা **লুপ্তাং**—বিলুপ্ত অর্থাৎ লোকসমাজে প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল; মহাপ্রভুর নিকট হইতে শক্তি পাইয়া উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধবাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া শ্রীরূপ আবার সে সমস্ত লীলাকথা জগতে প্রচার করিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
শ্রীরূপ সনাতন রামকেলিগ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে ॥ ২
দুইভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল ॥ ৩
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য-চরণ ॥ ৪
শ্রীরূপগোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া
আপনার ঘর আইলা বহুধন লঞা ॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসার সময়ে যখন প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীরূপও সেস্থানে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু প্রয়াগে দশদিন পর্য্যন্ত রসতত্ত্বাদি-সম্বন্ধে শ্রীরূপকে শিক্ষা দেন; এই শিক্ষাই শ্রীরূপের গ্রন্থাদি প্রণয়নের ভিত্তি। প্রভুর উপদিষ্ট তত্ত্বাদি শ্রীরূপ যাহাতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব এবং সেই সকল তত্ত্বের বিবৃতিমূলক লীলাকথাদি তিনি জনসমাজে প্রচারিত করিতে পারেন—তদুদ্দেশ্যে শ্রীরূপগোস্বামীতে প্রভু প্রয়াগে শক্তিসঞ্চারও করিয়াছিলেন। এই শক্তিসঞ্চার এবং শ্রীরূপের নিকটে প্রভুর রসতত্ত্বাদির উপদেশই এই পরিচ্ছেদের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়; গ্রন্থকার এই শ্লোকে এই প্রধান বর্ণনীয় বিষয়েরই উল্লেখ করিলেন।

৩। **বিষয়ত্যাগের ইত্যাদি**—গৌড়েশ্বরের মন্ত্রিত্বাদি সমস্ত বিষয়-কর্ম্ম ছাড়িয়া কিরূপে ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিলেন। পরবর্ত্তী ৭ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বরিল—বরণ করিলেন, পুরশ্চরণ করাইবার উদ্দেশ্যে।

৪। **পুরশ্চরণ**—পুরঃ (অগ্রে, প্রথমে) অনুষ্ঠিত হয়, যে চরণ (আচরণ, অনুষ্ঠান); শ্রীগুরুর কৃপায় যে মন্ত্র লাভ করা যায়, তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে যে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, তাহাকে বলে পুরশ্চরণ। ২।১৫।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

দুই পুরশ্চরণ—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন এই দুইজনের নিমিত্ত দুই ব্রাহ্মণ দুই পুরশ্চরণ করিলেন। **অচিরাতে ইত্যাদি**—অবিলম্বে শ্রীচৈতন্য-চরণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণ করা হইল। পুরশ্চরণের প্রভাবে নিষ্কাম ব্যক্তিগণের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। "নিষ্কামানামনেনৈব সাক্ষাৎকারো ভবিষ্যতি। হ. ভ. বি.। ১৭।১১।" ভগবৎ সাক্ষাৎকার বলিতে ভগবদ্দর্শন এবং ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তিও বুঝায়; তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণ প্রাপ্তির লোভে শ্রীরূপ-সনাতন পুরশ্চরণ করাইলেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—যে মন্ত্রের পুরশ্চরণ করা হয়, সেই মন্ত্র-দেবতার সাক্ষাৎকারই তদ্দ্বারা লাভ হইয়া থাকে; যিনি রাম-মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিবেন, তিনি শ্রীরামচন্দ্রেরই সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন; মহাদেবের কি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য-চরণ প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীরূপ-সনাতন কেন শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করাইলেন? ইহার উত্তর এই যে—শ্রীমন্ মহাপ্রভুও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ—বলিয়াই কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণে মহাপ্রভুর চরণপ্রাপ্তি হইতে পারে।

৫। **আপনার ঘর**—নিজের পৈত্রিক বাড়ীতে। গৌড়ে ছিল তাঁহাদের কার্য্যস্থল; গৌড়েও তাঁহাদের বাড়ী ছিল; কিন্তু তাঁহাদের পৈত্রিক বাড়ী ছিল অন্যত্র। রূপ-সনাতনের পিতা কুমারদেব বরিশাল জেলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদে বাস করিতেন; তিনি বিবাহ করেন গৌড়ের অন্তঃপাতী মাধাইপুরে; বিবাহ করিয়া তিনি শ্বশুরালয়ে গিয়া থাকেন। পরে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত মাড়গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সনাতন ও রূপ দীর্ঘকাল এই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন; মাড়গ্রাম গৌড়-এলাকার দক্ষিণে অবস্থিত। বিষয় কর্ম্মত্যাগের পরেও রূপ-সনাতন এই মাড়গ্রামে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীরূপ ধনসম্পত্তি লইয়া সম্ভবতঃ এই মাড়গ্রামেই আসিয়াছিলেন; মাড়গ্রামে তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাস করিতেন। (১৩৩৭ সনের জ্যৈষ্ঠমাসের "ভারতবর্ষ" নামক মাসিক পত্রিকায়

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধধনে।
একচৌঠি ধন দিল কুটুম্বভরণে ॥ ৬
দণ্ডবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভালভাল বিপ্র-স্থানে স্থাপ্য রাখিল ॥ ৭
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদিঘরে ॥ ৮
শ্রীরূপ শুনিলা—প্রভুর নীলাদ্রিগমন।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বি. এ. লিখিত "রূপ-সনাতন গোস্বামী" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এই বিবরণ গৃহীত হইল।)

৬। শ্রীরূপ তাঁহাদের ধনসম্পত্তির অর্দ্ধেক পরিমাণ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব মধ্যে বিতরণ করিলেন এবং এক চতুর্থাংশ পরিমাণ স্বীয় আত্মীয়-স্বজনকে দিলেন, তাঁহাদের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত। আর বাকী এক চতুর্থাংশ নিজেদের জন্য রাখিলেন; পরবর্ত্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

একচৌঠি—এক চতুর্থাংশ। **কুটুম্ব-ভরণ**—আত্মীয়-স্বজনগণের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত।

৭। গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের কার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন সংসার ছাড়িবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন ছিলেন গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী; আর শ্রীরূপ ছিলেন গৌড়েশ্বরের খাসমুন্সী—রাজার নিজস্ব বা নিজের সঙ্গীয় লেখক (ভারতবর্ষ মাসিকপত্র, ১৩৩৭। জ্যৈষ্ঠ। ৯১০ পৃষ্ঠা)। তাঁহারা দুই ভাই এক সঙ্গে কার্য্যত্যাগ করিলে গৌড়েশ্বর রুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন—এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই শ্রীরূপ তাঁহাদের সম্পত্তির বাকী এক চতুর্থাংশ আশঙ্কিত বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য বিশ্বস্ত লোকের নিকটে গচ্ছিত রাখিলেন। হুসেনসাহ রুষ্ট হইয়া গৌড়স্থ তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তিই হয়তো বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন—সম্ভবতঃ এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই, সর্ব্বপ্রথমে—গৌড়েশ্বরের মনে কোনওরূপ সন্দেহ জাগিবার পূর্ব্বেই, সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া শ্রীরূপ পৈত্রিক ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ম পয়ারে দেখা যায়, প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াই—নির্ব্বিঘ্নে ভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে কিরূপে তাঁহারা গৌড়েশ্বরের মন্ত্রিত্বাদি ছাড়িয়া যাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে শ্রীরূপ-সনাতন একত্রে মিলিয়া পরামর্শ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়েশ্বরের খুব বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারা দুই ভাই একত্রে কার্য্যত্যাগ করিলে গৌড়েশ্বরের বিশেষ অসুবিধা হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল; বিশেষতঃ, সেই সময়ে উড়িষ্যা দেশের সঙ্গে গৌড়েশ্বর হুসেনসাহের যুদ্ধাদিও চলিতেছিল (পরবর্ত্তী ২৭ পয়ার দ্রষ্টব্য); এরূপ সময়ে গৌড়েশ্বর হুসেনসাহ যে কিছুতেই তাঁহাদের কার্য্যত্যাগের প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন না, ইহা শ্রীরূপ-সনাতন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কার্য্যত্যাগের প্রার্থনা মঞ্জুর করা তো দূরে, কার্য্যত্যাগের প্রার্থনা জানাইলে—হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী উড়িষ্যাবাসীদের সঙ্গে ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীরূপ-সনাতনের গোপন সংযোগ আশঙ্কা করিয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাদিগের কারাদণ্ডের বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশও হয়তো দিতে পারেন—সম্ভবতঃ এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই তাঁহাদের কেহই প্রকাশ্যে পদত্যাগপত্র দিলেন না; দেশে যাওয়ার ছলে শ্রীরূপ সমস্ত ধনসম্পত্তি সরাইয়া লইয়া গেলেন; শ্রীসনাতন গৌড়ে রহিলেন বটে; কিন্তু রাজকার্য্যে আর যোগ দিলেন না—অসুখের ছল করিয়া নিজ গৃহেই ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পদত্যাগপত্র দিলেন না বটে; কিন্তু রাজা যাহাতে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করেন, সেইরূপ আচরণই তাঁহারা করিতে লাগিলেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়াই বোধ হয় তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়াছিলেন।

দণ্ডবন্ধ—রাজাকর্ত্তৃক দণ্ড এবং রাজাকর্ত্তৃক বন্ধন। **দণ্ড**—অর্থদণ্ড, জরিমানাদি। **বন্ধ**—কারাবাসাদি। **চৌঠি**—এক চতুর্থাংশ। **স্থাপ্য রাখিল**—গচ্ছিত করিল।

৮। **রহে মুদিঘরে**—দশহাজার মুদ্রা এক বিশ্বস্ত মুদির ঘরে আমানত রাখা হইয়াছিল।

রূপগোসাঞি নীলাচলে পাঠাইলা দুইজন।
“প্রভু যবে বৃন্দাবনে করেন গমন ॥ ১০
শীঘ্র আসি মোরে তার দিবে সমাচার।
শুনিঞা তদনুরূপ করিব ব্যবহার ॥” ১১
এথা সনাতনগোসাঞি ভাবে মনে মন—।
রাজা মোরে প্রীতি করে, সে মোর বন্ধন ॥ ১২
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয় ॥ ১৩
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল, না যায় রাজদ্বারে ॥ ১৪
লেভ কায়স্থগণে রাজকার্য্য করে।
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥ ১৫
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ-ত্রিশ লঞা।
ভাগবত-বিচার করে সভাতে বসিয়া ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০-১১। শ্রীরূপ দুইজন লোককে নীলাচলে পাঠাইলেন; তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন—“প্রভু বৃন্দাবন-যাত্রা করা মাত্রই আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবে; তখন অবস্থা বুঝিয়া কার্য্যের ব্যবস্থা করিব।”

১২। **সে মোর বন্ধন**—রাজার প্রীতিবশতঃ আমি যাইতে পারি না; সুতরাং এই প্রীতিই আমাকে বিষয়ে আবদ্ধ করিবার বন্ধন হইল।

১৪। **অস্বাস্থ্যের**—অসুস্থতার। **ছদ্ম**—ছল।

১৫। **লেভ**—ইহা বোধ হয় “লভ্য”-শব্দের অপভ্রংশ। লভ্য-শব্দ (সুতরাং লেভ-শব্দও) লভ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; লভ্ ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি। লভ্য-শব্দের অর্থ—প্রাপ্তির যোগ্য, ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রাপ্তির যোগ্য; শব্দকল্পদ্রুম-অভিধানে অমরকোষের প্রমাণ-বলে লভ্য-শব্দের একটী অর্থ লিখিত হইয়াছে—ন্যায্য। সুতরাং লভ্য-শব্দের অপভ্রংশ “লেভ” শব্দের অর্থও ন্যায্য বা ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রাপ্তির যোগ্য। **কায়স্থ**—কায়স্থ-বংশোদ্ভব লোক; এস্থানে, কায়স্থ-বংশোদ্ভব (হুসেন সাহের) কর্ম্মচারী। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উদ্ধৃত বঙ্গজ-কুলাচার্য্যকারিকার প্রমাণে জানা যায়—প্রজাপতির পাদ (চরণ) হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হয়; শূদ্রের পুত্রের নাম হীম এবং হীমের পুত্রের নাম প্রদীপ; প্রদীপের পুত্রের নাম কায়স্থ, ইনি (কায়স্থ) ছিলেন লিপি-কারক; কায়স্থের পুত্র চিত্রসেনাদির পুত্রগণই ঘোষ, বসু, গুহ, দত্ত, করণ প্রভৃতি। সম্ভবতঃ ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কায়স্থের নামানুসারেই ঘোষ, বসু প্রভৃতির সন্তানাদি কায়স্থ বলিয়া পরিচিত; কায়স্থের লিখন-বৃত্তি ইঁহারাও সম্ভবতঃ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজ-সরকারে লিখন-বৃত্তি-কুশল-লোকেরই প্রয়োজন বলিয়া ইঁহারাই সাধারণতঃ রাজকর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হইতেন। এই অনুমান সঙ্গত হইলে কায়স্থ-শব্দে সাধারণতঃ রাজকর্ম্মচারীও বুঝাইতে পারে। **লেভ কায়স্থগণ**—ন্যায্য রাজকর্ম্মচারী কায়স্থগণ। সনাতনের অনুপস্থিতিতে তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ন্যায্য অধিকার যাঁহাদের ছিল, সেই সমস্ত রাজকর্ম্মচারী কায়স্থগণ; সনাতনের অব্যবহিত নিম্নপদস্থ, অথবা সনাতনের কার্য্যে সহায়তাকারী—রাজকর্ম্মচারিগণ। পদাধিকার-বলে বা অভিজ্ঞতার বলে সনাতনের স্থলবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মনির্ব্বাহ করার অধিকার বা যোগ্যতা ছিল তাঁহাদেরই। সনাতনের অনুপস্থিতিতে তাঁহারাই সনাতনের স্থলবর্ত্তী হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

পাঠ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না;

কোনও কোনও গ্রন্থে “লেভ” স্থলে “লোভী” পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু “লোভী” যেহেতু, সনাতনের স্থলবর্ত্তী তাহার হেতু এই। প্রথমতঃ, “লোভী”-শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা কিছু দেখা যায় না, হইয়া কাজ করার জন্য কাহারও লোভ থাকিলেই যে হুসেন শাহ তাঁহাকে সেই কাজ করার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহা মনে করা সঙ্গত হইবে না; কোনও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হওয়ার ন্যায়সঙ্গত হেতু—সেই পদের জন্য লোভ নহে; যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাই ন্যায়-সঙ্গত হেতু। দ্বিতীয়তঃ, বহু প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথিতেও “লেভ” পাঠই দৃষ্ট হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা পুঁথি বিভাগে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ১০৬৮ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ

আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন ॥ ১৭
পাৎশা দেখিয়া সভে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা ॥ ১৮
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ সে দেখিল ॥ ১৯
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥ ২০
মোর যত কাজ কাম সব কৈলে নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে, কহ মোর পাশ ॥ ২১
সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান ॥ ২২
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর বার—।
তোমার বড় ভাই করে দস্যু-ব্যবহার ॥ ২৩
জীব বহু মারিয়া বাকলা কৈল খাস।
এথা তুমি মোর সর্ব্বকার্য্য কৈলে নাশ ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সমাপ্তির ৪৬ বৎসর পরে) লিখিত একখানি পুঁথি (৩৭৩ নং) আছে এবং ১০৮২ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তির ৬০ বৎসর পরে) লিখিত একখানি (৩৭৫ নং) পুঁথিও আছে। ১০৬৮ বঙ্গাব্দের পুঁথিখানিতে "ভেল" পাঠ এবং ১০৮২ বঙ্গাব্দে লিখিত পুঁথিখানিতে "লেভ" পাঠ দৃষ্ট হয়। প্রথমোক্ত পুঁথির "ভেল"-পাঠ বোধ হয় "লেভ"-স্থলে লিপিকর-প্রমাদ। "লেভ"-পাঠেরই যে একটা সঙ্গত অর্থ হইতে পারে, তাহা "লেভ"-শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে। "লোভী" পাঠের তদ্রূপ কোনও সঙ্গত অর্থ হয় না। তাই "লেভ"-পাঠই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

১৭। আচম্বিতে—হঠাৎ, সনাতনকে না জানাইয়া। না জানাইয়া হঠাৎ আসার হেতু এই যে, সনাতনের অসুখের কথা শুনিয়া রাজা তাঁহার চিকিৎসার জন্য রাজবৈদ্য পাঠাইয়াছিলেন। বৈদ্য গিয়া জানাইলেন যে, সনাতনের কোন অসুখই নাই। তখন অসুখের ভাণ করিয়া সনাতন বাড়ীতে বসিয়া কি করিতেছেন, স্বয়ং তাহা জানিবার জন্য রাজার কৌতূহল জন্মিল; পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া গেলে সনাতন সতর্ক হইবেন; তাহাতে রাজা প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিবেন না; তাই একদিন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

২৩-২৪। তোমার বড় ভাই—সনাতন গোস্বামীর বড় ভাই শ্রীরঘুনন্দন; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কেবল শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্রীবল্লভ—এই তিন সহোদরের নামই পাওয়া যায়; তাঁহাদের পিতার নাম ছিল কুমারদেব। এই তিনজন ব্যতীতও কুমারদেবের যে আরও সন্তান ছিলেন, তাহা— বৈষ্ণবতোষণীর শেষে শ্রীজীব তাঁহাদের যে বংশবিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা যায়। তাহাতে লিখিত আছে— তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠ-বৈষ্ণবগণ-শ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে। * * *। আদি শ্রীসনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ শ্রীমদ্ বল্লভনামধেয়বলিতঃ ইত্যাদি;— তাঁহার (কুমারদেবের) পুত্রগণের মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্রীবল্লভ এই তিনজনই বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।" ১৩৩৭ সনের জ্যৈষ্ঠমাসের "ভারতবর্ষ"-নামক মাসিকপত্রে শ্রীযুত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় "রূপ-সনাতন গোস্বামী" নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, কুমারদেবের চারি পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন; চারি পুত্রের নাম যথাক্রমে—রঘুনন্দন, অমর, সন্তোষ ও অনুপম; রঘুনন্দন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং অনুপম সর্ব্বকনিষ্ঠ। সনাতন-গোস্বামীর পিতৃদত্ত নামই অমর এবং রূপগোস্বামীর পিতৃদত্ত নাম সন্তোষ, বল্লভের পিতৃদত্ত নাম অনুপম। তাহা হইলে, সনাতন-গোস্বামীর বড় ভাইই হইলেন রঘুনন্দন; ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার মাড়গ্রামে পৈত্রিক ভবনে বাস করিতেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কন্যাটী ছিলেন কুমারদেবের তৃতীয় সন্তান। করে দস্যু ব্যবহার—লোকের উপরে দস্যুর ন্যায় ব্যবহার করেন। ভারতবর্ষের উক্ত প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, "রঘুনন্দন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি বহুবার বাদশাহের শাসন অমান্য করিয়াছেন।" এইজন্যই বোধ হয়, গৌড়েশ্বর হুসেনসাহ তাঁহাকে দস্যুর সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন।

সনাতন কহে—তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই-দোষ করে, দেহ তার ফল ॥ ২৫
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা ॥ ২৬
হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতন কহে—তুমি চল মোর সাথে ॥ ২৭
তেঁহো কহে যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে ॥ ২৮
তবে তারে বান্ধি রাখি করিল গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বাকলা—একটি পরগণার নাম। সম্ভবতঃ বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাকলাচন্দ্রদ্বীপ-পরগণার কথাই বলা হইয়াছে। বিশ্বকোষ হইতে জানা যায়—নৈহাটি, বাকলাচন্দ্রদ্বীপ, ফতেয়াবাদ এবং রামকেলিতে শ্রীরূপসনাতনের বাড়ী ছিল। এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে তাঁহাদের প্রপিতামহ পদ্মনাভ যে নৈহাটীতে (নবহট্টে) বাড়ী করিয়াছিলেন, শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর শেষভাগে শ্রীজীব নিজেই তাহা লিখিয়াছেন। গৌড়ের নিকটে রামকেলি; তাঁহারা যখন গৌড়ে চাকুরী করিতেন, তখন রামকেলিতেও তাঁহাদের বাড়ী থাকা সম্ভব। পদ্মনাভ গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন এবং গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে কয়েকটি পরগণা জায়গীরস্বরূপে পাইয়াছিলেন; বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ ও ফতেয়াবাদ এই জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত; ফতেয়াবাদ কুমারদেবের অধিকারে ছিল। শ্রীরূপসনাতনের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীরঘুনন্দন যে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপও দখল করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। **কৈল খাস**—নিজের দখলে আনিয়াছে। প্রজার প্রতি উৎপীড়ন করিয়া বাকলা-পরগণা নিজের অধিকারে নিয়াছে, আমাকে আর কর দেয় না। এস্থলে যে নৈহাটীর কথা বলা হইল, তাহা বোধ হয় কবিরাজ-গোস্বামীর জন্মস্থান ঝামটপুরের নিকটবর্ত্তী নৈহাটী, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত।

"জীব বহু মারিয়া ইত্যাদি"-স্থলে "জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ"—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। চাকলা—পরগণা।

২৫। পাৎসাহের কথা শুনিয়া শ্রীসনাতন বলিলেন—"আমার বড় ভাই যদি অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে তাহার জন্য শাস্তি দিউন; আপনি গৌড়েশ্বর; যে কেহই অন্যায় কাজ করিবে, তাহাকেই আপনি শাস্তি দিতে সমর্থ।"

২৬। সনাতনের কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর উঠিয়া গেলেন; পাছে সনাতন পলাইয়া যায়েন, এই আশঙ্কায় গৌড়েশ্বর তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বান্ধিলা—কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অথবা, স্বগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

২৭। উড়িয়া মারিতে—উড়িষ্যাদেশের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে। **সনাতনে কহে ইত্যাদি**—উড়িষ্যা-যাত্রার সময়েও হুসেনসাহ আর একবার সনাতনকে অনুরোধ করিলেন—রাজকার্য্য করিতে, তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে যাইতে। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩-২৪ পয়ারের টীকায় উল্লিখিত "ভারতবর্ষের" প্রবন্ধ হইতে জানা যায়—সনাতন-গোস্বামী গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সময় সময় সেনাধিনায়ক হইয়া যুদ্ধবিগ্রহাদিও করিতেন; যুদ্ধবিগ্রহাদিতে সনাতনের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়াই উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রাকালে হুসেনসাহ তাঁহাকে সঙ্গে নিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সনাতন স্বীকৃত হইলেন না।

২৮। দেবতায় দুঃখ দিতে—উড়িষ্যায় অনেক দেবালয় আছে; যবনরাজা ঐ দেশ জয় করিতে গেলে দেবালয়ের উপর অনেক অত্যাচার হইবে, তাতে দেবতার অনেক দুঃখ হইবে। অথবা, উড়িষ্যাবাসী অনেকেই দেবতার ভক্ত; যবনরাজ উড়িষ্যা জয় করিতে যাইয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিলে দেবতার অনেক দুঃখ হইবে।

২৯। গৌড়েশ্বরের অনুপস্থিতিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সনাতন রাজ্যের কোনও অনিষ্ট সাধন করেন, এই আশঙ্কা করিয়া যবনরাজ তাঁহাকে বান্ধিয়া (হাতে হাতকড়া দিয়া) কারারুদ্ধ করিয়া গেলেন।

তবে সেই দুই চর শ্রীরূপ-ঠাঁই আইলা।
'বৃন্দাবন চলিলা প্রভু' আসিয়া কহিলা॥ ৩০
শুনিঞা শ্রীরূপ লিখিল সনাতন-ঠাঞি—।
বৃন্দাবনে চলিলা শ্রীচৈতন্যগোসাঞি॥ ৩১
আমি দুইভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাহাঁ হইতে॥ ৩২
দশসহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদিস্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে॥ ৩৩
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুইভাই করিলা গমন॥ ৩৪
অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।
রূপগোসাঞির ছোটভাই পরমবৈষ্ণব॥ ৩৫
তাঁহা লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগ আইলা।
মহাপ্রভু তাহাঁ শুনি আনন্দিত হৈলা॥ ৩৬
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব দর্শনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে॥ ৩৭
কেহো কান্দে কেহো হাসে কেহো নাচে গায়।
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি কেহো গড়াগড়ি যায়॥ ৩৮
গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥ ৩৯
ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব দর্শনে॥ ৪০
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু 'হরিধ্বনি' করি।
ঊর্দ্ধবাহু করি বোলে 'বোল হরিহরি'॥ ৪১
প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার॥ ৪২
দাক্ষিণাত্য-বিপ্রসনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয়॥ ৪৩
বিপ্রগৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ-বল্লভ দোঁহে আসিয়া মিলিলা॥ ৪৪
দুইগুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এথা নীলাচল ইত্যাদি—সনাতন-গোস্বামীর কথা বলিয়া এক্ষণে শ্রীরূপের কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন।

৩০। **সেই দুইচর**—প্রভুর সংবাদ জানিবার জন্য শ্রীরূপ যেই দুইজনকে নীলাচলে পাঠাইয়াছিলেন।

৩১। **শ্রীরূপ লিখিল**—প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের কথা শুনিয়া শ্রীসনাতনের নিকট শ্রীরূপ এক পত্র লিখিলেন; সেই পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, ৩১-৩৪ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

৩২। **আমি দুই ভাই**—আমরা দুই ভাই; শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম। **যৈছে তৈছে**—যে কোনও প্রকারে। **তাহাঁ হইতে**—গৌড় হইতে। **আত্মবিমোচনে**—কারাগার হইতে ছুটিয়া আইস।

৩৫। **অনুপম মল্লিক**—ইঁহারই অপর নাম শ্রীবল্লভ। অনুপম তাঁহার নাম, মল্লিক ছিল তাঁহার উপাধি। **পরম বৈষ্ণব** - ইনি শ্রীরামের উপাসক ছিলেন।

৩৬। **মহাপ্রভু তাহাঁ ইত্যাদি**—মহাপ্রভুও প্রয়াগে আছেন শুনিয়া তাঁহাদের আনন্দ হইল। কিরূপে প্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, ৩৭-৪৪ পয়ারে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

৪০। **মাধবদর্শনে**—বিন্দুমাধবকে দর্শন করিয়া।

৪৩। **দাক্ষিণাত্য-বিপ্র**—দাক্ষিণাত্য (দক্ষিণ-ভারত)-বাসী একজন ব্রাহ্মণ; তাঁহার সহিত প্রভুর পরিচয় ছিল। তিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন।

৪৪। এই দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণের গৃহেই শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ যাইয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন; কি ভাবে তাঁহারা প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাহা ৪৫-৪৬ পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪৫। **দুই গুচ্ছ তৃণ**—দন্তে তৃণ ধারণ দৈন্যসূচক ব্যবহার; "আমি তৃণভোজী পশুবিশেষ"—ইহা জ্ঞাপন

নানা শ্লোক পড়ি উঠে-পড়ে বারবার।
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দোঁহার ॥ ৪৬

শ্রীরূপ দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
'উঠ উঠ রূপ! আইস' বলিলা বচন—॥ ৪৭

'কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়-কূপ হৈতে কাড়িল তোমা দুইজন ॥' ৪৮

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

চতুর্ব্বেদী বেদচতুষ্টয়াভ্যাসযুক্তোঽপি বিপ্রো ন মদ্ভক্তশ্চেত্তর্হি ন মে প্রিয়ঃ। শ্বপচোঽপি মদ্ভক্তশ্চেন্মম প্রিয় ইত্যর্থঃ। তস্মৈ তাদৃশ-শ্বপচায়ৈব। শ্রীসনাতন। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করাই এইরূপ তৃণ-ধারণের উদ্দেশ্য। দশনে—দন্তে। প্রভু দেখি ইত্যাদি—দূর হইতে প্রভুকে দেখিয়াই তাঁহারা দণ্ডবৎ প্রণিপাত পূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইলেন।

৪৮। বিষয়-কূপ—বিষয়রূপ কূপ বা গর্ত্ত। কাড়িল—তুলিয়া আনিলেন; সংসার ছাড়াইলেন।

শ্লো। ২। অন্বয়। অভক্তঃ (আমাতে ভক্তিহীন) চতুর্ব্বেদী (চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও) মে (আমার) ন প্রিয়ঃ (প্রিয় নহে); মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) শ্বপচঃ (শ্বপচও) প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়); তস্মৈ (তাঁহাকে—সেই ভক্ত শ্বপচকে) দেয়ং (দেয়—দান করিবে), ততঃ (তাহা হইতেই) গ্রাহ্যং (গ্রাহ্য—গ্রহণীয় বস্তু গ্রহণ করিবে); যথাহি (যেমন) অহং (আমি) স চ (তেমনি সেই শ্বপচও) পূজ্যঃ (পূজনীয়)।

অনুবাদ। চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও যদি ভক্তিশূন্য হয়, তবে সে আমার প্রিয় নহে। চণ্ডালও যদি আমাতে ভক্তিমান্ হয়, তবে সে আমার প্রিয় হয়। অতএব, তাদৃশ ভক্ত-চণ্ডালকেই সৎপাত্র মনে করিয়া দান করিবে, তাহার নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিবে, এবং সে ব্যক্তি আমারই ন্যায় পূজনীয়। ২

চতুর্ব্বেদী—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিটী বেদ যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন; মহাপণ্ডিত।

তস্মৈ দেয়ং—তাঁহাকেই (ভক্ত শ্বপচ দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তাঁহাকেই) দান করিবে। অথবা; ভগবান্ বলিতেছেন—আমাকর্ত্তৃক দেয় বস্তুসমূহ বা আমাকর্ত্তৃক দেয় বস্তুসমূহের মধ্যে যাহা সর্ব্বোত্তম, সেই প্রেমভক্তি আমি তাঁহাকে (ভক্ত শ্বপচকেই) দিয়া থাকি, কোনও অভক্তকে দেই না, সেই অভক্ত চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ হইলেও না। ততো গ্রাহ্যং—ভক্ত হইলে শ্বপচের দ্রব্যও গ্রহণ করিবে, যেহেতু তাহা দোষ-স্পর্শশূন্য এবং পরম পবিত্র। অথবা, ভগবান্ বলিতেছেন—ভক্ত শ্বপচের দ্রব্যই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, দেওয়ার পূর্ব্বেও কখনও কখনও আমি জোর করিয়াও তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি; যেহেতু, ভক্তের প্রীতি-মিশ্রিত বলিয়া তাহা আমার নিকটে পরম আস্বাদ্য। কিন্তু ভক্তিহীন চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের দ্রব্যও আমি গ্রহণ করি না; যেহেতু, তাহা প্রীতিরস-মিশ্রিত তো নহেই, পরন্তু রাজোগুণ-কষায়িত বলিয়া আমার গুক্কার-জনক। ভক্তবৎসল ভগবান্ যে জোর করিয়াও ভক্তদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। শ্রীকৃষ্ণ দরিদ্র সুদামা বিপ্রের চিপিটক জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াই আস্বাদন করিয়াছিলেন; ব্রজের গোপরমণীদিগের গৃহে চুরি করিয়াও নবনীতাদি আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভিক্ষার ঝোলা হইতে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াই আস্বাদন করিয়াছেন। ভক্ত যখন যে জিনিসই সংগ্রহ করেন, তাহা তাঁহার অভীষ্টদেবের সেবার জন্যই সংগ্রহ করিয়া থাকেন; যখনই তিনি তাহা সংগ্রহ বা গ্রহণ করেন, এই জিনিসটী শ্রীকৃষ্ণকে দিবেন, ইহা ভাবিয়াই তাঁহার প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং তখনই সেই জিনিসটী সেই প্রীতিরসে পরিনিষিক্ত হইয়া ভগবানের পরম আস্বাদ্য হইয়া উঠে; তাই ভক্তের প্রীতিরস-কাঙ্গাল ভক্তবৎসল ভগবানের সেই জিনিসটীর জন্য লোভ। ২।৮।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক পড়ি দোঁহারে কৈল আলিঙ্গন।
কৃপাতে দোঁহার মাথায় ধরিল চরণ ॥ ৪৯
প্রভুকৃপা পাঞা দোঁহে দুই হাত যুড়ি।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি ॥ ৫০

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মহাবদান্যায় বহুদাত্রে যতঃ কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়। চক্রবর্ত্তী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিদ্যা-জাতি-কুলাদিদ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না ; ভগবানের কৃপালাভের একমাত্র হেতু হইল ভক্তি ; যাঁহার ভক্তি নাই, তিনি—মহাপণ্ডিত, মহাকুলীন, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন না ; কিন্তু যাঁহার ভক্তি আছে, তিনি মূর্খ হইলেও—এমন কি কুক্কুরভোজী হীনজাতি-বিশেষ হইলেও তিনিই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন ; তিনিই দানের সৎপাত্র—ভক্তিহীন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দান-বিষয়ে সৎপাত্র নহেন ; ভক্ত শ্বপচ হইতেও গ্রহণীয় বস্তু প্রতিগ্রহ করা যায়, তাঁহার জিনিসই পবিত্র। ভক্তিহীন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের বস্তুও পবিত্র নহে, তাহার জিনিসও গ্রহণীয় নহে। ভগবান্ যেরূপ পূজ্য, ভক্ত হইলে শ্বপচও সেইরূপ পূজ্য ; কিন্তু—ভক্তিহীন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তদ্রূপ পূজ্য নহে।

এই শ্লোকের প্রথম পাদের, অর্থাৎ "ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী"-এই অংশের "ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী"—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ; উভয় পাঠেই অর্থের মর্ম্ম একরূপ, পার্থক্য কেবল অন্বয়ে। এস্থলে গ্রন্থে উদ্ধৃত পাঠে "মে"-এর পরে একটী লুপ্ত অ-কার আছে—মে + অভক্তঃ = মেঽভক্তঃ। পাঠান্তরে তাহা নাই, সুতরাং সন্ধিও নাই। উদ্ধৃত পাঠের অন্বয় এইরূপ—অভক্তঃ (আমাতে ভক্তিহীন) চতুর্ব্বেদী (চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী বিপ্রও) মে (আমার) প্রিয়ঃ ন (প্রিয় নহে)। পাঠান্তরের অন্বয় এইরূপ—চতুর্ব্বেদী (চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী বিপ্রও) মে (আমার) ভক্তঃ (ভক্ত) ন (না হয়) [চেৎ] (যদি) [তর্হি] (তাহা হইলে) [মে প্রিয়ঃ] (আমার প্রিয়) [ন] (হয় না)—চারিবেদে অভিজ্ঞ বিপ্রও যদি আমাতে ভক্তিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে আমার প্রিয় নহে।

৪৯। দোঁহারে—শ্রীরূপকে ও শ্রীঅনুপমকে।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের স্থলে এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয় :—"এই শ্লোক পড়ি দোঁহারে কৈল আলিঙ্গন। দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে কথোক্ষণ॥ কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উপজিল। কৃপাতে দোঁহার মাথে চরণ ধরিল।"

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী" ইত্যাদি শ্লোকটি ভক্তির মাহাত্ম্যজ্ঞাপক। শ্রীরূপাদির ভক্তির প্রাচুর্য্য দর্শনে মহাপ্রভুর স্মৃতিপথে এই শ্লোকটি উদিত হইল ; তাই তিনি এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমকে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনকালে এই শ্লোকোচ্চারণের তাৎপর্য্য এই যে—"যে ভক্তি কুক্কুর-মাংসভোজী হীনজাতি-বিশেষকেও পরম পবিত্রতা দান করিয়া থাকে, তোমরা সেই ভক্তিধনে ধনী ; তদুপরি পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে তোমাদের জন্ম ; তাই তোমরা অতি পবিত্র। তোমাদের ভক্তিসম্পৎ দেখিয়া তোমাদিগকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়।"

শ্লো। অন্বয়। মহাবদান্যায় (মহাদাতা) কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় (কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা) কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে (কৃষ্ণচৈতন্যনামক) গৌরত্বিষে (গৌরকান্তি) কৃষ্ণায় (কৃষ্ণ) তে (তোমাকে) নমঃ নমঃ (নমস্কার নমস্কার)।

অনুবাদ : কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক গৌরকান্তি কৃষ্ণ তোমাকে প্রণাম। ৩

এই শ্লোক পড়িয়া শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম প্রভুকে স্তুতি করিলেন। এই শ্লোকে প্রভুকে গৌরকান্তি কৃষ্ণ—গৌরবর্ণ কৃষ্ণ বলা হইয়াছে ; শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি গায়ে মাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে গৌরকান্তি কৃষ্ণ—অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ—বলা হইয়াছে। এই গৌরকান্তি-কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—মহাবদান্য, মহাদাতা ; তাঁহার মত দাতা আর কেহ নাই ; যেহেতু, তিনি কৃষ্ণপ্রেমদাতা—কৃষ্ণপ্রেম দিয়া থাকেন ; যিনি কৃষ্ণপ্রেম দেন, তাঁহার

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১।২)—

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালু-
রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্ ।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥

তবে মহাপ্রভু তারে নিকটে বসাইলা ।
'সনাতনের বার্ত্তা কহ'—তাহারে পুছিলা ॥ ৫১
রূপ কহেন—তেঁহো বন্দী হয় রাজঘরে ।
'তুমি যদি উদ্ধার' তবে হইবে উদ্ধারে ॥ ৫২
প্রভু কহে—সনাতনের হইয়াছে মোচন ।
অচিরাতে আমাসহ হইবে মিলন ॥ ৫৩
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা ।
রূপগোসাঞি সে দিবস তথাই রহিলা ॥ ৫৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ স্ববাঞ্ছিতসিদ্ধ্যর্থং নিজাভীষ্টং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবং স্তৌতি যোঽজ্ঞানমিতি । অমুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রপদ্যে অহমিতি শেষঃ । অদ্ভুতা ঈহা চেষ্টা যস্য তং অত্র অদ্ভুতত্বে হেতুঃ যঃ কৃপালুঃ কৃপাপূর্ণঃ সন্ স্বপ্রেমসম্পৎ-সুধয়া অজ্ঞানেন মত্তং ভুবনং উল্লাঘয়ন্ সংসাররোগরহিতং কুর্ব্বন্নপি প্রমত্তমকরোদিতি । উল্লাঘোনির্গতোঽগদাদিত্যমরঃ । সদানন্দবিধায়িনী ।৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মত দাতা আর কেহ হইতে পারে না—কারণ, কৃষ্ণপ্রেমদ্বারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেই পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া গেলে পাওয়ার বাকী আর কিছুই থাকে না ।

শ্লো । ৪ । অন্বয় । দয়ালুঃ (দয়ালু) যঃ (যিনি—যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) অজ্ঞানমত্তং (অজ্ঞানমত্ত) ভুবনং (জগৎ—জগদ্বাসী লোকসকলকে) স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়া (নিজপ্রেমরূপ সম্পৎ-সুধাদ্বারা) উল্লাঘয়ন্ (সংসার-রোগ-রহিত করিয়া) অপি (ও) প্রমত্তং (প্রেমোন্মত্ত) অকরোৎ (করিয়াছেন) অমুং (সেই) অদ্ভুতেহং (অদ্ভুতলীল) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) প্রপদ্যে (আশ্রয় করি) ।

অনুবাদ । পরম-কৃপালুতাবশতঃ যিনি অজ্ঞানমত্ত লোক-সকলকে নিজ-প্রেম-সম্পত্তিরূপ অমৃতদ্বারা ভবরোগ-মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে প্রেমোন্মত্ত করিয়াছেন, সেই অদ্ভুতলীল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলাম । ৪

অজ্ঞানমত্তং—অজ্ঞানবশতঃ সংসার-সুখে মত্ত হইয়া আছে যাহারা, তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য **উল্লাঘয়ন্**—ভবরোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন ; কি ঔষধদ্বারা তাহাদের ভবরোগ তিনি দূর করিলেন ? **স্বপ্রেম-সম্পৎসুধয়া**—নিজ-বিষয়ক-প্রেমরূপ যে সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিরূপ সুধাদ্বারা ; সুধাসেবনে লোক রোগমুক্ত হইতে পারে ; কিন্তু সাধারণ সুধাসেবনে ভবরোগ হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারে না ; প্রভু প্রেমরূপ সুধাদ্বারাই—কৃষ্ণপ্রেম দিয়াই—জনগণের ভবরোগ—সংসার-বন্ধন—দূর করিলেন, কেবল তাহাই নহে, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কমলের মধুপান করাইয়াও তাহাদিগকে উন্মত্ত করিলেন । সেই প্রেম কিরূপ ? **স্বপ্রেমসম্পত্তি**—প্রভুর নিজবিষয়ক প্রেম, প্রভু নিজেই যে প্রেমের বিষয়, সেই প্রেমরূপ সম্পত্তি ; প্রেমকে সম্পত্তি বলার হেতু এই যে, সম্পত্তিদ্বারা যেমন অভীষ্টবস্তু লাভ করা যায়, এই প্রেমদ্বারাও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়—যাঁহাকে পাইলে পাওয়ার বাকী আর কিছুই থাকে না । কেন প্রভু লোককে এই প্রেম দিলেন ? **দয়ালুঃ**—দয়ালু বলিয়া ; সংসার-তাপদগ্ধ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগের জ্বালা জুড়াইবার জন্য এই প্রেমসম্পত্তি দিয়াছেন ।

পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে মহাপ্রভুকে "কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা" বলা হইয়াছে ; তাই তিনি যে, কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা—গ্রন্থকার এই শ্লোকে তাহা দেখাইলেন । অথবা, শ্রীরূপ এই শ্লোক পড়িয়াই প্রভুর স্তব করিয়াছিলেন ; পরে কবিরাজগোস্বামী স্বরচিত-গোবিন্দলীলামৃতের মঙ্গলাচরণে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

৫২ । **তেঁহো**—সনাতন । **রাজঘরে**—রাজার কারাগারে ।

৫৩ । প্রভু সনাতনের কারামুক্তির কথা জানিতে পারিয়াছেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও অন্তর্য্যামী ।

৫৪ । **মধ্যাহ্ন**—স্নানাদি মধ্যাহ্নকৃত্য । **বিপ্র**—দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ । **তথাই**—সেই বিপ্রগৃহে ।

ভট্টাচার্য্য দুই ভাইর নিমন্ত্রণ কৈল।
প্রভুর শেষ প্রসাদপাত দুইভাই পাইল ॥ ৫৫
ত্রিবেণী-উপর প্রভুর বাসাঘর স্থান।
দুইভাই বাসা কৈল প্রভু সন্নিধান ॥ ৫৬
সেকালে বল্লভ-ভট্ট রহে আড়েল গ্রামে।
'মহাপ্রভু আইলা' শুনি আইলা তাঁর স্থানে ॥ ৫৭
তেঁহো দণ্ডবৎ কৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে কৃষ্ণকথা হৈল কথোক্ষণ ॥ ৫৮
কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সংবরণ কৈল ॥ ৫৯
অন্তরে গরগর প্রেম—নহে সংবরণ।
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভ-ভট্টের মন ॥ ৬০
তবে ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল।
মহাপ্রভু দুইভাই তাহারে মিলাইল ॥ ৬১
দুইভাই দূর হৈতে ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হৈয়া ॥ ৬২
ভট্ট মিলিবারে যায়, দোঁহে পলায় দূরে।
'অস্পৃশ্য পামর মুঞি, না ছুঁইহ মোরে' ॥ ৬৩
ভটের বিস্ময় হৈল—প্রভুর হর্ষমন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ— ॥ ৬৪
'ইহা না স্পর্শিহ ইহো জাতি অতি হীন
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ ॥' ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৫। **ভট্টাচার্য্য**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।

৫৬। **ত্রিবেণী**—প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থানকে ত্রিবেণী বলে।

৫৭। **সেকালে**—যখন প্রভু প্রয়াগে ত্রিবেণীর উপরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে। **আড়েল**—ত্রিবেণীর যে তীরে প্রভুর বাসা, তাহার বিপরীত তীরে একটী গ্রামের নাম। "আড়েল"-স্থলে "আউয়েল" এবং "আম্বুল" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **আইলা তার স্থানে**—বল্লভ-ভট্ট মহাপ্রভুর নিকটে আসিলেন। ২।৪।১০৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৮। **তেঁহো**—বল্লভ-ভট্ট।

৫৯। **ভট্টের সঙ্কোচে**—বল্লভ-ভট্টকে দেখিয়া সঙ্কোচ হওয়ায়। **সংবরণ কৈল**—প্রেমোচ্ছ্বাস সম্বরণ করিলেন।

৬০। **গরগর প্রেম**—ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল প্রেম ; যে প্রেম ক্রমশঃই যেন চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া বাহিরে প্রকাশ পাইতে চায়।

৬১। **মহাপ্রভু দুই ভাই** ইত্যাদি—মহাপ্রভু রূপ ও অনুপমকে বল্লভ-ভট্টের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন।

৬৩। **মিলিবারে**—আলিঙ্গন করিতে।

৬৪। **প্রভুর হর্ষমন**—শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের দৈন্য দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ভক্তির কৃপা ব্যতীত প্রকৃত দৈন্য—নিজের সম্বন্ধে আন্তরিক হেয়তাজ্ঞান—আসিতে পারে না ; শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের দৈন্যে তাঁহাদের প্রতি ভক্তিরাণীর কৃপার পরিচয় পাইয়া প্রভু অত্যন্ত সুখী হইলেন। গাছে যখন ফল ধরে, তখনই তাহা নুইয়া পড়ে ; তদ্রূপ হৃদয়ে যখন ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখনই দম্ভ, অহঙ্কার দূরীভূত হয়, ভক্ত তখনই সকলের চরণেই নিজেকে লুটাইয়া দিতে চেষ্টা করেন।

৬৫। **ইঁহা না স্পর্শিও** ইত্যাদি—উপহাস করিয়াই প্রভু এই কথা বলিলেন! শ্রীরূপ ভট্টকে বলিলেন—"আমি অস্পৃশ্য, পামর ; আমাকে ছুঁইবেন না"। প্রভু এই কথার উত্তরেই ভঙ্গী করিয়া ভট্টকে বলিলেন—"হাঁ হাঁ, এই দুইটি লোককে স্পর্শ করিও না ; কারণ, অতি হীনজাতিতে ইহাদের জন্ম, আর তুমি বৈদিক, যাজ্ঞিক, কুলীন।"

বল্লভ-ভট্টের মনে বোধ হয় একটু কৌলীন্যের ও বেদজ্ঞত্বের গর্ব্ব ছিল ; তাই শ্রীরূপ যখন ভক্তিপ্রণোদিত দৈন্যবশতঃ নিজেদিগকে হেয় বলিয়া বর্ণন করিলেন, তখন ভট্টের গর্ব্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় শ্রীমন্ মহাপ্রভু একটু পরিহাসের ভঙ্গীতে ভট্টকে বলিলেন—"হাঁ হাঁ, এই দুইজন অতি নীচ ; আর তুমি কুলীন। ইঁহাদিগকে স্পর্শ করা তোমার পক্ষে সঙ্গত নয়।" তাৎপর্য্য এই যে—"কৌলিন্য-গর্ব্বে তোমরা এই দুইজন বঙ্গদেশীয়কে হেয় মনে

দোঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি।
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গী জানি—। ৬৬

দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এ দুই অধম নহে, হয়ে সর্ব্বোত্তম ॥ ৬৭

তথাহি (ভা. ৩।৩৩।৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে। ৫

শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৬৮

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৩।১২)—

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি-দগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদাঢ্যো-
ঽপি নাস্তিকঃ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সদ্ভক্তিরেব দীপাগ্নিঃ তেন দগ্ধং দুর্জাতিরূপং কল্মষং যস্য তথাভূতঃ শ্বপাকঃ শ্বপচোঽপি শুচিঃ পরমবিশুদ্ধঃ অতো বুধৈঃ পণ্ডিতৈঃ শ্লাঘ্যঃ পরমাদরণীয়ঃ। নাস্তিকো বেদজ্ঞোঽপি ন তথা শ্লাঘ্যঃ যতঃ স অশুচিঃ। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিতে পায় ; কিন্তু ইহাদের হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইলে বুঝিতে পারিবে, ইহাদের স্পর্শে অনেক কুলীনও কৃতার্থ হইতে পারে।”

বৈদিক—বেদজ্ঞ। যাজ্ঞিক—যজ্ঞবিধানাদিতে অভিজ্ঞ।

৬৬-৬৭। বল্লভভট্ট প্রভুর কথা শুনিলেন ; ইহাও দেখিলেন যে—এই দুই ব্যক্তি—যাঁহাদিগকে প্রভু হীনজাতি ও অস্পৃশ্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন, তাঁহারা—মুখে সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন ; ভট্টাচার্য্য একটু বিস্মিত হইলেন। যাঁহারা নিরন্তর কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন, প্রভু তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিতেছেন কেন?—ইহা ভাবিয়া ভট্ট মনে করিলেন—প্রভুর উক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে। তাই তিনি বলিলেন—“প্রভু, তুমি বলিতেছ ইহারা অধম—অস্পৃশ্য ; কিন্তু আমার তো তাহা মনে হয় না ; ইহাদের জিহ্বায় সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণনাম নৃত্য করিতেছেন, ইহারা তো অস্পৃশ্য—অধম হইতে পারেন না ; ইহারা অতি পবিত্র, অতি উত্তম।” ভট্টের উক্তির প্রমাণরূপে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকও বলিলেন।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১১।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৬৭-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৮। প্রশংসিলা—প্রশংসা করিলেন। ভট্ট প্রভুর প্রাণের কথা বলিয়াছেন বলিয়া প্রভু তাঁহাকে খুব প্রশংসা করিলেন এবং ভট্টের উক্তির সমর্থক দুইটী শ্লোকও উচ্চারণ করিলেন।

শ্লো। ৬। অন্বয়। সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধ-দুর্জাতি-কল্মষঃ (উত্তমা-ভক্তিরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা নীচকুলে জন্মসম্পাদক পাপসমূহ যাঁহার দগ্ধ হইয়াছে তাদৃশ) [অতঃ] (অতএব—সেই হেতু) শুচিঃ (পবিত্র) শ্বপাকঃ (শ্বপচ) অপি (ও) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) শ্লাঘ্যঃ (প্রশংসনীয়—পরমাদরণীয়) ; নাস্তিকঃ (নাস্তিক—ভক্তিহীন) বেদাঢ্যঃ (বেদজ্ঞ) অপি (ও—হইলেও) ন (নহে—শ্লাঘ্য নহে)।

অনুবাদ। অনন্যা-ভক্তিরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা যাঁহার নীচকুলে জন্মসম্পাদক পাপসমূহ ভস্মীভূত হইয়াছে, অতএব যিনি পবিত্র, এমন শ্বপচও পণ্ডিতগণের আদরণীয়। সর্ব্ব-বেদবেত্তা হইয়াও ভগবদ্ভক্তিশূন্য হইলে কেহ আদরের যোগ্য নহে। ৬

সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ—সদ্ভক্তি (উত্তমা ভক্তি, অনন্যা ভক্তি) রূপ দীপ্ত (প্রজ্বলিত) অগ্নিদ্বারা দগ্ধ (ভস্মীভূত) হইয়াছে দুর্জ্জাতিজনক (নীচকুলে জন্মসম্পাদক) কল্মষ (পাপ) যাঁহার, তাদৃশ ব্যক্তি।

তথাহি তত্রৈব (৩।১১)—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥ ৭

প্রভুর প্রেমাবেশ আর প্রভাব ভক্তি সার ।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার ॥ ৬৯
সগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়া ।
ভিক্ষা দিতে নিজঘরে চলিলা লইয়া ॥ ৭০
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল ।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইল বিহ্বল ॥ ৭১
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ ।
প্রভু দেখি সভার মনে হইল ভয় কাঁপ ॥ ৭২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জনস্য জাতিঃ ব্রাহ্মণত্বাদিকং শাস্ত্রং শাস্ত্রজ্ঞানং শাস্ত্রাধ্যয়নং বা জপঃ তপশ্চ অপ্রাণস্য প্রাণহীনস্য দেহস্য মণ্ডনং ভূষণমিব লোকরঞ্জনং নত্বর্থসাধনমিতিভাবঃ । ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রজ্বলিত অগ্নিতে যাহা দেওয়া যায়,—নিতান্ত অস্পৃশ্য, অপবিত্র বস্তুও যদি দেওয়া যায়, তবুও—তাহা যেমন ভস্মীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ উত্তমা—অনন্যা—ভক্তি যাঁহার চিত্তে আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত পাপ—এমন কি তিনি যদি শ্বপচ বা শ্বপচতুল্য হীনবংশোদ্ভবও হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যে পাপে তাঁহার তদ্রূপ বংশে জন্ম হইয়াছে, সেই পাপও—সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া যায় ; সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, ভক্তির আবির্ভাবেও তদ্রূপ কোনওরূপ পাপ থাকিতে পারে না। এইরূপে ভক্তির কৃপায় নিষ্পাপ হইয়া যিনি শুচিঃ—পবিত্র হইয়াছেন, তিনি কুক্কুর-মাংসভোজী হইলেও—তাদৃশ হীনবংশে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিলেও—তিনি পণ্ডিতমাত্রেরই পূজনীয় (ভক্তির প্রভাবে) ; কিন্তু যাঁহার প্রতি ভক্তির কৃপা নাই, যিনি ভক্তির পরম-পুরুষার্থতাও স্বীকার করেন না, এরূপ ব্যক্তি **বেদাঢ্যঃ**—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইলেও পণ্ডিতগণের আদরণীয় হইতে পারেন না ; কারণ, বেদজ্ঞ হইলেও—ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হইলেও—তাঁহার চিত্ত অপরাধে—কলুষে পরিপূর্ণ।

কৌলীন্য বা ব্রাহ্মণত্বমাত্রই যে আদরণীয় নহে এবং ভক্তিমত্তাই যে একমাত্র আদরের হেতু, তাহাই এই শ্লোকে প্রভু দেখাইলেন। শ্রীরূপাদি সামাজিক হিসাবে কুলীন যদিও না হইতেন সুতরাং ব্রাহ্মণসমাজে তাঁহারা কোনওরূপ সামাজিক সম্মান যদিও না পাইতেন—তথাপি ভক্তির কৃপায় তাঁহারা বিজ্ঞব্যক্তিমাত্রের নিকটেই আদরণীয় ও সম্মানার্হ—ইহাই প্রভুর মুখে এই শ্লোকোচ্চারণের গূঢ় তাৎপর্য্য।

ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে শ্বপচও পবিত্র ও শ্লাঘ্য হয় বলিয়া—ভক্তির অভাবে যে বিদ্যা, কুল, জপ, তপ সমস্তই বৃথা, তাহাই দেখাইতেছেন।

শ্লো। ৭। অন্বয়। ভগবদ্ভক্তিহীনস্য (ভগবানে যাঁহার ভক্তি নাই, তাঁহার) জাতিঃ (ব্রাহ্মণাদি উত্তম জাতি), শাস্ত্রং (শাস্ত্র—বেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়ন), জপঃ (মন্ত্রাদিজপ) তপঃ (তপস্যা)—অপ্রাণস্য (প্রাণহীন) দেহস্য (দেহের) মণ্ডনং ইব (ভূষণের ন্যায়) লোকরঞ্জনম্ (লোকরঞ্জনমাত্র)।

অনুবাদ। ভগবদ্ভক্তিহীন জনের ব্রাহ্মণাদি-উত্তমজাতি, বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন, মন্ত্রজপ, তপস্যা,—এই সমস্তই মৃতদেহের ভূষণের মত লোকরঞ্জন মাত্র। ৭

যার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে, তার দেহে অলঙ্কারের যেমন কোনও সার্থকতাই নাই, তদ্রূপ ভগবানে যার ভক্তি নাই, তার কৌলীন্য, তার শাস্ত্রজ্ঞান, তার জপতপ—সমস্তই বৃথা।

৬৯। **প্রভাব**—মহিমা ; দর্শনাদি দ্বারাই প্রেমদানাদিরূপ মহিমা। **ভক্তিসার**—ভক্তিরূপ সার (বা সারতত্ত্ব) ; ভক্তিই যে সার বস্তু, ভক্তিই যে জীবের একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তু এবং একমাত্র ভক্তিই যে জীবের জীবত্বের সার্থকতা দান করিতে পারে, তদনুরূপ অনুভূতি এবং প্রচার। **ভট্টের**—বল্লভ ভট্টের।

৭১-৭২। **চিক্কণ**—চক্‌চকে। **জলে দিল ঝাঁপ**—যমুনার চিক্কণ শ্যামল জলকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া ধরিবার জন্য রাধাভাবাবিষ্ট-প্রভু জলে ঝাঁপ দিলেন।

আস্তেব্যস্তে সভে ধরি প্রভুরে উঠাইলা।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥ ৭৩

মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিলা নৌকা, ঝলকে ভরে জল ॥ ৭৪

যদি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম—নহে সংবরণ ॥ ৭৫

দেশ-পাত্র দেখি মহাপ্রভুর ধৈর্য্য হৈল।
আড়েলের ঘাটে তবে নৌকা উত্তরিল ॥ ৭৬

ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করাইয়া।
নিজগৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গেতে লইয়া ॥ ৭৭

আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনে করিল প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন ॥ ৭৮

সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল ॥ ৭৯

গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইল ॥ ৮০

ভিক্ষা করাইল প্রভুকে সস্নেহ যতনে।
রূপগোসাঞি দুই ভাইর করাইল ভোজনে ॥ ৮১

ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেওয়াইল অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ ॥ ৮২

মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদসংবাহন ॥ ৮৩

প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি আইলা তেঁহো প্রভুর চরণে ॥ ৮৪

হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয় ॥ ৮৫

আসি তেঁহো কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
'কৃষ্ণে রতি রহু' বোলে প্রভুর বচন ॥ ৮৬

শুনি আনন্দিত হৈল—উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তাঁরে কৈল—কহ কৃষ্ণের বর্ণন ॥ ৮৭

নিজকৃত কৃষ্ণলীলা-শ্লোক পঢ়িল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল ॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৫। যদি ভট্টের ইত্যাদি—বল্লভ ভট্টকে দেখিয়া সঙ্কোচবশতঃ যদিও প্রভু ধৈর্য্য ধারণ করিতে চেষ্টা করিলেন। দুর্ব্বার—যাহাকে বারণ (সম্বরণ) করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। উদ্ভট—প্রবল; অদ্ভুত।

৭৬। দেশপাত্র—স্থান এবং লোক। বল্লভ-ভট্টের সাক্ষাতে যমুনায় নৌকার উপরে বেশী উতলা হওয়া সঙ্গত নহে মনে করিয়া প্রভু ধৈর্য্য ধারণ করিলেন।

৭৭। ভয়ে—প্রেমাবেশে পাছে আবার প্রভু যমুনায় পড়িয়া যান, এই ভয়ে। মধ্যাহ্ন করাইয়া—যমুনাতে মধ্যাহ্ন-স্নানাদি করাইয়া।

৭৯। সবংশে—বাড়ীর সকলের সহিত।

৮০। ভট্টাচার্য্যে—বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে।

৮২। কৃষ্ণদাস—রাজপুত কৃষ্ণদাস, যিনি বৃন্দাবন হইতে প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

৮৩। মুখবাস—আহারান্তে মুখশুদ্ধির নিমিত্ত এলাচি-আদি সুগন্ধি দ্রব্য।

৮৫। তিরোহিতা—ত্রিহুতদেশীয়; মৈথিল।

৮৬। কৃষ্ণে মতি রহু—"শ্রীকৃষ্ণে মতি থাকুক" বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। "কৃষ্ণে মতি রহু" স্থলে "কৃষ্ণে মতি কৃষ্ণে রতি" এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়; অর্থ—কৃষ্ণে মতি থাকুক, কৃষ্ণে ভক্তি হউক।

৮৭। উপাধ্যায় ছিলেন কৃষ্ণভক্ত; তাই প্রভুর মুখে ঐরূপ আশীর্ব্বাদ শুনিয়া তাঁহার আনন্দ হইল।

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (১২৭)—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে
ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে
যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥ ৮

রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল।
'আগে কহ' প্রভু-বাক্যে উপাধ্যায় কহিল ॥ ৮৯

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৯৯)—

কং প্রতি কথয়িতুমীশে
সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে
গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অপরে জ্ঞাননিষ্ঠাঃ শ্রুতিং অপরে কর্ম্মনিষ্ঠাঃ স্মৃতিং অন্যে মোক্ষনিষ্ঠাঃ ভারতম্। চক্রবর্ত্তী। ৮

ঈশে সমর্থো ভবামি প্রতীতিং প্রত্যয়ং গোপতিতনয়াকুঞ্জে যমুনাতীরকুঞ্জে বিটং লম্পটম্। শ্লোকমালা। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৮। অন্বয়। ভবভীতাঃ (সংসার ভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ) অপরে (কেহ) শ্রুতিং (শ্রুতিকে) ইতরে (অপর কেহ) স্মৃতিং (স্মৃতিকে) অন্যে (কেহবা) ভারতং (মহাভারতকে) ভজন্তু (ভজন করুক) ; অহং (আমি) ইহ (এই ভবভয়-হরণ-বিষয়ে) নন্দং (নন্দকে) বন্দে (বন্দনা করি), যস্য (যাঁহার—যে নন্দের) অলিন্দে (অঙ্গনে) পরং (পরম) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম বিরাজিত)।

অনুবাদ। সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ মহাভারতকে ভজন করে করুক ; এই ভবভয়-হরণবিষয়ে আমি কিন্তু সেই শ্রীনন্দ-মহারাজকে বন্দনা করি, যেই শ্রীনন্দের আঙ্গিনায় পরব্রহ্ম খেলা করিতেছেন। ৮

ভবভীতাঃ—ভবে (সংসার—সংসার-ভয়ে) ভীত জনগণ ; সংসারের জালা-যন্ত্রণার ভয়ে ভীত হইয়া সংসারদুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায়—যাঁহারা বৈদিক তাঁহারা **শ্রুতিং**—শ্রুতিকে ভজন করেন, করুন, শ্রুতিবিহিত ক্রিয়াকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, করুন ; যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহারা **স্মৃতিং**—মনু-আদি প্রণীত স্মৃতিকে ভজন করিতে ইচ্ছা করেন, করুন, স্মৃতিবিহিত আচারাদির পালন করিতে ইচ্ছা করেন, করুন, আর যাঁহারা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা **ভারতং**—মহাভারতকে ভজন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাহা করুন, মহাভারতের উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, করুন, সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাওয়ার অভিপ্রায়ে আমি কিন্তু শ্রুতিও ভজিব না, স্মৃতিও ভজিব না, মহাভারতও ভজিব না ; আমি কেবল শ্রীনন্দ-মহারাজের চরণ বন্দনা করিব—যাঁহার **অলিন্দে**—অঙ্গনে **পরংব্রহ্ম**—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ খেলা করিয়া থাকেন। শ্রীনন্দ-মহারাজের কৃপালাভের আশাতেই তাঁহার চরণ-বন্দনা করা হইতেছে ; তাঁহার কৃপা হইলেই তাঁহার দাসরূপে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা যাইবে।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণসেবারই পরম-পুরুষার্থতা দেখান হইল।

৮৯। শ্লোক শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হওয়াতে এবং তাঁহার প্রেমাবেশ হওয়াতে উপাধ্যায় প্রভুকে নমস্কার করিলেন এবং প্রভুর আদেশে আর একটী শ্লোক পড়িলেন। বলা বাহুল্য উপাধ্যায়ের পঠিত শ্লোকগুলি সমস্তই তাঁহার নিজের রচিত।

শ্লো। ৯। অন্বয়। কংপ্রতি (কাহার নিকটে) কথয়িতুং (বলিতে) ঈশে (সমর্থ হইব)? সম্প্রতি (সম্প্রতি—এক্ষণে) কো বা (কে-ই বা) প্রতীতিং (বিশ্বাস) আয়াতু (পাইবে)? গোপতিতনয়াকুঞ্জে (যমুনা-তীরস্থ কুঞ্জমধ্যে) গোপবধূটীবিটং (গোপবধূটীলম্পট) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম বিরাজিত)।

অনুবাদ। যমুনাতীরস্থ নিকুঞ্জবনে অল্পবয়স্কা-গোপবধূ-সঙ্গে পরব্রহ্ম খেলা করিতেছেন—একথা কাহাকেই বা বলিতে পারি, আর কে-ই বা এখন সেই কথায় বিশ্বাস করিবে? ৯

প্রভু কহে 'কহ', তেঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ-মন আল্বাইলা॥ ৯০
প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার।
'মনুষ্য নহে, ইঁহো কৃষ্ণ' করিল নির্দ্ধার॥ ৯১
প্রভু কহে—উপাধ্যায়! শ্রেষ্ঠ মান, কা'য়?।
"শ্যামমেব পরং রূপং" কহে উপাধ্যায়॥ ৯২
শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান' কা'য়?
'পুরী মধুপুরী বরা' কহে উপাধ্যায়॥ ৯৩
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর—শ্রেষ্ঠ মান' কা'য়?
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায়॥ ৯৪
রসগণমধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কা'য়।
'আদ্য এব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায়॥ ৯৫
প্রভু কহে—ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্গদস্বরে॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গোপতিতনয়াকুঞ্জে—গো (কিরণ) সমূহের পতি (সূর্য্য), তাঁহার তনয়ার (কন্যার—সূর্য্যকন্যা যমুনার তীরবর্ত্তী) কুঞ্জে (লতাপাতামণ্ডিত গৃহে।) **বধূটী**—অল্পবয়স্কা বধূ। **গোপবধূটীবিটং**—অল্পবয়স্কা গোপবধূদের উপপতি।

যিনি পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য নিরন্তর যাঁহার সেবা করিতেছে, লক্ষ্মীগণ যাঁহার চরণসেবায় নিয়োজিত, নানাবিধ চিন্ময় মণিরত্নখচিত দিব্যমন্দিরে যাঁহার বসতি—তিনি করিতেছেন কি? না—যমুনার তীরবর্ত্তী লতাবেষ্টিত কুঞ্জে অল্পবয়স্কা গোপবধূদের সহিত তাঁহাদের উপপতিরূপে ক্রীড়া করিতেছেন।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের রস-লোলুপতা এবং প্রেমবশ্যতা প্রদর্শিত হইল।

৯০। **আল্বাইলা**—অবশের মত হইল।

৯১। **ইহোঁ কৃষ্ণো**—মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রেমাবেশ দেখিয়া উপাধ্যায় স্থির করিলেন, এই যে সন্ন্যাসীটী, ইনি মনুষ্য নহেন, ইনি নিশ্চয়ই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; কারণ, মনুষ্যের এইরূপ প্রেমাবেশ সম্ভব নহে।

৯২। **কা'য়**—কাহাকে। **শ্যামমেব পরং রূপং**—শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপকেই শ্রেষ্ঠ মানি।

৯৩। **বাসস্থান**—ধাম। **শ্যামরূপের**—শ্রীকৃষ্ণের।

পুরী মধুপুরী বরা—পুরীর মধ্যে মধুপুরী (মথুরামণ্ডল, বা মথুরামণ্ডল-মধ্যস্থ ব্রজ) শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি। অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরা প্রভৃতি স্থানও শ্যামরূপের বাসস্থান বটে, কিন্তু বৃন্দাবনই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু, শ্রীবৃন্দাবনেই স্বয়ংরূপ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করেন।

৯৪। বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর এই তিন বয়স-ভেদে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিলেও "কৈশোর"-বয়সই জীবের ধ্যেয়; যেহেতু, এই কৈশোরেই শ্রীকৃষ্ণ লীলামাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এবং কান্তাভাবের আনুগত্যে কিশোর কৃষ্ণের উপাসকগণই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণসেবা লাভ করিতে পারেন। "এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে। পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হ'তে। ২।৮।৬৯॥" বিশেষতঃ, কিশোরেই স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যস্থিতি; বাল্য ও পৌগণ্ড কৈশোরের ধর্ম্ম মাত্র—বাৎসল্য ও সখ্যরস আস্বাদন করার নিমিত্তই প্রকটলীলায় তিনি বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। (২।২০।২১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৯৫। **আদ্য**—আদিরস, মধুর রস। **পরোরসঃ**—শ্রেষ্ঠরস। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই সমস্ত রসের মধ্যে মধুর রসই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু, এই রসে অন্যান্য রসের সেবা তো আছেই, অধিকন্তু নিজাঙ্গদ্বারা সেবাও আছে, যাহা অন্য কোনও ভাবে নাই; আবার এই রসের সেবা সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে "এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে। পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হ'তে॥ ২।৮।৬৯॥"

৯৬। **শ্লোক পড়ে**—৯২-৯৫ পয়ারে রঘুপতি উপাধ্যায় "শ্যামেব পরং রূপং"-ইত্যাদি যে চারিটি চরণ বলিয়াছেন, সেই চারিটীকে একত্র করিয়া শ্লোকাকারে প্রভু পাঠ করিলেন, নিম্ন শ্লোক।

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৮৩)—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥ ১০

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্ত্তন॥ ৯৭

দেখি বল্লভভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল॥ ৯৮

প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভুর দর্শনে সভে কৃষ্ণভক্ত হইল॥ ৯৯

ব্রাহ্মণ সকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভভট্ট করে তা সভারে নিবারণ—॥ ১০০

'প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্য-যমুনাতে।
প্রয়াগে চালাবো, ইহাঁ না দিব রহিতে॥ ১০১

যার ইচ্ছা, প্রয়াগ যাই কর নিমন্ত্রণ'।
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন॥ ১০২

গঙ্গাপথে মহাপ্রভু নৌকাতে বসাইয়া।
প্রয়াগ আইলা ভট্ট গোসাঞি লইয়া॥ ১০৩

লোকভিড়-ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা।
রূপগোসাঞিকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥১০৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

শ্যামমেবেতি। শ্যামং নবীননীলমেঘবর্ণং পরং সর্ব্বোৎকর্ষরূপমেব বর্ত্ততে ইতি। পুরীণাং দ্বারকাদীনাং মধ্যে মধুপুরী ব্রজপুরী বরা প্রধানা ভবতি। বয়সাং বাল্য-পৌগণ্ডাদীনাং মধ্যে কৈশোরকং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং ভবেৎ। রসানাং শান্তদাস্যাদীনাং মধ্যে আদ্যঃ শৃঙ্গার এব পরঃ সর্ব্বোত্তমঃ ভবেৎ। শ্লোকমালা। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১০। অন্বয়। শ্যামং (শ্যামরূপ) এব (ই) পরং (শ্রেষ্ঠ) রূপং (রূপ), মধুপুরী (মথুরাপুরীই) বরা (শ্রেষ্ঠা) পুরী (পুরী—ধাম), কৈশোরকং (কৈশোর) বয়ঃ (বয়সই) ধ্যেয়ং (ধ্যেয়), আদ্যঃ (আদি) রসঃ (রস) এব (ই) পরঃ (শ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের নানারূপের মধ্যে শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ, দ্বারকাদি-পুরীর মধ্যে মধুপুরীই শ্রেষ্ঠ, বাল্যাদি বয়সের মধ্যে কৈশোরই ধ্যেয়, শান্তাদি রসের মধ্যে মধুর রস বা উজ্জ্বল রসই শ্রেষ্ঠ। ১০

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ৯২-৯৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডেও অনুরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়। "ন রাধিকা সমা নারী ন কৃষ্ণসদৃশঃ পুমান্। বয়ঃ পরং ন কৈশোরাৎ ন ভাবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥ ধ্যেয়ং কৈশোরকং ধ্যেয়ং বনং বন্দাবনং বনম্। শ্যামমেব পরং রূপম্ আদিদৈবঃ পরো রসঃ॥—রাধিকার সমান রমণী নাই। কৃষ্ণের সমান পুরুষ নাই। কৈশোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বয়স নাই, কান্তাভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাব নাই। কৈশোর বয়সই ধ্যেয়; বনের মধ্যে বৃন্দাবনই ধ্যেয়; শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠরূপ; আদিদৈব (বিষ্ণুদৈবত শ্যাম) রসই শ্রেষ্ঠ রস। ৪৬।৫১-৫২॥"

৯৭। তাঁরে—রঘুপতি উপাধ্যায়কে।

১০০। নিবারণ—নিষেধ; প্রভুর নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করেন; নিষেধের কারণ ১০১ পয়ারে বলা হইয়াছে।

১০১। গোসাঞি—মহাপ্রভু। চালাব—লইয়া যাইব। নিমন্ত্রণের উপলক্ষ্যে এইস্থানে বেশীদিন থাকিলে কোন্ সময়ে আবার প্রেমাবেশে যমুনায় ঝাঁপাইয়া পড়েন, তাহা বলা যায় না। তাই বল্লভভট্ট প্রভুকে এখানে বেশীক্ষণ রাখিতে ইচ্ছুক নহেন।

১০৪। ত্রিবেণীর উপরেই প্রভুর বাসা ছিল; সেস্থানে বহুলোকের সমাগম হয় বলিয়া নির্জ্জনে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া প্রভু শ্রীরূপকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নানাবিধ তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন; এবং প্রভুর উপদিষ্ট তত্ত্বাদি যাহাতে শ্রীরূপ হৃদয়ঙ্গম ও উপলব্ধি করিতে পারেন—তদুদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহার মধ্যে শক্তি সঞ্চারও করিলেন—তদনুকূল শক্তি দিলেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত ॥ ১০৫

রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল ॥ ১০৬

শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবীণ করিলা ॥ ১০৭

শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিল।
প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে সব আচরিল ॥ ১০৮

শিবানন্দসেনের পুত্র কবিকর্ণপূর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর ॥ ১০৯

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৯।৪৮)—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কালেন ইতি। দেবশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ কালেন বহুকালেন বৃন্দাবন-কেলিবার্ত্তা বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী যা কৃষ্ণক্রীড়া তস্যাঃ বার্ত্তা কথা লুপ্তা আচ্ছাদিতা ইতি হেতোঃ তাং বার্ত্তাং খ্যাপয়িতুং প্রকাশয়িতুং বিশিষ্য বিবেচ্য বিবেচনং কৃত্বা কৃপামৃতেন করণেন তত্রৈব প্রয়াগে কাশীপুর্য্যাঞ্চ যদ্বা বৃন্দাবনে রূপং সনাতনঞ্চ অভিষিষেচ অভিষেকং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৫। কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রভু শ্রীরূপকে শিক্ষা দিলেন, তাহা এই পয়ারে বলা হইয়াছে। **প্রান্ত**—সীমা, অবধি। শ্রীরূপে শক্তি-সঞ্চার করিয়া প্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, ও রসতত্ত্ব—এই সমস্ত তত্ত্বের সীমা পর্য্যন্ত—এই সমস্ত তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে—শিক্ষা করাইলেন।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত—শ্রীমদ্ভাগবতের সমুদয় সিদ্ধান্তও (মীমাংসাও) শিখাইলেন; অথবা, কৃষ্ণতত্ত্বাদি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের যাহা সিদ্ধান্ত, তৎসমস্ত প্রভু শ্রীরূপকে শিক্ষা দিলেন। ভগবৎকৃপা ব্যতীত কোনও জীবই এই সকল তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে না; এই জন্যই প্রভু শ্রীরূপে পূর্ব্বেই শক্তি-সঞ্চার করিলেন।

১০৬। **শুনিল**—প্রভু শুনিয়াছিলেন। **সঞ্চারিল** শ্রীরূপের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিলেন।

১০৭। **সর্ব্বতত্ত্ব-নিরূপণে**—প্রভুর উপদিষ্ট তত্ত্বাদিকে ভিত্তি করিয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিবার পক্ষে প্রভু শ্রীরূপকে প্রবীণ—বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, নিপুণ করিলেন—শক্তিসঞ্চার করিয়া। প্রভু-প্রদত্ত শক্তির প্রভাবেই প্রভুর উপদিষ্ট তত্ত্বাদিকে ভিত্তি করিয়া পরবর্ত্তী কালে শ্রীরূপ গ্রন্থাদি রচনা করিয়া জগতে কৃষ্ণ তত্ত্বাদি প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১০৮। সমস্ত শিক্ষা শেষ হইয়া গেলে বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য প্রভু শ্রীরূপকে আদেশ করিলেন; শ্রীরূপও প্রভুর আদেশ পালন করিলেন।

এই পয়ারটী কোনও কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

১০৯। **রূপের মিলন ইত্যাদি**—কবি কর্ণপূর স্বরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক-নামক গ্রন্থে মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপের মিলনের কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই উক্তির প্রমাণরূপে কবি কর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় হইতে নিম্নে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১১। অন্বয়। কালেন (কাল-প্রভাবে) বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা (বৃন্দাবনসম্বন্ধীয়-কৃষ্ণলীলাকথা) লুপ্তা (বিলুপ্ত—অপ্রচলিত) ইতি (এজন্য) তাং (তাহাকে—সেই লীলাকথাকে) বিশিষ্য (বিশেষ করিয়া) খ্যাপয়িতুং (জগতে প্রকাশ করার নিমিত্ত) দেবঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব) তত্র (সেই বিষয়ে) এব (ই) রূপং চ (শ্রীরূপকে) সনাতনং চ (এবং সনাতনকে) কৃপামৃতেন (কৃপারূপ জলধারা) অভিষিষেচ (অভিষিক্ত করিলেন)।

তথাহি তত্রৈব (৯।৪২)—

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তর পরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যঃ প্রাগেবেতি। যঃ শ্রীরূপঃ প্রাক্ পূর্ব্বস্মিন্ গৃহাবস্থান-সময় এব ইত্যর্থঃ প্রিয়গুণগণৈঃ শ্রীচৈতন্যগুণসমূহৈঃ গাঢ়বদ্ধোঽপি গেহাধ্যাসাৎগৃহাসক্তেঃ মুক্তঃ সন্ প্রেমালাপৈঃ প্রেমকথনৈঃ দৃঢ়তর-পরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রভোর্দৃঢ়তরৈরালিঙ্গনৈঃ কৃপাভিঃ করণৈঃ অমূর্ত্তঃ পরঃ শৃঙ্গাররসোঽপি মূর্ত্ত ইব মূর্ত্তিমান্ বদেবাভবৎ। প্রয়াগে প্রয়াগক্ষেত্রে তং শ্রীরূপং অনুপমেন তৎকনিষ্ঠভ্রাত্রা সমং সহিতং দেবঃ শ্রীচৈতন্যঃ অনুজগ্রাহ অনুগ্রহং কৃতবান্। শ্লোকমালা ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। কালপ্রভাবে বৃন্দাবন-সম্বন্ধীয় শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা বিলুপ্ত হইলে, শ্রীচৈতন্যদেব পুনরায় তাহাকে বিশেষরূপে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীকে সেই কার্য্যে (লীলা-কথাপ্রচারের কার্য্যে) কৃপামৃতদ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। ১১

তত্র—সেই বিষয়ে; বিলুপ্তা লীলাকথা প্রচারের কার্য্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে অভিষিক্ত করিলেন; রাজাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যেমন রাজকার্য্যের ভার দেওয়া হয়, তদ্রূপ শ্রীরূপ-সনাতনকে লীলা-প্রচার কার্য্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রভু তাঁহাদের উপরে লীলাকথা-প্রচারের ভারই দিলেন। তত্র-শব্দের অর্থ "সেই স্থানে"ও হইতে পারে, "সেই বিষয়ে"ও হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে তত্র-শব্দের অর্থ—"সেই বিষয়ে", "সেই স্থানে" নহে; যেহেতু, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন একই স্থানে প্রভুর কৃপা পান নাই; প্রভু শ্রীরূপকে শিক্ষা দিয়াছেন প্রয়াগে এবং শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দিয়াছেন বারাণসীতে। অন্যভাবেও বিবেচনা করা যায়। শ্রীরূপকে প্রয়াগে এবং তৎপরে শ্রীসনাতনকে কাশীতে উপদেশ দিয়া এবং শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন—"তোমরা বৃন্দাবনে যাও, যাইয়া তত্রত্য লুপ্ততীর্থ-সমূহ উদ্ধার কর, পশ্চিমাঞ্চলে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার কর এবং ভক্তিগ্রন্থাদি প্রণয়ন কর।" তদনুসারে তাঁহারা বৃন্দাবনেই বাস করিয়া প্রভুর আদেশ-অনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন। ভক্তিপ্রচার-বিষয়ে এবং ভক্তিধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহারাই ছিলেন বৃন্দাবনের একচ্ছত্র-সম্রাটের তুল্য সর্ব্বজন-মান্য। প্রভু কৃপা সঞ্চার করিয়া তাঁহাদিগকে এই কার্য্যের জন্যই বরণ করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনের ভক্তিরাজ্যেই তাঁহাদিগকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপ অর্থ-গ্রহণ করিলে শ্লোকস্থ তত্র-শব্দকে স্থানবাচকও মনে করা যায়; তত্র—সেই স্থানে, বৃন্দাবনে, বৃন্দাবনের ভক্তিরাজ্যে। যাহা হউক, কিসের দ্বারা অভিষেক করিলেন? **কৃপামৃতেন**—স্বীয় কৃপারূপ অমৃত (জল) দ্বারা; তাৎপর্য্য এই যে—প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে লীলাকথা প্রচারের শক্তিও দিলেন। অন্যান্য শব্দের অর্থ ২।১৯।১ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১২। অন্বয়। যঃ (যিনি—যে শ্রীরূপ) প্রাক্ (পূর্ব্বে—গৃহে অবস্থান-সময়ে) এব (ই) প্রিয়-গুণগণৈঃ (প্রিয় শ্রীচৈতন্যের গুণসমূহদ্বারা) গাঢ়বদ্ধঃ (দৃঢ়রূপে বদ্ধ) অপি (ও—হইয়াও) গেহাধ্যাসাৎ (গৃহাসক্তি হইতে) মুক্তঃ (মুক্ত), [যস্মিন্] (যাঁহাতে—যে শ্রীরূপে) অমূর্ত্তঃ এব (অমূর্ত্তই—স্বরূপতঃ অমূর্ত্ত) অপি (ও—হইয়াও) পরঃ রসঃ (শ্রেষ্ঠরস—শৃঙ্গার রস) মূর্ত্তঃ (মূর্ত্ত) [বভূব] (হইয়াছিল), অনুপমেন সমং (অনুপমের সহিত) তং শ্রীরূপং (সেই শ্রীরূপকে) দেবঃ (শ্রীচৈতন্যদেব) প্রেমালাপৈঃ (প্রেমালাপ দ্বারা) দৃঢ়তর-পরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ (এবং দৃঢ়তর আলিঙ্গন রঙ্গদ্বারা (প্রয়াগে) প্রয়াগে অনুজগ্রাহ (অনুগ্রহ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। যিনি পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গের গুণাবলীদ্বারা দৃঢ়বদ্ধ হইয়াও, গৃহাসক্তি হইতে বিমুক্ত; এবং শৃঙ্গার-রস স্বরূপতঃ মূর্ত্তিহীন হইলেও, মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই যেন যে শ্রীরূপে প্রকাশিত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অনুপমের (শ্রীবল্লভের) সহিত সেই শ্রীরূপ-গোস্বামীকে প্রেমালাপ ও দৃঢ়-আলিঙ্গনদ্বারা প্রয়াগে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রয়াগে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অনুপমের সহিত শ্রীরূপকে (অর্থাৎ শ্রীরূপকে ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীঅনুপমকে) কৃপা করিয়াছিলেন। কিরূপে কৃপা করিয়াছিলেন? **প্রেমালাপৈঃ**—প্রেমালাপদ্বারা, প্রীতিপূর্ণ কথাবার্ত্তাদ্বারা, অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাঁহাদের সঙ্গে আলাপাদি করিয়া প্রভু তাঁহাদের প্রতি কৃপা দেখাইয়াছিলেন। আর কিরূপে? **দৃঢ়তরপরিষঙ্গরঙ্গৈঃ**--দৃঢ়তর আলিঙ্গনদ্বারা; অন্যকে প্রভু যে ভাবে আলিঙ্গন করেন, তদপেক্ষাও গাঢ়ভাবে—একেবারে যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া- প্রভু তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; এবং এইরূপ আলিঙ্গনের দ্বারা তিনি তাঁহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে কৃপাশক্তিও সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, যে কৃপাশক্তির প্রভাবে স্বরূপতঃ অমূর্ত্ত শৃঙ্গার-রসই যেন শ্রীরূপের মধ্যে মূর্ত্তরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। শৃঙ্গার-রস—কেবল শৃঙ্গার-রস কেন, সকল রসই—স্বরূপতঃ অমূর্ত্ত; রসের কোনও মূর্ত্তি থাকিতে পারে না; কারণ, রস মনের একটা ভাব মাত্র-- কতকগুলি অনুকূল বস্তুর সহিত মিলিত হইলে ইহা যখন চমৎকৃতিজনক আস্বাদ্যতা লাভ করে, তখনই এই ভাবকে রস বলে; ভাবের কোন মূর্ত্তি থাকিতে পারে না। তাই বলা হইয়াছে, শৃঙ্গার-রস **অমূর্ত্ত এব**—অমূর্ত্তই, স্বরূপতঃ অমূর্ত্ত; কিন্তু **অপি**—তথাপি, অমূর্ত্ত হইলেও শ্রীরূপে ইহা **মূর্ত্তঃ ইব**—যেন মূর্ত্ত, যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজিত ছিল। একথা বলার হেতু এই :—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় রসতত্ত্বাদি সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী এতই অভিজ্ঞতা এবং অনুভব লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার গ্রন্থাদিতে শৃঙ্গার-রসটীর একটা মূর্ত্তি যেন ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—শৃঙ্গার-রস-বিষয়ক লীলাসমূহকে তিনি এমন সুন্দর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, সেই বর্ণনা পাঠ করিলে রসিক ভক্তের চক্ষুর সাক্ষাতেই যেন বর্ণনীয় লীলাগুলি জাজ্জ্বল্যমান ভাবে ফুটিয়া উঠে। কোনও জিনিসের মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া তাহা বর্ণনা করিলে বর্ণনাটি যেন পরিস্ফুট হয়, শ্রীরূপের লেখনীতে শৃঙ্গার-রসের বর্ণনাও তদ্রূপই পরিস্ফুট এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; তাই বলা যাইতে পারে—প্রভুর কৃপায় শৃঙ্গার-রস যেন শ্রীরূপের হৃদয়ে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই বিরাজিত ছিল এবং সেই মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়াই যেন শ্রীরূপ তদীয় গ্রন্থাদিতে তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। যাহা হউক, প্রয়াগে ঈদৃশী কৃপালাভের পূর্ব্বে শ্রীরূপের অবস্থা কিরূপ ছিল? **প্রাগেব**—পূর্ব্বেই, প্রয়াগে আমার পূর্ব্বে গৃহে অবস্থান-সময়েই তিনি **প্রিয়গুণগণৈঃ গাঢ়বদ্ধঃ**—তাঁহার প্রাণকোটি-প্রেষ্ঠ-শ্রীচৈতন্যের গুণ-সমূহের দ্বারা গাঢ় বা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিলেন; অনেকগুলি রজ্জু (গুণ) দ্বারা কোনও লোককে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, সেই লোক যেমন আর ছুটিয়া অন্যত্র যাইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের মনোহর গুণরাজীতেও শ্রীরূপ এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্যের চরণ চিন্তা ব্যতীত তাঁহার মন আর অন্য কোনও কার্য্যেই যাইতে পারিত না। এইরূপে শ্রীচৈতন্যের গুণবদ্ধ হইয়াই তিনি **গেহাধ্যাসাৎ**—গৃহে আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যের গুণ-মহিমায় মন একান্তভাবে নিবিষ্ট হওয়ায় সাংসারিক বিষয়ে আর তাঁহার মন একেবারেই যাইত না; কাজেই তিনি বিষয়মুক্ত হইলেন।

শ্লোকে "গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তঃ— গাঢ়বদ্ধ হইয়াও মুক্ত"—এই বাক্যে একটু বিরোধ দেখা যায়; যিনি গাঢ়রূপে বদ্ধ, তিনি আবার কিরূপে মুক্ত হইতে পারেন? কিন্তু এস্থলে বস্তুতঃ কোনওরূপ বিরোধ নাই; শ্রীরূপ গাঢ়রূপে বদ্ধ ছিলেন শ্রীচৈতন্যগুণরাজীতে; গাঢ়বদ্ধ অর্থ—শ্রীচৈতন্যের গুণসমূহে বিশেষরূপে মুগ্ধ; একান্তরূপে গুণমুগ্ধ; ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের গুণমুগ্ধতা কোনওরূপ বন্ধনের হেতু নহে; বরং ইহা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়ারই হেতু; তাই এস্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনওরূপ বিরোধ নাই, ইহা বিরোধাভাসমাত্র—(১।১৬।৭৪ পয়ারের টীকায় বিরোধাভাস অলঙ্কারের লক্ষণ দ্রষ্টব্য)।

তথাহি তত্রৈব (৯।৪৩)—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে
প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাস-রূপে॥ ১৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

প্রিয়স্বরূপে ইতি। প্রভুঃ শ্রীচৈতন্যদেবঃ রূপে রূপগোস্বামিনি প্রেম ততান বিস্তারিতবান্। কথম্ভূতে রূপে? প্রিয়স্বরূপে স্বরূপ-গোস্বামী প্রিয়ঃ যস্য, যদ্বা প্রিয়স্য স্বস্য আত্মীয়স্য স্বয়ংরূপস্য সর্ব্বোৎকর্ষং নিরূপয়তি ইতি প্রিয়স্বরূপ স্তস্মিন্, দয়িতস্বরূপে আত্মপ্রিয়রূপে স্বরূপে স্বস্মাদভিন্নরূপে সহজাভিরূপে সহজং স্বাভাবিকং অভিরূপং মনোজ্ঞং রূপং যস্য তস্মিন্, নিজানুরূপে প্রেম-প্রচারতয়া নিজসদৃশরূপে একরূপে মুখ্যরূপে স্ববিলাসরূপে স্বস্য কৃষ্ণস্য বিলাসং নিরূপয়তি ইতি তথা তস্মিন্। অথবা, প্রেমস্বরূপে প্রেমমূর্ত্তৌ রূপে ততান শক্তিং বিস্তারিতবানিত্যর্থঃ অন্যৎ সমানম্। নন্থ শ্রীস্বরূপ-রামানন্দরায়-প্রভৃতয়ো বহবোঽন্তরঙ্গভক্তাঃ সন্তি, কেবলং শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চারঃ কথমিতি চেত্তত্র এবং সমাধানীয়ম্। যথা পৌর্ণমাসী-নান্দীমুখী-বৃন্দাদয়ঃ শ্রীরাধিকায়াঃ গৌরবস্থানীয়াঃ। জ্যেষ্ঠকল্পাঃ ললিতা বিশাখাদয়ঃ। ততস্তাসাং বিষয়ে কেবলং রহস্যোদ্ঘাটনে শ্রীরাধায়াঃ সঙ্কোচব্যবহারঃ নতু শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদিবিষয়ে। তথা শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীবাস-রামানন্দ-স্বরূপাদয়ঃ শ্রীমহাপ্রভোঃ গৌরবস্থানীয়াঃ এতেষু বিষয়েষু কেবলরহস্যোদ্ঘাটন-সিদ্ধান্ত শাস্ত্র-বর্ণনে শ্রীমহাপ্রভোঃ সঙ্কোচ-ব্যবহারঃ ন তু শ্রীরূপগোস্বামিবিষয়ে সঙ্কোচঃ। অতএব নিঃসঙ্কোচ-স্থানে শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চারঃ। নন্থ ভবতু নাম নিঃসঙ্কোচস্থানে শক্তিসঞ্চারঃ। কিন্তু আধুনিকত্বং দোষায় কল্পতে ইতি চেত্তত্র এবং সমাধানীয়ম্। এতৌ দ্বৌ প্রাচীন-নিজভক্তাবেব ইত্যেবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভোর্বাক্যং তথা দ্বৌ ভ্রাতরৌ মম প্রাণসমৌ তয়োর্দৈন্যেন হৃদয়-বেদনা ভবতীত্যুক্তেরাধুনিকত্বং দোষাপগমঃ; কিন্তু নিজান্তরঙ্গ-ভক্তপরীক্ষার্থমাধুনিকত্বং শক্তিসঞ্চারঃ ন চাধুনিকঃ। তত্র নিজান্তরঙ্গভক্তবাক্যে যথা। প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরীত্যাদৌ মহাপ্রভোর্হৃদয়োদ্ঘাটন-পটুতা রূপস্যৈব লভ্যা নতু অন্যপ্রকার ইতি ভাবঃ। চক্রবর্ত্তী। ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১৩। অন্বয়। প্রিয়স্বরূপে (স্বরূপগোস্বামী যাঁহার প্রিয়, অথবা প্রিয়-নিজের—স্বয়ংরূপের— সর্ব্বোৎকর্ষ যিনি নিরূপণ করেন) দয়িতস্বরূপে (যিনি প্রভুর দয়িতের বা প্রিয়ের স্বরূপতুল্য) স্বরূপে (যিনি স্বতুল্য, যিনি প্রভুর নিজ হইতে অভিন্নরূপ) সহজাভিরূপে (যিনি স্বভাবতঃই মনোজ্ঞ রূপবিশিষ্ট) নিজানুরূপে (প্রেমপ্রচারদ্বারা যিনি প্রভুর নিজের সদৃশ) একরূপে (মুখ্যরূপে, অথবা যাঁহার রূপ প্রভুর রূপেরই তুল্য) স্ববিলাসরূপে (যিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসতত্ত্ব নিরূপণ করেন) রূপে (সেই রূপগোস্বামীতে) প্রভুঃ (শ্রীমন্ মহাপ্রভু) প্রেম (প্রেম) ততান (বিস্তার করিয়াছিলেন)। (এইরূপ অন্বয়ে "ততান"-ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলেন 'প্রভু' এবং কর্ম্ম হইল "প্রেম"। প্রভু প্রেম বিস্তার করিলেন শ্রীরূপে। অন্যান্য শব্দগুলি "রূপে"-শব্দের বিশেষণ)।

অথবা। প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে (যিনি প্রেমের স্বরূপ বা মূর্ত্তি, যিনি মূর্ত্তিমান্ প্রেম) সহজাভিরূপে, নিজানুরূপে একরূপে স্ববিলাসরূপে রূপে প্রভু [শক্তিম্] ততান (শক্তি বিস্তারিত করিয়াছিলেন)। (এস্থলে যে সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইল না, তাহাদের অর্থ পূর্ব্বলিখিত অন্বয়ের অন্তর্গত অর্থেরই অনুরূপ)।

প্রথম অন্বয়ে "প্রেমস্বরূপে" স্থলে দুইটী শব্দ ধরা হইয়াছে "প্রেম" এবং "স্বরূপে"। "প্রেম"-শব্দ হইল "ততান"-ক্রিয়ার কর্ম্ম এবং "স্বরূপে"-শব্দ হইল "রূপে"-শব্দের বিশেষণ। আর, দ্বিতীয় অন্বয়ে "প্রেমস্বরূপে"-কে একটী শব্দ মনে করিয়া "রূপে" শব্দের বিশেষণ করা হইয়াছে। এই অন্বয়ে "ততান" ক্রিয়ার কর্ম্ম-বাচক কোনও শব্দ শ্লোকে নাই; অথচ "ততান" সকর্ম্মক ক্রিয়াপদ; ইহার একটা কর্ম্ম থাকা দরকার; তাই "শক্তিম্"-শব্দ অধ্যাহার করা হইয়াছে; "ততান"-ক্রিয়ার কর্ম্ম হইল "শক্তিম্", যাহা শ্লোকে উহ্য আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। উভয় প্রকার অন্বয়ই শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর টীকার অনুগত।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। স্বরূপগোস্বামী যাঁহার প্রিয়পাত্র (অথবা যিনি স্বয়ংরূপের সর্ব্বোৎকর্ষ-নিরূপণে সমর্থ), যিনি প্রভুর প্রিয়ের স্বরূপতুল্য, যিনি প্রভুর স্বতুল্য বা অভিন্নরূপ, যিনি স্বভাবতঃই মনোরম-রূপবিশিষ্ট, প্রেম-প্রচার-বিষয়ে যিনি প্রভুর নিজেরই তুল্য, যিনি মুখ্যরূপ (বা যাঁহার রূপ প্রভুর রূপেরই তুল্য), যিনি প্রভুর বা শ্রীকৃষ্ণের বিলাসতত্ত্ব-নিরূপণে সমর্থ, সেই শ্রীরূপগোস্বামীতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রেম বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৩

অথবা। স্বরূপগোস্বামী যাঁহার প্রিয়পাত্র (অথবা যিনি স্বয়ংরূপের সর্ব্বোৎকর্ষ-নিরূপণে সমর্থ), যিনি প্রভুর প্রিয়ের রূপতুল্য, যিনি প্রেমের স্বরূপ বা মূর্ত্তি (যিনি মূর্ত্তিমান্ প্রেম-সদৃশ), যিনি স্বভাবতঃই মনোরম-রূপবিশিষ্ট, প্রেম-প্রচার-বিষয়ে যিনি প্রভুর নিজেরই তুল্য, মুখ্যরূপ (বা যাঁহার রূপ প্রভুর রূপেরই তুল্য), যিনি প্রভুর বা শ্রীকৃষ্ণের বিলাসতত্ত্ব-নিরূপণে সমর্থ, সেই শ্রীরূপগোস্বামীতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। ১৩

প্রিয়স্বরূপে—প্রিয় হইয়াছেন স্বরূপ (স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী) যাঁহার; শ্রীপাদস্বরূপ-দামোদর যাঁহার প্রিয়পাত্র। অথবা, প্রিয়-স্ব-এর রূপ (নিরূপণ) করেন যিনি; প্রিয়-স্ব—আত্মীয় নিজরূপ বা স্বয়ংরূপ; তাহার সর্ব্বোৎকর্ষ যিনি নিরূপণ করিতে সমর্থ, তিনি হইলেন প্রিয়স্বরূপ। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ হইল তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়; যেহেতু, সর্ব্বলীলা-মুকুট-মণি রাসাদিলীলার সর্ব্বোৎকর্ষে রস-আস্বাদন একমাত্র স্বয়ংরূপদ্বারাই সম্ভব। আবার, যে সকল অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটেও স্বয়ংরূপ অত্যন্ত প্রিয়। যেহেতু, স্বয়ংরূপের মাধুর্য্যাদিতে তাঁহাদের প্রত্যেকের চিত্তই আকৃষ্ট হয়; "কোটি-ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন।" স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার বিভিন্ন স্বরূপেরও প্রিয় যে রূপ, তাহাই হইল—প্রিয়স্ব, স্বয়ংরূপ। সকলের প্রিয় এই স্বয়ংরূপের সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোৎকর্ষ যিনি নিরূপণ করেন (বা নিরূপণ করিতে সমর্থ) তিনিই হইলেন প্রিয়স্বরূপ। এস্থলে রূপ-শব্দের অর্থ হইল নিরূপণকর্ত্তা, রূপয়তীতি রূপঃ। **দয়িতস্বরূপে**—দয়িতের (প্রিয়ব্যক্তির) স্বরূপ (বা আদর্শ) যিনি; যিনি প্রভুর প্রিয় ব্যক্তির আদর্শতুল্য। **সহজাভিরূপে**—সহজ হইয়াছে অভিরূপ (মনোজ্ঞ রূপ) যাঁহার; যাঁহার রূপ স্বভাবতঃই মনোরম; অথবা মনোরম রূপ যাঁহার সহজাত, জন্মাবধিই যাঁহার রূপ (সৌন্দর্য্য) অত্যন্ত মনোরম। **নিজানুরূপে**—যিনি প্রভুর নিজের অনুরূপ (বা তুল্য); প্রেম-প্রচারাদি-ব্যাপারে যিনি প্রভুরই তুল্য। **একরূপে**- প্রভুর রূপ এবং যাঁহার রূপ একই রকম; যাঁহার রূপ প্রভুর রূপেরই তুল্য। **স্ববিলাসরূপে**—স্ব-এর (নিজের—শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিজের) বিলাস (লীলাতত্ত্বাদি) যিনি নিরূপণ করেন (বা নিরূপণ করিতে সমর্থ)। এস্থলেও রূপ-শব্দের অর্থ নিরূপণকর্ত্তা। **স্বরূপে**—প্রভুর নিজ (স্ব) হইতে অভিন্নরূপে; যিনি প্রভুর অভিন্নরূপ। অথবা, **প্রেমস্বরূপে**—যিনি প্রেমের স্বরূপ বা মূর্ত্তিবিশেষ, মূর্ত্তপ্রেম (দ্বিতীয় রকমের অন্বয়ের অনুরূপ অর্থে)। **সেই রূপে**—শ্রীরূপ-গোস্বামীতে **প্রভুঃ**—শ্রীমন্ মহাপ্রভু **প্রেম ততান**—প্রেম বিস্তার করিলেন (প্রথম অন্বয় অনুসারে); অথবা **শক্তিং ততান**—শক্তি বিস্তার করিলেন (দ্বিতীয় অন্বয় অনুসারে)।

শ্রীরূপগোস্বামীতে প্রভু যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ; প্রেমও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি; সুতরাং উভয়রূপ অন্বয়ে সঞ্চারিত বস্তুর বিষয়ে স্বরূপতঃ পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই।

যাহা হউক, সম্ভবতঃ উল্লিখিত উভয় রকমের অন্বয়ের অর্থাৎ উভয়-রূপ অর্থেরই সার্থকতা আছে। প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনে প্রেম এবং শক্তি এই দুইটী বস্তু সঞ্চারিত করারই প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাঁহাদের দ্বারা বৃন্দাবন-কেলিবার্ত্তার যে রস প্রকটিত করাইবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই রসের অপরোক্ষ অনুভব ব্যতীত তাহা বিবৃত হইতে পারে না এবং অপরোক্ষ অনুভবের জন্য প্রেমের প্রয়োজন। যে প্রেম হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে সেই রসের মনুভব সম্ভব, প্রভু তাঁহাদের মধ্যে সেই প্রেম বিস্তারিত করিলেন। আবার রসের অনুভব লাভ হইলেও তাহার বর্ণনার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তিও তিনি তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন। এইরূপে দেখা যায়, প্রেম এবং রস-বর্ণনার উপযোগিনী শক্তি, এই উভয়-বস্তু সঞ্চারিত করারই প্রয়োজনীয়তা ছিল।

এই মত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ-সনাতনে ॥ ১১০
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ সনাতন সভার কৃপা-গৌরব পাত্র ॥ ১১১
কেহো যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ ॥ ১১২
'কহ—তাহাঁ কৈছে রহে রূপ-সনাতন ?।
কৈছে রহে বৈরাগ্য, কৈছে বা ভোজন ? ॥ ১১৩
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণভজন ?'
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ—। ১১৪
'অনিকেতন দোঁহে রহে, যত বৃক্ষগণ।
একেক-বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন ॥ ১১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এক্ষণে একটী প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, শ্রীরূপ-গোস্বামী হইলেন ব্রজলীলার শ্রীরূপ-মঞ্জরী এবং শ্রীসনাতন-গোস্বামী হইলেন ব্রজলীলার রতিমঞ্জরী (বা লবঙ্গ মঞ্জরী)। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। ১৮০-৮২॥ সুতরাং বৃন্দাবন-কেলিবার্ত্তার নিগূঢ়তম রহস্যও তাঁহারা অবগত আছেন, নিগূঢ়তম লীলারহস্যের রসেরও তাঁহাদের সাক্ষাৎ অনুভব আছে ; তাহার অপরোক্ষ অনুভূতির উপযোগী প্রেমও নিত্য সিদ্ধভাবে তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান। এই অবস্থায় তাঁহাদের মধ্যে আবার নূতন করিয়া প্রেম-সঞ্চারের কি প্রয়োজন ছিল ? ইহার উত্তর এই যে, নরলীলা-সিদ্ধির জন্য এবং জীবশিক্ষার জন্যই ইহা করিতে হইয়াছে। গৌরলীলায় প্রভু তাঁহার পূর্ব্বলীলার পরিকরদিগকে সাংসারিক জীবের বিভিন্ন অবস্থায় স্থাপন করিয়াছেন—ব্যবহারিক জগতের সকল অবস্থায় থাকিয়াই যে ভগবদ্‌ভজন করা যায়, তাহা জগতের জীবকে জানাইবার উদ্দেশ্যে। আবার, এই বিভিন্ন অবস্থা হইতেই প্রকটলীলায় তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে স্বচরণে টানিয়া নিয়াছেন—তাঁহার কৃপাতেই তাঁহার চরণপ্রাপ্তি সম্ভব, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"-এই শ্রুতিবাক্যের সত্যতা প্রত্যক্ষভাবে দেখাইবার উদ্দেশ্যে। ঠিক এই ভাবেই, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনে প্রেম ও শক্তি সঞ্চারিত করিয়া প্রভু দেখাইলেন—তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহ রস অনুভবের উপযোগী প্রেমও লাভ করিতে পারে না এবং রসবর্ণনার সামর্থ্যও লাভ করিতে পারে না। আবার ইহাদের প্রেমের মহিমাও যে কি অপূর্ব্ব, তাহাও প্রভু ইহাদ্বারা দেখাইলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, রায়রামানন্দ, স্বরূপদামোদর প্রভৃতিও প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাঁহারাও প্রভুর পূর্ব্বলীলার পরিকর। কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ব্বলীলার পৌর্ণমাসী, নান্দীমুখী, বৃন্দা প্রভৃতির প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ এবং বয়োজ্যেষ্ঠা বলিয়া ললিতা-বিশাখাদির প্রতিও গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ শ্রীরাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার নিভৃত-নিকুঞ্জ-কেলির সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সঙ্কোচ অনুভব করিতেন, কিন্তু শ্রীরূপ-মঞ্জরী-আদির নিকটে তাহা উদ্‌ঘাটন করিতে তদ্রূপ সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না এবং ইহা হইতেই যেমন শ্রীরূপ-মঞ্জরী-আদির প্রেমের একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে ; তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈত-রায়রামানন্দ-স্বরূপদামোদর-আদির প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ লীলারস-বর্ণনের শক্তি তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত না করিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের মধ্যে সঞ্চারিত করাতেই বুঝা যাইতেছে যে, যে লীলারহস্য ইহাদের দ্বারা প্রভু প্রকটিত করাইতে চাহিয়াছেন, ইহাদের নিকটে তাহার উদ্‌ঘাটনে রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত প্রভুর কোনওরূপ সঙ্কোচ নাই ; ইহাতেই ইহাদের অপূর্ব্ব প্রেম-বৈশিষ্ট্য, প্রেমের এক অপূর্ব্ব মহিমা সূচিত হইতেছে (শ্লোকের চক্রবর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য)।

১০৭—পয়ারোক্তির প্রমাণ এই তিনটী শ্লোক।

১১০। **এইমত**—উল্লিখিত তিনটী শ্লোকের ন্যায়।

১১১। **কৃপা-গৌরবপাত্র**—প্রবীণ বৈষ্ণবদের কৃপার পাত্র এবং নবীন বৈষ্ণবদের গৌরবের (গৌরব-বুদ্ধির) পাত্র।

১১৫। **অনিকেতন**—নিকেতন (বাসগৃহ) নাই যাঁহার ; গৃহহীন। যাঁহার থাকিবার জন্য কোনও ঘরও নাই, কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানও নাই।

বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাহাঁ মাধুকরি।
শুষ্ক রুটি চানা চাবায় ভোগ পরিহরি॥ ১১৬
করোয়া মাত্র হাথে কাঁথা ছিড়া বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥ ১১৭
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন—চারিদণ্ড শয়নে।
নামসঙ্কীর্ত্তনে সেহো নহে কোনদিনে॥ ১১৮
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্যচিন্তন॥' ১১৯
এই কথা শুনি মহান্তের মহা সুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাহাঁ, তাহাঁ কি বিস্ময়?॥ ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতন এক-এক বৃক্ষের নীচে এক এক রাত্রি শয়ন করেন; তাঁহাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই।

১১৬। **বিপ্রগৃহে**—মথুরাবাসী ব্রাহ্মণদের গৃহে। **স্থূলভিক্ষা**—বেশী পরিমাণ (নিজের প্রয়োজন মত) ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ। **কাহাঁ**—কোথাও বা। **মাধুকরি**—মধুকরের (ভ্রমরের বা মধুমক্ষিকার) বৃত্তি। মধুকর যে পুষ্প হইতে মধু গ্রহণ করে, তাহাতে পুষ্পের কোনও কষ্ট হয় না; একটী পুষ্প হইতেই তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত মধু সংগ্রহ করিতে চেষ্টাও করে না; বিন্দু বিন্দু মধুমাত্র গ্রহণ করে। যাঁহারা বৈরাগীর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে; গৃহস্থের নিকট হইতে অধিক গ্রহণের চেষ্টা না করিয়া, গৃহস্থ বিনাকষ্টে সন্তুষ্ট-চিত্তে যাহা দিতে পারে, অল্প অল্প করিয়া তাহাই গ্রহণ করিবেন। ইহাই মাধুকরী বৃত্তি।

শ্রীরূপ-সনাতন কাহারও নিকট স্থূলভিক্ষা চাহিতেন না; প্রচলিত সামাজিক রীতি অনুসারে, অব্রাহ্মণ কেহ তাঁহাদিগকে স্থূলভিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধও করিতেন না। ব্রাহ্মণ কেহ স্থূলভিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলে মধ্যে মধ্যে তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও স্থূলভিক্ষা গ্রহণ করা হইবে না, এরূপ কোনও ভাব তাঁহাদের ছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ, দেহাভিমান হইতেই এই জাতীয় মনোভাব জন্মে। তাঁহাদের দেহাভিমান ছিল না; থাকিলে ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত হইয়াও তাঁহারা নিজেদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিতেন না। অভিমান ভক্তিপথের অন্তরায়।

শুষ্করুটী—তরকারী-আদি ব্যতীত শুখ্‌না রুটী। **চানা**—ছোলা। **ভোগ পরিহরি**—দেহের সুখ-স্বচ্ছন্দতাদির অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়া।

১১৭। **করোয়া**—মাটীর বা লাউর জলপাত্র।

১১৮। শ্রীরূপ-সনাতন দিবারাত্রির মধ্যে মাত্র চারিদণ্ড শয়ন করিতেন; যে দিন নাম-সঙ্কীর্ত্তনে প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়িতেন, সেইদিন এই চারিদণ্ডও ঘুমাইতেন না।

১১৯। **ভক্তিরসশাস্ত্র**—ভক্তিশাস্ত্র ও রসশাস্ত্র।

চৈতন্যকথা ইত্যাদি—শ্রীশ্রীগৌরের লীলা-কথার শ্রবণ-কীর্ত্তন এবং গৌর-লীলার স্মরণও যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের ভজনের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং লীলাতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবাও যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাম্য, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের আচরণে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ২।২২।৯০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ও লিখিয়াছেন—"এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ।"

১১৪-১৫ পয়ারে এবং ১১৭ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে শ্রীরূপ-সনাতনের বৈরাগ্যের বিবরণ, ১১৬ পয়ারে তাঁহাদের আহারের বিবরণ এবং ১১৭ পয়ারের শেষার্দ্ধে ও ১১৮-১৯ পয়ারে তাঁহাদের ভজনের কথা বলা হইয়াছে।

১২০। **মহান্তের**—মহান্ত বৈষ্ণবগণের।

চৈতন্যের কৃপা—শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রধান রাজকর্ম্মচারী ছিলেন; তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল; কত ভোগ-বিলাসে তাঁহাদের দিন কাটিয়াছে; এখন, কিরূপে তাঁহারা এইরূপ কাঙ্গালের ন্যায় জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়াও

চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছে আপনে।
রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥ ১২১

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
ভক্তিসামান্যলহর্য্যাম্ (২)—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া
প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ১৪

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ১২২
প্রভু কহে শুন রূপ! ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ১২৩
পারাবারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি একবিন্দু ॥ ১২৪
এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশীলক্ষযোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥ ১২৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ নিজভক্তিপ্রবর্ত্তনেন কলিযুগপাবনাবতারং বিশেষতঃ স্বাশ্রয়-চরণকমলং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং ভগবন্তং নমস্করোতি হৃদীতি। হৃদ্বিষয়-প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতঃ সন্দর্ভে ইতি শেষঃ। বরাকরূপ ইতি। স্বয়ং দৈন্যেনোক্তং সরস্বতীতু তদসহমানা বরং শ্রেষ্ঠং আ সম্যক্ কায়তি শব্দায়ত ইতি সৎকবিতায়ামপি তৎ প্রেরণয়ৈব প্রবৃত্তি° স্যাম্যান্যথেতি অপেরর্থঃ ইতি তদ্দ্বারেণৈব তমেব স্তাবয়তি। শ্রীজীব। ১৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রফুল্লচিত্তে ভজন-সাধন করিতে সমর্থ হইলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"শ্রীচৈতন্যের কৃপা হইতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে।"

১২১। **রূপ**—শ্রীরূপগোস্বামী। শ্রীরূপগোস্বামী স্বরচিত-ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর মঙ্গলাচরণে তাঁহার প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপার কথা নিজেই লিখিয়াছেন—নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। বরাকরূপঃ (ক্ষুদ্ররূপ) অপি (ও—হইয়াও) অহং (আমি—শ্রীরূপ) হৃদি (হৃদয়ে) যস্য (যাঁহার - যে শ্রীচৈতন্যের) প্রেরণয়া (প্রেরণায়) প্রবর্ত্তিতঃ (গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি), তস্য হরেঃ (সেই হরি) চৈতন্যদেবস্য (শ্রীচৈতন্যদেবের) পদকমলং (চরণ-কমলকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)

অনুবাদ। আমি অতি ক্ষুদ্র হইয়াও হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণা পাইয়া (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-নামক গ্রন্থরচনায়) প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই হরি শ্রীচৈতন্যদেবের চরণকমল আমি বন্দনা করি। ১৪

এই শ্লোক শ্রীরূপের উক্তি ; এই শ্লোকেই তিনি লিখিয়াছেন—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি পাইয়াই তিনি গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন।

১২৩। **সূত্ররূপে**—সংক্ষেপে।

১২৪। **পারাবারশূন্য**—সীমাশূন্য ; অসীম। **গম্ভীর**—অতলস্পর্শ। **ভক্তিরস-সিন্ধু**—ভক্তিরসের সমুদ্র। **চাখাইতে**—অল্পমাত্রায় আস্বাদন করাইতে।

১২৫। **অনন্তজীবগণ**—জীবের সংখ্যা অনন্ত। এই জীব স্ব-স্ব কর্ম্মফলে চৌরাশীলক্ষ-যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। "জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ। কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণঃ দশলক্ষকম্॥ ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ। সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥—জীব নয়লক্ষ বার জলজ-যোনিতে বিশলক্ষ বার স্থাবর-যোনিতে, এগার:লক্ষ বার কৃমি-যোনিতে, দশলক্ষ বার পক্ষি-যোনিতে, ত্রিশলক্ষ বার পশুযোনিতে, এবং চারিলক্ষ বার মানুষ-যোনিতে ভ্রমণ করে ; পরে সাধনবলে সকল যোনি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মযোনি প্রাপ্ত হয়।" বিশেষ বিশেষ কর্ম্মফলানুসারে জীব বিশেষ বিশেষ যোনিতে ভ্রমণ করে ; ইহার কোনও ক্রম নাই।

কেশাগ্র-শতেকভাগ পুন শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥ ১২৬

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৭।৩০ শ্রুতি-
ব্যাখ্যাধৃত-শ্লোকঃ—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সঙ্খ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥ ১৫

তথাহি পঞ্চদশ্যাং চিত্রদীপে (৮১)—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ॥
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ॥ ১৬

তথাহি (ভাঃ ১১'১৬।১১)—

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ॥ ১৭

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৭।৩০)—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥ ১৮॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কেশাগ্রেতি। অয়ং জীবঃ চিৎকণঃ চিৎস্বরূপস্য কণঃ পুঞ্জায়মানাগ্নীনাং স্ফুলিঙ্গো ভবতি যথা। কথম্ভূতঃ কেশাগ্রশতভাগস্য য একভাগঃ পুনঃ তচ্ছতাংশস্যৈকাংশসদৃশঃ সমানাত্মকঃ স্বরূপঃ যস্য সঃ পুনঃ কীদৃশঃ সূক্ষ্মঃ অতি-ক্ষুদ্রঃ স্বরূপো মূর্ত্তির্যস্য সঃ পুনঃ সংখ্যাতীতঃ হি নিশ্চিতম। শ্লোকমালা। ১৫

বালঃ কেশঃ তস্য। শতধাকল্পিতস্য শতাংশকৃতস্য। চক্রবর্ত্তী। ১৬।

সূক্ষ্মোপাধিত্বাৎ দুর্জ্ঞেয়ত্বাচ্চ জীবস্য সূক্ষ্মত্বম্। স্বামী। ১৭

এবং তাবৎ পরমাত্মনঃ সকাশাদবিদ্যাকৃত-কার্য্যোপাধয়স্তদংশা এব জীবা জাতাঃ সংসরন্তো ভজন্তীত্যুক্তম্। তত্র যদ্যেকা অবিদ্যা তদা জীবস্যাপ্যেকত্বাদেকমুক্তৌ সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গঃ। অথবা নানা অবিদ্যাস্তর্হি তৈস্তৈব অংশান্তরেণ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২৬। জীবের স্বরূপ—বলিতেছেন। চুলের অগ্রভাগকে যদি একশত ভাগ করা যায়, ইহার প্রত্যেক ভাগকে যদি আবার একশত ভাগ করা যায়, তাহা হইলে শেষোক্ত প্রত্যেক ভাগ যত সূক্ষ্ম হইবে, স্বরূপতঃ জীবও তত সূক্ষ্ম ; অর্থাৎ জীবের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম। ভগবান্ বিভুচিৎ, আর জীব অণুচিৎ, ভগবানের চিৎকণ অংশ ; জীব অংশ, ভগবান্ অংশী ; জীব নিয়ম্য, ভগবান্ নিয়ন্তা ; জীব শাস্য, ভগবান্ শাস্তা। ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে কয়েকটী শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। অয়ং (এই) জীবঃ (জীব) কেশাগ্রশতভাগস্য (কেশাগ্রের শতভাগের) শতাংশসদৃশাত্মকঃ (শতাংশতুল্য) সূক্ষ্মস্বরূপঃ (সূক্ষ্মস্বরূপ-বিশিষ্ট), সংখ্যাতীতঃ হি (অসংখ্য—অনন্ত), চিৎকণঃ (চিৎকণিকাতুল্য)।

অনুবাদ। কেশাগ্রের যে শতভাগের এক ভাগ, সেই এক ভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্মই জীবের স্বরূপ। ইহা চৈতন্য-স্বরূপের কণাতুল্য এবং সংখ্যায় অনন্ত। ১৫

শ্লো। ১৬। অন্বয়। সঃ (সেই) জীবঃ (জীব) বালাগ্রশতভাগস্য চ (কেশাগ্রের শতভাগের) শতধাকল্পিতস্য (শতাংশের) ভাগঃ (একভাগ) বিজ্ঞেয়ঃ (জানিবে) ; ইতি চ (ইহাই) পরাশ্রুতিঃ (পরাশ্রুতি) আহ (বলেন)।

অনুবাদ। কেশাগ্রের যে শতভাগের এক ভাগ, সেই এক ভাগের শতাংশের তুল্যই জীবকে জানিবে, এই কথা পরাশ্রুতি বলেন। ১৬

শ্লো। ১৭। অন্বয়। অহং (আমি) সূক্ষ্মাণাং (সূক্ষ্মবস্তু সমূহের মধ্যে) অপি (ও) জীবঃ (জীব)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"সূক্ষ্মবস্তু সমূহের মধ্যে আমি জীব।" ১৭

সূক্ষ্মবস্তু-সমূহের মধ্যে সূক্ষ্মতম বস্তুই যে জীব, তাহাই এই স্থানে বলা হইল।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। ধ্রুব (হে নিত্য)! অপরিমিতাঃ (অসংখ্য) ধ্রুবাঃ (এবং নিত্য) তনুভৃতাঃ

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সংসারানপগমাদনির্মোক্ষ ইত্যাদিতর্কবলেন বস্তুত এব নানাত্মনস্তত্র চ তেষামণুত্বে দেহব্যাপি চৈতন্যং ন স্যাৎ। দেহপরিমাণত্বে চ মধ্যমপরিমাণানাং সাবয়বত্বেনানিত্যত্বং স্যাৎ। অতঃ সর্ব্বগতা নিত্যাশ্চেতি কেচন মন্যন্তে। তত্র ন তাবদুক্ত দোষপ্রসঙ্গঃ। অবিদ্যাভেদেন তচ্ছক্তিভেদেন বা বন্ধমুক্তব্যবস্থাসম্ভবাৎ। ঈশ্বরস্য তু ন কেনাপ্যংশেন সংসারশঙ্কেত্যুক্তমেব। প্রসিদ্ধং চাত্মৈক্যং সর্ব্বশ্রুতিষু। কিন্তু ইমং পক্ষমন্তর্য্যামিব্রহ্মাণমপি ন সহতে ইত্যাহ—অপরিমিতা ইতি। বস্তুত এবানন্তা ধ্রুবাস্তেনৈব রূপেণ নিত্যাঃ সর্ব্বগতাশ্চ তনুভৃতো জীবা যদি স্যুস্তর্হি তেষাং সমত্বাৎ শাস্যতা ন ঘটত ইতি কৃত্বা হে ধ্রুব! নিয়মো নিয়মনং ত্বয়া ন স্যাদিতরথা তু ঘটতে। কথম্ যন্ময়মুপাধিতো যদ্বিকারপ্রায়ং যজ্জীবাখ্যমজনি জাতংতত্তস্য স্ববিকারস্যানিয়ন্তৃ নিয়ামকং ভবেৎ। অবিমুচ্যকারণতয়া অপরিত্যজ্য। কিং তৎ। সমমনুস্যূতম্। নন্থ কিং যত্তচ্ছব্দৈর্জ্জায়তে চেদুচ্যতামিদং তদিত্যত আহ—অনুজানতাং যদমতমিতি। জানীম ইতি বদতাং যদমতম-বিজ্ঞাতপ্রায়ম্। অবিষয়ত্বাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ “যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্। অবচনেনৈব প্রোবাচ স হ তূষ্ণীং বভূব” ইত্যাদিঃ। কিন্তু মতস্য জ্ঞাতস্য দুষ্টতয়া দোষশ্রবণাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ “যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষু” ইত্যাদি। তস্মাদ্ যত্তচ্ছব্দাবদ্যোত্যমতর্ক্যং কিমপি সর্ব্বানুস্যূতত্বেন সমং নিয়ন্তৃভবেদিত্যর্থঃ। স্বামী। ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(জীবগণ) যদি (যদি) সর্ব্বগতাঃ (সর্ব্বগত—বিভু—ব্যাপক হয়), তর্হি (তাহা হইলে) শাস্যতা (ঈশ্বর কর্তৃক জীবের শাস্যত্ব) ইতি (এই) নিয়মঃ (নিয়ম) ন (থাকে না), ইতরথা (অন্যথা—জীব যদি সর্ব্বগত না হয়, তাহা হইলে) ন (শাস্যতার অভাব হয় না) ; চ (অধিকন্তু) যন্ময়ং (যাহার বিকাররূপে জীব) অজনি (উৎপন্ন হয়), তৎ (তাহা) অবিমুচ্য (কারণত্বহেতু পরিত্যাগ না করিয়া) নিয়ন্তৃ (নিয়ামক) ভবেৎ (হয়) ; সমং (সম—জীবকে তোমার সমান বলিয়া) অনুজানতাং (যাহারা জানে বা মনে করে, তাহাদের) যৎ (যে—যে মত) [তৎ] (তাহা) মতদুষ্টতয়া (মতদুষ্ট—শাস্ত্রবিরুদ্ধ—বলিয়া) অমতং (দোষযুক্ত)।

অনুবাদ। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—“হে নিত্য! অসংখ্য এবং নিত্য জীবগণ যদি সর্ব্বগত (বা বিভু—ব্যাপক) হয়, তাহা হইলে (জীবও ঈশ্বর তুল্য হইয়া যায় ; তুল্য হইয়া গেলে—জীব যে ঈশ্বরের) শাসনাধীন—এই নিয়ম থাকে না ; কিন্তু অন্যরূপ হইলে অর্থাৎ জীব ব্যাপক না হইয়া সূক্ষ্ম হইলে (উক্ত নিয়মের—জীব ঈশ্বরের শাসনাধীন, এই নিয়মের ব্যাঘাত) হয় না ; অধিকন্তু, যাহার বিকাররূপে জীব বা কার্য্য উৎপন্ন হয়, (অর্থাৎ যে কারণ হইতে কোনও কার্য্য জন্মায়), কারণত্ব ত্যাগ না করিয়াও (কারণরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও) তাহা (সেই কার্য্যের বা জীবের) নিয়ামক হয় (সুতরাং ঈশ্বর হইতে জীবের উৎপত্তি বলিয়া ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য)। (কার্য্যকে কারণের—জীবকে ঈশ্বরের—) সমান মনে করে যাহারা, মতদুষ্ট (বা বেদবিরুদ্ধ বলিয়া) তাহাদের মত দোষযুক্ত। ১৮

তনুভৃতঃ—তনুকে (দেহকে) ধারণ বা আশ্রয় করিয়াছে যাহারা, প্রপঞ্চগত সুখভোগের আশায় যাহারা স্থাবর-জঙ্গমাদি দেহকে আশ্রয় করিয়া জগতে আসিয়াছে, সেই সমস্ত জীব সংখ্যায় **অপরিমিতাঃ**—অসংখ্য ; আবার নিত্য-শ্রীভগবানের চিৎকণ-অংশ বলিয়া তাহারাও **ধ্রুবাঃ**—নিত্যবস্তু ; এরূপ অবস্থায় যদি তাহারা আবার **সর্ব্বগতাঃ**—সর্ব্বত্রই আছে যাহা, তদ্রূপ, অর্থাৎ ব্যাপক বা বিভু হয়, প্রত্যেক জীবই যদি স্বরূপতঃ বিভু বা ব্যাপক হয়, তাহা হইলে জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনও পার্থক্য থাকে না—ঈশ্বর যেমন নিত্য ও বিভু, জীবও তেমন নিত্য ও বিভু হইয়া পড়ে—ঈশ্বর তো বিভু বা ব্যাপক আছেনই, জীবও ব্যাপক হইয়া পড়ে ; এরূপ অবস্থায় **শাস্যতা**—ঈশ্বর কর্তৃক জীবের শাস্যতা, জীব ঈশ্বরের শাসনাধীনে থাকিবে (অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং—ইতি বৈষ্ণব-তোষিণী-টীকাধৃত শ্রুতিবাক্য), **ইতিনিয়মঃ**—এই নিয়ম আর থাকে না ; কিন্তু **ইতরথাঃ**—অন্যরূপ যদি হয়, যদি জীব সর্ব্বগত

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ। জঙ্গমে তির্য্যক জল-স্থল-চর-বিভেদ॥ ১২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(বা বিভু বা ব্যাপক) না হয়—যদি জীব সূক্ষ্ম বা ব্যাপ্য হয়, তাহা হইলে উক্ত নিয়মের ব্যাঘাত হয় না—ঈশ্বর যে জীবের শাস্তা—এই শ্রুতিবিহিত নিয়ম ঠিক থাকিতে পারে; শ্রুতিবাক্যের যখন অন্যথা হইতে পারে না এবং শ্রুতি যখন বলিতেছেন—ঈশ্বর জীবের শাস্তা, তখন জীব বিভু বা ব্যাপক হইতে পারে না; কারণ, জীব ব্যাপক হইলে ঈশ্বর কর্ত্তৃক শাসনীয় হইতে পারে না; বস্তুতঃ ঈশ্বরই জীবের নিয়ামক; কারণ যস্মাৎ অজনি—যাহার বিকাররূপে কোনও কার্য্য জন্মায়, যে কারণ হইতে কোনও কার্য্যের উদ্ভব হয়, তাহা (সেই কারণ) অবিমুচ্য—কারণত্বকে পরিত্যাগ না করিয়া সেই কার্য্যের নিয়ন্তা—নিয়ামক হইয়া থাকে; কারণই কার্য্যের নিয়ামক; জীবরূপ কার্য্য যখন ঈশ্বররূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—তৈত্তিরীয় ৩।১), তখন ঈশ্বরই হইলেন জীবের নিয়ন্তা—শাস্তা। এইরূপে ঈশ্বর জীবের নিয়ন্তা হওয়াতে জীব ব্যাপক বা সর্ব্বগত হইতে পারে না; কার্য্য ও কারণে, জীবে ও ঈশ্বরে সমং—সমান বলিয়া অনুজানতাং—যাহারা জানে বা মনে করে, তাহাদের মত অশ্রদ্ধেয়; কারণ, ইহা মতদুষ্টতয়া—মতদুষ্টতাহেতু, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া অমতং—দোষযুক্ত।

এই শ্লোকে যুক্তি-প্রমাণদ্বারা দেখান হইল যে, জীব ব্যাপক নহে, বিভু নহে; ইহা ক্ষুদ্র; কিন্তু কতটুকু ক্ষুদ্র? জীব যে দেহকে আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, ইহা কি সেই দেহের সমান? না, তাহাও হইতে পারে না; যদি মনে করা যায়—জীবের পরিমাণ দেহের পরিমাণের সমান, তাহা হইলে জীবের মধ্যে অনিত্যত্ব আসিয়া পড়ে। কারণ, একই জীব কর্ম্মফলানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে—মানুষ হয়, পশু হয়, পক্ষী হয়, কীট-পতঙ্গ হয়, বৃক্ষলতাদি হয়; এইরূপে একই জীব ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণযুক্ত দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে—কখনও ক্ষুদ্রতম কীটের দেহকেও আশ্রয় করে, আবার কখনও বৃহত্তম জন্তুর দেহকেও আশ্রয় করে; দেহ-পরিমিতই যদি জীব হয়, তাহা হইলে যে জীব হস্তীর বা মানুষের দেহকে আশ্রয় করিয়াছে, ক্ষুদ্র কীটের দেহে তাহার স্থান সঙ্কুলান হইবে না; আবার কীটের দেহকে যে আশ্রয় করিয়াছে, মানুষের দেহের সর্ব্বত্র সে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না; অথবা একই জীবকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেহকে আশ্রয় করার জন্য বিভিন্ন পরিমাণ বা আয়তন গ্রহণ করিতে হয়। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে জীবের পরিমাণের বা আয়তনের নিত্যত্ব থাকে না; কিন্তু নিত্যবস্তুর মধ্যে কোনওরূপ অনিত্যত্বই সম্ভবে না। তাই দেহের পরিমাণেই জীবের পরিমাণ—জীবের পরিমাণ বা আয়তন মধ্যম—এই মতও গ্রহণীয় হইতে পারে না। তাহা হইলে জীবের আয়তন কিরূপ? ইহা অতি সূক্ষ্ম, পরমাণুতুল্য ক্ষুদ্র। তাহা হইলে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—জীব স্বরূপতঃ যদি অতি সূক্ষ্ম, পরমাণুতুল্য ক্ষুদ্রই হয়, তাহা হইলে সমস্ত দেহে চৈতন্যের সঞ্চার হয় কিরূপে? দেহে নিজের চেতনাশক্তি নাই; চিৎকণ জীবস্বরূপ হইতেই দেহের চেতনাশক্তি; কিন্তু অণুতুল্য ক্ষুদ্রজীব তো দেহের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে পড়িয়া থাকে—তাহাতে সমস্ত দেহে চেতনা-শক্তি বিস্তারিত হয় কিরূপে? উত্তর—গৃহের একস্থানে মাত্র দীপ থাকে; কিন্তু তাহা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমস্ত গৃহকে আলোকিত করিয়া থাকে; দেহের একস্থানে যদি হরিচন্দনের স্পর্শ হয়, তাহা সমস্ত দেহে স্নিগ্ধতা বিস্তার করে; তদ্রূপ, অণুপরিমিত জীবও দেহের এক অংশে থাকিয়া স্বীয় চেতনারূপ প্রভাবের দ্বারা সমস্ত দেহকে ব্যাপিয়া রাখে—দেহের সর্ব্বত্র তাহার চেতনাকে সঞ্চারিত করিয়া থাকে। অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষঃ॥ তোষণীধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন॥" ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তাহা হইলে দেখা গেল—জীব স্বরূপতঃ বিভুও নয়, মধ্যমাকারও নয়; পরন্তু জীব অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম বস্তু।

১২৬-পয়ারোক্তির প্রমাণ হইল ১৫-১৮ শ্লোক।

১২৭। **তার মধ্যে**—অনন্ত জীবের মধ্যে। **স্থাবর**—যাহারা চলাফেরা করিতে পারে না, বৃক্ষাদি। **জঙ্গম**—যাহারা চলাফেরা করিতে পারে; যেমন মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি।

তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর ॥ ১২৮
বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥ ১২৯
ধর্ম্মাচারিগণ মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটিকর্ম্মনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥ ১৩০
কোটিজ্ঞানিমধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥ ১৩১
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম,—অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি 'অশান্ত' ॥ ১৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দুইভেদ—জীব সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ধিভক্ত, স্থাবর ও জঙ্গম। জঙ্গম-জীব আবার এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত—তির্য্যক্, জলচর ও স্থলচর। **তির্য্যক্**—পশু-পক্ষী আদি। **জলচর**—মৎস্যাদি—যাহারা জলে বাস করে। **স্থলচর**—মনুষ্যাদি, যাহারা স্থলে বাস করে।

১২৮। অনন্তকোটি জীবের মধ্যে স্থাবর বাদ দিয়া জঙ্গমের মধ্যেও তির্য্যকাদিকে বাদ দিলে মানুষের সংখ্যা থাকে সমস্ত জীবমণ্ডলীর তুলনায়—অতি অল্প; এই অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে আবার ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর প্রভৃতি জাতিও আছে—ইহারা বেদ মানে না। ইহাদের ছাড়িয়া দিলে বাকী যে মানুষ থাকে—যাহারা বেদ মানে—তাহাদের সংখ্যা আরও অল্প।

১২৯। এইরূপে অতি অল্পসংখ্যক যে কয়জন বেদ মানে বলিয়া বলে, তাহাদের মধ্যেও আবার অর্দ্ধেক পরিমাণ (অনেক) লোক বেদকে কেবল মুখেই মানে, প্রাণে মানে না—মানে বলিয়া মুখে বলে, কিন্তু বেদের বিধি অনুসারে ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে না; বেদ-নিষিদ্ধ পাপকর্ম্মও করে।

১৩০। যে কয়জন বেদবিহিত ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদের মধ্যে আবার অনেকেই স্বর্গাদি সুখ-ভোগের উদ্দেশ্যেই তত্তৎ ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে—স্বসুখানুসন্ধানেই তাহারা ব্যাপৃত। এইরূপ স্বসুখানুসন্ধানে রত কোটি কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিও যেখানে, সেখানেও একজন জ্ঞানী পাওয়া যায় না; কিন্তু যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে কোটি কর্ম্মী অপেক্ষাও এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ; কারণ জ্ঞানী জীব-ব্রহ্মের অভেদ চিন্তা করিলেও কেবল অনিত্য-স্বর্গাদির চিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন না এবং প্রকৃত জ্ঞানী স্বীয় অভীষ্ট সাযুজ্য-মুক্তি পাওয়ার নিমিত্ত করিলেও ভগবান্‌কে ভক্তি করিয়া থাকেন; কারণ, ভক্তির কৃপাব্যতীত কেবল জ্ঞান কাহাকেও মুক্তি দিতে পারে না (২।২২।১৬)।

জ্ঞানী—ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্যকামী জ্ঞানমার্গের সাধক।

১৩১। কোটি কোটি জ্ঞানমার্গের সাধকের মধ্যেও হয়তো একজনই মাত্র মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারেন; অর্থাৎ সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, এইরূপ সাধক নিতান্ত অল্প। (মুমুক্ষাণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি। শ্রীভা. ৬।১৪।৪।) আবার এইরূপে যাঁহারা জীবন্মুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের কোটি সংখ্যার মধ্যেও কৃষ্ণভক্ত একজন পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

অথবা, কোটি কোটি লোক যেখানে জ্ঞানমার্গের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, সেখানেও একজন প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১২৭-৩১ পয়ারে ইহাই দেখান হইল যে—অনন্তকোটি জীবের কথাতো দূরে, কেবল মানুষের মধ্যেও কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা অতি সামান্য।

১৩২। **নিষ্কাম**—কামনাশূন্য। নিজ সুখের বাসনাকে কাম বলে; ইহা যাহাদের নাই, তাহারা নিষ্কাম। **শান্ত**—আত্মসুখ-বাসনায় চিত্ত চঞ্চল হয়, কৃষ্ণভক্তের আত্মসুখ-বাসনা নাই; সুতরাং তাঁহাদের মনেরও চঞ্চলতা নাই। তাঁহাদের মন স্থির, ধীর, এজন্য তাঁহারা শান্ত। অথবা, শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ-বুদ্ধিকে শম বলে; "শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ"—এই বুদ্ধি বা শম যাঁদের আছে, তাঁরাই শান্ত; কৃষ্ণভক্তের বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠ; অতএব শ্রীকৃষ্ণভক্ত শান্ত।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—যারা বিষয়াদি বা স্বর্গাদি ভোগ চায়, যারা সালোক্যাদি-মুক্তি চায় বা যারা অণিমাদি সিদ্ধি চায়, তাহারা সকলেই আত্মসুখের জন্য কিছু চায়; এই আত্মসুখবাসনায় তাদের মন চঞ্চল থাকে, অস্থির থাকে; এজন্য তারা অশান্ত। অথবা তাহাদের বুদ্ধি সর্ব্বদা আত্মসুখেরই বা স্বীয় দুঃখ-নিবৃত্তিরই অনুসরণ করে, এজন্য তাদের শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠ বুদ্ধি থাকিতে পারে না, কাজেই তাহারা অশান্ত।

সিদ্ধি—অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি; যথা—(১) অণিমা, (২) লঘিমা, (৩) মহিমা, (৪) প্রাপ্তি, (৫) ঈশিত্ব, (৬) বশিত্ব, (৭) প্রকাম্য ও (৮) কামাবসায়িতা। অণুর মত ক্ষুদ্র হইতে পারার নাম অণিমা; অণিমাদ্বারা এত ছোট হওয়া যায় যে, পাথরের মধ্যেও প্রবেশ করা যায়। অত্যন্ত লঘু বা হাল্‌কা হইতে পারার নাম লঘিমা; লঘিমা-সিদ্ধি হইতে লোক এত হাল্‌কা হইতে পারে যে, যেন সূর্য্যকিরণকে ধারণ করিয়াও উপরের দিকে উঠিয়া যাইতে পারে। খুব বড় হইতে পারার নাম মহিমা: ইহাদ্বারা সাধক নিজের আকৃতিকে পর্ব্বতের ন্যায়ও বড় করিতে পারেন। যে সিদ্ধির প্রভাবে, যখন যাহা ইচ্ছা, তাহাকেই—এমন কি আকাশের চন্দ্রকে পর্য্যন্তও—স্পর্শ করিতে পারা যায়, তাহার নাম প্রাপ্তি। যে সিদ্ধির প্রভাবে ভূত-ভৌতিকের সৃষ্টি-আদি করা যায়, তাহার নাম ঈশিত্ব। যে সিদ্ধিদ্বারা ভূত-ভৌতিককে বশীভূত করিতে পারা যায়, তাহার নাম বশিত্ব। যে সিদ্ধিদ্বারা সমস্ত ইচ্ছাই—এমন কি মাটীর মধ্যেও জলের মধ্যের ন্যায় ডুব দেওয়ার ইচ্ছা পর্য্যন্তও—পূর্ণ করিতে পারা যায়, তাহার নাম প্রকাম্য। আর, যে সিদ্ধিদ্বারা সত্যসঙ্কল্পত্ব লাভ হয়—যেমন সঙ্কল্প, তেমন কাজই করা যায়, এমন কি দগ্ধবীজ হইতেও অঙ্কুর উৎপাদন করা যায় তাহাকে বলে কামাবসায়িতা।

ভুক্তি—পরকালের স্বর্গাদি ভোগ বা ইহকালের সুখভোগ। মুক্তি—সালোক্যাদি পঞ্চবিধামুক্তি (১।৩।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রশ্ন হইতে পারে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্য মুক্তিতে ধামোচিত ঐশ্বর্য্যাদির কামনা থাকিতে পারে বলিয়া এই চতুর্ব্বিধা মুক্তি যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহাদের চিত্তচাঞ্চল্য হয়তো জন্মিতে পারে; কিন্তু সাযুজ্যমুক্তিতে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই যখন থাকে না, তখন স্বসুখ-বাসনার অবকাশও থাকিতে পারে না; সুতরাং সাযুজ্যমুক্তিকামী চঞ্চল বা অশান্ত কেন হইবেন? সাযুজ্যমুক্তি-কামীর স্বসুখ-বাসনা নাই বটে; কিন্তু স্বদুঃখ-নিবৃত্তির বাসনা আছে—সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের আকাঙ্ক্ষাই সাযুজ্য-মুক্তির সাধনে লোককে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে; সুতরাং এইরূপ সাধনের মূলেই হইল নিজের জন্য কিছু একটার—দুঃখ নিবৃত্তির—জন্য আকাঙ্ক্ষা; এইরূপ আকাঙ্ক্ষাও কাম; নিজের জন্য কিছু চাহিলেই তাহা কাম হইবে, তাহাই চিত্তের চঞ্চলতা জন্মাইবে। আর যদি বলা যায়—দুঃখ-নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে সাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া যদি ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া ব্রহ্ম হইয়া যাওয়ার অভিপ্রায়েই সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যায়? তাহা হইলেও নিজের জন্য একটা কিছুর কামনা—ব্রহ্মত্ব লাভের গৌরবের কামনাই—হইল সাধনের প্রবর্ত্তক; সুতরাং ইহাও চিত্ত-চাঞ্চল্যজনক কামই। দুঃখ-নিবৃত্তির অথবা ব্রহ্মত্ব লাভের গৌরবের কামনা সাধনের শেষ অবস্থায়ও থাকিয়া যায়; কারণ, এই কামনাকে অপসারিত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করার পক্ষে অন্য কোনও উদ্দেশ্যও সাযুজ্যকামীর থাকিতে পারে না; সুতরাং সকল সময়েই জ্ঞানমার্গের সাধকের সাধনের প্রবর্ত্তক থাকে নিজের জন্য একটা কিছু প্রাপ্তির বাসনা; শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠবুদ্ধিও এরূপ সাধকের থাকে না; তাই সাযুজ্য-মুক্তিকামীকেও অশান্ত বলা হইয়াছে।

বিশেষতঃ, যে পর্য্যন্ত একটা নিত্য, অচঞ্চল, সর্ব্বগ্রাসী এবং অনন্ত বৈচিত্রীময় আনন্দের সন্ধান জীব না পায়, যে পর্য্যন্ত সেই আনন্দে চিত্তের নিবিড় আবিষ্টতা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত চিত্তের চঞ্চলতার—এদিক-ওদিক ছুটাছুটির—নিবৃত্তি সম্ভব নয়। এই জাতীয় আনন্দ কেবলমাত্র ভক্তিতেই—লীলারস-আস্বাদনেই সম্ভব। এই ভক্তিসুখের আস্বাদন, লীলারসের আস্বাদন, যিনি পাইয়াছেন, ব্রহ্মানন্দও তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না; কিন্তু এই ভক্তিসুখ—লীলারসের আস্বাদন—ব্রহ্মজ্ঞানীর চিত্তকেও আকৃষ্ট করিয়া থাকে। “ব্রহ্মানন্দ হৈতে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পূর্ণানন্দ লীলারস। ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥ ২।১৭।১৩১ ॥” ইহাতেই বুঝা যায়, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মানন্দে অচঞ্চল থাকিতে পারেন ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি অশেষ-রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ-লীলাদির কথা না শুনেন। শুক-সনকাদিই তাহার প্রমাণ। “জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি হয় ব্রহ্মময়। কৃষ্ণ-গুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ২।২৪।৮১ ॥ নব যোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী। বিধি-শিব-নারদমুখে কৃষ্ণগুণ শুনি ॥ গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন। ২।২৪.৮৪-৮৫ ॥” সুতরাং কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত, ভক্তিরাণীর সম্যক্ কৃপা না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তিকামীর—এমন কি, ব্রহ্মানন্দীরও চিত্তচাঞ্চল্যের সম্ভাবনা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার চিত্তও অশান্ত। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তিবাসনা হৃদয়ে থাকে, সে পর্য্যন্ত ভক্তিরাণীর কৃপা—ভক্তি-সুখ—সম্ভব নয়, সে পর্য্যন্তই চিত্ত অশান্ত থাকিবে। “ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ. র. সি. ১।২।১৫।” এ সমস্ত কারণেই সাযুজ্য-মুক্তিকামীকে অশান্ত বলা হইয়াছে।

যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধক, দুঃখনিবৃত্তির বা কৃষ্ণসেবাসুখের কামনা তাঁহাদেরও সাধনের প্রবর্ত্তক হইতে পারে; সুতরাং প্রারম্ভে স্বীয়-দুঃখ-নিবৃত্তির বা স্বীয়-সুখের বাসনা—নিজের জন্য কিছু একটার বাসনা—তাঁহাদেরও থাকিতে পারে এবং অধিকাংশ স্থলেই এরূপ বাসনাই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধনের প্রবর্ত্তক হয়; কিন্তু এইরূপ বাসনা যতদিন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত এতাদৃশ ভক্তিমার্গের সাধককেও নিষ্কাম বলা যায় না—সুতরাং শান্তও বলা যায় না; বস্তুতঃ, ততদিন পর্য্যন্ত ঐরূপ সাধকের হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাবও হইতে পারে না; “ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ. র. সি. ১।২।১৫ ॥” কিন্তু ঐকান্তিকভাবে ভজন করিতে করিতে ভগবানের কৃপায় ভক্তিমার্গের সাধকের উক্তরূপ কামনা দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে; তৎস্থলে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনা—যে বাসনার মূলে নিজের জন্য কোনও কিছুই নাই, এমন কি আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবার স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ আপনা-আপনিই যে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সুখ ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া পড়ে, সেই সুখের অনুসন্ধানও নাই—যে বাসনার মূলে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখ—নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়াও, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনই যে সেবার উদ্দেশ্য, সে সেবার বাসনা—আসিয়া সমগ্র হৃদয়কে জুড়িয়া বসিতে পারে; “কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে। কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥ ২।২২।২৭ ॥” এইরূপ অবস্থায় সাধক যখন উপনীত হয়েন, তখনই তাঁহার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব সম্ভব এবং তখনই তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণভক্ত বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন। (ভক্তের লক্ষণ ১।১।৩১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)। এইরূপ কৃষ্ণভক্ত যে নিষ্কাম এবং শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠবুদ্ধিযুক্ত—সুতরাং শান্ত—অচঞ্চল—তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। আবার, এইরূপ কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা যে খুব বেশী থাকিতে পারে না, তাহাও সহজেই অনুমেয়।

ইহকালের বা পরকালের সুখভোগের উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ লোক (কর্ম্মনিষ্ঠ) সাধনে প্রবৃত্ত হয়; কারণ, দেহের সুখের জন্যই মায়াবদ্ধ জীব লালায়িত। ইহকালের বা পরকালের সুখভোগের বাসনা ত্যাগ করিয়া কেবল দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে, জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার পাওয়ার বাসনায়, অথবা ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তির গৌরবলাভের বাসনায় যাঁহারা (জ্ঞাননিষ্ঠ) সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম; কারণ, দেহের সুখভোগে অভ্যস্ত লোকসমূহের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই ভবিষ্যৎ (পরকালের) সুখভোগের বাসনা ত্যাগ করিতে পারে, কিম্বা সুখভোগের উপায়-স্বরূপ দেহের বিলোপ কামনা করিতে পারে। তাই, জ্ঞানমার্গের সাধকের সংখ্যা কর্ম্মমার্গের সাধক অপেক্ষা অনেক কম (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩০ পয়ার)। কিন্তু পরের জন্য আত্মত্যাগ করিতে পারে—এরূপ লোক জগতে অতি বিরল। সংসারে অনেক দুঃখ-দৈন্য আমরা দেখি; এরূপ দুঃখ-দৈন্যে ক্লিষ্ট লোকদের দুরবস্থা দেখিলে যাঁদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নহে; যাঁদের প্রাণ কাঁদিয়াও উঠে, তাঁদের মধ্যেও খুব কম লোকই দৈন্য-পীড়িত লোকদের

তথাহি (ভা. ৬।১৪।৫)—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্ল্লভ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ১৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মুক্তানাং প্রাকৃতশরীরস্থত্বেঽপি তদভিমানশূন্যানাম্। সিদ্ধানাং প্রাপ্তসালোক্যাদীনাঞ্চ কোটিষ্বপি মধ্যে নারায়ণসেবামাত্রাকাঙ্ক্ষী সুদুর্ল্লভঃ। প্রশান্তাত্মা সর্ব্বোপদ্রবরহিতঃ। শ্রীজীব।

মুক্তানামপি মধ্যে কশ্চিদেব সিধ্যতীতি। তত্রৈতদুক্তং ভবতি। মোক্ষসাধনবন্তোঽপি বহবো মুক্তা ন ভবন্তি কিন্তু কেচিদেব; মুক্তা অপি সর্ব্বে সিদ্ধা ন ভবন্তি কেচিদেব। জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥ ইত্যাদ্যুক্তেঃ চ ॥ সিদ্ধাঃ সন্নিহিতসাযুজ্যাঃ এবোচ্যন্তে তেষাং মধ্যে নারায়ণপরায়ণ ইতি নির্দ্ধারণানুপপত্তেঃ ষষ্ঠীয়ং পঞ্চম্যর্থ এব। ততশ্চ মুক্তেভ্যঃ সিদ্ধেভ্যশ্চ সকাশাৎ নারায়ণপরায়ণঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সুদুর্ল্লভঃ। চক্রবর্ত্তী। ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাহায্য করিতে চেষ্টিত ; যাঁহারা এরূপ সাহায্য করিতে চেষ্টিত, তাঁদের মধ্যে— যাঁরা নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ সুবিধা ত্যাগ করিয়াও ঐরূপ সাহায্য করিতে উৎসুক, তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এইরূপে দেখা যায়— এই জগতে, যেখানে প্রত্যক্ষভাবে অন্যের দুঃখদৈন্য দেখিয়া পরসেবায় প্রবৃত্ত হওয়ার একটা হেতু পাওয়া যায়—সেবার জন্য হৃদয়ে সাড়া দেওয়ার মত প্রকট দুঃখ-দৈন্যাদিও দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যেখানে নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতাদি ভুলিবার সুযোগও যথেষ্ট পাওয়া যায়, সেখানেও আপন-ভুলিয়া পরসেবায় রত হইতে পারে, এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। আর শ্রীকৃষ্ণসেবার কথা কিইবা বলা যায়। মায়ামুগ্ধ জীব আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখি না ; শাস্ত্রাদিতে তাঁর কথা শুনি মাত্র ; তবে ইহাও শুনি যে, এই সংসারের মত কোনও দুঃখ-দৈন্যই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না— তিনি আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বদাই আনন্দরস-সমুদ্রে নিমগ্ন ; সুতরাং জীবের যে বৃত্তি— করুণা— এই সংসারে তাহাকে পরসেবার নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ করে, শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে সেই বৃত্তির নিকট হইতে কোনরূপ সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, তদ্বিষয়েও সন্দেহ জন্মিতে পারে। ভবিষ্যতে—হয়তো বহু বহু জন্মের সাধনার ফলে কোনও এক সুদূরভবিষ্যতে—শ্রীকৃষ্ণসেবাজনিত সুখের আশায় বর্ত্তমান সুখ-সুবিধাদি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার লোক— সংসারে পরের দুঃখদৈন্য-মোচনের উদ্দেশ্যে যাঁরা স্বার্থাদি ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁদের অপেক্ষা— সংখ্যায় অনেক কমই হইবে ; কারণ, প্রথমতঃ যাঁহারা সংসারে পরসেবায় রত হয়েন, কতকগুলি লোক যে তাঁহাদের সাহায্য ও সেবা পাইয়া উপকৃত ও সুখী হইতেছে, তাহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন ; সুতরাং সেবার কার্য্যে তাঁহারা উৎসাহ ও প্রেরণা পাইতে পারেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভজনে যাঁহারা প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের ভজন যে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করিতেছেন, তদ্দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইতেছেন—গ্রন্থাদির কথা ছাড়া— তাহার কোনও প্রত্যক্ষ নিদর্শনই সাধারণতঃ তাঁহারা পাইতে পারেন না ; তাহাতে ভজনের উৎসাহাদি শিথিল হইয়া পড়িতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ভজন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কোনও সময়ে যে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যাইতে পারে—ইহা কেবল শাস্ত্রাদি হইতেই জানিতে পারা যায় ; কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস অনেকেরই নাই বলিয়া অনেকেই শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তিকে অনিশ্চিত বলিয়া মনে করে ; অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত— সাক্ষাতে প্রাপ্ত—সংসারসুখকে পরিত্যাগ করিতে অতি অল্প লোকই অগ্রসর হয়। এসমস্ত কারণে, শ্রীকৃষ্ণসেবাসুখের লোভেও যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। আর, সেবাসুখের লোভ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্যই যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের ভজনের প্রবর্ত্তক হইতেছে—কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভ ; এই লোভ আরও অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই থাকিবার সম্ভাবনা। তাই বলা হইয়াছে "দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।" (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩১ পয়ার)।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। মহামুনে (হে মহামুনে)! মুক্তানাং (জীবন্মুক্তদিগের) সিদ্ধানাং (এবং সন্নিহিত-

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাযুজ্যদিগের) অপি (ও) কোটিষু (কোটিজনের মধ্যে অর্থাৎ কোটিজন হইতে) অপি (ও) প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচিত্ত) নারায়ণ-পরায়ণঃ (নারায়ণ-সেবাপরায়ণ) সুদুর্লভঃ (সুদুর্লভ)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেবের প্রতি পরীক্ষিৎ-মহারাজ বলিলেন—"হে মহামুনে ! যাঁহারা জীবন্মুক্ত এবং যাঁহাদের সাযুজ্যমুক্তি নিকটবর্ত্তিনী, তাঁহাদের কোটিজন হইতেও (শ্রেষ্ঠত্বহেতু) নারায়ণের সেবাপরায়ণ একজন ভক্ত সুদুর্লভ।" (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকানুযায়ী অনুবাদ)। ১৯

মুক্তানাং—(জ্ঞানমার্গের সাধনের প্রভাবে) প্রাকৃত-শরীরে অবস্থিত থাকিয়াও দেহাদির অভিমানশূন্য ব্যক্তিদিগের ; জীবন্মুক্তদিগের। **সিদ্ধানাং**—সাধনে যাঁহারা সিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, দেহান্তেই যাঁহারা সাযুজ্যমুক্তি পাইবেন, এইরূপ ব্যক্তিদের। শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন "মুক্তানাং" ও "সিদ্ধানাং" শব্দদ্বয়ে পঞ্চমীর অর্থেই ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে—ভক্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া মুক্ত ও সিদ্ধগণ হইতেও নারায়ণ-সেবা-পরায়ণ দুর্লভ। "মুক্তেভ্যঃ সিদ্ধেভ্যশ্চ সকাশাৎ নারায়ণপরায়ণঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সুদুর্লভঃ।" অর্থাৎ যেখানে কোটিজন জীবন্মুক্ত বা কোটিজন জ্ঞানমার্গের সাধনসিদ্ধ ব্যক্তি পাওয়া যায়, সেখানেও একজন ভক্ত সুদুর্লভ,—কোটিজন জীবন্মুক্ত বা সিদ্ধ ব্যক্তি হইতেও একজন নারায়ণ-সেবা-পরায়ণ ভক্ত শ্রেষ্ঠ—ইহাই তাৎপর্য্য।

১৩১ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৩৩। ১২৭-৩২ পয়ারে কৃষ্ণভক্তির সুদুর্লভত্ব বলিয়া কিরূপে তাহা পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই বলিতেছেন। মহৎ-কৃপাতেই ইহা পাওয়া যাইতে পারে। সাধুসঙ্গে মহৎ-কৃপা লাভ হইলে তাহার প্রভাবে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা, ভজনে প্রবৃত্তি-আদি জন্মে ; ভজনে প্রবৃত্তি জন্মিলে জীব ভজন করিতে আরম্ভ করে ; ভজনের সঙ্গে সঙ্গে মহৎকৃপা স্বীয় শক্তিতে ভজন-প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে, তাহাতে এই ভজন প্রবৃত্তি ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তির স্তরে উন্নীত হয় এবং অবশেষে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করে এবং অবশেষে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাবাসনারূপ প্রেমে পরিণত হয়।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে—ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে। **ভাগ্যবান্ জীব**—মহৎ-কৃপায় কৃষ্ণভক্তিতে যাঁহার শ্রদ্ধাদি জন্মিবার উপক্রম হইয়াছে, তাদৃশ জীব। (টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। **গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে**—গুরুকৃপায় বা কৃষ্ণকৃপায় ; মহৎ-কৃপায় (টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

ভক্তিলতা-বীজ—মহৎ-কৃপাশ্রিতা ভজনাকাঙ্ক্ষা।

পরবর্ত্তী পয়ার সমূহ হইতে জানা যায়, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানরূপ জলসেকের দ্বারা এই ভক্তি-লতাবীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয় এবং অবশেষে ফুলেফলে পরিশোভিত হইয়া সার্থকতা লাভ করে। আবার, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই হইল এই ভক্তিলতার ফল। ফলের অঙ্কুর জন্মে ফুলে ; বস্তুতঃ ফুলের পরিণতিই ফল। ভক্তিশাস্ত্র হইতে জানা যায়—রতির পরিণত অবস্থার নাম প্রেম ; এজন্য রতিকে প্রেমাঙ্কুরও বলে। সুতরাং প্রেমকে ভলক্তিতার ফল মনে করিলে রতিকে তাহার ফুল বলা যায়। এই রতি প্রাকৃত বস্তু নহে—ইহা **শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ** অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু ; সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্ত হইয়া গেলে চিত্ত যখন **শুদ্ধসত্ত্বের** আবির্ভাব যোগ্যতা লাভ করে, তখনই সেই চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় ; চিত্ত তখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করে—অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া লৌহও যেমন ঔজ্জ্বল্য ও দাহিকাশক্তি ধারণ করে, তদ্রূপ। যাহা হউক, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার নাম প্রেম ; কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য যে ইচ্ছা, তাহারই নাম প্রেম ; এই ইচ্ছা—প্রাকৃত মনের একটা বৃত্তি নহে, ইহা **চিচ্ছক্তিরই** বৈচিত্রী-বিশেষ ; বস্তুতঃ জীবের প্রাকৃত চিত্তে এই ইচ্ছার স্বতঃ উদয় হইতে পারে না ; তবে সৎসঙ্গে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত সাধারণ ভাবে একটা ইচ্ছার উদয় হইতে পারে—এই ইচ্ছাটী প্রাকৃত মনের বৃত্তি হইলেও ভজন ব্যাপারে ইহার একটা বিশেষ মূল্য আছে ; কারণ, ইহা হইতে ভজনে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। সাধারণভাবে কৃষ্ণসেবার যে ইচ্ছা জীবের প্রাকৃতচিত্তে উদিত হয়, তাহা কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা বা উন্মাদনা জন্মাইতে না পারিলেও সেবার যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে সাধারণ ভাবে ভজনের জন্য একটা ইচ্ছা বা উন্মুখতা জন্মাইতে পারে। এই উন্মুখতা বা ভজনে সাধারণ প্রবৃত্তি জন্মিলেই জীব ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং ভজনে প্রবৃত্ত হইলে ভজন করিতে করিতে চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইলে—অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া গেলে—ভজনের উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ভজনে ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, ও আসক্তি জন্মে ; এই নিষ্ঠা. রুচি এবং আসক্তিও ভজন-প্রবৃত্তির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন অবস্থা ; ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে আসক্তি জন্মিলেই বুঝিতে হইবে—চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তিবাসনা দূরীভূত হইয়াছে, চিত্ত বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করিয়াছে ; তখন সেই চিত্তে শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া চিত্তকে শুদ্ধসত্ত্বময় করিয়া তোলে এবং এই শুদ্ধসত্ত্বময়—বা শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত—চিত্তে সেই শুদ্ধসত্ত্বই রতিরূপে পরিণত হয় এবং এই রতিই ক্রমশঃ অভিব্যক্তি লাভ করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রেমে পরিণত হয়। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়, তখন সমস্ত চিত্ত বৃত্তিও শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়—তাহাদের প্রাকৃতত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহারা চিন্ময়ত্ব লাভ করে। সৎসঙ্গ-প্রভাবে জীবের প্রাকৃত চিত্তে সাধারণ ভাবে যে ভজন-প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল এবং সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের প্রভাবে ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও স্বচ্ছ হইতে হইতে নিষ্ঠা, রুচি, এবং আসক্তিরূপে পরিণত হইয়াও যাহা প্রাকৃত মনের বৃত্তিরূপেই পরিগণিত হইত, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া তাহাও তখন চিন্ময় হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায়, ভজনপ্রবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি আদি হইতে প্রেম পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরকে—একই ভজন-প্রবৃত্তির বা একই কৃষ্ণসেবা-বাসনার বিভিন্ন বিকাশাবস্থা বলিয়া মনে করা যায়। এসমস্ত অবস্থার মধ্যে ভজন-প্রবৃত্তি হইল নিম্নতম স্তর বা কৃষ্ণসেবা-বাসনার অপরিস্ফুট অবস্থা এবং প্রেম হইল উচ্চতম স্তর বা কৃষ্ণসেবা-বাসনার পরিস্ফুট অবস্থা। বীজের পরিণতি অঙ্কুরে, অঙ্কুরের পরিণতি লতায়—শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্পে, পুষ্পের পরিণতি ফলে—এইরূপ যদি মনে করা যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণসেবার বাসনাকেই ভক্তিলতা বলা যাইতে পারে এবং কৃষ্ণসেবার বাসনাকে ভক্তিলতা বলিলে ভজনে প্রবৃত্তিকে (অর্থাৎ লতার অব্যক্ত অবস্থাকে) ভক্তিলতার বীজ এবং রতিকে তাহার ফুল ও প্রেমকে তাহার ফল বলা যায়। জলসেক দিতে দিতে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয়, অঙ্কুর লতায় পরিণত হয়, লতা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ফুল ও ফল ধারণ করে ; তদ্রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভজন-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করে, ক্রমশঃ চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয়—নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি অবস্থা অতিক্রম করিয়া ঐ বৃত্তিই রতি এবং পরিশেষে প্রেমরূপে পরিণত হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, সৎসঙ্গাদিব্যতীত আপনা হইতেই যদি কাহারও চিত্তে কোনও সময়ে ভজনের প্রবৃত্তি উদিত হয়, তবে তাহাকে ভক্তিলতার বীজ বলা যাইতে পারে কিনা ? উত্তর—আপনা-আপনি উদ্ভূত ভজন-প্রবৃত্তি যদি মহৎ-কৃপার আশ্রয় লাভ করিতে না পারে, তবে তাহাকে ভক্তিলতার বীজ বলা সঙ্গত হইবে না ; কারণ, ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও তাহা হইতে প্রেমলাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না। "মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ ২।২২।৩২ ॥" একটা দৃষ্টান্তদ্বারা উহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। ধান হইতেই ধানের গাছ হয়, সেই গাছে ধান হয়। ধানের মধ্যে যে শস্য—চাউল—আছে, তাহার মধ্যেই অঙ্কুরের, গাছের এবং ফলরূপী ধানের উপাদান থাকে ; কিন্তু তাহা বলিয়া আবরণশূন্য—তুষহীন—তণ্ডুল হইতে কখনও অঙ্কুর জন্মিবে না—শত জলসেক দিলেও না। তণ্ডুলের আবরণ যে তুষ, তাহাই শীতোষ্ণতাদি হইতে তণ্ডুলকে—তণ্ডুলের উৎপাদিকা শক্তিকে—রক্ষা করে ; কেবল তাহাই নহে, ঐ আবরণ তণ্ডুলকে উৎপাদিকাশক্তিও বোধ হয় দান করিয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

থাকে। নচেৎ শীতোষ্ণতাদি হইতে রক্ষার নিমিত্ত তণ্ডুলের অন্য আবরণ দিলে অঙ্কুরোদ্গম হইত। অঙ্কুরাদির উপাদান শস্যের মধ্যে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও যেমন আবরণের আশ্রয় ব্যতীত তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে না, তদ্রূপ ভজনপ্রবৃত্তি কৃষ্ণসেবা-বাসনার অস্ফুট অবস্থা হইলেও মহৎ কৃপার আশ্রয় ব্যতীত তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে না এবং শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। মহৎ-কৃপার আশ্রয়হীনা স্বতঃসমুদ্ভূত ভজন-প্রবৃত্তির এত শক্তি থাকিতে পারে না, যদ্দ্বারা তাহা ভগবানের মায়াশক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারে—মায়ার ইঙ্গিতে সমুদ্ভূত ভোগ-বাসনাদিকে পরাজিত করিতে পারে; কিন্তু তাহার পশ্চাতে যদি পরম-শক্তিশালিনী মহৎ-কৃপা—যে কৃপা অনন্তকোটি ঐশ্বর্য্যের অধিপতি স্বয়ংভগবান্‌কে পর্য্যন্ত বশীভূত করিয়া দিতে সমর্থা, সেই কৃপা যদি ভজন-প্রবৃত্তির পশ্চাতে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে বহিরঙ্গা মায়াশক্তি কখনও তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। তাই মহৎ-কৃপার আশ্রিতা ভজন-প্রবৃত্তিকেই ভক্তিলতার বীজ বলা হইয়াছে। মহৎ কৃপার আশ্রয়হীনা ভজন-প্রবৃত্তি হইতে ভক্তির উন্মেষের সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাঁহাকে ভক্তিলতার বীজ বলা যায় না।

কেহ কেহ মনে করেন, এই পয়ারে "ভক্তিলতার বীজ" বলিতে রতিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাহার হেতু এই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-আদি ভক্তিগ্রন্থ হইতে জানা যায়, সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের ফলেই রতি জন্মে—আগে সাধন-ভক্তি, তার পরে রতি। দুই হেতুতে রতির আবির্ভাব হয়—সাধনাভিনিবেশ এবং কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণভক্তের কৃপা; কৃষ্ণকৃপা বা কৃষ্ণভক্তের কৃপায় যে স্থলে রতির উদয় হয়, সেস্থলে সাধনের প্রয়োজন থাকে না, কৃষ্ণকৃপায় বা কৃষ্ণভক্তের কৃপায় সহসা চিত্তে রতির আবির্ভাব হইয়া থাকে (ভ. র. সি ১।৩৮)। কিন্তু রতির এইরূপ আবির্ভাব অতি বিরল (ভ. র. সি. ১।৩৫)। আলোচ্য পয়ারের পরবর্ত্তী পয়ারে যখন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এস্থলে কৃষ্ণকৃপা বা ভক্তকৃপা জনিত ভক্তির কথা বলা হইতেছে না—সাধনাভিনিবেশজ ভক্তির কথাই বলা হইতেছে; তাহাতে আগে সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান, তারপরে রতির উদয়। কিন্তু শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী যখন আগে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্তি, তাহার পরে ঐ বীজের সম্বন্ধে সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানরূপ জলসেকের কথা বলিয়াছেন, তখন ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে—ভক্তিলতার বীজ বলিতে তিনি রতিকে লক্ষ্য করেন নাই; রতি যে ভক্তিলতার পুষ্পস্থানীয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আবার শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। ২।২২।৪৮॥" তাহা হইলে সাধু-সঙ্গকেই ভক্তিলতার বীজ বলা যায় কিনা? বীজ হইল লতার উপাদন কারণ; সাধুসঙ্গও ভক্তির কারণ বটে, কিন্তু উপাদান কারণ হইতে পারে না—সাধুসঙ্গই ভক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে না, যেহেতু সাধুসঙ্গ হইল একটা ক্রিয়া-বিশেষ। ইহা ভক্তির নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে—সাধুসঙ্গের প্রভাবে ভক্তির উন্মেষ হয় বলিয়া। সাধুসঙ্গ আবার সাধন-ভক্তিরও অন্তর্ভুক্ত—এই হিসাবেও ইহা ভক্তির বীজ হইতে পারে না, ভক্তিলতার পুষ্টিসাধক নিমিত্ত কারণ হইতে পারে। সাধুসঙ্গ হইতে সাধুর কৃপা—মহৎ-কৃপা—লাভ হয়, মহৎ-কৃপা হইতে ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে, মহৎ-কৃপাই ভজন-প্রবৃত্তির রক্ষণ, পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে; তাই মহৎ-কৃপাশ্রিতা ভজন-প্রবৃত্তিই ভক্তিলতার বীজ। কাহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ, শ্রীমদ্ ভাগবতের "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ" ইত্যাদি ১১।২০।৮ শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে; এই শ্লোকের টীকায়, শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন "যদৃচ্ছয়া কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-তৎকৃপাজাতমঙ্গলোদয়েন—পরমস্বতন্ত্র ভগবদ্-ভক্তসঙ্গদ্বারা সেই ভক্তের কৃপায় যাঁহার কোনও সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাঁহারই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলা হইয়াছে—"অতি ধন্যলোকদেরই" সাধনাভিনিবেশ-বশতঃ এবং কৃষ্ণকৃপা-কৃষ্ণভক্ত-কৃপাবশতঃ রতির উদয় হয়। ১।৩৫॥" এস্থলে "অতি ধন্য" শব্দের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"অতি ধন্যানাং প্রাথমিক-মহৎসঙ্গজাত-মহাভাগ্যানাং—প্রথমেই মহৎ-সঙ্গজাত মহাভাগ্যের উদয় যাঁহাদের হইয়াছে", সাধনাভিনিবেশাদিবশতঃ তাঁহাদেরই চিত্তে রতির উদয় হইয়া থাকে। এস্থলে প্রথমেই—ভজনারম্ভের পূর্ব্বেই মহৎ-কৃপার

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥ ১৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অপরিহার্য্যতার কথা পাওয়া যায়। এই মহৎকৃপা কৃষ্ণভক্তির নিমিত্ত-কারণ ; সাধুসঙ্গে মহৎ-কৃপার ফলেই কৃষ্ণ-ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে (সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদঃ ইত্যাদি। শ্রীভা. ৩।২৫।২৪ ॥ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ইত্যাদি। ২।২২।৩১ ॥) এবং তাহা হইতেই ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে এবং মহৎকৃপার শক্তিতেই সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভজন-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি-আদি স্তরে পরিণত হয় এবং পরে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা-বাসনারূপ প্রেমে পরিণত হয়। ভজনারম্ভের প্রথমেই—বা পূর্ব্বেই—এইরূপ মহৎ-কৃপার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলা হইয়াছে—**গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ**—গুরুকৃপায় বা কৃষ্ণের কৃপায় এই ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়। “গুরুকৃষ্ণপ্রসাদ” বলিতে এস্থলে মহৎ-কৃপাই লক্ষিত হইয়াছে। মহতের লক্ষণ গুরুর লক্ষণেরই অন্তর্ভুক্ত ; গুরুর লক্ষণ—যাঁহাতে আছে, মহতের লক্ষণও তাঁহাতে আছে ; সুতরাং গুরু-কৃপাও মহৎ-কৃপাই। আর, কৃষ্ণকৃপা সাধারণতঃ দুই রূপে অভিব্যক্ত হয়। “কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে। ২।২২।৩০ ॥” শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করেন—গুরুরূপে, আর অন্তর্য্যামিরূপে। গুরুকৃপার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অন্তর্য্যামীর বা চৈত্ত্যগুরুর ইঙ্গিত জীব সাধারণতঃ বুঝিতে পারে না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মহান্তস্বরূপেই জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন—“জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরুচৈত্ত্য-রূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥ ১।১।২৯ ॥” সুতরাং গুরুকৃপা ও কৃষ্ণকৃপা মহৎ-কৃপাতেই পর্য্যবসিত হয় এবং এরূপ অর্থ না করিলে পূর্ব্বোল্লিখিত “পরম-স্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তসঙ্গতৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন” এবং “প্রাথমিক-মহৎ-সঙ্গজাত-মহাভাগ্যানামিত্যাদি” বাক্যেরও সঙ্গতি থাকে না।

এইরূপে সাধুসঙ্গে মহৎ-কৃপার ফলে কৃষ্ণভক্তিতে জীবের যে শ্রদ্ধা জন্মে, ভজনে জীবের যে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই তাঁহার ভাগ্য। সাধনভক্তির অধিকার-বর্ণনে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—“যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে। ইত্যাদি—অতিভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবায় যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে” ইত্যাদি—তিনি ভক্তিবিষয়ে অধিকারী। ১।২।৯ ॥ এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“অতিভাগ্যেন মহৎ-সঙ্গাদি-জাত সংস্কার-বিশেষণ—মহৎ-সঙ্গাদিজাত সংস্কার-বিশেষই এস্থলে ভাগ্যশব্দে লক্ষিত হইয়াছে।” সুতরাং সাধুসঙ্গ-সাধুকৃপার প্রভাবে জাতা কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা এবং ভজনে প্রবৃত্তি প্রভৃতিই জীবের সৌভাগ্য। আলোচ্য পয়ারে ভাগ্যবান্ জীব—বলিতে, মহৎ-কৃপায় কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধাদি রূপ ভাগ্য যাঁহার জন্মিয়াছে, তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই ভাগ্য হইল মহৎ-কৃপার ফল বা কার্য্য ; আর মহৎ-কৃপা (বা কৃষ্ণ প্রসাদ) হইল তাহার কারণ ; কিন্তু আলোচ্য পয়ারের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়—“ভাগ্য” হইল কারণ, আর “গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদ” হইল তাহার কার্য্য ; এই যথাশ্রুত অর্থ বিচারসহ নহে ; কারণ, গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদ বা মহৎ-কৃপা হইল অহৈতুকী—তাহার কোনও কারণ থাকিতে পারে না, জীবের কোনওরূপ ভাগ্যই ইহার হেতু হইতে পারে না। তথাপি, এই পয়ারে কার্য্যকে কারণরূপে এবং কারণকে কার্য্যরূপে উল্লেখ করার হেতু এই যে, ইহা এক প্রকার অতিশয়োক্তি অলঙ্কার ; ইহাতে কার্য্য-কারণের বিপর্য্যয় হয় ; “আদৌ কারণং বিনৈব কার্য্যোৎপত্তিঃ পশ্চাৎ কারণোৎপত্তিরয়মেব কার্য্যকারণয়োর্বিপর্য্যয়স্তত্র চতুর্থী অতিশয়োক্তির্জ্ঞেয়া।—অলঙ্কারকৌস্তুভ। ৮।১৫-টীকায় চক্রবর্ত্তী।” কার্য্য যে অতিশীঘ্রই উপস্থিত হইবে, এই অতিশয়োক্তিদ্বারা তাহাই সূচিত হয়। “তদ্বিপর্য্যয়েণোক্তিঃ কার্য্যস্যাতিশৈঘ্র্যবোধিন্যতিশয়োক্তি শ্চতুর্থী জ্ঞেয়া। শ্রী. ভা. ১০।৫১।৫৩ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।” তাৎপর্য্য এই যে—মহৎ-কৃপা হইলে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধাদিরূপ সৌভাগ্য অতিশীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইবে।

১৩৪। বাগানের মালী যেমন কোনও ফলের বীজ রোপণ করিয়া তাহাকে অঙ্কুরিত করার উদ্দেশ্যে তাহাতে জলসেচন করে, যে ভাগ্যবান্ জীব গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন, তিনিও তাহা রোপণ করিয়া তাহাতে

উপজিয়া বাঢ়ে লতা—ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়। বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেচন করেন। **আরোপণ**—রোপণ। ফলের বীজ রোপণ করা হয় মাটিতে। ভক্তিলতার বীজ কোথায় রোপণ করিবে? **চিত্তে**—সৎসঙ্গ-প্রভাবে যে সাধারণ ভজনপ্রবৃত্তি (ইহাই ভক্তিলতার বীজ) জন্মিয়াছে, তাহাকে চিত্তে জাগ্রত রাখিতে হইবে; ফলের বীজকে মাটিতে পুতিয়া রাখাই রোপণ; ভক্তিলতার বীজকেও চিত্তরূপ মাটীতে রক্ষা করিতে হইবে, যেন ইহা চিত্ত হইতে সরিয়া না যায়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানই হইল ভক্তিলতার বীজে জলসেক। জলসেকের গুণে ফলের বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয়, অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, তদ্রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানের ফলে ভক্তিলতার বীজও অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে বীজ মাটীতে রোপণ না করিলে এবং রোপণ করিয়া তাহাতে জলসেচন না করিলে যেমন তাহা হইতে অঙ্কুর জন্মে না, বরং তাহা নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ সৎসঙ্গের প্রভাবে ভজন-বিষয়ে যে ইচ্ছা জন্মে, তাহা যদি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখা না যায় এবং ধারণ করিয়া নিয়মিত ভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করা না যায় তাহা হইলে সেই ভজনেচ্ছা বলবতী হইবে না, বরং তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইয়া যাইবে।

১৩৫। **উপজিয়া**—উৎপন্ন হইয়া, জন্মিয়া। **লতা**—ভক্তিলতা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ জলসেচনের প্রভাবে রোপিত ভক্তিলতার বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে, এই অঙ্কুরই আবার বর্দ্ধিত হইয়া ভক্তিলতায় পরিণত হয়। জলসেচনের প্রভাবে এই লতা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, বাড়িতে বাড়িতে **ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়**—ব্রহ্মাণ্ডকে ভেদ করিয়া, অতিক্রম করিয়া, উপরের দিকে উঠিতে থাকে। কোনও প্রাকৃত লতা যখন বাড়িতে থাকে, তখন কেবলই উপরের দিকে উঠিতে থাকে, কোনও আশ্রয় পাইলে বাড়িতে বাড়িতেও তাহাতে জড়াইয়া পড়িলে আর উপরে উঠিতে পারে না। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে, স্বর্গলোক, তপোলোক, সত্যলোক প্রভৃতি ভোগলোক আছে; কর্ম্মফল অনুসারে জীব এই সকল লোকে আসিয়া থাকে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ সেকজল পাইয়া ভক্তিলতা বাড়িতে বাড়িতে এই সমস্ত ভোগ-লোককে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। ভাবার্থ এই যে, যাঁহার চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হইয়াছে, কোনও ভোগলোকের সুখ-ভোগের আকর্ষণই তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। তাঁহার মনের গতি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াইয়া অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের দিকে ধাবিত হয়। ভক্তির প্রভাবে তাঁহার সমস্ত কর্ম্মফল নষ্ট হইয়া যায়, তাই কোনও ভোগলোকই তাঁহার ভক্তিপূত চিত্তের ঊর্দ্ধগতিকে বাধা দিতে পারে না।

বিরজা ভেদি—ভক্তিলতা বিরজাকে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। বিরজা হইল কারণসমুদ্র; মহাপ্রলয়ে জীব সূক্ষ্মরূপে এই কারণসমুদ্রে কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। ভক্তিলতা এই কারণ-সমুদ্রকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়; কারণ-সমুদ্রেও কোনও বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকিয়া যায় না। ভাবার্থ এই যে, যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্মফল সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, (শ্রীভা. ১১।১৪।১৯॥ ভ. র. স. ১।১।১৫); সুতরাং মহাপ্রলয়েও তাঁহাকে কর্ম্মফল আশ্রয় করিয়া বিরজায় থাকিতে হয় না, যেহেতু তাঁহার কর্ম্মফল নাই।

ব্রহ্মলোক ভেদি—ভক্তিলতা ব্রহ্মলোককেও ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। বিরজা ও পরব্যোমের মধ্যবর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময়-ধামকে ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক বলে; যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধন করিয়া সাযুজ্য-মুক্তির অধিকারী হন, অথবা যে সমস্ত দৈত্য শ্রীহরি-কর্ত্তৃক নিহত হন, তাঁহারা এই নিত্যধামে সূক্ষ্ম জীবস্বরূপে থাকেন। ভক্তিলতা এই ব্রহ্মলোককেও ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, এখানেও অপেক্ষা করে না। ভাবার্থ এই যে, যাঁহার প্রতি ভক্তিরাণীর কৃপা হইয়াছে, ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মানন্দের মোহ তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না; কারণ, "ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥ ২।১৭।১৩১॥" বিশেষতঃ সাযুজ্যের অধিকারিগণ কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত।

পরব্যোম—ব্রহ্মলোক ও কৃষ্ণলোকের মধ্যবর্ত্তী ভগবদ্ধাম। বৈকুণ্ঠ, শিবলোক প্রভৃতি সমস্ত ভগবদ্ধাম এই পরব্যোমে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণ এই পরব্যোমের অধিপতি। সার্ষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য ও

তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥ ১৩৬
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদিজল॥ ১৩৭
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাথী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সামীপ্য এই চারি প্রকার মুক্তির অধিকারিগণ এই পরব্যোম প্রাপ্ত হন। ভক্তিলতা এই পরব্যোমকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। ভাবার্থ এই যে, শুদ্ধাভক্তির কৃপা হইলে সাধক চতুর্ব্বিধা মুক্তি পর্য্যন্তও কামনা করেন না, শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত এই চতুর্ব্বিধমুক্তি তাঁহাদিগকে দিলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। সারূপ্য-সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ শ্রীভা. ৩।২৯।১৩॥”

১৩৬। তবে—পরব্যোম ত্যাগ করিয়া। তদুপরি—পরব্যোমের উপরি। গোলোক-বৃন্দাবন—শ্রীকৃষ্ণলোকে ব্রজলোক। কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষ—লতা গাছের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না। সকল লতা আবার সকল গাছকে আশ্রয় করে না; অনুকূল বৃক্ষকেই লতা আশ্রয় করে। ভক্তিলতা—বৃহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম ইহাদের কোনও স্থানেই অনুকূল বৃক্ষ না পাইয়া ব্রজলোকে আসিয়া উপস্থিত হয়, এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে। শ্রীকৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষসদৃশ; কারণ, ইহা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ।

১৩৭। তাহাঁ—শ্রীকৃষ্ণ-চরণরূপ কল্পবৃক্ষে। ভক্তিলতা এই বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া বিস্তারিত হয়; ইহারই আশ্রয়ে পুষ্পিত এবং ফলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই এই ভক্তিলতার ফল। ভাবার্থ এই যে, ভক্তি যখন শ্রীকৃষ্ণ-চরণোন্মুখী হয়, তখনই শ্রীকৃষ্ণকৃপায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেম জন্মিতে পারে। এই প্রেম যে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপাসাপেক্ষ, কল্পবৃক্ষ-শব্দদ্বারাই তাহা সূচিত হইতেছে। আবার এই কল্পবৃক্ষশব্দ-দ্বারা ইহাও সূচিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণও ঐ কৃপা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করেন না।

ইহাঁ—এইস্থানে; যে স্থানে ভক্তিলতার বীজ রোপিত হইয়াছে, সেইস্থানে; লতার গোড়ায়; সাধকদেহে। মালী—সাধক। সেচে নিত্য ইত্যাদি—মালী নিত্যই শ্রবণাদি জল লতার গোড়ায় সেচন করেন, অর্থাৎ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

সাধককে নিত্যই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহাই এই পয়ারে সূচিত হইতেছে। ভক্তিকে লতা বলার উদ্দেশ্য ইহাই; ভক্তিকে লতা বলিয়াছেন, বৃক্ষ বলেন নাই; তাহার উদ্দেশ্য এই :—প্রথমতঃ, আবরণ; বৃক্ষ যখন চারা থাকে, তখন গরু ছাগল হইতে তাহাকে রক্ষা করার জন্য, তাহার চারিদিকে আবরণ বা বেড়া দিতে হয়; বৃক্ষ বড় হইলে আর বেড়ার প্রয়োজন হয় না, তখন গরু-ছাগল তাহার আর কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। লতার পক্ষে কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা নহে। লতা সকল-সময়েই সূক্ষ্ম এবং কোমল থাকে; সকল সময়েই এমন কি লতা বুড়া হইলেও, গরু-ছাগল অনায়াসে লতাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে; কিংবা তাহার মূল তুলিয়া ফলিতে পারে; এইজন্য সকল সময়েই বেড়া দিয়া রক্ষা করিতে হইবে। ভক্তিকেও সকল সময়ে অপরাধাদি হইতে রক্ষা করিতে হইবে। সিদ্ধভক্তও অপরাধের হাত হইতে রক্ষা পান না; সকল সময়েই তাঁহাকে সাবধান হইতে হইবে। এইজন্যই ভক্তিকে লতা বলা হইয়াছে; সর্ব্বদাই তাহার গোড়ায় বেড়ার দরকার; অপরাধ হইতে সাবধানতাই এই বেড়া। দ্বিতীয়তঃ, গাছ বড় হইলে তাহার গোড়ায় আর জলসেচনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু লতা কোমল, তাহার গোড়ার মাটীও সব সময় ভিজা এবং কোমল রাখিতে হয়। নচেৎ রসের অভাবে লতা শুকাইয়া যায়। ভক্তির স্বভাবও এইরূপ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ জল না পাইলে ভক্তিলতা শুকাইয়া মরিয়া যায়; ফলবতী লতার গোড়ায়ও জলসেচনের প্রয়োজন হয়।

১৩৮। যদি বৈষ্ণব-অপরাধ—ইত্যাদি। লতার রক্ষণ ও বর্দ্ধনের জন্য তিনটি জিনিস দরকার; প্রথমতঃ মূলে জলসেচন; দ্বিতীয়তঃ, কোনও জীব ইহাকে নষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য মূলের চারিদিকে আবরণ (বেড়া)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দেওয়া ; তৃতীয়তঃ, লতার গায়ে যেন কোনও উপশাখা না উঠে, তজ্জন্য সাবধান হওয়া ; কারণ, উপশাখা উঠিলে জলসেকাদি দ্বারা উপশাখাই বাড়িয়া যাইবে, মূল লতা আর বাড়িতে পারিবে না। ভক্তিলতার মূলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপ জলসেকের আবশ্যকতার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই দুই পয়ারে আবরণের কথা বলা হইতেছে।

বৈষ্ণব-অপরাধ—কোনও বৈষ্ণবের নিকটে অপরাধ। কোনও বৈষ্ণবকে প্রহার করিলে, নিন্দা করিলে, দ্বেষ করিলে, অনাদর করিলে, কিম্বা ক্রোধ করিলে, কিম্বা বৈষ্ণব দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ না করিলেই বৈষ্ণবাপরাধ হয়। "হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্। ইতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ১০।২৩৯।" জাতি-বুদ্ধিবশতঃ বা অন্য কোনও কারণবশতঃ কোনও বৈষ্ণবের প্রতি বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদর্শিত না হইলে অপরাধ হইবে। বৈষ্ণবের পক্ষে অনুচিত এমন কোনও আচরণ যদি কোনও কোনও বৈষ্ণবে দেখা যায়, তথাপি ঐ আচরণের জন্য তাঁহার প্রতি মনে কোনও অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞার ভাব আসিলে অপরাধ হইবে। বৈষ্ণব যদি সুদুরাচারও হন, তথাপি কোনওরূপ দোষদৃষ্টি না করিয়া তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবোচিত সম্মানাদি কায়মনোবাক্যে দেখাইতে হইবে। কারণ, সুদুরাচার হইলেও তিনি সাধু, একথা গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতোহি সঃ॥ গীতা। ৯।৩০ ॥" এতাদৃশ সুদুরাচার ব্যক্তিকেও সাধু বলার হেতু এই যে, প্রারব্ধ কর্ম্মফলবশতঃই অনন্য-ভজন পরায়ণ হইয়াও তিনি দুষ্কার্য্যে রত হইয়া থাকেন ; কিন্তু দুষ্কার্য্যের জন্য তিনি সর্ব্বদাই অনুতপ্ত হয়েন, দুষ্কর্ম্ম হইতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তিনি কাতর প্রাণে ভগবানের কৃপাভিক্ষাও করিয়া থাকেন, নিজেও যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া থাকেন ; কিন্তু তথাপি প্রারব্ধ কর্ম্ম-বশতঃ অনেক সময় যেন আবিষ্ট হইয়াই দুষ্কর্ম্মে রত হইয়া থাকেন। তাঁহার তীব্র অনুতাপ, চেষ্টা ও ভগবৎ-কৃপার ফলে তিনি "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। গীতা। ৯।৩১ ॥"—শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া পরমা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ; তাঁহার সুদুরাচারত্ব শীঘ্রই দূরীভূত হইয়া যায়। যাহা হউক, দুষ্কর্ম্মকেই ঘৃণা করিবে, দুষ্কর্ম্মকারীকে ঘৃণা করিবে না ; বরং তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিবে ; চিকিৎসার্থ রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করিলে সাময়িক-ভাবে রোগীর কষ্ট হইতে পারে বটে ; কিন্তু পরিণামে তাহার মঙ্গল হয় বলিয়া যেমন অস্ত্রোপচার দুষণীয় বলিয়া পরিগণিত হয় না ; তদ্রূপ, কাহারও সংশোধনের সদুদ্দেশ্য লইয়া কোনও কার্য্য বা আচরণ করিতে গেলে যদি সাময়িকভাবে তাহার মনে কষ্ট জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলেও সংশোধনের চেষ্টা করা—অসঙ্গত হইবে না ; সংশোধনের সদুদ্দেশ্যমূলক আচরণে কাহারও মনে কষ্ট দিলে অপরাধ হইবে না ; প্রভুর প্রতি দামোদর-পণ্ডিতের বাক্যদণ্ডাদিই তাহার প্রমাণ (অন্ত্য, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। কিন্তু কোনওরূপ ক্ষতি করার উদ্দেশ্য-মূলক কোনও কার্য্যে, কথায় বা আচরণে কোনও বৈষ্ণবের মনে কষ্ট দিলেই অপরাধ হইবে।

অপরাধ-বিচারে কাহাকে বৈষ্ণব মনে করিতে হইবে, এরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। এস্থলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রথম সংজ্ঞায় যাঁহারা সূচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিতে হইবে। "প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ ২।১৫।১০৭ ॥' যাঁহার মুখে একবার মাত্র কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনিই বৈষ্ণব, তাঁহার নিকটেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে। প্রভু বলিয়াছেন, তিনিই "পূজ্য"—পূজার যোগ্য ; তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং তাঁহার পূজা করা, তাঁহারও বৈষ্ণবোচিত সম্মান করা একান্ত প্রয়োজন। সতর্কতার গণ্ডীটা যত বড় বা ব্যাপক করিয়া রাখা যায়, বিপদের আশঙ্কা ততই কম থাকে। বৈষ্ণব অপরাধ বড় সাংঘাতিক জিনিস ; ক্ষালনের উপায় এই :—যাঁহার নিকটে অপরাধ হইবে, তাঁহাকে যে প্রকারেই হউক, সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা লইতে হইবে। তিনি ক্ষমা করিলেই রক্ষা, নচেৎ আর উপায় নাই। আর, কাহার নিকটে অপরাধ হইয়াছে, তাহা যদি জানা না যায়, তাহা হইলে একান্ত ভাবে শ্রীহরিনাম আশ্রয় করিতে হইবে। হরিনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে নামের কৃপা হইলে অপরাধের খণ্ডন হইতে পারে। বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণব-সেবাদি

তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম ॥ ১৩৯
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত—অসংখ্য তার লেখা॥ ১৪০
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব-হিংসন।
লাভ-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥ ১৪১
সেকজল পাঞা উপশাখা বাঢ়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাঢ়িতে না পায় ॥ ১৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দ্বারাও অপরাধ-খণ্ডন হইতে পারে; কিন্তু কাহার নিকটে অপরাধ হইয়াছে, তাহা জানা থাকিলে যদি কেহ অভিমানাদিবশতঃ তাঁহার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা না করিয়া নামাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে নামাদির প্রভাবে তাঁহার অপরাধ-খণ্ডন হইবে কি না সন্দেহ; কেন না, তাঁহার অভিমান আছে বলিয়া তাঁহার প্রতি নামের কৃপা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এই পয়ারে বৈষ্ণবাপরাধ-শব্দদ্বারা সেবাপরাধ এবং নামাপরাধাদিও উপলক্ষিত হইয়াছে। কারণ, সাধন-ভক্তি প্রসঙ্গে সেবা-নামাপরাধাদির যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জনের কথা বলা হইয়াছে।

হাতী মাতা—মাতা (বা মত্ত) হাতী। বৈষ্ণবাপরাধকে হাতী মাতা (মত্ত হস্তী) বলা হইয়াছে; আর ভক্তিকে বলা হইয়াছে লতা। একটি সামান্য ছাগলও লতাকে তুলিয়া ফেলিতে পারে বা ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে। মত্ত হস্তীর ত' কথাই নাই। ভাবার্থ এই - ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের শক্তির তুলনায় বৈষ্ণবাপরাধের শক্তি অনেক বেশী। যদি বৈষ্ণবাপরাধ জন্মে, তবে ঐ অপরাধের ফলে ভক্তি সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইবে, যতই ভক্তির অনুষ্ঠান হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না। হাতী যেমন অতি সহজে—বিনা আয়াসেই একটী লতাকে তুলিয়া ফেলিতে পারে, বৈষ্ণবাপরাধও তদ্রূপ অতি সহজে ভক্তির মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে।

উপাড়ে—ভক্তিলতার মূল উঠিয়া যায়। **ছিণ্ডে**—ভক্তিলতার মূল ছিঁড়িয়া যায়। **তার**—ভক্তিলতার। **শুকি যায় পাতা**—ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া, অথবা মূল উঠিয়া যায় বলিয়া, ভক্তিলতার পাতা শুকাইয়া যায়। ভক্তিলতা আর সজীব থাকে না।

১৩৯। **মালী**—সাধক। **করে আবরণ**—ভক্তিলতা যাহাতে কিছুদ্বারা নষ্ট না হইতে পারে, তজ্জন্য অত্যন্ত সতর্ক হয়। আবরণ করে—বেড়া দেয়; অপরাধ হইতে সাবধানতাই এই বেড়া।

অপরাধ-হস্তী—অপরাধরূপ হস্তী। **না হয় উদ্গম**—জন্মিতে না পারে। যাতে অপরাধ না জন্মে, তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক হয়।

১৪০-৪২। **কিন্তু যদি লতার অঙ্গে ইত্যাদি**—এই কয় পয়ারে উপশাখার কথা বলা হইতেছে। **উপশাখা**—শাখা হইতে যেই শাখা নির্গত হয়, সাধারণতঃ তাহাকেই উপশাখা বলে; এই উপশাখা মূল-বৃক্ষেরই অঙ্গ; ইহার পুষ্টিতে মূল বৃক্ষেরই পুষ্টি হয়। এইস্থলে ভক্তিলতার উপশাখা বলিতে ঐরূপ শাখার শাখাকে লক্ষ্য করা হয় নাই; কারণ, তাহা হইলে এই উপশাখার পুষ্টিতে মূল-লতার পুষ্টি স্থগিত হইত না। কোনও কোনও গাছের শাখাদির উপরে আর এক রকম লতাজাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাকে সাধারণতঃ পরগাছা বলে; এই পরগাছা মূলগাছ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া নিজের পুষ্টিসাধন করে, তাতে রসাভাবে মূল গাছের অনিষ্ট হয়। এস্থলে ভক্তিলতার উপশাখা বলিতে এই জাতীয় পরগাছার কথাই বলা হইয়াছে। সাধক-মালী ভক্তিলতার মূলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জলসেক করেন, এই উপশাখা বা পরগাছা মূল-লতার দেহ হইতে ঐ জল আকর্ষণ করিয়া নিজের পুষ্টি সাধন করে, জলাভাবে মূল লতা আর পুষ্ট হইতে পারে না। ভক্তিলতা সম্বন্ধে এই উপশাখা কি? ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা প্রভৃতি অসংখ্য স্বসুখ-বাসনা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীবহিংসা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি—এই সমস্তই ভক্তিলতার উপশাখা। ভাবার্থ এই যে, এসব থাকিলে সাধকের ভক্তি পুষ্ট হইতে পারে না।

প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥ ১৪৩
প্রেমফল পাকি পড়ে,—মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥ ১৪৪
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন ॥ ১৪৫
এই ত পরম ফল— পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা—স্বর্গাদি-ভোগের ও সালোক্যাদি মুক্তিলাভের বাসনা; সর্ব্বপ্রকারের স্বসুখ-বাসনা। এইরূপ বাসনার অন্ত নাই। সকল রকমের দুর্ব্বাসনাই উপশাখা।

নিষিদ্ধাচার—শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বা সদাচার-নিষিদ্ধ আচার। **কুটি-নাটী**—সকল বিষয়েই কুতর্ক; অথবা কুটিলতা। **জীবহিংসন**—প্রাণিহিংসা; বৃক্ষলতাদিও প্রাণী, স্মরণ রাখিতে হইবে।

লাভ—ধনাদি-লাভের বাসনা ও চেষ্টা। **প্রতিষ্ঠা**— সুখ্যাতি ও সম্মান লাভের বাসনা ও চেষ্টা।

সেকজল—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। **উপশাখা বাড়ি যায়**—দুর্ব্বাসনারূপ উপশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; অধিকতর পুষ্টিলাভ করে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যদি কোনও রূপ দুর্ব্বাসনা মনে স্থান পায় এবং তাহা দূর করিবার জন্য সাধক যদি যত্ন না করেন, তবে ঐ কীর্ত্তনাদির ফলে ভক্তির পুষ্টি সাধিত না হইয়া দুর্ব্বাসনারই পুষ্টি সাধিত হয়; একটি দুর্ব্বাসনার সঙ্গে সঙ্গে দশটি আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, মনের সর্ব্বত্রই দুর্ব্বাসনা; দুর্ব্বাসনা ব্যতীত ভক্তিবাসনা হয়তঃ শেষকালে মোটেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি রীতিমত যন্ত্রের ন্যায়—অভ্যাসবশতঃ—সবই চলিতেছে; সুতরাং সাধককে যত্ন-সহকারে অপরাধাদি হইতে যেমন দূরে থাকিতে হইবে, দুর্ব্বাসনা হইতেও সেইরূপ দূরে থাকিতে হইবে; বিষয়াসক্ত চিত্তে দুর্ব্বাসনা আপনা-আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু উপস্থিত হওয়া মাত্র ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে তাড়াইবার জন্য যত্ন ও অধ্যবসায় করিতে হইবে। "যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে। ২।২।১১৫ ॥" দুর্ব্বাসনাই দুঃসঙ্গ। "দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা। ২।২৪।৭০ ॥" এই দুঃসঙ্গই সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে; নচেৎ শুদ্ধাভক্তির কৃপা দুর্ল্লভ, "কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়। ২।২৫।৬৯ ॥"

স্তব্ধ—স্তম্ভিত। যাহার গতি বা বৃদ্ধি স্থগিত হইয়াছে। যাহা বাড়েও না, পুষ্টও হয় না।

মূলশাখা—ভক্তিলতা। সেকজলেই লতার পুষ্টি হয়; কিন্তু উক্ত পরগাছাই সমস্ত সেকজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়; সুতরাং মূল লতার আর পুষ্টি হইতে পারে না।

১৪৩। **প্রথমেই**—ভজনের আরম্ভেই।

উপশাখার করিয়ে ছেদন—দুর্ব্বাসনা যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে হইবে।

১৪৪। **লতা অবলম্বি**—ভক্তিলতাকে ধরিয়া ধরিয়া। **কল্পবৃক্ষ**—শ্রীকৃষ্ণচরণ।

১৪৫। **তাহাঁ**—বৃন্দাবনে।

কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন—ভক্তির কৃপায় প্রেম প্রাপ্ত হইলে যখন সাধক শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্ত হইবেন, তখন তিনি সাক্ষাদ্‌ভাবেই শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে পারিবেন এবং তাঁহার চরণসেবা-জনিত আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। এই সাক্ষাৎ-সেবা যথাবস্থিত দেহে জীবের ভাগ্যে ঘটে না। যথাবস্থিত দেহে জীবের প্রেম পর্য্যন্তই হয়। প্রেম পর্য্যন্ত হইলেই দেহত্যাগের পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাস্থলে আহিরী গোপের ঘরে জন্ম হয়; সেস্থলে নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের সঙ্গের প্রভাবে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ অনুরাগাদি প্রেমবিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তর আপনা-আপনিই বিকশিত হইয়া যায়; তখন সেই জীব সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে পারেন।

১৪৬। **চারিপুরুষার্থ**—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

তথাহি ললিতমাধবে (৫।৬)

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি ॥ ২০

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ— ॥ ১৪৭

'অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥ ১৪৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ঋদ্ধেতি। মধুরিপুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য বশীকারায় সিদ্ধৌষধীনাং প্রেম্নাং গন্ধঃ লেশোঽপি যাবৎ যৎপর্য্যন্তং অন্তঃকরণ-সরণীপান্থতাং অন্তঃকরণপথ-পথিকতাং ন প্রয়াতি ন গচ্ছতি তাবৎ ঋদ্ধা সমৃদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সিদ্ধীনাং অণিমাদীনাং ব্রজস্য সমূহস্য বিজয়িতা উৎকর্ষতা সত্যধর্ম্মা সত্যশৌচদান-তপস্যাদি ধর্ম্মঃ সাধনং যস্যাং সা সমাধিঃ যোগঃ ব্রহ্মানন্দঃ নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দঃ গুরুরপি মহানপি চমৎকারয়তি চমৎকারং করোতি ইত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রেমের তুলনায় ধর্ম্মাদি চারিটী পুরুষার্থ তৃণের মত তুচ্ছ। এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ভূমিকায় "পুরুষার্থ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ২০। অন্বয়। মধুরিপুবশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং (শ্রীকৃষ্ণের বশীকরণ সম্বন্ধে সিদ্ধৌষধিতুল্য) প্রেম্নাং (প্রেমের) গন্ধঃ (গন্ধ – লেশমাত্র) অপি (ও) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) অন্তঃকরণ-সরণীপান্থতাং (চিত্তপথের পথিকতা) ন প্রয়াতি (প্রাপ্ত না হয়), তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) এব (ই) ঋদ্ধা (সমৃদ্ধিশালিনী) সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা (অণিমাদি সিদ্ধিসমূহের উৎকৃষ্টতা) সত্যধর্ম্মা (সত্যধর্ম্মোপেত) সমাধিঃ (যোগজনিত সমাধি) গুরুঃ (মহা) ব্রহ্মানন্দঃ (নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দ) চমৎকারয়তি (চমৎকারিতা সম্পাদন করিতে পারে)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বশীকরণ-বিষয়ে সিদ্ধৌষধিস্বরূপ প্রেমসমূহের লেশমাত্রও যে পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ-পথের পথিক না হয়, সে পর্য্যন্তই সমৃদ্ধিশালিনী অণিমাদি-সিদ্ধিসমূহের উৎকৃষ্টতা, সত্যধর্ম্মোপেত সমাধি এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবজনিত মহানন্দও চমৎকারিতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। ২০

মধুরিপুবশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং—মধুরিপু (শ্রীকৃষ্ণের) বশীকারের (তাঁহাকে বশীভূত করিবার) পক্ষে সিদ্ধ (অমোঘ) ঔষধিতুল্য—শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবার পক্ষে অমোঘ উপায়স্বরূপ যে প্রেম, সেই **প্রেম্নাং**—প্রেমসমূহের (দাস্য, সখ্য বাৎসল্য বা মধুর প্রেমের (**গন্ধঃ অপি**—লেশমাত্রও যে পর্য্যন্ত **অন্তঃকরণ-সরণী-পান্থতাং**—অন্তঃকরণ (চিত্ত) রূপ সরণীর (পথের) পান্থতা (পথিকত্ব) প্রাপ্ত না হয়, (যে পর্য্যন্ত দাস্য-সখ্যাদি প্রেমের কোনও একটীর কিঞ্চিন্মাত্রও হৃদয়ে উদিত না হয়) সেই পর্য্যন্তই **ঋদ্ধা**—সমৃদ্ধিশালিনী **সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা**—সিদ্ধিব্রজের (সিদ্ধিসমূহের—অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির) বিজয়িতা (শ্রেষ্ঠত্ব, উৎকৃষ্টতা) **সত্যধর্ম্ম** (সত্যধর্ম্মোপেত—সত্য, শৌচ, দান ও তপস্যাদিই যাহার সাধন, তাদৃশী) **সমাধিঃ**—ধ্যানপ্রভাবে পরমাত্মার সঙ্গে মনের লয়প্রাপ্ত অবস্থা এবং অত্যধিক **ব্রহ্মানন্দঃ**—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দ **চমৎকারয়তি**—খুব চমৎকার বলিয়া মনে হয়।

কৃষ্ণপ্রেমের সামান্যমাত্রও যদি হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তাহা হইলেই অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, যোগাভ্যাসলব্ধ সমাধি এবং নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুভূতিজনিত আনন্দ সাধকের নিকটে আপনা হইতেই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদন যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে অষ্টসিদ্ধি, সমাধি এবং ব্রহ্মানন্দ লোভনীয় নহে। **অষ্টসিদ্ধি**—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১৪৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৪৮। শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্যবাঞ্ছা—শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য বাসনা। অন্যপূজা—শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য দেবতার পূজা। প্রেমভক্তি-কামী ঐকান্তিক ভক্তের পক্ষে অন্য দেবতার পূজা সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার উক্তি এইরূপ। "ভাগবতশাস্ত্রমর্ম্ম, নববিধ ভক্তিধর্ম্ম, সদাই করিব সুসেবন। অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই, এই তত্ত্ব পরম ভজন ॥ ৯ ॥" আবার "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্"-ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা বলেন; "অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি, কায়মনে করিব ভজন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা, এই ভক্তি পরম কারণ ॥ ১১ ॥ যোগী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী, অন্য-দেব-পূজক ধ্যানী, ইহলোক দূরে পরিহরি। ধর্ম্ম-কর্ম্ম দুঃখশোক, যেবা থাকে অন্য যোগ, ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী ॥ ১৪ ॥ হৃষীকে গোবিন্দসেবা, না পূজিব দেবীদেবা, এই ত অনন্য-ভক্তি হয় ॥ ১৭ ॥" সর্ব্বদা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাই—ঐকান্তিক ভক্তের কর্ত্তব্য; অন্য দেব-দেবীর পূজা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু অন্য দেবদেবীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনও কর্ত্তব্য নহে। "হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ পদ্মপুরাণ ॥" ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। অন্য দেবতার পূজায় সেই দেবতার প্রতি অনুরক্তি জন্মিতে পারে, অনুরক্তি জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণচরণে অনুরক্তি শিথিল হইয়া পড়িতে পারে। অবশ্য অন্যদেবতার বিগ্রহাদির নিকটে উপস্থিত হইলে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাভক্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করাই সঙ্গত; সকল দেবতাই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, তাঁহার প্রকাশ, সুতরাং সকলেই যথোচিত শ্রদ্ধার পাত্র; তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হইতে পারেন না—সুতরাং ভক্তিও পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর বলিয়া, গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন তাহাতেই গাছের শাখাপ্রশাখাদিও তৃপ্ত হয়, প্রাণের পরিতৃপ্তিতেই যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, তদ্রূপ এক শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেই অন্য সমস্ত দেবদেবী-আদির পূজা বা তৃপ্তি হইয়া থাকে; তাই পৃথক্ ভাবে অপর কাহারও পূজার প্রয়োজনও নাই। "যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈবসর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ শ্রীভা. ৪।৩১।১৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ ॥ ৯।৩০ ॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অত্যন্তং দুরাচারোঽপি নরঃ যদ্যপি অপৃথক্ত্বেন পৃথগ্‌দেবতাঽপি বাসুদেব এবেতিবুদ্ধ্যা দেবতান্তরভক্তিম্ অকুর্ব্বন্ পরমেশ্বরং ভজতে তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ—অন্য দেবতা বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ নহেন, অন্যদেবতাও স্বরূপতঃ বাসুদেবই এইরূপ বুদ্ধিতে যিনি অন্যদেবতার ভজন না করিয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজনই করেন, তিনি অত্যন্ত দুরাচার হইলেও সাধু (যেহেতু শীঘ্রই তিনি ধর্ম্মাত্মা হইবেন—ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা। ৯।৩১ ॥)" যদি কেহ বলেন—অন্য দেবতা যখন শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ নহেন, তখন অন্যদেবতার পূজাতেও তো শ্রীকৃষ্ণ-পূজাই হইয়া থাকে; সুতরাং অন্যদেবতার পূজা নিষিদ্ধ হওয়ার হেতু কি? উত্তর—অন্যদেবতার পূজাও শ্রীকৃষ্ণ-পূজাতেই পর্য্যবসিত হয় সত্য; কিন্তু তাহা হইবে শ্রীকৃষ্ণের অবিধিপূর্ব্বক পূজা। "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ গীতা ৯।২৩ ॥" অবিধিপূর্ব্বক-শব্দের অর্থ—মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা ॥ স্বামী ॥ অজ্ঞানপূর্ব্বকম্ ॥ শঙ্কর ॥ তাহার ফল এই যে, অন্যদেব-পূজক সেই দেবতাকে পাইতে পারে (যান্তি দেবব্রতা দেবান্। গী. ৯।২৫), কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় (যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্। গী. ৯।২৫)। গীতা ৯।২৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—সমানেঽপি আয়াসে মামেব ন ভজন্তোঽজ্ঞানাৎ। তেন তে অল্প-ফলভাজো ভবন্তীতি।—শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে এবং অন্য দেবতার ভজনে আয়াস সমানই; কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক ভজনে সমান আয়াসেও সামান্য ফল মাত্র পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে যদি সেই আয়াস দেওয়া যায় তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকেই পাইতে পারা যায়। যান্তি মদ্‌যাজিনো মদ্‌ভজনশীলা বৈষ্ণবা মামেব ॥ শঙ্কর ॥ যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য ভগবৎ-স্বরূপের ভজনে একনিষ্ঠতার হানি হয়; নৈষ্ঠিক ভক্ত তাই তাহাও করেন না। প্রমাণ—শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক শ্রীহনুমান। তিনি বলিয়াছেন—আমি জানি, শ্রীনাথ ও জানকীনাথ অভিন্ন, যেহেতু উভয়েই পরমাত্মা;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তথাপি কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রই আমার সর্বস্ব। শ্রীনাথে জানকীনাথে-অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥ ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। জ্ঞান—নির্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধান। জ্ঞানের তিনটী বিভাগ আছে,—ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান, জীবের স্বরূপ-জ্ঞান এবং এতদুভয়ের ঐক্য-বিষয়ক জ্ঞান; প্রথমোক্ত দুই বিষয়ের জ্ঞান ভক্তি-বিরোধী নহে; শেষোক্ত জ্ঞান,—ভগবান্ ও জীবের ঐক্য-বিষয়ক জ্ঞান—ভক্তিবিরোধী, ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে এই জ্ঞান বর্জনীয়।

কর্ম্ম—স্বর্গাদি-ভোগ-সাধক কর্ম্ম। এই সমস্তই ভক্তির উপাধি; এই উপাধি দুই রকমের - এক অন্যবাসনা, আর অন্য-মিশ্রণ। অন্যবাসনা—শ্রীকৃষ্ণসেবাব্যতীত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদি। অন্য-মিশ্রণ—জ্ঞান-কর্ম্মাদির আবরণ, নির্বিশেষব্রহ্মানুসন্ধান, স্বর্গাদিপ্রাপক নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, যোগ ইত্যাদি। শুদ্ধাভক্তি এই সমস্ত উপাধিশূন্য হইবে।

আনুকূল্যে—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূলভাবে। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন, সেই ভাবে; অথবা, কংস-শিশুপালাদির মত প্রতিকূল বা শত্রুভাবে নহে; নন্দ-যশোদা, সুবল-মধুমঙ্গল বা ব্রজগোপীদের মত অনুকূল বা আত্মীয় ভাবে।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে—সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা।

কৃষ্ণানুশীলন—শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন বা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক চেষ্টা। এই অনুশীলন দুই রকমের; প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক; প্রবৃত্ত্যাত্মকচেষ্টা—গ্রহণ-চেষ্টা; আর নিবৃত্ত্যাত্মকচেষ্টা—ত্যাগের চেষ্টা। ইহাদের প্রত্যেকে আবার কায়িক, মানসিক ও বাচনিক ভেদে ত্রিবিধ। কায়িকচেষ্টা শ্রবণাদি ও পরিচর্য্যাদি, তীর্থগৃহে গমনাদি। মানসিক চেষ্টা—স্মরণ। বাচনিকচেষ্টা কীর্ত্তনাদি। তাহা হইলে, আনুকূল্যে প্রবৃত্ত্যাত্মক-কৃষ্ণানুশীলন হইল—কৃষ্ণের প্রীতির অনুকূলভাবে তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদির শ্রবণ, তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদির স্মরণ ও কীর্ত্তনাদি। আর নিবৃত্ত্যাত্মক-অনুশীলন হইল—যাহাতে তাঁহার অপ্রীতি হয়, এইরূপ ভাবে, অথবা কংস-শিশুপালাদির ন্যায় হিংসা ও বিদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া তাঁহার নামাদি উচ্চারণ করা হইতে, তাঁহার গুণে ও লীলাদিতে দোষারোপ করা হইতে, তাঁহার অপ্রীতিকর কোনও বিষয় শ্রবণ করা হইতে, তাঁহার নিন্দাদি শ্রবণ করা হইতে, কি এ সমস্তের স্মরণাদি করা হইতে, বিরত থাকা।

"আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন"—এইটী শুদ্ধাভক্তির স্বরূপ লক্ষণ; অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা, ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম—এইটী শুদ্ধাভক্তির তটস্থলক্ষণ। তাহা হইলে শুদ্ধাভক্তি হইল এইরূপ;—অত্যাশ্চর্য্যলীলা-মাধুর্য্যাদিদ্বারা যিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত বিশ্বকে, এমন কি, নিজের চিত্তকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করেন, সর্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ সেই স্বয়ংভগবান্ যে শ্রীকৃষ্ণ—অন্য বাসনা ও জ্ঞানকর্ম্মাদির সংস্রব ত্যাগ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা, সেই শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যময় অনুশীলনই শুদ্ধাভক্তি। এই অনুশীলনে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল ভাবে তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণাদি—শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলাদিতে গমনাদি করিতে হইবে। আর, তাঁহার প্রীতির প্রতিকূল শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ত্যাগ করিতে হইবে; ভক্তিবাসনা ব্যতীত ভোগ-সুখবাসনাদি সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে; স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে অন্য দেবতার পূজা এবং জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, তপস্যাদির সংস্রব সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে; আর, সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই শ্রীকৃষ্ণসেবায় বা সেবার অনুকূল বিষয়ে নিয়োজিত করিতে হইবে। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবায় বা সেবার অনুকূল বিষয়ে নিয়োজিত করা যায়? পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। চারিটী অন্তরিন্দ্রিয়—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। চক্ষুদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, লীলাস্থলাদি দর্শন; কর্ণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদি শ্রবণ; নাসিকাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদি তুলসী-গন্ধ-পুষ্পাদির ঘ্রাণ-গ্রহণ; জিহ্বাদ্বারা নাম-গুণ-লীলাদি-কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-আস্বাদনাদি; ত্বক্‌দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদি-গন্ধ-মাল্যাদির স্পর্শানুভব, লীলাস্থলের রজঃ-আদি, নামমুদ্রাতিলকাদি ধারণ। বাক্যদ্বারা নাম-গুণ-লীলাদিকথন; পাণি

এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥ ১৪৯

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ভক্তিসামান্য-
লহর্য্যাং (১।১।১০)

নারদপঞ্চরাত্রবচনম্,—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ ২১॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তৎপরত্বেন আনুকূল্যেন সর্ব্বেত্যন্যাভিলাষিতাশূন্যং সেবনমনুশীলনং নির্ম্মলং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং অত উত্তমত্বং স্বত এবোক্তম্ শ্রীজীব। ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(হস্ত) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবোপযোগী পুষ্পাদি-দ্রব্যের আহরণ, সঙ্কীর্ত্তনাদিতে বাদ্যাদি, হরিমন্দির-মার্জ্জনাদি-করণ ; পাদ (পা) দ্বারা তীর্থস্থল বা হরিমন্দিরাদিতে গমন, সেবোপযোগী দ্রব্যাদি-সংগ্রহার্থ গমনাগমন ; পায়ু ও উপস্থ দ্বারা মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া দেহকে সেবোপযোগী রাখা। মনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-গুণলীলাদি স্মরণ ; বুদ্ধিকে শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ করা ; অহঙ্কারদ্বারা—আমি শ্রীকৃষ্ণদাস—এই অভিমানপোষণ ; এবং চিত্ত (অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি)-কে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুসন্ধানে নিয়োজিত করা। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয়ে নিয়োজিত করা যাইতে পারে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"-শ্লোকেও এই পয়ারের কথাই বলা হইয়াছে। পয়ারের "অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি"-বাক্যে শ্লোকের "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্", "জ্ঞানকর্ম্ম-ছাড়ি"-বাক্যে "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্", এবং "আনুকূল্যে ইত্যাদি"-বাক্যে "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্-অংশের তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্লোকস্থ কর্ম্ম-শব্দে স্মৃতি-শাস্ত্রাদিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদিকেই বুঝায়, তৎসমস্তই ত্যাগ করিতে হইবে। ভজনের অঙ্গীভূত পরিচর্য্যাদিকে ত্যাগ করিতে হইবে না ; যেহেতু, এইরূপ পরিচর্য্যাও কৃষ্ণানুশীলনের অঙ্গীভূত। "জ্ঞানকর্ম্মাদি"-শব্দের অন্তর্ভূত "আদি"-শব্দে বৈরাগ্য, সংখ্যযোগাভ্যাসাদি বুঝায় ; এসমস্তও ত্যাগ করিতে হইবে ; যেহেতু, বৈরাগ্যাদি ভক্তির অঙ্গ নহে। ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে বৈরাগ্যাদি আপনা-আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। "জ্ঞান-বৈরাগ্য কভু নহে ভক্তি অঙ্গ। যমনিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ॥ ২।২২।৮২।৩॥" এই প্রসঙ্গে ১।৮।১৫ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

১৪৯। **পঞ্চরাত্র**—নারদ-পঞ্চরাত্র-নামক গ্রন্থ। **ভাগবত**—শ্রীমদ্ভাগবত। **এই লক্ষণ**—শুদ্ধাভক্তির এইরূপ লক্ষণ—যাহা নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহে এবং পূর্ব্বোক্ত পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্লো। ২১। অন্বয়। হৃষীকেণ (ইন্দ্রিয়দ্বারা) সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং (সর্ব্বপ্রকার উপাধিশূন্য) তৎপরত্বেন (সেবাপরায়ণত্বহেতু) নির্ম্মলং (নির্ম্মল) হৃষীকেশ-সেবনং (ইন্দ্রিয়েশ্বর-শ্রীকৃষ্ণের সেবন) ভক্তিঃ (ভক্তি) উচ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবাকে ভক্তি বলে ; সেই সেবাটী সকল প্রকার উপাধি-(সেবাব্যতীত অন্যবাসনা) শূন্য এবং সেবাপরত্বরূপে নির্ম্মল। ২১

হৃষীকেশ—হৃষীক-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় ; ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর যিনি, তিনি হৃষীকেশ—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর বলিয়া **হৃষীকেণ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাঁহার সেবা কর্ত্তব্য (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **উপাধি**—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি (ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪)—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ২২

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ২৩

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ২২-২৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৩৪-৩৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া ভক্তি স্বভাবতঃ নির্গুণা—প্রাকৃত গুণস্পর্শশূন্যা। কিন্তু ভক্তির অনুষ্ঠান করেন মায়াবদ্ধ জীব ; জীবের চিত্তে মায়িক সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো-গুণ বিদ্যমান। সাধকের চিত্তে এই সমস্ত মায়িক-গুণের প্রাধান্য থাকিলে ভক্তি-অনুষ্ঠানে তাহা প্রতিফলিত হইয়া ভক্তিকেই গুণময়ী বা সগুণা বলিয়া প্রতিভাত করায়—যেমন বর্ণহীন স্ফটিকে কোনও বর্ণ প্রতিফলিত হইলে স্ফটিককেও বর্ণযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ। এইরূপ মায়াগুণ-প্রতিফলিত ভক্তিযোগকে সগুণ ভক্তিযোগ বলা হয় ; যাহাতে এইরূপ প্রতিফলন নাই, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগ। এস্থলে মূলের ২২।২৩ শ্লোকে নির্গুণা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্-ভাগবতে এই দুইটি শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়টী শ্লোকে সগুণা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে—সগুণা হইতে নির্গুণার পার্থক্য ও উৎকর্ষ দেখাইবার উদ্দেশ্যে। মায়ার গুণ তিনটী ; তাহাদের প্রতিফলনে সগুণা ভক্তিও প্রধানতঃ তিন রকমের হইয়া থাকে—তামস ভক্তিযোগ, রাজস ভক্তিযোগ এবং সাত্ত্বিক ভক্তিযোগ।

হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার (কাহাকেও বিনাশ করিবার) উদ্দেশ্যে, কিম্বা দম্ভ প্রকাশের উদ্দেশ্যে, কিম্বা মাৎসর্য্য বশতঃ যে ক্রোধী এবং ভেদদর্শী (নিজের এবং অপরের সুখ-দুঃখকে যিনি ভিন্ন মনে করেন, এরূপ তামস-প্রকৃতি কোনও) ব্যক্তি যদি ভগবানে ভক্তি করেন, তাহার ভক্তিযোগ হইবে তামস। "অভিসন্ধায় তিন যদ্ধিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা। সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ। শ্রীভা. ৩।২৯।৮ ॥ ভগবদুক্তিঃ ॥" রকম উদ্দেশ্য ভেদে তামসী ভক্তিও তিন রকমের—যথাক্রমে অধম-তামসী, মধ্যম-তামসী এবং উত্তম-তামসী (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)। আর, বিষয় (দেহাদির)-সুখ-লাভের উদ্দেশ্যে, যশ-আদি লাভের উদ্দেশ্যে, বা ঐশ্বর্য্যলাভের উদ্দেশ্যে (কিন্তু ভক্তিলাভের উদ্দেশ্যে নহে) যিনি প্রতিমাদিতে ভগবদর্চ্চনা করেন, তাঁহার ভক্তিযোগ হইবে রাজস (রজোগুণ-প্রণোদিত)। "বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা। অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ ॥ শ্রীভা. ৩।২৯।৯ ॥ ভগবদুক্তিঃ ॥" উদ্দেশ্যভেদে রাজসী-ভক্তিও তিন রকমের—অধম, মধ্যম এবং উত্তম। আর, পাপক্ষালনের উদ্দেশ্যে, কিম্বা ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফলজনিত বন্ধন হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণের সঙ্কল্প লইয়া, কিম্বা কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ("চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥"—একথা ভাবিয়া যাতে রৌরবে না পড়িতে হয়, তজ্জন্য) যে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান, তাহা হইবে সাত্ত্বিক। "কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্। যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥ শ্রীভা. ৩।২৯।১০ ॥ ভগবদুক্তিঃ ॥" উদ্দেশ্যভেদে সাত্ত্বিকী ভক্তিও তিনরকমের—অধম, মধ্যম এবং উত্তম। তামসিকী হইতে রাজসিকীর এবং রাজসিকী হইতে সাত্ত্বিকীর উৎকর্ষ। উদ্দেশ্যভেদে প্রত্যেক প্রকারের সগুণা-ভক্তির তিনটী ভেদ থাকায়, উদ্দেশ্যভেদে সমস্ত সগুণা-ভক্তির হইল নয়টী ভেদ। এই নয়টী ভেদের মধ্যে সাত্ত্বিকীর উত্তম অঙ্গটাই (অর্থাৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ভজনটী) হইল সর্ব্বোত্তম। শাস্ত্রবিধি-প্রণোদিত বলিয়া ইহাই বাস্তবিক বিধিভক্তি। যাহা হউক, এই নয়টী ভেদে প্রত্যেকটীর অনুষ্ঠানই আবার নয় রকমের হইতে পারে ; কেননা, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তি-অঙ্গের যে কোনও অঙ্গদ্বারাই উল্লিখিত নয়টী উদ্দেশ্যমূলক ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তাহা হইলে দেখা গেল—উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া সগুণা ভক্তি নয় রকমের হইলেও উদ্দেশ্যমূলক অনুষ্ঠানের দিক দিয়া ইহা হইবে একাশী রকমের। নিম্নেম

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ২৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কিমিতি তর্হি ভজন্তে ভক্তেরেব পরম-ফলত্বাদিত্যাহ স এবেতি। নন্থ ত্রৈগুণ্যং হিত্বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ পরমফলং প্রসিদ্ধং সত্যং তত্তু ভক্ত্যাবান্থষঙ্গিকমিত্যাহ। যেন ভক্তিযোগেন। মদ্ভাবায় ব্রহ্মত্বায়। স্বামী। ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সম্বন্ধীয় কোনও না কোনও একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাসনাই হইল সগুণা ভক্তির প্রবর্ত্তক; তাই, ইহা সহেতুকও (সকামও) বটে; ইহা অহৈতুকী নহে। উল্লিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণে দেখা গিয়াছে, সগুণা ভক্তির অনুষ্ঠানে কোথাও ভক্তি-বাসনা নাই; ভক্তি-বাসনা চিত্তে পোষণ করিয়া সগুণ অবস্থায়ও সাধক যদি ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে ভক্তিরাণীর কৃপায় তিনিও গুণাতীত হইতে পারেন, তাঁহার ভক্তিও তখন স্বীয় স্বরূপে—নির্গুণারূপে—তাঁহার চিত্তে বিরাজিত হইতে পারে।

যাহা হউক, এইরূপে সগুণা ভক্তির কথা বলিয়া ভগবান্ কপিলদেব স্বীয় জননী দেবহূতির নিকটে নির্গুণা ভক্তির কথা বলিয়াছেন—মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ-ইত্যাদি বাক্যে।

নিজের সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখনিবৃত্তির জন্য যে বাসনা, অথবা, যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ফল– সুখ বা দুঃখ-নিবৃত্তি—একমাত্র নিজেরই প্রাপ্য, সেই-উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যে বাসনা, তাহারই নাম কাম। সগুণ-ভক্তিযোগের প্রবর্ত্তক হইল এই জাতীয় বাসনা; মায়িক গুণ হইতেই জন্মে বলিয়া, মায়িক-গুণের প্রভাবে দেহাবেশ জন্মে বলিয়া এবং দেহাবেশ বশতঃই উক্তরূপ বাসনা জন্মে বলিয়া– সেই ভক্তিযোগ হয় সগুণ। ঐ বাসনা এই ভক্তিযোগের প্রবর্ত্তক হেতু বলিয়া ইহা সহেতুকও। বাস্তবিক ইহা স্বরূপতঃ ভক্তিও নয়; যেহেতু, ভক্তি-শব্দের অর্থই হইল—ভজন, সেবা, স্বসুখ-বাসনাগন্ধহীনা কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা। "ভক্তিরস্য ভজনম্, ইহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেন অমুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনম্। গোপালতাপনী শ্রুতি।" ভক্তির অঙ্গগুলি ইহাতে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই ইহাতে ভক্তিত্ব আরোপিত হয়; বস্তুতঃ ইহা ভক্তিবিরোধী; ইহা আরোপসিদ্ধা ভক্তি মাত্র। কিন্তু নিজের সম্বন্ধীয় কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাসনাই যে ভক্তিযোগের প্রবর্ত্তক হেতু নহে, ভগবানের সর্ব্বচিত্তাকর্ষক গুণাদি-শ্রবণের ফলেই ভগবদ্‌গুণাদির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই—অন্য কোনও হেতুবশতঃ নহে—যে ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই হইবে **অহৈতুকী** এবং মায়িক গুণজাত কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাসনা ইহার পশ্চাতে নাই বলিয়া ইহা হইবে **নির্গুণা**; আর, কৃষ্ণসেবার বাসনা ব্যতীত অপর কোনও বাসনা দ্বারা ইহা ব্যবহিত (ব্যবধান প্রাপ্ত বা ভেদপ্রাপ্ত) হয় না বলিয়া ইহা **অব্যবহিত**—সুতরাং স্বরূপগত বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। অন্য কোনও বাসনা দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া ইহার শ্রীকৃষ্ণচরণাভিমুখী গতিও হইবে **অবিচ্ছিন্না**– গঙ্গার জল-ধারার সমুদ্রাভিমুখী গতির ন্যায় অবিচ্ছিন্না। কৃষ্ণসেবার বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা ইহাতে থাকে না বলিয়া ইহা নির্ম্মলও। এইরূপই হইল নির্গুণা বা শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ। এই শুদ্ধাভক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তদনুকূলভাবে নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানই হইল শুদ্ধাভক্তির সাধন। এইরূপ সাধনের ফলেই ভগবৎ-কৃপায়, সাধুগুরুর কৃপায়, চিত্তশুদ্ধ হইলে শুদ্ধাভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে। শুদ্ধাভক্তির কৃপা হইলে অন্য কিছু তো দূরের কথা, সালোক্যাদি মুক্তির বাসনাও জাগে না, এমন কি ভগবান্ সালোক্যাদি দিতে চাহিলেও ভক্ত তাহা গ্রহণ করেন না। সেবাব্যতীত ভক্তের অপর কোনও কাম্য থাকে না। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে পরব্যোমে কিছু সেবা পাওয়া যাইতে পারে বটে; কিন্তু পরব্যোমে ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য থাকে বলিয়া প্রেমসেবা—প্রাণ ঢালা—সেবার অবকাশ নাই; তাই শুদ্ধাভক্তির কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত তাহাও চাহেন না; তিনি চাহেন কেবল শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেমসেবা।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। যেন (যদ্দ্বারা) ত্রিগুণাং (ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে) অতিব্রজ্য (অতিক্রম করিয়া)

ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ ১৫০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
দ্বিতীয়লহর্য্যাম্ (১৫)—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ মূলমনুসরামঃ পূর্ব্বত্র হেতু ব্যতিরেকেণাহ ভুক্তীতি। অত্র মুক্তিস্পৃহায়ামপি পিশাচিত্বং ভাবান্তরেণ ভক্তিস্পৃহাবরকত্বাৎ পূর্ব্বা পরা চ যোন্মুখতাৎপর্য্যবতী চ। অত্র যদ্যপি ভক্তা এব সংসারতো মুক্তা ভবন্ত্যেব তথাপি তদংশে তু তেষাং তাৎপর্য্যং ন ভবত্যেব কিন্তু ভক্তেঃ প্রভাবেনৈব সা স্যাদিতি তদেবমনয়া কারিকয়া সাধকানামপি ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা ন যুক্তেত্যুক্তং অতঃ সুতরামেব সিদ্ধানাং নাস্তীত্যভিপ্রায়স্তু পরত্রোভয়বিধ তত্তদুদাহরণেষু জ্ঞেয়ঃ। ব্যাপ্নোতি হৃদয়ং যাবদ্ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাগ্রহ ইতি পাঠান্তরন্তু সুশ্লিষ্টম্। ইতি শ্রীজীব। ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মদ্ভাবায় (আমার প্রেমবিশেষলাভের পক্ষে) উপপদ্যতে (যোগ্য হয়), সঃএব (তাহাই) আত্যন্তিকঃ (আত্যন্তিক) ভক্তিযোগাখ্যঃ (ভক্তিযোগ নামে) উদাহৃতঃ (কথিত হয়)।

অনুবাদ। দেবহূতিকে কপিলদেব বলিলেন—"মা! সেই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক বলিয়া কথিত হয়—যদ্দ্বারা (সাধক) গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া (সাধক) আমার প্রেমবিশেষ লাভ করিতে যোগ্য হয়।" ২৫

আত্যন্তিকঃ—অত্যন্ত-শব্দ হইতেই আত্যন্তিক-শব্দ নিষ্পন্ন। অত্যন্ত=অতি+অন্ত; শেষ সীমা। যে ভক্তিযোগে দুঃখনিবৃত্তির এবং সুখপ্রাপ্তিরও শেষ সীমায় পৌছান যায়, তাহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ। সাযুজ্য-মুক্তিকেও কেহ কেহ আত্যন্তিক কাম্য বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে; সাযুজ্য-মুক্তির আত্যন্তিকতা একদেশিকী, ইহাতে মায়ানিবৃত্তি হয় বলিয়া কেবল আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে; ব্রহ্মানন্দের অনুভবে নিত্য চিন্ময়-সুখের আস্বাদনও হয়; কিন্তু তাহা কেবল সুখ-সত্তার আস্বাদনমাত্র; স্বরূপ-শক্তির ক্রিয়া নাই বলিয়া তাহাতে রসবৈচিত্রীর আস্বাদন নাই; তাই সুখ-আস্বাদনের দিক্ হইতে সাযুজ্যকে আত্যন্তিক বলা যায় না। প্রাণঢালা সেবার অবকাশ নাই বলিয়া সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতেও আনন্দাস্বাদনের আত্যন্তিকা নাই। একমাত্র শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজের প্রেমসেবাতেই আনন্দাস্বাদনের আত্যন্তিকতা আছে, দুঃখনিবৃত্তির আত্যন্তিকতা আনুষঙ্গিক ভাবেই সিদ্ধ হয়। শুদ্ধভক্তিযোগে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় বলিয়াই তাহাকে আত্যন্তিক বলা হইয়াছে। ত্রিগুণাং—ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে **অতিব্রজ্য**—অতিক্রম করিয়া। ভগবচ্চরণাশ্রয়মাত্রেই ত্রিগুণাত্মক সংসারসমুদ্র গোষ্পদতুল্য নগণ্য বলিয়া মনে হয়; তাই অনুসন্ধান ব্যতীতই, আনুষঙ্গিকভাবেই, ভক্ত তাহা অতিক্রম করিয়া যান। মদ্ভাবায়—ভাব-অর্থ বিদ্যমানতাও হয়, প্রেমবিশেষও হয়; তাই মদ্ভাবায়-শব্দের অর্থ হইবে—ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত, অথবা ভগবানে প্রেমবিশেষ লাভের নিমিত্ত **উপপদ্যতে**—যোগ্য হয়।

শুদ্ধাভক্তির প্রভাবে মায়াতীত হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায়, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

১৫০। **ভুক্তি-মুক্তি ইত্যাদি**—এই সমস্ত হইল ভক্তিলতার উপশাখা; এই উপশাখা জন্মিলে মূল-ভক্তিলতা পরিপুষ্ট হইতে পারে না, কাজেই প্রেম জন্মিতে পারে না। যেহেতু, এইরূপ সাধন হইবে সগুণ।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৬। **অন্বয়।** ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা-পিশাচী (ভুক্তি-মুক্তি-বাসনারূপা পিশাচী) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) হৃদি (হৃদয়ে) বর্ত্ততে (বাস করে), তাবৎ (সেই পর্য্যন্ত) অত্র (এইস্থানে—হৃদয়ে) ভক্তি-সুখস্য (ভক্তি-সুখের) কথং (কিরূপে) অভ্যুদয়ঃ (আবির্ভাব) ভবেৎ (হইতে পারে)?

সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয়॥ ১৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। যে পর্য্যন্ত ভুক্তি ও মুক্তি বিষয়ে বাসনারূপা পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত কিরূপে ভক্তি-সুখের অভ্যুদয় হইবে? ২৬

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা—২।১৯।১৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। স্পৃহা—বাসনা।

পিশাচী—এক রকম অপদেবতা; প্রেতযোনি। ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাকে পিশাচী বলা হইয়াছে; তাৎপর্য্য এই যে—যেখানে পিশাচী আছে, অত্যন্ত অপবিত্র বলিয়া সেস্থানে যেমন কোনও দেবতার স্থান হইতে পারে না, তদ্রূপ যে হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা আছে, সেই হৃদয়েও শুদ্ধস্বভাবা ভক্তিরাণীর স্থান হইতে পারে না। শুদ্ধচিত্তেই প্রেমের আবির্ভাব হয়। ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা ভক্তিবাসনাকে দূরে সরাইয়া রাখে। পিশাচগ্রস্ত লোককে ওঝা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে কেবল পিশাচের ন্যায় কথাই বলে—পিশাচকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে পিশাচ যাহা উত্তর দিবে, পিশাচদ্বারা আবিষ্ট লোকও ওঝার প্রশ্নে তদ্রূপ উত্তরই দেয়; তাহার চিত্তে পিশাচের ভাবব্যতীত অন্য কোনও ভাবের উদয় হয় না। তদ্রূপ যাহার চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা বলবতী, তাহার চিত্তেও ভক্তিবাসনা জাগিতে পারে না; ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাই জীবাত্মার স্বরূপগত ভক্তি-বাসনাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে—পিশাচের ভাব যেমন পিশাচগ্রস্ত লোকের স্বীয় ভাবকে আবৃত করিয়া রাখে, তদ্রূপ। ভক্তিবাসনা না জাগিলে ভক্তিসুখের আস্বাদন অসম্ভব। ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহার সহিত ভজন হইবে সগুণ-ভক্তিযোগ, তদ্দ্বারা শুদ্ধাভক্তি লাভ সম্ভব নহে। পিশাচী যেমন লোকের মনুষ্যোচিত ভাবের বিকাশ হইতে দেয় না, স্বীয় পিশাচোচিত ঘৃণিত-ভাবেরই বিকাশ করায়, তদ্রূপ ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাও জীবাত্মার স্বরূপগত ভাবের বিকাশে বাধা জন্মায়, স্বীয় প্রভাবে জীবকে সংসারের অকিঞ্চিৎকর সুখদুঃখ ভোগ করায়। এজন্য পিশাচীর সহিত তুলনা।

১৫০ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৫১। সাধনভক্তির বা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তি-অঙ্গ অনুষ্ঠানের ফল বলিতেছেন।

সাধন-ভক্তি—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। ইহার বিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তী দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। **রতি**—রতির অপর নাম প্রেমাঙ্কুর বা প্রীত্যঙ্কুর বা ভাব। রতি বা ভাবের লক্ষণ এই:—"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ ভ. র. সি. ১।৩।১॥" শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা হয় (১।৪।৫৫ টীকা)। ভাব এই শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষ-স্বরূপ; এইটী ভাবের স্বরূপ লক্ষণ। ইহা (ভাব) প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণতুল্য (সূর্য্য উদিত হইতেছে, এমন সময় যেমন অল্প অল্প কিরণ প্রকাশ পায় এবং অন্ধকারাদি দূরীভূত হয়; সেইরূপ প্রেমের প্রথম উদয়ারম্ভে অনর্থাদি দূরীভূত হইয়া যায়, অল্প অল্প ভগবৎপ্রীতি প্রকাশিত হইতে থাকে। এই অবস্থাই ভাব); এই ভাবে ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষ, তদীয় আনুকূল্যের অভিলাষ ও সৌহার্দ্দাদির অভিলাষের দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হয়। এইটী ভাবের তটস্থ লক্ষণ। প্রেমের প্রথম-অবস্থাকেই ভাব বলে। "প্রেমস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।" ইহাতে অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব সকলের অল্প মাত্র উদয় হইয়া থাকে; "সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রু-পুলকাদয়ঃ। ভ. র. সি. ১।৩।৩॥"

সাধন-ভক্তি হইতে ইত্যাদি—শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হইলে রতি বা ভাবভক্তির উদয় হয়; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অল্পে অল্পে দেখা দেয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ; তবে মায়ামুগ্ধ-জীবের মলিন-চিত্তে এই প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে না। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে প্রেম আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে; এই আত্মপ্রকাশের প্রথমাবস্থাই রতি বা ভাব। (২।২২।৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রেমবৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥ ১৫২

যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ডসার।
শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তমমিশ্রি আর॥ ১৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রেমের পূর্ণতম বিকাশাবস্থার নাম মহাভাব ; প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা-সমূহের নাম এই :—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। প্রেম—কৃষ্ণপ্রেম-বিকাশের দ্বিতীয়াবস্থা ; রতির গাঢ় অবস্থার নাম প্রেম। "সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ ভ. র. সি. ১।৪।১॥"—যাহা হইতে চিত্ত সম্যক্‌রূপে স্নিগ্ধ হয়, এবং যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতা জন্মে, সেই গাঢ়তাপ্রাপ্ত ভাবকে পণ্ডিতগণ প্রেম বলেন।

১৫২। স্নেহ—প্রেম গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে তাহাকে স্নেহ বলে। এই স্নেহে ক্ষণকালের বিচ্ছেদও সহ্য হয় না। "সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমা স্নেহ ইতীর্য্যতে। ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাদ্বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা॥ ভ. র. সি. ৩।২।৩৩॥"

মান—যে স্নেহ উৎকৃষ্টতা-প্রাপ্তি হেতু নূতন মাধুর্য্যকে অনুভব করায় এবং স্বয়ং অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটিল্য ধারণ করে, তাহাকে মান বলে। "স্নেহস্তূৎকৃষ্টতাবাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্। যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ উ. নী. স্থা. ৭১॥" প্রণয়—মান যদি বিস্রম্ভ (প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদ-মনন) ধারণ করে, তবে তাহাকে প্রণয় বলে। "মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ। উ. নী. স্থা. ॥" এস্থলে বিস্রম্ভ অর্থ বিশ্বাস বা সম্ভ্রমশূন্যতা ; নিজের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির ঐক্য ভাবনা হেতুই এই বিশ্বাস জন্মে। রাগ—প্রণয়ের উৎকর্ষবশতঃ শ্রীকৃষ্ণলাভের সম্ভাবনায় যে স্থলে অতিশয় দুঃখও চিত্তমধ্যে সুখ বলিয়া অনুভূত হয়, সেই স্থানে ঐ প্রণয়কে রাগ বলে। "দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে। যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ উ. নী. স্থা. ৮৪॥" অনুরাগ—যে রাগ নূতন নূতন হইয়া সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়জনকে সর্ব্বদা নূতন নূতন বোধ করায় (যেন আর কখনও দেখে নাই, আর কখনও অনুভব করে নাই ; ইহাই প্রথম দেখা ও প্রথম অনুভব, এরূপ বোধ করায়) সেই রাগকে অনুরাগ বলে। "সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্। রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে। উ. নী. স্থা. ১০২॥" ভাব—"অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ উ. নী. স্থা. ১০৯॥" অনুরাগ যদি যাবৎ-আশ্রয়বৃত্তি (নিজ আশ্রয়ের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত) হইয়া স্বীয় সংবেদ্য (অনুভব-যোগ্য) দশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশমান হয় অর্থাৎ অনুরাগের সম্পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় এবং কেবলানুরাগবানের নিজ অনুভবযোগ্য দশাকে প্রাপ্ত হইয়া যদি সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকাদিদ্বারা প্রকাশমান হয়, তবে সেই অনুরাগকে ভাব বলে। অনুরাগ প্রতিক্ষণেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জোয়ারের জল যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে বাড়িতে বাড়িতে নদীর তট পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া তোলে, অনুরাগও সেইরূপ হৃদয়ে বাড়িতে থাকে ; বাড়িতে বাড়িতে উহা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া অবশেষে আপনার ভাবে বিভোর হয়, উহার বিপুল তরঙ্গমালা প্রকটিত হয়, আতট পূর্ণ হইয়া নিজের গৌরবে নিজেই উচ্ছ্বসিত হয়। অনুরাগের এই অবস্থার নামই ভাব। (আরও বিশেষ বিবরণ ২।২৩।৩৭ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

মহাভাব—উজ্জ্বলনীলমণির মতে ভাব ও মহাভাবে পার্থক্য কিছু নাই ; প্রেমের একই অবস্থার দুইটী নাম ভাব ও মহাভাব। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী ভাব ও মহাভাবের পার্থক্য করিয়া বলিয়াছেন—"হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥ ১।৪।৫৯॥" কিন্তু তিনি ভাব ও মহাভাবের কোনও সীমানা নির্দ্দেশ করেন নাই। (২।২৩।৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৫৩। বীজ—ইক্ষুবীজ ; আকের অগ্রভাগ বা ইক্ষুদণ্ডের গ্রন্থিস্থিত অঙ্কুর। ইক্ষু—ইক্ষুদণ্ড, আক।

এই সব কৃষ্ণ-ভক্তি-রসের স্থায়িভাব।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব ॥ ১৫৪

সাত্ত্বিক-ব্যভিচারি-ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণ-ভক্তি রস হয় অমৃত-আস্বাদনে ॥ ১৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রস—ইক্ষুরস। **গুড়**—ইক্ষুরস জাল দিলে একটু গাঢ় হইলে গুড় হয়। **খণ্ডসার**—গুড় জাল দিয়া খণ্ড তৈয়ার হয়; এই খণ্ডই হইতেছে গুড়ের সার। “খণ্ডসার” একটী শব্দ। **শর্করা**—দলুয়া চিনি; **সিতা**—শাদা চিনি। **উত্তমমিশ্রি**—ওলা।

যেমন ইক্ষুদণ্ডের বীজ মৃত্তিকায় রোপণ করিলে তাহা হইতে ইক্ষুদণ্ড হয়, ইক্ষুদণ্ড হইতে রস, রস হইতে গুড়, গুড় হইতে খণ্ডসার, খণ্ডসার হইতে শর্করা, শর্করা হইতে সিতা, সিতা হইতে মিশ্রি, মিশ্রি হইতে ওলা হয়, তদ্রূপ রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে স্নেহ, স্নেহ হইতে মান, মান হইতে প্রণয়, প্রণয় হইতে রাগ, রাগ হইতে অনুরাগ, অনুরাগ হইতে ভাব, ভাব হইতে মহাভাব ক্রমে উৎপন্ন হয়। ইহাদের উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য আছে। উজ্জ্বল-নীলমণিতেও এই উপমাটী আছে। “বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা॥ স্থা. ৪৫ ॥” বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা, সিতোপলা। চক্রবর্তীপাদ টীকায় লিখিয়াছেন—শর্করা—চিনি, সিতা—সিতশর্করা বা মিশ্রি এবং সিতোপলা—ওলা। বীজ হইল রতি বা প্রেমাঙ্কুর, ইক্ষু হইল প্রেম, রস হইল স্নেহ, গুড় হইল মান, খণ্ড হইল প্রণয়, শর্করা হইল রাগ, সিতা বা মিশ্রি হইল অনুরাগ এবং সিতোপলা বা ওলা হইল মহাভাব-স্থানীয়। কবিরাজ গোস্বামীর উপমায় “মিশ্রি” শব্দটী বেশী; রতি, প্রেম ইত্যাদির গণনায়ও “ভাব” বেশী। আবার ২।২৩।২৩ পয়ারেও কবিরাজ গোস্বামী “বীজ ইক্ষু রস গুড় তবে খণ্ডসার। শর্করা সিতা মিশ্রি শুদ্ধ মিশ্রি আর॥” লিখিয়াছেন। ‘সিতা’ ও ‘মিশ্রিকে’ একত্র করিয়া ‘সিতামিশ্রিকে’ একটা বস্তু মনে করিলে উজ্জ্বল-নীলমণির ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনার মিল থাকে; কিন্তু তাহাতে কবিরাজ গোস্বামীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; উজ্জ্বলনীলমণিতে রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত আটটী স্তর গণনা করা হইয়াছে; তাই বীজ হইতে সিতোপলা পর্য্যন্তও আটটী বস্তুর সহিত তাহাদের উপমা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত নয়টী স্তর (ভাব ও মহাভাবকে দুইটী পৃথক্ স্তর করিয়া) গণনা করিয়াছেন; তাই বীজ হইতে উত্তম মিশ্রি পর্য্যন্ত নয়টী বস্তু হওয়া দরকার এবং নয়টী বস্তু করিতে হইলে “সিতা” ও “মিশ্রি” দুইটী পৃথক্ বস্তু করিতে হয়। “সিতা”-শব্দের অর্থ—চক্রবর্ত্তীর ন্যায় “মিশ্রি” না করিয়া—“সাদা চিনি” করিতে হয়।

১৫৪-৫৫। **এইসব**—পূর্ব্বোক্ত রতি, প্রেম স্নেহ ইত্যাদি মহাভাব পর্য্যন্ত। **কৃষ্ণভক্তিরস**—ভূমিকায় “ভক্তিরস” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এস্থলে কৃষ্ণভক্তি বলিতে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী রতিকেই বুঝাইতেছে। দধি যেমন শর্করাদি-মিশ্রণে অপূর্ব্ব আস্বাদনযোগ্যতা লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী রতিও তদ্রূপ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যাভিচারী ভাবাদির মিলনে চমৎকৃতিজনক আস্বাদনযোগ্যতা লাভ করে; তখনই এই রতিকে কৃষ্ণ-ভক্তিরস বলা হয়। ভক্তিরস মোট বারটী; সাতটী গৌণ, আর পাঁচটী মুখ্য। বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, রৌদ্র ও বীভৎস এই সাতটী গৌণ এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী মুখ্য ভক্তিরস।

স্থায়ীভাব—হাস্য প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধ ভাব-সকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে স্থায়ীভাব বলে। “অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্। সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে। ভ. র. সি. ২।৫।১ ॥”

যে ভাবের মিলনে যে রতি আস্বাদনযোগ্যতা লাভ করিয়া ভক্তিরসে পরিণত হয় এবং যে ভাবটী ঐ ভক্তিরসে নিত্যই প্রধানভাবে বিরাজমান, তাহাই ঐ ভক্তিরসের স্থায়ীভাব। এইরূপে বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ; করুণরসের স্থায়ীভাব শোক, অদ্ভুতের স্থায়ীভাব বিস্ময়, হাস্যের স্থায়ীভাব হাস, ভয়ানকের স্থায়ীভাব ভয়, রৌদ্রের স্থায়ীভাব ক্রোধ এবং বীভৎসের স্থায়ীভাব জুগুপ্সা। আবার শান্তিরসের স্থায়ীভাব শান্ত, দাস্যের স্থায়ীভাব দাস্য, সখ্যের স্থায়ীভাব সখ্য, বাৎসল্যের স্থায়ীভাব বাৎসল্য এবং মধুর রসের স্থায়ীভাব প্রিয়তা।

যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর।
মিলনে 'রসালা' হয় অমৃত-মধুর ॥ ১৫৬
ভক্তভেদে রতিভেদ—পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর ॥ ১৫৭
বাৎসল্য-রতি, মধুর-রতি—এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণ-ভক্তিরস পঞ্চভেদ ॥ ১৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিভাব—"বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে। বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ ॥ ভ. র. সি. ২।১।১৫ ॥" যাহাদ্বারা এবং যাহাতে রত্যাদি-ভাবের আস্বাদন করা যায়, তাহাকে বিভাব বলে। বিভাব দুই রকম—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার দুই রকম—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির বিষয়, এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে বলে বিষয়ালম্বন ; আর ভক্তগণেই ঐ ভক্তি থাকে ; এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণই আশ্রয়ালম্বন। যাহাদ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহাকে বলে উদ্দীপন বিভাব ; আলম্বন-বিভাবের (শ্রীকৃষ্ণের এবং কৃষ্ণভক্তের) ক্রিয়া, মুদ্রা, রূপ, ভূষণাদি, এবং দেশ-কালাদি ভাবের উদ্দীপন করে। এজন্য ঐ সকলকে উদ্দীপন বিভাব বলে ; ময়ূরপুচ্ছ দেখিলে যদি শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি জন্মে, তবে ময়ূরপুচ্ছই উদ্দীপন-বিভাব।

অনুভাব—যে সমস্ত লক্ষণদ্বারা চিত্তের ভাব বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে অনুভাব বলে। "অনুভাবাস্তু চিত্তস্থ-ভাবানামববোধকাঃ। ভ. র. সি. ২।২।১ ॥" নৃত্য, গীত, ভূমিতে গড়াগড়ি, চীৎকার, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষা-ত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কাদি অনুভাবদ্বারাই চিত্তস্থ ভাবসকল বাহিরে প্রকাশ পায়।

সাত্ত্বিকভাব—অশ্রু, কম্প, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্তম্ভ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য ও প্রলয় (মূর্চ্ছা) এই আটটী সাত্ত্বিক ভাব। (২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য)।

ব্যভিচারীভাব—"বিশেষণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি। অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ ॥ ভ. র. সি. ২।৩।১ ॥ যে সকল ভাব বিশেষরূপে স্থায়ীভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, তাহাদিগকে ব্যভিচারী ভাব বা সঞ্চারী ভাব বলে। (২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

অমৃত আস্বাদনে—অমৃততুল্য স্বাদু ও আস্বাদনযোগ্য। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারী ভাব এই সকল ভাবের মিলনে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী রতি অমৃততুল্য স্বাদু ও আস্বাদনযোগ্য হয় এবং তখনই এই রতি কৃষ্ণভক্তিরস বলিয়া কথিত হয়।

যৈছে—যেমন। বিভাবাদির মিলনে যে ভক্তিরস হয়, তাহাতে সেই বিভাবাদির পৃথক্ পৃথক্ কোনও অনুভব থাকে না ; সকলে মিলিয়া অপূর্ব্ব-স্বাদযুক্ত ভক্তিরসের উৎপাদন করে ; ইহাই দৃষ্টান্তদ্বারা এই পয়ারে বুঝাইতেছেন। দধি, সিতা, ঘৃত, মরিচ ও কর্পূর মিশ্রিত করিলে রসালা হয় ; এই রসালাতে দধি-ঘৃতাদির পৃথক্ পৃথক্ স্বাদের কোনও অনুভব হয় না ; পরন্তু সকলের মিশ্রণে একটী অপূর্ব্ব স্বাদ জন্মে। তদ্রূপ বিভাবাদির মিলনেও একটী অপূর্ব্ব ভক্তিরস হয়। **সিতা**—মিশ্রি বা সাদা চিনি।

১৫৭-৫৮। **ভক্তভেদে**—পাঁচ রকম ভক্তভেদে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ ভাবের পাঁচ রকম ভক্ত আছেন ; শান্ত-ভাবের ভক্তের শ্রীকৃষ্ণে যে রতি, তাকে বলে শান্তরতি। এইরূপে দাস্য-ভাবের ভক্তের রতিকে দাস্যরতি, সখ্য-ভাবের ভক্তের রতিকে সখ্যরতি, বাৎসল্য-ভাবের ভক্তের রতিকে বাৎসল্য-রতি এবং মধুর-ভাবের ভক্তের রতিকে মধুর-রতি বলে।

শান্ত-রতি—শান্ত-রতির গুণ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণবিনা অন্য-কামনাত্যাগ ; কিন্তু শান্তভক্তের শ্রীকৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধি নাই ; শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার কেবল পরমাত্মা-জ্ঞান। শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

দাস্যরতি—দাস্যরতির গুণ সেবা ; দাস্যভক্তের শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা ত আছেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি থাকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য সেবা আছে ; দাস্যভক্তের শ্রীকৃষ্ণে গৌরববুদ্ধি আছে ; শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি

শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুররস নাম।
কৃষ্ণভক্তি-রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ ১৫৯

হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥ ১৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহার দাস, তাঁহার কৃপার পাত্র, ইহাই দাস্য-ভক্তের ভাব। দাস্যরতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

সখ্যরতি—সখ্য-রতির গুণ সম্ভ্রমশূন্যতা বা গৌরব-বুদ্ধিহীনতা; শ্রীকৃষ্ণের সখারাই এই রতির পাত্র। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই জ্ঞান সখাদের নাই; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের সমান মনে করেন; এইরূপ তুল্যতাজ্ঞানের হেতু,—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি ও মমতা-বুদ্ধির আধিক্য। এই রতিতে শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠা আছে; শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি-হেতু তাঁহার প্রীতির জন্য সেবা আছে; তবে এই সেবা দাস্যরতির সেবার মত গৌরব-বুদ্ধিতে নহে, পরন্তু মমতাধিক্যবশতঃ তুল্যতাবুদ্ধিতে; কোনও সখা বনে কোনও একটী ফল মুখে দিয়া যখন দেখেন ফলটী অতি মিষ্ট, তখনই তিনি তাহা সখা-শ্রীকৃষ্ণকে না দিয়া থাকিতে পারেন না; তাই তিনি অতি প্রীতির সহিত ঐ উচ্ছিষ্ট ফলই সখা কানাইয়ের মুখে দিয়া বলেন—"ভাই কানাই, এই ফলটি খা, অতি মিষ্ট।" দাস্যের ন্যায় গৌরববুদ্ধি থাকিলে উচ্ছিষ্ট ফল শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণও তাহাতে বড় প্রীত হন; তিনি বলিয়াছেন,—"যে আমাকে ছোট মনে করে, অন্ততঃ সমান মনে করে, কখনও বড় মনে করে না, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহার অধীন। (১।৪।২০ ॥)।" সখ্যরতি বিশ্বাসভাবময়। সুবলাদি সখাবর্গ এই রতির আশ্রয়। সখ্যরতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

বাৎসল্য-রতি—বাৎসল্য-রতির ভক্তগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অনুগ্রহের বা আশীর্ব্বাদের পাত্র মনে করেন। যেমন নন্দ-যশোদাদি। প্রীতি ও মমতার আধিক্য-বশতঃই এইরূপ ভাব। শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে-তাড়ন-ভর্ৎসন আদিও করিয়া থাকেন। সখ্যরতি হইতে বাৎসল্যের বিশেষত্ব এই যে, সখ্যরতির প্রীতিতে বিশ্বাস রাখা চাই—অর্থাৎ "আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমান সমান ভাবে ব্যবহার করিতেছি, তাঁহার মুখে উচ্ছিষ্ট ফল দিতেছি, তাঁহার কাঁধে চড়িতেছি, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন, কখনও অসন্তুষ্ট হন না,"—এইরূপ বিশ্বাস সখাদের আছে; ইহাই বিশ্বাস-ভাবময় সখ্যরতি। যখনই এই বিশ্বাসের অভাব হইবে, তখনই সখ্যরতি সঙ্কোচিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু বাৎসল্য-রতিতে—এইরূপ ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হইবেন, কি রুষ্ট হইবেন—এই বিচারই মনে স্থান পায় না। "শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য ইহা করা দরকার—তাই আমাকে ইহা করিতে হইবে—তাতে শ্রীকৃষ্ণ তুষ্টই হউক বা রুষ্টই হউক। কৃষ্ণ ত অবোধ বালক; সে তাহার ভালমন্দ কি বুঝে? কিসে তাহার ভাল হইবে, কিসে তাহার মন্দ হইবে, আমি তাহা বুঝি—আমি তাহা জানি। যাতে তাহার ভাল হইবে, আমি তাহা করিবই।" ইহাই বাৎসল্য-রতির ভাব। এই রতিতে শ্রীকৃষ্ণকে লাল্যজ্ঞান এবং আপনাকে লালক-জ্ঞান। বাৎসল্য-রতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পরবর্ত্তী ১৮৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

মধুর-রতি—অঙ্গ-সঙ্গ-দানাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও প্রীতিসম্পাদনই মধুর-রতির প্রধান গুণ। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-বর্গই এই রতির আশ্রয়। মধুর-রতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। (২।২৩।৩৭ পয়ারের এবং পরবর্ত্তী ১৮৯-৯০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এই সমস্ত রতিই রসে পরিণত হইয়া শান্তরসাদি নামে পরিচিত হয়।

১৫৯। ভক্তিরস বারটির মধ্যে শান্তাদি পাঁচটাই প্রধান। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৪-৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬০। **হাস্যাদ্ভুত ইত্যাদি**—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয় এই সাতটি গৌণরস। স্বয়ং-সঙ্কোচময়ী রতি, আলম্বনের উৎকর্ষজনিত যে ভাব-বিশেষকে প্রকটিত করে, তাহাকে গৌণীরতি বলে।

পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্তমনে। সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে ॥ ১৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভ. র. সি. ২।৫।২২ ॥ হাস্যাদি সাতটী গৌণভক্তিরস শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তেই দৃষ্ট হয়; অন্যত্র নহে। বারটী রসের আশ্রয়ই শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্ত।

হাস্য—বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতিবশতঃ চিত্তের প্রকাশকে হাস্য বলে। নয়নের বিকাশ, নাসা, ওষ্ঠ ও কপালের স্পন্দনাদি ইহার চেষ্টা। (ভ. র. সি. ২।৫।৩০)। কৃষ্ণসম্বন্ধি-চেষ্টা-জনিত হাস্য, স্বয়ং-সঙ্কোচময়ী কৃষ্ণরতিকর্তৃক অনুগৃহীত হইলে হাস্যরতি বলিয়া কথিত হয়। এই হাস্যরতি স্বযোগ্য বিভাবাদিদ্বারা পরিপুষ্ট হইলে হাস্যভক্তি-রসে পরিণত হয়। (ভ. র. সি. ৪।১।২)।

অদ্ভুত—অলৌকিক বিষয়াদির দর্শনাদিবশতঃ চিত্তের যে বিস্তৃতি জন্মে, তাহাকে বিস্ময় বলে। (ভ. র. সি. ২।৫।৩৩)। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি অলৌকিক বিষয়াদির দর্শনাদি-জনিত বিস্ময় শ্রীকৃষ্ণরতি-কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে, বিস্ময়রতি বলিয়া কথিত হয়। স্বযোগ্য বিভাবাদিদ্বারা পরিপুষ্ট ও আস্বাদ্য হইলে বিস্ময়-রতিকে অদ্ভুত ভক্তিরস বলে। নেত্র-বিস্তার, অশ্রু, স্তম্ভ, পুলকাদি ইহার অনুভাব। আবেগ, হর্ষ, জড়তা প্রভৃতি সঞ্চারীভাব।

বীর—যাহার ফল সাধুগণের প্রশংসার যোগ্য, সেই যুদ্ধাদি-কার্য্যে স্থিরতর মনের আসক্তিকে উৎসাহ বলে। (ভ. র. সি. ২।৫।৩৪)। কালবিলম্বের অসহন, ধৈর্য্যত্যাগ ও উদ্যম প্রভৃতি ইহার চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি যুদ্ধাদি-কার্য্যে উৎসাহ, শ্রীকৃষ্ণরতি-কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে উৎসাহরতি বলিয়া কথিত হয়। স্বযোগ্য-বিভাবাদিদ্বারা পরিপুষ্ট ও আস্বাদ্য হইলে উৎসাহ-রতিকে বীরভক্তিরস বলে। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাব। গর্ব্ব, আবেগ, ধৃতি, ব্রীড়া, মতি, হর্ষ, স্মৃতি প্রভৃতি সঞ্চারী।

করুণ—ইষ্টবিয়োগাদি-দ্বারা চিত্তের ক্লেশাতিশয়কে শোক বলে (ভ. র. সি. ২।৫।৩৫)। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি শোক, শ্রীকৃষ্ণরতি-কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে শোকরতি বলিয়া কথিত হয়। আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা পুষ্ট হইলে শোক-রতিকে করুণ-ভক্তিরস বলে। মুখশোষ, বিলাপ, স্রস্তগাত্রতা, শ্বাস, ক্রোশন, ভূপতন ও কক্ষতাড়নাদি অনুভাব। জাড্য, নির্ব্বেদাদি সঞ্চারী ভাব।

রৌদ্র—প্রাতিকূল্যাদি-জনিত চিত্তজ্বলনকে ক্রোধ বলে (ভ. র. সি. ২।৪।৩৬)। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি প্রাতিকূল্যাদি-জনিত ক্রোধ, শ্রীকৃষ্ণরতি-কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে ক্রোধরতি বলিয়া কথিত হয়; স্বযোগ্য বিভাবাদিদ্বারা ভক্ত-হৃদয়ে পুষ্টিলাভ করিলে ক্রোধরতি রৌদ্রভক্তিরসে পরিণত হয়। রক্তনেত্রতা, ওষ্ঠদংশন, মৌন প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব। আবেগ, জড়তা, গর্ব্বাদি সঞ্চারী।

বীভৎস—অহৃদ্য বস্তুর অনুভব-জনিত চিত্ত-নিমিলনকে জুগুপ্সা বলে (ভ. র. সি. ২।৫।৩৯)। শ্রীকৃষ্ণরতিকর্তৃক অনুগৃহীত জুগুপ্সাকে জুগুপ্সারতি বলে। স্বযোগ্য-বিভাবাদিদ্বারা পরিপুষ্ট জুগুপ্সারতিকে বীভৎস ভক্তিরস বলে। নিষ্ঠীবন, মুখ বাঁকা করা, ধাবন, কম্প, পুলকাদি অনুভাব। গ্লানি, শ্রম, উন্মাদ, মোহ, দৈন্যাদি সঞ্চারী।

ভয়—পাপ ও ভয়ানক দর্শনাদিদ্বারা চিত্তের সাতিশয় চাঞ্চল্যকে ভয় বলে (ভ. র. সি. ২।৫।৩৮)। শ্রীকৃষ্ণরতি-কর্তৃক অনুগৃহীত ভয়কে ভয়রতি বলে। স্বযোগ্য-বিভাবাদিদ্বারা পরিপুষ্ট ভয়রতিকে ভয়ানক-ভক্তিরস বলে। মুখশোষ, উচ্ছ্বাস, উদ্ঘূর্ণা, রক্ষাকর্ত্তার অন্বেষণাদি অনুভাব। অশ্রুভিন্ন সাত্ত্বিকভাব; ত্রাস, মরণ, আবেগ দৈন্যাদি সঞ্চারী।

ইহাদের বিশেষ বিবরণ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও প্রীতিসন্দর্ভে অথবা লেখকের "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন"-গ্রন্থের পঞ্চমখণ্ডে রসতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

১৬১। সপ্তগৌণ আগন্তুক—শান্তাদি পাঁচটি স্থায়ী রস যেমন তত্তৎভক্তের চিত্তকে ব্যাপিয়া সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, সাতটী গৌণভক্তিরস, সেইরূপ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে না; কোনও কারণ উপস্থিত হইলে কিছু সময়ের জন্য উদিত হয় মাত্র।

শান্তভক্ত—নব যোগেন্দ্র, সনকাদি আর।
দাস্যভাবভক্ত—সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥ ১৬২

সখ্যভক্ত—শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্যভক্ত—মাতা, পিতা, যত গুরুজন ॥ ১৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৬২। পরবর্ত্তী তিন পয়ারে, কোন্ রসের প্রসিদ্ধ ভক্ত কে কে, তাহা বলিতেছেন। শান্ত ভক্ত—নবযোগেন্দ্র ও সনকাদি শান্তরসের ভক্ত।

নবযোগেন্দ্র—কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমশ ও করভাজন এই নয় জনকে নবযোগেন্দ্র বলে। **সনকাদি**—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার।

সর্ব্বত্র সেবক অপার—সর্ব্বত্র ভগবানের যে অসংখ্য সেবক আছেন, তাঁহারাই দাস্যরসের ভক্ত।

শান্তভক্ত দুই শ্রেণীর—আত্মারাম ও তাপস। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের কৃপাতে যে সমস্ত আত্মারাম বা তাপস কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন, তাঁহারাই শান্তভক্ত। "শান্তাঃ স্যুঃ কৃষ্ণ-তৎপ্রেষ্ঠ-কারুণ্যেন রতিং গতাঃ। আত্মারামাস্তদীয়াধ্ববদ্ধশ্রদ্ধাশ্চ তাপসাঃ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৫॥" সনক-সনন্দনাদি আত্মারাম শান্তভক্ত। "আত্মারামাস্তু সনক-সনন্দনমুখ্যা মতাঃ। ভ. র. সি. ৩।১।৫॥" ভক্তিব্যতীত মুক্তি নির্ব্বিঘ্না হয় না, ইহা ভাবিয়া যাঁহারা যুক্তবৈরাগ্য স্বীকার করেন, অথচ মুক্তিবাসনা ত্যাগ করেন না, তাঁহাদিগকে তাপস বলে। "মুক্তির্ভক্ত্যৈব নির্ব্বিঘ্নেত্যাত্তযুক্ত-বিরক্ততাঃ। অনুজ্ঝিত-মুমুক্ষা যে ভজন্তে তে তু তাপসাঃ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৫॥"

দাস্যভাবের ভক্ত চারি শ্রেণীর—অধিকৃত, আশ্রিত, পরিষদ ও অনুগ (ভ. র. সি. ৩।২।৪)। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অধিকৃত দাস। আশ্রিত ভক্ত আবার তিন রকমের—শরণাগত, জ্ঞাননিষ্ঠ ও সেবানিষ্ঠ। কালীয়নাগ এবং জরাসন্ধ-কারাগারে আবদ্ধ নৃপতিগণ শরণাগত ভক্ত। যাঁহারা মুক্তি-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরিরই শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ—যেমন, শৌনকাদি ঋষিগণ। আর, যাঁহারা প্রথম হইতেই ভজন-বিষয়ে আসক্ত, তাঁহারা সেবানিষ্ঠ—যেমন, রাজা বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব, পুণ্ডরীক প্রভৃতি। দ্বারকায় উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি প্রভৃতি পার্ষদভক্ত; মন্ত্রণা ও সারথ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও ইহারা কোনও কোনও সময়ে পরিচর্য্যাদিও করিয়া থাকেন। কুরুবংশে ভীষ্ম, পরীক্ষিত, বিদুরাদিও পার্ষদভক্ত। যাঁহারা সর্ব্বদা প্রভুর সেবাকার্য্যে আসক্তচিত্ত, তাঁহাদিগকে অনুগ-দাস বলে। অনুগ-দাস আবার দুই শ্রেণীর—পুরস্থ, (দ্বারকস্থ) অনুগ এবং ব্রজস্থ অনুগ। সুযন্ত্র, মণ্ডন, স্তম্ব, সুতম্ব প্রভৃতি হইলেন পুরস্থ অনুগ; শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ছত্রধারণ, চামর ব্যজন, তাম্বুল-বীটিকা-সমর্পণাদিদ্বারা ইহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। (শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।১৫।৩৮ শ্লোকস্থ হংসশ্রিয়োর্ব্যজনয়োঃ শিববায়ুলোলশুভ্রাতপত্র-শশিকেশরশীকরাম্বুম্"-ইত্যাদি উক্তি হইতে জানা যায়, ছত্র-চামরাদি-দ্বারা সেবাপরায়ণ অনুগ-দাসভক্ত বৈকুণ্ঠেও আছেন। সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি দুই রকমের—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং প্রেমসেবোত্তরা। ভ. র. সি. ১।২।২৯। যাঁহারা প্রেমসেবোত্তরা মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারাও বৈকুণ্ঠ-পরিকর-ভুক্ত দাসভক্ত; তাঁহারাও ভগবৎ-সেবা করেন; অবশ্য ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানে তাঁহাদের সেবাবাসনা সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে না)। রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ প্রভৃতি হইলেন ব্রজস্থ অনুগ; শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র-পরিষ্কার-করণ অগুরু-আদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্নানীয় জলকে সুবাসিত করণ, তাম্বুলবীটিকা-প্রস্তুত করণাদি ইহাদের সেবা। বিশেষ বিবরণ ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ৩।২-এ দ্রষ্টব্য। ব্রজে শুদ্ধমাধুর্য্যাত্মক ভাব বলিয়া ব্রজস্থ অনুগগণের শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তা-বুদ্ধি নাই, প্রভু (মণিব)-জ্ঞানে সেব্যবুদ্ধিমাত্র আছে। অপর সকল রকমের দাস-ভক্তদের চিত্তেই শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভগবত্তার বুদ্ধি আছে।

১৬৩। **সখ্যভক্ত**—ব্রজলীলায় শ্রীদাম, সুবল, মধুমঙ্গলাদি এবং পুরে (দ্বারকালীলায়) ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি সখ্যরসের ভক্ত। ব্রজে শুদ্ধমাধুর্য্যময় সখ্য, আর পুরে ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত সখ্য।

বাৎসল্য-ভক্ত—মাতাপিতা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ বাৎসল্যরসের পাত্র। নন্দযশোদাদি শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় বাৎসল্যরসের, আর দেবকী-বসুদেবাদি ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত বাৎসল্যরসের আশ্রয়।

মধুররস-ভক্ত মুখ্য—ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ,—অসংখ্য গণন ॥ ১৬৪
পুন কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার—।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা ভেদ আর ॥ ১৬৫
গোকুলে কেবলা-রতি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রবীণ। ১৬৬
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি। ১৬৭
শান্তদাস্যরসে ঐশ্বর্য্য কাহাঁও উদ্দীপন।
বাৎসল্য-সখ্য-মধুরে ত করে সঙ্কোচন ॥ ১৬৮

বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হৈল ॥ ১৬৯

তথাহি (ভা. ১৪।৪৪।৫১)—
দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সম্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥ ২৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পুত্রভ্রান্তিং বিহায় জগদীশ্বরাবিতি জ্ঞাত্বা শঙ্কিতৌ ন সম্বজাতে নালিঙ্গিতবন্তৌ কিন্তু বদ্ধাঞ্জলী তস্থতুরিত্যর্থঃ ॥ স্বামী। ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৬৪। **মধুররসভক্ত**—ব্রজে গোপীগণ, দ্বারকাদিতে মহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠাদিতে লক্ষ্মীগণ, মধুর-রসের পাত্র। ইঁহাদের মধ্যে ব্রজগোপীগণই মধুর রসের মুখ্য ভক্ত; যেহেতু তাঁহাদের ভক্তি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীনা শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী; মহিষী ও লক্ষ্মীগণের ভক্তি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রা।

১৬৫। **ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা**—যে কৃষ্ণরতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান (শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ইত্যাদি জ্ঞান) মিশ্রিত থাকে, তাহার নাম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রারতি। **কেবলা**—যে রতিতে কোনওরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের গন্ধও মিশ্রিত নাই, যাহা শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী, তাহার নাম কেবলারতি।

১৬৬। উক্ত দুই প্রকার রতির স্থান কোথায়, তাহা বলিতেছেন। **গোকুলে**—ব্রজে। **পুরীদ্বয়ে**—দ্বারকায় ও মথুরায়। **বৈকুণ্ঠাদ্যে**—বৈকুণ্ঠাদি ধামে। **ঐশ্বর্য্য প্রবীণ**—ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য।

১৬৭। **ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানপ্রাধান্যে**—যে স্থলে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, সেস্থলে প্রেম সঙ্কোচিত হয়। আর যে স্থলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় প্রেম (কেবলা), সে স্থলে ঐশ্বর্য্য দেখিলেও ভক্ত তাহা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না। কেবলাতে কখনও প্রীতি সঙ্কোচিত হয় না। কেবলা প্রীতির উপরে ঐশ্বর্য্য কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

১৬৮। **শান্ত-দাস্যরসে ইত্যাদি**—কোন কোন স্থলে শান্ত-রস বা দাস্য-রসের ভক্ত যদি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখেন, তবে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার ভাবের উদ্দীপন হয়। কিন্তু ঐশ্বর্য্য দেখিলে সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর-রসের ভক্তের প্রীতি উদ্দীপিত না হইয়া বরং সঙ্কোচিত হয়। এস্থলে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রা রতির কথাই বলা হইতেছে। ব্রজের কেবলা রতির কথা নহে। পরবর্ত্তী তিন পয়ার হইতেই তাহা বুঝা যায়।

১৬৯। ঐশ্বর্য্য দেখিলে যে বাৎসল্য-প্রীতি সঙ্কোচিত হয়, তাহার প্রমাণ এই পয়ার।

চরণ বন্দিল—কংস বধ করিয়া আসার পর।

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে—কংস-বধের সময় যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া এবং কংস-কারাগারে জন্মচ্ছলে প্রকট হওয়ার সময় যে ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া।

শ্লো। ২৭। অন্বয়। দেবকী (দেবকী) বসুদেবশ্চ (এবং বসুদেব) কৃতসংবন্দনৌ (প্রণিপাতকারী) পুত্রৌ (পুত্রদ্বয়কে) জগদীশ্বরৌ (জগদীশ্বর) বিজ্ঞায় (জানিয়া) শঙ্কিতৌ (শঙ্কিত হইয়া) ন সম্বজাতে (আলিঙ্গন করেন নাই)।

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধাষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয়॥ ১৭০

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১১।৪১-৪২)

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হন্ত হন্তৈতাদৃশ-মহামহৈশ্বর্য্যাশ্রয়াহং কৃত-মহাপরাধপুঞ্জোঽস্মীত্যনুতাপমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ সখেতীতি হে কৃষ্ণেতি ত্বং বসুদেবনাম্নো নরস্যার্দ্ধরথস্যেনাপ্যপ্রসিদ্ধস্য পুত্রঃ কৃষ্ণ ইতি প্রসিদ্ধঃ। অহন্তু নরপতেঃ পাণ্ডোঃ অতিরথস্য পুত্রোঽর্জ্জুন ইতি প্রসিদ্ধঃ। হে যাদবেতি যদুবংশস্য তব নাস্তি রাজত্বং মমতু পুরুবংশস্যাপ্যেব রাজত্বং হে সখেতি সন্ধিরার্যঃ তদপি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। দেবকী ও বসুদেব দুই পুত্রকে জগদীশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহারা বন্দনা করিলেও শঙ্কাবশতঃ তাঁহাদিগকে (পুত্রদ্বয়কে) আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না। ২৭

পুত্রৌ—পুত্রদ্বয়কে; শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে। রোহিণী-নন্দন বলরাম ও বসুদেবের পুত্র।

কংসবধ-কালে কৃষ্ণ-বলরামের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া এবং কংস-কারাগারেও জন্মের অব্যবহিত পরে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দেবকী বসুদেব রামকৃষ্ণকে জগদীশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল; তাই কংসবধের পরে তাঁহারা আসিয়া পিতামাতা জ্ঞানে দেবকী-বসুদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে যখন দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহারা কিন্তু পুত্রজ্ঞানে রামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে সাহস পাইলেন না।

১৬৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭০। ঐশ্বর্য্য দেখিলে সখ্যপ্রীতিও যে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তাহা দেখাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের সখ্যভাব; কিন্তু কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন, তখনই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান জাগ্রত হওয়ায় অর্জ্জুনের সখ্যভাব সঙ্কুচিত হইয়া গেল; এবং পূর্ব্বে সখাজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সকল ব্যবহার করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি মনে করিলেন, তৎসমস্ত ব্যবহার তাঁহার নিজের পক্ষে ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইয়াছে; তাই তিনি সে সমস্ত ধৃষ্টতার জন্য কৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বিশ্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার অনেক মুখ, অনেক নয়ন, অনেক দিব্য অস্ত্র ও আভরণ, দিব্যমালা, দিব্য গন্ধানুলেপ ছিল; এই আশ্চর্য্যদর্শন রূপ সর্ব্বত্র অবস্থিত অনন্তমূর্ত্তিরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল; ইহার তেজ একই সময়ে সমুদিত সহস্র সূর্য্যের তেজকেও পরাভূত করিতেছিল। এই বিশ্বরূপের দেহমধ্যে একই সময়ে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিদৃষ্ট হইতেছিল। দেখিয়া অর্জ্জুন বিস্মিত ও ভীত হইয়া গেলেন। গীতা ১১।১০ ১৪ ॥)। **ধাষ্ট্য**—ধৃষ্টতা। **সখ্যভাবে ধাষ্ট্য**—শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সখা মনে করিয়া যে সমস্ত ব্যবহার করিয়াছেন, এখন দেখিতেছেন—সে সমস্ত ব্যবহার তাঁহার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র হইয়াছে; যেহেতু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখার ন্যায় ব্যবহার করা তাঁহার (অর্জ্জুনের) পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। সেই সমস্ত ধৃষ্টতামূলক ব্যবহারকেই এস্থলে সখ্যভাবে ধাষ্ট্য বলা হইয়াছে। **ক্ষমায়**—ক্ষমা করায়, শ্রীকৃষ্ণদ্বারা।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৮-২৯। অন্বয়। তব (তোমার) মহিমানং (মহিমা—এই বিশ্বরূপরূপ মহিমা) অজানতা (জানিতাম না—বলিয়া) প্রমাদাৎ (প্রমাদ-বশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রণয়বশতঃও) সখা (তুমি আমার সখা) ইতি (ইহা) মত্বা (মনে করিয়া) হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখা (ইত্যাদিরূপে ময়া (আমাকর্ত্তৃক) প্রসভং

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহার-শয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথ বাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ২৯

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীকে কৈল পরিহাস।
‘কৃষ্ণ ছাড়িবেন’ জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস ॥ ১৭১

তথাহি (ভা. ১০।৬০।২৪)

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে-
র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ॥ ৩০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ত্বয়া সহ মম যৎসখ্যং তত্র তব পৈত্রিকঃ প্রভাবো ন হেতুঃ নাপি কৌলিকঃ কিন্তু তাবক এব ইত্যভিপ্রায়তো যৎ প্রসভং সতিরস্কারমুক্তং ময়া তৎ ক্ষাময়ে ক্ষময়ামি ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তদেবং বিশ্বরূপাত্মকং স্বরূপমেব মহিমানং প্রমাদাদ্বা প্রণয়েন স্নেহেন বা। চক্রবর্ত্তী। ২৮

পরিহাসার্থং বিহারাদিষু অসৎকৃতোঽসি ত্বং সত্যবাদী নিষ্কপটঃ পরমসরল ইতি আদি বক্রোক্ত্যা তিরস্কৃতোঽসি ত্বং একঃ সখীন্ বিনৈব রহসি অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখানাং সমক্ষং পুরতোঽসি যদা স্থিতঃ তদা জাতং তৎসর্ব্বমপরাধং সহস্রং ক্ষাময়ে হে প্রভো ক্ষমস্বেত্যনুনয়ামীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ২৯

সুদুঃখমপ্রিয়শ্রবণাৎ, ভয়ং ত্যাগশঙ্কয়া, শোকোঽনুতাপঃ, তৈর্বিনষ্টা বুদ্ধির্যস্যাস্তস্যাঃ শ্লথন্তি পতন্তি বলয়ানি যস্মাদ্ধস্তাৎ দেহশ্চ পপাত বিক্লবা অবশা ধীর্যস্যাস্তস্যাঃ। স্বামী। ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(তিরস্কারের সহিত) যৎ (যাহা) উক্তং (বলা হইয়াছে), বিহার-শয্যাসন-ভোজনেষু (বিহার, শয়ন, উপবেশন, ভোজনাদি সময়ে) একঃ (একাকী—তুমি যখন একাকী ছিলে, তখন) অথবা (অথবা) তৎসমক্ষং (অন্য সখাদির সাক্ষাতে) অবহাসার্থং (পরিহাসচ্ছলে) যৎ (যে) [ময়া] (আমাকর্তৃক) অসৎকৃতঃ (অসৎকৃত) অসি (হইয়াছ) তৎ (তাহা) অহং (আমি) অপ্রমেয়ং (অচিন্ত্য-প্রভাব-সম্পন্ন) ত্বাং (তোমাকে) ক্ষাময়ে (ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করিতেছি)।

অনুবাদ। তোমার এই মহিমা না জানিয়া প্রমাদবশতঃ, অথবা প্রণয়প্রযুক্ত, সখাবোধে প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের ভাবে—হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে প্রভৃতি যে সকল সম্বোধন করিয়াছি, বিহার, শয়ন, উপবেশন, ভোজন প্রভৃতির সময় পরিহাসচ্ছলে অন্যের অসমক্ষে বা বন্ধুজনের সমক্ষে যে কিছু অসৎকার করিয়াছি, অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন তুমি আমার ঐ সকল ক্ষমা কর। ২৮-২৯। প্রমাদাৎ—অনবধানতাবশতঃ, অসতর্কতাবশতঃ। ১৭০ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭১। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যে দ্বারকায় মধুর-রতিও সঙ্কুচিত হয়, তাহাই দেখাইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন—সুন্দরি! তুমি রাজকন্যা; সুতরাং কোনও রাজপুত্রকে বিবাহ করাই তোমার উচিত ছিল। আমি রাজাদিগের ভয়ে সমুদ্রমধ্যে বাস করিতেছি; নিজেও রাজা নহি; আমাকে বিবাহ করা তোমার ভাল হয় নাই। আমি দেহে ও গেহে উদাসীন, স্ত্রী-পুত্র ও ধনাদিতে আকাঙ্ক্ষাশূন্য এবং আত্মসুখেই সুখী। সুতরাং আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি অদূরদর্শিতার পরিচয়ই দিয়াছ। অতএব তোমার উপযুক্ত কোনও রাজাকে তুমি আবার বিবাহ কর ইত্যাদি। (শ্রী. ভা. ১০।৬০।১০-২০ ॥”) শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উক্তি শুনিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবেন আশঙ্কা করিয়া রুক্মিণী ভীত হইলেন। ত্রাস—ভয়।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। সুদুঃখ ভয়-শোকবিনষ্টবুদ্ধেঃ (অত্যন্ত দুঃখ, ভয় ও শোকে হতবুদ্ধি) তস্যাঃ (তাঁহার—রুক্মিণীর) শ্লথদ্বলয়তঃ (শিথিল-কঙ্কণ) হস্তাৎ (হস্ত হইতে) ব্যজনং (ব্যজন) পপাত (পড়িয়া গেল)। বিক্লবধিয়ঃ (হতজ্ঞান) [তস্যাঃ রুক্মিণ্যাঃ] (সেই রুক্মিণীর) দেহঃ চ (দেহও) সহসা এব (তৎক্ষণেই) মুহ্যন্ (মোহ প্রাপ্ত হইয়া) কেশান্ (কেশসমূহকে) প্রবিকীর্য্য (প্রকৃষ্টরূপ বিস্তারিত করিয়া) বাতবিহতা (বাতাহত) রম্ভা ইব (কদলীর ন্যায়) [পপাত] (ভূপতিত হইল)।

কেবলার শুদ্ধপ্রেম,—ঐশ্বর্য্য না জানে । ঐশ্বর্য্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে ॥ ১৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। অত্যন্ত দুঃখ, ভয় ও শোকে হতবুদ্ধি রুক্মিণীর হস্তের কঙ্কণ শিথিল হইয়া গেল এবং তাঁহার সেই হস্ত হইতে ব্যজন (বা চামর) ভূমিতে পড়িয়া গেল। তাঁহার হতজ্ঞান দেহও মোহপ্রাপ্ত হইয়া আলুলায়িত কেশে বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। ৩০

শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর—এই জ্ঞান রুক্মিণী আদি মহিষীবর্গের ছিল ; তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন—"আমি দেহ-গেহাদিতে উদাসীন, স্ত্রীপুত্র ধনাদিতে আকাঙ্ক্ষা-রহিত, আত্মসুখেই সুখী ইত্যাদি।"—তখন রুক্মিণী মনে করিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ তো সত্য কথাই বলিলেন ; ঈশ্বর বলিয়া স্ত্রীপুত্রাদিতে তাঁহার কোনওরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকার সম্ভাবনা বাস্তবিকই তো নাই ; তিনি তো আত্মারাম—স্ত্রীপুত্রাদিতে তাঁহার প্রয়োজনই বা কি ? সুতরাং আমাদের প্রতি তাঁহার বাস্তবিক কোনও আসক্তি নাই-ই যখন, তখন তিনি যে কোনও মুহূর্ত্তেই তো আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন।" শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃ রুক্মিণীর সঙ্গে পরিহাসই করিয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে রুক্মিণীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ছিল বলিয়া তিনি পরিহাস বাক্যকেও পরিহাস বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না—সত্য বলিয়াই মনে করিলেন। তাই তাঁহার মধুরা রতি সঙ্কুচিত হইয়া গেল—প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে আর প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না ; রুক্মিণী মনে করিলেন—"আমি সামান্যা নারী, আর শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ; তিনি কিরূপে আমার প্রাণবল্লভ হইতে পারেন ? শিশুপালাদি তাঁহাকে হিংসা করিত, তাহারা আমাকে নিতে চাহিয়াছিল ; তাহাদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করার জন্য, তাহাদিগকে অপদস্থ করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে লইয়া আসিয়াছেন—আমার প্রতি বিশেষ প্রীতিবশতঃ তিনি আমাকে আনেন নাই ; শিশুপালাদি অপদস্থ হইয়াছে, কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে ; আমাতে তো তাঁহার কোনও প্রয়োজনই নাই ; সুতরাং যে কোনও মুহূর্ত্তেই তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।"—এইরূপ ভাবিয়া অত্যন্ত দুঃখে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন ভাবিয়া ভয়ে ও শোকে রুক্মিণীর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

১৭১ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৬৮ পয়ারে বলা হইয়াছে—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রতি সঙ্কুচিত হয় ; তারপর ১৬৯ পয়ারে বাৎসল্য-রতির সঙ্কোচ, ১৭০ পয়ারে সখ্যরতির সঙ্কোচ এবং ১৭১ পয়ারে মধুর রতির সঙ্কোচ দেখাইয়া ১৬৮ পয়ারোক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিলেন। ১৬৮ পয়ারে যে দ্বারকা-মথুরার বাৎসল্যাদির কথাই বলা হইয়াছে, উদ্ধৃত প্রমাণ-শ্লোকগুলিই তাহার প্রমাণ।

১৭২। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬৭ পয়ারে বলা হইয়াছে—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী রতিতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যকে সাক্ষাতে প্রকটিত দেখিলেও ভক্ত তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না এবং সেই ঐশ্বর্য্যের দরুণ তাঁহাদের সম্বন্ধের বন্ধনও শিথিল হইয়া যায় না। এক্ষণে তাহারই প্রমাণ দেখাইতেছেন।

কেবলার—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবলারতির। যাহাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণ রতি বা শ্রীকৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা-বাসনাই বর্ত্তমান এবং যাহাতে এই সেবা-বাসনার মধ্যে অন্য কিছু—স্বসুখ-বাসনাদি, স্বদুঃখ-নিবৃত্তির বাসনাদি, প্রীতি-সঙ্কোচক ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানাদিও—প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাই কেবলা রতি। যে রতিতে কেবলই কৃষ্ণসুখ-বাসনা বর্ত্তমান, অপর কিছুই নাই, তাহাই কেবলা রতি। **শুদ্ধ প্রেম**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য প্রেম। **ঐশ্বর্য্য না জানে**—শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর—এই জ্ঞান কেবলারতিমান্ ভক্তের নাই ; এইরূপ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সমান বা নিজের অপেক্ষা হেয় বলিয়াও মনে করেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের যে কোনরূপ ঐশ্বর্য্য থাকিতে পারে—একথাও তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না। **ঐশ্বর্য্য দেখিলেও ইত্যাদি**—শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করুন আর নাই-ই করুন, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব তাহাতে ক্ষুণ্ন হইবে না ; তাই প্রয়োজনমত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়াই

তথাহি (ভা. ১০।৮।৪৫)—

ত্রয়্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজম্॥ ৩১

তথাহি (ভা. ১০।৯।১৪)—

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥ ৩২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মায়াবলোদ্রেকমাহ—ত্রয়্যেতি ; ত্রয়্যা কর্ম্মকাণ্ডরূপয়া ইন্দ্রাদিরূপেণ উপনিষদ্ভির্ব্রহ্মেতি সাংখ্যৈঃ পুরুষ ইতি যোগৈঃ পরমাত্মেতি সাত্বতৈর্ভগবানিত্যুপগীয়মানং মাহাত্ম্যং যস্য তম্। স্বামী। ৩১

তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্ আত্মজং মত্বা ববন্ধেতি স্বামী। ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

থাকে এবং শুদ্ধমাধুর্য্যময় ভক্তগণ তাহা দেখিয়াও থাকেন ; কিন্তু সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্য প্রকটিত দেখিলেও তাহাকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না, এবং—দেবকী-বসুদেবের ন্যায়, কি অর্জ্জুনের ন্যায়, কিম্বা রুক্মিণীর ন্যায়—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের সম্বন্ধের বন্ধনও শিথিল হইয়া যায় না। চক্ষুর সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের পুত্র বলিতে, কিম্বা সুবলাদি তাঁহাকে সখা বলিতে, কিম্বা ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাকে প্রাণবল্লভ বলিতে—বা কৃষ্ণের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতে—কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-সমূহে এই পয়ারোক্তির প্রমাণ দেখান হইয়াছে।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। ত্রয়্যা (বেদত্রয়ের কর্ম্মকাণ্ডে—ইন্দ্রাদি দেবতারূপে), উপনিষদ্ভিঃ (বেদের জ্ঞানকাণ্ডে—ব্রহ্মরূপে) সাংখ্যযোগৈঃ (সেশ্বর সাংখ্যে এবং যোগে—পুরুষ ও পরমাত্মারূপে) সাত্বতৈঃ (নারদ-পঞ্চরাত্রাদিতে—ভগবান্‌রূপে) উপগীয়মানমাহাত্ম্যং (যাঁহার মাহাত্ম্য গীত হয়, সেই) হরিং (হরিকে) সা (যশোদা) আত্মজং (স্বীয় গর্ভজ পুত্র) অমন্যত (মনে করিতেন)।

অনুবাদ। বেদত্রয়ে (বেদত্রয়ের সংহিতাংশে বা কর্ম্মকাণ্ডে ইন্দ্রাদিদেবতারূপে), উপনিষদে (বেদের জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মরূপে), সেশ্বর-সাংখ্যে (পুরুষরূপে), যোগশাস্ত্রে (পরমাত্মারূপে) এবং (নারদ-পঞ্চরাত্রাদি) সাত্বত-শাস্ত্রে (ভগবান্‌রূপে) যাঁহার মহিমা গীত হইয়া থাকে, যশোদা সেই হরিকে স্বীয় গর্ভজাত পুত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ৩১

শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলা-বর্ণন প্রসঙ্গে এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মুখে যশোদা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং সমস্ত তত্ত্বাদি এবং ব্রজমণ্ডলসহ কৃষ্ণকে এবং নিজেকেও দেখিলেন ; দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত তত্ত্বও তিনি অবগত হইলেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ যশোদার গাঢ় বাৎসল্যপ্রেম তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করিয়া দিলেন এবং বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি যশোদা সেই শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় গর্ভজাত-সন্তান মনে করিয়া দৃঢ়রূপে স্বীয় বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও যে বাৎসল্য-ভাবের ভক্তের বাৎসল্যরতি সঙ্কুচিত হয় না, এই শ্লোক তাহারই প্রমাণ।

ত্রয়ী—অমরকোষ অভিধানের মতে, ঋক্, যজু ও সাম এই তিন বেদকে (বেদের সংহিতাংশকে বা কর্ম্মকাণ্ডকে) ত্রয়ী বলে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে ঈশ্বরকে ইন্দ্রাদি দেবতারূপেই বর্ণন করা হইয়াছে। ত্রয়ী-শব্দের তৃতীয়ায় ত্রয়্যা। সাত্বত—নারদ-পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রকে সাত্বত-শাস্ত্র বলে।

শ্লো। ৩২। অন্বয়। গোপিকা (গোপী—যশোদা) অব্যক্তং (অব্যক্ত) মর্ত্ত্যলিঙ্গং (মনুষ্যলিঙ্গ—নর-তনুধারী) অধোক্ষজং (অধোক্ষজ) তং (তাঁহাকে—সেই কৃষ্ণকে) আত্মজং (স্বীয় গর্ভজাত পুত্র) মত্বা (মনে করিয়া) প্রাকৃতং যথা (প্রাকৃত বালকের ন্যায়) দাম্না (রজ্জুদ্বারা) উলূখলে (উলূখলে) ববন্ধ (বাঁধিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। গোপিকা যশোদা অব্যক্ত, মনুষ্যলিঙ্গ ও অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আপন পুত্র মনে করিয়া প্রাকৃত বালকের মতন রজ্জুদ্বারা উলূখলে বাঁধিয়াছিলেন। ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অব্যক্তং—অব্যক্ত ; প্রকট-লীলাকালব্যতীত অন্য সময়ে যিনি অব্যক্ত (অর্থাৎ লোকনয়নের বাহিরে থাকেন ; অথবা প্রেমবশ্যভাবশতঃ যাঁহার মহৈশ্বর্য্যাদি শুদ্ধমাধুর্য্যময় ভক্তদের অনুভব-বিষয়ে অব্যক্ত (অপ্রকাশিত) থাকে। **মর্ত্ত্যলিঙ্গং**—মর্ত্ত্যের (মানুষের ন্যায়) লিঙ্গ (শরীর) যাঁহার ; মনুষ্যশরীরধারী ; বস্তুতঃ নরবপুই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। **অধোক্ষজং**—অধঃ+অক্ষজম্=অধোক্ষজম্। অধঃ (অধঃকৃত) হইয়াছে অক্ষজ (ইন্দ্রিয়-জাত) জ্ঞান যাঁহা হইতে। ইন্দ্রিয় হইল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি ; দর্শন হইল চক্ষু হইতে জাত জ্ঞান, শ্রবণ হইল কর্ণ হইতে জাত জ্ঞান ইত্যাদি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় হইতে জাত এই সমস্ত জ্ঞান অধঃকৃত হইয়াছে যাঁহা হইতে, তিনি অধোক্ষজ। অধঃ-শব্দের অর্থ নিম্ন ; ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যাঁহা হইতে অনেক নিম্নে অবস্থিত, সুতরাং ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; অর্থাৎ—প্রাকৃত চক্ষু যাঁহার দর্শন পায় না, প্রাকৃত কর্ণ যাঁহার বাক্যাদি শ্রবণ করিতে পারে না, প্রাকৃত নাসিকা যাঁহার অঙ্গ-গন্ধ পায় না, প্রাকৃত রসনা যাঁহার অধরামৃতাদির আস্বাদন পায় না, প্রাকৃত ত্বক্ যাঁহার অঙ্গস্পর্শ লাভ করিতে পারে না, এইরূপে যিনি কোনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বিষয় নহেন—সুতরাং সমস্ত প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানই অধঃকৃত হইয়াছে, বহুদূরে নিম্নদেশে অপসারিত হইয়াছে যাঁহা কর্ত্তৃক, তিনি অধোক্ষজ ; তিনি ইন্দ্রিয়াতীত। তিনি অপ্রাকৃত চিন্ময় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলিয়াই কোন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন। প্রাকৃত বস্তুই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে, যেমন প্রাকৃত লোকের দেহাদি। কিন্তু “অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচর।” শ্লোকস্থ “অব্যক্ত” এবং “অধোক্ষজ” এই উভয় শব্দেই তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব, চিন্ময়ত্ব এবং সচ্চিদানন্দত্ব সূচিত হইতেছে ; এতাদৃশ তত্ত্ব যিনি, তিনি বাস্তবিক কাহারও “আত্মজ” হইতে পারেন না ; তিনি অজ, নিত্য শাশ্বত, অনাদি ; তথাপি শুদ্ধবাৎসল্যময়ী যশোদা মাতা তাঁহার শুদ্ধ—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবলা-রতির প্রভাবে তাঁহাকে স্বীয় আত্মজ বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং এতাদৃশ তত্ত্ব স্বরূপতঃ বিভু—সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং বন্ধনের অযোগ্য হইলেও কেবলা-রতিমতী যশোদা-মাতা তাঁহাকে উলূখলে বন্ধন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। তাঁহার কেবলারতির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্বাদি ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। কেবলা-প্রীতিকে ঐশ্বর্য্য সঙ্কোচিত করিতে পারে না ; বরং কেবলা-প্রীতিই ঐশ্বর্য্যকে সঙ্কোচিত করিতে পারে ইহাই এস্থানে প্রদর্শিত হইল। উলূখল ধান হইতে চাউল বাহির করার যন্ত্রবিশেষ। ইহা ঢেকী নহে ; কিন্তু ইহা দ্বারা ঢেকীর ন্যায় কাজই হয়। একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায়, এরূপ একখণ্ড কাঠের মধ্যে ধান রাখার জন্য একটা গর্ত্ত করা হয় ; তাহাতে ধান রাখিয়া একটা মোটা দণ্ডের অগ্রভাগ দিয়া ধানের উপরে আঘাত করিলে ধান হইতে তুষ পৃথক্ হইয়া যায়। গর্ত্তযুক্ত কাষ্ঠ-খণ্ডকেই উলূখল বলে।

মাতা যশোদা মৃদ্‌ভক্ষণাদি লীলায় শ্রীকৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছেন ; কিন্তু তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজের গর্ভজাত পুত্রই মনে করিতেন এবং পুত্রজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার লাল্য, নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের লালিকা মনে করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে অন্যায় কার্য্যের জন্য তাঁহাকে শাসনও করিতেন—এই জগতে মানুষের মধ্যে পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষিণী জননী যেমন করিয়া থাকেন, ঠিক তদ্রূপ। শিশু কৃষ্ণ একদিন দধি-মন্থন-ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে যাইয়া মাখন চুরি করিয়া নিজেও খাইয়াছিলেন, বানরকেও দিয়াছিলেন। যশোদা-মাতা তাহা জানিতে পারিয়া কৃষ্ণের সংশোধনের নিমিত্ত বেত্র হস্তে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেই শ্রীকৃষ্ণ অন্য দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন ; কিন্তু যশোদামাতা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং দুষ্কর্ম্মের শাস্তিস্বরূপে রজ্জুদ্বারা তাঁহাকে উলূখলের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দেবকী-দেবী এতই সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় পুত্র মনে করিতে সাহস পান নাই। কিন্তু যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া পর্য্যন্ত রাখিলেন ; ঐশ্বর্য্যদর্শনে যদি যশোদামাতার বাৎসল্য-প্রীতি সঙ্কুচিত হইত, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণকে বাঁধিবার কথা কল্পনাও করিতে পারিতেন না।

তথাহি তত্রৈব (১০।১৮।২৪)—

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ৩৩

তথাহি তত্রৈব (১০।৩০।৩৭)

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ ॥
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ।
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি ॥ ৩৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভগবানিতি ভবতাং ভগবানস্মাকং ব্রজবাসিভিঃ পরাজিত ইতি মর্ম্ম ব্যজ্যতে। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ। ৩৩

ততো বরিষ্ঠং মানানন্তরং বনপ্রদেশবিশেষং তেনৈব সহ গমনক্রমেণাগ্রতো গত্বা দৃপ্তা গর্ব্বিতা সতী কেশবং কেশান্ তদীয়ান্ বয়তে গ্রথ্নাতি অত এবাব্রবীৎ কিং তদাহ—ন পারয়ে ইতি। বহুপরিভ্রমণেন পরিশ্রান্তত্বাদিতি ব্যঙ্গময়ী হেতুব্যঞ্জনা। নম্ন মুগ্ধে! তাভ্যো দূরমগ্রে স্থানান্তরং স্বচ্ছং গন্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ—নয়েতি। পূর্ব্ববদঙ্কে নিধায় ত্বমেব নয়েত্যর্থঃ। শ্রীজীব। স্কন্ধে মদংসে (স্কন্ধঃ মদংসঃ) আরুহ্যতামিত্যাহ—ইদঞ্চ নর্ম্মণৈব প্রিয়ামিত্যুক্তেঃ, যদ্বা কায়ো মদীয়ং বক্ষঃ কটীরং বা তথা চ বিশ্বঃ—স্কন্ধঃ প্রকাণ্ডে কায়ে চ বাহুমূলসমূহয়োরিতি ॥ শ্রীসনাতন ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। ভগবান্ কৃষ্ণঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) পরাজিতঃ (খেলায় পরাজিত) সন্ (হইয়া) শ্রীদামানং (শ্রীদামকে), ভদ্রসেনঃ চ (এবং ভদ্রসেন) বৃষভং (বৃষভকে) প্রলম্বঃ (প্রলম্ব) রোহিণীসুতং (রোহিণীসুত—বলরামকে) উবাহ (বহন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। খেলায় পরাজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে, প্রলম্ব বলদেবকে স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন। ৩৩

শ্রীদামাদি সখাগণও শ্রীকৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের সখ্যভাব সঙ্কুচিত হয় নাই ; যদি হইত, তাহা হইলে শ্রীদাম কখনও শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের সখা বলিয়াই মনে করিতেন, কখনও ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন না। তাই কখনও বা তাঁহারা কৃষ্ণকে কাঁধে করিতেন, কখনও বা কৃষ্ণেরই কাঁধে চড়িতেন।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যে কেবলা সখ্যরতি সঙ্কুচিত হয় না, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩৪। অন্বয়। ততঃ (তারপর—এইরূপ অভিমান হওয়ার পর) বনোদ্দেশং (বনপ্রদেশে অগ্রে) গত্বা (গমন করিয়া) দৃপ্তা (গর্ব্বিতা হইয়া)—অহং (আমি) চলিতুং (চলিতে) ন পারয়ে (পারি না) যত্র (যেখানে) তে (তোমার) মনঃ (মন—ইচ্ছা) মাং (আমাকে) নয় (লইয়া যাও) [ইতি] (এইরূপ)—কেশবং (কেশবকে) অব্রবীৎ (বলিলেন)। এবং (এইরূপ) উক্তঃ (কথিত হইয়া)—স্কন্ধঃ (স্কন্ধে—আমার স্কন্ধে) আরুহ্যতাং (আরোহণ কর) ইতি (ইহা)—প্রিয়াং (প্রিয়াকে) আহ) বলিলেন)।

অনুবাদ। এইরূপ অভিমানের পর তিনি (শ্রীরাধা) শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনপ্রদেশে গমন পূর্ব্বক গর্ব্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"আমি আর চলিতে পারি না, অতএব তুমি যে স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা কর, আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল,"—তিনি (রাধা) এইরূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।" ৩৪

কেশবং—কেশবং কেশান্ তদীয়ান্ বয়তে গ্রথ্নাতি ইতি কেশবস্তম্। (শ্রীরাধার) কেশ বাঁধিয়া দেন যিনি, তিনি কেশব। শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র শ্রীরাধাকে লইয়া বনে প্রবেশ করাতে এবং বনমধ্যে লীলাবিশেষের পরে শ্রীরাধার কবরী শিথিল হইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহা প্রীতিভরে বাঁধিয়া দেওয়াতে শ্রীরাধা অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণ হইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন ;

তথাহি তত্রৈব (১০।৩১।১৬)—
পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তস্মাৎ হে অচ্যুত! পতীন্ সুতান্ অন্বয়ান্ তৎসম্বন্ধিনো ভ্রাতৄন্ বান্ধবাংশ্চাতিবিলঙ্ঘ্য তব সমীপমাগতা বয়ম্। কথম্ভূতস্য? গতিবিদোঽস্মদাগমনং জানতঃ গীতগতির্ব্বা জানতঃ গতিবিদো বয়ং বা তবোদ্গীতেনোচ্চৈর্গীতেন মোহিতাঃ হে কিতব শঠ! এবম্ভূতা যোষিতো নিশি স্বয়মাগতাস্ত্বাং ঋতে কস্ত্যজেৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ। স্বামী। ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনপ্রদেশে গমন করিতে করিতে শ্রীরাধা (গর্ব্বিতা হইয়া) শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"বনভ্রমণে আমি পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমি আর চলিতে পারি না; যেখানে তুমি যাইতে ইচ্ছা কর, সেখানেই তুমি আমাকে বহন করিয়া লইয়া যাও।" শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান থাকিলে শ্রীরাধা কখনও তাঁহাকে বহন করিয়া নেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে পারিতেন না। রাসাদিলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য্য শ্রীরাধা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তথাপি যে তাঁহার প্রতি শ্রীরাধার মধুরা রতি সঙ্কুচিত হয় নাই—তথাপি তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় প্রাণবল্লভমাত্রই মনে করিয়াছেন, ঈশ্বর মনে করেন নাই, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩৫। **অন্বয়।** অচ্যুত (হে অচ্যুত)! গতিবিদঃ (গতিবিৎ) তব (তোমার) উদ্গীতমোহিতাঃ (উচ্চ বেণুগীতে মোহিতা) [বয়ং] (আমরা) পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ (পতি, পুত্র, বংশ-সম্বন্ধী ভ্রাতা ও বান্ধবাদিকে) অতিবিলঙ্ঘ্য (অতি বিলঙ্ঘন করিয়া) তে (তোমার) অন্তি (নিকটে) আগতাঃ (উপস্থিত হইয়াছি)। কিতব (হে কিতব—প্রবঞ্চক)! নিশি (রাত্রিকালে) কঃ (কোন ব্যক্তি) যোষিতঃ (স্ত্রীলোককে) ত্যজেৎ (পরিত্যাগ করে)?

অনুবাদ। হে অচ্যুত! তুমি আমাদের আগমনের কারণ বিদিত আছ। আমরা তোমার বেণুগীতে মোহিত হইয়া পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও বান্ধব সকলের অনাদর পূর্ব্বক তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। হে শঠ! স্ত্রীলোককে কে রাত্রিকালে ত্যাগ করিয়া থাকে? ৩৫

শারদীয়-মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বিরহে পরিক্লিষ্টা গোপীগণ বনমধ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।—**হে অচ্যুত**—কোনও গুণ হইতেই তো তোমার চ্যুতির কথা শুনা যায় না; তবে আমাদের সম্বন্ধে তোমার কারুণ্য হইতে চ্যুত—আমাদের প্রতি অকরুণ—দেখা যায় কেন? আমাদের প্রতি অকরুণ হইয়া তুমি কেন আমাদিগকে ত্যাগ করিলে (এইরূপই অচ্যুত শব্দদ্বারা ব্যঞ্জিত হইতেছে); **গতিবিদঃ**—গতি জানেন যিনি, তাঁহার। তুমি আমাদের গতি জান, অর্থাৎ আমরা যে এখানে তোমারই জন্য আসিয়াছি, তাহা তুমি জান, তুমি ব্যতীত আমাদের যে অন্য কোনও গতি নাই, তাহাও তুমি জান; এতাদৃশ তোমার **উৎগীতমোহিতাঃ**—উচ্চবংশীগীত শ্রবণে মোহিতা হইয়া আমরা **পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্**—আমাদের পতি (অর্থাৎ যাহারা আমাদিগকে তাহাদের পত্নী বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে), ভগিনীপুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র, অন্বয় (জ্ঞাতি), ভ্রাতা ও বান্ধবাদির **অতিবিলঙ্ঘ্য**—বাক্যাতিক্রম করিয়া, তাহাদের স্নেহাদি পরিত্যাগ করিয়া, তোমার **অন্তি**—নিকটে **আগতাঃ**—আসিয়াছি। উচ্চ বংশীধ্বনিদ্বারা তুমিই আমাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ; আনিয়া এক্ষণে আমাদিগকে এই গভীর অরণ্যমধ্যে ত্যাগ করিয়া তুমি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছ; আহ্বান করিয়া আনিয়া ত্যাগ করিয়া যাওয়া শঠ ও প্রবঞ্চকেরই কাজ; তুমি আমাদিগের সহিত বঞ্চনা করিয়াছ; তাই বলি

শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।
'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' ইতি শ্রীমুখগাথা॥ ১৭৩

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে
শান্তভক্তিরসলহর্য্যাম্ (৩।১।২২)—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা॥ ৩৬

তথাহি (ভা. ১১।১৯।৩৬)

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসম্মর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ॥ ৩৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তত্রাহ কার্য্যদ্বারা রতিরূপং কারণং লক্ষ্যত ইতি আহ তন্নিষ্ঠেতি তথাপি সামান্যায়ামেব রতৌ লব্ধায়াং বিশেষেষ্বত্র প্রবৃত্তিঃ প্রসিদ্ধশমপ্রাচুর্য্যাৎ পর্য্যবসীয়তে। শ্রীজীব। ৩৬

মুমুক্ষোরুপাদেয়ান্ শমাদীন্ হেয়াংশ্চ দুঃখাদীন্ মহাজন-প্রসিদ্ধেভ্যো বিলক্ষণমাহ শম ইত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তিঃ। এতেনৈব তত্তদ্বিপরীতা অশমাদয়োঽপি উন্নেয়াঃ। শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধের্ন তু শান্তিমাত্রং দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ ন চৌরাদিদমনং তিতিক্ষা বিহিতদুঃখস্য সংমর্যঃ সহনং ন তু ভারাদেঃ। জিহ্বোপস্থয়োঃ জয়ো বেগধারণং ধৃতিঃ ন স্বল্পবেগমাত্রম্। স্বামী। ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হে কিতব—হে শঠ! এখন তুমি বল দেখি, নিশি—রাত্রিকালে কোন ব্যক্তি স্বয়ং আগতা যুবতী ও প্রেমবতী যোষিতঃ—রমণীদিগকে ত্যাগ করে? কেহই ত্যাগ করে না; সুতরাং তুমি যে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছ, ইহা তোমার পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে; তাই বলি বঁধু, একবার আসিয়া আমাদের প্রাণ বাঁচাও।

ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীগণের মধুরা রতি বা কান্তাভাব যদি সঙ্কুচিত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া উক্তরূপ কথা বলিতে পারিতেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে যে তাঁহাদের প্রাণবল্লভ বলিয়াই মনে করিতেছেন, উক্ত বাক্যগুলি হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

১৭৩। এই পয়ারে শান্তরসের স্বরূপ বলিতেছেন। স্বরূপ-বুদ্ধ্যে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, এইরূপ বুদ্ধিতে যে কৃষ্ণনিষ্ঠা, তাহাই শান্তরসের স্বরূপ। চতুর্ভুজ-নারায়ণ শান্তভক্তের উপাস্য। শমো ইত্যাদি—শম্ ধাতু হইতে শান্তি-শব্দ নিষ্পন্ন; শান্তি অর্থ- শম; আর শম-শব্দের অর্থ "মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ—বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠতা।" শ্রীকৃষ্ণে বুদ্ধির ঐকান্তিকী নিষ্ঠাকে শম বা শান্তি বলে; এইরূপ শম বা ঐকান্তিকী নিষ্ঠা যাঁহার আছে, তিনিই শান্তভক্ত। ইতি শ্রীমুখগাথা—ইহা শ্রীভগবানের উক্তি। শম-শব্দে যে বুদ্ধির কৃষ্ণনিষ্ঠতা বুঝায়, শ্রীভগবান্‌ই তাহা নিজে বলিয়াছেন। শম-শব্দে যে শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা বুঝায়, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১৯।১৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩৬। অন্বয়। বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) মন্নিষ্ঠতা (আমাতে—শ্রীভগবানে নিষ্ঠতাই) শমঃ (শম)—ইতি (ইহা) শ্রীভগবদ্বচঃ (শ্রীভগবানের বাক্য)। এতাং (এইরূপ) শান্তিরতিং বিনা (শান্তিরতি ব্যতীত) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) তন্নিষ্ঠা (ভগবন্নিষ্ঠা) দুর্ঘটা (দুর্ঘট)।

অনুবাদ। বুদ্ধির মন্নিষ্ঠতাকে (আমাতে নিষ্ঠাকে) শম বলে; এইটি শ্রীকৃষ্ণবাক্য। অতএব শান্তরতি ব্যতীত বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠা অসম্ভব। ৩৬

বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠাকেই যখন সম বা শান্তি বলে, তখন শান্তিরতি যে পর্য্যন্ত না জন্মিবে, সেই পর্য্যন্ত যে বুদ্ধি শ্রীভগবানে নিষ্ঠা (আত্যন্তিকী স্থিতি) প্রাপ্ত হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

শ্লো। ৩৭। অন্বয়। বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) মন্নিষ্ঠতা (আমাতে—শ্রীকৃষ্ণে—নিষ্ঠতাই) শমঃ (শম), ইন্দ্রিয়সংযমঃ (ইন্দ্রিয়সংযমই) দমঃ (দম), (দুঃখসহনই) তিতিক্ষা (তিতিক্ষা); জিহ্বোপস্থজয়ঃ (জিহ্বা ও উপস্থের জয়ই) ধৃতিঃ (ধৃতি)।

কৃষ্ণ-বিনা তৃষ্ণাত্যাগ—তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত 'কৃষ্ণভক্ত' এক জানি॥ ১৭৪

স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ—শান্তের দুই গুণে॥ ১৭৫

তথাহি (ভা. ৬।১৭।২৮)—
নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ৩৮

এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে॥ ১৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবান্ বলিলেন :—আমাতে বুদ্ধিবৃত্তির নিষ্ঠার নাম শম, ইন্দ্রিয়-সংযমের নাম দম, দুঃখ-সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থের বেগধারণকে ধৃতি বলে। ৩৭

শমঃ—কাহারও বুদ্ধিবৃত্তি যদি শ্রীভগবানেই ঐকান্তিকী স্থিতি লাভ করে, ভগবান্‌কে বা ভগবদ্বিষয়কে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি যদি কখনও অন্য বিষয়ে না যায়, তবে বুদ্ধিবৃত্তির ঐ অবস্থাকে বলে শম। যাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি শমতা লাভ করিয়াছে, তাঁহাকে বলে শান্ত। **দমঃ**—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যদি সংযত হইয়া যায়—চক্ষু যদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি ধাবিত হইতে না চায়, কর্ণ যদি প্রাকৃত সুখদায়ক শব্দ শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব না হয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও যদি তত্তদ্‌ভোগ্য বস্তুর জন্য লালায়িত না হয়—তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বর্গের এইরূপ অবস্থাকে বলে দম। **তিতিক্ষা**—দুঃখ-সহ করিবার ক্ষমতাকে বলে তিতিক্ষা। **ধৃতি**—জিহ্বা ও উপস্থের বেগধারণ করার ক্ষমতাকে বলে ধৃতি। চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়াদি ভোজ্যবস্তুর জন্য লালসাই জিহ্বার বেগের পরিচায়ক; আর যৌন-সঙ্গমের লালসাই উপস্থ-বেগের পরিচায়ক। জিহ্বার এবং উপস্থের এইরূপ লালসাকে যিনি জয় করিতে পারেন, তাঁহারই ধৃতি আছে বলা যায়।

বুদ্ধির শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠাকেই যে শম বলে, তাহা শ্রীভগবান্ এই শ্লোকেই বলিয়াছেন; পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে ইহার উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে।

১৭৪। শান্তরসের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকামনা-ব্যতীত অন্য কোনও কামনা করেন না। অন্য কোনও বিষয়ে তাঁহার তৃষ্ণা বা বাসনা নাই; এজন্যই সেবাদি কার্য্য না থাকিলেও, শ্রীকৃষ্ণ-বাসনারূপ কার্য্য থাকায় শান্ত একজন কৃষ্ণভক্ত। **তার কার্য্য**—কৃষ্ণনিষ্ঠার কার্য্য; শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা থাকিলেই কৃষ্ণব্যতীত অন্য বিষয়ের জন্য কোনওরূপ কামনা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণনিষ্ঠার ফলই হইল কৃষ্ণবিনা-তৃষ্ণাত্যাগ।

১৭৫। কৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য তৃষ্ণা না থাকায় শান্ত-ভক্ত, স্বর্গ ও মোক্ষ (সাযুজ্যমুক্তি)কে নরকের সমান করিয়া মনে করেন; স্বর্গ, মোক্ষ ও নরক স্বরূপতঃ সমান না হইলেও এই সমস্তে তাঁহার প্রয়োজন নাই বলিয়া তিনি সমান বলিয়া মনে করেন। কৃষ্ণেতে নিষ্ঠা এবং কৃষ্ণবিনা অন্য তৃষ্ণা ত্যাগ—এই দুইটী শান্তরতির গুণ। **নিষ্ঠা**—অবিচলিত ভাবে বুদ্ধির স্থিতি। **দুইগুণ**—কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণবিনা-অন্য তৃষ্ণাত্যাগ এই দুইটী গুণ। তৃষ্ণাত্যাগ কৃষ্ণনিষ্ঠারই কার্য্য বা ফল বলিয়া—যেখানেই কৃষ্ণনিষ্ঠা আছে, সেখানেই তৃষ্ণাত্যাগ থাকে বলিয়া এই দুইটী গুণকে কেবল একটী গুণও—কেবল কৃষ্ণনিষ্ঠাও—বলা যায়; যেহেতু, মধু বলিলে যেমন মধু ও তাহার মিষ্টত্ব উভয়কেই বুঝায়, তদ্রূপ কৃষ্ণনিষ্ঠা বলিলে কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ এই উভয়কেই বুঝায়, এই দুইটী অবিচ্ছেদ্যরূপে পরস্পর সম্বদ্ধ। দাস্য, সখ্য ও মধুর রসের গুণবর্ণনে পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ এই দুইটিকে একত্রে একটী গুণই ধরা হইয়াছে।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৮। **অন্বয়।** অন্বয়াদি ২।১৯।২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৭৬। **এই দুইগুণ ইত্যাদি**—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচভাবের ভক্তগণের সকলের মধ্যেই—কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণবিনা অন্য তৃষ্ণাত্যাগ—এই দুইটী গুণ বর্ত্তমান আছে। সকল ভাবের ভক্তেরই শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা

শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন। পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান-প্রবীণ॥ ১৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আছে এবং কোনও ভাবের ভক্তেরই শ্রীকৃষ্ণবাসনা ব্যতীত অন্য বাসনা নাই। **আকাশের শব্দগুণ ইত্যাদি**—কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ কিরূপে সকল ভক্তের মধ্যেই থাকে একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন।

ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্. (জল), তেজ, মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ) এই পঞ্চভূত। তন্মধ্যে আকাশের গুণ শব্দ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ; তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। ইহাতে দেখা গেল, বায়ুতে আকাশের গুণ শব্দ আছে; তেজে আকাশ ও বায়ুর গুণ, শব্দ ও স্পর্শ আছে; জলে আকাশ, বায়ু ও তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ আছে এবং পৃথিবীতে আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস বর্ত্তমান আছে। এইরূপে দাস্যে শান্তের গুণ, সখ্যে শান্ত ও দাস্যের গুণ, বাৎসল্যে শান্ত, দাস্য ও সখ্যের গুণ এবং মধুরে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ আছে। আকাশের শব্দগুণ, যেমন পঞ্চভূতের সকলের মধ্যেই আছে, শান্তের গুণও পঞ্চরসের ভক্তের মধ্যেই আছে।

১৭৭-৭৮। **মমতাগন্ধ-হীন**—আমার বলিয়া যে ভাব, তাহাকে মমতা বলে। কৃষ্ণ আমারই—এই জ্ঞান শান্তভক্তের নাই। শান্তভক্তের কেবলমাত্র কৃষ্ণের স্বরূপ-জ্ঞান হয়; কৃষ্ণ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, এই জ্ঞানই শান্তভক্তকে প্রাধান্য লাভ করে; মমত্ব-বুদ্ধি না থাকায় তাহার সেবাকার্য্য নাই। যিনি "আমার নিজ জন" নহেন, তাঁহার সেবা বা প্রীতির জন্য কেহ কোনও কার্য্যই করে না। মমত্ব-বুদ্ধি নাই বলিয়া শান্তভক্তদের ভাব তদীয়তাময়—আমি শ্রীকৃষ্ণের—আমি তাঁহার অনুগ্রাহ্য, তিনি আমার অনুগ্রাহক—এইরূপ ভাব। এই ভাবের সেবা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হইতেই সাধারণতঃ উদ্বুদ্ধ হয়; প্রাণঢালা সেবার অবকাশ তদীয়তাময় ভাবে বিশেষ নাই।

পরংব্রহ্ম ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা—এইরূপ জ্ঞানই শান্তভক্তের মনে প্রাধান্য লাভ করে। পরব্রহ্ম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ ভগবান্, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, আত্মারাম; সুতরাং তাঁহার কোনও অভাববোধ নাই; অপর কাহারও সেবাগ্রহণের প্রয়োজনও তাঁহার নাই। তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তাঁহার কৃপার ভিখারী—আমি তাঁহার কি সেবা করিব। এইরূপই শান্তভক্তের ভাব। শান্তভক্তের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যাত্মক চতুর্ভুজরূপেই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। "শ্যামাকৃতিঃ স্ফুরতি চতুর্ভুজোহয়ম্; ভ. র. সি. ৩।১।৫॥" তিনি "সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ আত্মারামশিরোমণিঃ। পরমাত্মা পরংব্রহ্ম শমো দান্তঃ শুচির্বশী। সদাস্বরূপসংপ্রাপ্তো হতারিগতিদায়কঃ। বিভুরিত্যাদিগুণবানস্মিন্নালম্বনো হরিঃ॥ ভ. র. সি. ৩।১।৫॥" তিনি পরব্যোমাধিপতি।

কেবল স্বরূপ জ্ঞান ইত্যাদি—শান্তভক্তের নিকটে ভগবানের কেবল স্বরূপ-জ্ঞানের অনুভূতিই হইয়া থাকে। শান্ত যোগিভক্তগণের প্রায়শঃ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দ-জাতীয়-সুখই অনুভূত হয়; ভগবানের সর্ব্বচিত্তাকর্ষক গুণের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই তাঁহাদের চিত্তে গুণাদির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-ভগবানের স্ফূর্ত্তিও হইয়া থাকে। কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ জাতীয়-সুখ অঘন—তরল; আর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-ভগবানের অনুভবে যে আনন্দ, তাহা ঘন প্রচুরতর। প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং স্যাদত্র যোগিনাম্। কিন্ত্বাত্মসৌখ্যমঘনং ঘনস্ত্বীশময়ং সুখম্॥ ভ. র. সি. ৩।১।৪॥" এইরূপ অনুভব-লভ্য আনন্দ রসরূপে পরিণত হওয়ার পক্ষে ভগবৎ-স্বরূপের অনুভব (শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারই) প্রধান হেতু; দাস্যভাবের ভক্তের ন্যায় ভগবানের লীলাদির মনোজ্ঞত্ব ইহার প্রধান কারণ নহে। "তত্রাপীশস্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা। দাসাদিবন্ মনোজ্ঞতা লীলাদের্ন তথা মতা॥ ভ. র. সি. ৩।১।৪॥" ইহাদের পক্ষে লীলাসুখের অনুভব যথাকথঞ্চিৎই। শান্তরসের বিশেষ বিবরণ ভ. র. সি. ৩।১এ দ্রষ্টব্য।

সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি দুই রকমের—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং প্রেমসেবোত্তরা (ভ. র. সি. ১।২।২৯)। সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি যাঁহারা লাভ করেন, বোধ হয় তাঁহারাই শান্তভক্ত; তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে মমতাবুদ্ধি জাগিতে পারে না; সুতরাং লীলাসুখও তাঁহাদের চিত্তকে ততটা আকৃষ্ট করিতে পারে না; ভগবানের স্বরূপের

কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে। পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥ ১৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুভব-জনিত আনন্দেই তাঁহারা নিজেদিগকে কৃতার্থ-জ্ঞান করেন। যাঁহারা মুমুক্ষু তাপস-শান্তভক্ত (২।১৯।১৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), সম্ভবতঃ তাঁহাদের চিত্তেই প্রথমতঃ নির্ব্বিকার ব্রহ্মানন্দজাতীয় সুখের অনুভব হয়; ইহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ নয়, সেই জাতীয়—নিস্তরঙ্গ, উচ্ছ্বাসহীন, তরল আনন্দ।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১৯।১৫২।৬৪ পয়ারে সাধারণভাবে কৃষ্ণরতির কথা বলা হইয়াছে। পুনরায় ২।১৯।১৬৫-৬৬ পয়ারে কৃষ্ণরতির বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে—ইহা দুই রকমের; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, আর কেবলা। শান্তরতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান বলিয়া তাহা কখনও কেবলা হইতে পারে না; ১৭৩-৭৭ পয়ারে এই শান্তরতি হইতে জাত শান্তরসের কথা বলা হইয়াছে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রাও হইতে পারে এবং কেবলাও হইতে পারে—পুরীদ্বয়ে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা এবং ব্রজে কেবলা (২।১৯।১৬৬)। এক্ষণে ১৭৮ পয়ারের শেষার্দ্ধ হইতে ১৮০ পয়ারে দাস্যরতি হইতে জাত দাস্যরসের কথা বলা হইতেছে—অনেকটা সাধারণভাবে; এই কয় পয়ারের উক্তি ঐশ্বর্য্যমিশ্র দাস্যরসের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় (কেবলা) দাস্যরস-সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; পয়ারোক্ত কয়েকটী শব্দের তাৎপর্য্য দুইভাবে গ্রহণ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান—২।১৯।১৬২ পয়ারের টীকায় চারিশ্রেণীর দাস-ভক্তের কথা বলা হইয়াছে; তাঁহাদের মধ্যে ব্রজের রক্তক-পত্রকাদি অনুগগণ ব্যতীত অন্য সকলের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ এই জ্ঞান—বিদ্যমান; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণৈশ্বর্য্য (অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ) প্রভু (অর্থাৎ পরমেশ্বর, সর্ব্বসেব্য) বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা। দ্বারকা-মথুরার এবং পরব্যোমের দাসভক্তগণ এই শ্রেণীর; আর ব্রজের রক্তক-পত্রকাদি দাস-ভক্তগণের কেবলা রতি বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান তাঁহাদের নাই; তাহারা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দনমাত্র—নন্দ-মহারাজার তনয়; ইহার বেশী তাঁহারা কিছু জানেন না। তাঁরে (কৃষ্ণকে)ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন ॥ ২।১৯।১১৮ ॥" লীলাশক্তির বা গাঢ়প্রীতির প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহাদের ভগবত্তার জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ভগবত্তার জ্ঞান তাঁহাদের চিত্তে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্যের জ্ঞানও তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না; লৌকিক ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের জ্ঞানই তাঁহাদের চিত্তে স্থায়ী ভাবে অবস্থান করে। "ব্রজেন্দ্র-নন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাহি—নিজ সম্বন্ধ মনন ॥ ২।১৯।১২০ ॥" সমস্ত ব্রজ-পরিকরদেরই—সুতরাং রক্তক-পত্রকাদি দাস-ভক্তদেরও—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এইরূপ ভাব। রক্তক-পত্রকাদির দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বররূপে তাঁহাদের প্রভু নহেন, তাঁহাদের সেব্য-মনিব-রূপেই তাঁহাদের প্রভু; আর তাঁহারা তাঁহার দাস, সেবক বা ভৃত্য; সুতরাং কেবলা রতিমান্ রক্তক-পত্রকাদির পক্ষে পয়ারোক্ত প্রভু-শব্দের অর্থ হইবে—সেব্য মনিব। মনিবকে ঈশ্বরও (ভগবান্ নহেন) বলা যায়; মনিবরূপ ঈশ্বরের (প্রভুর) ভাব হইল ঐশ্বর্য্য। রক্তক-পত্রকাদির পক্ষে তাঁহাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্য্য ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্য নহে; পরন্তু এই ঐশ্বর্য্য হইতেছে মনিবের সদ্‌গুণ, শক্তি-সামর্থ্যাদি, কারুণ্যাদি, দাস-বাৎসল্যাদি। তাঁহারা মনে করেন নন্দতনয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেব্য-মনিব এবং মনিবের সমস্ত সদ্‌গুণই পূর্ণ মাত্রাতে তাঁহাতে বর্ত্তমান—ইহাই তাঁহাদের পক্ষে "পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রভু-জ্ঞান" শব্দের তাৎপর্য্য।

অধিক হয় দাস্যে—শান্ত অপেক্ষা দাস্যে উক্তরূপ প্রভুজ্ঞানটাই অধিক। দাস্যে, শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠাতো আছেই, অধিকন্তু আছে প্রভুজ্ঞানে সেবা। ব্রজের কেবলা রতিমান্ রক্তক-পত্রকাদির পক্ষে প্রীতিময়, ভৃত্যবৎসল মনিবরূপে প্রাণঢালা সেবা, আর দ্বারকা-মথুরাদির ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র দাসভক্তদের পক্ষে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সেবা; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানদ্বারা ইহাদের সেবা-বাসনা বিকাশের পথে সঙ্কুচিত হইয়া যায় বলিয়া ইহাদের পক্ষে সকল সময়ে প্রাণঢালা সেবার অবকাশ রক্তক-পত্রকাদির মত নাই।

ঈশ্বর-জ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥ ১৭৯
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক 'সেবন'।
অতএব দাস্য রসের হয় দুই গুণ॥ ১৮০
শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই রয়।
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়॥ ১৮১
কান্ধে চঢ়ে কান্ধে চঢ়ায়, করে ক্রীড়া রণ।
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥ ১৮২
বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রম হীন।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন॥ ১৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭৯। **ঈশ্বরজ্ঞান**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র দাসভক্তদের পক্ষে—ভগবত্তার জ্ঞান। কেবলা রতিযুক্ত ভক্তদের পক্ষে—সেব্য মনিববুদ্ধি। **গৌরব**—গুরুবুদ্ধি। ব্রজের রক্তক-পত্রকাদির পক্ষে মনিব শ্রীকৃষ্ণে গুরুবুদ্ধি; আর দ্বারকাদিতে ভগবান্‌রূপে (জগদ্‌গুরুরূপে) গুরুবুদ্ধি। **সম্ভ্রম**—সঙ্কোচ।

১৮০। শান্তরসের যে গুণ (কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ), ব্রজের দাস্যে তাহা তো আছেই, তদতিরিক্ত আছে—সেবা। **দুইগুণ**—শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা-গুণ এবং অধিকন্তু সেবা-গুণ।

১৮১। এক্ষণে ব্রজের সখ্যরসের স্বরূপ বলিতেছেন। সখ্যরসে শান্তের (কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ) এবং দাস্যের (সেবা) এই উভয় রসের গুণই আছে; তদতিরিক্ত আছে—সম্ভ্রম-গৌরব-বুদ্ধি-হীনতা। সখ্যে সম্ভ্রম (সঙ্কোচ) এবং গৌরব-বুদ্ধি নাই বলিয়া দাস্যের সেবায় ও সখ্যের সেবায় পার্থক্য আছে।

দাস্যের সেবায় ও সখ্যের সেবায় পার্থক্য দেখাইতেছেন। **দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব**—দাস্যের সেবায় গৌরববুদ্ধি-বশতঃ সঙ্কোচ আছে; কোনও একটি ফল খাইতে খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু বলিয়া মনে হইলে কৃষ্ণও এতাদৃশ ফল আস্বাদন করুক, এইরূপ বাসনা জাগিতে পারে; কিন্তু (কৃষ্ণ প্রভু বলিয়া) গৌরব-বুদ্ধিজাত সঙ্কোচবশতঃ ঐ উচ্ছিষ্ট-ফল কৃষ্ণকে দিতে পারে না। **সখ্যে বিশ্বাসময়**—সখ্যে দাস্য অপেক্ষা মমতা বেশী; মমতা অধিক বলিয়া দাস্যের সঙ্কোচ সখ্যে নাই; সখ্যের সেবা কেবল প্রীতিময়; তাতে গৌরববুদ্ধি নাই—শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সখাগণ নিজেদের সমান মনে করেন; তাই উচ্ছিষ্ট ফলও ভাল বলিয়া খাইতে দেন, কৃষ্ণের কাঁধেও চড়েন। **বিশ্বাস**—বিশ্রম্ভ; প্রীতির আধিক্যবশতঃ পরস্পরের প্রতি কোনওরূপ সঙ্কোচ থাকে না বলিয়া পরস্পরের সহিত সর্ব্বপ্রকারে অভেদ-মননকে—পরস্পরের জাতি, কুল, বসন, ভূষণ, শক্তি, সামর্থ্য, মান, সম্মানাদিকে সমান মনে করাকে—বিশ্রম্ভ বলে। **বিশ্বাসময়**—প্রীত্যাধিক্যজনিত সঙ্কোচহীনতাবশতঃ পরস্পরের পার্থক্য-হীনতা-জ্ঞানময়। **সম্ভ্রম**—গৌরব-বুদ্ধিজনিত সঙ্কোচ বা চিত্তকম্প।

১৮২। সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনওরূপ সঙ্কোচ থাকে না বলিয়া সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে যেমন নিজেদের কাঁধেও চড়ান, তেমনি আবার শ্রীকৃষ্ণের কাঁধেও চড়েন; নিজেরাও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, আবার শ্রীকৃষ্ণদ্বারা নিজেদের সেবাও করান। সমান সমান ভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়াদি তো করেনই। **ক্রীড়া-রণ**—ক্রীড়ারূপ-রণ (যুদ্ধ); দুইটী বৃষ যেমন মাথায় মাথায় যুদ্ধ করে, ব্রজে রাখালগণও গায়ে কম্বল জড়াইয়া বৃষ সাজিয়া মাথায় মাথায় কৃত্রিম যুদ্ধ করিতেন; ইহা এক রকম খেলা। ব্রজের সখাদের পক্ষেই কৃষ্ণের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার সম্ভব।

১৮৩। **বিশ্রম্ভ**—বিশ্বাস; পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য**—সখ্যভাবে বিশ্রম্ভময় ভাব অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারের সঙ্কোচহীনতার এবং সর্ব্বপ্রকারে পরস্পরের তুল্যতার জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। "তুমি কোন্ বড়লোক, তুমি আমি সম॥ ১।৪।২২"—এইরূপ ভাবই সখ্যের প্রাণ; স্মরণ রাখিতে হইবে,—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতির আধিক্যবশতঃই এইরূপ ভাব—তাচ্ছিল্যবশতঃ নহে। **গৌরব-সম্ভ্রমহীন**—সখ্যভাব বিশ্রম্ভপ্রধান বলিয়া তাহাতে গৌরব-বুদ্ধি নাই, সুতরাং কোনওরূপ সঙ্কোচও নাই। সম্ভ্রম- গৌরব-বুদ্ধিজনিত সঙ্কোচ বা চিত্তকম্প। **অতএব**—সখ্যে শান্তের ও দাস্যের গুণ এবং তদতিরিক্ত গৌরব-সম্ভ্রমহীনতা

মমতা-অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান্॥ ১৮৪
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহাঁ নাম 'পালন'॥ ১৮৫
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতা-আধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন ব্যবহার॥ ১৮৬
আপনাকে 'পালক' জ্ঞান, কৃষ্ণে 'পাল্য' জ্ঞান।
চারি-রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান॥ ১৮৭
সে অমৃতানন্দে ভক্তসহ ডুবেন আপনে।
'কৃষ্ণ ভক্তবশ' গুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে॥ ১৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আছে বলিয়া। **তিনগুণ চিন**—শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা-তৃষ্ণাত্যাগ, দাস্যের সেবা এবং গৌরব-সম্ভ্রমহীনতা— এই তিনটী গুণই সখ্যরসের চিহ্ন বা লক্ষণ। **চিন**—চিহ্ন।

১৮৪। ১।৪।২০ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"প্রীত্যাধিক্যবশতঃ যে ভক্ত আমাকে তাঁহা অপেক্ষা হীন মনে করেন, কি অন্ততঃ তাঁহার সমান মনে করেন, কিন্তু কখনও আমাকে তাঁহা অপেক্ষা বড় মনে করেন না, (অর্থাৎ প্রেম যে পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে—"শ্রীকৃষ্ণ আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"—এই ভাবটী দূরীভূত হয়, সেই পরিমাণ প্রেম যাঁহার আছে) আমি সর্ব্বতোভাবেই তাঁহার প্রেমের বশীভূত হইয়া থাকি।" সখ্যভাবের ভক্তও শ্রীকৃষ্ণে মমতাধিক্যবশতঃ (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত মমতা বা আপনা-আপনি ভাব আছে বলিয়া) কৃষ্ণকে নিজের সমান মনে করেন—আপনা অপেক্ষা কখনও বড় বা শ্রেষ্ঠ মনে করেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণ সখ্যরসের বশীভূত হইয়া থাকেন।

১৮৫-৮৭। এক্ষণে ব্রজের শুদ্ধ বাৎসল্যের গুণ বলিতেছেন।

বাৎসল্যে—শান্ত, দাস্য ও সখ্যের গুণ তো আছেই, অধিক আছে শ্রীকৃষ্ণকে লাল্য ও পাল্যজ্ঞান এবং নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের লালক ও পালক জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও কথা মনে স্থান না পাওয়াই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের কৃষ্ণনিষ্ঠার লক্ষণ; আর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের চেষ্টাই (কিম্বা ব্যৎসল্যে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলবিধানের ও প্রীতিবিধানের চেষ্টাই) দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সেবার লক্ষণ।

পালন—বাৎসল্যে যে সেবা, তাহার নাম পালন; মমতার আধিক্যবশতঃ বাৎসল্যরসের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিজের অপেক্ষা হীন মনে করেন; নিজেকে পালক, কৃষ্ণকে পালনীয় মনে করেন; এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালনই বাৎসল্যের সেবা।

অগৌরব—গৌরব-বুদ্ধি-শূন্যতা। **তাড়ন**—শাস্তি-আদি; যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। **ভর্ৎসনা**—তিরস্কার; মৃদ্ভক্ষণ-জন্য যশোদামাতা কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধির অত্যন্ত আধিক্যবশতঃ নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্যভাবের ভক্তগণের কৃষ্ণরতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুগ্রহময়ী; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের লাল্য মনে করেন, নিজেদিগকে তাঁহার লালক মনে করেন; তাঁহারা মনে করেন—তাঁহাদের ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের কোনও মতেই চলিতে পারে না— শ্রীকৃষ্ণ অবোধ শিশু, নিজের ভাল মন্দ কিছুই বুঝে না—তাই তাঁহাদিগকেই শ্রীকৃষ্ণের ভালমন্দের জন্য সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের কোনওরূপ অন্যায় কার্য্য দেখিলে তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন-ভর্ৎসন পর্য্যন্তও করেন। **চারিরসের গুণে**—শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারি রসের গুণে। শান্ত, দাস্য ও সখ্যের গুণ এবং বাৎসল্যের বিশেষগুণ অনুগ্রহময় ভাব। **অমৃত-সমান**—পরম আস্বাদ্য।

১৮৮। **সে অমৃতানন্দে**—বাৎসল্যরসরূপ অমৃতপানের আনন্দে। **আপনে**—শ্রীকৃষ্ণ নিজে। **ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আছে যে সকল ভক্তের, তাঁহারা।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সর্ব্বেশ্বর, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা; তাঁহার আবার লাল্যভাব বা পাল্যভাব কিরূপে হইতে পারে? তিনি নিজেকে যদি নন্দ-যশোদার লাল্য বলিয়া অনুভব না করেন, নন্দ-যশোদাই

তথাহি হরিভক্তিবিলাসধৃতে পদ্মপুরাণোক্ত-
দামোদরাষ্টকস্তোত্রে (১৬।৯৯)—
ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্॥
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে॥ ৩৯॥

মধুররসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥ ১৮৯
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর-রসে হয় পঞ্চগুণ॥ ১৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যদি কেবল তাঁহাকে তাঁহাদের লাল্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাৎসল্যরসের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে না। যাঁহার ক্ষুধা নাই—সুতরাং যাঁহার ভোজনের আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহাকে খাওয়াইয়া যেমন সুখ হয় না, তিনি খাইয়াও তেমনি নিজে সুখ পান না। ভোজন-রসের আস্বাদনের পক্ষে পরিবেশকের যেমন আগ্রহ ও প্রীতি দরকার, ভোক্তারও তেমনি ক্ষুধা এবং ভোজনে আগ্রহ দরকার। তদ্রূপ, সেবাসুখ আস্বাদনের পক্ষে সেবকের যেমন প্রীতি ও আগ্রহ দরকার, সেব্যেরও তেমনি সেবালাভের প্রয়োজনীয়তা-বোধ থাকা দরকার। তাই শ্রীকৃষ্ণ যদি মনে প্রাণে বুঝিতে পারেন যে—নন্দ-যশোদার সেবা না হইলে তাঁহার চলে না, তিনি একান্তই তাঁহাদের লাল্য, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এবং নন্দ-যশোদার পক্ষেও বাৎসল্য-রসের আস্বাদন সম্ভব। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—যিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা, তাঁহার কিরূপে নিজের সম্বন্ধে পাল্যজ্ঞান জন্মিতে পারে? এরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন—"কৃষ্ণ ভক্তবশ—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের বশীভূত বলিয়াই তাঁহার লাল্যজ্ঞান সম্ভব।" ভক্ত-প্রেমের এমনি প্রভাব যে, ভক্তের সেবা না হইলে যে তাঁহার চলে না,—শ্রীকৃষ্ণের মনে এই জ্ঞান আপনা-আপনিই উদিত হয়; ভক্তের প্রেমের প্রভাবেই ভক্তের সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে একটা বলবতী ক্ষুধা জন্মে। তাই তিনি সর্ব্বেশ্বর হইয়াও নিজেকে নন্দ-যশোদার লাল্য মনে করেন। (টী. প. দ্র.)

শ্লো। ৩৯। ইতীদৃক্স্বলীলাভিঃ (এবম্বিধ স্বীয়লীলা দ্বারা) স্বঘোষং (স্বীয় ব্রজবাসী সকলকে) আনন্দকুণ্ডে (আনন্দকুণ্ডে) নিমজ্জন্তং (নিমগ্ন করিয়াছেন যিনি), তদীয়েশিতজ্ঞেষু (স্বীয় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপরায়ণ জ্ঞানীদিগকে)—ভক্তৈঃ (ভক্তগণকর্ত্তৃক) জিতত্বং (নিজের পরাভূততা) আখ্যাপয়ন্তং (খ্যাপন করিতেছেন যিনি) তাং (সেই তোমাকে) প্রেমতঃ (প্রেমবশতঃ) শতাবৃত্তি (শত শতবার) পুনঃ (পুনঃ পুনঃ) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। তুমি এবম্বিধ (দামোদর-লীলা ও তৎসদৃশ বাল্য)-লীলাদ্বারা গোকুলবাসী প্রাণিমাত্রকে আনন্দ-কুণ্ডে নিমগ্ন করিতেছ এবং স্বীয় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-পরায়ণদিগকে নিজের ভক্ত-বশ্যতা জানাইতেছ; আমি ভক্তি-বিশেষ দ্বারা সেই তোমাকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি। ৩১

ইতীদৃক্স্বলীলাভিঃ—এস্থলে ইতীদৃক্ (ঈদৃশী লীলা) বলিতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের দামবন্ধনলীলা (বা দামোদরলীলা) ও তাদৃশী অন্যান্য লীলার কথাই বলা হইয়াছে। এ সমস্ত লীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ স্বঘোষং—স্বীয় ঘোষকে (গোকুলবাসী প্রাণিমাত্রকে) আনন্দকুণ্ডে—আনন্দরসপূর্ণ গভীর জলাশয়ে, আনন্দ-রসে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। তদীয়েশিতজ্ঞেষু—তদীয় (শ্রীকৃষ্ণের) ঈশিত (ঐশ্বর্য্য) জানেন যাঁহারা সেই সমস্ত জ্ঞানিগণকে; ঐশ্বর্যজ্ঞানী ভক্তগণকে। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তৈঃ জিতত্বং—ভক্তবশ্যতা, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই জানাইয়া থাকেন; এতাদৃশ কৃষ্ণকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

এই শ্লোকে "ভক্তৈঃ জিতত্বং"-বাক্যে ১৮৮ পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

১৮৯-৯০। মধুর-রসের স্বরূপ বলিতেছেন।

মধুর-রসে—শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ, বাৎসল্যের লালন আছে; অধিকন্তু মমতাধিক্যবশতঃ নিজাঙ্গদ্বারা সেবাও আছে; মধুর-রসের গুণ এই পাঁচটি।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেবা অতিশয়—দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের সেবা অপেক্ষাও অধিকতর সেবা। **অসঙ্কোচ**—সঙ্কোচহীনতা। **লালন**—বাৎসল্যের লালন। সন্তানের মঙ্গলের দিকে, তাহার খাওয়া-পরার দিকে, কি তাহার দৈহিক সুখ-স্বচ্ছন্দতাদির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাই মাতার প্রধান কাজ ; এবং ইহাই লালন, ইহাই বাৎসল্যের সার। প্রেয়সীগণও এ সকল বিষয়ে সমপরিমাণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন ; সুতরাং বাৎসল্যের লালন মধুর-ভাবেও বিদ্যমান আছে। **মমতাধিক**—মধুরভাবে অন্য সমস্ত ভাব অপেক্ষা মমতা বেশী। **কান্তভাবে**—শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের কান্ত বা প্রাণ-বল্লভ মনে করিয়া। **নিজাঙ্গ দিয়া**—পত্নী যেমন নিজের অঙ্গদানাদিদ্বারাও পতির তুষ্টিবিধান করিয়া থাকে, তদ্রূপ মধুর-ভাববতী ব্রজসুন্দরীগণও অঙ্গদানাদিদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টিবিধান করিয়া থাকেন। (টী. প. দ্র.)

দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবে সেবার একটা সীমা আছে ; দাস-সখা-মাতাপিতা নিজ নিজ সম্বন্ধের অনুকূলভাবেই সেবা করিতে পারেন, নিজ নিজ সম্বন্ধের মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা কখনও সেবা করিতে পারেন না। দাস্যভক্তের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ প্রভু, আর ভক্ত তাঁহার দাস ; দাসের পক্ষে যতটুকু সেবা সম্ভব, ততটুকু সেবাই দাস্যভক্ত করিতে পারেন, তদতিরিক্ত পারেন না—খুব মিষ্ট লাগিলেও এবং তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণকে দিতে ইচ্ছা হইলেও দাস্যভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট ফল দিতে পারেন না। সখ্যে এই জাতীয় সঙ্কোচ নাই ; তাই সখা উচ্ছিষ্ট ফলও কৃষ্ণকে দিতে পারেন এবং দিয়াও থাকেন। কিন্তু মাতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালন-তাড়ন-ভর্ৎসন কোনও সখাই করিতে পারেন না। শৈশবে বা পৌগণ্ডেও যে সকল ভাব লোকের মনে জাগ্রত হয়, মাতার নিকটে প্রায় তৎসমস্তই প্রকাশ করা যায় এবং মাতাও প্রায় তৎসমস্ত ভাবের অনুরূপ সেবাদ্বারা পুত্রের প্রীতিবিধান করিতে পারেন ; কিন্তু কৈশোরে বা যৌবনে মনের মধ্যে যে সকল ভাবের উদয় হয়, তাহাদের অনেকগুলিই মাতার নিকটে প্রকাশ করা যায় না ; মাতাও সে সমস্ত জানিতে চাহিতে পারেন না—জানিতে চাহিলে তাঁহার সম্বন্ধের অমর্য্যাদা হয়, বাৎসল্য-রসও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। কৈশোরোচিত বা যৌবনোচিত বিশেষ বিশেষ মনোভাবগুলি প্রকাশ করা যায় কেবলমাত্র প্রেয়সীর নিকটে ; প্রেয়সীরাও এই সমস্ত জানিতেও চেষ্টা করেন এবং জানিয়া তদনুকূল সেবা দ্বারা প্রিয়ের প্রীতিবিধানের চেষ্টা করেন। দাস-সখা-পিতামাতার ভাবও প্রীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত বটে ; কিন্তু প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই প্রীতি অবাধ-গতিতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না, তাঁহাদের সম্বন্ধ আসিয়া বাধা জন্মায় ; সম্বন্ধের প্রতিকূল সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের চেষ্টা দাস-সখা-মাতাপিতার পক্ষে সম্ভব নহে, তদ্রূপ সেবার প্রয়োজনীয়তার কথাও তাঁহাদের মনে জাগে না। কিন্তু প্রেয়সীদের সেবায় কোনওরূপ বিঘ্নজনক ভাব নাই ; তাই তাঁহাদের প্রীতি এবং প্রীতিমূলক সেবা অবাধ-গতিতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে, করিয়াও থাকে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীদেরও একটা সম্বন্ধ আছে ; কিন্তু দাস, সখা, মাতাপিতাদির সম্বন্ধ হইতে তাঁহাদের সম্বন্ধের বিশেষত্ব এই যে, প্রেয়সীদের সম্বন্ধ সেবার কোনও একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয় না ; কিন্তু দাস-সখাদের সেবায় সীমা নির্দ্দেশ আছে (সীমা নির্দ্দেশ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে)। সম্বন্ধের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া দাস-সখাদি সেবা করিতে পারেন না ; তাঁহাদের সম্বন্ধ স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই প্রীতিমূলক সেবার অবাধ-বিস্তৃতিতে বাধা জন্মায়—এই বাধাটীই হইল তাঁহাদের সম্বন্ধের মর্য্যাদা ; কিন্তু প্রেয়সীদের কান্তাভাবের সেবার বিস্তৃতিতে এরূপ বিঘ্নজনক কোনও মর্য্যাদা নাই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রিয়, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ; তাঁদের কাজই হইল প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান—অন্য কোনও কাজ তাঁদের নাই ; তাঁরা "কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। ২।৪।৭৫॥" কিন্তু কিরূপে কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতে হইবে, কিরূপে তাঁহার বাঞ্ছা পূরণ করিতে হইবে—তৎসম্বন্ধে কোনও বিধি-নিষেধ কান্তাভাবের সম্বন্ধ মধ্যে নাই ; কেবল সেবা আর সেবা—যে প্রকারেই হউক—দেহ দিয়াই হউক, গেহ দিয়াই হউক, স্বজন-আর্য্যপথাদি ত্যাগ করিয়াই হউক—যে কোনও প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই প্রেয়সীদের কর্ত্তব্য এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ এইরূপ

আকাশাদির গুণ যেন পর-পর-ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥ ১৯১
এইমত মধুরে সব-ভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥ ১৯২
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥ ১৯৩
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে॥ ১৯৪
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন॥ ১৯৫
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ কৈল নিবেদন—॥ ১৯৬
আজ্ঞা হয় আইসোঁ মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে॥ ১৯৭
প্রভু কহে—তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকট আসিয়াছ তুমি—যাহ বৃন্দাবন॥ ১৯৮
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া॥ ১৯৯
তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তেঁহো তাহাঞি পড়িলা॥ ২০০
দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা॥ ২০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেবার উপরই প্রতিষ্ঠিত—এইরূপ অবাধ স্বচ্ছন্দ সেবাই তাঁহাদের সম্বন্ধের মর্য্যাদার তাৎপর্য্য। তাই মধুর ভাবের সেবা দাস্য-সখ্যাদি হইতে অনেক বেশী এবং তাই ১৮৯ পয়ারে বলা হইয়াছে মধুর-রসে—"সেবা অতিশয়।"

মধুর-রসে হয় পঞ্চগুণ—শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সঙ্কোচহীনতা, বাৎসল্যের লালন এবং মধুরের নিজাঙ্গদ্বারা সেবা—এই পাঁচটী গুণ মধুর রসে বর্ত্তমান।

১৯১। **আকাশাদির গুণ ইত্যাদি**—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯২। **সব-ভাব সমাহার**—শান্তাদি সমস্ত ভাবের সমবায় বা একত্র যোগ।

১৯৩। **দিগ্‌দরশন**—সংক্ষিপ্ত (বা সূত্রাকারে) বর্ণন। **ইহার বিস্তার ইত্যাদি**—সংক্ষেপে আমি যাহা বলিলাম, তাহাকে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিবার বিষয় মনে মনে চিন্তা করিও।

১৯৪। **ভাবিতে ভাবিতে ইত্যাদি**—চিন্তা করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া সমস্ত বিষয়ই তোমার চিত্তে স্ফুরিত করিবেন। **স্ফুরয়ে**—স্ফুরিত করেন।

কৃষ্ণকৃপায় ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইলে মূর্খ ব্যক্তিও রস-সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারে। **রসসিন্ধুপারে**—রসের সমুদ্রের কূল।

১৯৫। **তাঁরে**—শ্রীরূপ গোস্বামীকে। **বারাণসী**—কাশীতে।

১৯৬। **রূপ**—শ্রীরূপগোস্বামী।

১৯৮। **কর্ত্তব্য আমার বচন**—আমি যাহা বলি, তাহা করাই তোমার উচিত। **নিকট আসিয়াছ**—বৃন্দাবনের নিকটে আসিয়াছ। প্রয়াগে বসিয়া প্রভু শ্রীরূপকে শিক্ষা দিতেছিলেন; প্রয়াগ হইতে নীলাচল যতদূরে তাহার তুলনায় বৃন্দাবন নিকটেই অবস্থিত।

১৯৯। প্রভু শ্রীরূপকে বলিলেন—"তুমি এখন শ্রীবৃন্দাবনেই যাও; পরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালাদেশ হইয়া নীলাচলে আমার নিকটে যাইও।"

২০০-১। **তাঁরে আলিঙ্গিয়া**—শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিয়া। **নৌকাতে চড়িলা**—নৌকাপথে কাশীতে আসিবার উদ্দেশ্যে প্রভু নৌকায় উঠিলেন। **দাক্ষিণাত্য বিপ্র ইত্যাদি**—প্রভুর বিরহে শ্রীরূপ মূর্চ্ছিত হইলে

মহাপ্রভু চলিচলি আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহির আসি ॥ ২০২
রাত্র্যে তেঁহো স্বপ্ন দেখে—প্রভু আইলা ঘরে।
প্রাতঃকালে আসি রহে গ্রামের বাহিরে ॥ ২০৩
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা।
আনন্দিত হঞা নিজগৃহে লঞা গেলা ॥ ২০৪
তপনমিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ২০৫
নিজঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ২০৬
ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে পায় ধরি—।
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপা করি ॥ ২০৭
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা না করিবে কতি ॥ ২০৮
প্রভু জানেন দিন-পাঁচ-সাত সে রহিব।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাহোঁ না করিব ॥ ২০৯
এত জানি তার ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার।
বাসা-নিষ্ঠা কৈল—চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ ২১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ শ্রীরূপকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রভু যখন প্রয়াগে ফিরিয়া আসিলেন, তখন এই দাক্ষিণাত্য-বিপ্রই প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের গৃহে নিয়াছিলেন (২।১৯।৪৩)। জনৈক টীকাকার লিখিয়াছেন—বল্লব-ভট্টই এই দাক্ষিণাত্য-বিপ্র; ইহা সঙ্গত নহে। বল্লভ-ভট্ট থাকিতেন গঙ্গার অপর পাড়ে আড়েলগ্রামে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৭ পয়ার দ্রষ্টব্য); ইনি একদিন মাত্র প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়াছিলেন। দুই ভাই—শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম।

২০২। গ্রামের বাহিরে—কাশীর সীমার বাহিরে।

২০৩। প্রভুর আগমনের কথা চন্দ্রশেখর কিরূপে জানিতে পারিলেন, তাহা বলিতেছেন। পূর্ব্ব রাত্রিতে চন্দ্রশেখর স্বপ্নে দেখিলেন যে, প্রভু যেন তাঁহার গৃহে আসিয়াছেন; তাহাতেই তিনি প্রভুর আগমন অনুমান করিলেন; তাই পরদিন প্রাতঃকালে তিনি কাশীপুরীর বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

২০৫। ইষ্টগোষ্ঠী করি—আলাপাদি করিয়া।

২০৬। ভট্টাচার্য্যে—বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে। প্রভু তপনমিশ্রের গৃহে ভোজন করিলেন; আর বলভদ্র ভট্টাচার্য্য চন্দ্রশেখরের গৃহে ভোজন করিলেন।

২০৭। ভিক্ষা করাইয়া—প্রভুর আহারের পরে। মিশ্র—তপনমিশ্র। পায়ে ধরি—প্রভুর পায়ে ধরিয়া।

২০৮। কতি—কোথাও। যতদিন কাশীতে থাকিবে, ততদিন আমার গৃহেই ভোজন করিবে।

২০৯। দিন পাঁচ-সাত—অল্পদিন। বস্তুতঃ প্রভু দুই মাসেরও কিছু বেশী সময় ছিলেন; দুই মাস পর্য্যন্ত শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকেই শিক্ষা দিয়াছিলেন (২।২৫।২)। সন্ন্যাসীর সঙ্গে ইত্যাদি—কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কোথাও একত্রে আহার করিবেন না, ইহাই প্রভুর সঙ্কল্প ছিল; তাই তিনি স্থায়ীভাবেই তপনমিশ্রের নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন, যেন অন্য কেহ নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেই বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বেই নিমন্ত্রণ হইয়া গিয়াছে। অন্যত্র ভোজন করিতে গেলে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একত্রে ভোজনের আশঙ্কা ছিল; কারণ, সন্ন্যাসীরাও সেই স্থানে নিমন্ত্রিত হইতে পারেন। (২।১৭।৯৮ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২১০। বাসানিষ্ঠা—বাসার স্থিতি। প্রভু চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে থাকিতেন, তপনমিশ্রের বাড়ীতে আহার করিতেন।

মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসি তাঁহারে মিলিলা।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি কৃপা প্রকাশিলা ॥ ২১১
'মহাপ্রভু আইলা' শুনি শিষ্টশিষ্ট জন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করে দরশন ॥ ২১২
শ্রীরূপ উপরে প্রভু যৈছে কৃপা কৈল।
অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল ॥ ২১৩
শ্রদ্ধা করি এই কথা শুনে যেই জনে।
প্রেমভক্তি পায় সে-ই চৈতন্যচরণে ॥ ২১৪

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৫

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম ঊনবিংশ পরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২১১। কাশীধামে মহারাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণ (২।১৭।৯১ পয়ার দ্রষ্টব্য) আসিয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

২১২। শিষ্টশিষ্ট জন—ধর্ম্মভাবাপন্ন লোক সকল।

মধ্য-লীলা

বিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ১
জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে।
শ্রীরূপগোস্বামীর পত্রী আইল হেনকালে ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বন্দে ইতি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং সর্ব্বাবতারাণাং বীজরূপং অহং বন্দে শরণং ব্রজামি। কথম্ভূতং অনন্তং অগণনং অদ্ভুতং আশ্চর্য্যং ঐশ্বর্য্যং যস্য তম্। যৎ যস্য শ্রীচৈতন্যস্য প্রসাদাৎ অনুগ্রহাৎ নীচোঽপি হীনজনোঽপি ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ভক্তিশাস্ত্ররচনক্ষমঃ স্যাৎ। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মধ্যলীলার এই বিংশ পরিচ্ছেদে গৌড় হইতে শ্রীপাদ সনাতনের কাশীতে গমন, কাশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মিলন, তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীমন্ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে ভগবৎ-স্বরূপের ভেদ বিচারাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যৎপ্রসাদাৎ (যাঁহার অনুগ্রহে) নীচঃ (নীচ ব্যক্তি) অপি (ও) ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ (ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক) স্যাৎ (হইয়া থাকে) অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং (অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যশালী) [তং] (সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহার অনুগ্রহে নীচব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে, অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যশালী সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি। ১

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্য অনন্ত ও অদ্ভুত ; তাহারই প্রভাবে তিনি "নীচ-শূদ্রদ্বারাও" শাস্ত্রাদির প্রচার করাইয়াছেন। "আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ। ঐশ্বর্য্যস্বভাব গূঢ় করে প্রকটন॥ সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ। নীচশূদ্র দ্বারে করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥ ৩।৫।৭৯-৮০ ॥"

শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্তিশাস্ত্রবিষয়ক সমস্ত তত্ত্বই কাশীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন ; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ২০।২১।২২।২৩ পরিচ্ছেদে শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী সংক্ষেপে সেই সমস্ত তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন ; এই কয় পরিচ্ছেদকে "সনাতন-শিক্ষাও" বলা হয়। ভক্তিতত্ত্বগর্ভ সনাতন-শিক্ষা বর্ণনের প্রারম্ভে "অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যশালী" শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিয়াই গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকে তাঁহার বন্দনা করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে—"যাঁহার কৃপায় নীচও ভাক্তশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক হইতে পারে, তিনি কৃপা করিয়া আমার ন্যায় অযোগ্যকে যেন তাঁহার উপদিষ্ট তত্ত্ব বর্ণনের যোগ্যতা দেন।"

২। গৌড়ে—বাঙ্গালার পাৎসাহের রাজধানী গৌড় নগরে। বন্দিশালে—বন্দিশালায় ; কারাগারে। পত্রী—চিঠি ; শ্রীরূপ বৃন্দাবনযাত্রাকালে শ্রীপাদ সনাতনের নিকট যে পত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা (২।১৯।৩১-৩৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। হেনকালে—সেই সময়ে ; শ্রীসনাতন যখন কারাগারে বন্দী, তখন (২।১৯।২৯ পয়ার দ্রষ্টব্য।)

পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন-রক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা— ॥ ৩
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্।
কেতাব-কোরাণ-শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান ॥ ৪
এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজধন দিয়া।
সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা ॥ ৫
পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার ॥ ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩। **আনন্দিত হৈলা**—শ্রীরূপের পত্রে শ্রীসনাতন জানিতে পারিলেন, তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত শ্রীরূপ এক মুদির নিকট দশ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন; এই টাকার সাহায্যে কারারক্ষীকে বশীভূত করিয়া সনাতন মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন এবং মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিতে পারিবেন। প্রভুর চরণ-দর্শনের সম্ভাবনা জন্মিয়াছে ভাবিয়াই শ্রীপাদ সনাতন আনন্দিত হইলেন। **যবন রক্ষক**—কারাগারের পাহারাওয়ালা যবন (মুসলমান ব্যক্তি)।

৪-৫। রাজমন্ত্রী-সনাতন ব্যবহারিক বিষয়ে অত্যন্ত চতুর লোক ছিলেন; তিনি ভাবিলেন পাহারাওয়ালার সহায়তা ব্যতীত কারাগার হইতে পলায়ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে; পাহারাওয়ালার সহায়তা পাইতে হইলেও তাহার প্রীতিবিধান সর্ব্বাগ্রে দরকার; তাহাকে তিনি টাকা দিয়া বাধ্য করিবেন, এ সঙ্কল্প তো তাঁহার ছিলই; কিন্তু প্রথমেই টাকার কথা বলিলে পাহারাওয়ালা বিরক্ত হইতে পারে মনে করিয়া নানাবিধ তোষামোদ-বাক্যে প্রথমে তাহাকে খুসী করার চেষ্টা করিলেন (৪-৫ পয়ারে); এই দুই পয়ারে সনাতন তাহাকে বুঝাইলেন যে, নিজে উদ্যোগ করিয়া যদি কেহ কোনও বন্দীকে মুক্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলে ভগবান তাহাকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়া দেন; এইরূপে পাহারাওয়ালার চিত্তে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়া তিনি স্বীয় মুক্তির নিমিত্ত তাহাকে উন্মুখ করিতে চেষ্টা করিলেন। তারপর সনাতন-কর্ত্তৃক পাহারাওয়ালার উপকারের কথা উল্লেখ করিয়াও সনাতনের প্রত্যুপকারে পাহারাওয়ালাকে উন্মুখ করাইবার চেষ্টা করিলেন (৬ষ্ঠ-পয়ারে)—পাহারাওয়ালা যেন মনে করিতে পারে, সনাতনকে মুক্ত করিয়া দেওয়া তাহার একটী কর্ত্তব্য। এই দুই উপায়ে পাহারাওয়ালার চিত্ত দ্রবীভূত করিবার চেষ্টা করিয়া সর্ব্বশেষে তিনি টাকার কথা বলিলেন (৭ম-পয়ার)।

জিন্দাপীর—জীবিত পীর বা সিদ্ধ মহাপুরুষ।

কেতাব-কোরাণ শাস্ত্রে—মুসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থে।

আছে তোমার জ্ঞান—তুমি বেশ অভিজ্ঞ।

সনাতন পাহারাওয়ালাকে বলিলেন—"তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান্; কোরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে তো তোমার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছেই, তাহাছাড়া সাধনেও তুমি সিদ্ধ মহাপুরুষ।" বলা বাহুল্য, এ সমস্ত খোসামোদ-বাক্য মাত্র।

এক বন্দী—কারাবদ্ধ একজন লোককেও। **নিজধন দিয়া**—নিজের টাকা দিয়া। "নিজ ধর্ম্ম দেখিয়া" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ—বন্দীকে মুক্ত করিয়া দেওয়া পুণ্যজনক কাজ মনে করিয়া। **সংসার হইতে**—সংসার-বন্ধন হইতে; জন্মমৃত্যু হইতে। **গোসাঞা**—ঈশ্বর।

"তুমি তো ধর্ম্মশাস্ত্র জান; ধর্ম্মশাস্ত্রেই দেখিয়াছ—যে ব্যক্তি একজন বন্দীকেও কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, ভগবান্‌ও সে ব্যক্তিকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন; তুমি সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ; তুমি কি আমাকে মুক্তি দিয়া স্বীয় উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করিবে না?"

৬। **পূর্ব্বে ইত্যাদি**—পূর্ব্বে—শ্রীসনাতন যখন রাজমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁহার অনুগ্রহে এই যবন কারারক্ষী একবার মহাবিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল। **ছাড়ি**—কারাগার হইতে ছুটাইয়া দিয়া। **প্রত্যুপকার**—উপকারীর উপকার।

পাঁচ সহস্র মুদ্রা তুমি কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার॥ ৭
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়।
তোমারে ছাড়িয়ে, কিন্তু করি রাজভয়॥ ৮
সনাতন কহে—তুমি না কর রাজভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে, যদি লেউটি আইসয়॥ ৯
তাঁহাকে কহিও—'সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল॥ ১০
অনেক দেখিল, তার লাগি না পাইল।
দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাহাঁ বহি গেল॥ ১১
কিছু ভয় নাহি, আমি এদেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব॥' ১২
তথাপি যবন-মন প্রসন্ন না দেখিল।
সাত-হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল॥ ১৩
লোভ হৈল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্র্যে গঙ্গাপার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া॥ ১৪
গড়িদ্বার পথ ছাড়িল, নারে তাহা যাইতে।
রাত্রি-দিনে চলি আইল পাতরা পর্ব্বতে॥ ১৫
তথায় এক ভূমিক হয়, তার ঠাঞি গেলা।
"পর্ব্বত পার কর আমা" বিনতি করিলা॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যে পাহারাওয়ালার একটা কর্ত্তব্য, ইহাই এই পয়ারে সনাতন পাহারাওয়ালাকে বুঝাইলেন।

৭। সর্ব্বশেষে টাকার কথা বলিতেছেন। "আমি তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিব; তাহা গ্রহণ কর; তোমার পুণ্যও হইবে, অর্থলাভও হইবে; আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

৮। **রাজভয়**—রাজা আমাকে শাস্তি দিবেন, এই ভয়।

৯-১১। **দক্ষিণ গিয়াছে**—দক্ষিণদেশে (উড়িষ্যাদেশে ২।১৯।২৭ পয়ার দ্রষ্টব্য) যুদ্ধ করিতে গিয়াছে। **যদি লেউটি আইসয়**—যদি ফিরিয়া আসে। যুদ্ধে গিয়াছে, ফিরিয়া না আসিতেও পারে, যদিই বা আসে। **বাহ্যকৃতে**—মলত্যাগ করিতে। **দাঁড়ুকা**—হাতের বেড়ী। **কাহাঁ বহি গেল**—স্রোতের টানে কোথায় চলিয়া গেল জানি না।

"তুমি রাজাকে বলিবে—সনাতন গঙ্গার নিকটে মলত্যাগ করিতে গিয়াছিল; আমিও সঙ্গে ছিলাম; তাহার হাতে বেড়ীও ছিল; কিন্তু গঙ্গা দেখিয়াই সনাতন গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িল; আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে আর পাইলাম না; স্রোতের টানে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না; হাতে বেড়ী থাকায় বোধ হয় সাঁতার দিতেও পারে নাই। হয়তো গঙ্গাগর্ভেই ডুবিয়া মরিয়াছে। এসব কথা বলিলে—তোমার দোষ ছিল না বুঝিয়া এবং আমি মরিয়া গিয়াছি মনে করিয়া রাজা তোমাকে আর শাস্তি দিবেন না।"

১২। সনাতন আরও বলিলেন—"তুমি কোনও চিন্তা করিও না; পাৎসাহ আর কখনও আমাকে দেখিতে পাইবেন না; কারণ আমি এদেশেই থাকিব না; আমি ফকির হইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব।" **দরবেশ**—ফকির; সন্ন্যাসী। **মক্কায়** মুসলমানদের তীর্থস্থান। প্রহরী মুসলমান বলিয়া সনাতন মুসলমানতীর্থের নাম করিলেন। হৃদয়ের অভিপ্রায় তীর্থস্থান।

১৩। **রাশি কৈল**—একত্র করিলেন।

১৫। **গড়িদ্বার**—গড়ের দ্বার; গড় - পরিখা। হুসেন সাহের রাজধানী গৌড়-নগরের গড়ের (অর্থাৎ পরিখার) দ্বার হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে প্রসিদ্ধ রাজপথ ছিল, সর্ব্বসাধারণে তাহাকে গড়িদ্বার পথ বলিত (নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী)। গড়িদ্বার দিয়াই প্রসিদ্ধ পথ; সে স্থানে রাজার প্রহরী আছে বলিয়া ধরা পড়ার ভয়ে সনাতন সেই পথে যাইতে পারেন না। অপ্রসিদ্ধ পথে চলিয়া চলিয়া পাতড়া-নামক পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৬। **তথায়**—পাতড়াপর্ব্বতে। **ভূমিক**—ভূমির মালিক। **বিনতি**—বিনয়।

সেই ভূঞা-সঙ্গে হয় হাথগণিতা।
ভূঞা-কাণে কহে সেই জানি এক কথা—॥ ১৭

ইহার ঠাঞি সুবর্ণের অষ্টমোহর হয়।
শুনি আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয়—॥ ১৮

রাত্র্যে পর্ব্বত পার করিব নিজলোক দিয়া।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া॥ ১৯

এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি তবে কৈল নদীস্নান॥ ২০

দুই উপবাসে কৈল রন্ধন-ভোজনে।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে—॥ ২১

এই ভূঞা কেনে মোর সম্মান করিল ?।
এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল—॥ ২২

তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয় ?।
ঈশান কহে—মোর ঠাঞি সাত মোহর হয়॥ ২৩

শুনি সনাতন তারে করিল ভর্ৎসন—।
সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল যম ?॥ ২৪

তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভূঞা-কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া—॥ ২৫

এই সাত সুবর্ণমোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি কর মোরে পার॥ ২৬

রাজবন্দী আমি—গড়িদ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে, পর্ব্বত আমা দেহ পার করি॥ ২৭

ভূঞা হাসি কহে—আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক আঁচলে॥ ২৮

তোমা মারি মোহর আজি লইতাম রাত্র্যে।
ভাল হৈল, কহিলা তুমি, ছুটিলুঁ পাপ হৈতে॥ ২৯

সন্তুষ্ট হইলাম আমি—মোহর না লইব।
পুণ্য-লাগি পর্ব্বত তোমা পার করি দিব॥ ৩০

গোসাঞি কহে—কেহো দ্রব্য লৈবে আমা মারি।
আমার প্রাণরক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি॥ ৩১

তবে গোসাঞির সঙ্গে ভূঞা চারি পাইক দিল।
রাত্র্যে রাত্র্যে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল॥ ৩২

পার হঞা গোসাঞি তবে পুছিল ঈশানে—।
জানি শেষদ্রব্য কিছু আছে তোমাস্থানে ? ৩৩

ঈশান কহে—এক মোহর আছে অবশেষ।
গোসাঞি কহে—মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ॥৩৪

তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একলা।
হাতে করোয়া, ছিঁড়া কান্থা নির্ভয় হইলা॥ ৩৫

চলিচলি গোসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান ভিতরে॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭। ভূঞা—ভূমিকা। হাথগণিতা—যে ব্যক্তি হাত দেখিয়া সমস্ত বিষয় গণিয়া বলিতে পারে।

১৮। হাতগণিতা গণিয়া বলিল—এই লোকটির (সনাতনের) নিকটে আটটি সোনার মোহর আছে।

২২। সনাতন মনে করিলেন—"আমি এই ভূঞার সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক; ছদ্মবেশে আসিয়াছি—নিতান্ত দরিদ্রের বেশে; তথাপি এই লোকটী আমাকে এত সম্মান করিতেছে কেন? তবে কি আমার বা আমার ভৃত্য ঈশানের নিকটে টাকা পয়সা আছে বলিয়া মনে করিয়াছে? আমার নিকটে তো কিছুই নাই; ঈশানের নিকটে কি কিছু আছে?" ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তিনি ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈশান—সনাতনের সঙ্গী ভৃত্যের নাম।

৩২। পাইক—প্রহরী।

৩৫। করোয়া—জলপাত্রবিশেষ। কান্থা—কাঁথা। নির্ভয় হৈলা—মূল্যবান কিছু সঙ্গে নাই বলিয়া দস্যু-তস্করের ভয় তাঁহার আর ছিল না।

৩৬। হাজিপুরে—একটী স্থানের নাম; ইহা সম্ভবতঃ মজফরপুর জেলায়। উদ্যান—বাগান।

সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তার নাম।
গোসাঞির ভগিনীপতি—করে রাজকাম ॥ ৩৭

তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাৎশার স্থানে ॥ ৩৮

টুঙ্গীর উপর বসি সেই গোসাঞিকে দেখিল।
রাত্র্যে একজনসঙ্গে গোসাঞি পাশ আইল ॥ ৩৯

দুইজন মিলি তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল।
ছুটিবার বাত গোসাঞি সকলি কহিল ॥ ৪০

তেঁহো কহে—দিন-দুই রহ এই স্থানে।
ভদ্র কর ছাড় এই মলিন বসনে ॥ ৪১

গোসাঞি কহে—এক ক্ষণ ইহাঁ না রহিব।
গঙ্গা পার করি দেহ—এক্ষণি চলিব ॥ ৪২

যত্ন করি তেঁহো এক ভোটকম্বল দিল।
গঙ্গা পার করি দিল, গোসাঞি চলিল ॥ ৪৩

তবে রারাণসী গোসাঞি আইলা কথোদিনে।
শুনি আনন্দিত হৈল প্রভুর আগমনে ॥ ৪৪

চন্দ্রশেখর-ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা—॥ ৪৫

দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে—বৈষ্ণব নাহিক দ্বারে ॥ ৪৬

'দ্বারে বৈষ্ণব নাহি' প্রভুরে কহিল।
'কেহো হয় ?' করি প্রভু তাহারে পুছিল ॥ ৪৭

তেঁহো কহে—এক দরবেশ আছে দ্বারে।
'তাঁরে আন' প্রভু বাক্যে কহিল তাহারে ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৭। সনাতনের ভগিনী-পতি শ্রীকান্ত হাজিপুরে থাকিতেন ; তিনি ছিলেন পাৎসাহের কর্ম্মচারী—পাৎসাহের ঘোড়া সরবরাহ করিতেন। শ্রীপাদ সনাতনের এক ভগিনী ছিলেন ; তাঁহাকে শ্রীকান্তের নিকটে বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল (২।১৯।২৩-২৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩৯। **টুঙ্গী**—উচ্চস্থানবিশেষ। শ্রীকান্ত উচ্চস্থান হইতে উদ্যানের মধ্যে শ্রীপাদ সনাতনকে দেখিলেন ; সনাতনের ছদ্মবেশ দেখিয়া কোনও গোপনীয় রহস্য অনুমান করিয়া শ্রীকান্তও একজন বিশ্বস্ত লোককেই সঙ্গে লইয়া রাত্রিতে গোপনে আসিয়া সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

৪০। **ইষ্টগোষ্ঠী**—আলাপাদি। **ছুটিবার বাত**—কি ভাবে সনাতন কারাগার হইতে ছুটিয়া আসিলেন, তাহা।

৪১। **তেঁহো কহে**—শ্রীকান্ত সনাতনকে বলিলেন। **ভদ্র কর**—ক্ষৌরী হও। কারাগারে ছিলেন বলিয়া সনাতন অনেক দিন যাবৎ ক্ষৌরী হইতে পারেন নাই ; তাই তাঁহার গোঁফ দাঁড়ি খুব বড় হইয়াছিল ; এজন্য শ্রীকান্ত তাঁহাকে ক্ষৌরী হইতে বলিলেন। **মলিন বসনে**—ময়লা কাপড়।

৪৪। **বারাণসী**—কাশী। শ্রীপাদ সনাতন কাশীতে আসিয়া যখন শুনিলেন যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুও কাশীতেই আসিয়াছেন, তখন তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল—প্রভুর চরণদর্শন পাইবেন ভাবিয়া।

৪৫-৬। প্রভু যে চন্দ্রশেখরের গৃহে ছিলেন, তাহাও সনাতন জানিতে পারিয়াছিলেন ; তাই তিনি আসিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহের দ্বারে বসিলেন। তখন প্রভু ছিলেন চন্দ্রশেখরের গৃহের অভ্যন্তরে ; অন্তর্য্যামী প্রভু সনাতনের আগমন জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন—"চন্দ্রশেখর ! তোমার দ্বারে এক বৈষ্ণব আসিয়াছেন ; তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—কোনও বৈষ্ণব নাই। সনাতনের দেহে তখন তিলকাদি বৈষ্ণব-চিহ্ন ছিল না বলিয়াই চন্দ্রশেখর সনাতনকে বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারেন নাই।

৪৮। **দরবেশ**—মুসলমান ফকির। সনাতনের গোঁফ দাঁড়ি, ভোটকম্বল ও করোয়া দেখিয়া চন্দ্রশেখর তাঁহাকে মুসলমান ফকির বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

প্রভু তোমায় বোলায়, আইস দরবেশ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিল প্রবেশ ॥ ৪৯
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ৫০
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন।
'মোরে না ছুঁইহ' কহে গদ্‌গদ বচন ॥ ৫১
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার ॥ ৫২
তবে প্রভু তাঁর হাথ ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা ॥ ৫৩
শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ-সম্মার্জ্জন।
তেঁহো কহে—মোরে প্রভু! না কর স্পর্শন ॥ ৫৪
প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥ ৫৫

তথাহি (ভা. ১।১৩।১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ২

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ৩

তথাহি (ভা. ৭।৯।১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

এবং ভক্ত্যৈব কেবলয়া হরেস্তোষঃ সম্ভবতীত্যুক্তং ইদানীং ভক্তিং বিনা নান্যৎ কিঞ্চিৎ তত্তোষহেতুরিত্যাহ বিপ্রাদিতি। পূর্ব্বোক্তা ধনাদয়ো যে দ্বিষড়্‌গুণা স্তৈর্যুক্তাদ্‌বিপ্রাদপি শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে। যদ্বা সনৎকুমারোক্তা দ্বাদশ-ধর্ম্মাদয়ো গুণা দ্রষ্টব্যাঃ। তদুক্তং মহাভারতে। ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চামাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্যেতি। কথম্ভূতাৎ বিপ্রাৎ অরবিন্দনাভস্য পাদারবিন্দবিমুখাৎ। কথম্ভূতং শ্বপচং তস্মিন্নরবিন্দনাভে অর্পিতা মন আদয়ো যেন তং ঈহিতং কর্ম্ম। বরিষ্ঠত্বে হেতুঃ স এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ সর্ব্বং কুলং পুনাতি ভূরিমানো গর্ব্বো যস্য সতু বিপ্রঃ আত্মনমপি ন পুনাতি কুতঃ কুলম্। যতো ভক্তিহীনস্য এতে গুণাঃ গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি ন শুদ্ধয়ে অতো হীন ইতি ভাবঃ। স্বামী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫১। মোরে না ছুঁইহ—ভক্তি-প্রণোদিত দৈন্যবশতঃ সনাতন বলিলেন—"প্রভু, আমি অস্পৃশ্য পামর, তোমার স্পর্শের অযোগ্য ; আমাকে স্পর্শ করিও না।"

গদ্‌গদ বচন—প্রেমাবেশবশতঃ গদ্‌গদ বচন।

৫৩। পিণ্ডা—ঘরের বাহির দাওয়া। আপন পাশে—কোনও গ্রন্থে "তারে আসনে" পাঠ আছে।

৫৫। শোধিতে—পবিত্র করিতে।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভক্তগণ ভক্তিবলে যে তীর্থস্থানকেও পবিত্র করিতে পারেন, সুতরাং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেও পবিত্র করিতে পারেন, এই ৫৫ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৯।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪। অন্বয়। অরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ (অরবিন্দ-নাভ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে বিমুখ) দ্বিষড়্‌গুণ-যুতাৎ (দ্বাদশগুণযুক্ত) বিপ্রাৎ (ব্রাহ্মণ হইতে) তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং (যিনি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, এরূপ) শ্বপচং (শ্বপচকে) বরিষ্ঠং (শ্রেষ্ঠ) মন্যে (মনে করি); [যতঃ]

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(যেহেতু) সঃ (তিনি—সেই শ্বপচ) কুলং (কুলকে) পুনাতি (পবিত্র করেন), তু (কিন্তু) ভূরিমানঃ (অতিশয় গর্ব্বযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ) ন (না—পারেন না)।

অনুবাদ। শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে প্রহ্লাদ বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ভক্তিরহিত দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা—যিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, এরূপ শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ মনে করি; যেহেতু, এতাদৃশ শ্বপচও স্বীয় কুলকে পবিত্র করিতে পারেন; কিন্তু অতিশয় গর্ব্বযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ তাহা পারেন না।" ৪

অরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ—অরবিন্দের (পদ্মের) ন্যায় (সুন্দর ও সুগন্ধি) নাভি যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদ (চরণ) রূপ অরবিন্দ (কমল) হইতে বিমুখ, শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিহীন (ব্রাহ্মণ হইতে)। **দ্বিষড়্গুণযুতাৎ**—দ্বিগুণিত ষড়্গুণ অর্থাৎ দ্বাদশ গুণযুক্ত (ব্রাহ্মণ হইতে)। ধর্ম্ম, সত্য, দম (ইন্দ্রিয়-সংযম), তপঃ, মাৎসর্য্যাভাব, হ্রী (লজ্জা), তিতিক্ষা (দুঃখ-সহনশীলতা), অসূয়াহীনতা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি (জিহ্বার ও উপস্থের বেগ সম্বরণ) ও শ্রুত (বেদাধ্যয়ন) এই দ্বাদশটী হইল ব্রাহ্মণের গুণ। এই বারটী গুণ যাঁহার আছে, এরূপ কোনও ব্রাহ্মণও যদি শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিহীন হয়েন, তাহা হইলে তাদৃশ **বিপ্রাৎ**—ব্রাহ্মণ হইতেও **শ্বপচং**—শ্বপচকে, কুক্কুর-মাংসভোজী নীচজাতীয় ব্যক্তিবিশেষকে **বরিষ্ঠং**—শ্রেষ্ঠ **মন্যে**—মনে করি। ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদ একথা বলিতেছেন শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে। অবশ্য শ্বপচ-মাত্রই যে ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে। কিরূপ শ্বপচ শ্রেষ্ঠ, তাহাও শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন। **তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং**—তাঁহাতে (পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণে) অর্পিত হইয়াছে মন, বচন (বাক্য), ঈহিত (কায়িক চেষ্টা), অর্থ এবং প্রাণ যাঁহার—যিনি সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই সর্ব্বতোভাবে যাঁহার কাম্য, তাই যাঁহার মন শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির চিন্তাতে ও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির চিন্তাতেই ব্যাপৃত, শ্রীকৃষ্ণকথাব্যতীত যাঁহার বাক্য অন্য কোনও কথায় রত হয় না, শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূল কার্য্যেই যিনি তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়োজিত রাখেন, যাঁহার অর্থ-সম্পত্তিও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই নিয়োজিত হয় এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্তই যিনি প্রাণ ধারণ করিয়া থাকেন—যাঁহার প্রাণ-ধারণের অন্য কোনও উদ্দেশ্যই নাই—সেই পরম ভক্ত যে শ্বপচ—তিনি মূর্খ হইলেও, দ্বাদশ-গুণযুক্ত পণ্ডিত অথচ ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সামাজিক হিসাবে হয়তো শ্বপচ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের সম্মান বেশী; সেই ব্রাহ্মণ যদি আবার ব্রাহ্মণোচিত দ্বাদশ গুণের অধিকারী হয়েন, তাহা হইলে সমাজে সাধারণ লোকের নিকটে তাঁহার হয়তো খুব বেশী সম্মান হইতে পারে—তিনি ভগবানে ভক্তিহীন হইলেও, সম্যক্‌রূপে ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ হইলেও সমাজে হয়তো তাঁহার অনাদর হইবে না, শ্রেষ্ঠব্যক্তি বলিয়াই হয়তো তিনি সাধারণ লোকের নিকটে সম্মানিত হইতে পারেন। কিন্তু এই শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহার ভিত্তি সামাজিক সম্মান নহে—তাহার ভিত্তি হইয়াছে চিত্তের পবিত্রতা এবং অপরকে পবিত্র করিবার শক্তি। এই শক্তির ও পবিত্রতার উৎস হইল ভগবানে ভক্তি। ভক্তি যাঁহার আছে, সেই শ্বপচও—যিনি সামাজিক হিসাবে অত্যন্ত হেয়, আভিজাত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ অপবিত্র অস্পৃশ্য বলিয়াই যাঁহাকে মনে করেন, ভক্তিমান্ হইলে সেই শ্বপচও—দ্বাদশগুণান্বিত ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ হয়েন, যদি সেই ব্রাহ্মণের ভক্তি না থাকে। কারণ, শ্রীপ্রহ্লাদ বলিতেছেন—ভক্তিমান্ শ্বপচও স্বীয় ভক্তির প্রভাবে কেবল নিজেই পবিত্র হইয়াছেন, তাহা নহে; তিনি স্বীয় **কুলং**—শ্বপচ কুলকে, যে কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই কুলকে পর্য্যন্ত পবিত্র করিতে পারেন। কিন্তু যিনি ভক্তিহীন, তাদৃশ **ভূরিমানঃ**—বংশমর্য্যাদার গর্ব্বে, ব্রাহ্মণোচিত দ্বাদশগুণাদির গর্ব্বে যিনি অত্যন্ত গর্ব্বিত, তাদৃশ ব্রাহ্মণ স্বীয় কুলকে পবিত্র করিতে পারেন না; স্বীয় কুলকে পবিত্র করাতো দূরের কথা, তিনি নিজেকেও পবিত্র করিতে পারেন না; যেহেতু, যে ভক্তির প্রভাবে জীব পবিত্র হয়, অপরকেও পবিত্র করিতে পারে, সেই ভক্তি তাঁহার নাই। গৃহে লক্ষ-লক্ষ টাকার উপকরণ থাকিতে পারে, কিন্তু দীপের অভাবে তাহা অন্ধকারেই থাকিয়া যাইবে, লক্ষ টাকার উপকরণ গৃহের অন্ধকার দূর করিতে পারিবে না।

তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল এই শাস্ত্র-নিরূপণ॥ ৫৬

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৩।২)—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে॥ ৫

এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিত-পাবন॥ ৫৭
মহা রৌরব হৈতে তোমা করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥ ৫৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অক্ষ্ণোরিতি। ত্বাদৃশানাং কথঞ্চিত্ত্বদনুকরণবতামপি দর্শনমেবাক্ষ্ণোঃ ফলম্। এবমন্যদপি। যতঃ লোকে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে ভাগবতাঃ ভগবদ্ভক্তাঃ সুদুর্ল্লভাঃ ভবন্তি। শ্লোকমালা।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভক্তির প্রভাবে ভক্ত যে অপরকেও পবিত্র করিতে পারেন, এই ৫৫-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৬। **সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল**—তোমাকে স্পর্শ করাই ত্বগিন্দ্রিয়ের, তোমাকে দর্শন করাই চক্ষুর, তোমার গুণ গান করাই জিহ্বার, তোমার গুণমহিমা শ্রবণ করাই কর্ণের, তোমার গাত্র-গন্ধাদি গ্রহণই নাসিকার সার্থকতা। যেহেতু, তুমি ভক্ত। পরবর্ত্তী শ্লোক এই পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৫। অন্বয়। ত্বাদৃশদর্শনং (তোমার মতন লোকের দর্শন) হি (ই) অক্ষ্ণোঃ (চক্ষুর) ফলং (ফল), ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ (তোমার মতন লোকের গাত্রস্পর্শই) তন্বাঃ (দেহের) ফলং (ফল), ত্বাদৃশকীর্ত্তনং (তোমার মতন লোকের গুণাদিকীর্ত্তন) হি (ই) জিহ্বাফলং (জিহ্বার ফল); হি (যেহেতু) লোকে (লোকমধ্যে) ভাগবতাঃ (ভগবদ্ভক্ত) সুদুর্ল্লভাঃ (সুদুর্ল্লভ)।

অনুবাদ। পৃথিবী প্রহ্লাদকে বলিলেন—হে প্রহ্লাদ! তোমার মতন লোকের (ভক্তের) দর্শনই চক্ষুর ফল (অর্থাৎ দর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা), তোমার মতন ভক্তের গাত্রস্পর্শই দেহের ফল (গাত্রস্পর্শেই দেহের সার্থকতা), তোমার মতন ভক্তের গুণাদি কীর্ত্তনই জিহ্বার ফল। (গুণাদিকীর্ত্তনেই জিহ্বার সার্থকতা); যেহেতু জগতে ভগবদ্ভক্তেরাই সুদুর্ল্লভ। ৫

জগতে যাহা সুদুর্ল্লভ—সহজে পাওয়া যায় না—তাহা যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়ের চরম সার্থকতা। ভগবদ্ভক্ত জগতে অতি দুর্ল্লভ; কারণ যে ভক্তির কৃপায় লোক ভক্ত হইতে পারে, সেই ভক্তিই সুদুর্ল্লভা (ভ. র. সি. ১।১।২২); ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাদি যে পর্য্যন্ত চিত্তে থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত ভক্তির কৃপা লাভ হইতে পারে না, ভক্তির কৃপা ব্যতীতও কেহ প্রকৃত ভক্তপদবাচ্য হইতে পারে না; কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাঁহার নাই, এরূপ লোক জগতে অতি বিরল; তাই ভক্তও অতি দুর্ল্লভ। এরূপ অবস্থায় যদি কখনও কোনও ভাগ্যে কোন ভক্ত কাহারও ইন্দ্রিয়-পথবর্ত্তী হন, তাহা হইলেই তাঁহার ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৬ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৭। কৃষ্ণকে কেন দয়াময় বলা হইল, তাহার কারণ পরবর্ত্তী পয়ারে দ্রষ্টব্য।

৫৮। **রৌরব**—এক রকম নরক; ইহা জলন্ত অঙ্গারে পরিপূর্ণ, দুই হাজার যোজন বিস্তৃত; পাপীকে এই নরকে চলাফেরা করিতে হয়। **মহারৌরব**—সংসাররূপ মহারৌরব; সংসার যন্ত্রণাকে রৌরবের যন্ত্রণার তুল্য মনে করিয়া সংসারকে মহারৌরব বলা হইয়াছে। অথবা, সংসারে থাকিয়া মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া জীব এমন সব কার্য্য

সনাতন কহে—কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার-হেতু তোমার কৃপা মানি॥ ৫৯
'কেমনে ছুটিলা?' বলি প্রভু কৈল।
আদ্যোপান্ত সব কথা তেঁহো শুনাইল॥ ৬০
প্রভু কহে—তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ অনুপম দোঁহে বৃন্দাবন গেলা॥ ৬১
তপন মিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরেরে।
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে॥ ৬২
তপনমিশ্র তাঁরে তবে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন?॥ ৬৩
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া।
এই বেশ দূর কর, যাহ ইহা লৈয়া॥ ৬৪
ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল॥ ৬৫
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার॥ ৬৬
মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে।
সনাতনে লঞা গেলা তপনমিশ্র ঘরে॥ ৬৭
পাদপ্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা।
সনাতনে ভিক্ষা দেহ—মিশ্রেরে কহিলা॥ ৬৮
মিশ্র কহে—সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করে, যাহার ফলে তাহাকে রৌরব-নামক নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; এজন্য সংসারকে (রৌরবের হেতু বলিয়া) মহারৌরব বলা হইল। অথবা, এস্থলে, রৌরবশব্দে কারাগারও হইতে পারে।

গম্ভীর অপার—কৃপার সমুদ্র অতি গম্ভীর এবং অতি বিস্তৃত; ইহার তল নাই, পার নাই।

৫৯। প্রভুর কথা শুনিয়া সনাতন বলিলেন—"প্রভু আমি কৃষ্ণকে জানি না, আমি জানি তোমাকে; কৃষ্ণ আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না; তবে তোমার কৃপাতেই যে আমি উদ্ধার পাইয়াছি, ইহাই আমি জানি।"

উদ্ধার-হেতু—উদ্ধারের কারণ।

৬০। **কেমনে ছুটিল**—কারাগার হইতে কিরূপে উদ্ধার পাইলেন।

৬১। শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের সহিত প্রয়াগে যে প্রভুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, প্রভু সনাতনকে তাহা বলিলেন।

৬৪। **এই বেশ**—সনাতনের গোঁফ-দাঁড়ি ও ছেঁড়া মলিন বস্ত্রাদি।

৬৫। **ভদ্র করাইয়া**—ক্ষৌরী করাইয়া। **শেখর**—চন্দ্রশেখর।

৬৬। **আনন্দ অপার**—নূতন বস্ত্র গ্রহণে অসম্মতিদ্বারা সনাতনের বৈরাগ্য দেখিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। দাস-গোস্বামীকে প্রভু বলিয়াছিলেন—"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। ৩৬।২৩৪॥" ভাল খাওয়ার, ভাল পরার জন্য ইচ্ছা থাকিলে, তাহাতেই চিত্তের আবেশ জন্মে, এজন্য নিষেধ করিয়াছেন। ভালদ্রব্যে সনাতনের আবেশ নাই দেখিয়া প্রভু আনন্দিত হইলেন।

সনাতন স্বীয় জীর্ণ মলিন বস্ত্রই পরিয়া রহিলেন।

৬৭। **মধ্যাহ্ন করি**—মধ্যাহ্নের স্নানাদি কৃত্য সমাধা করিয়া। **ভিক্ষা**—আহার। প্রভু তপনমিশ্রের গৃহেই আহার করিতেন।

৬৯। **কৃত্য**—নিত্য কৃত্য কিছু বাকী আছে; সে কাজ নির্ব্বাহ করিয়া পরে প্রসাদ পাইবে। মনের উদ্দেশ্য এই:—প্রভুর সঙ্গে বসিলে, আহারের পূর্ব্বে প্রভুর ভুক্তাবশেষ পাইবে না; এজন্যই কৃত্য বাকী আছে বলিয়া সনাতনকে তখন বসিতে দিলেন না; প্রভুর আহারের পরে, প্রভুর শেষপাত্র (ভুক্তাবশেষ) মিশ্র কৃপা করিয়া সনাতনকে দিবেন।

ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল।
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিল॥ ৭০
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন।
বস্ত্র নাহি নিল তেঁহো কৈল নিবেদন॥ ৭১
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ-পরিধান এক দেহ পুরাতন॥ ৭২
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল।
তেঁহো দুই বহির্ব্বাস কৌপীন করিল॥ ৭৩
মহারাষ্ট্রী দ্বিজে প্রভু মিলাইলা সনাতনে।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা নিমন্ত্রণে—॥ ৭৪
সনাতন। তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে॥ ৭৫
সনাতন কহে—আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব ? ৭৬
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোটকম্বলপানে প্রভু চাহে বারেবার॥ ৭৭
সনাতন জানিল—এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায়॥ ৭৮
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গৌড়িয়া কান্থা ধুঞা দিয়াছে শুকাইতে॥ ৭৯
তারে কহে—আরে ভাই। কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ মোরে॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭০। শেষপাত্র—ভুক্তাবশেষ।

৭২। নিজ-পরিধান—তোমার নিজের পরণের ; যাহা তুমি নিজে ব্যবহার করিয়াছ, এরূপ।

৭৩। মিশ্রের দেওয়া পুরাতন কাপড়খানিকে চিরিয়া দুইখণ্ড করিলেন ; এক খণ্ড দ্বারা কৌপীন ও অপর খণ্ড দ্বারা বহির্ব্বাস করিলেন।

৭৪। মহানিমন্ত্রণ—দীর্ঘকালের জন্য নিমন্ত্রণ।

৭৬। ব্রাহ্মণের ঘরে—প্রত্যেক দিন আহার করিয়া ব্রাহ্মণকে উদ্বেগ দেওয়া এবং ব্রাহ্মণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা সঙ্গত নহে ভাবিয়া সনাতন একথা বলিলেন। ঘরে ঘরে অল্প অল্প করিয়া ভিক্ষা (মাধুকরী) করিয়া আনিলে কাহাকেও উদ্বেগ দেওয়াও হইবে না, বিশেষতঃ অভিমানের শেষ যদি কিছু থাকে, তাহাও দূর হইবে—ইহা ভাবিয়াই তিনি মাধুকরীর কথা বলিলেন।

মাধুকরী—মধুকর অর্থ ভ্রমর ; ভ্রমর ফুলের মধু খায় ; কিন্তু একটীমাত্র ফুল হইতেই তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত মধু সংগ্রহ করে না ; ভিন্ন ভিন্ন ফুল হইতে অল্প অল্প করিয়া মধু সংগ্রহ করে। এইরূপে মধুকরের ন্যায়—যাঁহারা একই গৃহস্থের নিকট হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত আহার্য্য গ্রহণ করেন না, পরন্তু অল্প অল্প করিয়া—গৃহস্থ অনায়াসে দু'এক মুষ্টি যাহা দিতে পারে, তাহাই—সংগ্রহ করিয়া ভজনের জন্য জীবন ধারণ করেন, তাঁহাদের এইরূপ আচরণকে মাধুকরী (মধুকরের ন্যায়) বৃত্তি বলে। অধিক পরিমাণ দাবী করিয়া কাহাকেও উদ্বেগ দেওয়া মাধুকরী বৃত্তি-বিরোধী।

৭৭। ভোটকম্বল—সনাতনের ভোটকম্বল। প্রভু বরাবরই সনাতনের ভোটকম্বলের দিকে চাহিতে লাগিলেন ; সনাতনের বৈরাগ্যের সঙ্গে মূল্যবান্ ভোটকম্বল মানায় না, ইহাই পুনঃ পুনঃ দৃষ্টির অভিপ্রায়। বলা বাহুল্য, এই ভোটকম্বল সনাতন নিজে ইচ্ছা করিয়া আনেন নাই ; তিনি ছেঁড়া কাঁথাই সঙ্গে আনিয়াছিলেন ; তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্ত তাঁহাকে ছেঁড়া কাঁথা ছাড়াইয়া ভোটকম্বল দিয়াছিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৫-৪৩ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৭৮। প্রভুরে না ভায়—প্রভুর পছন্দ হয় না। ভোটত্যাগ—ভোটকম্বল ত্যাগ।

৭৯। মধ্যাহ্ন করিতে—মধ্যাহ্ন-স্নানাদি করিতে। গৌড়িয়া—গৌড় (বঙ্গ) দেশবাসী কোনও নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তি।

সেই কহে—হাস্য কর প্রামাণিক হঞা ? ।
বহুমূল্য ভোট দিবে কেনে কাঁথা লঞা ? ॥ ৮১
তেঁহো কহে—হাস্য নহে কহি সত্যবাণী ।
ভোট লেহ তুমি দেহ মোরে কাঁথাখানি ॥ ৮২
এত বলি কাঁথা লইল, ভোট তারে দিয়া ।
গোসাঞির ঠাঞি আইল কাঁথা গলে দিয়া ॥ ৮৩
প্রভু কহে—তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল ।
প্রভু পদে সব কথা গোসাঞি কহিল ॥ ৮৪
প্রভু কহে—ইহা আমি করিয়াছি বিচার ।
বিষয় ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥ ৮৫
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥ ৮৬
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস ।
ধর্ম্মহানি হয়, লোক করে উপহাস ॥ ৮৭
গোসাঞি কহে—যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ ॥ ৮৮
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল ।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল ॥ ৮৯
পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল ।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তাঁরে উত্তর দিল ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮১। সনাতন যখন গৌড়ীয়ার নিকটে ভোটকম্বলের পরিবর্ত্তে ছেঁড়া কাঁথা চাহিলেন, গৌড়ীয়া তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না ; তিনি মনে করিলেন—সনাতন তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেছেন ; মূল্যবান্ ভোটকম্বলের পরিবর্ত্তে কেহ যে ছেঁড়া কাঁথা চাহিতে পারে, তাহা কিরূপেই বা বিশ্বাস করা যায় ? হাস্য—উপহাস ; ঠাট্টা। প্রামাণিক—গণ্যমান্য ব্যক্তি।

৮৪। সবকথা—কি জন্য এবং কিরূপে তিনি ভোটকম্বলের পরিবর্ত্তে কাঁথা লইলেন, তৎসমস্ত কথা।

৮৬। যিনি ভাল চিকিৎসক, তিনি যেমন কোনও রোগীর রোগ চিকিৎসা করিতে যাইয়া তাহাকে সম্যক্‌রূপেই রোগমুক্ত করেন, রোগের কিঞ্চিৎ অবশেষও যেমন কখনও রাখেন না ; তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া যখন তোমার বিষয় খণ্ডাইয়া দিয়াছেন, বিষয়-ভোগের শেষ চিহ্ন-স্বরূপ ভোটকম্বলই বা তিনি আর তোমার জন্য রাখিবেন কেন ?

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংস্পর্শে চিত্তে ভোগবাসনা জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা আছে বলিয়াই শ্রীপাদ সনাতনের মঙ্গলকামী প্রভু তাঁহার ভোটকম্বল পছন্দ করেন নাই। শ্রীপাদ সনাতন ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সমস্ত বস্তুই মলবৎ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্তই তাঁহাকে একখানি ভোটকম্বল দিয়াছিলেন ; এই কম্বল ব্যতীত অপর কোনও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু তাঁহার নিকট ছিল না বলিয়াই কম্বলকে "শেষ বিষয়" বলা হইয়াছে।

সদ্বৈদ্য—উত্তম বৈদ্য (চিকিৎসক)। শেষ রোগ—রোগের অবশেষ।

৮৭। যিনি মাধুকরী মাগিয়া খায়েন, তিনি যদি তিন টাকা মূল্যের ভোটকম্বল গায়ে দেন, তাহা হইলে লোকেও তাহাকে ঠাট্টা করিবে এবং তাঁহার বৈরাগ্য-ধর্ম্মেরও হানি হইবে। ধর্ম্মহানি— বৈরাগ্য-ধর্ম্মের হানি।

৮৮। গোসাঞি কহে—প্রভুর কথা শুনিয়া সনাতন গোস্বামী বলিলেন।

প্রভু সনাতনকে বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণই তোমার বিষয় খণ্ডাইয়াছেন (৮৫ পয়ার)।" সনাতন এই পয়ারে যাহা বলিলেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে—কৃষ্ণ নহেন, প্রভুই তাঁহার বিষয় খণ্ডাইয়াছেন।

৮৯। ভগবৎ-কৃপা না হইলে তত্ত্ব-নিরূপণ তো দূরের কথা, তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেও জীবের সামর্থ্য হয় না, ইহাই এই পয়ারের মর্ম্ম। প্রশ্ন করিতে—তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে।

৯০। পূর্ব্বে—দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে গোদাবরী-তীরে অবস্থান-সময়ে। রায়-পাশ—রায়রামানন্দের নিকটে। তাঁর শক্ত্যে—প্রভুর শক্তিতে ; প্রভুর কৃপায়।

ইহাঁ প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্ব নিরূপণ ॥ ৯১

তথাহি—

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ম্ ।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥ ৬ ॥

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা—॥ ৯২
নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম ॥ ৯৩
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাহি সত্য মানি ॥ ৯৪
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ "কর্ত্তব্য আমার ॥ ৯৫
কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয় ?।
ইহা নাহি জানি আমি—কেমনে হিত হয় ?" ॥ ৯৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সঃ ঈশঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ সনাতনায়েতি তুম্গর্ভাদি চতুর্থী সনাতনং জ্ঞাপয়িতুং বোধয়িতুং কৃষ্ণ-স্বরূপাদিকাশ্রয়ং তত্ত্বং কৃপয়া উপদিদেশ উপদিষ্টবান্ অথবা নিমিত্তচতুর্থী সনাতনং নিমিত্তং কৃত্বা অন্যান্ উপদিষ্টবান্। তত্র স্বরূপং পরমানন্দঃ, মাধুর্য্যং অসমোর্দ্ধতয়া সর্ব্বমনোহরং স্বাভাবিক-রূপ-গুণ-লীলাদি-সৌষ্ঠবম্, ঐশ্বর্য্যং অসমোর্দ্ধানন্ত-স্বাভাবিক-প্রভুতা, ভক্তিরসশ্চ এতেষাং আশ্রয়ং তত্ত্বং তান্ আশ্রিতবত্তত্ত্বমিত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯১। ইহাঁ—এই স্থানে ; কাশীতে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। সঃ (সেই) ঈশঃ (ঈশ্বর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) কৃপয়া (কৃপা করিয়া) সনাতনা (সনাতনকে) কৃষ্ণ-স্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ং (শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, ভক্তিরস—এসমস্তের আশ্রয় স্বরূপ) তত্ত্বং (তত্ত্ব) উপদিদেশ (উপদেশ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপা করিয়া শ্রীপাদ সনাতনকে (অথবা সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া সর্ব্বসাধারণকে) শ্রীকৃষ্ণের—স্বরূপ, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, ভক্তিরস—এসমস্ত বিষয়ক তত্ত্ব উপদেশ করিলেন। ৬

স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ যে স্বরূপে পরমানন্দ, সেই তত্ত্ব। মাধুর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক রূপের এবং তাঁহার গুণ-লীলাদির অসমোর্দ্ধ মনোহারিত্ব। ঐশ্বর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ এবং অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুতা। ভক্তিরস—কৃষ্ণভক্তির অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা।

৯৩-৯৪। এই দুই পয়ার সনাতনের দৈন্যোক্তি। কুবিষয়-কূপে—অসদ্বিষয়রূপ কূপে ; তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর বাসনায়। গোঙাইনু—অতিবাহিত করিলাম। গ্রাম্য ব্যবহারে—বৈষয়িক ব্যাপারে। তাহি—বৈষয়িক ব্যাপারকেই ; ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুকেই।

৯৫। কর্ত্তব্য আমার—সংসার বন্ধন হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত আমার কি কর্ত্তব্য, তাহা বল। জীবের অভিধেয় কি, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন।

৯৬। সনাতন গোস্বামী প্রশ্ন করিলেন ; (১) আমি কে ? (২) তাপত্রয় আমাকে জারে কেন ? (৩) কিরূপে আমার হিত হয় ? আমার কি কর্ত্তব্য ?

কে আমি—আমি (জীব) স্বরূপতঃ কে ? আমার এই দেহটাই আমি ? না এই দেহের অতিরিক্ত জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট অপর কোনও বস্তু আমি ? জীবের স্বরূপ কি ? দেহের সঙ্গে মন ও অপর ইন্দ্রিয়াদি সংশ্লিষ্ট আছে, মনই অপর ইন্দ্রিয়গুলিকে চালাইতেছে ; মনের জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়া আমার ধারণা জন্মে। মন কিছু ইচ্ছা করিলে জ্ঞানশক্তিদ্বারা সেই ইচ্ছা পূরণের উপায় স্থির করিয়া অপর ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা সেই উপায় কার্য্যে পরিণত করে। এখন আমার সন্দেহ আসে, শুধু দেহটাই আমি, না ইন্দ্রিয়াদিসমন্বিত মনই আমি ?

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দেহই যদি আমি হই, তাহা হইলে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি (মনের বৃত্তি) হইতে উদ্ভূত তাপ আমার দেহকে কষ্ট দেয় কেন ? আর যদি ইন্দ্রিয়সমন্বিত মনই আমি হই, তবে বায়ু-পিত্তাদি (দেহের বিকার)-জনিত রোগাদি আমার মনকে পীড়া দেয় কেন ? দেহ-মন ব্যতীত অপর কোনও বস্তু যদি আমি হই, তবে রোগাদি বা কাম-ক্রোধাদি, দেহের ও মনের তাপ আমাকে কষ্ট দেয় কেন ?

জারে—জর্জ্জরিত করে, দুঃখ দেয়।

তাপত্রয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন রকম তাপ। আধ্যাত্মিক তাপ শারীরিক ও মানসিক ভেদে দুই রকমের। বাতপিত্ত-শ্লেষ্মার বৈষম্য-জনিত রোগাদি শারীরিক তাপ ; আর কামক্রোধলোভ মোহাদিজনিত তাপ মানসিক তাপ। মানুষ, পশু, পক্ষী, পিশাচাদি ও সরীসৃপাদি হইতে যে তাপ (দুঃখ) জন্মে, তাহা আধিভৌতিক তাপ। শীতোষ্ণবাতবর্ষাবিদ্যুতাদিজনিত তাপকে আধিদৈবিক তাপ বলে।

এস্থলে যে তিনটী প্রশ্ন করা হইল, পণ্ডিতকুল-শিরোমণি শ্রীপাদ সনাতন যে তাহাদের উত্তর জানিতেন না, তাহা নহে। তথাপি যে তিনি প্রভুর নিকটে এই প্রশ্নগুলি উত্থাপিত করিলেন, তাহার হেতু শ্রীমন্ মহাপ্রভুই পরবর্তী ২।২০।৯৯ পয়ারে ব্যক্ত করিয়াছেন। আরও একটী হেতু আছে বলিয়া মনে হয় ; তাহা এই :—জগতের জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীপাদ সনাতনের দ্বারা কতকগুলি তত্ত্ব প্রকাশ করাইবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হওয়ায় এবং সেই সমস্ত তত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর অভিমতও শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে প্রকাশ করিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হওয়ায় তিনিই শ্রীপাদ সনাতনের চিত্তে প্রেরণা দিয়া তাঁহার মুখ হইতে কয়েকটি প্রশ্ন বাহির করাইলেন এবং এই প্রশ্নগুলির উত্তর দান প্রসঙ্গে প্রভু স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিলেন।

উক্ত তিনটি প্রশ্নের যে উত্তর প্রভু দিয়াছেন, সূত্রাকারে তাহা এই :—

"কে আমি"-প্রশ্নের উত্তর :—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ সূর্য্যাংশ-কিরণ যৈছে অগ্নিজ্বালাচয়। ২।২০।১০১-২।"

"আমারে কেন জারে তাপত্রয়"-প্রশ্নের উত্তর :—"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ ২।২০।১০৪-৫॥"

"কেমনে হিত হয়"-প্রশ্নের উত্তর :—"সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥ ২।২০।১০৬॥"

"কেমনে হিত হয়"—প্রশ্নের উত্তরে বলা হইল—কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই জীব মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, তার ত্রিতাপ-জ্বালা দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু কি উপায়ে জীবের কৃষ্ণোন্মুখতা স্ফুরিত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে জীবের "কি কর্ত্তব্য"—এই আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ ২।২২।১৮॥"

দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোকে তৃতীয় প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইতে পারে—ত্রিতাপ-জ্বালা দূরীভূত হইলেই, মায়াপাশ ছিন্ন হইয়া গেলেই, জীবের হিত হইয়া গেল। কিন্তু তৃতীয় প্রশ্নের আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায়,—মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি লাভই জীবের একমাত্র হিত বা মঙ্গল নয় ; কৃষ্ণ-চরণ-প্রাপ্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রাপ্তিতেই জীবের পরমতম কল্যাণের পর্য্যবসান। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মের পর্য্যবসান, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিতেই জীব তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং স্বরূপগত ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারাই তাহার চরমতম মঙ্গল। যে পর্য্যন্ত স্বরূপগত ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, সে পর্য্যন্তই জীবের ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়বশতঃ দুর্গতি—ত্রিতাপ-জ্বালা। স্বরূপগত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে ত্রিতাপ-জ্বালা আপনা হইতেই দূরীভূত হইয়া যাইবে। সূর্য্যোদয়ে

সাধ্য সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥ ৯৭
প্রভু কহে—কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয়॥ ৯৮
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি—জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য-লাগি পুছে—সাধুর স্বভাব॥ ৯৯

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (৪৭)—

অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ।
সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সদ্ধর্ম্মস্য ভগবদারাধনাদিধর্ম্মস্য অববোধায় জ্ঞাতুম্। শ্লোকমালা। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ। বিষয়টী আরও একভাবে বিবেচনা করা যায়। সুখ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ, পরতত্ত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া এবং সেই সুখ-স্বরূপেরই নিত্যদাস বলিয়া জীবের মধ্যে সেই সুখস্বরূপের প্রাপ্তির জন্য—সুখ-প্রাপ্তির জন্য একটি চিরন্তনী বাসনা আছে (১।১।৪-শ্লোক-ব্যাখ্যায় হরি-শব্দের অর্থালোচনা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বলিয়া, সুখঘন-স্বরূপের দিকে পেছন ফিরিয়া আছে বলিয়া, সুখের বিপরীত বস্তু দুঃখের বা ত্রিতাপ-জ্বালার সহিতই তাহার সাম্মুখ্য। যতদিন কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা থাকিবে, ততদিনই ত্রিতাপ-জ্বালার সাম্মুখ্য থাকিবে, ততদিনই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মেরও বিপর্য্যয় থাকিবে। কোনও ভাগ্যে যদি কৃষ্ণোন্মুখতা জন্মে, তখনই জীব স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে এবং সুখস্বরূপের, রসস্বরূপের সাম্মুখ্যবশতঃ তখনই তাহার চিরন্তনী সুখবাসনার চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারিবে, আনন্দস্বরূপকে পাইয়া তখনই জীব আনন্দী হইতে পারিবে। শ্রুতিও একথাই বলিয়াছেন—রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। তখনই তাহার পরম-মঙ্গলের অভ্যুদয় এবং সর্ব্বদুঃখের অবসান।

শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর প্রশ্নের যে সূত্রাকার উত্তর উপরে উদ্ধৃত হইল, শ্রীমন্ মহাপ্রভু দুইমাস পর্য্যন্ত তাহার বিবৃতি দিয়াছেন। শ্রীগ্রন্থের মধ্যলীলার ২০।২১।২২।২৩—এই চারিটী পরিচ্ছেদে এই উত্তরেরই বিশেষ আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৯৭। সাধ্য-সাধনতত্ত্ব—সাধ্যতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব। লোকে যাহা পাইতে চায়, সেই লক্ষ্য বস্তুকে বলে সাধ্য বস্তু; আর যে উপায়ে তাহা পাওয়া যায়, তাহাকে বলে সাধন। পুছিতে—জিজ্ঞাসা করিতে। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরে এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ আছে—"তাঁর দৈন্য শুনি প্রভুর আনন্দিত মন। কহিতে লাগিলা তাঁরে করি আলিঙ্গন॥"

৯৮-৯৯। প্রভু বলিলেন—"সনাতন! তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ কৃপা; যাহার প্রতি কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা থাকে, তাহার অজ্ঞাত কিছু থাকিতে পারে না, তাহার তাপত্রয়ও থাকিতে পারে না। তাই সাধ্য-সাধন তত্ত্বাদি সমস্তই তুমি জান, ত্রিতাপের জ্বালাও তোমার নাই। তথাপি যে তুমি আমাকে প্রশ্ন করিতেছ, তাহার কারণ এই যে, তুমি সাধু; সাধুদিগের স্বভাবই এই যে, সমস্ত বিষয় তাঁহাদের জানা থাকিলেও দার্ঢ্যলাগি—দৃঢ়তার জন্য—জ্ঞাত-বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাঁহারা জ্ঞাতবিষয় সম্বন্ধেও পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যাহা জানেন তাহাই ঠিক কিনা—ইহা নিশ্চয় করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের জিজ্ঞাসা।" প্রকৃত তত্ত্বসম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করার আগ্রহ হইতেই তাঁহাদের এইরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হয়, বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত যাঁহাদের অত্যন্ত আগ্রহ থাকে, তাঁহারা শীঘ্রই তাঁহাদের অভিলষিত বস্তু পাইতে পারেন। এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৭। অন্বয়। সদ্ধর্ম্মস্য (ভাগবত-ধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্বের) অববোধায় (জ্ঞানলাভের নিমিত্ত) যেষাং

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে ॥ ১০০

জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস—।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(যাঁহাদের) নির্ব্বন্ধিনী (আগ্রহশালিনী) মতিঃ (বুদ্ধি) তেষাং (তাঁহাদের) অভীপ্সিতঃ (অভীষ্ট) সর্ব্বার্থঃ (সকল বিষয়) অচিরাৎ এব (অবিলম্বেই) সিদ্ধতি (সিদ্ধ হয়)।

অনুবাদ। ভাগবত-ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য যাঁহাদের মতি অতিশয় আগ্রহশালিনী, তাঁহাদের অভিলষিত সকল বিষয়ই অবিলম্বে সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬

১০০.। ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে—ভক্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতে। প্রভু বলিলেন—“সনাতন। তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যথেষ্ট কৃপা আছে; তাহার ফলে, জগতে ভক্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবার যোগ্যতা সম্যক্‌রূপেই তোমাতে আছে; আমি ক্রমে সমস্ত তত্ত্বই তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি। তুমি মনোযোগ দিয়া শুন।”

সনাতন-গোস্বামীর দ্বারা যে প্রভু জগতে ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করাইবেন এবং তদ্দ্বারাই ভক্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করাইবেন, এই পয়ারে প্রভুর তদনুরূপ সঙ্কল্পের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

১০১। এই পয়ারে “কে আমি” এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। জীবের স্বরূপ কি? দেহ জীব নহে। রামদাস যেন একজন মানুষের নাম। রামদাস যখন মরিয়া যায়, তখন তাহার স্থূল দেহটী পড়িয়াই থাকে; তথাপি লোকে বলে রামদাস নাই—রামদাস চলিয়া গিয়াছে। যে দেহটী পড়িয়া থাকে, তাকে কেহ রামদাস বলে না; তাহাকে রামদাস বলিয়া মনে করে না; যদি তাহা করিত, তাহা হইলে রামদাসের আত্মীয়-স্বজনেরা আর শোক করিত না, তাহার দেহটাকে পূর্ব্ববৎ আদর-যত্ন করিয়া ঘরে রাখিত। ইহাতে বুঝা যায়, যে জীবটীকে লোকে রামদাস বলিত, সে চলিয়া গিয়াছে, তাহার দেহটা পড়িয়া আছে; দেহটা রামদাস নহে; দেহ জীব নহে। অন্য ভাবেও ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যায়। কর্ম্মফলানুসারে একই জীব নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে; এই রামদাস নামক মানুষটী হয়ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ পশু, পক্ষী ইত্যাদি যোনি ভ্রমণ করিয়া শেষকালে মানুষ হইয়াছে। একই জীব ভিন্ন ভিন্ন জন্মে ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। কোনও সময় তৃণ, কোনও সময়ে কীট, কোনও সময়ে পশু বা পাখী, কোনও সময়ে বা মানুষ নামে পরিচিত হইয়াছে। তৃণ, গুল্ম, পশু, পক্ষী আদি ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণবিশিষ্ট হইতে পারে না—যে মানুষ, সে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, মূর্খ হউক, বিদ্বান হউক, তাহার সাধারণ দৈহিক লক্ষণ একরূপই থাকিবে। কোনও সময়েই তাহার দুটী পায়ের স্থানে তিনটী বা চারিটী পা হইবে না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে একই জীবকে কখনও গাছের মত. কোনও সময়ে হাতীর মত, কোনও সময়ে বা মানুষের মত দেখায়। ইহাতে বুঝা যায়—গাছ, হাতী বা মানুষের দেহটী সেই জীব নহে—জীব ঐ ঐ দেহকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া ঐ নামে পরিচিত হইয়াছে। তাহা হইলে “জীব” দেহাতিরিক্ত অপর একটী বস্তু। এখন আবার প্রশ্ন হইতে পারে, যে বস্তুটী দেহ হইতে বাহির হইয়া গেলে দেহীকে মৃত বলা হয়; সেই বস্তুটীই জীব হউক? তাহাও নহে। জীব একটী সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করিয়া স্থূল দেহটী ত্যাগ করে। এই সূক্ষ্ম দেহটী লোকে দেখিতে পায় না। এই দেহটীর উদ্দেশ্যেই পারলৌকিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান। এই দেহটীও জীব নহে। কারণ, শাস্ত্র বলেন, মহাপ্রলয়ে যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যায়, তখন স্থূল এবং সূক্ষ্মদেহও ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু জীব ধ্বংস হয় না, কর্ম্মফলকে অবলম্বন করিয়া জীব তখন কারণ-সমুদ্রে অবস্থান করে। স্থূলদেহের ন্যায় সূক্ষ্মদেহও প্রাকৃত। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ধ্বংস হইয়া গেলেও যখন জীব থাকে, তখন বুঝা যায়, সূক্ষ্ম দেহও জীব নহে: জীব স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের অতীত একটী বস্তু। মন ও ইন্দ্রিয়াদিও প্রাকৃত বস্তু, প্রকৃতি হইতে তাহাদের জন্ম, মহাপ্রলয়ে ইহাদেরও ধ্বংস হয়। তাতে বুঝা যায়—মন বা ইন্দ্রিয়াদিও জীব নহে। ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট (স্থূল বা সূক্ষ্ম) দেহও জীব নহে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তবে জীব কে ? তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী বা মানুষকে আমরা জীবিত বলি তখন—যখন তাহাদের দেহে চেতনা থাকে ; দেহটী যখন চেতনাহীন হয়, তখন তাহাকে মৃত বলা হয় ; সেই দেহে যেই জীব ছিল, তখন আর সেই জীব ঐ দেহে নাই, ইহাই বলা হয়। তাহা হইলে বুঝা যায়, জীবের সঙ্গে চেতনা—চৈতন্যের একটা নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। জীবের সহিত স্বরূপতঃ জড়ের যে সেরূপ কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহা উপরের আলোচনা হইতেই বুঝা যায়। জড়রূপা প্রকৃতির সংশ্রবে উৎপন্ন মন ও ইন্দ্রিয়াদি এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ জড় ; মহাপ্রলয়ে যখন এ সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আর তখনও যখন জীব কারণসমুদ্রে (যে স্থানে জড়রূপা প্রকৃতি আসিতে পারে না) থাকে, তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, জীবের মধ্যে জড়ের কোনও অংশ নাই। চিৎ (চেতনা) ও জড় এই দুই রকম বস্তু ব্যতীত অপর কোনও বস্তুর অস্তিত্বও দেখা যায় না। জীবে যখন জড়ের অংশ নাই, আর জীবের সঙ্গে যখন চেতনা বা চিৎ-এর একটা নিত্য, অচ্ছেদ্য সম্বন্ধও দেখা যায়, তখন স্বীকার করিতেই হইবে জীব চিৎ-বস্তুই—অপর কিছু নহে। এক দেহস্থিত জীবের দেহত্যাগে যখন অন্য দেহস্থিত জীবের দেহত্যাগ হয় না, তখন ইহাও বুঝা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন দেহাশ্রয়ী জীব, পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ; যেন ইহারা ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড ; কিন্তু চিৎ-বস্তু মাত্র একটি—সেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, সেই সর্ব্বব্যাপক-বিভুচিৎ পরম ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও চিৎ-বস্তুই নাই। তাহা হইলে জীব, সেই অখণ্ড চিদ্বস্তুরই ক্ষুদ্রখণ্ড। সেই বিভুচিৎ পরম-ব্রহ্মেরই অতি ক্ষুদ্র অংশ।

জীব বা জীবাত্মা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে ; তাই তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাও কেবল যুক্তি বা অনুমান মাত্র। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ শাস্ত্র-বাক্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথায় সেই শাস্ত্র-প্রমাণই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

এই পয়ারে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা হইতেছে এই—(১) জীব হইল শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, (২) এই জীবশক্তি হইল শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, (৩) শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইল ভেদাভেদ সম্বন্ধ। এই কয়টী হইল জীবের স্বরূপ-লক্ষণ। (৪) জীব হইল স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। ইহা হইল জীবের তটস্থ লক্ষণ। পরবর্ত্তী ২।২০।১০২ পয়ারে জীবের আয়তন সম্বন্ধেও একটি কথা বলা হইয়াছে। জীব হইতেছে স্বরূপে অণু—অতি সূক্ষ্ম।

জীব যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, তাহা পরবর্ত্তী "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে দেখান হইয়াছে। পরবর্ত্তী "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাম্" ইত্যাদি গীতা-শ্লোকেও বলা হইয়াছে—জীব, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে এই শক্তি চিদ্রূপা। বিশেষ আলোচনা ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু এই চিদ্রূপা জীবশক্তিকে তটস্থা কেন বলা হয়। তটস্থা-শব্দের অর্থ মধ্যবর্ত্তিনী। জীবশক্তিকে মধ্যবর্ত্তিনী শক্তি কেন বলা হয় ? উত্তর :—শ্রীকৃষ্ণের তিনটী প্রধান শক্তি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি (২।২০।১০৩)। এই তিনটীই পৃথক্ পৃথক্ তিনটি শক্তি, কোনওটীই অপর কোনওটীর অন্তর্ভুক্ত নয়। চিচ্ছক্তির অপর নাম স্বরূপ-শক্তি, ইহা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে (এবং তাঁহার লীলার সংশ্রবেই) বর্ত্তমান থাকে ; ইহাকে অন্তরঙ্গা শক্তিও বলে ; ইহা চিন্ময়ী ; আর মায়াশক্তি হইল জড়-শক্তি, চিদ্রূপা নহে ; ভগবানের স্বরূপে বা লীলাস্থল ধামাদিতে মায়াশক্তির প্রবেশ নাই ; প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেই ইহার কার্য্যস্থল ; তাই ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলে। জীবশক্তি স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয়, মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয় বলিয়া ইহাকে তটস্থা শক্তি বলে। "তটস্থত্বঞ্চ উভয়-কোটাবপ্রবেশাৎ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৩৭॥" প্রশ্ন হইতে পারে—তিনটী শক্তিই যখন পৃথক্ পৃথক্ শক্তি, সুতরাং কোনও একটী যখন স্বরূপতঃ অন্য দুইটীর অন্তর্ভুক্ত নহে, তখন অপর দুইটী শক্তির কোনওটীকে তটস্থা না বলিয়া কেবল জীবশক্তিকেই তটস্থা (বা অপর দুইশক্তির মধ্যবর্ত্তিনী)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলা হইল কেন? উত্তর—স্বরূপের দিক হইতেও জীবশক্তিকে অপর দুইটী শক্তির মধ্যবর্ত্তিনী বলা যায়। মায়াশক্তি হইল জড়; আর জীবশক্তি হইল চিদ্রূপা—সুতরাং মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা (গীতা ৭।৫)। আবার, স্বরূপ-শক্তি হইল চিন্ময়ী-শক্তি; জীব-শক্তিও চিদ্রূপা; সুতরাং চিদ্রূপত্বাংশে স্বরূপ-শক্তি এবং জীবশক্তি একই জাতীয়া; সুতরাং তাহাদের স্থান পাশাপাশি; মায়াশক্তি তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে—জড়রূপা বলিয়া। স্বরূপ-শক্তি এবং জীবশক্তি এতদুভয়ের স্থান পাশাপাশি হইলেও জীবশক্তি হইতে স্বরূপ শক্তি পরম শ্রেষ্ঠা; যেহেতু, স্বরূপ-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে নিত্য অবস্থান করে, জীবশক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে থাকে না। তাই জীবশক্তির স্থান হইবে স্বরূপ-শক্তির পরে এবং জড়রূপা মায়াশক্তির স্থান তাহারও পরে; কাজেই জীবশক্তির স্থান হইল—স্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যস্থলে, অর্থাৎ জীবশক্তি হইল তটস্থা, অপর দুই শক্তির মধ্যবর্ত্তিনী। জীবশক্তির স্থান স্বরূপ-শক্তির পরে হওয়ার আরও একটী হেতু আছে। জীবশক্তি মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্ত না হইলেও মায়াশক্তির গুণের দ্বারা রঞ্জিত হইতে পারে। "যত্তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥ পরমাত্ম-সন্দর্ভধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচনম্॥ ৩৭॥" কিন্তু স্বরূপ-শক্তি কখনও মায়ার গুণরাগে রঞ্জিত হয় না, মায়া স্বরূপশক্তির নিকটবর্ত্তিনীও হইতে পারে না; স্বরূপ-শক্তির নিত্য আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে বা পরমাত্মাকেও মায়া স্পর্শ করিতে পারে না। "তদেব শক্তিত্বেঽপি অন্যত্বমস্য তটস্থত্বাৎ, তটস্থত্বঞ্চ মায়াশক্ত্যতীতত্বাৎ, অস্যাবিদ্যাপরাভবাদিদোষেণ পরমাত্মনো লেপাভাবাচ্চ উভয়কোটাবপ্রবেশাৎ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৩৭॥" বিশেষ আলোচনা ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব"-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

ভেদাভেদ প্রকাশ—জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া এবং শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বলিয়া (ভূমিকায় অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), জীবকে শ্রীকৃষ্ণের ভেদাভেদ প্রকাশ বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণ চিদ্বস্তু বলিয়া এবং জীবও চিদ্বস্তু বলিয়া চিৎ-অংশে উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই; সুতরাং চিৎ-অংশে শ্রীকৃষ্ণ ও জীবে অভেদ; কিন্তু অন্য বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ বিভু-চিৎ, চিন্মহাসমুদ্র; কিন্তু জীব অণু-চিৎ (২।২০।১০২ পয়ার দ্রষ্টব্য); জীব নিয়ম্য, শ্রীকৃষ্ণ নিয়ন্তা; জীব ব্যাপ্য, শ্রীকৃষ্ণ ব্যাপক; শ্রীকৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়াদ্বারা অভিভূত হইতে পারে। এই ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ বিদ্যমান; তাই শ্রীকৃষ্ণ ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ হইল ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। তৃতীয়তঃ, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন"-ইত্যাদি গীতার উক্তি হইতে এবং "অংশো নানাব্যপদেশাৎ অন্যথা চ"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রপ্রমাণে জানা যায়, জীব হইল পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ, আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন জীবের অংশী। বৃক্ষ ও তাহার শাখার মধ্যে সম্বন্ধের ন্যায় অংশী ও অংশের মধ্যেও ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। বস্তুতঃ জীব হইল শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপ অংশ; পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান বস্তু বলিয়া শক্তিকে তাঁহার অংশ বলা যায়। "শক্তিত্বেনৈবাংশত্বং ব্যঞ্জয়তি। পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ ৩৯॥ কিন্তু জীব কেবল শ্রীকৃষ্ণের শক্তিমাত্রই নহে; জীব হইল জীবশক্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ, স্বরূপ-শক্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ নহে। "জীব-শক্তিবিশিষ্টস্যৈব তব অংশো জীবো ন তু শুদ্ধস্য। পরমাত্মসন্দর্ভঃ॥ ৩৯॥"-বিশেষ আলোচনা ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস—সেবাই দাসত্বের প্রাণবস্তু। শক্তিমানের সেবাই শক্তির স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য; অংশীর সেবাই অংশের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য; গাছের অংশ শাখা, পত্র, মূল আদি অংশী গাছেরই সেবা করিয়া থাকে। জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম; তাই জীব হইল স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস। "দাসভূতোহরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।" ইতি বেদান্তসূত্রের ২ অং ৩ পাং ৪৩ সূত্রের গোবিন্দভাষ্য ধৃত স্মৃতিবচন। জীব সকল অবস্থাতেই আনন্দলাভের ইচ্ছা করে। আনন্দের অনুসন্ধানেই জীবের সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত; আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষা জীব কোনও সময়ে ত্যাগ করিতে পারে না, এই আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিতেই জীব চালিত

সূর্য্যাংশ-কিরণ যৈছে অগ্নিজ্বালাচয়। স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥ ১০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইতেছে। সুতরাং জীব আনন্দেরই নিত্য দাসত্ব করিতেছে। কিন্তু সেই আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র নিত্য আনন্দ বস্তু। সুতরাং জীব নিত্যই সেই আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণেরই দাসত্ব করিতেছে। যদি বলা যায়, মায়িক জীব তো মায়িক আনন্দের দাসত্বই করিতেছে? তা ঠিক। কিন্তু মায়িক আনন্দের মূলও শ্রীকৃষ্ণ; সেই আনন্দঘন-মূর্ত্তির আনন্দের আভাসই প্রাকৃত গুণে প্রতিফলিত হইয়া প্রাকৃত আনন্দরূপে প্রতিভাত হইতেছে—প্রাকৃত গুণ অনিত্য বলিয়া ঐ আনন্দও অনিত্য হইতেছে। জীব অজ্ঞতাবশতঃ এই ক্ষণিক মায়িক আনন্দকেই স্থায়ী আনন্দ বলিয়া মনে করে, বস্তুতঃ শেষকালে বঞ্চিত হয়। জীব চায় নিত্য আনন্দ; সেই আনন্দ কিন্তু ভূমাপুরুষ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই। "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি॥ ছান্দোগ্য। ৭।২৩॥" সুতরাং জীব আনন্দের দাস বলিয়া আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেরই দাস। অনাদিকাল হইতেই জীব এই আনন্দেরই দাসত্ব করিতেছে; সুতরাং জীব আনন্দের বা আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যদাস। বিশেষ আলোচনা ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

তাহা হইলে জীবতত্ত্ব হইল এই:—জীব শ্রীকৃষ্ণের চিৎকণ অংশ, শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তি, ভেদাভেদ প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। ইহাই "কে আমি" প্রশ্নের উত্তর।

১০২। জীব যে শ্রীকৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ, দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন।

অন্বয়—(ভেদাভেদ-প্রকাশ কিরূপ?) যৈছে (যেরূপ) সূর্য্যাংশ কিরণ এবং অগ্নির অংশ জ্বালাচয় (তদ্রূপ)।

সূর্য্য তেজোময়; তাহার কিরণও তেজোময়; সূর্য্য হইতেই কিরণ বহির্গত হইয়া আসে; তাই কিরণ হইল সূর্য্যের অংশ; উভয়েই তেজোময় বলিয়া তাহারা এক—তেজোময়ত্বাংশে তাহাদের ভেদ নাই, অভেদ। কিন্তু সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য নহে, কখনও সূর্য্য হইতে পারে না; কিরণ ছায়াদি দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে; কিন্তু সূর্য্য ছায়াদি দ্বারা প্রতিহত হয় না। এই অংশে সূর্য্যে ও তাহার কিরণে ভেদ আছে। জ্বলদগ্নি-রাশি এবং তাহার জ্বালাচয় (তাপ বা কিরণ)-সম্বন্ধেও এইরূপ একই কথা। তাপ হিসাবে উভয়েই এক, তাহাদের ভেদ নাই, অভেদ। কিন্তু অগ্নির তাপ, যাহা বাহিরে প্রকাশিত বা বিচ্ছুরিত হইয়া যায়, তাহা অগ্নি নহে, তাহা অগ্নি হইতেও পারে না। এই অংশে উভয়ের ভেদ আছে। তদ্রূপ চিদংশে, অথবা অংশ ও অংশী হিসাবে জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ থাকিলেও তাহাদের যেরূপ অভিব্যক্তি, তাহাতে উভয়ে ভেদ আছে। ১০১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু অন্যত্র বলিয়াছেন—"ঈশ্বরের তত্ত্ব—যৈছে জ্বলিত-জ্বলন। জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥ ১।৭।১১১॥"—ঈশ্বর হইলেন বহু বিস্তীর্ণ জ্বলন্ত অগ্নিরাশির তুল্য; আর জীব হইল সেই অগ্নিরাশির একটী ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের তুল্য, অতি ক্ষুদ্র। ঈশ্বর বিভু-চিৎ, জীব হইল অণু চিৎ (ভূমিকায় জীবতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। পরবর্ত্তী "একদেশস্থিতস্যাগ্নেঃ" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে জীব ও ঈশ্বরের কথাই বলা হইয়াছে।

স্বাভাবিক ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের তিনটি শক্তি আছে (পরবর্ত্তী ১০৩ পয়ারে নাম দ্রষ্টব্য); এই তিনটি শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি। "পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ॥" যাহা স্বরূপের সঙ্গে নিত্য অবিচ্ছেদ্য রূপে সম্বন্ধ বিশিষ্ট, তাহাকেই স্বাভাবিক (বা স্বরূপগত) বলে; যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তিকে অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; তাই দাহিকা-শক্তিকে অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি বা স্বরূপগতা শক্তি বলে। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-সমূহকেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে সম্বন্ধচ্যুত করা যায় না; তাই এই শক্তিগুলিকে তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি বলা হইয়াছে। ১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৪)—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥ ৮

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন-শক্তি-পরিণতি—।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥ ১০৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

একদেশেতি। একদেশস্থিতস্য একস্থানস্থিতস্য প্রজ্বলিতস্যাগ্নেঃ জ্যোৎস্না যথা বিস্তারিণী অন্যদেশব্যাপিনী ভবেৎ তথা তদ্বৎ পরস্য সর্ব্বাদেঃ ব্রহ্মণঃ ভগবতঃ শক্তিঃ ইদং অখিলং চরাচরং সকলং জগৎ স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতালাদি বিস্তারিণী ভবেদিত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ৮।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পূর্ব্বে জীবকে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে। এই তটস্থারূপা জীবশক্তিও যে শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি, তাহাই এই পয়ারার্দ্ধে বলা হইল। পরবর্ত্তী ১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৮। অন্বয়। একদেশস্থিতস্য (একস্থানে অবস্থিত) অগ্নেঃ (অগ্নির) জ্যোৎস্না (কিরণ) যথা (যেমন) বিস্তারিণী (সর্ব্বদিকে বিস্তারিত হইয়া থাকে), তথা (তদ্রূপ—সেইরূপ) পরস্য ব্রহ্মণঃ (পরব্রহ্মের) শক্তিঃ (শক্তি) ইদং (এই) অখিলং (অখিল—সমগ্র) জগৎ (জগৎ—জগৎ-রূপে সর্ব্বত্র বিস্তারিত)।

অনুবাদ। একস্থানস্থিত প্রজ্বলিত অগ্নির কিরণ যেমন সর্ব্বদিক ব্যাপিয়া থাকে; পরব্রহ্ম-ভগবানের শক্তিও সেইরূপ অখিল জগৎরূপ সর্ব্বত্র বিস্তৃত। ৮

"যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়"-এই ১০২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

অখিলং জগৎ—স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতালাদি সমগ্র প্রাকৃত জগৎ-রূপে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই পরিণতিলাভ করিয়াছে।

১০৩। শক্তির কার্য্য দ্বারাই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, শক্তির অস্তিত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায়। কারণরূপা শক্তিই কার্য্যরূপে পরিণত হয়; সুতরাং শক্তির পরিণতিই হইল শক্তির কার্য্য—শক্তির পরিচায়ক। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতঃ তিনটী শক্তির পরিণতি—তিনটী শক্তির কার্য্য—দৃষ্ট হয়; সেই তিনটী শক্তি হইতেছে—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। মায়িক ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মায়াশক্তির পরিণতি, জীব তাঁহার জীবশক্তির (অর্থাৎ তটস্থাশক্তির) পরিণতি এবং চিন্ময় ভগবদ্ধামাদি ও তত্রত্য লীলাদি তাঁহার চিচ্ছক্তির পরিণতি।

অন্বয়:—কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন-শক্তির পরিণতি (দৃষ্ট হয়)—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। ১।২।৮৪-৮৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই তিনটি শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া তাঁহার সহিত নিত্য অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ; কিন্তু সকল শক্তির সহিত সম্বন্ধ একরূপ নহে। চিচ্ছক্তি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে এবং লীলাস্থলে অবস্থিত; এজন্য ইহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলে। মায়াশক্তি শ্রীকৃষ্ণের বা রাম-নৃসিংহ, নারায়ণাদি তাঁহার অপর কোনও স্বরূপের মধ্যে বা লীলাস্থলে অবস্থান করিতে পারে না; প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই মায়াশক্তির কার্য্যস্থল; এজন্য মায়াকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলে—ইহা ভগবানের স্বরূপের এবং লীলাস্থলের বাহিরেই নিত্য অবস্থান করে বলিয়া। বাহিরে অবস্থান করিলেও শ্রীকৃষ্ণের সহিতই মায়ার নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; তাঁহার শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই মায়া কার্য্য করিয়া থাকে। মায়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই অপেক্ষা রাখে। আকাশে সূর্য্য আছে বলিয়াই যেমন পৃথিবীস্থ জলাশয়াদিতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ আছেন বলিয়াই মায়ার অস্তিত্ব সম্ভব। আর জীবশক্তিও শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া, জীব জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত; কিন্তু জীবশক্তি স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থান করে না। সূর্য্যের অংশ কিরণ সূর্য্যে অবস্থান করে না; তথাপি সূর্য্যের সহিত অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। এইরূপে দেখা গেল—তিনটী শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি, যদিও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ঠিক একরূপ নয়।

তথাহি তত্রৈব (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে। ৯

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭।৫)—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। ১০

'কৃষ্ণ' ভুলি সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুখ॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৯ অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, তাহার প্রমাণ উক্ত দুইটী শ্লোক।

১০৪। "কে আমি" এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া এক্ষণে "আমারে কেন জারে তাপত্রয়"—এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব অনাদি কাল হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হওয়ায়—কৃষ্ণসেবা না করায়—মায়া তাহাকে ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ করিতেছে।

সেই জীব—যে জীব কৃষ্ণের তটস্থাশক্তির অংশ এবং স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস।

কৃষ্ণভুলি—কৃষ্ণকে ভুলিয়া। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস; সুতরাং কৃষ্ণের দাসত্ব করাই তাহার কর্ত্তব্য। কিন্তু জীব তাহা ভুলিয়া—কৃষ্ণের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া মায়িক উপাধি অঙ্গীকার পূর্ব্বক মায়ার দাসত্ব করিতেছে বলিয়াই ত্রিতাপ তাহাকে দুঃখ দিতেছে। ত্রিতাপ হইল দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরই তাপ; জীব দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত। দেহে ও ইন্দ্রিয়েতে অভিনিবেশ না থাকিলে এই ত্রিতাপ জীবকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু জীব দেহ ও ইন্দ্রিয়েতে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করিতেছে। ইহাই "আমারে কেন জারে তাপত্রয়" প্রশ্নের উত্তর।

কেহ যদি মনে করেন—এস্থলে যখন "কৃষ্ণ ভুলি" বলা হইয়াছে, তখন বুঝা যায় যে, কোনও সময় জীবের কৃষ্ণস্মৃতি ছিল; পরে সেই স্মৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কৃষ্ণকে ভুলিয়া গিয়াছে, এইরূপ যদি কেহ মনে করেন—তবে তাহা সঙ্গত হইবে না। কারণ, প্রথমতঃ, এই পয়ারে বলা হইতেছে—বহির্ম্মুখতার হেতুই হইল কৃষ্ণকে ভুলা। এই বহির্ম্মুখতাকে যখন অনাদি বলা হইয়াছে, তখন ইহাও বুঝিতে হইবে যে, "কৃষ্ণকে ভুলা"-ব্যাপারটীও অনাদি; ভুলাটাই যদি অনাদি হয়, তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে কৃষ্ণস্মৃতির কথাই উঠিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণ-স্মৃতি বর্ত্তমান থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে জীবের স্বরূপের স্মৃতি, স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্যের স্মৃতি, সেবা-বাসনা এবং সেবা-বাসনার বিকাশরূপা সেবাও বিদ্যমান থাকিবে, শ্রীকৃষ্ণের পরিকররূপে শ্রীকৃষ্ণের ধামেই লীলাতে এই সেবা চলিবে। তাহা হইলে বুঝা যায়, যখন জীবের মধ্যে বহির্ম্মুখতা জাগিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণস্মৃতি ছিল, তখন সেই জীব ভগবদ্ধামেই ছিল; কিন্তু ভগবদ্ধামে থাকার সৌভাগ্য যাঁহার একবার হয়, তাঁহাকে আর সেই স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে হয় না; একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই গীতাতে বলিয়াছেন। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ সুতরাং কৃষ্ণকে ভুলিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণস্মৃতির কথা উঠিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, কৃষ্ণস্মৃতিবশতঃ কৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণ-বিস্মৃতি কেহই জন্মাইতে পারে না; তাঁহারা তখন স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত; স্বরূপ-শক্তির নিকটবর্ত্তিনী হওয়ার সামর্থ্যও মায়ার নাই। বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির সুখকেও তাঁহারা ইচ্ছা করেন না; সুতরাং এমন কোনও বস্তুই নাই, যাহার লোভে তাঁহারা কৃষ্ণকে ভুলিতে পারেন।

বস্তুতঃ এই পয়ারে "কৃষ্ণ ভুলি"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অস্মৃতি বা স্মৃতির অভাবই সূচিত হইতেছে। এই পয়ারের প্রমাণরূপে উদ্ধৃত পরবর্তী "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ"-ইত্যাদি শ্লোকেও "অস্মৃতি"-শব্দের উল্লেখই দৃষ্ট হয়। অস্মৃতিও যাহা, বিস্মৃতিও (ভুলাও) তাহাই; এই অস্মৃতি বা বিস্মৃতি বা ভুল—অর্থাৎ কৃষ্ণ-স্মৃতির অভাব—হইতেছে অনাদি।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনাদিবহির্ম্মুখ—অনাদিকাল হইতেই বহির্ম্মুখ। শ্রীকৃষ্ণে মন রাখাই অন্তর্ম্মুখতা, আর কৃষ্ণ ভুলিয়া মায়িক উপাধিতে মন রাখাই বহির্ম্মুখতা। জীব অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ। কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করে নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, জীব কেন নিজের স্বরূপ ভুলিয়া মায়ার দাসত্ব অঙ্গীকার করিল? এই আশঙ্কা নিরসনের জন্যই বলিলেন "জীব অনাদি বহির্ম্মুখ"—যে বস্তু অনাদি, তাহার সম্বন্ধে আর "কেন" খাটে না। যাহার কারণ থাকে, তাহা অনাদি হইতে পারে না। জীবের বহির্ম্মুখতার কোনও কারণ নাই—কারণ থাকিলে আর "অনাদিবহির্ম্মুখ"—বলা হইত না। কেহ কেহ মনে করেন, জীব তাহার অণু-স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারেই বহির্ম্মুখ হইয়াছে।

কিন্তু এস্থলেও প্রশ্ন উঠিতে পারে—জীব কেন তাহার অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করিল? একইরূপ সমস্যা। "অনাদি"-শব্দদ্বারাই এজাতীয় সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

জীব দুই রকম—নিত্যমুক্ত এবং মায়াবদ্ধ (২।২২।৮ পয়ার); এস্থলে কেবল মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের কথাই বলা হইয়াছে; কারণ, তাঁহাদেরই ত্রিতাপ-জ্বালা; নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনও মায়ার কবলে পড়েন নাই। শ্রীপাদ সনাতনের প্রশ্নও ছিল ত্রিতাপ-দগ্ধ সংসারী জীব সম্বন্ধে—"আমারে কেন জারে তাপত্রয়।"

অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব অনাদিকাল হইতে সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া থাকিলেও তাহার চিত্তে স্বরূপগত-সুখবাসনা বিদ্যমান থাকে; এই সুখ-বাসনার পরিতৃপ্তি সে সর্ব্বদাই খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু সুখ-স্বরূপের দিকে পেছন ফিরিয়া আছে বলিয়া বাস্তব সুখকে দেখিতে পায় না। কৃষ্ণের দিকে পেছন দিলেই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সম্মুখ-ভাগে থাকে (সৃষ্টি-প্রবাহও অনাদি)। সাক্ষাতে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অপূর্ব্ব সত্তার দর্শন করিয়া বহির্ম্মুখ জীব মনে করিল, এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেই তাহার সুখ-বাসনার তৃপ্তি সাধিত হইতে পারিবে; তাই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবীর শরণাপন্ন হইল এবং তাঁহার কৃপায় মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সুখভোগে লিপ্ত হইল। জীবই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মায়ার শরণাপন্ন হইয়াছে (ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। মায়াদেবী মনে মনে বোধ হয় ভাবিলেন—সুখকে পেছনে ফেলিয়া এখানে আসিয়াছ সুখভোগ করিতে? আচ্ছা, থাক; মজা বুঝ। মায়া তখন বহির্ম্মুখ জীবকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সুখ নিবিড়ভাবে ভোগ করাইবার জন্য তাহার স্বরূপের জ্ঞানকে গাঢ়ভাবে আবৃত করিয়া তাহার দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দিলেন এবং তাহার চিত্তকে প্রাকৃত ভোগ্য বস্তুতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন (৩।২।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। মায়া বহির্ম্মুখ জীবকে কখনও স্বর্গাদির সুখভোগও করান, আবার কখনও বা নরক-যন্ত্রণাও ভোগ করান।

প্রশ্ন হইতে পারে—শুনা যায়, অনাদি-কাল হইতেই মনুষ্য-পশু-পক্ষী-আদি, তরু-লতা-গুল্মাদি বিবিধ শ্রেণীর স্থাবর-জঙ্গম জীব এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে আছে। সকলের পক্ষেই এক কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই যদি সংসার-ভোগের হেতু হয়, তাহা হইলে জীব ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয় কেন? সংসারে আসার পরে নূতন নূতন কর্ম্মের ফলে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম বরং হইতে পারে; কিন্তু অনাদিকাল হইতেই বিভিন্ন যোনিতে জন্ম কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তর এই—শাস্ত্রে দেখা যায়; কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার ন্যায় জীবের কর্ম্মও অনাদি; এই অনাদি কর্ম্ম-বৈচিত্রীবশতঃই অনাদি-কাল হইতে বহির্ম্মুখ জীবের বিভিন্ন যোনিতে জন্মাদি হইয়া থাকে। সুখবাসনার বৈচিত্রীবশতঃই বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-বৈচিত্রী।

সংসার-দুঃখ—সংসারে জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক ইত্যাদি বিবিধ দুঃখ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধি-দৈবিক—এই ত্রিতাপ-জ্বালা। বহির্ম্মুখ জীবকে মায়া যে কেবল দুঃখই দেন, তাহা নহে; কর্ম্মফল অনুসারে এই জগতের দুঃখাদি যেমন ভোগ করান, নরক-যন্ত্রণাদিও যেমন দিয়া থাকেন, তেমনি আবার স্বর্গাদির সুখভোগও করান। "কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ ২।২০।১০৫॥" মায়া—মায়াশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তিনিই বিচার-পূর্ব্বক দণ্ডাদি দিয়া থাকেন।

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৫। মায়াধিষ্ঠাত্রী দেবী কিরূপে বহির্ম্মুখ জীবকে সংসার দুঃখ ভোগ করান, তাহা বলা হইতেছে। প্রজার কোনও গুরুতর অপরাধের জন্য রাজার বিধান অনুসারে রাজকর্ম্মচারী যেমন তাহাকে কখনও নদীতে ডুবাইয়া ধরেন, আবার কখনও বা উপরে তুলিয়া ধরেন; তদ্রূপ জীবের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার অপরাধেও মায়াধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই জীবকে কখনও নরকে ডুবাইয়া ধরেন, আবার কখনও বা স্বর্গসুখ ভোগ করান। অর্থাৎ বহির্ম্মুখ জীবের কর্ম্মফল অনুসারে কখনও বা তাহাকে নারকীয় জীবযোনিতে, কখনও বা মর্ত্ত্যজীবযোনিতে, আবার কখনও বা স্বর্গস্থ দেবযোনিতে ভ্রমণ করাইয়া, দুঃখ দেন। স্বর্গসুখও বাস্তবিক সুখ নয়; ইহাও বস্তুতঃ দুঃখ। যাহা বাস্তব সুখ নয়, তাহাই দুঃখ। পরতত্ত্ব বস্তু শ্রীকৃষ্ণই বাস্তব সুখ। ভূমৈব সুখম্—শ্রুতি। এই রস-স্বরূপ ভূমা-বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেই জীব বাস্তবিক সুখী হইতে পারে, অন্য কিছুতেই নহে। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ॥ শ্রুতি ॥" স্বর্গাদি লোকে জীব এই রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পায় না। যাহা পায় তাহা হইতেছে—দেহের সুখ, ইহা দেহীর সুখ নহে; দেহেতে আত্মবুদ্ধি বশতঃই জীব তাহাকে নিজের সুখ বলিয়া মনে করে। আবার বিভিন্ন পুণ্য কর্ম্মের ফলে জীব স্বর্গাদিলোকেও বিভিন্ন রকমের সুখভোগ করিয়া থাকে ; তাই স্বর্গের সুখভোগের মধ্যেও ঈর্ষ্যাদি জনিত তাপ আছে। স্বর্গও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, মায়ার রাজ্য। স্বর্গপ্রাপ্তিতে মায়াবন্ধন ঘুচে না; সুতরাং সকল দুঃখের মূল মায়া থাকিয়াই যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে—মায়া বহিরঙ্গা হইলেও শ্রীকৃষ্ণেরই তো শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সুখস্বরূপ, মঙ্গলময়, পরম সুন্দর। "সত্যং শিবং সুন্দরম্। শ্রুতিঃ।" তাঁহার শক্তি জীবকে দুঃখ দেন কেন? দুঃখ তো কাহারও কাম্য নয়? সুতরাং মঙ্গলও নয়, সুন্দরও নয়?

উত্তর—রাজা যে দণ্ড্য—দণ্ডনীয়—অপরাধের জন্য শাস্তি পাওয়ার যোগ্য—ব্যক্তিকে শাস্তি দেন, তাহার উদ্দেশ্য কেবল তাহাকে দুঃখ ভোগ করানই নহে; তাহার অপরাধ করার প্রবৃত্তিকে প্রশমিত বা দূরীভূত করাই রাজদত্ত শাস্তির মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং, উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে বুঝা যায়—দণ্ড্য জনের প্রতি শাস্তিও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার প্রতি রাজার করুণা। তদ্রূপ, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের প্রতি মায়ার শাস্তিও তাঁহার করুণাই। বহির্ম্মুখ জীব সুখস্বরূপকে পেছনে ফেলিয়া সংসারে আসিয়াছে সুখভোগের আশাতে। সেই জীব যাহাতে বুঝিতে পারে যে—এই সংসারে সুখ নাই, আছে কেবল দুঃখ, যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, তাহাও দুঃখ-মিশ্রিত, পরিণামে দুঃখময়; স্বর্গাদি-সুখ-ভোগের পরেও আবার এই মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ॥ গীতা।" কিছুতেই জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না—তাহা হইলে সে হয়তো বুঝিতে পারিবে—সুখের লোভে এই সংসারে আসা তাহার পক্ষে ভুল হইয়াছে। তখন সে এই ভুলের হেতু নির্দ্ধারণের জন্য চেষ্টা করিতে পারে; ভাগ্যবশতঃ তখন সেই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হওয়ার চেষ্টা করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই মায়া তাহাকে শাস্তি দিয়া থাকেন। স্নেহময়ী জননী দুরন্ত শিশু-সন্তানকে যেমন মাঝে মাঝে কঠোর শাস্তি দিয়া থাকেন, তদ্রূপ। স্নেহময়ী জননীর কঠোর শাস্তির পটভূমিকায় থাকে যেমন সন্তানের প্রতি তাঁহার স্নেহ, করুণা, সন্তানের জন্য তাঁহার মঙ্গলেচ্ছা; তদ্রূপ পরম-করুণ শ্রীভগবানের শক্তি মায়া বহির্ম্মুখ জীবকে যে শাস্তি দেন, তাহার পটভূমিকাতেও রহিয়াছে জীবের প্রতি করুণা, জীবের মঙ্গলের ইচ্ছা। তবে ইহাও সত্য যে, মায়ার এই করুণা অভিব্যক্ত হয় অকারুণ্যরূপে। স্নেহময়ী জননীর শাসনও সময় সময় অকারুণ্যের রূপ ধরিয়াই প্রকাশ পায়। মিষ্ট কথায় সকলের সুমতি আসে না; তাই স্থলবিশেষে কঠোরতার প্রয়োজন হয়। মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে বহু লোকই শুনিয়া থাকে—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই তাহার সংসার-দুঃখের হেতু; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয় জন কৃষ্ণোন্মুখ হওয়ার চেষ্টা করিয়া থাকে? কোনও সময়ে যদি বিষম বিপদে পতিত হয়, ভয়ানক দুঃখের মধ্যে পড়ে, তখন

তথাহি (ভা. ১১।২।৩৭)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নম্বু কিমেবং পরমেশ্বরভজনেন, অজ্ঞানকল্পিতভয়স্য জ্ঞানৈকনিবর্ত্ত্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ভয়মিতি। যতো ভয়ং তন্মায়য়া ভবেৎ অতো বুধো বুদ্ধিমাংস্তমেব আভজেৎ। নম্বু ভয়ং দেহাদ্যভিনিবেশতো ভবতি স চ দেহাহঙ্কারতঃ স চ স্বরূপাস্মরণাৎ কিমত্র তস্য মায়া করোতি অত আহ ঈশাদপেতস্যেতি ঈশবিমুখস্য তন্মায়য়া অস্মৃতির্ভগবতঃ স্বরূপাস্ফূর্ত্তিস্ততো বিপর্য্যয়ো দেহোঽস্মীতি ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশাদ্ ভয়ং ভবতি। এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীষপি মায়াসু। উক্তঞ্চ ভগবতা—দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ইতি। একয়া অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা ভজেৎ। কিঞ্চ গুরুদেবতাত্মা গুরুরেব দেবতা ঈশ্বর আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাদৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ। স্বামী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হয়ত একবার ভগবানের কথা ভাবিতে পারে। জীবের চিত্তে এইরূপ ভাবনা জাগাইবার জন্যই মায়া তাহাকে শাস্তি দিয়া থাকেন। বহির্ম্মুখ জীবের কৃষ্ণোন্মুখতা জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই মায়া তাহাকে শাস্তি দিয়া থাকেন। জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই মায়া তাহাকে অব্যাহতি দিয়া থাকেন। মায়াপ্রদত্ত শাস্তি জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক। মঙ্গলময়ের শক্তিদ্বারা কখনও কাহারও পরিণামে অমঙ্গল হইতে পারে না। উদ্দেশ্য দ্বারাই কার্য্যের দোষ-গুণ বিচার করা সঙ্গত। ভোগ করাইয়া মায়া জীবের কর্ম্মফলের লঘুতা জন্মাইয়া থাকেন। ইহাও করুণা।

ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাই যে জীবের সংসার-দুঃখের হেতু, তাহার সমর্থনে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১১। অন্বয়। ঈশাৎ অপেতস্য (ঈশ্বর হইতে অপগত জনের—ভগবদ্‌বিমুখের) তন্মায়য়া (ভগবানের মায়ার প্রভাবে) অস্মৃতিঃ (স্বরূপের বিস্মরণ জন্মে); ততঃ (তাহা হইতে—স্বরূপের বিস্মৃতি হইতে) বিপর্য্যয়ঃ (বিপরীত বুদ্ধি—দেহ-দৈহিক বস্তুতে অহং-মমত্বাদিবুদ্ধি জন্মে), ততঃ (তাহা হইতে—ঐ বিপরীত বুদ্ধি হইতে) দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ (দেহাদি-দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃ ভয়ং (ভয়—সংসার-ভয়) স্যাৎ (জন্মে)। অতঃ (এজন্য) বুধঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) গুরুদেবতাত্মা (গুরুই দেবতা, গুরুই শ্রেষ্ঠ—এরূপ মনে করিয়া) একয়া (অব্যভিচারিণী) ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা) তং ঈশং (সেই ভগবান্‌কে) আভজেৎ (সম্যক্‌রূপে ভজন করেন)।

অনুবাদ। পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবের মায়াবশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে এবং তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান জন্মে। দ্বিতীয় বস্তু যে দেহেন্দ্রিয়াদি, তাহাতে অভিনিবেশ হইতেই ভয় জন্মে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি গুরুতে দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক অব্যভিচারিণী ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের ভজন করিবেন। ১১

ঈশাৎ অপেতস্য—ঈশ্বর (ভগবান্) হইতে যিনি অপগত, যিনি ভগবদ্‌বিমুখ, তাঁহার তন্মায়য়া—তাঁহার (ভগবানের) মায়ায়, মায়াশক্তির প্রভাবে অস্মৃতিঃ—স্মৃতির অভাব—স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে। জীব যে নিত্য কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবা করাই যে জীবের কর্ত্তব্য—এরূপ স্মৃতিই জীবের স্বরূপের স্মৃতি। কিন্তু যে জীব ভগবদ্‌বিমুখ, মায়ার প্রভাবে তাহার সেই স্মৃতি নষ্ট হইয়া যায়।

চিদানন্দাত্মক জীবের সঙ্গে আনন্দের একটা নিত্য সম্বন্ধ আছে; তাই জীব সর্ব্বদাই আনন্দের অনুসন্ধান করিবে—ইহা না করিয়া সে পারে না; কারণ, ইহা তাহার স্বরূপানুবন্ধিনী প্রবৃত্তি (১।১।৪-শ্লোকের টীকায় "হরি"-শব্দের টীকান্তর্ভূত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এই আনন্দানুসন্ধানের দুইটী ধারা আছে—ভগবৎসেবার আনন্দ এবং নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আনন্দ। ভগবৎ-সেবার আনন্দের দিকে যাহার মতি যায়, নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা কখনও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহার মনে জাগে না—ভগবৎ-সেবায় যে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ আছে, সেই আনন্দের কথাও তাঁহার মনে জাগে না, কেবল ভগবৎ-সেবার উৎকণ্ঠাতেই তিনি বিভোর হইয়া থাকেন; এই উৎকণ্ঠায় বিভোর হওয়ার হেতু এই যে—জীব নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া ভগবৎ-সেবা তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য। কিন্তু যিনি স্বীয় স্বরূপের কথা—স্বীয় স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া যায়েন, ভগবৎ-সেবার আনন্দের কথা তাঁহার মনে আসে না—আসে কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা—নিজের দেহের, নিজের ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তির কথা; ইন্দ্রিয়াদির সুখের কথা ভাবিতে ভাবিতে ইন্দ্রিয়াদির সুখকেই জীব তখন নিজের সুখ বলিয়া মনে করে—সুতরাং—নিজের দেহকেই "আমি" বলিয়া মনে করে, ইন্দ্রিয়াদিকে নিজের ইন্দ্রিয় বলিয়া মনে করে। এইরূপে তাহার দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহং-মমত্বাদি-বুদ্ধি জন্মে। আত্মসুখের বাসনা হইতেই কিন্তু এইরূপ হইয়া থাকে; ভগবৎ-সুখের বাসনাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য বলিয়া এবং ভগবৎ-সুখবাসনা ও আত্মসুখ-বাসনা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া আত্মসুখ-বাসনা হইল জীবের স্বরূপের বিপরীত বাসনা—সুতরাং এই আত্মসুখ-বাসনাতেই জীবের স্বরূপের বিপর্য্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বরূপের বিস্মৃতি হইতে ইহা জন্মে বলিয়াই বলা হইয়াছে **ততঃ**—অস্মৃতি হইতে, স্বরূপের বিস্মৃতি হইতে **বিপর্যয়ঃ**—বিপরীত বুদ্ধি, স্বরূপানুবন্ধিনী বুদ্ধির বিপরীত বুদ্ধি জন্মে এবং তাহা হইতেই দেহ-দৈহিক বস্তুতে অহং-মমত্বাদি-জ্ঞান জন্মে। বিপর্য্যয় কাহাকে বলে, মহামতি অক্রূরের বাক্যে তাহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—আমার মতির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; যেহেতু, আমি অনিত্য কর্ম্ম-ফলকে নিত্য বলিয়া মনে করিতেছি; অনাত্ম দেহেতে আত্মবুদ্ধি করিতেছি (দেহই আমি—এইরূপ মনে করিতেছি), দুঃখরূপ গৃহাদিতে সুখ বলিয়া মনে করিতেছি; সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বেই আরাম বোধ করিতেছি; আমি তমোগুণে একেবারেই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি; তাই আমার পরম-প্রেয়াস্পদ-বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিতেছি না। অনিত্যানাত্মদুঃখেষু বিপর্য্যয়মতির্হ্যহম্। দ্বন্দারামস্তমোবিষ্টো ন জানে ত্বাত্মনঃ প্রিয়ম্॥ শ্রীভা. ১০।৪০।২৫॥ যাহা হউক, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জীবের আনন্দানুসন্ধানের ধারা দুইটী; এই দুইটী ধারার অনুকূল বস্তুও দুইটী—শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াদি—এবং জীবের নিজের দেহ এবং নিজের ইন্দ্রিয়াদি। স্বীয় স্বরূপের কথা ভুলিয়া গেলে প্রথম বস্তু শ্রীকৃষ্ণের কথাও জীব ভুলিয়া যায়; তখন মনে থাকে কেবল নিজের সুখের কথা এবং তদনুকূল বস্তু দ্বিতীয় বস্তুর কথা—দেহেন্দ্রিয়াদির কথা। নিজের সুখের চিন্তা করিতে করিতে দেহেন্দ্রিয়াদিতেই জীবের অভিনিবেশ জন্মে—স্বরূপের বিপর্য্যয়-বুদ্ধিরই ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। তাই বলা হইয়াছে **ততঃ**—সেই বিপরীত বুদ্ধি হইতে, দেহাদিতে অহং-মমত্বাদি বুদ্ধি হইতে দ্বিতীয় বস্তু দেহেন্দ্রিয়াদিতে যে অভিনিবেশ জন্মে, সেই **দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ**—দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃই **ভয়ং স্যাৎ**—জীবের ভয়, সংসার-ভয়, ত্রিতাপজ্বালা জন্মিয়া থাকে (১।১।৪ শ্লোকের টীকায় "হরি"-শব্দের টীকান্তর্ভুক্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে দেখা গেল, সংসার-ভয়ের ত্রিতাপ-জ্বালার—মূল কারণ হইল জীবের স্বরূপের বিস্মৃতি—শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি। তাই বলা হইয়াছে "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥ ২।২০।১০৪।" কৃষ্ণকে ভুলিয়া জীব মায়ার কবলে পড়িয়াছে, তাতে সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে। কিন্তু মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কি? গীতার ৭।১৪ শ্লোক হইতে জানা যায়—ভগবানের শরণাপন্ন হইতে না পারিলে মায়ার কবল হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না; শরণাপন্ন হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে ঐকান্তিকভাবে ভজনের প্রয়োজন। তাই বলা হইয়াছে **অতঃ**—কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই সংসার-দুঃখ জন্মে বলিয়া **বুধঃ**—পণ্ডিত ব্যক্তি **গুরু-দেবতাত্মা সন্**—শ্রীগুরুদেবকে দেবতা ও পরমাত্মীয়—প্রেষ্ঠ—মনে করিয়া (১।১।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) **একয়া ভক্ত্যা**—অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত, অন্যাভিলাষিতাশূন্যা ভক্তির সহিত কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী ভক্তির সহিত **ঈশং**—ভগবান্‌কে **আভজেৎ**—আ—সম্যক্‌রূপে ভজেৎ—ভজন করিবে।

১০৪ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥ ১০৬

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭।১৪)—
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কে তর্হি ত্বাং জানন্তীত্যত আহ দৈবীতি। দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা হি প্রসিদ্ধমেতৎ তথাপি মামেবেত্যেবকারেণ অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা যে প্রপদ্যন্তে ভজন্তি মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তে তরন্তি ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ। স্বামী। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই শ্লোক হইতে (এবং ১০৪ পয়ার হইতেও) জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে অস্মৃতিই হইল জীবের ভয়ের বা সংসার-দুঃখের হেতু। এই সংসার-দুঃখ দূর করিতে হইলে তাহার হেতুকে দূর করিতে হইবে। হেতু হইল—অস্মৃতি, কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকা; শ্রীকৃষ্ণই যে সুখস্বরূপ, তাহা না জানা। এই "না-জানাকে" দূর করিতে হইবে "জানা-দ্বারা"। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—তাঁহাকে জানিলেই জন্ম-মৃত্যুর (সুতরাং সংসার-দুঃখেরও) অতীত হওয়া যায়; ইহার আর অন্য কোনও পন্থাই নাই।" তাঁহাকে "না-জানা" বা "ভুলিয়া থাকা" হইল তাঁহার সম্বন্ধে অস্মৃতি—স্মৃতির অভাব। এই অস্মৃতিকে বা স্মৃতির অভাবকে দূর করিতে হইবে তাঁহার স্মৃতির দ্বারা—হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতিকে জাগ্রত এবং প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাদ্বারা; এই অস্মৃতিকে দূর করার অন্য কোনও উপায় নাই। যেমন, আলোক আনয়নব্যতীত অন্ধকারকে (আলোকের অভাবকে) দূর করার অন্য কোনও উপায়ই নাই, তদ্রূপ। এজন্যই শাস্ত্র বলেন—সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিবে, ইহাই হইতেছে সমস্ত বিধির রাজা, এবং কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না, ইহাই হইতেছে সমস্ত নিষেধের রাজা। সমস্ত বিধি-নিষেধ—এই দুইয়েরই কিঙ্কর। 'সততং স্মর্ত্তব্যোবিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো না জাতু চিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥" কিন্তু কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিকে হৃদয়ে জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে? ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানই ইহার একমাত্র উপায়। তাই এই আলোচ্য শ্লোকে ভজনের কথা—শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিয়া, শ্রীগুরুদেবের সেবা করিয়া তাঁহার কৃপাকে সম্বল করিয়া তাঁহারই উপদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের কথা—বলা হইয়াছে। শ্লোকের শেষ অংশে "কেমনে হিত হয়" প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়।

১০৬। "কিরূপে হিত হয়?"—এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

সাধুশাস্ত্র-কৃপায়—সাধুর কৃপায় ও শাস্ত্রের কৃপায়।

কৃষ্ণোন্মুখ—শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ। সাধুর উপদেশ ও কৃপায়, কিংবা শাস্ত্রের উপদেশে—যদি জীবের স্বরূপের জ্ঞান হয়—আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবা করাই আমার কর্ত্তব্য—এই জ্ঞান হয় তখন জীব শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হয়; তাহা হইলেই জীব মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

মায়াতাহারে ছাড়য়—জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই মায়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন, আপনা হইতেই অব্যাহতি দেন, আর শাস্তি দেন না, সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন না।

শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতীত যে মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১২। অন্বয়। মম (আমার) এষা (এই) দৈবী (অলৌকিকী, অত্যদ্ভুতা) গুণময়ী (সত্ত্বাদিগুণ-বিকারাত্মিকা) মায়া (মায়া) দুরত্যয়া (দুরতিক্রমণীয়া) হি (নিশ্চিত); যে (যাঁহারা) মাম্ (আমাতে) এব (ই) প্রপদ্যন্তে (শরণাপন্ন হয়েন), তে (তাঁহারা) এতাং (এই) মায়াং (মায়াকে) তরন্তি (অতিক্রম করিতে পারেন)।

মায়ামুগ্ধ-জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।　　জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার এই অলৌকিকী ও অত্যদ্ভুতা গুণাত্মিকা (গুণময়ী) মায়া দুরতিক্রমণীয়া। যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, কেবল তাহারাই এই দুস্তরা মায়া হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। ১২

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমার এই গুণময়ী—সত্ত্বাদি-গুণবিকারময়ী মায়া, দৈবী—অলৌকিকী; দৈবশক্তি-সম্পন্না।" জড়-মায়ার যে বৃত্তি জীবের স্বরূপ ভুলাইয়া তাহাকে অনিত্য সংসার-সুখে মুগ্ধ করিয়া রাখে, তাহাকে বলে জীবমায়া। এই শ্লোকে "দৈবীমায়া" বলিতে এই জীবমায়াকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই জীবমায়া জড়-শক্তি বলিয়া কোনও চৈতন্যময়ী শক্তি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত না হইলে ক্রীয়াশীলা হইতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যময়ী শক্তিকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া জীবমায়া অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবকে সংসার ভোগ করায়। এই মায়া শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি; কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তি হইলেও শক্তি বটেন; বহিরঙ্গা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের কোনও অপ্রাকৃত ধামেও যাইতে পারেন না সত্য; তথাপি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতা বলিয়া আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমতী; এবং এই শক্তিতে শক্তিমতী বলিয়াই তাহার শক্তি অলৌকিকী, তাই মায়াকে দৈবী বলা হইয়াছে। অবশ্য জীবও শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—তটস্থা শক্তি। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণের কোনও ধামের নিকটে যাইতে পারে না; কিন্তু জীবশক্তি তটস্থা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও যাইতে পারে। যে সমস্ত জীব নিজেদের স্বরূপের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ আশ্রয়ে অবস্থিত; বহিরঙ্গা মায়াশক্তি তাঁহাদেরও নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারেন না; কিন্তু যে সমস্ত জীব নিজেদের স্বরূপ ভুলিয়া স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য কৃষ্ণসেবার কথা ভুলিয়া (৩।২।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য ও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়া আসিয়াছে, আসিয়া নিজেদিগকে মায়ার কবলে ফেলিয়া দিয়াছে, অষ্টভুজের ন্যায় মায়া তাহাদিগকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে; মায়ার শক্তি তাহাদিগের শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী; কারণ, মায়া দৈবী—আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমতী; কিন্তু জীব সেই আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া শক্তিহীন; এরূপ অবস্থায় মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে দৈবীমায়া দুরত্যয়া—দুর্ল্লঙ্ঘনীয়া; জীব নিজের শক্তিতে কিছুতেই মায়ার কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না। কিন্তু সেই জীব যদি আবার শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে মায়া আপনা-আপনিই তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন; কারণ, যখনই জীব সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আশ্রয় দিয়া অঙ্গীকার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে অঙ্গীকার করেন, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির তাহার উপর কোনও অধিকারই থাকিতে পারে না। অথবা, মায়া হইলেন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি; শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই নিজের শক্তিকে অপসারিত করিতে পারেন; নতুবা জীব নিজের শক্তিতে কিছুতেই ঈশ্বর-শক্তি মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না। যে জীব শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাকে মায়ামুক্ত করিয়া দেন। "কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার। মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥ ২।২২।২২॥" তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যে—যাহারা মামেব প্রপদ্যন্তে—আমারই শরণাপন্ন হইবে, আমার কৃপায় তে—তাহারা এতাং মায়াং তরন্তি—এই দৈবী মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।" যাহারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইবে না, তাহারা মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে না। ইহাই "এব"-শব্দের তাৎপর্য্য।

অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত ভজনের কথা বলিয়া এই শ্লোকে ভজনের প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণ-ভজনের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে পারিলেই ত্রিতাপজ্বালা—সংসার-দুঃখ—দূরীভূত হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়ার যোগ্যতা লাভের নিমিত্ত ভজনের প্রয়োজন। তাই পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের শেষ চরণে

১০৭। বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণভজন করিলেই জীবের সংসার-দুঃখ দূরীভূত হইতে পারে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে

শাস্ত্র-গুরু-আত্মা-রূপে আপনা জানান। 'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান ॥ ১০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইলে শ্রীকৃষ্ণ কে তাহা জানা দরকার, জীবের স্বরূপ জানা দরকার এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ কি, তাহাও জানা দরকার। এ সকল কথা জানিতে না পারিলে ভজনেই বা প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব অনাদিকাল হইতেই এসব কথা ভুলিয়াই রহিয়াছে; এক্ষণে এ সকল কথা তাহাকে কে আবার স্মরণ করাইয়া দিবে? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ পরমকৃপালু, বস্তুতঃ "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব। ৩।২।৫ ॥" তাই তিনি কৃপা করিয়া সমস্ত জীবকে সমস্ত বিষয় জানাইয়া দেন। কিরূপে তাহা তিনি জানান, তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে।

মায়ামুগ্ধ জীব—যে জীব মায়াতে মুগ্ধ হইয়া নিজের স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছে। স্বতঃকৃষ্ণজ্ঞান—অন্যের উপদেশাদি ব্যতীত মায়ামুগ্ধ জীবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কোনও জ্ঞান আপনা-আপনি উদিত হয় না। কোন কোন গ্রন্থে—"কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান"—এই পাঠান্তর আছে। জীবের কৃপায়—জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ। কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ—জীবের প্রতি করুণাবশতঃ জীবের উদ্ধারের জন্য পরমকৃপালু শ্রীকৃষ্ণ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকট করিয়াছেন, যেন জীব এই সমস্ত শাস্ত্র দেখিয়া নিজের তত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, উদ্ধবের নিকটে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও একথাই বলিয়াছেন। "অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্। স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥ শ্রী ভা. ১১।২২।১০ ॥ অনাদিকাল হইতে অবিদ্যাযুক্ত (মায়ামুগ্ধ) জীবের আপনা হইতে আত্মজ্ঞান (পরমাত্মা-সম্বন্ধে জ্ঞান) হয় না; অন্য (মায়ামুগ্ধ জীব হইতে অন্য) তত্ত্বজ্ঞই (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ স্বয়ং-প্রকাশ-জ্ঞান পরমেশ্বরই) তাহার জ্ঞানদাতা হইয়া থাকেন।" এই শ্লোকোক্তির মর্ম্মই এই পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র যে অপৌরুষেয়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেই প্রকটিত, শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ—মৈত্রেয়ী উপনিষৎ ॥ ৬।৩২ ॥ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণ, এ সমস্ত সেই মহত্তম-তত্ত্ব পরব্রহ্মেরই নিঃশ্বাস।" ভগবান্ হইতে এক বেদই প্রকটিত হইয়াছিল, ব্যাসরূপে পরে ভগবানই তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করেন; ঋক্-আদি চারিটি বেদ একই বেদের চারিটি অংশ বলিয়া চারিবেদই হইল ভগবানের নিঃশ্বাসরূপে প্রকটিত। তদ্রূপ পুরাণও একটি—সমস্ত পুরাণের সমষ্টিরূপ। তাহাতে শতকোটি শ্লোক। "পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ। ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥ মৎস্যপুরাণ ॥ ৫৩।৪ ॥" কালপ্রভাবে পুরাণের প্রভাব যখন স্তিমিত হইয়া যায়, তখন ভগবানই ব্যাসরূপে যুগে যুগে তাহা আবার প্রকটিত করেন। "কালেনাগ্রহণং মত্বা পুরাণস্য দ্বিজোত্তমাঃ। ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে ॥ মৎস্যপুরাণ ॥ ৫৩।৮৯ ॥ সংহরামি—সঙ্কলয়ামি, (শ্রীজীব, তত্ত্বসন্দর্ভে) ॥" প্রতি চতুর্যুগের দ্বাপরে সেই চতুর্যুগের উপযোগীভাবে চারি লক্ষ শ্লোকাত্মক অষ্টাদশ পুরাণ প্রকাশিত হয়; শতকোটি-শ্লোকাত্মক সমগ্র পুরাণ দেবলোকে বিদ্যমান থাকে। "চতুর্লক্ষ-প্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা। তথাষ্টদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রকাশ্যতে। অদ্যাপি দেবলোকেঽস্মিন্ শতকোটি প্রবিস্তরম্॥ মৎস্যপুরাণ ॥ ৫৩।৪ ॥" বেদার্থ-পরিপূরক ও বেদার্থ-প্রকাশক শাস্ত্রের নামই পুরাণ।

১০৮। শাস্ত্র-গুরু ইত্যাদি—পরম-দয়ালু, শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্ররূপে, গুরুরূপে ও পরমাত্মারূপে জীবের হৃদয়ে নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্ব প্রকাশিত হইলেই জীব বুঝিতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণই জীবের উদ্ধারকর্ত্তা, জীব শ্রীকৃষ্ণের দাস। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে প্রত্যেকের হৃদয়েই আছেন; প্রত্যেক কার্য্যের সময়েই এই পরমাত্মা জীবের প্রতি ইঙ্গিতে জানান, ঐ কার্য্য সঙ্গত কি অসঙ্গত। শ্রীকৃষ্ণই যে জীবের একমাত্র উপাস্য, ইহাও জানান; কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব সকল সময়ে তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারে না; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ মহান্তরূপী গুরুর যোগে বাচনিক উপদেশাদিদ্বারাও জীবকে তাহার কর্ত্তব্য জানান (১।১।২৯)।

বেদ-শাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি—প্রাপ্ত্যের সাধন ॥ ১০৯

অভিধেয় নাম—ভক্তি,—প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম মহাধন ॥ ১১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৯-১০। শ্রীকৃষ্ণ ও জীব সম্বন্ধে শাস্ত্র হইতে কি কি জানিতে পারা যায়, তাহাই একটু পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণসেবা হইল জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রেম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণসেবা হয় না; তাই শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত মুখ্য প্রয়োজনীয় বস্তু হইল প্রেম; ভক্তিমার্গের সাধন ব্যতীত এই প্রেম পাওয়া যায় না; তাই ভক্তি বা ভক্তিমার্গের সাধনই হইল সংসারী জীবের কর্ত্তব্য;

সম্বন্ধ—প্রতিপাদ্যবিষয়; কোনও শাস্ত্র যে বিষয়টী স্থাপন করিতে চেষ্টা করে, সেই বিষয়টীই হইল ঐ শাস্ত্রের সম্বন্ধ বা প্রতিপাদ্য বিষয়। অভিধেয়—বাচ্য; কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হওয়ার যোগ্য; শাস্ত্র-বিহিত কর্ত্তব্য। বেদাদি শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ প্রাপ্য—জীবের পক্ষে পাওয়ার উপযুক্ত বস্তু একমাত্র কৃষ্ণসেবা। যাহা পাইলে, অন্য কিছু পাওয়ার জন্য আর কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না, যাহা একবার পাওয়া গেলে আর তাহাকে হারাইতে হয় না, তাহাই বাস্তবিক পাওয়ার উপযুক্ত বস্তু; তাহা পাওয়ার জন্যই জীবের চেষ্টা করা প্রয়োজন। সেই বস্তুটী হইল শ্রীকৃষ্ণ-সেবা। এইজন্যই বেদপুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণই আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়; এজন্যই শ্রীকৃষ্ণকেই সমস্ত শাস্ত্রের সম্বন্ধ বলা হয়। অথবা, কৃষ্ণই প্রাপ্য; কৃষ্ণ পাওয়ার তাৎপর্য্য হইতেছে, কৃষ্ণসেবা পাওয়া। প্রাপ্য—পাওনা; যাহা পাওয়ার জন্য দাবী আছে, অধিকার আছে, তাহাই প্রাপ্য বা পাওনা। কাহারও নিকটে কোনও বস্তু গচ্ছিত (আমানত) থাকিলে তাহাই হয় প্রাপ্য। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা তাহার প্রাপ্য; শ্রীকৃষ্ণসেবায় কৃষ্ণদাস জীবের স্বরূপগত অধিকার আছে, দাবী আছে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে জীবের নিমিত্ত গচ্ছিত ধনের তুল্য। তাই প্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবের প্রতি একটী পরম আশ্বাসের বাণী প্রচার করিয়াছেন—"জীব! শ্রীকৃষ্ণসেবা তোমার প্রাপ্য; ইহা তোমার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নিকট যেন গচ্ছিত আছে; তুমি তাহা জান না; যেহেতু মায়াদ্বারা তোমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া আছে, সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া মায়ার আবরণ দূর কর; দূর করিলেই তুমি তাহা জানিতে পারিবে এবং যাওয়া মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে তাহা পাইতে পারিবে।" ব্রহ্মাও ইহার অনুরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন। "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভি বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৯ ॥" এই শ্লোকের অন্তর্গত "দায়ভাক্"-শব্দের তাৎপর্য্য শ্রীচৈ. চ. ২।৬।২২ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য। যদি কোনও মহাজনের নিকটে কাহারও জন্য কোনও বস্তু গচ্ছিত থাকে এবং সেই ব্যক্তি যদি তাহার অনুসন্ধান না করে, তাহা হইলে সেই মহাজনই নানা উপায়ে তাহার নিকটে তাহা জানাইতে চাহেন। ভগবানের নিকটে জীবের জন্য শ্রীকৃষ্ণসেবারূপ বস্তুটী গচ্ছিত আছে; মায়াবদ্ধ জীব তাহা জানে না, তাই তাহার জন্য অনুসন্ধান করে না। পরম কৃপালু ভগবান্ই জীবকে তাহা জানাইবার জন্য বেদাদি শাস্ত্র প্রকটন করেন (ইহা বর্ত্তমান কালে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার অনুরূপ), নানাবিধ অবতাররূপে প্রচার করেন (বর্ত্তমান কালের ঢোল পিটাইয়া জানানোর মতন) এবং সময় সময় নিজে স্বয়ংরূপে আসিয়াও তাহা জানাইয়া যান (যেমন, গৌররূপে বলিলেন—কৃষ্ণ প্রাপ্য)। সাধু মহাজন যেমন তাঁহার নিকটে গচ্ছিত বস্তুটী প্রাপককে দেওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত হন, শ্রীভগবান্ও তাঁহার নিকটে গচ্ছিত শ্রীকৃষ্ণসেবারূপ বস্তুটী জীবকে দেওয়ার জন্য তদ্রূপ—বরং তদপেক্ষাও অধিকরূপে—ব্যাকুল। এজন্যই বলা হইয়াছে—"লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব। ৩।২।৫ ॥" যাহা হউক, উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য্য অনুসারে, এই পয়ারোক্ত "সম্বন্ধ"-শব্দের একটী ব্যঞ্জনাও হইতে পারে এইরূপ—ভগবানের সঙ্গে জীবের একটা সম্বন্ধ হইতেছে এই যে—জীব প্রাপক, আর ভগবান্ (বা তাঁহার

কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ। কৃষ্ণসেবা করে আর কৃষ্ণরস-আস্বাদন ॥ ১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেবা) জীবের প্রাপ্য। প্রাপ্য-প্রাপক সম্বন্ধ। যাঁহা হইতে জীবের উদ্ভব, যাঁহা দ্বারা জীব জীবিত থাকে, যাঁহাতে জীব পুনরায় প্রবেশ করে, তাঁহার সঙ্গেই হইল জীবের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—স্বরূপানুবন্ধী সম্বন্ধ। অপর কাহারও সহিতই জীবের এইরূপ স্বরূপানুবন্ধী নিত্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কেবলমাত্র জীবের সহিতই যে তাঁহার এইরূপ নিত্য অবিচ্ছেদ্য স্বরূপানুবন্ধী সম্বন্ধ, তাহা নহে। সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, সমস্ত অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদি চিন্ময়রাজ্য, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ এবং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের পরিকরবর্গের সহিতও তাঁহার এইরূপ নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যাঁহার সহিত সকলেরই এইরূপ সম্বন্ধ, অথচ যাঁহার সহিত এইরূপ সম্বন্ধের কথা মায়াবদ্ধ জীব দুর্ভাগ্যবশতঃ বিস্মৃত হইয়া আছে, তাঁহার সহিত সেই সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করার এবং চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করাই মায়াবদ্ধ জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহার সহিত সকলের এইরূপ সম্বন্ধ, তিনি কে? বেদাদি সমুদয় শাস্ত্রই এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। বেদাদি শাস্ত্র বলিতেছেন —রস-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিতই সকলের এইরূপ নিত্য অবিচ্ছেদ্য স্বরূপানুবন্ধী সম্বন্ধ; তাই শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব; সমস্ত শাস্ত্র ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ইহাই বেদাদি শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য। গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ।" পূর্ব্বোদ্ধৃত "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ"-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই মূল সম্বন্ধ-তত্ত্ব বলিয়া তিনিই যে একমাত্র ভজনীয়, তাহা প্রতিপাদিত করার জন্যই এই পয়ারে বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ।" রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিতেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি লাভ হইতে পারে। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি ॥ তাই তিনিই প্রাপ্য। **ভক্তি প্রাপ্ত্যের সাধন**—শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়ার জন্য যে সাধন করিতে হয়, তাহার নাম ভক্তি।

অভিধেয়-নাম ভক্তি—অভিধেয়ের নাম (জীবের কর্ত্তব্যের নামই) ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির জন্য জীবের কর্ত্তব্য হইল ভক্তির সাধন। **প্রেম প্রয়োজন**—প্রেমই হইল জীবের একমাত্র প্রয়োজন; প্রেম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণসেবা হয় না; এজন্য প্রয়োজন বা আবশ্যকীয় বস্তু হইল প্রেম। এই প্রেম পাওয়া যায় "ভক্তি" দ্বারা; এজন্য "ভক্তি" হইল জীবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম (বা অভিধেয়); আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মুখ্যবস্তু বা সম্বন্ধ, যাঁহার সেবাই জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম। সমস্ত শাস্ত্রই সম্বন্ধ, অবিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি বিষয় নির্দ্ধারণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন; এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় এবং প্রেম প্রয়োজন, ইহাই সমস্ত শাস্ত্র স্থির করিয়াছেন। (ভূমিকায় সম্বন্ধ-তত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব ও প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রবন্ধত্রয় দ্রষ্টব্য)।

১১০-১১। প্রেমের মহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। জীবের যত রকমের কাম্য বস্তু আছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল প্রেম। কারণ, এই প্রেমের প্রভাবে ভাগ্যবান্ জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারে, কৃষ্ণসেবার স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ যে একটী অনির্ব্বচনীয় আনন্দ—যাহার নিমিত্ত আত্মারাম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত লালায়িত, সেই অপূর্ব্ব আনন্দ—পাওয়া যায়, অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যের আস্বাদন এবং আত্মারামগণেরও এবং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপগণের ও সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণেরও চিত্তাকর্ষী তাঁহার অনির্ব্বচনীয় লীলারসের আস্বাদনও পাওয়া যায়।

অন্বয়। পুরুষার্থ-শিরোমণি মহাধন প্রেম—(যাহা) কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ (হয়, তাহা অর্থাৎ তাহা দ্বারা ভক্ত)—কৃষ্ণ-সেবা করে, আর (সেই কৃষ্ণসেবাদ্বারা) কৃষ্ণরস আস্বাদন করে।

পুরুষার্থ—পুরুষের (জীবের) অর্থ (কাম-বস্তু)।

ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখী দেখি পুছয়ে তাহারে—॥ ১১২
তুমি কেন দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোরে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥ ১১৩
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে কৃষ্ণ উপদেশে॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পুরুষার্থ-শিরোমণি—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটীকে পুরুষার্থ বলে। এই চারিটী পুরুষার্থের শিরোমণি হইল প্রেম। প্রেমের তুলনায় উক্ত চারিটী পুরুষার্থ অতি তুচ্ছ। ভূমিকায় "পুরুষার্থ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণমাধুর্য্য ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র কারণ (উপায়ও) হইল প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অনবরত নূতন নূতন ভাবে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে ; কিন্তু প্রেম ব্যতীত তাহা কেহ আস্বাদন করিতে পারে না ; যাহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুর্য্যই আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়। ১।৪।১২৫"। **সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ**—কৃষ্ণসেবাজনিত আনন্দলাভের হেতু। আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবার স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ আপনা-আপনিই একটা অপূর্ব্ব আনন্দ আসিয়া ভক্তের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে ; প্রেমব্যতীত শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে পারে না বলিয়া এই আনন্দের হেতুও হইল প্রেম। **কৃষ্ণরস আস্বাদন**—শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ অর্থাৎ আস্বাদ্যরূপে তিনি রস এবং আস্বাদকরূপে তিনি রসিক ; তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি—সমস্ত রসের নিধান, সমস্ত রসের মূর্ত্তিস্বরূপ। এ সমস্ত রস অভিব্যক্ত হয় তাঁহার চারিটী মাধুর্য্যে—লীলামাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য ও প্রেমমাধুর্য্যে (লঘু-ভাগবতামৃতের মতে ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যে)। এই চারিটী মাধুর্য্যের মধ্যে রূপমাধুর্য্য বা শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য্যের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী "কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবানন্দ" ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত "কৃষ্ণমাধুর্য্য-শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে ; এস্থলে "কৃষ্ণরস"-শব্দে অপর তিনটী মাধুর্য্যের কথাই বোধ হয় বলা হইয়াছে।

অথবা, পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণমাধুর্য্য-শব্দে চারিটী মাধুর্য্যের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে মনে করিলে এস্থলে "কৃষ্ণরস শব্দে কৃষ্ণভক্তি-রসকেও বুঝাইতে পারে। কৃষ্ণভক্তি-রসের আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণসেবাদ্বারাই কৃষ্ণভক্তি-রস বা কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদিত হইতে পারে।

১১২-১৪। **ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে**—জীব নিজের স্বরূপ ভুলিয়া মায়াকে অঙ্গীকার করায়, সংসারে নানাবিধ দুঃখ পাইতেছে। এই দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায় হইল শ্রীকৃষ্ণসেবা ; শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য জীবের প্রয়োজন হইল প্রেম। তাহা হইলে প্রেম পাইলেই জীবের দুঃখ ঘুচিয়া যায়। এই প্রেম আবার কাহাকেও তৈয়ার করিয়া লইতে হয় না ; ইহা নিত্যসিদ্ধ বস্তু—"কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। ২।২২।৫৭॥" এই প্রেমের উপাদানরূপ হ্লাদিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বকে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছেন ; যাঁহার চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাঁহার চিত্তেই উহা গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়। মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদিরূপ মলিনতায় আবৃত হইয়া আছে বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবের—সুতরাং প্রেমধন ধারণের—যোগ্যতা তাহার নাই ; তাহার চিত্ত যে ঐরূপ যোগ্যতা লাভ করিতে পারে—সেই খবরও মায়াবদ্ধ জীব জানে না এবং এই যোগ্যতা লাভ হইলেই যে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় প্রেমধন পাওয়া যায়, তাহাও জীব জানে না। শাস্ত্র বা গুরু কৃপা করিয়া মায়াবদ্ধ জীবকে এই প্রেমধনের উদ্দেশ বলিয়া দেন এবং কিরূপে চিত্তের মলিনতার আবরণ দূরীভূত করিয়া সেই প্রেমধনকে লাভ করিতে হয়, তাহাও জানাইয়া দেন। চিত্তের মলিনতার আবরণ দূরীভূত হইলেই যখন কৃষ্ণ-কৃপায় প্রেমধনটী পাওয়া যায়, তখন ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, মলিনতার আবরণের নীচেই যেন প্রেমধনটি লুক্কায়িত আছে—আবরণটী দূর করিতে পারিলেই তাহা পাওয়া যাইবে। ইহাই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন। এক অতি দরিদ্র লোক ছিল ; দারিদ্র্যের পীড়নে সেই লোকটী অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল। একদিন একজন সর্ব্বজ্ঞ

সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে—মূল ধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ॥ ১১৫
'বাপের ধন আছে' জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
তবে সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্যের উপায়॥ ১১৬
এইস্থানে আছে ধন, যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে॥ ১১৭
পশ্চিমে খুদিবে, তাহাঁ যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে, ধন হাতে না পড়য়॥ ১১৮
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজাগরে।
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সভারে॥ ১১৯
পূর্ব্বদিগে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবে তোমার হাতেতে॥ ১২০
ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

লোক তাহার গৃহে আসিয়া তাহার সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া বলিলেন, "তুমি বাপু, কেন দুঃখ পাইতেছ। মাটীর নীচে তোমার পিতার প্রচুর অর্থ আছে। তুমি ঐ অর্থ বাহির করিয়া লও, তাহা হইলেই তোমার দরিদ্রতা দূর হইবে, দুঃখও দূর হইবে।"

ঐছে বেদ-পুরাণ—দুঃখী লোককে যেমন সর্ব্বজ্ঞ উপদেশ করেন, সংসার-তাপদগ্ধ জীবকেও সেইরূপ বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্র উপদেশ করেন। উপদেশটি এই :—"জগতের পিতা (সুতরাং জীবের পিতা) শ্রীকৃষ্ণ তোমার জন্য প্রেমরূপ ধন রাখিয়া দিয়াছেন ; তোমার অপরাধের বা ভুক্তিমুক্তি-বাসনার আবরণের নীচে ঐ প্রেমধন লুক্কায়িত আছে ; তুমি ঐ ধনের খোঁজ কর ; প্রেমধন পাইলেই তোমার সংসার-দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে।" প্রেমধনহারা হইয়াছে বলিয়াই জীবকে দরিদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

১১৫। সর্ব্বজ্ঞের বাক্যানুসারে ধনই যেমন প্রাপ্য বস্তু, তদ্রূপ শাস্ত্রবাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণই প্রাপ্যবস্তু ; ধন পাইলে যেমন আর দারিদ্র্য-দুঃখ থাকে না, শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইলেও আর সংসার-দুঃখ থাকে না। **অনুবন্ধ**—সম্বন্ধ ; প্রাপ্যবস্তু।

১১৬। "পিতা আমার জন্য মাটির নীচে ধন রাখিয়া গিয়াছেন"—ইহা জানিতে পারিলেই দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান হয় না ; মাটি খুঁড়িয়া ধন বাহির করিতে হইবে। তদ্রূপ, প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে পারিলেই সংসার দুঃখ-দূরীভূত হইবে—একথা জানিতে পারিলেই সংসার-ক্ষয় হয় না ; প্রেমলাভের জন্য সাধন করিতে হইবে।

১১৭-২০। কোন্ স্থানে মাটীর নীচে ধন আছে, তাহা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া দিলেন এবং কোন্ দিক্ দিয়া খোদিতে আরম্ভ করিলে কি বিপদের আশঙ্কা আছে এবং কোন্ দিক্ দিয়া খোদিলে সহজেই ধন পাওয়া যাইবে, তাহাও তিনি বলিয়া দিলেন। সর্ব্বজ্ঞ বলিতেছেন যে, যে পিতৃধন মাটীতে পোতা আছে, তাহা লাভ করিবার জন্য মাটী খুঁড়িতে হইবে। কিন্তু যদি দক্ষিণ দিকে খোদ (খনন কর), তাহা হইলে ধন পাইবে না, কেবল ভীমরুল (ভেঙ্গুল) ও বোল্‌তা উঠিবে ; তাহাদের দংশনের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে হইবে। যদি পশ্চিমে খনন কর, তাহা হইলে ধন পাইবে না ; এক যক্ষ উঠিয়া তোমার ধনপ্রাপ্তি-বিষয়ে বিঘ্ন জন্মাইবে। তোমাকে ভূতাবিষ্টের ন্যায় থাকিতে হইবে, আর ধন পাওয়ার চেষ্টাও করিতে পারিবে না। আর যদি উত্তরে খনন কর, তাহা হইলেও ধন পাইবে না, অজাগর তোমাকে গ্রাস করিবে। কিন্তু যদি তুমি পূর্ব্বদিকে খনন কর, তাহা হইলে অল্পমাত্র খনন করিলেই ধনের ভাণ্ড তোমার হাতে পড়িবে।

ভীমরুল—ভেঙ্গুল ; ইহার কামড়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা। **বরুলী**—বোল্‌তা ; ইহার কামড়েও খুব যন্ত্রণা। **যক্ষ**—উপদেবতাবিশেষ। **কৃষ্ণঅজাগর**—কৃষ্ণবর্ণ অজাগর সাপ। **জাড়ি**—জালা ; পাত্র।

১২১। **ঐছে**—উক্তরূপে ; ঐরূপে। ধনপ্রাপ্তি-বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ যেরূপ বলেন, তদ্রূপ কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি-বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞ বলেন।

তথাহি (ভা. ১১।১৪।২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপোস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ১৩

তথাহি তত্রৈব (১১।১৪।২১)—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকয়া ভক্ত্যা স্বহমেব গ্রাহ্যঃ ক্রমাদ্‌বশীকার্য্যঃ সৈব মন্নিষ্ঠা ময়ি দার্ঢ্যং গতা সতী। শ্রীজীব। সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপীত্যর্থঃ। স্বামী। ১৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি—উক্ত উদাহরণে বলা হইল—দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিক্ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে খনন করিলে ধন পাইবে। শাস্ত্রও বলিতেছেন—কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ ত্যাগ করিয়া ভক্তির সাধন করিলেই সহজে কৃষ্ণসেবা পাওয়া যাইবে। দক্ষিণ দিকে খুদিলে যেমন ভীমরুল-বোলতা উঠিবে, সেইরূপ কর্ম্মমার্গের সাধন করিলেও স্বর্গাদি ভোগময় ধাম প্রাপ্ত হইবে, সেই স্থানে অসূয়াদিজাত যন্ত্রণা ভীমরুল ও বোলতার দংশনের মত কষ্টদায়ক হইবে। পশ্চিমে খুদিলে যেমন যক্ষ উঠিবে, সেইরূপ জ্ঞানমার্গের সাধন করিলেও যক্ষাবিষ্ট বা ভূতাবিষ্টের ন্যায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে; ভূতাবিষ্ট লোক যেমন নিজের স্বরূপ ভুলিয়া যায়, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপ্রাপ্ত জীবও স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়া থাকে; সুতরাং প্রেমপ্রাপ্তির চেষ্টাও সেই জীব আর করিতে পারে না। আর উত্তর দিকে খনন করিলে, যেমন অজাগর উঠিয়া গ্রাস করিবে, সেইরূপ যোগমার্গের সাধন করিলেও অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে; এই অষ্টসিদ্ধিই অজাগরের ন্যায় জাবকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তখন জীব আর নিজের স্বরূপ-স্ফূর্ত্তির জন্য কোনও চেষ্টাই করিতে পারিবে না; তাহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিও অসম্ভব হইবে। কিন্তু পূর্ব্বদিকে খনন করিলে অতি সহজেই যেমন ধন পাওয়া যায়, সেইরূপ ভক্তিমার্গের সাধন করিলে অতি সহজেই শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ হইতে পারে। ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও সাধনেই শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে তাহা দেখাইতেছেন।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১৭।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। সতাং (সাধুদিগের) আত্মা (আত্মা) প্রিয়ঃ (ও প্রিয়) অহং (আমি—শ্রীকৃষ্ণ) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত—শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা) একয়া (একমাত্র) ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা গ্রাহ্যঃ (বশীভূত হই); মন্নিষ্ঠা (আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা) ভক্তিঃ (ভক্তি) শ্বপাকান্ (কুকুর-ভোজীদিগকে) অপি (ও) সম্ভবাৎ (তাহাদের জাতিদোষ হইতে) পুনাতি (পবিত্র করে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—"সাধুদিগের আত্মা এবং প্রিয় আমি কেবলমাত্র শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিতা ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হই। আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা ভক্তি কুকুরভোজী নীচ ব্যক্তিদিগকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে। ১৪

এই শ্লোকে একয়া—একমাত্র—শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভক্তিরই বশীভূত, কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির বশীভূত নহেন। শ্রুতি বলেন—"ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী ॥—একমাত্র ভক্তিই—জ্ঞানযোগাদি নহে—জীবকে ভগবানের নিকটে নিতে পারে; একমাত্র ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করাইতে পারে। ভগবান্ ভক্তির বশীভূত। ভক্তিই—জ্ঞানযোগাদি নহে—ভূয়সী অর্থাৎ পরব্রহ্মকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিতে সমর্থা।" গীতাতেও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি—ভক্তিদ্বারাই আমাকে সম্যক্‌রূপে জানা যায়।" শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ ॥১১।১৪।২১ ॥—একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রাহ্য—অর্থাৎ বশীভূত হই।" শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইবে, তখন চিত্তে ভক্তির উদয় হইবে; এই ভক্তি গাঢ় হইতে হইতে যখন প্রেমে পরিণত হইবে,

অতএব ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
'অভিধেয়' বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥ ১২২
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥ ১২৩
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥ ১২৪
'দারিদ্র্যনাশ ভবক্ষয়' প্রেমের ফল নয়।
'ভোগ প্রেমসুখ' মুখ্য প্রয়োজন হয়॥ ১২৫
বেদশাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন॥ ১২৬
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥ ১২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তখনই শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমের বশীভূত হইবেন। কর্ম্মমার্গের সাধনে স্বর্গাদি ভোগলোক পাওয়া যাইতে পারে, জ্ঞানমার্গের সাধনে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করা যাইতে পারে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে আপন-রূপে—"শ্রীকৃষ্ণ আমারই"—এইরূপে পাওয়া যায় না। কেবল কৃষ্ণপ্রাপ্তি-বিষয়েই যে ভক্তির অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য, তাহা নহে; পাপনাশকত্বের দিক্ দিয়াও যোগজ্ঞানাদি হইতে ভক্তির বৈশিষ্ট্য আছে। কর্ম্মফল অনুসারেই জীব নানা যোনিতে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, শ্বপচ-প্রভৃতি কুলেও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অত্যন্ত হীন কর্ম্মের ফলে শ্বপচাদি হীনকুলে জন্ম হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভজনে জাতিকুলাদির বিচার নাই; জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া সকলেরই, এমন কি শ্বপচেরও, শ্রীকৃষ্ণভজনে স্বরূপগত অধিকার আছে। কোনও ভাগ্যে কোনও শ্বপচ (কুকুরমাংসভোজী কুলে জাত কোনও ব্যক্তি) যদি শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণে যদি তাঁহার ভক্তি নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে, যে হীনকর্ম্মের ফলে শ্বপচকুলে তাঁহার জন্ম হইয়াছে, ভক্তির প্রভাবে তাঁহার সেই হীনকর্ম্মজনিত দোষ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, তিনি পরম পবিত্র হইয়া যায়েন, অপরকেও তিনি পবিত্র করিতে পারেন। কারণ, ঐকান্তিকী ভক্তি শ্বপচকেও তাঁহার সম্ভবাৎ—জাতিদোষ হইতে পুনাতি—তাহার জাতিদোষ বিনষ্ট করিয়া তাহাকে পবিত্র করেন।

একমাত্র ভক্তিদ্বারাই যে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়, ১৩শ শ্লোকের "যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা" বাক্যে এবং ১৪ শ্লোকে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে।

১২৩-২৪। ধন পাইলে যেমন সুখভোগ পাওয়া যায়, সুখভোগ পাওয়া গেলেই যেমন আনুসঙ্গিকভাবে আপনা-আপনিই দারিদ্র্যদুঃখ দূরীভূত হয়, তজ্জন্য স্বতন্ত্রভাবে আর কোনও চেষ্টা করিতে হয় না; তদ্রূপ সাধনভক্তির ফলেই প্রেম পাওয়া যায়, প্রেমের সহিত কৃষ্ণসেবা করিলেই কৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদনের সুখ পাওয়া যায়; তখন আপনা-আপনিই স্বতন্ত্রভাবে আর কোনও চেষ্টা ব্যতীতই—জীবের সংসার-দুঃখ আনুষঙ্গিকভাবে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

১২৫। দারিদ্র্যনাশ ধনপ্রাপ্তির মুখ্য ফল নহে—আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। তদ্রূপ ভবক্ষয় (সংসার-দুঃখ-নিবৃত্তিও) প্রেম লাভের মুখ্য ফল নহে—আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। ধনলাভের মুখ্য ফল ভোগ—সুখভোগ; তদ্রূপ প্রেমলাভের মুখ্যফল প্রেমসুখ—প্রেমসেবাদ্বারা কৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন-সুখ। তাই জীবের পক্ষে প্রেমই মুখ্য প্রয়োজন।

অন্বয়:—দারিদ্র্যনাশ ও ভবক্ষয় (যথাক্রমে ধনপ্রাপ্তির ও) প্রেমপ্রাপ্তির (মুখ্য) ফল নহে; (সুখ-ভোগ) ও প্রেমসুখই (যথাক্রমে ধনের ও প্রেমের) মুখ্য প্রয়োজন হয়।

১২৬-২৭। ১০৬-২৫ পয়ারে সম্বন্ধাদি বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার সার মর্ম্ম পুনরায় বলিয়া উপসংহার করিতেছেন।

বেদশাস্ত্রের সারমর্ম্ম এই যে—শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ (প্রতিপাদ্য বস্তু), কৃষ্ণভক্তিই জীবের অভিধেয় (শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য) এবং প্রেমই জীবের মুখ্য প্রয়োজন; সুতরাং এই তিনটি বস্তুই জীবের পক্ষে মহামূল্য ধনতুল্য।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
ব্যভিচারিলহর্য্যাম্ (৪।৭৩), হরিভক্তিবিলাসে
(১।৬৮), লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (২।৫৩)
পাদ্ম-পাতালখণ্ডবচনম্ (৯৩।২৬)—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগত-
স্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং
জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্
বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং
নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ব্যামোহায়েতি। সর্ব্বপুরাণাগমরূপমহাবাক্যস্য সম্যগ্‌বিচারাযোগ্যপুরুষান্ প্রতি খণ্ডশো বদন্তীত্যর্থঃ। যতঃ সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। ব্যাপারা রূঢ়্যাদিবৃত্তয়ঃ। বিবেচনং বিচারঃ। ব্যতিকর আসঙ্গ স্তং নীতেষু তদ্ব্যাপারেষু যঃ সিদ্ধান্ত স্তস্মিন্নেক এব ভগবান্নিশ্চীয়তে। চরাচরা জঙ্গমাস্তে চাত্র মনুষ্যা এব মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ শাস্ত্রস্য। শ্রীজীব। ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ—কোনও কোনও শাস্ত্রে কৃষ্ণব্যতীত অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের কথা থাকিলেও শাস্ত্রসমূহের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেন শ্রীকৃষ্ণই। এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তার জ্ঞানে—শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিলে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মিলে—শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ করিতে পারিলে—আনুষঙ্গিক ভাবে, স্বতন্ত্রচেষ্টা ব্যতীতই—জীব মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। তে তে (সেই সেই) পুরাণাগমাঃ (পুরাণ ও আগম শাস্ত্র সমূহ) চরাচরস্য (চরাচর) জগতঃ (জগতের—জগদ্বাসী সাধারণ লোকসমূহের) ব্যামোহায় (বিশেষরূপে মুগ্ধত্ব সাধনের নিমিত্ত) কল্পাবধি (কল্পকাল পর্য্যন্ত) তাং তাং (সেই সেই) দেবতাং (দেবতাকে) এবহি (ই) পরমিকাং (শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ বলিয়া) জল্পন্তু (বলে বলুক)। পুনঃ (আবার কিন্তু) সমস্তাগমব্যাপারেষু (সমস্ত আগমের ব্যাপার সমূহ—রূঢ়ি প্রভৃতি বৃত্তি সমূহ) বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু (বিচারাসক্তি প্রাপ্ত হইলে—বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিলে) সিদ্ধান্তে (সিদ্ধান্তানুসারে) একঃ (এক) এব (মাত্র) ভগবান্ (ভগবান্) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণুই) নিশ্চীয়তে (নিশ্চিত হয়েন)।

অনুবাদ। সেই সেই পুরাণ ও আগমাদি (তন্ত্রাদি) শাস্ত্র (যাহারা পুরাণাদির সাম্যক্ বিচার করিতে সমর্থ নহে, সেই সমস্ত) চরাচর-জগদ্বাসী লোকদিগকে বিশেষরূপে মোহিত করিবার নিমিত্ত কল্পকাল পর্য্যন্ত সেই সেই দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলে বলুক ; কিন্তু সমস্ত আগমাদি শাস্ত্রে রূঢ়িপ্রভৃতি বৃত্তিসমূহ বিচারাসক্তি প্রাপ্ত হইলে (অর্থাৎ রূঢ়িপ্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা আগমাদি শাস্ত্রের সম্যক্ বিচার করিলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে, সেই) সিদ্ধান্তানুসারে এক ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে নিশ্চিত হইবেন। ১৫

পদ্মপুরাণ-উত্তর খণ্ডের ৬২।৩১ শ্লোক (২।৬।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) হইতে জানা যায়—যাহাতে এই লোক-সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে জীবসমূহকে মুগ্ধ করার নিমিত্ত স্বকল্পিত আগমাদিশাস্ত্র প্রণয়নের জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীশিবকে আদেশ করিয়াছেন (১।৭।১০৫ পয়ারের টীকায় বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত অংশ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং আগমাদি শাস্ত্রে যে কৃষ্ণব্যতীত অন্য দেব-দেবতাকে পরতত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যে কেবল সাধারণ লোককে মোহিত করার নিমিত্তই, তাহা সহজেই বুঝা যায় ; অবশ্য যাঁহারা সমস্ত শাস্ত্রবাণীর—বিশেষতঃ প্রামাণ্য শাস্ত্রোক্তি-সমূহের—সমন্বয় রক্ষাপূর্ব্বক বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা আগমাদির কল্পিত বাক্যে মুগ্ধ হইবেন না ; তাই বলা হইতেছে—ব্যামোহায় চরাচরস্য ইত্যাদি—যাহারা শাস্ত্রসমূহের সম্যক্ বিচারে অসমর্থ, সে সমস্ত লোকদিগকে বিশেষরূপে মোহিত করার নিমিত্ত—মোহিত করিয়া, সৃষ্টি-বৃদ্ধি-আদির উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সংসারচক্রে রাখিয়া দেওয়ার নিমিত্ত (১।৭।১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)—যে যে পুরাণাগমাদি শাস্ত্র যে যে দেবতার প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, কল্পাবধি—একবার দুইবার নয়, একযুগ দুইযুগ নয়, কল্পকাল পর্য্যন্ত তে তে পুরাণাগমাঃ—সে সমস্ত

গৌণ-মুখ্য-বৃত্তি কি অন্বয়-ব্যতিরেকে । বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল—কহয়ে কৃষ্ণকে ॥ ১২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পুরাণাগম তাং তামেবহি দেবতাং—সেই সেই দেবতাকেই শ্রেষ্ঠ বা পরতত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করে করুক ; তাহাতে কোনও ক্ষতিই নাই ; কারণ, যাহারা ভুক্তি-মুক্তি বাসনাদিকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নয়, যাহারা শাস্ত্রাদির নিরপেক্ষ বিচার না করিয়া নিজেদের ভুক্তি-মুক্তি বাসনার অনুকূল অর্থই খুঁজিয়া বেড়ায়, তৎসমস্ত পুরাণাগম কেবলমাত্র তাহাদের নিকটেই আদরণীয় হইবে ; তৎসমস্ত বেদাগম প্রকটিত না হইলেও তাহারা তাহাদের ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা ত্যাগ করিত না ; সুতরাং তৎসমস্ত পুরাণাগম তাহাদেরও অতিরিক্ত অনিষ্ট কিছুই করিতে পারে না ; আর যাহারা শাস্ত্রের নিরপেক্ষ বিচারের পক্ষপাতি এবং যাহারা স্বসুখ-বাসনা ত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্যসাধনের যোগ্যতার জন্যই লালায়িত, সে সমস্ত পুরাণাগম তাহাদেরও কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না ; কারণ, তৎসমস্ত শাস্ত্র তাহাদের নিকটে কখনও আদরণীয় হইবে না। তাই বলা হইয়াছে—সে সমস্ত পুরাণাগম যে দেবতাকে ইচ্ছা পরতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করে করুক ; তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু সমস্তাগমব্যাপারেষু—আগমাদিশাস্ত্রে যে সমস্ত ব্যাপার বা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সে সমস্ত বিষয় যদি বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু—বিবেচনার (বিচারের) ব্যতিকরকে (আসঙ্গকে) প্রাপ্ত হয়, যদি রূঢ়ি-আদি বৃত্তিদ্বারা নিরপেক্ষ বিচারের বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে, সেই সিদ্ধান্তে—সিদ্ধান্তানুসারে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই পরতত্ত্ব বলিয়া নিশ্চিত হইবেন। বস্তুতঃ বিভিন্ন অধিকারী লোকের জন্যই বিভিন্ন শাস্ত্র।

১২৭ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২৮। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বলা হইল, নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা দেখা যায়, ভগবান্ বিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ; পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৭ পয়ারেও তাহাই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে বেদাদি শাস্ত্রেও কখনও কখনও স্বর্গাদিরও সম্বন্ধত্ব কথিত হইয়াছে কেন ? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"গৌণ-মুখ্যবৃত্তি" ইত্যাদি।

গৌণবৃত্তি—তাৎপর্য্য-বৃত্তি। মুখ্যবৃত্তি—অভিধাবৃত্তি, সাক্ষাৎরূপে। গৌণবৃত্তি ও মুখ্যবৃত্তিতে, শ্রীকৃষ্ণই প্রাপ্যবস্তু, এ কথাই বেদ বলিতেছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, বেদাদি শাস্ত্রে স্বর্গাদিকেও তো সম্বন্ধ বলা হইয়াছে ? ইহার উত্তর এই :—স্বর্গাদিকে যে স্থানে সম্বন্ধ বলা হইয়াছে, সেই স্থানের উক্তির মর্ম্মও পরম্পরাক্রমে শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতও তাহাই বলেন। "বাসুদেবপরাবেদা বাসুদেবপরা মখাঃ। বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥ বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ। বাসুদেবপরোধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ। শ্রীভা. ১।২।২৭-২৮॥" সকল বেদের তাৎপর্য্যই বাসুদেব। বেদে যে যজ্ঞের কথা আছে ? যজ্ঞও বাসুদেবারাধনার নিমিত্তই ; এজন্য যজ্ঞের তাৎপর্য্যও বাসুদেবই। যোগে যে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার কথা আছে ? প্রাণায়ামাদিও বাসুদেব-প্রাপ্তির উপায়-বিশেষই ; সুতরাং উহার তাৎপর্য্যও বাসুদেবই। ইত্যাদিরূপে সর্ব্ববেদের তাৎপর্য্য বাসুদেব। শ্রুতিও এই কথাই বলেন। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ কাঠকোপনিষৎ। ২।১৫॥—নচিকেতা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—সমস্ত বেদ যাঁহাকে প্রাপ্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত গুরুগৃহে বাসরূপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মপদের কথা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। সেই ব্রহ্মই ওঙ্কার।" সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণই ওঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুরেবচ॥ ৯।১৭ (শ্রীকৃষ্ণোক্তি)॥ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম॥ ১০।১২ (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনোক্তি)॥ সুতরাং বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যই যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট ভাবেই তাহা বলিয়াছেন। বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ। ১৫।১৫॥ এইরূপে পরম্পরাক্রমে যে অর্থ নির্ণয়, তাহাকেই গৌণবৃত্তি বলে। স্তবাদিতে

তথাহি (ভা. ১১।২১।৪২।৪৩)—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥ ১৬
মাংবিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্ ॥ ১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অর্থতোঽপি দুর্জ্ঞেয়ত্বমাহ কিমিতি। কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যৈঃ কিং বিধত্তে। দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যৈঃ কিমাচষ্টে প্রকাশয়তি। জ্ঞানকাণ্ডে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ নিষেধার্থম্ ইত্যেবমস্যা হৃদয়ং তাৎপর্য্যং মৎ মত্তোঽন্যঃ কশ্চিদপি ন বেদ। নন্ন তর্হি ত্বং মৎকৃপয়া কথয়। ওমিতি কথয়তি। মামেব যজ্ঞরূপং বিধত্তে। মামেব তত্তদ্দেবতারূপমভিধত্তে ন মত্তঃ পৃথক্। যচ্চাকাশাদি-প্রপঞ্চজাতং তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিনা বিকল্প্য অপোহ্যতে নিরাক্রিয়তে তদপ্যহমেব ন মত্তঃ পৃথগস্তি। স্বামী। ১৬-১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাক্ষাৎরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বন্ধ বলা হইয়াছে। যেমন "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ—ব্রহ্ম সং। ৫।১ ॥" এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব—সুতরাং প্রাপ্যত,—পরম্পরাক্রমে বুঝিতে হয় না; ইহা শুনামাত্রেই সাক্ষাৎরূপে বুঝা যায়; এইরূপে যে অর্থবোধের রীতি, তাহাই মুখ্যবৃত্তি।

অন্বয়—বিধিবাক্য। যেমন "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু—গীতা ১৮।৬৫ ॥—আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার যাজন কর, আমাকে নমস্কার কর"। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্ ভাবে আদেশ করিতেছেন। ইহা হইল অন্বয়-বিধান।

ব্যতিরেক—নিষেধবাক্য। যেমন "চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে। ২।২২।১৯ ॥" শ্রীকৃষ্ণভজন না করিলে যে রৌরবে গতি হয়, তাহাই এস্থলে বলিতেছেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করাটা নিষেধ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণভজন সম্বন্ধে ইহাই ব্যতিরেক-বিধি। সোজাসোজি ভাবে ভজনের আদেশ দেওয়া হইল, অন্বয়-বিধি; আর ভজন না করিলে যে অশেষ দুঃখে পড়িতে হয়, তাহা জানাইয়া প্রাকারান্তরে যে কৃষ্ণভজনের আদেশ দেওয়া, তাহা ব্যতিরেক-বিধি।

প্রতিজ্ঞা—সম্বন্ধ (প্রতিপাদ্য বস্তু ;) প্রাপ্যবস্তু।

এই পয়ারের তাৎপর্য্য এই :—কোনও স্থানে মুখ্যবৃত্তিতে, কোনও স্থানে গৌণী (বা তাৎপর্য্য) বৃত্তিতে, কোনও স্থানে অন্বয়-বিধিতে, কোনও স্থানে ব্যতিরেক-বিধিতে—যে স্থলে যে বৃত্তি বা যে বিধি প্রযোজ্য, সেস্থলে তদনুসারে অর্থ করিলে দেখা যায়—বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় কেবল শ্রীকৃষ্ণ।

এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৬-১৭। অন্বয়। কিং (কি) বিধত্তে (বিধান করে)? কিং (কি) আচষ্টে (প্রকাশ করে)? কিং (কি—কাহাকে) অনূদ্য (অনুবাদ করিয়া—অবলম্বন করিয়া) বিকল্পয়েৎ (তর্ক বিতর্ক করে)। ইতি (এসমস্ত বিষয়ে) অস্যাঃ (ইহার—বৃহতী নামক বেদের ছন্দবিশেষের) হৃদয়ং (তাৎপর্য্য) মৎ (আমা হইতে) অন্যঃ (অপর) কশ্চন (কেহ), ন বেদ (জানে না)। মাং (আমাকে) বিধত্তে (বিধান করে), মাং (আমাকে) অভিধত্তে (প্রকাশ করে), অহং (আমি) হি (ই) বিকল্প্য (বিকল্পনা করিয়া—তর্কবিতর্ক করিয়া) অপোহ্যতে (নির্ণীত—নিশ্চিত—হই) ॥

অনুবাদ। উদ্ধবের প্রতি বেদাদি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—(বৃহতী নামক বেদের ছন্দবিশেষ, কর্ম্মকাণ্ডে) বিধিবাক্য দ্বারা কাহার বিধান করেন, (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য দ্বারা) কাহাকে প্রকাশ করেন এবং (জ্ঞানকাণ্ডে) কাহাকে অবলম্বন করিয়া বিকল্পনা (বা তর্কবিতর্ক) করেন—এসমস্ত বিষয়ে বৃহতীর তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেহই জানে না। (সেই বৃহতী কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে) আমাকেই (শ্রীকৃষ্ণকে) বিধান করেন, (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্ররূপে) আমাকেই প্রকাশ করেন, এবং (জ্ঞানকাণ্ডে) তর্ক-বিতর্কদ্বারা আমাকেই নিশ্চয় করেন। ১৬-১৭।

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত, বৈভব অপার—।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥ ১২৯

বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ —শক্তিকার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি, শক্তিকার্য্যের—কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥ ১৩০

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াম্ (ভা. ১০।১।১)—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তম্ ॥ ১৮

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩১

সর্ব্বাদি সর্ব্ব-অংশী কিশোর-শেখর।
চিদানন্দদেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥ ১৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড প্রভৃতি সর্ব্বত্রই যে বেদের তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণে, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। এইরূপে ১২৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ হইল এই শ্লোক।

১২৯-৩০। এক শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত পর্য্যবসিত কেন হয়, সমস্তের তাৎপর্য্যই শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে হয়েন তাহাই বলিতেছেন। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ, অনন্ত-ভগবদ্ধাম, অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদি সমস্তের আশ্রয় এবং মূলই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ নিজেও নিজের আশ্রয় বলিয়া—শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত পর্য্যবসিত হয়।

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত—অনন্ত অর্থ অন্তশূন্য বা সীমাশূন্য, সর্ব্বব্যাপক। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের কোনও সীমা নাই। তিনি সর্ব্বব্যাপী। প্রকটলীলায় তাঁহাকে যে সময়ে মানুষের ন্যায় দেহবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই ঐ দেহখানাই অনন্ত, সীমাশূন্য ছিল—সেই সময়েই বিভু বা সর্ব্বব্যাপী ছিল। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। "স্বরূপ অনন্ত" শব্দের অন্য অর্থও হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ অবতাররূপে যে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে বিহার করিতেছেন, সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের সংখ্যা অনন্ত। **বৈভব**—ঐশ্বর্য্য। **অপার**—অসীম। শক্তি ও শক্তিকার্য্য সকলই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। তাঁহার শক্তি প্রধানতঃ তিনটি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। **বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডগণ ইত্যাদি**—বৈকুণ্ঠ-শব্দে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহকে বুঝাইতেছে; আর ব্রহ্মাণ্ড-শব্দে অনন্ত কোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝাইতেছে। বৈকুণ্ঠাদি এবং ব্রহ্মাণ্ডাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের শক্তির কার্য্য। বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত-রাজ্য তাঁহার চিচ্ছক্তির কার্য্য, প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ তাঁহার মায়াশক্তির কার্য্য, আর জীব তাঁহার জীবশক্তির কার্য্য। **স্বরূপ-শক্তি ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের শক্তির কার্য্য—এই সমস্তের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। তিনি শক্তিমান্, সুতরাং শক্তিসমূহের আশ্রয়। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, তত্তৎ-ব্রহ্মাণ্ডাদির অধিবাসী প্রভৃতি (শক্তির কার্য্য) এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—এই সমস্তের আশ্রয়ও শ্রীকৃষ্ণ। যশোদা-মাতাকে যে শ্রীকৃষ্ণ মুখের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি যে আশ্রয়তত্ত্ব তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিশ্ব তো দেখিলেনই, নিজেকেও দেখিলেন, কৃষ্ণকেও দেখিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে আশ্রয়তত্ত্ব—সমস্তেরই আশ্রয়, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ১।২।৭৮ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

১৩১-৩২। কৃষ্ণের স্বরূপ যে অনন্ত, তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—এই পরিচ্ছেদের অবশিষ্টাংশে। আর "বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডগণ" যে শ্রীকৃষ্ণের "শক্তিকার্য্য হয়। ২।২০।১৩০ ॥", তাহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণই যে সম্বন্ধতত্ত্ব, তাহা বুঝাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপসমূহের, তাঁহার শক্তির ও শক্তিকার্য্যের সম্যক্ আলোচনা প্রয়োজনীয়।

এই দুই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিতেছেন।

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব। **তত্ত্ব**—শব্দের অর্থ "তাহার ভাব" বা "তাহার স্বরূপ"। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব—"শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ"। এই তত্ত্বটী কি? না—"অদ্বয়জ্ঞান"; অদ্বয়জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব; অদ্বয়জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

এখন "জ্ঞান" বলিতে কি বুঝা যায়, দেখা যাউক। "জ্ঞানং চিদেকরূপম্"—তত্ত্বসন্দর্ভ। ৫১॥ একমাত্র চিদ্বস্তুই জ্ঞান, যাহা চেতনস্বরূপ তাহাই জ্ঞান। আবার ব্রহ্মসংহিতার ৫।১-শ্লোকের টীকায় কৃষ্ণ শব্দের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রের যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—"কৃষিশব্দোহি সত্তার্থো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ। সত্তাস্বানন্দয়োর্যোগাচ্চিৎ পরং ব্রহ্ম চোচ্যতে॥—কৃষিশব্দ সত্তার্থ, ণ-শব্দ আনন্দ-বাচক। সত্তা ও নিজানন্দের যোগে "চিৎ" এই পদ একমাত্র পরব্রহ্মকে বুঝাইয়া থাকে।" এই প্রমাণ হইতে কৃষ্ণ-শব্দে সচ্চিদানন্দ-ময়ত্বহেতু পরব্রহ্মকে বুঝায়; আবার ইহাও জানা যায় যে, চিৎ-এর সঙ্গে সৎ ও আনন্দের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; চিৎ-এর সঙ্গেই সৎ ও আনন্দ জড়িত রহিয়াছে; সুতরাং জ্ঞান (চিদ্বস্তু) বলিতেই সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটীকেই বুঝাইতেছে। "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম—শ্রুতি।" তাহা হইলে, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইল, জ্ঞানতত্ত্ব—একথা দ্বারা বুঝা গেল যে, সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। আবার জ্ঞান-শব্দে "জ্ঞান আছে যার" তাকেও বুঝায় (স্পর্শাদিভ্যো অচ্ প্রত্যয় যোগে); যাঁর জ্ঞান আছে অর্থাৎ যিনি জানেন, তিনি জ্ঞান। তাহা হইলে জ্ঞান যাঁর আছে, তাঁহার জানিবার শক্তিও আছে, ইহা বুঝা যায়; সুতরাং যিনি জ্ঞানতত্ত্ব, তিনি সশক্তিক, তাঁহার শক্তিও আছে। সৎ ও আনন্দের যোগেই যখন চিৎ (জ্ঞান), এবং চিৎস্বরূপের যখন একটী শক্তি আছে, সৎ ও আনন্দস্বরূপেরও এক একটী শক্তি আছে। পরতত্ত্বের এই সদংশের শক্তিকে বলে সন্ধিনী-শক্তি, চিদংশের শক্তিকে বলে সংবিৎশক্তি এবং আনন্দাংশের শক্তিকে বলে হ্লাদিনীশক্তি; এই তিন শক্তিকে একত্রে বলে চিচ্ছক্তি। সন্ধিনী-শক্তিদ্বারা পরতত্ত্ব, নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেন এবং অন্য সকলের অস্তিত্ব রক্ষা করেন; সংবিৎ-শক্তিদ্বারা, তিনি নিজে জানিতে পারেন এবং অপর সকলকেও জানাইতে পারেন। আর হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা নিজে আনন্দ ভোগ করেন এবং অপরকেও আনন্দ উপভোগ করান। বস্তুতঃ পরব্রহ্মের যে শক্তি আছে, শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ—শ্বেতাশ্বতর। ৬।৮।"

এক্ষণে আমরা এই পাইলাম যে, যিনি "জ্ঞান"-স্বরূপ, তিনি চিৎ, সৎ ও আনন্দ; "সত্যং জ্ঞানং আনন্দম্"; এবং তাঁহার সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী-রূপা চিচ্ছক্তিও আছে—"হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। বি. পু. ১।১২।৬৯॥" এই লক্ষণাক্রান্ত জ্ঞানই তত্ত্ববস্তু; কিন্তু এই "জ্ঞান"টী কিরূপ হইলে তত্ত্ববস্তু হইবে? উত্তর—অদ্বয়জ্ঞানই তত্ত্ব; উক্তলক্ষণ-বিশিষ্ট জ্ঞানটী যদি অদ্বয় হয়, তবে উহা তত্ত্ববস্তু হইবে। অদ্বয় কাহাকে বলে। তত্ত্বসন্দর্ভ বলেনঃ—"অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধ-তাদৃশাতাদৃশ-তত্ত্বান্তরাভাবাৎ, স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ। ৫১॥ ঐ তত্ত্বটীকে অদ্বয় বলা হইবে তখন যখন (১) উহা স্বয়ংসিদ্ধ হইবে—যখন উহা নিজের দ্বারা নিজে সিদ্ধ হইবে, যখন উহার অস্তিত্বাদি অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিবে না; (২) যখন ঐরূপ স্বয়ংসিদ্ধ—তাদৃশ অপর কোনও বস্তু থাকিবে না; (৩) যখন অতাদৃশ বা স্বয়ংসিদ্ধ উহার বিজাতীয় কোন বস্তুও থাকিবে না; এবং (৪) যখন নিজের শক্তিই নিজের একমাত্র সহায় হইবে। তাহা হইলে "অদ্বয়" শব্দের অর্থ হইল "স্বয়ংসিদ্ধ ভেদ-শূন্য।" ভেদ তিন রকমের; সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত; পরতত্ত্বে ইহাদের কোনও রকমের ভেদই নাই। প্রথমতঃ সজাতীয় ভেদঃ—একজাতীয় ভিন্ন বস্তু। যেমন দুইজন মানুষ; ইহারা একই মনুষ্যজাতীয়, সুতরাং সজাতীয়; কিন্তু তাহাদের একজন অপর জন অপেক্ষা ভিন্ন। পরতত্ত্বে এইরূপ সজাতীয় ভেদ নাই; অর্থাৎ পরতত্ত্ব ব্যতীত স্বয়ংসিদ্ধ ঈশ্বর অপর কেহ নাই। যদি বলা যায়, নারায়ণাদিও তো ঈশ্বর; কৃষ্ণও ঈশ্বর; সুতরাং নারায়ণাদি কৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ? তাহা নহে; নারায়ণাদি শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ বটেন, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ ভেদ নহেন; তাঁহাদের সত্তা পরতত্ত্ব-শ্রীকৃষ্ণের সত্তার উপর নির্ভর করে। জীবও চিদ্রূপ। যেহেতু, জীব ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ। এই হিসাবে জীব চিদেকরূপ পরব্রহ্মের সজাতীয়। জীবের আবার ভিন্ন অস্তিত্বও আছে, তথাপি জীব পরব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ নহে; কারণ, জীবের সত্তা, পরব্রহ্মের সত্তার উপরেই নির্ভর করে, জীব স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নহে। তারপর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিজাতীয় ভেদ ; পরব্রহ্ম চিদেকরূপ, তাহা অপেক্ষা ভিন্নজাতীয় বস্তু হইবে—যাহা চিদ্রূপ নহে, যাহা অচিৎ বা জড়। তাহা হইলে, জড় বস্তুই হইল চিদ্রূপ পরব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ। অদ্বয়তত্ত্ব বলিতে বুঝা যায়, চিদ্রূপ পরতত্ত্ব ব্যতীত অপর একটী স্বতন্ত্র জড়বস্তুও নাই। যদি বলা যায়, কাল-প্রকৃতি-আদি জড়বস্তু ত আছে, তাহাদের ভিন্ন অস্তিত্বও আছে ; তাহারাই তো পরতত্ত্বের বিজাতীয় ভেদ ? না, কাল ও প্রকৃতি পরতত্ত্বের বিজাতীয় ভেদ নহে ; কারণ, কালপ্রকৃতি স্বয়ংসিদ্ধ নহে, ইহাদের সত্তা পরতত্ত্বের সত্তার অপেক্ষা রাখে। সুতরাং পরতত্ত্বের বিজাতীয় ভেদও নাই।

এখন স্বগত ভেদ। দেহ ও দেহীর যে ভেদ, তাহাই স্বগত ভেদ। জীবে দেহ ও দেহীর ভেদ আছে ; যেহেতু জীবের দেহ জড়, দেহী চিন্ময় ; পরতত্ত্বে তাহা নাই। পরতত্ত্বের দেহ ও দেহী একই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। জীবে স্বগতভেদ আছে বলিয়া জীবের এক ইন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে না। কিন্তু পরতত্ত্বে দেহদেহী ভেদ নাই, সুতরাং স্বগত ভেদ নাই ; এজন্য তাঁহার দেহের যে কোনও অংশদ্বারা যে কোনও ইন্দ্রিয়ের কাজ হইতে পারে। 'অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি। আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। "ব্রহ্মসংহিতা। ৫।৩২॥" ভূমিকায় "অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে বুঝা গেল, অদ্বয়তত্ত্ব অর্থ এই :—সচ্চিদানন্দময় ও চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট তত্ত্ব, যাঁহার সজাতীয় স্বয়ংসিদ্ধ অপর কোনও তত্ত্ব নাই ; যাঁহা অপেক্ষা ভিন্নজাতীয় চিদ্ব্যতীত জড়রূপ স্বয়ংসিদ্ধ অপর কোনও তত্ত্ব নাই, এবং যাঁহাতে দেহদেহী ভেদ নাই, সুতরাং যাঁহার দেহের যে কোনও অংশই যে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে, যিনি নিজের শক্তিদ্বারাই নিজে পরিচালিত, অপর কোনও শক্তি বা বস্তুর অপেক্ষা যিনি রাখেন না, যিনি সচ্চিদানন্দময় এবং যিনি সকলের পরম আশ্রয় ও সর্ব্বকারণ—তিনিই অদ্বয়জ্ঞান। এই অদ্বয়জ্ঞানই তত্ত্ব। তাঁকে তত্ত্ব বলে কেন ? সার বস্তুকেই তত্ত্ব বলে "সারে বস্তুনি তত্ত্বশব্দোনীয়তে।" সার বস্তুই হইল সুখ। "সারঞ্চ সুখমেব সর্ব্বেষামুপায়ানাং তদর্থত্বাৎ।" এখন আবার প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞান ও সুখ ত অনিত্য ? না, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বে যে জ্ঞান ও সুখ বুঝায় তাহা অনিত্য নহে, তাহা নিত্য, যেহেতু তাহা স্বয়ংসিদ্ধ, তাহার কোনও কারণ বা হেতু নাই "সদকারণং যত্তন্নিত্যম্।" এই জ্ঞান ও সুখ স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া, নিত্য বলিয়া ইহা পরমসারবস্তু ; এজন্য ইহাকে তত্ত্ব বলে। ঐ অদ্বয়জ্ঞানই পরম-আনন্দস্বরূপ, আনন্দং ব্রহ্ম। আবার জীব সর্ব্বদা আনন্দের জন্যই লালায়িত ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি-পুরুষার্থের অনুসন্ধান জীব সুখের জন্যই করিয়া থাকে। ধর্ম, অর্থ ও কামে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা অনিত্য ; সুতরাং তাতে জীবের তৃপ্তি জন্মে না। ঐ তিনটী তাহা হইলে পরম-পুরুষার্থও নহে। মোক্ষে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা অনিত্য না হইলেও তাহাই পরম আনন্দ নহে। মোক্ষানন্দ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আনন্দ আছে। যে জীব মোক্ষানন্দে মগ্ন, সেই জীবও ঐ শ্রেষ্ঠ বা পরম আনন্দের জন্য লালায়িত। তাহা হইলে মোক্ষানন্দও পরম পুরুষার্থ হইল না। অদ্বয়জ্ঞানরূপ আনন্দ হইল স্বয়ংসিদ্ধ আনন্দ, পরম-আনন্দ, পরম-পুরুষার্থ। এই পরম-পুরুষার্থের সাক্ষাৎ ভাবে বা পরম্পরা ভাবে জীবের পুরুষার্থের দ্যোতক। এই অদ্বয়জ্ঞান পরম-সুখস্বরূপ এবং পরম-পুরুষার্থের দ্যোতক বলিয়া ইহাকে তত্ত্ব (সারবস্তু) বলে। ভূমিকায় "পুরুষার্থ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এতক্ষণ, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের লক্ষণই আলোচিত হইয়াছে। এখন এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বটি কে, তাহা আলোচনা করা যাউক। উপরের আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে, অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের অনেক শক্তি আছে ; "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ।" এই সকল শক্তি ক্রিয়াশীলা, অথবা কোনও স্থলে ক্রিয়াহীনাও হইতে পারে। যে স্থলে এই শক্তি ক্রিয়াহানা, সেই স্থলে নিত্যই ক্রিয়াহীনা, এবং যে স্থলে ক্রিয়াশীলা, কার্য্যকরী, সেই স্থলে নিত্যই কার্য্যকরী থাকিবে ; যেহেতু, অনাদি স্বয়ংসিদ্ধ-নিত্যবস্তুর ধর্ম্মও নিত্য। এখন যেস্থলে অদ্বয়তত্ত্বের শক্তি (চিচ্ছক্তি) ক্রিয়াহীনা, সে স্থলে কি অবস্থা হইতে পারে এবং যে স্থলে ঐ শক্তি ক্রিয়াশীলা, সেই স্থলেই বা কি অবস্থা হইতে পারে, বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। শক্তির ক্রিয়াব্যতীত কোনও বস্তুকেই বিশেষত্বলাভ করিতে দেখা যায় না। কুম্ভকারের

শক্তিতে ঘট, কুম্ভ প্রভৃতির আকারে মাটী বিশেষত্ব লাভ করে। আর যে স্থলে কুম্ভকারের শক্তি ক্রিয়া করে না, সে স্থলে মাটী কোনও বিশেষত্বই লাভ করে না। অদ্বয়তত্ত্বের চিচ্ছক্তিও যে স্থলে ক্রিয়া করে না, সে স্থলে সচ্চিদানন্দময় তত্ত্ব কোনও বিশেষত্বও লাভ করে না, ঐ তত্ত্ব সেস্থলে নির্ব্বিশেষ, সুতরাং নিরাকার; তাহাতে শক্তির ক্রিয়া নাই বলিয়া তাহাকে অব্যক্ত শক্তিক বলা যায়। সচ্চিদানন্দের এই স্বরূপকে নির্ব্বিশেষস্বরূপ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলে। এই নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব পরম-তত্ত্ব নহে; কারণ, ইহাতে পরম-তত্ত্বের স্বাভাবিকী শক্তি থাকিলেও সেই শক্তির বিকাশ নাই, তাহার ক্রিয়া নাই। এই অভাবটুকু আছে বলিয়া—এই অপূর্ণতাটুকু আছে বলিয়া—এই স্বরূপকে পূর্ণতত্ত্ব বা পরম-তত্ত্ব বলা যায় না। কিন্তু এই স্বরূপটী পরমতত্ত্ব না হইলেও ইহা নিত্য। আর যে স্থলে সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের স্বাভাবিকী শক্তি ক্রিয়াশীলা, সেই স্থলে ঐ শক্তির প্রভাবে তিনি বিশেষত্ব লাভ করেন—আকারাদি ধারণ করেন। এই স্বরূপটী সবিশেষ—সাকার। "যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতমিত্যাদি"—শ্রীমদ্ভাগবত। ৩।২।১২॥ এই সবিশেষ বা সাকার স্বরূপে যদি সমস্ত শক্তি পূর্ণতমরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তবেই তাহাকে পূর্ণতম তত্ত্ব বা পরম-তত্ত্ব বলা হয়। তখনই এই স্বরূপটীকে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব বলা হয়—যখন এই স্বরূপে, সৎ, চিৎ ও আনন্দের এবং চিচ্ছক্তির পূর্ণতম বিকাশ হয়। নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব বলা যায় না; কারণ, এই স্বরূপে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের স্বাভাবিকী শক্তির বিকাশ নাই। ইহা তত্ত্বের আংশিক বিকাশ মাত্র—সুতরাং এই স্বরূপটীকে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের অংশ মাত্র বলা যায়; কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব বলা যায় না। "বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ। বি. পু. ১।১২।৫৭॥" তিনি নিজে বড় এবং (শক্তির ক্রিয়াদ্বারা) অপরকেও বড় করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাকে পরম ব্রহ্ম বলে। এই প্রমাণ হইতেও বুঝা যায়, শক্তির বিকাশের পূর্ণতা যে স্বরূপে নাই, সেই স্বরূপকে পরম ব্রহ্ম, পরতত্ত্ব বা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলা যায় না। ভূমিকায় "কৃষ্ণতত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এস্থলে আর এক সন্দেহ আসিতে পারে। চিচ্ছক্তির ক্রিয়ার ফলেই যখন সবিশেষ স্বরূপের উদ্ভব, তখন এই সবিশেষ স্বরূপ স্বতন্ত্র নহেন, শক্তি-পরতন্ত্র; আর ইনি অনাদি বা স্বয়ংসিদ্ধও নহেন, যেহেতু শক্তির ক্রিয়ার পরে শক্তির প্রভাবে ইহার উদ্ভব। উত্তর এই:—চিচ্ছক্তি অদ্বয়তত্ত্ব ছাড়া পৃথক্ একটী তত্ত্ব নহে, ইহা ঐ অদ্বয়তত্ত্বের শক্তি; শক্তিতে শক্তিমানের অনুপ্রবেশবশতঃ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ; সুতরাং সবিশেষ স্বরূপের শক্তি-পরতন্ত্রতাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না; ইহাতে তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধত্বেরও হানি হয় না। আর, এই যে শক্তির ক্রিয়ায় এই স্বরূপ সবিশেষত্ব লাভ করেন, তাহাও কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নহে, ইহাও অনাদিকালে। তিনি স্বয়ংসিদ্ধ ভাবেই অনাদিকাল হইতে এই সবিশেষ স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন।

এক্ষণে দেখা গেল, সচ্চিদানন্দতত্ত্বের পূর্ণতম বিকাশময়-শক্তিনিচয় সমন্বিত স্বয়ংসিদ্ধ অনাদি সবিশেষ স্বরূপই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। আবার বলা হইয়াছে, এই সবিশেষ স্বরূপ সাকার। এক্ষণে, এই আকার কিরূপ? এই আকারটি সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—"গোপবেশমব্‌ভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্"।—গোপালতাপনী, পূ. বি.। ১২॥ ঐ শ্রুতিই অন্যত্র বলেন—"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥ পূ. ১০॥" ঐ সবিশেষ রূপটী গোপবেশ, দ্বিভুজ, নিত্যকিশোর, নবজলধরবর্ণ, বিদ্যুতের ন্যায় পীতবর্ণ-বসন তাঁহার পরিধানে; কমল নয়ন বনমালাধারী ইত্যাদি। পদ্মপুরাণাদিও বলেন—"নরাকৃতিং পরং ব্রহ্ম—পরমব্রহ্ম নরাকৃতি।" শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্।" শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন, এই পরব্রহ্মের রূপটী তাঁহার চিচ্ছক্তির পরিণতি এবং ইহা মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী (নরাকৃতি), ভূষণের ভূষণস্বরূপ, আর তাঁহার সৌন্দর্য্যাদি এত অধিক যে, অন্যান্য সকল ত তাহাতে মোহিত হয়ই, স্বয়ং পরব্রহ্ম পর্য্যন্ত নিজের ঐ অপরূপ রূপ দেখিয়া বিস্মিত হন—"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ শ্রীভা. ৩।২।১২॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—"নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ। ২।২১।৮৩।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এক্ষণে স্থির হইল, পরব্রহ্ম সাকার, তিনি গোপবেশ, বেণুকর, নিত্য-নবকিশোর, নবজলধর-শ্যামবর্ণ। আবার পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন "রসোবৈ সঃ। তৈত্তি। ২।৭॥" তিনি রস। রসশব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে; যাহা আস্বাদন করা যায়, তাহা রস (রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ), যেমন মধু। আর যিনি আস্বাদন করেন, তিনিও রস (রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ) যেমন ভ্রমর। এই দুইটী অর্থই পরব্রহ্মে প্রযোজ্য হইতে পারে। তাহা হইলে পরব্রহ্ম স্বয়ং রস-স্বরূপ—তিনি আস্বাদ্য, অতীব মধুর; আবার পরব্রহ্ম রস-আস্বাদকও বটেন—তিনি রসিক এবং সমস্ত শক্তিই যখন তাঁহাতে চরমপরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তিনি রসিকশেখর। শ্রীচরিতামৃত বলিয়াছেন "—কৃষ্ণ রসিকশেখর। রস আস্বাদক রসময় কলেবর"—"সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ২।৮।১২১।" তিনি যখন আনন্দস্বরূপ, আনন্দঘন মূর্ত্তি, তখন ত রসবৎ আস্বাদ্য হইবেনই; আবার তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাস হ্লাদিনী-শক্তিও যখন তাঁহার আছে, তখন তিনি আনন্দ আস্বাদনও করিবেন—তাঁহার পূর্ণতমস্বরূপে সকল শক্তিই পূর্ণতমরূপে ক্রিয়া করিবে, হ্লাদিনীশক্তিও স্বীয় ক্রিয়াদ্বারা তাঁহাকে পূর্ণতমরূপে আনন্দ আস্বাদন করাইবেন। যাহা হউক, পাওয়া গেল পরব্রহ্ম রসিক-শেখর—রস-আস্বাদক।

আবার পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—"কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্।"—গোপালতাপনী। পূ. ৩॥ কৃষ্ণ পরম দেবতা। কৃষ্ণ-শব্দ পরব্রহ্ম-বাচক; ধাতু ও প্রত্যয়গত অর্থদ্বারাই কৃষ্ণ-শব্দে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বুঝায়। কৃষ্ ধাতুর উত্তর ণ প্রত্যয় যোগে কৃষ্ণশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। এখন কৃষ্ ধাতু সত্তাবাচক, আর ণ-প্রত্যয় আনন্দবাচক; এতদুভয়ের ঐক্যবশতঃ কৃষ্ণ-শব্দে সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম বুঝায়। "কৃষির্ভূবাচকশব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।" যাহা হউক, গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন, কৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম পরমদেবতা। দিব্ ধাতু হইতে দেবতা। দিব্ ধাতু দ্বারা দ্যুতি, বা ক্রীড়া, দুইই বুঝায়। তাহা হইলে যিনি দ্যুতি বিস্তার করেন অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় দেহ যাঁর, তিনি দেবতা, এবং যিনি ক্রীড়া বিস্তার করেন, তিনিও দেবতা। যাঁহার জ্যোতিঃ সর্ব্বাপেক্ষা দীপ্তিশালী প্রকাশময় বা ব্যাপক, তিনিই পরম দেবতা। আবার যাঁহার ক্রীড়া (কেলি, বা লীলা) সকল বিষয়ে সর্ব্বোত্তম, তিনি পরম দেবতা। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"-সূত্রে বেদান্তও পরব্রহ্মের লীলার কথা বলিয়া গিয়াছেন। অতএব গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর নটবর, দ্বিভুজ, নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্যামসুন্দর পরমজ্যোতিষ্মান্—এবং তিনি পরম ক্রীড়াপরায়ণ। সর্ব্বোত্তমক্রীড়ারস আস্বাদন করেন বলিয়াই তিনি রসিকশেখর। কিন্তু, একাকী ক্রীড়া হয় না। "স একাকী ন রমতে। মহোপনিষৎ। ১।১॥" ক্রীড়ায় পরিকরের প্রয়োজন। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, পরব্রহ্মের ক্রীড়ার বা লীলার পরিকর আছেন; আবার তিনিও তাঁহার ক্রীড়া বা লীলা যখন অনাদি, তাঁহার লীলাপরিকরেরাও অনাদি। তাহা হইলে অনাদিকাল হইতেই পরব্রহ্ম সাকাররূপে—দ্বিভুজ মুরলীধর রূপে—লীলারস আস্বাদন করিতেছেন এবং তাঁহার লীলাপরিকরেরাও অনাদিকাল হইতে লীলোপযোগী নানা আকার ধারণ করিয়া পরব্রহ্মকে বৈচিত্র্যময় লীলারস আস্বাদন করাইতেছেন। এই সমস্তই পরব্রহ্মের চিচ্ছক্তির ক্রিয়া। এখন এক প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি অনাদিকাল হইতেই নরাকৃতি পরব্রহ্ম ও তাঁহার পরিকরদের অস্তিত্ব থাকিবে, তাহা হইলে—"এক এবাসীদগ্রে"—"অহমেবাসমেবাগ্রে" ইত্যাদি শ্রুতিপুরাণবাক্যের (সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আমিই ছিলাম, পূর্ব্বে একই ছিল।) সার্থকতা থাকে কোথায়? ইহার উত্তর এই:—কোনও স্থানে রাজা আছেন বলিলে যেমন বুঝা যায়, রাজ-পরিকরেরাও আছেন, তদ্রূপ "রসিকশেখর লীলাময় পরব্রহ্মই একমাত্র পূর্ব্বে ছিলেন" বলিলেও বুঝিতে হইবে তাঁহার পরিকরেরাও ছিলেন—তাঁহার ক্রীড়া-পরিকরেরা না থাকিলে—তাঁহাকে রসিকশেখর—রসোবৈ সঃ—বলা হইত না।

দেখা গেল, পরব্রহ্ম ক্রীড়াপরায়ণ—লীলাময়। তিনি কিরূপ লীলা করিয়া থাকেন? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন তাঁহার দেহ "মর্ত্ত্যলীলৌপয়িক"—নরবৎ ক্রীড়ার উপযোগী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"কৃষ্ণের যতেক খেলা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সর্ব্বোত্তম নরলীলা।” মানুষ পিতা, মাতা, দাস, সখা, কান্তা প্রভৃতির সঙ্গে যথাযোগ্য ভাবে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। পরব্রহ্মকেও যদি নরবৎলীলাই করিতে হয়, তবে তাঁহার পরিকরাদির মধ্যেও তাঁহার দাস, সখা, মাতাপিতা ও কান্তাদি থাকিবেন, নতুবা নরবৎলীলা হইবে না। বস্তুতঃ অনাদিকাল হইতেই চিচ্ছক্তির প্রভাবে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব-পরব্রহ্ম মাতা, পিতা, দাস, সখা ও কান্তাদিরূপে—স্বীয়-কায়ব্যূহ প্রকট করিয়াছেন। “দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লৈয়া। ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ ১।৩।১০॥—একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি। গো. তা. পূ. ২১॥”—“গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্—”—গোপালতাপনী পূ. ২। “শ্যামৈর্গৌরৈশ্চ রক্তৈশ্চ শুক্লৈশ্চ পার্ষদর্ষভৈঃ। শোভিতং শক্তিভিস্তাভিরদ্ভুতাভিঃ সমন্ততঃ”—ব্রহ্মসংহিতা। ৫।৫॥ “চিন্তামণি-প্রকর-সদ্মসু কল্পবৃক্ষ-লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্। লক্ষ্মীসহস্র-শত-সম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥” ব্রহ্মসংহিতা। ৫।২৯॥ তাঁহার এই সকল নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের মধ্যে, বাৎসল্যরস আস্বাদনের জন্য তাঁহার পিতামাতারও প্রয়োজন; তাঁহার চিচ্ছক্তির প্রভাবে তাঁহার পিতামাতার স্বরূপও ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার মাতা—যশোদা বা নন্দরাণী, আর পিতা—নন্দমহারাজ বা ব্রজেন্দ্র। এজন্যই তাঁহাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলা হয়। “অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।”

এখন আর এক কথা; পরমতত্ত্ব-পরব্রহ্ম যদি সাকারই হয়েন, তবে তিনি সীমাবদ্ধ কি না? যদি সীমাবদ্ধ হয়েন, তবে তিনি সর্ব্বাশ্রয়, বিভু-পদার্থ কিরূপে হইবেন? সুতরাং অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বইবা কিরূপে হইতে পারেন? উত্তর:—প্রাকৃত জগতে যাহার আকার আছে, তাহাই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরব্রহ্ম সম্বন্ধে তাহা নহে, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সাকার অবস্থায়ও তিনি “সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু”।—বিভুত্ব তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম, সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহাতে ইহা বর্ত্তমান; তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে ভগবান্ সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়। অণুত্ব ও বিভুত্ব—(অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্)—মূঢ়ত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব, তাঁহাতেই যুগপৎ বর্ত্তমান। নরদেহেতেই তিনি বিভু, সর্ব্বাশ্রয়, তাহা তাঁহার ব্রজলীলাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মুখের মধ্যে যশোদা-মাতাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেন—যশোদা-মাতা দেখিলেন, তাঁহার গোপালের মুখখানির মধ্যে অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্তকোটি অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন, তিনি নিজেকে এবং তাঁহার গোপালকে পর্য্যন্ত গোপালের মুখের মধ্যে দর্শন করিলেন। গোপালের ছোট মুখখানির মধ্যেই এই সমস্ত বিদ্যমান। যে-সময়ে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ দেহধারী বলিয়া মনে হয়, ঠিক সেই সময়েই যে তিনি সর্ব্বব্যাপক, ইহাই তাহার একটী দৃষ্টান্ত। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ইহা সম্ভব হয়। আবার তাঁহার যে স্বগত ভেদ নাই, তাঁহার যে কোনও অংশদ্বারাই যে যে-কোনও ইন্দ্রিয়ের কাজ হইতে পারে, পুলিন-ভোজনে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কৃষ্ণের চারিপাশে মণ্ডলীবন্ধনে উপবিষ্ট রাখালগণ সকলেই দেখিতেছেন, কৃষ্ণ তাঁহার দিকেই চাহিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গেই কথা বলিতেছেন। “সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তং সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখ”মিত্যাদি গীতা-বাক্যের একটী দৃষ্টান্তস্থল এই লীলাটী। “অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।” অপ্রাকৃত অচিন্ত্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধির বিচারদ্বারা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

এই রসিকশেখর নরাকৃতি পরব্রহ্ম তাঁহার নিত্যসিদ্ধ লীলা-পরিকরদের সঙ্গে অনাদিকাল হইতেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে লীলারস আস্বাদন করিতেছেন। যে নিত্যধামে তিনি লীলা করেন, যে নিত্যধামে সেই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের পূর্ণতম বিকাশ, যে নিত্যধামে তিনি রসের চরম পরিণতি আস্বাদন করিতেছেন—তাহার নাম ব্রজ বা বৃন্দাবন। এই ধামটীও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাঁহার দেহের মতই সর্ব্বব্যাপক—“সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম।” এখন যদি তিনিও সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু—তাঁর ধামও সর্ব্বগ অনন্ত বিভু হয়েন, তাহা হইলে তিনি, তাঁর ধাম ও পরিকরাদি এবং লীলা সর্ব্বত্রই আছেন? যদি তাহাই হয়, তবে তাঁকে বা তাঁর পরিকরাদিকে জীব দেখিতে পায় না কেন? উত্তর:—তিনি সর্ব্বত্রই আছেন সত্য; কিন্তু জীবের দেখিবার যোগ্যতা নাই। জীবের ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃত; পরব্রহ্ম, তাঁহার পরিকর ও লীলা—সবই অপ্রাকৃত; “অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচর”—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি হয় না।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ১৯

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—গোবিন্দাপর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥ ১৩৩

তথাহি (ভা. ১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ২০

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে॥ ১৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ॥" যাহা হউক, যদি তিনি কৃপা করিয়া কাহাকেও দেখিবার যোগ্যতা দেন, তাহা হইলে ঐ জীব তাঁহাকে দেখিতে পায়। যে সময়ে তিনি কৃপা করিয়া কোনও স্থানের জীবদিগকে তাঁহার লীলা-আদি দর্শনাদির যোগ্যতা দেন, তখন তাহারা তাঁহার লীলাদি দর্শন করে, তখনই আমরা বলি—তিনি প্রকট হইয়াছেন, অথবা তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। যবনিকার অন্তরালে নাট্যকারগণ থাকে, দর্শকেরা তাহাদিগকে দেখিতে পায় না; আবার যবনিকা তুলিয়া দিলেই দর্শকেরা তাহাদিগকে দেখিতে পায়। তদ্রূপ সপরিকর শ্রীভগবান্‌ও অনাদিকাল হইতেই তাঁহার ধামরূপ নাট্যমঞ্চে বিরাজিত রহিয়াছেন; তাঁহার ও মায়িক জীবের মধ্যে মায়ার যবনিকা ঝুলান রহিয়াছে বলিয়াই জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি যদি কৃপা করিয়া এই যবনিকা তুলিয়া দেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে জীব দেখিতে পায়, তখনই জীব বলে, তিনি প্রকট হইয়াছেন, তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপেই গত দ্বাপরে পরমদয়াল শ্রীভগবান্ এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষাতের মায়া-যবনিকা তুলিয়া দিয়া তৎকালীন জীবগণকে এমন যোগ্যতা দিয়াছিলেন, যাতে তাঁহারা তাঁহার রূপমাধুর্য্য ও লীলামাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ঐ সময়েই তিনি প্রকট বা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছেন।

পরতত্ত্ব ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির বিকাশের তারতম্যানুসারে অনেক স্বরূপ আছেন, প্রত্যেক স্বরূপেরই পৃথক পৃথক্ ধামাদি আছে। একমাত্র ব্রজ বা বৃন্দাবনেই তাঁর শক্তির, তাঁর ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ, এজন্য ব্রজ বা বৃন্দাবনই সেই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের নিজস্ব ধাম। তাই শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

সর্ব্বাদি—সকলের আদি। সর্ব্ব অংশী—শ্রীকৃষ্ণ সকলের অংশী; ভগবৎ-স্বরূপাদি অন্য যত কিছু আছে, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের অংশ। কিশোর-শেখর—কিশোরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; শ্রীকৃষ্ণ নবকিশোর এবং কিশোরোচিত গুণে তিনি শ্রেষ্ঠ; তাঁহার কিশোরত্ব নিত্য। চিদানন্দ দেহ—শ্রীকৃষ্ণের দেহ প্রাকৃত রক্তমাংসে গঠিত নহে; এই দেহ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, আনন্দ ঘনমূর্ত্তি, ঘনীভূত চিদানন্দদ্বারা গঠিত। সর্ব্বাশ্রয়— শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তত্ত্ব, তিনি সকলের আশ্রয়। সর্ব্বেশ্বর—অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া তিনি সকলের ঈশ্বর, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেরও ঈশ্বর তিনি। ১৩২ পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। (টী. প. দ্র.)

শ্লো। ১৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৩৩। স্বয়ং ভগবান্—১।২।৭৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দাপর নাম—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম গোবিন্দ। গোলোক নিত্যধাম—গোলোকেই তিনি নিত্য অবস্থিত। ১।৩।৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৩৪। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে ব্রহ্ম-শ্রেণীতে কেবল মাত্র একটী স্বরূপই আছেন; ইনি নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, অব্যক্ত-শক্তিক

তথাহি (ভা. ১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ২১

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥ ১৩৫

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪০)—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্রহ্ম। ১।২।৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। পরমাত্মা বা অন্তর্য্যামী তিন রকমের। ১।২।৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। আর ভগবান্ বলিতে পরিকর-সমন্বিত সাকার ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহকেই বুঝায়। পরমাত্মাও সাকার, কিন্তু তাঁহার পরিকর নাই; সাকার বা সবিশেষ স্বরূপ-সমূহের মধ্যে যাঁহাদের পরিকর আছে, লীলা আছে, তাঁহারা সকলেই ভগবান্। এ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই অনাদিকাল হইতে নিত্য বিরাজিত। সাধনানুসারে সাধকের নিকটে তাঁহারা যথাযোগ্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। জ্ঞানমার্গের সাধকের নিকটে ব্রহ্ম, যোগমার্গের সাধকের নিকটে পরমাত্মা এবং ভক্তিমার্গের সাধকের নিকটে ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। ভক্তিমার্গের সাধনেরও অনেক বৈচিত্রী আছে; ভক্তিমার্গের সাধনের বিভিন্নতানুসারে বিভিন্ন সাকার এবং সপরিকর ভগবৎ-স্বরূপ সাধকের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। ১।২।৯ এবং ২।২২।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পরবর্ত্তী ১৩৫ পয়ারে ব্রহ্মের স্বরূপ; ১৩৬ পয়ারে পরমাত্মার স্বরূপ এবং ১৩৭ পয়ার হইতে পরবর্ত্তী ৯ পয়ারে ভগবান্ সমূহের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ২১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৩৫। ব্রহ্মের স্বরূপ বলিতেছেন। ব্রহ্ম হইলেন শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ প্রকাশ, নির্ব্বিশেষ স্বরূপ; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিতুল্য।

অঙ্গকান্তি তাঁর—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের জ্যোতিঃ। ১।২।৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **নির্বিশেষ**—শক্তির ক্রিয়ার অভাবে যাহাতে কোনওরূপ পরিদৃশ্যমান্ বিশেষত্ব, রূপ-গুণাদির কিছুই প্রকাশ পায় না, তাহাকে বলে নির্ব্বিশেষ। ব্রহ্মে শক্তিক্রিয়ার অভিব্যক্তি নাই; ব্রহ্ম কেবল আনন্দ-সত্তামাত্র; রূপ-গুণাদি কিছুই ব্রহ্ম-স্বরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই। এজন্য ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ প্রকাশ বা নির্ব্বিশেষ স্বরূপ বলা হয়। এই স্বরূপে শক্তির বিকাশ যে একেবারেই নাই, তাহা নহে; তাঁহার অস্তিত্ব রক্ষার, ব্রহ্মত্ব রক্ষার, আনন্দ-স্বরূপত্ব রক্ষার জন্য যতটুকু শক্তির প্রয়োজন, ততটুকু শক্তির বিকাশ আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু শক্তির তদতিরিক্ত বিকাশ নাই; তাই তাঁহাতে পরিদৃশ্যমান্ কোনও বিশেষত্বের অভিব্যক্তি নাই। পরিদৃশ্যমান্ বিশেষত্ব নাই বলিয়াই তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়। **সূর্য্য যেন ইত্যাদি**—যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধক, তাঁহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপই আত্মপ্রকাশ করেন, স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অনুভূতির বিষয় হয়েন না। সূর্য্য বাস্তবিক কর-চরণাদি-বিশিষ্ট সবিশেষ বস্তু হইলেও বহুদূরস্থিত পৃথিবী হইতে তাহাকে যেমন একটি জ্যোতিঃপুঞ্জ মাত্র বলিয়াই মনে হয়, তদ্রূপ স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নরবপু হইলেও জ্ঞানমার্গের উপাসক; তাঁহার কিরণস্থানীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে মাত্র অনুভব করিয়া মনে করেন, পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। পৃথিবীস্থ লোক সূর্য্যের জ্যোতিঃকে যেমন সূর্য্য মনে করে, তদ্রূপ জ্ঞানমার্গের সাধকগণ পরব্রহ্মের অব্যক্তশক্তিক-নির্ব্বিশেষস্বরূপ ব্রহ্মকেই পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। ১।২।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস ॥ ১৩৬

তথাহি (ভা. ১০।১৪।৫৫)—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ২৩

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াম্ (১০।৪১)—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ বিবক্ষিতমাহ—কৃষ্ণমিতি। এবং শ্রীযশোদানন্দনরূপং অত্র জগতি জগতো হিতায়াভাতি স্বয়ং প্রকাশতে দেহীব দেহাত্মবিভাগাদিনা তদ্বিরুদ্ধধর্ম্ম ইব মায়য়ৈবাভাতি ন কেবলং সর্ব্বেষাং জীবানামেব পরমস্বরূপম্ অপিতু অন্তে সর্ব্বেষাং জড়ানাম্। শ্রীজীব। ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৬। এক্ষণে পরমাত্মার পরিচয় দিতেছেন।

যোগীদিগের ধ্যেয় পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশমাত্র। শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীবলদেব ; তাঁহার বিলাস শ্রীসঙ্কর্ষণের অংশ বিরাটান্তর্য্যামী কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু, তাঁহার অংশ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ী, তাঁহার অংশ ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা পয়োব্ধিশায়ী। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই আত্মাসমূহেরও আত্মা—তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আত্মার আত্মা—পরমাত্মা সমূহেরও আত্মা বা অন্তর্য্যামী অর্থাৎ মূল। **অবতংস**—শ্রেষ্ঠ। **সর্ব্ব-অবতংস**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৩। অন্বয়। ত্বং (তুমি) এনং (এই) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) অখিলাত্মনাং (অখিল আত্মার) আত্মানং (আত্মা বলিয়া) অবেহি (জানিবে)। সঃ অপি (তিনি—সেই অখিলাত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণ) জগদ্ধিতায় (জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত) অত্র (এই জগতে) মায়য়া (যোগমায়ার সাহায্যে) দেহী ইব (দেহধারীর ন্যায়) আভাতি (প্রকাশ পাইতেছেন)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন :—তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে। সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত যোগমায়ার সাহায্যে এই জগতে দেহধারীর (মানুষের) ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। ২৩

শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাও নরলীলা। এই প্রকট নরলীলা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ; মানুষের যেমন জন্মাদি হইয়া থাকে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অনাদি-তত্ত্ব হইয়াও নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত যোগমায়ার প্রভাবে স্বীয় জন্মলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন ; এবং সেই যোগমায়ারই সাহায্যে এই জগতের প্রকট-লীলায় মাতা-পিতা-কান্তাদির সহিত নরলীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন ; তাহাতে—তিনি পরমাত্মা-সমূহেরও অন্তর্য্যামী আত্মা হইলেও; যাহারা তাঁহার তত্ত্ব ও লীলার গূঢ় রহস্য অবগত নহে, তাহারা তাঁহাকে মানুষ বলিয়াই মনে করিয়া থাকে, তাহাদের নিকটে তিনি **দেহী ইব আভাতি**—মানুষ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়েন। তাঁহার লীলার দুইটী উদ্দেশ্য—একটী অন্তরঙ্গ, আর একটী বহিরঙ্গ। তাঁহার প্রকট-লীলার অন্তরঙ্গ কারণ তাঁহার নিজস্ব—ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদন। আর বহিরঙ্গ কারণ জীবের মঙ্গলবিধান, জগদ্ধিতায়—নাম-প্রেম-প্রচারাদিদ্বারা জগতের মঙ্গলবিধান। তিনি এই প্রকট-লীলা করেন মায়য়া—মায়াদ্বারা। গুণমায়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেও যাইতে পারে না—যোগমায়াই তাঁহার লীলার সহায়তা করিয়া থাকেন ; সুতরাং এই শ্লোকে মায়য়া-শব্দে যোগমায়াই লক্ষিত হইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে "আত্মার আত্মা" এই পূর্ব-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ২৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। পরমাত্মা যে শ্রীকৃষ্ণের এক অংশ, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ—॥ ১৩৭
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম।
প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান॥ ১৩৮
স্বয়ংরূপে স্বয়ং প্রকাশ—দুইরূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপ এক—কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৭। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার কথা বলিয়া এক্ষণে ভগবানের কথা বলিতেছেন।

ভক্ত্যে—ভক্তিমার্গের সাধনে; শুদ্ধাভক্তিদ্বারাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনুভব লাভ হইতে পারে। অনুভবে—অনুভব করে; উপলব্ধি করে। ভগবানের মাধুর্য্যাদির উপলব্ধিই ভগবানের উপলব্ধি। প্রেমের সহিত সেবাব্যতীত অন্য কিছুতেই তাহা পাওয়া যায় না। পূর্ণরূপ—পূর্ণতমস্বরূপ, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

ভগবানের পূর্ণতমরূপ, স্বয়ংরূপ, অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বরূপ একমাত্র ভক্তিমার্গের সাধনের দ্বারাই অনুভব করা যায়, জ্ঞান বা যোগের দ্বারা নহে। একই বিগ্রহ—স্বয়ংরূপ একটীই—গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর, নটবর; অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, ব্রজেন্দ্রনন্দন।

অনন্তস্বরূপ—শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে, নানাধামে, নানা উদ্দেশ্যে তিনি নানারূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। তাঁহার এ সকল স্বরূপ অনন্ত, সংখ্যাহীন। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহার একই বিগ্রহেই তিনি এ সকল অনন্তস্বরূপে বিরাজিত; তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত তাঁহাকে "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্—বহুমূর্ত্তিতেও একমূর্ত্তি" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ১০।৪০।৭॥ এবং শ্রুতিও তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি—এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। গো. তা. শ্রুতি. পৃ. ২০॥" ২।৯।১৪১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তাঁহার অনন্ত রূপ কি, তাহা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে।

১৩৮। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব যে-যে রূপে বিরাজিত, তাহা বলিতেছেন।

স্বয়ংরূপ—স্বয়ংসিদ্ধরূপ। অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে॥ যে রূপ অন্য রূপের অপেক্ষা রাখে না, তাহাই স্বয়ংরূপ। ল. ভা. কৃ. ১২॥ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ংরূপ। ২।২০।১৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তদেকাত্মরূপ—যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ। স্বয়ং-রূপের সহিত যে রূপের স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, কিন্তু আকার (অঙ্গসন্নিবেশ), ভাবেবশাদির কিছু পার্থক্যবশতঃ যে রূপকে স্বয়ংরূপ হইতে অন্যরূপ বলিয়া মনে হয় (বাস্তবিক অন্যরূপ নহে), তাহাকে 'তদেকাত্মরূপ' বলে। ল. ভা. কৃ. ১৪॥

আবেশ—জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ যে সকল মহত্তম জীব জনার্দ্দনের স্বীয় জ্ঞান ও শক্তি আদির অংশদ্বারা আবিষ্ট হয়েন, তাঁহাদিগকে আবেশ-অবতার বলে। ল. ভা. কৃ. ১৭॥ "আবেশ" গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায়।

প্রথমেই তিনরূপে—স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ, এই তিনরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করেন। ১।২।৮০-৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পরবর্ত্তী ১৩৯-৫১ পয়ারে স্বয়ংরূপের, ১৫২-পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া তদেকাত্মরূপের এবং ৩০৪-পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া আবেশ-রূপের কথা বলিয়াছেন।

১৩৯। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ২।২০।১৩৮-পয়ারোক্ত স্বয়ংরূপের বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

এই পয়ারের অন্বয়:—স্বয়ংরূপের দুইরূপে স্ফূর্ত্তি—স্বয়ং এবং প্রকাশ। স্বয়ংরূপ (অর্থাৎ স্বয়ং হইলেন) এক, (তিনি হইলেন) ব্রজে-গোপমূর্ত্তি কৃষ্ণ।

স্ফূর্ত্তি—আবির্ভাব। দুইরূপে স্ফূর্ত্তি—স্বয়ংরূপ আবার দুইরূপে স্ফূর্ত্তি (বা আবির্ভাব) প্রাপ্ত হয়েন। সেই দুই রূপের এক রূপ হইতেছেন স্বয়ংরূপ এবং অপর রূপ হইতেছেন প্রকাশরূপ। স্বয়ংরূপ এক—পরবর্ত্তী

প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে॥ ১৪০
মহিষীবিবাহে হৈল মূর্ত্তি বহুবিধ।
'প্রাভব প্রকাশ' এই শাস্ত্রে পরসিদ্ধ॥ ১৪১
সৌভর্য্যাদি-প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয়॥ ১৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পয়ারসমূহ হইতে জানা যায়, প্রকাশরূপের অনেক বৈচিত্রী আছে, কিন্তু স্বয়ংরূপের তদ্রূপ বৈচিত্রী নাই; তাঁহার একটিমাত্র রূপ। এই রূপটী হইতেছেন **কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি**—শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ব্রজে বিলাস করেন এবং তিনি গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর।

অথবা, **স্বয়ংরূপ এক**—দুইরূপে স্ফূর্ত্তির মধ্যে একরূপ হইলেন স্বয়ংরূপ—তিনি হইলেন ব্রজবিলাসী গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ। স্বয়ংরূপ অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ রূপ বলিয়া তিনি হইলেন পরব্রহ্ম, রসস্বরূপ, তাহাতেই রস-স্বরূপত্বের (অর্থাৎ আস্বাদ্যত্বের এবং রসিকত্বের) পূর্ণতমবিকাশ—অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় বিগ্রহরূপে পরম আস্বাদ্য এবং রসিক-শেখররূপে পরম রস-আস্বাদক। দুইটী রসের আস্বাদনেই আস্বাদকত্বের বা রসিক-শেখরত্বের পূর্ণ সার্থকতা—ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস এবং স্বীয় মাধুর্য্যরস। পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাস তিনি আস্বাদন করেন তাঁহাদের প্রেমের বিষয়রূপে। স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে হইলে প্রেমের আশ্রয় হইতে হয়; কারণ, মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইল প্রেম; অখণ্ড প্রেমের আশ্রয় না হইলে তাঁহার অখণ্ড মাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব নয়। ব্রজবিলাসী গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম বিকাশময় প্রেমের বিষয়মাত্র, আশ্রয় নহেন। তাই তাঁহার পক্ষে তাঁহার পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাস সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করাই সম্ভব, কিন্তু স্বীয় মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব নহে। এজন্য কেবলমাত্র প্রেমের বিষয়রূপে তাঁহার রস-আস্বাদন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার রসিক শেখরত্বও চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে না; যেহেতু, এইরূপে তাঁহার স্বীয় মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব হয় না। তাই, পূর্ণতম প্রেমের (শ্রীরাধার প্রেমের) আশ্রয়রূপেও তিনি স্বীয় মাধুর্য্যরস আস্বাদন করেন। এই আশ্রয়রূপেও তিনি শ্রীকৃষ্ণই, স্বয়ংরূপই। তবে এই রূপে তিনি হয়েন—রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ, অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর, তাঁহার বাহিরে গৌরবর্ণের একটা আবরণ থাকে। তিনিও শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন, তাই এই পয়ারোক্তির সহিত বিরোধ হয় না। ভূমিকায় "শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অথবা, কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, প্রভু বলিতেছেন—**স্বয়ংরূপ এক**—স্বয়ংরূপের এক আবির্ভাব হইতেছেন কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি। সর্ব্বদা আত্মগোপন-তৎপর প্রভু অন্য আবির্ভাবের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। "স্বয়ংরূপ এক" এস্থলে "এক" শব্দে "এক আবির্ভাব" মনে করিলে "অন্য আবির্ভাবের কথাও ধ্বনিত হইতে পারে।

প্রকাশ—একটী বিশেষ অর্থে এস্থলে প্রকাশ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪০-৪১। প্রকাশ আবার দুই রকম—প্রাভব-প্রকাশ ও বৈভব-প্রকাশ। একই দেহ যদি সর্ব্বতোভাবে সমান বহুদেহরূপে আবির্ভূত হয়, তবে এই বহুদেহের প্রত্যেককে মূলদেহের **প্রাভব-প্রকাশ** বলে। প্রাভব-প্রকাশে প্রকাশরূপের সহিত মূলদেহের কোনও অংশেই পার্থক্য থাকে না। রাসের সময়ে এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক কৃষ্ণমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই সকল মূর্ত্তির মধ্যে পরস্পরের কোনও পার্থক্য ছিল না। আবার দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ ষোলহাজার গৃহে ষোলহাজার মহিষীকে ষোলহাজার দেহ প্রকাশ করিয়া, একই সময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন; এই ষোলহাজার দেহের মধ্যেও পরস্পর কোনও পার্থক্য ছিল না। এইরূপ প্রকাশকে প্রাভব-প্রকাশ বলে। পরবর্ত্তী ১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ১।১।৩৭ পয়ারে এই প্রাভব-প্রকাশকেই "মুখ্য প্রকাশ" বলা হইয়াছে।

১৪২। **সৌভর্য্যাদি**—সৌভরী+আদি; সৌভরী প্রভৃতি ঋষিগণ।—সৌভরী-ঋষি মান্ধাতার পঞ্চাশটী কন্যাকে বিবাহ করিয়া যোগ-প্রভাবে নিজে পঞ্চাশটী দেহ ধারণ করিয়া পঞ্চাশ পত্নীর সঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন।

তথাহি (ভা. ১০।৬৯।২)—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥ ২৫

সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাবাবেশভেদে নাম 'বৈভবপ্রকাশে'॥ ১৪৩

অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ॥
আকার-বর্ণ-অস্ত্রভেদে নামবিভেদ॥ ১৪৪

তথাহি (ভা. ১০।৪০।৭)—

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সাংখ্যযোগত্রয়ীমার্গো উক্তাঃ, বৈষ্ণবশৈবমার্গাবাহ দ্বয়েন অন্যে চেতি। সংস্কৃতাত্মানো বৈষ্ণব-শৈব-দীক্ষয়া দীক্ষিতাঃ সন্তস্তে ত্বয়া অভিহিতেন পঞ্চরাত্রাদিবিধিনা। ত্বন্ময়াস্ত্বন্ময়ত্বেন আত্মানং চিন্তয়ন্তঃ ত্বদেকপ্রধানা ইতি বা। বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধভেদেন বহুমূর্ত্তিং নারায়ণরূপেণৈকমূর্ত্তিকঞ্চ ত্বামেব যজন্তি। স্বামী। ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই পঞ্চাশটী দেহ সৌভরীর কায়ব্যূহ। শ্রীকৃষ্ণ যে রাসে বা মহিষী-বিবাহে বহু রূপ প্রকট করিয়াছিলেন, তাহা সৌভরীর কায়ব্যূহের মত নহে। শ্রীকৃষ্ণের বহু রূপ দেখিয়া নারদ বিস্মিত হইয়াছিলেন। ঐ সকল যদি শ্রীকৃষ্ণের কায়ব্যূহ হইত, তাহা হইলে নারদের বিস্ময় হইত না; কারণ, নারদও কায়ব্যূহ সৃষ্টি করিতে জানিতেন; সুতরাং কায়ব্যূহ দর্শনে তাঁহার চমৎকৃত হওয়ার কারণ কিছুই নাই। প্রকাশ ও কায়ব্যূহে পার্থক্য এই :—কায়ব্যূহ যোগবলে নির্ম্মিত দেহ; প্রকাশ তাহা নহে, ইহাতে একই দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকট হয়; শ্রীকৃষ্ণের দেহ বিভু বলিয়াই ইহা সম্ভব। প্রকাশে রূপ-সাম্য এবং কায়ব্যূহে ক্রিয়াসাম্য বর্ত্তমান। ১।১।৩২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ২৫। **অন্বয়।** অন্বয়াদি ১।১।৩২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৪২ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৪৩। এই পয়ারে বৈভব-প্রকাশের লক্ষণ বলিতেছেন। স্বয়ংরূপের দেহে যদি অন্যরূপ অঙ্গ সন্নিবেশ (চতুর্ভুজাদি), অথবা অন্যরূপ বর্ণ (শ্বেতাদি), ভাব ও আবেশ ভেদে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে এই প্রকাশকে বৈভব-প্রকাশ বলে। **সেই বপু**—স্বয়ংরূপের দেহ। **সেই আকৃতি**—স্বয়ংরূপের অঙ্গ-সন্নিবেশ; অথবা স্বয়ংরূপের বর্ণ। আকৃতি—শব্দের দুইটী অর্থ হয়; অঙ্গ-সন্নিবেশ এবং রূপ (বর্ণাদি); "আকৃতিঃ কথিতা রূপে সামান্য-বপুষোরপি"—বিশ্বঃ। দুইটী সামান্য দেহের রূপকে আকৃতি বলে। কৃষ্ণ ও বলরামের সামান্য দেহ, অর্থাৎ দেহের অবয়ব সন্নিবেশ একরূপ; কিন্তু তাঁহাদের রূপ বা বর্ণ বিভিন্ন; এই বিভিন্ন রূপকে আকৃতি বলে। **পৃথক্ যদি ভাসে**—যদি পৃথক্ (ভিন্ন) রূপে প্রকাশ পায়, বা প্রতিভাত হয়। **ভাবাবেশ ভেদে**—ভাব (স্বভাব) ও আবেশ ভেদে।

১৪৪। **মূর্ত্তিভেদ**—শ্রীকৃষ্ণে দেহদেহী ভেদ না থাকায় মূর্ত্তি-অর্থে এস্থলে মূর্ত্তিমান্‌কেই বুঝাইতেছে। ১।৭।১০৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অনন্ত প্রকাশে ইত্যাদি**—প্রাভব ও বৈভব প্রকাশে অনন্তরূপে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ প্রকাশিত হইলেও, ঐ অনন্তরূপে মূল তত্ত্ব বস্তুর কোনও ভেদ বা পার্থক্য নাই। বহুমূর্ত্তিতেও তিনি একমূর্ত্তি। মূল তত্ত্ব-বস্তু ঠিক থাকিয়া আকার, বর্ণ ও অস্ত্র-আদির বিভিন্নতা-বশতঃ প্রকাশের নাম বিভিন্ন হইয়া থাকে। অথবা **মূর্ত্তিভেদ**—দেহভেদ বা বিগ্রহভেদ। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার একই বিগ্রহেই অনন্ত স্বরূপে প্রকাশ পায়েন। এই অনন্ত স্বরূপের বিগ্রহে ও তাঁহার বিগ্রহে কোনও রূপ ভেদ নাই। "একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ॥" ২।৯।১৪১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **আকার**—অবয়ব-সন্নিবেশ। **বর্ণ**—কৃষ্ণ বা শ্বেতাদি। **অস্ত্র**—সুদর্শনাদি।

এই পয়ারের প্রথমার্দ্ধের উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৬। **অন্বয়।** **অন্যে চ** (সাংখ্য-যোগ-বেদমার্গাবলম্বিগণব্যতীতও অন্যেরা—শৈব-বৈষ্ণবমার্গাবলম্বীরা) **সংস্কৃতাত্মানঃ** (দীক্ষাদিগ্রহণপূর্ব্বক বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া) **ত্বন্ময়াঃ** (ঐকান্তিকভাবে তোমাকে চিন্তা করিয়া) তে

বৈভব-প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র-ভেদ, সব কৃষ্ণের সমান ॥ ১৪৫
বৈভব-প্রকাশ যৈছে—দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ, কভু হয় চতুর্ভুজ ॥ ১৪৬
যেকালে দ্বিভুজ—নাম ‘প্রাভব-প্রকাশ’।
চতুর্ভুজ হৈলে নাম—‘বৈভব-বিলাস’ ॥ ১৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(তোমাকর্তৃক) অভিহিতেন (উপদিষ্ট) বিধিনা (বিধি-অনুসারে) বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং (বহুস্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়াও স্বরূপতঃ একই মূর্ত্তিবিশিষ্ট) ত্বাং (তোমাকে) যজন্তি (উপাসনা করিয়া থাকে) ;

অনুবাদ। শ্রীঅক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—(সাংখ্যযোগ-বেদমার্গাবলম্বী ব্যতীতও শৈব-বৈষ্ণবমার্গাবলম্বী) অপর ব্যক্তিগণ (দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক) বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ঐকান্তিকভাবে তোমার চিন্তাপূর্ব্বক তোমারই উপদিষ্ট (নারদপঞ্চরাত্রাদির) বিধি অনুসারে—বহু স্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়াও স্বরূপতঃ একই মূর্ত্তি-বিশিষ্ট তোমারই উপাসনা করিয়া থাকেন। ২৬

শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্রজ হইতে মথুরা লইয়া যাওয়ার সময়ে পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে রথে রাখিয়া শ্রীঅক্রূর যখন যমুনায় মধ্যাহ্ন-স্নান করিতে নামিয়াছিলেন, তখন জলের মধ্যে ডুব দিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকেই দেখিতে পাইলেন। বিস্মিত হইয়া শ্রীঅক্রূর—শ্রীরামকৃষ্ণ রথোপরি আছেন কিনা, তাহা দেখিবার নিমিত্ত তীরে উঠিয়া দেখিলেন যে, দুই ভাই রথোপরিই আছেন। তখন তিনি পুনরায় যমুনায় ডুব দিয়া দেখিলেন যে, এবার যমুনাজলে রামকৃষ্ণ নাই ; কিন্তু তৎস্থলে অহীশ্বর শেষনাগের ক্রোড়ে সিদ্ধ-চারণাদিকর্তৃক স্তূয়মান নবজলধরকান্তি এক চতুর্ভুজরূপ বিরাজিত ; অক্রূর তখন এই চতুর্ভুজ রূপকেও শ্রীকৃষ্ণেরই এক রূপ বুঝিতে পারিয়া করযোড়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি স্তবমধ্যে বলিলেন—সাংখ্যযোগীরাও তোমারই আরাধনা করিয়া থাকেন ; বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডবিদ্ ব্রাহ্মণগণও তোমারই উপাসনা করিয়া থাকেন এবং তদ্ব্যতীত অন্যেরাও শৈব-বৈষ্ণবাদিমার্গের উপাসকেরাও তোমার উপদিষ্ট বিধি অনুসারে তোমাকেই চিন্তা করিয়া তোমারই উপাসনা করিয়া থাকেন। বিভিন্ন মার্গের উপাসকগণ বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা করিলেও—সেই সকল বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ তোমারই বিভিন্ন রূপ বলিয়া, তুমি একই মূর্ত্তিতে সেই সকল বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছ বলিয়া, এসকল বিভিন্ন রূপ তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহেন বলিয়া এবং এই সকল বিভিন্ন মূর্ত্তিতেও তুমি একমূর্ত্তিই বলিয়া—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রূপের উপাসনাও তোমার উপাসনাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে।

“অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ”-এই ১৪৪-পয়ারোক্তের প্রমাণ এই শ্লোকস্থ “বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্”-পদ।

১৪৫। এই পয়ারে ও পরবর্ত্তী পয়ারে বৈভব-প্রকাশের দৃষ্টান্ত দিতেছেন। শ্রীবলরামের দেহ ও শ্রীকৃষ্ণের দেহের অবয়ব-সন্নিবেশ একইরূপ, উভয়েই দ্বিভুজ (একই বপু) ; কিন্তু তাঁহাদের বর্ণ (রূপ বা আকৃতি ; পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) ভিন্ন ; শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ কৃষ্ণ, বলরামের বর্ণ শ্বেত। শ্রীকৃষ্ণের যশোদানন্দন-স্বভাব ও তদ্রূপ আবেশ ; বলরামের রোহিণী-নন্দন স্বভাব ও তদ্রূপ আবেশ ; অথচ স্বরূপতঃ উভয়ে একই ; উভয়েরই গোপভাব। এজন্য বলরামকে শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ বলে।

১৪৬। চতুর্ভুজ দেবকীনন্দনও যশোদানন্দন-কৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ। দেবকীনন্দন ও যশোদানন্দন দুইজন নহেন। মথুরায় বা দ্বারকায় যশোদানন্দন-কৃষ্ণই দেবকীনন্দন বলিয়া প্রকাশ পায়েন ; মথুরা-বাসী বা দ্বারকাবাসীরা তাঁহাকে দেবকীনন্দন বলিয়া মনে করেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজের যশোদাস্তনন্ধয়ত্ব (যশোদাপুত্রত্ব) স্বভাব ত্যাগ করেন না। “যশোদাস্তনন্ধয়ত্ব-স্বভাবং ন ত্যজেৎ”—শ্রীলঘুভাগবতামৃতের কৃষ্ণা ১৯। টীকায় বলদেব বিদ্যাভূষণ।

১৪৭। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের এইরূপ পাঠ আছে :—“যে কালে দ্বিভুজ নাম বৈভব-প্রকাশ। চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব প্রকাশ।” এই পাঠের সঙ্গে পূর্ব্বোল্লিখিত “এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে” ইত্যাদি

স্বয়ংরূপে: গোপবেশ গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ—'আমি ক্ষত্রিয়' জ্ঞান॥ ১৪৮
সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্য বিলাস।
ব্রজেন্দ্র নন্দনে ইহাঁ অধিক উল্লাস॥ ১৪৯
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজায় লোভ॥ ১৫০

তথাহি ললিতমাধবে (৪।১৯)—

উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমীক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃকেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্বিচ্ছতি॥ ২৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

উদ্গীর্ণেতি। হন্তেতি হর্ষে হে সখে মুহুরসৌ চারণঃ নৃত্যকারী মামকং দ্বৈতং দ্বিতীয়স্বরূপং সমীক্ষয়ন্ দর্শয়ন্ চিত্রীয়তে চিত্রমিবাচরণং কারয়তে। যস্য নৃত্যকারিণঃ স্বরূপতাং মৎসদৃশীমূর্ত্তিং প্রেক্ষ্য মে চেতঃ ব্রজবধূঃ শ্রীরাধা তস্যাঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪০ পয়ারোক্ত-প্রাভব-প্রকাশের লক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে না; এইজন্য এই পাঠটী গৃহীত হইল না। দ্বিভুজ-স্বরূপে স্বয়ংরূপের সহিত একরূপ আকারই থাকে; এজন্য দ্বিভুজস্বরূপ প্রাভব-প্রকাশ। আর চতুর্ভুজরূপে দ্বিভুজ স্বয়ংরূপ হইতে আকার বা অঙ্গ-সন্নিবেশের পার্থক্য থাকে বলিয়া চতুর্ভুজরূপ বৈভব-প্রকাশ।

বৈভব-বিলাস—বৈভবরূপে বিলাস বা লীলা করেন যিনি; বৈভব-প্রকাশ। পরবর্ত্তী ১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৮। স্বয়ংরূপে ও বাসুদেবে (দেবকীনন্দনে) যে ভাব ও বেশের পার্থক্য আছে, তাহা এই পয়ারে দেখাইতেছেন। স্বয়ংরূপের গোপবেশ, বাসুদেবের (দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজের) ক্ষত্রিয়বেশ। স্বয়ংরূপের গোপ-অভিমান (ভাব), তিনি নিজেকে গোপ বলিয়া মনে করেন; বাসুদেব নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন।

লঘুভাগবতামৃতের মতে, চতুর্ভুজ-বাসুদেবও নিজেকে যশোদাস্তনন্ধয় বলিয়া মনে করেন। 'ক্বচিৎচতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্। অতঃ প্রকাশ এব স্যাৎ তস্যাসৌ দ্বিভুজস্য চ॥ ল. ভা. কৃ. ১৯॥" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কখনও চতুর্ভুজ হইলেও (রুক্মিণীকে সান্ত্বনা দেওয়ার সময়ে চতুর্ভুজ হইয়াছিলেন, তখনও তিনি) যশোদা-নন্দনত্ব-স্বভাব ত্যাগ করেন নাই। হাসাদি-ধর্ম্মের ন্যায় চতুর্ভুজত্ব প্রকাশ পায়, কিন্তু তখনও কৃষ্ণের স্বভাব অপরিবর্ত্তিত থাকে। 'যশোদাস্তনন্ধয়ত্বস্বভাবং ন ত্যজেৎ। * * * কদাচিৎ হাসাদি-ধর্ম্মবৎ চতুর্ভুজত্বস্য প্রকাশেঽপি তৎস্বভাবস্য তত্র স্থিতত্বাৎ ন কাচিৎ বিক্ষতিঃ।"—উক্ত শ্লোকের টীকা। স্বয়ংরূপে ও চতুর্ভুজরূপে যশোদা-স্তনন্ধয়ত্ব-স্বভাবটী অপরিবর্ত্তিত আছে বলিয়াই, আকার, ভাব ও বেশাদির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও চতুর্ভুজরূপকে স্বয়ংরূপের প্রকাশ বলা হইয়াছে। পরব্যোমনাথও চতুর্ভুজ, কিন্তু তাঁহার যশোদা-স্তনন্ধয়ত্ব-ভাব না থাকায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হইলেন না।

১৪৯। প্রকাশরূপ বাসুদেব অপেক্ষা স্বয়ংরূপ-শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বৈদগ্ধ্য ও বিলাসাদি স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে স্ফূর্ত্তি পায়। বৈদগ্ধ্য—শিল্পাদি চৌষট্টি বিদ্যায় নিপুণতা। বিলাস—লীলা।

১৫০। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে দেখাইতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দেখিয়া বাসুদেবেরও ক্ষোভ জন্মিয়াছিল এবং তাহা আস্বাদনের জন্য লোভ জন্মিয়াছিল। কিন্তু বাসুদেবের মাধুর্য্যাদি দেখিয়া কখনও শ্রীকৃষ্ণের ক্ষোভ বা লোভ জন্মে নাই। ইহাতেই বাসুদেব অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। গোবিন্দ—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম গোবিন্দ। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৩ পয়ার দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৭। অন্বয়। সখে (হে সখে)! হন্ত (অহো) অসৌ (এই) চারণঃ (নৃত্যকারী নট—নন্দনন্দন-

মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্ব-নৃত্য-দরশনে। পুন দ্বারকাতে যৈছে চিত্র-বিলোকনে॥ ১৫১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সারূপ্যং অস্থ নিরন্তরং ইচ্ছতি কাময়তে ইতি সত্যং ব্রবীমীতিশেষঃ। যে কতভূতস্য উদ্গীর্ণঃ প্রসরণশীলঃ অদ্ভুতমাধুরী-পরিমলো যস্য পুনঃ আভীরঃ গোপস্তজ্জাতীয়ালীলা যস্য তস্য কিম্ভূতং চেতঃকেলিকুতূহলোত্তরলিতমিতি। চক্রবর্ত্তী।২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

বেশধারী নট) উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্য (অদ্ভুত মাধুর্য্যপরিমল প্রকাশক) আভীরলীলস্য (গোপলীলাকারী) মে (আমার) দ্বৈতং (দ্বিতীয়রূপ—কৃত্রিমরূপ) সমীক্ষয়ন্ (প্রদর্শন করাইয়া) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) চিত্রীয়তে (আশ্চর্য্যান্বিত—চমৎকৃত করিতেছে)। যস্য (যাঁহার—যে নটের) স্বরূপতাং (মৎসদৃশীমূর্ত্তি) প্রেক্ষ্য (দর্শন করিয়া) কেলিকুতূহলোত্তরলিতং (কেলিকৌতুকার্থ সাতিশয় চঞ্চলতাপ্রাপ্ত) মামকং (আমার) চেতঃ (চিত্ত) ব্রজবধূসারূপ্যং (ব্রজবধূ শ্রীরাধার সারূপ্য) অন্বিচ্ছতি (ইচ্ছা করিতেছে)—[ইতি] (ইহা) সত্যং (সত্য)।

অনুবাদ। মথুরায় গন্ধর্ব্ব-নৃত্যকালে গোপবেশ-নন্দ-নন্দন কৃষ্ণের বেশধারী গন্ধর্ব্বকে দেখিয়া বাসুদেব উদ্ধবকে সহর্ষে বলিয়াছেন :—হে সখে! অহো! (নন্দ-নন্দনবেশধারী) এই নট অদ্ভুত মাধুর্য্য-পরিমল-প্রকাশক এবং গোপলীলাকারী আমার (শ্রীকৃষ্ণের) দ্বিতীয়রূপ (কৃত্রিমরূপ) প্রদর্শন করাইয়া পুনঃ পুনঃ (আমাকে) চমৎকৃত করিতেছে। এই নটের মৎ-সদৃশী মূর্ত্তি দেখিয়া (গোপ লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত) কেলি কৌতুকার্থ অতিশয় চঞ্চলতা প্রাপ্ত আমার মন ব্রজবধূ শ্রীরাধার সারূপ্য ধারণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছে—ইহা আমি সত্য বলিতেছি। ২৭

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় ছিলেন, তখন এক সময়ে গন্ধর্ব্বগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অভিনয় করিয়াছিল। সেই অভিনয়ে যে গন্ধর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়াছিল, যোগমায়ার প্রভাবে তাহার দেহে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি প্রকটিত হইয়াছিল; তাহা দেখিয়া বাসুদেব কৃষ্ণের এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, তিনি সহর্ষে উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—হে উদ্ধব! এই যে **চারণঃ**—গন্ধর্ব্ব, নট, যে আমার ব্রজের বেশ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছে সেই নট, **উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরী পরিমলস্য**—প্রসরণশীল অদ্ভুত মাধুরীর (মাধুর্য্যের) পরিমল (সুগন্ধ) যাঁহার, এই নটের অভিনয়কালে তাহার সাজান রূপ হইতে যে অদ্ভুত-অত্যাশ্চর্য্য-মাধুর্য্য সম্ভার চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে, সেই মাধুর্য্য-সম্ভারযুক্ত এবং **আভীরলীলস্য**—আভীর (গোপ)-অভিমানে লীলাকারী **মে**—আমার **দ্বৈতং**—দ্বিতীয় রূপ, (আমার সাজে সজ্জিত আমার কৃত্রিম রূপ) **সমীক্ষয়ন্**—দেখাইয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ **চিত্রীয়তে**—চমৎকৃত করিতেছে—(তাহার কৃত্রিম রূপ হইতে বিচ্ছুরিত অপূর্ব্ব-মাধুর্য্য-সম্ভারদ্বারা)। আমার সাজে সজ্জিত এই নটের অঙ্গ হইতে যে মাধুরী বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া, **যস্য স্বরূপতাং প্রেক্ষ্য**—এই নট আমার যে কৃত্রিম রূপ ধারণ করিয়াছে, সেই রূপেরই মাধুর্য্য দর্শন করিয়া গোপলীল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে—আমারই ব্রজের স্বরূপের সঙ্গে **কেলিকুতূহলোত্তরলিতং**—কেলি (ক্রীড়া) করিবার নিমিত্ত যে অদম্য কুতূহল জন্মিয়াছে, তদ্দ্বারা উত্তরলিত (অতিশয়রূপে চঞ্চলতাপ্রাপ্ত) আমার **চিত্ত ব্রজবধূসারূপ্যং**—ব্রজবধূ শ্রীরাধার সারূপ্য, শ্রীরাধার ন্যায় আকৃতি ও রূপ লাভ করিবার নিমিত্ত **অন্বিচ্ছতি**—অনবরত ইচ্ছা করিতেছে। আমার ব্রজের স্বরূপের প্রেয়সী হইয়া শ্রীরাধারই ন্যায় আমার ব্রজের স্বরূপের মাধুর্য্য আস্বাদন করার নিমিত্ত আমার লোভ জন্মিতেছে।

১৫০ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৫১। কোন্ কোন্ সময়ে গোবিন্দের মাধুর্য্য দর্শন করিয়া বাসুদেবের ক্ষোভ জন্মিয়াছিল, তাহা বলিতেছেন। **মথুরায় গন্ধর্ব্ব-নৃত্য-দরশনে**—শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় ছিলেন, তখন গন্ধর্ব্বগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অভিনয় করিয়াছিল। সেই অভিনয়ে যে গন্ধর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়াছিল, যোগমায়ার প্রভাবে তাহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দনেরমা ধুর্য্য

তথাহি (ললিতমাধবে ৮।৩২)—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্য পূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥ ২৮

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতিভেদে 'তদেকাত্মরূপ' নাম তার॥১৫২
তদেকাত্মরূপের 'বিলাস' 'স্বাংশ' দুই ভেদ।
বিলাস-স্বাংশের ভেদ—বিবিধ বিভেদ॥ ১৫৩
প্রাভব বৈভবভেদে 'বিলাস' দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস-ভেদে অনন্ত প্রকার॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রকটিত হইয়াছিল। এই মাধুর্য্য দেখিয়া বাসুদেবের চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল, এবং ব্রজবধূ শ্রীরাধার ন্যায় এই মাধুর্য্য আস্বাদন করার জন্য তাঁহার লোভ হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত "উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরী"—ইত্যাদি শ্লোক ইহার প্রমাণ।

দ্বারকাতে যৈছে চিত্র বিলোকনে—দ্বারকায় মণি-ভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের চিত্র (প্রতিবিম্ব) দর্শন করিয়া প্রতিবিম্বের মাধুর্য্য দর্শনপূর্ব্বক লুব্ধ হন, এবং রাধিকার ন্যায় ঐ মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে লুব্ধ হন, নিম্নের শ্লোক ইহার প্রমাণ।

শ্লো। ২৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৫২। ১৩৯-৫১ পয়ারে স্বয়ংরূপ ও তাহার বিভিন্ন প্রকাশের কথা বলিয়া এক্ষণে তদেকাত্মরূপের কথা বলিতেছেন।

এই পয়ারে "তাদেকাত্মরূপের" লক্ষণ বলিতেছেন। **সেই বপু**—স্বয়ংরূপের দেহ। **ভিন্নাভাসে**—ভিন্নরূপ বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক ভিন্ন নহে। **ভিন্নাকার**—আকার বা অঙ্গসন্নিবেশ ভিন্ন। **ভাবাবেশাকৃতিভেদে**—স্বভাব, আবেশ ও আকৃতিভেদে। তদেকাত্মরূপের লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৮ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১৫৩। তদেকাত্মরূপ দুই রকমের ; বিলাস ও স্বাংশ। **বিলাস**—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ কোনও লীলা বিশেষের জন্য যদি অন্য আকারে প্রতিভাত হয়েন, এবং এই অন্য আকারের শক্তি যদি প্রায় স্বয়ংরূপের তুল্য হয় (অর্থাৎ স্বয়ংরূপ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন হয়), তবে এই অন্য আকারকে "বিলাস" বলে। "স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥ ল. ভা. কৃ. ১৫।" গোবিন্দের বিলাস পরব্যোমনাথ। **স্বাংশ**—যিনি বিলাসের ন্যায় স্বয়ংরূপের সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও বিলাস অপেক্ষা অল্পপরিমিত শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে "স্বাংশ" বলে। স্বস্বধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎস্যাদি লীলাবতারগণ স্বাংশ। "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু॥ ল. ভা. কৃ. ১৭॥" **বিলাস-স্বাংশের ভেদ**—বিলাস এবং স্বাংশ আবার অনেক রকমের আছে। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা বিবৃত হইতেছে।

১৫৪। **বিলাস দ্বিধাকার**—বিলাস দুই রকম ; প্রাভব-বিলাস ও বৈভব-বিলাস। শক্তির তারতম্যানুসারে এই দুইটি শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে। প্রাভবে অল্পশক্তির বিকাশ ; বৈভবে তদপেক্ষা বেশী শক্তির বিকাশ। "প্রাভবেষু অল্পাঃ শক্তয়ঃ, বৈভবেষু তেভ্যোঽধিকাস্তাঃ।" বিশেষ বিবরণ লঘুভাগবতামৃতে প্রাভব-বৈভব প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

[প্রাভব-বিলাস অপেক্ষা বৈভব-বিলাসেই অধিক শক্তির বিকাশ দেখা যায়। সমস্ত প্রাভব এবং বৈভব-স্বরূপেই যদি এইরূপ শক্তির তারতম্য থাকে, তবে বৈভব-প্রকাশেও প্রাভব-প্রকাশ অপেক্ষা অধিক শক্তি বিকশিত হইবে। ইহাই যদি হয়, তবে রাসে এবং মহিষী-বিবাহে যে রূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "প্রাভব-প্রকাশ" না হইয়া "বৈভব-প্রকাশ"ই হইবে, এবং বলরাম ও চতুর্ভুজ বাসুদেব "বৈভব-প্রকাশ" না হইয়া "প্রাভব-প্রকাশ" হইবে। কারণ, চতুর্ভুজ বাসুদেব অপেক্ষা দ্বিভুজ রাসবিহারী-প্রকাশেই শক্তির বিকাশ অধিক। এই মীমাংসা সমীচীন হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৭ পয়ারের টীকায় যে পাঠান্তরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত হইবে এবং পরবর্ত্তী পয়ারাদিতেও তদনুরূপ পরিবর্ত্তন সমীচীন হইবে।]

প্রাভব-বিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—মুখ্য চারিজন ॥ ১৫৫
ব্রজে গোপভাব রামের—পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন ।
বর্ণ-বেশ-ভেদ তাতে 'বিলাস' তার নাম ॥ ১৫৬
বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব-বিলাসে ।
এক মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাবভেদে ভাসে ॥ ১৫৭
আদি চতুর্ব্যূহ—ইঁহার কেহো নাহি সম ।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ ॥ ১৫৮
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব-বিলাস ।
দ্বারকা-মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥ ১৫৯
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ ।
অস্ত্রভেদে নামভেদ বৈভব-বিলাস ॥ ১৬০
পুন কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লৈয়া পূর্ব্বরূপে ।
পরব্যোমমধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥ ১৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিলাসের বিলাস—প্রাভব-বিলাস ও বৈভব-বিলাসের আবার অনেক রকম বিলাস বা ভেদ আছে।

১৫৫। এই পয়ারে প্রাভব-বিলাসের উদাহরণ দিতেছেন। **সঙ্কর্ষণ**—দ্বারকা চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ দ্বারকার ভাববিশিষ্ট বলরাম। **বাসুদেব**—আদিব্যূহ; বসুদেব-নন্দনাভিমানী। **প্রদ্যুম্ন**—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। **অনিরুদ্ধ**—প্রদ্যুম্নের পুত্র।

১৫৬। ব্রজের বলরাম এবং দ্বারকার বলরামের পার্থক্য দেখাইতেছেন। উভয় ধামে বলদেবের একই দেহ; কিন্তু ভাব ও বেশের পার্থক্য আছে। ব্রজে তাঁহার গোপভাব এবং গোপবেশ; দ্বারকায় ক্ষত্রিয়-ভাব এবং ক্ষত্রিয়-বেশ। এই ভাব ও বেশের পার্থক্য বশতঃই তাঁহাকে একবার (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৫ পয়ারে) বৈভব-প্রকাশ, একবার (১৫৫ পয়ারে) প্রাভব-বিলাস বলা হইয়াছে। বলদেব যখন ব্রজের ভাবে ও ব্রজের বেশে থাকেন, তখন তিনি বৈভব-প্রকাশ, আর যখন দ্বারকার ভাবে ও দ্বারকার বেশে থাকেন, তখন তিনি প্রাভব-বিলাস। **পুরে**—মথুরায় ও দ্বারকায়। **বর্ণ-বেশভেদ**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভেদ; "স্বরূপমন্যাকারং"-স্বরূপ (স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ) হইতে (বর্ণ বেশাদির পার্থক্যবশতঃ) অন্য আকারে প্রতিভাত হয়েন বলিয়া তিনি বিলাস।

১৫৭। **একমূর্ত্ত্যে**—প্রাভব-বিলাসে ও বৈভব-বিলাসে বলদেবের দুইটি মূর্ত্তি নহে; একই মূর্ত্তি; কেবল ভাবের পার্থক্যবশতঃ নামের পার্থক্য।

১৫৮। **আদিচতুর্ব্যূহ**—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি মূর্ত্তি প্রথম চতুর্ব্যূহ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত চতুর্ব্যূহ আছেন; কিন্তু দ্বারকা চতুর্ব্যূহ হইতেই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত অনন্ত চতুর্ব্যূহের প্রকাশ; এজন্য দ্বারকা চতুর্ব্যূহকে মূল চতুর্ব্যূহ বা আদি চতুর্ব্যূহ বলে।

ইঁহার—এই আদি চতুর্ব্যূহের।

প্রাকট্যকারণ—প্রকটনের মূল কারণ।

১৫৯। **এই চারি**—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। **মথুরা-দ্বারকা ইত্যাদি**—মথুরা ও দ্বারকা এই চতুর্ব্যূহের নিত্যধাম।

১৬০। বাসুদেবাদি চারি মূর্ত্তি হইতে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম, উপেন্দ্র, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি ও কৃষ্ণ এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছেন। ইঁহাদের বিবরণ পরবর্ত্তী ১৬৪-৭৫ পয়ারে দেওয়া হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই বৈভব-বিলাস। **অস্ত্রভেদে নামভেদ**—ইঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ, অস্ত্রধারণের ক্রমের পার্থক্যানুসারে ইঁহাদের নামের পার্থক্য। পরবর্ত্তী ১৯৩-২০৫ পয়ারে ইঁহাদের অস্ত্রের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১৬১। পরব্যোমনাথ-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি, পরব্যোম তাঁহার ধাম। এই ধামেও তাঁহার বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিটি ব্যূহ আছে। **পূর্ব্বরূপে**—পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে; দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন চতুর্ব্যূহ

তাহা হৈতে পুন চতুর্ব্যূহ পরকাশে।
আবরণরূপে চারিদিকে যার বাসে ॥ ১৬২
চারিজনে পুন পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যাহা হৈতে বিলাসের পূর্ত্তি ॥ ১৬৩
চক্রাদিধারণ-ভেদে নামভেদ সব।
বাসুদেবমূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব ॥ ১৬৪
সঙ্কর্ষণমূর্ত্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ,—নহে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ১৬৫
প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর।
অনিরুদ্ধমূর্ত্তি—হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর ॥ ১৬৬
দ্বাদশ-মাসের দেবতা এই বারো জন।
মার্গশীর্ষে কেশব, পৌষে নারায়ণ ॥ ১৬৭
মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ ফাল্গুনে।
চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে ॥ ১৬৮
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন দেবেশ।
শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ ॥ ১৬৯
আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে দামোদর।
'রাধাদামোদর' অন্য ব্রজেন্দ্রকোঙর ॥ ১৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়া আছেন, পরব্যোমেও নারায়ণ তদ্রূপ চতুর্ব্যূহ মধ্যে আছেন। কোন কোন গ্রন্থে "পূর্ব্বরূপের" স্থলে "পূর্ণরূপে" পাঠ আছে। পূর্ণ ভগবানের সকল স্বরূপই সর্ব্বেশ্বরতা-হেতু-পূর্ণ; কিন্তু সকল স্বরূপে—সকল শক্তি সমানভাবে অভিব্যক্ত হয় না; পরেশত্বপ্রযুক্ত সকল স্বরূপ পূর্ণ হইলেও, শক্তির বিকাশ হিসাবে পূর্ণ নহে। "অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ। তথাপ্যখিলশক্তীনাং প্রাকট্যং তত্র নো ভবেৎ ॥ ল. ভা. কৃ. ৮৭ ॥"

পরব্যোম—কৃষ্ণলোক ও সিদ্ধলোকের মধ্যবর্ত্তী ধাম; এই পরব্যোমমধ্যেই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ অবস্থিত।

১৬২। তাহা হৈতে—পূর্ব্বোক্ত দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ হইতে। "আদি চতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইহার সম। অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য কারণ। ২।২০।১৫৮ ॥" দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ "সর্ব্বচতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে। দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে। ১।৫।২০, ৩৩ ॥" পরব্যোমের চতুর্ব্যূহ দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের প্রকাশ; পরব্যোমের বাসুদেব, দ্বারকার বাসুদেবের প্রকাশ; পরব্যোমের সঙ্কর্ষণ, দ্বারকার সঙ্কর্ষণের প্রকাশ ইত্যাদি। ইঁহারা সকলেই দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের মত চতুর্ভুজ। দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ হইতে পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের অস্ত্রাদির বিভিন্নতা আছে; এজন্য পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ হইল "বৈভব-বিলাস"।

আবরণরূপে—পরব্যোমনাথের আবরণরূপে। আবরণ—আবরণ-দেবতা। যার বাসে—যাঁহাদের স্থিতি।

চারিদিগে—বাসুদেব পূর্ব্বদিকে, সঙ্কর্ষণ-দক্ষিণে, প্রদ্যুম্ন পশ্চিমে, অনিরুদ্ধ উত্তরে।

১৬৩। চারিজনের—বাসুদেবাদি চারিজনের প্রত্যেকেরই আবার তিন তিনটী করিয়া বিলাস-মূর্ত্তি আছেন। তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ, অস্ত্রাদি-ধারণের প্রকার-ভেদে তাঁহাদের নামভেদ। পূর্ত্তি—পূরণ।

১৬৪। বাসুদেব মূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ ও মাধব এই তিন জন বাসুদেবের বিলাস।

১৬৫। সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু ও মধুসূদন এই তিন জন সঙ্কর্ষণের বিলাস। অন্য গোবিন্দ—সঙ্কর্ষণের বিলাস যে গোবিন্দ, তিনি স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন-গোবিন্দ নহেন।

১৬৬। এই পয়ারে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের বিলাসমূর্ত্তি উল্লিখিত হইয়াছে।

১৬৭। কেশবাদি পূর্ব্বোক্ত বার জন বৎসরান্তর্গত বার মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মার্গশীর্ষে—অগ্রহায়ণে; কেশব অগ্রহায়ণের দেবতা।

১৭০। কার্ত্তিকের দেবতা যে দামোদর, তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন-দামোদর নহেন। ব্রজেন্দ্রনন্দনকে যশোদা-মাতা "দাম" (রজ্জু)-দ্বারা "উদরে" বন্ধন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকেও দামোদর বলে। কার্ত্তিকের দেবতা, এই দামোদর নহেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন-দামোদর শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলিয়া তাঁহাকে "রাধা-দামোদর"ও বলে।

দ্বাদশ-তিলক মন্ত্র-নাম আচমনে।
এই দ্বাদশ নামে স্পর্শি তত্তৎস্থানে ॥ ১৭১
এই চারি জনের বিলাস অষ্টজন।
তা সভার নাম কহি শুন সনাতন ॥ ১৭২
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন।
হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র,—অষ্টজন ॥ ১৭৩
বাসুদেবের বিলাস—অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম।
সঙ্কর্ষণের বিলাস—উপেন্দ্র, অচ্যুত দুইজন ॥ ১৭৪
প্রদ্যুম্নের বিলাস—নৃসিংহ, জনার্দ্দন।
অনিরুদ্ধের বিলাস—হরি, কৃষ্ণ দুই জন ॥ ১৭৫
এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রাভব-বিলাস-প্রধান।
অস্ত্রধারণভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥ ১৭৬
ইহার মধ্যে যাহার হয় আকার-বেশ-ভেদ।
সেই সেই হয় বিলাস-বৈভব বিভেদ ॥ ১৭৭
পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন।
হরি, কৃষ্ণ আদি হয় আকারে বিলক্ষণ ॥ ১৭৮
কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস—বাসুদেবাদি চারি জন।
সেই চারি জনার বিলাস—বিংশতি গণন ॥ ১৭৯
ইহা সভার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোমধামে।
পূর্ব্বাদি অষ্টদিগে তিন-তিন ক্রমে ॥ ১৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭১। **দ্বাদশতিলক মন্ত্রনাম**—শরীরের দ্বাদশ স্থানে হরি-মন্দিরাখ্য তিলক রচনা করিয়া কেশবাদি দ্বাদশ নামে যথাক্রমে ঐ দ্বাদশ তিলক স্পর্শ করিয়া কেশবাদি মূর্ত্তির ধ্যান করিতে হয়। ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণ-কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণস্কন্ধে ত্রিবিক্রম, বামকুক্ষিতে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বামস্কন্ধে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং কটিতে দামোদর—এই দ্বাদশস্থানে দ্বাদশমূর্ত্তির ধ্যান করিতে হয়। **আচমনে**—আচমন কালে। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পাঠ আছে—"দ্বাদশ তিলক মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম। আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎস্থান।" বৈষ্ণবদিগের আচমনে পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬০ পয়ারের টীকায় কথিত চব্বিশ দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে হয়। এই দ্বাদশ দেবতার নামও ঐ চব্বিশের অন্তর্ভুক্ত। **স্পর্শি তত্তৎ স্থানে**—তিলক-রচনায় কেশবাদি নাম উচ্চারণ করিয়া ললাটাদিস্থান এবং আচমনেও কেশবাদি নাম উচ্চারণ করিয়া ওষ্ঠাদি স্থান স্পর্শ করিতে হয়। আচমনের বিবরণ হরিভক্তি বিলাসে ৩।১০২-০৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৭২। **এই চারি জনের**—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি জনের। পরবর্ত্তী পয়ারে আট জনের নাম এবং তাহার পরবর্ত্তী দুই পয়ারে, কে কাহার বিলাস, তাহা উক্ত হইয়াছে। এ আট জনের মধ্যে যে "কৃষ্ণ" একজন আছেন, ইনি ব্রজের বা দ্বারকা-মথুরার কৃষ্ণ নহেন।

১৭৬। **এই চব্বিশ মূর্ত্তি**—পরব্যোমের বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের চারিমূর্ত্তি, দ্বাদশমাসের দেবতা দ্বাদশমূর্ত্তি, চতুর্ব্যূহের বিলাস আট মূর্ত্তি, এই চব্বিশ মূর্ত্তি। **প্রাভব-বিলাস**—দ্বারকার চতুর্ব্যূহই শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-বিলাস; এই চব্বিশ মূর্ত্তি ঐ চতুর্ব্যূহের (প্রাভব-বিলাসেরই) বিলাস। সুতরাং এই পয়ারে "প্রাভব-বিলাসের বিলাস" অর্থেই "প্রাভব-বিলাস" শব্দের প্রয়োগ। **প্রধান**—সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে। **অস্ত্রধারণ-ভেদে**—অস্ত্রধারণের প্রকার-ভেদে। বাসুদেবাদি চব্বিশ মূর্ত্তির মধ্যে যিনি যাঁহার বিলাস, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার আকৃতির সমতা আছে; কেবল অস্ত্রধারণের প্রকারে পার্থক্য।

১৭৭। **ইহার মধ্যে**—এই চব্বিশ মূর্ত্তির মধ্যে। **বিলাস বৈভব**—বৈভব-বিলাসের বিলাস। পরবর্ত্তী পয়ারোক্ত পদ্মনাভাদি ছয়মূর্ত্তি বৈভব-বিলাসের বিলাস; তাঁহাদের আকৃতি-গত পার্থক্য আছে।

১৭৯। **বিংশতি গণন**—চব্বিশ মূর্ত্তির মধ্যে বাসুদেবাদি চারিমূর্ত্তির বিলাস অপর বিশ মূর্ত্তি।

১৮০। **ইঁহা সভার**—এই চব্বিশ মূর্ত্তির। পরব্যোমে ইঁহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ নিত্যধাম আছে। ভগবৎস্বরূপের ধামমাত্রকেই বৈকুণ্ঠ বলে। **পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে**—পূর্ব্বদিকে তিনজন, অগ্নিকোণে তিনজন, দক্ষিণে তিনজন ইত্যাদি। চারিদিক ও চারিকোণ এই অষ্টদিক।

যদ্যপি পরব্যোমে সভার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাহোঁ সন্নিধান ॥ ১৮১
পরব্যোমমধ্যে নারায়ণের নিত্যস্থিতি।
পরব্যোম-উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি ॥ ১৮২
এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধ-প্রকার—।
গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর ॥ ১৮৩
মথুরাতে—কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে—পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম ॥ ১৮৪
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে—শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে—বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ॥ ১৮৫
বিষ্ণুকাঞ্চীতে—বিষ্ণু, হরি রহে—মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥ ১৮৬
এইমত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সভার প্রকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে করেন বিলাস ॥ ১৮৭
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি ধর্ম্ম স্থাপিতে ॥ ১৮৮
ইহার মধ্যে কারো অবতারেহ গণন।
যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৮১। ব্রহ্মাণ্ডে কারো ইত্যাদি—কোনও কোনও মূর্ত্তির, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের কোনও কোনও স্থানেও আবির্ভাব আছে। সন্নিধান—স্থান।

১৮২। নিত্যস্থিতি—নারায়ণ নিত্যই পরব্যোমে থাকেন; ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার আবির্ভাব হয় না। বিভূতি—ঐশ্বর্য্য।

১৮৩। ১।৫।১৩-১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৪। ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ মূর্ত্তির আবির্ভাব, তাহা বলিতেছেন। মথুরাতে—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত মথুরাতে।

নীলাচলে ইত্যাদি—পুরুষোত্তমের এক নাম জগন্নাথ। ইনি পরব্যোমেও নিত্য বিরাজিত (২।২০।১৮১); আবার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত নীলাচলে বা শ্রীক্ষেত্রেও বিরাজ করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ২।২০।১৭৪ পয়ারে বলা হইয়াছে—পুরুষোত্তম (বা জগন্নাথ) হয়েন পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত বাসুদেবের বিলাস-রূপ। এই বাসুদেব হয়েন আবার দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত বাসুদেবের (বা দ্বারকা-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের) বিলাসরূপ। তাহা হইলে শ্রীজগন্নাথ হইলেন দ্বারকা-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের (বা দ্বারকা-চতুর্ব্যূহান্তর্গত বাসুদেবের) বিলাসের বিলাস। কিন্তু আবার শ্রীমন্ মহাপ্রভু অন্যত্র বলিয়াছেন—শ্রীজগন্নাথ হইতেছেন দ্বারকাবিহারী শ্রীকৃষ্ণ (২।১৪।১১৫)। উভয় উক্তিই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর। ইহার সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়।—নীলাচল-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক দ্বারকাবিহারী শ্রীকৃষ্ণই; নীলাচলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে যে সকল উৎসব হয়, তৎসমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় উৎসবই। তাঁহার সঙ্গের সুভদ্রা এবং বলদেবও তাঁহার দ্বারকাবিহারী-কৃষ্ণত্বই সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার অংশাংশ (২।২০।১৭৪ পয়ারোক্ত) পুরুষোত্তম এই দ্বারকাবিহারীরই অন্তর্ভুক্ত—অংশীর মধ্যে অংশের অবস্থান।

১৮৬। মায়াপুরে—হরিদ্বারে।

১৮৭। সপ্তদ্বীপে—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, কুশ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ। নবখণ্ড—ভারতবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমালবর্ষ, উত্তরকুরুবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, হরিবর্ষ ও কিংপুরুষবর্ষ এই নবখণ্ডে।

১৮৮। ভক্ত-সুখদান, অধর্ম্ম-বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপন—এই সব কারণেই এই সকল ভগবৎ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছেন।

১৮৯। ইহার মধ্যে—উক্ত চব্বিশ মূর্ত্তির মধ্যে। অবতারে গণন—কোন কোন মূর্ত্তি অবতাররূপে পরিগণিত; যেমন, বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন।

অস্ত্রধৃতিভেদ নামভেদের কারণ ।
চক্রাদি-ধারণভেদ শুন সনাতন ॥ ১৯০
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধঃপর্য্যন্ত ।
চক্রাদ্যস্ত্র-ধারণের গণনার অন্ত ॥ ১৯১
সিদ্ধার্থসংহিতা করে চব্বিশমূর্ত্তি গণন ।
তার মতে কহি আগে চক্রাদি-ধারণ ॥ ১৯২
বাসুদেব—গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-কর ।
সঙ্কর্ষণ—গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-ধর ॥ ১৯৩
প্রদ্যুম্ন—চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্ম-ধর ।
অনিরুদ্ধ—চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্ম-কর ॥ ১৯৪
পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজনিজ-অস্ত্রধর ।
শ্রীকেশব—পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদা-কর ॥ ১৯৫
নারায়ণ—শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্র-ধর ।
শ্রীমাধব—গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্ম-কর ॥ ১৯৬
শ্রীগোবিন্দ—চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খ-ধর ।
বিষ্ণুমূর্ত্তি—শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র-কর ॥ ১৯৭
মধুসূদন—চক্র শঙ্খ-গদা-পদ্ম-ধর ।
ত্রিবিক্রম—পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খ-কর ॥ ১৯৮
শ্রীবামন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ।
শ্রীধর—পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খ-কর ॥ ১৯৯
হৃষীকেশ—গদা-চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-ধর ।
পদ্মনাভ—শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদা-কর ॥ ২০০
দামোদর—পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খ-ধর ।
পুরুষোত্তম—চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-গদা-কর ॥ ২০১
অচ্যুত—গদা-পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-কর ।
নরসিংহ—চক্র-পদ্ম-গদা-শঙ্খ-ধর ॥ ২০২
জনার্দ্দন—পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদা-ধর ।
শ্রীহরি—শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদা-কর ॥ ২০৩
শ্রীকৃষ্ণ—শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র-কর ।
অধোক্ষজ—পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্র-ধর ॥ ২০৪
শ্রীউপেন্দ্র—শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্ম-ধর ।
এই চব্বিশমূর্ত্তি শঙ্খচক্রাদিক-কর ॥ ২০৫
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে কহে ষোলজন ।
তার মতে কহি এবে চক্রাদি-ধারণ ॥ ২০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৯০। চক্রাদি-অস্ত্রধারণের প্রকার-ভেদেই এই চব্বিশ মূর্ত্তির নামভেদ হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ; শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এই চারিটী অস্ত্র সকলেরই আছে; কিন্তু সকলে একভাবে এই অস্ত্রগুলি ধারণ করেন না। একমূর্ত্তি যে হাতে শঙ্খ রাখেন, আর সকল মূর্ত্তি হয়ত সেই হাতেই শঙ্খ রাখেন না। শুন সনাতন—শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীকে বলিতেছেন।

১৯১। দক্ষিণাধোহস্ত—ডাইনদিকের নীচের হাত। বামাধঃ—বামদিকের নীচের হাত। প্রত্যেক দিকে দুই হাত; এক হাত নীচে, আর এক হাত উপরে। ডাইনদিকের নীচের হাত হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে বামদিকের নীচের হাত পর্য্যন্ত কোন্ হাতে কোন্ অস্ত্র কোন্ মূর্ত্তি ধারণ করেন, তাহা বলিতেছেন।

১৯২। সিদ্ধান্ত সংহিতা—এক গ্রন্থের নাম। এই গ্রন্থের মতে অস্ত্রধারণের যে প্রকার-ভেদ, তাহা বলিতেছেন।

১৯৩। বাসুদেব ইত্যাদি—বাসুদেবের ডাইনদিকের নীচের হাতে গদা, তার উপরের হাতে [illegible] বামদিকের উপরের হাতে চক্র এবং নীচের হাতে পদ্ম। অন্যান্য মূর্ত্তির অস্ত্রধারণের হস্তের ক্রমও ঠিক এইরূপ; অর্থাৎ প্রত্যেকের নামের সঙ্গে যে চারিটী অস্ত্রের নাম লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রথম লিখিত অস্ত্রটী ঐ মূর্ত্তির ডাইনদিকের নীচের হাতে, দ্বিতীয় অস্ত্রটী ডাইনদিকের উপরের হাতে, তৃতীয়টী বামদিকের উপরের হাতে এবং চতুর্থটী বামদিকের নীচের হাতে।

২০৬। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র—কোনও গ্রন্থের নাম। এই গ্রন্থের চব্বিশ মূর্ত্তির স্থলে ষোল মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে চক্রাদিধারণের ক্রম যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নবর্ত্তী দুই পয়ারে কথিত হইয়াছে।

কেশবভেদ পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্র-ধর।
মাধবভেদ চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খ-কর ॥ ২০৭
নারায়ণভেদ নানাভেদ অস্ত্রধর।
ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্র-কর ॥ ২০৮
‘স্বয়ংভগবান্’ আর ‘লীলা-পুরুষোত্তম’।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২০৯
পুরীর আবরণ-রূপে পুরীর নব-দিশে।
নবব্যূহরূপে নব মূর্ত্তি পরকাশে ॥ ২১০

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (৫।১৭৫)—

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥ ২৯

প্রকাশ-বিলাসের এই কৈল বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন ॥ ২১১
সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদিক,—দুই ভেদ তার।
পুরুষাবতার সঙ্কর্ষণ, লীলাবতার আর ॥ ২১২
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥ ২১৩
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ ২১৪
বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম।
এত রূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বাসুদেবাদ্যাঃ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ। মহাক্রোড়ঃ মহাবরাহ ইত্যর্থঃ। ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০৭। কেশবভেদ ইত্যাদি—সিদ্ধান্তসংহিতানুসারে কেশবের অস্ত্রধারণের ক্রম হইতেছে পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদা (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯১ পয়ার); কিন্তু হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের মতে কেশবের অস্ত্রধারণের ক্রম হইল পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্র। মাধবাদিরও এ বিষয়ে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

২০৮। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের মতে নারায়ণাদির অস্ত্রধারণের ক্রমও সিদ্ধান্তসংহিতার ক্রম হইতে পৃথক্।

২০৯। স্বয়ংভগবান্ ও লীলাপুরুষোত্তম এই দুইটী স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অপর দুইটী নাম। এই দুইটী তাঁহার স্বরূপগত নাম, অস্ত্রধারণ-ভেদে নহে।

২১০। পুরীর—মথুরাদির। নবদিশে—নয়দিকে; পূর্ব্বাদি চারি দিক্, অগ্ন্যাদি চারি কোণ এবং উর্দ্ধ এই নয় দিক্। নবব্যূহের নাম পরবর্ত্তী শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্লো। ২৯। অন্বয়। বাসুদেবাদ্যাঃ (বাসুদেবাদি—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই) চত্বারঃ (চারি জন) নারায়ণনৃসিংহকৌ (নারায়ণ ও নৃসিংহ এই দুইজন) হয়গ্রীবঃ (হয়গ্রীব) মহাক্রোড়ঃ (বরাহ) ব্রহ্মা চ (এবং ব্রহ্মা—হরি) ইতি (এই) নব (নবব্যূহ) উদিতাঃ (কথিত হয়)।

অনুবাদ। বাসুদেবাদি চারিমূর্ত্তি (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ), নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ, ও ব্রহ্মা (হরি) এই নয় মূর্ত্তিকে নবব্যূহ বলে। ২৯

২১১। প্রকাশরূপের কথা এবং তদেকাত্মরূপের অন্তর্গত বিলাসরূপের কথা বলিয়া এক্ষণে তদেকাত্মরূপের অন্তর্গত স্বাংশরূপের কথা বলিতেছেন; পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৩ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২১২। স্বাংশ দুই রকম; পুরুষাবতার ও লীলাবতার। সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি লীলাবতার।

২১৩-১৪। কৃষ্ণের অবতার ছয় রকম। পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার এবং শক্ত্যাবেশ অবতার। এই সকলের বিবরণ পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

২১৫। প্রকাশ-বিলাসাদি-রূপে এবং পুরুষাবতারাদি ছয় রকম অবতাররূপে তো শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়াই থাকেন; তদ্ব্যতীত স্বয়ংরূপে বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াও তিনি প্রকট-লীলা করিয়া থাকেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বাল্য—পঞ্চম বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। পৌগণ্ড—বাল্যের পর দশম বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। বিগ্রহের—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের দেহের। ধর্ম্ম—বিশেষণ। লীলাবিশেষের জন্য অঙ্গীকৃত বিষয়। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ধর্ম্মী, বাল্য ও পৌগণ্ড তাঁহার ধর্ম্ম। স্বয়ংরূপের নিত্য বয়স হইল কিশোর; তাঁহার দেহকে নিত্যই কিশোর (পনর বৎসর বয়সের) বলিয়া মনে হয়। তিনি বাৎসল্য-রস আস্বাদনের জন্য বাল্য এবং সখ্যরস আস্বাদনের জন্য পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। বাল্য ও পৌগণ্ডের ভাবকেও অঙ্গীকার করিয়াছেন। জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত দেহের ও মনের যে যে অবস্থা দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদয়ই অঙ্গীকার করিয়াছেন; এসব অঙ্গীকার না করিলে বাৎসল্য-রসটীর সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন হইত না। যিনি যে রসের পাত্র, সম্যক্ প্রকারে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করিলে, ঐ রসটীর আস্বাদন হয় না। বাৎসল্যের পাত্র মাতা; এই রস আস্বাদন করিতে হইলে, সর্ব্বতোভাবে মাতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। পঞ্চম বৎসর বয়স পর্য্যন্তই ইহা সম্ভব। ঐ সময়মধ্যে মা ছাড়া শিশু আর কিছুই জানে না; মা শাসন করিলেও "মা-মা" বলিয়াই কাঁদে। শিশু দেখিতেছে—মা তাড়না করিতেছেন, তথাপি তাহার মনের ধারণা—মা ছাড়া তাহার আর কেহই নাই। মায়ের দ্বারা তাড়নাপ্রাপ্ত হইয়াও মায়ের কোলে উঠিয়াই সান্ত্বনা লাভ করে। শিশু মায়ের কোল ছাড়া অন্যত্র থাকিতে চায় না; অন্যের কোলে গেলেও মায়ের কোলে বা মায়ের নিকটে আসার জন্যই তাহার মন ব্যাকুল হয়। এই ভাবেই বাৎসল্য-রসটীর আস্বাদন। পাঁচ বৎসরের পরে শিশুর খেলার সাথী-আদি জুটে; এই সাথীদের প্রতি একটু একটু করিয়া শিশুর চিত্ত আকৃষ্ট হইতে থাকে। তখন হইতে মায়ের কোল ছাড়া অন্যত্রও (সাথীদের সঙ্গে) শিশু আনন্দ পাইতে থাকে। ক্রমে যখন বয়স বাড়িতে থাকে, খেলার সাথীদের সঙ্গ এতই মধুর হইতে মধুর বলিয়া মনে হইতে থাকে যে, তখন মায়ের কোলে থাকিয়াও সাথীদের কথাই মনে করে, সাথীদের নিকটে যাইতে ইচ্ছা করে। যে রসের আকর্ষণে মায়ের কোল ছাড়িয়াও সাথী বা সখাদের নিকটে যাইতে মন ব্যাকুল হয়, তাহাই সখ্যরস। এই রস গাঢ়তা লাভ করিলে, মায়ের সান্নিধ্য, এমন কি আহারাদি ত্যাগ করিয়াও বালক সখাদের সঙ্গে থাকিতে চায় এবং থাকেও। তখন সখা ছাড়া বালকের আর কিছুই ভাল লাগে না; শয়নেও সখার সঙ্গে খেলার স্বপ্নই দেখে। দশম বৎসর বয়স পর্য্যন্তই এইরূপ সম্ভব। দশমের পরে. দেহে যখন কৈশোরের ছায়া পড়িতে থাকে, তখন কেবল সখার সঙ্গই তাহার মনকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না; চিত্তবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর সঙ্গের অনুসন্ধানে মন প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং বাল্যের পর পৌগণ্ডের মধ্যেই সখ্যরসের আস্বাদন সম্ভব। বাৎসল্য ও সখ্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত, স্বয়ং নিত্য-কিশোর হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ বাল্যের বয়স, অবস্থা ও ভাব এবং পৌগণ্ডের বয়স, অবস্থা ও ভাবকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। বয়স ও অবস্থাকে অঙ্গীকার না করিয়া কেবল ভাবটীকে অঙ্গীকার করিলে, ভাবটী কেবল বাহিরের বস্তুই হইত, অন্তরের বস্তু হইত না; সুতরাং রসটীরও সম্যক্ আস্বাদন হইত না। ভাব অন্তরে না জাগিলে রসে ডুবিয়া যাওয়া সম্ভব হয় না; রসে না ডুবিলেও রসের সম্যক্ আস্বাদন হয় না। নাট্যকার যেমন বাহ্যিক বেশভূষা ও বাহ্যিক ভাব অবলম্বন করিয়া অভিনয় করিয়া থাকে, কিন্তু অভিনীত বিষয়ে আন্তরিকতার অভাববশতঃ তাহার মন ডুবিতে পারে না; তদ্রূপ কেবল বাহিরে বাল্য বা পৌগণ্ডের ভাবটী মাত্র অঙ্গীকার করিলে. বাৎসল্য বা সখ্য রসে ডুবিয়া ঐ রসের সম্যক্ আস্বাদন করা অসম্ভব। দৈহিক অবস্থার সঙ্গে মনের ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

যাহা হউক, বাল্য ও পৌগণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণ অনাদি কাল হইতেই প্রকট-লীলায় অঙ্গীকার করিয়া রস-আস্বাদন করিতেছেন। সুতরাং এই দুইটী স্বরূপও—বাল-কৃষ্ণ এবং পৌগণ্ড-কৃষ্ণ—তাঁহার নিত্য-স্বরূপ; নিত্যবস্তুর ধর্ম্মও নিত্য।

বাল-কৃষ্ণ ও পৌগণ্ড-কৃষ্ণ যখন নিত্যস্বরূপ, আর উভয় স্বরূপের নিত্যস্থিতিই যখন ব্রজে এবং উভয় স্বরূপই যখন ব্রজেন্দ্র-নন্দন, তখন বাল-কৃষ্ণ বা পৌগণ্ড-কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ বা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব হউক ? না—বাল-কৃষ্ণ বা পৌগণ্ড কৃষ্ণ

অনন্তাবতার কৃষ্ণের—নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥ ২১৬

তথাহি (ভা. ১৷৩৷২৭)—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ ৩০

প্রথমেই করে কৃষ্ণ পুরুষাবতার।
সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার॥ ২১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অনুক্তসর্বসংগ্রহার্থমাহ অবতারা ইতি। অসংখ্যেয়ত্বে দৃষ্টান্তঃ যথেতি। অবিদাসিনঃ উপক্ষয়শূন্যাৎ। দসু উপক্ষয় ইত্যস্মাৎ। সরসঃ সকাশাৎ কুল্যাঃ অল্পপ্রবাহাঃ॥ স্বামী। ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বয়ংরূপ নহেন, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব নহেন; কারণ, এই দুই স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তি—ঐশ্বর্য্যশক্তি, মাধুর্য্যশক্তি, কৃপাশক্তি প্রভৃতি—সম্যক্‌রূপে বিকাশ লাভ করে নাই; শক্তিসমূহের পূর্ণ-পরিণতি এই দুই স্বরূপে নাই।

এত রূপে—অঙ্গ-কান্তিরূপ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বাল-কৃষ্ণ ও পৌগণ্ড-কৃষ্ণ পর্য্যন্ত অনন্ত রূপে।

২১৬। নাহিক গণন—গণনা করা যায় না, অসংখ্য। শাখাচন্দ্রন্যায় ইত্যাদি—শাখাপল্লবের ভিতর দিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক চন্দ্র দেখানোর মত যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল।

কোনও গাছের অসংখ্য শাখাপত্রের নীচে দাঁড়াইয়া চন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া যদি কেহ চন্দ্র দেখিতে চায়, তখন যিনি চন্দ্রকে ঐ পত্রাদির ভিতর দিয়া কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছেন, তিনি, যে দিকে চন্দ্র আছে, আকাশের সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ (দিক্ দরশন) করিয়া যেমন তাহাকে চন্দ্র দেখান এবং ঐ অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট-দিকে আকাশে চক্ষু দিয়া ঐ ব্যক্তি যেমন পত্রাদির ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ চন্দ্র দেখিতে না পাইয়া চন্দ্রের সামান্য অংশমাত্র দেখে, তদ্রূপভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রাকৃত জীবকে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ বুঝাইতেছেন। অসংখ্য-শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-রূপ চন্দ্র জীবের অজ্ঞানতারূপ শাখাপত্রের প্রভাবে জীবের ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত হইতেছে না—শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি বিকাশের তারতম্যানুসারে অনন্ত স্বরূপে বিহার করিতেছেন, জীব তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। জীবের মঙ্গলের জন্য সনাতনগোস্বামী প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি অপ্রাকৃত ধামের দিকে সনাতনের মনকে প্রেরণ করিয়া অনন্ত স্বরূপের মধ্যে অল্প কয়েক স্বরূপের মাত্র পরিচয় দিলেন।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। দ্বিজাঃ (হে দ্বিজগণ)! অবিদাসিনঃ (উপক্ষয়শূন্য) সরসঃ (সরোবর হইতে) যথা (যেরূপ) সহস্রশঃ (সহস্র সহস্র) কুল্যাঃ (ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ), [তথা] (সেইরূপ) হি (ই) সত্ত্বনিধেঃ (সত্ত্বনিধি) হরেঃ (হরি হইতে) অসংখ্যেয়াঃ (অসংখ্য) অবতারাঃ (অবতার) স্যুঃ (প্রকাশ পায়েন)।

অনুবাদ। শ্রীসূত শৌনকাদিকে বলিলেন:—হে দ্বিজগণ! অক্ষয় সরোবর হইতে যেমন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জল-প্রবাহের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি হরি হইতে অসংখ্য অবতারের প্রকাশ হয়। ৩০

শ্রীহরিকে অক্ষয় সরোবরের সঙ্গে তুলনা করার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হইয়া গেলেও তাহাতে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয় না; তাহার কারণ এই যে, শ্রীহরি সত্ত্বনিধি—সমস্ত সত্তার সমস্ত অস্তিত্বের সমুদ্র। সমুদ্র হইতে বাষ্পসমূহ উঠিয়া গেলেও যেমন সমুদ্রের জল হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, নিখিল সত্তার আধার শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার বাহির হইয়া গেলেও তাহাতে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয় না।

“অনন্ত অবতার কৃষ্ণের” ইত্যাদি ২১৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২১৭। এই পয়ারে পুরুষাবতারের কথা বলিতেছেন। পুরুষাবতার—যিনি পরমেশ্বরের অংশরূপ, যিনি প্রধান-গুণ-সম্বন্ধের ন্যায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতের বীক্ষণ, নিয়মন ও প্রবর্ত্তনাদির কর্ত্তা, যাঁহা হইতে নানাবিধ অবতারের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে “পুরুষ” বলে।

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (২।৯)—

সাত্বততন্ত্রবচনম্—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥ ৩১

অনন্তশক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান—
ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম॥ ২১৮
ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা॥ ২১৯
ইচ্ছা জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন॥ ২২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রথমেই করেন ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রথম অবতার হইলেন পুরুষ। "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য। শ্রীভা. ২।৬।৪২॥" **সেইত পুরুষ ইত্যাদি**—পুরুষাবতার তিন রকম ; প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষ। প্রথমপুরুষই সহস্রশীর্ষা কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ। ইনি সঙ্কর্ষণের অংশ। ইনি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে মায়াকে স্পর্শ না করিয়াও মায়াতে সৃষ্টিকারিণী শক্তি সঞ্চার করেন এবং জীবরূপ বীর্য্যাধান করেন। তাহাতে প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইলে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয় ; এজন্য ইহাকে মহৎস্রষ্টা বলে। ইহার শক্তিতে প্রকৃতি হইতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ইনি সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী। দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ, ইনিও সহস্রশীর্ষা। প্রথম পুরুষের শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইলে দ্বিতীয় পুরুষ এক এক রূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া নিজের স্বেদজলে অন্ধকারময় ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক ভরিয়া তাহাতে শয়ন করেন ; এজন্য ইহাকে গর্ভোদকশায়ী বলে। ইনি প্রথম পুরুষের অংশ। ইনি ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী। তৃতীয় পুরুষই পয়োব্ধিশায়ী বা ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ ; ইনি চতুর্ভুজ ও দ্বিতীয় পুরুষের অংশ। দ্বিতীয় পুরুষের নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করেন। তখন এই তৃতীয় পুরুষ পরমাত্মারূপে প্রত্যেক জীবের অন্তরে প্রবেশ করেন ; ইনি ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী। পরবর্ত্তী শ্লোকে তিন পুরুষের প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ৩১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৫।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২১৮। পুরুষাবতার গ্রহণের প্রয়োজন বলিতেছেন। সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্তই পুরুষাবতার।

শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন, তাহা এই কয় পয়ারে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তি ; তন্মধ্যে সৃষ্ট্যাদিকার্য্যের জন্য ইচ্ছা-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিন শক্তিই প্রধানতঃ আবশ্যক। যে শক্তিদ্বারা ইচ্ছা করা যায়, তাহাকে ইচ্ছা-শক্তি, যে শক্তিদ্বারা বিচারপূর্ব্বক কোনও বিষয় নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহাকে জ্ঞান-শক্তি এবং যে শক্তিদ্বারা ক্রিয়া বা কার্য্য করা যায়, তাহাকে ক্রিয়াশক্তি বলে।

২১৯। **ইচ্ছাশক্তি-প্রধান-কৃষ্ণ**—কৃষ্ণে ইচ্ছাশক্তিই প্রধান ; এজন্য ইচ্ছামাত্রই তিনি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। সৃষ্ট্যাদিকার্য্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। জীবের প্রারব্ধ ভোগের জন্য এবং ভজনাদিদ্বারা জীবের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ করাইবার জন্য করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। ১।৫।৭ পয়ারের টীকায় "সৃষ্টিলীলাকার্য্য" শব্দের টীকা এবং ৩।২।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানশক্তিপ্রধান—বাসুদেবেই জ্ঞানশক্তির প্রাধান্য। **অধিষ্ঠাতা**—বাসুদেবই চিত্তের অধিষ্ঠাতা। কোনও গ্রন্থে "চিত্তাধিষ্ঠাতা" পাঠ আছে। মনের অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তির নাম চিত্ত। সৃষ্টিকার্য্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে, চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব জ্ঞান-শক্তিদ্বারা উপায়াদি পর্য্যালোচনা করেন ; তারপর সঙ্কর্ষণের ক্রিয়াশক্তিতে বৈকুণ্ঠের প্রকাশ ও ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সৃষ্টি হয়। (টী. প. দ্র.)

২২০। **ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া ইত্যাদি**—কোনও কার্য্যই ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত হয় না। সর্ব্বপ্রথমেই কার্য্যের জন্য ইচ্ছা হয়, তারপর জ্ঞানমূলক বিচারদ্বারা তাহা সম্পাদন করিবার জন্য উপায়াদির উদ্ভাবন হয় এবং সর্ব্বশেষে ক্রিয়াশক্তি বা কর্ম্মকারিণী-শক্তিদ্বারা ঐ উপায়াদির সাহায্যে কার্য্য-নির্ব্বাহ হয়। সৃষ্টিকার্য্যও এই

ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥ ২২১

অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায় ॥ ২২২

যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ ২২৩

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।২)—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ ৩২

মহৎপদং মহতঃ মহাভগবতঃ পদং মহাবৈকুণ্ঠস্বরূপমিত্যর্থঃ। তদ্ধাম তস্য কমলস্য কর্ণিকারে তস্য ভগবতঃ কৃষ্ণস্য ধাম গৃহমিত্যার্থঃ। তদনন্তাংশ-সম্ভবং অনন্তোঽংশো যস্য তস্মাৎ সঙ্কর্ষণাৎ সম্ভবো যস্য তৎ। চক্রবর্ত্তী। ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভাবেই সম্পাদিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, বাসুদেবের জ্ঞানশক্তি এবং সঙ্কর্ষণের ক্রিয়াশক্তি—এই তিন শক্তি মিলিয়া সৃষ্টিকার্য্য করেন।

২২১। সঙ্কর্ষণেই ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য। ক্রিয়াশক্তির প্রয়োগ করিয়া সঙ্কর্ষণ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত প্রপঞ্চ রচনা করেন। প্রাকৃত সৃষ্টি—অনন্ত কোটি মায়িক ব্রহ্মাণ্ড। অপ্রাকৃত সৃষ্টি—গোলোক বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময় ধামসমূহ।

২২২। অপ্রাকৃত ধামাদির সৃষ্টি বলিতেছেন। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা—সঙ্কর্ষণ। গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধামে লীলা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হওয়া মাত্রেই সঙ্কর্ষণ, চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ সন্ধিনীশক্তিদ্বারা গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধাম সৃষ্টি করেন। সৃজে—সৃষ্টি করেন। "বৈকুণ্ঠাদিধাম সৃষ্টি করিলেন" বলাতে মনে হইতে পারে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কৃষ্ণের ইচ্ছায় ঐ সকল ধাম তৈয়ার করা হইল; তাহা হইলে, ঐ সকল ধাম অনাদি নহে। বাস্তবিক কথা তাহা নহে; ঐ সকল ধাম অনাদি, নিত্য। পরের পয়ারে তাহা বুঝাইতেছেন। চিচ্ছক্তিদ্বারায়—চিচ্ছক্তির বিলাসবিশেষ সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বদ্বারা। ১।৪।৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৩। অসৃজ্য—সৃষ্টির অযোগ্য, যাহা নূতন করিয়া সৃষ্টি করা যায় না, যেহেতু নিত্য। নিত্য—যাহা অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছে। চিচ্ছক্তিবিলাস—চিচ্ছক্তির বা সন্ধিনী শক্তির বিভূতি বা ক্রিয়া। মহাপ্রলয়ের অন্তে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের যে ভাবে সৃষ্টি হয়, বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত ধামের সেই ভাবে সৃষ্টি হয় না; কারণ, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অপ্রাকৃত ধাম, কোনও সময়েই ধ্বংস হয় না—পরন্তু অনাদি কাল হইতেই বর্ত্তমান আছে। অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান থাকিলেও সঙ্কর্ষণের ইচ্ছাতেই তাহাদের প্রকাশ হয়। বিরজার অপর তীরস্থ চিন্ময় ধামাদি অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান আছে, সেই সমস্ত ধাম "সর্ব্বগ, অনন্ত বিভু।" সুতরাং মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাদের ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে তাহারা অপ্রকট বা অপ্রকাশ্য অবস্থায় আছে। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত কোনও স্থানে শ্রীকৃষ্ণ যদি কোনও লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সঙ্কর্ষণ ঐ স্থানে লীলোপযোগী ধাম প্রকট বা প্রকাশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে পর সঙ্কর্ষণ অপ্রাকৃত ধামাদি (বিরজার অপর তীরস্থ পরব্যোমাদিও) প্রকাশ করিলেন, এই কথা যখন বলা হইল, তখন ঐ সকল ধাম যে অনাদি তাহা কিরূপে বুঝা যায়? ইচ্ছার পরে ত প্রকাশ? উত্তর কৃষ্ণের ইচ্ছাও অনাদিকালে, সঙ্কর্ষণকর্ত্তৃক প্রকাশও অনাদিকালে। পূর্ব্বে ইচ্ছা, পরে প্রকাশ—এ সকল উক্তি কেবল ভাষার পরিপাটী মাত্র—মূল বিষয়টী বুঝাইবার জন্য। এই সকল ধাম যে নিত্য, অনাদি এবং সঙ্কর্ষণ হইতে যে তাহাদের প্রকাশ, পরবর্ত্তী শ্লোক তাহার প্রমাণ।

শ্লো। ৩২। অন্বয়। সহস্রপত্রং (সহস্রদলবিশিষ্ট) কমলং (পদ্ম—পদ্মের আকৃতিবিশিষ্ট) গোকুলাখ্যং (গোকুলনামক) [যৎ] (যে) মহৎপদং (মহা ভগবদ্ধাম) [যৎ] (যে) তৎকর্ণিকারং (সেই পদ্মের কর্ণিকারস্থানীয়)

মায়াদ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ ॥ ২২৪
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বর-শক্তি বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে শক্তি আধানে ॥ ২২৫
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে হয় দাহশক্তি ॥ ২২৬

তথাহি (ভা. ১০।৪৬।৩১)—
এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥ ৩৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অখিলগুরুত্বমেব জনকত্বেন নিয়ন্তৃত্বেন চাহ এতাবিতি। রামো মুকুন্দশ্চেত্যেতৌ বিশ্বস্য বীজযোনী নিমিত্তোপাদানে। নম্বু পুরুষ-প্রধানয়ো র্বীজযোনিত্বং প্রসিদ্ধমত আহ পুরুষঃ প্রধানমিতি। পুরুষঃ অংশঃ প্রধানং শক্তিঃ। অতঃ প্রধান-পুরুষাবপ্যেতাবেব ইত্যর্থঃ। এবং জনকত্বমুক্তম্। কিঞ্চ অন্বীয় ভূতেষু ভূতেষু অনুপ্রবিশ্য ভূতানাং তদুপহিতস্য বিলক্ষণস্য নানাভেদস্য জ্ঞানস্য জীবস্য চ ঈশাতে ঈশ্বরৌ নিয়ন্তারৌ ভবতঃ। কুতঃ পুরাণৌ অনাদী। অনাদিত্বাৎ কারণত্বং ততশ্চ নিয়ন্তৃত্বমিত্যর্থঃ। স্বামী। ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তদ্ধাম (শ্রীকৃষ্ণের গৃহ) তৎ (তাহা) অনন্তাংশসম্ভবম্ (অনন্ত যাঁহার অংশ, সেই শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে প্রকাশ পাইয়াছে)।

অনুবাদ। সহস্রদল-পদ্মের আকৃতিবিশিষ্ট গোকুলনামক যে মহা ভগবদ্ধাম এবং সেই পদ্মের কর্ণিকার (মধ্যস্থল)-সদৃশ যে শ্রীকৃষ্ণগৃহ, তাহা শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। ৩২

১।৩।৩ পয়ারের টীকায় গোকুলের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

২২৪। এক্ষণে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-প্রকার বলিতেছেন। **মায়াদ্বারে** ইত্যাদি—সঙ্কর্ষণ মায়াদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকার্য্যে মায়া কুম্ভকারের চাকার ন্যায়, আনুষঙ্গিক কারণ মাত্র। ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ দুইই সঙ্কর্ষণ। ভূমিকায় "সৃষ্টিতত্ত্ব"-প্রবন্ধ এবং ১।৫।১২ পয়ারের এবং ২।২০।২১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

জড়রূপা প্রকৃতি ইত্যাদি—১।৫।৫১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৫। **জড় হৈতে সৃষ্টি** ইত্যাদি—ভূমিকায় "সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। **তাহাতে**—সেইজন্য ; ঈশ্বর-শক্তি-ব্যতীত কেবল জড়-প্রকৃতি হইতে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না বলিয়া। **শক্তি-আধানে**—শক্তি স্থাপন করেন। অচেতন—জড়রূপা প্রকৃতিদ্বারা এই বৈচিত্রীময় বিশ্বের সৃষ্টি সম্ভব নহে ; ঈশ্বরের শক্তিতে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, সুতরাং ঈশ্বরই জগতের কারণ—তাহাই এই পয়ার হইতে জানা যায়।

২২৬। **লৌহ যেন** ইত্যাদি—১।৫।৫২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "হয়"-স্থলে "ধরে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির নিজের সৃষ্টি-শক্তি নাই, ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকে ; সুতরাং ঈশ্বরই জগতের কারণ—ইহাই এই পয়ারের মর্ম্ম।

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। রামঃ (বলরাম) মুকুন্দঃ চ (এবং মুকুন্দ—শ্রীকৃষ্ণ) এতৌ হি (এই দুই জনই) বিশ্বস্য চ (বিশ্বের) বীজযোনী (নিমিত্ত ও উপাদান কারণ) ; পুরুষঃ (পুরুষ) প্রধানং চ (এবং প্রকৃতি)। পুরাণৌ (অনাদিসিদ্ধ) ইমৌ (এই দুইজন) ভূতেষু (ভূতসমূহের মধ্যে) অন্বীয় (অনুপ্রবেশ করিয়া) বিলক্ষণস্য (নানাভেদবিশিষ্ট) জ্ঞানস্য (জীবের) ঈশাতে (নিয়ন্তা হয়েন)।

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে॥ ২২৭

মায়াতীত পরব্যোমে সভার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে 'অবতার' নাম॥ ২২৮

মায়া অবলোকিতে হয় শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম॥ ২২৯

তথাহি (ভা. ১।৩।১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহাদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ ৩৪

তথাহি (ভা. ২।৬।৪২)

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। উদ্ধব নন্দমহারাজকে বলিলেন—রাম ও কৃষ্ণ এই দুইজনই বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ; (এই দুই জনার অংশই) পুরুষ এবং (তাঁহাদের শক্তিই) প্রকৃতি। অনাদিসিদ্ধ এই দুইজন (অন্তর্য্যামিরূপে) ভূতসমূহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নানাভেদবিশিষ্ট জীবের নিয়ন্তা হয়েন। ৩৩

শ্রীউদ্ধব বলিলেন—কৃষ্ণ ও বলরাম এই বিশ্বের বীজযোনী—বীজ ও যোনি, নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। যদি বলা যায়, পুরুষ এবং প্রধানই তো বিশ্বের কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই দুই জনই পুরুষ এবং প্রধান (বা প্রকৃতি); পুরুষ হইলেন ইঁহাদের অংশ, আর ইঁহারা হইলেন পুরুষের অংশী; অংশী ও অংশে কোনও ভেদ নাই বলিয়া ইঁহাদিগকে পুরুষ বলা হইয়াছে। আবার, প্রধান বা প্রকৃতি হইল ইঁহাদের শক্তি; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বলিয়া ইঁহাদিগকেই এস্থলে প্রকৃতি বলা হইয়াছে। সুতরাং যেস্থলে পুরুষ ও প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, সেস্থলেও জগতের কারণত্ব রামকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হইতেছে। ইঁহারা পুরাণৌ—পুরাণ পুরুষ, বা অনাদিসিদ্ধ বলিয়া ইঁহাদের কোনও কারণ নাই, পরন্তু ইঁহারাই সকলের কারণ। ইঁহারাই আবার অন্তর্য্যামিরূপে ভূতেষু—বিশ্বস্থ ভূতসমূহের মধ্যে অন্বীয়—অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, অন্তর্য্যামিরূপে সকলের মধ্যে অবস্থান করিয়া বিলক্ষণস্য—বৈচিত্রীময় বা (পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-দেবতা-মনুষ্যাদি) নানাবিধ-ভেদবিশিষ্ট জ্ঞানস্য—জ্ঞানস্বরূপ (বা চিৎ-স্বরূপ) জীবের ঈশাতে—নিয়ন্তা হইয়া থাকেন। অন্তর্য্যামিরূপে ইঁহারাই সকল জীবের নিয়ন্তা।

রাম-কৃষ্ণ অভিন্নবিগ্রহ বলিয়া এবং সঙ্কর্ষণ শ্রীবলরামেরই অংশ বলিয়া (অর্থাৎ শ্রীবলরামই সঙ্কর্ষণরূপে জগৎ সৃষ্টি করেন বলিয়া) এই শ্লোকে রাম-কৃষ্ণকে বিশ্বের কারণ বলায় সঙ্কর্ষণেরই জগৎ-কারণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে; এইরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী ২২৫-২৬ পয়ারের প্রমাণ হইল এই শ্লোক।

২২৭। অবতারের লক্ষণ বলিতেছেন। সৃষ্ট্যাদি বিশ্বের কার্য্যের জন্য, স্বয়ংরূপাদি, স্বয়ং অথবা অন্য কোনও স্বরূপে, নূতনের ন্যায় প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইলে, ঐ আবির্ভূত স্বরূপকে "অবতার" বলে। "পূর্ব্বোক্তো বিশ্বকার্য্যার্থমপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্। দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ॥ ল. ভা. কৃ. ২॥"

২২৮। অবতাররূপে যে যে স্বরূপ আবির্ভূত হন, পরব্যোমে তাঁহাদের সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ ধাম আছে; সেই ধামেই তাঁহারা নিত্য অবস্থান করেন।

মায়াতীত পরব্যোমে—মায়ার অতীত (অর্থাৎ অপ্রাকৃত চিন্ময়) যে পরব্যোম ধাম, তাহাতে। বিশ্বে অবতরি ইত্যাদি—তাঁহারা যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহাদিগকে অবতার বলা হয়;

২২৯। মায়া অবলোকিতে—সৃষ্টি-শক্তি সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে মায়া বা প্রকৃতির প্রতি অবলোকন (দৃষ্টি) করিবার জন্য শ্রীসঙ্কর্ষণ সর্ব্বপ্রথমে পুরুষ (কারণার্ণবশায়ী)-রূপে অবতীর্ণ হয়েন। ইনিই প্রথম অবতার এবং সমস্ত অবতারের বীজ; ইঁহাকে প্রথম পুরুষ বলে। ১।৫।৭০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩৪-৩৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৫।১৩, ১২ শ্লোকদ্বয়ে দ্রষ্টব্য।

সেই পুরুষ বিরজাতে করিল শয়ন।
'কারণাব্ধিশায়ী' নাম জগৎ-কারণ ॥ ২৩০
কারণাব্ধি-পারে হয় মায়ার নিত্য স্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥ ২৩১

তথাহি (ভা. ২।৯।১০)—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥ ৩৬

মায়ার যে দুই বৃত্তি—'মায়া আর প্রধান'।
'মায়া' নিমিত্তহেতু বিশ্বের উপাদান 'প্রধান' ॥ ২৩২
সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্য্যাধান ॥ ২৩৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তয়োস্তাভ্যাং মিশ্রং সত্বঞ্চ ন বর্ত্ততে কিন্তু শুদ্ধমেব সত্বম্। কালবিক্রমো নাশঃ। অপরে রাগলোভাদয়ো ন সন্তীতি কিমুত বক্তব্যম্। অনুব্রতাঃ পার্ষদাঃ। স্বামী। ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৩০। **সেই পুরুষ**—সেই প্রথম পুরুষ; মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিবার নিমিত্ত সঙ্কর্ষণ যে রূপে সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণ হইলেন, সেই পুরুষ। **বিরজা**—কারণসমুদ্র। ১।৫।৪৩-৪৬ পয়ার দ্রষ্টব্য। **কারণাব্ধিশায়ী**—কারণসমুদ্রে শয়ন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ। **অব্ধি**—সমুদ্র। **জগৎ-কারণ**—তিনিই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। ১।৫।৫০-৬০ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৩১। বিরজার এক দিকে চিন্ময় ধাম, আর এক দিকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড। যেদিকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড, সেই পাড়েই প্রকৃতির নিত্য অবস্থান। যে স্থানে পরব্যোমাদি চিন্ময়ধাম আছে, সেই পাড়ে মায়া যাইতে পারে না। ১।৫।৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৬। অন্বয়। যত্র (যেস্থানে—যে বৈকুণ্ঠে) রজঃ (রজোগুণ) তমঃ (তমোগুণ) তয়োঃ মিশ্রং (রজস্তমো গুণের সহচর) সত্বং (প্রাকৃত সত্ব গুণ) কালবিক্রমঃ চ (এবং কালবিক্রম—কালের প্রভাবও) ন প্রবর্ত্ততে (বর্ত্তমান নাই); যত্র (যেস্থানে) মায়া ন (মায়াই নাই) কিমুত অপরে (মায়াকার্য্য রাগলোভাদির কথা আর কি বলিব); যত্র (যেস্থানে) সুরাসুরার্চ্চিতাঃ (সুরাসুরপূজিত) হরেঃ (শ্রীহরির) অনুব্রতাঃ (পার্ষদগণ [সন্তি] (আছেন)।

অনুবাদ। শ্রীনারদের প্রতি ব্রহ্মা বলিলেন:-যে বৈকুণ্ঠে রজোগুণ, তমোগুণ এবং তৎসহচর জড় সত্বগুণ ও কালবিক্রম (নাশ) নাই, যে বৈকুণ্ঠে যখন মায়াই নাই, তখন যে মায়ার কার্য্য রাগলোভাদি নাই, ইহা আর কি বলিব ? বৈকুণ্ঠে সুরাসুর-পূজিত ভগবৎপার্ষদ আছেন। ৩৬

২৩১ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৩২। মায়ার দুইটী বৃত্তি—জীবমায়া ও গুণমায়া। **মায়া আর প্রধান**—এস্থলে মায়া বলিতে জীবমায়া এবং প্রধান বলিতে গুণমায়াকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। জীবমায়া হইল জগতের গৌণ নিমিত্ত কারণ এবং গুণমায়া হইল গৌণ উপাদান কারণ। বিশেষ বিচার ১।৫।৫০ পয়ারের টীকায় এবং ১।১।২৪ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

২৩৩। পুরুষ কিরূপে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলিতেছেন।

সেই পুরুষ—কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ। **করে অবধান**—দৃষ্টি করেন। **ক্ষোভিত করি**—মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে সত্ব, রজঃ ও তমঃ সাম্যাবস্থায় থাকে। দৃষ্টিদ্বারা পুরুষ যখন তাহাতে শক্তি সঞ্চার করেন, তখন ঐ গুণত্রয়ের

স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ॥ ২৩৪

তথাহি (ভা. ৩।২৬।১৯)—

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃপুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥ ৩৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ইদানীং তত্ত্বানামুৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণান্যাহ দৈবাদিত্যাদিনা এতান্‌সংহত্যেত্যন্তঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন। তত্র চিত্তস্যোৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ চতুর্ভিঃ। দৈবাৎ জীবাদৃষ্টাৎ ক্ষুভিতা ধর্ম্মা গুণা যস্যাঃ। যোনৌ অভিব্যক্তিস্থানে প্রকৃতৌ বীর্য্যং চিচ্ছক্তিম্। সা প্রকৃতিঃ মহত্তত্ত্বমসূত। মহতঃ স্বরূপমাহ হিরণ্ময়ং প্রকাশবহুলম্। স্বামী।

দৈবমত্র কাল এব পূর্ব্বসংবাদাৎ জীবাদৃষ্টস্যাপি প্রকৃতৌ লীনত্বাৎ। বীর্য্যং জীবাখ্যচিদ্রূপশক্তিম্। ইমাস্তিস্রো দেবতা ইতি শ্রুতেঃ। শ্রীজীব। ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়; তখনই বলা হয়, প্রকৃতি ক্ষোভিত বা ক্ষুব্ধা হইল। বীর্য্যাধান—ক্ষুব্ধা প্রকৃতিতে জীবরূপ বীর্য্য সঞ্চার করেন। বীর্য্য—বীজ, মূলহেতু, সৃষ্টির মূল উপাদান।

২৩৪। স্বাঙ্গবিশেষাভাস ইত্যাদি। প্রকৃতিতে জীবরূপ বীর্য্য সঞ্চার করার সময়ে পুরুষ প্রকৃতিকে সাক্ষাদ্ ভাবে স্পর্শ করেন না; নিজের অঙ্গবিশেষের জ্যোতিঃ (আভাস)-দ্বারা মাত্র স্পর্শ করেন; এই জ্যোতিঃ-স্পর্শেই প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হয় এবং জগতের মূল উপাদান জীবরূপ বীর্য্য প্রাপ্ত হয়। স্বাঙ্গ—নিজের অঙ্গ; কোনও গ্রন্থে "স্বাংশ" পাঠ আছে। স্বাঙ্গবিশেষাভাস—নিজের অঙ্গবিশেষের আভাস বা জ্যোতিঃ। এই বিশেষ অঙ্গটী কি? পুরুষ তাঁহার কোন্ অঙ্গের জ্যোতিঃদ্বারা প্রকৃতিকে স্পর্শ করিলেন? শ্রুতি বলেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে "স ঐক্ষত"—"স ঈক্ষাঞ্চক্রে" তিনি প্রকৃতিকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রকৃতি ক্ষুভিত হয়। দৃষ্টি চক্ষুরই কার্য্য; সুতরাং পুরুষের চক্ষুর জ্যোতিঃই যে প্রকৃতিকে স্পর্শ করিয়াছিল, ইহাই বুঝা যায়। অতএব স্বাঙ্গবিশেষ-অর্থ এস্থলে পুরুষের চক্ষু বলিয়াই মনে হয়।

শ্লো। ৩৭। অন্বয়। দৈবাৎ (কালবশে) ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং (যাহার সত্ত্বাদিগুণ ক্ষুভিত হইয়াছে, সেই) স্বস্য (স্বীয়) যোনৌ (যোনিতে—প্রকৃতিতে) পরঃ পুমান্ (পরম-পুরুষ—কারণার্ণবশায়ী আদ্য অবতার) বীর্য্যং (জীবাখ্য চিদ্রূপা শক্তি) আধত্ত (স্থাপন করেন); সা (সেই প্রকৃতি) হিরণ্ময়ং (প্রকাশবহুল) মহত্তত্ত্বং (মহত্তত্ত্বকে) অসূত (প্রসব করেন)।

অনুবাদ। কালবশে প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ ক্ষুভিত হইলে পরম-পুরুষ—আদ্য-অবতার কারণার্ণবশায়ী পুরুষ—সেই প্রকৃতিতে বীর্য্যের (জীবাখ্য চিদ্রূপা শক্তির, জীবের) আধান করেন। তখন সেই প্রকৃতি প্রকাশবহুল মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন। ৩৭

দৈবাৎ—দৈবমত্রকাল এব (শ্রীজীব); এস্থলে দৈব-শব্দে কালকে বুঝাইতেছে; দৈবাৎ অর্থ কালবশে, কালের প্রভাবে। (শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, "দৈবাৎ—জীবাদৃষ্টাৎ"; দৈব—জীবের অদৃষ্ট; কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—মহাপ্রলয়ে জীবাদৃষ্ট যখন প্রকৃতিতেই লীন থাকে, তখন জীবাদৃষ্টবশতঃ প্রকৃতির ক্ষুব্ধ হওয়া সম্ভব নয়; সুতরাং দৈব অর্থ এস্থলে জীবাদৃষ্ট না হইয়া কাল হওয়াই সঙ্গত)। পুরুষ দৃষ্টিদ্বারা শক্তি সঞ্চার করামাত্রই প্রকৃতি ক্ষুভিতা হয়েন না, তজ্জন্য যথোপযুক্ত সময়ের প্রয়োজন—অম্লযোগে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হওয়ার জন্যও যেমন কিছু সময়ের দরকার হয়, তদ্রূপ। (ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রবন্ধে "কালের সহায়তা" দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, যথাসময়ে প্রকৃতির গুণসমূহ ক্ষুভিত হইলে আদ্য-অবতার পুরুষ সেই প্রকৃতিতে বীর্য্যং—জীবাখ্যচিদ্রূপশক্তিম্ (শ্রীজীব), জীব-নামক চিদ্রূপশক্তি, জীবরূপ বীর্য্য স্থাপন করেন। কোনও জীব (পুরুষ) স্ত্রীযোনিতে বীর্য্যাধান করিলে যথাসময়ে স্ত্রীলোকটী যেমন সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, তদ্রূপ কারণার্ণবশায়িরূপ পুরুষ প্রকৃতিরূপ যোনিতে জীবরূপ বীর্য্য স্থাপন করাতে

তথাহি তত্রৈব (ভা. ৩৫।২৩)—
কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥ ৩৮

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয়-ভূতের প্রচার॥ ২৩৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কালবৃত্ত্যা কালশক্ত্যা গুণময্যাং ক্ষুভিতগুণায়াং অধোক্ষজঃ পরমাত্মা আত্মাংশভূতেন পুরুষেণ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃরূপেণ বীর্য্যং চিদাভাসম্ আধত্ত। বীর্য্যবান্ চিচ্ছক্তিযুক্তঃ। স্বামী।

সৃষ্টিমাহ কালবৃত্ত্যেতি। ভগবানেক আসেদমিতি পূর্ব্বোক্তাৎ অধোক্ষজো ভগবান্। পুরুষেণ প্রকৃতিদ্রষ্ট্রা। আত্মভূতেন স্বাংশেন দ্বারভূতেন। কালো বৃত্তি র্যস্যাং তয়া মায়য়া নিমিত্তভূতয়া গুণময্যাং মায়ায়াং অব্যক্তে বীর্য্যং জীবাখ্যমাধত্ত। শ্রীজীব। ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব স্বরূপ সন্তানকে প্রসব করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে—গুণক্ষুব্ধ প্রকৃতিতে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ যখন সূক্ষ্ম জীবকে নিক্ষেপ করিলেন, তখন তাঁহার শক্তিতেই জীবাদৃষ্টের অনুকূল ভাবে প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকে; (মহাপ্রলয়ে জীবাদৃষ্ট প্রকৃতিতেই লীন থাকে; প্রকৃতি ক্ষুভিত হইলে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে); এইরূপে পরিণাম প্রাপ্তির প্রথম স্তরের নাম—প্রকৃতির প্রথম পরিণতির নামই—মহত্তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্ব হিরণ্ময়ং —প্রকাশবহুল। ভূমিকায় "সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধে "মহত্তত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩৮। অন্বয়। কালবৃত্ত্যা (কালশক্তিদ্বারা) গুণময্যাং (গুণময়ী—ক্ষুভিতগুণা) মায়ায়াং (প্রকৃতিতে) বীর্য্যবান্ (মাহাশক্তিশালী) অধোক্ষজঃ (ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণ) আত্মভূতেন (স্বীয় অংশভূত—অংশস্বরূপ) পুরুষের দ্বারা (প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে) বীর্য্যং (জীবরূপ বীর্য্য) আধত্ত (স্থাপন করেন)।

অনুবাদ। কালশক্তি-প্রভাবে প্রকৃতির গুণ ক্ষুভিত হইলে মহাশক্তিশালী ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) স্বীয় অংশভূত (প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা) পুরুষের দ্বারা সেই প্রকৃতিতে জীবরূপ বীর্য্যের আধান করেন। ৩৮

কালবৃত্ত্যা—পূর্ব্ব শ্লোকে দৈবাৎ-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। অধোক্ষজঃ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহারই আত্মভূতেন—অংশস্বরূপ **পুরুষেণ**—কারণার্ণবশায়ী পুরুষের দ্বারা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ-স্বরূপ, তাহাই বলা হইল; এই পুরুষই সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলিয়া গুণক্ষুব্ধা প্রকৃতিতে তিনিই জীবরূপ বীর্য্যের আধান করেন। বীর্য্যং—জীবাখ্যম্ (শ্রীজীব)। বীর্য্যবান্—চিচ্ছক্তিযুক্ত (স্বামী)।

পুরুষ যে মায়াতে "জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ" এই ২৩৪ পয়ারোক্তির প্রমাণ উক্ত দুই শ্লোক।

২৩৫। তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে—প্রকৃতি মহত্তত্ত্বে পরিণত হইলে, সেই মহত্তত্ত্ব হইতে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৭ শ্লোকে টীকা দ্রষ্টব্য)। ত্রিবিধ অহঙ্কার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার। যাহা হৈতে—যে ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে। দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূতের প্রকাশ হয় ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে। ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রবন্ধের "অহঙ্কার" হইতে "দশ ইন্দ্রিয়"-পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

পুরুষ দৃষ্টিদ্বারা শক্তি সঞ্চার করিলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়; ইহাই প্রকৃতির প্রথম বিকার। প্রকৃতির প্রথম বিকৃত অবস্থায় তাহাকে মহত্তত্ত্ব বলে। শক্তির ক্রিয়াতে গুণত্রয়ের মধ্যে বিক্ষোভ বা আলোড়ন চলিতে থাকে; তাহার ফলে গুণত্রয়ের পরস্পর সংযোগ-বিয়োগ হইতে থাকে; এই সংযোগ-বিয়োগের ফলে মহত্তত্ত্ব হইতে তিনটি অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়; যে অহঙ্কারে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক অহঙ্কার, যে অহঙ্কারে রজোগুণের আধিক্য হয়, তাহাকে রাজসিক অহঙ্কার এবং যে অহঙ্কারে তমোগুণের আধিক্য, তাহাকে তামসিক অহঙ্কার বলে। পরে সাত্ত্বিক

সর্ব্বতত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তার নাহিক গণন ॥ ২৩৬
এহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ—'মহাবিষ্ণু' নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার লোমকূপে ধাম ॥ ২৩৭
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণূ আয় যায়।
পুরুষ-নিশ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥ ২৩৮
পুনরপি নিশ্বাস-সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর—সব মায়া-পর ॥ ২৩৯

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৮)—
যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৯

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের এঁহো অন্তর্য্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী ॥ ২৪০

এই ত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব ॥ ২৪১

সেই পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈকমূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হৈয়া ॥ ২৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অহঙ্কার হইতে দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূতের জন্ম হয়।

২৩৬। সর্ব্বতত্ত্ব—মহত্তত্ত্ব, দেবতা, ইন্দ্রিয় এবং মহাভূত, এই সকল তত্ত্ব। অন্তর্য্যামী পুরুষের প্রেরণায় এই সকল তত্ত্বের যথাযথ মিলনে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই সকল ব্রহ্মাণ্ডও সূক্ষ্মরূপ। ভূমিকায় "সৃষ্টিতত্ত্বে" "বিকারসমূহের মিলনের অসামর্থ্য" হইতে "বহু অণ্ডের সৃষ্টি" পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য। শ্রীঅদ্বৈতই প্রকৃতির উপাদানাংশের অধিষ্ঠাতারূপে মহত্তত্ত্বাদিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। "অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ। * * *। উপাদান অদ্বৈত করেন বিশ্বের সৃজন। ১।৬।১৩-১৪ ॥" "শ্রীঅদ্বৈততত্ত্বানুসারেণ ইদমত্র জ্ঞেয়ং প্রথমপুরুষঃ মহত্তত্ত্বাদিকং সৃজতি তদবতারঃ শ্রীঅদ্বৈতস্তু তেন মহত্তত্ত্বাদিনা ব্রহ্মাণ্ডং সৃজতি।"—এই পয়ারের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ।

২৩৭। এঁহো—প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ী। ইঁহার আর একটী নাম "মহাবিষ্ণু"। মহৎস্রষ্টা—ইনি নিমিত্ত-কারণরূপে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া শক্তি সঞ্চার করাতে প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইয়া মহত্তত্ত্বে পরিণত হয়; এজন্য ইঁহাকে "মহৎস্রষ্টা" বা মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা বলে। ধাম—অবস্থিতির স্থান।

এই মহাবিষ্ণুর লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অধিষ্ঠিত। ১।৫।৬০-৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩৮-৩৯। ১।৫।৬০-৬২ পয়ার ও তত্তৎটীকা দ্রষ্টব্য।

মায়া-পর—মায়ার অতীত; অপ্রাকৃত; কারণার্ণবশায়ী পুরুষের সমস্ত ঐশ্বর্য্যই অপ্রাকৃত; তাঁহার ঐশ্বর্য্য-প্রকাশে মায়ার কোনও সংস্পর্শ নাই।

শ্লো। ৩৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৫।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ২৩৭-৩৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৪০। অন্তর্য্যামী—নিয়ামক। কোন কোন গ্রন্থে "সমস্ত" স্থলে "সমষ্টি" পাঠ আছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের—সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের, ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের নহে। মহত্তত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ডসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং মহাপ্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই মহত্তত্ত্বে পরিণত হয়। এই মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রথম পুরুষকে সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী বলা হইল।

২৪১। তিন রকম পুরুষাবতারের মধ্যে প্রথম পুরুষের কথা বলিয়া এক্ষণে দ্বিতীয় পুরুষের কথা বলিতেছেন।

২৪২। সেই পুরুষ—প্রথম পুরুষ। ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া—প্রথম পুরুষই অদ্বৈতরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। প্রথম পুরুষের তিনটী রূপ; যে অংশে তিনি নিমিত্ত-কারণরূপে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করেন, তাহাকে বলে "মহাবিষ্ণু"

প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার ॥ ২৪৩
নিজাঙ্গস্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষ-শয্যায় শয়ন করিল ॥ ২৪৪
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম ॥ ২৪৫
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ২৪৬
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগত-পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া-সনে ॥ ২৪৭
রুদ্র রূপ ধরি করে জগত-সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ২৪৮
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণ-অবতার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিনে অধিকার ॥ ২৪৯
হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যারে গাই ॥ ২৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(নিমিত্তাংশে করেন তিঁহো মায়ার ঈক্ষণ। ১।৬।১৪ ॥)। আর যে অংশে তিনি উপাদানরূপে মহত্তত্ত্বাদিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন, তাহাকে বলে "অদ্বৈত" (উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন। ১।৬।১৪ ॥) এবং যে অংশে তিনি প্রত্যেক ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক বা অন্তর্য্যামী হয়েন, তাহাকে বলে "দ্বিতীয় পুরুষ" বা "গর্ভোদকশায়ী"; যত ব্রহ্মাণ্ড, তত জন দ্বিতীয় পুরুষ। **এতৈককমূর্ত্ত্যে ইত্যাদি**—প্রথম পুরুষ বহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক এক মূর্ত্তিতে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবেশ করেন।

২৪৩। **প্রবেশ করিয়া**—দ্বিতীয় পুরুষ।

২৪৪। **নিজাঙ্গ-স্বেদজলে**—নিজের অঙ্গ-নিঃসৃত ঘর্ম্মজলদ্বারা। **ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ**—ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক। নিজের ঘর্ম্মজলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ঐ জলের উপরে শেষ-শয্যায় তিনি শয়ন করিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ জলে (উদকে) শয়ন করেন বলিয়া ইহাকে "গর্ভোদকশায়ী" বলে। ১।৫।৮০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **শেষশয্যা**—শেষ-নাগকে (সর্পাকৃতি অনন্তদেবকে) শয্যা করিয়া তাহার উপরে। ১।৫।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪৫। গর্ভোদকশায়ীর নাভি হইতে একটী পদ্মের উৎপত্তি হইল। এই পদ্মে জীব-সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার জন্ম হয়। গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষই জীবসৃষ্টির জন্য ব্রহ্মারূপে প্রকট হয়েন। ১।৫।৮৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **নাভি-পদ্ম** নাভিরূপ পদ্ম বা কমল। **জন্মসদ্ম**—জন্মস্থান।

২৪৬। ঐ পদ্মের নালে চৌদ্দ ভুবন হইল। চৌদ্দ ভুবন—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপ ও সত্য—এই সাত লোক এবং অতল, সুতল, বিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সাতটী তল।

তেঁহো—দ্বিতীয় পুরুষ। পরবর্ত্তী ২৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪৭। দ্বিতীয় পুরুষ বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন। এই বিষ্ণু মায়াতীত, মায়ার সহিত ইঁহার স্পর্শ নাই। **গুণাতীত**—মায়াতীত।

২৪৮-৪৯। দ্বিতীয় পুরুষ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের নিয়ামক-স্বরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (রুদ্র) রূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন। রজোগুণের নিয়ামকরূপে ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি, সত্ত্বগুণের নিয়ামকরূপে বিষ্ণু হইয়া পালন (স্থিতি) এবং তমোগুণের নিয়ামকরূপে রুদ্র হইয়া সংহার করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে দ্বিতীয় পুরুষের গুণাবতার বলে; যেহেতু, তাঁহারা গুণের নিয়ামকরূপে তিন গুণকে অঙ্গীকার করেন। ১।৫।৮৭-৮৯ পয়ারের এবং ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫০। **হিরণ্যগর্ভ**—ব্রহ্মা। **হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্য্যামী**—হিরণ্যগর্ভের (অর্থাৎ ব্রহ্মার) অন্তর্য্যামী। হিরণ্যগর্ভের অন্তর্য্যামী, গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষের বিভিন্ন নাম বেদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা, সহস্রশীর্ষা প্রভৃতি। **গাই**—গান করে।

এই ত দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয়—তবু মায়াপর॥ ২৫১
তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণ-অবতার।
দুই-অবতার ভিতর গণনা তাঁহার॥ ২৫২
বিরাট ব্যষ্টিজীবের তেঁহো অন্তর্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তেঁহো পালনকর্ত্তা স্বামী॥ ২৫৩
পুরুষাবতারের এই কৈল নিরূপণ।
লীলাবতারের এবে শুন সনাতন!॥ ২৫৪
লীলাবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন॥ ২৫৫
মৎস্য কূর্ম্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।
বরাহাদি লেখা যার না যায় গণন॥ ২৫৬

তথাহি (ভা. ১০।২।৪০)—

মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥ ৪০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

প্রস্তুতং প্রার্থয়ন্তে মৎস্যাশ্বেতি। নোঽস্মাং স্ত্রিভুবনঞ্চ অন্যদা যথা পাসি তথাধুনাপি পাহীতি বন্দনং তে ইতি চ বদন্তঃ সর্ব্বে শিরোভিঃ প্রণমন্তি। স্বামী। ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৫১। দ্বিতীয় পুরুষ নিজ অংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস করেন বলিয়া তিনি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। তিনি মায়ার আশ্রয় বটেন; কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে মায়ার আশ্রয় হইলেও মায়ার সঙ্গে তাঁহার স্পর্শ হয় না, তিনি মায়াতীত। ১।৫।৭২ পয়ারের এবং ১।২।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫২। এক্ষণে তৃতীয় পুরুষের কথা বলিতেছেন। ইহার নাম বিষ্ণু; ইনি দ্বিতীয় পুরুষের অংশ; জগৎ-পালনের নিমিত্ত সত্ত্বগুণের নিয়ামকরূপে ইনি অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া ইহাকে গুণাবতারও বলে। এজন্য ইনি পুরুষাবতার ও গুণাবতার দুইই। ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫৩। তৃতীয় পুরুষ ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী বা নিয়ামক। ব্রহ্মা জীবসৃষ্টি করিলে তৃতীয় পুরুষই অংশরূপে প্রতি জীবের মধ্যে প্রবেশ করেন; এই ব্যষ্টি-জীবান্তর্য্যামীই তৃতীয়-পুরুষ, ইহাকে ক্ষীরোদকস্বামীও বলে। কারণ, পৃথিবীর অন্তর্গত ক্ষীরোদ সমুদ্রে ইহার ধাম। ইনি পরমাত্মারূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যেও আছেন; আবার জগতের পালন-কর্ত্তারূপে এক স্বরূপে ক্ষীরোদ সমুদ্রেও আছেন। ১।৫।৯৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বিরাট**—চতুর্দ্দশ-ভুবনাদিদ্বারা কল্পিত রূপকে বিরাট বলে। ২।৫।৯০-৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। বিরাটকে তৃতীয় পুরুষের একটী রূপ বলিয়া কল্পনা করা হয়। **ব্যষ্টিজীব**—ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রত্যেক জীব। **পালনকর্ত্তা স্বামী**—অসুর-সংহার ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনাদিদ্বারা যিনি জগতের পালনাদি করেন।

২৫৪। পুরুষাবতার বলিয়া এক্ষণে লীলাবতার বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের যে সকল অবতারে চেষ্টাশূন্য বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং নিত্য নূতন উল্লাস-তরঙ্গময় স্বেচ্ছাধীন কার্য্যসকল দৃষ্ট হয়, তাঁহাদিগকেই লীলাবতার বলে।

২৫৫। লীলাবতার অসংখ্য; সংক্ষেপে প্রধান প্রধান কয়েকটী লীলাবতারের কথা বলিতেছেন।

২৫৬। মৎস্য, কূর্ম্মাদি লীলাবতার। ২।৬।৯৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪০। অন্বয়। ঈশ (হে ঈশ)! মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহ-বরাহ-হংস-রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু (মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজন্য অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র, বিপ্র অর্থাৎ পরশুরাম ও বিবুধ অর্থাৎ বামন প্রভৃতিতে) কৃতাবতারঃ (আবির্ভূত হইয়া) ত্বং (তুমি—শ্রীকৃষ্ণ) নঃ (আমাদিগকে) ত্রিভুবনং চ (এবং ত্রিভুবনকেও) পাসি (পালন কর); তথা (তদ্রূপ) অধুনা (অধুনা—এক্ষণে) ভুবঃ (পৃথিবীর) ভারং (ভার) হর (হরণ কর—অসুর সংহার করিয়া)।

লীলাবতারের কৈল দিগ্‌দরশন।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ ॥ ২৫৭
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—তিন গুণ-অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্ট্যাদি-ব্যবহার ॥ ২৫৮

ভক্তিমিশ্র-কৃতপুণ্য কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন ॥ ২৫৯
গর্ভোদকশায়িদ্বারে শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি-সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি ॥ ২৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—হে ঈশ! মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজন্য (রামচন্দ্র), বিপ্র (পরশুরাম) এবং বিবুধ (বামন) প্রভৃতিতে আবির্ভূত হইয়া (যদ্রূপ) আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকেও পালন করিয়াছ, তদ্রূপ অধুনাও এই পৃথিবীর ভার হরণ কর (পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদিগকে সংহার করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা কর)। ৪০

মৎস্যাশ্বাদিরূপে ভগবান্ যে লীলাবতার প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোক ২৫৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

২৫৭। লীলাবতারের কথা বলিয়া এক্ষণে গুণাবতারের কথা বলিতেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু (তৃতীয়-পুরুষ) ও শিব এই তিন জন গুণাবতার।

২৫৮। দ্বিতীয় পুরুষ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়া অংশে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই তিন জনই গুণাবতার।

ত্রিগুণাঙ্গীকরি—সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণকে অঙ্গীকার করিয়া। **সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার**—সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন।

২৫৯-৬০। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা দুই রকমের—জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। এই দুই পয়ারে জীবকোটি ব্রহ্মার কথা বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী ২৬১ পয়ারে ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মার কথা বলা হইয়াছে।

ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্য—ভক্তির সহিত যিনি কোনও পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন, তাদৃশ। **জীবোত্তম**—শ্রেষ্ঠ জীব। **ব্যষ্টিসৃষ্টি**—পৃথক্ পৃথক্ জীবের সৃষ্টি। **ব্রহ্মারূপ ধরি**—ব্রহ্মার রূপধারী জীবোত্তমে সৃষ্টিকারিণী শক্তিরূপে অবস্থান করিয়া।

শ্রীমদ্ভাগবতের "স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি ॥ ৪।২৪।২৯ ॥"-এই প্রমাণানুসারে বুঝা যায়, যে জীব শতজন্ম পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তিনি বিরিঞ্চিত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন ; অবশ্য এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনের সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানও করিতে হইবে ; কারণ "ভক্তি-মুখনিরীক্ষক কর্ম্মযোগজ্ঞান। ২।২২।১৪ ॥"—ভক্তির কৃপা ব্যতীত কর্ম্মাদি নিজ নিজ ফল প্রদান করিতে পারে না। এইরূপ জীবকেই "ভক্তিমিশ্র কৃতপুণ্য" জীব বলে ; তিনিই জীবের মধ্যে উত্তম (জীবোত্তম)। যে কল্পে এইরূপ জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে শ্রীভগবান্ ঐ জীবের চিত্তকে রজোগুণে বিভাবিত করিয়া এবং গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষদ্বারা তাঁহাতে সৃষ্টিকারিণী শক্তি সঞ্চার করাইয়া তাঁহাকেই ব্রহ্মা করেন এবং তাঁহাদ্বারাই সেই কল্পে জীবসৃষ্টি করেন। এইরূপে যে জীব ব্রহ্মা হন, তাঁহাকে জীবকোটি ব্রহ্মা বলে। আর যে কল্পে এইরূপ যোগ্য জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে গর্ভোদকশায়ীই স্বীয় অংশে ব্রহ্মারূপে প্রকট হয়েন, তখন তাঁহাকে ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা বলে। "ভবেৎ কচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ। কচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে ॥-সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত-ধৃত-পাদ্মবচন ॥" ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা (জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি উভয়েই) চতুর্ম্মুখ, অষ্টনেত্র, অষ্টবাহু। দেবতাদি ইহাকে দেখিতে পায়েন এবং দেবতাদিগকে ইনি বরও দিয়া থাকেন। ইনি স্থূল বা সমষ্টি-শরীর, ইহাকে বৈরাজ-ব্রহ্মাও বলে। আর এক ব্রহ্মা আছেন, তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে ; ইনি দেবতাদির অদৃশ্য, কেবল ঈশ্বরই ইহাকে দেখিতে পায়েন, ইহার দেহ সূক্ষ্ম বা মহত্তত্ত্বময়। ইনিও জীবকোটি হইতে পারেন। ল. ভা.।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৯)—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভাস্বানিতি। ভাস্বান্ সূর্য্যো যথা নিজেষু আত্মীয়েষু অশ্মসকলেষু সূর্য্যকান্তমণিখণ্ডেষু স্বীয়ং কিয়ত্তেজঃ প্রকটয়তি তেনোপাধিনা দাহং তনোতীত্যর্থঃ তদ্বৎ তথা অত্র জীববিশেষে কিঞ্চিত্তেজঃ প্রকটয়তি তেন স্বয়মেব ব্রহ্মা সন্ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা ব্যষ্টি-সৃষ্টিকর্ত্তা ভবতীত্যর্থঃ তমিতি। চক্রবর্ত্তী। ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪১। অন্বয়। ভাস্বান্ (সূর্য্য) যথা (যেমন) নিজেষু অশ্মসকলেষু (নিজের বলিয়া খ্যাত মণি সকলে—সূর্য্যকান্ত মণিসমূহে) স্বীয়ং (নিজের) কিয়ৎ (কিঞ্চিৎ) তেজঃ (তেজঃ) প্রকটয়তি (প্রকটিত করে—প্রকটিত করিয়া তদ্দ্বারা দাহ করে) [তথা] (তদ্রূপ) যঃ (যিনি) এব (ই) ব্রহ্মা (ব্রহ্মা—জীববিশেষে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক তাহাকে ব্রহ্মা করিয়া) জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা (ব্যষ্টি-সৃষ্টিকর্ত্তা) [ভবতি] (হয়েন), তং (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্ত-মণিতে নিজের কিঞ্চিৎ তেজঃ প্রকটিত করে (প্রকটিত করিয়া তদ্দ্বারা দাহ করিয়া থাকে), তদ্রূপ যিনি ব্রহ্মা হইয়া (জীববিশেষে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে ব্রহ্মা করিয়া) ব্যষ্টি-সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৪১

সূর্য্যকান্তমণির (অতসীকাচের) ভিতর দিয়া যদি সূর্য্যরশ্মি বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে বাহির হইয়াই সমস্ত রশ্মি এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। সেই কেন্দ্রীভূত সূর্য্যরশ্মি অত্যধিক উত্তাপবশতঃ দাহিকাশক্তি ধারণ করে। ঐস্থলে কোনও দাহ্য পদার্থ রাখিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়; সাধারণ লোক মনে করে—সূর্য্যকান্ত মণিরই ঐ দাহিকাশক্তি; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; সূর্য্যই স্বীয় কিরণরূপ শক্তি সেই মণিতে সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে দাহিকাশক্তি দান করিয়াছে—অবশ্য সেই মণিরও এমন একটা যোগ্যতা আছে, যদ্দ্বারা সূর্য্যরশ্মিও সেই মণির ভিতর দিয়া আসিলে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে। তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দও ব্রহ্মারূপে জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা—ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েন। সূর্য্য ও সূর্য্যকান্তমণির সঙ্গে শ্রীগোবিন্দ ও ব্রহ্মার উপমা দেওয়া হইয়াছে—শ্রীগোবিন্দ হইলেন সূর্য্যস্থানীয়, আর ব্রহ্মা হইলেন সূর্য্যকান্ত-মণিস্থানীয়। সূর্য্য ও সূর্য্যকান্ত-মণির উদাহরণে সূর্য্যকর্ত্তৃক সূর্য্যকান্ত-মণিতে তেজঃ বা কিরণ সঞ্চারের কথা বলা হইয়াছে; এই উপমার বলে—শ্রীগোবিন্দকর্ত্তৃকও ব্রহ্মাতে শক্তি সঞ্চার মনে করিতে হইবে; আবার সূর্য্যকান্তমণি যেমন সূর্য্য বা সূর্য্যের সমজাতীয় বস্তু নহে, সূর্য্যরশ্মি ধারণের যোগ্যতা আছে বলিয়া সূর্য্যের শক্তিতেই দাহিকাশক্তি লাভ করিয়া থাকে—তদ্রূপ, এই উপমার বলে মনে করিতে হইবে, এস্থলে যে ব্রহ্মার কথা বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মাও শ্রীগোবিন্দ নহেন, অথবা শ্রীগোবিন্দের সমজাতীয় কোনও ঈশ্বর-তত্ত্ব নহেন, শ্রীগোবিন্দের সৃষ্টিশক্তি ধারণের উপযুক্ত অপর কেহ—কোনও যোগ্য জীব। সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্ত-মণিতে তেজঃ সঞ্চার করে, তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দও যোগ্য জীবে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করেন; সূর্য্যের তেজঃ ধারণ করিয়া সূর্য্যকান্ত-মণিও যেমন দাহ করিতে পারে—তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দের সৃষ্টিশক্তি ধারণ করিয়া যোগ্য জীবও ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি করিতে পারেন; সেই জীবই ব্রহ্মার কার্য্য করেন বলিয়া— তখন ব্রহ্মা বলিয়া—জীবকোটি-ব্রহ্মা বলিয়া—পরিচিত হয়েন। এরূপ অর্থ না করিলে সূর্য্য ও সূর্য্যকান্তমণির সহিত উপমার সার্থকতা থাকে না। উদ্ধৃত শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদকৃত টীকাও এইরূপ অর্থের সমর্থন করে।

২৫৯-৬০ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকে দেখান হইল যে—শ্রীগোবিন্দ যোগ্য জীবে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাদ্বারা সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥ ২৬১

তথাহি (ভা. ১০।৬৮।৩৭)—
যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব॥ ৪২

নিজাংশকলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি।
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুদ্র রূপ ধরি॥ ২৬২
মায়া-সঙ্গে বিকারী রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব নহে, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥ ২৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৬১। যে কল্পে এমন কোনও যোগ্য জীবকে পাওয়া যায় না, যাঁহাতে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করা যায়, সেই কল্পে ভগবান্ নিজেই অংশে ব্রহ্মা হইয়া ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টি করেন। ভগবানের অংশ এই ব্রহ্মাকে ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা বলে।

কল্প—ব্রহ্মার এক দিনকে কল্প বলে। ১।৩।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। ১।৫।২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে ব্রহ্মাকে শ্রীকৃষ্ণের কলার কলা—(অংশাংশ) বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা গেল, ঈশ্বরের অংশরূপ এক ব্রহ্মাও আছেন; এইরূপে এই শ্লোক ২৬১ পয়ারের প্রমাণ হইল।

আর, পূর্ব্ববর্ত্তী ৪১ শ্লোক হইতে জানা গেল—যোগ্য জীবের মধ্যে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া ভগবান্ তাঁহাকেও ব্রহ্মা করিয়া থাকেন। এইরূপে এই দুইটী শ্লোক হইতে জীবকোটি ব্রহ্মা এবং ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মার পরিচয় পাওয়া যায়। দুই রকম ব্রহ্মার কথাই যখন শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তখন বুঝিতে হইবে—যে কল্পে যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে তাঁহাকে ব্রহ্মা (জীবকোটি ব্রহ্মা) করা হয়; আর যে কল্পে তদ্রূপ জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে ভগবান্ নিজেই ব্রহ্মা (ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা) হইয়া থাকেন।

২৬২। এক্ষণে সংহারকর্ত্তা রুদ্র বা শিবের কথা বলিতেছেন। **নিজাংশকলায়**—দ্বিতীয় পুরুষের অংশ রূপে। **মায়াসঙ্গে**—গুণসাম্যাবস্থায় নিরন্তর প্রকৃতি-যুক্ত; এজন্য গুণক্ষোভের পর গুণত্রয়যুক্ত এবং দূর হইতে গুণত্রয়ে সংবৃত। ল. ভা. পুরুষাবতার-গুণাবতারনিরূপণে ২৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। "শশ্বচ্ছক্তিযুতঃ প্রথমত স্তাবন্নিত্যমেব শক্ত্যা গুণসাম্যাবস্থ-প্রকৃতিরূপোপাধিনা যুক্তঃ গুণক্ষোভে সতি ত্রিলিঙ্গো গুণত্রয়োপাধিপ্রকটৈশ্চ সন্তিতৈস্তগুণৈঃ সংবৃতশ্চ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৫৮।১৫॥" "শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃত॥" শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৮।৩॥

২৬৩। মায়াসঙ্গে বিকারী—মায়ার সঙ্গবশতঃ রুদ্রকে বিকারী বলা হইয়াছে। বাস্তবিক রুদ্র বিকারী নহেন; সংহার-কার্য্যের জন্য সান্নিধ্যমাত্রে তমোগুণের সাহায্য করায়, সাধারণ লোকের নিকট আপাততঃ বিকারী বলিয়া মনে হয় মাত্র। "হরঃ পুরুষধামত্বান্নিগুণঃ প্রায় এব সঃ। বিকারবানিহ তমোযোগাৎ সর্ব্বৈ প্রতীয়তে॥ ল. ভা. পুরুষাবতার গুণাবতার। ২৮॥" তমোগুণের আবরণাত্মিকা শক্তি আছে বলিয়া শিবে আনন্দস্বরূপত্ব আচ্ছন্ন (২।১৮।৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য); তাই মনে হয়, তিনি যেন বিকারী। **ভিন্নাভিন্নরূপ**—শিব শ্রীকৃষ্ণের ভিন্নাভিন্ন-রূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে শিবের ভেদও আছে, অভেদও আছে। শিব শ্রীকৃষ্ণেরই অংশকলা; সুতরাং অংশ ও অংশীর স্বরূপতঃ ভেদ না থাকায়, কৃষ্ণের সহিত শিবের স্বরূপতঃ ভেদ নাই। কিন্তু মায়াকে অঙ্গীকার করিয়া শিব বিকারী হইয়াছেন, কৃষ্ণ বিকারহীন; এস্থলে শিব ও কৃষ্ণের ভেদ আছে। ২।১৮।৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

জীবতত্ত্ব নহে—২।২০।১০১ পয়ারে জীবকে কৃষ্ণের "ভেদাভেদ প্রকাশ" বলা হইয়াছে; তাই কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের ভেদও আছে, অভেদও আছে; আবার রুদ্র ভিন্নাভিন্নরূপ বলিয়া, কৃষ্ণের সঙ্গে রুদ্রেরও ভেদ এবং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অভেদ দুই-ই আছে; এজন্য কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে—জীবতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব একই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; শিব গর্ভোদকশায়ীর অংশ বলিয়া কৃষ্ণের স্বাংশ; আর জীব কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ (২।২২।৭)—তটস্থা-শক্তি বা জীবশক্তি; তটস্থাশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের কণিকাংশই জীব। আবার মায়াসঙ্গী হইলেও শিব মায়ার নিয়ন্তা, জীব কিন্তু মায়াকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। মায়াকর্ত্তৃক প্রার্থিত (গুণকর্ত্তৃক সংবৃত, সম্যক্‌রূপে বৃত বা প্রার্থিত—চক্রবর্ত্তী) হইয়াই শিব মায়াকে অঙ্গীকার করিয়াছেন; কিন্তু মায়া জীবকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়াছেন। সুতরাং জীবতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এক নহে।

নহে কৃষ্ণের স্বরূপ—শিব কৃষ্ণের স্বরূপও নহেন। যেহেতু (১) শিব মায়াশক্তির সঙ্গী তমোগুণ-সন্নিহিত; কিন্তু কৃষ্ণ মায়াতীত এবং গুণাতীত। (২) শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, শিবে ব্রহ্মের অসাক্ষাত্ত্ব—"অতো ব্রহ্মশিবয়োরসাক্ষাত্ত্বং শ্রীবিষ্ণোস্তু সাক্ষাত্ত্বং সিদ্ধম্"—পরমাত্মসন্দর্ভঃ।১৪॥ (৩) শ্রীকৃষ্ণ কারণ, শিব কার্য্য; "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নাগ্নীষোমৌ * * * * তস্মাদীশানো মহাদেবো মহাদেবঃ॥ মহোপনিষৎ। ১।১॥ একো হ বৈ পুরুষো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন শঙ্করঃ। স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ তত এতে ব্যজায়ন্ত বিশ্বো হিরণ্যগর্ভোঽগ্নির্বরুণরুদ্রেন্দ্রা ইতি।"—শ্রুতি। "একমাত্র পুরুষ নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা ও শঙ্কর ছিলেন না; সেই নারায়ণ চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহাতেই বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ, অগ্নি, বরুণ, রুদ্র ও ইন্দ্রাদি প্রকাশ পাইয়াছিলেন।" দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তি বটে, কিন্তু দধিতে দুগ্ধের (ক্ষীরের) প্রকাশ বেশী থাকে না; তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতেই শিবের উদ্ভব বটে, কিন্তু শিবে কৃষ্ণের প্রকাশ অতি সামান্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনের মধ্যে বিষ্ণুতেই কৃষ্ণের প্রকাশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, ব্রহ্মাতে তদপেক্ষা কম এবং শিবে সর্ব্বাপেক্ষা কম। "সূর্য্যকান্তস্থানীয়ে ব্রহ্মোপাধৌ সূর্য্যস্যেব তস্য (গোবিন্দস্য) কিঞ্চিৎ প্রকাশঃ। দধিস্থানীয়ে শম্ভুপাধৌ ক্ষীরস্থানীয়স্য (গোবিন্দস্য) ন তাদৃগপি প্রকাশঃ। দশান্তরস্থানীয়ে বিষ্ণুপাধৌ তু পূর্ণ এব প্রকাশঃ।"—পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৫৬।১৪॥

এস্থলে বলা হইল, শিব ও কৃষ্ণ এক নহেন; শিবকে নারায়ণের সমান মনে করিলেও শাস্ত্রানুসারে অপরাধ হয়। "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্; হ. ভ. বি. ১।৭৩॥" কিন্তু নামাপরাধের তালিকায় দেখা যায়, শিব ও বিষ্ণুর গুণনামাদিকে ভিন্ন মনে করিলে অপরাধ হয়। "শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ। হ. ভ. বি. ১১।২৮৩॥" ইহার সমাধান এই:—বিষ্ণু সর্ব্বাত্মক, সুতরাং শিবেরও আত্মা; শিবের গুণনামাদির মূল বিষ্ণুর গুণনামাদি। বিষ্ণুর শক্তিতেই শিবের শক্তি; কিন্তু এই তত্ত্বটি ভুলিয়া, যিনি শিবের গুণনামাদিকে, বিষ্ণুশক্তির ফল মনে না করিয়া, শক্ত্যন্তরসিদ্ধ বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ যিনি শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করিয়া তত্ত্বতঃ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, সুতরাং শিবের নামগুণাদিকেও বিষ্ণুর নাম-গুণাদি হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তাঁহার পক্ষে এই ভেদজ্ঞান অপরাধজনক হইবে। "শ্রীবিষ্ণোঃ সর্ব্বাত্মকত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ তস্মাৎ সকাশাৎ শিবস্য গুণনামাদিকং ভিন্নং শক্ত্যন্তরসিদ্ধং ইতি যো ধিয়াপি পশ্যেদিত্যর্থঃ।" ভক্তিসন্দর্ভঃ ২৬৬॥ এই প্রসঙ্গে ২।১৮।৭ শ্লোকের টীকাও দ্রষ্টব্য।

আবার, শিব ও পরতত্ত্ব-কৃষ্ণ যদি একই না হয়েন, বিষ্ণুকে শিবের সমান মনে করিলে যদি পাষণ্ডীই হইতে হয়, তাহা হইলে কোনও কোনও শাস্ত্রে শিবকে পরতত্ত্ব বলা হইল কেন? উত্তর:—যে সকল শাস্ত্রে শিবকে পরতত্ত্ব বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্রের গুরুত্ব বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে, শিব পরতত্ত্ব নহেন, হরিই পরতত্ত্ব। শাস্ত্র তিন শ্রেণীর, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। উঁহারা যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কল্পের কথাই বর্ণনা করিয়াছেন। সাত্ত্বিক শাস্ত্রে শ্রীহরির মহিমা, রাজসিক শাস্ত্রে ব্রহ্মার মহিমা এবং তামসিক শাস্ত্রে শিবের ও অগ্নির মহিমা অধিকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। "সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ। রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ। তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ। সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৄণাঞ্চ নিগদ্যতে॥"

দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে। দুগ্ধান্তর-বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে ॥ ২৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরমাত্মসন্দর্ভধৃতমৎস্যপুরাণবাক্য। ১৭ ॥ রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির জীব সকল, স্বীয় ভোগসুখাদি লাভের জন্য বরপ্রদ দেবতাদির এবং ভাবী দুঃখাদিনিবৃত্তির জন্য শাপপ্রদ দেবতাদিরই সেবা করিতে অভিলাষী। ইহাদের জন্যই ব্রহ্মা ও শিবের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্রাদি প্রকটিত হইয়াছে; যেহেতু, ব্রহ্মা ও শিবই তাঁহাদের সাধকের অভীষ্ট-পূর্ত্তির জন্য বর দিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের বিরাগ-ভাজন হইলে শাপ দিয়া থাকেন। "শাপ-প্রসাদয়োরিশা ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। সদ্যশাপপ্রসাদোঽঙ্গ শিবো ব্রহ্মা ন চাচ্যুতঃ ॥" শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।৮৮।১২ ॥ বিষ্ণুও বর বা শাপ দিয়া থাকেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও শিবের মত শীঘ্র দেন না।" মায়ামুগ্ধ জীব ভোগসুখের জন্যই লালায়িত, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় সাধারণতঃ ভোগসুখ মিলে না, বরং ভোগসুখ নষ্টই হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ আমি তাহার ভোগসুখের মূল—ধন হরণ করি; সে নির্ধন হইলে স্বজন, আত্মীয়, বান্ধব—সকলে তাহাকে ত্যাগ করে; তখনই নির্বিঘ্ন হইয়া নিশ্চিত মনে সে আমাকে ভজন করিতে পারে।" "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্ ॥ স যদা বিতথোদ্‌যোগো নির্ব্বিণ্ণঃ স্যাদ্ধনেহয়া। মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্ ॥ শ্রী. ভা. ১০।৮৮।৮-৯ ॥" এজন্যই শ্রীকৃষ্ণভজন ত্যাগ করিয়া জীব ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য ব্রহ্মশিবাদির ভজন করিয়া থাকে। "অতো মাং সুদুরারাধ্যং হিত্বান্যান্ ভজতে জনঃ। ততস্ত আশুতোষেভ্যো-লব্ধরাজ্যশ্রিয়োদ্ধতাঃ। মত্তাঃ প্রমত্তা বরদান্ বিস্মরন্ত্যবজানন্তি ॥ শ্রী. ভা. ১০।৮৮।১১ ॥" কিন্তু শিবাদির নিকট হইতে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া জীবের মোহ ক্রমশঃ বাড়িয়াই যায়, তাহাদের মায়ার বন্ধন দৃঢ়ীভূতই হয়।

শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ (হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ। শ্রীভা. ১০।৮৮।৫); তাঁহার ভজনে নির্গুণা ভক্তিই লাভ হয়—ঐশ্বর্য্যাদি মিলে না। এই নির্গুণা ভক্তিও দুর্লভ, অতি মূল্যবান্, তাই অতি গোপনীয়; পাত্র সম্যক্‌রূপে প্রস্তুত না হইলে শ্রীকৃষ্ণ এই অমূল্য বস্তুটী কাহাকেও দেন না। যাহারা ভোগসুখ চায়, তাহারা এই ভক্তির আভাসও পাইতে পারে না, তাহাদের নিকট হইতে এই অমূল্য চিন্তামণিটী গোপনে রাখিবার জন্যই রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্রাদি প্রকাশ করা হইয়াছে। এই রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্রাদি দ্বারা বিষ্ণুকে গোপন করিয়া শিবকে প্রকাশ করা হইয়াছে, যেন ভোগসুখের দাস জীব সহজে ভক্তি না পাইতে পারে। এইরূপ মোহ-সম্পদক শাস্ত্রপ্রচারের জন্য শিবের প্রতি ভগবানের আদেশ পুরাণাদিতে দেখা যায়। "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্‌বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥ পদ্ম. উ. ৬২।৩১ ॥"—"এষঃ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি। ত্বঞ্চরুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়। অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ। প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু ॥" পরমাত্ম সন্দর্ভধৃত পুরাণবচন ॥ ১৭ ॥

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, রাজসিক ও তামসিক শাস্ত্রে পরতত্ত্বরূপে শিবাদির বর্ণন কেবল জীব-মোহের জন্যই করা হইয়াছে। মূল পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই। ১।৭।১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬৩। দুগ্ধ হইতে যেমন দধির উদ্ভব; কৃষ্ণ হইতে তদ্রূপ শিবের উদ্ভব; কৃষ্ণ কারণ, শিব কার্য্য। কিন্তু দধি যেমন আবার দুগ্ধ হইতে পারে না, দুগ্ধের গুণ যেমন দধিতে নাই, শিবও তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতে পারেন না, কৃষ্ণের গুণও শিবে নাই। এস্থলে দুগ্ধ ও দধির উপমা, শিবের বিকারিত্বাংশে নহে, কার্য্যকারণত্বাংশে এবং কার্য্যের কারণরূপে পরিণতি-লাভের সম্ভাবনা-হীনত্বাংশে।

দুগ্ধান্তর—দুগ্ধ হইতে স্বতন্ত্র।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৬।৪৫)—

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৩

শিব মায়াশক্তিযুক্ত তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত—বিষ্ণু পরমেশ ॥ ২৬৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পুরুষধামত্বাৎ নির্গুণত্বং তমোযোগাৎ বিকারবত্ত্বভণিতিঃ ইত্যত্র প্রমাণং ক্ষীরং যথেতি। বিকারবিশেষযোগাৎ ক্ষীরং যথা দধি সঞ্জায়তে, ততঃ ক্ষীরাৎ হেতোঃ দধি পৃথক্ ভিন্নং ন অস্তি ন ভবতি তথা যঃ গোবিন্দঃ তমোযোগাৎ স্বেচ্ছাগৃহীত-তমঃ-সম্বন্ধাৎ শম্ভুর্ভবতি ন তু গোবিন্দাৎ শম্ভুরন্যঃ ইত্যর্থঃ। তথা চ বিকারস্যাগন্তুকত্বাৎ স্বরূপে ন তৎপ্রসঙ্গ ইতি। শ্রীবলদেব। ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪৩। অন্বয়। ক্ষীরং (ক্ষীর—দুগ্ধ) যথা (যেমন) বিকারবিশেষযোগাৎ (বিকারবিশেষ—অম্ল—যোগে) দধি (দধিতে) সঞ্জায়তে (পরিণত হয়), তু (কিন্তু) হেতোঃ (কারণরূপ) ততঃ (তাহা হইতে—সেই দুগ্ধ হইতে) পৃথক্ ন অস্তি (দধি ভিন্ন নহে), তথা (তদ্রূপ) যঃ (যিনি) কার্য্যাৎ (কার্য্যানুরোধে—সৃষ্টিসংহার-কার্য্যের নিমিত্ত) শম্ভুতাং (শম্ভুত্ব—শিবত্ব) অপি (ও) সমুপৈতি (প্রাপ্ত হয়েন) তং (সেই) আদিপুরুষং (আদি-পুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। দুগ্ধ যেমন বিকারবিশেষ (অম্ল)-যোগে দধি হয়, কিন্তু দধি স্বকারণ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে ; তদ্রূপ যিনি সংহারাদি-কার্য্যের নিমিত্ত রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৪৩

বিকারবিশেষ—বিকার উৎপাদক বস্তুবিশেষ ; দুগ্ধের বিকার জন্মে অম্ল হইতে, অম্লযোগেই দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয় ; তাই এস্থলে দুগ্ধসম্বন্ধে বিকারবিশেষ বলিতে অম্লকেই বুঝাইতেছে।

দুগ্ধ যেমন অম্লযোগে দধি হয়, তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দও তমোগুণের সংযোগে শম্ভু (অর্থাৎ রুদ্র) হইয়াছেন। দুগ্ধ যেমন দধির কারণ, আর দধি যেমন দুগ্ধের কার্য্য—তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দও হইলেন রুদ্রের কারণ—মূল এবং রুদ্র হইলেন তাঁহার কার্য্য। কার্য্য ও কারণের অভেদবশতঃ স্বরূপতঃ যেমন দুগ্ধ হইতে দধি ভিন্ন নহে,—তদ্রূপ গোবিন্দ হইতেও রুদ্র ভিন্ন নহেন ; কার্য্যকারণ হিসাবে তাঁহারা অভিন্ন। শ্রীগোবিন্দ সংহার-কার্য্যের জন্য ইচ্ছা করিয়াই তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তমোগুণের নিয়ন্তৃত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং এই গুণজাত বিকারটী হইল আগন্তুক বস্তু ; কোনও আগন্তুক বস্তু স্বরূপের ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীশিবে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই ; এজন্যই ২৬৪-পয়ারে বলা হইয়াছে—"দুগ্ধান্তর বস্তু নহে।" যাহা হউক, দধি যেমন কখনও দুগ্ধ হইতে পারেনা, যেহেতু দধিতে দুগ্ধের গুণ নাই—তদ্রূপ রুদ্রও গোবিন্দ হইতে পারেন না, যেহেতু রুদ্ররূপ-প্রকাশে গোবিন্দের গুণ নাই ; এই প্রকাশের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে রুদ্র ও গোবিন্দ ভিন্ন। এইরূপে রুদ্র যে শ্রীকৃষ্ণের ভিন্নাভিন্নরূপ—এই ২৬৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ হইল এই শ্লোক।

২৬৫। শিব ও কৃষ্ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও প্রকাশের দিক্ দিয়া তাঁহাদের যে পার্থক্য আছে, তাহা পুনরায় দেখাইতেছেন। শিব হইলেন মায়াশক্তিযুক্ত, বিষ্ণু হইলেন মায়াতীত ; শিব হইলেন তমোগুণে (তমোগুণকে স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়া সেই গুণে) আবিষ্ট, কিন্তু বিষ্ণু হইলেন গুণাতীত, মায়িক গুণের স্পর্শলেশশূন্য।

শিব মায়াশক্তিযুক্ত—ভগবানের গুণাবতার বলিয়া, ভগবান্ হইতে শিব স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও, ভক্তকামনাপূরণের জন্য তিনি মায়াশক্তিকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে মায়াশক্তিযুক্ত বলা হয়।

তথাহি (ভা. ১০।৮৮।৩)—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥ ৪৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অন্যোন্যোপমর্দ্দেন তমসস্ত্রৈবিধ্যাৎ ত্রিলিঙ্গঃ। ত্রিলিঙ্গত্বমাহ বৈকারিক ইতি। অহমহঙ্কারঃ। স্বামী। ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তিনি এই মায়াশক্তির সহায়তায় তাঁহার ভক্তদিগকে অভিলষিত (মায়িক) বিভূতি দিয়া থাকেন। শ্রী. ভা. ১০।৮৮।১২॥

তমোগুণাবেশ—সংহারকার্য্যের জন্য শিব তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪৪। অন্বয়। শিবঃ (শিব—রুদ্র) শশ্বৎ (নিত্য-সর্ব্বদা) শক্তিযুতঃ (প্রথমতঃ গুণসাম্যাবস্থ-প্রকৃতির গুণোপাধিযুক্ত) ত্রিলিঙ্গঃ (প্রকৃতির গুণক্ষোভ জন্মিলে গুণত্রয়ের উপাধিযুক্ত) গুণসংবৃতঃ (ঐ গুণত্রয় প্রকট হইলে তাহাদের দ্বারা সম্বৃত) ; বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিক), তৈজসঃ (রাজসিক), তামসঃ চ (এবং তামসিক) ইতি (এই) ত্রিধা (তিন রকম) অহং (অহঙ্কার)।

অনুবাদ। শিব সর্ব্বদাই শক্তিযুক্ত (অর্থাৎ প্রথমতঃ গুণসাম্যাত্মিকা প্রকৃতির উপাধিযুক্ত) ত্রিলিঙ্গ (অর্থাৎ প্রকৃতির গুণক্ষোভ জন্মিলে গুণত্রেয় উপাধিযুক্ত) ; (যেহেতু) সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন রকমের অহঙ্কার (বলিয়া তিনি ত্রিবিধ অহঙ্কারেরই অধিষ্ঠাতারূপে ত্রিলিঙ্গ)॥ ৪৪

শিব নিত্যই শক্তিযুক্ত—মায়াশক্তিযুক্ত ; মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা থাকে, তখনও শিব ঐ সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিরই উপাধির সহিত যুক্ত থাকেন ; কিন্তু যখন পুরুষের শক্তিতে প্রকৃতির গুণ ক্ষুভিত হয়, তখন শিব গুণত্রয়ের উপাধিযুক্ত হইয়া ত্রিলিঙ্গ হয়েন। আবার, প্রকৃতির গুণত্রয় প্রকট হইলে তিনি গুণসংবৃতঃ—তিনটী গুণের দ্বারাই সংবৃত (সম্যক্‌রূপে বৃত) হয়েন। "কৃপা করিয়া আমাদিগকে অঙ্গীকার করুন"—এইভাবে গুণত্রয় কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াই যেন তিনি উক্ত তিনটী গুণকেই অঙ্গীকার করেন—নিজের ইচ্ছানুসারে। গুণত্রয় জীবকে যেমন বলপূর্ব্বক কবলিত করে, শ্রীশিবকে তদ্রূপ কবলিত করিতে সমর্থ নহে ; শ্রীশিব নিজে ইচ্ছা করিয়া গুণত্রয়কে অঙ্গীকার করেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—শিব-তম-উপাধিযুক্ত বলিয়াই তো প্রসিদ্ধ ; তাহাই যদি হয়, তবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণেরই উপাধির সহিত তিনি কিরূপে যুক্ত হয়েন? এ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন—অহঙ্কার তিন রকমের—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ; শ্রীশিব এই তিন রকমের অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা বলিয়াই ত্রিলিঙ্গ—তিন রকম গুণের উপাধির সহিতই যুক্ত ; তিন রকম গুণোপাধির সহিত যুক্ত হইলেও তমোগুণের উপাধিরই প্রাধান্য তাঁহাতে। (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ)।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীশিব ভগবদবতার হইয়াও মায়াগুণকে অঙ্গীকার করেন কেন? ভক্তবাৎসল্যবশতঃ তিনি মায়াকে অঙ্গীকার করেন। শ্রীহরি পরম-দয়ালু বলিয়া তাঁহার সকাম-ভক্তদিগকেও তাঁহাদের প্রার্থিত বিষয়-সুখাদি দেন না। "কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয় সুখ। অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ॥ আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব। স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ছাড়াইব॥ ২।২২।২৫-২৬॥" শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তিনি তাঁহাদিগকে প্রথমে নির্ধন করেন, পরে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনদের ছাড়াইয়া নেন—সংসারে যত রকম দুঃখ আছে, প্রায় সমস্তই তিনি তাঁহাদিগকে দিয়া থাকেন। শ্রীভা. ১০।৮৮।৮॥ তাই যাঁহারা সাংসারিক সুখ চাহেন, তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত শ্রীশিব মায়িক গুণকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, যেন ভক্তদের মায়িক ব্রহ্মাণ্ডভোগ্য

তথাহি (ভা. ১০।৮৮।৫)—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ॥ ৪৫

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণু-রূপে অবতার।
সত্ত্বগুণদ্রষ্টা, তাতে গুণ-মায়াপার॥ ২৬৬
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ কৃষ্ণ সম প্রায়।
'কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ' বেদে হেন গায়॥ ২৬৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কুতো নির্গুণঃ যতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ স্বতঃ এব গুণানতিক্রম্য স্থিতঃ অতো গুণাতীতস্য ভজনাৎ কথং গুণময়ীং সম্পদং প্রাপ্নুয়ুরিতি ভাবঃ। সর্ব্বেষাং শিবাদীনামপি জ্ঞানং যতঃ স ইতি তং ভজন্ জ্ঞানচক্ষুঃ প্রাপ্নোতি ন তু সম্পদুদ্ভূতমজ্ঞানান্ধ্যমিতি ভাবঃ। উপদ্রষ্টা গুণলেপাভাবাদৌদাসীন্যেন কেবলং সাক্ষীতি তং ভজন্নপি গুণলেপরহিতো নির্গুণো ভবেৎ এত এবাগ্রে বক্ষ্যতে "যতঃ" শান্তির্যতো ভয়ম্। ধর্ম্মঃ সাক্ষাৎ যতো জ্ঞানং বৈরাগ্যঞ্চ তদন্বিত"-মিত্যাদি। চক্রবর্ত্তী। ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কাম্যবস্তু দান করিতে পারেন। (শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী)। আর, তিনি তমোগুণকে অধিকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন—সৃষ্টিসংহার করিয়া মহাপ্রলয়ের সুযোগ করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত।

এই শ্লোক ২৬৫ পয়ারের প্রথম অর্দ্ধেকের প্রমাণ।

শ্লো। ৪৫। অন্বয়। হরিঃ (শ্রীহরি) হি (নিশ্চিত) নির্গুণঃ (নির্গুণ—প্রকৃতির গুণস্পর্শশূন্য) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির —মায়ার) পরঃ (অতীত) সাক্ষাৎ পুরুষঃ (সাক্ষাৎ-ঈশ্বর) সর্ব্বদৃক্ (সর্ব্বদর্শী) উপদ্রষ্টা (সর্ব্বসাক্ষী); তং (তাঁহাকে) ভজন্ (ভজন করিলে) নির্গুণঃ (নির্গুণ) ভবেৎ (হয়)।

অনুবাদ। শ্রীহরি নির্গুণ (মায়িক-গুণস্পর্শশূন্য), প্রকৃতির অতীত, সাক্ষাৎ-ঈশ্বর, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বসাক্ষী। তাই তাঁহার ভজন করিলে নির্গুণ হওয়া যায়। ৪৫

এই শ্লোকে শ্রীশিব অপেক্ষা শ্রীহরির বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন। শিব—মায়িক-গুণযুক্ত; শ্রীহরি—নির্গুণ, মায়িক গুণের স্পর্শশূন্য। শিব—প্রকৃতির উপাধিযুক্ত; শ্রীহরি—প্রকৃতির অতীত, প্রকৃতি হইতে বহুদূরে। শ্রীহরি—সাক্ষাৎ ঈশ্বর; শিব—শ্রীহরির অবতার বলিয়া পরম্পরাক্রমে ঈশ্বর—শ্রীহরি ঈশ্বর বলিয়া শিবের ঈশ্বরত্ব; তাহাতেও আবার শিবে ঈশ্বরত্বের বিকাশ শ্রীহরি অপেক্ষা অনেক কম। শ্রীহরি—সর্ব্বদর্শী, সুতরাং শিবেরও দ্রষ্টা; অথবা সকলের—শিবাদিরও—জ্ঞান যাহা হইতে, তিনি সর্ব্বদৃক্; সুতরাং তাঁহার ভজনে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে পারে—আর শাপ-বর-দাতা শিবের আরাধনা করিয়া সম্পদ্ লাভ হইলে সম্পদুদ্ভূত অন্ধতা জন্মিবার আশঙ্কা আছে। শ্রীহরি—উপদ্রষ্টা, গুণস্পর্শশূন্য বলিয়া উদাসীন ভাবে সর্ব্বসাক্ষী, সুতরাং তাঁহার ভজনে জীবের গুণোপাধি দূরীভূত হইতে পারে।

২৬৫ পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

২৬৬। ব্রহ্মা ও শিবের কথা বলিয়া এক্ষণে বিষ্ণুর কথা বলিতেছেন।

সত্ত্বগুণদ্রষ্টা—বিষ্ণু সত্ত্বগুণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা পালন করেন; সত্ত্বগুণকে স্পর্শ করেন না। তাতে
গুণমায়া-পার—এজন্য বিষ্ণু গুণাতীত ও মায়াতীত। ২।১৮।৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।
কৃষ্ণের যে নিজাংশ স্বতন্ত্র মূর্ত্তিরূপে প্রকট হইয়া সত্ত্বগুণের প্রতি দৃষ্টিমাত্র করিয়া জগৎ-পালন করেন
তাহাই বিষ্ণু।
স্বরূপের (স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের) ঐশ্বর্য্য। ষড়ৈশ্বর্য্য।
২৬৭। বিষ্ণুও প্রায় শ্রীকৃষ্ণের মতই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ; স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য—স্বরূপের (স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের) ঐশ্বর্য্য। ষড়ৈশ্বর্য্য।

২৬৭। বিষ্ণুও প্রায় শ্রীকৃষ্ণের মতই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ; পার্থক্য কেবল শক্তির বিকাশে। সমপ্রায়—অথবা, স্বরূপে এবং ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ। সকল ভগবৎ-স্বরূপই স্বরূপে পূর্ণ; পার্থক্য কেবল শক্তির বিকাশে। সমপ্রায়—প্রায় সমান; অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ন্যূন। ন্যূনার্থে "প্রায়" শব্দের প্রয়োগ। একটী দীপ হইতে আর একটী দীপ জ্বালাইলে,

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৬)—
দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ ক্রমপ্রাপ্তং ২বিশ্বরূপমেকং নিরূপয়ন্ গুণাবতারমহেশপ্রসঙ্গাদ্ গুণাবতারং বিষ্ণুং নিরূপয়তি দীপার্চ্চিরিতি। তাদৃকত্বে হেতুঃ। বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মেতি। যদ্যপীতি শ্রীগোবিন্দাংশাংশঃ কারণার্ণবশায়ী তস্য গর্ভোদকশায়ী তস্য চাবতারোঽয়ং বিষ্ণুরিতি লভ্যতে তথাপি মহাদীপাৎ ক্রমপরম্পরয়া সূক্ষ্মনির্ম্মলদীপস্যোদিতস্য জ্যোতীরূপাংশে যথা তেন সহ সাম্যং তথা গোবিন্দেন বিষ্ণুর্গম্যতে শম্ভোস্তু তমোঽধিষ্ঠানাৎ কজ্জলময়সূক্ষ্মদীপশিখাস্থানীয়স্য ন তথা সাম্যতিরোধানায় তদিথমুচ্যতে মহাবিষ্ণোরপি কলাবিশেষত্বেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। শ্রীজীব। ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিষ্ণুর উদ্ভব হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ এবং পরবর্ত্তী দীপের প্রকাশ যেমন প্রায় মূলদীপের মতই হয়, তদ্রূপ, শ্রীবিষ্ণু প্রায় একরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট। প্রায় বলার তাৎপর্য্য এই যে, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-প্রেম প্রদত্বাদির পূর্ণ-বিকাশ শ্রীকৃষ্ণেই, বিষ্ণুতে নহে। ২।১৮।৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিবৃতহেতু-
শ্লো। ৪৬। অন্বয়। দীপার্চ্চিঃ (দীপশিখা) দশান্তরং (অন্য সলিতা) অভ্যুপেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) তাদৃক্ এব হি সমানধর্ম্মা (মূলদীপের সমান ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া) এব হি (ই) দীপায়তে (অপর একটী দীপ হয়); আদিপুরুষং (ঠিক সেইরূপেই) যঃ (যিনি) বিষ্ণুতয়া (বিষ্ণুরূপে) বিভাতি (প্রকাশ পাইতেছেন) তং (সেই) (আদি পুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

মূল দীপের সমানধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াই
অনুবাদ। দীপশিখা যেমন দশান্তর (অন্য সলিতা) প্রাপ্ত হইয়া অপর দীপরূপে প্রকাশ পায়; সেই রূপেই যিনি বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। ৪৬

দীপার্চ্চিঃ—দীপের (প্রদীপের) অর্চ্চি (শিখা)। **দশান্তরং**—অন্য দশা (বা সলিতা); অন্য সলিতা। **বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা**—বিবৃত (প্রকাশিত) হইয়াছে হেতুর (মূল কারণের—মূল দীপের) সমান ধর্ম্ম যাহাদ্বারা। একটী দীপের শিখা অন্য দীপের সলিতার সহিত যুক্ত হইলে দ্বিতীয় দীপটীও প্রজলিত হইয়া উঠে এবং প্রথম দীপের সহিত তুল্য ধর্ম্মই প্রকাশ করে—প্রথম দীপের যেরূপ শিখা দ্বিতীয় দীপেরও সেইরূপ শিখা; প্রথম দীপের যেরূপ আলো, দ্বিতীয় দীপেরও সেইরূপ আলো, প্রথম দীপের যেরূপ দাহিকাশক্তি, দ্বিতীয় দীপেরও সেইরূপই দাহিকাশক্তি; এইরূপে উভয় দীপের ধর্ম্মই সমান। তথাপি কিন্তু প্রথম দীপটীই দ্বিতীয় দীপের কারণ—অংশী এবং দ্বিতীয় দীপটী কার্য্য—অংশ। এইরূপে, একটী দীপ যে ভাবে অন্য দীপরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রকাশ পাওয়ার পরে উভয় দীপের ধর্ম্মই যেমন সমান থাকে—ঠিক সেইভাবে শ্রীগোবিন্দ বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। উপমা হইতে বুঝা যায়—শ্রীগোবিন্দ হইতে শ্রীবিষ্ণুর প্রকাশ, শ্রীগোবিন্দ অংশী, বিষ্ণু তাঁহার অংশ, কিন্তু দীপ দুটীর ন্যায় শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীবিষ্ণুর ধর্ম্ম—স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদি—সমান। শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীবিষ্ণুর সমতা বোধ হয় মায়াতীতত্বাংশে—শ্রীগোবিন্দের স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদি যেরূপ মায়াতীত, শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যাদিও তেমনিই মায়াতীত। কিন্তু ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশ শ্রীবিষ্ণু অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দে অনেক বেশী।

২৬৬-৬৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

ব্রহ্মা শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥ ২৬৮

তথাহি (ভা. ২।৬।৩২)—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৪৭ ॥

মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন।
অসঙ্খ্য গণন তার, শুনহ কারণ ॥ ২৬৯
ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ-অবতার তাহাঁ করেন ঈশ্বর ॥ ২৭০
এ চৌদ্দ একদিনে, মাসে চারিশত-বিশ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চ-হাজার-চল্লিশ ॥ ২৭১
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার।
পঞ্চলক্ষ-চল্লিশ-হাজার মন্বন্তরাবতার ॥ ২৭২
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস ব্রহ্মার জীবন ॥ ২৭৩
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখার অন্ত ॥ ২৭৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যৎপরস্ত্বমিত্যেতৎ প্রশ্নোত্তরং যদুক্তং স এষ ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বেষাং মম চেশ্বর ইতি, তদুপসংহরতি সৃজামীতি। পালনন্তু স্বয়মেব করোতীত্যাহ বিশ্বমিতি। পুরুষরূপেণ ত্রিশক্তির্মায়া তাং ধরতীতি তথাঃ সঃ। স্বামী। ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৬৮। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন জনই শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার বলিয়া মনে হইতে পারে যে, তাঁহারা তিন জনেই সমান ; বস্তুতঃ তাঁহারা যে তুল্য নহেন, তাহাই বলিতেছেন, এই পয়ারে।

আজ্ঞাকারী—আজ্ঞার (আদেশের) কারী (পালনকারী)। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন এব শিব সংহার করেন। ভক্ত-অবতার—শ্রীকৃষ্ণের আদেশপালন-রূপ সেবা করেন বলিয়া ভক্ত। ব্রহ্মা ও শিব শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং ভক্ত ; এজন্য তাঁহাদিগকে ভক্তাবতার বলা হইল। বিষ্ণু কিন্তু ব্রহ্মা ও শিবের তুল্য নহেন ; বিষ্ণু, কৃষ্ণের ভক্তাবতার নহেন, স্বরূপাবতার। সুতরাং বিষ্ণুর সঙ্গে ব্রহ্মা ও শিবের সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। স্বরূপ-আকার—স্বয়ং কৃষ্ণই বিষ্ণুর আকার ধারণ করিয়া বিশ্বের পালন করিতেছেন। ব্রহ্মা ও শিব শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে আবিষ্ট হইয়া সৃষ্টি ও সংহার করেন ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিয়ম্য। আর স্বয়ং কৃষ্ণই বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া বিশ্বের পালন করেন ; কৃষ্ণের শক্তিতে আবিষ্ট নহেন বিষ্ণু ; পরন্তু কৃষ্ণই নিজে বিষ্ণু হইয়াছেন ; তাই কৃষ্ণ যেমন ব্রহ্মা ও শিবের ঈশ্বর, বিষ্ণুও তদ্রূপ ব্রহ্মা ও শিবের ঈশ্বর। ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪৭। অন্বয়। অহং (আমি—ব্রহ্মা) তন্নিযুক্তঃ (তাঁহা কর্তৃক—শ্রীভগবান্ কর্তৃক—নিযুক্ত হইয়া) সৃজামি (বিশ্বের সৃষ্টি করি), হরঃ (শিব—রুদ্রও) তদ্বশঃ (তাঁহারই বশতাপন্ন হইয়া) হরতি (জগতের সংহার করেন)। ত্রিশক্তিধৃক্ (মায়াশক্তিধারণকারী) [সঃ] (তিনি—সেই ভগবান্) পুরুষরূপেণ (বিষ্ণুরূপে) বিশ্বং (বিশ্বকে) পরিপাতি (প্রতিপালন করেন)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা নারদকে কহিলেন—তাঁহা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াই আমি বিশ্বের সৃষ্টি করি, রুদ্র তাঁহার অধীন হইয়াই বিশ্বের সংহার করেন, আর সেই ত্রিশক্তিশালী শ্রীহরি বিষ্ণুরূপে বিশ্বের পালন করেন। ৪৭।

ত্রিশক্তিধৃক্—ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিকে ধারণ করিয়াছেন যিনি ; যিনি মায়াশক্তির নিয়ন্তা ; মায়া যাঁহার শক্তি, সেই শ্রীভগবান্ (স্বামী)। অথবা, অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা—এই ত্রিবিধ শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ (চক্রবর্ত্তী)।

ব্রহ্মা এবং শিব যে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনকারী এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যে বিষ্ণুরূপে বিশ্বের পালন করিতেছেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। এই শ্লোক ২৬৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ। ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬৯-৭৪। এক্ষণে মন্বন্তরাবতারের কথা বলিতেছেন।

স্বায়ম্ভুবে ‘যজ্ঞ’ স্বারোচিষে ‘বিভু’ নাম।
ঔত্তমে ‘সত্যসেন’ তামসে ‘হরি’ অভিধান ॥ ২৭৫
রৈবতে ‘বৈকুণ্ঠ’, চাক্ষুষে ‘অজিত’ বৈবস্বতে
‘বামন’।
সাবর্ণে ‘সার্ব্বভৌম’ দক্ষসাবর্ণে ‘ঋষভ’ গণন ॥ ২৭৬
ব্রহ্মসাবর্ণে ‘বিশ্বক্‌সেন’, ‘ধর্ম্মসেতু’ ধর্ম্মসাবর্ণে।
রুদ্রসাবর্ণে ‘সুধাম’ ‘যোগেশ্বর’ দেবসাবর্ণে ॥ ২৭৭
ইন্দ্রসাবর্ণে ‘বৃহদ্ভানু’ অভিধান।
এই চৌদ্দ-মন্বন্তরে চৌদ্দ-অবতার নাম ॥ ২৭৮

যুগাবতার এবে শুন সনাতন !।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—চারি যুগের গণন ॥ ২৭৯

শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত—ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করায় যুগধর্ম্ম ॥ ২৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এক এক মনুর শাসন-সময়কে এক **মন্বন্তর** বলে (মনুর অন্তর অর্থাৎ সময়)। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে এক দিব্যযুগ ; একাত্তর দিব্যযুগে এক মন্বন্তর। তাহা হইলে, এক মন্বন্তরের মধ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, ইহাদের প্রত্যেক যুগই ২৮৪ বার আছে। এক এক মন্বন্তরে এক এক মনু শাসন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক মন্বন্তরেই ভগবান্ মুকুন্দ দেবগণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া ঐ মন্বন্তরীয় ইন্দ্রের সহায়তা করেন এবং সাধারণতঃ ইন্দ্রের শত্রু-আদিরও বিনাশ করেন। মুকুন্দের এইরূপ আবির্ভাবকেই **মন্বন্তরাবতার** বলে। “মন্বন্তরাবতারোঽসৌ প্রায়ঃ শক্রারিহত্যয়া। তৎসহায়ো মুকুন্দস্য প্রাদুর্ভাবঃ সুরেষু যঃ ॥” লঘুভাগবত। মন্বন্তরাবতার। ১।

মন্বন্তরাবতার অসংখ্য। ইহার হেতু এই :—চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয় ; এইরূপ ত্রিশ দিনে ব্রহ্মার এক মাস এবং এইরূপ বার মাসে ব্রহ্মার এক বৎসর। এইরূপ একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু। অতএব, ব্রহ্মার একদিনে হইল চৌদ্দটী মন্বন্তরাবতার ; একমাসে ১৪ × ৩০ বা চারিশত বিশ, এক বৎসরে ৪২০ × ১২ বা ৫০৪০ পাঁচ হাজার চল্লিশ এবং একশত বৎসরে ৫০৪০ × ১০০ = ৫০৪০,০০ পাঁচ লক্ষ চারি হাজার মন্বন্তরাবতার। তাহা হইলে এক ব্রহ্মার আয়ুকালে এক ব্রহ্মাণ্ডে পাঁচ লক্ষ চারি হাজার মন্বন্তরাবতার। ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা আবার অনন্ত ; সুতরাং সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের মন্বন্তরাবতারেব সংখ্যাও অনন্ত। এই হইল এক ব্রহ্মার আয়ুকালের মন্বন্তরাবতারের কথা। কিন্তু মহাবিষ্ণুর একটী নিশ্বাসে যে সময় লাগে, তাহাই ব্রহ্মার আয়ুকাল ; তাঁহার নিশ্বাসেরও অন্ত নাই ; সুতরাং মন্বন্তরাবতারের সংখ্যারও কোনও কূল-কিনারা নাই।

২৭৫-৭৮। অসংখ্য বলিয়া সমস্ত মন্বন্তরাবতারের বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। এজন্য ব্রহ্মার একদিনের অন্তর্গত চৌদ্দ মনুর এবং চৌদ্দ মন্বন্তরাবতারের মাত্র নাম উল্লেখ করিতেছেন। চৌদ্দ মনুর নাম যথা—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণ, দক্ষসাবর্ণ, ব্রহ্মসাবর্ণ, ধর্ম্মসাবর্ণ, রুদ্রসাবর্ণ, দেবসাবর্ণ ও ইন্দ্রসাবর্ণ। প্রথম ছয় মনু গত হইয়াছেন ; এক্ষণে সপ্তম মনু বৈবস্বতের সময়। এই মন্বন্তরের সাতাইশটী চতুর্যুগ অতীত হইয়াছে, এক্ষণে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলিযুগ চলিতেছে।

চৌদ্দ মন্বন্তরাবতার—উক্ত চৌদ্দ মনুর সময়ে যথাক্রমে এই চৌদ্দ জন মন্বন্তরাবতার :—যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিশ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, এবং বৃহদ্ভানু। বর্ত্তমান মন্বন্তরের অবতার “বামন”।

২৭৯-৮০। এক্ষণে যুগাবতারের কথা বলিতেছেন। প্রতিযুগে তৎকালীন মন্বন্তরাবতার যুগাবতাররূপে প্রকট হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। যুগভেদে যুগাবতারের বর্ণভেদ হইয়া থাকে।

সত্যযুগের যুগাবতারের নাম “শুক্ল” ; ইনি শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটাধারী ; ইনি বল্কল পরিধান করেন, কৃষ্ণাজীন, উপবীত, অক্ষ, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করেন। শ্রী. ভা. ১১।৫।২১ ॥

তথাহি

ভা: ১০।৮।১৩, ১১।৫।২১, ১১।৫।২৪)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ। ৪৮

কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ॥ ৪৯
ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥ ৫০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদেব বর্ণাদিচতুষ্টয়মাহ কৃত ইত্যাদিনা। কৃষ্ণাজীনাদীন্ বিভ্রদিতি ব্রহ্মচারিবেশো দর্শিতঃ। স্বামী। ৪৯
ত্রিগুণা দীক্ষাঙ্গভূতা মেখলা যস্য সঃ যজ্ঞমূর্ত্তিঃ। হিরণ্যকেশঃ পিঙ্গলকেশঃ। স্বামী। ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ত্রেতার যুগাবতারের নাম "রক্ত"; ইনি রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিমেখল, পিঙ্গলকেশ, বেদময় এবং স্রুক্‌স্রুবাদি-চিহ্নে চিহ্নিত। শ্রীভা. ১১।৫।২৪॥

দ্বাপরের যুগাবতারের নাম শ্যাম; ইনি শ্যামবর্ণ, পীতবাসা, স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র (শঙ্খচক্রাদি)-ধারী এবং শ্রীবৎসাদি চিহ্নসকলে চিহ্নিত। শ্রীভা. ১১।৫।২৭॥ কলির যুগাবতারের নাম "কৃষ্ণ", ইনি কৃষ্ণবর্ণ। "কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥ ল. ভা. যুগাব.। ২৫॥" উক্ত বিবরণ সাধারণ-যুগাবতার-সম্বন্ধে। যুগবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। যে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই দ্বাপরের যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হন, স্বতন্ত্ররূপে আর প্রকট হয়েন না। আবার যে কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েন, সেই কলির কৃষ্ণবর্ণ-যুগাবতারও মহাপ্রভুতেই প্রবিষ্ট হয়েন, স্বতন্ত্রভাবে আর প্রকট হয়েন না। বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতেই শ্রীমন্ মহাপ্রভু (পীতবর্ণ) প্রকট হয়েন।

এই পয়ারে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে দ্বাপরের যুগাবতারের বর্ণ কৃষ্ণ এবং কলির যুগাবতারের বর্ণ পীত বলার হেতু এই যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু এস্থলে বর্ত্তমান কলি (স্বীয় প্রাকট্যের সময়) এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী (স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের স্বীয় প্রাকট্য সময়) দ্বাপর যুগের কথাই বলিতেছেন। এই বিশেষ দ্বাপর ও বিশেষ কলির বর্ণনাদ্বারা, ভঙ্গীক্রমে স্বীয় তত্ত্বটা জ্ঞাপন করাই বোধ হয় প্রভুর প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। এই বিশেষ দ্বাপরে ও বিশেষ কলিতে যে স্বতন্ত্র যুগাবতার নাই, সেই সেই যুগে প্রকটীভূত স্বয়ংভগবানের দেহের অন্তর্ভূত থাকিয়াই যে সেই সেই যুগাবতার কার্য্য করেন, তাহা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় দ্বাপরের যুগাবতারকে কৃষ্ণবর্ণ এবং কলির যুগাবতারকে পীতবর্ণ বলা হইয়াছে। পীতবর্ণ অবতার বলিতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকেই বুঝাইতেছে। ১।৩।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই দুই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৩।৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪৯-৫০। অন্বয়। কৃতে (সত্যযুগে) শুক্লঃ (শুক্লবর্ণ) চতুর্ব্বাহুঃ (চতুর্ভুজ) জটিলঃ (জটাধারী) বল্কলাম্বরঃ (বল্কলপরিধানকারী), কৃষ্ণাজীনোপবীতাক্ষান্ (কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্ম, উপবীত ও অক্ষমালা) দণ্ডকমণ্ডলূ (এবং দণ্ড ও কমণ্ডলু) বিভ্রৎ (ধারণকারী)। ত্রেতায়াং (ত্রেতাযুগে) অসৌ (ইনি) রক্তবর্ণঃ (রক্তবর্ণ) চতুর্ব্বাহুঃ (চতুর্ভুজ) ত্রিমেখলঃ (মেখলাত্রয়ধারী) হিরণ্যকেশঃ (পিঙ্গলবর্ণ কেশযুক্ত) ত্রয্যাত্মা (বেদময়-শরীরবিশিষ্ট) স্রুক্-স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ (স্রুক্-স্রুবাদিচিহ্নে চিহ্নিত)।

অনুবাদ। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, জটাধারী, বল্কল-পরিধানকারী এবং কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্ম, উপবীত, অক্ষমালা দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী (অর্থাৎ ব্রহ্মচারী বেশ)। ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, মেখলাত্রয়ধারী, পিঙ্গলকেশ, বেদময়শরীর, স্রুক্‌স্রুবাদিচিহ্নে চিহ্নিত)। ৪৯-৫০।

সত্যযুগে ধর্ম্ম ধ্যান করায় শুক্লমূর্ত্তি ধরি।
কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি॥ ২৮১

কৃষ্ণধ্যান করে লোক 'জ্ঞান অধিকারী'।
ত্রেতার ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি॥ ২৮২

কৃষ্ণপদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চনকর্ম্ম॥ ২৮৩

তথাহি (ভা. ১১।৫।২৭)—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্রক্—মস্তকে ধারণোপযোগী মাল্য। স্রুব—যজ্ঞপাত্রবিশেষ।

এই শ্লোকে সত্যযুগের ও ত্রেতাযুগের অবতারের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোক দুইটী নাই।

২৮১। কোন্ যুগের কি ধর্ম্ম, তাহা বলিতেছেন। **সত্যযুগে ধর্ম্ম ধ্যান**—সত্যযুগের ধর্ম্ম ধ্যান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়োক্ত (৬।১১-১৪) ধ্যানযোগই বোধ হয় এই ধ্যান। এই ধ্যানযোগের নিয়ম এই—কুশাসনোপরি মৃগচর্ম্মাসন, তদুপরি বস্ত্রাসন রাখিয়া অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করিয়া, সেই আসন বিশুদ্ধ ভূমিতে স্থাপন পূর্ব্বক সাধক তাহাতে আসীন হইবেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করিয়া চিত্ত-শুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করিয়া যোগাভ্যাস করিবেন। শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রাখিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না হয়, তজ্জন্য নাসিকাগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক প্রশান্তাত্মা, ভয়শূন্য ও ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয় বিষয় হইতে সংযমন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর চতুর্ভুজ-স্বরূপে চিত্তস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাতে ভক্তি-পরায়ণ হইবেন। **করায়**—উপদেশাদি দিয়া লোক সকলকে ধ্যান শিক্ষা দেন।

শুক্লমূর্ত্তি—সত্যযুগের যুগাবতার। **কর্দ্দমকে বর দিলা**—ব্রহ্মা নিজ পুত্র কর্দ্দমকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, কর্দ্দম ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য সরস্বতী-তীরে দশ হাজার বৎসর তপস্যা করেন। ভগবান্ হরি তাঁহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন; কর্দ্দম তাঁহাকে স্তুতি করিয়া তাঁহার উপযুক্ত ও অভিলষিত ভার্য্যা প্রাপ্তির জন্য বর যাচ্ঞা করিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে এই বর দিলেন:—ব্রহ্মাবর্ত্তদেশস্থ স্বায়ম্ভুব-মনু নিজ কন্যা দেবহূতিকে তোমায় সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত পরশ্ব দিবস আগমন করিবেন॥ এই দেবহূতিতে তোমার নয় কন্যা জন্মিবে; ঋষিগণ তাহাদিগকে বিবাহ করিবেন। আমিও তোমার পুত্র (কপিল)-রূপে অবতীর্ণ হইয়া সাংখ্য দর্শন প্রচার করিব। (শ্রীভা. ৩।২১ অধ্যা)

কৃষ্ণধ্যান করে—সত্যযুগের ধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজরূপ। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৪শ শ্লোকে "মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ"—শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অর্থ এই:—মচ্চিত্তো মাং চতুর্ভুজং সুন্দরাকারং চিন্তয়ন্। মৎপরঃ মদ্ভক্তিপরায়ণঃ॥

লোক জ্ঞান অধিকারী—জ্ঞান-অধিকারী লোক কৃষ্ণধ্যান করে। **জ্ঞান-অধিকারী**—জ্ঞানযোগের অধিকারী। গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে ৩৯শ শ্লোকে জ্ঞান-অধিকারীর লক্ষণ এইরূপ দেওয়া আছে:—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥" নিষ্কাম-কর্ম্মদ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধতা ও শাস্ত্রার্থে আস্তিক্যবুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা যাঁহার জন্মিয়াছে, যিনি নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান-নিষ্ঠ, যিনি সংযতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞানের অধিকারী। ধ্যানযোগের অধিকারীরও এই লক্ষণ।

২৮২। ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম—যজ্ঞ—কর্ম্মকাণ্ড। **রক্তবর্ণ**—যুগাবতার।

২৮৩। **কৃষ্ণপদার্চ্চন**—দ্বাপরের যুগধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা। **কৃষ্ণবর্ণে**—দ্বাপরের যুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ। ইহার প্রমাণ নিম্নলিখিত শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৫১। **অন্বয়।** অন্বয়াদি ১।৩।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

তথাহি তত্রৈব (১১।৫।২৯)—

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ৫২ ॥

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন—কলিযুগের ধর্ম্ম॥ ২৮৪

পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ॥ ২৮৫

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন॥ ২৮৬

তথাহি (ভা. ১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ। ৫৩

আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সে-ই ফল পায়॥ ২৮৭

তথাহি (ভা. ১২।৩।৫১, ৫২)—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ। ৫৪
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ ৫৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নামান্যাহ নমস্ত ইতি। স্বামী। ৫২

ইদানীং কলিং স্তৌতি কলের্দোষনিধে রাজন্নিতি দ্বাভ্যাম্। স্বামী। ৫৪

তৎসর্ব্বং হরিকীর্ত্তনাদেব কলৌ ভবতি। নান্যস্মিন্ যুগে। উক্তঞ্চ—ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবমিতি। স্বামী। ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৫২। অন্বয়। তে বাসুদেবায় নমঃ (ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার), সঙ্কর্ষণায় নমঃ (সঙ্কর্ষণকে নমস্কার), ভগবতে (ভগবান্) প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় তুভ্যং (প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই উভয়কে) নমঃ (নমস্কার)।

অনুবাদ। বাসুদেবকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণকে নমস্কার, ভগবান্ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার। ৫২।

এইটী দ্বাপরের কৃষ্ণার্চ্চন-মন্ত্র। ইহাতে দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের বন্দনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

২৮৪। এই মন্ত্রে—"নমস্তে বাসুদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্র-দ্বারা দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করা হয়। কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন—কলিযুগের ধর্ম্ম বলিতেছেন।

২৮৫। পীতবর্ণ—বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ-কলির যুগাবতারের কথাই এস্থলে বলিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭৯-৮০ পয়ারের এবং ১।৩।১০-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৮৬। এই বিশেষ-কলিতে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া জীবগণকে ব্রজপ্রেম দান করেন।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৩।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৮৭। আর তিনযুগে—কলিব্যতীত অন্য তিন যুগে ; সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে। ধ্যানাদিকে—ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনে। যেই ফল পায়—সত্যযুগে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরযুগে কৃষ্ণার্চ্চনদ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনদ্বারাই সেই ফল পাওয়া যায়। এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে চারিটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫৪-৫৫। অন্বয়। রাজন্ (হে মহারাজ পরীক্ষিত)! দোষনিধেঃ (বহুদোষের আকর) কলেঃ (কলির) একঃ (একটী) মহান্ (মহা) গুণঃ (গুণ) অস্তি (আছে) : কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) কীর্ত্তনাৎ (কীর্ত্তন হইতে)

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।২।১৭), পদ্মোত্তর-
খণ্ডে (৭২।২৫), বৃহন্নারদীয়ে (৩৮।৯৭),
হরিভক্তিবিলাসে (১১।২৩৯)—
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥ ৫৬

তথাহি (ভা. ১১।৫।৩৬)—
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥ ৫৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কৃতযুগে পরমশুদ্ধচিত্ততয়া ধ্যানঞ্চ ত্রেতায়াঞ্চ সর্ব্ববেদপ্রবৃত্ত্যা যজ্ঞানাং দ্বাপরে চ শ্রীমূর্ত্তিপূজা-বিশেষ-প্রবৃত্ত্যার্চ্চনস্য শ্রৈষ্ঠ্যমপেক্ষ্য তত্তত্র পৃথক্ পৃথগুক্তম্। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। তচ্চ সর্ব্বং সমুচ্চিতং কলৌ শ্রীকেশবনামকীর্ত্তনান্তর্ভূতমেবেতি সুখমাপ্নোতীত্যর্থঃ। শ্রীসনাতন। ৫৬

এতেষু চতুর্যুগেষু কলিরেব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ কলিমিতি। গুণজ্ঞাঃ কলের্গুণং জানন্তি যে তে। ননু দোষাণাং বহুত্বাৎ কথং সভাজয়ন্তি তত্রাহ। সারভাগিনো গুণাংশগ্রাহিণঃ কোঽসৌ গুণ স্তমাহ যত্রেতি তদুক্তম্। ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবমিতি। স্বামী। ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এব (ই) [জীবঃ] (জীব) মুক্তবন্ধঃ (মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া) পরং (পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে) ব্রজেৎ (লাভ করিতে পারে)। কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণুং (বিষ্ণুকে) ধ্যায়তঃ (ধ্যান করিয়া) যৎ (যাহা—যাহা পাওয়া যায়), ত্রেতায়াং (ত্রেতাযুগে) মখৈঃ (যজ্ঞদ্বারা) যজতঃ (বিষ্ণুর যজন করিয়া যাহা পাওয়া যায়) দ্বাপরে (দ্বাপর যুগে) পরিচর্য্যায়াং (পরিচর্য্যা করিয়া—অর্চ্চনা করিয়া যাহা পাওয়া যায়), কলৌ (কলিযুগে) হরিকীর্ত্তনাৎ (শ্রীহরিকীর্ত্তন হইতেই) তৎ (তাহা পাওয়া যায়)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিত-মহারাজকে বলিলেন :—"রাজন্! অশেষ-দোষের আধার কলির (অর্থাৎ কলিযুগের অশেষ দোষ থাকিলেও, তাহার) একটী মহাগুণ আছে ; (তাহা এই) —কলিতে একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনেই জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে। সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা বিষ্ণুর যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যা বা অর্চ্চনা করিয়া যাহা পাওয়া যায়, কলিযুগে এক হরিকীর্ত্তন হইতেই তাহা পাওয়া যায়। ৫৪-৫৫

২৮৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই দুই শ্লোক।

শ্লো। ৫৬। অন্বয়। কৃতে (সত্যযুগে) ধ্যায়ন্ (ধ্যান করিয়া) ত্রেতায়াং (ত্রেতাযুগে) যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞদ্বারা) যজন্ (যজন করিয়া) দ্বাপরে (দ্বাপরযুগে) অর্চ্চয়ন্ (অর্চ্চনা করিয়া) যৎ (যাহা) আপ্নোতি (জীব পায়), কলৌ (কলিযুগে) কেশবম্ (কেশব—শ্রীকৃষ্ণকে) কীর্ত্তয়ন্ (কীর্ত্তন করিয়াই) তৎ (তাহা) আপ্নোতি (পাইয়া থাকে)।

অনুবাদ। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, এবং দ্বাপরে অর্চ্চন করিয়া যাহা পাওয়া যায়, কলিতে কেশবের কীর্ত্তন করিলেই তাহা পাওয়া যায়। ৫৬

ধ্যানের নিমিত্ত চিত্তের বিশুদ্ধতার দরকার ; সত্যযুগে লোকের চিত্ত খুব বিশুদ্ধ ছিল ; তাই সত্যযুগে ধ্যানের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। ত্রেতাযুগে সমস্ত বেদের বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়া ত্রেতায় যজ্ঞই প্রশস্ত ছিল। দ্বাপরে শ্রীমূর্ত্তিপূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া তখন অর্চ্চনাঙ্গের প্রাধান্য ছিল। কলিতে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনের মধ্যেই তৎসমস্ত অন্তর্ভুক্ত—নামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্যেই ধ্যানাদিলভ্য ফল পাওয়া যায় ; তাই নামকীর্ত্তনই কলির ভজন।

এই শ্লোকও ২৮৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

শ্লো। ৫৭। অন্বয়। গুণজ্ঞাঃ (গুণজ্ঞ) সারভাগিনঃ (সারমাত্রগ্রাহী) আর্য্যাঃ (আর্য্যগণ—পণ্ডিতগণ)

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে যুগাবতারগণ।
অসংখ্য—সংখ্যা তার না হয় গণন ॥ ২৮৮
চারিযুগের অবতারের এই ত গণন।
শুনি ভঙ্গী করি তাঁরে পুছে সনাতন ॥ ২৮৯
রাজমন্ত্রী সনাতন—বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচমতি—॥ ২৯০
অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি—নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব—কলিতে কোন্ অবতার ? ২৯১
প্রভু কহে—অন্যাবতার শাস্ত্র-দ্বারে জানি।
কলি-অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি ॥ ২৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কলিং (কলিযুগকে) সভাজয়ন্তি (সম্মান করেন—প্রীতি করেন)—যত্র (যে কলিযুগে) সঙ্কীর্ত্তনেন (সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা) এব (ই) সর্ব্বস্বার্থঃ (সকল স্বার্থ—সমস্ত পুরুষার্থ) অপি (ও) লভ্যতে (লাভ করা যায়)।

অনুবাদ। হে রাজন্! যে কলিতে সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা সকল স্বার্থই লাভ হয়, সারভাগী, গুণজ্ঞ, আর্য্যসকল সেই কলিকে সম্মান করিয়া থাকেন। ৫৭।

গুণজ্ঞাঃ—যাঁহারা গুণ জানেন। একমাত্র কীর্ত্তনদ্বারাই কলিতে পরম-পুরুষার্থ লাভ করা যায়—এই যে কলির একটী মহদ্গুণ আছে, ইহা যাঁহারা জানেন, তাদৃশ আর্য্যগণ। **সারভাগিনঃ**—সারগ্রাহী। কলিযুগের অশেষ দোষ থাকা সত্ত্বেও ঐ যে একটী গুণ আছে, যাহা—একজনমাত্র রাজা যেমন রাজ্যস্থ সমস্ত দস্যু-তস্করাদিকে বিনষ্ট করিতে পারে, যাহা তদ্রূপ—কলির সমস্ত দোষকে বিনষ্ট করিয়া দিতে পারে—ইহা জানিয়া দোষসমূহকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র ঐ মহদ্গুণটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যাঁহারা কলির প্রশংসা করেন, তাঁহাদিগকে সারগ্রাহী বলা হইয়াছে; কারণ, তাঁহারা অসার দোষগুলিকে গ্রাহ না করিয়া কলির সারগুণটীকেই গ্রহণ করিয়াছেন; এতাদৃশ গুণগ্রাহী **আর্য্যাঃ**—আর্য্যগণ, পণ্ডিতগণ কলিকেই **সভাজয়ন্তি**—সম্মান প্রদর্শন করেন। সভাজ্-ধাতু হইতে সভাজয়ন্তি ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে; সভাজ্-ধাতুর অর্থ—প্রীতি-প্রদর্শন।

এই শ্লোক ও ২৮৭ পয়ারেরই প্রমাণ। সাধনের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া উক্ত চারিটী শ্লোকেই কলির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। কলির সাধন হরিনাম-কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য এই যে—ইহাতে কোনওরূপ অপেক্ষা নাই—দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যার অপেক্ষা নাই (২।১৫।১০৯), দেশকালপাত্রদশাদির অপেক্ষা নাই (২।১৫।১০৯, ২।২৫।৯৯), কোনওরূপ নিয়মবিধিরও অপেক্ষা নাই (৩।২০।১৪); অথচ এই নামসঙ্কীর্ত্তনই নববিধ ভক্তির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (৩।৪।৬৫-৬৬)।

২৮৮। **পূর্ব্ববৎ**—পূর্ব্বোল্লিখিত মন্বন্তরাবতারের মত যুগাবতারও অসংখ্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬৯-৭৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৮৯। **ভঙ্গী করি**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুই যে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন, শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়া পীতবর্ণে এই বৈবস্বত-মন্বন্তরীয়-অষ্টাবিংশ-কলিতে নামপ্রেম প্রচারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রভুর মুখেই তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করাইবার উদ্দেশ্যে সনাতন-গোস্বামী চাতুরী করিয়া বলিতেছেন।

২৯০। **রাজমন্ত্রী**—সনাতন-গোস্বামী রাজমন্ত্রী ছিলেন; সুতরাং বাক্পটুতা, কার্য্যকৌশল, চাতুরী আদি-যথেষ্টই তাঁহার ছিল। **বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি**—বৃহস্পতির ন্যায় পাণ্ডিত্য এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিও তাঁহার ছিল। **অসঙ্কোচ-মতি**—কোনওরূপ সঙ্কোচ না করিয়া। প্রভুর কৃপাতেই প্রভুর নিকটে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সনাতনের কোনওরূপ সঙ্কোচ হইত না। **পুছে**—জিজ্ঞাসা করে।

২৯১। প্রভুকে সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন—“প্রভু, এখন কলিযুগ; এই কলির অবতার কে? তাহা কিরূপে জানিব ?”

২৯২। প্রভু উত্তর করিলেন—অন্য অবতার যেমন শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা জানা যায়, এই কলিযুগের অবতারও তেমনি শাস্ত্রদ্বারাই জানিতে হইবে। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সঙ্গে যাঁর লক্ষণ মিলে, তিনিই অবতার

সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র—পরমাণ।
আমাসভা-জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান ॥ ২৯৩
অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার'।
মুনি সব জানি করে লক্ষণবিচার ॥ ২৯৪

তথাহি (ভা. ১০।১০।৩৪)—

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্ব্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ ৫৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নম্বু মে:পরেশত্বং কেন চিহ্নেন কথয়থ তত্রাহ যস্যেতি যুগ্মম্। অশরীরিণঃ প্রাকৃতৈভিঃদেহশূন্যস্য হস্য শরীরিষু মৎস্যাদিজাতিষ্ববতারা মৎস্যাদয়ো জ্ঞায়ন্তে অনুমীয়ন্তে কৈশ্চিহ্নৈরিত্যাহ দেহিষু জীবেষ্বসঙ্গতৈরঘটমানৈর্বীর্য্যৈঃ পরাক্রমৈঃ স ভবানবতারী ত্বমেব সাম্প্রতমবতীর্ণোঽসি গজেন্দ্রসহস্রেণাপি দুরুৎপাটয়োরাবয়োর্বাল্যলীলাপ্রকাশিতেন বলেশেনাপ্যুৎপাটিতাদ্ রজ্জুলুখলয়োরপি তাদৃগ্ বলার্পণাচ্চেতি ভাবঃ। শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ। ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

২৯৩। শাস্ত্র-বাক্য প্রামাণ্য ; কারণ, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবাদি দোষশূন্য সর্ব্বজ্ঞ মুনিদিগের বাক্যই শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে।

২৯৪। যিনি অবতার, তিনি কখনও বলেন না যে, তিনি অবতার (কেবলমাত্র ভক্তভাবাপন্ন, বা নর অভিমান-বিশিষ্ট অবতারসম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়)। সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ ঈশ্বর-লক্ষণ বিচার করিয়া অবতার চিনিতে পারেন।

শ্লো। ৫৮। অন্বয়। তৈঃ তৈঃ (সে সমস্ত) অতুল্যাতিশয়ৈঃ (যাহার সমান নাই এবং যাহার অধিকও নাই এরূপ) দেহিষু (এবং দেহীদিগের—জীবদিগের-মধ্যে) অসঙ্গতৈঃ (যাহা অসম্ভব—থাকিতে পারে না—এরূপ) বীর্য্যৈঃ (বীর্য্যদ্বারা—প্রভাব পরাক্রমদ্বারাই) শরীরিষু (দেহীদিগের মধ্যে) অশরীরিণঃ (অশরীরী—যাঁহার প্রাকৃত শরীর নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত শরীর আছে, তাদৃশ) যস্য (যাঁহার—যে ভগবানের) অবতারাঃ (অবতারসমূহ) জ্ঞায়ন্তে (জ্ঞাত হয়—জানা যায়) [স ভবান্ অবতীর্ণঃ] (সেই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ)।

অনুবাদ। যমলার্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন :—যাহার সমান নাই এবং যাহা হইতে অধিকও নাই এবং দেহীদিগের মধ্যে যাহা একান্ত দুর্ল্লভ—এতাদৃশ বীর্য্যসমূহ (প্রভাব-পরাক্রমসমূহ)-দ্বারাই দেহধারীদিগের মধ্যে প্রাকৃত শরীর শূন্য যাঁহার (যে ভগবানের) অবতারসমূহকে জানিতে পারা যায় (সেই ভগবান তুমিই অবতীর্ণ হইয়াছ)। ৫৮

অশরীরিণঃ—শরীর নাই যাঁহার, তাঁহার। মায়িক জীবের শরীরের ন্যায় প্রাকৃত শরীর ভগবানের বা তাঁহার অবতার-সমূহের নাই ; কিন্তু তাঁহাদের চিন্ময়—অপ্রাকৃত—শুদ্ধসত্ত্বময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আছে ; তাঁহারা যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তাঁহাদের চিন্ময়—সচ্চিদানন্দ দেহ লইয়াই তাঁহারা অবতীর্ণ হয়েন ; কিন্তু তাঁহাদের অবতীর্ণ দেহ যে প্রাকৃত নহে, তাহা যে সচ্চিদানন্দময়—সাধারণ জীব তাহা বুঝিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের দেহ দেখিয়া—তাঁহারা যে অবতার, সাধারণ জীব নহেন—তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ—যাঁহারা শাস্ত্রাদিতে অবতারের লক্ষণাদি দেখিয়াছেন, তাঁহারা তৎসমস্ত লক্ষণাদি মিলাইয়া অবতার চিনিতে পারেন। কিরূপে চিনিতে পারেন? শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাদি মিলাইবার কথা মনেই বা জাগিতে পারে কিরূপে? তাহাই বলিতেছেন। বীর্য্যৈঃ—বীর্য্য, প্রভাব-পরাক্রম, অলৌকিক শক্তির বিকাশাদি দেখিয়া তদ্দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞগণ অবতার নির্ণয় করেন। কিন্তু বীর্য্য দেখিয়া কিরূপে অবতার নির্ণয় করা যায়? বীর্য্য তো শক্তিশালী জীবেরও থাকিতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—শক্তিশালী জীবের বীর্য্য নহে ; শক্তিশালী জীবের মধ্যেও যে জাতীয় বীর্য্য দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ বীর্য্য যদি কাহারও মধ্যে দেখা যায়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে—ঐ বীর্য্য ভগবানের বা তদীয় অবতারের। কিরূপ সেই বীর্য্য? অতুল্যাতিশয়ৈঃ—তুল্য এবং অতিশয় (অধিক)=তুল্যাতিশয় ; যাহার তুল্য এবং অতিশয় (অধিক) নাই, তাহা হইল অতুল্যাতিশয় ; তৃতীয়ার বহুবচনে অতুল্যাতিশয়ৈঃ—অতুল্যৈঃ এবং

স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ।　　এই দুই লক্ষণের বস্তু জানে মুনিগণ॥ ২৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনতিশয়ৈঃ। যাহা অতুল্য (যাহার তুল্য বা সমান নাই) এবং অনতিশয় (যাহা হইতে অধিকও নাই) এমন বীর্য্য; যে বীর্য্যের তুল্য বীর্য্য জীবদিগের মধ্যে কোথাও দেখা যায় না, কেহ কখনও দেখিয়াছে বলিয়াও জানা যায় না—কিম্বা যাহা অপেক্ষা অধিক বীর্য্যের (প্রভাব-পরাক্রমের) কথাও জীবদের মধ্যে কেহ কখনও দেখে নাই, এতাদৃশ অসমোর্দ্ধ-প্রভাব-পরাক্রমই ভগবদবতারের একটী লক্ষণ। আর অসঙ্গতৈঃ—যে বীর্য্য প্রাকৃত জীবের মধ্যে থাকিবার সম্ভাবনাও নাই, এরূপ প্রভাব-পরাক্রম যদি কাহারও মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি ভগবদবতার।

কুবেরের দুই পুত্র—নলকুবর ও মণিগ্রীব—মহাদেবের অনুচরত্ব লাভ করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। এক সময়ে সুরাপানে মত্ত হইয়া যুবতী রমণীগণের সহিত তাহারা অসংযতভাবে জলকেলিতে রত ছিল; এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ দৈবাৎ সে স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিবস্ত্রা রমণীগণ লজ্জিতা ও শাপভয়ে ভীতা হইয়া বস্ত্র পরিধান করিল; কিন্তু মদোন্মত্ত কুবেরতনয়দ্বয় একটুও সঙ্কুচিত হইল না। তাহাদের অধঃপতন দর্শন করিয়া দেবর্ষি তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিলেন যে—তাহারা যেন বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয়; তবে কৃপা করিয়া ইহাও বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাহাদের উদ্ধার লাভ হইবে। নলকুবর ও মণিগ্রীব দেবর্ষির শাপে যমজ অর্জ্জুন-বৃক্ষরূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিল; এই বৃক্ষ দুইটীই যমলার্জ্জুন নামে খ্যাত। তাহাদের মূল ছিল একত্র; দুইটী কাণ্ড মূল হইতে দুই দিকে বিস্তৃত ছিল, মধ্যস্থলে ফাঁক ছিল। যমলার্জ্জুন এতই বৃহৎ এবং এতই বলবান্ ছিল যে, সহস্র হস্তীও তাহাদিগকে নত করিতে পারিত না; কিন্তু শিশু কৃষ্ণ অনায়াসে তাহাদিগকে উৎপাটিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখনও স্তন্য পান করেন; নবনীত-চৌর্য্যের জন্য তাঁহাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যশোদা মাতা একদিন তাঁহার কটিদেশে একটি উদূখল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। উদূখল টানিয়া টানিয়া চলিতে চলিতে কৃষ্ণ যমলার্জ্জুনের মধ্যস্থ ফাঁকের ভিতর দিয়া একদিক্ হইতে অন্যদিকে চলিয়া গেলেন; কিন্তু উদূখলটী গাছের কাণ্ডে আবদ্ধ হইয়া গেল; উদূখলটীকে পার করিয়া নেওয়ার জন্য কৃষ্ণ একটা টান দিতেই যমলার্জ্জুন উৎপাটিত হইয়া পড়িয়া গেল—দুইটি কাণ্ডের মধ্যে কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে শাপমুক্ত নলকুবর ও মণিগ্রীব স্ব-স্ব-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। উক্ত শ্লোকটী এই স্তবেরই অন্তর্গত একটী শ্লোক। সহস্র হস্তীও যে যমলার্জ্জুনকে নত করিতে পারিত না, স্তন্যপায়ী শিশুকৃষ্ণ অনায়াসে সেই যমলার্জ্জুনকেই উৎপাটিত করিলেন। এইরূপ অদ্ভুত অলৌকিকী শক্তি জীবের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়; এই শক্তিতেই প্রমাণিত হইতেছে যে—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্—জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। এইরূপ লোকোত্তর প্রভাব দেখিয়াই পণ্ডিতগণ অবতার নির্ণয় করিয়া থাকেন।

২৯৪ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

২৯৫। কিরূপ লক্ষণের দ্বারা অবতার চিনিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন। সকল বস্তুরই দুইটী লক্ষণ আছে—স্বরূপ লক্ষণ, আর তটস্থ লক্ষণ। এই দুই লক্ষণদ্বারা বস্তু চিনা যায়। অবতারও এই দুই লক্ষণদ্বারা চিনিতে হইবে।

জানে মুনিগণ—মুনিগণ-শব্দে প্রভু জানাইলেন যে, কেবল শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারাই অবতার চিনা যায় না; শাস্ত্রজ্ঞ এবং মুনিও হইতে হইবে; অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি যদি মুনি (মননশীল—ভগবদ্‌বিষয়ে মননশীল হয়েন, ভগবৎ-স্মরণাদির প্রভাবে তিনি যদি ভগবদনুভব-বিশিষ্ট) হয়েন, তাহা হইলেই তিনি শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসমূহ মিলাইতে সমর্থ হইবেন।

আকৃতি প্রকৃতি এই—স্বরূপলক্ষণ।
কার্য্যদ্বারায় জ্ঞান এই—তটস্থলক্ষণ ॥ ২৯৬

ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে ॥ ২৯৭

তথাহি (ভা.—১।১।১)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরত-
শ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে
মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৫৭

এই শ্লোকে 'পর-শব্দে' কৃষ্ণনিরূপণ।
সত্য-শব্দে কহে তাঁর স্বরূপলক্ষণ ॥ ২৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৯৬। স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন। আকৃতি-প্রকৃতি এই স্বরূপ লক্ষণ—আকৃতির প্রকৃতি বা বিশিষ্টতা, তাহাই স্বরূপ-লক্ষণ। আকৃতি-অর্থ অঙ্গ-সন্নিবেশও হয়, রূপও হয়। তাহা হইলে অঙ্গ-সন্নিবেশের, অথবা রূপের যে বিশিষ্টতা, তাহাই স্বরূপ-লক্ষণ ; দৃষ্টিমাত্রেই অঙ্গ সন্নিবেশের বিশিষ্টতারূপ স্বরূপ লক্ষণ নয়নগোচর হয় ; যথা—চতুর্ভুজ, আজানুলম্বিতভুজ, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, অন্ধ, খঞ্জ, যুক্তক্ষুর, অযুক্তক্ষুর ইত্যাদি। আর রূপের বিশিষ্টতারূপ স্বরূপলক্ষণও দৃষ্টিমাত্র নয়নগোচর হয়, যথা—শুক্লবর্ণ, রক্তবর্ণ পীতবর্ণ ইত্যাদি।

আবার "প্রকৃতি" অর্থ স্বভাব বা স্বরূপও হইতে পারে। এস্থলে "আকৃতি-প্রকৃতি" অর্থ—আকৃতির স্বরূপগত বা বস্তুগত বা উপাদানগত বিশিষ্টতা ; যেমন "জড়ত্ব" হইল প্রাকৃত বস্তুর স্বরূপগত বিশিষ্টতা এবং "চিন্ময়ত্ব" হইল অপ্রাকৃত বস্তুর স্বরূপগত বিশিষ্টতা।

উপাদানগত বিশিষ্টতা—যেমন, দুইটী ঠিক একরূপ পুতুল আছে ; একটী মৃণ্ময় ও অপরটী দারুময়। একটী ফিটকারীর চাকা ও একটী লবণের চাকা দেখিতে ঠিক একরূপ ; কিন্তু তাদের উপাদানগত পার্থক্য আছে। পরীক্ষা-ব্যতীত, দৃষ্টিমাত্রে উপাদানগত পার্থক্য বুঝা যায় না।

তাহা হইলে, বস্তুর অঙ্গ-সন্নিবেশের বিশিষ্টতা, কি রূপগত বিশিষ্টতা, কিম্বা উপাদানগত বিশিষ্টতাই হইল তাহার স্বরূপ-লক্ষণ।

কোনও কোনও গ্রন্থে "আকৃতি-প্রকৃতিস্বরূপ স্বরূপ-লক্ষণ" এইরূপ পাঠান্তর আছে।

কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ-লক্ষণ—এই লক্ষণটী স্বরূপ-লক্ষণের মত দৃষ্টিমাত্র বা বাহিক পরীক্ষাদ্বারা উপলব্ধি হয় না। একজন লোক যে ডাক্তার. তাহা তাহার চিকিৎসা-কার্য্যদ্বারা বুঝা যায় ; ইহা তাহার অঙ্গ-সন্নিবেশ বা শরীরের উপাদানদ্বারা বুঝা যায় না। এস্থলে চিকিৎসাটী ডাক্তারের তটস্থলক্ষণ। মিছরী ও লবণের পার্থক্য মুখে দিয়া বুঝিতে হয়, যেটী মিষ্ট, তাহা মিছরী ; যেটী লবণাক্ত, তাহা লবণ ; মিষ্টতা ও লবণাক্ততা, মিছরী ও লবণের তটস্থলক্ষণ। এইরূপে কোনও বস্তুর কার্য্যদ্বারা যে লক্ষণটী বুঝা যায়, তাহা তাহার তটস্থলক্ষণ।

২।১৮।১১৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ২।২০।৫৮-শ্লোকে অবতারের একটি তটস্থ লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে।

২৯৭। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমশ্লোকে ব্যাসদেব বস্তুনির্দ্দেশ ও ইষ্টদেবের স্তুতিমূলক মঙ্গলাচরণে স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণের উল্লেখ করিয়া পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী শ্লোকটাই এই বন্দনার শ্লোক। মুনিগণ যে এই দুই লক্ষণদ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ করেন, এই শ্লোকদ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহারই দৃষ্টান্ত দিতেছেন।

শ্লো। ৫৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৫১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৯৮। উক্ত শ্লোকে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (যাহা হইতে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি হয়), "অর্থেষ্বভিজ্ঞ" (অর্থাভিজ্ঞ), "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে" (যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন), "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং" (যিনি স্বীয় প্রভাবে বা স্বরূপশক্তিদ্বারা মায়া দূর করিয়াছেন), "সত্যং" (যিনি সত্যস্বরূপ) এবং

বিশ্বসৃষ্ট্যাদিক কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥ ২৯৯
এইসব-কার্য্য তাঁর তটস্থ-লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥ ৩০০
অবতার-কালে হয় জগতে গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহো জানয়ে ঈশ্বর ॥ ৩০১
সনাতন কহে—যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ—।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩০২
কলিকালে সে-ই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥ ৩০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"পরং" (পরমেশ্বর) এই কয়টী শব্দদ্বারাই পরমেশ্বরের তত্ত্ব ও তাঁহার লক্ষণাদি ব্যক্ত হইয়াছে। এই পয়ারে ও পরবর্ত্তী পয়ারে তাহা বলিতেছেন।

পরশব্দে—শ্লোকোক্ত "পরং" (পর) শব্দের অর্থ পরতত্ত্ব বা পরমেশ্বর। এই পর-শব্দবাচ্য শ্রীকৃষ্ণই এই শ্লোকোক্ত স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা নিরূপণীয় তত্ত্ব। **সত্যশব্দে**—শ্লোকোক্ত সত্য-শব্দদ্বারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত বিশিষ্টতারূপ স্বরূপ-লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে; কারণ, শ্রুতি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ সত্যস্বরূপ—"সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম"। সত্যব্রতং সত্যপরং—সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ (শ্রীভা. ১০।২।২৬)—সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমাত্র প্রতিষ্ঠিতম্। সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যোহি নামতঃ (মহাভারত উদ্যমপর্ব্ব।)—সত্যং শ্রীকৃষ্ণং ধীমহি নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ) ইত্যাদি।

২৯৯। পূর্ব্ব পয়ারে স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া এই পয়ারে তটস্থ-লক্ষণ বলিতেছেন। **বিশ্বসৃষ্ট্যাদিক**—বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি যাঁহাদ্বারা হইয়া থাকে (জন্মাদ্যস্য যতঃ)। **বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল**—যিনি ব্রহ্মাকে বেদ পড়াইলেন; সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশিত করিলেন (তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে। ব্রহ্ম—বেদ)। **অর্থাভিজ্ঞতা**—সমস্ত কার্য্যে বা সমস্ত বিষয়ে, সকল প্রকার বিলাসাদিতে কি লীলাদিতে, যিনি সর্ব্বোতোভাবে নিপুণ বা বিদগ্ধ, তিনি অর্থাভিজ্ঞ; তাঁহার ভাব অর্থাভিজ্ঞতা (অর্থেষভিজ্ঞঃ)। **স্বরূপ-শক্ত্যে মায়া দূর কৈল**—যিনি স্বীয় স্বরূপশক্তির প্রভাবে মায়াকে দূর করিয়াছেন (ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং)।

৩০০। বিশ্বসৃষ্ট্যাদি চারিটী (সাক্ষাদ্ভাবে বা পরোক্ষভাবে) কৃষ্ণের কার্য্য; এইগুলি তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। **ঐছে**—এইরূপে। জন্মাদ্যস্য-শ্লোকে ব্যাসদেব যেরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বিচার করিয়াছেন, সেইরূপে।

৩০১। যে সময় ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই সময়ে তিনি জগদ্বাসী লোকসমূহের নয়নের গোচরীভূত হয়েন; তখন শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাদি মিলাইয়া অবতারকে চিনিতে পারা যায়। **কেহো**—কেহ কেহ চিনিতে পারে, সকলে পারে না।

৩০২। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে বর্ত্তমান যুগে অবতার, তাহা সনাতনগোস্বামী ভঙ্গীক্রমে বলিতেছেন। **যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ**—যাঁহাতে এই কলিযুগে স্বয়ংভগবানের অবতারের লক্ষণ। যথা স্বরূপলক্ষণ—পীতবর্ণ; আর কার্য্যরূপ তটস্থ-লক্ষণ—প্রেমদান ও সংকীর্ত্তন-প্রচার।

৩০৩। "যিনি স্বরূপ-লক্ষণে 'পীতবর্ণ', আর যিনি তটস্থ-লক্ষণে 'প্রেমদাতা', ও 'সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক' তিনিই তো এই কলির অবতার? প্রভো! তুমি ইহা নিশ্চয় করিয়া বল; সন্দেহ দূর হউক।" এই দুইটী লক্ষণই মহাপ্রভুতে আছে। তিনিই যে এই কলির অবতার, তাহা তাঁহার নিজের মুখে ব্যক্ত করাইবার জন্য সনাতনের এই চাতুরী।

যাউক সংশয়—সন্দেহ দূর হউক। এই সন্দেহটী বোধ হয় সনাতনগোস্বামীর নহে। প্রভুর অপ্রকটের পরে, মায়াবদ্ধ জীবের মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তা সম্বন্ধে ভাবী সন্দেহের কথা মনে করিয়াই পরম-করুণ সনাতনের এই উক্তি।

প্রভু কহে—চাতুরালী ছাড় সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥ ৩০৪
শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য-গণন।
দিগ্ দরশন কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৩০৫
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎশক্ত্যে 'অবতার' আভাসে 'বিভূতি' লিখি ॥ ৩০৬
সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম
জীবরূপ ব্রহ্মার 'আবেশাবতার' নাম ॥ ৩০৭
বৈকুণ্ঠে শেষ—ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার—বিস্তারে নাহি অন্ত ॥ ৩০৮
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তিশক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে ভূধারণ-শক্তি ॥ ৩০৯
শেষে স্ব-সেবন-শক্তি পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশক-বীর্য্য সঞ্চারণ ॥ ৩১০

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (১।১৮)—

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ৬০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

আবেশ-লক্ষণমাহ জ্ঞানেতি। কলয়া ভাগেন। শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ। ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩০৪। **চাতুরালী ছাড়**—প্রভুও পরম চতুর; তিনি কলিতে প্রচ্ছন্ন-অবতার (ছন্নঃ কলৌ); তাই সর্ব্বদা আত্মগোপন করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকিতেই চাহেন। সনাতনের উক্তিতে তিনি বলিলেন—সনাতন! চাতুরালী ত্যাগ কর; অর্থাৎ "তুমি ত মূল রহস্য বুঝিতে পারিয়াছ, তাহাতেই ক্ষান্ত থাক; আর আমার মুখ দিয়া পরিষ্কাররূপে স্বীকারোক্তি বাহির করাইবার চেষ্টা করিও না। আমি তাহা নিজমুখে প্রকাশ করিব না, আমি যে ছন্ন অবতার।" এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু সনাতনের উক্তি অস্বীকার করিলেন না, বা প্রতিবাদ করিলেন না; "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" ন্যায়ে তিনিই যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন এবং পীতবর্ণে নামপ্রেম-প্রচারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই উক্তির অনুমোদনই করিলেন।

শক্ত্যাবেশ অবতারের—এক্ষণে শক্ত্যাবেশ-অবতারের কথা বলিতেছেন। আবেশ-অবতারের লক্ষণ পরবর্ত্তী ৬০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩০৬। শক্ত্যাবেশ অবতার দুই রকম; মুখ্য ও গৌণ। যাঁহাতে সাক্ষাৎ-শক্তির আবেশ, তাঁহাকে অবতার বলে; ইনি মুখ্য আবেশ এবং যাঁহাতে শক্তির আভাসের আবেশ, তাঁহাকে গৌণ-আবেশ বা বিভূতি বলে।

৩০৭-৮। এই দুই পয়ারে মুখ্য-আবেশ-অবতারের নাম বলিতেছেন; যথা—সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম, জীবকোটিব্রহ্মা, শেষ ও অনন্ত। **সনকাদি**—সনক, সনাতন সনন্দন ও সনৎকুমার। **জীবরূপব্রহ্মা**—জীবকোটিব্রহ্মা (২।২০।২৫৭-৬০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **বৈকুণ্ঠে শেষ**—শেষ, যিনি বৈকুণ্ঠে আছেন। **ধরা ধরয়ে অনন্ত**—অনন্ত, যিনি ধরা (পৃথিবী) ধারণ করিতেছেন।

৩০৯-১০। মুখ্য-আবেশ-অবতারের মধ্যে কাঁহাতে কোন্ শক্তির আবেশ, তাহা এই দুই পয়ারে বলিতেছেন। সনকাদিতে জ্ঞানশক্তির আবেশ; নারদে ভক্তিশক্তির, ব্রহ্মায় বিশ্বসৃষ্টি করিবার শক্তির, অনন্তে ভূ (পৃথিবী)-ধারণ করিবার শক্তির, শেষে ভগবানকে সেবা (স্ব-সেবন) করিবার শক্তির, পৃথুতে পালন করিবার শক্তির এবং পরশুরামে দুষ্ট-বিনাশ করিবার শক্তির আবেশ। **দুষ্ট-নাশক বীর্য্যসঞ্চারণ**—দুষ্টদিগকে বিনাশ করিবার শক্তির সঞ্চার।

শ্লো। ৬০। অন্বয়। জনার্দ্দনঃ (জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ) জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া (জ্ঞানশক্ত্যাদির অংশদ্বারা) যত্র (যেস্থলে—যে মহত্তম জীবে) আবিষ্টঃ (আবিষ্ট হয়েন), তে (সে সমস্ত) মহত্তমাঃ (মহত্তম) জীবাঃ (জীবসকল) এব (ই) আবেশাঃ (আবেশাবতার) নিগদ্যন্তে (কথিত হয়েন)।

বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণের শক্তি-ভাবাবেশে ॥ ৩১১

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৪১, ৪২)—
যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৬১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৬২

এই ত কহিল শক্ত্যাবেশ-অবতার।
বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্মের শুনহ বিচার ॥ ৩১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অনুক্তা অপি ত্রৈকালিকীর্ব্বিভূতীঃ সংগ্রহীতুম্ আহ যদ্যদিতি। বিভূতিমৎ ঐশ্বর্য্যযুক্তম্। শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্। উর্জ্জিতং বলপ্রভাবাদ্যধিকম্। সত্ত্বং বস্তুমাত্রম্। চক্রবর্ত্তী। ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানশক্ত্যাদির কলাদ্বারা যে সকল জীবে আবিষ্ট হয়েন, সেই সকল মহত্তম জীবকে আবেশ বলে। ৬০

কলা—অংশ। জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া—জ্ঞানশক্তি, ভক্তিশক্তি, সৃষ্টিশক্তি, ভূধারণশক্তি, সেবাশক্তি, দুষ্টনাশক-শক্তি প্রভৃতির অংশদ্বারা। আদি-শব্দদ্বারা ভক্তিশক্তি প্রভৃতি সূচিত হইতেছে। কলা-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূর্ণপরিমিত শক্তিই যে মহত্তম জীবে সঞ্চারিত করেন, তাহা নহে; তাঁহার শক্তির অংশমাত্রদ্বারাই তিনি তাঁহার অভীষ্ট ভক্তোত্তমকে আবিষ্ট করিয়া থাকেন। এইরূপে ভগবৎ-শক্তি যাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাঁহাদিগকে আবেশাবতার বলে।

এই শ্লোকে আবেশাবতারের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ৩০৭-১০ পয়ারে বলা হইয়াছে—সনকাদিতে ভগবানের শক্তি প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে তত্তৎ-শক্তিতে আবিষ্ট করে; এইভাবে ভগবানের শক্তি যে ভক্তোত্তম-জীবে সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। এইরূপে এই শ্লোক হইল ৩০৭-১০ পয়ারের প্রমাণ।

৩১১। এক্ষণে বিভূতি বা গৌণ-আবেশের কথা বলিতেছেন। গীতা একাদশে—গীতায় এবং একাদশে। শ্রীভগবদ্গীতায় (দশম-অধ্যায়ে) ও শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ষোড়শ-অধ্যায়ে বিভূতির কথা বলিয়াছেন। শক্তি-ভাবাবেশে—শক্তি এবং ভাবের আভাসে। কোন গ্রন্থে "শক্ত্যাভাবাবেশে" পাঠ আছে। যাঁহাতে সাধারণ অপেক্ষা অধিক গুণ বা শক্ত্যাদি থাকে, তাঁহাকেই বিভূতি বলে, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ হইতে বুঝা যায়।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬১। অন্বয়। বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্ত) শ্রীমৎ (সম্পত্তিযুক্ত) উর্জ্জিতং এব বা (অথবা বল প্রতাপাদিসম্পন্ন) যৎ যৎ (যে যে) সত্ত্বং (বস্তু আছে), তৎ তৎ এব (তৎসমস্ত বস্তুই) ত্বং (তুমি) মম (আমার) তেজোঽংশসম্ভবং (প্রভাব বা শক্তির অংশসম্ভূত) অবগচ্ছ (জানিবে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—হে অর্জ্জুন! এই সংসারে) ঐশ্বর্য্যসমন্বিত, বা সম্পত্তিবিশিষ্ট, অথবা বল-প্রতাপাদিসম্পন্ন যে যে বস্তু আছে, সে সমস্তকে তুমি আমার প্রভাবের বা শক্তির অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে। ৬১

শ্লো। ৬২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সমস্ত জগৎই যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির অংশে আবিষ্ট, তাহাই এই দুই শ্লোকে বলা হইল। এইরূপে এই দুই শ্লোক ৩১১ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

৩১২। পুরুষাবতারাদি ছয় অবতারের কথা বলিয়া এক্ষণে—বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকারপূর্ব্বকও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে লীলা করিয়া থাকেন, তাহার কথা বলিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ২১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য

কিশোর-শেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন ॥ ৩১৩

আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলা ক্রমে ॥ ৩১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩১৩। **কিশোর-শেখর ধর্ম্মী**—নিত্যকিশোরই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্বরূপ ; এই স্বরূপেই বাল্যকে অঙ্গীকার করিয়া তিনি বালগোপাল হয়েন এবং পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়া পৌগণ্ড গোপাল হয়েন। তাই বাল্য ও পৌগণ্ড তাঁহার ধর্ম্ম বলিয়া এবং বাল্য ও পৌগণ্ডকে তিনি অঙ্গীকার করেন বলিয়া নিত্যকিশোর-স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইলেন ধর্ম্মী। ২।২০।২১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল্য এবং পাঁচ বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড। সুতরাং বাল্য-লীলার আস্বাদন পাইতে হইলে জন্মলীলা প্রকটনের প্রয়োজন ; অপ্রকট-ব্রজে কিশোর-স্বরূপই নিত্য বলিয়া জন্মলীলা থাকিতে পারে না ; তাই জন্মলীলার অভিনয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে লীলা-প্রকটনের প্রয়োজন। অন্যান্য কারণেও লীলা-প্রকটনের প্রয়োজন হয় (১।৪।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রকটলীলা—যে লীলা প্রপঞ্চগত লোক দেখিতে পায়, তাহাকে বলে প্রকটলীলা। আর যে লীলা প্রপঞ্চগত লোক দেখিতে পায় না, তাহাকে বলে অপ্রকট লীলা। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অপ্রাকৃত, এজন্য প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে ; তাই ঐ লীলা নিত্যবর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত নয়নে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া যদি দেখিবার শক্তি দেন, তাহা হইলে প্রাকৃত জীব তাহা দেখিতে পায়। কোনও কোনও সময় পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ কোনও কোনও ব্রহ্মাণ্ডের লোককে তাঁহার লীলা দর্শনের শক্তি দিয়া থাকেন ; তখনই বলা হয়, তাঁহার লীলা প্রকট হইয়াছে। আবার ঐ শক্তি যখন তিনি অন্তর্ধান করেন, তখন আর জীব তাঁহার লীলা দেখিতে পায় না, তখনই বলা হয়, তাঁহার লীলা অপ্রকট হইয়াছে। তাঁহার কৃপাশক্তিব্যতীত তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পুণ্ডরীকাক্ষং কঃ পশ্যেতামিতঃ প্রভুম্ ॥"—প্রীতিসন্দর্ভ-ধৃত নারায়ণাধ্যাত্মবচন। ৭।

একই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যেমন অনন্ত প্রকাশ, তাঁহার লীলাস্থল একই শ্রীব্রজমণ্ডলেরও তদ্রূপ অনন্ত প্রকাশ। এই অনন্ত প্রকাশের কোনও এক প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তাদি অসুরসংহার, কালীয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ, মথুরাগমন, কংসবধ, দ্বারকাদিধামে গমনাদি মৌষলান্ত লীলা পর্য্যন্ত সমস্ত লীলা, অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের কোনও কোনও ব্রহ্মাণ্ডে যথাক্রমে প্রকটিত হইয়া লোক-নয়নের গোচরীভূত হইয়া থাকে।

৩১৪। শ্রীকৃষ্ণ যদি কোনও ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার লীলা প্রকট করিতে-ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিকর-বর্গের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মাতাপিতাদি-গুরুবর্গকে প্রকট করেন ; তাহার পরে যথাসময়ে স্বীয় জন্মাদিলীলা যথাক্রমে প্রকট করেন। ইহার হেতু এই :—প্রকটব্রজে শ্রীকৃষ্ণ লোকবৎলীলা করিয়া থাকেন ; কোনও লোকের জন্মের পূর্ব্বেই যেমন তাহার মাতাপিতার জন্ম ও তাহাদের বিবাহাদি হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি আত্মপ্রকটনের পূর্ব্বেই মাতা-পিতাদি গুরুবর্গের প্রকটন করেন, নচেৎ লৌকিক লীলা সিদ্ধ হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতাদি গুরুবর্গের প্রকটন হইতে মৌষলান্তপর্য্যন্ত-প্রকট-প্রকাশের লীলাসমূহ কোনও ব্রহ্মাণ্ডে কোনও সময়ে প্রকট হয়, আবার অপ্রকট হয় ; সুতরাং কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে ঐসকল লীলা নিত্য (অনাদি-কাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী) নহে—অনিত্য। কিন্তু স্বরূপতঃ ঐ লীলা অনিত্য (বা কিছুকালমাত্র স্থায়ী) নহে ; যখন এক ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা অপ্রকট হয়, তখনই অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে উহা প্রকট হয় ; সুতরাং কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা সর্ব্বদাই প্রকট থাকে। একজন লোক যদি কুমিল্লা হইতে দিল্লীতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে, কুমিল্লায় তাহার অস্তিত্ব না থাকিতে পারে ; কিন্তু দিল্লীতে আছে ; তাহার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। এইরূপে ঐ শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রকটত্ব কখনও নষ্ট হয় না। প্রকটলীলা নিত্য। প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রলয়ে যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া যায়, তখন

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাম্ (১।২৭)—

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলা-বিলাসবান্॥ ৬৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বয়োঽত্র কৌমার পৌগণ্ড-কৈশোরাখ্যত্রয়াত্মকং ক্রমপ্রাপ্তং জ্ঞেয়ং তেনান্বিতসদৃশতয়া লব্ধ ইতি বয়স্তদ্বতোদ্বয়োরপি প্রাশস্ত্যমুক্তম্। পশ্চাৎ সাদৃশ্যয়োরন্বয়িত্যমরঃ। বয়স ইতি। ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে গুণাঃ সন্ত্যস্মিন্নিতি ধর্ম্মী পূর্ণাবির্ভাব ইত্যর্থঃ। যতঃ সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ। অত্রসামান্যভক্তিরসে বর্ণ্যত ইতি শেষঃ। শ্রীজীব। ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রকটনের স্থানাভাববশতঃ লীলার প্রকটনও তো বন্ধ হইয়া যায়; সুতরাং লীলার প্রাকট্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিত্য কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তর এই:—মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইয়া গেলেও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডবৎ প্রতীয়মান বহু ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া লীলা-প্রাকট্যের সুযোগ করিয়া দেন; সুতরাং প্রকটলীলার নিত্যত্ব ধ্বংস হয় না। "মহাপ্রলয়েচ প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ডাভাবেঽপি যোগমায়াকল্পিতব্রহ্মাণ্ডেষু প্রাকৃতত্বেন প্রত্যায়িতেষিতি প্রকটা প্রপঞ্চগোচরা লীলাপি কালদেশবশাদাপেক্ষিক প্রাকট্যাপ্রাকট্যবতী কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচে গীর্ণেষজগরেণেত্যুদ্ধববাক্যদ্যোতিতা জ্ঞেয়া। এবং মথুরাদ্বারকয়োরপি প্রকটলীলেতি।—উজ্জ্বলনীলমণির সংযোগ-বিয়োগস্থিতি-প্রকরণে প্রথম শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকা।"

শ্লো। ৬৩। অন্বয়। বয়সঃ (বয়সের) বিবিধত্বে অপি (বিবিধত্ব থাকিলেও) সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ (সর্ব্বভক্তিরসের আশ্রয়) নিত্যলীলাবিলাসবান্ (নিত্যলীলাবিলাস-বিশিষ্ট) ধর্ম্মী (ধর্ম্মী—সর্ব্বগুণান্বিত) কিশোরঃ (কিশোর বয়স) এব (ই) অত্র (এ সম্বন্ধে—ভক্তিরসসম্বন্ধে—বর্ণিত হয়)।

অনুবাদ। বয়সের কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোরাদি বিবিধ প্রকার ভেদ থাকিলেও সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় সর্ব্বগুণান্বিত ও নিত্য-নূতনলীলা বিশিষ্ট কৈশোর-বয়সই শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বয়স। ৬৩।

বয়সঃ বিবিধত্বে—বয়সের বিবিধ ভেদ। কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোরই বয়সের বিবিধত্ব। (শ্রীকৃষ্ণ নিত্য কিশোর বলিয়া প্রৌঢ়ত্ব বা বার্দ্ধক্য তাঁহার নাই)। কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর—এই তিন রকমের বয়স থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের কিশোর বয়সই ভক্তিরসবিষয়ে শ্রেষ্ঠ; কারণ, এই কিশোর বয়সই সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি সমস্ত ভক্তিরসের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণের কিশোরই মধুর ভক্তিরসের অবলম্বন; মধুর ভক্তিতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি রসের গুণ বর্ত্তমান আছে বলিয়া মধুর রসেই সমস্ত ভক্তিরসের সমাবেশ এবং কিশোর কৃষ্ণই মধুর ভক্তিরসের অবলম্বন বলিয়া কিশোরকেই সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় বলা হইয়াছে। অথবা, শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি (ভ. র. সি. পূ. ১।১) বলিয়া এবং কিশোর কৃষ্ণেই সমস্ত রসের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া কিশোরকেই সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়, বলা হইয়াছে। বাল্যে সখ্যের পূর্ণবিকাশ নাই, মধুরের বিকাশ মোটেই নাই এবং পৌগণ্ডেও মধুর রসের বিকাশ নাই বলিয়া বাল্য ও পৌগণ্ডকে সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় বলা যায় না। এই কিশোর আবার নিত্যলীলাবিলাসবান্—শ্রীকৃষ্ণের কিশোর-স্বরূপই নিত্য স্বয়ংরূপ বলিয়া নিত্য-স্বয়ংরূপের লীলা কিশোরকে অবলম্বন করিয়াই সম্পাদিত হইতেছে; অপ্রকটব্রজে এই কিশোরকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত নিত্যলীলা সম্পাদিত হয় বলিয়া কিশোরকে নিত্য লীলা-বিলাসবান্ বলা হইয়াছে। অপ্রকট-ব্রজে বাল্য ও পৌগণ্ড নাই বলিয়া সেস্থলে বাল্য ও পৌগণ্ডের লীলারও প্রবাহ নাই। কিন্তু কিশোরের প্রবহমানলীলা প্রকটেও আছে, অপ্রকটেও আছে। এবং প্রকটেও কিশোর-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়াই বাল্য ও পৌগণ্ডলীলা প্রবহমানতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই কিশোরের বৈশিষ্ট্য। কিশোরকে আশ্রয় করিয়া বাল্য ও পৌগণ্ড লীলা সার্থকতা লাভ করে বলিয়াই কিশোর হইল ধর্ম্মী—বাল্য ও পৌগণ্ডরূপ ধর্ম্মের অঙ্গীকারকর্ত্তা। নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণই প্রকট লীলায় বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করেন, নিত্যকিশোরের আশ্রয়েই বাল্য ও পৌগণ্ড

পূতনাবধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥ ৩১৫
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥ ৩১৬

এইমত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৩১৭
ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা-প্রাপ্তি।
রাস-আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্থিতি ॥ ৩১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃতার্থতা লাভ করে বলিয়া বাল্য ও পৌগণ্ড হইল কিশোরের ধর্ম্ম এবং কিশোর হইল ধর্ম্মী। অথবা ধর্ম্ম—সমস্ত গুণ; সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি সমস্ত গুণের পূর্ণতম বিকাশ যাহাতে, সেই কিশোরই ধর্ম্মী বা সর্ব্বগুণান্বিত। বাল্যে কিম্বা পৌগণ্ডে এসমস্ত গুণের পূর্ণতম বিকাশ নাই বলিয়া তাহারা ধর্ম্মী হইতে পারে না। কিশোরের এসমস্ত বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই ভক্তিরসে কিশোরেরই সর্ব্বত্র প্রশংসা।

৩১৩ পয়ারের "কিশোর-শেখর ধর্ম্মী"-এই উক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

কোনও কোনও গ্রন্থে উক্ত শ্লোকের "নিত্যলীলাবিলাসবান্"-স্থলে "নিত্যনানাবিলাসবান্" পাঠ দৃষ্ট হয়; অর্থ—নিত্য নবনবলীলাবিলাসবিশিষ্ট; নানাবিধ বৈচিত্রীময় লীলাবিশিষ্ট।

৩১৫-১৬। **পূতনাবধাদি**—উক্ত মাতাপিতাদির প্রকটন হইতে মৌষলান্ত লীলাপর্য্যন্ত সমগ্র প্রকট লীলার অন্তর্গত জন্ম, পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, গোবর্দ্ধনধারণাদি প্রত্যেক খণ্ডলীলাও নিত্য। পূতনাবধলীলা যখন এক ব্রহ্মাণ্ডে শেষ (অপ্রকট) হয়, অমনি অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়, আবার সেই ব্রহ্মাণ্ডে যখন অপ্রকট হয়, তখন অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এইরূপে, এক পূতনাবধলীলা কোনও না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে (মহাপ্রলয়ে যোগমায়া কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডে) প্রকট থাকেই। এমন কোনও সময় নাই, যখন এই পূতনাবধলীলা কোনও না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে না। সুতরাং এই পূতনাবধ লীলার প্রকটত্ব নিত্য। শকটভঞ্জন গোবর্দ্ধন ধারণাদি অন্যান্য খণ্ড লীলাসম্বন্ধেও এই কথা; সুতরাং প্রত্যেক খণ্ডলীলাও নিত্য।

প্রকট করে অনুক্রমে—মাতাপিতাদির প্রকটন হইতে মৌষলান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র লীলার অন্তর্গত খণ্ড লীলাগুলি যথাক্রমে—যেটীর পরে যেটী হইলে সমগ্র লীলার লৌকিকত্ব বা সঙ্গতি নষ্ট হয় না, ঠিক সেইটীর পর সেইটী যথাযথ ভাবে—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত প্রকটলীলা স্থানে প্রকটিত হয়। আবার—যেই ব্রহ্মাণ্ডের পর যেই ব্রহ্মাণ্ডে সমগ্র প্রকট লীলা প্রকটিত হইবে, সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে, প্রত্যেক খণ্ডলীলাও যথাক্রমে এবং যথাযথভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে।

৩১৭। **যেন গঙ্গাধার**—গঙ্গার ধারার যেমন কোনও স্থানে বিচ্ছেদ নাই, শ্রীকৃষ্ণলীলারও তদ্রূপ কোনও সময়ে বিচ্ছেদ নাই; অর্থাৎ পিতামাতার প্রকটন হইতে মৌষলান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র লীলা বা তদন্তর্গত কোনও খণ্ডলীলা কোনও সময়েই অতি অল্প সময়ের জন্যও অপ্রকট থাকে না—লীলার প্রাকট্য গঙ্গার ধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন। সাধারণ জলধারা বলিলেও এই নিরবচ্ছিন্নতা প্রকাশ পাইত; তথাপি গঙ্গাধারার সহিত উপমা দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, গঙ্গার ধারা যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, সেই স্থান যেমন পবিত্র ও উর্ব্বরতাশক্তিযুক্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণলীলাও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত যে স্থানে প্রকটিত হয়, সেই স্থানের পবিত্রতা এবং শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধিভাব-জনন-বিষয়ে উর্ব্বরতা সম্পাদন করিয়া থাকে। গঙ্গাজল-স্পর্শে বা গঙ্গামৃত্তিকা স্পর্শে যেমন জীবের সর্ব্ববিধ পাপতাপ দূরীভূত হয়, জীবের হৃদয় পবিত্র হয়, শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রাকট্যের স্থানস্পর্শে এবং লীলা-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতেও জীবের সর্ব্ববিধ পাপতাপ দূরীভূত হয়, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছারূপা পিশাচী হৃদয় হইতে পলায়ন করে, তাতে হৃদয়ের পবিত্রতা এবং শুদ্ধা-ভক্তি দেবীর উপবেশনের যোগ্যতা সাধিত হয়।

৩১৮। জন্মলীলার পরে বাল্যলীলা, তারপর পৌগণ্ডলীলা, তারপর, কৈশোর-লীলা প্রকট করেন; কৈশোরে রাসাদি-লীলা প্রকট করেন। কৈশোরেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্থিতি; কৈশোরের পরে প্রৌঢ় বা বার্দ্ধক্য-লীলা

নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারি, লীলা কেমতে নিত্য হয় ?॥ ৩১৯

দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি, তবে লোক জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য—জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে॥ ৩২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নাই। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন নিত্য-কিশোর। বাল্য বা পৌগণ্ডভাব শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম-মাত্র; তত্তৎ-লীলারস আস্বাদনের জন্য তিনি বা পৌগণ্ডভাবকে অঙ্গীকার করিয়াছেন; তাঁহার স্বয়ংরূপের ভাব বাল্য বা পৌগণ্ড নহে।

৩১৯-২০। নিত্যলীলা কৃষ্ণের—শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য। শ্রীকৃষ্ণ যখন পরব্রহ্ম বলিয়া নিত্য, পরব্রহ্ম বলিয়া তিনি যখন "রসো বৈ সঃ—রসস্বরূপ—রসরূপে আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে আস্বাদক", তখন তাঁহার লীলাও নিত্য হইবে। তিনি আস্বাদন করেন—লীলারস। লীলা বা ক্রীড়া একাকী হয় না, তাই শ্রুতি বলেন—স একাকী ন ক্রীড়তি। তাঁহার লীলা-পরিকর আছেন, এই পরিকরদের সহিতই তিনি লীলা করিয়া থাকেন। লীলা-ব্যপদেশে পরিকর ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাস তিনি আস্বাদন করেন, তাহাতেই তাঁহার রসিকত্ব। আর পরিকর-ভক্তগণও তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যরস আস্বাদন করেন, তাহাতেই তাঁহার আস্বাদ্য-রসত্ব। এই উভয় রূপেই তাঁহার শ্রুতিপ্রোক্ত রস-স্বরূপত্ব। তাঁহার রস-স্বরূপত্ব যখন নিত্য এবং লীলাতেই যখন তাঁহার রস-স্বরূপত্ব সার্থকতা লাভ করে, তখন তাঁহার লীলাও নিত্য; তিনি নিত্যলীলা-বিলাসবান্ (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৩ শ্লোক), তাই তিনি লীলা-পুরুষোত্তম।

সর্ব্বশাস্ত্রে কয়—শ্রীকৃষ্ণের লীলা যে নিত্য, সমস্ত শাস্ত্রেই তাহার প্রমাণ আছে। শাস্ত্র হইতে লীলার নিত্যত্বের কথা মুখ্যাবৃত্তিতেও (অর্থাৎ স্পষ্ট উল্লেখেও) জানা যায়, আবার তাৎপর্য্যবৃত্তিতেও জানা যায়। লীলার জন্য ধামের প্রয়োজন, পরিকরের প্রয়োজন; তাঁহার স্বরূপ শক্তির বৃত্তিবিশেষ সন্ধিনী-শক্তিই ধামরূপে অনাদি কাল হইতে অভিব্যক্ত; সুতরাং তাঁহার ধামও নিত্য; তাঁহার পরিকরবর্গও তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্তবিগ্রহ; সুতরাং তাঁহারাও নিত্য (ভূমিকায় ধামতত্ত্ব ও পরিকর-তত্ত্ব প্রবন্ধ এবং ১।৪।২৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং যে-স্থলে তাঁহার ধামের এবং পরিকরবর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়, সে-স্থলের তাৎপর্য্যই হইতেছে তাঁহার লীলার নিত্যত্ব। এইরূপে মুখ্যাবৃত্তিতে এবং তাৎপর্য্যবৃত্তিতে বহুশাস্ত্রেই শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্বের কথা দৃষ্ট হয়। এস্থলে কয়েকটী শাস্ত্র-প্রমাণ দেখান হইতেছে। ঋগ্বেদে ব্রজধামের উল্লেখ পাওয়া যায়—"যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গাঃ॥ ১৫৪।৬॥ যে-স্থলে ভূরিশৃঙ্গবিশিষ্ট গাভীসকল বর্ত্তমান।" ঋক্পরিশিষ্টে শ্রীরাধার উল্লেখ পাওয়া যায়। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।" কঠোপনিষদেও ব্রহ্মলোকের (পরব্রহ্মের ধাম ব্রজলোকের) উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১।২।১৭॥" গোপালতাপনী-শ্রুতিতেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধাম বৃন্দাবনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং স্তুত্যা তোষয়ামি॥ পূ. তা. ৩৫॥" বেদান্তসূত্রেও পরব্রহ্মের—শ্রীকৃষ্ণের—লীলার কথা জানা যায়। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।" গোপালতাপনী শ্রুতিও বলেন "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্॥—শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম (দিব্-ধাতুর অর্থ ক্রীড়া)।" শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও বলেন—"তমীশ্বরাণাং পরমং তং দেবতানাং পরঞ্চ দৈবতম্॥ ৬।৭॥—তিনি ঈশ্বরদিগের মধ্যে পরমেশ্বর, লীলাকারীদিগের (দেবতানাং) মধ্যে পরম-লীলাকারী অর্থাৎ লীলা-পুরুষোত্তম।" গোপালতাপনী-শ্রুতিতে রুক্মিণী ব্রজস্ত্রী প্রভৃতি পরিকরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতিঃ রুক্মিণী। ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূতঃ শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসঙ্গতঃ। উ. তা. ৫৭॥" স্মৃতিও বলেন—অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব সঃ—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের পতি।" ব্রহ্ম-সংহিতা বলেন—স্বীয়-স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা গোপসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে নিত্য অবস্থান করেন। আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৫।৩৭॥" আরও বলেন "লক্ষ্মী-সহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ব্র. স. ৫।২৯॥"—এস্থানে বলা হইল, শ্রীগোবিন্দ লক্ষ্মীরূপা সহস্রশত-গোপসুন্দরীকর্ত্তৃক নিত্য সেব্যমান। গর্গসংহিতায় দেখা যায়, দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"বৃন্দাবনেশ গিরিরাজপতে ব্রজেশ গোপালবেশ কৃতনিত্যবিহারলীল। রাধাপতে শ্রুতিধরাধিপতে ধরাং ত্বং গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ উদ্ধর ধর্ম্মধারাম্॥ গোলোকখণ্ড। ৩।২২॥" এস্থলে পরিষ্কারভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে কৃতনিত্য-বিহারলীল—নিত্যলীলাবিলাসী বলা হইয়াছে। পদ্মপুরাণ-পাতাল খণ্ড নারদের উক্তিতে শ্রীরাধাসম্বন্ধে বলেন—"আনন্দরূপিণী শক্তিস্ত্বমীশ্বরী ন সংশয়ঃ। ত্বয়া চ ক্রীড়তি কৃষ্ণো নূনং বৃন্দাবনে বনে॥ ৪০।২৭॥" ইহা হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বৃন্দাবনে নিত্য ক্রীড়া করেন (ক্রীড়তি বর্ত্তমানকালদ্বারা নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে)। পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে শ্রীভগবদুক্তি হইতেও জানা যায়,—তাঁহার মথুরা নিত্য, বৃন্দাবন নিত্য, যমুনা নিত্য, গোপকন্যাগণ নিত্য, গোপালবালকগণ নিত্য, শ্রীরাধাও নিত্য। "নিত্যং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা। যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকাঃ॥ মমাবতারো নিত্যোঽয়মত্র মা সংশয়ং কৃথাঃ। মমেষ্টা হি সদা রাধা সর্ব্বজ্ঞোঽহং পরাৎপরঃ॥ প. পু. পা. ৪২।২৬-২৭॥" নারদের নিকটে শ্রীসদাশিবও বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতামাতা, প্রেয়সীগণ সকলেই নিত্য। তাঁহার প্রকটলীলা এবং অপ্রকটলীলাতেও তাঁহারা নিত্য বর্ত্তমান। তিনি নিত্যই সখাদের সহিত গোচারণ করেন, বনে ও গোষ্ঠে গমনাগমন করেন। "দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ। সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ॥ যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥ গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ। গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুর-বিঘাতনম্॥ পা. পু. পা.। ৫২।৩-৫॥" স্কন্দপুরাণও বলেন—বৎস এবং বৎসতরী, বলরাম এবং গোপবালকদের সহিত বৃন্দাবনে মাধব সর্ব্বদাই (অর্থাৎ নিত্য) ক্রীড়া করেন। "বৎসৈর্ব্বৎসতরীভিশ্চ সরামো বালকৈর্বৃতঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ॥ পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বর ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।১।২২-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীধৃত স্কান্দবচন॥" শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন, ভগবান্ মধুসূদন নিত্যই দ্বারকায় বিরাজমান। "নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ॥ ১১।৩১।২৪ তত্র—দ্বারকায়াম্॥"

বুঝিতে না পারি ইত্যাদি—উপরে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন স্পষ্টই বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাও নিত্য এবং অপ্রকটলীলাও নিত্য। কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ গত দ্বাপরে এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া সোয়াশত বৎসর লীলা করিয়া আবার অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং প্রকট লীলা যে কিরূপে নিত্য হয়, তাহা বুঝা যায় না। উপরে উদ্ধৃতপদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের প্রমাণেও জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন—"মমাবতারো নিত্যোঽয়মত্র মা সংশয়ং কৃথাঃ॥ প. পু. পা. ৪২।২৭॥॥—আমার এই অবতার (প্রকটলীলা) নিত্য, ইহাতে সংশয় করিও না;" কিন্তু আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মিকা লীলা যে নিত্য হয়, তাহা সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না। তাই জ্যোতিশ্চক্রের দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন।

উপরে "পূতনাবধাদি যত লীলা" ইত্যাদি ৩১৫ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব উক্ত হইয়াছে; ৩১৪ এবং ৩১৫-১৬ পয়ারের টীকায় তাহা আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে এই পয়ারে ও পরবর্ত্তী কয় পয়ারে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব জ্যোতিশ্চক্রের দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন।

জ্যোতিশ্চক্রের নিয়মটী এই। পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে; একবার ঘুরিতে যে সময় লাগে, তাহাকেই একদিন বা এক অহোরাত্র বলে। পৃথিবীর তুলনায় সূর্য্য আকাশের একস্থানেই স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে, তাহার সঙ্গে পৃথিবীস্থ লোক এবং অপরাপর সমস্ত বস্তুও পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে; কিন্তু জাহাজে চড়িয়া দ্রুতবেগে নদীর মধ্য দিয়া যাওয়ার সময়, লোক যেমন নিজের গতি ভুলিয়া, নদীতীরস্থ স্থিতিশীল বৃক্ষাদিকেই বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে করে, পৃথিবীর সঙ্গে ঘূর্ণায়মান লোকসমূহও সেইরূপ নিজেদের গতি ভুলিয়া স্থিতিশীল-সূর্য্যকে তাহাদের বিপরীত দিকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে যাইতেছে বলিয়া মনে করে। সূর্য্যের এই প্রতীয়মান গতিকে তাহার আপেক্ষিক-গতি বলা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাইতে পারে। এইভাবে, সূর্য্য যখন প্রথম দৃষ্টির মধ্যে আসে, তখন সূর্য্যোদয়, যখন মাথার উপরে আসে, তখন মধ্যাহ্ন, যখন পশ্চিমদিকে দৃষ্টির বাহিরে যাইতে থাকে, তখন সন্ধ্যা, আর যতক্ষণ দৃষ্টির বাহিরে থাকে, ততক্ষণই রাত্রি। পৃথিবীর আকার কমলালেবুর ন্যায় গোল বলিয়া, পৃথিবীর সকল লোক একই সময়ে সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তাদি দেখে না। পূর্ব্বদিকের লোক আগে, পশ্চিমদিকের লোক পরে সূর্য্যোদয়াদি দেখে; যে স্থান যত পশ্চিমে, সে স্থানের লোক তত দেরীতে সূর্য্যোদয় দেখে; পূর্ব্বাহ্ন মধ্যাহ্নাদি সম্বন্ধেও এই নিয়ম। পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থল দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিম দিকে যদি একগাছি লম্বা দড়ি দিয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করা যায়, তাহা হইলে এই দড়িগাছি যত লম্বা হইবে, পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগে সূর্য্য নিজ আপেক্ষিক গতিতে, এক অহোরাত্রে বা ৬০ দণ্ডে ততদূর পথ চলিয়া থাকে বলিয়া মনে করা যায়। ঐ দড়িগাছিকে যদি ৬০টী সমান অংশে ভাগ করা যায়, তবে এক এক অংশ অতিক্রম করিতে সূর্য্যের এক এক দণ্ড সময় লাগিবে; তাহা হইলেই বুঝা গেল, যে স্থান ঐ দড়ির যত অংশ পশ্চিমে থাকিবে, সে স্থানে সূর্য্যোদয়াদিও তত দণ্ড পরে হইবে। এইরূপে, কুমিল্লায় যে সময় সূর্য্যোদয় হয়, কলিকাতায় তাহার প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরে, পুরীতে একদণ্ড পরে, মথুরায় সোয়া দুইদণ্ড পরে, কুরুক্ষেত্রে আড়াই দণ্ড পরে, বিলাতে প্রায় দুই প্রহর পরে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে। সুতরাং কুমিল্লায় যখন সূর্য্যোদয় হয়, কলিকাতা, পুরী, মথুরাদি স্থানে তখনও রাত্রি; উদীয়মান সূর্য্য কুমিল্লায় যখন প্রকট, তখনও কলিকাতা মথুরাদিতে অপ্রকট। আবার কুমিল্লায় যখন অর্দ্ধদণ্ড বেলা, তখন কলিকাতায় সূর্য্যোদয়, যখন কুমিল্লায় একদণ্ড ও কলিকাতায় আধদণ্ড বেলা, তখন পুরীতে সূর্য্যোদয়, যখন কুমিল্লায় সোয়া দুই দণ্ড, কলিকাতায় পৌণে দুই দণ্ড ও পুরীতে সোয়াদণ্ড, তখন মথুরায় সূর্য্যোদয়; এবং কুমিল্লায় যখন মধ্যাহ্ন, তখন বিলাতে সূর্য্যেদয়। এইরূপে দেখা যায়, আটপ্রহর দিন রাত্রির মধ্যে সূর্য্যোদয় সর্ব্বদাই আছে, মধ্যাহ্ন সর্ব্বদাই আছে, একপ্রহর বা দেড়প্রহর বেলাও সর্ব্বদাই আছে—অবশ্য একই স্থানে নহে; পৃথিবীর একস্থানের পর আর এক স্থানে, তারপর আর এক স্থানে ইত্যাদি ক্রমে। একস্থানে যখন সূর্য্যোদয় শেষ হইল, তখন আর একস্থানে সূর্য্যোদয়; সে স্থানে যখন সূর্য্যোদয় শেষ হইল, তখন আবার আর একস্থানে সূর্য্যোদয় হইল; এইরূপে মধ্যাহ্নাদি সম্বন্ধেও এই কথা। এইরূপে দিনের মধ্যে প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে বা পলে একই স্থানে, সূর্য্যকে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়, সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রত্যেকটীই এক স্থানের পর আর এক স্থানে, ইত্যাদি ক্রমে, সর্ব্বদাই দৃশ্যমান (প্রকট) থাকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে মৌষলান্ত-পর্য্যন্ত লীলাসমূহের প্রত্যেকটীও এইরূপে এক ব্রহ্মাণ্ডের পর আর এক ব্রহ্মাণ্ডে, তারপর আর এক ব্রহ্মাণ্ডে ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্বদাই প্রকট থাকে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক খণ্ডলীলার প্রকটত্ব—এক ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে নিত্য না হইলেও—লীলার হিসাবে—সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের হিসাবে—নিত্য।

কুশল জিজ্ঞাসার উত্তরে বিদুরকে উদ্ধব বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ। কিন্নু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্ ॥ শ্রীভা. ৩।২।৭ ॥—অহে বিদুর, শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য্য অস্তগত হওয়াতে আমাদের শ্রীহীন গৃহসকল (শোকান্ধকার রূপ) অজগরের (মহাসর্পের) দ্বারা গিলিত হইয়াছে। তোমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুদিগের কুশল আর কি বলিব?" এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্য এবং তাঁহার অন্তর্দ্ধানকে অস্তগমন বলাতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার নিত্যত্ব যে জ্যোতিষ-চক্রের দৃষ্টান্তে বুঝান যায়, তাহা জানা যাইতেছে। সূর্য্য অস্ত-গমন করিলেও লোপ পাইয়া যায় না; একস্থানে অস্তগত হইয়া অন্যস্থানে যাইয়া উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণও (সুতরাং তাঁহার লীলাও) একস্থানে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়া (লোক-নয়নের বাহিরে যাইয়া) অন্যস্থানে আবির্ভূত (লোক-লোচনের গোচরীভূত) হন; সুতরাং কোনও না কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে লীলা সর্ব্বদাই প্রকটিত থাকে। উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাহাই লিখিয়াছেন। "কৃষ্ণ এব দ্যুমণিঃ সূর্য্যস্তস্মিন্ নিম্লোচে অস্তময়ে সতি অজগরেণ মহাসর্পরূপশোকান্ধকারেণ গীর্ণেষু নিগিলিতেষু গৃহেষু নোঽস্মাকং ত্বৎপৃষ্টানাং বন্ধুনাং কিং কুশলং ব্রূয়াম্। অত্র জ্যোতিশ্চক্রে স্থিতস্যৈব দ্যুমণেরশ্ব-রথসারথ্যাদি-পারকরবিশিষ্টস্য যস্মিন্ বর্ষে অস্তময়ো দৃশ্যতে তদন্যেষু বর্ষেষু

জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রি দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥ ৩২১
রাত্রিদিনে হয়—ষাটি দণ্ড পরিমাণ।
তিনসহস্র-ছয়শত পল তার মান॥ ৩২২
সূর্য্যোদয় হৈতে ষাটি পল ক্রমোদয়।
সেই ‘এক দণ্ড’ অষ্ট দণ্ডে ‘প্রহর’ হয়॥ ৩২৩
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুন সূর্য্যোদয়॥ ৩২৪
ঐছে কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥ ৩২৫
সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহাঁ যৈছে ব্রজপুরে করিল বিলাস॥ ৩২৬
অলাতচক্রবৎ সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥ ৩২৭
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনাবধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস॥ ৩২৮
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে ‘নিত্যলীলা’ কহে আগম পুরাণ॥ ৩২৯
গোলোক গোকুলধাম—‘বিভু’ কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥ ৩৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তদৈবোদয়-পূর্ব্বাহ্ন-মধ্যাহ্নাদয়ো দৃশ্যন্তে যথা তথৈব গোকুল-মথুরা-দ্বারকাস্থস্য সপরিকরস্য তত্তল্লীলাঃ মৃতমজ্জিত-জগজ্জনস্যৈব কৃষ্ণস্য যস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্দ্ধানং দৃশ্যতে তদৈব অন্যেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু জন্মোৎসব-রাসোৎসব-কংসবধ-রুক্মিণ্যাদি-পরিণয়োৎ-সবাদ্যা লীলা দৃশ্যন্তে। জ্যোতিষ্‌চক্রে সূর্য্যস্য উদয়-পূর্ব্বাহ্নাদ্যাঃ প্রতীয়মানত্বাদবাস্তবাঃ। কৃষ্ণস্য তু জন্মাদ্যাস্তত্র তত্র নিত্যত্বাদ্ বাস্তবা এব ইতি বিশেষঃ সর্ব্বাসাং লীলানাং নিত্যত্বং প্রথমস্কন্ধে দর্শিতং দশমে চ পুনঃ সপ্রমাণং দর্শয়িষ্যতে চ।” এই টীকার শেষ অংশে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—জ্যোতিষ্‌চক্রের দৃষ্টান্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলার নিত্যত্ব বুঝান হইল বটে; কিন্তু দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সর্ব্ববিষয়ে সাদৃশ্য নাই। জ্যোতিষচক্রে সূর্য্যের উদয়, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্নাদি লোকের চক্ষুতে প্রতীয়মান হয় মাত্র; বস্তুতঃ উদীয়মান্ সূর্য্য, পূর্ব্বাহ্নের সূর্য্য, মধ্যাহ্নের বা অস্তগমনোদ্যত সূর্য্য একরূপই; লোকের নিকটে কেবল ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়; সুতরাং প্রতীয়মান বিভিন্ন রূপ বাস্তব নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি সমস্ত লীলা নিত্য বলিয়া বাস্তব।

৩২১। **সপ্তদ্বীপাম্বুধি**—পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থ সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত অম্বুধি বা সমুদ্র। **সপ্তদ্বীপ**—যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর। **সপ্তসমুদ্র** যথা—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, জল।

৩২২। ৬০ পলে এক দণ্ড; ৬০ দণ্ডে একদিন; সুতরাং একদিনে ৬০×৬০ বা ৩৬০০ তিন হাজার ছয় শত পল।

৩২৭। **অলাতচক্র**—একখণ্ড জ্বলিত কাষ্ঠকে দ্রুতবেগে চক্রাকারে ঘুরাইলে যে চক্রাকার অগ্নি দেখা যায়, তাহাকে অলাতচক্র বলে; এস্থলে অলাতচক্র-শব্দ অলাতচক্রের উৎপাদক কাষ্ঠখণ্ড অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ কাষ্ঠখণ্ড যেমন যথাক্রমে ঐ চক্রস্থিত প্রত্যেক স্থান দিয়াই যায়, শ্রীকৃষ্ণ-লীলাও তদ্রূপ যথাক্রমে ব্রহ্মাণ্ড-সমূহে প্রকট হয়।

৩২৮। **পূতনাবধাদি ইত্যাদি**—পূতনাবধ-লীলা হইতে মৌষল-লীলা পর্য্যন্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম লীলা পূতনাবধ নন্দালয়ে। আর সর্ব্বশেষ লীলা হইল মৌষললীলা, যাহার উপলক্ষে তিনি যাদবদিগকে অন্তর্হিত করান এবং নিজেও অন্তর্হিত হন। **মৌষলান্ত**—মৌষললীলা যাহার অন্তে বা সর্ব্বশেষ। এই লীলা হইয়াছিল দ্বারকায়।

৩২৯। **কোন ব্রহ্মাণ্ডে ইত্যাদি**—৩১৯-২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

আগম-পুরাণ—৩১৯-২০ পয়ারের টীকায় আগম-পুরাণের প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

৩৩০। **গোলোক-গোকুল**—১।৩।৩ এবং ১।৫।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অতএব গোলোকস্থানে নিত্য-বিহার।　　ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রাকট্য তাহার ॥ ৩৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরদের সহিত সর্ব্বদা অনন্ত প্রকাশে লীলা করিয়া থাকেন। এই অনন্ত প্রকাশের এক প্রকাশে তিনি প্রকট লীলা করিয়া থাকেন (ল. ভা. কৃ. ৫।১৫৬)। তাঁহার ধামেরও প্রকট এবং অপ্রকট প্রকাশ আছে। এই পয়ারে উল্লিখিত "গোলোক গোকুলধাম" বলিতে প্রকরণ-বলে প্রকট গোলোক এবং প্রকট গোকুলকেই বুঝাইতেছে। অপ্রকট গোলোক এবং গোকুলের ন্যায় প্রকট গোলোক এবং গোকুলও বিভু—সর্ব্বব্যাপক। কৃষ্ণসম—কৃষ্ণের মত। শ্রীকৃষ্ণের দেহ যেমন সর্ব্বব্যাপী, গোলোক-গোকুলাদি তাঁহার লীলাস্থল-সমূহও সর্ব্বব্যাপী; "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম। ১।৫।১৫।" শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, তাঁহার নরাকৃতি দেহই যেমন সমস্ত প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ তাঁহার ঐ অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই, পঞ্চক্রোশ বা ষোলক্রোশ বা চৌরাশী ক্রোশপরিমিত ব্রজমণ্ডলও (বা দ্বারকামথুরাদি লীলাস্থলও) সমস্ত প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে।

লীলা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এক ব্রহ্মাণ্ড ত্যাগ করিয়া অপর ব্রহ্মাণ্ডে যান না; তিনি নিত্যই তাঁহার স্বীয় ধামে আছেন; স্বীয় ধাম ত্যাগ করিয়া তিনি কখনও কোথাও যান না; তিনি ও তাঁহার ধাম সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সকল ব্রহ্মাণ্ডেই তিনি ও তাঁহার লীলা আছেন। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া, মায়াবদ্ধ জীব প্রাকৃত নয়নে তাঁহাকে ও তাঁহার লীলাসমূহকে দেখিতে পায় না। তিনি কৃপা করিয়া দেখিবার শক্তি দিলে দেখিতে পায়। যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে তিনি এই শক্তি দেন, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডে তিনি প্রকট, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডের লোক তাঁহাকে ও তাঁহার লীলাকে দেখিতে পায়; আবার যখন তিনি ঐ শক্তি লইয়া যান, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডে তিনি অপ্রকট হন, তখন আর তাঁহার লীলা বা তাঁহাকে সেই ব্রহ্মাণ্ডে কেহ দেখিতে পায় না।

প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ ত্যাগ করিয়া মথুরায়, মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায়, আবার দ্বারকা হইতে হস্তিনাপুরে গমনাগমন তাঁহার লীলার লৌকিকত্ব রক্ষার জন্যই করা হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডস্থ ব্রজ-মথুরা-দ্বারকাদি ধাম স্থূল দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও যে সর্ব্বব্যাপী, তাহা পরবর্ত্তী ২১শ পরিচ্ছেদে ব্রজ ও দ্বারকার অপূর্ব্ব বিভুতা বর্ণন উপলক্ষ্যে বিবৃত হইয়াছে।

কষ্ণেচ্ছায় ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার প্রকটলীলাস্থল গোলোক-গোকুলাদির সংক্রমণ হইয়া থাকে। কখন কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে কোন্ লীলা প্রকটিত হইবে—তাহা সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে; তিনি যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাতেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলার ধাম আবির্ভূত (লোকনয়নের গোচরীভূত) হইয়া থাকেন। সংক্রম—আবির্ভাব (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ১।৫।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩১। গোলোক-স্থানে নিত্যবিহার—শ্রীকৃষ্ণ গোলোক ছাড়িয়া কোনও ব্রহ্মাণ্ডে আসেন না, তিনি নিত্য গোলোকেই আছেন। (২।২০।৩১৯-২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

গোলোকে (গোলোকের প্রকট প্রকাশে) থাকিয়াই তিনি লীলা করিতেছেন; এবং গোলোকও "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু" বলিয়া সকল ব্রহ্মাণ্ডের স্থান জুড়িয়াই বিদ্যমান, সুতরাং সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়াই তাঁহার লীলা সর্ব্বদা চলিতেছে; কিন্তু মায়ারূপ যবনিকার অন্তরালে আছে বলিয়া জীব তাহা দেখিতে পায় না; তিনি কৃপা করিয়া যখন যে ব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখের যবনিকা তুলিয়া দেন, তখনই সে ব্রহ্মাণ্ডের লোক ঐ লীলা দেখিতে পায়। তিনি কৃপা করিয়া এক ব্রহ্মাণ্ডের পর এক ব্রহ্মাণ্ডের, তাহার পর আর এক ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষাতের যবনিকা তুলিয়া দিয়া সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে যথাক্রমে তাঁহার লীলা প্রকটিত করেন।

ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে—পূর্ণতর পূর্ণ ॥ ৩৩২

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাম্ (১।১১৮-১২০)—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ সর্ব্বৈর্নাট্যে যঃ পরিপঠ্যতে ॥ ৬৪
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥ ৬৫
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ॥ ৬৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পূর্ণতমঃ শ্রেষ্ঠঃ পূর্ণতরঃ মধ্যঃ পূর্ণঃ কনিষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৬৪

প্রকাশিতেতি। অত্রাখিলত্বমন্যদ্বয়াপেক্ষয়া জ্ঞেয়ম্। ভক্তভক্ত্যনুরূপাধিকাধিকপ্রকাশাৎ। অসর্ব্বত্বং পূর্ব্বাপেক্ষয়া চাল্পত্বঞ্চ স্বপূর্ব্বাপেক্ষয়া তথাপি পূর্ণতরত্বাদিকমন্যতরাপেক্ষয়া। শ্রীজীব। ৬৫

কৃষ্ণস্যেতি। অত্র পূর্ণতমতাচৈশ্বর্য্যগতা—তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ। ব্যদৃশন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসস ইত্যাদিষু। মাধুর্য্যগতা নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয়ঃ এবং মহোদয়মিত্যাদিষু। কৃপাগতা চ অহো বকী যং স্তনকালকূটমিত্যাদিষু। দ্বারকামথুরাদিধিতি ন যথাসংখ্যতয়া প্রয়োগঃ সমসংখ্যত্বেনাপ্রয়োগাৎ কিন্তু যথাসম্ভবতয়ৈব কুত্রচিৎ কস্যাপি বিশেষদর্শনাৎ। শ্রীজীব। ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে যে লীলা প্রকটিত হয়, সেই ব্রহ্মাণ্ডে তখনই সেই লীলার নূতন করিয়া সৃষ্টি হয় না. লীলা অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজিত—প্রকট করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের লোককে কেবল দেখিতে দেওয়া হয় মাত্র—ইহাই এই পয়ারে প্রকাশ করা হইতেছে।

৩৩২। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি ব্রজেই পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এজন্য ব্রজে তিনি পূর্ণতম, ব্রজেন্দ্রনন্দই পরিপূর্ণতম, স্বয়ংভগবান্। মথুরায় তিনি পূর্ণতর—যেহেতু তাঁহার ঐশ্বর্য-মাধুর্য্যাদির প্রকাশ, ব্রজ অপেক্ষা মথুরায় কম; "অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ।" আর দ্বারকায় তিনি পূর্ণ; মথুরা অপেক্ষাও দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশ কম; "পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ।" মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার; সুতরাং মাধুর্য্য-বিকাশের তারতম্য এবং ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্যানুগত্যের তারতম্য এবং যোগমায়াকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মুগ্ধত্বের তারতম্যানুসারেই এইরূপ তরতমতা। ব্রজে মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং ঐশ্বর্য্য পূর্ণতমরূপে মাধুর্য্যের অনুগত; শ্রীকৃষ্ণও যোগমায়াকর্ত্তৃক পূর্ণতমরূপে মোহিত।

পুরীদ্বয়ে—দ্বারকাপুরীতে ও মথুরাপুরীতে; দ্বারকায় ও মথুরায় এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়—দ্বারকায় ও মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতর এবং পরব্যোমে তিনি পূর্ণ। কিন্তু গ্রন্থকার যখন এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন সেই শ্লোকগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই পয়ারের অর্থ করিতে হইবে; নচেৎ গ্রন্থকারের অভিপ্রায় অর্থে ব্যক্ত হইবে না। উদ্ধৃত শ্লোক তিনটীর শেষটীতে বলা হইয়াছে—মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতরতা এবং দ্বারকাদিতে পূর্ণতা; "দ্বারকাদি" বলিতে "দ্বারকা ও পরব্যোম" মনে করিলেই পয়ারের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করা যায়—মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতর এবং দ্বারকায় ও পরব্যোমে পূর্ণ; ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া মনে হয়।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬৪-৬৬। অন্বয়। যঃ (যেই) হরিঃ (শ্রীহরি—শ্রীকৃষ্ণ) নাট্যে (নাট্যশাস্ত্রে) শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ (শ্রেষ্ঠ-মধ্য প্রভৃতি) শব্দৈঃ (শব্দদ্বারা) পূর্ণতমঃ (পূর্ণতম) পূর্ণতরঃ (পূর্ণতর) পূর্ণঃ (এবং পূর্ণ) ইতি (এই) ত্রিধা

এক কৃষ্ণ ব্রজে—পূর্ণতম ভগবান্।
আর সব স্বরূপ—পূর্ণতর পূর্ণ নাম ॥ ৩৩৩

সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥ ৩৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(তিনরূপে) পরিকীর্ত্তিতঃ (পরিকীর্ত্তিত হয়েন)। বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) প্রকাশিতাখিলগুণঃ (যে স্বরূপে সমস্তগুণ প্রকাশিত, সেই স্বরূপ) পূর্ণতমঃ (পূর্ণতম বলিয়া) অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ (যাঁহাতে গুণ সকল সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত নহে, সেই স্বরূপ—পূর্ণতমস্বরূপ অপেক্ষা অল্পগুণপ্রকাশক স্বরূপ) পূর্ণতরঃ (পূর্ণতর বলিয়া) অল্পদর্শকঃ (পূর্ণতরস্বরূপ হইতেও অল্পগুণপ্রকাশক স্বরূপ) পূর্ণ (পূর্ণ বলিয়া) স্মৃতঃ (কথিত হয়েন)। কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) পূর্ণতমতা (পূর্ণতমতা) গোকুলান্তরে (গোকুল-মধ্যে—বৃন্দাবনে), পূর্ণতা পূর্ণতরতা (পূর্ণতা ও পূর্ণতরতা) দ্বারকামথুরাদিষু (যথাক্রমে দ্বারকামথুরাদিতে) ব্যক্তা (ব্যক্ত—অভিব্যক্ত) অভূৎ (হইয়াছে)।

অনুবাদ। নাট্যশাস্ত্রে (গুণপ্রকাশের তারতম্যানুসারে) শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভেদে শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণতম, পূর্ণতর এবং পূর্ণ—এই তিন প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। পণ্ডিতগণ—তাঁহার সর্ব্বগুণপ্রকাশক (অর্থাৎ যে স্বরূপে তাঁহার সমস্তগুণ পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই) স্বরূপকে পূর্ণতম, যে স্বরূপে তদপেক্ষা অল্পগুণের প্রকাশ, সেই স্বরূপকে পূর্ণতর এবং যে স্বরূপে তদপেক্ষাও (পূর্ণতর অপেক্ষাও) অল্পগুণের প্রকাশ, তাঁহাকে পূর্ণ বলিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা বৃন্দাবনে, পূর্ণতরতা মথুরায় এবং পূর্ণতা দ্বারকাদিতে (দ্বারকায় ও পরব্যোমে) অভিব্যক্ত হইয়াছে। ৬৪-৬৬।

দ্বারকামথুরাদিষু—দ্বারকা-মথুরাদিধামে। আদি-শব্দে পরব্যোমাদি ভগবদ্ধামই লক্ষিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য-মাধুর্য্যাদি গুণের বিকাশের হিসাবে ব্রজের পরেই মথুরার স্থান; সুতরাং ব্রজে যখন পূর্ণতম স্বরূপ বিরাজিত, তখন মথুরাতেই পূর্ণতর স্বরূপ মনে করিতে হইবে এবং সেই ভাবে দ্বারকায় পূর্ণস্বরূপ মনে করিতে হইবে; কিন্তু সকল ভগবৎ-স্বরূপই যখন স্বরূপে পূর্ণ—পূর্ণের কম যখন কোনও স্বরূপই নহেন, তখন স্বরূপের দিক্ দিয়া পরব্যোমের নারায়ণকেও পূর্ণই বলিতে হইবে। আবার পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ বলিয়া গুণবিকাশের দিক্ দিয়াও তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রায় সমান—কিঞ্চিন্ন্যূন—(পরব্যোমস্থ অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ); সুতরাং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকেও "পূর্ণ" বলা যায়; এইরূপ অর্থেই বোধ হয় ৩৩২ পয়ারে দ্বারকা ও পরব্যোমের স্বরূপকে পূর্ণ বলা হইয়াছে।

নায়ক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণে অশেষগুণ নিত্য বিরাজিত; কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণের অভিব্যক্তি নির্ভর করে তাঁহার পার্ষদভক্তগণের প্রেমবিকাশের পরিমাণের উপরে। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের মধ্যে প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ—তাঁহাদের এই প্রেমের প্রভাবে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশও পূর্ণতম; তাই গুণ-বিকাশের দিক দিয়া ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকেই পূর্ণতম-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

ব্রজপরিকরদের অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-পরিকরদের মধ্যে প্রেমের বিকাশ কিছু কম; তাই মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশও বৃন্দাবন অপেক্ষা কম; ব্রজের পূর্ণতম-স্বরূপ অপেক্ষা মথুরার স্বরূপে গুণাদির কিছু কম বিকাশ বলিয়া মথুরাবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণতর-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

আর, দ্বারকা-পরিকরদের প্রেম মথুরা-পরিকরদের অপেক্ষাও অল্পপরিমাণে বিকশিত; তাই দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণ মথুরা অপেক্ষাও কম বিকশিত; তাই গুণবিকাশের দিক্ দিয়া দ্বারকাবিহারী স্বরূপকে পূর্ণ বলা হইয়াছে। এইভাবে পরব্যোমের নারায়ণ-স্বরূপও পূর্ণ।

এই কয়টী শ্লোক ৩৩২ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

৩৩৩। এক কৃষ্ণ—পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ—এইরূপ তিনজন কৃষ্ণ নহেন; কৃষ্ণ এক জনই; ভিন্ন ভিন্ন

অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের—নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥ ৩৩৫
ইহা যেই পড়ে শুনে—সে-ই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান॥ ৩৩৬
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৩৩৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধ-তত্ত্বনিরূপণে শ্রীভগবৎস্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশপরিচ্ছেদঃ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্থানে, তাঁহার মাধুর্য্যাদির ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বিকাশবশতঃই পূর্ণতমাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিহিত হইয়াছেন। (৩।১।৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩৩৫। শাখা-চন্দ্রন্যায়—২।২০।২১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

মধ্য-লীলা

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরম্॥ ১
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোমধামে।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ সব—নাহিক গণনে॥ ২
শতসহস্রাযুতলক্ষকোটি যোজন।
একৈক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন॥ ৩
সব বৈকুণ্ঠ—ব্যাপক আনন্দচিন্ময়।
পারিষদ—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সব হয়॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অগতীনামেকামদ্বিতীয়াং গতিং শরণং ; হীনানাং অতীনীচজাতীনাং যেঽর্থাঃ প্রয়োজনানি ধর্ম্মাদয়ঃ তেষামধিকং যথা স্যাৎ তথা সাধকমিতি। অস্য কৃষ্ণস্য। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মধ্যলীলার একবিংশ পরিচ্ছেদে পূর্ব্বপরিচ্ছেদোক্ত সম্বন্ধতত্ত্ব বিচারপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। অগত্যেকগতিং (গতিহীনের একমাত্রগতি) হীনার্থাধিকসাধকং (হীনজনের অত্যধিক-পরিমাণে ধর্ম্মাদিসিদ্ধিপ্রদাতা) শ্রীচৈতন্যং (শ্রীচৈতন্যদেবকে) নত্বা (প্রণাম করিয়া) অস্য (ইঁহার—শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং (মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র) লিখামি (লিখিতেছি)।

অনুবাদ। গতিহীনের একমাত্র গতি ও হীনজনের অত্যধিক পরিমাণে ধর্ম্মাদি সিদ্ধিপ্রদাতা, শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের কণামাত্র লিখিতেছি। ১

এই পরিচ্ছেদে যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বর্ণিত হইবে, গ্রন্থকার এই শ্লোকে তাহারই ইঙ্গিত দিতেছেন এবং তদুদ্দেশ্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন।

১। সর্ব্বস্বরূপের ধাম ইত্যাদি—পূর্ব্বপরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের যে বিলাসাদিরূপে অনন্ত স্বরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল স্বরূপের প্রত্যেকেরই পরব্যোমে এক একটী নিজস্ব ধাম আছে। এইরূপে পরব্যোমে অসংখ্য ধাম আছে ; ইহাদের প্রত্যেক ধামই এক একটী বৈকুণ্ঠ (অর্থাৎ মায়াতীত চিন্ময় ও আনন্দময় ধাম)। **স্বরূপের**—বিলাস ও অবতারাদির। **নাহিক গণন**—অবতারের সংখ্যার অন্ত নাই বলিয়া তাঁহাদের ধামের সংখ্যাও অনন্ত।

৩। এই পয়ারে বলা হইয়াছে—এক এক বৈকুণ্ঠের পরিমাণ শতসহস্র-অযুত-লক্ষ কোটিযোজন। পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে "সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক—অর্থাৎ বিভু।" সমাধান পরবর্ত্তী পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৪। সব বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি—পূর্ব্ব পয়ারে "শত সহস্র অযুত লক্ষ কোটী যোজন"-রূপে ঐ বৈকুণ্ঠ-সমূহের বিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। এই পয়ারে আবার বলিতেছেন, "সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক" অর্থাৎ বিভু। ইহার তাৎপর্য্য

অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক-এক দেশে যার।
সেই পরব্যোমধামের কে করু বিস্তার ?॥ ৫

অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম যার 'দলশ্রেণী'।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক 'কর্ণিকায়' গণি॥ ৬

এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য—স্থান, অবতার।
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায়, জীব কোন্ ছার॥ ৭

তথাহি (ভা. ১০।১৪।২১)—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্কাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥ ২॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ননু চ স্বাতন্ত্র্যে কথং কুৎসিতেষু মৎস্যাদিষু জন্ম কথং বা বামনাদ্যবতারে যাচ্ঞাদিকার্পণ্যং কথং বা অস্মিন্নেব কদাচিদ্যুদ্ধপলায়নাদি অত আহ কো বেত্তীতি। অন্বর্থৈঃ সম্বোধনৈঃ দুর্জ্ঞেয়ত্বমেবাহ ভূমন্নিত্যাদিভিঃ। ভবত উতীর্লীলাস্ত্রিলোক্যাং কো বেত্তি ক্ব বা কথং বা কদা কতি বেতি। অচিন্ত্যং তব যোগমায়াবৈভবমিতি ভাবঃ। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই :—পূর্ব্বোক্ত বৈকুণ্ঠসমূহের কোনটী শতযোজন, কোনটী সহস্রযোজন, কোনটী কোটীযোজন বিস্তারযুক্ত বলিয়া পরিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ বলিয়া আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইলেও বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ নহে; তাঁহাদের প্রত্যেক বৈকুণ্ঠেরই ব্যাপকত্ব আছে; প্রত্যেক বৈকুণ্ঠই "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু"। অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, এই ধামসমূহের পরিচ্ছিন্নত্ব ও ব্যাপকত্ব যুগপৎ বর্ত্তমান। প্রত্যেক বৈকুণ্ঠই আনন্দময়, প্রত্যেক বৈকুণ্ঠই চিন্ময়; প্রত্যেক বৈকুণ্ঠই তত্তৎ-ধামাধিপতির পারিষদে পরিপূর্ণ এবং প্রত্যেক বৈকুণ্ঠই ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ এবং ব্যাপক।

৫। **অনন্ত বৈকুণ্ঠ**—প্রত্যেক বৈকুণ্ঠই সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু; এইরূপ অনন্ত-সংখ্যক বৈকুণ্ঠ যে পরব্যোমের এক অংশে বর্ত্তমান, সেই পরব্যোমের বিস্তার বর্ণন করা অসম্ভব। একদেশে—এক অংশে।

৬। **অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোম ইত্যাদি**—পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ ও পরব্যোমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণলোকের বর্ণনা করিতেছেন। দ্বারকা, মথুরা ও গোলোক এই তিনরূপে কৃষ্ণলোকের অবস্থিতি। অনন্ত-বৈকুণ্ঠময় পরব্যোম ও কৃষ্ণলোক—এই সমুদয়ের মিলিত আকার একটী পদ্মের মত; কৃষ্ণলোক এই পদ্মের কর্ণিকার স্থানীয় এবং পরব্যোমস্থ বৈকুণ্ঠ-সমূহ উহার দলশ্রেণী-স্থানীয়। বলা বাহুল্য, পদ্মাকার বা কর্ণিকার ও দলশ্রেণী-স্থানীয় বলাতে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হইলেও স্বরূপতঃ এই সকল ভগবদ্ধাম "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু।"

৭। **এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য** ইত্যাদি—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের অবতারাদিও ষড়ৈশ্বর্য্যময়, তাঁহাদের ধামাদিও ষড়ৈশ্বর্য্যময়, পারিষদাদিও ষড়ৈশ্বর্য্যময়, অচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত।

ব্রহ্মাশিব অন্ত না পায়—যাঁহার স্থান ও অবতারাদি ষড়ৈশ্বর্য্যময়, ব্রহ্মাশিবাদিও সেই ভগবানের গুণ, লীলা, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদির অন্ত পায়েন না। ব্রহ্মাদি যে তাঁহার লীলার অন্ত পায়েন না, পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহা দেখাইয়াছেন এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে, ব্রহ্মাদি যে তাঁহার গুণের অন্ত পায়েন না, তাহা দেখাইয়াছেন।

শ্লো। ২। অন্বয়। ভূমন্ (হে বিশ্বব্যাপক—হে অপরিচ্ছিন্ন)! ভগবন্ (হে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবন্)! পরাত্মন্ (হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্)! যোগেশ্বর (হে যোগেশ্বর)! অহো (অহো—কি আশ্চর্য্য)! যোগমায়াং (যোগমায়াকে) বিস্তারয়ন্ (বিস্তার করিয়া) [যদা] (যখন) ক্রীড়সি (তুমি ক্রীড়া কর), [তদা] (তখন) ভবতঃ (তোমার) উতীঃ (লীলাসকল) ক্ব (কোথায়) কথং (কি প্রকারে) কতি (কত সংখ্যক) কদা (কোন সময়ে—সম্পাদিত হইতেছে, তৎসমস্ত) ত্রিলোক্যাং (ত্রিভুবন মধ্যে) কঃ (কোন ব্যক্তি) বেত্তি (জানে)।

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা-শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত ॥ ৮

তথাহি (ভা. ১০।১৪।৭)

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

গুণাত্মনো গুণানামাত্মনো গুণাধিষ্ঠাতুস্তে তব পুনর্গুণান্ বিমাতুং এতাবন্ত ইতি গণয়িতুমপি কে ঈশিরে সমর্থা বভূবুঃ সূক্ষ্মত[illegible]। কথম্ভূতস্য তব অস্য বিশ্বস্য হিতায় পালনায় বহুগুণাবিষ্কারেণাবতীর্ণস্য। যস্তু কালেন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে ভূমন্ (অপরিচ্ছিন্ন—সর্ব্বব্যাপক)! হে ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ ভগবন্! হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! হে যোগেশ্বর! কি আশ্চর্য্য! তুমি যখন তোমার স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতে থাক, তখন তোমার লীলা—কোথায়, কি প্রকারে, কত সংখ্যায় এবং কোন সময়ে যে সম্পাদিত হইতেছে, তাহা—ত্রিভুবনের মধ্যে কোন্ জন জানিতে পারে? অর্থাৎ কেহই জানিতে পারে না। ২

এই শ্লোক ব্রহ্মার উক্তি। শ্রীকৃষ্ণ তখন শিশু; গোপ-শিশুদের সঙ্গে বৎসমাত্র চরাইয়া থাকেন। একদিন তিনি সখাদের লইয়া বৎস চরাইতে গিয়াছেন,—ব্রহ্মা তাঁহার সমস্ত বৎস এবং সমস্ত সখাদের হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন; কিন্তু পরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-দর্শনে বিস্মিত হইয়া (পরবর্ত্তী ১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতে লাগিলেন; উক্ত শ্লোকটী এই স্তবেরই অন্তর্গত একটী শ্লোক। ব্রহ্মা বলিলেন:—হে **ভূমন্**—হে বিশ্বব্যাপক! তুমি দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তুমি সর্ব্বব্যাপক—বিভু বস্তু; ক্ষুদ্র আমি তোমার মহিমা কি বুঝিব? হে ভগবন্—তুমি পরমৈশ্বর্য্যশালী, অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন—তোমার ঐশ্বর্য্যের, তোমার শক্তির ও শক্তিক্রিয়ার ইয়ত্তা ক্ষুদ্র আমি কিরূপে বুঝিব? হে **পরাত্মন্**—তুমি সকলের অন্তর্য্যামী; আমার মনে যে গর্ব্ব ছিল—যাহার প্রভাবে আমি তোমার বৎসাদি হরণ করিয়া তোমার চরণে অপরাধী হইয়াছি—তাহাও সর্ব্বাগ্রেই তুমি জানিয়াছ; তাই আমাকে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত, আমার গর্ব্ব খর্ব্ব করার নিমিত্ত কৃপা করিয়া তুমি তোমার অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের খেলা আমার সাক্ষাতে প্রকটিত করিয়াছ। হে যোগেশ্বর—তোমার কৃপায় যোগমার্গের সাধনে যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিভূতিই জনগণকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া ফেলে; আর যোগেশ্বর তোমার বিভূতির মহিমা মাদৃশ ক্ষুদ্রব্যক্তি কিরূপে অবধারণ করিবে? তাই তুমি তোমার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া—যোগমায়ার অচিন্ত্য-শক্তির মহিমা লোকে প্রদর্শন করাইবার উদ্দেশ্যে—যোগমায়ার সহায়তায় তুমি যখন ক্রীড়সি—ক্রীড়া—লীলা—করিতে থাক, তখন তোমার লীলা—কোথায়, কখন, কি প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে—কতগুলি লীলাই বা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা নির্ণয় করিতে পারে—এমন লোক ত্রিজগতে কেহ নাই।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি নির্ণয় করিবার ক্ষমতা স্বয়ং ব্রহ্মারও নাই। এইরূপে এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ পয়ারের প্রমাণ।

৮। **এই মত কৃষ্ণের**—ব্রহ্মাদিও যে লীলার অন্ত পায়েন না, এইরূপ লীলাকারী কৃষ্ণের। অথবা "এইমত" শব্দ "সদ্গুণের" সঙ্গে যোগ করিয়াও অর্থ করা যায়:—এই মত সদ্গুণ; শ্রীকৃষ্ণের "সদ্গুণও এইমত" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলার মত অনন্ত, অচিন্ত্য, দুর্নির্ণেয়। **দিব্য**—অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রাকৃত গুণ নাই বটে; কিন্তু তাঁহার অনন্ত অপ্রাকৃত গুণ আছে। **ব্রহ্মা শিব ইত্যাদি**—ব্রহ্মা, শিব ও সনকাদিও শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহের অন্ত পায়েন না; সামান্য জীবের কথা আর কি বলিব?

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। গুণাত্মনঃ (স্বরূপভূত-গুণে গুণী) অস্য (এই বিশ্বের) হিতাবতীর্ণস্য (হিতের নিমিত্ত

ব্রহ্মাদিক রহু, অনন্ত সহস্রবদন। নিরন্তর গায়, গুণের অন্ত নাহি পান॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নিপুণৈঃ কিমশক্যমত আহ কালেনেতি। বা শব্দো বিতর্কে। সুকল্পৈরতিনিপুণৈর্বহুজন্মনা কালেন ভূপরমাণবঃ বিমিতা বিশেষেণ গণিতা ভবেয়ুঃ তথা খে মিহিকা হিমকণা অপি। তথা দ্যুভাসো দিবি নক্ষত্রাদিকিরণপরমাণবোঽপি॥ স্বামী॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অবতীর্ণ) তে (তোমার) গুণান্ (গুণসমূহকে) বিমাতুং (গণনা করিতে) কে বা (কে ই বা) ঈশিরে (সমর্থ হয়)? সুকল্পৈঃ যৈঃ (যে সমস্ত সুনিপুণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক) কালেন (যথোপযুক্ত সময়ে) ভূ-পাংশবঃ (পৃথিবীর পরমাণুসমূহ) খে (আকাশে) মিহিকাঃ (হিমকণাসমূহ) দ্যুভাসঃ (কিরণ-পরমাণুসমূহও) বিমিতাঃ (গণিত হইতে পারে) [তেঽপি তে গুণান্ বিমাতুং ন ঈশিরে] (তাঁহারাও তোমার গুণসমূহ গণনা করিতে অসমর্থ)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন:—"স্বরূপভূত-গুণে গুণী তোমার এবং বিশ্বের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ তোমার গুণসমূহ কে-ই বা গণনা করিতে সমর্থ? (অর্থাৎ কেহই সমর্থ নহে)। যথোপযুক্ত সময় পাইলে যে সমস্ত সুনিপুণ ব্যক্তি পৃথিবীর পরমাণুসমূহ, (কিম্বা তদপেক্ষা অধিক-সংখ্যক) আকাশের হিমকণা (কিম্বা তদপেক্ষাও অধিক-সংখ্যক আকাশস্থ সূর্য্যাদির) কিরণ-কণা, সমূহও গণনা করিতে পারেন, (তাঁহারাও তোমার গুণসমূহ গণনা করিতে অসমর্থ)।" ৩

শ্রীভগবানের অসংখ্য-অপ্রাকৃত গুণ আছে; কোনও কোনও স্থলে যে তাঁহাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীভগবানে প্রাকৃত গুণ—যে গুণ প্রকৃতির কার্য্য, তাহা—নাই; তাই পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় "যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ। প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে॥ ২৫৫।৩৯॥" জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং তেজঃ—এ সমস্তই ভগবৎ-শব্দের বাচ্য এবং এই সমস্তই ভগবানের অপ্রাকৃত গুণ—প্রাকৃত হেয়গুণ তাঁহাতে নাই। "জ্ঞানশক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ বি. পু. ৬।৫।৭৯॥" ভগবানের সমস্তগুণই তাঁহার স্বরূপভূতগুণ। "গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ॥ ল. ভা. কৃ. ২১০॥" এ সমস্ত স্বরূপভূত অপ্রাকৃত গুণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে "গুণাত্মা" বলা হইয়াছে। গুণাত্মনঃ—গুণাঃ আত্মানঃ স্বরূপভূতাঃ যস্য (শ্রীজীব)—গুণসমূহ স্বরূপভূত যাঁহার, যিনি স্বরূপভূত গুণেই গুণী (প্রাকৃত গুণে যিনি গুণী নহেন), সেই শ্রীকৃষ্ণের। তাঁহার গুণসমূহ সংখ্যায় অনন্ত, বৈচিত্রীতে অনন্ত, মাহাত্ম্যে অনন্ত; তাই কেহই এই গুণসমূহের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহে। অন্যের কথা তো দূরে, যথোপযুক্ত সময় পাইলে যৈঃ সুকল্পৈঃ—অতি নিপুণ যে সমস্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক (চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—এস্থলে সুকল্প শব্দে শ্রীসঙ্কর্ষণাদিকে বুঝাইতেছে) পৃথিবীর পরমাণু, আকাশের হিমকণা, এমন কি সূর্য্যাদির কিরণ কণাও গণিত হইতে পারে, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের গুণের ইয়ত্তা নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন।

পৃথিবীর বালুকা-কণার পরিমাণ নির্ণয় করাও অসম্ভব; প্রত্যেকটী বালুকণার মধ্যে আবার বহুসংখ্যক পরমাণু (পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ) আছে; সুতরাং পৃথিবীর পরমাণুর পরিমাণ নির্ণয় করা আরও অসম্ভব। আবার ইহা অপেক্ষাও অসম্ভব আকাশের হিমকণার পরিমাণ নির্ণয় করা এবং তাহা অপেক্ষাও অসম্ভব আকাশস্থ সূর্য্যাদি তেজোময় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর কিরণ-কণাসমূহের পরিমাণ নির্ণয় করা। যাহা হউক, এ সমস্ত অসম্ভব-ব্যাপারও যদি কখনও সম্ভব হয়, তথাপি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গুণ-সমূহের ইয়ত্তা নির্ণয় করা সম্ভব হইতে পারে না। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

শ্লোকস্থ "সুকল্প" শব্দেই ব্রহ্মা-শিব সনকাদি সূচিত হইতেছে। এইরূপে এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ পয়ারের প্রমাণ।

৯। ব্রহ্মার চারি মুখ, শিবের পাঁচ মুখ; আর সনকাদির প্রত্যেকের মাত্র একখানা মুখ; চারিমুখে বা

তথাহি (ভা. ২।৭।৪২)—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥ ৪

সেহো রহু, সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি কৃষ্ণ।
নিজ গুণের অন্ত না পায়, হয়ে ত সতৃষ্ণ॥ ১০

তথাহি (ভা. ১০।৮৭।৪১)—

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যৎ শ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

এতৎ প্রপঞ্চয়তি নান্তমিতি। পুরুষস্য যন্মায়াবলং তস্য অন্তং ন বিদামি ন বেদ্মি। দশশতান্যাননানি যস্য স শেষোঽপি অস্য গুণান্ গায়ন্ অধুনাপি পারং ন সমবস্যতি ন প্রাপ্নোতি। স্বামী। ৪

ত্বদবগমী ন বেত্তি সুখদুঃখে ন চ বিধিনিষেধাবিত্যুক্ত তত্র ননু কথমবগন্তুং শক্যতে দুরধিগমত্বস্যোক্তত্বাৎ ইত্যেবমাশঙ্ক্য সত্যমেবম্ অনবগাহ্যমহিম্নো বাঙ্মনসাগোচরত্বাৎ অবিষয়ত্বেনৈব জ্ঞানমিতি দর্শয়ন্ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্ব্বাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষচ্চেত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিতমপরিমিতং মহিমানমাহ দ্যুপতয় এবেতি। হে ভগবন্ তে অন্তং দ্যুপতয়ঃ স্বর্গাদিলোকপতয়ো ব্রহ্মাদয়োঽপি ন যযুঃ ন প্রাপুঃ। তৎ কুতঃ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পাঁচমুখে ব্রহ্মা-শিবাদির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন করা তো দূরের কথা—সহস্রবদন অনন্তদেব অনাদি কাল হইতে অনবরত সহস্রবদনে কীর্ত্তন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণগুণের অন্ত পাইতেছেন না।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। তে (তোমার—নারদের) অগ্রজাঃ (অগ্রজ) অমী (এ সমস্ত—সনকাদি) মুনয়ঃ (মুনিগণ) অহং (আমি—ব্রহ্মা) অপি (ও) পুরুষস্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) মায়াবলস্য (মায়াবলের) অন্তং (অন্ত) ন বিদামি (জানি না), যে (যাহারা) অবরাঃ (অন্য) কুতঃ (তাহাদের কথা আর কি বলা যাইবে), দশশতাননঃ (সহস্র-বদন) আদিদেবঃ (আদিদেব) শেষঃ (অনন্ত দেব) অস্য (ইহার—শ্রীকৃষ্ণের) গুণান্ (গুণসমূহ) গায়ন্ (গান করিয়া) অধুনা অপি (এখনও) পারং (শেষ) ন সমবস্যতি (পায়েন নাই)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা বলিলেন—"হে নারদ! তোমার অগ্রজ সনকাদি মুনিগণও পরম-পুরুষ-শ্রীকৃষ্ণের মায়াবলের অন্ত পান নাই; এমন কি আমিও পাই নাই; তখন অন্যের কথা আর কি বলিব? (আমাদের কথা দূরে থাকুক) সহস্রবদন-অনন্তদেব (সহস্রবদনে অনাদিকাল হইতে) তাঁহার গুণ গান করিতেছেন, এখনও শেষ করিতে পারেন নাই। ৪"

এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্তির প্রমাণ।

১০। সেহো রহু—সহস্রবদন অনন্তের কথা দূরে থাকুক, সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণও নিজগুণের অন্ত জানেন না। প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি নিজ গুণের অন্ত জানেন না, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেন কিরূপে? উত্তর:—যে বস্তুর অস্তিত্বই নাই, তাহা জানিতে না পারিলে কাহারও অজ্ঞতা প্রকাশ পায় না। মানুষের শৃঙ্গ থাকার কথা যিনি জানেন না, তাঁহাকে কেহ অজ্ঞ বলিতে পারেন না; যেহেতু মানুষের শৃঙ্গ নাইই; এইরূপ, শ্রীকৃষ্ণের গুণের অন্তও নাই; সুতরাং তাহা জানিতে না পারায় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞত্বের হানি হয় না। সতৃষ্ণ—স্বীয় গুণের অন্ত নিরূপণের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। ননু (হে ভগবন্)! দ্যুপতয়ঃ (স্বর্গাদিলোকাধিপতি শ্রীব্রহ্মাদি) এব (ও) তে (তোমার—শ্রীকৃষ্ণের) অন্তং (অন্ত) ন যযুঃ (প্রাপ্ত হয়েন নাই); ত্বং (তুমি—শ্রীকৃষ্ণ) অপি (ও) অনন্ততয়া

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যদন্তবদ্‌বস্তু তৎকিমপি ত্বং ন ভবসি। আস্তাং দ্যুপতয়ো ন যযুরিতি। যদ্ যস্মাৎ ত্বমপি আত্মনোঽন্তং ন যাসি। কুতস্তর্হি সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিতা বা অত আহ। অনন্ততয়া অন্তাভাবেন ন হি শশবিষাণাজ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞ্যং তদপ্রাপ্তির্বা শক্তিবৈভবং বিহন্তি। অনন্তত্বমেবাহ যদন্তরেতি। যস্য তব অন্তরা মধ্যে। নন্থ অহো সাবরণা উত্তরোত্তরংদশগুণ-সপ্তাবরণযুতা অণ্ডনিচয়া ব্রহ্মাণ্ডসমূহা বান্তি পরিভ্রমন্তি বয়সা কালচক্রেণ খে রজাংসীব সহ একদৈব ন তু পর্য্যায়েণ। হি যস্মাদেবং অতঃ শ্রুতয় ত্বয়ি হি ফলন্তি তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা পর্য্যবস্যন্তি। ন তু সাক্ষাদ্ বদন্তি অয়মেতাবানিতি। সগুণস্য গুণানন্ত্যাৎ নির্গুণস্য চাগোচরত্বাৎ কথং তর্হি অপদার্থে তাৎপর্য্যমিতি তত্র বিধুমুখে বাক্যে ভবেদয়ং নিয়মঃ পদার্থস্যৈব বাক্যার্থত্বমিতি। নিষেধমুখেতু নায়ং নিয়ম ইত্যাহ অতন্নিরসনেনেতি অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধ্য-বিদিতাদন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অস্থূলমনণু ইত্যাদি প্রকারেণ লক্ষণয়া চ তত্ত্বমসীত্যাদয়ঃ পর্য্যবস্যন্তি। ন চ বাচ্যং নিষেধৈঃ শূন্যমেব জ্ঞাপ্যত ইতি। যতো ভবন্নিধনাঃ ভবতি ত্বয়ি নিধনং সমাপ্তির্যাসাং তাস্তথা। ন হি নিরবধির্নিষেধঃ সম্ভবতি অতোঽবধিভূতে ত্বয়ি ফলন্তীত্যর্থঃ। দ্যুপতয়ো বিদুরন্তমনন্ত তে ন চ ভবান্ ন গিরঃ শ্রুতি-মৌলয়ঃ। ত্বয়ি ফলন্তি যতো নম ইত্যতো জয় জয়েতি ভজে তব তৎপাদম্॥ স্বামী ॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

(অন্তহীন বলিয়া—অন্ত নাই বলিয়া—জানিতে পার না)—যদন্তরা (যে তোমার মধ্যে) সাবরণাঃ (উত্তরোত্তর দশ গুণ সপ্তাবরণযুক্ত) অণ্ডনিচয়াঃ (ব্রহ্মাণ্ডসমূহ) সহ (একই সঙ্গে—যুগপৎ) বয়সা (কালচক্রের দ্বারা) খে (আকাশে) রজাংসি ইব (রজঃকণার ন্যায়) বান্তি হি (পরিভ্রমণ করিতেছে) ; ভবন্নিধনাঃ (তোমাতেই সমাপ্তি যাহাদের তাদৃশ) শ্রুতয়ঃ (শ্রুতিসকল) অতন্নিরসনেন (অতদ্‌বস্তু নিরসন পূর্ব্বক) ত্বয়ি (তোমা-বিষয়েই--তোমাকে বিষয়ীভূত করিয়াই, তোমার বিষয় আলোচনা করিয়াই) ফলন্তি (সফলতা—সার্থকতা লাভ করে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতিগণ বলিলেন:--"হে ভগবন্! স্বর্গাদি-লোকাধিপতি ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমার অন্ত পায়েন না ; এমন কি, নিজে অনন্ত বলিয়া তুমি নিজেও নিজের অন্ত পাও না। (তোমার অনন্তত্বের প্রমাণ এই যে), আকাশে ধূলিকণাসমূহ যেরূপ ঘুরিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ তোমার মধ্যে (তোমার রোম-বিবরে) সাবরণ (উত্তরোত্তর দশগুণ সপ্তাবরণযুক্ত) ব্রহ্মাণ্ডসমূহ কালচক্রের দ্বারা (প্রবর্ত্তিত হইয়া) যুগপৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। তাই, তোমাতেই সমাপ্তিপ্রাপ্ত শ্রুতিসকল অতদ্‌বস্তু নিরসনপূর্ব্বক তোমাকে বিষয়ীভূত করিয়াই সফলতা লাভ করিয়া থাকে। ৫।

দ্যুপতয়ঃ—দ্যুপতিগণ ; স্বর্গাদি-লোকপালগণ ; ব্রহ্মাদি। ইহারা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্ত পায়েন না, ইহাদের কথা তো দূরে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও—তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও—স্বীয় অন্ত জানিতে পারেন না ; যেহেতু, তাঁহার অন্তই নাই ; **অনন্ততয়া**—শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে অনন্ত বলিয়া—অন্যের কথা তো দূরে—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিজের অন্ত জানিতে পারেন না। যাহা নাই, তাহা কিরূপে জানিবেন ? শ্রীকৃষ্ণ যে অনন্ত, তাহার একটা মাত্র প্রমাণ উল্লিখিত হইতেছে। **খে**—আকাশে **রজাংসি ইব**—বালুকাকণার ন্যায়—দিগন্তবিস্তৃত আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকাকণা যে ভাবে বিচরণ করিয়া থাকে, **যদন্তরা**—যাঁহার—যে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে—তাঁহার রোমকূপে **অণ্ডনিচয়াঃ**—অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কালচক্রদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া ঠিক সেই ভাবেই পরিভ্রমণ করিতেছে—একটীর পর একটী করিয়া নয়—অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড সকলে একই সময়ে একই সঙ্গে ভগবানের রোমকূপে অনায়াসে বিচরণ করিতেছে। আকাশে বালুকাকণাগুলি যেরূপ অনায়াসে ঘুরিয়া বেড়ায়, ভগবানের রোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডসমূহও সেইরূপ অনায়াসেই ঘুরিয়া বেড়ায় ; আকাশের তুলনায় বালুকণাগুলি যেমন নিতান্ত ক্ষুদ্র, ভগবানের প্রতি রোমকূপের তুলনায় ব্রহ্মাণ্ডসমূহও তদ্রূপ নিতান্ত ক্ষুদ্র। ইহা হইতে বুঝা যায়—কত বৃহৎ তিনি ! তিনি অনন্ত। তাঁহার রোমকূপের ভিতর দিয়া শুধু ব্রহ্মাণ্ডগুলিই যে বিচরণ করিতেছে, তাহা নহে—প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড তাহার আবরণের সহিতই বিচরণ করিতেছে—**সাবরণাঃ**—আবরণের সহিত

সেহো রহু, ব্রজে যবে কৃষ্ণ-অবতার।
তাঁর চরিত্র-বিচারেতে মন না পায় পার॥ ১১

প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি কৈল একক্ষণে।
অশেষ বৈকুণ্ঠাজাণ্ড স্বস্বনাথসনে ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষিতি-ভাগের বাহিরে পর-পর সাতটী আবরণ আছে ; ক্ষিতি (বা মাটী)-অংশের অব্যবহিত বাহিরের আবরণ জল ; তাহার পরের আবরণ তেজঃ, তাহার পরে বায়ু (মরুৎ), তাহার পরে ব্যোম (আকাশ বা শূন্য), তাহার পরে অহঙ্কার, তাহার পরে মহত্তত্ত্ব এবং তাহার পরে অব্যক্ত প্রকৃতি। এই সমস্ত আবরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর দশগুণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে। এ সমস্ত আবরণের সহিত প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন মূল ব্রহ্মাণ্ডটী অপেক্ষা অনেক বড় হইয়া থাকে ; এইরূপ আবরণের সহিতই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের রোমকূপে যুগপৎ—একই সময়ে একই সঙ্গে—অনায়াসে বিচরণ করিতেছে! এতাদৃশ বিভু—অনন্ত—যে ভগবান্, কে ই বা তাঁহার অন্ত পাইবে ? তিনি অনন্ত বলিয়া তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণে শ্রুতিসমূহেরও সামর্থ্য নাই। যিনি যে কার্য্য আরম্ভ করেন, তিনি যদি তাহা সমাধা করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাহার সফলতা। শ্রুতিসমূহে ভগবত্তত্ত্ব-নিরূপণের চেষ্টা করা হইয়াছে বটে ; কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব অনন্ত বলিয়া সম্যক্ তত্ত্ব নিরূপণ অসম্ভব হইয়াছে—তত্ত্বনিরূপণের কার্য্য সম্যক্-সফলতা লাভ করে নাই। তাই ভগবত্তত্ত্ব-নিরূপক-শাস্ত্রহিসাবে শ্রুতিসমূহের বিশেষ সফলতা থাকিতে পারে না। যাহা হউক, সম্যক্-ভগবত্তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে না পারিলেও শ্রুতিসমূহ ভগবান্‌কেই নিজেদের বিষয়ীভূত করিয়াছে—শ্রুতির আলোচ্যবিষয় একমাত্র শ্রীভগবান্‌ই। তাহাতেই শ্রুতির কিছু সার্থকতা—সফলতা—জন্মিয়াছে। যদি ভগবদ্‌বিষয় শ্রুতিতে আলোচিত না হইত, তাহা হইলে সমস্ত শ্রুতিই নিরর্থক হইত, অসার্থক হইয়া যাইত। তাই শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ বলিয়াছেন—হে ভগবন্! তোমার তত্ত্ব শ্রুতিসমূহ নিরূপণ করিতে অসমর্থ ; তুমি যে কি, বা কিরূপ, তাহা তাহারা সম্যক্‌রূপে বলিতে পারে না ; তবে তুমি যে কি নহ, কিরূপ নহ—তাহা কিছু কিছু তাহারা বলিয়াছে—"নেতি নেতি", "অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমিত্যাদি"—ইহা নয়, ইহা নয়—স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে, লোহিত নহে ইত্যাদি"—বাক্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে শ্রুতিসমূহ **অতন্নিরসনেন**—যাহা তৎ-পদার্থ নহে, তাহার নিরসন পূর্ব্বক ; তুমি যাহা যাহা নহ, তাহা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া ত্বয়ি - (এইভাবে কেবল) তোমাকেই নিজেদের বিষয়ীভূত করিয়া, কেবল ভগবদ্‌বিষয়েরই আলোচনা করিয়া ফলন্তি—সফলতা বা সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। শ্রুতিসমূহ **ভবন্নিধনাঃ**—তোমাতেই নিধন বা সমাপ্তি যাহাদের তাদৃশ ; তুমিই তাহাদের অলোচ্য বিষয় এবং তাহাদের আলোচনার সমাপ্তিও তোমাতেই ; তোমার আলোচনা ব্যতীত অন্য কোনও আলোচনা শ্রুতিসমূহের অভিপ্রেতও নহে, তোমাতেই তাহাদের আলোচনার পর্য্যবসান ; ইহাতেই শ্রুতিসমূহ সফলতা লাভ করিয়াছে। অবশ্য শ্রুতিতে ভগবদালোচনাও যে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহা ভগবদ্‌বিষয়ের অল্পমাত্র সম্বন্ধও যখন কোনও বস্তুকে কৃতার্থতা দান করিতে সমর্থ, তখন শ্রুতিসমূহে ভগবদ্‌বিষয়ে যাহা কিছু আলোচনা আছে, তাহাই শ্রুতিসমূহকে সার্থকতা—সফলতা—দান করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণও যে স্বীয় অন্ত নির্ণয় করিতে পারেন না, তাহা এই শ্লোকে "ত্বং অপি অনন্ততয়া"-বাক্যে উক্ত হইয়াছে ; এইরূপে এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ পয়ারের প্রমাণ।

১১। **সেহো রহু ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা ও গুণাদির কথা দূরে থাকুক, ব্রজে প্রকট হইয়া তিনি যে সকল লীলা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্ন পয়ার-সমূহে বর্ণিত, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোবৎস হরণের পরে একই সময়ে অসংখ্য প্রাকৃতাপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরূপলীলার কথাও মনোবুদ্ধির অগোচর।

১২। **প্রকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি**—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ও অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড (বৈকুণ্ঠাদি) এই সমুদয়ের সৃষ্টি বা

এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত ॥ ১৩
“কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ”—শুকদেব বাণী।
কৃষ্ণসঙ্গে কত গোপ—সংখ্যা নাহি জানি ॥ ১৪
এক এক গোপ--করে যে বৎস চারণ।
কোটী-অর্ব্বুদ-পদ্ম-শঙ্খ তাহার গণন ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রকটন। **স্ব-স্ব নাথ সনে**—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের নাথ ব্রহ্মা এবং অপ্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠের নাথ বিষ্ণু--ইহাদিগকেও প্রকটিত করিলেন। **অশেষ বৈকুণ্ঠ অজাণ্ড**—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ। **অজাণ্ড**—ব্রহ্মাণ্ড।

ব্রহ্মমোহনলীলায় (নিম্নলিখিত বর্ণনা দ্রষ্টব্য) অসংখ্য নারায়ণ ও বৈকুণ্ঠাদির সহিত ব্রহ্মা যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডও দেখিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকেই এই পয়ারে “প্রাকৃত সৃষ্টি” এবং “অজাণ্ড” বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সকল ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃত ছিল না—বহিরঙ্গা মায়া হইতে সৃষ্ট হইলেই প্রাকৃত হইত; ব্রহ্মার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকটনের উদ্দেশ্যে যোগমায়াই অসংখ্য নারায়ণ ও বৈকুণ্ঠের সহিত এই সকল ব্রহ্মাণ্ডকেও প্রকটিত করিয়াছেন; সুতরাং এইসকল ব্রহ্মাণ্ডও স্বরূপতঃ চিন্ময় অপ্রাকৃত ছিল—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল মাত্র; শ্রীভা. ১০।১৪।১৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মার কথায় এইরূপই লিখিয়াছেন :—“স্বরূপশক্ত্যেব ব্রজসুহৃদা বালাঃ বৎসাঃ সমস্তা অপি ত্বমেবাভূঃ, ততো যোগমায়য়ৈব তানাচ্ছাদ্য প্রকাশিতাঃ স্বরূপশক্তিময়াশ্চতুর্ভুজাস্ত্বমভূঃ; কীদৃশাঃ অখিলৈরাত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈশ্চিন্ময়ৈরেব ময়া মাদৃশেন ব্রহ্মণাপি চিন্ময়েনৈবোপাসিতাস্ততশ্চ তাবন্ত্যেব জগন্তি চিন্ময়ব্রহ্মাণ্ডান্যভূঃ।”

বর্ণনীয় ঘটনাটী এই :—এক সময়ে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সখা সমস্ত রাখালগণকে এবং সমস্ত গো-বৎসাদিকে হরণ করিয়া নিভৃতে লুকাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন, গোবৎস বা রাখালগণ কেহই নাই, তখন তিনি নিজেই তাঁহার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রভাবে ঐ ঐ রাখাল ও গো-বৎসাদিরূপে আত্ম-প্রকট করিলেন। এই সব প্রকটিত গোবৎসাদিকেই কৃষ্ণ-বলরাম নব প্রকটিত সখাগণ সহ গোচারণে লইয়া যান, আবার অপরাহ্নে গৃহে ফিরাইয়া আনেন। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। বর্ষান্তরে ব্রহ্মা আসিয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন যে তাঁহার লুক্কায়িত গোবৎস ও রাখালগণ সেই নিভৃত স্থানেই লুক্কায়িত আছে; অথচ তাহারা আবার কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গেও আছে। তাঁহার আরও বিস্ময়ের কারণ হইল—তিনি দেখিলেন, কৃষ্ণের সঙ্গে যে রাখালগণ আছেন, যে গোবৎসাদি আছে। রাখালগণের যে বেত্র-বেণু-শিঙ্গাদি ও বস্ত্রালঙ্কারাদি আছে, তাহাদের প্রত্যেকেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ হইলেন; ইহাদের প্রত্যেক বিষ্ণুই এক এক বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর, প্রত্যেকেই বহুসংখ্যক পার্ষদ ও ভক্তদ্বারা পূজিত ও স্তুত হইতেছেন; প্রত্যেকের তত্ত্বাবধানেই আবার প্রাকৃতবৎ প্রতীয়মান ব্রহ্মাণ্ড এবং ঐ ব্রহ্মাণ্ডনাথ ব্রহ্মাদিও আছেন। শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য গোবৎস; তাঁহার সখাও অসংখ্য; তাঁহাদের প্রত্যেকেরই আবার অসংখ্য গোবৎস; সখাদের প্রত্যেকেরই বেত্র, বেণু, দল শৃঙ্গ, বস্ত্র, কেয়ূর, কুণ্ডলাদি অলঙ্কার আছে; সুতরাং এই সকল বেত্রবেণুদলাদির সংখ্যাও অনন্ত। ইহাদের প্রত্যেকেই এক এক বিষ্ণু হইলেন; সুতরাং অসংখ্য বিষ্ণু, অসংখ্য বৈকুণ্ঠ, অসংখ্য পার্ষদ, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাদিকে গোবৎসহারী ব্রহ্মা একই সময়ে গো-বৎস-চারণ স্থানে দর্শন করিলেন। গোবৎস চারণের স্থানটী কিন্তু এই ভূমণ্ডলের অন্তর্গত, বৃন্দাবনস্থ ক্ষুদ্র একটী স্থান মাত্র—এই ক্ষুদ্র স্থানটীর মধ্যেই অনন্তকোটি বিষ্ণু, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মার স্থান হইল !! ইহাই শ্রীবৃন্দাবনের অপূর্ব্ব মহিমা—ইহাই এই স্থানের অপূর্ব্ব বিভুতা বা ব্যাপকতা। বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ ভাগবতের ১০ স্কন্ধে ১৩শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১৩। **অবধূত**—বিক্ষিপ্ত বা স্তম্ভিত।

১৪। **কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ**—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ১২শ অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকের কিছু অংশ। ইহার অর্থ--অসংখ্যাতৈঃ (অসংখ্য) কৃষ্ণবৎসৈঃ (কৃষ্ণের গোবৎসদ্বারা)। কৃষ্ণের সঙ্গে অসংখ্য গোবৎস ছিল; তাহাদের দ্বারা। **শুকদেববাণী**—ইহা শুকদেবের কথা, সুতরাং ধ্রুবসত্য। **কৃষ্ণসঙ্গে কত ইত্যাদি**—কৃষ্ণের সঙ্গে বৎসপাল গোপশিশুও অসংখ্য ছিলেন।

বেত্র বেণু দল শৃঙ্গ বস্ত্র অলঙ্কার।
গোপগণের যত—তার নাহি লেখা পার ॥ ১৬
সভে হৈল চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি ॥ ১৭
এক কৃষ্ণদেহ হৈতে সভার প্রকাশে।
ক্ষণেকে সভার সেই শরীরে প্রবেশে ॥ ১৮
ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিস্মিত।
স্তুতি করি এই পাছে করিল নিশ্চিত—॥ ১৯
যে কহে—কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানো।
সে জানুক, কায়মনে মুঞি এই মানো ॥ ২০

এই তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মনোগম্য নহে একবিন্দু ॥ ২১

তথাহি (ভা. ১০।১৪।৩৮)—
জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদেবমাদিত আরভ্য অচিন্ত্যানন্তগুণত্বেন স্বয়ং দুর্জ্ঞেয়ত্বমুক্তম্। কেচিত্তু জানীম ইতি স্থিতাস্তানুপহসন্নিবাহ জানন্ত ইতি। ন তু মে মন আদীনাং তব বৈভবং বিষয় ইতি। স্বামী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৬। বেত্র—যষ্টি; গরু ফিরাইবার পাঁচনি। বেণু—বার আঙ্গুল লম্বা, অঙ্গুষ্ঠের মত স্থূল, ছয়টী ছিদ্রযুক্ত বাঁশীকে বেণু বলে। দল—পত্রনির্ম্মিত বাঁশী। শৃঙ্গ—একরূপ বাদ্যযন্ত্র; ইহাতে বাঁশীর মত শব্দ হয়; মহিষের শিঙ্গে প্রস্তুত; শিঙ্গের দুই প্রান্ত স্বর্ণমণ্ডিত; মধ্যস্থল রত্নমণ্ডিত। গোপগণের যত ইত্যাদি—গোপশিশুদের বেত্র-বেণু আদিও অসংখ্য ছিল।

১৭। সভে—প্রত্যেক সখা, প্রত্যেক বৎস, প্রত্যেক বেণু, প্রত্যেক বেত্র, প্রত্যেক দল, প্রত্যেক শৃঙ্গ, প্রত্যেক বস্ত্র, প্রত্যেক অলঙ্কারই—চতুর্ভুজ বিষ্ণু হইলেন, প্রত্যেক বিষ্ণুর অধীনস্থ ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের ব্রহ্মাগণ প্রত্যেকে তাঁহাকে স্তুতি করিতেছিলেন।

১৮। এক শ্রীকৃষ্ণের দেহ হইতেই এই সকল বিষ্ণু-আদির প্রকটন হইল এবং কিছুকাল পরে এক কৃষ্ণের দেহেই তাঁহারা প্রবেশ করিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের দেহের বিভুতা বা সর্ব্বব্যাপকতা প্রকাশ পাইতেছে।

১৯। ইহা দেখি—শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিয়া। ব্রহ্মা—যিনি শ্রীকৃষ্ণের বৎসাদি হরণ করিয়াছিলেন, তিনি। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা। করিল নিশ্চিত—ব্রহ্মা যাহা নিশ্চিত করিলেন, পরবর্ত্তী দুই পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

২০-২১। এই দুই পয়ার ব্রহ্মার উক্তি। ব্রহ্মা মনে নিশ্চয় করিলেন—"যিনি বলেন, তিনি কৃষ্ণের মহিমা জানেন—তিনি জানুন; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, শ্রীকৃষ্ণের মহিমার এক বিন্দুও আমার বাক্য ও মনের গোচর নহে।"

বৈভবামৃতসিন্ধু—বৈভব (মহিমা) রূপ অমৃতের সিন্ধু (মহাসমুদ্র); অনন্ত অপার মহিমা। বাঙ্মনোগম্য—বাঙ্ মনঃ+গম্য; বাক্য ও মনের গোচর। একবিন্দু—সেই অনন্ত অপার মহিমার এক কণিকা।

এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। প্রভো (হে প্রভো)! জানন্তঃ (আমরা ভগবত্তত্ত্ব জানি—এরূপ অভিমান যাঁহাদের আছে, তাঁহারা) এব (ই) জানন্তু (জানুক) বহূক্ত্যা (বহু উক্তিদ্বারা—বেশী কথা বলিয়া) কিং (কি হইবে); তব (তোমার) বৈভবং (মহিমা) মে (আমার) মনসঃ (মনের) বপুষঃ (দেহের) বাচঃ (বাক্যের) ন গোচরঃ (বিষয় নহে)।

কৃষ্ণের মহিমা রহু, কেবা তার জ্ঞাতা।
বৃন্দাবনস্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভুতা॥ ২২
ষোলক্রোশ বৃন্দাবন—শাস্ত্রে পরকাশে।
তার একদেশে বৈকুণ্ঠাজাণ্ডগণ ভাসে॥ ২৩
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের—নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ্ দরশন॥ ২৪
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-সাগর।
মনেন্দ্রিয় ডুবিল প্রভুর, হইলা ফাঁফর॥ ২৫
ভাগবতের এই শ্লোক পঢ়িলা আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—যাহারা বলে, আমরা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জানি, তাহারা জানুক। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, হে প্রভো! তোমার মহিমা আমার মনের, দেহের বা বাক্যের গোচর নহে। ৬

পূর্ব্বোক্ত ১৪-১৮ পয়ারে উল্লিখিত ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিয়া বিস্ময়ে ব্রহ্মা এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অনন্ত ও অচিন্ত্য—তাই বাক্য, মন ও দেহের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অনন্ত বলিয়া মনে তাহার সম্যক্ ধারণা করা যায় না; চিন্তা করা যায় না; তাই ইহা মনের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; ইহা অবর্ণনীয় বলিয়া—উপযুক্ত ভাষার অভাবে শ্রীকৃষ্ণমহিমার সমস্ত বৈচিত্রী বর্ণন করা যায় না, অনন্ত বলিয়া বর্ণন করিয়াও শেষ করা যায় না; তাই ইহা বাক্যের অগোচর; আর অনন্ত বলিয়া দেহের দ্বারা—হস্তাদিদ্বারা—এই মহিমার কথা লিখিয়াও শেষ করা যায় না; তাই ইহা দেহেরও অগোচর। অথবা, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার মহিমার বিকাশসমূহ অনন্ত বলিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূতও হইতে পারে না।

ব্রহ্মা হইলেন বেদগর্ভ; জগতে তাঁহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী কেহ নাই; ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দর্শন করিয়া তিনিই যখন বলিতেছেন—এই মহিমা তাঁহারই বাক্য-মনের অগোচর, তখন ইহা যে আর কাহারও অধিগম্য নহে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

২০-২১ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২২। কৃষ্ণের মহিমার কথা দূরে থাকুক, তাহা কেহই জানে না। ভূমণ্ডলের যে স্থানে তাঁহার লীলা প্রকটিত হইয়াছে, সেই বৃন্দাবনের ব্যাপকত্বও আশ্চর্য্য। বিভুতা—সর্ব্বব্যাপকত্ব।

২৩। বৃন্দাবনের আশ্চর্য্য বিভুতা দেখাইতেছেন। শাস্ত্রানুসারে বৃন্দাবনের বিস্তার ষোল ক্রোশ মাত্র; সুতরাং বৃন্দাবন একটী সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র স্থান; শ্রীকৃষ্ণের বৎস-চারণের স্থান, ঐ বৃন্দাবনের এক অংশে; সুতরাং তাহা আরও ক্ষুদ্র; কিন্তু তথাপি এই অতি ক্ষুদ্ররূপে প্রতীয়মান গোবৎস-চারণের স্থানেই, অনন্তকোটী বৈকুণ্ঠ ও অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের স্থান হইল—ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ক্ষুদ্র—সীমাবদ্ধরূপে প্রতীয়মান গোচারণ-স্থানটী বাস্তবিক সীমাবদ্ধ নহে; ইহা অসীম, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপক, বিভু; নচেৎ এই স্থানের মধ্যে অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ ও অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশ হইত না। বৈকুণ্ঠাজাণ্ডগণ—বৈকুণ্ঠ ও অজাণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) গণ।

২৪। শাখাচন্দ্র ন্যায় ইত্যাদি—অতি সংক্ষেপে সামান্য কিঞ্চিৎ উল্লেখ করি। ২।২০।২১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫। ঐশ্বর্য্যের কথা বলিতে বলিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সমুদ্রতুল্য অগাধ ও অপার ঐশ্বর্য্যের কথা স্ফুরিত হইল; কোনও লোক সমুদ্রে পতিত হইলে তাহার অবস্থা যেরূপ হয়, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের স্মৃতিতে প্রভুর অবস্থাও তদ্রূপ হইল; প্রভুর চিত্ত-মন সমস্তই যেন সেই ঐশ্বর্য্যের সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

২৬। **এই শ্লোক**—নিম্নোদ্ধৃত "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়"-ইত্যাদি শ্লোক। **অর্থ আস্বাদিতে**—শ্লোকটীর অর্থ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত।

তথাহি (ভা. ৩।২।২১)—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৭

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্।
তাতে বড়, তার সম, কেহো নাহি আন ॥ ২৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তবেদং পরমৈশ্বর্য্যে সত্যপি যদুগ্রসেনানুবর্ত্তিত্বং তৎপুনরস্মানত্যন্তং ব্যথয়তীত্যাহ। স্বয়ন্তু য এবংভূত তস্য তৎকৈঙ্কর্য্যং নোঽস্মান্ বিপ্রাপয়তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। ন সাম্যাতিশয়ৌ যস্য যদপেক্ষয়ান্যস্য সাম্যমতিশয়শ্চ নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ ত্র্যধীশঃ ত্রয়াণাং পুরুষাণাং লোকানাং গুণানাম্বা ঈশঃ। স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা পরমানন্দ-স্বরূপ-সম্পত্ত্যৈব প্রাপ্তসমস্তভোগঃ। বলিং করং অর্হণং বা হরদ্ভিঃ সমর্পয়দ্ভিঃ চিরকালীনৈ লোকপালৈঃ কিরীটাগ্রেণ ঈড়িতং স্তুতং পাদপীঠং যস্য সঃ প্রণমতাং কিরীটসঙ্ঘর্ষধ্বনিরেব স্তুতিত্বেনোৎপ্রেক্ষ্যতে। স্বামী। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৭। অন্বয়। স্বয়ং তু (যিনি নিজে—স্বয়ংভগবান্) অসাম্যাতিশয়ঃ (অসমোর্দ্ধ—যাঁহার সমান কেহ নাই, যাঁহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই, তাদৃশ) ত্র্যধীশঃ (ত্রিলোকের বা তিনের ঈশ্বর), স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্ত-সমস্তকামঃ (যিনি পরমানন্দস্বরূপ সম্পত্তিদ্বারা সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাদৃশ) বলিং (পূজোপহার) হরদ্ভিঃ (সমর্পণকারী) চিরলোকপালৈঃ (ব্রহ্মাদি চিরকালীন-লোকপালগণ কর্তৃক) কিরীটকোটীড়িত-পাদপীঠঃ (কোটি-সংখ্যক কিরীটের অগ্রভাগদ্বারা যাঁহার পাদপীঠ পূজিত হইয়া থাকে, তাদৃশ) [তস্য কৈঙ্কর্য্যং অস্মান্ অত্যন্তং বিপ্রাপয়তি] (উগ্রসেনাদির নিকটে তাঁহার কৈঙ্কর্য্য আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হয়)।

অনুবাদ। বিদুরের নিকটে উদ্ধব বলিয়াছিলেন—যিনি নিজে স্বয়ংভগবান্, যাঁহার সমান বা যাঁহা অপেক্ষা বড় কেহ নাই, যিনি ত্রিলোকের (অথবা তিন গুণের, বা তিন পুরুষের) অধীশ্বর, পরমানন্দস্বরূপ সম্পত্তিদ্বারা যিনি সমস্ত কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন, পূজোপহার সমর্পণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাদি চিরলোকপালগণ কোটি-কোটি কিরীটের অগ্রভাগ-দ্বারা যাঁহার পাদপীঠের পূজা করিতেছেন, (সেই শ্রীকৃষ্ণ যে উগ্রসেনের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবেন, ইহাই তাঁহার ভৃত্য—আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়)। ৭

শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাহুবলে কংসকে নিহত করিলেন ; নিহত করিয়া তিনি নিজেই মথুরার রাজা হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি নিজে রাজা না হইয়া কংসের পিতা—স্বীয় মাতামহ—উগ্রসেনকে রাজা করিলেন এবং নিজে উগ্রসেনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। ইহাতে—উদ্ধবাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-ভক্ত যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইত ; তাই উদ্ধব বিদুরের নিকটে বলিয়াছিলেন—যিনি স্বয়ংভগবান্, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার পাদপীঠের পূজা করিয়া থাকেন, তিনি কেন উগ্রসেনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিবেন ?

এই শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক। স্বয়ং মহাপ্রভু এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

২৭। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিতে যাইয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক "স্বয়ন্ত্বসম্যাতিশয়"-ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া এই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। এই পয়ারে ঐ শ্লোকোক্ত "স্বয়ং" শব্দের অর্থ করিতেছেন। **পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্**—ইহাই শ্লোকোক্ত "স্বয়ং"-শব্দের অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ অর্থাৎ তাঁহার ভগবত্তা অন্য কাহারও উপর নির্ভর করে না, বরং অন্যের ভগবত্তা তাঁহার ভগবত্তার উপর নির্ভর করে।

তাতে বড়, তার সম, কেহো নাহি আন—শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড়, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের সমান আর অন্য কেহ নাই। ইহা শ্লোকোক্ত "অসাম্যাতিশয়"-শব্দের অর্থ। **সাম্য**—সমান ; **অতিশয়**—অধিক ; যাঁহার সমান, বা যাঁহা হইতে অধিক কেহ নাই, তিনি অসাম্যাতিশয়। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে এইরূপ অর্থের প্রমাণ দিতেছেন।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ৮

ব্রহ্মা বিষ্ণু হর—এই সৃষ্ট্যাদি-ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর॥ ২৮

তথাহি (ভা. ২।৬।৩০)—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ৯

এ সামান্য, 'ত্র্যধীশ্বরের' শুন অর্থ আর—।
জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার—॥ ২৯
মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকস্বামী।
এই তিন —স্থূল-সূক্ষ্ম-সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী॥ ৩০
এই তিন—সর্ব্বাশ্রয় জগত-ঈশ্বর।
এহো সব কলা-অংশ, কৃষ্ণ অধীশ্বর॥ ৩১

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৮)—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১০

এহো অর্থ মধ্যম, আর অর্থ শুন সার—।
তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ২৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৮। এই পয়ারে শ্লোকোক্ত "ত্র্যধীশঃ"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। ত্র্যধীশ—ত্রি—(তিন)—এর অধীশ (অধীশ্বর), যিনি তিনের অধীশ্বর, তিনিই ত্র্যধীশ। অধীশ—অধি+ঈশ, অধি-অর্থ ঈশ্বর (মেদিনী), অধির বা ঈশ্বরের ঈশ্বর যিনি, তিনি অধীশ্বর। তাহা হইলে ত্র্যধীশ-শব্দের অর্থ হইল, তিন-ঈশ্বরের ঈশ্বর। কোন্ তিন ঈশ্বরের ঈশ্বর তাহা বলিতেছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু হর ইত্যাদি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিনজন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা। এই তিন জনই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্ত্তী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাতেই তাঁহারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই তিন জনের নিয়ন্তা বলিয়া তিনি এই তিনের অধীশ্বর বা ত্র্যধীশ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যে শ্রীকৃষ্ণের আদেশেই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন, তাহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে দেখাইয়াছেন।

শ্লো। ৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।৪৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ২৮-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৯-৩১। এ সামান্য—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে ত্র্যধীশের যে অর্থ করা হইয়াছে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের ঈশ্বর) তাহা সামান্য অর্থ ; তাহা অপেক্ষা আরও গূঢ় অর্থ আছে, তাহাই বলা হইতেছে। শ্লোকস্থ "ত্র্যধীশ"-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন। কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বা অন্তর্য্যামী, গর্ভোদশায়ী ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী বা ঈশ্বর, আর ক্ষীরোদকস্বামী ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী বা ঈশ্বর। এই তিন ঈশ্বরই স্বয়ংভগবানের অংশ বা কলা, স্বয়ংভগবান্ এই তিন ঈশ্বরেরই অংশী, নিয়ন্তা বা ঈশ্বর ; সুতরাং তিনি এই তিনের অধীশ্বর বা ত্র্যধীশ। মহাবিষ্ণু—কারণার্ণবশায়ী। পদ্মনাভ—গর্ভোদকশায়ী, ইঁহার নাভি হইতে এক পদ্ম উদ্ভূত হয়, যাহাতে ব্রহ্মার জন্ম হয় ; এজন্য ইঁহাকে পদ্মনাভ বলে। স্থূল-সূক্ষ্মসর্ব্ব-অন্তর্য্যামী—স্থূলজীবের অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকস্বামী, স্থূলব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী, আর সূক্ষ্মব্রহ্মাণ্ড বা মহত্তত্ত্বের অন্তর্য্যামী মহাবিষ্ণু। এহো সব কলা-অংশ—ইঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলা। "কলা-অংশ"-স্থলে "অংশ যাঁর"-পাঠও দৃষ্ট হয়। এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৫।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ৩১ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৩২। ত্র্যধীশের তৃতীয় রকম অর্থ করিতেছেন (৩২-৪০ পয়ারে)। এখন, শ্রীকৃষ্ণ তিনটী লোকের অধীশ্বর—এই অর্থে তিনি ত্র্যধীশ-এই অর্থ করিতেছেন। তিনটী লোক এই :—প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণলোক, যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতা-কান্তাদি অন্তরঙ্গ-পরিকরদিগের সহিত যোগমায়ার সাহায্যে নানাবিধ মধুর লীলারস আস্বাদন করিতেছেন। এই স্থানকে

অন্তঃপুর গোলোক, শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্য স্থিতি মাতা-পিতা-বন্ধুগণ ॥ ৩৩

মধুরৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপাদিভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাহাঁ—রাসাদি লীলাসার॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পরব্যোম বা বিষ্ণুলোক ; এই ধামে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ স্বরূপের আবাস-স্থান ; ইহাও ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ; এই স্থানকে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যম আবাস বলা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, দেবীধাম, বা মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ; তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার এই স্থানে অধিকার ; প্রাকৃত জীব ইহার অধিবাসী ; ইহা শ্রীকৃষ্ণের বাহ্যাবাস-তুল্য। শ্রীকৃষ্ণ এই তিন ধামের অধীশ্বর ; সুতরাং তিনি ত্র্যধীশ।

৩৩। গোলোক—১।৩।৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীবৃন্দাবন—স্বয়ংরূপ-ব্রজেন্দ্র-নন্দনের নিত্যমাধুর্য্যময় লীলাস্থান। ১।৫।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। যাঁহা নিত্যস্থিতি ইত্যাদি—মাতা (যশোদা), পিতা (নন্দমহারাজ), বন্ধু (সুবলাদি-সখা, শ্রীরাধিকাদি-কান্তা) আদি শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণ লীলারসের পুষ্টির জন্য যে স্থানে নিত্যই অবস্থান করিতেছেন।

৩৪। মধুরৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপাদিভাণ্ডার—শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের মধুর-ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও কৃপাদির ভাণ্ডার ; ভাণ্ডার হইতেই অন্যস্থানে জিনিষ পত্র যায় ; শ্রীবৃন্দাবনকে ঐশ্বর্য্যাদির ভাণ্ডার বলাতে ইহা ধ্বনিত হইতেছে যে, অন্যধামে যে মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য বা কৃপাদি আছে, তৎসমস্তের মূল শ্রীবৃন্দাবনে। মধুরৈশ্বর্য্য—মধুর বা অত্যন্ত আস্বাদন-যোগ্য ঐশ্বর্য্য, শ্রীবৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্য, (কুরুক্ষেত্রে বিশ্বরূপ দর্শনের ন্যায়, অথবা দ্বারকায় রুক্মিণী-পরিহাসের সময়ের ন্যায়) ভীতিপ্রদ বা সঙ্কোচ-উৎপাদক নহে ; বরং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মদীয়তাময়ী প্রীতির বর্দ্ধক এবং তজ্জন্য অত্যন্ত আস্বাদনীয়। অথবা, মধুরৈশ্বর্য্য শব্দের অর্থ—মাধুর্য্যের প্রভাবে বা মাধুর্য্যের অনুগত বলিয়া, পরম-সুমধুর-ঐশ্বর্য্য।

কৃপা—জীবের প্রতি কৃপা। জীব দুই রকম ; নিত্যমুক্ত ও অনাদিকাল হইতে মায়াবদ্ধ। রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরম-মধুর-লীলারস ও তদীয় অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদনের যোগ্যতা এবং তত্তৎ-লীলোপযোগিনী সেবার যোগ্যতা-প্রদানরূপ কৃপা নিত্যমুক্ত জীবের প্রতি। এবং মায়াবদ্ধ জীবের লোভ জন্মাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলায় তদীয় লীলার মাধুর্য্য ও অপরূপত্ব প্রকটন-রূপ কৃপা—ঐ অপরূপ মাধুর্য্যময় লীলারস আস্বাদনের ও তত্তৎলীলোপযোগিনী সেবা করিবার অধিকার যে তাহাদেরও আছে, এই তথ্য প্রচার রূপ কৃপা এবং কিরূপে ঐ সেবার যোগ্যতা এবং ঐ মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করা যাইতে পারে, তাহা প্রদর্শনরূপ-কৃপা—মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি। এই কৃপারও পূর্ণ প্রকটন বৃন্দাবনলীলায় এবং বৃন্দাবনলীলার পরিশিষ্টরূপ শ্রীনবদ্বীপলীলায়। "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৬ ॥"

যোগমায়া—শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি ; ইনি শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া ইহাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলা হইয়াছে ; অথবা শ্রীকৃষ্ণেরই আদেশে তাঁহার লীলারসের পুষ্টিমূলক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন বলিয়া ইহাকে দাসী বলা হইয়াছে। যিনি সেবা করেন, তাঁহাকে দাস বা দাসী বলে। সেবা বলিতে প্রীতিজনক-কার্য্যকরণ বুঝায়। যোগমায়া তাহা করেন, এজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের দাসী।

শ্রীবৃন্দাবনকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর বলার তাৎপর্য্য এই :—পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, কান্তা প্রভৃতিই লোকের অন্তঃপুরের পরিকর ; ইহাদের সঙ্গেই লোক প্রাণ খুলিয়া নিঃসঙ্কোচভাবে মিলামিশা ও কৌতুকাদি করিয়া থাকেন। বাহিরের লোকের সঙ্গে যেরূপ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আদি ব্যবহৃত হয়, ইহাদের সঙ্গে সে-সব কিছুই প্রধান ভাবে প্রযুক্ত হয় না। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও তাহাই। তাঁহার ব্রজ-পরিকরগণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া মদীয়তার আধিক্যবশতঃ অনন্ত কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর হইলেও তাঁহাকে নিজেদের সমান, কেহ কেহ (মাতাপিতা) বা নিজেদের অপেক্ষা হীন (লাল্য) মনে করিয়া তাঁহার সহিত নিঃসঙ্কোচ ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিধ অন্তরঙ্গ সেবার অধিকার দিয়া থাকেন।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ—

করুণানিকুরম্বকোমলে
মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে
ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ॥ ১১

তার তলে পরব্যোম—বিষ্ণুলোক নাম।
নারায়ণ আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম॥ ৩৫
মধ্যম আবাস কৃষ্ণের—ষড়ৈশ্বর্য্যভাণ্ডার।
অনন্ত স্বরূপ যাহাঁ করেন বিহার॥ ৩৬
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাহাঁ ভাণ্ডার কোঠরি।
পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি॥ ৩৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ব্রজরাজনন্দনে শ্রীকৃষ্ণে জয়তি সতি নোঽস্মাকং চিন্তাকণিকাপি চিন্তালেশোঽপি ন অভ্যুদেতি। কিম্ভূতে করুণাসমূহেন কোমলে পুনঃ কিম্ভূতে মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যবিশেষ-বিশিষ্টে। ইতি। চক্রবর্ত্তী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রাসাদি লীলা সার—সমস্ত লীলার সার রাসাদি লীলা শ্রীবৃন্দাবনেই ঘটিয়া থাকে। "সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥"—ল. ভা. কৃষ্ণ. ৫৩১ শ্লোকধৃত বৃহদ্বামন-বচনানুসারে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ লীলার মধ্যে রাসলীলাই তাঁহার সর্ব্বাধিক মনোহারিণী ; তাই রাসলীলাকে এই পয়ারে "লীলাসার" বলা হইয়াছে।

৩৩-৩৪ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ১১। অন্বয়। করুণানিকুরম্বকোমলে (করুণাসমূহে কোমল) মধুরৈশ্বর্য্য-বিশেষশালিনি (মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বিশেষ বিশিষ্ট) ব্রজরাজ-নন্দনে (ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ) জয়তি (জয়যুক্ত হইলে) নঃ (আমাদের) চিন্তাকণিকা (চিন্তার লেশমাত্রও) ন অভ্যুদেতি (উপস্থিত হয় না)।

অনুবাদ। যিনি স্বীয় করুণাসমূহের দ্বারা কোমল-চিত্ত এবং যিনি মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বিশেষ বিশিষ্ট, সেই ব্রজরাজ-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হইতে থাকিলে আমাদের চিন্তার লেশমাত্রও উপস্থিত হইতে পারে না। ১১

করুণানিকুরম্ব-কোমলে—করুণার (কৃপার) নিকুরম্ব (সমূহ) করুণানিকুরম্ব; তদ্দ্বারা কোমল (কোমলচিত্ত) হইয়াছেন যিনি, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ ; করুণার ধর্ম্মই এই যে, ইহা যাহার মধ্যে থাকে, তাহার চিত্তকে কোমল করিয়া ফেলে ; শ্রীকৃষ্ণ করুণাসমূহের আধার—সর্ব্ববিধ করুণার যত রকম বৈচিত্রী আছে, বিভিন্ন অবস্থায় যে যে বিভিন্ন প্রকারে বা বিভিন্ন রূপে করুণা প্রকাশ পাইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ তৎসমূহের আধার ; তাই তাঁহার চিত্ত গলিয়া কোমল হইয়া গিয়াছে ; তাহার ফলে তিনি সর্ব্বদাই জীবের প্রতি—তাঁহার ভক্তদের প্রতি—কৃপা বিতরণ করিতে উৎকণ্ঠিত। **মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি**—মধুর (সুমধুর, অত্যন্ত আস্বাদ্য) ঐশ্বর্য্যবিশেষযুক্ত ; মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যবিশেষযুক্ত। করুণানিকুরম্বকোমল-শব্দের অব্যবহিত পরেই মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালী শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের যে অপরিসীম মাধুর্য্য আছে—যাহা তাঁহার ঐশ্বর্য্যকেও মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে,—জীবকে তাহার আস্বাদন পাওয়াইবার নিমিত্ত তাঁহার করুণা-কোমল হৃদয় সর্ব্বদাই ব্যাকুল ; তাই "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব" হইয়াছে (৩।২।৫)।" এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হইতে থাকিলে—তাঁহার করুণা সর্ব্বদা অভিব্যক্ত হইতে থাকিলে—আমাদের—জীবের—চিন্তার লেশও থাকিতে পারে না ; তাঁহার করুণার স্রোতে চিন্তার সমস্ত কারণই কোন্ দূরদেশে ভাসিয়া যাইতে পারে।

৩৪-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৩৫-৩৭। এক্ষণে তিন পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যম আবাসের কথা বলিতেছেন। **তার তলে**—গোলোক-বৃন্দাবনের নীচে। **বিষ্ণুলোক**—পরব্যোমের অপর নাম বিষ্ণুলোক। **নারায়ণাদি**—এস্থলে "নারায়ণ" বলিতে

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৩)—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদিদং প্রপঞ্চগতং মাহাত্ম্যমুক্ত্বা নিজধামগতমাহাত্ম্যমাহ গোলোকেতি। দেবীমহেশেত্যাদিগণনং ব্যুৎক্রমেণ জ্ঞেয়ম্ দেব্যাদীনাং যথোত্তরম্ উর্দ্ধোর্দ্ধপ্রভাবত্বাত্তল্লোকানামূর্দ্ধোর্দ্ধভাবিত্বমিতি। গোলোকস্য সর্ব্বোর্দ্ধগামিত্বং সর্ব্বেভ্যো ব্যাপকত্বঞ্চ ব্যবস্থাপিতমস্তি ভুবি প্রকাশমানস্য বৃন্দাবনস্য তু তেনাভেদঃ পূর্ব্বত্র দর্শিতঃ। স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবামিত্যনেনাভেদেনৈব হি। গোলোক এব নিবসতীত্যেবকার সংঘটতে যতো ভুবি প্রকাশমানেঽস্মিন্ বৃন্দাবনে তস্য নিত্যবিহারিত্বং শ্রূয়তে যথাদিবরাহে। বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতম্॥ তত্র চ বিশেষঃ। কৃষ্ণঃ ক্রীড়াসেতুবন্ধং মহাপাতকনাশনম্। বল্লভীভিঃ ক্রীড়নার্থং কৃত্বা দেবো গদাধরঃ॥ গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে। তত্রৈব-রমণার্থং হি নিত্যকালং স গচ্ছতীতি। অতএব গৌতমীয়ে শ্রীনারদ উবাচ। কিমিদং দ্বাত্রিংশদ্বনং বৃন্দারণ্যং বিশাম্পতে। শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ যদি যোগ্যোঽস্মি মে বদ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ইদং বৃন্দাবনং নাম মম ধামৈব কেবলম্। অত্র যে পশবঃ পক্ষিমৃগাঃ কীটা নরাধমাঃ॥ যে বসন্তি মমারিষ্টে মৃতা যান্তি মমালয়ম্। অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে। গোপিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ। পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্। কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী। অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ। সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ। আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্মেঽত্র যুগে যুগে। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা ইতি। এতদ্রূপমেবাশ্রিত্য বারাহাদৌ তে নিত্যকদম্বাদয়ো দর্শিতা বর্ণিতাশ্চ। তস্মাদস্মদ্দৃশ্যমানস্যৈব বৃন্দাবনস্য অস্মদদৃশ্যতাদৃশ-প্রকাশবিশেষ এব গোলোক ইতি লব্ধম্। যদা চাস্মদ্দৃশ্যমানে প্রকাশে সপরিকরঃ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভবতি তদৈব তস্যাবতার উচ্যতে তদেব চ রসবিশেষপোষায় সংযোগবিরহঃ পুনঃ সংযোগাদিময়বিচিত্রলীলয়া তয়া পারদার্য্যাদিব্যবহারাশ্চ গম্যতে। যদাতু যথাত্র যথা বান্যত্র কল্প-তন্ত্র-যামলসংহিতা পঞ্চরাত্রাদিষু তথা দিগ্‌দর্শনেন বিশেষা জ্ঞেয়াঃ। তথাচ শ্রীদশমে। জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদ ইত্যাদি। তথাচ পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে শ্রীভগবদ্ব্যাসবাক্যে। পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্। ততো পশ্যাম্যহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভম্ গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈরিতি। অনেনালব্ধ-স্ত্রীধর্ম্মবয়স্কতাদিবোধকেন কন্যাপদেন তাসামন্যাদৃশত্বং নিরাক্রিয়তে। তথাচ গৌতমীয়তন্ত্রে চতুর্থাধ্যায়ে। অথ বৃন্দাবনং ধ্যায়েদিত্যারভ্য তদ্ধ্যানম্। সর্গাদিব পরিভ্রষ্টকন্যকাশতমণ্ডিতম্। গোপবৎসগণাকীর্ণং বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্। গোপকন্যাসহস্রৈস্তু পদ্মপত্রায়তেক্ষণৈঃ। অর্চ্চিতং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমাধিপতিকে বুঝায়; আর 'আদি' শব্দে লীলাবতার, মন্বন্তরাবতারাদি পূর্ব্বপরিচ্ছেদোক্ত বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপকে বুঝাইতেছে। পরব্যোমে সকল স্বরূপেরই পৃথক্ পৃথক্ (বৈকুণ্ঠ) ধাম আছে। **মধ্যম আবাস**—অন্তঃপুররূপ শ্রীবৃন্দাবন এবং ব্যাহ্যাবাসরূপ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী (মহিমায় মধ্যবর্ত্তী) বলিয়া পরব্যোমকে মধ্যমাবাস বলা হইয়াছে। ইহা ষড়ৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার। এই স্থানে ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য আছে; শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় এই স্থানের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যমণ্ডিত নহে; এজন্য বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্যের ন্যায় এই স্থানের ঐশ্বর্য্যকে "মধুরৈশ্বর্য্য" বলা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপের বিভিন্ন ধামকে এই মধ্যমাবাসের বিভিন্ন কুঠরী স্বরূপ বলা হইয়াছে। এই স্থানের বিভিন্ন স্বরূপের পার্ষদেরাও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ।

এই কয়টী পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১২। অন্বয়। গোলোকনাম্নি (গোলোক-নামক) নিজধাম্নি (স্বীয় ধামে) তস্য তলে চ (এবং তাহার নীচে) তেষু তেষু (সেই সেই) দেবীমহেশহরিধামসু (দেবী ধাম, মহেশ ধাম এবং হরি ধামে) তে তে (সেই)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভাবকুসুমৈস্ত্রৈলোক্যৈকগুরুং পরমিত্যাদি। তদ্দর্শনকারী চ দর্শিতস্তত্রৈব সদাচার-প্রসঙ্গে। অহর্নিশং জপেন্মন্ত্রং মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপরূপধরং হরিমিতি। তত্রৈবান্যত্র। বৃন্দাবনে বসেদ্ধীমান্ যাবৎ কৃষ্ণস্য দর্শনমিতি। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চাষ্টাদশাক্ষরপ্রসঙ্গে। অহর্নিশং জপেদ্ যস্তু মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিমিতি। অতএব তাপন্যাং ব্রহ্মবাক্যম্ তদুহোবাচ ব্রহ্মসবনং চরতো মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্বভূবেতি তস্মাৎ ক্ষীরোদশায্যাদ্যবতারতয়া তস্য যৎ কথনং তত্তু তদংশানাং তত্র প্রবেশাপেক্ষয়া। তদলমিতি বিস্তরেণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দর্শিতচরণে। শ্রীজীব। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেই) প্রভাবনিচয়াঃ (প্রভাবনিচয়) যেন (যাঁহা কর্ত্তৃক) বিহিতাঃ (বিহিত হইয়াছে) তং (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা বলিলেন :—শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম গোলোকে (অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে) এবং সেই গোলোকের নীচে যথাক্রমে হরিধাম, মহেশধাম এবং দেবী-ধামে যিনি যথাযোগ্যভাবে স্বীয় প্রভাব সকলকে বিস্তার করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ১২

এই শ্লোকে গোলোকব্যতীতও আরও তিনটী ধামের উল্লেখ করা হইয়াছে—দেবী-মহেশ-হরিধামসু—
দেবী-ধাম, মহেশ-ধাম এবং হরিধাম। উদ্ধৃত শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী-“সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব
যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা। ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। ব্র. স. ৫।৪৪ ॥”-
শ্লোকে উল্লিখিত দুর্গাদেবীর ধামকেই দেবীধাম বলা হইয়াছে ; ইনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিকা শক্তি ; সুতরাং ইনি
গুণময়ী ; যেহেতু, গুণের সহায়তাতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধিত হয়। ভগবদ্ধামে ভগবানের আবরণ-দেবতারূপে
এক দুর্গা আছেন ; তিনি গুণাতীত ; যেহেতু, ভগবদ্ধামে গুণময়ী মায়ার স্থান নাই ; এই গুণাতীতা দুর্গা
অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; এই দুর্গা ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। “শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভূতে
শ্রীমদষ্টাক্ষরাদিমন্ত্রগণেঽপি দুর্গানাম্নো ভগবদ্‌ভক্ত্যাত্মক-স্বরূপভূত-শক্তিবৃত্তিবিশেষস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রুতিতন্ত্রাদিষ্বপি দৃশ্যতে ॥
ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৮৫ ॥” সুতরাং ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকে যে দুর্গার কথা বলা হইয়াছে, তিনি আবরণ-দেবতা দুর্গা
নহেন। ইনি হইতেছেন—গুণময়ী মায়াশক্তির অংশরূপা ; ইনি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে মন্ত্র-রক্ষণ-সেবার নিমিত্ত বিরাজিত ;
এবং চিচ্ছক্ত্যাত্মিকা দুর্গার দাসীরূপা। “সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্ররক্ষা-লক্ষণ-সেবার্থং
নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মকদুর্গায়া দাসীয়তে ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৮৫ ॥” যাহা হউক, উদ্ধৃত ব্রহ্মসংহিতার
শ্লোকে যে মহেশের কথা বলা হইয়াছে, ব্রহ্মসংহিতার ৫।৪৫-শ্লোকে তাঁহারও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—“ক্ষীরং যথা
দধি বিকারবিশেষযোগাৎ”-ইত্যাদিরূপে। এই শ্লোক হইতে জানা যায়, এই মহেশও জগতের প্রলয়-সাধক শম্ভু বা
রুদ্র ; সুতরাং গুণময় ; ইনি পরব্যোমান্তর্গত সদাশিব নহেন। গুণময়ী দেবী দুর্গা হইলেন গুণময় মহেশেরই
কান্তাশক্তি ; একই ধামে উভয়ের স্থিতি। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে দেবী-মহেশ-ধাম বলিতে একই ধামকে
বুঝাইবে। একই ধাম বুঝাইলে, যাহা দেবী-ধাম, তাহাই হইবে মহেশ ধাম, অথবা যাহা মহেশ-ধাম, তাহাই হইবে
দেবী ধাম ; তাহা হইলে শ্লোকোক্ত গোলোক ব্যতীত ধাম হইবে মাত্র দুইটী—দেবী মহেশ ধাম এবং হরিধাম ;
দেবীমহেশহরিধাম-শব্দে কেবল দুইটী মাত্র ধাম বুঝাইলে শব্দটী হইত দ্বিবচনান্ত, কিন্তু শ্লোকে শব্দটীকে বহুবচনান্ত
করা হইয়াছে—দেবী-মহেশ-হরিধামসু। ইহাতেই বুঝা যায়—দেবীধাম একটী এবং মহেশ-ধাম অপর একটি, ইহাই
শ্লোকের অভিপ্রায়। পরবর্ত্তী ২।২১।৩৭ পয়ার হইতেও বুঝা যায়, দেবীধাম একটী পৃথক্ ধাম—মায়িক ব্রহ্মাণ্ড।
উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—দেবীমহেশেত্যাদিগণনং ব্যুৎক্রমেণ জ্ঞেয়ম্—অর্থাৎ
গোলোকের নীচে হরিধাম, তাহার নীচে মহেশ-ধাম এবং তাহার নীচে দেবীধাম। মাহাত্ম্যের তারতম্যানুসারেই
উপর-নীচ বিচার।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে
(৫।২৪৭, ২৪৮) পদ্মপুরাণবচনে—
প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥ ১৩
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

প্রধানেতি। প্রধানং প্রকৃতিঃ পরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠলোকশ্চ তয়ো রন্তরে মধ্যে বিরজানাম্নী নদী বিদ্যতে ইতি। কা সা তদাহ বেদাঙ্গেতি। বেদাঙ্গস্য বেদা অঙ্গানি যস্য তস্য ভগবতঃ স্বেদজনিতৈঃ ঘর্ম্মজনিতৈ স্তোয়ৈর্জ্জলৈঃ প্রস্রাবিতা প্রবাহিতা শুভা ত্রিলোক-পাবনী চেতি। তস্যাঃ বিরজায়াঃ পারে পরব্যোম বর্ত্ততে॥ কিম্ভূতং পরব্যোম তদাহ ত্রিপাদভূতমিত্যাদিনা। মায়িকী বিভূতিরেকপাদাত্মিকা উক্তা ; অতো মায়াতীতা ত্রিপাদাত্মিকৈব। পরব্যোম্নি মায়িকবিভূতেরভাবোঽতস্তত্র ত্রিপাদাত্মিকা মায়াতীতা বিভূতিরেব বিদ্যতে ; তস্মাৎ ত্রিপাদ্ভূতংতদ্ধাম। ইতি। ১৩-১৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হরিধাম-শব্দে পরব্যোমকে বুঝাইতেছে ; পরব্যোমই গোলোকের নিম্নে অবস্থিত। দেবী-ধাম-শব্দে যে প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডকেই বুঝায়, তাহা পরবর্ত্তী ২।২১।৩৯ পয়ার হইতে জানা যায়। কিন্তু মহেশ-ধাম বলিতে কোন্ ধামকে বুঝায় ? উদ্ধৃত ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিচরণ এ সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই। ইহা যে পরব্যোমস্থিত সদাশিবের ধাম নহে, তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায় ; যেহেতু, সদাশিবের ধাম হইল পরব্যোমের অন্তর্ভুক্ত ; আর এই মহেশধাম হইল পরব্যোমের (হরিধামের) নিম্নদেশে—বাহিরে। ত্র্যধীশ-শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে ২।২১।৩২-পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের তিন আবাস-স্থানের কথা বলিয়া ২।২১।৩৩-পয়ারে গোলোককে তাঁহার অন্তঃপুর, ২।২১।৩৫-৭ পয়ারে পরব্যোমকে তাঁহার মধ্যম-আবাস এবং পরবর্ত্তী ২।২১।৩৮ পয়ারে প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁহার বাহ্যাবাস বলা হইয়াছে। উদ্ধৃত ব্রহ্মসংহিতা-শ্লোকেও এই তিন আবাসের কথাই যদি বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেবীধাম ও মহেশ-ধাম তাঁহার বাহ্যাবাস বা প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ সবিশেষ পরব্যোমের বাহিরে নির্ব্বিশেষ সিদ্ধলোক, তাহার বাহিরে হইল কারণার্ণব। ইহার মধ্যে কোনও মহেশ-ধাম আছে বলিয়া জানা যায় না। বৃহদ্-ভাগবতামৃত হইতে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত দুইটী মহেশ-ধাম বা শিবলোকের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী হইল ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত কৈলাস ; কুবেরের আরাধনায় বশীভূত হইয়া ঈশান-কোণের দিক্‌পাল রূপে পরিকরবর্গের সহিত উমাপতি এই স্থানে বাস করিতেছেন। এই স্থানে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত বৈভব সম্যক্‌রূপে প্রকটিত না হইলেও তদপেক্ষা স্বল্প বৈভব প্রকটিত আছে। "কুবেরেণ পুরারাধ্য ভক্ত্যা রুদ্রো বশীকৃতঃ। ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে তস্য কৈলাসেঽধিকৃতে গিরৌ॥ তদ্‌বিদিক্‌পালরূপেণ তদ্‌যোগ্যপরিবারকঃ। বসত্যবিকৃতস্বল্পবৈভবঃ সন্ন্ুমাপতিঃ॥ বৃ. ভা. ১।২।৯৩-৪॥" বায়ুপুরাণের মতে আর একটী শিবলোক হইল ব্রহ্মাণ্ডকটাহের পৃথিব্যাদি সাতটী আবরণের বহির্ভাগে (প্রকৃতিরূপ অষ্টম আবরণে)। এই শিবলোকও মায়াতীত, নিত্য, সুখময়, সত্য ; মহাদেব এই স্থানেও সপরিকরে বিরাজ করিতেছেন। "অথ বায়ুপুরাণস্য মতমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্। শ্রীমহাদেবলোকস্তু সপ্তাবরণতো বহিঃ॥ নিত্যঃ সুখময়ঃ সত্যো লভ্যস্তৎসেবকোত্তমৈঃ। সমানমহিমশ্রীমৎ-পরিবারগণাবৃতঃ॥ বৃ. ভা. ১।২।৯৬-৭॥" ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকে উক্ত মহেশ-ধাম সম্ভবতঃ উল্লিখিত দুইটী শিবলোকই, বা তাহাদের কোনও একটীই।

যাহা হউক—গোলোকে, পরব্যোমে, শিবলোকে এবং মায়িকব্রহ্মাণ্ডে যথোপযুক্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রভাব—বিভূতি বিস্তার করিয়াছেন।

গোলোক-বৃন্দাবনের নীচে যে পরব্যোম, এইরূপ ৩৫ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ১৩-১৪। অন্বয়। বেদাঙ্গ-স্বেদজনিতৈঃ (বেদাঙ্গ-শ্রীভগবানের অঙ্গ-নিঃসৃত ঘর্ম্ম হইতে জাত) তোয়ৈঃ (জলসমূহদ্বারা) প্রস্রাবিতা (প্রবাহিতা) শুভা (পবিত্রা) বিরজা নদী (বিরজানদী—কারণার্ণব) প্রধান-পরব্যোম্নোঃ

তার তলে বাহ্যাবাস—বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা কোঠরি অপার ॥ ৩৮
'দেবীধাম' নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখি রহে যাহাঁ মায়া দাসী॥ ৩৯

এই তিন ধামের হয়ে কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক পরব্যোম—প্রকৃতির পর ॥ ৪০
চিচ্ছক্তি-বিভূতি ধাম—'ত্রিপাদৈশ্বর্য্য' নাম।
মায়িক বিভূতি—'একপাদ'-অভিধান ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(প্রধান এবং পরব্যোমের) অন্তরে (মধ্যে) [স্থিতা] (অবস্থিতা)। তস্যাঃ (তাহার সেই বিরজার) পারে (তীরে) ত্রিপাদ্ভূতং (ত্রিপাদ-বিভূতিযুক্ত) সনাতনং (সনাতন) অমৃতং (অমৃত—অতিশয় মধুর) শাশ্বতং (শাশ্বত—নবায়মান) নিত্যং (নিত্য—অনাদিকাল হইতে অবস্থিত) অনন্তং (অনন্ত—বৃদ্ধির অবকাশশূন্য) পরং (পরম) পদং (স্থান) পরব্যোম (পরব্যোম) [অস্তি] (আছে)।

অনুবাদ। প্রধান (প্রকৃতি) ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজানাম্নী নদী; এই নদী বেদাঙ্গ-শ্রীভগবানের ঘর্ম্মজল হইতে প্রবাহিতা (প্রসূতা) এবং ইহা শুভা (ত্রিলোক-পাবনী)। সেই বিরজার (একতীরে প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড এবং অপর) তীরে ত্রিপাদ্‌বিভূতিযুক্ত পরব্যোম নামে পরম ধাম বিরাজিত; এই পরব্যোম সনাতন (যাহা অনন্তকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে), অমৃত (অমৃতের ন্যায় পরম মধুর), শাশ্বত (নবায়মান—যাহা নিত্য নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়) নিত্য (অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান) এবং অনন্ত (বিভু—বৃদ্ধির অবকাশ যাহার নাই, তাদৃশ)। ১৩-১৪

ত্রিপাদ্ভূতং—ত্রিপাদ-বিভূতিযুক্ত; পরবর্ত্তী ৪১ পয়ারের টীকা এবং ১৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পরব্যোম যে ষড়ৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার—এইরূপ ৩৬-পয়ারোক্তির প্রমাণ উক্ত শ্লোকস্থ "ত্রিপাদ্ভূতং" শব্দ।

৩৮-৩৯। এক্ষণে দুই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের বাহ্যাবাসের কথা বলা হইয়াছে। প্রাকৃত জগতই বাহ্যাবাস (বা বাহির বাটী); অনন্তকোটী প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডই এই বাহ্যাবাসের অনন্ত-কুঠরীসদৃশ। **তার তলে**—পরব্যোমের নীচে। **বিরজা**—কারণ-সমুদ্র। **বিরজার পার**—বিরজার একদিকে পরব্যোম, অপরদিকে প্রাকৃত জগৎ।

দেবীধাম—মায়াদেবীর ধাম; প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডের নামই দেবীধাম (পূর্ব্ববর্ত্তী ১২শ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। **জীব যার বাসী**—জীব যে দেবীধামের অধিবাসী; মায়াবদ্ধ জীব এই দেবীধামে বাস করে। **জগল্লক্ষ্মী**—"মায়ারূপ জগৎ-সম্পত্তি" (চক্রবর্ত্তিপাদ)। প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডই মায়ার কার্য্যস্থল বলিয়া ইহাই হইল তাঁহার সম্পত্তিতুল্য; মায়া এই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন—কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার শাস্তিস্বরূপে জীবের স্বরূপের স্মৃতিকে আবৃত করিয়া, জীবকে মায়ামোহে মুগ্ধ করিয়া, জীবের সাক্ষাতে মায়িক ভোগ-সম্ভার উপস্থিত করিয়া মায়া মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডের সৌষ্ঠব রক্ষা করিতেছেন। **যাহাঁ**—যে দেবীধামে। **রাখি**—রক্ষা করিয়া। **মায়াদাসী**—মায়ারূপা (শ্রীকৃষ্ণের) দাসী; মায়া শ্রীকৃষ্ণের (বহিরঙ্গা) শক্তি বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণেরই আজ্ঞাপালনকারিণী বলিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণেরই আদেশে এই মায়া প্রাকৃত-জগৎকে রক্ষা করিতেছেন।

৪০। **এই তিন ধাম**—গোলোক, পরব্যোম ও দেবীধাম। ইহাদের মধ্যে গোলোক ও পরব্যোম অপ্রাকৃত, চিন্ময়। **প্রকৃতির পর**—প্রকৃতির (বা মায়ার) অতীত; অপ্রাকৃত, চিন্ময়।

৪১। **চিচ্ছক্তি-বিভূতি ধাম**—গোলোক ও পরব্যোম—এই দুইটী ধাম চিচ্ছক্তির বিভূতি (বা বিলাস), সন্ধিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি। "সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম। ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥ ১।৪।৫৬॥ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়। গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায়॥ ২।২০।২২২॥" ত্রিপাদ-ঐশ্বর্য্য নাম—গোলোক ও পরব্যোম এই দুইটী ধামের নাম ত্রিপাদ-ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ এই দুইটী ধাম ত্রিপাদ-ঐশ্বর্য্যাত্মক; এই দুইটী ধামে ভগবানের ত্রিপাদ-ঐশ্বর্য্য (চিন্ময় ঐশ্বর্য) বিরাজিত। **মায়িক বিভূতি ইত্যাদি**—মায়িক-বিভূতির (বা মায়িক ঐশ্বর্য্যের) নাম একপাদ।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (৫।২৮৬)—

ত্রিপাদ্‌বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্‌ভূতং হি তৎপদম্।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥ ১৫

ত্রিপাদ-বিভূতি কৃষ্ণের—বাক্য অগোচর।
এক পাদ-বিভূতির শুনহ বিস্তার—॥ ৪২

অনন্তব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ।
'চিরলোকপাল' শব্দে তাহার গণন॥ ৪৩

একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা, দ্বারপাল জানাইল কৃষ্ণেরে॥ ৪৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ত্রিপাদ্‌বিভূতেরিতি। একপান্মায়িকী বিভূতি স্তত্র নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। বিদ্যাভূষণ। ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় ও মায়িক উভয়বিধ ঐশ্বর্য্যের সম্মিলিত পরিমাণের তুলনায় মায়িক ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ যদি একপাদ হয়, তাহা হইলে চিন্ময় ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ হইবে তিনপাদ; কেবল পরিমাণের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় (চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ) চিন্ময়-ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিলাসরূপ মায়িক ঐশ্বর্য্যের তিনগুণ। তাই গোলোক ও পরব্যোম চিন্ময়-ঐশ্বর্য্যের বিলাস বলিয়া এই দুইটী ধামকে ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্যাত্মক ধাম বলে এবং প্রাকৃত জগৎ মায়িক-ঐশ্বর্য্যের বিলাস বলিয়া তাহাকে বলে একপাদ-ঐশ্বর্য্যাত্মক দেবীধাম।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, তত্রত্য মনুষ্য-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি এবং যক্ষ-রক্ষ-কিন্নরাদি ও দেবগন্ধর্ব্বাদি জঙ্গমসমূহ, তৃণগুল্ম-বৃক্ষ-লতাদি নদ-নদী-সমুদ্রাদি, গিরি-পর্ব্বতাদি স্থাবরসমূহ, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক-সমূহ এসমস্তের অনন্তবৈচিত্রী, এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি ব্রহ্মারুদ্রাদি লোকপালগণ—এই সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের মায়িক বিভূতির অভিব্যক্তি; কিন্তু এতাদৃশী মায়িকী বিভূতিও তাঁহার একপাদমাত্র বিভূতিরই বিকাশ। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারে একপাদের অধিক বিভূতির প্রকাশ আবশ্যক হয় না।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। ত্রিপাদ্‌বিভূতেঃ (ত্রিপাদ্ ঐশ্বর্য্যের) ধামত্বাৎ (ধাম বলিয়া) তৎপদং (সেই ধাম—পরব্যোম) ত্রিপাদ্‌ভূতং হি (ত্রিপাদ্‌ভূত)। যতঃ (যেহেতু) সর্ব্বা (সমস্ত) মায়িকী (মায়িকী—মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধিনী) বিভূতিঃ (ঐশ্বর্য্য) পাদাত্মিকা (পাদাত্মিকা—একপাদমাত্র) প্রোক্তা (কথিত হয়)।

অনুবাদ। ত্রিপাদ্‌বিভূতির (ঐশ্বর্য্যের) আশ্রয় বলিয়া সেই পরব্যোম ধাম ত্রিপাদ্‌ভূত; যেহেতু সমগ্র মায়িক ঐশ্বর্য্যকে একপাদ বলে। (এই একপাদ মায়িক ঐশ্বর্য্য পরব্যোমাদি ভগবদ্ধামে নাই বলিয়াই ভগদ্ধামকে ত্রিপাদ্ বিভূতি বলে।) ১৫

পূর্ব্ববর্ত্তী ৪১ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৪২। শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ্‌ভূত চিন্ময় ঐশ্বর্য্য অনন্ত বলিয়া বাক্যের অগোচর। একপাদভূত মায়িক ঐশ্বর্য্যও অপূর্ব্ব। নিম্নে একপাদ মায়িক ঐশ্বর্য্যের মহিমার কথা বলিতেছেন।

৪৩। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একজন ব্রহ্মা, একজন রুদ্র আছেন। এইরূপ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি ব্রহ্মা ও অনন্তকোটি রুদ্র আছেন। এই ব্রহ্মা ও রুদ্রগণকে "চিরলোকপাল" বলে। এস্থলে, অনন্তকোটি ব্রহ্মা ও অনন্তকোটি রুদ্রের উল্লেখে তাঁহাদের অধিকারস্থ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডস্থ অসংখ্য প্রকারের স্থাবর, অসংখ্য প্রকারের জঙ্গমবস্তু, তাহাদের অনন্তবৈচিত্রী-আদিই সূচিত হইতেছে। এ-সমস্তের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের মায়িকী বিভূতির যে অনির্ব্বচনীয় বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই ইয়ত্তা নির্ণয় করা দুরূহ—ইহাই ধ্বন্যর্থ।

৪৪। দ্বারকাতে—এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত দ্বারকায়, যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে দ্বারকালীলা প্রকট করিয়াছিলেন। দ্বারপাল—দ্বার-রক্ষক, প্রহরী।

কৃষ্ণ বোলেন—কোন্ ব্রহ্মা, কি নাম তাহার ?
দ্বারী আসি ব্রহ্মাকে পুছিল আর বার ॥ ৪৫
বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা।
কহ গিয়া, সনকপিতা চতুর্ম্মুখ আইলা ॥ ৪৬
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লঞা গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ হৈলা ॥ ৪৭
কৃষ্ণ মান্য পূজা করি তারে প্রশ্ন কৈল—।
কি লাগি তোমার ইহাঁ আগমন হৈল ? ॥ ৪৮
ব্রহ্মা কহে—তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে, তাহা করহ ছেদন ॥ ৪৯
'কোন্ ব্রহ্মা' পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে।
আমা বই জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে ? ॥ ৫০
শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল তৎক্ষণে ॥ ৫১
শত-বিশ-সহস্রাযুত-লক্ষ-বদন।
কোট্যর্ব্বুদ-মুখ, কারো নাহিক গণন ॥ ৫২
রুদ্রগণ আইলা লক্ষকোটি-বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষকোটি-নয়ন ॥ ৫৩
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফর হইলা।
হস্তিগণমধ্যে যেন শশক রহিলা ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৫। **কোন্ ব্রহ্মা**—সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে যে বাস্তবিকই চিনিতে পারেন নাই, তাহা নহে; স্বীয় ঐশ্বর্য্যের মাহাত্ম্যজ্ঞাপন, ব্রহ্মার গর্ব্ব-খর্ব্ব-করণ এবং ভক্তের প্রাধান্য-খ্যাপনের উদ্দেশ্যেই ভঙ্গী করিয়া দ্বারপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্ ব্রহ্মা আসিয়াছেন।

৪৬। **বিস্মিত হইয়া**—ব্রহ্মার বিস্ময়ের কারণ এই :—ব্রহ্মার ধারণা ছিল যে, তিনিই একমাত্র ব্রহ্মা, আর কেহ ব্রহ্মা নাই; সুতরাং কৃষ্ণ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ব্রহ্মা আসিয়াছেন, তখন ব্রহ্মা বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিলেন,—আমাব্যতীত আর যে কেহ ব্রহ্মা নাই, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ইহাও কি জানেন না ?

সনক-পিতা চতুর্ম্মুখ—ব্রহ্মা দ্বারপালকে বলিলেন—"প্রভুর চরণে জ্ঞাপন কর যে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আসিয়াছেন।" এই পরিচয়েও নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া বলিলেন—"আমি সনকের পিতা।" পুত্রের নামে পিতার পরিচয় !! ব্রহ্মা ভাবিলেন, "আমি ব্রহ্মা, আমাকে ত প্রভু চিনিতেই পারিলেন না; চতুর্ম্মুখ বলিলেও না চিনিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয় ভক্ত সনককে অবশ্যই চিনিবেন; কেননা, তিনি সর্ব্বদাই সনকের হৃদয়ে আছেন। "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। ১।১।৩০॥" তিনি ভক্ত ছাড়া অন্যকে জানেন না। "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যোমনাগপি॥ শ্রীভা. ৯।৪।৬৮॥" ব্রহ্মাও অবশ্য শ্রীকৃষ্ণভক্ত, তিনি সৃষ্ট্যাদিকার্য্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালনরূপ সেবামাত্র করেন; সনক কিন্তু অন্তরঙ্গ-ভজনে নিরত; এজন্যই ব্রহ্মা হইতেও তাঁহার প্রাধান্য। বিশেষতঃ ব্রহ্মা মায়াসংশ্লিষ্ট, সনক শ্রীকৃষ্ণকৃপায় মায়াতীত; ইহাতেও ব্রহ্মা অপেক্ষা সনকের বিশেষত্ব।

কোন কোন গ্রন্থে "সনকপিতা"-স্থলে "সনকাদিপিতা" পাঠ আছে। সনকাদি—সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার।

৪৮। **মান্য পূজা করি**—যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিলেন—ব্রহ্মা, তুমি কি জন্য আসিয়াছ ?"

৫১। বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার কথার উত্তর দিলেন না; আরও যে কত অসংখ্য ব্রহ্মা আছেন, তাহা এই ব্রহ্মাকেও দেখাইবার জন্য সমস্ত ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ-মাত্রেই অসংখ্য ব্রহ্মা ও রুদ্রগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

৫৪। যে সকল ব্রহ্মা ও রুদ্রগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের মস্তকের সংখ্যা ও তদনুরূপ দেহের আকার দেখিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার বিস্ময়ে যেন শ্বাসবন্ধ (ফাঁফর) হওয়ার মতন হইল। হস্তিগণের মধ্যে একটী

আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎ করি পড়ে, মুকুট পাদপীঠে লাগে॥ ৫৫
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি লখিতে কেহো নারে।
যত ব্রহ্মা, তত মূর্ত্তি, একই শরীরে॥ ৫৬
পাদপীঠ মুকুটাগ্রসঙ্ঘট্টে উঠে ধ্বনি।
'পাদপীঠকে স্তুতি করে মুকুট' হেন জানি॥ ৫৭
যোড়হাথে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি করেন স্তবন—।
বড় কৃপা কৈলে প্রভু! দেখাইলে চরণ॥ ৫৮
ভাগ্য আমার—বোলাইলা 'দাস' অঙ্গীকরি।
কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি শিরে ধরি॥ ৫৯
কৃষ্ণ কহে—তোমা সভা দেখিতে চিত্ত হৈল।
তাহা-লাগি একত্র সভারে বোলাইল॥ ৬০
সুখী হও সভে—কিছু নাহি দৈত্যভয়?।
তারা কহে তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্র জয়॥ ৬১
সম্প্রতি যেবা হৈত পৃথিবীতে ভার।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলে সংহার॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

খরগোশকে (শশককে) যত ছোট দেখায়, সেই সমস্ত ব্রহ্মারুদ্রগণের মধ্যে চতুর্মুখ-ব্রহ্মাকেও তদ্রূপ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইল।

৫৫। পাদপীঠ—চরণ রাখিবার আসন।

দণ্ডবৎ—দণ্ডের মতন ভূমিতে পতিত হইয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম। পাদপীঠের সাক্ষাতে কিঞ্চিদ্দূরে থাকিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন; তাঁহাদের মুকুট পাদপীঠকে স্পর্শ করিতেছে।

৫৬। চতুর্মুখ-ব্রহ্মার গর্ব্ব নাশ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে এক অচিন্ত্যশক্তি প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহ একটিই; কিন্তু যত ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এই একই দেহেতেই তত মূর্ত্তি হইয়া, স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ব্রহ্মাদের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন; ইহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই; প্রত্যেক ব্রহ্মাই মনে করিলেন, তিনি একাই শ্রীকৃষ্ণের চরণ সমীপে অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়াছেন। অপরাপর ব্রহ্মাগণও যে উপস্থিত আছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের সহিতও আলাপ করিতেছেন, তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। চতুর্মুখ-ব্রহ্মা বোধ হয় সমস্তই লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন; নিজ ঐশ্বর্য্যের উপলব্ধি করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় তাঁহাকে লক্ষ্য করিবার শক্তি দিয়াছিলেন।

অচিন্ত্যশক্তি—চিন্তা বা বুদ্ধিমূলক বিচারের দ্বারা যে শক্তির ক্রিয়াদির কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ স্থির করা যায় না। একই দেহে একই সময়ে বহুমূর্ত্তি ধারণ করা—একই স্থানে বহু ব্রহ্মার উপস্থিতি সত্ত্বেও পরস্পরকে দেখিতে না পাওয়া, ইত্যাদির কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আমরা বিচার-বুদ্ধিদ্বারা স্থির করিতে পারি না। এই সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির ক্রিয়া। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুরিতি॥ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি॥" ব্রহ্মসূত্রেও ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তির কথা জানা যায়। "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি॥ ২।১।২৮॥"

লখিতে—লক্ষ্য করিতে।

৫৭। পাদপীঠ ইত্যাদি—প্রণাম-সময়ে ব্রহ্মরুদ্রাদির মুকুটের অগ্রভাগের সহিত পাদপীঠের সংঘর্ষণ হওয়াতে শব্দ হইতেছিল। ঐ শব্দ শুনিয়া মনে হয় যেন, মুকুট পাদপীঠকে স্তুতি করিতেছে,—স্তুতির শব্দই যেন শুনা যাইতেছে।

৬২। অবতীর্ণ হঞা—প্রত্যেক ব্রহ্মা মনে করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তখন আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারকায়, একটী গৃহের মধ্যে অবস্থিত; এই ক্ষুদ্র গৃহটীর মধ্যেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি ব্রহ্মার ও অনন্ত কোটি রুদ্রের এবং অনন্ত কোটি ইন্দ্রের স্থান হইল এবং কেবল ইহাই নহে,

দ্বারকাদি বিভু—তার এই ত প্রমাণ—।
‘আমারি ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ’ সভার হৈল জ্ঞান ॥ ৬৩
কৃষ্ণ-সহ-দ্বারকা-বৈভব অনুভব হৈল।
একত্র-মিলনে কেহো কাহো না দেখিল ॥ ৬৪
তবে কৃষ্ণ সর্ব্বব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা।
দণ্ডবৎ হঞা সভে নিজঘরে গেলা ॥ ৬৫
দেখি চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মার হৈল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি কৈল নমস্কার ॥ ৬৬
ব্রহ্মা বোলে পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় কৈল।
তার উদাহরণ আমি আজি সে দেখিল ॥ ৬৭

তথাহি (ভা. ১০।১৪।৩৮)—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ১৬

কৃষ্ণ কহে—এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎকোটিযোজন।
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি বদন ॥ ৬৮
কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি।
কোন নিযুতকোটি, কোন কোটি-কোটি ॥ ৬৯
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর-বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৭০
‘একপাদ বিভূতি’ ইহার নাহি পরিমাণ।
ত্রিপাদ্‌বিভূতি-পরব্যোমের কে করে পরিমাণ ? ॥ ৭১

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে
পদ্মপুরাণবচনম্ (৫।২৪৮)—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম্নি ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥ ১৭

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভূতি স্বরূপ জানিল না যায় ॥ ৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রত্যেক ব্রহ্মাই মনে করিতেছেন, কৃষ্ণ তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে। দ্বারকাদি শ্রীকৃষ্ণধাম এবং কৃষ্ণ-তনু যে সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু (সর্ব্বব্যাপক) এই দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। অন্বয়াদি এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৬৮-৭০।—এইক্ষণে তিন পয়ারে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের আয়তনের পরিমাণানুসারেই ব্রহ্মাদির শরীরের আয়তন, চক্ষু ও মুখের সংখ্যা হইয়া থাকে।

৭১। একপাদবিভুতি ইত্যাদি—আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার মাত্র চারিটী মুখ, রুদ্রের মাত্র পাঁচটী মুখ এবং ইন্দ্রেরও মাত্র এক হাজার চক্ষু। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় দ্বারকাতে যে সকল ব্রহ্মরুদ্রাদি একত্রিত হইয়াছিলেন—তাঁহাদের মস্তকের, চক্ষুর এবং বৈভবের তুলনায় আমাদের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চমুখ রুদ্র, সহস্র-নয়ন ইন্দ্র—আকাশস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তুলনায় ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতেও যেন ক্ষুদ্র ; আর, তাঁহাদের অধিকারস্থ ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আয়তনাদির তুলনায়ও আমাদের ব্রহ্মাণ্ড নিতান্ত নগণ্য। আমরা কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্রতম ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তুসমূহে এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রের শক্তিতে, সামর্থ্যে ও বৈভবে ভগবানের যে বিভূতির বিকাশ দেখিতে পাই, তাহাতেই স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। আর, দ্বারকায় সমবেত ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রাদির বৈভবাদিতে, তাঁহাদের অধিকারস্থ ব্রহ্মাণ্ডাদিতে—ভগবানের ঐশ্বর্য্যের যে কত বিকাশ—তাহার একটা সামান্য ধারণাও আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। অথচ, এ-সমস্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে বিভূতি প্রকাশ পাইয়াছে—যাহার কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব—তাহা—তাঁহার একপাদ মাত্র বিভূতির বিকাশ !!

ত্রিপাদ্‌বিভুতি ইত্যাদি—ব্রহ্মাণ্ডের একপাদ বিভূতিই যখন জীবের ধারণার অতীত, তখন পরব্যোমের ত্রিপাদ বিভূতির কথা আর কি বলা যাইতে পারে ?

শ্লো। ১৭। অন্বয়। অন্বয়াদি এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পরব্যোমে যে ত্রিপাদ্‌বিভূতি এরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী ৭১ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৭২। বিভুতি স্বরূপ—বিভূতির স্বরূপ ; ঐশ্বর্য্যের তত্ত্ব। **জানিল না যায়**—জানিবার উপায় নাই।

'অধীশ্বর'-শব্দের অর্থ গূঢ় আরো হয়।
'ত্রি'-শব্দে—কৃষ্ণের তিনলোক কহয়॥ ৭৩
গোলোকাখ্য—গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্যস্থিতি॥ ৭৪
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥ ৭৫
পূর্ব্ব-উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল।
অনন্ত-বৈকুণ্ঠাবরণ—'চিরলোকপাল'॥ ৭৬
তা-সভার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎকালে তার মণি পীঠে লাগে॥ ৭৭
মণি-পীঠে ঠেকাঠেকি—উঠে ঝনঝনি।
'পীঠে স্তুতি করে মুকুট' হেন অনুমানি॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৩-৭৪। "ত্র্যধীশ"-শব্দের চতুর্থ রকম অর্থ করিতেছেন। "ত্রি"-শব্দে গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই তিনটী ধামকে বুঝায়, শ্রীকৃষ্ণ এই তিন লোকের অধীশ্বর; এজন্য তিনি "ত্র্যধীশ"। ইহাই 'ত্র্যধীশ'-শব্দের অত্যুত্তম (গূঢ়) অর্থ।

গোলোকাখ্য-গোকুল—গোকুলের প্রকাশই গোলোক; এজন্য গোলোকাখ্য-গোকুল বলা হইয়াছে; (প্রকাশরূপে) গোলোক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে যে গোকুল, তাহাই গোলোকাখ্য গোকুল। ১।৩।৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সহজ—অনাদিকাল হইতেই।

৭৬। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ পয়ারে "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়" ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত "লোকপালৈঃ" শব্দের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহা একপাদ-বিভূতির অন্তর্ভুক্ত। এক্ষণে তিন পয়ারে ত্র্যধীশ-শব্দের চতুর্থ রকম অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া "লোকপাল" শব্দের অর্থ করিতেছেন। এস্থলে "লোকপাল"-শব্দদ্বারা মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌পালগণ এবং বৈকুণ্ঠের আবরণ-দেবতাগণকে বুঝাইতেছে; ইঁহারা সকলেই গোকুল-মথুরা-দ্বারাবতীর অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন।

পূর্ব্ব-উক্ত-ব্রহ্মাণ্ডের—দ্বারকার বিভুত্ব বর্ণনা-সময়ে যে অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের যত দিক্‌পাল—দশটী দিকের পালন-কর্ত্তা। দিক্‌পালগণের নাম এই :—পূর্ব্বে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে বহ্নি, দক্ষিণে যম, নৈঋর্তে নিঋর্ত, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে মরুৎ, উত্তরে কুবের, ঈশানে শঙ্কর, ঊর্দ্ধে ব্রহ্মা, অধোদিকে অনন্ত।

বৈকুণ্ঠাবরণ—পরব্যোমের বা মহাবৈকুণ্ঠের সাতটী আবরণ ও চুয়াত্তরটী আবরণ-দেবতা। প্রথম আবরণে আটজন :—চতুর্ব্ব্যূহান্তর্গত বাসুদেব পূর্ব্বদিকে, সঙ্কর্ষণ দক্ষিণে, প্রদ্যুম্ন পশ্চিমে এবং অনিরুদ্ধ উত্তরে; অগ্নিকোণে লক্ষ্মী, নৈঋর্তকোণে সরস্বতী, বায়ুকোণে রতি এবং ঈশানকোণে কান্তি। দ্বিতীয় আবরণে কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, জনার্দ্দন, উপেন্দ্র, হরি ও কৃষ্ণ এই চব্বিশ জনের তিন তিন জন করিয়া পূর্ব্বাদি অষ্ট দিকে। তৃতীয় আবরণে পূর্ব্বাদি দশদিকে যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, হলধর, বুদ্ধ, কল্কি এই দশ জন। চতুর্থ আবরণে, পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে সত্যা, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্‌সেন, গজানন, শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি, এই আটজন। পঞ্চম আবরণে, পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, সাবিত্রী, গরুড়, ধর্ম্ম ও যজ্ঞ এই আটজন। ষষ্ঠ আবরণে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়্গ, শার্ঙ্গ, হল ও মুষল এই আট জন। সপ্তম আবরণে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নিঋর্তি, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান এই আটজন; সর্ব্বশুদ্ধ ৭৪ জন আবরণ-দেবতা। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পরব্যোমস্থিত সাধ্যগণ, মরুদ্‌গণ, বিশ্বদেবগণ এবং ইন্দ্রাদিদেবগণ নিত্য ও অপ্রাকৃত—প্রাকৃত স্বর্গাদির ইন্দ্রাদি দেবগণের মত অনিত্য ও প্রাকৃত নহে।

৭৭। মণি—মুকুটস্থিত মণি।

৭৮। মুকুটস্থিত মণি ও পাদপীঠে ঠোকা-ঠোকি করায় যে শব্দ উঠিতেছিল, তাহা শুনিয়া মনে হইতেছিল যেন মুকুট সকল শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠকে স্তুতি করিতেছিল,—সেই স্তুতির শব্দই যেন শোনা যাইতেছিল।

নিজ চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।
চিচ্ছক্তি-সম্পত্ত্যের 'ষড়ৈশ্বর্য্য' নাম ॥ ৭৯

সেই 'স্বারাজ্যলক্ষ্মী' করে নিত্য পূর্ণ-কাম।
অতএব বেদে কহে—স্বয়ংভগবান্ ॥ ৮০

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার —অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারিল, তার ছুঁইল এক বিন্দু ॥ ৮১

ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল।
মাধুর্য্যে মজিল মন, এক শ্লোক পড়িল ॥ ৮২

তথাহি (ভা. ৩।২।১২)—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্ ॥ ১৮ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তত্র হরাবুপ্তাত্মনাং নিশ্চয়মাহ যন্মর্ত্ত্যেতি। স্বযোগমায়াবলং স্বচ্ছিক্তের্বীর্য্যং এতাদৃশসৌভাগ্যস্যাপি প্রকাশিকেঽয়ং ভবতীত্যেবং বিধং দর্শয়তাবিষ্কৃতম্। সকলস্ববৈভববিদ্বদ্‌গণবিস্মাপনায়েতি-ভাবঃ। ন কেবলমেতাবৎ তস্যৈব রূপান্তরে তাদৃশত্বাননুভবাৎ তত্রাপি প্রতিক্ষণমপ্যপূর্ব্বপ্রকাশাৎ স্বস্যাপি বিস্মাপনং যত সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং পরা প্রতিষ্ঠা। নহ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৯। এক্ষণে দুই পয়ারে মূল শ্লোকের "স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ"—এই অংশের অর্থ করিতেছেন। ইহার মোটামোটি অর্থ এই :—স্বারাজ্যলক্ষ্মীদ্বারা যাঁহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়াছে, তিনি। "স্বারাজ্য"-শব্দের অর্থ এস্থলে "নিজ-চিচ্ছক্তি" করা হইয়াছে। স্বরাটের ভাব স্বারাজ্য। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ "স্বরাট্"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"স্বেনৈব রাজতে ইতি সঃ। সম্রাড়িব স্বতন্ত্রো ন কস্যাপি অধীনঃ।" যিনি কাহারও অধীন নহেন, যিনি স্বতন্ত্র, যাঁহাকে কোনও বিষয়েই অন্যের অপেক্ষা করিতে হয় না, তিনি স্বরাট্। এইরূপ স্বরাটের ভাবই স্বারাজ্য ; যিনি অন্যের অপেক্ষা না করিয়া নিজের শক্তিদ্বারাই নিজে তন্ত্রিত হয়েন, তাঁহার ভাব বা শক্তিই স্বারাজ্য ; তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) চিদেকরূপ, তাঁহার শক্তিই চিচ্ছক্তি ; সুতরাং স্বারাজ্য-শব্দে চিচ্ছক্তিই বুঝায়। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীভা. ৩।২।২১ ॥-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদও স্বারাজ্য-শব্দের অর্থ এইরূপই করিয়াছেন :—"স্বৈরংশৈঃ ভক্তৈঃশক্তিভিঃ লীলাভিঃ ঐশ্বর্য্যৈঃ মাধুর্য্যৈশ্চ রাজত ইতি তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যম্।" তিনি "স্বরূপ-ভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ"—নিত্য স্ব-স্বরূপভূত চিচ্ছক্তিযুক্ত। "নিজ চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।" চিচ্ছক্তি-সম্পত্তি—ইহা "স্বারাজ্যলক্ষ্মী" শব্দের অর্থ, স্বারাজ্যরূপ-লক্ষ্মী—চিচ্ছক্তিরূপ সম্পত্তি। শ্রীকৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যই চিচ্ছক্তি-সম্পত্তি। ইহা চিচ্ছক্তিরই বিভূতি।

৮০। **সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্যরূপ স্বারাজ্যলক্ষ্মীই তাঁহার সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন। তাঁহার কামনা পূরণের জন্য তাঁহাকে অন্যের অপেক্ষা করিতে হয় না—স্বীয় শক্তিদ্বারাই স্বীয় কামনা তিনি পূরণ করেন ; এজন্যই বেদে তাঁহাকে স্বয়ংভগবান্ বলা হইয়াছে। এই পয়ারের প্রথম চরণে "স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ" ইহার অর্থ করা হইয়াছে। কাম—রস-আস্বাদন, ভক্ত-বাসনা-পূর্ণকরণ, জীবের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনাদির বাসনাদি। ভগবান্—ভগ আছে যাঁহার। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যকে "ভগ" বলে। এই ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য যাঁহার আছে, তিনি ভগবান্। যিনি এই ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের মূল আধার,—তিনি স্বয়ংভগবান্—তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

৮১। অবগাহিতে—অবগাহন করিতে,—ডুব দিতে।

৮২। ঐশ্বর্য্যের কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের কথা প্রভুর মনে উদিত হইল। এক শ্লোক—নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটী ; ইহা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-প্রকাশক।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। স্বযোগমায়াবলং (স্বীয় যোগমায়ার শক্তি) দর্শয়তা (প্রদর্শনেচ্ছুক) [শ্রীকৃষ্ণেন] (শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং (মর্ত্তলীলার উপযোগী) স্বস্য চ (এবং কৃষ্ণের নিজেরও) বিস্মাপনং (বিস্ময়জনক)

যথারাগঃ—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥ ৮৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তস্য ভূষণং স্বস্তি সৌভগহেতুরিত্যত আহ ভূষণেতি। কীদৃশং মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং নরাকৃতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সুতরামেব যুক্তমুক্তং শ্রীমহাকালপুরাধিপেনাপি দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ইতি। শ্রীহরিবংশে শ্রীকৃষ্ণেন চ। মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনেতি। শ্রীজীব। ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সৌভগর্দ্ধেঃ (সৌভাগ্যলক্ষ্মীর) পরং পদং (পরাকাষ্ঠা) ভূষণ-ভূষণাঙ্গং (ভূষণেরও ভূষণ-স্বরূপ অঙ্গবিশিষ্ট) যৎ (যে) [রূপং] (রূপ) গৃহীতং (গৃহীত—প্রকটিত হইয়াছে)।

অনুবাদ। উদ্ধব বিদুরের নিকট বলিলেন:—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়ার শক্তি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মর্ত্ত্য-লীলার উপযোগী, সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত এবং (সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের) নিজেরও বিস্ময়জনক ভূষণ-সমূহেরও ভূষণস্বরূপ অঙ্গবিশিষ্ট যে রূপ প্রকটিত করিয়াছেন (তাহা দেখিলে মনে হয়, সমস্ত সৃষ্টি-কৌশলই এই রূপের নির্ম্মাণে নিয়োজিত হইয়াছে)। ১৮

শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী শ্লোকের সঙ্গে অন্বয় করিলে অনুবাদের মধ্যে বন্ধনীর অন্তর্গত অংশও যোগ করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ নিত্য; তথাপি লৌকিক দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও নির্ম্মাণ শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুই এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; নিম্নবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে সেই ব্যাখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে।

৮৩। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অর্থ আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়া, শ্লোকোক্ত "যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। **মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং**—মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী; মনুষ্যলীলার উপযোগী; নরাকৃতি। **মর্ত্ত্য** অর্থ—মানুষ।

খেলা—লীলা, ক্রীড়া, কেলি। **যতেক খেলা**—বৈকুণ্ঠাদি-ধামে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল লীলা করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদিগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। **সর্ব্বোত্তম**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া এবং যোগমায়াকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম মুগ্ধত্ব বলিয়া।

নরলীলা—নরবৎলীলা; নর-অভিমানে লীলা। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণতঃ নিজের ভগবত্তা প্রচ্ছন্ন করিয়া নিজেকে সাধারণ নর বলিয়া মনে করেন; এই নরাভিমান লইয়া তিনি যে লীলা করিয়া থাকেন, তাহাই তাঁহার নরলীলা।

অথবা, **নরলীলা**—নরোপযোগিনী লীলা; নরের (মানুষের) ধ্যান-ধারণাদির উপযোগিনী লীলা। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদিভাবের রস আস্বাদনের জন্য তত্তৎ-ভাবোপযোগী পরিকরদের সহিত ব্রজে লীলা করিতেছেন। তাঁহার পরিকরেরাও দাস্য-সখ্যাদি ভাবে তাঁহাকে সেবা করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও এই জাতীয় ভাবগুলির আভাস আছে, অবশ্য বিকৃত অবস্থায়। এই ভাবগুলির ছায়া মানুষের মায়ামলিন চিত্তে অবস্থিত; এবং মায়িক জীবে প্রযোজ্য হইয়া থাকে বলিয়াই মানুষের মধ্যে বিকৃত অবস্থায় আছে; বিকৃত অবস্থায় থাকিলেও, মানুষ এই কয়টি ভাবের মধুরতা, হৃদয়গ্রাহিতা ও বিষয়-আশ্রয়ের অন্তরঙ্গ-ঘনিষ্ঠতা-সম্পাদন যোগ্যতার কিঞ্চিৎ-ধারণা করিতে পারে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাবযুক্ত মানুষ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে; ইহা মানুষের সহজ ভাবের অনুকূল; তাই এই লীলা ধ্যান-ধারণার উপযোগী। মানুষের ধ্যান-ধারণার অনুকূল হইবে মনে করিয়াই যে শ্রীকৃষ্ণ ঐ ঐ ভাবে ব্রজ-লীলা করিতেছেন, তাহা নহে; শ্রীকৃষ্ণ অনাদি কাল হইতেই সহজভাবে ঐ ঐ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

লীলা করিতেছেন। তবে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া জীবের মধ্যেও ঐ ঐ ভাবগুলির আভাস দিয়াছেন, অন্য সকল জীব অপেক্ষা মানুষের মধ্যে ঐ ভাবগুলির বিকাশ বেশী ; তাই মানুষ সহজে তাঁহার লীলার কথা শুনিয়া ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারে (ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ। শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৬॥"

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা মানুষের ধ্যান-ধারণাদির বিষয়মাত্র, মনের দ্বারাও অনুকরণের বিষয় নহে, ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (১।৪।৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা নরলীলা হইলেও গূঢ়ভাবে তাহাতে অশেষ ঐশ্বর্য্যের খেলা বিদ্যমান আছে ; কিন্তু আপাতঃ-দৃষ্টিতে এই লীলাকে মানুষ-লীলা বলিয়াই মনে হয় ; তাঁহার কারণ এই যে, মানুষের সংসার-যাত্রা-সম্বন্ধীয় কার্য্যে এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য আছে ; যথা :—(১) মানুষ যেমন যথাক্রমে জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ডাদি অবস্থায় থাকিয়া তত্তৎ-বয়সোপযোগী সংসার-সুখ ভোগ করে, শ্রীকৃষ্ণও যথাক্রমে জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ডাদি অবস্থার প্রকটন করিয়া তত্তৎ-বয়সোপযোগী লীলারস আস্বাদন করেন। পার্থক্য এই যে, মানুষের জন্ম পিতা-মাতার শুক্রশোণিতে ; শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তদ্রূপ নহে। তিনি জননীর হৃদয় হইতে আত্ম-প্রকটন করেন মাত্র। মানুষের বার্দ্ধক্য আছে, শ্রীকৃষ্ণের তাহা নাই, তিনি নিত্যকিশোর ; সখ্য-বাৎসল্য-রস আস্বাদনের নিমিত্ত বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াছেন মাত্র। (২) মানুষ যেমন দাস, সখা, মাতা পিতা ও কান্তাগণ লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, শ্রীকৃষ্ণও দাস, সখা, মাতা, পিতা ও কান্তাগণ লইয়া লীলারস আস্বাদন করেন। পার্থক্য এই যে, মানুষের দাস, সখা, পিতামাতাদি প্রাকৃত, অনিত্য, স্বরূপতঃ তত্তৎ-সম্বন্ধশূন্য এবং স্বসুখবাসনাপূর্ণ ; আর শ্রীকৃষ্ণের দাস-সখাদি অপ্রাকৃত, নিত্য, শ্রীকৃষ্ণেরই কায়ব্যূহ, সুতরাং নিত্যতত্তৎ সম্বন্ধযুক্ত এবং কৃষ্ণসুখৈক-বাসনাময়। (৩) মানুষ যেমন স্বীয়-স্বরূপ ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা-মায়ার শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সংসারসুখে ডুবিয়া আছে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি স্বীয় যোগমায়ার শক্তিতে স্বীয় স্বরূপের জ্ঞান(নিজের স্বয়ংভগবত্তা) ভুলিয়া নিজেকে জীব মনে করিয়া তথাবস্থ স্বীয় পরিকরদের সঙ্গে লীলারসে ডুবিয়া আছেন। পার্থক্য এই যে, মানুষ শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গাশক্তি মায়াকর্ত্তৃক মুগ্ধ ; আর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি যোগমায়াকর্ত্তৃক মুগ্ধ। মায়া নিজের শক্তিতে মানুষকে বশীভূত করিয়া মুগ্ধ করিয়াছে ; আর লীলারস-আস্বাদনের আনুকূল্যার্থ শ্রীকৃষ্ণ নিজের ইচ্ছাতেই যোগমায়াকৃত মুগ্ধত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। মানুষের ইচ্ছাতেই মায়া তাহাকে মুগ্ধ করেন নাই ; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই যোগমায়া তাঁহার মুগ্ধত্ব আনয়ন করিয়াছেন। মানুষ মায়ার অধীন, শ্রীকৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর। মায়ার প্রভাবে মানুষের স্বরূপের ধর্ম্মলোপ পাইয়াছে ; শ্রীকৃষ্ণের কিন্তু স্বরূপের ধর্ম্মলোপ পায় নাই—যোগমায়াকর্ত্তৃক মুগ্ধ অবস্থাতেও তাঁহার স্বরূপধর্ম্ম (স্বয়ং ভগবত্তার ধর্ম্ম) প্রকটিত হইতেছে। (৪) সংসারে মানুষের যেমন সুখের সঙ্গে দুঃখ বিজড়িত, সুখের অনুসন্ধানে মানুষকে যেমন অনেক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায়ও সুখের সঙ্গে দুঃখ বিজড়িত, সুখের অনুসন্ধানে তাঁহাকেও বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। পার্থক্য এই যে, মানুষের দুঃখ সকল সময়ে তাহার সুখের পুষ্টিসাধক হয় না ; শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ, তাঁহার লীলাসুখের নিত্যপরিপোষক, সুতরাং তাঁহার দুঃখও সুখেরই অঙ্গবিশেষ—তাঁহার সুখ-তরঙ্গের অবস্থা-বিশেষ। মানুষের সুখ এবং দুঃখ উভয়ই তাহার স্বীয় স্বরূপধর্ম্ম-বিস্মৃতির জন্য মায়াপ্রদত্ত শাস্তিবিশেষ ; শ্রীকৃষ্ণের সুখ এবং দুঃখ তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত শাস্তি নহে, তাঁহার সুখ-স্বরূপের একটী নিত্যধর্ম্ম—তাঁহার স্বরূপশক্তিরই একটী বিলাস-বৈচিত্রী। মানুষের সুখ অনিত্য ; শ্রীকৃষ্ণের সুখ তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী এবং নিত্য। মানুষের সাংসারিক সুখ তাহাকে স্বীয় স্বরূপ ও স্বরূপের ধর্ম্ম হইতে সরাইয়া রাখে ; শ্রীকৃষ্ণের সুখ তাঁহাকে স্বীয় স্বরূপেই ধরিয়া রাখে। মানুষ সুখের অনুসন্ধানে সকল সময়ে বাধাবিঘ্নাদি অতিক্রম করিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রভাবে সকল বাধাই অতিক্রম করিতে পারেন।

নরবপু—নরদেহ, নরবৎদেহ—মানুষের দেহের মত দেহ যাহার। "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতি—বিষ্ণুপুরাণ। ৪।১১।২॥" এই শ্লোকোক্ত "নরাকৃতি"-শব্দই এই স্থলে "নরবপু"-শব্দদ্বারা সূচিত হইয়াছে। আকৃতি-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শব্দে অঙ্গসন্নিবেশ বুঝায় ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের দেহ নরদেহ-তুল্য বলিতে দুই হাত, দুই পা, দুই চক্ষু, দুই কান, এক নাসা ইত্যাদিই সূচিত হইতেছে। মানুষকে বুঝাইবার জন্যই শাস্ত্র ; অপ্রাকৃত চিন্ময় জগতের কোনও বস্তুর ধারণাই মানুষের নাই ; এজন্য প্রাকৃত জড় দৃষ্টান্তদ্বারাই শাস্ত্রকারগণ প্রাকৃত মানুষের মনে অপ্রাকৃত বস্তু-আদির ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এস্থলেও প্রাকৃত মানুষের দেহের দৃষ্টান্তদ্বারা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহের একটা মোটামোটি ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সন্নিবেশ মানুষের অঙ্গ-সন্নিবেশের তুল্য নহে ; মানুষদেহকে আদর্শ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সন্নিবেশ করা হয় নাই ; বরং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সন্নিবেশের তুল্যই মানুষের অঙ্গ-সন্নিবেশ ; শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সন্নিবেশকে আদর্শ করিয়াই যেন মানুষের অঙ্গ-সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এই ভাবে নরের বপু যাহার বপুর তুল্য, এই অর্থেই নরবপু-শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে।

স্বরূপ—অনাদি-সিদ্ধ নিজস্ব নিত্যরূপ। **নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ**—শ্রীকৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধ নিজস্ব রূপই নরাকৃতি। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি স্বয়ংরূপে পূর্ণতমরূপে বিকশিত হয় বলিয়া এবং নরবপুই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ বলিয়া নরলীলাতেই তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির পূর্ণতম বিকাশ ; সুতরাং নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার ব্রজলীলার মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত লক্ষ্মী আদির, নারায়ণাদি স্বরূপের, এমন কি স্বয়ং বাসুদেবেরও এবং ব্রজেন্দ্র-নন্দনেরও লোভ জন্মিয়া থাকে। ইহাই তাঁহার ব্রজলীলার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

"নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ" বলাতে ইহাও সূচিত হইল যে, মানুষের মধ্যে লীলা করিবেন বলিয়াই যে তিনি স্বীয় রূপের পরিবর্ত্তে, মানুষের রূপ ধরিয়া আসিয়াছেন, তাহা নহে। অনাদিকাল হইতেই তাঁহার এই দ্বিভুজরূপ।

যদি কেহ মনে করেন, "নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ" অর্থ এই যে, মানুষের দেহই কৃষ্ণের স্বরূপ—তবে ইহা সঙ্গত হইবে না। এই ত্রিপদীর শেষার্দ্ধেই এই জাতীয় অর্থের নিরসন করিয়াছেন। "গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর" ইহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। মানুষ কিশোর হইতে পারে, কিন্তু নিত্যই কিশোর অবস্থায় থাকিতে পারে না ; শ্রীকৃষ্ণের "কিশোরে নিত্যস্থিতি।" আবার মানুষের দেহ মাত্রই যদি কৃষ্ণের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে স্বয়ংরূপের অনেক স্বরূপ হইয়া পড়ে, কিন্তু "স্বয়ং রূপ এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি। ২।২০।১৪০ ॥"

গোপবেশ বেণুকর ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরামচন্দ্রাদি স্বরূপও নরবপু, তাহাদের লীলাও নরবৎ-লীলা। কিন্তু তাঁহারা স্বয়ংরূপ নহেন ; সুতরাং তাঁহাদের লীলায় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদির পূর্ণতম বিকাশ নাই, এজন্য তাঁহাদের লীলাও সর্ব্বোত্তম নহেন। কোন্ নররূপের লীলা সর্ব্বোত্তম তাহা বলিতেছেন—"গোপবেশ, বেণুকর" ইত্যাদি-দ্বারা। গোপবেশ-বেণুকর ইত্যাদি দ্বারা অভিহিত ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ংরূপ, তাঁহার লীলাই সর্ব্বোত্তম।

গোপবেশ—গো-পালকের বা রাখালের বেশ ; হাতে পাচনী, মাথায় পাগড়ী, কাঁধে গরু বাঁধার দড়ি, গোদোহন-কালে হাতে গোদোহন-ভাণ্ড, ছাঁদন-দড়ি প্রভৃতি যুক্ত বেশ।

বেণুকর—বেণু দ্বাদশ-অঙ্গুলি দীর্ঘ, অঙ্গুষ্ঠপরিমিত-স্থূল ও ছয়টি ছিদ্রযুক্ত। "পাবিকাখ্যো ভবেদ্বেণুর্দ্বাদশাঙ্গুল-দৈর্ঘ্যভাক্। স্থৌল্যেঽঙ্গুষ্ঠমিতঃ ষড়্ভিরেষ রন্ধ্রৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ভ. র. সি. ২।১।১৮৮ ॥" **নবকিশোর**—নিত্য নূতন কিশোর (পনর বৎসর) বয়স্ক। যাহাকে দেখিলে কোনও সময়েই পনর-বৎসরের অধিক বলিয়া মনে হয় না।

নটবর—চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, বক্ষে গুঞ্জামালা ও বনফুলের বৈজয়ন্ত্যাদিমালা, গায়ে গৈরিকমাটীর রং, গণ্ডে ও কপালে কস্তুরী আদি মিশ্রিত চন্দননির্ম্মিত মকরী চিত্রভঙ্গী ও অলকা-তিলকাদি, ফুলের কেয়ুর, ফুলের অবতংশ, ফুল ও রমণীয় লতাদির চূড়া, পরিধান-যোগ্য বস্ত্র, পীত ও নীল বসনের বিচিত্র বেশ ইত্যাদি-দ্বারা সজ্জিত হইয়া যিনি নৃত্যবিদ্যাকৌশলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকটিত করেন, তিনি নটবর।

নরলীলার হয় অনুরূপ—নরলীলার যোগ্য ; ইহা "মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং"-শব্দের অর্থ। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধী ও যোগমায়াকর্তৃক মুগ্ধত্বাদিই এই যোগ্যতার হেতু। **অনুরূপ**—যোগ্য। অনুরূপ—অনু+রূপ। "অনু" অর্থ

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥ ধ্রু॥ ৮৪

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তাঁর শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥ ৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"লক্ষণ"; তাহা হইলে অনুরূপ অর্থ হইল—অনু (লক্ষণ) বিশিষ্টরূপ; লক্ষণাক্রান্ত রূপ। শব্দকল্পদ্রুমে অনু-শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিত আছে; অনু; অস্যার্থা :—পশ্চাৎ, সাদৃশ্যম্, লক্ষণম্, বীপ্সা, ইত্থম্ভাবঃ, ভাগঃ, হীনঃ, সহার্থঃ, আয়ামঃ, সমীপম্, পরিপাটী। ইতি মেদিনী॥ "পরিপাটী" অর্থেও এস্থলে "অনু"-শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। অনুরূপ—পরিপাটীযুক্ত রূপ। নরলীলার অনুরূপ—নরলীলার লক্ষণাক্রান্ত, বা নরলীলার পরিপাটী-বিশিষ্ট রূপ। "গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর" রূপই সর্ব্বোত্তম নরলীলার লক্ষণযুক্ত বা সর্ব্বোত্তম নরলীলার পরিপাটীবিশিষ্টরূপ। অথবা, অন্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে উ-প্রত্যয় করিয়া অনু-শব্দ সিদ্ধ হয়; অন্ ধাতু প্রাণনে বা জীবনে। তাহা হইলে অনুশব্দের অর্থ হইল "প্রাণ আছে যার, প্রাণী।" আর "অনুরূপ"-শব্দের অর্থ হইল "প্রাণীরূপ"। এখন, এই "প্রাণীরূপ" শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে—প্রাণীতুল্য এবং প্রাণীর রূপ। নরলীলার অনুরূপ অর্থ নরলীলার (প্রাণ আছে যাহার নিকটে, সেই) প্রাণীতুল্য, অথবা নরলীলার (প্রাণ আছে যাহার নিকটে, সেই) প্রাণীর রূপ। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি এবং যোগমায়াকর্ত্তৃক মুগ্ধত্বই নরলীলার প্রাণ—ইহা যেই রূপের আছে, সেই রূপই নরলীলার প্রাণী। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর রূপই এইরূপ। ধ্বন্যর্থ এই যে—ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ ব্যতীত অন্য স্বরূপে নরলীলার প্রাণস্বরূপ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদির পূর্ণতম বিকাশ নাই। ইহার প্রমাণও আছে। নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীরও ব্রজেন্দ্রনন্দনের নরলীলার মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভ হইয়াছিল। আবার স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনই পরিহাসার্থে যখন চতুর্ভুজ নারায়ণের রূপ ধারণ করিয়া কুঞ্জে বসিয়াছিলেন, তখন গোপীদিগের প্রেম সঙ্কুচিত হইয়াছিল (গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দন যুষামিত্যাদি॥ ললিতমাধব। ৬।১৪॥); ইহাতে বুঝা যায়, নারায়ণ অপেক্ষা নরবপু ব্রজেন্দ্রনন্দনের মাধুর্য্য বেশী। আবার দ্বিভুজ ব্রজেন্দ্রনন্দনই যখন নটবর-বেশের পরিবর্ত্তে কুরুক্ষেত্রে রাজবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিত্যকান্তা গোপীদিগের মন তাঁহার "গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর" বেশের জন্যই লালায়িত হইয়াছিল। আবার দ্বারকায় মায়া-বৃন্দাবনে বলদেবকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ যখন "গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবরবেশে" সজ্জিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া বৃদ্ধা হইলেও এবং রাজবেশে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা দেখিলেও, স্নেহভারাক্রান্ত দেবকীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল, রুক্মিণী ও জাম্ববতী প্রভৃতি কতিপয় মহিষী অভূতপূর্ব্ব মহাপ্রেমের অভ্যুদয়বশতঃ ধৈর্য্যচ্যুত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইয়াছিলেন; সত্যভামার সহিত, বৃদ্ধা ও মত্তা পদ্মাবতী কামবেগবশতঃ বারংবার বাহুপ্রসারণাদিদ্বারা আলিঙ্গনাদির অভিনয় করিয়াছিলেন। (বৃহদ্ ভাগবতামৃত ১ম খণ্ড, ৭ম অধ্যায়)।

৮৪। **কৃষ্ণের মধুর রূপ**—কৃষ্ণের রূপের মধুরতা বা মাধুর্য্য। রূপের অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় স্বাদ-বিশেষের নাম মাধুর্য্য। কোনও কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণের স্বরূপ এবে শুন সনাতন" এইরূপ পাঠ আছে। **ডুবায় সব ত্রিভুবন**—ইহাদ্বারা রূপের সমুদ্রত্ব—অপরিমিতত্ব সূচিত হইতেছে।

সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ—শ্রীকৃষ্ণরূপের এমনি মাধুর্য্য যে, তাহার এক কণিকা সমস্ত প্রাণীকে আকর্ষণ করে—ঐ মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য লোভ জন্মাইয়া সকলের চিত্ত চঞ্চল করে। কৃষ্‌ ধাতু হইতে কৃষ্ণ-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; কৃষ্‌ ধাতুর একটী অর্থ আকর্ষণ; যিনি (সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিদ্বারা) আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ।

৮৫। এক্ষণে "স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা" এই শ্লোকাংশের অর্থ করিতেছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যোগমায়া—"যোগমায়া পরাখ্যাচিন্ত্যশক্তিঃ ॥ শ্রীভা ১০।২৯।১-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা ॥-অচিন্ত্যা পরাশক্তি।" শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহায়কারিণী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি। এই শক্তি লীলারস-পুষ্টির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের মুগ্ধত্বও জন্মাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের যে শক্তি জীবের মুগ্ধত্ব সম্পাদন করে, তাহাকে বলে গুণমায়া ; আর তাঁহার যে শক্তি লীলারস-পুষ্টির জন্য শ্রীকৃষ্ণের এবং তদীয় পরিকরদের মুগ্ধত্ব জন্মায়, তাহাকে বলে যোগমায়া। গুণমায়া হইল বহিরঙ্গা প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই তাহার কার্য্যস্থল। আর যোগমায়া হইল অন্তরঙ্গা, ভগবদ্ধামই তাহার কার্য্যস্থল—যে স্থানে বহিরঙ্গা গুণমায়ার প্রবেশাধিকার নাই। **চিচ্ছক্তি**—অন্তরঙ্গাস্বরূপ-শক্তিরই অপর নাম চিচ্ছক্তি বা পরা শক্তি। **যোগমায়া চিচ্ছক্তি**—যোগমায়া হইল স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি ; তাই বৈষ্ণবতোষণী যোগমায়াকে পরাশক্তি বলিয়াছেন। যোগমায়া পরাখ্যাচিন্ত্যশক্তিঃ। ইহা যে বহিরঙ্গা গুণময়ী মায়াশক্তি নহে, তাহাই সূচিত হইল। **বিশুদ্ধসত্ত্ব**—চিচ্ছক্তির তিনটী বৃত্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। হ্লাদিনী-সন্ধিনী সম্বিতাত্মিকা চিচ্ছক্তির যে স্বপ্রকাশ-লক্ষণ-বৃত্তিবিশেষের দ্বারা ভগবান্, তাঁহার স্বরূপ বা স্বরূপশক্তির পরিণতি পরিকরাদি বিশেষরূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত হন, সেই বৃত্তিবিশেষকে বিশুদ্ধসত্ত্ব বলে। বহিরঙ্গা মায়ার সহিত ইহার স্পর্শ নাই বলিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ বলা হয়। "তদেবং তস্যা মূলশক্তে স্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতা-লক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষণ স্বরূপং স্বয়ং স্বরূপশক্তির্ব্বা বিশিষ্টং বা আবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বম্। অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাৎ বিশুদ্ধত্বম্। ভগবৎসন্দর্ভঃ ॥ ১১৮ ॥" ইহা স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ এবং স্বপ্রকাশ ॥ ১।৪।৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বিশুদ্ধ-সত্ত্ব পরিণতি**—বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতেছে যাহার পরিণতি বা বৃত্তিবিশেষ (বহুব্রীহি সমাস)। ইহা চিচ্ছক্তির বিশেষণ। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব হইতেছে যাহার পরিণতি বা বৃত্তিবিশেষ, সেই চিচ্ছক্তিই হইতেছে যোগমায়া। যোগমায়ার স্বরূপ বলা হইল। ভগবৎসন্দর্ভের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে—যাহাদ্বারা ভগবান্ বা তাঁহার স্বরূপ শক্তি-আদি বিশেষরূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত হন, সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ (বা পরিণতি)। এ-কথাই "বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি"-শব্দে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই বিশেষণটীর উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে—এই ত্রিপদীর শেষভাগে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় রূপ-রতনটী প্রকট করেন। কিসের দ্বারা প্রকট করেন? স্বীয় চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ বিশুদ্ধ-সত্ত্বদ্বারা।

তাঁর শক্তি—সেই যোগমায়ার শক্তি। অর্দ্ধত্রিপদীর অর্থ এই—বিশুদ্ধ সত্ত্ব যাঁহার পরিণতি, সেই চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়ার শক্তি লোকদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত।

এইরূপ রতন—শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় এবং সর্ব্বচিত্তাকর্ষক রূপ-রত্ন। **ভক্তগণের গূঢ়ধন**—গূঢ় অর্থ অতি গোপনীয়। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপটী অত্যন্ত মধুর, অত্যন্ত প্রাণারাম এবং অত্যন্ত আদরের বস্তু বলিয়া অতি মূল্যবান্ রত্নের ন্যায় ভক্তগণ অতি যত্নে, অতি সংগোপনে, হৃদয়ের অন্তস্তলে লুকায়িত রাখেন এবং মানস-নেত্রে অতি সতর্কতার সহিত যেন সর্ব্বদা পাহারা দিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন। **প্রকট কৈল**—শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ-রতনটী শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ বিশুদ্ধ-সত্ত্বদ্বারা জগতে প্রকটিত (প্রকাশিত) করিলেন। কোথা হইতে প্রকটিত করিলেন? **নিত্যলীলা হৈতে**—শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ-রতনটী অনাদি কাল হইতেই নিত্য-লীলায় নিত্য বিরাজিত, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের লোকগণের নয়নের গোচরীভূত নহে। এক্ষণে তাহা লোক-নয়নের গোচরীভূত করিলেন। কিন্তু এস্থলে নিত্যলীলা বলিতে কোন্ লীলাকে বুঝাইতেছে? প্রকট লীলাকে? না কি অপ্রকট লীলাকে? উভয় লীলাই তো নিত্য। উত্তর—উভয় লীলাকেই বুঝাইতে পারে ; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী বিংশ পরিচ্ছেদে প্রকটলীলার নিত্যত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এই ত্রিপদীতে "নিত্যলীলা"-শব্দে "নিত্য প্রকটলীলাই" যেন অভিপ্রেত। যে প্রকট নিত্যলীলা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট ছিল, এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট ছিল না, সেই প্রকট নিত্যলীলা হইতে

রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
‘স্বসৌভাগ্য’ যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম
এই রূপ তার নিত্যধাম ॥ ৮৬

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছ-নেত্রান্ত বাণ তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণের মন ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণ এই রূপ-রতনটীকে (অবশ্য তাঁহার লীলাকেও) এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করিলেন—ইহাই তাৎপর্য্য। “নিত্যলীলা হৈতে”-বাক্যদ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, যে রূপ-রতনটী এই ব্রহ্মাণ্ডেও প্রকটিত হইল, তাহা নিত্য, অনাদি।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই রূপটীর প্রকটনের দ্বারা কিরূপে যোগমায়ার শক্তি প্রদর্শিত হইল? উত্তর—২।২০।১৩২ পয়ারের “অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব”-শব্দের টীকায় বলা হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম তাঁহার চিচ্ছক্তির ক্রিয়াতেই সবিশেষত্বলাভ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সবিশেষ স্বরূপ—তাঁহার এই অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য বৈদগ্ধীময় নরাকার রূপ যাহার এক কণিকাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ডুবাইতে সমর্থ, যাহা ভক্তগণের অত্যন্ত গূঢ়ধন, যাহা সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, আত্ম-পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর—শ্রীকৃষ্ণের সেই অপরূপ রূপটী চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়ারই শক্তির পরিচায়ক। আবার শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়, রসিকশেখর, অনাদিকাল হইতেই লীলা-পরিকরদের সহিত লীলারস আস্বাদন করিতেছেন; যোগমায়ার শক্তিতেই তিনি লালা-পরিকরাদিরূপে আত্মপ্রকট—স্বীয়কায়ব্যূহ প্রকট—করিয়াছেন; এই লীলা-পরিকরেরাও যোগমায়ার শক্তির পরিচায়ক; শ্রীকৃষ্ণরূপের প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও প্রকটন হইয়াছে; এই প্রকটনও যোগমায়ার শক্তির পরিচায়ক। তাঁহার রূপের প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাতাপিতা, ধাম, গৃহ, আসনাদিরও প্রকটন হইয়াছে, এই সমস্তও যোগমায়ারই শক্তির পরিচায়ক। লীলারস আস্বাদনের জন্য যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যকে মাধুর্য্যের অন্তরালে, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বকে মুগ্ধত্বের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন; লীলা-প্রাকট্যের সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়ার এই শক্তিটী লোক-নয়নের গোচরীভূত হইয়া থাকে। আবার চিচ্ছক্তির বৃত্তি বিশেষই প্রেম (শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা ইত্যাদি); ভগবান্ স্বতন্ত্র, অন্য-নিরপেক্ষ হইলেও তিনি প্রেম-বশ; প্রকট লীলায় ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে; ভক্তবশ্যতা-গুণে তিনি বিভূ-পদার্থ হইয়াও বন্ধন পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। ইহাও যোগমায়ার শক্তি। রাসাদি লীলায়ও যোগমায়ার অচিন্ত্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

৮৬। **রূপ দেখি আপনার**—ইত্যাদি অর্দ্ধ-ত্রিপদীতে “স্বস্য চ বিস্মাপনং” এই শ্লোকাংশের অর্থ করিতেছেন। **কৃষ্ণের হয় চমৎকার**—শ্রীকৃষ্ণ নিজের রূপ নিজে দেখিয়া বিস্মিত হয়েন। এত রূপ আমার! এত সৌন্দর্য্য !! এত মাধুর্য্য !!! **আস্বাদিতে**—নিজের রূপ-মাধুর্য্য আস্বাদন করার জন্য নিজেরই লোভ জন্মে। অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী” ইত্যাদি শ্লোক ইহার প্রমাণ (ললিতমাধব। ৮।৩২।)

“স্বসৌভাগ্য যার নাম” ইত্যাদি অর্দ্ধ ত্রিপদীতে “সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং” ইহার অর্থ করিতেছেন। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি-গুণ-সমূহের নামই স্ব-সৌভাগ্য; এই গুণসমূহের মূল আশ্রই শ্রীকৃষ্ণ রূপ। যে সমস্ত সদ্‌গুণ থাকিলে জীবের ভাগ্যের উদয় হয়, কিম্বা জীব আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করে, সেই সমস্ত গুণের মূল আধারই শ্রীকৃষ্ণ; জীব এই সমস্ত গুণের আভাস পাইয়াই নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করে।

অথবা, পতিকর্ত্তৃক পত্নীর অত্যধিক আদরকে পত্নীর সৌভাগ্য বলে। পত্নীর সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধী, অনুরাগ প্রভৃতিই ঐরূপ আদর লাভের হেতু; সুতরাং এই গুণগুলিকেই তাহার সৌভাগ্য বলা যায়। এই স্ব-সৌভাগ্যস্বরূপ গুণসমূহের মূল আশ্রয়ই শ্রীকৃষ্ণ। **নিত্যধাম**—নিত্য-আশ্রয়। কোনও গ্রন্থে “সুসৌভাগ্য” পাঠ আছে। **এই রূপ**—শ্রীকৃষ্ণের এই মধুর রূপ।

৮৭। “ভূষণের ভূষণ অঙ্গ” ইত্যাদি দ্বারা “ভূষণ-ভূষণাঙ্গং” পদের অর্থ করিতেছেন।

কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ,
তা-সভার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ। ভূষণ অর্থ অলঙ্কার। দেহের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্যই লোকে অলঙ্কার ধারণ করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেয়ূর-কুণ্ডল-নূপুরাদি যে সমস্ত অলঙ্কার ধারণ করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার দেহের শোভা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, বরং দেহের শোভাদ্বারাই ঐ সমস্ত অলঙ্কারের শোভা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—এতই শ্রীকৃষ্ণ-রূপের সৌন্দর্য্য। তাঁহার অঙ্গ, অলঙ্কারের পক্ষেও অলঙ্কার-স্বরূপ।

ললিত ত্রিভঙ্গ—যাহাতে অঙ্গ-সকলের বিন্যাস-ভঙ্গী, সৌকুমার্য্য ও ভ্রূ-বিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তাহাকে ললিত বলে। ত্রিভঙ্গ—দাঁড়াইবার ভঙ্গী, কটী, গ্রীবা ও চরণ এই তিন অঙ্গকে ঈষদ্‌বক্র করিয়া দাঁড়াইলে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীতে দাঁড়ান বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়ান, তখন তাঁহার মনোহর রূপকে আরও মনোহর দেখায়।

ভ্রূ-ধনু-নর্ত্তন—ভ্রূযুগলকে মৃদুমধুর ভাবে কম্পিত করিতেছেন। ধনু-শব্দ এস্থলে কামদেবের ধনু-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মনোহর ভ্রূ-লতাকে কামদেবের ধনুর সঙ্গে উপমা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষই এই ধনুতে যোজনা করিবার বাণ-সদৃশ। ধনুকধারী ধনুতে বাণ সংলগ্ন করিয়া নিজের শিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যখন খুব জোরে নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে জ্যা-সংলগ্ন বাণটীর মূলদেশকে বার বার আকর্ষণ করে, তখন ধনুটী ঈষৎ কম্পিত হয়; এই কম্পনকেই ধনুর নর্ত্তন বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণও গোপীদিগের চিত্তরূপ শিকারকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার কটাক্ষরূপ বাণকে ভ্রূ-রূপ ধনুতে যোজনা করিয়া ধনুকে ঈষৎ আন্দোলিত করিতেছেন। নর্ত্তন শব্দের ধ্বনি এই:—আনন্দ না হইলে কেহ নৃত্য করে না লক্ষ্যবস্তুকে সে নিশ্চয়ই বিদ্ধ করিতে পারিবে, এই দৃঢ়-বিশ্বাস-জনিত যে আনন্দ, তাহাই ধনুর নৃত্যের হেতু।

তেরছ-নেত্রান্ত-বাণ—আড়-নয়নের যে কটাক্ষ, তাহাই যেন বাণ বা শর। নেত্রান্ত—নেত্রের অন্ত, চক্ষুর কোণ। **তার দৃঢ় সন্ধান**—সেই বাণের অব্যর্থ নিক্ষেপ। **রাধা-গোপীগণ মন**—রাধা-আদি গোপীদিগের মন।

এই ত্রিপদীর স্থূলার্থ এই:—একেই তো শ্রীকৃষ্ণরূপের সৌন্দর্য্য এত অধিক যে, কোনও অলঙ্কারই আর তাঁহার শোভা বৃদ্ধি করিতে পারে না, বরং তাঁহার অঙ্গের শোভাদ্বারা অলঙ্কারের শোভাই বর্দ্ধিত হয়; তাহার উপরে আবার তিনি অতি মধুর, অতি মনোহর ভঙ্গীতে কটী, গ্রীবা ও চরণ ঈষদ্‌বক্র করিয়া ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াইয়াছেন; কেবল ইহাও নহে, ইহার উপরেও আবার মনোহর ভ্রূ-যুগলকে ঈষৎ আন্দোলিত করিতেছেন। তাঁহার অপরূপ রূপের এই অপরূপ ভঙ্গীতে এবং অপরূপ ভ্রূ-বিলাসে, যে অপরূপ মধুরিমা স্ফুরিত হয়, তাহা দেখিয়া শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপীগণ শত-চেষ্টা-সত্ত্বেও তাঁহাদের মনকে আর নিজেদের বশে রাখিতে পারিতেছেন না, মন উধাও হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। ইহাও যোগমায়ার শক্তির একটী পরিচয়।

৮৮। কোটি ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি ত্রিপদীতে শ্লোকোক্ত “বিস্মাপনং স্বস্যচ” অংশের “চ”-শব্দের অর্থ করিতেছেন। “চ”-শব্দের সার্থকতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ নিজে পর্য্যন্ত বিস্মিত হন, এবং (চ) অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের মৎস্যাদি-অবতারগণ, পরব্যোমের নারায়ণাদি স্বরূপগণ (দ্বিজাত্মজামে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ইত্যাদি দশমস্কন্ধ ৮৯ অঃ ৫৮ শ্লোক), এমন কি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ-পর্য্যন্ত (যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ-ইত্যাদি শ্রীভা.) ঐ রূপের দ্বারা আকৃষ্ট হন।

কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম—অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এবং পরব্যোম। **তাহাঁ**—ঐ ব্রহ্মাণ্ডে এবং পরব্যোমে। **স্বরূপগণ**—ভগবৎ-স্বরূপগণ; ব্রহ্মাণ্ডে মৎস্য-কূর্ম্মাদি-অবতারগণ এবং পরব্যোমে নারায়ণাদি। **বলে হরে মন**—বলপূর্ব্বক মনকে হরণ করে; স্ববশে রাখার জন্য শত চেষ্টা করিলেও নারায়ণাদি নিজ মনকে স্ববশে রাখিতে পারেন না, তাঁহাদের মন শ্রীকৃষ্ণ-রূপেই আকৃষ্ট হইয়া যায়, এমনি তাঁহার রূপমাধুর্য্য।

চড়ি গোপী-মনোরথে মন্মথের মন মথে, জিনি পঞ্চশরদর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
নাম ধরে 'মদনমোহন'। রাস করে লঞা গোপীগণ ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পতিব্রতা-শিরোমণি—পতিই ব্রত যে রমণীর, তিনি পতিব্রতা। ব্রত যেমন সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে অবশ্যপালনীয়, একনিষ্ঠভাবে পতিসেবাও তদ্রূপ যাঁহার সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এক মুহূর্ত্তের জন্যও যিনি এই পতিসেবা-ব্রত হইতে চ্যুত হন না, দৈবদুর্বিপাকে সেবাব্রত হইতে মুহূর্ত্তের জন্য চ্যুতির কল্পনাও ব্রতভঙ্গ-পাপের তুল্য যাঁহার চিত্তকে শতবৃশ্চিকদংশনবৎ যাতনাগ্রস্ত করে, তিনিই পতিব্রতা; এইরূপ পতিব্রতাদিগের শিরোমণি—এইরূপ পতিব্রতাগণও যাঁহার পাতিব্রত্যগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজেদের গৌরব ও আদর্শের বস্তুরূপে মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হইতে বাসনা করেন, তিনিই পতিব্রতা-শিরোমণি। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণই এইরূপ পতিব্রতা শিরোমণি—তাঁহারা স্বীয় পতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী, নিয়ত তাঁহার চরণসেবায় রত; অন্য কোনও বিষয়ই তাঁহাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না; ইহা ধ্রুবসত্য, যেহেতু, ইহা শ্রুতির উক্তি। কিন্তু এমন যে লক্ষ্মীগণ, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন—এমনি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য। ইহাও যোগমায়ার শক্তির একটি পরিচয়।

বেদ-বাণী—শ্রুতির উক্তি; সুতরাং অভ্রান্ত এবং সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য।

৮৯। গোপীগণের কামগন্ধহীন নির্ম্মল প্রেমের বশীভূত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে রাসক্রীড়ায় কন্দর্পের মনকে মথিত করেন বলিয়া তাঁহার নাম মদনমোহন।

চড়ি গোপী-মনোরথে—গোপীদিগের মনোরূপ রথে চড়িয়া। রথের যে দিকে গতি হয়, রথের আরোহীকেও সেই দিকেই যাইতে হয়, রথের গতির বিপরীত দিকে যাওয়ার তাঁহার কোনও শক্তিই থাকে না, এ বিষয়ে তাঁহাকে রথের অধীন হইয়াই থাকিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের মনোরূপ রথে আরোহণ করিয়াছেন, গোপীদিগের মনের যে দিকে গতি হয়, তাঁহাকেও সেই দিকেই যাইতে হইবে। স্বতন্ত্র-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে গোপীদিগের বশ্যতা স্বীকার করিলেন কেন? তাঁহাদের অকৈতব নির্ম্মল প্রেমের প্রভাবেই তিনি এই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক, রথ নিজের ইচ্ছায় চলে না, সারথি রথকে চালাইয়া নিয়া যায়; আরোহী যাহাতে গন্তব্যস্থানে যাইতে পারেন, সেই ভাবেই সারথি রথকে চালিত করে। এস্থলে গোপীরাই তাঁহাদের মনোরূপ রথের সারথি, আর রাস লীলারসই আরোহী শ্রীকৃষ্ণের কাম্য বস্তু, বা গন্তব্য স্থান (সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের হয় রাসলীলা। রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা। ২।৮।৮৫ ॥)। আরোহী গন্তব্যস্থানটী মাত্র বলিয়া দেন, সারথি অনেক সময় নিজের ইচ্ছামত অনুকূল পথে রথকে নিয়া যায়। সারথিরূপা গোপীগণও রাসলীলার অনুকূল ও লীলারসের পরিপোষক বিবিধ বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাসনাপূর্ত্তি করিতেছেন। রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ যেন রসের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, গোপীদিগের প্রেমের তরঙ্গে তিনি ভাসিয়া চলিয়াছেন, চলিতে চলিতে রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রেমসমুদ্রে গিয়া ডুবিয়া পড়িতেছেন।

রাধাপ্রেম ও কৃষ্ণমাধুর্য্য এই দুইটি অপূর্ব্ব বস্তুর স্বভাবও বড় অপূর্ব্ব। মাধুর্য্য-সিন্ধুর দর্শনে প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠে, আবার প্রেমসিন্ধুর দর্শনেও মাধুর্য্যসিন্ধু উথলিয়া উঠে। "যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেমদর্পণ। তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে অনুক্ষণ। আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে। এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥ মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে—কেহ নাহি হারি। ১।৪।১২২-২৪॥" শ্রীরাধার প্রেম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের এই বর্দ্ধিত মাধুর্য্য দেখিয়া, শ্রীরাধার প্রেম আরও বর্দ্ধিত হয়, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আরও বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে বাড়িতে বাড়িতে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, তাহা দেখিয়া মদন—যে মদন, স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যদ্বারা সকলকে মুগ্ধ করে, যে মদন অপর কাহারও সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে কখনও

নিজ সম সখাসঙ্গে,   গোগণ-চারণ-রঙ্গে,
 বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
যাঁর বেণুধ্বনি শুনি,   স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
 পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মুগ্ধ হয় না—সেই মদন পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া যায়। এইরূপে মদনকে মোহিত করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম মদনমোহন; এই মদনমোহনরূপটি কিন্তু বৃষভানুসুতা-যুত শ্যাম-সুন্দর রূপ; বৃষভানুসুতার সান্নিধ্য না পাইলে, মদনকে মোহিত করা ত দূরের কথা, বিশ্বমোহন শ্যামসুন্দর নিজেই মদন কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া যায়েন। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদন-মোহিতঃ॥ গোবিন্দলীলামৃত। ৮।৩২॥" প্রেমময়ী-শ্রীরাধার প্রেম-শশধরব্যতীত, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-সিন্ধুকে আর কে এমনভাবে উচ্ছ্বসিত করিতে পারে, যাতে মদন পর্য্যন্ত মোহিত হইবে?

এই অর্দ্ধ-ত্রিপদীর মর্ম্ম এই—যে বাসনা-সিদ্ধির জন্য গোপীগণ কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সেই বাসনাপূরণের জন্য (সুতরাং তাঁহাদের বাসনাদ্বারা পরিচালিত হইয়া, অথবা তাঁহাদের মনোরথে চড়িয়া) শ্রীকৃষ্ণ রাসকেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন; রাসকেলিতে শ্রীরাধাপ্রমুখা গোপীগণের সঙ্গের প্রভাবে অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, তাহা দেখিয়া মদন মোহিত হইয়া গেলেন। "যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ। যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥ শ্রীভা. ১০।২২।২৭॥"

এ-স্থলে যে মদনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি অপ্রাকৃত মদন—প্রদ্যুম্ন; (১।৫।২২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। বৃন্দাবনে প্রাকৃত মদনের প্রবেশ নাই। মন্মথ—মনকে যে মথিত বা মোহিত করে; মদন, কামদেব। **পঞ্চশর**—কামদেব। সম্মোহন, মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ার্থকে কামদেবের পাঁচটী শর বা বাণ বলে। **জিনি পঞ্চশরদর্প**—সমস্ত জগৎকে মোহিত করার দরুণ কামদেবের যে গর্ব্ব হইয়াছে, সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া। **স্বয়ং নবকন্দর্প**—মদনমোহন নিজে নবকন্দর্প (কামদেব)-রূপে গোপীদিগকে লইয়া রাস করিলেন। মদনমোহন বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন-মদন। ইনিই গোপীগণকে লইয়া রাস করেন। ইহাতে ইহা সূচিত হইতেছে যে, রাস-ক্রীড়ায় প্রাকৃত কামক্রিয়ার গন্ধমাত্রও নাই; প্রাকৃতকাম গোপীদিগের চিত্তকে স্পর্শও করিতে পারে না। এই রাসক্রীড়াতে বরং মদন মোহিতই হইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় কামবিজয়ই ঘোষিত হইতেছে। "রাসক্রীড়া-বিড়ম্বনং কামবিজয়খ্যাপনায়েত্যেব তত্ত্বম্। শ্রীধর স্বামী।"

৯০। **নিজসম সখাসঙ্গে**—বেশে, ভূষায়, বয়সে ও ব্যবহারাদিতে নিজের তুল্য সখাগণের সঙ্গে বৃন্দাবনে গোচারণ-রঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যথেচ্ছভাবে বিহার করিতেছেন। **যাঁর বেণুধ্বনি ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া বৃন্দাবনের স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধ প্রাণীরই প্রেমভরে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক-বিকার উদিত হইত। **স্থাবর**—বৃক্ষ, লতা, নদী, পাহাড় প্রভৃতি; শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ২১শ অধ্যায়ে "গোপ্যঃ কিমাচরদিত্যাদি" (৯ম) শ্লোকে হ্রদিনী ও তরুগণের; ৩৫শ অধ্যায়ে "বনলতাস্তরব আত্মনি"-ইত্যাদি ৯ম শ্লোকে বনলতা ও বৃক্ষসমূহের, বেণুনাদশ্রবণে সাত্ত্বিক ভাবোদয়ের উল্লেখ দেখা যায়।

জঙ্গম—পশু, পক্ষী, দেব, মনুষ্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ২১শ অধ্যায়ে "বৃন্দাবনং সখি ভুবোবিতনোতি" ইত্যাদি (১০ম)-শ্লোকে ময়ূরদিগের, ৩৫শ অধ্যায়ে "সরসিসারসহংসবিহঙ্গ" ইত্যাদি (১১শ)-শ্লোকে এবং ২১শ অধ্যায়ে "প্রায়োবতাম্ব" ইত্যাদি (১৪শ)-শ্লোকে, সারস-হংসাদি পক্ষিগণের; ২১শ অধ্যায়ে "ধন্যাঃ স্ম মূঢ়-গতয়োঽপি" ইত্যাদি (১১শ)-শ্লোকে এবং ৩৫শ অধ্যায়ে "বৃন্দশো ব্রজবৃষা" ইত্যাদি (৫ম)-শ্লোকে ও কণিতবেণুরব"-ইত্যাদি (১৯শ)-শ্লোকে গোবৎস-বৃষ-মৃগাদির, "ব্যোমযানবনিতা"-ইত্যাদি (৩য়)-শ্লোকে সিদ্ধাঙ্গনাদিগের, ২১শ অধ্যায়ে "কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য" ইত্যাদি (১২শ)-শ্লোকে বিমানচারিণী দেবীদিগের, ৩৫শ অধ্যায়ে "সবনশস্তদুপধার্য্য-

মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তভি,
পিতাম্বর বিজুরীসঞ্চার।
কৃষ্ণ নবজলধর, জগৎ-শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার ॥ ৯১

মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক—ব্যাসের নন্দন।
স্থানে-স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে,
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ ॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুরেশাঃ” ইত্যাদি (১৫শ) শ্লোকে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি সুরেশ্বরগণের বেণুনাদশ্রবণে সাত্ত্বিক ভাবোদয়ের উল্লেখ দেখা যায়। “চর-স্থাবরয়োঃ সান্দ্রপরমানন্দমগ্নয়োঃ ভবেদ্ ধর্ম্মবিপর্য্যাসো যস্মিন্ ধ্বনিতে মোহনে। ল. ভা. ৫৩৩।”

৯১। **বকপাঁতি**—বকের পংক্তি (শ্রেণী) তুল্য। **ইন্দ্রধনু**—আকাশে সময়ে সময়ে যে নানাবর্ণে রঞ্জিত রামধনু দেখা যায়, তাহা। **পিঞ্ছ**—শিখিপুচ্ছ। **বিজুরী**—বিদ্যুৎ। **নবজলধর**—নূতনমেঘ।

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ নব-জলধরের মত স্নিগ্ধ শ্যামল ; এজন্য নবজলধরের সঙ্গে তাঁহার উপমা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মেঘ ; মেঘ যেমন জল বর্ষণ করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি লীলারূপ অমৃত বর্ষণ করেন। মেঘের বৃষ্টিধারা পাইয়া যেমন শস্যাদি সঞ্জীবিত ও বর্দ্ধিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃতধারা পাইয়াও জগদ্বাসী জীবসমূহের শ্রদ্ধাভক্তি-প্রীতি সঞ্জীবিত ও বর্দ্ধিত হয়। মেঘ উদিত হইলে আকাশে শ্বেত বকশ্রেণী উড়িয়া যাওয়ার সময় যেমন অতি রমণীয় দেখায়, শ্রীকৃষ্ণরূপ নবজলধরের বক্ষঃস্থলেও দোলায়মান শ্বেতমুক্তার মালা অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়া থাকে। নবমেঘের উদয়ে আকাশে ইন্দ্রধনু দেখা দেয় ; শ্রীকৃষ্ণরূপ নবমেঘেও নানাবর্ণে বিভূষিত তাঁহার চূড়াস্থিত শিখিপুচ্ছ ইন্দ্রধনুর ন্যায়ই শোভা পাইতেছে। নবমেঘে সৌদামিনী শোভা পায়, কৃষ্ণ নবজলধরেও তাঁহার পীতবসনরূপ সৌদামিনী (বিজুরী) শোভা পাইতেছে। **নবজলধর**—অভিনব, এক অতি নূতন রকমের মেঘ। শ্রীকৃষ্ণরূপ জলধরের মধ্যে সাধারণ মেঘ অপেক্ষা একটা অপূর্ব্ব নূতনত্ব একটা বিশেষত্ব আছে ; তাহা এই :—জলধর জল বৃষ্টি করে ; কৃষ্ণ লীলারূপ মেঘ অমৃত বৃষ্টি করেন। পার্থক্য এই যে, অধিক সময় জলবৃষ্টি-ধারায় থাকিলে জীবের রোগ হয় ; কিন্তু লীলামৃতবৃষ্টিধারা যত বেশী ভোগ করা যায়, ততই জীবের শারীরিক ও মানসিক রোগ—এমন কি, ভব-যন্ত্রণা পর্য্যন্ত দূরীভূত হইতে থাকে। জলবৃষ্টি-ধারায় মৃতশস্য জীবিত হয় না, অমৃত-ধারায় জীবের মৃতপ্রায় স্বরূপ এবং ভক্তি ও প্রীতি সঞ্জীবিত হইয়া থাকে। জলধারার অতিবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হয়, লীলামৃতধারার অতি বৃষ্টিতে জীবের স্বরূপ, ভক্তি, প্রীতি আরও পুষ্টিলাভ করে। সাধারণ মেঘে, ইন্দ্রধনু ক্ষণকালস্থায়ী ; কৃষ্ণরূপ-মেঘে শিখিপুচ্ছরূপ ইন্দ্রধনু নিত্য শোভা পায়। মেঘে বিজুরী চঞ্চলা, কৃষ্ণমেঘে পীতবসনরূপ স্থির বিজুরী নিত্য শোভা পায়। **জগৎ-শস্য**—জগদ্বাসী জীবরূপ শস্য।

৯২। **মাধুর্য্য**—মাধুর্য্য চারি প্রকার ; ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য বা বিগ্রহমাধুর্য্য। এই চতুর্ব্বিধ মাধুর্য্য ব্রজেই বিরাজমান।

ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের যে প্রভাবের দ্বারা ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি অভিমানি-দেবতাগণের অভিমানও চূর্ণ হইয়া যায়, সেই প্রভাবের নামই ঐশ্বর্য্য ; “ব্রহ্মাদ্যভিমানিপরিভাবকঃ প্রভাবোহি ঐশ্বর্য্যম্—বলদেববিদ্যাভূষণ”। আর, সমস্ত অবস্থায় চেষ্টাসমূহের যে চারুলতা বা মনোহারিত্ব, তাহার নাম মাধুর্য্য ; মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা—উজ্জ্বল-নীলমণি অনুভাবপ্রকরণ ৬৪ ॥” ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত লীলায় ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সমস্ত লীলাতেও তাঁহার কার্য্যের, ভঙ্গীর এবং রূপের মনোহারিত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি ঐশ্বর্য্যশক্তিদ্বারা পুতনার প্রাণ বিনাশ করিলেন ; কিন্তু কোনওরূপ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রয়োগ করিলেন না ; দুগ্ধপোষ্য শিশু মায়ের কোলে বসিয়া যে ভাবে স্তন পান করে, শ্রীকৃষ্ণও ঠিক সেই ভাবেই পুতনার কোলে বসিয়া স্তনপান করিতেছিলেন ; তখন তাঁহার মুখের ভঙ্গীদ্বারাও এমন কিছু বুঝা যায় নাই, যে তিনি পুতনার প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার স্তনযুগলে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন (ইহা চেষ্টার চারুতারূপ মাধুর্য্য) ; তখনও তাঁহার মুখখানা মনপ্রাণাকর্ষি অপরূপ সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তায় মণ্ডিত। ঐশ্বর্য্য-প্রকাশকালেও শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা ও রূপের অপূর্ব্ব চারুতার—মাধুর্য্যের ইহা একটী দৃষ্টান্ত। পুতনায়

জীবনলীলা সাঙ্গ হইল, তাহার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল ; বিরাট ও বিকট মূর্ত্তিতে পূতনা ধরাশায়িনী হইল ; কিন্তু তাহা দেখিয়াও শিশু-কৃষ্ণের ভয় নাই, তাঁহার শিশুদেহ-সুলভ লাবণ্য, চপলতা, অকুতোভয়তা পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল ; তিনি নির্ভয়ে পূতনার বিশাল বক্ষঃস্থলে খেলা করিতে লাগিলেন, যেন কোনও ঘটনাই ঘটে নাই, যেন তিনি যশোদামাতার অঙ্গনেই খেলা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সময়ের চেষ্টা বড়ই মধুর ; আর তাঁহার এই মধুর চেষ্টা ও রূপ দেখিয়া এবং আসন্ন বিপদ হইতে ভাগ্যক্রমে তিনি রক্ষা পাইয়াছেন দেখিয়া পিতামাতা এবং গুরুবর্গের মধুর বাৎসল্য-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে যে পূতনারাক্ষসী বিনষ্ট হইল, এই ভাব কাহারও মনে জাগ্রত হয় নাই—এবং তাঁহার এই ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কাহারও প্রীতিও সঙ্কুচিত হয় নাই। বরং যশোদামাতা নরশিশুর ন্যায় তাঁহার রক্ষাবন্ধন করিতে লাগিলেন। ব্রজেন্দ্রনন্দনের ঐশ্বর্য্য—কি ব্রজেন্দ্রনন্দন, কি তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিকরবর্গ—সকলকেই মাধুর্য্য-মণ্ডিত করিয়া থাকে এবং তাঁহার নরলীলাকে অতিক্রম না করিয়াই ইহা প্রকটিত হয় ; নারদ বলিয়াছেন—"হে কৃষ্ণ ! তুমি দ্বারকানাথরূপে চক্রপাণি হইয়া চক্রদ্বারাও যে সকল দৈত্য বিনাশ করিতে পার নাই, তাহাদিগকে কিন্তু অভিনব বাল্যলীলায় নিহত করিয়াছ। হে হরে ! তুমি মিত্রবর্গের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যদি একবার ভ্রূভঙ্গী বিস্তার কর, তাহা হইলে আকাশস্থ ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ ভয়ে কম্পিত হইতে থাকেন—"যে দৈত্যা দুঃশকা হন্তুং চক্রেণাপি রথাঙ্গিণা। তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ ! নব্যয়া বাল্যলীলয়া ॥ সার্দ্ধং মিত্রৈর্হরে। ক্রীড়ন্ ভ্রূভঙ্গং কুরুষে যদি। সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ কম্পতে খস্থিতাস্তদা ॥ ল. ভা. কৃ. ৫২৯। ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।" শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তবধ, কালীয়দমন, অঘাসুর-বকাসুর-বধ, ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ, গোবর্দ্ধন-ধারণ, ব্রহ্মমোহন প্রভৃতি প্রত্যেক ব্রজলীলাতেই ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়াছে ; কিন্তু ঐশ্বর্য্য-প্রকটন কালেও তিনি ঐশ্বর্য্য-প্রকাশক কোনও অদ্ভুত ভয়ঙ্কর রূপ বা ভাব অঙ্গীকার করেন নাই ; তাঁহার সহজভাবে, সহজ নরলীলা রক্ষা করিয়া, তিনি ঐ সকল লীলা করিয়াছেন ; তাঁহার পূর্ণ-মাধুর্য্যের অন্তরালে থাকিয়া, মাধুর্য্যদ্বারা যেন আত্মগোপন করিয়াই তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি ক্রিয়া করিয়াছে ; ইহা তাঁহার ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্য ; ইহা একমাত্র ব্রজেরই সম্পত্তি।

ঐশ্বর্য্য সাধারণতঃ মধুর বা আস্বাদনযোগ্য হয় না। কারণ, ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ভীতি, গৌরব, রূঢ়তা প্রভৃতি জড়িত থাকায় প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, আস্বাদকের পক্ষে আস্বাদন-যোগ্যতা নষ্ট হইয়া যায় ; প্রেমরসের নির্য্যাস-স্বরূপ সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাব অন্তর্হিত হইয়া যায়। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখাইলেন, তাহাতে অর্জ্জুনের সখ্য রস শুষ্ক হইয়া গেল, সখ্য ত্যাগ করিয়া গৌরব-বুদ্ধিতে, পরমেশ্বর-জ্ঞানে তিনি করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়া পূর্ব্বকৃত সখ্যমূলক কার্য্যাদির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মথুরায় কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাত্মক চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়া দেবকী-বসুদেব তাঁহাদের নবজাত শিশুর স্তব করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের বাৎসল্য অন্তর্হিত হইল ; কংসবধের পরে কৃষ্ণ বলরাম যখন দেবকী বসুদেবকে দণ্ডবৎ করিলেন, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁহাদের ভয় হইল ; পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ করিতেছেন !! বাৎসল্য আর সেখানে টিকিতে পারিল না। রুক্মিণীকে পরিহাস করিবার জন্য দ্বারকায় যখন শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরমাত্মত্ব, নির্ব্বিকারত্ব ও নির্ম্মমত্ব খ্যাপন করিলেন, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন ভাবিয়া রুক্মিণী ভয়ে ব্যাকুল হইলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি বিবর্ণা ও কৃশা হইয়া গেলেন, তাঁহার হাত হইতে বলয়-কঙ্কণ খসিয়া পড়িল, তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, তাঁহার মধুর কান্তাপ্রেম দূরে সরিয়া পড়িল। সুতরাং দ্বারকার ঐশ্বর্য্য মধুর বা আস্বাদ্য নহে। কিন্তু ব্রজে ইহার বিপরীত ; ব্রজে পূর্ণমাত্রায় ঐশ্বর্য্য আছে, ঐশ্বর্য্যের বিকাশ অন্য ধাম অপেক্ষা ব্রজে অনেক বেশী ; কিন্তু ব্রজের ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ভীতি, গৌরব-বুদ্ধি বা রূঢ়তাদি মিশ্রিত নাই ; এজন্য ব্রজের ঐশ্বর্য্য প্রীতি সঙ্কুচিত হয় না ; বরং প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া, ভাবের পুষ্টিই সাধিত করে, তাতে আস্বাদনযোগ্যতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাই ব্রজের ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্য। অঘাসুর-বকাসুর-বধ, দাবানল-ভক্ষণাদি লীলায় সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে অর্জ্জুনের ন্যায় তাঁহাদের সখ্যভাব বিশুষ্ক হইয়া যায় নাই ; তাঁহারা স্কন্ধারোহণাদি-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ধৃষ্টতা-জনিত অপরাধ-খণ্ডনের জন্য একদিনও শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করেন নাই—শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়ার লোভও তাঁহারা বিসর্জন দেন নাই—এমন কি, ঐ সব যে তাঁহাদের সখা—নন্দ-মহারাজের ছেলে গোপালের শক্তিতে হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা মনে করিতে পারেন নাই; তাঁহারা ভাবিয়াছেন—শ্রীনারায়ণের অনুগ্রহেই, অথবা অন্য কোনও অচিন্ত্য ও অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবেই তাঁহারা ও তাঁহাদের প্রাণ-কানাই নানাবিধ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন। শঙ্খচূড়বধ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তাভাব সঙ্কুচিত হয় নাই—অসুর-সংহারাদি লীলাদর্শন করিয়াও কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভগবদ্‌ভাব স্ফুরিত হয় নাই; বরং ঐ সব লীলায় শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ব ভাব-সমুদ্র আরও উদ্বেলিত হইয়াছে মাত্র। এইরূপে ব্রজের প্রত্যেক লীলাতেই ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়াছে; কিন্তু সেই ঐশ্বর্য্যের ফলে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-পরিকরদের মধ্যে কাহারও মনেই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান উন্মেষিত হয় নাই; সুতরাং কাহারও ভাব এবং প্রীতি সঙ্কুচিত হয় নাই, বরং পরিপুষ্টি লাভই করিয়াছে। ইহাই ব্রজের ঐশ্বর্য্যের বিশেষত্ব, ইহাই ব্রজের ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্য। ব্রজের ঐশ্বর্য্যের প্রত্যেক অণু-পরমাণু মাধুর্য্যমণ্ডিত, প্রত্যেক অণু-পরমাণু মাধুর্য্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। অম্ল স্বতঃ আস্বাদ্য নহে; কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মিষ্ট যোগ হইলে যেমন অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় স্বাদুতা লাভ করে, ব্রজের ঐশ্বর্য্যও তদ্রূপ।

লীলামাধুর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের লীলার মধুরতা বা আস্বাদ্যতা। ব্রজলীলার মাধুর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা দর্শন করিবার জন্য গন্ধর্ব্বগণ এবং দেবতাগণও লালায়িত (যং মন্যেরন্ নভস্তাবদিত্যাদি, ততোদুন্দুভয়োর্নে-দুরিত্যাদি; শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।৩৩।৩-৪।); নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী ব্রজলীলার মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠের সুখভোগ ত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন (যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা—শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।১৬।৩৬)। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার কথা স্মরণ করিয়া মথুরা নাগরীগণ গোপীদিগের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন; (পুণ্যা বত ব্রজভুবো ইত্যাদি; দোহনেঽবহননে ইত্যাদি; প্রাতর্ব্রজাদ্‌ব্রজত ইত্যাদি; শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।৪৪।১৩-১৬)। শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণও ব্রজের রাসাদিলীলার এবং তত্রত্যলীলা পরিকরদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন (বৃহদ্ভাগবত ১।৭।৭০-৭২); এমন কি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় অবস্থান-কালেও তাঁহার ব্রজলীলার কথা শয়নে-স্বপনে-জাগরণে চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইতেন (বৃহদ্ভাগবত ১।৬।৩৯,৪০,৪১,৪৩); স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন, ব্রজলীলার মত মধুর লীলা তাঁহার অন্য কোনও ধামে নাই, "বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার। করিমু সে সব লীলা যাতে মোর চমৎকার। ১।৪।২৫॥" এই লীলা-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজগোপীগণ ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দেহ, গেহ, আত্মীয়, স্বজন সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন (যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ইত্যাদি। শ্রীভা. ১০।৪৭।৬১॥)। লীলাপুরুষোত্তম্ শ্রীভগবানের নানাবিধ মনোহারিণী লীলা থাকিলেও ব্রজের রাসাদিলীলার এত মাধুর্য্য যে, তাহার স্মরণে তিনি নিজেই ব্যাকুল হইয়া পড়েন। "সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ। ল. ভা. কৃ. ৫৩১॥" বেণুমাধুর্য্য—পূর্ব্ববর্ত্তী ৯০ ত্রিপদীতে "বেণুধ্বনি"-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২১শ ও ৩৫শ অধ্যায়ে বেণুমাধুর্য্যের গুণকীর্ত্তন দ্রষ্টব্য।

রূপমাধুর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময়; "যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন, সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ। কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, তা-সভার বলে হরে মন। ২।২১।৮৪,৮৮॥" শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়া পতিব্রতা-শিরোমণিগণ পর্য্যন্তও আর্য্যপথ হইতে বিচলিত হইয়াছেন, পশুপক্ষী-তরুলতা পর্য্যন্ত সাত্ত্বিক-ভাব ধারণ করিয়াছে; (কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত ইত্যাদি; ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং ইত্যাদি; শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।২৯।৪০)। নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী ঐ রূপ মাধুর্য্য আস্বাদনের যোগ্যতালাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন (যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।১৬।৩৬॥)।" শ্রীমদ্‌ভাগবতের "গোপ্যস্তপঃ কিমাচরন্

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ইত্যাদি ১০।৪৪।১৪", "যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-ভ্রাজৎকপোলসুভগম্ ইত্যাদি ৯।২৪।৬৫", "অটতি যদ্ভবানহ্নি-কাননং ইত্যাদি ১০।৩১।১৫," বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং ইত্যাদি ১০।২৯।৩৯॥" শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের "সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গ ইত্যাদি ৮।৩", "নবাম্বুদলসদ্দ্যুতিঃ ইত্যাদি ৮।৪", "হরিন্মণি-কবাটিকা ইত্যাদি ৮।৭"—বহু শ্লোকে ও অন্যান্য গ্রন্থের বহুস্থানে শ্রীকৃষ্ণরূপের মাধুর্য্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই রূপের এমনি আকর্ষণী শক্তি যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত নিজের রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকেন, এবং তাহা আস্বাদনের জন্য প্রলুব্ধ হয়েন। "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে। ২।২১।৮৬॥", "কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল। ১।৪।১২৮॥"

মাধুর্য্য ভগবত্তাসার—ভগবত্তার সার বা প্রাণই মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য নহে। আধিপত্য, অন্যের বশীকরণযোগ্যতা, করুণা প্রভৃতি দ্বারাই ভগবত্তা সূচিত হয়। এই সমস্ত বিষয়ে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই শক্তি বেশী। ঐশ্বর্য্যমূলক ক্ষমতাদিদ্বারাও অন্যের উপর আধিপত্য করা চলে, অন্যে ঐ আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতেও বাধ্য হয়; কিন্তু ঐশ্বর্য্য লোকের দেহের উপরই আধিপত্য করিতে সমর্থ, সকল সময়ে মনের উপর আধিপত্য করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য আংশিক; কিন্তু মাধুর্য্যের আধিপত্য পূর্ণ; দেহের ও মনের—উভয়ের উপরই মাধুর্য্যের পূর্ণ আধিপত্য। করুণা ও মাধুর্য্য দেহ ও মন উভয়কেই বশীভূত করিতে পারে। মাধুর্য্যের এমনি শক্তি যে, জীব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই মাধুর্য্যের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে এবং এই আত্মসমর্পণে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে। ঐশ্বর্য্যের এই মহিমা থাকিতে পারে না; ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ভীতি ও সঙ্কোচ আছে, মাধুর্য্যে ভীতি নাই, আছে স্বতঃসিদ্ধ মমতাধিক্য; সঙ্কোচ নাই, আছে উন্মুক্ত প্রাণের আনন্দ-লহরী। তাই জীব মাধুর্য্যের আধিপত্য ও বশ্যতা সানন্দ ও নিঃশঙ্ক চিত্তে শিরোধার্য্য করিয়া ধন্য হইতে বাসনা করে। আবার মাধুর্য্যের এমনি শক্তি যে, ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত ইহার আধিপত্য শিরোধার্য্য করিয়া থাকে, মাধুর্য্যের সাক্ষাতে, ঐশ্বর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া দূরে পলায়ন করে। দামবন্ধন-লীলায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রতাপে প্রতিবারেই দুই-অঙ্গুলি রজ্জু কম হইতে লাগিল; যশোদা-মাতা কোনও মতেই আর গোপালকে বাঁধিতে পারিতেছেন না। পরে মায়ের শ্রান্তি ও ক্লান্তি দেখিয়া গোপালের মনে যখন দুঃখ ও আক্ষেপের সঞ্চার হইল, তন্মুহূর্ত্তেই মাধুর্য্য (করুণা)-শক্তির আবির্ভাবে ঐশ্বর্য্য দূরে—বহুদূরে—পলায়ন করিল; তন্মুহূর্ত্তেই মায়ের হাতে গোপাল বাঁধা পড়িলেন। আবার কুঞ্জমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ (ঐশ্বর্য্যাত্মক) চতুর্ভুজ হইয়া যখন শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গে রহস্য করিতে কৌতূহলী হইয়াছিলেন, তখন শত চেষ্টা এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও মহাভাব-স্বরূপিণী শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়ী শ্রীরাধার সাক্ষাতে নিজের চতুর্ভুজত্ব রক্ষা করিতে পারিলেন না, দ্বিভুজ হইয়া গেলেন; মাধুর্য্যের সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্য এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারিল না। অপার ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত মাধুর্য্যের বশীভূত; দামবন্ধনাদি-লীলা, কি রাই-রাজা-আদি লীলা, কিম্বা, "বাচা সূচিত-শর্ব্বরী। ভ. র. সি. ২।১।২২৪।" ইত্যাদি, "কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাদিত্যাদি॥ গো. লী. ৮।৭৭॥" "অপরিকলিত-পূর্ব্বঃ॥ ললিত মা॥ ৮।৩২॥" ইত্যাদি, "ন পারয়েঽহং॥ শ্রীভা. ১০।৩২।২২॥" ইত্যাদি শ্লোকই ইহার প্রমাণ।

বিষয়টীর একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাউক।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই ঐশ্বর্য্য হইল তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাস বা অভিব্যক্তি-বিশেষ। "ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বিলাস॥" এবং "চিচ্ছক্তি-সম্পত্তের ষড়ৈশ্বর্য্য নাম॥ ২।২১।৭৭॥" পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি তাঁহাতে অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য বিরাজিত; সুতরাং চিচ্ছক্তির বিলাস ঐশ্বর্য্যও তাঁহাতে নিত্য বিরাজিত। যে স্থলে সর্ব্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ, ব্রহ্মত্বের বা ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ সে-স্থলে ঐশ্বর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ। সুতরাং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আবার, শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ। আনন্দ স্বতঃই মধুর। চিচ্ছক্তির প্রভাবেই মধুর আনন্দ আস্বাদন-চমৎকারিত্বময়-রসরূপে অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত; সুতরাং রস-স্বরূপ ব্রহ্ম পরম-মধুর। আবার চিচ্ছক্তির প্রভাবেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের মাধুর্য্য উচ্ছ্বসিত ও তরঙ্গায়িত হইয়া অপূর্ব্ব চমৎকারিত্বময় আস্বাদ্যত্ব ধারণ করে, মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। আনন্দরূপে ব্রহ্মের মাধুর্য্য যখন তাঁহার স্বরূপগত—সুতরাং নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য এবং যে চিচ্ছক্তির প্রভাবে সেই মাধুর্য্য পরম-আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করে, সেই চিচ্ছক্তিও যখন তাঁহার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ভাবে নিত্য বিরাজিত, তখন স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে, তাঁহার মাধুর্য্যও তাঁহাতে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে নিত্য বিরাজিত। যে-স্থলে সর্ব্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশে ব্রহ্মত্বের বা ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ, সে-স্থলে মাধুর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ। সুতরাং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ।

এইরূপে দেখা গেল—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ এবং মাধুর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ। এক্ষণে বিচার করিতে হইবে—পূর্ণতম-বিকাশময় ঐশ্বর্য্য এবং পূর্ণতম বিকাশময় মাধুর্য্য, এই দু'য়ের মধ্যে কাহার প্রাধান্য? কাহার প্রভাব বেশী?

এই প্রভাব বা প্রাধান্য নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে—কে কাহার আনুগত্য করে? কে কাহার সেবা করে? যদি দেখা যায়, মাধুর্য্যই ঐশ্বর্য্যের আনুগত্য করে—সেবা করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ঐশ্বর্য্যের প্রভাবই বেশী। আর যদি দেখা যায়, ঐশ্বর্য্যই মাধুর্য্যের আনুগত্য করে—সেবা করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মাধুর্য্যেরই প্রভাব বেশী। ব্রজলীলা-দ্বারাই ইহার বিচার করিতে হইবে; যেহেতু, ব্রজলীলাতেই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এতদুভয়ের পূর্ণতম বিকাশ, ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তার পূর্ণতম অভিব্যক্তি।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই শুদ্ধমাধুর্য্য-রস আস্বাদন করেন; তাহাতেই তাঁহার রসিক-শেখরত্বের পরাকাষ্ঠা। নিবিড়ভাবে রস আস্বাদন করিতে হইলে, যাঁহারা রসের পাত্র, সম্যক্‌রূপে তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়; নতুবা রস আস্বাদন সম্ভব নয়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ চারি ভাবের রস আস্বাদন করেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই চারি ভাবের পরিকরগণই এই চারি রসের আধার; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমরস নির্য্যাসই আস্বাদন করেন এবং এই চারিভাবের পরিকরদের নিকটেই তাঁহার বশ্যতা। এই বশ্যতা হইতেছে একমাত্র প্রেমবশ্যতা। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী॥ শ্রুতিঃ॥" প্রেমবশ্যতা বলিয়া ইহা পীড়াদায়ক নয়, পরন্তু পরম লোভনীয়, পরম আনন্দদায়ক। পরিকরদের প্রেমের গাঢ়তার তারতম্য অনুসারে এই বশ্যতারও তারতম্য হইয়া থাকে; ব্রজের সকল রকমের বশ্যতাই নিবিড়; বশ্যতার তারতম্য হইতেছে কেবল নিবিড়তার তারতম্য। ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান—অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমত্তার, পূর্ণতার, সর্ব্বজ্ঞত্বের জ্ঞান—অক্ষুণ্ণ থাকিলে বশ্যতা সম্ভব নয়। পরিকরদের নিকটে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেমবশ্যতাই সূচিত করিতেছে যে, তাঁহার নিজের ঈশ্বরত্বের কথা তিনি ভুলিয়া আছেন। কোনও জিনিসকে যদি কেহ ভুলিয়া যান, তাহাতে ইহা বুঝা যায় না যে, সেই জিনিসটীর অস্তিত্বই লোপ পাইয়াছে; অস্তিত্বের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে—ইহাই বুঝায়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাঁহার ঈশত্বের বা ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে; তিনি যে ঈশ্বর, স্বয়ংভগবান্—ব্রজেন্দ্র-নন্দনের এই অনুভূতিটুকু নাই; তিনি নিজেকে নর বলিয়া মনে করেন; এজন্যই তাঁহার লীলাকে নরলীলা বলে। তিনি যে ঈশ্বর, তাঁহার ব্রজ-পরিকরগণের মধ্যেও এই জ্ঞানটুকু জাগ্রত নাই; থাকিলে তাঁহাদের পক্ষে প্রাণঢালা সেবা সম্ভব হইত না। নিজেদের সম্বন্ধে তাঁহাদের যেমন নর-অভিমান, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও তাঁহাদের নর-অভিমান; শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা নিজেদেরই একজন মনে করেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহাকে তাঁহারা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না।

প্রশ্ন হইতেছে—সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের ঈশরত্বের জ্ঞানকে কে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে? পারে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ প্রেম বা ভক্তি; যেহেতু, "ভক্তিরেব ভূয়সী।" শ্রীকৃষ্ণকে নিবিড়ভাবে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রস আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই ভক্তিরূপা বা প্রেমরূপা তাঁহার স্বরূপ-শক্তি ইহা করিয়া থাকেন। প্রেমের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার ব্রজ-পরিকরগণ নিজেদের এবং পরস্পরের স্বরূপের কথা ভুলিয়া আছেন। তাঁহাদের এই প্রেম-মুগ্ধত্বই রস-আস্বাদনের মূল হেতু। হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি বলিয়া এই প্রেম পরম মধুর। প্রেম-মাধুর্য্যরূপ মহাবারিধিতে সম্যক্ রূপে নিমজ্জিত হইয়াই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য এই মাধুর্য্যের সমুদ্রে যেন আত্মগোপন করিয়া আছে। একটী বোল্‌তা গাঢ় চিনির রসে নিমজ্জিত হইলে যেমন তাহার সমস্ত অঙ্গই চিনির রসে আবৃত হইয়া যায়, তাহার হুলটিও যেমন গাঢ় চিনির রসে জড়াইয়া গিয়া হুল-ফুটানের শক্তি হারাইয়া ফেলে; তদ্রূপ, মাধুর্য্য-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া মধুর হইয়া উঠে এবং তাহার ত্রাস-সঙ্কোচাদি জন্মাইবার স্বাভাবিক শক্তিকেও যেন হারাইয়া ফেলে। তাই, ব্রজের ঐশ্বর্য্যও পরম-মধুর এবং তাহা কাহারও প্রীতিকে সঙ্কোচিত করিতে পারে না। ঐশ্বর্য্যের এই অবস্থা আনয়ন করে মাধুর্য্য; তাই, এস্থলে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই বেশী প্রভাব সূচিত হইতেছে।

তিনি যে ঈশ্বর, ব্রজেন্দ্র-নন্দন তাহা মনে করেন না; সুতরাং তাঁহার যে ঐশ্বর্য্য আছে, ইহাও তিনি মনে করেন না; অর্থাৎ তাঁহার ঐশ্বর্য্যকে তিনি অঙ্গীকার করেন না। তিনি অঙ্গীকার না করিলেই যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য লোপ পাইয়া যাইবে, তাহা নয়; কারণ, তাঁহার ঐশ্বর্য্য তাঁহার স্বরূপগত—অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় অবিচ্ছেদ্য। তাঁহার ঐশ্বর্য্য যখন নিত্য-অবিচ্ছেদ্য, তখন এই ঐশ্বর্য্য তাঁহার সেবা করিবেই; যেহেতু, ঐশ্বর্য্য হইল তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাস; চিচ্ছক্তির স্বরূপগত ধর্ম্মই হইল শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। কিন্তু তিনি যখন ঐশ্বর্য্যকে অঙ্গীকার করেন না, তখন ঐশ্বর্য্য কিরূপে তাঁহার সেবা করিতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে টের না পায়েন, এই ভাবে সেবা করেন। ব্রজের ঐশ্বর্য্য হইতেছে অনেকটা পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা পতিগত-প্রাণা পত্নীর তুল্য। পত্নীকে পতি ত্যাগ করিয়াছেন, পতি তাঁহার মুখ দর্শন করিবেন না; তাঁহার কোনওরূপ সেবা অঙ্গীকার করিবেন না; কিন্তু পতিগত-প্রাণা পত্নীও পতির সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না; তাই তিনি সময় বুঝিয়া পতির অজ্ঞাতসারে সেবা করিয়া থাকেন; পতিও সেবা গ্রহণ করেন; কিন্তু বুঝিতে পারেন না—এই সেবা তাঁহার পরিত্যক্তা পত্নীর কৃত। ব্রজের ঐশ্বর্য্যও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারেন না যে, ইহা তাঁহার ঐশ্বর্য্য-শক্তির সেবা। ঐশ্বর্য্য ব্রজে এইরূপ সেবা করিয়া থাকেন—সাধারণতঃ মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া, মাধুর্য্যের অন্তরালে নিজেকে লুক্কায়িত রাখিয়া।

শারদীয়-মহারাসে প্রত্যেক গোপীরই ইচ্ছা হইল শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে নিজের নিকটে পাইয়া সেবা করার নিমিত্ত; শ্রীকৃষ্ণেরও ইচ্ছা হইল প্রত্যেক গোপীর সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহার আনন্দ বিধানের নিমিত্ত। এই ইচ্ছার ইঙ্গিত পাইয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বে এক এক শ্রীকৃষ্ণরূপ আবির্ভূত করিলেন—ঐশ্বর্য্যের চরম বিকাশ; ইহাদ্বারা ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপীদিগের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া রসের পুষ্টি-বিধান করিলেন, মাধুর্য্যের সেবা করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে নিজের নিকটে পাইয়া তাঁহার সঙ্গসুখে প্রত্যেক গোপীই এমনই তন্ময় হইয়া রহিলেন যে, অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের অবকাশই তাঁহার ছিল না; শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও তদ্রূপ। সুতরাং এক এক গোপীর পার্শ্বেই যে এক এক শ্রীকৃষ্ণ, ইহা তাঁহাদের কেহই জানিতে পারিলেন না; ঐশ্বর্য্যের বিকাশ কেহই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। এস্থলেই ঐশ্বর্য্যের আত্মগোপনতা। মাধুর্য্য-রসে নিমজ্জিত হওয়াতেই কেহ ঐশ্বর্য্যকে লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। মাধুর্য্যের অন্তরালেই ঐশ্বর্য্য আত্মগোপন করিয়াছেন।

বসন্ত-রাসেও এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক শ্রীকৃষ্ণরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। লীলাশক্তির প্রেরণায় শ্রীরাধা এক গোপীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীর নিকটে; আর এক গোপীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও তিনি দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীর নিকটে; মনে করিলেন—পূর্ব্ব-গোপীর নিকট হইতেই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীর নিকটে আসিয়াছেন। তাঁহার নিজের নিকটেও যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, এই অনুসন্ধান শ্রীরাধার নাই। প্রত্যেক গোপীর নিকটেই যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, এই অনুসন্ধানও তাঁহার নাই। ঐশ্বর্য্য পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রীরাধা ঐশ্বর্য্যকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন না। এস্থলেও মাধুর্য্যের অন্তরালে থাকিয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি মাধুর্য্যের সেবা করিয়াছেন।

আর এক সময়ে শ্রীরাধাকে একাকিনী নিভৃত নিকুঞ্জে পাওয়ার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, গিয়া এক নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীরাধার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য গোপসুন্দরীগণ বহির্গত হইলেন। পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে শ্রীরাধা তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন না। কতক্ষণ পরে নিভৃত নিকুঞ্জ হইতে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—গোপসুন্দরীগণ তাঁহার দিকে আসিতেছেন এবং ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীরাধা নাই। শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন —গোপসুন্দরীগণ যদি এই কুঞ্জে আসিয়া তাঁহাকে দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা কুঞ্জেই থাকিয়া যাইবেন, একাকিনী শ্রীরাধাকে পাওয়ার বাসনা পূর্ণ হইবে না। তাই তিনি ভাবিলেন—কিরূপে গোপীগণকে অন্যত্র পাঠান যায়। ভাবিলেন—"যদি আমার চারিটা হাত হইত, তাহা হইলে গোপীগণ আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতেন; কারণ, আমিই যে চতুর্ভুজ হইয়াছি, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না।" এই ইচ্ছাটুকুর ইঙ্গিত পাইয়া ঐশ্বর্য্য-শক্তি তাঁহাকে চতুর্ভুজ করিয়া দিলেন। নিজের চারিটী হাত দেখিয়া গোপীগণ অন্যত্র চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ এতই উৎসুক হইয়া উঠিলেন যে, কিরূপে তাঁহার চারিটী হাত হইল, সে সম্বন্ধে তিনি আর কোনও অনুসন্ধানই করিলেন না। যাহা হউক, গোপীগণ আসিয়া দেখিলেন—ইনি তো কৃষ্ণ নহেন; ইনি যে আপন শ্রীবিগ্রহে নারায়ণ। তাঁহারা নারায়ণের স্তুতি-নতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অভিপ্রায় জ্ঞাপন পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। এ-স্থলেও ঐশ্বর্য্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূরণরূপ সেবা করিয়া রসপুষ্টির আনুকূল্য করিলেন; অথচ ইহা যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, তাহা কেহ জানিতে পারিলেন না। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপেই একাকী কুঞ্জমধ্যে বসিয়া আছেন। কতক্ষণ পরে দেখিলেন—একাকিনী শ্রীরাধা আসিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মনে এবার কৌতুকের বাসনা জাগিল, "আমার চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়া শ্রীরাধা কি করিবেন?" শ্রীরাধা কুঞ্জের দিকে আসিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের আগন্তুক দুইটি হাতও যেন অন্তর্হিত হওয়ার উপক্রম করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ খুব ইচ্ছা করিতেছেন—হাত দুইটি যেন থাকে। কিন্তু শ্রীরাধা যখন কুঞ্জের দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন হাত দুইটী অন্তর্হিত হইয়া গেল, শ্রীরাধা দেখিলেন—তাঁহার প্রাণবল্লভ নন্দ-নন্দন একাকী বসিয়া আছেন। এ-স্থলে ঐশ্বর্য্যশক্তি মাধুর্য্যের সেবা করিলেন, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিভৃত-নিকুঞ্জ-মিলন-রসের পুষ্টি বিধান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বলবতী ইচ্ছা সত্ত্বেও ঐশ্বর্য্য সে-স্থানে আত্মপ্রকট করিলেন না, করিলে মাধুর্য্যের পুষ্টি হইত না, সেবা হইত না, শ্রীরাধাও গোপীদিগের ন্যায় চতুর্ভুজের স্তুতি-নতি করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বলবতী ইচ্ছা সত্ত্বেও যে তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি—মাধুর্য্যের পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত—নিজেকে অপসারিত করিলেন, ইহাতে স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়—মাধুর্য্যের সেবাই ঐশ্বর্য্যের একমাত্র কাম্য।

উপরে উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যাইতেছে, ঐশ্বর্য্যশক্তি আত্মগোপন করিয়াই মাধুর্য্যের সেবা করিয়াছেন। আবার, ব্রজের কোনও কোনও লীলাতে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, ঐশ্বর্য্যশক্তি সর্ব্বতোভাবে আত্মগোপন করেন নাই। যেমন, মৃদ্ভক্ষণ-লীলায়। যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডাদি দর্শন করিয়া মনে করিলেন—"ইহা বুঝি আমার এই বালকেরই কোনও এক স্বাভাবিক অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য। অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনৌৎপত্তিকঃ আত্মযোগঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৮।৪০ ॥" তিনি আরও মনে করিলেন—"হায়, আমি যশোদানাম্নী গোপী, আমার পতি এই নন্দ—ইনি ব্রজেশ্বর, আমি ইঁহার অখিল-বিত্তসম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী সতী জায়া, এই কৃষ্ণ আমার সন্তান, এই সকল

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গোপ, গোপী এবং গোধন আমার—এই প্রকার আমার কুমতি যাঁহার মায়া হইতে জন্মিয়াছে, সেই ভগবান্ আমার গতি হউক। অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী। গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহ গোধনাশ্চ মে যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ॥ শ্রীভা. ১০।৮।৪২॥” কিন্তু যশোদামাতার এই জ্ঞান ছিল ক্ষণিক। এইরূপ জ্ঞান জন্মিবামাত্রই আবার তিনি এ-সমস্ত বিভূতির কথা ভুলিয়া গেলেন, প্রবৃদ্ধ-স্নেহভরে তিনি গোপালকে পূর্ব্ববং স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। “সদ্যো নষ্টস্মৃতির্গোপী সারোপ্যারোহমাত্মজম্। প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়াসীদ্ যথা পুরা॥ শ্রীভা. ১০।৮।৪৩॥” ঐশ্বর্য্যশক্তি যে প্রথমে যশোদামাতার নিকটে আত্মপ্রকট করিলেন, তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান জন্মাইলেন, তাহারও হেতু আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে মাটী খাইয়াছিলেন, তাহা সত্য এবং তাঁহার মুখে যে মাটি ছিল, তাহাও সত্য; কিন্তু মা যেন তাঁহার মুখে মাটী না দেখেন, ইহাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার ইঙ্গিত পাইয়াই ঐশ্বর্য্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিভূতি প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান জন্মাইয়া মুখে মাটীর অনুসন্ধানের চেষ্টা হইতে মায়ের মনকে অন্যদিকে সরাইয়া দিলেন। এ-সমস্ত করিলেন শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে, স্বীয় মুখে বিভূতি প্রকাশের কথা শ্রীকৃষ্ণ জানেন নাই। মুখে মাটী দেখিলে মা শাসন করিবেন, এই ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন (এস্থলেই তাঁহার মাধুর্য্যসমুদ্রে নিমগ্নতা); ঐশ্বর্য্যশক্তি মায়ের শাসন হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন, তাঁহার যশোদাস্তনন্ধয়ত্বের ভাব রক্ষা করিলেন; সুতরাং ঐশ্বর্য্যশক্তি এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমুগ্ধত্বকে রক্ষা করিয়া মাধুর্য্যেরই সেবা করিলেন। কিন্তু তাহাতে যশোদামাতার প্রেমমুগ্ধত্ব ক্ষুণ্ণ হইতেছিল; তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান জাগ্রত থাকিলে তিনি আর শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার স্তন্য-লোলুপ সন্তান বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে স্তনপান করাইবার জন্যও উৎকণ্ঠিত হইবেন না; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যশোদামাতার বাৎসল্য-রসের আস্বাদনও সম্ভব হইবে না; ইহা ভাবিয়া—বাৎসল্য-প্রীতি আত্মপ্রকট করিলেন। যখনই বাৎসল্য-প্রীতি আত্মপ্রকট করিলেন, তখনই ঐশ্বর্য্যশক্তি অন্তর্হিত হইলেন। ইহাদ্বারাও ঐশ্বর্য্যশক্তির পক্ষে মাধুর্য্যের সেবাই সূচিত হইতেছে এবং বাৎসল্য-প্রীতির আবির্ভাবেই ঐশ্বর্য্যশক্তির অন্তর্ধান হওয়াতে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই প্রভাব বেশী।

উল্লিখিত উদাহরণে দেখা যায়—ঐশ্বর্য্যশক্তি যশোদামাতার (পরিকর ভক্তের) নিকটেই আত্মপ্রকট করিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণের নিকটে নহে। দাবানল-ভক্ষণাদি লীলাতে আবার মনে হয়, ঐশ্বর্য্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই আত্মপ্রকটন করিয়া তাঁহাদ্বারা দাবানল ভক্ষণ করাইয়াছেন; কৃষ্ণ-সখারা শ্রীকৃষ্ণের আদেশে চক্ষু বুজিয়া ছিলেন বলিয়া তাহা দেখেন নাই। এস্থলে ঐশ্বর্য্যশক্তি দাবানল হইতে ভীত সখাদের রক্ষার নিমিত্ত বন্ধুবৎসল শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া মাধুর্য্যেরই সেবা করিয়াছেন।

এইরূপে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে—ব্রজের প্রত্যেক লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য তাঁহার মাধুর্য্যেরই সেবা করিয়াছেন—কখনও বা আত্মগোপন করিয়া, কখনও বা আত্ম-প্রকটন করিয়া। কিন্তু কখনও মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যের সেবা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। সুতরাং ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই যে প্রাধান্য, মাধুর্য্যেরই যে প্রভাব বেশী, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রজে-ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের প্রভাব বেশী—ইহা না হয় স্বীকার করা গেল; কিন্তু বৈকুণ্ঠে তো ঐশ্বর্য্যেরই প্রভাব বেশী; সুতরাং কেবল প্রভাবের আধিক্যদ্বারাই যদি ভগবত্তার সার নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে একমাত্র মাধুর্য্যই যে ভগবত্তার সার, ঐশ্বর্য্য যে ভগবত্তার সার নহে, তাহাই বা কিরূপে বলা যায়?

উত্তর—রসবৈচিত্রী সম্পাদনার্থ বিভিন্ন ভগবদ্ধামে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের বিভিন্ন বৈচিত্রীর প্রকাশ। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যেরই সমধিক প্রকাশ, মাধুর্য্যের প্রকাশ কম; সুতরাং বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যের প্রভাবাধিক্যদ্বারা ভগবত্তার সার নির্ণয় করিতে যাওয়া সমীচীন হইবে না। যে স্থলে ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের পূর্ণতম

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিকাশ, সেস্থলে যাহার প্রাধান্য সর্ব্বাতিশায়ী, তাহার একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেই হইবে। আরও একটী কথা। বৈকুণ্ঠে যতটুকু মাধুর্য্য বিকশিত আছে, তত্রত্য ভগবৎ-স্বরূপের রূপ-গুণ-লীলাদিতেই তাহার অভিব্যক্তি; মাধুর্য্যের এই অভিব্যক্তিকে তত্রত্য সমধিক-বিকাশময় ঐশ্বর্য্যও ক্ষুণ্ণ বা অপসারিত করিতে পারেন না; যদি পারিতেন, তাহা হইলে তত্রত্য লীলাই সম্ভব হইত না। লীলাতেই ভগবান্ নিজেও রস আস্বাদন করেন, তাঁহার পরিকরগণকেও রস আস্বাদন করান, প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরই রসাস্বাদিকা লীলা আছে। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের লীলাতে রস-বিকাশের তারতম্য থাকিলেও রসের বিকাশ আছেই; মাধুর্য্য না থাকিলে রস-বিকাশ সম্ভব নয়। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য থাকিলেও রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্যকে তাহা ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না; এই মাধুর্য্যের অনুভবকেও অপসারিত করিতে পারেন না। কিন্তু ব্রজে মাধুর্য্যের প্রভাবে ঐশ্বর্য্যের অনুভবই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহাতেই বুঝা যায়—ব্রজে পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের উপরেও মাধুর্য্য যে প্রভাব বিস্তার করে, বৈকুণ্ঠে অল্পপরিমাণে বিকশিত মাধুর্য্যের উপরেও তত্রত্য সমধিক ঐশ্বর্য্য সেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। অধিকন্তু ব্রজে ঐশ্বর্য্য যে ভাবে মাধুর্য্যের সেবা করেন, বৈকুণ্ঠাদি ধামে মাধুর্য্য কখনও সেভাবে ঐশ্বর্য্যের সেবা করেন না। ইহাতে মাধুর্য্যের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে।

নিজের স্বরূপ রক্ষার জন্য কোনও বস্তুর পক্ষে যাহা অপরিহার্য্য, যাহা তাহার স্বরূপগত, তাহাই হইল সেই বস্তুর সার—যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি। ভগবান্ হইলেন আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ—আনন্দ বা রসই তাঁহার স্বরূপ; এই আনন্দকে—রসকে—বাদ দিলে তাঁহাতে আর কিছুই থাকে না। সুতরাং আনন্দ বা রসই হইল ভগবত্তার সার—অপরিহার্য্য বস্তু। কিন্তু আনন্দ বা রসও যাহা, মাধুর্য্যও তাহাই। সুতরাং মাধুর্য্যই হইল ভগবত্তার সার।

রস-স্বরূপ ভগবান্ রস আস্বাদন করেন এবং পরিকর-ভক্তদিগকেও রস আস্বাদন করান; ইহাতেই তাঁহার রস-স্বরূপত্ব। তিনি আস্বাদন করেন ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাস—যাহা লীলাতে উৎসারিত হয়। সুতরাং রস আস্বাদনের পক্ষে—সুতরাং ভগবানের রস-স্বরূপত্বের পক্ষেও—মাধুর্য্য হইল অপরিহার্য্য। ঐশ্বর্য্যও অপরিহার্য্য বটে; কিন্তু ঐশ্বর্য্যের অপরিহার্য্যতা হইতেছে গৌণ, মাধুর্য্যের পুষ্টির জন্যই সময়বিশেষে ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন হয়; সুতরাং প্রধান বা মুখ্য অপরিহার্য্য বস্তু হইল মাধুর্য্য। তাই মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার।

ঐশ্বর্য্যের বিকাশ ব্যতীতও কেবল মাধুর্য্যের বিকাশে লীলারসের আস্বাদন সম্ভব হয়; কিন্তু মাধুর্য্যের বিকাশ-ব্যতীত কেবলমাত্র ঐশ্বর্য্যের বিকাশে লীলা সম্ভব হইলেও সেই লীলাতে আস্বাদ্য রস উৎসারিত হইতে পারে না—সুতরাং সেই লীলাতে রস-স্বরূপত্বের বিকাশও সম্ভব নয়; সুতরাং ঐশ্বর্য্যকে ভগবত্তার (রস-স্বরূপত্বের) সার বলা যায় না। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের স্বরূপের পার্থক্য বুঝাইবার জন্যই এই যুক্তির অবতারণা করা হইল; বস্তুতঃ মাধুর্য্যহীন ঐশ্বর্য্যের বিকাশ কোনও ভগবৎ-স্বরূপে নাই; অল্প হইলেও মাধুর্য্যের বিকাশ আছেই। আবার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে ঐশ্বর্য্যহীন মাধুর্য্যের বিকাশ দৃষ্ট হয়; শক্তির বিকাশ নাই বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে ঐশ্বর্য্য নাই; কিন্তু আনন্দস্বরূপ বলিয়া মাধুর্য্য তাঁহাতে আছে; তাঁহাতে রসত্বের ন্যূনতম বিকাশ।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত সকল স্বরূপই যখন সচ্চিদানন্দ, আনন্দ (সুতরাং মাধুর্য্য) যখন সকল স্বরূপেই বিদ্যমান, আনন্দব্যতীত যখন কোনও স্বরূপেরই সচ্চিদানন্দত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন আনন্দ বা মাধুর্য্যই যে ব্রহ্মের বা ভগবত্তার সার, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

ব্রজে কৈল পরচার—ভগবত্তার সার যে মাধুর্য্য, তাহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাতেই পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। **তাহা**—ভগবত্তার সার যে মাধুর্য্য তাহা। **শুক**—শ্রীমদ্ভাগবত-বক্তা-শুকদেব গোস্বামী। **স্থানে স্থানে ভাগবতে**—শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্বিধ মাধুর্য্যের কথা এবং ঐ মাধুর্য্যই যে ভগবত্তার সার, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। দামবন্ধন, মৃদ্ভক্ষণ, ব্রহ্মার মোহ অপনোদন প্রভৃতিতে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য; বস্ত্রহরণ ও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রাসলীলাদিতে লীলামাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্যাদির বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ—ঐ সমস্ত মধুর লীলার এবং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনি মোহিনী শক্তি যে, তাহা দর্শন করা দূরে থাকুক, শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে তাহার বর্ণনা শ্রবণ করিলেও ভক্তগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া যায় এবং ঐ লীলারস-আস্বাদনের এবং যথাযোগ্যভাবে সেই লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়; "ধন জন পুত্র দার, বিষয় বাসনা আর" সমস্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র ঐ লীলার সেবাতেই মন প্রাণ ঢালিয়া দেয়। মাধুর্য্যই যে ভগবত্তার সার, ইহাই তাহার একটী প্রমাণ।

শ্রীশুকদেবের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত-কথা প্রচারের গূঢ় উদ্দেশ্য। মহারাজ পরীক্ষিতের বাসনা-পূরণ হইতেছে শ্রীশুকদেব কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনের প্রকট উদ্দেশ্য; কিন্তু ইহার আরও একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। মৃগয়ার পরিশ্রমে শ্রান্ত, ক্লান্ত, পিপাসার্ত্ত পরীক্ষিৎ স্বজন-চ্যুত হইয়া শমীক ঋষির আশ্রমে যাইয়া ঋষির নিকটে পানীয় জল যাচ্ঞা করিলেন; কিন্তু ঋষি ছিলেন তখন নিবিড় ধ্যানে নিমগ্ন: পরীক্ষিতের কথা শুনিতে পাইলেন না; পুনঃ পুনঃ জল প্রার্থনা করিয়াও জল না পাইয়া পরীক্ষিৎ রুষ্ট হইয়া ঋষির গলায় একটী মৃত সর্প ঝুলাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে ঋষির পুত্র সমবয়স্ক বালকদের সঙ্গে খেলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পিতার গলে মৃত সর্প দেখিয়া অতিশয় রুষ্ট হইলেন এবং যে ব্যক্তি এই ভাবে পিতার অমর্য্যাদা করিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত দিলেন—সপ্তাহ মধ্যে তক্ষক দংশনে তাহার মৃত্যু হইবে। ঠিক এই সময়ে শমীকের ধ্যান অন্তর্হিত হইল। অভিসম্পাতের কথা জানিয়া শমীক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরে যখন জানিতে পারিলেন, মহারাজ পরীক্ষিৎই তাঁহার গলায় মৃত সর্প দিয়াছেন, তখন পরীক্ষিতের নিকটে অভিসম্পাতের সংবাদ পাঠাইলেন—যেন তিনি প্রস্তুত হইতে পারেন। পরীক্ষিৎ তখন রাজত্ব ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া প্রায়োপবেশন-রত হইলেন। ভগবৎ প্রেরণায় রাজর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষিগণও সেস্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। সকলের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া পরীক্ষিৎ তাঁহাদের নিকটে সর্ব্বজীবের সর্ব্বাবস্থায়—বিশেষতঃ মুমূর্ষুর-পরমকর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। পরে যদৃচ্ছাক্রমে শ্রীশুকদেব আসিয়া সেই সভায় উপনীত হইলেন। তাঁহারও যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া পরীক্ষিৎ তাঁহার নিকটেও উল্লিখিত ভাবে জিজ্ঞাসু হইলেন। তখন শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত কথা শ্রবণই সর্ব্বজীবের সর্ব্বাবস্থায়—বিশেষতঃ মুমূর্ষুর—পরম কর্ত্তব্য।

ইহাই শুকদেব কর্তৃক ভগবৎ-কথা বর্ণনের প্রকট উদ্দেশ্য। গূঢ় উদ্দেশ্যটী নিম্নলিখিতরূপ বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া এমন সব মনোহারিণী লীলা করিলেন, যাহাদের কথা শুনিয়া জীব ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারে। "অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৬॥" "ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম-কর্ম্ম॥ ১।৪।৩০॥" কিন্তু কৃষ্ণ ব্রজে যে লীলা করিয়াছেন, বাহিরের লোক তাহা সাধারণতঃ জানিতে পারে নাই; ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত লীলার কথা ব্রজসুন্দরীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর ব্রজবাসীরাও জানিতেন না; অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্ম্মসখাগণ কিছু কিছু জানিতেন; তাঁহারাও তাহা প্রকাশ করিতেন না। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার কথা সাধারণ লোক কিরূপে জানিবে? জানিয়া কিরূপেই বা ভগবৎ-পরায়ণ হইবে? শ্রীকৃষ্ণই সেই ব্যবস্থা করিলেন। ব্যাসদেবের দ্বারা তিনি শ্রীমদ্ভাগবত লিখাইলেন; ব্যাসদেবের নিকটে শুকদেব তাহা অধ্যয়ন করিলেন এবং রাজর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষিদের সমক্ষে পরীক্ষিতের সভায় তাহা বর্ণন করিলেন। এই সকল ঋষিবর্গ এবং তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরাদ্বারাই শ্রীমদ্ভাগবত-কথা জগতে ব্যাপ্ত হইল, তাহাতেই সাধারণ লোকের পক্ষেও তাহা অবগত হওয়ার সুযোগ হইল। এই ভাবে জগতে ভগবানের লীলার কথা প্রচারই শুকদেবের দ্বারা ভাগবত-কথা প্রচারের গূঢ় উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয় এবং এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই (অবশ্য মহারাজ পরীক্ষিৎকে

কহিতে কৃষ্ণের রসে   শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতনের হাথে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ   যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরানাগরী ॥ ৯৩

তথাহি (ভা. ১০।৪৪।১৪)—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য ॥ ১৯ ॥

যথারাগঃ—

তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্য সার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত,   নারীর মন তৃণ-পাত,
তাহাঁ ডুবায়, না হয় উদ্গম ॥ ৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণের স্বচরণান্তিকে নেওয়ার জন্যও) পরীক্ষিতের দ্বারা ঋষির গলদেশে মৃতসর্প অর্পণের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণাতেই এ সমস্ত সংঘটিত হইয়াছে। নতুবা, গর্ভাবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন, পরম-ভাগবত কৃষ্ণগত-প্রাণ সেই পরীক্ষিতের দ্বারা ঋষির অমর্য্যাদা সম্ভব হইতে পারে না। "এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত ॥"

৯৩। **কৃষ্ণের রসে**—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের কথা। **শ্লোক পড়ে**—শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিম্নোদ্ধৃত "গোপ্যস্তপঃ"-ইত্যাদি শ্লোক পড়িলেন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যের কথা বলিতে বলিতে প্রভু প্রেমে আবিষ্ট হইলেন এবং দৈন্যবশতঃ সেই মাধুর্য্যের আস্বাদনে স্বীয় অক্ষমতা ও ব্রজগোপীদের সৌভাগ্য অনুভব করিয়া, মথুরানাগরীদিগের উচ্চারিত কথাতেই শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। **গোপীভাগ্য**—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের যোগ্যতারূপ সৌভাগ্য।

মথুরানাগরী—কংসবধ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গমন করেন, তখন তাঁহার রূপমাধুর্য্য দর্শন করিয়া মথুরানাগরীগণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নের শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকটী আস্বাদন করিতেছেন। মথুরানাগরীদের উক্তির মর্ম্ম এই :—শ্রীকৃষ্ণের এমন অপরূপ রূপ আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য ও যোগ্যতা আমাদের নাই ; ব্রজগোপীরাই উহা আস্বাদন করিয়া জন্মজীবন সার্থক করিতেছে ; পূর্ব্বজন্মে তাহারা নিশ্চয়ই কোনও তপস্যা করিয়াছিল, যাহার ফলে গোপীগণ এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। সেই তপস্যার কথা যদি জানিতাম, তাহা হইলে আমরাও তাহার অনুষ্ঠান করিতাম।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজে এই শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

৯৪। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। তারুণ্যামৃত-পারাবারাদিদ্বারা শ্লোকের "লাবণ্যসার" শব্দের অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপের মহিমা বর্ণন করিতেছেন। **তারুণ্য**—তরুণতা, নবযৌবনোচিত মাধুর্য্যাদি। **পারাবার**—সমুদ্র। **তারুণ্যামৃত-পারাবার**—নবযৌবনোচিত মাধুর্য্যাদিরূপ যে অমৃত, সেই অমৃতের সমুদ্রস্বরূপই শ্রীকৃষ্ণরূপ। সমুদ্রের জলের যেমন ইয়ত্তা নাই, শ্রীকৃষ্ণের নবযৌবনোচিত মাধুর্য্যাদিরও ইয়ত্তা নাই। অমৃত বলার তাৎপর্য্য এই যে, সমুদ্রে সাধারণতঃ জল—লোণাজল—থাকে, তাহা বিস্বাদ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তারুণ্য-রূপ-সমুদ্র অমৃতে পরিপূর্ণ ; অমৃত অতি সুস্বাদু, লোণাজলের মত বিস্বাদ নহে। অমৃতপানে জীব অমর হয়, দেহের সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, কান্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পান করা দূরে থাকুক, যাঁহারা এই রূপ-সুধার বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহারাও অমরত্ব লাভ করেন, তাঁহারাও নিত্যদেহ লাভ করিয়া নিত্যসৌন্দর্য্য, নিত্যলাবণ্য, নিত্যকান্তি, নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

তরঙ্গ লাবণ্যসার—শ্রীকৃষ্ণের দেহের যে অপরূপ লাবণ্য (চাক্‌চিক্য), তাহাই ঐ তারুণ্যামৃত-সমুদ্রের তরঙ্গ (ঢেউ)-সদৃশ। শ্রীকৃষ্ণের দেহের লাবণ্য এত বেশী যে, দেখিলে মনে হয় যেন রূপের ঢেউ খেলিতেছে।

সখি হে! কোন তপ কৈল গোপীগণ ?
কৃষ্ণ-রূপ-মাধুরী, পিবি-পিবি নেত্র ভরি, শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন ॥ ধ্রু ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

লাবণ্যসার—লাবণ্যের সার; ঘনীভূত লাবণ্য। **তাতে**—সেই সমুদ্রে। **আবর্ত্ত**—জলের পাক; সমুদ্রে বা নদীতে, একই স্থানে নানা দিক্ হইতে স্রোত আসিয়া যদি মিলিত হয়, তবে ঐ-স্থানে জলেব একটি আবর্ত্ত বা পাক উৎপন্ন হয়; সেই স্থানে জল ঘুরিতে থাকে, একটী গর্ত্তের মত হয়, ঐ গর্ত্তে জল দ্রুতবেগে নিম্নগামী হয়; এই আবর্ত্তে যদি কোনও জিনিস পতিত হয়, তাহা আর কোনও দিকেই যাইতে পারে না; অতি দ্রুতবেগে নিম্নগামী, হইয়া জলের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়। **ভাবোদ্গম**—ভাবের উদ্গম; মৃদুহাস্য, কটাক্ষ, ভ্রূনর্ত্তনাদিই ভাব। **আবর্ত্ত-ভাবোদ্গম**—শ্রীকৃষ্ণের মৃদুহাস্য, কটাক্ষ, ভ্রূনর্ত্তনাদি চিত্তোন্মাদকর ভাবসমূহই ঐ সমুদ্রের আবর্ত্ত (পাক)-স্বরূপ। **বংশীধ্বনি-চক্রবাত**—বংশীধ্বনিরূপ চক্রবাত; চক্রাকার বায়ুকে চক্রবাত বা ঘূর্ণীবায়ু বলে। খুব গরমের সময় এই চক্রবাতের উৎপত্তি হয়। প্রখর উত্তাপে কোনও স্থানের বায়ু হালকা হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া গেলে, ঐ স্থান পূর্ণ করিবার জন্য চারিদিক্ হইতে বায়ু আসিতে থাকে; সেই বায়ুও আবার উত্তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়; আবার চারিদিক্ হইতে বায়ু আসে; এইরূপে ঐ স্থানের বায়ুর একটী ঊর্দ্ধগামী ঘূর্ণীপাক জন্মে। সেই স্থানে তৃণকুটাদি কিছু থাকিলে ঐ ঘূর্ণায়মান বায়ুর শক্তিতে তাহা বেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিকে চক্রবাতের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

নারীর মন তৃণপাত—আর নারীর মনকে চক্রবাতে পতিত তৃণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। চক্রবাতের মধ্যে কোনও তৃণ পতিত হইলে তাহা যেমন আর ভূমি স্পর্শ করিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে যাহাদের মন পতিত হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি যে রমণীর কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মনও আর দেহগেহাদিতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

চক্রবাতের শক্তিতে ঊর্দ্ধে উত্থিত তৃণখণ্ড সমুদ্রগর্ভস্থ আবর্ত্তে পতিত হইলে তাহা যেমন আর সমুদ্র হইতে উত্থিত হইতে পারে না, সমুদ্রের জলেই চিরতরে নিমগ্ন হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিরূপ চক্রবাতের শক্তিতে যে রমণীর মনরূপ তৃণ দেহগেহাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তারুণ্যামৃত-সমুদ্রের হাবভাব-কাটাক্ষাদিরূপ আবর্ত্তে পতিত হইয়াছে, তাহার মনও আর দেহগেহাদিতে ফিরিয়া আসিতে পারে না, চিরতরেই ঐ তারুণ্যামৃত-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকে। মর্ম্মার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি যে রমণী শুনিয়াছেন, তিনি আর তাঁহার মনকে নিজের আয়ত্তাধীনে রাখিতে পারেন না, দেহগেহাদির কাজে, আত্মীয় স্বজনের সেবায় নিয়োজিত করিতে পারেন না। তাঁহার মন তখন উধাও হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকেই ধাবিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ, নবযৌবনোচিত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি, দেহের অনির্ব্বচনীয় ঢলঢল লাবণ্য এবং তাঁহার হাস্য, মধুর কটাক্ষসহ ঈষদ্ ভ্রূনর্ত্তন, হাবভাবাদি দর্শন করিলে, তিনি আর কোনও প্রকারেই তাঁহার মনকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন না; মন তখন শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপসমুদ্রেই চিরতরে ডুবিয়া থাকে।

তাঁহা ডুবায়—সেই আবর্ত্তে ডুবায়। **না হয় উদ্গম**—ঐ আবর্ত্ত হইতে মনরূপ তৃণ আর উঠিতে পারে না।

এই ত্রিপদীতে "নারী"-শব্দে কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণকেই বুঝাইতেছে; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে অনুভব করার উপযোগী প্রেম অন্য রমণীর থাকিতে পারে না।

৯৫। **সখি হে!**—"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্" এই শ্লোকাংশের অর্থ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া মথুরা-নাগরীগণ পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"হে সখি! ব্রজের গোপরমণীগণ এমন কি তপস্যা করিয়াছিল,

যে-মাধুরী-ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যেঁহো সব অবতারী, পরব্যোমে অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাহার ফলে, শ্রীকৃষ্ণের এই অপরূপ রূপ-মাধুর্য্য নেত্রদ্বারা পান (দর্শন) করিয়া তাহাদের জন্ম, তাহাদের দেহ ও তাহাদের মনকে শ্লাঘ্য করিতেছে।”

পিবিপিবি—পান করিয়া করিয়া, প্রতিক্ষণে অতৃপ্ত লালসার সহিত পান করিয়া করিয়া।

নেত্রভরি—চক্ষুরূপ ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া। “দৃগ্‌ভিঃ পিবন্তি” অংশের অর্থ। অত্যন্ত পিপাসিত ব্যক্তি স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, সুশীতল ও সুস্বাদু জলরাশি পাইলে যেমন অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত পাত্রপূর্ণ করিয়া করিয়া পান করিতে থাকে, শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-পিপাসু গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য সেইভাবে নেত্রদ্বারা পান করিতে থাকেন। পার্থক্য এই যে, জলপান করিতে করিতে পিপাসা নিবৃত্তি হইয়া যায়; কিন্তু ব্রজগোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-সুধাপানের দ্বারা, পানের পিপাসার নিবৃত্তি হওয়া দূরের কথা, ঐ পিপাসা বরং আরও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; কাজেই অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহারা প্রতিক্ষণেই উহা পান করিতে থাকেন। ইহাই “পিবি পিবি” শব্দের ধ্বন্যর্থ। ইহার অপর ধ্বন্যর্থ এই যে, দূর হইতে দর্শনের সৌভাগ্যই এত শ্লাঘ্য, স্পর্শালিঙ্গনাদির সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব?

শ্লাঘ্য—প্রশংসনীয়। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণরূপ-সুধা পান করিয়া তাঁহাদের জন্ম-তনু মন শ্লাঘ্য করিলেন।

জন্ম—জন্ম কিরূপে শ্লাঘ্য বা সার্থক করিলেন? গোপীদের জন্ম অর্থাৎ গোপীজন্ম। গোপী কাকে বলে? গুপ্‌ ধাতু হইতে গোপী; গুপ্‌ ধাতু রক্ষণে; তাহা হইলে রক্ষা করেন যে রমণী, তিনি গোপী। কি রক্ষা করেন, তাহার কোনও উল্লেখ নাই যখন, তখন মুক্ত-প্রগ্রহাবৃত্তিতে অর্থ করিলে—যাহা রক্ষণীয় বস্তু, যাহা রক্ষা করিলে সমস্তই রক্ষিত হয়, রক্ষণীয় বস্তুর সেই চরম পরিণতি যে প্রেম, সেই প্রেমের চরম-বিকাশকে যে রমণী রক্ষা করেন, তিনিই গোপী। গোপ (পুরুষ) না বলিয়া গোপী (রমণী) বলিলেন কেন? গোপরমণী শ্রীকৃষ্ণকান্তাদের মধ্যেই প্রেম চরমবিকাশ লাভ করিয়াছে (কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ২।৮।৩৩॥ পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। ২।৮।৬৯)॥ এজন্য ব্রজগোপীজন্মই প্রেমের চরম-বিকাশের স্থান। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায়ও আবার প্রেম; “আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়। ১।৪।১২৫॥” যেখানে প্রেমের চরম বিকাশ, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যেরও চরম-আস্বাদন। ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াই তাঁহাদের প্রেমকে এবং গোপী-জন্মকে সার্থক করিয়াছেন।

তনু—দেহ। ব্রজগোপীগণ নিজেদের দেহদ্বারা অসমোর্দ্ধ রূপের সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহাদের দেহ সার্থক করিয়াছেন; চক্ষুর্দ্বারা তাঁহার রূপ দর্শন, কর্ণদ্বারা তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর, রসময় মধুর বাক্যাবলী, মধুর মুরলী-ধ্বনি, মধুর ভূষণ-শিঞ্জিত শ্রবণ; নাসিকাদ্বারা তাঁহার মৃগমদ-নীলোৎপল-গর্ব্বখর্ব্বকারি অঙ্গগন্ধ গ্রহণ, জিহ্বাদ্বারা তাঁহার ইতর-রাগবিস্মারণ অধরামৃত ও চর্ব্বিত তাম্বূলাদির আস্বাদন এবং ত্বক্‌দ্বারা তাঁহার বেণামূল-কর্পূর-শীতল-স্নিগ্ধদেহের স্পর্শ করিয়া ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের পঞ্চেন্দ্রিয়েরও সার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

মন—মন চায় সুখ, সুখলাভেই মনের সার্থকতা। এই সুখবাসনার পরম-সার্থকতা—শ্রীকৃষ্ণসুখ-বাসনায়, নিজের সুখ-বাসনায় নহে। ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের মনের সমস্ত বৃত্তিই শ্রীকৃষ্ণসুখের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিয়া তাঁহাদের মনের সার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

৯৬। অসমোর্দ্ধমিত্যাদির অর্থ করিতেছেন।

যে মাধুরী ঊর্দ্ধ আন ইত্যাদি—পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত রূপ আছেন, তাঁহাদের কাহারও মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের অপেক্ষা বেশী মাধুর্য্য তো নাইই, সমান মাধুর্য্যও নাই।

তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তেঁহো যে মাধুর্য্যলোভে, ছাড়ি সব কামভোগে,
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥ ৯৭
সেই ত মাধুর্য্যসার, অন্য সিদ্ধি নাহি তার,
তেঁহো মাধুর্য্যাদি-গুণখনি ॥
আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাঁহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি ॥ ৯৮
গোপীভাব দর্পণ, নবনব ক্ষণেক্ষণ
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাঢ়ে, মুখ নাহি মুড়ি,
নবনব দোঁহার প্রাচুর্য্য ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যেঁহো সব অবতারি ইত্যাদি—অন্য স্বরূপের কথা দূরে থাকুক, যিনি সমস্ত অবতারের মূল (সব অবতারী,) যিনি অনন্ত বৈকুণ্ঠময় পরব্যোম-ধামের অধিপতি, শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি সেই নারায়ণেও শ্রীকৃষ্ণের সমান মাধুর্য্য নাই।

৯৭। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেও যে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য মাধুর্য্য নাই, তাহার প্রমাণ দিতেছেন। যিনি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা, যিনি সতত নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়া শ্রীনারায়ণের প্রেম ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন, নারায়ণগতপ্রাণা বলিয়া নারায়ণ ছাড়া আর কিছু জানেন না বলিয়া যিনি সমস্ত পতিব্রতা-রমণীগণেরও উপাস্যা, সেই লক্ষ্মীঠাকুরাণীও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের আস্বাদনের জন্য এতই প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি ঐ মাধুর্য্য আস্বাদনের যোগ্যতা লাভের জন্য বৈকুণ্ঠের সমস্ত ঐশ্বর্য্যাদি উপেক্ষা করিয়া, নারায়ণের মাধুর্য্যাস্বাদনে বীতস্পৃহ হইয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। যদি নারায়ণে শ্রীকৃষ্ণের মত মাধুর্য্য থাকিত, তবে লক্ষ্মীর এইরূপ আচরণ হইত না।

ব্রত করি—অবশ্য-কর্ত্তব্যজ্ঞানে কঠোরতার সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন। "ব্রত করি"-স্থলে "ব্রত ধরি" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৯৮। শ্লোকোক্ত "অনন্যসিদ্ধম্"-এর অর্থ করিতেছেন।

সেই ত মাধুর্য্যসার—শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্য, তাহাই সমস্ত মাধুর্য্যের সার। **অন্য সিদ্ধি নাহি তার**—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য অনন্যসিদ্ধ; যাহা অন্য বস্তুর দ্বারা সাধিত হয় না, তাহাকে অনন্যসিদ্ধ বলে। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অলঙ্কারাদি অন্য কোনও বস্তুদ্বারা উপজাত নহে, অন্য কাহারও প্রদত্তও নহে। তাঁহার মাধুর্য্য অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায়, তাঁহার দেহের স্বরূপগত ধর্ম্ম; সুতরাং অনন্যসিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ।

মাধুর্য্যাদি গুণখনি—খনি অর্থ আকর বা জন্মস্থান। জগতে মণিরত্নাদি যত দেখা যায়, সমস্তই যেমন আকর হইতে আনীত, যাহাদের অধিকারে ঐ মণিরত্নাদি দেখা যায়, তাহারা যেমন ঐ মণিরত্নাদির উৎপাদক নহে, তদ্রূপ, প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত জগতে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি যে সমস্ত শ্লাঘ্যগুণ দেখা যায়, তৎসমস্তের আকর বা জন্মস্থানই শ্রীকৃষ্ণ।

আর সব প্রকাশে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য স্বরূপেও যে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি দেখা যায় তাহা তাঁহাদের স্বয়ংসিদ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য নহে; সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের খনিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহারা ঐ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি লাভ করিয়াছেন (তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণ-দত্ত গুণ ভাসে অর্থাৎ প্রকাশ পায়)।

যাঁহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি—যে স্বরূপে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির যেরূপ প্রকাশ, কার্য্যদ্বারাই তাহা জানিতে পারা যায়। যেমন লক্ষ্মীর অপস্যারূপ কার্য্যদ্বারা জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা নারায়ণে অল্প মাধুর্য্যের প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ "লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন। ২।৮।১১৩॥"; ইহা হইতেই বুঝা যায়, লক্ষ্মীকান্ত-আদিতে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কম মাধুর্য্যের প্রকাশ। "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।৮০।৫৮ শ্লোকও তাহারই প্রমাণ।

৯৯। "অনুসবাভিনবং"-এর অর্থ করিতেছেন। অনুসবাভিনব শব্দের অর্থ—প্রতিক্ষণে নিত্যনূতন

কর্ম্ম জপ যোগ জ্ঞান, বিধি ভক্তি তপ ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সুলভ॥ ১০০

সেই রূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যময়,
দিব্যগুণগণ রত্নালয়॥
আনের বৈভব-সত্তা, কৃষ্ণদত্ত-ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের একটী অদ্ভুত ধর্ম্ম এই যে, প্রতিক্ষণে আস্বাদিত হইলেও ইহা পুরাতন বলিয়া মনে হয় না, যখনই আস্বাদন করা যায়, তখনই মনে হয় যেন এইমাত্র প্রথম আস্বাদন; পূর্ব্বের আস্বাদনের অস্পষ্ট ধারণা মনে জাগরিত হইলেও, পূর্ব্বে এত অধিক মধুর ছিল বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য পূর্ণতার চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইলেও, বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্ববশতঃ প্রতিক্ষণেই যেন নূতন নূতন ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। গোপীদিগের প্রেমও এইরূপ।

গোপীভাবদর্পণ—গোপীদিগের ভাব (প্রেম) রূপ দর্পণ স্বচ্ছতাবশতঃ দর্পণে যেমন সম্মুখস্থ বস্তু প্রতিফলিত হয়, গোপীদিগের প্রেমরূপ দর্পণেও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য প্রতিফলিত হয়; দর্পণ যেমন নির্ম্মল থাকে, গোপীদিগের প্রেমও স্বসুখবাসনারূপ মলিনতাশূন্য, সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল। আবার দর্পণের আলোকে যেমন সম্মুখস্থ বস্তুর উজ্জ্বলতা সম্পাদিত হয়, গোপীপ্রেমের প্রভাবেও শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের উজ্জ্বলতা ও চাকচিক্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

নব নব ক্ষণে ক্ষণে—গোপীদিগের-প্রেমরূপ দর্পণের স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা ও মধুরতা পূর্ণ-পরিণতিযুক্ত হইলেও প্রতিক্ষণেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। "যদ্যপি নির্ম্মল-রাধার সৎপ্রেমদর্পণ। তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ ১।৪।১২২।"

অথবা, "তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য" এই অংশের যোগ করিয়াও "নব নব ক্ষণে ক্ষণে" অংশের অর্থ করা যায়। গোপীদিগের প্রেমরূপ দর্পণের আগে (তার আগে) শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন রূপে বিকশিত হয়।

অথবা "দর্পণ" ও মাধুর্য্য" উভয়ের সঙ্গে যোগ করিয়াও "নব নব ক্ষণে ক্ষণে"র অর্থ করা যায়; এই স্থানে এইরূপই অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। গোপীদিগের প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দেখিয়াও গোপীদিগের প্রেম প্রতিক্ষণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; আবার বর্দ্ধিত প্রেম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আরও বর্দ্ধিত হয়; এই বর্দ্ধিত মাধুর্য্য দেখিয়া গোপীপ্রেম আবার বর্দ্ধিত হয়; এইরূপে পরস্পরের প্রভাবে পরস্পর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে যেন জেদাজেদি করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কেহই পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। 'আমার মাধুর্য্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে। এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে। মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥ ১।৪।১৩৩-৪॥" **দোঁহে**—গোপীভাব ও কৃষ্ণ-মাধুর্য্য। **হুড়াহুড়ি**—কে কাহা অপেক্ষা বেশী বাড়িতে পারিবে, তজ্জন্য জেদাজেদি করিয়া, যেন একে অপরকে সরাইয়া দিয়া নিজেই বাড়িবার চেষ্টা করিতেছে। **বাঢ়ে**—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। **মুখ নাহি মুড়ি**—বৃদ্ধি পাওয়ার চেষ্টায় পরাজিত হইয়া মুখ হেট করে না। **প্রাচুর্য্য**—গোপীভাব ও কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আধিক্য প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন হইতেছে।

১০০। শ্লোকোক্ত "দুরাপং" শব্দের অর্থ করিতেছেন, দুরাপং অর্থ দুর্ল্লভ। কর্ম্ম-জপাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য পাওয়া যায় না। "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। শ্রীভা. ১১।১৪।২১॥" যাঁহারা অনুরাগের সহিত রাগানুগামার্গে শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, একমাত্র তাঁহাদের পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাস্বাদন সম্ভব।

রাগমার্গে—রাগানুগামার্গে। অন্তশ্চিন্তিত দেহে ব্রজপরিকরদিগের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভাবানুকূল সেবা এবং যথাবস্থিত-দেহে শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ সেবাদ্বারা। বিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তী দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

১০১। শ্লোকস্থ "একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য" ইহার অর্থ করিতেছেন। **সেই রূপ**—পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীকৃষ্ণরূপ, যাহা মাধুর্য্যময় এবং যাহা বহুবিধ গুণসম্পন্ন। **ব্রজাশ্রয়**—ব্রজই আশ্রয় যাহার; ঐ রূপ একমাত্র ব্রজেই বিরাজিত, অন্য কোনও ধামে বা অন্য কোনও স্বরূপে তাহা নাই। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণেই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের চরমতম

শ্রী লজ্জা দয়া কীর্ত্তি,　　ধৈর্য্য বৈশারদী মতি,
এসব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল মৃদু বদান্য,　　কৃষ্ণসম নাহি অন্য
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥ ১০২
কৃষ্ণ দেখি নানা জন,　　কৈল নিমিষ-নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পড়ি,　　মহাপ্রভু অর্থ করি,
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥ ১০৩

তথাহি (ভা. ৯।২৪।৬৫)—

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ২০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তৎপ্রদর্শনার্থং মুখশোভামাহ। যস্যাননং দৃশিভি র্নেত্রৈঃ পিবন্ত্যো নার্য্যঃ নরাশ্চ ন ততৃপুর্নতৃপ্তাঃ। নিমিষোন্মেষমাত্রব্যবধানমপি অসহমানাঃ তৎকর্ত্তুর্নিমেঃ কুপিতাশ্চ বভূবুঃ। কথম্ভূতমাননং মকরকুণ্ডলাভ্যাং চারুকর্ণৌ ভ্রাজন্তৌ কপোলৌ চ তৈঃ সুভগং সুবিলাসো যস্মিন্ নিত্যমুৎসবো যস্মিন্। স্বামী। ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিকাশ; তাই এই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতা শিরোমণি যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ২।২১।৮৮ ॥" আবার, কৃষ্ণের মাধুর্য্য দেখিয়া বাসুদেবেরও ক্ষোভ জন্মে (২।২০।১৫০)। বিশেষতঃ কৃষ্ণের "আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন ॥" অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে এরূপ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বিকাশ নাই। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই মদন-মোহন, অন্য কোনও স্বরূপ মদন-মোহন নহেন। **ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়**—ব্রজাশ্রয় সেই রূপ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ এবং মাধুর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ; প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্। অথবা, ব্রজেন্দ্র-নন্দনের ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যময়, পরম আস্বাদ্য। ২।২১।৯২ ত্রিপদীর অন্তর্গত "মাধুর্য্য ভগবত্তার সার" অংশের টীকা দ্রষ্টব্য। **দিব্যগুণগণ-রত্নালয়**—দিব্যগুণ-সমূহ-রূপ রত্নের আলয়। দিব্য—অপ্রাকৃত। আলয়—আবাসস্থান।

আনের—অন্যের, অন্য স্বরূপের। বৈভব-সত্তা—বৈভব (মহিমা) এবং সত্তা (অস্তিত্ব) অথবা, বৈভবের (মহিমার) সত্তা। কৃষ্ণদত্ত—কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রদত্ত; অন্য ভগবৎ-স্বরূপের মহিমা, অস্তিত্ব ও ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহারা পাইয়াছেন। **কৃষ্ণ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়**—অন্যান্য স্বরূপাদি সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শ্রীকৃষ্ণই সকলের অংশী এবং শ্রীকৃষ্ণই সকলের আশ্রয়।

১০২। শ্রী—সৌন্দর্য্য। বৈশারদী মতি—নিপুণা বুদ্ধি। বদান্য—দাতা।

১০৩। নিমিষ—চক্ষুর পলক। বিধি—বিধাতা, যিনি চক্ষুর পলক সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিবার জন্য এতই উৎকণ্ঠা যে, চক্ষুর পলকের বিচ্ছেদও সহ্য হয় না; তাই তাঁহারা চক্ষুর পলককে নিন্দা করিয়াছেন এবং পলকের সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকেও নিন্দা করিয়াছেন। **ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ**—ব্রজে গোপীগণ বিধাতাকে (চক্ষুর পলক সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া) নিন্দা করিয়াছেন। **সেই সব শ্লোক**—যে সকল শ্লোকে নিমিষের এবং নিমিষের নির্ম্মাতা বিধাতার নিন্দার উল্লেখ আছে, এই সকল শ্লোক। নিম্নে এইরূপ দুইটী শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে মহাপ্রভু এই শ্লোকের অর্থ করিয়া মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন।

শ্লো। ২০। **অন্বয়।** নার্য্যঃ (নারীগণ) নরাঃ চ (এবং নরগণ) মকর-কুণ্ডল-চারুকর্ণ-ভ্রাজৎ-কপোল-সুভগং (মকর-কুণ্ডল-পরিশোভিত কর্ণ ও দীপ্তিমান্ গণ্ডদ্বয়দ্বারা শোভিত) সুবিলাসহাসং (বিলাসময়হাস্যশোভিত) নিত্যোৎসবং (নিত্য-উৎসবময়) যস্য (যাঁহার) আননং (বদন—মুখ) দৃশিভিঃ (দৃষ্টিদ্বারা) পিবন্ত্যঃ (পান করিয়া)

তথাহি তত্রৈব (ভা. ১০।৩১।১৫)—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদিক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥ ২১

যথারাগঃ—

কামগায়ত্রীমন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়,
ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মুদিতাঃ (আনন্দিত হইয়াও) ন ততৃপুঃ (তৃপ্তিলাভ করেন নাই), নিমেঃ চ (এবং নিমিষ-নির্ম্মাতা-নিমির প্রতি) কুপিতাঃ (রুষ্ট হইয়াছিলেন)।

অনুবাদ। মকর-কুণ্ডলদ্বারা পরিশোভিত কর্ণদ্বয় এবং তদ্দ্বারা দীপ্তিমান্ গণ্ডদ্বয়দ্বারা যাঁহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, (হর্ষৌৎসুক্য-চাপল্যাদি) বিলাসময় হাস্য যাহাতে বিরাজিত এবং যাহা (সর্ব্বসন্তাপহারক এবং নিত্য আনন্দদায়ক বলিয়া) নিত্যই উৎসময়—শ্রীকৃষ্ণের সেই বদন নেত্রদ্বারা পান করিয়া (শ্রীরাধিকাদি) নারীগণ এবং (সুবলাদি) নরগণ আনন্দিত হইয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই ; (যেহেতু, তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন দর্শনের বিঘ্নকারী নয়নের নিমিষকেও সহ্য করিতে না পারিয়া নিমিষ-নির্ম্মাতা) নিমির প্রতি কোপ প্রকাশ করিতেছেন। ২০

যাঁহারা প্রেমিক বা প্রেমিকা, যাঁহারা অনুরাগবান্ বা অনুরাগবতী—অনবরত শ্রীকৃষ্ণের বদন-চন্দ্র দর্শন করিয়াও তাঁহাদের তৃপ্তি হয় না, দর্শনের আশা মিটে না। চক্ষুর সাধারণ ধর্ম্মই এই যে, কতক্ষণ পর পর তাহাতে পলক পড়ে। যখন চক্ষুর পলক পড়ে, তখন আর কিছু দেখা যায় না ; কিন্তু পলক অতি অল্পসময় মাত্র ব্যাপিয়া থাকে ; এই অত্যল্প সময়ের শ্রীকৃষ্ণ-বদন-দর্শনের ব্যাঘাতও কৃষ্ণপ্রেম-সর্ব্বস্ব ভক্তগণ সহ্য করিতে পারেন না ; তাই তাঁহারা পলক-নির্ম্মাতা বিধাতারও নিন্দা করেন—কেন তিনি পলকের সৃষ্টি করিলেন ; যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মুখ দর্শন করিবেন, দুইটী চক্ষুই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কোটী চক্ষুও বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শনের পক্ষে যথেষ্ট নহে ; কিন্তু বিধাতা দিয়াছেন মাত্র দুইটী চক্ষু—তাহাতে দিয়াছেন আবার পলক ; ইহাই বিধাতার নিন্দার কারণ।

শ্রীকৃষ্ণের মুখ কি রকম, তাহা বলিতেছেন। মকর-কুণ্ডল-চারুকর্ণ-ভ্রাজৎ-কপোল-সুভগং—মকরাকৃতি কুণ্ডলের দ্বারা (কুণ্ডলের শোভায়) চারু (মনোহর, অত্যন্ত সুন্দর) হইয়াছে যে কর্ণদ্বয় ; সেই কর্ণদ্বয়ের দ্বারা (সেই কর্ণদ্বয়ের শোভায়) এবং (ঐ মকর-কুণ্ডলস্থ মণি-মুক্তাদির দীপ্তিতে) ভ্রাজৎ (দীপ্তিমান্) হইয়াছে যে কপোল (গণ্ড)-দ্বয়, সেই গণ্ডদ্বয়ের দ্বারা (সেই গণ্ডদ্বয়ের শোভায়) সুভগ (অত্যন্ত মনোহর, অত্যন্ত সুন্দর) হইয়াছে যাহা, তাদৃশ মুখ। যাহাতে মকর-কুণ্ডল-শোভিত কর্ণদ্বয় এবং মকর-কুণ্ডলের আভায় দীপ্তিমান্ গণ্ডদ্বয় শোভা পাইতেছে, তাদৃশ বদন। সুবিলাসহাসং—হর্ষ, ঔৎসুক্য, চাপল্যাদিরূপ বিলাস এবং মধুর হাস্যদ্বারা যে মুখের মনোহারিত্ব বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাদৃশ মুখ। নিত্যোৎসবং—নিত্য-উৎসবময়। উৎসবে যেমন লোকের নয়ন ও মনের তৃপ্তিদায়ক অনেক জিনিস বিদ্যমান থাকে, শ্রীকৃষ্ণের মুখেও মাধুর্য্যহিল্লোলে অশেষবিধ বৈচিত্রী ভাসিয়া বেড়ায় ; তাহা দর্শন মাত্রেই লোকের সমস্ত সন্তাপ দূরীভূত হয়, চিত্ত আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হয় ; শ্রীকৃষ্ণমুখের এই অবস্থা নিত্যই—অবিচ্ছিন্নভাবেই বর্ত্তমান। তাই তাঁহার মুখকে নিত্যোৎসবময় বলা হইয়াছে।

শ্লো। ২১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

"ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ"-এইরূপ ১০৩ ত্রিপদীর প্রমাণ উক্ত দুই শ্লোক।

১০৪। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থাস্বাদ উপলক্ষ্যে কামগায়ত্রীর স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন।

কামগায়ত্রী-মন্ত্ররূপ ইত্যাদি—মন্ত্ররূপ কামগায়ত্রী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হয় ; যেহেতু—নাম, মন্ত্র, বিগ্রহ ও স্বরূপ এক। গায়ত্রী—গানকারীকে যিনি ত্রাণ করেন, তাঁহাকে গায়ত্রী বলে। "গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ততঃ স্মৃতঃ। প্রত্যেক দেবতারই মন্ত্র ও গায়ত্রী আছে ; কোনও দেবতার পূজা করিতে হইলে, তাঁহার নিজ মন্ত্র ও গায়ত্রীতে পূজা করিতে হয়। শৃঙ্গার-রস-রাজ-মূর্ত্তিধর, অপ্রাকৃত নবীন-মদনরূপ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের গায়ত্রীর নাম কামগায়ত্রী ; এই কামগায়ত্রীতেই তাঁহার উপাসনা। "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামবীজ কামগায়ত্র্যে যার উপাসন। ২।৮।১০৯॥" কামগায়ত্রী মন্ত্রটি এই :—ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ॥

এই কামগায়ত্রী বৈদিক জপ্য গায়ত্রীরই রসাত্মক রূপ। ২।৮।১০৯-পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় "প্রণবের অর্থবিকাশ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই মন্ত্রটীকে শ্রীকৃষ্ণ-গায়ত্রী না বলিয়া কামগায়ত্রী বলে কেন? কামগায়ত্রী বলিলে শ্রীকৃষ্ণকেই যে "কাম" বলা হইল ?

উত্তর :—কম্ ধাতু হইতে কামশব্দ নিষ্পন্ন হয়। কম্-ধাতুর অর্থ স্পৃহায় বা কামনায়। তাহা হইলে স্পৃহণীয় বস্তুকে, বা কামনার বস্তুকেই কাম বলা যায়। মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে (ব্যাপক-ভাবে) অর্থ করিলে, কাম-শব্দে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তুকেই বুঝায়। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদিগুণে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু ; এজন্য শ্রীকৃষ্ণই কাম। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-কাম্যবস্তুটী প্রাকৃত নহে বলিয়া তাহাকে অপ্রাকৃত-কাম বলে ; ইনি প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের স্পৃহণীয় প্রাকৃত কাম নহেন। এই অপ্রাকৃত-কামরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিদ্বারা সকলকে এতই মুগ্ধ করেন যে, তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সুধা পান করিয়া, অথবা পান করিবার জন্য, সকলেই উন্মত্তের মত হইয়া যায় ; এজন্য তাঁহাকে "অপ্রাকৃত মদন" বলে। মদন—মত্ততা জন্মায় যে। প্রতিক্ষণেই এই অপ্রাকৃত মদনের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি যেন নূতন নূতন হইয়া নূতন নূতন ভাবে উচ্ছলিত হইতে থাকে, তাতে দর্শককে নূতন নূতন ভাবে প্রলুব্ধ করে ; এজন্য তাঁহাকে "অপ্রাকৃত নবীন মদন" বলে। তাহা হইলে ব্যাপক-অর্থে "কাম"-শব্দদ্বারাই এই "অপ্রাকৃত নবীন মদন" শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে ; সুতরাং "কাম-গায়ত্রী"দ্বারা সেই অপ্রাকৃত নবীন মদনের গায়ত্রীই সূচিত হইতেছে।

এই গায়ত্রীর বিষয়—লক্ষ্য—হইল অপ্রাকৃত-কামদেব শ্রীকৃষ্ণ ; এই গায়ত্রী জপ করিলে শ্রীকৃষ্ণেতে কামনা-জন্মে—প্রীতির দৃঢ়তা জন্মে। এই গায়ত্রী শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ গাঢ়প্রীতিময়ী কামনা জন্মায় বলিয়া ইহার নাম কামগায়ত্রী। বস্তুতঃ এই গায়ত্রীর অর্থে শ্রীকৃষ্ণের যে অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত মাধুর্য্যের চিত্র অর্থ-চিন্তাকারীর চিত্তে ফুটিয়া উঠে, তাহার প্রতি একটু মনোযোগ করিলে তৎপ্রতি চিত্ত আকৃষ্ট না হইয়া পারে না এবং তাহার আস্বাদনের নিমিত্তও ভাগ্যবান্ ব্যক্তির চিত্তে বলবতী আকাঙ্ক্ষা না জাগিয়া পারে না। সাধকের ভাবানুরূপ মন্ত্রজপের পূর্ব্বে কামগায়ত্রীজপের অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে—মন্ত্রজপের পূর্ব্বে মন্ত্রদেবতা—স্বীয় ভাবানুকূল-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের রূপ সুন্দররূপে চিত্তে ফুটিয়া উঠিলে স্বীয় ভাবের অনুকূল সেবাচিন্তার সহিত মন্ত্রজপের সুবিধা হয়। কামগায়ত্রী জপের সঙ্গে গায়ত্রীর অর্থচিন্তা করিলে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময় রূপটী চিত্তে সমুজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠার সম্ভাবনা ; তাই বোধ হয় মন্ত্রজপের পূর্ব্বে কামগায়ত্রী জপের ব্যবস্থা।

সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর—সাড়ে চব্বিশ অক্ষর। কামগায়ত্রীতে মোট এই কয়টী অক্ষর আছে :– ক্লীং, কা, ম, দে, বা, য়, বি, দ্ম, হে, পু, ষ্প, বা, ণা, য়, ধী, ম, হি, ত, ন্নো, ন, ঙ্গ, প্র, চো, দ, য়াৎ—মোটামুটি গণনায় এস্থলে মোট পঁচিশটী অক্ষরই হয় ; কিন্তু এই পঁচিশটির মধ্যে প্রথম "য়" (কামদেবায়-শব্দের শেষ অক্ষর য়) অর্দ্ধেক অক্ষর বলিয়া পরিগণিত। "য়ং চন্দ্রার্দ্ধং বৈভবঞ্চ বিলাসো দারুণং ভয়মিতি ব্যাড়িঃ।—ইতি প্রবোধানন্দ গোস্বামীকথিত কামগায়ত্রী-ব্যাখ্যানধৃত বচন।" এই "য়"-অক্ষরটী অর্দ্ধাক্ষর হওয়ায় (পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহ হইতে দেখা যাইবে—কামগায়ত্রীর এক একটী অক্ষর এক একটী চন্দ্র ; কাজেই অর্দ্ধচন্দ্রে অর্দ্ধাক্ষরই সূচিত হইবে ; এইরূপে য়-অক্ষরটী অর্দ্ধাক্ষর হওয়ায়) কামগায়ত্রীতে মোট অক্ষরসংখ্যা হইল সাড়ে চব্বিশ।

সখি হে। কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজরাজ।
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে, করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥ ধ্রু ॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কথিত আছে, চরিতামৃতের সংস্কৃতটীকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কামগায়ত্রীর অর্থপ্রকাশ করিতে যাইয়া কোন্ অক্ষরটী অর্দ্ধাক্ষর, তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না। তখন তিনি রাত্রিকালে শ্রীশ্রীরাধারাণীর চরণ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে পড়িয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন; সেই অবস্থায় স্বপ্নদৃষ্টার মত আবির্ভূত হইয়া রাধারাণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—কৃষ্ণদাসকবিরাজ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত। কামগায়ত্রাতে সাড়ে চব্বিশটী অক্ষরই আছে। "ব্যস্ত-য়-কারোঽর্দ্ধাক্ষরং ললাটেঽর্দ্ধচন্দ্রবিম্বঃ। তদিতরং পূর্ণাক্ষরং পূর্ণচন্দ্রঃ"—ইতি। কামগায়ত্রীতে যে য়-কারের অন্তে (পরে) বি-অক্ষর আছে, তাহা অর্দ্ধাক্ষর; (শ্রীকৃষ্ণের) ললাটেই এই অর্দ্ধাক্ষররূপ অর্দ্ধচন্দ্র। এতদ্ব্যতীত অন্য অক্ষরগুলি প্রত্যেকটীই পূর্ণ অক্ষর। যে য়-কারের পরে বি-অক্ষর থাকে, তাহা যে অর্দ্ধাক্ষররূপে গণ্য হয়, তাহার প্রমাণও শ্রীরাধারাণী চক্রবর্ত্তীপাদকে জানাইয়াছিলেন। বি-কারান্ত-য়-কারেণ চার্দ্ধাক্ষরং প্রকীর্ত্তিতম্। বর্ণাগমভাস্বদি।—বর্ণাগমভাস্বৎ গ্রন্থে আছে,—যে য়-কারের অন্তে বি-কার (বি-অক্ষর) আছে, তাহা অর্দ্ধাক্ষর বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।" কামগায়ত্রীর "কামদেবায় বিদ্মহে"-অংশে যে য়-কার আছে, তাহার পরে বিদ্মহে-শব্দের আদ্যক্ষর বি-অক্ষর আছে বলিয়া সেই "য়" হইল অর্দ্ধাক্ষর। চক্রবর্ত্তিপাদ বোধ হয় পূর্ব্বে এই প্রমাণ জানিতেন না; পরে অনুসন্ধান করিয়া বর্ণাগমভাস্বৎ-নামক গ্রন্থ পাইলেন এবং তাহাতে উক্ত প্রমাণ-বচনটীও পাইলেন। "কামদেবায়"-শব্দের শেষ অক্ষর "য়"কে কেন অর্দ্ধাক্ষর মনে করা হয়, উক্ত বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়। মধ্য ২৫শ অধ্যায়ের টীকাশেষে কামগায়ত্রীর অক্ষর-সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সে অক্ষর চন্দ্র হয়—কামগায়ত্রী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ; কামগায়ত্রীতে সাড়ে চব্বিশটী অক্ষর; ইহাদের প্রত্যেক অক্ষরই এক একটি চন্দ্রস্বরূপ; সুতরাং এই সাড়ে চব্বিশটী চন্দ্রের সমবায়ই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। এই সাড়ে চব্বিশটী চন্দ্রের কোন্‌টি শ্রীকৃষ্ণের দেহের কোন্‌স্থানে আছে, তাহা পরবর্ত্তী কয় পয়ারে বলা হইয়াছে।

[শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ-গোস্বামী তৎকৃত কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যায় যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায়—কা. ম. প্রভৃতি অক্ষর-সমূহের প্রত্যেকটীতেই চন্দ্র বুঝায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ব্যাখ্যায় অন্য কোনও নূতন তথ্য বিশেষ নাই।]

কৃষ্ণে করি উদয়—কৃষ্ণ ঐ চন্দ্রসমূহকে উদিত করিয়া, অথবা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ কামগায়ত্রী সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে শ্রীকৃষ্ণকে উদয় করিয়া (কামগায়ত্রী-জপের প্রভাবে গায়ত্রী-দেবতা শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে প্রকট হয়েন, ইহাই ধ্বন্যর্থ)। অথবা, কামগায়ত্রী শ্রীকৃষ্ণের দেহে (কৃষ্ণে) চন্দ্র উদয় করিয়া (কামগায়ত্রী জপ করিলে শ্রীকৃষ্ণদর্শন ঘটে এবং শ্রীকৃষ্ণদেহস্থ সাড়ে চব্বিশটী চন্দ্রের দর্শনও ঘটে, ইহাই ধ্বন্যর্থ)। কামময়—শ্রীকৃষ্ণ-কামনাময়। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের এই চন্দ্রসমূহ এতই সুন্দর, এতই মনোরম, এতই মধুর—এবং ঐ চন্দ্রসমূহের মনঃপ্রাণাকর্ষি স্নিগ্ধমধুরতায় শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহাতে দর্শকের চিত্ত একান্তভাবে আকৃষ্ট হয় এবং সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের জন্য চিত্তে অদম্য ও পুনঃ পুনঃ দর্শনেও দর্শনের জন্য অতৃপ্ত বাসনা জন্মে। এই অবস্থা দুএক জনের নহে; ত্রিজগতে যাঁহাদের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ ঐ চন্দ্রসমূহ উদিত করিয়াছেন (অর্থাৎ যাঁহাদের ভাগ্যে একবার শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন ঘটিয়াছে) তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ঐরূপ কামনা বা বাসনা জন্মিয়া থাকে।

১০৫। **সখি হে**—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা-শ্রীরাধা কোনও সখীর নিকটে যেমন শ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণন করেন, শ্রীমন্‌-মহাপ্রভুও রাধা-ভাবে ভাবিত হইয়া নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিয়া কোনও সখীকে লক্ষ্য করিয়াই যেন এই কথাগুলি বলিতেছেন। শ্রীপাদ-সনাতনগোস্বামী ব্রজের শ্রীরতিমঞ্জরী (বা শ্রীলবঙ্গ-মঞ্জরী)। মহাপ্রভু নিজেকে শ্রীরাধা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মনে করিয়া এবং সম্মুখস্থ সনাতনগোস্বামীকে শ্রীরতিমঞ্জরী মনে করিয়াই হয়তো ভাবাবেশে সম্বোধন করিয়াছেন—সখি হে।

দ্বিজরাজ—চন্দ্র। দ্বিজ-শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতি এবং পক্ষী ও দন্তকে বুঝায়। দ্বিজরাজ-শব্দে দ্বিজদিগের রাজাকে বুঝায়।

চন্দ্রকে দ্বিজরাজ বলার হেতু এই—এক সময়ে ব্রহ্মর্ষিগণ চন্দ্রকে দেখিয়া—ইনি আমাদের অধিপতি হউন—এই কথা বলিয়া পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব ও ওষধিগণসহ সোমদৈবত-মন্ত্রে সোমকে (চন্দ্রকে) স্তব করিয়াছিলেন। স্তবে চন্দ্রের তেজোরাশি সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, ঐ তেজঃপুঞ্জ হইতে ভূতলে দিব্যৌষধি-সমূহ উৎপন্ন হইল। চন্দ্র হইতে জাত বলিয়াই রাত্রিকালে ওষধিসমূহের দীপ্তি সমধিক। সেই হইতেই চন্দ্র ওষধীশ এবং দ্বিজেশ (বা দ্বিজরাজ) নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। মৎস্যপুরাণ। ২৩।১০।১৭

দ্বিজরাজ-রাজ—দ্বিজরাজসমূহের রাজা, চন্দ্র-সকলের রাজা। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও স্নিগ্ধতাদিতে যিনি চন্দ্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই চন্দ্রসকলের রাজা—দ্বিজরাজ-রাজ।

সাড়ে চব্বিশটী চন্দ্রের কোন্‌টী শ্রীকৃষ্ণের কোন্ অঙ্গে অধিষ্ঠিত, তাহা বলিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা বলিলেন; শ্রীকৃষ্ণের মুখ সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের একটী চন্দ্র—এবং সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, স্নিগ্ধতা ও চিত্তের উন্মাদনকারিত্বে, ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এজন্য দ্বিজরাজ-রাজ বলা হইয়াছে।

সাধারণ রাজার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণমুখরূপ চন্দ্ররাজারও সিংহাসন, মন্ত্রী, লীলাকমল, নর্ত্তক-নর্ত্তকী, রাজসভা, ধনুর্ব্বাণ ইত্যাদি সমস্তই আছে; পরবর্ত্তী পদসমূহে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

বপু—দেহ। কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে—কৃষ্ণের দেহরূপ সিংহাসনে। রাজার বসিবার জন্য সিংহাসনের প্রয়োজন; শ্রীকৃষ্ণের দেহই শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ দ্বিজরাজ-রাজের সিংহাসনতুল্য। বসি—সিংহাসনে বসিয়া। করে রাজ্য-শাসনে—রাজ্য শাসন করে; কি রাজ্য শাসন করেন? উত্তর—কামরাজ্য। কামময় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-কামনাময় প্রজাবৃন্দকে শাসন করেন। এই রাজা স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিদ্বারা জনগণকে এতই মুগ্ধ করিয়া ফেলেন যে, অত্যন্ত বশীভূত প্রজার ন্যায় তাঁহারা রাজদর্শনের জন্য (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমুখ-দর্শনের জন্য) অত্যন্ত লালসান্বিত হইয়া থাকেন এবং প্রাণভরা আবেগ ও উৎকণ্ঠারূপ উপঢৌকন লইয়া তাঁহারা রাজদর্শনে ছুটিয়া আসেন। প্রজাবৎসল রাজাও তাঁহাদের ভক্তিদত্ত উপঢৌকন সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজামৃত দানে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করেন। এই রাজার সুশাসনের গুণে সকলেই তাঁহাতে অনুরক্ত। যদি কেহ রাজদ্রোহী বলিয়া লক্ষিত হয় (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমুখ-চন্দ্রের দর্শনলোভ ত্যাগ করিয়া যদি কেহ অন্য বস্তুতে লালসাযুক্ত হয়), তাহা হইলে এই পরমহিতৈষী রাজা কৃপারজ্জুদ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া আনিয়া তাহার রাজদ্রোহিতারূপ অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত, ইতর-রাগ বিস্মারণ-নিজামৃত-ধারাদ্বারা তাহাকে পরিধৌত করিয়া নিজের প্রতি অনুরক্ত করিয়া তোলেন। এমনই অপূর্ব্ব এই রাজার শাসন।

সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ—চন্দ্রের সমাজ অর্থাৎ বহুচন্দ্র পার্ষদরূপে এই রাজার সঙ্গে আছে। অপর সাড়ে তেইশ চন্দ্র এই মুখ্যচন্দ্ররূপ রাজার পার্ষদ।

অথবা, এই ত্রিপদীর অন্বয় এইরূপও হইতে পারে:—কৃষ্ণমুখ-দ্বিজরাজ-রাজ চন্দ্রের সমাজ সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণবপুরূপ সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য শাসন করেন। (সকল চন্দ্রই দেহরূপ সিংহাসনে আসীন)।

অথবা, রাজ্যশাসন করেন—কামরাজ্য শাসন করেন, সমস্ত কামকে (বা কামনাকে) অন্যবস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া নিজের প্রতি প্রয়োগ করেন।

গণ্ড—কপোল; গাল। সুচিক্কণ—উত্তম চাকচিক্যযুক্ত; যাহা ঝলমল্ করে। মণি-দর্পণ—যে দর্পণের (আরসির) চারিধার মণিদ্বারা সাজান থাকে, তাহাকে মণিদর্পণ বলে। এই মণির আভায় দর্পণের চাকচিক্য

দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণিদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাট অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু,
সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥ ১০৬
কর-নখ চাঁদের হাট, বংশী-উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ-চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান॥ ১০৭
নাচে মকরকুণ্ডল, নেত্র-লীলাকমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূ-ধনু, নাসা বাণ, ধনুর্গুণ দুই কান,
নারীগণ লক্ষ্য বিন্ধে তায়॥ ১০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থল এইরূপ মণিদর্পণ অপেক্ষাও অনেক বেশী ঝল্‌মল্ করিয়া থাকে—গণ্ডস্থলের চাক্‌চিক্য মণিদর্পণকেও পরাজিত করিয়া থাকে (জিনি মণিদর্পণ)। মণিনির্ম্মিত দর্পণকেও মণিদর্পণ বলা যায়; ইহাও অত্যন্ত উজ্জ্বল ও চাক্‌চিক্যযুক্ত।

সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি—শ্রীকৃষ্ণের দুই গণ্ড দুই পূর্ণচন্দ্র।

১০৬। **ললাট**—কপাল। **অষ্টমী ইন্দু**—অষ্টমীতিথির চন্দ্র; অর্দ্ধচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণের ললাট বা কপাল, অর্দ্ধচন্দ্রতুল্য। **তাহাতে**—কপালে।

চন্দনবিন্দু—গোল চন্দনের ফোঁটা। **সেহো এক**—ললাটস্থ চন্দনের ফোঁটাও এক পূর্ণচন্দ্র।

এই পর্য্যন্ত সাড়ে চারিচন্দ্র পাওয়া গেল; মুখ এক চন্দ্র, দুই গণ্ড দুই চন্দ্র, ললাট অর্দ্ধচন্দ্র এবং ললাটস্থ চন্দনবিন্দু এক চন্দ্র। আর বিশ চন্দ্রের কথা পরে বলিতেছেন:—হাতের দশ অঙ্গুলে দশটি নখ হইল দশ চন্দ্র এবং পায়ের দশ আঙ্গুলের দশটী নখ বাকী দশ চন্দ্র; এইরূপে মোট সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র হইল। পরমজ্যোতিষ্মান্ এবং দর্শনে তাপনাশক ও স্নিগ্ধতা-বিধায়ক বলিয়াই চন্দ্রের সঙ্গে ইহাদের সাম্য।

১০৭। **কর-নখ**—হাতের নখ; হাতের দশটী নখ দশ চন্দ্র। **বংশী উপর করে নাট**—কর-নখরূপ চন্দ্রগণ বংশীর উপর নৃত্য করে। বাঁশী বাজাইবার সময় দুই হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগই বার বার উঠাইতে নামাইতে হয়; ঐ সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ নখগুলিও উঠে ও নামে; এই উঠানামাকেই নখচন্দ্রের নৃত্য (নাট) বলা হইয়াছে। **ঠাট**—স্থিতি। ঠাট-স্থলে "হাট" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। **চাঁদের হাট**—চাঁদসমূহ। **নাট**—নৃত্য। **তার গীত মুরলীর তান**—নর্ত্তকগণ গানের তালে তালেই নৃত্য করিয়া থাকে। এস্থলে বংশীধ্বনিরূপ গানের তালে তালেই নখচন্দ্রগণ নৃত্য করে। অথবা, নর্ত্তকগণ নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে গানও করিয়া থাকে; এস্থলে মুরলীর ধ্বনিই নর্ত্তকগণের গান। বংশীর ধ্বনি বংশীছিদ্রোপরি অঙ্গুলি সঞ্চালনের অনুযায়ীই হইয়া থাকে; সুতরাং নখচন্দ্রের নৃত্যের সঙ্গে মুরলীর গানের সামঞ্জস্য বা একতানতা আছে।

পদনখ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের পায়ের অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ দশটী নখও দশটী চন্দ্র। পদসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও যেন নৃত্য করে; পদস্থিত নূপুরের ধ্বনিই নর্ত্তকগণের গান।

বিলাসী-রাজার রাজ-সভায় নর্ত্তকগণও থাকে; হস্তপদের নখরূপ চন্দ্রগণই কৃষ্ণমুখরূপ দ্বিজরাজ-রাজের সভায় নর্ত্তক; বংশী ও নূপুরের ধ্বনিই এই রাজ-সভার গান।

১০৮। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের "যস্যানন-মকরকুণ্ডল চারুকর্ণ" ইত্যাদি অংশের অর্থ করিতেছেন।

নাচে মকরকুণ্ডল—মুখসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণস্থিত মকরকুণ্ডলও সঞ্চালিত হয়; ইহাকেই মকরকুণ্ডলের নৃত্য বলা হইয়াছে। **নেত্র**—চক্ষু। **লীলাকমল**—বিলাসিগণ যে কমল বা পদ্ম হাতে রাখিয়া ঘুরাইয়া থাকে, তাহাকে লীলাকমল বলে। শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুরূপ কমলই কৃষ্ণমুখরূপ দ্বিজরাজ-রাজের লীলাকমলতুল্য। স্নিগ্ধতায়, পবিত্রতায় এবং গঠনে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু কমলেরই তুল্য। **সতত নাচায়**—মুখরূপ চন্দ্র অত্যন্ত বিলাসী; তিনি চক্ষুরূপ

এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥ ১০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

লীলাকমল সর্ব্বদাই নৃত্য করাইতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল নেত্র ক্ষণেকের জন্যও স্থির থাকে না; তাঁহার প্রেমময় পরিকরবর্গের প্রত্যেকের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যেকের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়, এজন্যই তাঁহার নেত্রে চঞ্চলতা—ইহাই ধ্বন্যর্থ। বিলাসী রাজা—শ্রীকৃষ্ণমুখকে বিলাসী বলা হইয়াছে। তাহার হেতু এই:—বিলাস আছে যার, তাহাকেই বিলাসী বলে। প্রিয়জনের সঙ্গবশতঃ, গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদির চেষ্টায় তৎকালীন যে বৈশিষ্ট্য, তাহাকেই বিলাস বলে। "গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্। তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজঃ॥ উজ্জ্বল নীলমণি। অনুভাব। ৬৭॥ তাৎকালিকো বিশেষবস্তু বিলাসোঽঙ্গক্রিয়াদিষু। তাৎকালিকো দয়িতালোকনাদিভবঃ। ইতি ভরতঃ॥" বিশুদ্ধ প্রেমবতী গোপীদিগের সান্নিধ্যে প্রেমসমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ সমুত্থিত হয়। সেই তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে—মুখমণ্ডলের সুচারু ভঙ্গিমা, মকর-কুণ্ডলের শোভন নৃত্য, ভ্রূলতার বিকম্পন, নয়ন-খঞ্জনের সহাস্য নর্ত্তন, বিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠাধরের ঈষদুচ্ছ্বিসিতা, কুন্দবিনিন্দিত-দন্তপংক্তির ঈষদুন্মেষাদিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের বদন-চন্দ্রের অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা সম্পাদিত হইয়া থাকে; এই বিশিষ্টতাই মুখচন্দ্রের বিলাস; তজ্জন্যই তাহাকে বিলাসী বলা হইয়াছে।

ভ্রূ-ধনু ইত্যাদি—কৃষ্ণের ভুরু-যুগল ধনুর তুল্য; তাঁহার নাসিকা ঐ ধনুতে যোজন করিবার বাণতুল্য এবং তাঁহার দুইটী কান ঐ ধনুর গুণ-(জ্যা) তুল্য। সুশাসনের বা শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত দুষ্টের দমনার্থ, অথবা মৃগয়ার কৌতুক অনুভব করার জন্য রাজার হাতে ধনুর্ব্বাণ। কিন্তু ধনুর্ব্বাণ দ্বারা এই রাজা কাহাকে বিদ্ধ করেন?

নারীগণ লক্ষ্য বিন্ধে তায়—এই ধনুর্ব্বাণদ্বারা গোপনারীগণকে বিদ্ধ করেন। গোপীগণের অপরাধ? বোধ হয় চৌর্য্যাপরাধ। গোপীগণ মহাচৌরিণী—তাঁহারা দ্বিজরাজ-রাজের সিংহাসনের একটী অমূল্য রত্ন চুরি করিয়াছেন—সেই রত্নটী শ্রীকৃষ্ণের মন।

অথবা—মৃগয়ার উদ্দেশ্য কেবল কৌতুক, আর কিছুই নহে। এই রাজা কেবল কৌতুকের নিমিত্তই মৃগীস্বরূপ মৃগনয়না গোপীদিগকে বিদ্ধ করিয়া থাকেন।

ভুরুর সঙ্গে ধনুর আকৃতি-সাম্য আছে। সুতীক্ষ্ণাগ্র বাণের সঙ্গে সূক্ষ্মাগ্র নাসিকার সাম্য আছে। লক্ষ্য স্থির করিয়া ধনুতে বাণ যোজনা করিয়া যখন বাণের মূলদেশে বারম্বার আকর্ষণ করা হয়, তখন ধনু মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে থাকে; এই কম্পনের সঙ্গে ভ্রূলতার ঈষৎ কম্পনের সাদৃশ্য আছে।

মর্ম্মার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূ, নাসা ও কর্ণের অপূর্ব্ব চারুতায় মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ বাণবিদ্ধ হরিণীর মত অন্যত্র গমনের সামর্থ্য হারাইয়া ফেলেন।

"নারীগণ" স্থলে "নারীমন" পাঠান্তরও আছে।

১০৯। এই চাঁদের—কৃষ্ণমুখরূপ চন্দ্রের। পসারি—প্রসারিত করিয়া, বিস্তার করিয়া। নিজামৃত—এই চন্দ্রের নিজের অমৃত।

রাজার রাজধানীতে যেমন হাট-বাজার থাকে, কৃষ্ণমুখরূপ দ্বিজরাজের রাজধানীতেও হাট-বাজার আছে; এই বাজারে দোকানী সব চন্দ্র; রাজা এই দোকানীদের যোগে বিনামূল্যে রাজধানীতে সমাগত লোকগণকে নিজের অমৃত বিতরণ করিয়া থাকেন। রাজা অত্যন্ত দয়ালু, নচেৎ বিনামূল্যে অমৃত বিতরণ করিবেন কেন? বৃন্দাবনই তাঁহার রাজধানী।

বিপুল আয়তারুণ, মদন মদঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এই দুই নয়ন।
লাবণ্যকেলিসদন, জননেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দবদন ॥ ১১০

যার পুণ্যপুঞ্জফলে, সে মুখ-দর্শন মিলে,
দুই অক্ষ্যে কি করিবে পানে।
দ্বিগুণ বাঢ়ে তৃষ্ণা-লোভ, পিতে নারে মনঃক্ষোভ
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে—॥ ১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কি অমৃত বিনামূল্যে বিতরণ করেন, তাহা বলিতেছেন। কাঁহো—কাহাকেও। স্মিত—মৃদুমন্দ হাসি। জ্যোৎস্নামৃত—জ্যোৎস্নারূপ অমৃত। স্মিতজ্যোৎস্নামৃত—শ্রীকৃষ্ণের মৃদু-মধুর হাসিই তাঁহার মুখরূপ চন্দ্রের জ্যোৎস্না সদৃশ; মুখরূপ চন্দ্ররাজ এই জ্যোৎস্নারূপ অমৃত কাহাকেও বিনামূল্যে বিতরণ করেন, আর কাহাকেও বা অধরামৃতও দেন। সব লোক করে আপ্যায়িত—তিনি কাহাকেও অমৃত হইতে বঞ্চিত করেন না, সকলকেই সন্তুষ্ট করেন। ধ্বন্যর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কোনও প্রেয়সীর প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুমধুর হাস্য করেন, কোনও প্রেয়সীকে বা চুম্বনাদি দান করেন; এইরূপে সকলকেই কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

১১০। এই স্থলে ঐ রাজার মন্ত্রীর কথা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু দুইটাই তাঁহার মন্ত্রী।

বিপুল—বড়। আয়ত—বিস্তৃত, দীর্ঘ; আকর্ণ-বিস্তৃত। অরুণ—ঈষৎ রক্তবর্ণ। মদন-মদ-ঘূর্ণন—মদন (কাম)-মত্ততায় ঘূর্ণন যাহার; যে নয়ন মদন-মদে ঘূর্ণিত হইতেছে। অথবা মদনের মদের ঘূর্ণন হয় যাহা-দ্বারা; যাহা-দ্বারা মদনের গর্ব্বও খর্ব্ব হয়, এমন নয়ন। শ্রীকৃষ্ণের আকর্ণ-বিস্তৃত, ঈষৎ রক্তাভ, মদনমদঘূর্ণিত বিশাল চক্ষু দুইটাই দ্বিজরাজ-রাজের মন্ত্রী। অনুগ্রহ, বা কৌতুকাদি বিষয়ে রাজাকে যিনি পরামর্শ দেন এবং যাঁহার পরামর্শ অনুসারেই রাজা রাজকার্য্য করেন, তাঁহাকেই মন্ত্রী বলে। শ্রীকৃষ্ণের নয়ন যে দিকে ফিরে, তাঁহার মুখও (চন্দ্রসমূহের রাজাও) সেই দিকেই ফিরে; নয়ন দৃষ্টিদ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করেন, বদনরূপ চন্দ্ররাজও তাহাকেই অনুগ্রহাদি করেন, কৃষ্ণমুখরূপ দ্বিজরাজ-রাজ যে কৃষ্ণচিত্তের চৌর্য্যাপরাধের জন্য ভ্রূধনু ও নাসা-বাণ দ্বারা গোপীগণকে বিদ্ধ করেন, কিম্বা মৃগয়ায় গোপনারীরূপা হরিণীগণকে বিদ্ধ করেন, অথবা স্মিতজ্যোৎস্নামৃতে কি অধরামৃতে গোপ-ললনাদিগকে আপ্যায়িত করেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুর ইঙ্গিতেই—চক্ষুর পরামর্শেই; চক্ষু দৃষ্টিদ্বারা যাহার প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহার প্রতিই কৃষ্ণ-মুখের ঐরূপ ব্যবহার; সুতরাং চক্ষুই মন্ত্রীর কাজ করিতেছে।

লাবণ্য—চাকচিক্য ও স্নিগ্ধতা। কেলি—ক্রীড়া বা লীলা। সদন—বাসস্থান। লাবণ্য-কেলি-সদন—শ্রীকৃষ্ণের মুখ লাবণ্যের লীলাস্থল। শ্রীকৃষ্ণের মধুর বদনে লাবণ্যের তরঙ্গ নিত্যই বিরাজমান। অন্যত্রও বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের মুখ "লাবণ্যামৃত জন্মস্থান।২।২।২৪।" জননেত্র-রসায়ন—লোক-সমূহের নয়নের স্নিগ্ধতার ও তৃপ্তির বিধায়ক। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-বদন দর্শন করেন, তাঁহাদের নয়নের সকল সন্তাপ দূরীভূত হয় ও নয়ন অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ করে; সুখময়—আনন্দময়; আনন্দরূপ শ্রীগোবিন্দের বদনও আনন্দময়—যেন ঘনীভূত আনন্দদ্বারা গঠিত; এজন্যই ঐ শ্রীবদন-সম্বন্ধীয় সকলই আনন্দময়—বদনের অধিকারী আনন্দময়, যাঁহারা ঐ শ্রীবদন দর্শন করেন, যাঁহারা তাহা স্মরণ করেন, যাঁহারা বদন-মহিমা শ্রবণ করেন, কি কীর্ত্তন করেন—সকলেই অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। গোবিন্দ—গো-পালনকারী শ্রীকৃষ্ণ; ব্রজেন্দ্র-নন্দন। গোবিন্দ-বদন—গোপবেশ-বেণুকর, নবকিশোর নটবর ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বদন; ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, অসমোর্দ্ধ; এই সত্যটী প্রকাশ করিবার জন্যই "গোবিন্দ"-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অথবা, গোবিন্দ—গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সমূহকে পালন করেন যিনি। যাঁহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকাদি সমুদয় ইন্দ্রিয় নিজেদের অনুকূল আস্বাদ্য বস্তু লাভ করিয়া পরিতৃপ্তি ও সার্থকতা লাভ করে, তিনিই গোবিন্দ। বদনের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিদ্বারা নয়নের পরিতৃপ্তি ও সার্থকতা সাধিত হয় বলিয়াই "গোবিন্দ-বদন" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

১১১। পুণ্যপুঞ্জফলে—বহু জন্মের পুণ্যের প্রভাবে। পুণ্য অর্থ এ স্থলে স্বর্গাদিভোগলোক-প্রাপক সৎকর্ম্ম

নহে। চিত্তের পবিত্রতা-সম্পাদক কর্ম্মকেই পুণ্যকর্ম্ম বলা যায় (পূ+ডুণ্য); স্বর্গাদি-ভোগলোক-প্রাপক কর্ম্ম-দ্বারা চিত্তের প্রকৃত পবিত্রতা সাধিত হয় না; কারণ, ভোগসুখ বাসনাদি অন্তর্হিত হয় না; এইরূপ সুখ-ভোগ-বাসনাকে শাস্ত্রে পিশাচী বলা হইয়াছে। "ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ভ. র. সি. ১।২।১৫॥" যদ্দ্বারা অন্তঃকরণ হইতে পিশাচী দূরীভূত হয় না, তাহাকে পবিত্রতা-সম্পাদক বস্তু বলা যায় না। এস্থলে 'পুণ্য' অর্থ মহৎকৃপার প্রভাবে শুদ্ধা-ভক্তির অনুষ্ঠানজাত সৌভাগ্য। কারণ, শুদ্ধা-ভক্তির অনুষ্ঠানে স্বসুখ-বাসনা রূপ অনর্থ দূরীভূত হয়, চিত্তের পবিত্রতা সাধিত হয়। এইভাবে চিত্তের বিশুদ্ধতা সাধিত হইলে নিত্য-সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। (শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥ ২।২২।৫৭॥); কৃষ্ণপ্রেম স্ফুরিত হইলেই কৃষ্ণকৃপায় যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণসান্নিধ্য ও শ্রীকৃষ্ণসেবা মিলিতে পারে। **দুই অক্ষ্যে**—দুই চক্ষুতে। **কি করিবে পানে**—শ্রীকৃষ্ণের মুখ যেন মাধুর্য্যের সমুদ্র; চক্ষুরূপ পানপাত্র ভরিয়া ভরিয়া দর্শক সেই মাধুর্য্যসুধা পান করিয়া থাকেন। কিন্তু মাধুর্য্যসুধার পরিমাণ এতবেশী—সেই সুধার মধুরতা ও লোভনীয়তাও এতবেশী যে, চক্ষুরূপ কেবল দুইটী পান-পাত্রদ্বারা ঐ সুধা কিরূপে পান করিবে? অর্থাৎ পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করা যায় না। **দ্বিগুণ বাঢ়ে ইত্যাদি**—বহুকাল যাবৎ অনাহারক্লিষ্ট লোক, খাদ্যের অভাবে এক রকম কষ্টে-সৃষ্টে মরার মত পড়িয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের সাক্ষাতে যদি প্রচুর পরিমাণে উপাদেয় খাদ্যাদি উপস্থিত করা হয়, তখন আর তাহারা উদাসীনভাবে পড়িয়া থাকিতে পারে না—প্রচুর ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত অগ্নির মত, ঐ সকল খাদ্য-বস্তু-দর্শনে তাহাদের বুভুক্ষা শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই সময়ে যদি তাহাদিগকে পেট ভরিয়া খাইতে না দিয়া ঐ সুমধুর চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় বস্তুর অতি সামান্য দু একগ্রাস মাত্র তাহাদিগকে দিয়া আর না দেওয়া হয়, অথচ দ্রব্যসম্ভার তাহাদের সাক্ষাতেই রাখা হয়, তখন তাহাদের যেরূপ মানসিক অবস্থা হয়, যাঁহারা বহু সৌভাগ্যের ফলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইয়াছেন, অথচ মাত্র দুইটী চক্ষু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-সুধা পান করিতে হইতেছে, তাঁহাদের অবস্থাও তদ্রূপ—তদ্রূপ কেন, তদপেক্ষাও বেশী আক্ষেপ-জনক। বেশী বলার হেতু এই যে, প্রাকৃত ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে করিতে ভোগ-বাসনা অন্ততঃ সাময়িক ভাবে প্রশমিত হইয়া আসে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই যে, ইহা পান করার সময় হইতেই পান করার বাসনা প্রশমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। **তৃষ্ণা**—পানের তৃষ্ণা, পান করিবার ইচ্ছা। **লোভ**—পান করিবার জন্য লালসা। **পিতে নারে**—পান-পাত্রের অভাবে ইচ্ছামত পান করিতে পারে না বলিয়া মনে ক্ষোভ (দুঃখ) জন্মে। **দুঃখে করে বিধির নিন্দন**—পান করিতে পারে না বলিয়া দুঃখে বিধির নিন্দা করে। নিন্দার হেতু এই:—যিনি শ্রীকৃষ্ণ-বদন দর্শন করিবেন, বিধি তাঁকে মাত্র দুটী চক্ষু দিল কেন? লক্ষ-কোটি চক্ষু দিলেও যে তাঁর পান করার সাধ মিটে না! বিধি যোগ্য সৃষ্টি জানে না, নিতান্ত অবোধ।

বিধি—বিধাতা, সৃষ্টি-কর্ত্তা। এস্থলে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের "জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং এর অর্থ করিতেছেন।

এই স্থানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই উক্তিগুলি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-গোপীগণের; তাঁহারা প্রাকৃত জীব নহেন; সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার সৃষ্ট নহেন; তাই লক্ষকোটি চক্ষু না দিয়া তাঁহাদিগকে দুটী দেওয়ার জন্য বাস্তবিক বিধি দায়ী নহেন। তথাপি যে তাঁহারা বিধিকে নিন্দা করিতেছেন, তাহার হেতু এই যে, তাঁহারা যে আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা নিত্যকৃষ্ণ-কান্তা, এই জ্ঞান যোগমায়ার প্রভাবে ব্রজে তাঁহাদের ছিল না। মানুষ-লীলা-সম্পাদনার্থ যোগমায়া এই ভ্রান্তি জন্মাইয়াছেন। এই ভ্রান্তিবশতঃ গোপীদিগের ধারণা যে, তাঁহারা প্রাকৃত মানুষ, সাধারণ গোয়ালার মেয়ে—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কর্ত্তা, অন্যান্য প্রাকৃত জীবের সঙ্গে তাঁহাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধারণাবশতঃই তাঁহারা বিধাতার নিন্দা করিতেছেন। পরবর্ত্তী পদসমূহে নিন্দার প্রকার বলিতেছেন।

না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁখি দুটি,
তাতে দিল নিমিষ-আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ॥ ১১২
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥ ১১৩
কৃষ্ণাঙ্গমাধুর্য্য-সিন্ধু মুখ-সুমধুর ইন্দু,
অতিমধুর স্মিত-সুকিরণে।
এ-তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে স্বহস্তচালনে ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১২। **না দিলেক লক্ষ কোটি ইত্যাদি**—বিধি এমন অবোধ যে, কোটি নয়ন ত দিলই না, লক্ষ নয়নও দিল না! দিল মাত্র দুইটী নয়ন!! দিল দিল দুইটী নয়ন, তাতেও আবার নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দর্শনের সুযোগটী দিল না!!! চক্ষুর আবার পলক দিল! যে সময়টায় চক্ষুর পলক পড়ে, সেই সময়টাতে তো ঐ সামান্য দুই চক্ষু দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন ঘটে না। (ইহা শ্লোকোক্ত "ত্রুটির্যুগায়তে" অংশের অর্থ)। এক পলকের অদর্শন তাঁহাদের নিকট এক যুগের অদর্শনের মতই কষ্টদায়ক হয়। এই নিমেষের অসহিষ্ণুতা রূঢ়-মহাভাবের লক্ষণ। **নিমিষ-আচ্ছাদন**—চক্ষুর পলক। **বিধি জড় ইত্যাদি**—বিধি যোগ্য সৃষ্টি জানে না; তাতে বুঝা যায়, বিধি জড়, বিধি তপোধন, বিধির মন রসশূন্য। **জড়**—চেতনা-শূন্য, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য; মৃত কাষ্ঠপ্রস্তরাদির মত মানসিক শক্তি-শূন্য বস্তু। **তপোধন**—তপঃ (তপস্যাই) ধন যাহার; দুষ্কর-কঠোর-তপস্যা-পরায়ণ। কঠোর তপস্যার প্রভাবে, বিধির চিত্ত কঠোরত্ব লাভ করিয়াছে, কাষ্ঠ-প্রস্তরের মত শুষ্ক নীরস হইয়া গিয়াছে। রস-গ্রহণের বা রসবোধের শক্তি তাহার নাই; তা যদি থাকিত, তবে সে বুঝিতে পারিত, যাহারা কৃষ্ণমাধুর্য্য-রস পান করিবে, তাহাদের পক্ষে যে লক্ষকোটিনয়নও যথেষ্ট নহে, সুতরাং তাহাদিগকে সে দুইটী মাত্র চক্ষু দিত না।

১১৩। **অবিচার**—যার যাহা প্রাপ্য, তাকে তাহা না দেওয়াই অবিচার। বিধি সুবিচার করিতে জানে না। একথা বলার হেতু এই :—কর্ম্মফল অনুসারেই বিধাতা জীব সৃষ্টি করেন। গোপীগণ মনে করিতেছেন, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে হয়ত বহু পুণ্য করিয়া থাকিবেন, তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাইয়াছেন। বিধাতা, তাঁহাদের সেই সমস্ত পুণ্যকর্ম্মের বিচার করিয়াই, শ্রীকৃষ্ণদর্শনের যোগ্য স্থানে তাঁহাদের জন্মবিধান করিয়াছেন; এই পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ বিধাতার বিচার প্রায় সঙ্গতই হইয়াছিল। কিন্তু, কৃষ্ণদর্শনের সৌভাগ্য যাঁহাদের আছে, কৃষ্ণ-দর্শনের অনুকূল-স্থানে যাঁহাদের জন্ম হইয়াছে, তাঁহাদের কয়টী চক্ষু দেওয়া উচিত, তাহা বিধাতা ঠিকমত বিচার করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে কোটি-নয়ন দেওয়া উচিত ছিল; তাহা হইলেই তাঁহাদের দর্শনের যোগ্যতার, তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত পুণ্যপুঞ্জের অনুরূপ হইত। তাহা না করিয়াই বিধি অবিচার করিয়াছেন।

১১৪। **কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য-সিন্ধু**—শ্রীকৃষ্ণের দেহ মাধুর্য্যের সমুদ্র তুল্য। সর্ব্বাবস্থাতেই চেষ্টার চারুতা ও আস্বাদ্যতাকে মাধুর্য্য বলে। **মুখ সুমধুর ইন্দু**—সমুদ্রে যেমন চন্দ্রের উদ্ভব, এই মাধুর্য্যের সমুদ্রেও শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্রের উদ্ভব। **ইন্দু**—চন্দ্র।

বিস্বাদ লবণ-সমুদ্র হইতে আকাশস্থ প্রাকৃত চন্দ্রের উদ্ভব; কিন্তু চন্দ্রে সমুদ্রের বিস্বাদুতা নাই; চন্দ্র অতি রমণীয়, আস্বাদ্য। ইহাতে বুঝা যায়, চন্দ্রের জন্মস্থান হইতে চন্দ্রের মধুরতা অনেক বেশী। কৃষ্ণমুখচন্দ্র সম্বন্ধেও এই কথা। শ্রীকৃষ্ণের দেহ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মুখের রমণীয়তা ও মধুরতা বেশী। তাই বলা হইয়াছে "মুখ সুমধুর ইন্দু"—কেবল মধুর নহে, সুমধুর; দেহ মধুর, মুখ সুমধুর।

এস্থলে সিন্ধুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণদেহের তুলনা, সিন্ধুর লবণাক্ততা বা বিস্বাদুতাংশে নহে; সিন্ধু অপেক্ষা সিন্ধূদ্ভব চন্দ্রের মধুরতার আধিক্যাংশেই তুলনা।

তথাহি কর্ণামৃতে (৯২)

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ২২ ॥

যথারাগঃ—

সনাতন! কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সান্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব-বৈদ্য না দেয় একবিন্দু ॥ ধ্রু ১১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তাদৃশানন্তমাধুর্য্যবিশেষমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ। অস্য বিভোর্ব্বপু র্মধুরং অতিসুমধুরমিত্যর্থঃ। পুনঃ শ্রীমুখমালোক্য সশিরশ্চালনমাহ বদনন্তু মধুরং মধুরং মধুরমতিতরাং মধুরমিত্যর্থঃ। তত্রস্মিতমনুভূয় সসীৎকারং তন্নির্দ্দেশকতর্জ্জনীচালনপূর্ব্বকমাহ এতন্মৃদুস্মিতন্তু মধুরং মধুরং মধুরং মধুরমতিতমাং সুমধুরমিত্যর্থঃ। কীদৃশং মধুগন্ধি মধুসৌরভযুক্তম্। মুখাব্জস্য মকরন্দরূপত্বাৎ সর্ব্বমাদকমিত্যর্থঃ। সুরতে কৃতমধুপানত্বাৎ তদীয়গন্ধি বা। ইতি সারঙ্গরঙ্গদা। ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্মিত-সুকিরণ—কৃষ্ণের মন্দহাসিই (স্মিতই) মুখরূপ চন্দ্রের কিরণ বা জ্যোৎস্না। সুকিরণ বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা সকলের পক্ষেই "সু"—মঙ্গল-জনক, বা আনন্দবর্দ্ধক। কিন্তু প্রাকৃত সমুদ্রোদ্ভব প্রাকৃত চন্দ্রের কিরণ সকলের আনন্দদায়ক নহে, সকলের মঙ্গলজনক নহে—চন্দ্রের কিরণে পদ্মিনী দুঃখে মুদিতা হয়। এই কিরণ অতি মধুর ; কারণ, ইহাতে মুখরূপ চন্দ্রের মাধুর্য্যও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এ তিনে—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের মাধুর্য্য, শ্রীকৃষ্ণের মুখের মাধুর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাস্যের মাধুর্য্য, এই তিন মাধুর্য্যে। **লাগিল মন**—সনাতন-গোস্বামীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য বর্ণন করিতে করিতে ঐ তিনটী মাধুর্য্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন আবিষ্ট হইল। **লোভে করে আস্বাদন**—মাধুর্য্যে মন আবিষ্ট হওয়ায় ঐ মাধুর্য্য আস্বাদন করার জন্য লোভ জন্মিল ; ঐ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে হস্তদ্বারা অভিনয় করিতে করিতে (স্বহস্তচালনে) নিম্নলিখিত "মধুরং মধুরং" শ্লোকটী পড়িতে লাগিলেন। **শ্লোক পড়ে**—নিম্নোদ্ধৃত "মধুরং মধুরং" শ্লোক। **স্বহস্ত চালনে**—নিজের হস্ত চালনা করিতে করিতে ; হাতের ভঙ্গীদ্বারা অভিনয় করিতে করিতে। এমন সব ভঙ্গী করিতেছেন, যেন হাতের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখাদির স্পর্শাদি করিতেছেন, যেন তাঁহার মন্দহাসির সুধা পান করিতেছেন।

শ্লো। ২২। অন্বয়। অস্য (এই) বিভোঃ (বিভু-শ্রীকৃষ্ণের) বপু (দেহ) মধুরং মধুরং (মধুর মধুর—অতি সুমধুর) ; বদনং (বদন) মধুরং মধুরং মধুরং (মধুর, মধুর, মধুর—অতিতর সুমধুর) ; অহো (অহো)! মধুগন্ধি (মধুগন্ধি) এতং (এই) মৃদুস্মিতং (মন্দহাসি) মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং (মধুর, মধুর, মধুর, মধুর—অতিতম সুমধুর)।

অনুবাদ। অহো! এই বিভু শ্রীকৃষ্ণের দেহখানি অতি সুমধুর ; বদনখানি তাহা হইতেও সুমধুর এবং ইহার এই মধুগন্ধি মন্দহাসি তাহা হইতেও সুমধুর—মধুরতম। ২২ (টি. প. দ্র.)

১১৫। "মধুরং মধুরং" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

অমৃতের সিন্ধু—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধুর মত অসীম। এই কথাগুলি শ্রীমন্ মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামীকে বলিতেছেন।

মোর মন সান্নিপাতি—আমার মন যেন সান্নিপাত-রোগগ্রস্ত। সান্নিপাত-রোগে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটীই কুপিত হয়। বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রবলতার তারতম্যানুসারে সান্নিপাতরোগ অনেক

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর॥ ১১৬

মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে মধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশ দিকে বহে যার পূর॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রকমের ; এই রোগের কোনও অবস্থায় প্রবল পিপাসা হয় ; এত পিপাসা যে, জলপাত্র দেখিলে পাত্রশুদ্ধ যেন পান করিতে ইচ্ছা হয় ; পুকুর দেখিলে পুকুর-শুদ্ধ যেন পান করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু অন্য উপসর্গের ভয়ে চিকিৎসক রোগীকে বেশী জল দেন না ; যাহা কিছু দিয়া থাকেন, রোগীর প্রবল পিপাসার নিকটে, মরুভূমিতে জলবিন্দুর ন্যায় (তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম) তাহা যেন উড়িয়া যায় ; রোগীর মনে হয়, তাহাকে চিকিৎসক যেন মোটেই জল দিতেছেন না।

এস্থলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামীকে বলিতেছেন—"সনাতন, আমার মনের যেন সান্নিপাত-রোগ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের দেহের মাধুর্য্য আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার বদনের মাধুর্য্য আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা ও তাঁহার মন্দহাসির মাধুর্য্য আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা,—এই তিনটী আকাঙ্ক্ষার প্রবলতাই বোধ হয়, বায়ু-পিত্ত-কফের প্রবলতার সাদৃশ্যে মনের সান্নিপাত-রোগের "লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে।" **সব পিতে করে মতি**—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-সিন্ধুর সমস্তই যেন পান করিবার ইচ্ছা (মতি) করিতেছে। ইহাতে সান্নিপাত-রোগের অবস্থা-বিশেষের লক্ষণ বলবতী পিপাসা—ব্যক্ত করিতেছেন। **দুর্দ্দৈব-বৈদ্য**—আমার দুর্ভাগ্যরূপ বৈদ্য বা চিকিৎসক। সনাতন! সমস্ত মাধুর্য্য-সিন্ধু যেন এক চুমুকে পান করার জন্যই আমার মনের বলবতী আকাঙ্ক্ষা ; কিন্তু সমগ্র মাধুর্য্য-সিন্ধু তো দূরের কথা, আমার দুর্দ্দৈব-রূপ বৈদ্য আমাকে একবিন্দুও পান করিতে দিতেছেন না ; এক কণিকাও আস্বাদন করিতে পারিতেছি না।

বাস্তবিকই যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক বিন্দুও পান করিতে পাইতেছেন না, তাহা নহে ; তিনি পূর্ণতমরূপেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য পান করিতেছেন ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায়ই হইল প্রেম ; এই প্রেম শ্রীমতী রাধিকাতেই চরম-বিকাশ লাভ করিয়াছে ; সুতরাং শ্রীরাধিকার ভাবই হইল শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় ; শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধিকার ভাব নিয়াই প্রকট হইয়াছেন ; সুতরাং তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপেই আস্বাদন করিতেছেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তথাপি যে তিনি বলিতেছেন, "আমি এক বিন্দুও পান করিতে পাইতেছি না"—ইহা তাঁহার রাধাভাবোচিত অনুরাগের লক্ষণ। এই অনুরাগে, সর্ব্বদা অনুভূত বস্তুও যেন নিত্য নূতন বলিয়া মনে হয়, যেন উহা কখনও আর অনুভূত হয় নাই, এইরূপই মনে হয়।

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ লাবণ্যের সমুদ্রতুল্য। **পূর**—সমুদ্র (পূর—জল সমূহ—ইতি মেদিনী)। **তাতে যেই মুখ-সুধাকর**—ঐ সমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখই হইল চন্দ্র-সদৃশ। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৪ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **স্মিত-জ্যোৎস্নাভর**—মন্দহাসিই ঐ চন্দ্রের জ্যোৎস্নাতুল্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৪ ত্রিপদীর "স্মিত-সুকিরণ" শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

১১৭। এস্থলে এক অঙ্গ হইতে আর এক অঙ্গের অধিক মাধুর্য্য, তাহা হইতে আর এক অঙ্গের আরও অধিক মাধুর্য্য—এইরূপ বলা হইয়াছে। পরপর আস্বাদন-জনিত আনন্দাধিক্য-বশতঃ এইরূপ উক্তি। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য যে কত মধুর, তাহা ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত ভাষা যেন পাইতেছেন না ; তাই বলিতেছেন, মধুর, অতি মধুর, অতি সুমধুর, আরও সুমধুর ইত্যাদি।

আপনার এক কণে—সেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক কণিকাই সমস্ত ত্রিভুবনকে মাধুর্য্যে প্লাবিত করিতে সমর্থ। **যারপূর**—সেই মাধুর্য্যসিন্ধুর প্রবাহ দশদিকে প্রবাহিত হইতেছে।

স্মিতকিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর-মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশীছিদ্র-আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে ॥ ১১৮

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
জগতের বলে পৈশে কানে।
সভা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষত যুবতীর গণে ॥ ১১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১৮। মধুর সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত হইলে মধুর মাদকতা-শক্তি অনেক বর্দ্ধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার সঙ্গে তাঁহার মন্দ-হাসিরূপ উত্তম কর্পূর মিশ্রিত হওয়ায় অধর-সুধার মাদকতা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহাই এস্থলে ব্যক্ত করিতেছেন। স্মিতকিরণ সুকর্পূরে—মন্দ-হাসিরূপ যে মুখচন্দ্রের কিরণ তাহাই সু (উত্তম)-কর্পূরতুল্য। কর্পূরের শুভ্রতায় মন্দহাসির নির্ম্মলতা এবং কর্পূরের সুগন্ধে মন্দহাসির মাধুর্য্য সূচিত হইতেছে। পৈশে—প্রবেশ করে। অধর-মধুরে—অধরের মধুতে বা মাধুর্য্যে। কোনও কোনও গ্রন্থে "অধর-মধুপূরে" পাঠ আছে; অধর-মধুপূরে—অধর-মধুর বা অধর-সুধার সমুদ্রে। স্মিত-কিরণরূপ সুকর্পূর, শ্রীকৃষ্ণের অধর-মাধুর্য্যে প্রবেশ করে। সেই মধু—সুকর্পূর-মিশ্রিত মধু। মাতায় ত্রিভুবনে—মন্দহাসিরূপ কর্পূর-মিশ্রিত অধর-সুধার মাদকতা এত বেশী যে, তাহাতে ত্রিভুবনবাসীই মাতোয়ারা হইয়া যায়।

সেই মধু কিরূপে ত্রিভুবনকে মাতোয়ারা করে, তাহা বলিতেছেন। বংশীছিদ্র আকাশে—শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীতে যে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্ররূপ আকাশে। বাঁশরীর ছিদ্রের ফাঁকাস্থানকেই আকাশ বলা হইয়াছে। তার গুণ শব্দে—"তার" অর্থ ঐ আকাশের। পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ (ব্যোম) একটী; এই আকাশের গুণ হইল শব্দ। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর ছিদ্রস্থিত যে আকাশ, সেই আকাশের গুণ যে শব্দ—শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাসিযুক্ত অধরসুধা সেই শব্দে প্রবেশ করিয়া, (বংশী)-ধ্বনিরূপে পরিণত হয়। পৈশে—প্রবেশ করে। ধ্বনিরূপে—বংশীধ্বনিরূপে। পাঞা পরিণামে—(অধর-মধু) ধ্বনি রূপে পরিণত হয়।

১১৯। সে ধ্বনি—বংশীধ্বনি। অণ্ডভেদি—ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া। বৈকুণ্ঠে যায়—সেই বংশীধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া চিন্ময় মায়াতীত ভগবদ্ধামে গিয়া উপনীত হয়। "অণ্ড ভেদি"-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, প্রকট-লীলা-কালে ব্রহ্মাণ্ডে যখন বংশীধ্বনি হয়, তখন সেই ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে না; তাহা বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামে যাইয়া তত্রত্য সকলকেও বিচলিত করে। ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া যাওয়ার সময় জগতের—জগদ্বাসীর। বলে পৈশে কানে—জোর করিয়া সেই ধ্বনি জগদ্বাসীর কানে প্রবেশ করে। কেহ সেই ধ্বনি শুনিতে ইচ্ছা না করিলেও ধ্বনি আপনা-আপনিই তাহার কানে প্রবেশ করে।

শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাসিযুক্ত-অধরসুধা বাঁশরীর শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া, যখন লোকের কানে প্রবেশ করে, তখন কেহ আর স্থির থাকিতে পারে না; সকলেই মাতোয়ারা হইয়া যায়; লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-আদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে আসিয়া উপস্থিত হয়, ঐ ধ্বনিই যেন তাহাদিগকে জোর করিয়া টানিয়া আনে।

এ স্থলের মর্ম্মার্থ বোধ হয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর ধ্বনি যে এমনভাবে সকলকে মাতোয়ারা করিয়া তোলে, ইহা তাঁহার বাঁশরী, বা বাঁশরীর শব্দের স্বাভাবিক গুণ নহে; ইহা শ্রীকৃষ্ণের মন্দ-হাসি-মিশ্রিত অধর-সুধার গুণ; শ্রীকৃষ্ণের অধর-স্পর্শেই বাঁশরী এই গুণ পাইয়াছে; অথবা শ্রীকৃষ্ণের অধরের ফুৎকার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বাঁশরীর ধ্বনি এইরূপ মন-প্রাণ-মাতোয়ারা-করা গুণ পাইয়াছে।

সভা—সকলকে। বলাৎকারে—বলপূর্ব্বক। বলাৎকারে আনে ধরি—জোর করিয়া ধরিয়া আনে—বংশীধ্বনি শুনিয়া তাহারা এতই উতলা হইয়া পড়ে যে, তাহারা আর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে না আসিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও যে তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া আসে, "বলাৎকার" শব্দে, তাহাই সূচিত হইতেছে।

ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতিকোলে হৈতে কাঢ়ি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥ ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাহাকে কেহ অতর্কিতভাবে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া আসে, তাহার যেমন নিজের শক্তি প্রয়োগ করিবার কোনও সুযোগ থাকে না, কিম্বা নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য অপরের সাহায্য প্রার্থনা করিবারও কোনও সুযোগ থাকে না, সেইরূপ এই বংশীধ্বনি যাহার কানে প্রবেশ করে, প্রবেশ করিয়া নিজের মোহিনী শক্তিতে যাহাকে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে আকর্ষণ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে যাওয়ার জন্য আগ্রহে, উৎকণ্ঠায় ও আনন্দে সে এতই উতলা হইয়া পড়ে যে, তাহার লোক-ধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম ইত্যাদির কোনও কিছুর অপেক্ষাই তখন আর তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার সুযোগ পায় না। "বলাৎকার"-শব্দের মর্ম্ম বোধ হয় ইহাই। বিশেষতঃ যুবতীর গণে—পরবর্ত্তী ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। যুবতী-শব্দে এস্থলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; অন্যের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ সম্ভব নহে।

১২০। **ধ্বনি বড় উদ্ধত**—সেই বংশীধ্বনি একেবারেই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, নিজের অভিপ্রেত কাজ সে করিবেই—তাতে অপরের ভাল হউক, কি মন্দ হউক, তা সে বিচার করিবে না।

পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত—পতিব্রতা রমণীর পাতিব্রত্য-ধর্ম্মও নষ্ট করিয়া দেয়। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির অসাধারণ শক্তির কথা বলিতেছেন। পুরুষ অনেক সময় নানা কারণে লোক-ধর্ম্মাদিতে জলাঞ্জলি দিতে পারে; কিন্তু পতিব্রতা-রমণী নিজের প্রাণ দিয়াও তাহার পাতিব্রত্য বা সতীত্ব রক্ষা করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বড় আর কিছুই নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এমনই শক্তি যে, পতিব্রতা রমণীগণ পর্য্যন্ত ঐ বংশীধ্বনি শুনিয়া পতিসেবাদি পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। পূর্ব্ব পদে "বিশেষতঃ যুবতীর গণে" বলার তাৎপর্য্যও ইহাই। যুবতী-স্ত্রীর পক্ষেই সর্ব্বপ্রকারে পতির মনোরঞ্জন করা সম্ভব হয়; পতির মনোরঞ্জনই পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের সার বস্তু; পতিব্রতা রমণীর পক্ষে যৌবনেই পূর্ণ মাত্রায় পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম পালন করা সম্ভব; এজন্য পতিব্রতা রমণীর পক্ষে যৌবনেই পতির প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আসক্তি প্রকাশ পায়—অনেক সময় এতই পত্যনুরাগ দেখা যায় যে, অন্য ধর্ম-কর্ম্মাদি পর্য্যন্তও উপেক্ষিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এমনি আশ্চর্য্য শক্তি যে, অন্য তো দূরের কথা, এইরূপ পতিতে অত্যাসক্তিযুক্তা পতিব্রতা যুবতী নারীগণকে পর্য্যন্ত পতি-কোল হইতে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণ-সমীপে লইয়া আসে।

অথবা—যুবতীদিগের চিত্ত সাধারণতঃ প্রেমপূর্ণ থাকে; প্রেমময়ের বংশীধ্বনি, যখন প্রেমিকগণকে সুমধুর স্বরে আহ্বান করিতে থাকে, তখন প্রেমবতী রমণীগণের চিত্তই বিশেষভাবে আলোড়িত হইতে থাকে।

অথবা—শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজকিশোরী শ্রীমতী রাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়াই এই শ্লোকের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীমতী রাধিকা এবং তাঁহার সঙ্গিনী ব্রজসুন্দরীগণই শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির প্রভাবে আর্য্য-পথাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন—তাঁহাদের বিশ্বাস (প্রকৃত-প্রস্তাবেও ইহা সত্য যে), এইরূপ গুরুতর কাজ আর কেহই করেন নাই; এজন্যই রাধাভাবে ভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—কৃষ্ণের বংশীর প্রভাব যুবতী-নারীগণের উপরেই বিশেষরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে।

তার আগে কেবা গোপীগণে—ব্রজের গোপীগণ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা; সুতরাং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ অপেক্ষা স্বরূপতঃ তাঁহারা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নর-লীলার পরিকররূপে তাঁহাদেরও সহজ নর-ভাব; এজন্যই তাঁহাদের চক্ষে লক্ষ্মী হইলেন দেবী, আর তাঁহারা মানবী; তাই তাঁহারা আপনাদিগকে লক্ষ্মীগণ অপেক্ষা হেয় মনে করিতেছেন। "বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণই কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া নারায়ণের বক্ষঃ ত্যাগের জন্য উৎকণ্ঠিত হন, আর আমরা তো সাধারণ গোয়ালার মেয়ে, আমরা কিরূপে স্থির থাকিব?"—এইরূপই গোপীগণের মনের ভাব।

নীবি খসায় পতি-আগে, গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি আনে কৃষ্ণ-স্থানে।
লোকধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে॥ ১২১
কানের ভিতর বাসা করে,
আপনে তাহাঁ সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে
আন কথা না শুনে কান,
আন্ বুলিতে বোলায় আন্,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥ ১২২
পুন কহে বাহ্য জ্ঞানে, আন কহিতে কহি আনে,
কৃষ্ণকৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্তভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য্যমাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে॥ ১২৩

আমি ত বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যামৃতস্রোতে যাই বহি॥ ১২৪

তবে প্রভু ক্ষণ এক মৌন করি রহে।
মনে ধৈর্য্য করি পুন সনাতনে কহে॥ ১২৫

কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
যেই ইহা শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে॥ ১২৬

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১২৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ব-
বিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণনং নাম
একবিংশপরিচ্ছেদঃ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই ত্রিপদীতে "পতিব্রতা"-শব্দে এবং পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে "নারীগণ"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণকেই বুঝাইতেছে।

১২২। কানের ভিতর ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর শব্দ এক বার যাহার কানে প্রবেশ করে, তাহার কানে আর অন্য কোনও শব্দই যেন প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ বাঁশীর শব্দই যেন সর্ব্বদা তাহার কানে ধ্বনিত হইতে থাকে; যখন বাস্তবিক বাঁশীর শব্দ হয় না, তখনও যেন তাহার কানে ঐ বাঁশীর শব্দই শুনা যায়; অন্য শব্দ যখন হয়, তখনও তাহার কানে বাঁশীর শব্দই শুনা যায়। শব্দ যেন কানের মধ্যে বাসা করিয়া নিজের স্থায়ী বাসস্থান করিয়া লইয়াছে। আন্ বুলিতে বোলায় আন্—ইহাদ্বারা বংশীধ্বনি-জনিত তন্ময়তা সূচিত হইতেছে। যিনি একবার ঐ বংশীর ধ্বনি শুনেন, ঐ ধ্বনিতেই তাঁহার চিত্ত আবিষ্ট হইয়া যায়; অন্য বিষয়ে আর কিছুতেই তিনি মনোনিবেশ করিতে পারেন না; তাই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক কথাব্যতীত অপর কোনও কথা বলিতে গেলে তাঁহার মুখে অসংলগ্ন কথা বাহির হইয়া পড়ে, এক কথা বলিতে আর এক কথা বলিয়া ফেলেন।

১২৩। পুন কহে ইত্যাদি—কৃষ্ণের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াই এতক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভু যেন প্রলাপোক্তি করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হওয়ায় নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিতেছেন।

মোর চিত্তভ্রম করি—শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি কৃপা করিয়া আমার চিত্তভ্রম জন্মাইয়া। প্রভু বলিলেন—"সনাতন! তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা; এই কৃপাবশতঃই তাঁহার স্বীয় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের কথা তোমাকে শুনাইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। আমাকে যন্ত্র করিয়া, আমার চিত্তভ্রান্তি জন্মাইয়া, আমার মুখেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের কথা প্রকাশ করাইয়া তিনি তোমাকে তাহা শুনাইয়াছেন।

১২৪। বাউল—বাতুল; পাগল। যাই বহি—প্রবাহিত হইয়া যাই।

১২৫। পুনঃ সনাতনে কহে—পুনর্ব্বার যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে।

মধ্য-লীলা

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তংকরুণার্ণবম্।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা॥ ১

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

এই ত কহিল সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে—কৃষ্ণ এক সার॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বন্দে ইতি। তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে অহং নমামি। কথম্ভূতং করুণার্ণবং দয়াসমুদ্রং, যেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেন কলৌ কলিযুগে ইয়ং অতি গূঢ়াপি অত্যন্তগোপনীয়াপি ভক্তিঃ বৈধিরাগানুগা প্রকাশিতা প্রকটিতা। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১। **অন্বয়।** যেন (যাঁহাকর্ত্তৃক) অতি গূঢ়া (অত্যন্ত গোপনীয়—অতি নিগূঢ়) অপি (ও) ইয়ং (এই) ভক্তিঃ (ভক্তি) কলৌ (কলিকালে) প্রকাশিতা (প্রকাশিত হইয়াছে), তং (সেই) করুণার্ণবং (দয়ার সাগর) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। অতি নিগূঢ় হইলেও এই ভক্তি (সাধনভক্তি) কলিকালে যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, দয়ার সাগর সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। ১

ভক্তিতত্ত্ব অতি নিগূঢ়—অত্যন্ত গোপনীয়—বস্তু; সুতরাং ইহা সর্ব্বসাধারণ্যে প্রকাশ করার বিষয় নহে; কিন্তু পরম-করুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু এমন নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্বও সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত জগতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—যেন তাঁহার উপদিষ্ট সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া কলিহত সকল জীবই শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইতে পারে।

এই পরিচ্ছেদে যে সাধনভক্তির বিষয় আলোচিত হইবে, তাহারই ইঙ্গিত এই শ্লোকে প্রদত্ত হইল। এই শ্লোকে বর্ণনীয় বিষয়-সম্বন্ধে ভঙ্গীক্রমে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনাও করা হইল।

২। **এইত কহিল**—পূর্ব্বে দুই পরিচ্ছেদে। **সম্বন্ধ-তত্ত্ব**—সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়; শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব, তাহা পূর্ব্বেই দুই পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। যদি বলা যায়, জ্ঞানযোগ-কর্ম্মাদি যে সমস্ত শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে, সে-সমস্ত শাস্ত্রে তো কৃষ্ণই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নহেন? ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি, কিম্বা ভোগাত্মক লোকাদিই ঐ সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বা সম্বন্ধ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কিরূপে হইল? ইহার উত্তর এই যে—ব্রহ্ম-পরমাত্মাদিও শ্রীকৃষ্ণেরই অংশকলা—তাঁহারই প্রকাশ-বিলাসাদি; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতে ইহারা স্বতন্ত্র বস্তু নহেন। আবার ভোগাত্মক ধামাদিও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তির পরিণতিমাত্র; সুতরাং ইহারাও শ্রীকৃষ্ণ হইতে

এবে কহি শুন অভিধেয়ের লক্ষণ। যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বতন্ত্র বস্তু নহে। অতএব, ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি, বা ভোগাত্মক ধামাদি যে সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি, শক্তি বা অংশ-কলাদিই তাহারা প্রতিপন্ন করিতেছে, সুতরাং পরম্পরাক্রমে শ্রীকৃষ্ণই তাহাদেরও প্রতিপাদ্য বিষয়; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কারণের কারণ; শ্রীকৃষ্ণব্যতীত কোথাও অপর কিছু নাই।

আর একভাবেও সম্বন্ধ-শব্দের আলোচনা করা যায়। সম্যক্‌রূপে যে বন্ধ বা বন্ধন, তাহাকেই সম্বন্ধ বলে (সম+বন্ধ+অল্)। সম্যক্‌রূপে বন্ধন বলিতে কি বুঝা যায়? কোনও সময়েই যে বন্ধনের মোচন নাই, তাহাই সম্যক্‌রূপে বন্ধন বা সম্বন্ধ; তাহা হইলে, যে বন্ধনটী অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহাই সম্যক্‌রূপে বন্ধন বা সম্বন্ধ। কিন্তু এই জাতীয় সম্বন্ধ কার সঙ্গে থাকিতে পারে? আমরা মনে করি—স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতির সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, ইহাদের সঙ্গে আমাদের সম্যক্ বন্ধন (সম্বন্ধ) মোটেই নাই; কারণ, ইহাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ খুব বেশী হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত; তার পরেই সব শেষ হইয়া যায়; সুতরাং স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বলিতে কিছু নাই; একটা সাময়িক বন্ধন মাত্র আছে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই জীবের নিত্য সম্বন্ধ; কারণ, জীব শ্রীকৃষ্ণ হইতেই আসিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তির অংশ, সুতরাং এই শক্তি-শক্তিমানের সম্বন্ধ, অংশাংশীর সম্বন্ধ—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই জীবের আছে; ইহা অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে; যদিও মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে এই সম্বন্ধের অনুভূতি নাই, তথাপি সম্বন্ধটুকু আছেই—অনুভূতির অভাবে সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। দুর্দ্দৈববশতঃ যদি কেহ নিজের পিতাকে ভুলিয়া যায়, তথাপিও তাহাদের পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ লোপ পাইবে না। সুতরাং জীবের একমাত্র সম্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই; তাই শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

আর এক ভাবেও দেখা যায়; পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের হেতু এই যে, তাহারা আমাদের সুখদুঃখে সহায় হয়; এজন্য তাহাদিগকে আত্মীয় বা আপনার জন বলি। কিন্তু তাহারা কতদিন আমাদের সুখদুঃখের সহায় থাকে? খুব বেশী হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই আমাদের সুখ-দুঃখের সহায়, অনাদিকাল হইতেই আমাদের আত্মীয়। যখন অসহায় অবস্থায় আমরা মাতৃগর্ভে ছিলাম, তখন মাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া কে আমাদের আহার যোগাইয়াছেন? কে-ই বা মাতৃবক্ষে আমাদের জন্মের পরের আহার যোগাইয়া রাখিয়াছেন? আমাদের জীবিতকালে তাঁহাকে ভুলিয়া আমরা যে ভোগসুখে মত্ত হইয়া থাকি, সেই ভোগ্য বস্তু কে যোগান? মৃত্যুর পর অস্পৃশ্য অপবিত্র ও অমঙ্গলজনক বলিয়া স্ত্রী-পুত্রাদি যখন আমাদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দূর করিয়া দেয়, শ্মশানে নিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, তখন কে আমাদিগকে তাঁহার কোমল অঙ্কে স্থান দেন? আমাদের কর্ম্মফলের অবসান করাইয়া একটা নিত্য শাশ্বত আনন্দের রাজ্যে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কে আমাদের জন্য যথাযথ বন্দোবস্ত করিয়া দেন? একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, অপর কেহ নহে। সুতরাং সম্বন্ধ যদি জীবের কাহারও সঙ্গে থাকে, তবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে—আত্মীয় যদি জীবের কেহ থাকে, তবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ—সুখ-দুঃখের সহায় যদি জীবের কেহ থাকে, তবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব; ২।২৫।৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। এবে—এই পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদে অভিধেয়ের লক্ষণ বলিতেছেন। এই অভিধেয়-সাধনভক্তি-দ্বারাই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায়; এবং কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া গেলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত। অভিধেয়—অভি—ধা+য। অভিধীয়তে অনেন ইতি অভিধেয়ম্; যদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া [জানা] যায়, তাহাই অভিধেয়। যদ্দ্বারা সমস্ত জানিবার বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, অথবা যদ্দ্বারা এমন একটী বস্তু জ্ঞাত হওয়া যায়, যাহা জ্ঞাত হইলে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না, তাহাই মুখ্য অভিধেয়; এবং যাহা জ্ঞাত হইলে আর

‘কৃষ্ণভক্তি’ অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিছুই অজ্ঞাত থাকে না, তাহা হইল শ্রীকৃষ্ণ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই সমস্ত আছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাত হইলে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। তাহা হইলে—যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই হইল মুখ্য অভিধেয়। অথবা, অভিধেয়-শব্দের অন্যরূপেও অর্থ করা যায়। অভি—শব্দের অর্থ আভিমুখ্য; ধা-ধাতু ধারণে, বা দানে। তাহা হইলে অভিধেয়-শব্দের অর্থ হইল এই—জীব যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আভিমুখ্যে ধৃত হয়, অথবা যদ্দ্বারা জীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আভিমুখ্য প্রদত্ত হয়। মায়াবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া আছে; যদ্দ্বারা জীবের এই শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা ঘুচিয়া যায় এবং শ্রীকৃষ্ণের আভিমুখ্য জীবের পক্ষে সংঘটিত হয়, তাহাই অভিধেয়। সুতরাং তাহাই জীবের পক্ষে কর্ত্তব্য। এখন, এই অভিধেয়টী কি—অর্থাৎ যে উপায়ে জীবের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা দূর হইতে পারে এবং উন্মুখতা লাভ হইতে পারে, সে উপায়টী কি, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলিতেছেন। ২।২০।১১০ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় “অভিধেয়তত্ত্ব” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪। **কৃষ্ণভক্তি**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি; শ্রীকৃষ্ণের ভজন। **কৃষ্ণভক্তি অভিধেয়**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-বস্তুটাই হইল অভিধেয় বা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিদ্বারাই মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা দূর হইতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখতা জন্মিতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইতে পারে। **সর্ব্বশাস্ত্র**—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র। এই উক্তির প্রমাণরূপ নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই পয়ার হইতে ইহাই পাওয়া গেল যে, জীবের বহির্ম্মুখতা ঘুচাইবার জন্য ভক্তিই অভিধেয় বা কর্ত্তব্য; এবং এই ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই করিতে হইবে। জীবও ভগবানের সম্বন্ধের দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, সনাতন-শিক্ষায় মোটামুটি চারিটি প্রশ্ন উত্থিত হয়:—প্রথমতঃ, ভক্তি করিতে হইবে কাহাকে? দ্বিতীয়তঃ ভক্তি কাহাকে বলে? তৃতীয়তঃ, ভক্তি করিবে কে? এবং চতুর্থতঃ, কর্ম্মযোগজ্ঞানাদি না করিয়া ভক্তিই করিতে হইবে কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চারিটি প্রশ্নের উত্তরই দিয়াছেন; উত্তরগুলির সারমর্ম্ম এইরূপ:—

প্রথমতঃ—ভক্তি করিতে হইবে কাহাকে? আমরা জানি, কোন একটী গাছের গোড়ায় জল এবং সার দিলেই মূলের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঐ জল ও সার গাছের প্রত্যেক শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফুলের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে; স্বতন্ত্রভাবে কোন শাখা-প্রশাখাদিতে আর জল বা সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ, যদি এমন কোনও বস্তু পাওয়া যায়, যাহাকে ভক্তি করিলে সকলকেই ভক্তি করা হইয়া যায়, যাহাকে ভক্তি করিলে ভক্তি পাওয়ার বাকী আর কেহই থাকে না,—তবে সেই বস্তুকে ভক্তি করাই সঙ্গত হইবে। শাস্ত্র বলেন, এরূপ একটী বস্তু আছে—তাহা শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণব্যতীত কোথাও অন্য কিছু নাই; প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত জগতে যত কিছু আছে, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের পরিণতি, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তত্ত্ব—যেখানে যত কিছু আছে, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে; আবার সমস্তের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলেই সকলের প্রতি ভক্তি করা হইয়া যায়; একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইলেই সকলে প্রীত হয়েন; সুতরাং ভক্তি করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণকে। “যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ শ্রী. ভা. ৪।৩১।১৪॥”

দ্বিতীয়তঃ,—ভক্তি কাহাকে বলে? ভজ্ ধাতু হইতে ভক্তিশব্দ নিষ্পন্ন। ভজ্ ধাতুর অর্থ—সেবা। সুতরাং ভক্তি অর্থ সেবা। আবার যাহাকে সেবা করা হয়, তাহার প্রীতির জন্যই সেবা—নিজের প্রীতির জন্য নহে। সুতরাং ভক্তি হইল—নিজের প্রীতির বা সুখের বাসনা ত্যাগ করিয়া সেব্যের প্রীতিবিধান। কৃষ্ণভক্তি হইল—ইহকালের কি পর-কালের সর্ব্ববিধ স্ব-সুখ-বাসনা ত্যাগ পূর্ব্বক, সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান। শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রভাবে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি আপনা-আপনি কোনও সুখ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সুখটীর জন্যও বাসনা থাকিবে না—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

থাকিলে আর ঐ সেবাটী ভক্তিপদবাচ্য হইবে না। কি ভাবে সেবা করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন, তাহাই সর্ব্বদা দেখিতে হইবে এবং সেই ভাবেই সর্ব্বদা সেবা করিতে হইবে—কি ভাবে সেবা করিলে আমি নিজে সুখী হই, সেই দিকে যেন মন না যায়। এই ভাবে যে শ্রীকৃষ্ণসেবা, তাহাই ভক্তি। ২।১৯।১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয়তঃ—ভক্তি করিবে কে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হইল—ভক্তি করিতে হইবে কৃষ্ণকে। আবার শ্রুতি বলেন—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এই সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্বতঃ কোনও পদার্থ নাই। আবার শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুও কোথাও নাই। তাহাই যদি হইল, তবে কৃষ্ণকে ভক্তি করিবে কে? শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন কোনও বস্তু যদি থাকে, তাহা হইলে সেই ভিন্ন বস্তুই শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করিতে পারে; আর যদি তাহা না থাকে, তবে কে কাকে ভক্তি করিবে? ভক্তি বলিলেই সেবা বুঝায়; যেখানে সেবা, সেখানেই সেব্য ও সেবক—এই দুই বস্তু তো থাকিবে? ইহার উত্তর এই—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর, তিনি লীলাময়। লীলারস আস্বাদনের জন্য অনাদিকাল হইতেই নানা স্থানে নানা রূপে তিনি বিরাজিত আছেন এবং লীলারস-আস্বাদনের নিমিত্ত অনাদিকাল হইতেই তিনি বা তাঁহার শক্তি বিভিন্ন ভগবদ্ধামরূপে, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে, লীলাপরিকরাদিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত এবং লীলাবশতঃ প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডরূপেও স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া, তিনিই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই ভাবেই প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত জগৎ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই—শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার শক্তির বিভূতি—স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন; কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও, লীলায় তিনি যে যে রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, বা যে যে রূপে পরিণত হইয়াছেন, অনাদিকাল হইতেই সেই সেই রূপের পৃথক্ অস্তিত্ব লীলাতে আছে। সেই সেই রূপের অস্তিত্ব তাঁহার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিলেও—তাঁহাদের একটা আপেক্ষিক পৃথক্ অস্তিত্বও আছে এবং ইহা নিত্য। এইভাবে স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সঙ্গে তাঁহাদের ভেদ আছে। ইহাই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ যে যে রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, পরিণত হইয়াছেন, সেই সেই রূপের সঙ্গে স্বরূপতঃ তাঁহার অভেদ থাকিলেও, লীলায় ভেদ আছে; এই ভেদও নিত্য, এই অভেদও নিত্য। এখন, ভক্তি বা সেবাটী লীলার জিনিস; লীলারস আস্বাদনের জন্যই রসিক-শেখর (রসো বৈ সঃ) শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রকটন (কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্) এবং লীলারস আস্বাদনের জন্যই তাঁহার সেবাপ্রাপ্তির প্রয়োজন। সুতরাং লীলানুরোধে তিনি যে যে রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, বা পরিণত হইয়াছেন,—সেই সেই রূপই তাঁহাকে সেবা করিবে। এই সমস্ত বিভিন্ন রূপের মধ্যে বিভিন্নাংশ-জীবব্যতীত আর সকলেই—শ্রীনন্দযশোদা, বলরামাদি, রাধাচন্দ্রাবলী-আদি সমস্ত পরিকরাদি, নারায়ণাদি, অবতারাদি, অন্তরঙ্গাচিচ্ছক্তি-যোগমায়া-আদি এবং বহিরঙ্গাশক্তি-গুণমায়া-আদি সকলেই—কেহ বা সাক্ষাদ্ভাবে কেহ বা পরোক্ষভাবে যথাযোগ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া তাঁহাকে লীলারস আস্বাদন করাইতেছেন। আর, বিভিন্নাংশ-জীব আবার দুই রকম—এক নিত্যমুক্ত, আর নিত্যবদ্ধ। যাঁহারা নিত্যমুক্ত, তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা করিয়া আসিতেছেন। আর, যে সব জীব নিত্যবদ্ধ, তাঁহারা নিজের স্বরূপ ভুলিয়া অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হইয়া বহির্ম্মুখ হইয়াছে এবং তজ্জন্য নানাবিধ সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। সুতরাং সংসার-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য, বহির্ম্মুখতা ঘুচাইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ হওয়ার জন্য এবং জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য, শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়ার জন্য—মায়াবদ্ধ জীবই অভিধেয়-সাধন-ভক্তি আচরণ করিবে। ইহাই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

তারপর চতুর্থ প্রশ্ন, জ্ঞান ও যোগাদির অনুষ্ঠান না করিয়া একমাত্র ভক্তিরই অনুষ্ঠান করিতে ২।২০।১৪৭। উত্তর এই—অভিধেয়ের লক্ষ্যই হইল, বহির্ম্মুখ জীবকে শ্রীকৃষ্ণে আভিমুখ্য দেওয়া। মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়াই জীব বহির্ম্মুখ হইয়া আছে; সুতরাং বহির্ম্মুখতা ঘুচাইয়া শ্রীকৃষ্ণাভিমুখ্যতা লাভ করিতে হইলে, মায়াবন্ধন ছিন্ন

তথাহি মুনিবাক্যম্—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মাতুঃ শ্রুতেঃ। সহজনিবহাঃ ভ্রাতৃসমূহাঃ। তদনুগাঃ তস্যাঃ শ্রুতেরনুগাঃ। হে মুরহর ভবানেব শরণং রক্ষিতা অত এতৎ সত্যং জ্ঞাতং অত ইতি প্রথমায়াস্তসি। চক্রবর্ত্তী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিতে হইবে। কিন্তু মায়া ভগবৎ-শক্তি; জীবের এমন কোনও ক্ষমতা নাই, যদ্দ্বারা ভগবৎ-শক্তি মায়াকে পরাজিত করিতে পারে; এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায়—শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার শক্তি মায়াকে অপসারিত করিয়া লইবেন, তখনই জীব মায়ামুক্ত হইতে পারিবে। তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ার, তাঁহার কৃপা লাভ করার যোগ্যতা প্রাপ্তির একমাত্র হেতুই ভক্তি (ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রীভা. ১১।১৪।২১॥); জ্ঞান, যোগ, বা কর্ম্ম নহে (ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা শ্রীভা. ১১।১৪।২০॥)। এজন্যই জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগাদি না করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ—জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস; কৃষ্ণসেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য; ভক্তির দ্বারাই কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়; কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-আদির দ্বারা কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। এইজন্য একমাত্র ভক্তিই করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ—ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান-আদি স্ব-স্ব অধিকারের ফল—ভুক্তি-মুক্তি আদিও দিতে পারে না, মায়াবন্ধন হইতেও মুক্ত করিতে পারে না; (ভক্তি-মুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ-জ্ঞান। ২।২২।১৪।); কিন্তু ভক্তি কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-আদির কোনও অপেক্ষা রাখে না। ভক্তি নিজেই পরম-পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম ও শ্রীকৃষ্ণসেবা দান করিতে সমর্থ এবং আনুষঙ্গিকভাবে কর্ম্মযোগাদির ফল এবং সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি দান করিতেও সমর্থ। চতুর্থতঃ—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-আদি দেশ-কাল-পাত্র ও দশার অপেক্ষা রাখে; কিন্তু ভক্তি দেশ-কাল-পাত্রাদির কোনও অপেক্ষা রাখে না; "সর্ব্বজন দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার॥ ২।২৫।৯৯॥"

শ্লো। ২। অন্বয়। মাতা (মাতৃস্বরূপা) শ্রুতিঃ (শ্রুতি—উপনিষৎ) পৃষ্টা (জিজ্ঞাসিতা হইলে) ভবদারাধনবিধিং (তোমার—ভগবানের—আরাধনাবিধি) দিশতি (উপদেশ করেন); মাতুঃ (মাতার) যথা (যেরূপ) বাণী (কথা), ভগিনী (ভগিনীস্বরূপা) স্মৃতিঃ (স্মৃতি—স্মৃতিশাস্ত্র) অপি (ও) তথা (সেইরূপই) বক্তি (বলেন); পুরাণাদ্যাঃ (পুরাণশাস্ত্রাদিরূপ) যে (যে সকল) সহজনিবহাঃ (সহোদরগণ—ভাইসকল) তে (তাহারাও) তদনুগাঃ (মাতা প্রভৃতির অনুগামী)। মুরহর! (হে মুরারি শ্রীকৃষ্ণ)! অতঃ (অতএব) ভবান্এব (তুমিই) শরণং (শরণ—আশ্রয়) [এতৎ] (ইহা) সত্যং (সত্য) জ্ঞাতং (জানা গেল)।

অনুবাদ। মাতৃ (স্বরূপা) শ্রুতিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি (হে ভগবন্) তোমার আরাধনা-বিধি (ভক্তি) উপদেশ করেন। ঐ মাতা যাহা বলেন, ভগিনী স্মৃতিও তাহাই বলেন। পুরাণাদি যে সহোদরগণ, তাঁহারাও মাতা ও ভগিনীর অনুগত (অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ—সকলেই কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করেন)। অতএব হে মুরহর! তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, ইহা সত্য বুঝিলাম। ২

শ্রুতির্মাতা—শ্রুতি (বেদ এবং উপনিষৎ)-রূপ মাতা। বেদ এবং উপনিষদ্ই সমস্ত শাস্ত্রের মূল বলিয়া শ্রুতিকে মাতা বলা হইয়াছে। স্মৃতি—বেদোপনিষদের অনুগত স্মৃতিশাস্ত্রই এস্থলে অভিপ্রেত; যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি। "অপি চ স্মর্য্যতে।"—২।৩।৪৫ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যাদি গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গীতাও যে স্মৃতিশাস্ত্র, তাহাই জানাইয়াছেন। শ্রুতিই বেদানুগত স্মৃতির ভিত্তি বলিয়া স্মৃতিকে শ্রুতির সন্তান বলা যায় এবং স্মৃতি স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া তাহাকে শ্রুতির কন্যা—সুতরাং যিনি শ্রুতিকে মাতা বলিতেছেন, তাঁহার ভগিনী

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥ ৫
স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥ ৬
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ—জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলা হইয়াছে। পুরাণাদ্যাঃ—পুরাণাদি; আদি-শব্দে নারদপঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রকে বুঝাইতেছে। পূরয়তি ইতি পুরাণম্। যাহা বেদার্থ পূরণ করে, তাহাকে পুরাণ বলে। বেদে অনেক বিষয় ইঙ্গিতে বা সূত্রাকারে অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে; পুরাণে সে সমস্ত বিষয়ের বিশদ্ বর্ণনা আছে; বেদ দেখিয়া সহজে যাহা বুঝা যায় না, পুরাণ হইতে তাহা অতি সহজে বুঝিতে পারা যায়; তাই পুরাণ হইল বেদের অর্থের বা তাৎপর্য্যের পরিপূরক; সুতরাং পুরাণ হইল বেদেরই অনুগত, বেদের সন্তান, পুত্রস্থানীয়। আর নারদ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রও বেদার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া শ্রুতির বা বেদেরই অনুগত, সুতরাং শ্রুতির পুত্রস্থানীয়। এজন্য যিনি শ্রুতিকে মাতা বলিতেছেন, পুরাণাদি শ্রুতির অনুগত শাস্ত্র হইল তাঁহার সহজনিবহাঃ—সহজাত (সহোদর)-স্থানীয়। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি সমস্ত বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ দিয়া থাকেন। ২।২০।১৬-১৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৫। কৃষ্ণভক্তির অভিধেয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে—অন্য ভগবৎ-স্বরূপের ভজনের কথা না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনের কথাই অভিধেয়রূপে বলা হইল কেন, তাহাই বলিতেছেন, এই পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণই সমস্তের—অন্যান্য ভগবৎস্বরূপাদিরও—মূল বলিয়া, বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচনদ্বারা তাহার শাখাপত্রাদিরও যেমন তৃপ্তি হইতে পারে, তদ্রূপ মূলতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিতে অন্য ভগবৎ-স্বরূপাদিরও তৃপ্তি হইতে পারে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনে সকলেরই ভজন হইয়া যায় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের ভজনের কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব—২।২০।১৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

স্বরূপ-শক্তিরূপে—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপ-রূপে এবং বিভিন্নশক্তির বিকাশরূপে অবস্থান করেন। তাঁহার বিভিন্নস্বরূপ এই:—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম-নারায়ণাদি বিলাস-রূপ, দ্বারকানাথ-আদি প্রকাশরূপ, চতুর্ব্যূহ, তিন পুরুষ ও অবতারাদি। তাঁহার বিভিন্ন শক্তির বিকাশরূপ এই:—শ্রীরাধিকা-ললিতাদি (হ্লাদিনীশক্তির বিকাশ), নন্দ-যশোদাদি ও ভগদ্ধামাদি (সন্ধিনীশক্তির বিকাশ), নিত্যমুক্ত ও মায়াবদ্ধ জীব (জীবশক্তির বিকাশ), যোগমায়া (অন্তরঙ্গাচিচ্ছক্তি), মায়া বা প্রকৃতি, প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ড (বহিরঙ্গা-মায়াশক্তির বিকাশ) ইত্যাদি।

৬। তিনি স্বাংশরূপে ও বিভিন্নাংশরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অনন্ত কোটি বৈকুণ্ঠে ও অনন্ত কোটি প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডে বিহার করেন। এই স্থলে বৈকুণ্ঠ-শব্দে ভগবানের বিভিন্ন-স্বরূপের ধামকে বুঝাইতেছে। তাঁহার স্বাংশগণ বৈকুণ্ঠাদিতে অবস্থান করেন; আর বিভিন্নাংশ জীবের মধ্যে যাঁহারা নিত্যমুক্ত, তাঁহারা পার্ষদরূপে বৈকুণ্ঠে এবং যাঁহারা মায়াবদ্ধ, তাঁহারা প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে বাস করেন।

৭। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ কাহাকে বলে, তাহাই বলিতেছেন। স্বাংশ—"তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎ-স্বধামসু॥—যিনি বিলাস সদৃশ অর্থাৎ স্বয়ংরূপে অভিন্ন হইয়া বিলাস অপেক্ষা অল্পপরিমিত শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে স্বাংশ বলে। যেমন স্ব-স্বধামে সঙ্কর্ষণাদি এবং মৎস্যাদি লীলাবতারগণ। ল. ভা. কৃ. ১৭।" চতুর্ব্যূহ অবতারগণ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চারি ব্যূহ এবং মৎস্যাদি অবতারগণ। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ। বিভিন্নাংশ—ভিন্ন অর্থ ভেদপ্রাপ্ত; বিভিন্ন অর্থ বিশেষরূপে ভেদপ্রাপ্ত; বিভিন্নাংশ হইল বিশেষরূপে ভেদপ্রাপ্ত অংশ; অংশরূপে ভিন্ন (বা পৃথক্) হইয়াও যে ভিন্নত্বের একটা

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার—। এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্যসংসার ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিশিষ্টতা আছে, যাহা অন্য অংশের (বা স্বাংশের) নাই, তাহাই বিভিন্নাংশ। জীবকে বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ—এই বিভিন্নাংশ-জীব হইল শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি বা জীবশক্তি (২।২০।১০১ পয়ার এবং ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব” দ্রষ্টব্য)।

চতুর্ব্যূহ ও অবতারগণ স্বাংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অংশ ; আবার জীবও (তাঁহার জীবশক্তির অংশ বলিয়া) শ্রীকৃষ্ণের অংশ ; কিন্তু এই দুই অংশ ঠিক একরূপ নহে। চতুর্ব্যূহাদি স্বাংশ হইল শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের অংশ—সুতরাং শক্তিবিকাশের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে স্বাংশের পার্থক্য থাকিলেও স্বরূপের দিক্ দিয়া তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য নাই—স্বরূপে সকলেই পূর্ণ, সকলেই সচ্চিদানন্দ। জীব কিন্তু চতুর্ব্যূহাদি-জাতীয় অংশ নহে, স্বরূপে কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সমতা নাই। স্বাংশ হইল স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ ; সুতরাং চতুর্ব্যূহাদি স্বাংশের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি আছে ; কিন্তু জীব স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ নহে—জীবশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ মাত্র ; “জীবশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তব জীবংশো নতু শুদ্ধস্য। পরমাত্মসন্দর্ভ ॥ ৩৯॥” সুতরাং স্বাংশের ন্যায়—জীবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি নাই। জীব শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ; তাই জীব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বা অন্তরঙ্গাচিচ্ছক্তির আশ্রয়েও যাইতে পারে, অথবা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির আশ্রয়েও যাইতে পারে। স্বাংশ-চতুর্ব্যূহাদিকে কিন্তু বহিরঙ্গা মায়াশক্তি স্পর্শ করিতেও পারে না ; যে সমস্ত মুক্তজীব স্বরূপ-শক্তির আশ্রয়ে আছেন, তাঁহারাও স্বরূপ-শক্তির নিয়ন্তা নহেন—বরং স্বরূপ-শক্তিকর্তৃক তাঁহারা নিয়ন্ত্রিত ; কিন্তু স্বাংশ-চতুর্ব্যূহাদি স্বরূপশক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহেন—স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া তাঁহারাও স্বরূপ-শক্তির নিয়ন্তা—তাঁহাদের মধ্যে স্বরূপশক্তির যতটুকু বিকাশ আছে, ততটুকুর নিয়ন্তা। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশরূপ অংশে এবং জীবরূপ অংশে অনেক প্রভেদ বা বিভেদ (বিশেষরূপে ভেদ) আছে এবং স্বাংশরূপ অংশ হইতে জীবরূপ অংশের এই সমস্ত বিভেদ আছে বলিয়াই জীবরূপ অংশকে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ (বিভেদযুক্ত অংশ বা বিশেষরূপে ভেদপ্রাপ্ত অংশ) বলা হইয়াছে। শক্তিতে গণন—জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া পরিগণিত। জীব যে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ, তাহার আলোচনা ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব”-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

৮। জীব দুই শ্রেণীর—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ।

নিত্যমুক্ত—অনাদিকাল হইতে নিত্য (নিরবচ্ছিন্ন ভাবে, মায়াবন্ধন হইতে) মুক্ত। পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ এবং স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত, সুতরাং মায়া যাঁহাদিগকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাঁহারাই নিত্য মুক্ত। আর যাঁহারা অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্মুখ, সুতরাং অনাদিকাল হইতেই স্বরূপ-শক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত, যাঁহারা অনাদি-কাল হইতেই মায়ার কবলে পতিত হইয়া নিত্য (নিরবচ্ছিন্ন ভাবে) সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের নিত্য সংসার—নিরবচ্ছিন্ন সংসার। সংসার—জন্ম-মৃত্যু, আধি-ব্যাধি-আদি সংসার-যন্ত্রণা। নিত্য-শব্দে সাধারণতঃ “অনাদি-কাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত” বুঝায়। কিন্তু “নিত্য-সংসার”-শব্দের অন্তর্গত “নিত্য”-শব্দে তাহা বুঝাইতেছে না ; তাহাই যদি বুঝাইত, তাহা হইলে মায়াবদ্ধ জীব অনন্ত-কাল পর্য্যন্তই মায়াবদ্ধ থাকিবে, কখনও তাহার মায়ামুক্তির সম্ভাবনা থাকিবে না —ইহাই সূচিত হইত ; কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবও ভগবৎ-কৃপায় মায়ামুক্ত হইতে পারে—একথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন ; “মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥” মায়া জীবের স্বরূপে নাই ; ইহা আগন্তুক ; তাই মায়ামুক্তি সম্ভব। আগন্তুক কর্দ্দম দেহ হইতে দূর করা যায় ; কিন্তু জন্মগত তিলকে (দেহের মধ্যে ক্ষুদ্র কালো চিহ্ন বিশেষকে) দূর করা যায় না। ভূমিকায় “জীবতত্ত্ব”-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এস্থলে নিত্য-শব্দের অর্থ—অনাদিকাল হইতে মায়ামুক্তি পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে।

নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণপারিষদ' নাম—ভুঞ্জে সেবা-সুখ॥ ৯
'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুখ॥ ১০
সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে জারি তারে মারে॥ ১১
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥ ১২
তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পালায়
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণনিকট যায়॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯। নিত্যমুক্ত জীব কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন। **নিত্য**—অনাদিকাল হইতে। **কৃষ্ণপারিষদ**—শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ। **ভুঞ্জে**—ভোগ করে। **সেবাসুখ**—শ্রীকৃষ্ণের সেবাজনিত আনন্দ।

যাঁহারা অনাদিকাল হইতে স্বরূপ-শক্তির আশ্রয়ে আছেন, তাঁহারা পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে (কিম্বা স্বস্ব-ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণের কোনও স্বরূপের নিকটে) থাকিয়া সেবা করিতেছেন। তাঁহারা কখনও মায়ার কবলে পতিত হয়েন নাই, হইবেনও না।

১০। নিত্যবদ্ধ জীব কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন। **নিত্য**—অনাদিকাল হইতে। **বহির্ম্মুখ**—শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ। **নিত্যসংসারী**—অনাদিকাল হইতে সংসারে আবদ্ধ। **ভুঞ্জে**—ভোগ করে। **নরকাদি দুখ**—নরক-যন্ত্রণাদি। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১। **সেই দোষে**—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার দোষে। শ্রীকৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া অপরাধী হইয়াছে, এই অপরাধের দরুণ মায়া তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করাইয়া শাস্তি দিতেছেন। **মায়াপিশাচী**—মায়াকে পিশাচী বলার তাৎপর্য্য এই যে, কোনও জীব পিশাচী-গ্রস্ত হইলে পিশাচাবেশে নানাবিধ কদর্য্য ভক্ষণ করিয়াও এবং কদর্য্য আচরণ করিয়াও যেমন বেশ সুখ পাইতেছে বলিয়া মনে করে, মায়াদ্বারা কবলিত জীবও সংসারাসক্তির ফলে দেহদৈহিক বস্তুতে আবেশবশতঃ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বস্তুর আস্বাদনেই অপার আনন্দ পাইতেছে বলিয়া মনে করে। পিশাচাবিষ্ট জীব যেমন কিছুতেই কদর্য্য-ভক্ষণাদি ত্যাগ করিতে চায় না, সংসারাসক্ত জীবও তেমনি প্রাকৃতভোগ্য বস্তু ত্যাগ করিতে চায় না, সংসারাবেশও ত্যাগ করিতে চায় না। মায়ামুগ্ধ জীবের আচরণের সঙ্গে পিশাচ-গ্রস্ত জীবের আচরণের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই মায়াকে পিশাচী বলা হইয়াছে। মঙ্গলময় ভগবানের শক্তি মায়া বাস্তবিক পিশাচী-স্থানীয়া নহেন (২।২০।১০৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। বহির্ম্মুখ জীবের কল্যাণের নিমিত্তই মায়া তাহাকে **দণ্ড করে**—শাস্তি দেন। কি শাস্তি দেন, তাহা বলিতেছেন। **আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে**—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিতাপ-জ্বালায়। (২।২০।৯৬ এবং ২।২০।১০৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **জারি**—দগ্ধ করিয়া। **তারে মারে**—তাহাকে দুঃখ দেয়।

১২। **কামক্রোধের দাস**—মায়াবদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়ের বা প্রবৃত্তির দাস হইয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর অনুসন্ধানে এবং ভোগেই জীবন অতিবাহিত করে। **তার লাথি খায়**—কামক্রোধের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বা প্রবৃত্তির লাথি খায়; প্রবৃত্তিকর্ত্তৃক নানাবিধ নির্য্যাতন সহ্য করে। প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া নানাবিধ দুষ্কর্ম্ম করে এবং তাহার ফলে নানাবিধ দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করে। প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া কেহ কখনও সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারে না, বরং দুর্দ্দশাই প্রাপ্ত হয়, ইহাই সূচিত হইতেছে। এই প্রবৃত্তি-রূপ মনিব অত্যন্ত নির্দ্দয়; তাহার সেবার পুরস্কাররূপে সে কেবল দুঃখ-দুর্দ্দশাই দিয়া থাকে। পরবর্ত্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ। **ভ্রমিতে ভ্রমিতে**—নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোনও এক জন্মে। **সাধুবৈদ্য**—সাধু (মহৎ)-রূপ বৈদ্য (চিকিৎসক বা ওঝা)।

১৩। ওঝাব্যতীত অপর কেহ যেমন পিশাচগ্রস্ত-জীবের পিশাচকে তাড়াইতে পারে না, সাধু বা মহৎ-লোক-ব্যতীতও অপর কেহ মায়াবদ্ধ জীবের সংসারাবেশ ঘুচাইতে পারে না। কোনও জন্মে যদি কোনও ভাগ্যবলে কাহারও

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।২।৬)—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কামাদীনামিতি। হে যদুপতে অথ অনন্তরং এতান্ কামাদীন্ দেহবিকারান্ উৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা সাম্প্রতং ইদানীং লব্ধবুদ্ধিঃ প্রাপ্তবুদ্ধিঃ সন্ অভয়ং ভয়রহিতং শরণং ত্বাং আয়াতঃ প্রাপ্তঃ। হে যদুপতে মাং আত্মদাস্যে নিজসেবনে নিযুঙ্ক্ষ্ব নিযুক্তং কুরু। যেষাং কামাদীনাং কতি কতিধা দুর্নিদেশাঃ দুষ্টাজ্ঞাঃ অস্মাভিঃ ন পালিতা অপিতু পালিতাঃ। তথাপি তেষাং কামাদীনাং ময়ি বিষয়ে করুণা ত্রপা উপশান্তিঃ ন জাতা। শ্লোকমালা। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাধুসঙ্গ হয়, তবে সেই সাধুর উপদেশে তাহার দিব্যজ্ঞান হয়, সংসার-আবেশ ছুটিয়া যায়, সাধুর কৃপায় সেই জীব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণসেবা পাইতে পারে। "কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ ॥ ২।২২।৪৮ ॥" "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না হয় ক্ষয় ॥ ২।২২।৩২"

উপদেশ-মন্ত্রে—উপদেশরূপ মন্ত্রে। ওঝা যেমন ভূতাবিষ্ট লোকের ভূত তাড়াইবার জন্য মন্ত্র পড়ে, সাধু ব্যক্তিও সংসারাসক্ত জীবের আসক্তি দূর করিবার জন্য তাহাকে তত্ত্বোপদেশ দান করেন। গ্রন্থ দেখিয়া তত্ত্বোপদেশ অপর ব্যক্তিও দিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হওয়ার সম্ভাবনা নাই, মহাপুরুষের কৃপাব্যতীত কোন তত্ত্বোপদেশই মায়াবদ্ধ জীবের হৃদয়ে কোনও পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে না।

পিশাচী পালায়—মহাপুরুষের কৃপায় তত্ত্বোপদেশের ফলে সংসারাসক্তি—ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদি দূর হয়।

কৃষ্ণভক্তি পায়—কৃষ্ণভক্তি লাভ করে। মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায় শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া (মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে; গী. ৭।১৪ ॥); শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে সাধন-ভক্তির প্রয়োজন। তাই ভক্তিই হইল, মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়ার উপায়—সুতরাং ভক্তিই জীবের কর্ত্তব্য বা অভিধেয়।

৫-১৩ পয়ারের একটী তাৎপর্য্য এই যে—অপ্রাকৃত ধামাধির ভগবৎ-স্বরূপগণ, নিত্যমুক্তজীবগণ এবং নিত্যবদ্ধ জীবগণ—ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেও তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সেব্যসেবক-সম্বন্ধ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ অংশী, তাঁহারা অংশ। ইহাদের মধ্যে আবার নিত্যবদ্ধ জীবব্যতীত অন্যান্য সকলেই নিজ নিজ ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতেছেন; কেবল নিত্যবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ বলিয়া ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতেছেন, ত্রিতাপজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করা তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য এবং ১৩-পয়ারে বলা হইল—তজ্জন্য সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। এইরূপে, সাধনভক্তিই যে জীবের অভিধেয়, তাহা বলা হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই পয়ারে সনাতন-গোস্বামীর জিজ্ঞাসিত "কৈছে হিত হয়"-প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হইল।

শ্লো। ৩। অন্বয়। কামাদীনাং (কামাদির—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাদির) কতি (কত কত প্রকার—বহুপ্রকার) দুর্নিদেশাঃ (দুর্নিদেশ—দুষ্ট আদেশ) কতিধা ন পালিতাঃ (কত প্রকারেই না পালন করিয়াছি); ময়ি (আমার প্রতি) তেষাং (তাহাদের) ন করুণা (দয়া হইল না), ন ত্রপা (তাহাদের তাতে লজ্জাও হইল না) উপশান্তিঃ (উপশান্তি—তাহাদের দাসত্ব হইতে আমার নিষ্কৃতিও) ন জাতা (হইল না) অথ (অনন্তর) যদুপতে (হে যদুপতে) সাম্প্রতং (সম্প্রতি—এক্ষণে) [অহং] (আমি) লব্ধবুদ্ধিঃ (জ্ঞান লাভ করিয়াছি)—এতান্ (এ-সমস্তকে—কামক্রোধাদির দুর্নিদেশ সমূহকে) উৎসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) অভয়ং (অভয়) শরণং (আশ্রয়—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আশ্রয়স্বরূপ) ত্বাং (তোমাকে) আয়াতঃ (প্রাপ্ত হইয়াছি), মাং (আমাকে) আত্মদাস্যে (তোমার স্বীয় দাসত্বে) নিযুঙ্ক্ষ (নিযুক্ত কর)।

অনুবাদ। আমি কামাদির কত দুর্নিদেশ কত প্রকারেই না পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের দয়া হইল না। অথবা, আমার প্রতি দয়া করিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা লজ্জিতও হইল না, তাহাদের দাসত্ব হইতে আমাকে নিষ্কৃতিও দিল না। হে যদুপতে, তোমার কৃপায় এখন আমার জ্ঞান লাভ হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তোমার অভয় চরণ আশ্রয় করিয়াছি, তুমি আমাকে নিজ দাস্যে নিযুক্ত কর। ৩

কামাদীনাং—কামাদির। কাম—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির বাসনা; নিজের দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদির সুখের বাসনাকে কাম বলে। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম॥ ১।৪।১৪১॥ কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল॥ ১।৪।১৪২॥" দেহাবেশ বা দেহেতে আত্মবুদ্ধি বশতঃই স্বসুখ-বাসনা জাগে। এস্থলে আদি—শব্দে ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদিকেই বুঝাইতেছে। স্বসুখ-বাসনা-পূরণের চেষ্টাতে যদি কেহ বাধা জন্মায়, তাহা হইলে ক্রোধের উদয় হয়। যে বস্তুটী নিজের সুখের বাসনা পরিপূরণের সহায়ক, তাহা পাওয়ার জন্য যে বলবতী লালসা, তাহাই লোভ, ইহার উদ্ভবও কাম বা দেহাবেশ হইতে। সেই বস্তুটী লাভ করার জন্য হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হওয়াই মোহ। মোহ বশতঃই মদ বা মত্ততা জন্মে। অপরের কোনও বিষয়ে উৎকর্ষ সহ্য করিতে না পারাই মাৎসর্য্য; এই উৎকর্ষটী আমার না হইয়া অপরের কেন হইল, আমার এই উৎকর্ষ থাকিলে আমি যথেষ্ট সুখ ভোগ করিতে পারিতাম, লোক-সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতাম—এইরূপ মনোভাব হইতেই মাৎসর্য্য জন্মে। এইরূপে দেখা যায়—ক্রোধ-লোভাদি সমস্তের হেতুই হইতেছে কাম এবং এই কাম হইতেছে আবার দেহাবেশের ফল; সুতরাং কামাদি সমস্তই হইতেছে দেহাবেশের ফল। এই কামাদির কতি—কত রকমের দুর্নিদেশাঃ—দুষ্ট আদেশ। কামাদির প্ররোচনাই হইতেছে তাহাদের নির্দেশ বা আদেশ; এই আদেশকে দুষ্ট আদেশ বলার হেতু এই যে, এই আদেশ পালনের ফলে জীবের মায়া-বন্ধন ঘুচে না, বরং আরও দৃঢ়তর হয়; জীবের চিরন্তনী সুখ-বাসনার পরিপূরণ তো হয়ই না, বরং পরিপূরণের সম্ভাবনা হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতে হয়; জীবের বহির্ম্মুখতা ঘুচে না, বরং তাহা আরও গাঢ়ত্ব লাভ করে। কামাদির এই জাতীয় কত রকমের দুষ্ট আদেশ কতিধা ন পালিতাঃ—কত রকমেই না পালন করা হইয়াছে। তথাপি কিন্তু ময়ি—আমার প্রতি সেই কামাদির ন করুণা—দয়া হইল না; আমার সম্বন্ধে তাহাদের ন ত্রপা—লজ্জাও জন্মিল না। অনাদিকাল হইতে সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের সমস্ত আদেশ পালন করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে কতই না কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে; ইহা দেখিয়া আমার প্রতি তাহাদের একটু দয়া হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু সেই দয়া তাহাদের হইল না; এমনই নির্দ্দয় তাহারা। আবার অনাদিকাল হইতে আমাদ্বারা তাহারা তাহাদের কতই না দুর্নির্দ্দেশ পালন করাইয়া নিতেছে, আমি অক্লান্তভাবে তাহাদের সমস্ত দুর্নির্দ্দেশ পালন করিয়া যাইতেছি; ইহা দেখিয়া আমার প্রতি আবার সেইরূপ দুর্নির্দ্দেশ দিতে তাহাদের একটু লজ্জা হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহাও তাহাদের হইল না; এমনই নির্লজ্জ তাহারা। যদি তাহাদের করুণা বা লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা আমাকে আর কোনও দুর্নির্দ্দেশ করিত না, আমিও তাহাদের দাসত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতাম। কিন্তু তাহা না হওয়াতে আমারও ন উপশান্তিঃ—তাহাদের দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইল না। আমি এ পর্য্যন্ত অজ্ঞ ছিলাম; অনাদিকাল হইতেই দাসত্ব করিয়া আসিতেছি; এই দাসত্বে কখনও আমার অবহেলা আসে নাই; তাহাতে মনে হয়, দাসত্ব করাই যেন আমার স্বভাব—স্বরূপগত ধর্ম্ম। কিন্তু আমি দাসত্ব করিতেছিলাম কতকগুলি অকরুণ এবং নির্লজ্জ প্রভুর; এইরূপ অকরুণ এবং নির্লজ্জ প্রভুর দাসত্ব করা যে সঙ্গত নয়, এইরূপ বুদ্ধি এতদিন আমার ছিল না। সাম্প্রতং—সম্প্রতি, এক্ষণে আমি কোনও এক পরম সৌভাগ্যবশতঃ, মহৎ-

কৃষ্ণভক্তি হয়—অভিধেয়-প্রধান। ভক্তিমুখনিরীক্ষক—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃপাজাত সৌভাগ্যবশতঃ লব্ধবুদ্ধিঃ—জ্ঞান লাভ করিয়াছি। দাসত্ব যদি করিতে হয়, তবে এরূপ নির্দ্দয় এবং নির্লজ্জ কামাদি প্রভুর দাসত্ব না করিয়া, হে যদুপতে, তোমার দাসত্বই করা উচিত; যেহেতু, তুমি পরম-করুণ, কামাদির ন্যায় অকরুণ নও; কামাদির দাসত্বে জন্ম-জরা-মৃত্যু আদির কত ভয় আছে; কিন্তু তোমার দাসত্বে কোনও ভয়ের আশঙ্কা নাই; যেহেতু, তোমার স্মৃতিতেই স্বয়ং ভয়ও ভয়ে দূরে পলায়ন করে। কোনও এক সৌভাগ্যবশতঃ সম্প্রতি আমার এইরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে; তাই আমি এতান্—এ-সমস্ত নির্দ্দয়, নির্লজ্জ ভীতিময় কামাদিকে, কামাদির সেবাকে উৎসৃজ্য—পরিত্যাগ করিয়া অভয়ং-শরণং—অভয় আশ্রয়-স্বরূপ ত্বাং—তোমাকে, হে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকে আয়াতঃ—প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার আত্মদাস্যে—নিজের দাসত্বে নিযুঙ্ক্ষ—নিযুক্ত কর।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—ইন্দ্রিয়ের সেবাদ্বারা কখনও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা দূরীভূত হয় না, প্রশমিতও হয় না; বরং আগুনে ঘৃতাহুতি দিলে আগুনের শিখা যেমন আরও বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের সেবাদ্বারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। সাধুর উপদেশে, মহতের কৃপায় যদি শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা জাগে, তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়-সেবার বাসনা—দেহাবেশ—দূরীভূত হইতে পারে।

১২-১৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৪। সাধারণতঃ দেখা যায়, চারি রকমের সাধন আছে—কর্ম্মমার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ; এই চারি রকমের সাধনের মধ্যে ভক্তিমার্গের সাধনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সুতরাং ভক্তিমার্গের সাধনই যে অভিধেয়-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই বলিতেছেন।

কৃষ্ণভক্তি—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় সাধন-ভক্তি।

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি ত্যাগ করিয়া ভক্তিই করিতে হইবে কেন, তাহা বলিতেছেন। মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা ঘুচাইয়া শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখতা জন্মাইবার যত রকম সাধন বা অভিধেয়ের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তাহাদের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের হেতু এই :—

(ক) কর্ম্মদ্বারা ইহকালের কি পরকালের ভোগ, কি স্বর্গাদিভোগলোকমাত্র লাভ হইতে পারে, কিন্তু মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি, কি জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। যোগের দ্বারা মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি এবং পরমাত্মা লাভও হইতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। (ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব॥ শ্রীভা. ১১।১৪।২০॥) জ্ঞানমার্গে মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হইতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। আবার জ্ঞান, যোগ ও কর্ম্ম—ভক্তির সহায়তাব্যতীত নিজ নিজ অধিকারের ফলও দিতে পারে না—ইহারা প্রত্যেকেই ভক্তির অপেক্ষা রাখে; কিন্তু ভক্তি ইহাদের কাহারও সহায়তাব্যতীতই শ্রীকৃষ্ণসেবা দিতে পারে।

(খ) কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি দেশকালপাত্র-দশাদির অপেক্ষা রাখে, সুতরাং সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক হইতে পারে না; কিন্তু ভক্তিমার্গে দেশকালাদির কোনও অপেক্ষা নাই, সুতরাং ভক্তিমার্গ সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক। ১।২।২৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভক্তিমুখনিরীক্ষক—ভক্তির মুখের প্রতি সাহায্য লাভের আশায় (কাতর দৃষ্টিতে) নিরীক্ষণ করে (চাহিয়া থাকে) যে। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান—নিজ নিজ ফল প্রদান করিতে ভক্তির সহায়তার অপেক্ষা করে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নারদপঞ্চরাত্র হইতে জানা যায়, মহাদেব ভগবতীর নিকটে বলিতেছেন--সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর পুরাণ-পুরুষোত্তম বিষ্ণুর শরণাপন্ন না হইলে তুলাপুরুষ-দানাদিদ্বারা, অশ্বমেধাদি-যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা, বারাণসী-প্রয়াগাদি-তীর্থ-স্নানদ্বারা, গয়াশ্রাদ্ধাদিদ্বারা, বেদপাঠাদিদ্বারা, জপাদিদ্বারা, উগ্র তপস্যাদ্বারা, যম-নিয়মাদিদ্বারা, ভূত-সকলের প্রতি দয়াদিরূপ ধর্ম্মদ্বারা, গুরু-শুশ্রূষাদ্বারা, সত্যধর্ম্মদ্বারা, বর্ণাশ্রমাদিদ্বারা, জ্ঞান-ধ্যানাদিদ্বারা বহু জন্মেও ভগবৎ-পর শ্রেয়ো লাভ হইতে পারে না। "তুলাপুরুষদানাদ্যৈরশ্বমেধাদিভির্মখৈঃ। বারাণসী-প্রয়াগাদি-স্নানাদিভিঃ প্রিয়ে॥ গয়াশ্রাদ্ধাদিভিঃ পিত্র্যৈর্ব্বেদপাঠাদিভির্জপৈঃ। তপোভিরুগ্রৈর্নিয়মৈ ধর্ম্মৈর্ভূতদয়াদিভিঃ॥ গুরু-শুশ্রূষণৈঃ সত্যৈর্ধর্ম্মৈর্বর্ণাশ্রমাদিতৈঃ। জ্ঞানধ্যানাদিভিঃ সম্যক্ চরিতৈর্জন্মজন্মভিঃ॥ ন যাতি তৎপরং শ্রেয়ো বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্। সর্ব্বভাবৈরনাশ্রিত্য পুরাণং পুরুষোত্তমম্॥ নারদপঞ্চরাত্র। ৪।২।১৭-২০॥" কৃষ্ণভক্তির সহায়তাব্যতীত কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিদ্বারা যে পরম-শ্রেয়ো লাভ হইতে পারে না, উক্ত প্রমাণ হইতে তাহাই জানা গেল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—কর্ম্ম-যোগ জ্ঞানাদিকে স্ব-স্ব ফল প্রদানের জন্য যদি ভক্তির অপেক্ষাই রাখিতে হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, এক ভক্তিই সকল রকমের সাধককে সাধনানুরূপ ফল দিয়া থাকে; সাধন-প্রণালী যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন বুঝা যায়, ভক্তিও ভিন্ন ভিন্ন ফল দিয়া থাকে। একই ভক্তি একই রকমের ফল না দিয়া ভিন্ন ভিন্ন রকমের ফল দেয় কেন?

উত্তর—ভক্তি সাক্ষাৎভাবে ফল দান করে না; বিভিন্ন সাধন-প্রণালীকে স্ব-স্ব ফল দানের যোগ্যতা দান করিয়া থাকে মাত্র। ভক্তি হইতে স্ব-স্ব ফল দানের যোগ্যতা লাভ করিয়াই কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি সাধককে স্ব-স্ব ফল দান করিয়া থাকে। যোগের ফল পরমাত্মার সঙ্গে মিলন; জ্ঞানের (নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের) ফল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য-প্রাপ্তি এবং কর্ম্মের ফল সাধারণতঃ স্বর্গাদি-ভোগ-লোক-প্রাপ্তি এবং উত্তমা নির্ব্বাণ-মুক্তিও কর্ম্মের ফল হইতে পারে (২।৮।৪-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—ভক্তি কিরূপে বিভিন্ন সাধন-পন্থাকে স্ব-স্ব ফলদানের যোগ্যতা দান করিয়া থাকে?

উত্তর—রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অশেষ-রসামৃত-বারিধি; তাঁহাতে রসের অনন্ত-বৈচিত্রী বর্ত্তমান। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্য্যামী পরমাত্মা, বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ—ইঁহারা সকলেই হইলেন রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের বিভিন্ন রস-বৈচিত্রীর মূর্ত্ত রূপ। লোকের মধ্যে সকলের এক রকম প্রকৃতি বা রুচি নহে; তাই সকলে একই রস-বৈচিত্রীর উপলব্ধির জন্য লালায়িত হয় না; ভিন্ন ভিন্ন রস-বৈচিত্রীর উপলব্ধির জন্যই ভিন্ন ভিন্ন সাধক সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অভীষ্ট রস-বৈচিত্রীর উপলব্ধির বাসনাই তাঁহাদের সাধনকে রূপ দান করিয়া থাকে; এই বাসনা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া সাধনাও হয় ভিন্ন ভিন্ন রূপের। সাধন-রাজ্যে বাসনার যে একটা বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব আছে, ভূমিকায় "যাদৃশী ভাবনা যস্য"-প্রবন্ধে তাহা দেখান হইয়াছে (সেই প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সচ্চিদানন্দ রস-তত্ত্ব-পরব্রহ্মের সকল রস-বৈচিত্রীই সচ্চিদানন্দ—অপ্রাকৃত; সুতরাং প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-দ্বারা কোনও রস-বৈচিত্রীর উপলব্ধি সম্ভব নয়। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গোচর।" বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ-বস্তু তাঁহার স্বরূপ-শক্তিতে বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বিশেষ শুদ্ধসত্ত্বেই উপলব্ধ হইতে পারেন, অন্য কিছুতেই নহে (ভূমিকায় "অভিধেয়-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তাঁহার যে-কোনও বৈচিত্রীর উপলব্ধির জন্যই সাধকের চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবের প্রয়োজন। কিন্তু ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানব্যতীত চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব সম্ভব নয় (ভূমিকায় 'অভিধেয়-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ভক্তির কৃপায় চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া গেলে চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় এবং চিত্তও তখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বাত্মক হইয়া যায়; তখন চিত্তের প্রাকৃতত্ব দূরীভূত হইয়া যায়। এই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক চিত্তকে তখন শুদ্ধসত্ত্ব, সাধকের বাসনা অনুসারে রূপায়িত করিয়া সাধকের অভীষ্ট-বৈচিত্রীর উপলব্ধির যোগ্যতা দান করিয়া থাকে; তখনই সেই চিত্তে সাধকের অভীষ্ট রস-বৈচিত্র্যার উপলব্ধি হইতে পারে। একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহা

এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল। কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। আমরা জানি, ফটোগ্রাফীতে কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিকৃতি গৃহীত হয়। ফটোগ্রাফীর যন্ত্রের (যাহাকে ক্যামেরা বলে, সেই ক্যামেরার) ভিতরে একখানি বিশেষ-ভাবে প্রস্তুত কাচ রাখা হয়; এই কাচখানি রাসায়নিক বস্তুবিশেষের দ্বারা সম্যক্‌রূপে অনুপ্রবিষ্ট; ঐ কাচখানি সেই রাসায়নিক বস্তুবিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত—একথাও বলা যায়। এইরূপে রাসায়নিক বস্তুবিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াই ঐ কাচখানি তাহার সম্মুখস্থ ব্যক্তির বা বস্তুর প্রতিকৃতি গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে; এই কাচের সম্মুখভাগে অব্যবহিত ভাবে যে বস্তু থাকে, তাহারই প্রতিকৃতি বা চিত্র ঐ কাচে গৃহীত হয়। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত সাধকের চিত্তও রাসায়নিক বস্তুবিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ফটোগ্রাফীর কাচের তুল্য। আর, স্বীয় বাসনা-অনুসারে সাধক রসস্বরূপ পরব্রহ্মের যে রসবৈচিত্রীর ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই ধ্যেয় বৈচিত্রীই হইল, ক্যামেরার সম্মুখস্থ বস্তুর তুল্য। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত চিত্তে সাধকের ধ্যেয় রসবৈচিত্রীই গৃহীত বা উপলব্ধ হইয়া থাকে। বিভিন্ন পন্থাবলম্বী সাধকের বিভিন্ন চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে তাঁহাদের বিভিন্ন বাসনা অনুযায়ী ধ্যেয় বিভিন্ন রস-বৈচিত্রীই উপলব্ধ হইয়া থাকে। ফটোগ্রাফীর ক্যামেরার সম্মুখভাগে অনেক বস্তু থাকিলেও ক্যামেরার অন্তর্গত রাসায়নিক বস্তু-বিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত কাচের সম্মুখভাগে যে বস্তুটী থাকে, কেবলমাত্র তাহার চিত্রই যেমন ঐ কাচে গৃহীত হয়, যে বস্তু ক্যামেরার সাক্ষাতে থাকিয়াও ঐ কাচের সম্মুখভাগে থাকে না, তাহার চিত্র যেমন তাহাতে গৃহীত হয় না; তদ্রূপ, সাধকের উপাসনা-অনুসারে যেই রস-বৈচিত্রীটী তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বাত্মক চিত্তে ধ্যাত হইয়া থাকে,—সুতরাং যেই রস-বৈচিত্রীটী তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বাত্মক চিত্তের সাক্ষাতে দেদীপ্যমান থাকে—তাঁহার চিত্তে সেই রস-বৈচিত্রীই উপলব্ধ হয়; অনন্ত রস-বৈচিত্রীময় ভগবানের অন্য রসবৈচিত্রী উপলব্ধ হয় না। এইরূপে, জ্ঞানমার্গের সাধক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের, যোগমার্গের সাধক অন্তর্যামী পরমাত্মার এবং ভক্তিমার্গের সাধক স্বীয় অভীষ্ট-লীলাবিলাসী ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি পাইয়া থাকেন। এজন্যই বলা হইয়াছে—"উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা॥ ১।২।১৯॥ একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ॥ ২।৯।১৪১॥ উপাসনানুসারেণ দত্তে হি ভগবান ফলম্॥ বৃহদ্‌ভাগবতামৃতম্। ২।৪।২৮৭॥ যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। গীতা॥"

কোনও সাধন-পন্থার বৈশিষ্ট্যই হইতেছে, সেই পন্থাবলম্বী সাধকের অভীষ্ট রস-বৈচিত্রী অনুভবের বাসনা। এই বাসনাকে অবলম্বন করিয়া ভক্তি এবং ভক্তি হইতে সাধকের চিত্তে আবির্ভূত শুদ্ধসত্ত্ব কিরূপে সাধকের চিত্তকে অভীষ্ট রস-বৈচিত্রী অনুভবের যোগ্যতা দান করে - সুতরাং কিরূপে সাধকের সাধন-পন্থাকে স্বীয় ফলদানে সমর্থ করে—উল্লিখিত আলোচনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

১৫। **এই সব সাধনের**—কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের। **অতি তুচ্ছ ফল**—শ্রীকৃষ্ণ-সেবার তুলনায়—কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, তাহা অতি তুচ্ছ। ভক্তির অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাওয়া যায়; তাহার তুলনায় কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির ফল অতি তুচ্ছ। "ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোম্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥ হরিভক্তি-সুধোদয়॥—ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-জনিত আনন্দ মহাসমুদ্রের তুল্য; ব্রহ্মানন্দ তাহার তুলনায় গোম্পদ তুল্য—অতি তুচ্ছ।" **কৃষ্ণভক্তি বিনে ইত্যাদি**—এই তুচ্ছফলও কিন্তু ভক্তির সহায়তা-ব্যতীত তাহারা দিতে পারে না। কর্ম্মমার্গ, যোগমার্গ বা জ্ঞানমার্গের সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে যদি ভক্তির অনুষ্ঠান না থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মমার্গের সাধনেও স্বর্গাদি ভোগ পাওয়া যায় না, যোগমার্গের সাধনেও পরমাত্মা লাভ হইতে পারে না এবং জ্ঞানমার্গের সাধনেও ব্রহ্মসাযুজ্য পাওয়া যায় না। "তাহা দিতে নারে বল" স্থলে "ফল দিতে নাহি বল"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ একই—স্ব-স্ব ফল প্রদানের বল (শক্তি) নাই। তাহা দিতে

তথাহি (ভা. ১।৫।১২)—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভক্তিহীনং কর্ম্ম তাবৎ শূন্যমেবেতি কৈমুতিকন্যায়েন দর্শয়তি নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি। নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম তদেকাকারত্বান্নিষ্কর্ম্মতা-রূপং নৈষ্কর্ম্ম্যম্। অজ্যতে অনেন ইত্যঞ্জনমুপাধি স্তন্নিবর্ত্তকং নিরঞ্জনম্। এবম্ভূতমপি জ্ঞানং অচ্যুতে ভাবো ভক্তিস্তদ্‌বর্জ্জিতং চেদলমত্যর্থং ন শোভতে সম্যক্ অপরোক্ষায় ন কল্পতে ইত্যর্থঃ। তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালে চ অভদ্রং দুঃখরূপং যৎ কাম্যং কর্ম্ম যদপ্যকারণমকাম্যং তচ্চেতি চকারস্যান্বয়ঃ তদপি কর্ম্ম ঈশ্বরে নার্পিতং চেৎ কুতঃ পুনঃ শোভতে বহির্ম্মুখত্বেন সত্ত্বশোধকত্বাভাবাৎ। স্বামী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নারে বল—তাহা (কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান—এই সব সাধন) বল (শক্তি—সেই সেই সাধনের ফলপ্রাপ্তির শক্তি বা যোগ্যতা) দিতে নারে (সাধককে দিতে পারে না)।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণ রূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। নিরঞ্জনং (নিরুপাধি) নৈষ্কর্ম্ম্যং (ব্রহ্মসম্বন্ধি) অপি (ও) জ্ঞানং (জ্ঞান—জ্ঞান-মার্গের সাধন) অচ্যুতভাববর্জ্জিতং (ভগবদ্‌ভক্তিবর্জ্জিত হইলে) অলং (সম্যক্‌রূপে) ন শোভতে (শোভা পায় না)। [তদা] (তখন) শশ্বৎ (সর্ব্বদা—সাধনকালে এবং ফলভোগ-কালেও) অভদ্রং (অশুভ—দুঃখরূপ) যৎ (যে) কর্ম্ম (কর্ম্ম—কাম্যকর্ম্ম, ফলানুসন্ধানপূর্ব্বক কর্ম্মমার্গের সাধন), যৎ চ (এবং যে) অকারণং (অকাম্য—নিষ্কাম, ফলাভি-সন্ধান শূন্য) কর্ম্ম (কর্ম্ম—কর্ম্মমার্গের সাধন) অপি (ও) ঈশ্বরে (ভগবানে) ন অর্পিতং (অর্পিত না হইলে) কুতঃ পুনঃ (কিরূপেই বা আবার) [শোভতে] (শোভা পায়)।

অনুবাদ। নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্‌ভক্তিবর্জ্জিত হইলে সম্যক্‌রূপে শোভা পায় না (অর্থাৎ মোক্ষ-সাধক হয় না); সুতরাং সাধনকালে এবং ফলভোগ-কালেও দুঃখপ্রদ কাম্যকর্ম্ম এবং নিষ্কাম কর্ম্মও ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে যে শোভা পাইবে না, তাহাতে আর বলিবার কি আছে? ৪

নৈষ্কর্ম্ম্যং—শুভাশুভ কর্ম্মলেশশূন্য ব্রহ্মের সহিত একাকার বলিয়া নিষ্কর্ম্ম-শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়; নিষ্কর্ম্ম+ষ্ণ্য= নৈষ্কর্ম্ম্য, নিষ্কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বা ব্রহ্মসম্বন্ধীয়। নিরঞ্জনং—অঞ্জন-শব্দে উপাধি বুঝায়। অঞ্জন বা উপাধি নাই যাহাতে, তাহাই নিরঞ্জন; নিরুপাধি। যাহাতে ইহকালের বা পরকালের কোনও সুখভোগ-বাসনাদিরূপ উপাধি নাই। জ্ঞানমার্গের সাধক যাঁহারা, তাঁহারা ইহকালের বা পরকালের কোনওরূপ সুখ কামনা করেন না, তাঁহাদের সাধনের সঙ্গে তদ্রূপ কোনও উপাধি জড়িত নাই বলিয়া তাঁহাদের সাধনকে নিরুপাধি বলা হইয়াছে; কিন্তু এইরূপ স্বসুখ-বাসনাদিরূপ উপাধিশূন্য হইলেও নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং—ব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান যদি অচ্যুতভাববর্জ্জিত—অচ্যুতে (সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবানে) ভাব (ভক্তি) বর্জ্জিত (শূন্য) হয়—নিরুপাধিক জ্ঞানমার্গের সাধকও যদি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-শ্রীভগবানে ভক্তিমান্ না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সাধনও অলং ন শোভতে—সম্যক্ অপরোক্ষায় ন কল্পতে; তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপযোগী হয় না; মোক্ষসাধক হয় না; জ্ঞানমার্গের সাধনের যে ফল, তাহা দিতে পারে না। (পরবর্ত্তী ১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানই যখন ভক্তির কৃপা-ব্যতীত মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি দিতে পারে না, তখন সোপাধিক—ইহকালের বা পরকালের স্বসুখ-বাসনাময়—কাম্য-কর্ম্ম, কিম্বা নিবৃত্তিপর নিষ্কাম-কর্ম্মও যে ভগবানে অর্পিত না হইলে—ভগবানে ভক্তিশূন্য হইলে—ভক্তির আনুকূল্য না পাইলে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। যেহেতু, বহির্ম্মুখতাবশতঃ ইহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয় না।

তথাহি তত্রৈব (২।৪।১৭)—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ৫

কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি-বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা-জ্ঞানে ॥ ১৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভক্তিশূন্যানাং সর্ব্বসাধনবৈফল্যং দর্শয়ন্ নমতি, তপস্বিন ইতি। মনস্বিনো যোগিনঃ। সুমঙ্গলাঃ সদাচারাঃ। যস্মিন্ তপ আত্মর্পণং বিনা সুভদ্রশ্রবসে ইত্যস্যাবৃত্তির্যশঃ শ্রবণাদেঃ প্রাধান্যজ্ঞাপনায়। স্বামী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কর্ম্ম ও জ্ঞান যে ভক্তির সহায়তাব্যতীত স্ব-স্ব-ফল দান করিতে অসমর্থ, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল; এইরূপে এই শ্লোক ১৪-১৫ পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৫। অন্বয়। তপস্বিনঃ (জ্ঞানিগণ), দানপরাঃ (কর্ম্মিগণ), যশস্বিনঃ (অশ্বমেধাদি-যজ্ঞকর্ত্তাগণ), মনস্বিনঃ (যোগিগণ), মন্ত্রবিদঃ (আগমবেত্তাগণ), সুমঙ্গলাঃ (সদাচার-পরায়ণগণ) যদর্পণং বিনা (যাঁহাতে—যে ভগবানে—তাঁহাদের তপঃ-আদির অর্পণ না করিলে) ক্ষেমং (মঙ্গল) ন বিন্দন্তি (লাভ করিতে পারেন না) তস্মৈ (সেই) সুভদ্রশ্রবসে (সুমঙ্গল-যশস্বী) [ভগবতে] (ভগবান্‌কে) নমঃ নমঃ (নমস্কার, নমস্কার)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তপস্বিগণ (জ্ঞানিগণ), দানশীলগণ (কর্ম্মিগণ) যশস্বিগণ (অশ্বমেধাদি-যজ্ঞকর্ত্তাগণ), মনস্বিগণ (যোগিগণ বা জপশীলগণ), মন্ত্রবিদ্‌গণ (আগমবেত্তাগণ) এবং সদাচার-পরায়ণগণ—যে ভগবানে তাঁহাদের তপস্যাদির অর্পণ না করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না, সেই সুমঙ্গল-যশস্বী শ্রীভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। ৫

সুভদ্রশ্রবসে—সুভদ্র (সুমঙ্গল) শ্রবঃ (যশঃ) যাঁহার, যিনি সুমঙ্গল-যশস্বী, যাঁহার যশের কথা (মাহাত্ম্যের কথা) শুনিলে মঙ্গল বা শ্রেয়ঃ লাভ হয়, সেই ভগবানে।

জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, ধ্যান, তন্ত্র-ইত্যাদি মার্গের সাধকগণও যদি শ্রীভগবানে ভক্তি-পরায়ণ না হয়েন, তাহা হইলে স্বস্ব-সাধনের ফলও পাইতে পারেন না—ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। এইরূপে এই শ্লোক ১৪-১৫ পয়ারের প্রমাণ।

১৬। জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মাদি স্ব-স্ব-ফলদানবিষয়ে ভক্তির অপেক্ষা রাখে—ইহা বলিয়া এক্ষণে বলিতেছেন যে, ভক্তি জ্ঞান-যোগাদির কোনওরূপ অপেক্ষাই রাখে না এবং ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় ফল তো দিতে পারেই, অধিকন্তু জ্ঞান-যোগাদির ফলও দিতে পারে।

কেবল জ্ঞান—একমাত্র জ্ঞানমার্গের সাধন; ভক্তিশূন্য জ্ঞান। মুক্তি—মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি ও ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি। ভক্তি বিনে—ভক্তির সহায়তাব্যতীত; জ্ঞানমার্গের সাধক যদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান না করেন, তবে তাঁহার লক্ষ্য সাযুজ্য মুক্তিও পাইতে পারেন না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞানমার্গের সাধক তো নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্যই কামনা করেন; তিনি ভগবৎসেবা কামনা করেন না; সুতরাং ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করা তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক কেন? যাঁহারা সেবা প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেই ভক্তির প্রয়োজন হইতে পারে। ইহার উত্তর এই—শাস্ত্রমতে ভগবৎ-কৃপাব্যতীত জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না, ভগবানের কোনও স্বরূপের উপলব্ধিও করিতে পারে না। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে—এই গীতার (৭।১৪) উক্তি; নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি—এই শ্রুতিবচন (কঠ ১।২।২।৩); নিত্যাব্যক্তোঽপি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ—এই নারায়ণাধ্যাত্মবচনাদিই ইহার প্রমাণ। কিন্তু পরতত্ত্বের যে স্বরূপে কৃপালুতা নাই, ভক্তবৎসলতা নাই, সেই স্বরূপের উপাসনায় সাধক তাঁহার কৃপা পাইতে পারেন না; সুতরাং কেবলমাত্র সেই স্বরূপের উপাসনায় সাধক মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতেও পারেন না, পরব্রহ্মের কোনও স্বরূপের উপলব্ধিও করিতে পারেন না। জ্ঞানমার্গের সাধকদের উপাস্য হইলেন অব্যক্তশক্তিক, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। নির্গুণ বলিয়া এই স্বরূপে কৃপালুতা ও ভক্ত-বৎসলতাদি গুণ নাই; অব্যক্ত-শক্তিক বলিয়া তাঁহাতে কৃপাশক্তির অভিব্যক্তি নাই। সুতরাং এই নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ হইতে কেহ কৃপা পাওয়ার আশা করিতে পারেন না। অথচ মুক্তি পাওয়ার জন্য পরব্রহ্মের কৃপার প্রয়োজন। এই কৃপা পাওয়ার জন্যই জ্ঞানমার্গের সাধকদিগকে ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা ভক্তি করিবেন কাকে? তাঁহাদের উপাস্য নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের প্রতি ভক্তি-প্রয়োগ হইতে পারে না; কারণ, ভক্তিশব্দে মুখ্যতঃ সেবা বুঝায় (ভজ্ ধাতু সেবায়াম্); নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের সেবা হইতে পারে না; কারণ, তিনি নির্গুণ, নিঃশক্তিক, নিরাকার বলিয়া সেবা-গ্রহণের প্রয়োজন ও যোগ্যতা তাঁহার নাই। তবে তাঁহারা ভক্তি করিবেন কাহাকে? সবিশেষ-স্বরূপ—সগুণ ও সশক্তিক স্বরূপব্যতীত অন্য স্বরূপের সেবা হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানমার্গের সাধকগণের কাম্য ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করার জন্য, তাঁহাদিগকে কোনও সবিশেষ-স্বরূপের প্রতি ভক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্র বলেন, যদি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্য-কামীরা ব্রহ্মের সবিশেষ-স্বরূপ—সাকার-স্বরূপ—স্বীকার করেন, সাকার-স্বরূপের সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহত্ব স্বীকার করেন,—স্বীকার করিয়া সেই সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহস্বরূপে ভক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার চরণে মায়া হইতে উদ্ধার এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"-- গীতোক্ত এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি তাঁহাদের প্রার্থনীয় বস্তু তাঁহাদিগকে অবশ্যই দিবেন। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৬।৫৫ শ্লোকের টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"যে তু ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানমভ্যসন্তো ভগবন্মূর্ত্তিং সচ্চিদানন্দময়ীমেব মন্যমানাঃ ক্রমেণাবিদ্যাবিদ্যয়োরুপরমে পরাং ভক্তিং ন লভন্তে, তে জীবন্মুক্তাঃ দ্বিবিধাঃ—একে সাযুজ্যার্থং ভক্তিং কুর্ব্বন্তস্তয়ৈব তৎপদার্থমপরোক্ষীকৃত্য তস্মিন্ সাযুজ্যং লভন্তে, ইত্যাদি।" আর যদি তাঁহারা পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ স্বীকার না করেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রয়োগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সাযুজ্যমুক্তির সাধন তণ্ডুলশূন্য তুষরাশি প্রহারের ন্যায় বৃথা শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। পরবর্ত্তী "শ্রেয়ঃ স্মৃতিং" ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ। কেবল যে তাঁহারা সাযুজ্যমুক্তিই পাইবেন না, তাহাই নহে; ভগবদ্বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দময় বলিয়া স্বীকার না করাতে যে অপরাধ হইল, তাহার ফলে তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত-অবস্থা হইতেও পতিত হইতে হইবে এবং পুনরায় সংসারজালে আবদ্ধ হইতে হইবে। "জীবন্মুক্তা অপি পুনর্য্যান্তি সংসার-বাসনাম্। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ।"—বাসনাভাষ্যধৃত এই পরিশিষ্ট-বচনই তাহার প্রমাণ।

সুতরাং ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানমার্গের সাধকদিগকেও ভগবানের সবিশেষ স্বরূপের উদ্দেশ্যে তাঁহার কৃপালাভের জন্য ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ভূমিকায় "অভিধেয়-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী-১৪-পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনাজ্ঞানে—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ হয়েন, অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ মুক্তি জ্ঞানমার্গের সহায়তাব্যতীতও লাভ হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা ভক্তির অন্যনিরপেক্ষতা ও স্বতন্ত্রতা সূচিত হইল। এই পয়ারার্দ্ধে মুক্তি-শব্দে মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতিই বুঝাইতেছে। যদি বলা যায়, তাহা হইলে "সেই মুক্তি" বলা হইল কেন? সেই মুক্তির 'সেই'-শব্দ তো পূর্ব্বপয়ারার্দ্ধে উল্লিখিত ব্রহ্মসাযুজ্য-কামীদের মুক্তিই সূচিত করিতেছে?" তাহা সত্য। কিন্তু ব্রহ্মসাযুজ্য-কামীদের ব্রহ্মসাযুজ্য-কামনার মূলও মায়াবন্ধন হইতে

তথাহি তত্রৈব (১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্‌॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভক্তিং বিনা জ্ঞানন্তু ন সিধ্যেদিত্যাহ শ্রেয়ঃ সৃতিমিতি। শ্রেয়সাং অভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং সৃতিঃ সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাম্, তাং তে তব ভক্তিমুদস্য ত্যক্ত্বা শ্রেয়সাং মার্গভূতামিতি বা তেষাং ক্লেশল এব ক্লেশ এবাবশিষ্যতে। অয়ং ভাবঃ—যথা অল্পপ্রমাণং ধান্যং পরিত্যজ্য অন্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসাং স্তুষান্ যে অপঘ্নন্তি তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলং এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য যে কেবলবোধলাভায় প্রযতন্তে তেষামপীতি। স্বামী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মুক্তি-কামনা। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হইলেই মায়াবন্ধন হইতে পারে, অন্য কোনও কিছুতে নহে; অথবা, মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই তাঁহাদের মতে সাধক ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন; সুতরাং তাঁহাদের মতে মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি ও ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ প্রায় একই। যাঁহারা ভক্তিমার্গে শ্রীকৃষ্ণোপাসনা করেন, তাঁহারা সাযুজ্যমুক্তি চাহেন না, মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিও চাহেন না, চাহেন কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সেবা; মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি না চাহিলেও এই মুক্তি তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির আনুষঙ্গিক ফলরূপে আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে। পরমকরুণ-শ্রীকৃষ্ণ সাযুজ্যমুক্তি তাঁহার ভক্তকে দেন না; কারণ, তাহাতে জীবের স্বরূপানুবন্ধী সেব্যসেবকত্বভাব নষ্ট হইয়া যায়।

নামকীর্ত্তন ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। যদি সাযুজ্য-মুক্তির বাসনা হৃদয়ে থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানমার্গের সাধনের অনুষ্ঠান না করিয়াও কেবল নামকীর্ত্তন করিলেই যে সাধক সাযুজ্যমুক্তি পাইতে পারেন, বরাহপুরাণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেবেতি যো নরঃ। সততং কীর্ত্তয়েদ্ ভূমি যাতি মল্লয়তাং স হি॥—যিনি সর্ব্বদা নারায়ণ, অচ্যুত, বাসুদেব ইত্যাদি নামকীর্ত্তন করেন, ভগবান্ বলিতেছেন, তিনি 'আমাতে লয় প্রাপ্ত হন'—অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তি পাইয়া থাকেন।" ইহার কারণ, নামকীর্ত্তনের (তথা ভক্তি-অঙ্গের) অনুষ্ঠানে চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়; সেই শুদ্ধসত্ত্বই সাধকের অভীষ্ট দান করিতে সমর্থ (২।২২।১৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

ভক্তি পরম-স্বতন্ত্রা এবং পরমাদ্ভুত-অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্না বলিয়াই নিজেই সকল সাধনের ফল দিতে সমর্থা। "ভক্তিরেব ভূয়সী। শ্রুতি"।

এই পয়ারার্দ্ধের অর্থ এইরূপও হইতে পারে—জ্ঞানমার্গের সাধকগণ ভক্তির সহায়তা ত্যাগ করিয়া বহু-কষ্টসাধ্য-সাধনের দ্বারাও যে সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিতে পারেন না, ঐ মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে যদি তাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ হয়েন, তাহা হইলে জ্ঞানমার্গের সাধনব্যতীতও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই মুক্তি দিতে পারেন এবং দিয়াও থাকেন। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া। ১।৮।১৬॥"

জ্ঞান-যোগাদি অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ, সুতরাং সমস্ত অভিধেয়ের মধ্যে ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই ১৪-১৫ পয়ারে প্রদর্শিত হইল।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। বিভো (হে সর্ব্বব্যাপক প্রভো)! শ্রেয়ঃসৃতিং (মঙ্গললাভের উপায়স্বরূপ) তে (তোমাতে) ভক্তিং (ভক্তিকে) উদস্য (পরিত্যাগ করিয়া) যে (যাঁহারা) কেবল-বোধলব্ধয়ে (কেবল জ্ঞানলাভের নিমিত্ত) ক্লিশ্যন্তি (পরিশ্রম করেন), স্থূলতুষাবঘাতিনাং (অন্তঃসারশূন্য স্থূলতুষাবঘাতীদের) যথা (ন্যায়—মতন) তেষাং (তাঁহাদের) ক্লেশলঃ (ক্লেশ) এব (ই) শিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে) অন্যৎ (অন্য কিছু—ক্লেশব্যতীত অন্য কিছু) ন (অবশিষ্ট থাকে না)।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭।১৪)—

দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭

কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন :—হে বিভো! মঙ্গলের হেতুভূতা তোমাতে-ভক্তি ত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানলাভার্থ (শাস্ত্রাভ্যাসাদির বা সাধনের) ক্লেশ স্বীকার করে, অন্তঃসারহীন স্থূল-তুষাবঘাতী ব্যক্তির ন্যায় তাহাদিগের ঐ ক্লেশমাত্রই অবশিষ্ট থাকে, অন্য কিছুই লাভ হয় না। ৬

শ্রেয়ঃসৃতিং—শ্রেয়ের (মঙ্গলের) সৃতি (মার্গ, রাস্তা, উপায়)-স্বরূপ ; সর্ব্ববিধ মঙ্গল-লাভের উপায়-স্বরূপ যে ভক্তিং—শ্রীকৃষ্ণভক্তি—যে ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে জীবের সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভ হইতে পারে, তাহাকে উদস্য— পরিত্যাগ করিয়া, ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠান না করিয়া যাহারা কেবল-বোধলব্ধয়ে—কেবল জ্ঞানলাভের নিমিত্ত, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত ক্লিশ্যন্তি—ক্লেশ করেন, ক্লেশকর সাধনের নিমিত্ত পরিশ্রম করেন, কঠোর সাধনের কষ্ট স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে ক্লেশলঃ এব—ক্লেশই, কেবলমাত্র সাধনের ক্লেশই শিষ্যতে—অবশিষ্ট থাকে ; সাধনের ফলেও তাঁহাদের ভাগ্যে কেবল সাধনের ক্লেশই প্রাপ্য থাকে, আর কিছুই না ; স্থূলতুষাবঘাতিনাং যথা—স্থূলতুষাবঘাতীদের মতন। যে ধানের মধ্যে চাউল নাই, সেইরূপ চিটাধানের বা তুষের উপরে—চাউল বাহির করার নিমিত্ত—যাহারা আঘাত করে, তাহারা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও যেমন একটী চাউলও বাহির করিতে পারে না—তাহাদের সমস্ত চেষ্টা যেমন পরিশ্রম এবং কষ্টেই পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ যাঁহারা ভক্তির সংস্রবহীন সাধনের দ্বারা জীবব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও কেবল সাধনের কষ্টই জুটে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ ; কারণ, ভক্তির কৃপাব্যতীত জ্ঞানমার্গের সাধনের ফল মুক্তিও পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪-১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভগবানের শরণাপন্ন হইলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়—জ্ঞানমার্গের সাধনব্যতীতও—যে জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, এই শ্লোকে তাহাই বলা হইল। এইরূপে এই শ্লোক ১৬-পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রমাণ।

১৭। জীব কেন মায়াজালে আবদ্ধ হইল, তাহা বলিতেছেন। অনাদি-বহির্ম্মুখতার ফলে (২।২০।১০৪, ২।২২।৮, ৩।২।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) জীব তাহার স্বরূপ—সে যে নিত্যকৃষ্ণদাস এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাই যে তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য, তাহা—ভুলিয়া গিয়াছে ; তাই জীব মায়ার কবলে পতিত হইয়াছে।

কৃষ্ণনিত্যদাস জীব—জীব যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসত্বই যে জীবের স্বরূপ, তাহা। সেই দোষে—জীব যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, একথা ভুলিয়া যাওয়ার দোষে। মায়া তার ইত্যাদি—মায়া জীবকে স্বীয় জালে আবদ্ধ করিল। অনাদি বহির্ম্মুখতাবশতঃ স্বরূপ-শক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া (২।২২।৮ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য) মায়াশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করায় মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তি জীবের স্বরূপের স্মৃতিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে এবং বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি তাহাকে মায়িক সংসারে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মায়ার এই দুইটী শক্তি দুইটি শক্ত রজ্জুর ন্যায় কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবকে যেন হাতে-গলায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে ; এই বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া তাহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। জীব স্বরূপে কৃষ্ণদাস বলিয়া ভক্তিই তাহার স্বরূপানুবন্ধী অভিধেয়—ইহাই এই পয়ারের তাৎপর্য্য। ভূমিকায় জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ১৮

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সেই রৌরবে পড়ি মজে ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৮। কি উপায়ে জীব মায়াজাল হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা বলিতেছেন। **গুরুর সেবন**—গুরুসেবা সাধন-ভক্তির অন্তর্ভুক্ত হইলেও স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, কৃষ্ণ-ভজনের মূলই হইল গুরুকৃপা; গুরুর সেবাদ্বারাই গুরুর কৃপা লাভ করিতে হয়। এই অর্থে, কৃষ্ণ-ভজনে সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত গুরুসেবার মুখ্য-প্রয়োজনীয়তা দেখাইবার জন্যই স্বতন্ত্র উল্লেখ। এই পয়ারেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব দেখাইলেন।

নরতনুই হইল ভজনের মূল। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—সুদুর্লভ নরতনু হইতেছে সংসার-সমুদ্রে উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে সুদৃঢ় তরণীর তুল্য। গুরুদেবকে এই তরণীর কর্ণধার করিয়া সংসার-সমুদ্রে পাড়ি দিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপানুকূল্যরূপ বাতাস এই তরণীকে চালিত করিয়া অপর তীরে—চিন্ময় রাজ্যে লইয়া যায়। এই সুযোগ সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সে আত্মঘাতী। "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ শ্রী. ভা. ১১।২০।১৭ ॥" এই ভগবদুক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইলেই সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পক্ষে ভগবৎ-কৃপা লাভ হইতে পারে।

এই পয়ারে বলা হইল—শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করিলে দুইটী ফল পাওয়া যায়—"মায়াজাল ছুটে" এবং "কৃষ্ণের চরণ পায়।" শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তিতে আনুষঙ্গিক ভাবেই মায়াজাল ছুটিয়া যায়—জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর একটী প্রশ্ন ছিল—"কেন আমায় জারে তাপত্রয়" এবং তাহার পরবর্ত্তী প্রশ্নটী ছিল—"কেমনে হিত হয়।" ২।২০।৯৬ ॥ আপাততঃ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে—"হিত—মঙ্গল" বলিতে এস্থলে যেন তাপত্রয়ের জ্বালা হইতে অব্যাহতি লাভকেই বুঝাইতেছে। এবং ২।২০।১০৬-পয়ারে মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও যেন তাহা-ই বুঝাইতেছে। "সাধুশাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥" মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে মায়ামুক্তি একটা মঙ্গল বটে; কিন্তু ইহাই যে পরম-মঙ্গল নয়, শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তিই যে পরম-মঙ্গল এবং শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি হইলে মায়াবন্ধন, ত্রিতাপ-জ্বালাদি যে আনুষঙ্গিক ভাবেই দূরীভূত হইয়া যায়, আলোচ্য পয়ারে প্রভু তাহাই জানাইলেন। জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া কৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য; অনাদি-বহির্ম্মুখতাবশতঃ এই সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকাতেই তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশা—যত অমঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই জীব স্বীয় পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহাই তাহার পরম মঙ্গল। (টী. প. দ্র.)

১৯। কেবল কর্ম্মমার্গের (অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের) অনুষ্ঠানে যে জীব মায়ামুক্ত হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪-১৫ পয়ারে বলা হইয়া থাকিলেও এস্থলে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন।

চারি-বর্ণাশ্রমী—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিবর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রম। এই চারি বর্ণে বা আশ্রমে যাহারা আছে, তাহারাই চারিবর্ণাশ্রমী। যদি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করে, তাহা হইলে জীব নিজ নিজ আশ্রমোচিত, কি বর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করিলেও মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

স্বকর্ম্ম—বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম, বা ধর্ম্ম। কোনও কোনও গ্রন্থে "স্বকর্ম্ম"-স্থলে "স্বধর্ম্ম" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; অর্থ একই। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, দান ও প্রতিগ্রহ,—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দণ্ড ও যুদ্ধ—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও কৃষি বৈশ্যের ধর্ম্ম। উক্ত তিন বর্ণের সেবাই শূদ্রের ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষাপূর্ব্বক

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।২-৩)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ৮

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স্বজনকস্য গুরো র্ভগবতোঽনাদরাৎ গুরুদ্রোহেণ দুর্গতিং যান্তীতি বক্তুং ভগবতঃ সকাশাৎ বর্ণাশ্রমাণাং উৎপত্তিমাহ মুখেতি। গুণৈঃ সত্ত্বেন বিপ্রঃ সত্ত্বরজোভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ রজস্তমোভ্যাং বৈশ্যঃ তমসা শূদ্র ইতি। স্বামী। ৮

এষাং মধ্যে যে অজ্ঞাত্বা ন ভজন্তি যে চ জ্ঞাত্বাপি অবজানন্তি আত্মনঃ প্রভবো জন্ম যস্মাত্তম্। তদভজনে কৃতঘ্নতামপ্যাহ ঈশ্বরমিতি। স্থানাদ্ বর্ণাশ্রমাদ্ ভ্রষ্টাঃ। স্বামী।

তত্রাজ্ঞানিনাং সংসারস্য অনিবৃত্তিরেব অধঃপাতঃ। অবজানতাস্তু মহানরকে পাত ইতি বিবেকঃ। স্থানাৎ বর্ণাশ্রমাৎ ভ্রষ্টাঃ স্বধর্মস্থা অপি অভক্তা স্বতো ভ্রষ্টা ইত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুসেবাদ্বারা অধ্যয়ন—ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের ধর্ম্ম। অধ্যয়নের পরে গুরুর আদেশ লইয়া যথাবিধি দারগ্রহ, সন্তানোৎপাদন, ধর্ম্ম-সম্মত উপায়ে ধনোপার্জ্জন, যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, অতিথির সেবাদি—গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম। গৃহস্থাশ্রমের পরে একা বা সস্ত্রীক বনে গমন করিয়া ফল-মূলাহারী হইয়া কেশ-শ্মশ্রুজটাদি ধারণ এবং চর্ম্ম-কাশ-কুশাদিদ্বারা পরিধেয় বস্ত্র করিয়া জীবন যাপন করিবে, ভূমিতে শয়ন করিবে, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে, হোম-দেবার্চ্চনাদি করিবে, ভিক্ষা বলি-আদিদ্বারা সমস্ত অভ্যাগতদের পূজা করিবে, শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণু হইবে, ইত্যাদি; এই সমস্ত বানপ্রস্থ আশ্রমের ধর্ম্ম। ত্রৈবর্গিক সর্ব্বারম্ভ ত্যাগ করিবে, মিত্রাদির সহিত সমান ব্যবহার এবং সমস্ত জন্তুর প্রতি মৈত্রী ব্যবহার করিবে, বাক্য, মন ও কর্ম্মদ্বারা কোনও প্রাণীর দ্রোহ করিবে না, অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করিবে, ভিক্ষালব্ধ হবিঃ-আদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে—ইত্যাদি ভিক্ষু-আশ্রমের ধর্ম্ম।

রৌরব—একরকম নরক। মায়ায় অভিভূত হইয়া দুষ্কর্ম্মাদি করার ফলেই রৌরব ভোগ হয়। কৃষ্ণভজন না করিয়া কেবল মাত্র বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পালনের দ্বারা যে জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না, "রৌরবে পড়ি মজে" কথাদ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে।

স্বধর্ম্মাচরণের ফলে স্বর্গাদি ভোগ-লোক লাভ হইতে পারে; কিন্তু পুণ্যকর্ম্মের ফল শেষ হইয়া গেলে আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ॥ গীতা ॥" আবার কর্ম্মফল অনুসারে নরক-ভোগ করিতে হয়। স্বধর্ম্মের অঙ্গীভূত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ ॥ শ্রুতিঃ ॥"

কৃষ্ণ-ভজনব্যতীত কেন যে মায়ামুক্ত হওয়া যায় না, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬ পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে। নিম্নের শ্লোকেও তাহা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সকল জীবের উদ্ভব; শ্রীকৃষ্ণই সকলের নিয়ন্তা ও মঙ্গলকর্ত্তা; তাঁহার ভজন করা সকলেরই কর্ত্তব্য; যে জীব এমন শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে না, তাহাকে অকৃতজ্ঞই বলা যায়। আর এমন শ্রীকৃষ্ণের ভজনের অভাব—অবজ্ঞাব্যতীত আর কিছুই নহে। এই অবজ্ঞার ফলেই সেই জীবের রৌরব-যন্ত্রণাদি ভোগ করিতে হয়। যে সন্তান পিতার সেবা-শুশ্রূষা করে না, সে নিশ্চয়ই পিতৃদ্রোহী, সুতরাং দণ্ডার্হ। এই পয়ারেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব দেখাইলেন। ২।৮।৫৪ পয়ারের এবং ২৮।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৮-৯। অন্বয়। গুণৈঃ (গুণদ্বারা) পৃথক্ (পৃথক্) বিপ্রাদয়ঃ (ব্রাহ্মণাদি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই) চত্বারঃ (চারিটী) বর্ণাঃ (বর্ণ) পুরুষস্য (ভগবানের) মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ (যথাক্রমে মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে) আশ্রমৈঃ (আশ্রম সমূহের—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু, এই চারিটী আশ্রমের) সহ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(সহিত) জজ্ঞিরে (জন্মিয়াছে)। এষাং (ইঁহাদের মধ্যে যাহারা) সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবং (সাক্ষাৎ নিজ পিতা) ঈশ্বরং (ঈশ্বর) পুরুষং (পরমপুরুষকে) ন ভজন্তি (ভজন করে না) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে), [তে] (তাহারা) স্থানাৎ (স্ব স্বস্থান হইতে—স্বস্ব বর্ণ ও আশ্রম হইতে) ভ্রষ্টাঃ (ভ্রষ্ট হইয়া) অধঃ (নিম্নে) পতন্তি (পতিত হয়)।

অনুবাদ। পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে সত্ত্বাদিগুণ-তারতম্যে পৃথক্ পৃথক্ চারিবর্ণের—চারি আশ্রমের সহিত—উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ চারি বর্ণের কি চারি আশ্রমীর মধ্যে যে জন (অজ্ঞতাবশতঃ) নিজের জনক ঈশ্বর-পরম-পুরুষকে ভজন করেন না, সুতরাং অবজ্ঞা করেন, তিনি কর্ম্মলব্ধ অধিকার হইতে চ্যুত ও অধঃপতিত হয়েন। ৮-৯

এই শ্লোকে শ্রীভগবান হইতে বর্ণ ও আশ্রমের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি এবং জঘন হইতে গৃহাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থের উৎপত্তি এবং সন্ন্যাস আশ্রম তাঁহার মস্তকে স্থিত। "গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম। বক্ষঃস্থলাদ্ বনে বাসো ন্যাসঃ শীর্ষণি চ স্থিতঃ॥ ইতি উক্ত শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকাধৃত বচন॥" স্থূলকথা এই যে, চারি বর্ণের মধ্যে গুণকর্ম্মে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেহের শ্রেষ্ঠাঙ্গ মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উদ্ভব, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি কার্য্য বাহুর কাজ বলিয়া বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব, বৈশ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যাদির উদ্দেশ্যে নানাস্থানে যাতায়াতাদির প্রয়োজন এবং এই যাতায়াতাদি প্রধানতঃ উরুর কাজ বলিয়া উরু হইতে বৈশ্যের উদ্ভব এবং চরণই দেহের নিকৃষ্ট অঙ্গ বলিয়া চরণ হইতে চারিবর্ণের মধ্যে নিকৃষ্ট শূদ্রের উদ্ভব কল্পনা করা হইয়াছে। ঋগ্ বেদ হইতেও জানা যায়—পুরুষের মুখসদৃশ হইল ব্রাহ্মণ, বাহুসদৃশ হইল ক্ষত্রিয়, উরুসদৃশ হইল বৈশ্য এবং চরণসদৃশ হইল শূদ্র। বস্তুতঃ গুণকর্ম্মানুসারেই চারিবর্ণেরবিভাগ করা হইয়াছে; সত্ত্বগুণ-প্রধান যাহারা, তাহারা ব্রাহ্মণ, সত্ত্ব-রজঃ-প্রধান যাহারা, তাহারা ক্ষত্রিয়, রজস্তমঃ-প্রধান যাহারা, তাহারা বৈশ্য এবং তমঃপ্রধান যাহারা, তাহারা শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালে জন্মদ্বারা বর্ণবিভাগ হইত না—হইত গুণকর্ম্মদ্বারা; শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধের একাদশ অধ্যায় হইতেও তাহা জানা যায়। এমন এক সময় ছিল, যখন ব্রাহ্মণের সন্তানও ব্রাহ্মণোচিত গুণের অধিকারী না হইলে শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইত, আবার শূদ্রসন্তানও ব্রাহ্মণোচিত গুণে ভূষিত হইলে ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত হইত। একই পিতার চারিপুত্র চারিবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের বিভাগও গুণকর্ম্মানুসারেই হইয়াছে; এবং গুণকর্ম্মানুসারে আশ্রমসমূহের উৎকর্ষাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে তাহাদের উৎপত্তি কল্পনা করা হইয়াছে—অথবা পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গের সহিত তাহাদের তুলনা করা হইয়াছে।

গুণৈঃ পৃথক্—সত্ত্বাদি-গুণদ্বারা পৃথক্। চারিবর্ণের পার্থক্য সত্ত্বাদি গুণের পার্থক্যানুসারেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। **আত্ম-প্রভবম্**—আত্মার (নিজের) প্রভব (উদ্ভব, উৎপত্তি) যাঁহা হইতে হইয়াছে, তিনি আত্মপ্রভব; স্বীয় উৎপত্তির মূল। ঈশ্বর হইতেই চারিবর্ণের উদ্ভব বলিয়া ঈশ্বরই হইলেন সকলের জনক-সদৃশ; জনক-সদৃশ ঈশ্বরের ভজন করা সকলেরই কর্ত্তব্য—পিতার সেবা পুত্রের কর্ত্তব্য। যাঁহার প্রতি যে কর্ত্তব্য, তাঁহার প্রতি সে কর্ত্তব্য যদি করা না হয়, যাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, তাঁহার প্রতি সেই শ্রদ্ধা বা সম্মান যদি প্রদর্শিত না হয়, তাহা হইলে তাৎপর্য্যতঃ তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাই প্রদর্শন করা হয়। সুতরাং যাহারা জনক-সদৃশ ঈশ্বরের ভজন করে না—ভজন না করায় যাহারা কার্য্যতঃ ঈশ্বরকে **অবজানন্তি**—অবজ্ঞাই করিতেছে, তাহারাই এই ভজন না করা বা অবজ্ঞা করার দরুণ **স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ**—যে বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থিত আছে, সেই বর্ণ বা আশ্রম হইতে অধঃপতিত হয়—তাহাদের সংসার-বন্ধন ঘুচে না, ক্রমশঃ তাহারা অধিকতররূপে মায়াজালে জড়িত হইয়া পড়ে। অথবা যাহারা ভগবত্তত্ত্বাদি জানে না বলিয়া ভগবানের ভজন করে না, তাহাদের সংসার-নিবৃত্তি হয় না—এইরূপ সংসার নিবৃত্তি না

জ্ঞানী জীবন্মুক্তিদশা পাইনু করি মানে। 　　বস্তুত বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হওয়াই তাহাদের অধঃপতন। আর, যাহারা জানিয়াও ভগবানের ভজন করে না, তাহাদের আচরণে ভগবানের প্রতি তাহাদের অবজ্ঞাই প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং অবজ্ঞার ফলে মহানরকেই তাহাদের অধঃপতন হইয়া থাকে। (চক্রবর্ত্তী)।

১৯ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোকদ্বয়।

২০। ভক্তির কৃপাব্যতীত জ্ঞানমার্গের সাধকও যে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না, তাহাই বলিতেছেন।

জ্ঞানী—জ্ঞানমার্গের সাধক।

জীবন্মুক্ত—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-বশতঃ জীবের যখন অজ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত-কর্ম্মাদি ধ্বংস হইয়া যায়, তখন তাঁহার আর কোনওরূপ বন্ধনাদি থাকে না; তখন তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েন। এই অবস্থায় তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে। "স্বস্বরূপাখণ্ডব্রহ্মণি সাক্ষাৎ-কৃতেঽজ্ঞানতৎকার্য্যসঞ্চিতকর্ম্মাদীনাং বাধিতত্বাদখিলবন্ধরহিতোব্রহ্মনিষ্ঠঃ জীবন্মুক্তঃ"—বেদান্তসার। জীবন্মুক্তিদশা—যে অবস্থায় জীব জীবন্মুক্ত হয়, সেই অবস্থা। এই অবস্থাটী দেহত্যাগের পরের নহে, পূর্ব্বের। পাইনু করি মানে—জীবন্মুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করে, বাস্তবিক জীবন্মুক্ত হয় নাই। ভক্তির উপেক্ষা করিয়া যিনি কেবলমাত্র জ্ঞানমার্গের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার কথাই এস্থলে বলা হইতেছে; পরবর্ত্তী শ্লোকের "ত্বয্যস্তভাবাৎ" এবং "নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" পদের দ্বারাই তাহা বুঝা যায়।

এই পয়ারের প্রমাণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই শ্লোকের মর্ম্মানুসারেই এই পয়ারের অর্থ করিতে হইবে। এই শ্লোকের মর্ম্ম এই:—বিমুক্তমানিগণ বহু কষ্টে (কৃচ্ছ্রেণ) পরপদে (পরং পদং) আরোহণ করিয়াও ভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদর-হেতু অধঃপতিত হইয়া থাকে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—কৃচ্ছ্রেণ বহুজন্মতপসা, পরং পদং মোক্ষসন্নিহিতং সৎকুলতপঃশ্রুতাদি। যে সকল জ্ঞানমার্গের সাধক বহুজন্মের তপস্যার ফলে সৎকুলে জন্ম লাভ করিয়া তপশ্চরণ এবং শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সাধারণভাবে সংযমাভ্যাস ও আচারাদির অনুষ্ঠান করিয়া বিষয়াদিতে নিঃস্পৃহতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা জীবন্মুক্ত নহেন, ভগবৎ-কৃপাব্যতীত কেহ জীবন্মুক্ত হইতে পারে না। ভগবদ্বিমুখতার ফলে সৎকুলাদিতে জন্মগ্রহণের এবং তপস্যাদির পরেও তাঁহাদের অধঃপতন হইয়া থাকে।

উক্ত শ্লোকের টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—কৃচ্ছ্রেণ তপঃশমদমাদি-কৃচ্ছ্রজনিতেন বিজ্ঞানেন পরংপদং জীবন্মুক্তত্ব-দশামারুহ্যেত্যেষাং গুণীভূতভক্ত্যা যুক্তত্বং জ্ঞেয়ং, তাং বিনা পরমপদারোহাসম্ভবাৎ। * * * নন্ন ভক্তিসত্ত্বে কথং অধঃপতন্তি তত্রাহঃ—ন আদৃতৌ মায়িকত্ববুদ্ধ্যা যুষ্মদঙ্ঘ্রী যৈস্তে—যাঁহারা গুণীভূত ভক্তির (নির্গুণা শুদ্ধাভক্তির নহে) সহায়তায় শমদমাদি-তপস্যার প্রভাবে জীবন্মুক্তত্বদশা লাভ করিয়াছেন, ভগবদ্-বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া মনে করিয়া ভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদরবশতঃ তাঁহাদেরও অধঃপতন হইয়া থাকে। জ্ঞানমার্গে তিন রকমের সাধক আছেন। প্রথমতঃ, যাঁহারা পরব্রহ্মের সাকার-স্বরূপ স্বীকার করেন এবং সাকার বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দময় মনে করিয়া তাঁহাতে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার চরণে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য কামনা করেন। ইঁহারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন; ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবস্থা-বিশেষে পরাভক্তিও লাভ করিতে পারেন (ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ইত্যাদি গীতা ১৮।৫৪॥ শ্লোক ইহার প্রমাণ)। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা পরব্রহ্মের সাকার-সগুণ-স্বরূপ মোটেই স্বীকার করেন না; ভক্তিশাস্ত্র-মতে ইঁহাদের সাধন বৃথাশ্রমমাত্র (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তৃতীয়তঃ, যাঁহারা পরব্রহ্মের সাকার-স্বরূপ মানেন, কিন্তু সাকার-বিগ্রহকে মায়িক-বিগ্রহ বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা শাস্ত্র হইতে যখন জানিতে পারেন যে, ভক্তির কৃপা-

তথাহি (ভা. ১০।২।৪২)—

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ১০ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নন্থ বিবেকিনাং কিং মদ্‌ভজনেন মুক্তা এব হি তে তত্রাহুঃ যেহন্য ইতি। বিমুক্তমানিনঃ বিমুক্তা বয়ম্ ইতি মন্যমানাঃ। ত্বয়ি অস্তো নিরস্তোহত এবাসন্ যো ভাবস্তস্মাৎ ভক্তেরভাবাদিত্যর্থঃ। ন বিশুদ্ধা বুদ্ধির্যেষাং তে তথা।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্যতীত তাঁহাদের অভীষ্ট-মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, অথচ নির্ব্বিশেষ-স্বরূপে ভক্তি প্রয়োগ করাও অসম্ভব, তখন অগত্যা সগুণ-সাকার স্বরূপেই ভক্তি করিতে থাকেন। পরব্রহ্মের সাকার-স্বরূপে বাস্তবিক সত্ত্ব-রজঃ তমঃ আদি প্রাকৃত গুণ নাই, কিন্তু অসংখ্য অপ্রাকৃত গুণ আছে; এজন্য এই স্বরূপকে সগুণ বলে। কিন্তু শেষোক্ত জ্ঞানমার্গের সাধকগণ সাকার-স্বরূপকে প্রাকৃত-গুণযুক্তই মনে করেন; এজন্য তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তিও নির্গুণ নহে। যাহা হউক, এই ভক্তি গুণীভূত হইলেও ইহার প্রভাবে সাধক বহুকাল যাবৎ তপঃশমদমাদির অনুষ্ঠান করিয়া অবিদ্যানিরসনী বিদ্যালাভ করিতে পারেন। রজঃ ও তমের আধিক্যে অবিদ্যা; ইহা অজ্ঞানের ও দুঃখের কারণ; রজঃ ও তমঃ দূর হইয়া গিয়া যখন একমাত্র সত্ত্ব থাকে, সেই সত্ত্বকে বিদ্যা বলে, বিদ্যাদ্বারা অজ্ঞান দূরীভূত হয়, প্রাকৃত আনন্দ অনুভূত হয়; কিন্তু অপ্রাকৃত আনন্দ বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদি লাভ হইতে পারে না। কারণ, ভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাস যে ভক্তি, সেই নির্গুণা ভক্তিব্যতীত তাঁহার অপরোক্ষ অনুভব অসম্ভব (ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যঃ)। অবিদ্যা ও বিদ্যা এই উভয়ের তিরোধানের পরে চিচ্ছক্তির বৃত্তি-বিশেষ যে নির্গুণা ভক্তি, সেই ভক্তিমাত্র যদি হৃদয়ে অবস্থিতি করে, তাহা হইলেই সেই ভক্তির প্রভাবে ব্রহ্মানুভব হইতে পারে, একমাত্র এই অবস্থাতেই সাধককে জীবন্মুক্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা পরব্রহ্মের সাকার-বিগ্রহকে প্রাকৃত গুণশূন্য ও সচ্চিদানন্দময় মনে করেন, তাঁহাদের নির্গুণা ভক্তিই অবিদ্যার ও বিদ্যার অপগমের পরেও হৃদয়ে অবস্থান করে—তস্যা (ভক্ত্যাঃ) মৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যয়োরপগমেহপি অনপগমাৎ (গীতা। ১৮।৫৪। শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ)—এই ভক্তির সহিত সত্ত্বাদি মায়িকগুণের কোনও সম্বন্ধ না থাকায়, মায়িকী বিদ্যা ও অবিদ্যার সঙ্গে এই ভক্তির তিরোধান হয় না। কিন্তু যাঁহারা সাকার স্বরূপকে মায়িক-সত্ত্ব-গুণের বিকার মাত্র মনে করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তি নির্গুণা চিচ্ছক্তির বিলাস নহে, তাঁহাদের তথাকথিত ভক্তি মায়িক গুণযুক্ত; এজন্য মায়িকী গুণময়ী বিদ্যার অপগমের সঙ্গে সঙ্গে এই ভক্তিও অন্তর্হিত হয়।

যাহা হউক, গুণীভূত-ভক্তির প্রভাবে সাধকের অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া যখন বিদ্যার উদ্ভব হয়, তখন, তাঁহার চিত্তে তমোরজোদ্ভূত কামক্রোধাদি কোনও বিকার জন্মাইতে পারে না; সত্ত্বগুণের (বিদ্যার) প্রভাবে চিত্তে আনন্দও অনুভূত হইয়া থাকে; এই আনন্দকে তখন তিনি ব্রহ্মানুভূতিমূলক আনন্দ বলিয়া মনে করেন এবং এই অবস্থার সঙ্গে চিত্তের নির্ব্বিকারত্ব দেখিয়া তিনি নিজেকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মনে করেন; বাস্তবিক তখনও তিনি জীবন্মুক্ত নহেন; কারণ, তখনও তিনি গুণাতীত হইতে পারেন নাই—তাঁহার চিত্তে প্রাকৃত সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যা তখনও আছে। গুণাতীত হইতে পারেন নাই বলিয়াই, তাঁহার ঐরূপ জীবন্মুক্তত্বের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে; গুণাতীত না হইলে বুদ্ধি বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারে না; নির্গুণা ভক্তির কৃপাব্যতীত জীব গুণাতীত হইতে পারে না। এজন্যই বলিয়াছেন—"বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে।" গুণীভূত ভক্তির অন্তর্ধানের পরে ভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদরজনিত অপরাধের ফলে, আবার তাহাদের অধঃপতন হইয়া থাকে।

এই পয়ারেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব দেখাইলেন।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অরবিন্দাক্ষ (হে পদ্মপলাশনয়ন)! ত্বয়ি (তোমাতে) অস্তভাবাৎ (ভক্তিহীনতা-

কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া হয় অন্ধকার। যাহাঁ কৃষ্ণ তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার॥ ২১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যদ্বা ত্বয়ি অস্তভাঃ ইতি চ্ছেদঃ অস্তমতয়ো বাদেবেব বিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। কৃচ্ছ্রেণ বহুজন্মতপসা পরং পদং মোক্ষসন্নিহিতং সংকুল-তপঃশ্রুতাদি আরুহ্য পতন্তি বিঘ্নৈঃ অভিভূয়ন্তে। ন আদৃতো যুষ্মদঙ্ঘ্রী যৈস্তে। স্বামী। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বশতঃ) অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ (অবিশুদ্ধবুদ্ধি) অন্যে (অন্য) যে (যাঁহারা) বিমুক্তমানিনঃ (যাঁহারা নিজেদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণ) কৃচ্ছ্রেণ (অতিকষ্টে—বহুজন্মকৃত তপস্যাপ্রভাবে) পরং পদং (পরম-পদ—মোক্ষসন্নিহিত সংকুলজন্মাদি) আরুহ্য (আরোহণ করিয়া—প্রাপ্ত হইয়া) অনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ (তোমার চরণের অনাদর করায়) ততঃ (সেই স্থান হইতে—সেই মোক্ষসন্নিহিত অবস্থা হইতে) অধঃপতন্তি (অধঃপতিত হয়)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া দেবগণ বলিলেন:—হে কমললোচন! যাহারা তোমার প্রতি বিমুখ, তোমাতে ভক্তির অভাববশতঃ, তাহাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ থাকে; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বিমুক্ত না হইলেও তাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করে। তাহারা অতিকষ্টে বিষয়সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঠোর তপস্যাদিদ্বারা মোক্ষসন্নিহিত সংকুলাদি প্রাপ্ত হইয়াও তোমার চরণের প্রতি অনাদর বশতঃ সেই সংকুলাদি হইতে অধঃপতিত হয়। ১০

অরবিন্দাক্ষ—অরবিন্দের (কমলের, পদ্মের) ন্যায় অক্ষি (নয়ন, চক্ষু) যাঁহার; কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ। অস্তভাবাৎ—অস্ত (নিরস্ত) হইয়াছে যে ভাব (ভক্তি), তাহা হইতে; ভক্তির অভাববশতঃ; শ্রীভগবানে ভক্তি নাই বলিয়া। অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ—যাহা বিশুদ্ধ নহে, তাহা অবিশুদ্ধ, মলিন। অবিশুদ্ধ (মলিন) হইয়াছে বুদ্ধি যাহাদের, তাহারা অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি; মলিনমতি। ভগবানে নির্গুণা ভক্তিব্যতীত বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইতে পারে না (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। বিমুক্তমানিনঃ—বিমুক্ত (বা জীবন্মুক্ত) বলিয়া নিজেদিগকে মনে করে যাহারা; বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত না হইয়াও যাহারা মনে করে—আমরা জীবন্মুক্ত হইয়াছি, তাহারা (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। বুদ্ধি শুদ্ধ হয় নাই বলিয়া—বস্তুতঃ তাহারা যে জীবন্মুক্ত হয় নাই, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, ঈদৃশ জীবন্মুক্তাভিমানী ব্যক্তিগণ কৃচ্ছ্রেণ—অতি কষ্টে, বিষয়-সুখাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুজন্মযাবৎ কষ্টসাধ্য তপস্যাদি করিয়া পরং পদং আরুহ্য—মোক্ষসন্নিহিত-সংকুলজন্মাদি শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়াও নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ—তোমার চরণের অনাদরবশতঃ, তোমাকে মায়িক বিগ্রহ মনে করিয়া তোমার অবজ্ঞা করার ফলে অধঃপতন্তি—অধঃপতিত হয় (পূর্ব্ব-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। কৃষ্ণভক্তিব্যতীত যে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না, তাহারই প্রমাণ।

২১। এই পয়ারেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব দেখাইতেছেন। কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেই জীব মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। কারণ, যেখানে সূর্য্য আছে, সেখানে যেমন অন্ধকার যাইতে পারে না, সূর্য্যোদয়ের সূচনাতেই যেমন অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ যেখানে কৃষ্ণ আছেন, সেখানে জগন্মোহিনী মায়া যাইতে পারে না, যেহেতু, মায়া কৃষ্ণের বহিরঙ্গা-শক্তি—সর্ব্বদা বাহিরে থাকে। তাই বলা হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করিলেই মায়া জীবকে ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিবে।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভা. ২।৫।১৩)—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ॥ ১১

'কৃষ্ণ! তোমার হঙ' যদি বোলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥ ২২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মন্মায়য়েতি মায়সম্বন্ধোক্তে স্তস্যাঃ দুর্জ্জয়ত্বোক্তেশ্চ তস্যাপি কিমস্তি সংসারঃ নৈবেত্যাহ। মৎকপটমসৌ জানাতীতি যস্য দৃষ্টিপথে স্থাতুং বিলজ্জমানয়া ইব তস্মিন্ স্বকার্য্যমকুর্ব্বত্যা অমুয়া মায়য়া বিমোহিতাঃ অস্মদাদয়ো দুর্দ্ধিয়ঃ অবিদ্যাবৃতজ্ঞানা এব কেবলং বিকত্থন্তে শ্লাঘন্তে। অনেন "যদ্রূপম্" ইত্যস্য প্রশ্নস্য উত্তরং উক্তং ভবতি। স্বামী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১১। অন্বয়। যস্য (যাঁহার—যে ভগবানের) ঈক্ষাপথে (দৃষ্টিপথে) স্থাতুং (অবস্থান করিতে) বিলজ্জমানয়া (লজ্জিতা) অমুয়া (ঐ মায়াদ্বারা) বিমোহিতাঃ (বিমুগ্ধ হইয়া) দুর্ধিয়ঃ (মন্দবুদ্ধি লোকগণ) মমাহম্ (আমার-আমি) ইতি (এইরূপ) বিকত্থন্তি (শ্লাঘা করে)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন :—যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জিত হয়েন, দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ সেই মায়ায় মোহিত হইয়া "আমি" ও "আমার" বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে। ১১

মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ—(মায়ামোহিত দুর্ব্বুদ্ধি লোকগণ) অহং মম ইতি (আমি ও আমার এইরূপ) **বিকত্থন্তে**—শ্লাঘা করে। মায়ার প্রভাবে তাহাদের দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মে ; তাই দেহকেই "আমি" মনে করে ; বস্তুতঃ আমার দেহটাই "আমি" নই ; দেহের মধ্যে যে দেহী (জীবাত্মা) আছে, তাহাই স্বরূপতঃ "আমি"। দুর্ব্বদ্ধি-বশতঃ দেহকেই "আমি মনে করিয়া দেহের সুখ-দুঃখকেই নিজের সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করে এবং দেহ-সম্বন্ধীয় বা দেহের সুখ-সাধক বস্তুকে—স্ত্রীপুত্রাদিকে, বিষয়-সম্পত্তিকে, মান-সম্মান-প্রসার প্রতিপত্তিকে—নিজের বলিয়া মনে করে, বিষয়-সম্পত্তি আদির জন্য শ্লাঘাও প্রকাশ করে। বস্তুতঃ, এ-সমস্ত কিছুই মায়াবদ্ধ জীবের নহে, জীব যখন দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন এ-সমস্ত তাহার সঙ্গে যায় না, তাহার নিজের হইলে সঙ্গেই যাইত।

মায়া শ্রীভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতেও লজ্জিত হয়েন, সুতরাং যেস্থানে ভগবান্, সেই স্থানে মায়া যাইতে পারেন না—ইহাই শ্লোক হইতে জানা গেল। এইরূপে পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

২২। এই পয়ার পূর্ব্ব-পয়ারের অনুযায়ীই ; "হে কৃষ্ণ! আমি তোমার হইলাম"—একবার এই কথা বলিলেই কৃষ্ণ জীবকে মায়াবন্ধন হইতে উদ্ধার করেন। "হে কৃষ্ণ! আমি তোমার হইলাম" এই কথা কয়টীদ্বারা "আত্ম-সমর্পণ ও শরণাপত্তি" বুঝাইতেছে। "তোমার হইলাম"—অর্থাৎ আমার দেহ, মন প্রাণ, সমস্তই এখন হইতে হে কৃষ্ণ তোমার হইল, এমন কি, আমি নিজে পর্য্যন্তও তোমার হইলাম। আমার দেহ, মন প্রাণ, প্রভৃতির উপরে এখন হইতে আমার আর কোনও অধিকার নাই, এসব তোমার—তোমার কাজে ব্যতীত অপর কোনও কাজে আর তাহাদের ব্যবহার হইতে পারিবে না। সমস্ত তোমার বস্তু, আমিও তোমারই বস্তু, তোমার ইচ্ছা হয়, তোমার বস্তু আমাকে রক্ষা কর, ইচ্ছা হয় মারিয়া ফেল। কায়-মনোবাক্যে এই ভাব পোষণ করিয়া "আমি তোমার হইলাম" বলিলেই কৃষ্ণ কৃপা করেন, অন্যথা নহে ; এই পয়ারের প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত পরবর্ত্তী শ্লোক হইতেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়—"প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে"।—শরণাগত হইয়া বলে, "হে কৃষ্ণ! আমি তোমার।" শ্লোকে "শরণাগত" (প্রপন্ন)-কথাটি আছে, আরও একস্থানে আছে—"তবাস্মীতি বদন্ বাচা মনসা তথৈব বিদন্॥ হরিভক্তিবিলাস। ১১।৪:৮॥" মুখে যেমন বলা হয়, "হে কৃষ্ণ, আমি তোমারই", মনেও ঠিক সেইরূপ ভাবিবে। সুতরাং মনে, বাক্যে ও কার্য্যে—শ্রীকৃষ্ণের হওয়া চাই, তাহা হইলেই কৃষ্ণ উদ্ধার করেন। মুখে বলিলাম, "আমি কৃষ্ণের", কিন্তু মনে সেই ভাব নাই--অথবা কার্য্যে সেই ভাবের প্রকাশ নাই, এরূপ অবস্থায় কৃষ্ণ কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১১।৩৯৭)

রামায়ণবচনম্—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে ॥
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥ ১২

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ়ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ২৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অপ্যর্থে এব শব্দঃ। যঃ প্রপন্নঃ শরণাগতঃ সন্ তবাস্মি ভবামীতি সকৃদপি যাচতে। যদ্বা কথং প্রপন্ন স্তদাহ তব ইত্যাদিনা শরণাগতত্বলক্ষণং চেদং জ্ঞেয়ং এবমগ্রেপ্যূহ্যম্। শ্রীসনাতন। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উদ্ধার করেন না। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুঃশাসন বস্ত্রাকর্ষণ করিতেছেন, দ্রৌপদী বিপন্না হইয়া কৃষ্ণকে কাতরকণ্ঠে ডাকিতেছেন, কিন্তু নিজে দুঃশাসনের সঙ্গে বস্ত্র লইয়া টানাটানিও করিতেছেন—মুখে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন, মনেও তাহাই; কিন্তু কার্য্যে যেন নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতেছেন, নিজের শক্তিতে লজ্জা-নিবারণের চেষ্টায় কাপড় লইয়া টানাটানি করিতেছেন। যতক্ষণ এই অবস্থা, ততক্ষণ কৃষ্ণ দূরে। কিন্তু যখন দ্রৌপদী দেখিলেন, নিজে দুঃশাসনের সঙ্গে টানাটানি করিয়া নিজের লজ্জা নিবারণ করিতে অসমর্থ, তখন কাপড় ছাড়িয়া দিয়া, দুই হাত যোড় করিয়া কৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা জানাইলেন—এবার কায়মনোবাক্যে তিনি কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন; কৃষ্ণ আর থাকিতে পারিলেন না—অমনি বস্ত্ররূপ ধারণ করিয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিলেন।

শ্লো। ১২। অন্বয়। যঃ (যে ব্যক্তি) প্রপন্নঃ (শরণাগত হইয়া) তব (তোমার—হে ভগবন্! তোমার) অস্মি (হই) ইতি চ (ইহাও) সকৃৎ এব (একবার মাত্র) যাচতে (যাচ্ঞা করে) তস্মৈ (তাহাকে) সর্ব্বদা (সর্ব্বদা) অভয়ং (অভয়) দদামি (দান করি)—এতৎ (ইহা) মম (আমার) ব্রতম্ (ব্রত)।

অনুবাদ। আমার শরণাগত হইয়া যে একবার মাত্র বলে—"হে কৃষ্ণ, আমি তোমার," আমি তাহাকে সর্ব্বদা অভয় প্রদান করিয়া থাকি, ইহাই আমার ব্রত। ১২

শরণাগতকে রক্ষা করা শ্রীভগবান্ তাঁহার একটী ব্রত—অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম—বলিয়া মনে করেন। অভয়ং—ভয়শূন্যতা, "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ। শ্রীভা. ১১।২।৩৭ ॥"—এই প্রমাণ হইতে জানা যায়, মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃই জীবের সর্ব্ববিধ ভয় জন্মিয়া থাকে; তাহা হইলে মায়িক-বস্তুতে এইরূপ অভিনিবেশ দূর করাই হইল অভয়দান। শ্রীভগবান্, শরণাগত ব্যক্তির মায়াবন্ধন (মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশ) দূর করিয়া দেন—ইহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল। এইরূপে এই শ্লোকটী পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ।

২৩। শ্রীকৃষ্ণভজনব্যতীত যখন কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির ফলও পাওয়া যায় না, তখন শ্রীকৃষ্ণভজন করাই সকলের কর্ত্তব্য; যাঁহারা তাহা করে না, তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না; কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান্—কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী হইলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন।

ভুক্তিকামী—ইহকালের বা পরকালের সুখভোগকামনাকারী কর্ম্মমার্গের সাধক। মুক্তিকামী—সাযুজ্য-মুক্তিকামী জ্ঞানমার্গের সাধক। সিদ্ধিকামী—অষ্টসিদ্ধি-কামনাকারী যোগমার্গ-বিশেষের সাধক। সুবুদ্ধি—উত্তমা বুদ্ধি আছে যাহার। ভক্তির কৃপাব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী—ইহাদের কেহই যে স্ব-স্ব-অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারে না, এইরূপ জ্ঞানই হইল উত্তমা বুদ্ধির পরিচায়ক; এইরূপ জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিই সুবুদ্ধি এবং তিনিই শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন। গাঢ় ভক্তিযোগে—অবিচলিত ভক্তির সহিত।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভা. ২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ১৩

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অকামঃ একান্তভক্তঃ। উক্তানুক্ত-সর্ব্বকামো বা পুরুষং পূর্ণং পরং নিরুপাধিম্। স্বামী। ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১৩। অন্বয়। অকামঃ (স্বসুখ-বাসনাদিশূন্য একান্ত ভক্ত), সর্ব্বকামঃ (ধনাদি-সমস্ত বিষয়ের কামনাকারী ব্যক্তি) মোক্ষকামঃ বা (অথবা মোক্ষকাম) উদারধীঃ (সুবুদ্ধি হইলে) তীব্রেণ (তীব্র—ঐকান্তিক) ভক্তিযোগেন (ভক্তিযোগের সহিত) পরং পুরুষং (পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে) যজেত (ভজনা করে)।

অনুবাদ। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিলেন—মহারাজ! সুখবাসনাদিশূন্য একান্তভক্ত, কিম্বা ধনাদি-সর্ব্বকাম কর্ম্মী, অথবা মোক্ষকাম জ্ঞানী—যিনিই হউন না কেন, তিনি যদি উদারবুদ্ধি (অর্থাৎ সুবুদ্ধি) হয়েন, তাহা হইলে ঐকান্তিক ভক্তির সহিত পরমপুরুষ ভগবান্‌কে ভজনা করিবেন। ১৩

পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

২৪। এই কয় পয়ারে কৃষ্ণভক্তির অপূর্ব্ব মহাত্ম্য দেখাইয়া, ভক্তি যে অভিধেয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রমাণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের একটি অপূর্ব্ব ফল এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবার কামনা না করিয়া, অন্য কামনা পূরণের নিমিত্তও যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তবেও পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহার চিত্ত হইতে অন্যবস্তুর ভোগবাসনা দূর করিয়া দেন এবং তাঁহাকেও নিজের চরণসেবা দিয়া থাকেন।

অন্যকামী—অন্য-কামনাযুক্ত ; শ্রীকৃষ্ণ-সেবার কামনাব্যতীত অন্য কামনা যাহার মনে আছে। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-আদি-কামী। **ভজন**—ভজ্ ধাতু হইতে ভজন-শব্দ নিষ্পন্ন ; সেবা-অর্থে ভজ্‌ধাতুর প্রয়োগ হয় ; এস্থলে ভজন-শব্দ সাধনাঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং ভজন-শব্দে এস্থলে—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবার প্রবৃত্তি-মূলক-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নব-বিধা-ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানই বুঝাইতেছে। ভাবার্থ এই যে—যদিও শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ করা সাধকের উদ্দেশ্য নহে, যদিও তাহার উদ্দেশ্য ভুক্তি-মুক্তি আদি লাভ করা, তথাপি যে নববিধা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ হয়, সেই নববিধা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানই, স্বীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তিনি যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার হৃদয় হইতে ভুক্তি-মুক্তি-আদির বাসনা দূর করিয়া দিয়া স্বীয় চরণ-সেবার বাসনা জাগ্রত করিয়া দেন এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ প্রেমভক্তিও তাঁহাকে দেন।

না মাগিলেও—প্রার্থনা না করিলেও। প্রথমতঃ তাহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-প্রাপ্তির বাসনা না থাকিলেও এবং তদুদ্দেশ্যে ভজন আরম্ভ না করিলেও ; সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ প্রার্থনার বস্তু না হইলেও। এস্থলে প্রথমাবস্থার কথাই সূচিত হইতেছে—শেষ অবস্থার কথা নহে ; শেষ অবস্থায় অন্য কামনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কামনাই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

এখানে একটি কথা বিবেচ্য। আদির অষ্টম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে—“কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥”—এস্থলে “শ্রীকৃষ্ণ সাধককে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া যদি ছুটেন”, এইরূপ উক্তি থাকাতে বুঝা যায়, সাধক শ্রীকৃষ্ণ-চরণকামী নহেন, তিনি-ভুক্তি-মুক্তি কামী ; আর সেবার্থ-বাচক ভজ্‌ধাতু নিষ্পন্ন ভক্ত-শব্দের উল্লেখ থাকাতে বুঝা যায়, সাধক স্বীয় কামনা-সিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবার প্রবৃত্তি-মূলক শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা-ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এইরূপে উক্ত পয়ারের মর্ম্মার্থ হইল এই যে—অন্যকামী যদি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করে, তবে কৃষ্ণ তাহাকে ভুক্তি-মুক্তি দেন, “কভু প্রেমভক্তি দেন না।” ১।৮।১৬ পয়ারের এবং ১।৮।৩ শ্লোকের টীকা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দ্রষ্টব্য। তাহা হইলে আদির অষ্টম-পরিচ্ছেদের উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা দূর করেন না; করিলে তাঁহাকে আর ভুক্তি-মুক্তি দিতেন না, বাসনা দূর করিয়া প্রেমভক্তিই দিতেন। অথচ মধ্য-দ্বাবিংশের উক্তি হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ভুক্তি বাসনা দূর করেন। ইহার সমাধান কি? শাস্ত্রের অন্যান্য উক্তি হইতেও জানা যায়—সাধক নিজ নিজ বাসনার অনুরূপ ফলই পাইয়া থাকেন; তদতিরিক্ত কিছু পান না। গীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"-বাক্য, বিষ্ণুপুরাণের "যদ্ যদিচ্ছতি যাবচ্চ ফলমারাধিতেঽচ্যুতে। তত্তদাপ্নোতি রাজেন্দ্র ভূরি স্বল্পমথাপি বা॥ ৩।৮।৭॥"-বাক্য, কঠোপনিষদের "যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ। ১।২।১৬॥"-বাক্যই তাহার প্রমাণ। ইহাতে বুঝা যায়, সাধকের বাসনানুরূপ ফল-প্রদানই সাধারণ নিয়ম। আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে এই সাধারণ নিয়মের কথাই বলা হইয়াছে। আর মধ্য-লীলার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ২৪-২৬ পয়ারে এবং পরবর্ত্তী "সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতোনৃণামিত্যাদি" শ্রীমদ্ভাগবতের (৫।১৯।২৬) শ্লোকে যে বিষয়-বাসনা দূর করার কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম। ভক্তের আগ্রহাতিশয্য বা পরম ঔৎকণ্ঠ্য যখন ভগবানের চিত্তে বিশেষ কৃপা উদ্বুদ্ধ করে, তখনই তাঁহার আগ্রহাতিশয্য বা ঔৎকণ্ঠ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবান্ তাঁহার বিষয়-বাসনা দূর করেন। বিশেষ বিশেষ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপার কথা শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয়। দাম-বন্ধন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, তাঁহাকে বন্ধন করিবার আগ্রহাতিশয্যে যশোদা-মাতা শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, মাতার কবরী শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, মুখ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে, তখনই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় গলিয়া গেল (অর্থাৎ বিশেষ কৃপার উদ্রেক হইল), তখনই তাঁহার বিভুতা অন্তর্হিত হইল, তিনি বন্ধন স্বীকার করিলেন। ধ্রুব যখন অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত "পদ্মপলাশ-লোচনকে" ডাকিতেছিলেন, পদ্মপলাশ-লোচনের দর্শন-প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত পদ্মপলাশ-লোচনের চিত্তেও বিশেষ কৃপা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল; তাই, যাহাতে ধ্রুব তাঁহার দর্শন পাইতে পারেন, নারদকে ধ্রুবের নিকটে পাঠাইয়া তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিলেন। এইরূপ বিশেষ কৃপাতে ভগবানের পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। যে-যে-স্থলে বিশেষ কৃপার উদ্বোধক আগ্রহাতিশয্য বা পরম-ঔৎকণ্ঠ্য বর্ত্তমান, সে-সে-স্থলে যদি কাহারও কাহারও প্রতি তিনি এই বিশেষ কৃপা দেখান এবং কাহারও প্রতি না দেখান, তাহা হইলেই পক্ষপাতিত্বের কথা উঠিতে পারে; তিনি তাহা করেন না। ধ্রুবের চিত্তে পদ্মপলাশ-লোচনের দর্শনের উৎকণ্ঠা ছিল অত্যন্ত বলবতী। এই উৎকণ্ঠার পশ্চাতে বিষয়-বাসনা থাকিলেও উৎকণ্ঠাটী উপেক্ষণীয় ছিল না; তাই পরম-করুণ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ ধ্রুবকে দর্শন না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। দর্শনের ফলেই ধ্রুবের বিষয়-বাসনা ছুটিয়া গেল। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। মুণ্ডকশ্রুতি॥ ২।১।৮॥" ইহা ভগবদ্দর্শনের ফল। "স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব"-বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য। যাহা হউক, আদির অষ্টম পরিচ্ছেদে সাধারণ কৃপার কথা এবং মধ্যের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে বিশেষ কৃপার কথাই বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং পরস্পর-বিরোধী-উক্তিদ্বয়ের ইহাই সমাধান বলিয়া মনে হয়।

পরবর্ত্তী "সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণামিত্যাদি" (শ্রীভা. ৫।১৯।২৬) শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"যতঃ নিজপাদপল্লবং অনিচ্ছতামপি ভজতাং স্বয়মেব ধ্রুবাদীনামিব ইচ্ছাপিধানং সর্ব্বকামাচ্ছাদকং তদেব নিজপাদপল্লবং বিধত্তে কৃপয়া দদাতি নিজপাদপল্লবং স্বয়মেব বলাদ্দত্বা ইচ্ছায়াঃ পিধানমাচ্ছাদনং বিধত্তে করোতীতি বা। * * অত্র নিষ্কামানাং সকামানাঞ্চ ভক্তানামন্ততঃ পাদপল্লবপ্রাপ্তাবপি নৈব সর্ব্বথা ঐক্যরূপ্যং ভাবনীয়ম্। নহি জাত্যৈব শুদ্ধং বলাৎ শোধিতঞ্চ বস্তু তুল্যমূল্যং ভবত্যতো ধ্রুবাদিভ্যঃ সকাশাৎ হনুমদাদীনামুৎকর্ষঃ পরম এব দৃশ্যত ইতি।" এই টীকার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—যে সকল ভক্ত ভগবৎ-পাদপদ্ম কামনা করেন না, ভগবান্ স্বয়ংই স্বীয় পাদপদ্ম দিয়া যেন বলপূর্ব্বকই (ভক্ত যাহা চাহেন না, ভগবান্ তাহাই নিজে কৃপা করিয়া দিতেছেন

কৃষ্ণ কহে—আমায় ভজে, মাগে বিষয়-সুখ। অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলিয়া বলপূর্ব্বকই) তাঁহাদের অন্য (বিষয়-) বাসনাদিকে আচ্ছাদিত করেন—ধ্রুবাদির বেলায় যেমন করিয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যায়—নিষ্কাম (যাঁহারা ভগবৎ-পাদপদ্মব্যতীত অপর কিছু চাহেন না, তাঁহারা) এবং সকাম—উভয়েই ভগবৎ-পাদপদ্ম পাইতে পারেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের প্রাপ্তি সর্ব্ববিষয়ে এক রকম নহে। যাহা জাতিতেই (স্বরূপতঃই) শুদ্ধ এবং যাহা বলপূর্ব্বক শোধিত—এই দুই বস্তুর মূল্য সমান হইতে পারে না; (বলপূর্ব্বক শোধিত) ধ্রুবাদি হইতে (স্বরূপতঃ শুদ্ধ) হনুমান্ আদির পরমোৎকর্ষই দৃষ্ট হয়।

দেখা যাইতেছে, বিশেষ কৃপার উদ্রেকে ভগবান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলপূর্ব্বক (ধ্রুবাদির ন্যায়) যাঁহাদের চিত্ত শোধিত করেন, তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির পরমোৎকর্ষ চক্রবর্ত্তিপাদ স্বীকার করেন না। কিন্তু ভজনের কৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞানের স্ফুরণে যাঁহাদের অনর্থ-নিবৃত্তি এবং চিত্তশুদ্ধি সাধিত হয়, তাঁহাদের শুদ্ধিকে বলপূর্ব্বক-সাধিতা-শুদ্ধি বলা যায় না; সুতরাং তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির পরমোৎকর্ষ অস্বীকার করা যায় না। তাঁহারা যে শুদ্ধা প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারেন, ইহাই তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির পরমোৎকর্ষতার প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বিবেচ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পরম-স্বতন্ত্রা কৃপাশক্তির প্রবল স্রোতে আপামর-সাধারণের চিত্তের কালিমা বিধৌত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তির অধিকারী করিয়াছেন, যাঁহারা প্রেমভক্তি চাহেন নাই, তাঁহাদিগকেও তাহা দিয়াছেন। এস্থলেও পরম-করুণ প্রভু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলপূর্ব্বকই সকলের চিত্তকে শোধিত করিয়াছেন; তথাপি কিন্তু এই বলপূর্ব্বক শোধন যে পরমোৎকর্ষ নয়, একথা বলা যায় না; ইহা পরমোৎকর্ষময় না হইলে সকলে প্রেমভক্তির অধিকারী হইতে পারিতেন না। ইহা বোধ হয় শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপের কৃপার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য অন্য ভগবৎ-স্বরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করিলে মনে হয়, আদি-অষ্টম পরিচ্ছেদের "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥"-উক্তি এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্" ইত্যাদি (৫।১৯।২৬) উক্তি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনী এবং মধ্য দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ২৪-২৬ পয়ারের উক্তি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপের প্রকটলীলা-সম্বন্ধিনী উক্তি। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২।২২।২৪-২৬ পয়ারের উক্তি শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজের সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন উক্তি বলিয়াই যেন মনে হয়। এই অনুমান যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে আলোচ্য পরস্পর-বিরোধী উক্তিদ্বয়ের ইহাও একরকম সমাধান হইতে পারে।

এই পয়ারের মর্ম্ম এই যে, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া প্রথমে অন্যকামীর চিত্ত হইতে অন্যকামনা দূর করিয়া দেন, তাহার পরে তাহাকে স্বীয় চরণ-সেবা দিয়া থাকেন।

২৫। ভজনকারী "না মাগিলেও" শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁহাকে স্বচরণ দেন, তাহার হেতু এই দুই পয়ারে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন,—"লোকটী বড়ই মূর্খ, ইহার হিতাহিত-জ্ঞান মোটেই নাই। যদি থাকিত, তবে লোকটি আমার ভজন করিতেছে, কিন্তু আমার নিকটে বিষয় চাহিবে কেন? আমার নিকটে অমৃত আছে, চাহিলেই সেই অমৃত পাইতে পারে, কিন্তু তাহা না চাহিয়া চাহিতেছে বিষ! এতবড় মূর্খ কি আর হয়!!" এইস্থলে বিষয়-সুখকে বিষ বলা হইয়াছে; হেতু এই—বিষ খাইলে লোক মরিয়া যায়। তাহার দেহের যখন ক্রিয়াশক্তি থাকে না, তাহার দেহের মধ্যে যে সে আছে, এমন কোন লক্ষণই যখন তাহার দেহের কার্য্যাদিদ্বারা প্রকাশ পায় না, তখনই আমরা বলি লোকটী মরিয়া গিয়াছে। বিষয়-বাসনা হৃদয়ে থাকিলেও জীবের স্বরূপের এই অবস্থা হয়,—স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয় না, স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের কিছুই জীব করিতে পারে না, তদনুকূল চিন্তা-ভাবনাদি পর্য্যন্তও করিতে পারে না। তাহার স্বরূপের অস্তিত্বের কোনও লক্ষণই তাহার কার্য্যাদিদ্বারা প্রকাশ পায় না; সুতরাং তাহার

আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব ! স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বরূপের সম্বন্ধে তাহাকে মৃতই বলা যায় ; ইহা বিষয়-সুখ-বাসনারই ফল ; এজন্ত বিষয়-সুখকে বিষ বলা হইয়াছে। জড়দেহের পক্ষে বিষের যেরূপ ক্রিয়া, জীবের স্বরূপের সম্বন্ধেও বিষয়-সুখ-বাসনার ঠিক সেইরূপ ক্রিয়া। বিষয়সুখ—নিজের ইন্দ্রিয়সেবা-জনিত সুখ। শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবাকে অমৃত বলা হইয়াছে। বিষপানাদি দ্বারা যে লোক মরিয়া গিয়াছে, অমৃতের প্রভাবে, তাহার দেহে পুনরায় জীবনীশক্তি আসে, সে বাঁচিয়া যায়, অমর হয়, দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভোগসুখে দেহের সার্থকতা লাভ করিতে পারে, তাহার দেহের কান্তি, লাবণ্য বৃদ্ধি পায়, মনের আনন্দ বৃদ্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবার ফলেও—বিষয়-সেবারূপ-বিষপানে-মৃতপ্রায় স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয়, জীব স্বরূপানুব কর্ত্তব্যে আত্মনিয়োগ করে, আর কখনও বিষয়-রসে মুগ্ধ হয় না, অপ্রাকৃত বিমল আনন্দে তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইতে থাকে। পরিণামে অপরিসীম সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট নিত্য-নবকিশোরের অবস্থাপন্ন দেহ পাইয়া নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের যোগ্য হয়। যে একবার অমৃত পান করে, পার্থিব কোনও স্বাদু বস্তুতেই যেমন আর তাহার রুচি হয় না, সেইরূপ, যিনি একবার শ্রীকৃষ্ণ-চরণসেবার মাধুর্য্য-কণিকার আস্বাদন পাইয়াছেন, ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন বস্তুই আর তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না। এসমস্ত কারণেই শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবাকে অমৃত বলা হইয়াছে।

২৬। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিতেছেন—সে মূর্খ, কিসে তার মঙ্গল হইবে, কিসে অমঙ্গল হইবে, তা সে জানে না ; তাই যেখানে অমৃত পাইতে পারে, সেখানে অমৃত না চাহিয়া বিষ চাহিতেছে ! কিন্তু আমি তো মূর্খ নই ? আমি বিজ্ঞ, আমি জানি—কিসে তার মঙ্গল হইবে, কিসে তার অমঙ্গল হইবে। সুতরাং আমি তাকে বিষ দিব কেন ? আমি কৃপা করিয়া আমার চরণ-সেবারূপ অমৃত দিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষিত বিষয়-রসের অকিঞ্চিৎকরতা ও তিক্ততা দেখাইয়া তাহার বিষয়-বাসনা দূর করিব ; তারপর তাহাকে প্রেমভক্তি দিব—যাহা পাইলে তাহার সকল চাওয়া ঘুচিয়া যাইবে।

অবোধ শিশু নিজের খেয়ালবশতঃ স্নেহময় পিতামাতার নিকটে অনেক জিনিসই চাহিয়া থাকে। কিন্তু পিতামাতা কি চাওয়া মাত্রই শিশুকে সকল জিনিস দেন ? তা দেন না। শিশু—দেখিতে সুন্দর বলিয়া যদি একটি বিষাক্ত জিনিস চাহিয়া বসে, পিতামাতা কখনও তাহা দেন না—শিশু বুঝে না, সে অবোধ ; কিন্তু পিতামাতা তো বুঝেন যে, ঐ জিনিসটি তাহাকে দিলে যদি সে উহা মুখে দেয় (মুখে নিশ্চয়ই দিবে, শিশু যাহা পায়, তাহাই মুখে দিয়া থাকে ; কিন্তু) তাহা হইলে ত বিষের ক্রিয়ায় বাছার প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। তাই সন্তানবৎসল পিতা-মাতা তাহাকে তাহা দেন না। কিন্তু ছোট ছেলের যখন কোনও জিনিসের জন্য জেদ হয়, তখন সে তাহা না পাইলে যেন ছাড়িতেই চায় না. অন্য জিনিস সাক্ষাতে আনিলেও জেদের বশবর্ত্তী হইয়া সে তাহা নিতে চায় না, হাতে দিলে বা হয়ত এক আছাড় দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া জিনিসটী নষ্ট করিয়াই ফেলে। তাই পিতামাতা শিশুকে কোলে লইয়া নানারূপে আদর যত্ন করিয়া তাহার প্রার্থিত জিনিসের পরিবর্ত্তে অন্য একটী ভাল জিনিস দূর হইতে শিশুকে দেখাইয়া আস্তে আস্তে তাহাতে তাহার লোভ জন্মায় ; একটু লোভ জন্মিলেই সে তাহার প্রার্থিত বস্তুর কথা ভুলিয়া যায়। তখন পিতামাতার প্রদর্শিত জিনিসটী পাইবার জন্য হয়ত জেদ করিতে থাকে, সময় সময় এমন জেদই করে যে, ইহার পরিবর্ত্তে, তাহার পূর্ব্ব-প্রার্থিত বস্তুটী দিতে গেলেও শিশু তাহা নিতে চায় না। বিষয়-সুখ-কামী ভক্তের সম্বন্ধেও পরম-করুণ শ্রীভগবানের এইরূপই ব্যবহার। তিনি ভক্তকে বিষয় দিতে চাহেন না—বিষয় দিয়া তাঁহার নিত্যদাস হতভাগ্য মায়ামুগ্ধ জীবকে আর দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহেন না,—তিনি চাহেন, তাহার বিষয়-বাসনা দূর করিয়া, নিজের চরণ-সেবা দিয়া তাহাকে অনন্তকালের জন্য স্বীয় চরণান্তিকে রাখিয়া ব্রহ্মরুদ্রাদিরও স্পৃহণীয় তাঁহার চরণ-সেবার অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য-সুধা পান করাইতে। কিন্তু অনাদি-কর্ম্মফলবশতঃ মায়ামুগ্ধ জীব বিষয়-সুখের জন্যই লালায়িত ; তাহার এই বিষয়-

তথাহি (ভা. ৫।১৯।২৬)—
সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তত্রাপি নিষ্কামাঃ কৃতার্থা ইত্যাহুঃ সত্যমিতি। প্রার্থিতঃ সন্ অর্থিতং দদাতীতি সত্যং তথাপি পরমার্থদো ন ভবত্যেব। যদ্ যস্মাৎ যতো দত্তাদনন্তরং পুনরপি অর্থিতা ভবতি। নহু নার্থিতশ্চেৎ কিমপি ন দদ্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহুঃ ; অনিচ্ছতাং নিষ্কামানান্তু ইচ্ছানাং পিধানং আচ্ছাদকং সর্ব্বকামপরিপূরকঃ নিজপাদপল্লবং স্বয়মেব সম্পাদয়তি। স্বামী। ১৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুখের তীব্র বাসনা দূর না হইলে তো সে কৃষ্ণচরণ-সেবার কথা কানেই তুলিবে না। তাই পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিষয়-বাসনা দূর করিবার জন্য নানা কৌশলে স্বচরণ-সেবার মাধুর্য্যের আস্বাদন আস্তে আস্তে তাহাকে দিতে থাকেন ; এই মাধুর্য্য-কণিকার আস্বাদন পাইলেই ভক্তের প্রার্থিত বিষয়-সুখ তাহার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও ঘৃণ্য বলিয়া মনে হয় ; তখন আর তাহার প্রতি তাহার লোভ থাকে না—লোভ জন্মে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য। শ্রীভগবান্ স্বচরণামৃত দিয়া তাহার বিষয় ভুলাইয়া দেন। ইহার দৃষ্টান্ত ধ্রুব। ধ্রুব বিষয়-সুখের জন্য—পিতৃসিংহাসন লাভের নিমিত্ত—আকুল-প্রাণে "পদ্ম-পলাশ-লোচন, পদ্ম-পলাশ-লোচন" বলিয়া ডাকিতেছেন, (নামকীর্ত্তনরূপ-ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছেন)। পঞ্চবর্ষের শিশু গভীর-অরণ্যে পদ্ম-পলাশ-লোচন ভ্রমে সিংহব্যাঘ্রাদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি ভাই আমার পদ্ম-পলাশ-লোচন? তা'হলে আমাকে আমার পিতৃসিংহাসন দাও?" এমন ঐকান্তিক ভক্তের আকুল প্রাণের তন্ময়তাময় আহ্বানে পদ্ম-পলাশ-লোচন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—ধ্রুবের নিকট ছুটিয়া আসিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু আসিলেই বা কি হইবে ; ধ্রুবের হৃদয়ে যে তীব্র-বিষয়-বাসনা—বিষয়-বাসনাযুক্ত জীব তো তাঁহার দর্শন পাইবে না ; তিনি সাক্ষাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেও যে তাঁকে দেখিতে পাইবে না! তাই পরমকরুণ ভগবান্ তাঁহার বিষয়-বাসনা দূর করিবার উপায় করিলেন—তাঁহার প্রিয় নিষ্কিঞ্চন-ভক্ত-নারদকে ধ্রুবের নিকটে পাঠাইলেন ; নারদ গিয়া ধ্রুবকে কৃপা করিলেন। মহাপুরুষের কৃপায় ধ্রুবের চিত্তে পদ্ম-পলাশ-লোচনের রূপমাধুর্য্য ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে লাগিল। পদ্ম-পলাশ-লোচন, তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইলেন, শেষে সাক্ষাতে প্রকট হইয়া তাঁহাকে ধন্য করিলেন। বলিলেন—"ধ্রুব, তোমার পিতৃ-সিংহাসন?" ধ্রুব করযোড়ে বলিলেন—"না প্রভো, আমি তাহা চাই না। কাচের অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন পাইয়াছি। আর আমি কাচ চাই না প্রভো। বিষয়-সুখের জন্য তোমায় ডাকিয়াছিলাম, কৃপা করিয়া তুমি আমাকে তোমার চরণ দর্শন করাইলে—যাহা মুনিঋষি-দেবতারা বহু তপস্যা করিয়াও পায় না। প্রভো, আমি তোমার চরণ-সেবাই চাই, পিতৃ-সিংহাসন আর চাই না।"

এই করুণার বলেই শ্রীকৃষ্ণ ভজনীয় গুণের নিধি। এই কয়-পয়ারে শ্রীকৃষ্ণকেই যে ভক্তি করিতে হইবে, তাহাও দেখাইলেন।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। [শ্রীভগবান্] (শ্রীভগবান্) অর্থিতঃ (প্রার্থিত হইয়া) নৃণাং (মনুষ্যদিগের) অর্থিতং (প্রার্থিত বিষয়) দিশতি (দান করেন)—সত্যম্ (ইহা সত্যই) ; [তথাপি] (তথাপি—প্রার্থিত বস্তু দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু) ন এব অর্থদঃ (তিনি পরমার্থদ হয়েন না) ; যৎ (যেহেতু) যতঃ (যাহার পরেও—প্রার্থিত বস্তু দানের পরেও) অর্থিতা (সেই ব্যক্তি প্রার্থনাকারী হইয়া থাকে)। অনিচ্ছতাং (ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির কামনাহীন) [অপি] (হইলেও) ভজতাং (ভজনকারীর) ইচ্ছাপিধানং (অন্য কামনার আচ্ছাদক) নিজপাদপল্লবং (স্বীয় চরণ-পল্লব) স্বয়ং (ভগবান্ নিজে—ভজনকারীর ইচ্ছা না থাকিলেও) বিধত্তে (দান করিয়া থাকেন)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া দেবগণ বলিলেন—শ্রীভগবান্ প্রার্থিত হইয়া (অর্থার্থী) মনুষ্যদিগের প্রার্থিত বিষয় দান করিয়া থাকেন—ইহা সত্য (কখনও ইহার অন্যথা হয় না) ; তথাপি কিন্তু (প্রার্থিত-বিষয়ের দানের দ্বারা) তিনি পরমার্থদাতা হয়েন না ; যেহেতু (দেখিতে পাওয়া যায় যে, একবার) প্রার্থিত বস্তু পাওয়ার পরেও সেই ব্যক্তিই আবার (অন্য বস্তু) প্রার্থনা করিয়া থাকে। (তবে কি ভগবান্ কাহাকেও পরমার্থ দান করেন না ? এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন) যাঁহারা ভগবানের ভজন করেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা করেন না, ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদের অন্যকামনার আচ্ছাদক স্বীয় পাদপল্লব তাঁহাদিগকে দান করিয়া থাকেন।

ভগবানের নিকটে যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করেন, ভগবান সেই ব্যক্তিকে তাহা দেন—কখনও ইহার অন্যথা হয় না। যে ব্যক্তি তাঁহার চরণসেবা প্রার্থনা করেন, তাঁহাকে ভগবান্ স্বীয় চরণ-সেবাতো দিয়াই থাকেন ; কিন্তু তাঁহার চরণ-সেবাব্যতীত স্বসুখ-বাসনামূলক কোনও **অর্থিতং**—কাম্যবস্তুও যদি কেহ ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করেন, তবে ভগবান্ তাঁহাকে তাহাও দিয়া থাকেন ; কিন্তু স্বসুখ-বাসনামূলক কাম্যবস্তু দেওয়াতে তিনি **অর্থদঃ**—পরমার্থদাতা হইতে পারেন না অর্থাৎ ভগবানের নিকট হইতে স্বসুখ-বাসনামূলক কোনও কাম্যবস্তু পাইলেই কাহারও পরমার্থ পাওয়া হইল না—এমন বস্তুটী পাওয়া হইল না, যাহা পাইলে সকল চাওয়া ঘুচিয়া যায়। যাহা পাইলে আর কিছু পাওয়ার ইচ্ছা থাকে না, তাহাই পরমার্থ ; আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-সাধক কোনও বস্তু পরমার্থ নহে ; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা ভগবানের নিকট হইতে তাদৃশ কোনও বস্তু একবার পাইয়া থাকেন, সেই বস্তু ভোগের পরে অন্য বস্তু ভোগের নিমিত্ত তাঁহাদের আবার বাসনা জাগিয়া উঠে, তখন অন্য বস্তুর জন্য তাঁহারা আবার ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিয়া থাকেন (যতঃ অর্থিতা)। ইহাতেই বুঝা যায়, ভগবানের নিকট হইতে কোনও কাম্যবস্তু পাইলেই কাহারও চাওয়া ঘুচে না, পরমার্থ পাওয়া হয় না। ভগবান্ যাহা কিছু দিবেন, তাহাই পরমার্থ নহে। তবে কি ভগবান্ কাহাকেও পরমার্থ দেন না ? তাহা দেন—যাঁহারা নিজেদের জন্য কিছুই কামনা করেন না, কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের নিমিত্তই যাঁহারা উৎকণ্ঠিত, তিনি তাঁহাদিগকে স্বচরণ-সেবা দিয়া থাকেন—যাহা পাইলে জীবের সকল চাওয়া ঘুচিয়া যায়—অন্য কাম্যবস্তু তো দূরের কথা, সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিও যদি তাঁহাদের সাক্ষাতে আনিয়া ভগবান্ উপস্থিত করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা তাহাও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন না (শ্রীভা. ৩।২৯।১৩)। আর **ভজতাং**—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চরণসেবা **অনিচ্ছতাং**—ইচ্ছা করেন না, নিজেদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক কোনও বস্তুই প্রার্থনা করেন, পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে **নিজপাদপল্লবং**—স্বীয় চরণ-পল্লব, স্বীয় চরণসেবা **বিধত্তে**—দান করেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদপল্লব কিরূপ ? **ইচ্ছাপিধানং**—(আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধক কাম্যবস্তুর জন্য) ইচ্ছার আচ্ছাদক—যে পাদ-পল্লবের ছায়ায় একবার আশ্রয় পাইলে, সেই পাদ-পল্লবের সেবাব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনাই চিত্ত হইতে দূরীভূত হইয়া যায়, পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ সেই পাদবল্লবই দিয়া থাকেন। স্থূলকথা এই যে, স্বচরণামৃত দান করিয়া পরমকরুণ ভগবান্ অর্থার্থী ভক্তের বিষয়-বাসনা ঘুচাইয়া দেন। এইরূপে, যাঁহারা চরণ-সেবারূপ পরমার্থ চাহেন, তাঁহাদিগকে তো তাহা তিনি দেনই, যাঁহারা তাহা চাহেন না—নিজেদের সুখ-সাধন কিছু পাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদিগকেও স্বচরণামৃত দিয়া তাঁহাদের স্বসুখ-সাধন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় চরণ-সেবার পরমানন্দ দান করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“অনিচ্ছতাং নিষ্কামানাস্তু ইচ্ছানাং পিধানং আচ্ছাদকং সর্ব্বকামপরিপূরকং নিজপাদপল্লবং স্বয়মেব সম্পাদয়তি।—যাঁহারা নিষ্কাম ভক্ত, ভগবান্ তাঁহাদিগকে সর্ব্বকামনা-পরিপূরক নিজ পাদপল্লব নিজেই দিয়া থাকেন।” আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে (১৮।১৬ পয়ারে) ভুক্তি-মুক্তিকামী যে সকল সাধকের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা নিষ্কাম নহেন ; আর এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামীর অর্থে নিষ্কাম ভক্তদের

কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং স্বামিপাদের অর্থানুসারে এই শ্লোকোক্তির সহিত ১৮।১৬ পয়ারোক্তির বিরোধ দেখা যায় না ; কিন্তু শ্রীধরস্বামীর এই অর্থ গ্রহণ করিলে এই শ্লোকটী ২।২২।২৪-২৬-পয়ারের সমর্থক হয় না ; যেহেতু, ২।২২।২৪-২৬-পয়ারে সকাম ভক্তের কথাই বলা হইয়াছে, নিষ্কাম ভক্তের কথা বলা হয় নাই।

কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ২।২২।২৪-২৬-পয়ারের সমর্থক। তাঁহাদের কেহই শ্রীধরস্বামীর ন্যায় "অনিচ্ছতাং"-শব্দের "নিষ্কাম" অর্থ করেন নাই। তাঁহারা উভয়েই "অনিচ্ছতাং—অনিচ্ছুকদিগের" অর্থ করিয়াছেন—যাঁহারা ভগবৎ-পাদপল্লব পাইতে ইচ্ছা করেন না (অন্য কিছু পাইতে ইচ্ছা করেন), সেই সমস্ত ভক্তদের। শ্রীজীব লিখিয়াছেন "স তু পরমকারুণিকঃ তৎপাদপল্লবমাধুর্য্যাজ্ঞানেন তদনিচ্ছতামপি ভজতাং ইচ্ছাপিধানং সর্ব্বকামসমাপকং নিজপাদপল্লবমেব বিধত্তে তেভ্যো দদাতীত্যর্থঃ। যথা মাতা চর্ব্যমাণাং মৃত্তিকাং বালকমুখাদপসার্য্য তত্র খণ্ডং দদাতি তদ্বদিতি ভাবঃ। এবমপ্যুক্তং অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম ইত্যাদৌ তীব্রত্বং ভক্তেঃ। তথোক্তং গারুড়ে। যদ্দুর্লভং যদপ্রাপ্যং মনসো যন্নগোচরম্। তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদনঃ॥ এবং শ্রীসনকাদীনামপি ব্রহ্মজ্ঞানিনাং ভক্ত্যনুবৃত্ত্যা তৎপাদপল্লবপ্রাপ্তি র্জ্ঞেয়া॥—ভগবচ্চরণ-কমলের মাধুর্য্যের কথা জানেন না বলিয়া সেই চরণ-কমল-প্রাপ্তির ইচ্ছা যাঁহাদের নাই, তাঁহারা যদি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, পরম-কারুণিক ভগবান্ তাঁহাদিগকেও সর্ব্বকাম-পরিপূরক স্বীয় পাদপল্লব দিয়া থাকেন। যে বালক মাটী খাইতেছে, মাতা যেমন তাহার মুখ হইতে মাটি ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখে খণ্ড (মিষ্ট দ্রব্যবিশেষ) দিয়া থাকেন তদ্রূপ। ইহার প্রমাণ এই—'অকামঃ সর্ব্বকামো বা'-ইত্যাদি শ্লোকে (পূর্ব্ববর্ত্তী ২।২২।১৩-শ্লোকের অর্থ দ্রষ্টব্য) ভক্তির তীব্রত্বের কথা জানা যায় (যাঁহারা নিষ্কাম বা সর্ব্বকাম বা মোক্ষকাম তাঁহাদেরও যখন তীব্র ভক্তিযোগের সহিত ভগবদ্ভজনের কথা জানা যায়, তখন ইহা বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহাদের চিত্তে ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির বাসনা জাগিয়াছে, তাঁহাদের অন্য সমস্ত কামনা দূরীভূত হইয়াছে)। গরুড়-পুরাণ হইতেও জানা যায়—যাহা দুর্লভ, যাহা অপ্রাপ্য, যাহা মনেরও অগোচর, ধ্যানকারী সাধক তাহা প্রার্থনা না করিলেও মধুসূদন তাঁহাকে দিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীসনকাদিও ভক্তির অনুবৃত্তি করিয়া ভগবৎ-পাদপল্লব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"নিজপাদপল্লবং অনিচ্ছতামপি ভজতাং স্বয়মেব ধ্রুবাদীনামিব ইচ্ছাপিধানং সর্ব্বকামাচ্ছাদকং তদেব নিজপাদপল্লবং বিধত্তে কৃপয়া দদাতি নিজপাদপল্লবং স্বয়মেব বলাদ্দত্বা ইচ্ছায়াঃ পিধানমাচ্ছাদনং বিধত্তে করোতীতি বা। ততশ্চ অনভীপ্সিতামপি শিতশর্করাং পিতুঃ সকাশাৎ প্রাপ্য শিশবো যথা মৃদি স্পৃহাং ত্যজন্তি তথৈব কামানপীত্যর্থঃ। অতএব অকামঃ সর্ব্বকামো বেত্যাদৌ তীব্রেণ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রেণ ভক্তিযোগেন যজেতেত্যুক্তম্। অত্র নিষ্কামানাং সকামানাঞ্চ ভক্তানামন্ততঃ পাদপল্লবপ্রাপ্তাবপি নৈব সর্ব্বথা ঐক্যরূপ্যং ভাবনীয়ম্। নহি জাত্যৈব শুদ্ধং বলাৎ শোধিতঞ্চ বস্তু তুল্যমূল্যং ভবতি অতো ধ্রুবাদিভ্যঃ সকাশাৎ হনুমদাদীনামুৎকর্ষঃ পরম এব দৃশ্যত ইতি॥" এই টীকার মর্ম্মও শ্রীজীব গোস্বামীর টীকার অনুরূপই। বিশেষত্ব এই যে, চক্রবর্ত্তী বলেন—অন্যকামীকেও যে ভগবান্ স্বচরণ দেন, তাহা কেবল বলপূর্ব্বক, বলপূর্ব্বক তাহার চিত্ত শোধন করিয়া। যেমন, বিষয়কামী ধ্রুবাদির বিষয়-বাসনা দূর করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে স্বচরণ দিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী আরও বলেন—নিষ্কাম (অন্যকামনাহীন) ভক্তের ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তি এবং সকাম (অন্যকামনাযুক্ত) ভক্তের ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তি সর্ব্বথা এক রকম নহে। যে বস্তু জাতিতেই শুদ্ধ এবং যে বস্তু বলপূর্ব্বক শোধিত—এই দুই বস্তুর মূল্য সমান হইতে পারে না। তাই ধ্রুবাদি হইতে হনুমানাদির পরম উৎকর্ষ ২।২২।২৪-২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪-২৬ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥ ২৭

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৭।২৮)—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে। ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হে স্বামিন্ অহং স্থানাভিলাষী রাজসিংহাসনাভিলাষী সন্ তপসি স্থিতঃ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং এতেষাং অপ্রাপনীয়ং ত্বাং প্রাপ্তবান্। কীদৃশং কাচং বিচিন্বন্ অন্বেষয়ন্ দিব্যরত্নমিব। কৃতার্থোঽস্মি কৃতকৃতার্থো ভবামি বরং স্থানং ন যাচে ন প্রার্থয়ামি। শ্লোকমালা। ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৭। এই পয়ারের মর্ম্মও পূর্ব্ববর্ত্তী কয় পয়ারের মতই। কাম লাগি—বিষয়-সুখ-রূপ কাম্য বস্তু পাওয়ার জন্য। "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম। ১।৪।১৪১॥"

কৃষ্ণরসে—কৃষ্ণসম্বন্ধীয় রস; কৃষ্ণভক্তি রস। ভূমিকায় "ভক্তিরস"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। কাম ছাড়ি—নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা ত্যাগ করিয়া। দাস হৈতে—শ্রীকৃষ্ণের দাস হইয়া তাঁহার সেবা করিতে।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। অহং (আমি—ধ্রুব) স্থানাভিলাষী (রাজসিংহাসনের জন্য অভিলাষী হইয়া) তপসি স্থিতঃ (তপস্যায় অবস্থিত থাকিয়া—তপস্যা করিয়া) কাচং (কাচ) বিচিন্বন্ (অনুসন্ধান করিতে করিতে) দিব্যরত্নং ইব (দিব্যরত্নের ন্যায়)—দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং (দেব-মুনিদিগের অপ্রাপ্য) ত্বাং (তোমাকে—ভগবান্‌কে) প্রাপ্তবান্ (পাইয়াছি); স্বামিন্ (হে প্রভো)! কৃতার্থঃ অস্মি (আমি কৃতার্থ হইয়াছি), বরং (বর) ন যাচে (প্রার্থনা করি না)।

অনুবাদ। হে প্রভো, কাচের অন্বেষণ করিতে করিতে লোক যেমন দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হয়, আমিও তদ্রূপ পিতৃসিংহাসন লাভ করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে করিতে দেবেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণের পক্ষেও দুর্ল্ভ তোমার চরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বামিন্! ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি; অন্য কোনও বর আর চাই না। ১৫

রাজা উত্তানপাদের দুই পত্নী ছিলেন—সুনীতি ও সুরুচি। সুরুচিই রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন; তাঁহার প্ররোচনায় রাজা সুনীতির প্রতি অবিচারই করিতেন। প্রত্যেক রাণীর গর্ভেই উত্তানপাদের এক একটী পুত্র জন্মিয়াছিল; সুনীতির পুত্রের নাম ধ্রুব এবং সুরুচির পুত্রের নাম উত্তম। একদিন রাজা উত্তানপাদ উত্তমকে কোলে লইয়া আদর করিতেছিলেন, এমন সময় ধ্রুবও তাঁহার কোলে উঠিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল; সুরুচি নিকটেই ছিলেন; ধ্রুবের চেষ্টা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত রুষ্টা হইয়া ধ্রুবকে খুব তিরস্কার করিলেন, বলিলেন—"তুমি রাজার কোলে উঠিবার যোগ্য নও; যেহেতু তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর নাই। যদি রাজার কোলে উঠিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে ভগবানের আরাধনা কর—যেন তাঁহার কৃপায় আমার গর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে পার।" অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধ্রুব চলিয়া গেলেন; কিন্তু সুনীতিকে কিছু বলিলেন না; লোকমুখে সুনীতি সমস্ত শুনিয়া মরমে মরিয়া রহিলেন। ধ্রুবের মনঃকষ্ট জানিয়া পদ্মপলাশলোচন ভগবানের আরাধনার নিমিত্ত সুনীতিও ধ্রুবকে উপদেশ দিলেন—তাহা হইলে হয়তো ভগবানের কৃপায় ধ্রুব পিতৃসিংহাসন লাভ করিতে পারেন। জননীর উপদেশে ধ্রুবও পদ্মপলাশ-লোচন হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধ্রুবের ঐকান্তিকতায় পদ্মপলাশ-লোচন নারায়ণ অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন, ধ্রুবকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবার জন্য দয়া করিয়া তিনি ধ্রুবের নিকটে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ধ্রুবের চিত্তে বিষয়-বাসনা (পিতৃসিংহাসন-প্রাপ্তির বাসনা) ছিল বলিয়া তিনি নারায়ণের দর্শন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পাইলেন না। ধ্রুবকে দর্শন দেওয়ার জন্য নারায়ণ যেন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ; যাহাতে ধ্রুবের চিত্ত হইতে বিষয়-বাসনা দূরীভূত হইতে পারে, নারায়ণ নিজেই সেই ব্যবস্থা করিলেন। নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের কৃপাব্যতীত বিষয়-বাসনা দূর হইতে পারে না বলিয়া তিনি নারদকে ধ্রুবের নিকটে পাঠাইলেন। নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ নারদের কৃপায় ধ্রুবের বিষয়-বাসনা দূরীভূত হইলে তিনি নারায়ণের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। তখন নারায়ণ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে ধ্রুব উল্লিখিত শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬-পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। ইহাই ধ্রুবসম্বন্ধীয় প্রচলিত কাহিনী।

শ্রীমদ্‌ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিভক্তিসুধোদয়েও ধ্রুবের কাহিনী আছে ; কিন্তু এই তিন গ্রন্থের কাহিনী সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে ; উল্লিখিত প্রচলিত কাহিনীর সহিতও তাহাদের সর্ব্বাংশে মিল নাই। এই তিন গ্রন্থের মতে গৃহত্যাগের পরেই পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুবের দীক্ষা লাভ হয়—শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে নারদের নিকটে এবং বিষ্ণুপুরাণ ও হরিভক্তিসুধোদয়ের মতে সপ্তর্ষির নিকটে দীক্ষা এবং ভজনোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ধ্রুব মথুরামণ্ডলস্থিত যমুনাতীরবর্ত্তী মধুবনে উৎকট তপস্যা করেন। তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া নারায়ণ ধ্রুবকে দর্শন দেন এবং বর প্রার্থনা করার জন্য তাঁহাকে আদেশ করেন। শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া ধ্রুবের এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার স্তব করার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন ; কিন্তু পঞ্চমবর্ষীয় বালক জানেন না—কিরূপে স্তব করিতে হয়। নারায়ণ বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে ধ্রুব স্তবের সামর্থ্য প্রার্থনা করিলেন ; নারায়ণ ধ্রুবের মুখে স্বীয় শঙ্খ স্পর্শ করাইয়া তাঁহার মধ্যে স্তবের শক্তি সঞ্চার করিলেন ; তখন ধ্রুব তাঁহার স্তব করিলেন, স্তব-সমাপ্তির পরে নারায়ণ পুনরায় বর প্রার্থনা করার জন্য আদেশ করিলেন। ইহার উত্তরে ধ্রুব যাহা বলিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে তাহা ভিন্ন ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—ধ্রুব সৎসঙ্গ প্রার্থনা করিলেন ; সৎসঙ্গ প্রাপ্ত হইলে ভগবদ্‌গুণ কথামৃত পানে মত্ত হইয়া অনায়াসে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ধ্রুবের প্রার্থনা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন—“অহে ক্ষত্রিয় বালক তোমার সঙ্কল্প অবগত আছি। (গৃহত্যাগের পরে নারদের সহিত যখন ধ্রুবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তিনি নারদের নিকটে বলিয়াছিলেন—“আমার পিতৃগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা যে পদ কখনও পায়েন নাই, যাহাতে আমি ত্রিভুবন-মধ্যে সেই উৎকৃষ্ট পদ পাইতে পারি, তাহারই উপায় আমাকে উপদেশ করুন।” ভগবান ধ্রুবের এই সর্ব্বোত্তম স্থান-প্রাপ্তির সঙ্কল্পের কথাই বলিলেন)। হে সুব্রত, তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমাকে অন্যের দুষ্প্রাপ্য স্থান দিতেছি। সেই স্থান সতত দীপ্তিশীল, এপর্য্যন্ত অপর কেহ সেই স্থান পায় নাই। সম্প্রতি তুমি তোমার পিতৃরাজ্য ভোগ কর, তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমার পিতা বনে গমন করিবেন। রাজ্য-ভোগান্তে তুমি ও তোমার মাতা ঐ উত্তম-স্থানে (ধ্রুবলোকে) গমন করিবে। সে স্থানেও তোমাকে চিরকাল থাকিতে হইবে না। প্রচুর দক্ষিণা দানপূর্ব্বক যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞহৃদয় আমার অর্চ্চনা করিলে ইহলোকে সমস্ত কাম ভোগ করিয়া অন্তে আমাকে স্মরণ করিবে, তাহাতে ঐ স্থান হইতে আমার নিত্য স্থানে গমন করিতে পারিবে।”

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—ধ্রুবের প্রার্থিত বর এই :—“ভগবন্! তোমার প্রসাদে জগতের আধারভূত সকলের উত্তমোত্তম অব্যয় স্থান যেন আমার লাভ হয়।” ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থিত বর দিয়া বলিলেন—“হে ধ্রুব! আমার প্রসাদে ত্রৈলোক্যাধিক স্থানে তুমি সর্ব্ব-তারাগ্রহের আশ্রয় হইবে। কল্পাবধি তুমি সে স্থানে থাকিবে ; তোমার মাতা সুনীতিও বিমানে তারকা হইয়া তোমার নিকটে থাকিবেন।” বিষ্ণুপুরাণের মতেও ধ্রুবের ধ্রুবলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে ধ্রুবের পুত্র-পৌত্রাদির কথাও জানা যায়। তাহাতে বুঝা যায়, ধ্রুব রাজ্যভোগও করিয়াছিলেন।

হরিভক্তিসুধোদয় বলেন—ধ্রুব বলিলেন—“প্রভো, কাচের অনুসন্ধান করিতে করিতে আমি দিব্যরত্ন পাইয়াছি। বিষয়সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে তোমার চরণ-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, আমি তাহাতেই কৃতার্থ

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহো তরে। নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়াছি, কোনও বর চাই না। তোমার চরণ-কমল আমি ত্যাগ করিব না, অপর কোনও অভীষ্ট বস্তুও আমি প্রার্থনা করিব না। তুমি আমাকে এই বর দাও, যেন তোমার চরণ-কমলে সর্ব্বদাই আমার ভক্তি থাকে।". ধ্রুবের কথা শুনিয়া ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন—তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা অতি উত্তম। কিন্তু একটী কথা শুন, 'এই ব্যক্তি বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া কি লাভ করিয়াছে?'—এইরূপ অসাধু-বাদ যেন লোক-সমাজে প্রচারিত না হয়, তদুদ্দেশ্যে তুমি যে স্থান লাভের সঙ্কল্প করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিয়াছ, সেই স্থানই (ধ্রুবলোকই) তুমি প্রাপ্ত হইবে, অবশেষে সময়ে বিশুদ্ধচিত্ত তুমি আমাকে পাইবে। "কালেন মাং প্রাপ্স্যসি শুদ্ধভাবঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত এবং হরিভক্তিসুধোদয় হইতে জানা যায়—সাধনের প্রারম্ভে ধ্রুবের চিত্তে উত্তম-স্থান প্রাপ্তির বাসনা থাকিলেও ভগবদ্দর্শনের পরে আর সেই বাসনা ছিল না। ভগবচ্চরণ-দর্শনের ফলেই সেই বাসনা দূরীভূত-হইয়া গিয়াছে। তথাপি ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব-সঙ্কল্পানুরূপ বর দিয়াছেন এবং অন্তে কি ভাবে ধ্রুবের শেষ প্রার্থনা পূর্ণ হইতে পারে, তাহাও জানাইয়াছেন।

"সত্যং দিশত্যর্থিতম্"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—ভগবান্ বলপূর্ব্বক ধ্রুবের চিত্ত শুদ্ধ করিয়াছেন (২।২২।১৪-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ বা হরিভক্তিসুধোদয় হইতে বলপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির কথা জানা যায় না। দীক্ষিত হওয়ার সময়েই স্বাভাবিক ভাবে ধ্রুব নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের কৃপা পাইয়াছেন, পরে ভগবচ্চরণ দর্শনও পাইয়াছেন। পূর্ব্বে যে প্রচলিত কাহিনীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতেই বরং বলপূর্ব্বক ধ্রুবের চিত্ত-শোধনের একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়—ধ্রুবের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ং নারায়ণ নারদকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়াছেন বলিয়া। শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তীর মনে এই প্রচলিত কাহিনীই কি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল?

স্থানাভিলাষী—প্রচলিত কাহিনী অনুসারে পিতৃ-কোলে বা পিতৃ-সিংহাসনে স্থান লাভের অভিলাষী। শ্রীমদ্ভাগবতাদির মতে সর্ব্বোত্তম স্থান (ধ্রুব-লোক) প্রাপ্তির অভিলাষী।

২৭-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

২৮। কৃষ্ণভক্তির (অর্থাৎ সাধন-ভক্তির) অভিধেয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া—কিরূপে এই কৃষ্ণভক্তিতে জীবের রুচি জন্মিতে পারে, তাহা বলিতেছেন ২৮-৩২ পয়ারে।

সংসার ভ্রমিতে—সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে; কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত সংসারে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে; কোনও জন্মে।

কোন ভাগ্যে—অজামিলের মত সাঙ্কেতিক নামাদি গ্রহণের বা নামাভাসাদির ফলে; কিম্বা, পূতনাদির মত ভগবদভিমুখে গমনাদির ফলে, অথবা ভগবদনুগ্রহ-লাভরূপ ভাগ্যলাভে; অথবা মহৎ-সঙ্গের ফলে।

তরে—উদ্ধার পায় অর্থাৎ সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়ার উপায়-স্বরূপ ভক্তিতে রুচি লাভ করে। এই উপায়টী জীবের সংসার-মোচনের পক্ষে এতই নিশ্চিত যে, ঐ উপায়টী পাইলেই তাহার সংসার-মোচন অবশ্যম্ভাবী; এজন্যই তরিবার উপায় পাওয়াকেই "তরে" বলা হইয়াছে। ২।১৯।১৩৩ পয়ার ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।

নদীর প্রবাহে ইত্যাদি—নদীর মধ্যে যদি এক টুকরা কাঠ বা তৃণ ভাসিতে থাকে, স্রোতের বেগে বা অনুকূল বায়ুদ্বারা প্রবাহিত হইয়া তাহা যেমন কোন সময়ে নদীর তীরে লাগে—সেইজন্য মায়াবদ্ধ জীব এই সংসার-সমুদ্রে মায়ার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোনও ভাগ্যে সংসার-সমুদ্রের তীরে লাগিতে পারে, অর্থাৎ সংসার-মোচনের উপায়টী পাইতে পারে।

এস্থলে মায়াস্রোতে ভাসমান জীবকে নদীস্রোতে ভাসমান কাষ্ঠের সঙ্গে তুলনা দেওয়াতে মনে হইতে পারে, নদীর তীর প্রাপ্ত হইবার জন্য কাষ্ঠ যেমন নিজে কোনও চেষ্টা করিতে পারে না, সংসারস্রোত হইতে উদ্ধার পাওয়ার

তথাহি (ভা. ১০।৩৮।৫)—

নৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন ॥ ১৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যদ্বা মৈবং কিন্তু অধমস্য নীচস্যাপি মম স্যাদেব। কুত ইত্যত আহ হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যেতি। অয়ম্ভাবঃ—যথা নদ্যা হ্রিয়মাণানাং তৃণাদীনাং মধ্যে কিঞ্চিৎ কদাচিৎ তরতি কূলং প্রাপ্নোতি তথা কর্ম্মবশেন কালেন হ্রিয়মাণানাং জীবানামপি মধ্যে কশ্চিৎ তরেদিতি সম্ভবতীতি। স্বামী। ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্যও জীব সেইরূপ কোনও চেষ্টাই করিতে পারে না। বাস্তবিক তাহা নহে; যে দুইটী জিনিসের তুলনা করা হয়, তাহারা সকল সময়ে সকল বিষয়ে সমান হয় না; কোনও একটী বিশেষ-বিষয়েই তাহাদের তুলনা হইয়া থাকে। জীব ও কাষ্ঠে অনেক বিষয়ে প্রভেদ আছে; কাষ্ঠ অচেতন; সুতরাং তাহার বুদ্ধিশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি নাই; তাই কাষ্ঠ নদীর তীরে লাগিবার ইচ্ছা করিতে পারে না; সুতরাং তজ্জন্য চেষ্টাও করিতে পারে না। কিন্তু জীব সচেতন; তাহার মন আছে, মানসিক-বৃত্তি আছে; সুতরাং জীব সংসার হইতে উদ্ধারের ইচ্ছা করিতে পারে এবং তজ্জন্য চেষ্টাও করিতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করিতে পারিলেও চেষ্টার সফলতা—সংসার হইতে উদ্ধার—জীবের হাতে নহে; কাষ্ঠ-খণ্ডের নদী-তীর-প্রাপ্তি যেমন তাহার আয়ত্তাধীন নহে, জীবের সংসার-সমুদ্রের তীর-প্রাপ্তিও তাহার আয়ত্তাধীন নহে। এই অংশেই কাষ্ঠের সঙ্গে জীবের তুলনা। সকল বিষয়ে তুলনা খাটে না। মনোবৃত্তির ফলে, ইচ্ছাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া জীব নিজের চেষ্টাদ্বারা যে কাজ করে, তাহা তাহার নিজ-কৃত; এজন্য জীব তাহার ফলভাগী; কাষ্ঠের নিজের কৃত কোনও কাজ হইতে পারে না—সুতরাং কাষ্ঠ কোনও কর্ম্মের ফলভোগী হইতে পারে না। ইচ্ছার কর্ত্তা জীব, চেষ্টার কর্ত্তাও জীব. কর্ম্মফলের ভোক্তাও অবশ্য জীব, কর্ম্মফলদাতা জীব নহে; ভগবানই কর্ম্মফলদাতা, এইটীই জীবের অনায়ত্ত।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥ ৩।১৯।১৩৩ ॥" আবার মায়াবদ্ধ-জীব "ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥ তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী (মায়া) পালায়। কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায় ॥ ২।২২।১৩ ॥" নদীর প্রবাহে বাহিত কাষ্ঠখণ্ড কখন তীরে লাগিবে, তাহা যেমন নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, তদ্রূপ কখন গুরুর বা কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ হইবে, কিম্বা কখন সাধুরূপ বৈদ্যের কৃপা লাভ সম্ভব হইবে, তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইহাই তাৎপর্য্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। এবং মা (না, এইরূপ নহে), অধমস্য মম (আমার ন্যায় অধমেরও) অচ্যুতদর্শনং (ভগবান্ অচ্যুতের দর্শন) স্যাৎ (হইতে পারে) এব (ই); [যতঃ] (যেহেতু), কালনদ্যা (কাল-নদীর প্রবাহে) হ্রিয়মাণঃ (প্রবাহিত হইয়া) কশ্চন (কেহ কেহ) ক্বচিৎ (কখনও কখনও) তরতি (উদ্ধার লাভ করিয়া থাকে)।

অনুবাদ। অক্রূর বলিলেন—"না, এরূপ নহে (অর্থাৎ আমার ভজন-সাধন বা কোনওরূপ সুকৃতি নাই বলিয়া যে আমি শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাইব না—তাহা নহে); আমি অধম হইলেও আমার অচ্যুত-দর্শন লাভ হইতে পারে; কারণ, কাল-নদীর প্রবাহে পরিচালিত হইয়া কেহ কেহ কখনও কখনও উদ্ধার লাভ করিতে পারে। ১৬

শ্রীকৃষ্ণকে নিহত করার নিমিত্ত চক্রান্ত করিয়া নন্দগোকুল হইতে তাঁহাকে মথুরায় আনিবার নিমিত্ত দুষ্টমতি কংস অক্রূরকে নন্দ-গোকুলে পাঠাইলেন। অক্রূর ছিলেন ভগবদ্ভক্ত—গোকুলে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত তাঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইল; কিন্তু ভক্তোচিত দৈন্যবশতঃ মাঝে মাঝে চিত্তে হতাশারও উদয় হইতে লাগিল। গোকুলের পথে চলিতে চলিতে তিনি ভাবিলেন—"ব্রহ্মা-রুদ্রাদিও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পায়েন না; সামান্য জীব

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥ ২৯

তথাহি (ভা. ১০।৫১।৫৩)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ ১৭॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদেবমষ্টভিঃ শ্লোকৈরীশবহির্মুখানাং সংসারং প্রপঞ্চ্য ভক্ত্যা তন্নিবৃত্তিক্রমমাহ, ভবাপবর্গ ইতি। ভো অচ্যুত! ভ্রমতঃ সংসরতঃ জনস্য যদা ত্বদনুগ্রহেণ ভবস্য বন্ধস্য অপবর্গোঽন্তো ভবেৎ প্রাপ্তকালঃ স্যাৎ তদা সতাং সঙ্গমো ভবেৎ। যদা চ সৎসঙ্গমো ভবেৎ তদা সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা কার্য্যকারণনিয়ন্তরি ত্বয়ি ভক্তির্ভবতি ততো মুচ্যত ইত্যর্থঃ। স্বামী ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আমি কিরূপে তাঁহার দর্শন পাইব? আমার ভজন-সাধন নাই, কোনও শুভকার্য্য কখনও করি নাই—ভগবদ্দর্শন আমার ভাগ্যে সম্ভব নহে।” আবার একটু বিবেচনা করিয়া বলিলেন **মা এবং**—না, এরূপ নহে; আমার ভজন-সাধন নাই বলিয়াই যে আমি ভগবানের দর্শন পাইব না, তাহা নহে। আমি তাঁহার দর্শন পাইতে পারি। ভগবানের কৃপা কোনও হেতুর অপেক্ষা রাখে না; কৃপালুত্ব-গুণ হইতে তিনি কখনও বিচ্যুতও হয়েন না; তাই তাঁহার নাম অচ্যুত। নদীর প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে যেমন কোনও কোনও তৃণ নিজের কোনওরূপ সামর্থ্য না থাকিলেও কখনও কখনও নদীর কূলে লাগিতে পারে, তদ্রূপ কালনদীর প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে—সংসারে নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোনও কোনও জীব, তাহার নিজের কোনওরূপ যোগ্যতা না থাকিলেও, কখনও কখনও ভগবৎ-কৃপায় উদ্ধার পাইতে পারে। আমার যোগ্যতা না থাকিলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমার ন্যায় অধমকেও দর্শন দিতে পারেন।

পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

সাক্ষাদ্ভাবে ভগবৎ-কৃপাতেও যে ভক্তিতে জীবের রুচি জন্মিতে পারে, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল।

২৯। সাধুসঙ্গের ফলেও যে ভক্তিতে রুচি জন্মিতে পারে, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন।

ক্ষয়োন্মুখ—ক্ষয়ের জন্য উন্মুখ; ক্ষয়ের উপক্রম. সূচনা। সাধুসঙ্গ লাভ হইলে সাধুর কৃপাতেই সংসার-ক্ষয়
সম্ভব হইতে পারে। সাধুসঙ্গ হইলে সাধুর কৃপায় অনতিবিলম্বেই সংসার-ক্ষয় হইবে—এই তথ্য ব্যক্ত করার নিমিত্তই
বলা হইয়াছে—সংসার-ক্ষয়োন্মুখ হইলেই জীব সাধুসঙ্গ করিয়া থাকে। যখনই লোক সাধুসঙ্গ করে, তখনই বুঝিতে
হইবে, তাহার সংসার-ক্ষয়ের আর বিলম্ব নাই। **কৃষ্ণে রতি**—ভক্তিতে রুচি; কৃষ্ণ ভজন করিবার জন্য ইচ্ছা।
কোনও ভাগ্যে—পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। কোনও ভাগ্যে যদি কাহারও সংসার-ক্ষয়ের উপক্রম হয়,
তাহা হইলে তখন সেই জীব ভক্ত-সঙ্গ করে; সাধু-সঙ্গের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবার জন্য তাহার ইচ্ছা হয়—
ভক্তিতে রুচি জন্মে। কৃষ্ণভক্তি-উন্মেষের একটী হেতু যে সাধুসঙ্গ বা সাধুকৃপা, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল।

এই পয়ারের প্রমাণ রূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। অচ্যুত (হে অচ্যুত)! ভ্রমতঃ (নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে) জীবস্য (জীবের) যদা (যখন) ভবাপবর্গঃ (সংসারদুঃখের অবসান) ভবেৎ (হয়), তর্হি (তখন) সৎসমাগমঃ (সৎসঙ্গলাভ হয়); যর্হি (যখন) সৎসঙ্গমঃ (সৎসঙ্গ লাভ হয়) তদা এব (তখনই) সদ্গতৌ (সাধুদিগের একমাত্র গতি) পরাবরেশে (আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের অধীশ্বর, অথবা কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তৃস্বরূপ) ত্বয়ি (তোমাতে) মতিঃ (মতি—ভক্তি) জায়তে (জন্মে)।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামি-রূপে শিখায় আপনে ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া মুচুকুন্দ বলিয়াছেন :—

হে অচ্যুত! এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোনও ব্যক্তির সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই তাহার ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ লাভ হয়। যখনই ভক্তসঙ্গ লাভ হয়, তখনই (ভক্তের কৃপায়) সাধুদিগের একমাত্র গতি এবং কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তৃ স্বরূপ তোমাতে রতি উৎপন্ন হয়। ১৭

ভ্রমতঃ—ভ্রমণশীল ব্যক্তির ; সংসারে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোনও জীবের **ভবাপবর্গঃ**—ভবের (সংসার-দুঃখের) অপবর্গ (অবসান) হয়, যখন সংসার-দুঃখের অবসানের সম্ভাবনা হইয়া উঠে (যদা ভবাপবর্গঃ সম্ভাব্যঃ স্যাৎ—শ্রীপাদ সনাতন), তখনই তাহার সৎ-সঙ্গের—অনুগ্রাহক কোন মহতের সঙ্গরূপ—সৌভাগ্য লাভ হয়। এস্থলে সাধুসঙ্গই কারণ এবং ভবাপবর্গঃ—সংসারক্ষয়—তাহার কার্য্য ; সাধারণতঃ কারণই কার্য্যের পূর্ব্বে স্থান পায় ; কিন্তু এস্থলে (ভবাপবর্গরূপ) কার্য্যকে (সৎসঙ্গস্বরূপ) কারণের পূর্ব্বে স্থান দেওয়াতে চতুর্থ-প্রকারের অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখনই কাহারও ভাগ্যে মহৎসঙ্গ জুটে, তখনই মনে করিতে হইবে যে, তাহার সংসারক্ষয় অতি নিকটবর্ত্তী ! (২।১৯।১৩৩ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, মহৎসঙ্গ ঘটিলে মহতের কৃপায় সংসার-বাসনা দূরীভূত হইবে এবং ভগবানে মতি জন্মিবে।—**সদ্গতৌ**—সৎ (সাধুদিগের) একমাত্র গতিস্বরূপ যে ভগবান্ তাঁহাতে ; অথবা সৎই (সাধুই) গতি (আশ্রয়) যাঁহার সেই ভগবানে ; স্বেচ্ছাময় হইয়াও ভগবান্ যে "অহং ভক্তপরাধীনঃ" বলিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে—ভগবৎ-কৃপা ভক্তকৃপারই অনুগতা ; তিনি ভক্তপরাধীন বলিয়া—ভক্তই তাঁহার গতি বলিয়া—যে ব্যক্তির প্রতি তাঁহার ভক্তের কৃপা হইবে, সেই ব্যক্তির প্রতি তাঁহারও কৃপা হইয়া থাকে। তাই যাঁহার ভাগ্যে কোনও মহতের সঙ্গলাভ হয়, তাঁহার প্রতিই মহতের কৃপা হইয়া থাকে এবং মহতের কৃপা হইলে পরমকরুণ শ্রীভগবান্ও তাঁহার চিত্তে উন্মুখতা জন্মাইয়া দেন। **পরাবরেশে**—পর (উচ্চ) এবং অবর (নীচ) দিগের যিনি ঈশ্বর, যিনি আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলের অধীশ্বর বা অন্তর্য্যামী -সকলের নিয়ন্তা, তাঁহাতে সৎসঙ্গপ্রাপ্ত জীবের রতি জন্মে ; তিনি সকলের নিয়ন্তা বলিয়া সৎসঙ্গের সৌভাগ্য প্রাপ্ত ভাগ্যবান্ জীবের চিত্তের গতিকে তিনি নিজের দিকে ফিরাইয়া দেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৩০। সাধুগণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াও কোনও ভাগ্যবান্ জীবকে কৃপা করিতে পারেন, অথবা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়াও কৃপা করিতে পারেন। ২৯ পয়ারে সাধুদিগের স্বতঃপ্রণোদিত কৃপার কথা বলিয়া এই পয়ারে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রণোদিত কৃপার কথা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি কাহাকেও কৃপা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সাধারণতঃ সাক্ষাদ্ভাবে কৃপা না করিয়া গুরুরূপে, গুরুর হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া, অথবা অন্তর্য্যামিরূপে কৃপা করিয়া থাকেন।

গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে—গুরুরূপে ও অন্তর্য্যামিরূপে। গুরুরূপে বাহিরে উপদেশাদি পা তত্ত্বকথাদিদ্বারা এবং অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে প্রত্যেকের চিত্তেই অবস্থান করিতেছেন ; ভাল-মন্দ-বিষয়ে ইঙ্গিত করাই তাঁহার কার্য্য ; জীব মায়ামুগ্ধ বলিয়া তাঁহার ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতে পারে না। এজন্যই বাহিরে মহান্তরূপী শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন (১।১।২৯)। কিন্তু কোনও কারণে যদি কাহারও ভাগ্য প্রসন্ন হয়, তাহা হইলে সে জীব অন্তর্য্যামী পরমাত্মার ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতে পারে, এবং তাঁহার ইঙ্গিত অনুযায়ী কাজ করিতেও পারে। পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ ভাগ্যবান্ জীবের প্রতি কৃপা করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে ও গুরুরূপে তাহাকে শিক্ষা দেন—দীক্ষা-গুরুরূপে মন্ত্রোপদেশাদি এবং শিক্ষাগুরুরূপে ভজন-শিক্ষাদি দিয়া থাকেন।

শিখায় আপনে—নিজেই শিক্ষা দেন, এত করুণা তাঁর ; অথবা আপনাকে (নিজতত্ত্ব) শিক্ষা দেন।

তথাহি (ভা. ১১।২৯।৬)—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ১৮ ॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল ‘প্রেম’ হয়,—সংসার যায় ক্ষয় ॥ ৩১

তথাহি (ভা. ১১।২০।৮)—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ১৯॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়ামিত্যাদৌ তির্য্যগ্জনা অপীত্যনেন ভক্ত্যধিকারে কর্ম্মাদিবৎ জাত্যাদিকৃত-নিয়মাতিক্রমাৎ শ্রদ্ধামাত্রং হেতুরিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তসঙ্গতৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন। তদুক্তং শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য ইত্যাদি। শ্রীজীব। ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরোক্ষভাবে কৃষ্ণ-কৃপাতেও যে ভক্তিতে রুচি জন্মে, তাহা এই পয়ারে দেখাইলেন।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩১। এই পয়ারে ও পরবর্ত্তী দুই পয়ারে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বলিতেছেন। **সাধুসঙ্গে**—সাধুসঙ্গের প্রভাবে। ভগবদ্ভজন-পরায়ণ মহৎ ব্যক্তিকে সাধু বলে। ১।১।২৯ পয়ারের টীকায় মহতের লক্ষণ দ্রষ্টব্য। **কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা**—কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা, কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্য-বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস। **ভক্তিফল প্রেম**—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলই প্রেম। **সংসার যায় ক্ষয়**—মায়াবন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। ভক্তির মুখ্য ফলই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, আর আনুষঙ্গিক ফল—সংসার-ক্ষয়। সাধুসঙ্গের প্রভাবে, সাধুদিগের মুখে ভক্তি-মাহাত্ম্য শুনিয়া তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে, জীব ভজনে প্রবৃত্ত হয়; ভজন করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া গেলে যথাসময়ে তাহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়, এবং আনুষঙ্গিক ভাবে তাহার সংসারবন্ধন দূর হইয়া যায়; সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়—এই স্থলে সন্দেহাত্মক “যদি” শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে—যদি কাহারও চিত্তে অপরাধ থাকে, তাহা হইলে অপরাধ মোচন না হওয়া পর্য্যন্ত সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শুনিলেও তাহার চিত্তের মলিনতা দূর হয় না; সুতরাং ভক্তিতেও শ্রদ্ধা হয় না। এজন্যই শ্রীল ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—“সাধুসঙ্গে কথামৃত শুনিয়া বিমল চিত, নাহি ভেল অপরাধ কারণ।” অথবা, সাধুসঙ্গ করিলেও যদি কোনও উৎকট অপরাধ বশতঃ সাধুর কৃপা না হয়, তাহা হইলেও ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না; “মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয় (২।২২।৩২)।”

শ্লো। ১৯। অন্বয়। যঃ পুমান্ (যে ব্যক্তি) যদৃচ্ছয়া (কোনও ভাগ্যে—পরম-স্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও তৎকৃপাজাত মঙ্গলোদয়ে) মৎকথাদৌ (আমার কথাদিতে) জাতশ্রদ্ধঃ (জাতশ্রদ্ধ হয়েন) তু (কিন্তু) ন নির্ব্বিণ্ণঃ (সংসারে অত্যন্ত বিরক্তও নহেন), ন অতিসক্তঃ (অত্যন্ত আসক্তও নহেন) অস্য (তাঁহার—সেই ব্যক্তির) ভক্তিযোগঃ (ভক্তিযোগ) সিদ্ধিদঃ (সিদ্ধিদ হয়)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিলেন—“হে উদ্ধব! কোনও পরম-স্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও তৎকৃপাজাত ভাগ্যোদয়ে আমার কথাদিতে (আমার-নাম-গুণাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে) যাঁহার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যিনি সংসারে অত্যান্ত নির্ব্বেদযুক্তও (বিরক্ত) নহেন, অত্যন্ত আসক্তও নহেন—সেই ব্যক্তির ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ (সফল) হয় অর্থাৎ প্রেমোৎপাদক হয়। ১৯।

যদৃচ্ছয়া—কেনাপি ভাগ্যোদয়েন—কোনও ভাগ্যোদয়ে (স্বামী)। কেনাপি পরম-স্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ-তৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন—কোনও পরম-স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তের সঙ্গজাত এবং তাঁহার কৃপাজাত মঙ্গলোদয়ে (শ্রীজীব)। কোনও নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের কৃপাপ্রাপ্তিরূপ সৌভাগ্যে। **মৎ-কথাদৌ**—ভগবানের নাম-গুণ-রূপ-লীলাদি কথার

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ ৩২

তথাহি (ভা. ৫।১২।১২)—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্ বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥ ২০ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

এবং তৎপ্রাপ্তিশ্চ মহৎসেবাং বিনা ন ভবতীত্যাহ। হে রহূগণ! এতজ্জ্ঞানং তপসা পুরুষো ন যাতি। ইজ্যয়া বৈদিককর্ম্মণা। নির্ব্বপণাৎ অন্নাদি-সংবিভাগেন গৃহাদ্বা তন্নিমিত্তপরোপকারেণ। ছন্দসা বেদাভ্যাসেন জলাগ্ন্যাদিভি-রুপাসিতৈঃ। স্বামী। ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে। **জাতশ্রদ্ধঃ**—যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। মহৎ-কৃপার ফলে ভগবৎ-কথাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে—সাধুসঙ্গজাত মহৎ-কৃপার ফলেই যে ভগবৎ-কথাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে জীবের শ্রদ্ধা জন্মে, তাহাই এই বাক্য হইতে বুঝা গেল। যাহা হউক, ভগবৎ-কথাদিতে জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি যদি ন **নির্ব্বিণ্ণঃ**—অত্যন্ত নির্ব্বেদযুক্ত, সংসারে অত্যন্ত বিরক্ত না হয়েন এবং তিনি যদি ন **অতিসক্তঃ**—সংসারে অত্যন্ত আসক্তও না হয়েন, তাহা হইলেই তাঁহার **ভক্তিযোগঃ**—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান **সিদ্ধিদঃ**—ফলপ্রদ, প্রেমের উন্মেষক হইয়া থাকে।

যিনি নির্ব্বিণ্ণ, জ্ঞানযোগেই তাঁহার অধিকার এবং যিনি অত্যন্ত সংসারাসক্ত, কর্ম্মযোগেই তাঁহার অধিকার—এই দুই শ্রেণীর লোকের ভক্তিযোগে অধিকার নাই। "নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেম্বনির্ব্বিণ্ণ-চিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥ শ্রীভা. ১১।২০।৭॥" আর যিনি নির্ব্বিণ্ণও নহেন, অত্যন্ত সংসারাসক্তও নহেন, মহৎ-সঙ্গের ফলে তিনি যদি সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েন, তাহা হইলেই তিনি ভক্তিযোগের অধিকারী হয়েন। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানজাত অন্তঃকরণশুদ্ধিই নির্ব্বেদের (অত্যন্ত সংসার-বিরক্তির) কারণ; অনাদি অবিদ্যা—অনাদি মায়ামোহই সংসারে অত্যাসক্তির কারণ; এবং পরমঃস্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তসঙ্গই ভক্তিযোগের উপযোগী অত্যাসক্তি-রাহিত্যের কারণ। (চক্রবর্ত্তী)।

সাধুসঙ্গের প্রভাবেই ভক্তিযোগ্যতা এবং ভক্তিযোগে শ্রদ্ধা জন্মে—ইহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল। এই শ্লোক ৩১ পয়ারের প্রমাণ।

৩২। মহৎ-কৃপাই যে ভক্তির মূল, তাহা বলিতেছেন। মহতের কৃপাব্যতীত অন্য কোনও কিছুতেই চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হইতে পারে না—কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ তো দূরের কথা, মহতের কৃপাব্যতীত কাহারও সংসারবন্ধনও দূর হইতে পারে না। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী"—ইত্যাদি গীতোক্ত শ্লোকে জানা যায়, সংসার-বন্ধন বা মায়া হইতে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় ভগবৎকৃপা; কিন্তু এস্থলে বলা হইল, ঐ উপায় মহৎ-কৃপা। এই দুই উক্তিতে কোনও বিরোধ নাই; কারণ, মহতের কৃপা হইলেই ভগবানের কৃপা হইয়া থাকে, অথবা ভগবৎকৃপাও ভক্তকৃপা-সাপেক্ষ; সুতরাং ভক্তকৃপা হইলেই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু"-পাঠান্তর আছে।

মহৎ—নিম্নোক্ত "রহূগণৈতত্তপসা" ইত্যাদি শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতের (৫।১২।১৩) শ্লোকে মহতের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভক্ত, যাঁহারা সর্ব্বদাই ভগবদ্-গুণকীর্ত্তনে মগ্ন থাকেন, গ্রাম্যকথাদির সহিত যাঁহাদের কোনও সম্বন্ধই নাই, যাঁহারা কৃষ্ণসেবাব্যতীত অন্য কিছুই (এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও) কামনা করেন না, তাঁহারাই মহৎ। ১।১।২৯, ২।১৭।১০৬ এবং ২।২২।৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২০। অন্বয়।—রহূগণ (হে রহূগণ)! মহৎপাদরজোঽভিষেকং বিনা (মহাপুরুষের পাদরজঃ-দ্বারা অভিষিক্ত না হইলে) ন তপসা (তপস্যাদ্বারাও না), ন চ ইজ্যয়া (বৈদিক কর্ম্মদ্বারাও না), নির্ব্বপণাৎ (অন্নাদি-দান

তথাহি তত্রৈব (ভা. ৭।৫।৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ২১

'সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব-মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ৩৩

তথাহি (ভা. ১।১৮।১৩)—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ২২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ননু চৈকো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিতং বিষ্ণুং কথং ন বিদুঃ কুতো বা তেষাং তমিস্রপ্রবেশঃ তত্রাহ নৈষামিতি। নিষ্কিঞ্চনানাং নিরস্তবিষয়াভিমানানাং মহত্তমানাং পাদরজসাঽভিষেকং যাবন্ন বৃণীত তাবৎ শ্রুতিবাক্যতো জ্ঞাতেঽপি এষাং মতিরুরুক্রমস্যাঙ্ঘ্রিং ন স্পৃশতি প্রাপ্নোতি অসম্ভাবনাদিভির্বিহন্যত ইত্যর্থঃ। অনর্থস্য সংসারস্যাপগমো যদর্থঃ। যস্যা অঙ্ঘ্রিস্পর্শিন্যা মতেরর্থঃ প্রয়োজনম্ ॥ মহদনুগ্রহাভাবান্ন তত্ত্বনিশ্চয়ো নাপি মোক্ষ তেষামিত্যর্থঃ। স্বামী। ২১

ভগবৎসঙ্গিনো বিষ্ণুভক্তাঃ তেষাং সঙ্গস্য যো লবঃ অত্যল্পঃ কালঃ তেনাপি স্বর্গং ন তুলয়াম ন সমং পশ্যাম ন চাপবর্গম। সম্ভাবনায়াং লোট্। মর্ত্ত্যানাং তুচ্ছা আশীষো রাজ্যাদ্যাঃ ন তুলয়াম ইতি কিমুত বক্তব্যম্। স্বামী। ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দ্বারা) গৃহাৎ বা (অথবা গৃহাদির নিমিত্ত পরোপকারদ্বারাও না) ন ছন্দসা (বেদাভ্যাসদ্বারাও না) ন এব জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ (জল, অগ্নি বা সূর্য্যের উপাসনাদ্বারাও না) এতৎ (ইহাকে—এই তত্ত্বজ্ঞানকে) যাতি (প্রাপ্ত হয়)।

অনুবাদ। শ্রীভরত বলিলেন :—হে মহারাজ রহূগণ! মহাপুরুষদিগের পাদরজঃ দ্বারা অভিষিক্ত না হইলে—তপস্যা, বৈদিক কর্ম্ম, অন্নাদিদান, গৃহাদিনির্ম্মাণার্থ পরোপকার, বেদাভ্যাস, অথবা জল, অগ্নি বা সূর্য্যের উপাসনা—এসমস্ত দ্বারাও ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ২০

মহৎ-কৃপাব্যতীত—যজ্ঞ-তপস্যাদিদ্বারা (যে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান বা তৎপ্রাপ্তির হেতুভূতা ভক্তি) লাভ করা যায় না, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। এই শ্লোক ৩২-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ২১। অন্বয়। যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) নিষ্কিঞ্চনানাং (নিষ্কিঞ্চন—বিষয়াভিমানশূন্য) মহীয়সাং (মহাপুরুষদিগের) পাদরজোঽভিষেকং (চরণ-রজোদ্বারা অভিষেক) ন বৃণীত (বরণ না করে), তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) এষাং (ইহাদের—এই লোক সকলের) মতিঃ (মতি) উরুক্রমাঙ্ঘ্রিং (ভগবচ্চরণকে) ন স্পৃশতি (স্পর্শ করিতে পারে না)—যদর্থঃ (যাহার—যে মতির—প্রয়োজন হইল) অনর্থাপগমঃ (অনর্থনিবৃত্তি)।

অনুবাদ। প্রহ্লাদ তাঁহার গুরুপুত্রকে বলিলেন—যে পর্য্যন্ত বিষয়াভিমানশূন্য সাধুগণের চরণ-ধূলিদ্বারা অভিষেক না হয়, সে পর্য্যন্ত লোক-সকলের মতি ভগবচ্চরণকে স্পর্শ করিতে পারে না, অর্থাৎ সে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ পাদ-পদ্মে তাহাদের মতি হয় না—শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে মতি জন্মিলেই সকল অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া যায়। ২১

মহৎকৃপাব্যতীত যে ভগবচ্চরণে রতি হয় না এবং ভগবচ্চরণে রতি না জন্মিলে যে অনর্থ-নিবৃত্তি—সংসার-নিবৃত্তি হয় না—সুতরাং মহৎকৃপাব্যতীত যে জীবের সংসার-নিবৃত্তিও হইতে পারে না, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

এই শ্লোক ৩২-পয়ারে দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রমাণ।

৩৩। লবমাত্র সাধুসঙ্গে—অতি অল্প সময়ের জন্যও যদি সাধুসঙ্গ করা যায়। সর্ব্বসিদ্ধি—সমস্ত মঙ্গল লাভ; শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-পর্য্যন্ত লাভ। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন "ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥ মোহমুদ্গর ॥"

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে

শ্লো। ২২। অন্বয়। ভগবৎ-সঙ্গিসঙ্গস্য (ভগবৎ-ভক্তসঙ্গের) লবেন (অত্যল্পকালের সঙ্গে) অপি (ও)

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া ॥ ৩৪

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৪, ৬৫)—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ২৩

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ততশ্চাতিগম্ভীরার্থং গীতশাস্ত্রং পর্য্যালোচয়িতুং প্রবর্ত্তমানং তুষ্ণীভূয়ৈব স্থিতং স্ব-প্রিয়সখমর্জ্জুনমালক্ষ্য কৃপাদ্রবচ্চিত্তনবনীতো ভগবান্ ভো প্রিয়বয়স্য অর্জ্জুন সর্ব্বশাস্ত্রসারমহমেব শ্লোকাষ্টকেন ব্রবীমি অলং তে তত্তৎ পর্য্যালোচনক্লেশেন ইত্যাহ। সর্ব্বেতি। ভূয় ইতি রাজবিদ্যা রাজগুহ্যাধ্যায়ান্তে পূর্ব্বমুক্তম্। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ইতি যত্তদেব বচঃ পরমং সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারস্য গীতাশাস্ত্রস্য অপি সারং গুহ্যতমমিতি। নাতঃ পরং কিঞ্চন গুহ্যমস্তি ক্বচিৎ কুতশ্চিৎ কথমপ্যবগুমিতি ভাবঃ। পুনঃকথনে হেতুমাহ ইষ্টোঽসি দৃঢ়মতিশয়েন এব প্রিয়ো মে সখা ভবসীতি তত এব হেতোর্হিতং তে ইতি সখায়ং বিনাতিরহস্যং ন কমপি কশ্চিদপি ব্রূতে ইতি ভাবঃ; দৃঢ়মিতি চ পাঠঃ। চক্রবর্ত্তী। ২৩

মন্মনা ভবেতি মদ্ভক্তঃ সন্নেব মাং চিন্তয়, ন তু জ্ঞানী যোগী বা ভূত্বা মদ্ধ্যানং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। যদ্বা মন্মনা ভব মহ্যং শ্যামসুন্দরায় সুস্নিগ্ধকুঞ্চিতকুন্তলকায় সুন্দর ভ্রূবল্লিমধুরকৃপা কটাক্ষামৃতবর্ষিবদনচন্দ্রায় স্বীয়ং দেয়ত্বেন মনো যস্য তথাভূতো ভব অথবা শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণি দেহীত্যাহ মদ্ভক্তো ভব শ্রবণ-কীর্ত্তন-মন্মূর্ত্তিদর্শন-মন্মন্দিরমার্জ্জন-লেপন পুষ্পাহরণ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বর্গং (স্বর্গকে) ন তুলয়াম (তুলনা করি না), অপুনর্ভবং (মুক্তিকে) ন তুলয়াম (তুলনা করি না), মর্ত্ত্যানাং (মানুষের) আশিষঃ (আশীর্ব্বাদের কথা) কিমুত (কি বলিব)।

অনুবাদ। সৌনকাদির প্রতি শ্রীসূত বলিলেন :—ভগবদ্ভক্তজনের সহিত সে অত্যল্প সঙ্গ, তাহার (ফলের) সঙ্গেও স্বর্গ ও মুক্তির তুলনা করা যায় না, (ধনরাজ্যসম্পদ্ লাভ সম্বন্ধে) মানুষের আশীর্ব্বাদের কথা আর কি বলিব ? ২২

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের ফলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে ; কৃষ্ণপ্রেমের তুলনায় স্বর্গ ও মোক্ষ অতি তুচ্ছ ; তাই অত্যল্পকালব্যাপী সাধুসঙ্গের সহিতও স্বর্গ বা মোক্ষের তুলনা করা যায় না।

৩৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৩৪। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩১-পয়ারে বলা হইয়াছে, সাধুসঙ্গের ফলে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে। এক্ষণে শ্রদ্ধা কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া বলার উপক্রম করিতেছেন।

পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণ জীবের মঙ্গলের জন্য কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত জগৎকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম-জ্ঞান ইত্যাদির বহু উপদেশ দিয়া সর্ব্বশেষে শুদ্ধা ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন ; ইহা অত্যন্ত গোপনীয় বস্তু ; অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, পরম অন্তরঙ্গ—তাই, এই অতি নিগূঢ় রহস্যও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন। এই উপদেশটী নিম্নোক্ত ২৪শ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—অর্জ্জুন, আমাতে চিত্ত অর্পণ কর—আমার রূপ গুণ-লীলা-মাধুর্য্যাদিতে মন নিবিষ্ট কর ; শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আমার ভজনে নিয়োজিত কর ; আমার যজন কর—গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদিদ্বারা আমার পূজা কর ; আমাকে নমস্কার কর। ইহার সমস্তই কর, অথবা কেবল একটীই কর—তাহা হইলেই আমাকে পাইবে—অর্জ্জুন! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে ; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমার নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহা কখনই লঙ্ঘন করিব না।”

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কি বলিয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে বলা হইয়াছে।

শ্লো। ২৩-২৪। অন্বয়। সর্ব্বগুহ্যতমং (সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম) ভূয়ঃ (যাহা পুনরায় বলা হইতেছে, সেই)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মন্মালালঙ্কারছত্রচামরাদিভিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়করণকং মদ্ভজনং কুরু অথবা মহ্যং গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাদীনি দেহীত্যাহ মদ্যাজী ভব মৎপূজনং কুরু অথবা মহ্যং নমস্কারমাত্রং দেহীত্যাহ মাং নমস্কুরু ভূমৌ নিপত্য অষ্টাঙ্গং পঞ্চাঙ্গং বা প্রণামং কুরু। এষাং চতুর্ণাং মচ্চিন্তন-সেবন-পূজন-প্রণামানাং সমুচ্চয়মেকতরং বা ত্বং কুরু। মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি মনঃপ্রদানং শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়প্রদানং গন্ধপুষ্পাদিপ্রদানং বা ত্বং কুরু তুভ্যমহমাত্মানমেব দাস্যামীতি সত্যং তে তবৈব নাত্র সংশয়িষ্ঠা ইতি ভাবঃ। সত্যং শপথতথ্যয়োরিত্যমরঃ। ননু মাথুর-দেশোদ্ভূতা লোকাঃ প্রতিবাক্যমেব শপথং কুর্ব্বন্তি সত্যং তর্হি প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা ব্রবীমি ত্বং মে প্রিয়োঽসি ন হি প্রিয়ং কোঽপি বঞ্চয়তীতি ভাবঃ। চক্রবর্ত্তী। ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরং মে বচঃ (আমার সর্ব্বোত্তম কথা) শৃণু (শ্রবণ কর); মে (আমার) দৃঢ়ং (অত্যন্ত) ইষ্টঃ (প্রিয়) অসি (তুমি হও)—ইতি ততঃ (সেজন্য) তে (তোমার) হিতং (হিত) বক্ষ্যামি (বলিতেছি)। মন্মনা ভব (আমাতে মন অর্পণ কর), মদ্ভক্তঃ ভব (আমার ভক্ত হও—আমার ভজন কর), মদ্‌যাজী ভব (আমার অর্চ্চনা কর), মাং নমস্কুরু (আমাকে নমস্কার কর), মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (পাইবে), মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) অসি (হও) তে (তোমাকে) সত্যং (সত্য) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন :—হে অর্জ্জুন! সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা আবার তোমাকে বলিতেছি, আমার সর্ব্বোত্তম কথা শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমার হিত বলিতেছি। আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমারই অর্চ্চনা কর, আমাকেই নমস্কার কর, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সত্যই আমি অঙ্গীকার করিতেছি, (এরূপ করিলে) তুমি আমাকেই পাইবে। ২৩-২৪

শ্রীকৃষ্ণের মুখে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বকথা শুনিয়া সমস্ত পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক সারতত্ত্ব-নির্ণয়ের নিমিত্তই সম্ভবতঃ অর্জ্জুন গম্ভীরমুখে নীরব হইয়াছিলেন; প্রিয়সখা অর্জ্জুনের এই অবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—সখে! সারতত্ত্ব নির্দ্ধারণের নিমিত্ত তোমাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না; সমস্ত শাস্ত্রের সার কথা আমিই অতি সংক্ষেপে তোমার নিকটে বলিতেছি; ইহা **সর্ব্বগুহ্যতমং**—শাস্ত্রাদিতে যত রকম গোপনীয় কথা আছে, তাহাদের সমস্তের মধ্যে ইহাই গোপনীয়তম; কারণ, কিরূপে আমাকে পাওয়া যায়, তাহাই ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে; সাধারণতঃ ধন, ঐশ্বর্য্য, স্বর্গাদি সুখভোগের কথাই প্রায় সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়; সালোক্যাদি মুক্তির কথাও কখনও কখনও একটু গোপনীয় ভাবে ব্যক্ত হয়: কিন্তু আমাকে পাওয়ার কথা খুব কমই ব্যক্ত করা হয়; কারণ, ইহার উপরে আর "পাওয়ার কথা" হইতে পারে না—সমস্ত শাস্ত্রের সারতম কথাই হইল আমার এই স্বয়ংরূপের সেবা পাওয়ার কথা; তাই ইহা অত্যন্ত গোপনীয়, ইহাই **পরমং বচঃ**—সর্ব্বোত্তম কথা; যাহাকে তাহাকে একথা বলা হয় না; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়; আমি সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল কামনা করি; তাই তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার নিকটে এই পরম রহস্য-কথা বলিতেছি; পূর্ব্বেও একবার (গীতা। ৯।৩৫। শ্লোকে) একথা বলিয়াছি, তোমার দৃঢ়তার জন্য আবারও বলিতেছি, শুন। সেই গূঢ়তম কথাটী এই :—**মন্মনা ভব**—আমাতে মন অর্পণ কর, সর্ব্বদা আমার বিষয়, আমার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির বিষয় চিন্তা কর; **মদ্ভক্তঃ ভব**—জ্ঞানমার্গের বা যোগমার্গের সাধকের ন্যায় আমার নির্বিশেষ-স্বরূপের বা আমার পরমাত্মস্বরূপের ধ্যানমাত্র করিবে না; পরন্তু আমার ভক্ত হইয়া, আমাতে সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ করিয়া, আমাকেই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু—নিতান্ত আপনার জন—মনে করিয়া, কেবলমাত্র আমার প্রীতিসাধনেই যত্নবান্ হইয়া নিজের সম্বন্ধীয় ভাবনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার রূপগুণ-লীলাদির চিন্তা করিবে। অথবা, আমার ভক্ত হও অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান কর, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আমার সেবায় নিযুক্ত কর। **মদ্‌যাজী ভব**—ধূপ-দীপ গন্ধপুষ্প নৈবেদ্যাদিদ্বারা আমার অর্চ্চনা কর। **মাং**

পূর্ব্ব আজ্ঞা—বেদধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্॥ ৩৫

এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥ ৩৬

তথাহি (ভা. ১১।২০।৯)—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নমস্কুরু—আমার চরণে সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইয়া অষ্টাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কর, আমার নিকটে সম্পূর্ণরূপে নতি স্বীকার কর। এই যে চারিটী কর্ত্তব্যের কথা বলা হইল, তাহাদের সকলটীই করিবে, অথবা তোমার রুচি অনুসারে যে কোনও একটীরই অনুষ্ঠান করিবে; তাহা হইলেই তুমি **মাম্ এব এষ্যসি**—এই শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ-স্বরূপ আমাকেই পাইবে, সত্য করিয়া বলিতেছি, ইহাতে কোনওরূপ সংশয় করিও না; তুমি আমার প্রিয়, প্রিয়ব্যক্তিকে কেহ প্রতারিত করে না; আমার কথা অনুসারে কাজ করিলে তুমি প্রতারিত হইবে না; আমি **প্রতিজানে**—আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকই তোমাকে একথা বলিতেছি।

৩৫। **পূর্ব্ব আজ্ঞা**—গীতায় পূর্ব্বোল্লিখিত-‘সর্ব্বগুহ্যতমং’ ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে যে আজ্ঞা (বা আদেশ) দিয়াছেন, তাহা; গীতার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। কি সম্বন্ধে উপদেশ, তাহা বলিতেছেন—বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান। **সাধি**—সাধিয়া, নিষ্পন্ন করিয়া। **সব সাধি**—সমস্ত নিষ্পন্ন করিয়া; কর্ম্মযোগ-জ্ঞানাদি-সম্বন্ধীয় সমস্ত উপদেশদানের কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া বা সমাধা করিয়া। **শেষে**—কর্ম্মযোগ-জ্ঞানাদি সম্বন্ধীয় উপদেশ দানের পরে। **এই আজ্ঞা**—“মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তঃ” ইত্যাদি রূপ আদেশ। **বলবান্**—শ্রীকৃষ্ণ গীতার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক আদেশ ও উপদেশ দিয়াছেন; সর্ব্বশেষ অধ্যায়ে শুদ্ধাভক্তি-সম্বন্ধে ‘মন্মনা ভব’ ইত্যাদি নিগূঢ়তত্ত্ব উপদেশ করিলেন; পূর্ব্বাপর-বিধির মধ্যে পর-বিধিই বলবান্—এই ন্যায়-বলে, গীতায় বহু বিষয়ে বহু উপদেশ থাকিলেও শুদ্ধা-ভক্তি-সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ উপদেশই জীবের সর্ব্বতোভাবে পালনীয়।

৩৬। **এই আজ্ঞাবলে**—‘মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তঃ’ ইত্যাদি রূপ আজ্ঞার (আদেশের) বলে (প্রভাবে)। এই আদেশটী করিয়াছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রিয়ভক্ত অর্জ্জুনের প্রতি—অর্জ্জুনের মঙ্গলের নিমিত্ত, এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এই আদেশ-অনুসারে কাজ করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে—তাহার অন্যথা হইবে না, তিনি তাহা শপথ করিয়া—প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন। এ সমস্ত কারণে যদি তাঁহার আদেশের প্রতি কোনও ভক্তের **শ্রদ্ধা** হয়—দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে (শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ পরবর্ত্তী ৩৭ পয়ারে দ্রষ্টব্য। ৩৭ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়), তাহা হইলে তিনি সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনই করিয়া থাকেন; অর্থাৎ এইরূপ শ্রদ্ধা জন্মিলেই সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের প্রবৃত্তি জন্মে, তখনই জীব শ্রীকৃষ্ণভজনের অধিকারী হয়। **সর্ব্বকর্ম্ম**—কর্ম্মযোগ-জ্ঞানাদির অনুষ্ঠানমূলক সমস্ত কর্ম্ম; শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত এ-সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করেন; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণভজনের ফলের তুলনায় এসমস্ত অনুষ্ঠানের ফল অতি তুচ্ছ; বিশেষতঃ কর্ম্ম-যোগাদির তাৎপর্য্যও শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের নিমিত্ত এ-সমস্তের ত্যাগে স্বরূপতঃ কোনও অসঙ্গতিও থাকে না। অথবা, কর্ম্ম-শব্দে বিভিন্ন দেবতার প্রীতিসাধন কর্ম্মাদিকেও বুঝাইতে পারে; বিভিন্ন-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের অংশ-বিভূতি বলিয়া—শ্রীকৃষ্ণরূপ মূলবৃক্ষের শাখাপত্র স্বরূপ বলিয়া—শ্রীকৃষ্ণভজনেই তাঁহাদের ভজন, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিতেই তাঁহাদের প্রীতি; সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের প্রীতিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না। যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত গীতা-বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মত্যাগ বিধেয় নহে—ইহাই এই পয়ারের ধ্বনি। এই ধ্বন্যর্থের অনুকূলে একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৯।২৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

'শ্রদ্ধা'—শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈল—সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥ ৩৭

তথাহি (ভা. ৪।৩১।১৪)—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কিঞ্চ নানাকর্ম্মভিস্তত্তদ্দেবতাপ্রীতিনিমিত্তান্যপি ফলানি হরেঃ প্রীত্যা ভবন্তি, কেবলং তত্তদ্দেবতারাধনেন তু ন কিঞ্চিদিতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। মূলাৎ প্রথমবিভাগাঃ স্কন্ধাঃ, তদ্বিভাগাঃ ভুজাঃ, তেষামপি উপশাখাঃ, উপলক্ষণমেতৎ, পত্রপুষ্পাদয়োঽপি তৃপ্যন্তি। ন তু মূলসেকং বিনা তাঃ স্ব স্ব নিষেচনেন। প্রাণস্যোপহারো ভোজনম্, তস্মাদেব ইন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ, ন তু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথগন্নলেপনেন। তথা অচ্যুতারাধনমেব সর্ব্বদেবতারাধনং, ন পৃথগিত্যর্থঃ। স্বামী। ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রদ্ধা জন্মিলে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে জীব শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২শ শ্লোকের টীকাও দ্রষ্টব্য।

৩৭। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬ পয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬ পয়ারের শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে—"সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়।" কেন "সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ" করিয়া কৃষ্ণভজন করে, তাহা এই পয়ারের শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণভক্তি কৈলে—সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।" আর, ৩৬ পয়ারে যে "শ্রদ্ধা"-শব্দের উল্লেখ আছে, সেই শ্রদ্ধা-শব্দে কি বুঝায়, তাহাই ৩৭ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে বলিয়াছেন।

শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস ইত্যাদি—শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ (শাস্ত্রবাক্যে) বিশ্বাস; কি রকম বিশ্বাস? সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাস, যে বিশ্বাসের কোনও রূপ নড় চড় নাই, যে বিশ্বাসে সংশয়ের ছায়ামাত্রও নাই। শ্রদ্ধা-শব্দের এই অর্থ জানিয়া লইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬ পয়ারের সঙ্গে ৩৭ পয়ারের শেষার্দ্ধের অন্বয় করিয়া অর্থ করিতে হইবে। 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বগুহ্যতম উক্তিতে যে ভক্তের উক্তরূপ সুদৃঢ় নিশ্চিত—অচল, অটল—বিশ্বাস জন্মে, সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজনই করেন; কেননা কৃষ্ণভক্তি করিলেই সমস্ত কর্ম্ম করার ফল পাওয়া যায়, স্বতন্ত্রভাবে আর কোনও কর্ম্ম করার প্রয়োজন হয় না। **সর্ব্বকর্ম্ম**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কর্ম্ম-যোগজ্ঞানাদির তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসতি হয় বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণেরই প্রীতিতে বিভিন্ন কর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবতারও প্রীতি হয় বলিয়া কর্ম্ম-যোগাদির অথবা দেবতা-বিশেষের প্রীতিসাধন-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই সঙ্গত যে, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল; এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। তরোঃ (বৃক্ষের) মূলনিষেচনেন (মূলদেশে জলসেচনের দ্বারা) যথা (যেরূপ) তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ (সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি) তৃপ্যন্তি (তৃপ্ত হয়), প্রাণোপহারাৎ চ (এবং প্রাণের উপহারদ্বারা অর্থাৎ ভোজনের দ্বারা) যথা (যেমন) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়-সমূহের) [তৃপ্তিঃ] (তৃপ্তি হয়), তথা (সেইরূপ) এব (ই) অচ্যুতেজ্যা (অচ্যুতের আরাধনাই) সর্ব্বার্হণম্ (সকলের—সকল দেবতার— পূজা)।

অনুবাদ। যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলেই তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি তৃপ্ত (পুষ্ট) হয়; যেমন ভোজনদ্বারা প্রাণের তৃপ্তিসাধন করিলেই ইন্দ্রিয়াদি তৃপ্ত হয়; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলেই সকলের পূজা হইয়া থাকে। ২৬

অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বমূল। অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদিতে যত ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, যত ভগবৎ-পরিকরাদি আছেন, কিম্বা তদতিরিক্তও যাহা কিছু আছে—এক শ্রীকৃষ্ণই তৎসমস্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥ ৩৮

শাস্ত্র-যুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বৃক্ষ যেমন শাখা-উপশাখা-পত্র-পুষ্পাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তদ্রূপ। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেও যাহা কিছু আছে, এক শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া তৎসমস্তরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং সেখানে যাহা কিছু আছে, তাহাই হইল শ্রীকৃষ্ণের অংশ-বিভূতি—কৃষ্ণরূপ বৃক্ষের শাখা-উপশাখা প্রভৃতির স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বেই এসমস্তের অস্তিত্ব, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিতেই এসমস্তের প্রীতি। বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলে মূলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেই জলই যেমন বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্র, পুষ্পাদির পুষ্টিসাধন এবং শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকে, মূলে জলসেচন না করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে শাখাপত্রাদিতে জলসেচন করিলে যেমন বৃক্ষেরও পুষ্টি হয় না—পত্রপুষ্পাদিরও পুষ্টি হয় না; তদ্রূপ এক শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলেই সকল ভগবৎ স্বরূপের, সকল দেবতার, সকল ভূতের আরাধনা হইয়া যায়; মূলতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেবতাদির আরাধনায় দেবতাদিরও তৃপ্তি হয় না—শ্রীকৃষ্ণেরও তৃপ্তি হয় না। যদি বলা যায়—মালী যেমন বৃক্ষের মূলেও জলসেচন করে, আবার শাখা-পত্রাদিতেও জলসেচন করিয়া থাকে; তদ্রূপ মূলতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের পূজাদির সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদির পূজাও তো চলিতে পারে? তদুত্তরে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের দৃষ্টান্তদ্বারা বলিতেছেন যে, এইরূপ করার প্রয়োজন নাই। প্রাণের তৃপ্তিতেই ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তি; আহার না দিয়া যদি প্রাণকে বিনষ্ট করা হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বর্গ আপনা-আপনিই অসমর্থ হইয়া যায়; কিন্তু আহারাদি গ্রহণের দ্বারা যদি প্রাণকে তৃপ্ত রাখা যায়, তাহা হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গও পরিতৃপ্ত থাকে, নিজেদের সামর্থ্য রক্ষা করিতে পারে। আহারাদিদ্বারা প্রাণরক্ষার চেষ্টা না করিয়া যদি ইন্দ্রিয়ভোগ্যাদি দ্রব্যদ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়বর্গের তৃপ্তিবিধানের চেষ্টাই করা হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়বর্গের সামর্থ্য নষ্ট হইয়া যাইবে—চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে, কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। আর আহারাদিদ্বারা যদি প্রাণকে সতেজ রাখা যায়, ইন্দ্রিয়বর্গ আপনা-আপনিই সতেজ হইয়া উঠিবে; তাহাদের সামর্থ্য রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হইবে না। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিতেই সকলের তৃপ্তি, কৃষ্ণাতিরিক্ত বস্তুর—দেবতাদির তৃপ্তির জন্য স্বতন্ত্র কোনও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না।

৩৮। **শ্রদ্ধাবান্ জন**—যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, এরূপ ব্যক্তি (পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ভক্ত্যে অধিকারী**—ভক্তিধর্ম্ম যাজনের অধিকারী বা যোগ্য। ভক্তিধর্ম্ম যাজন বিষয়ে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে কাহারও পক্ষেই কোন নিষেধ না থাকিলেও ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে ফললাভ করিতে হইলে একটা মানসিক অবস্থার প্রয়োজন; মনের যে অবস্থা জন্মিলে "মন্মনা ভব" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে শ্রদ্ধা হয়, সেই অবস্থাই ভক্তিধর্ম্ম যাজনের পক্ষে মানসিক যোগ্যতার পরিচায়ক; এইরূপ যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলা হইয়াছে "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।"

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মে নাই, তাঁহারও হতাশ হওয়ার কারণ নাই; "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদঃ" ইত্যাদি (শ্রীভা. ৩।২৫।২৪) শ্লোক হইতে জানা যায়, সাধুদিগের মুখে ভগবৎ কথা শুনিতে শুনিতে শ্রদ্ধা জন্মে এবং ক্রমশঃ রতি, ভক্তি প্রভৃতির উন্মেষ হয়। **শ্রদ্ধা-অনুসারী**–শ্রদ্ধার গাঢ়তার তারতম্যানুসারে।

শ্রদ্ধার তারতম্য-অনুসারে ভক্তিতে তিন রকম অধিকারী আছে, উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী ও কনিষ্ঠ অধিকারী। নিম্নের পয়ারে তাঁহাদের লক্ষণ বলিতেছেন।

৩৯। উত্তম অধিকারীর লক্ষণ বলিতেছেন।

যাঁহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত দৃঢ়, অন্যের যুক্তিতর্কে যাঁহার শ্রদ্ধা বা দৃঢ় বিশ্বাস বিচলিত হয় না, যিনি খুব শাস্ত্রজ্ঞ এবং শাস্ত্রমূলক যুক্তিতেও যিনি দক্ষ; অর্থাৎ অপর কেহ তাঁহার বিশ্বাসের প্রতিকূল যুক্তি প্রদর্শন করিলে, শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা যিনি তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করিয়া নিজের মত বজায় রাখিতে পারেন, তিনি উত্তম অধিকারী।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্বখণ্ডে
দ্বিতীয়লহর্য্যাম্ (১।২।১১)—
শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥ ২৭

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম অধিকারী' সেই মহা ভাগ্যবান্ ॥ ৪০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পূর্ব্বং শাস্ত্রস্য শাসনেনৈব প্রবৃত্তিরিত্যুক্তত্বাচ্ছাস্ত্রার্থবিশ্বাস এব আদিকারণং লব্ধং অতঃ শ্রদ্ধাশব্দস্তত্র প্রযুক্তঃ তস্মাচ্ছাস্ত্রার্থবিশ্বাস এব শ্রদ্ধেতি লব্ধে শ্রদ্ধাতারতম্যেন শ্রদ্ধাবতাং তারতম্যমাহ শাস্ত্র ইতি দ্বাভ্যাম্। নিপুণঃ প্রবীণঃ সর্ব্বথেতি তত্ত্ববিচারেণ সাধনবিচারেণ চ দৃঢ়নিশ্চয় ইত্যর্থঃ। যুক্তিশ্চাত্র শাস্ত্রানুগতৈব জ্ঞেয়া। যুক্তিস্তু কেবলা নৈবেতি যুক্তে স্বাতন্ত্র্যনিষেধাৎ শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি ন্যায়াৎ। পূর্ব্বাপরানুরোধেন কোঽপ্যর্থোঽভিমতো ভবেৎ। ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কন্তু বর্জয়েদিতি বৈষ্ণবতন্ত্রাচ্চ। এবম্ভূতো যঃ প্রৌঢ়শ্রদ্ধঃ স এবোত্তমোঽধিকারীত্যর্থঃ। শ্রীজীব। ২৭

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

শাস্ত্র যুক্ত্যে-সুনিপুণ—শাস্ত্রে সুনিপুণ (খুব শাস্ত্রজ্ঞ) এবং শাস্ত্রবিহিত যুক্তিতেও সুনিপুণ (দক্ষ)।

তারয়ে সংসার—উত্তম অধিকারী ভক্ত নিজের শ্রদ্ধা এবং সুনিপুণ শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা অপরের ভ্রম দূর করিয়া অপরকেও ভক্তির পথে উন্মুখ করিয়া তাহার সংসার হইতে উদ্ধারের উপায় করিতে পারেন। "তরয়ে" এরূপ পাঠান্তরও আছে। অর্থ—উদ্ধার পায়।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৭। অন্বয়। যঃ (যিনি) শাস্ত্রে (শাস্ত্রজ্ঞানে) যুক্তৌ চ (এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তিপ্রদর্শনে) নিপুণঃ (নিপুণ – দক্ষ), সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে – তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার এবং পুরুষার্থ বিচারাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয় এইরূপে সর্ব্বতোভাবে যিনি) দৃঢ়নিশ্চয় (সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ), প্রৌঢ়শ্রদ্ধঃ (এবং যাঁহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত গাঢ়) ভক্তৌ (ভক্তিবিষয় – ভক্তিধর্ম্মের যাজনে) সঃ (তিনি) উত্তমঃ (উত্তম) অধিকারী (অধিকারী) মতঃ (কথিত হয়েন)।

অনুবাদ। যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে ও শাস্ত্রানুগত যুক্তি প্রদর্শনে নিপুণ, (তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার এবং পুরুষার্থ বিচারাদিদ্বারা—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয়) সর্ব্বতোভাবে এইরূপ সিদ্ধান্তে যিনি সন্দেহ-লেশশূন্য, এবং যাঁহার শ্রদ্ধাও অত্যন্ত গাঢ়, ভক্তিধর্ম্মযাজনে তিনি উত্তম অধিকারী বলিয়া কথিত হয়েন। ২৭

এই শ্লোক পূর্ব্বপয়ারোক্তির প্রমাণ।

৪০। মধ্যম অধিকারীর কথা বলিতেছেন।

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে—যিনি শাস্ত্র জানেন না এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তি প্রদর্শন করিতেও জানেন না। যিনি শাস্ত্র জানেন না, সুতরাং শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা অপরের প্রতিকূল-যুক্তি যিনি খণ্ডন করিতে পারেন না, কিন্তু যাঁহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত দৃঢ়, অপরের প্রতিকূল যুক্তিদ্বারা যাঁহার শ্রদ্ধা বিচলিত হয় না, তিনি মধ্যম অধিকারী। "শাস্ত্রযুক্ত্যে অনিপুণ"—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

অনিপুণ—নিপুণ (দক্ষ) নহেন; যিনি শাস্ত্র কিছু জানেন, কিন্তু ভালরূপে জানেন না, সুতরাং শাস্ত্রবিহিত যুক্তি প্রদর্শনেও যিনি দক্ষ নহেন; কিছু কিছু যুক্তি দেখাইতে পারেন; কিন্তু তাতে যিনি বিরুদ্ধবাদীর মত খণ্ডন করিতে সমর্থ নহেন। এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও "অনিপুণ" শব্দই আছে। সুতরাং এই পাঠান্তরই শ্লোকের সহিত অধিকতর সঙ্গতিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

তথাহি তত্রৈব (১।২।১২)—

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ ॥ ২৮

যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে 'কনিষ্ঠ জন'।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥ ৪১

তথাহি তত্রৈব (১।২।১৩)—

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে। ২৯

রতিপ্রেম-তারতম্যে ভক্ত-তরতম।
একাদশস্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ ॥ ৪২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অনিপুণ ইতি নিপুণসদৃশঃ বলবদ্বাধে দত্তে সতি সমাধাতুমসমর্থ ইত্যর্থঃ। তথাপি শ্রদ্ধাবান্ মনসি দৃঢ়নিশ্চয় এবেত্যর্থঃ। শ্রীজীব। ২৮

যো ভবেদিত্যত্রাপি শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণ ইত্যনুবর্ত্তনীয়ম্। শ্রদ্ধামাত্রস্য শাস্ত্রার্থবিশ্বাসরূপত্বাৎ। ততশ্চাত্রানিপুণ ইতি যৎ কিঞ্চিন্নিপুণ ইত্যর্থঃ। কোমলশ্রদ্ধঃ শাস্ত্রযুক্ত্যন্তরেণ ভেত্তুং শক্যঃ। শ্রীজীব।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ২৮। অন্বয়। যঃ (যিনি) শাস্ত্রাদিষু (শাস্ত্রাদিতে—শাস্ত্রজ্ঞানে ও শাস্ত্রানুগতযুক্তিপ্রদর্শনে) অনিপুণঃ (অনিপুণ—প্রাজ্ঞ নহেন) তু (কিন্তু) শ্রদ্ধাবান্ (যিনি শ্রদ্ধাবান্), সঃ (তিনি) মধ্যমঃ (মধ্যম অধিকারী)।

অনুবাদ। যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে ও শাস্ত্রসম্মত যুক্তিবিন্যাসে বিশেষ নিপুণ নহেন, অথচ যিনি দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্, তিনি ভক্তিবিষয়ে মধ্যম অধিকারী। ২৮

৪০-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪১। কনিষ্ঠ অধিকারীর কথা বলিতেছেন। যাঁহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত কোমল, অপরের প্রতিকূল যুক্তিতেই যাঁহার শ্রদ্ধা বিচলিত হইয়া যায়, তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী। কিন্তু তাহা বলিয়াও তাঁহার পতনের আশঙ্কা নাই; ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে তিনিও উত্তম অধিকারী হইতে পারিবেন—ইহাই ভক্তি-রাণীর কৃপা। ক্রমশঃ তিনি নিজে শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা প্রতিকূল যুক্তি খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন; শাস্ত্রচর্চ্চা না করিলেও ভক্তির কৃপায় তাঁহার চিত্ত যখন নির্ম্মল হইবে, তখন স্বপ্রকাশ ভগবত্তত্ত্ব তাঁহার চিত্তে স্বতঃই স্ফুরিত হইবে; তখনই তিনি প্রতিকূল যুক্তি-আদি অনায়াসে খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন; প্রত্যক্ষ-দর্শনের মত সমস্ত তত্ত্বই তাঁহার অবগত হইয়া পড়িবে।

শ্লো। ২৯। অন্বয়। যঃ (যিনি) কোমলশ্রদ্ধঃ (কোমলশ্রদ্ধ) সঃ (তিনি) কনিষ্ঠঃ (কনিষ্ঠ অধিকারী) নিগদ্যতে (কথিত হয়েন)।

অনুবাদ। (শাস্ত্রজ্ঞানে কি শাস্ত্রসম্মত যুক্তিবিন্যাসে নিপুণতা তো দূরের কথা), যাঁহার শ্রদ্ধাও কোমল (অর্থাৎ বিরুদ্ধ-তর্কাদিদ্বারা যাঁহার শ্রদ্ধা অনায়াসে টলিয়া যায়), তিনি ভক্তিবিষয়ে কনিষ্ঠ অধিকারী। ২৯

৪১-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪২। শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে তিন প্রকার ভক্তি-অধিকারীর কথা বলিয়া, রতি ও প্রেমের তারতম্যানুসারে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ—এই তিন রকম ভক্তের কথা বলিতেছেন। নিম্নের তিন শ্লোকে ইহাদের লক্ষণ বলা হইয়াছে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই যিনি ভগবদ্ভাব অনুভব করেন, অর্থাৎ ভগবানের প্রতি নিজে যে-ভাব পোষণ করেন—যিনি মনে করেন—অন্যান্য সকলেও ভগবানের প্রতি ঠিক সেই ভাবই পোষণ করিয়া থাকেন; অথবা যিনি মনে করেন—সকলের মধ্যেই ভগবান্ আছেন, এবং সকলের মধ্যেই ভগবানের নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত আছে বলিয়া যিনি অনুভব করেন, এবং আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই ভগবানের মধ্যে আছেন, অর্থাৎ ভগবানই সর্ব্বাশ্রয়, ইহা যিনি অনুভব করেন তিনি উত্তম ভক্ত—ইনি সর্ব্বত্র সমদর্শী। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তের প্রতি মৈত্রী, অজ্ঞান জীবের প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষ ভাবাপন্ন জীবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত; ইনি সর্ব্বত্র সমদর্শী নহেন। আর যিনি

তথাহি (ভা. ১১।২।৪৫, ৪৬, ৪৭)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৩০

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৩১
অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৩২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

প্রেম চ মৈত্রী চ কৃপা উপেক্ষা চ তা ঈশ্বরাদিষু চতুর্ষু যঃ করোতি স মধ্যমো ভাগবতঃ। এবম্ভূতস্য ভেদস্য দর্শনাৎ। স্বামী। ৩১

অর্চ্চায়াং প্রতিমায়াং পূজামীহতে করোতি ন তদ্ভক্তেষু অন্যেষু চ সুতরাং ন করোতি। প্রাকৃতঃ প্রাকৃতপ্রারম্ভঃ। অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ শনৈরুত্তমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। স্বামী। ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রদ্ধার সহিত কেবল বিগ্রহাদিতেই ভগবদ্পূজা করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ, কি অন্যান্য জীবগণের প্রতি কোনও রূপ প্রীতি-আদি পোষণ করেন না, তিনি প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত। পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহের টীকা দ্রষ্টব্য।

রতি—প্রেমাঙ্কুর, ভাব। ২।২০।২৪ পয়ারের টীকা এবং ২।২৩।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রেম**—রতির গাঢ়তর অবস্থার নাম প্রেম। **তারতম্য**—বেশীকম। **ভক্ত তরতম**—ভক্তের তারতম্য; উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত এবং কনিষ্ঠ ভক্ত—এইরূপ শ্রেণীবিভাগ। **একাদশ স্কন্ধে** শ্রীমদ্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে)। **করিয়াছে লক্ষণ**—বিভিন্ন ভক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে; নিম্নে লক্ষণসূচক শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৫২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

শ্লো। ৩১। অন্বয়। যঃ (যিনি) ঈশ্বরে (ঈশ্বরে), তদধীনেষু (ঈশ্বরের অধীন জনগণে—ঈশ্বর-ভক্তে) বালিশেষু (অজ্ঞজনে) দ্বিষৎসুচ (এবং ভগবদ্বেষিজনে—বহির্ম্মুখজনে) প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষাঃ (যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা) করোতি (করেন), সঃ (তিনি) মধ্যমঃ (মধ্যম ভক্ত)।

অনুবাদ। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভগবদ্ভক্তে মিত্রতা, অজ্ঞজনে কৃপা এবং ভগবদ্বেষী বহির্ম্মুখজনকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। ৩১

মানসিক অবস্থাবিশেষের দ্বারা মধ্যম ভক্তের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। যিনি পরমেশ্বরে প্রেম করেন অর্থাৎ ভক্তিযুক্ত হয়েন, ঈশ্বর-ভক্তের প্রতি মৈত্রী বা বন্ধুতা প্রদর্শন করেন, আর **বালিশেষু**- যাহারা ভক্তিসম্বন্ধে কিছু জানে না, তাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন- তাদের মঙ্গল কামনা করেন এবং **দ্বিষৎসু**—ভগবদ্বেষী বহির্ম্মুখ লোকদিগের সম্বন্ধে উপেক্ষামাত্র প্রদর্শন করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। সর্ব্বত্র ভগবৎ-প্রেমের স্ফূর্ত্তিতে উত্তমভক্ত সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন; কিন্তু মধ্যমভক্তের তদ্রূপ হয় না বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন নহেন; সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার মত মনের অবস্থা তাঁহার হয় নাই বলিয়া তিনি উত্তমভক্তমধ্যে গণ্য নহেন। পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩২। অন্বয়। যঃ (যিনি) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) অর্চ্চায়াং এব (প্রতিমাতেই) হরয়ে (শ্রীহরিকে) পূজাং ঈহতে (পূজা করেন) ভক্তেষু (ভক্তে) অন্যেষু চ (এবং অন্যেতেও) ন (পূজা করেন না) সঃ (তিনি) প্রাকৃতঃ (প্রাকৃত—প্রারব্ধভক্তি, কনিষ্ঠ) ভক্তঃ (ভক্ত) স্মৃতঃ (কথিত হয়েন)।

অনুবাদ। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিমাতেই হরিকে পূজা করেন, হরিভক্তকে, বা অন্যকে পূজা করেন না, তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত। ৩২

কায়িক লক্ষণে এবং কিঞ্চিৎ মানসিক লক্ষণের দ্বারা কনিষ্ঠ ভক্তের পরিচয় দিতেছেন। যিনি কেবল প্রতিমাতেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবৎ-পূজা করিয়া থাকেন (ইহা কায়িক লক্ষণ), কিন্তু ভগবদ্ভক্তের বা ভক্তব্যতীত অন্য লোকেরও

সর্ব্ব-মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আদর করেন না—তাঁহাকে প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত বলে। এইরূপ ভক্তের প্রতিমাপূজাতেও যে শ্রদ্ধা, তাহা শাস্ত্রার্থের অনুভবজনিত শ্রদ্ধা নহে, ইহা লোকপরম্পরাগত শ্রদ্ধামাত্র। "ইয়ঞ্চ শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা। যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপঃ ইত্যাদি শাস্ত্রাজ্ঞানাৎ। তস্মাল্লোকপরম্পরাপ্রাপ্তা এব ইতি। শ্রীজীব।" এইরূপ শ্রদ্ধাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা বলা যায় না; শ্রদ্ধা আন্তরিক হইলে ভগবানের প্রতি কিছু প্রীতি জন্মিত এবং ভগবানে প্রীতি জন্মিলে ভক্তমাহাত্ম্যও তিনি অবগত হইতেন এবং সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান মনে করিয়া সকলের প্রতিই আদর দেখাইতেন—অন্ততঃ কাহারও প্রতিই অনাদর করিতে পারিতেন না। শাস্ত্রার্থের অনুভবজনিত শ্রদ্ধা যাঁহার আছে, কিন্তু যাঁহার চিত্তে এখনও প্রেমের উদয় হয় নাই, বস্তুতঃ তিনিই মুখ্য কনিষ্ঠ ভক্ত। "অজাতপ্রেমা শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্তঃ সাধকস্তু মুখ্যঃ কনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ। শ্রীজীব।"

এই শ্লোকে প্রাকৃত-ভক্ত-শব্দে—যিনি সম্প্রতিমাত্র ভজন আরম্ভ করিয়াছেন (অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ), কিন্তু ভজনব্যাপার এখনও যাঁহার চিত্তে কোন ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে নাই, সকলকে আদর করার উপযোগিনী মানসিক অবস্থা এখনও যাঁহার হয় নাই—তাঁহাকেই বুঝাইতেছেন।

৪৩। এক্ষণে বৈষ্ণবের (ভক্তের) গুণের উল্লেখ করিয়া ভক্তের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন।

বৈষ্ণবের দেহে সমস্ত মহদ্গুণই বর্ত্তমান থাকে। যেহেতু, ভক্তের কৃপায় কৃষ্ণভক্তের দেহে শ্রীকৃষ্ণের (যে যে গুণ ভক্তদেহে সঞ্চারিত হওয়ার যোগ্য, সেই সেই) সমস্ত গুণই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ।

কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-গুণের মধ্যে চৌষট্টিটি, প্রধান। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগের প্রথম লহরীর ১১।১২।১৬।১৭।১৮ শ্লোকে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে ২৩শ পরিচ্ছেদের ২৪-৩৮ শ্লোকে তাহাদের উল্লেখ আছে। এই চৌষট্টি গুণের সমস্তও আবার কৃষ্ণভক্তে সঞ্চারিত হয় না; ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মতে (দ. বি. ১ম ল. ১৪৩ শ্লোক) এই চৌষট্টি-গুণের অন্তর্গত মাত্র ২৯টী গুণ কৃষ্ণ-ভক্তে লক্ষিত হয়। সেই উনত্রিশটী গুণ এই:—১। সত্যবাক্য; ২। প্রিয়ম্বদ; ৩। বাবদূক (শ্রুতিমধুর ও অর্থপরিপাটীযুক্ত বাক্যপ্রয়োগে পটু); ৪। সুপণ্ডিত; ৫। বুদ্ধিমান; ৬। প্রতিভান্বিত; ৭। বিদগ্ধ; ৮। চতুর; ৯। দক্ষ; ১০। কৃতজ্ঞ; ১১। সুদৃঢ়ব্রত; ১২। দেশকালসুপাত্রজ্ঞ; ১৩। শাস্ত্রচক্ষু (যিনি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করেন); ১৪। শুচি; ১৫। বশী (জিতেন্দ্রিয়); ১৬। স্থির; ১৭। দান্ত; ১৮। ক্ষমাশীল; ১৯। গম্ভীর; ২০। ধৃতিমান্; ২১। সম; ২২। বদান্য (দাতা); ২৩। ধার্ম্মিক; ২৪। শূর (যুদ্ধ-বিষয়ে উৎসাহী ও অস্ত্রপ্রয়োগে দক্ষ); ২৫। করুণ; ২৬। মান্যমানকৃৎ (গুরুব্রাহ্মণ-বৃদ্ধাদিপূজক); ২৭। দক্ষিণ (সংস্বভাবগুণে কোমলচরিত্র); ৩৮। বিনয়ী; এবং ২৯। হ্রীমান্ (লজ্জাযুক্ত)।

কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে—কৃষ্ণের যেসকল গুণ কৃষ্ণভক্তে উন্মেষিত হওয়ার যোগ্য, সেই সমস্ত গুণই উল্লিখিত উনত্রিশটি গুণ) কৃষ্ণভক্তের মধ্যে উন্মেষিত হয়—ভক্তির কৃপায় সঞ্চারিত হয়। ২।২৩।২৪-৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

স্মরণ রাখিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণের কোন গুণই পূর্ণমাত্রায় ভক্তে সঞ্চারিত হয় না; প্রত্যেক গুণের বিন্দু বিন্দু মাত্রই ভক্তে সঞ্চারিত হয়, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই এসব গুণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। "জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ। পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে।"—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥ ২।১।১১ ॥

কৃষ্ণভক্ত—তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ ॥ ভক্তিরসামৃত ॥ ২।১।১৪২ ॥ যাঁহার অন্তঃকরণ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় রত্যাদি নিজাভীষ্ট সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবের দ্বারা ভাবিত হইয়াছে, তিনি কৃষ্ণভক্ত। ভক্ত দুই রকম—সাধক ও সিদ্ধ; সিদ্ধভক্ত আবার সাধনসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ ভেদে তিন রকম।

তথাহি (ভা. ৫।১৮।১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৩৩

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা নাহি যায়, করি দিগ্‌দরশন ॥ ৪৪

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥ ৪৫
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, অনীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ ॥ ৪৬
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৮।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৪৪। কি কি গুণের দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হয়েন, সংক্ষেপে (নিম্নোদ্ধৃত পয়ারসমূহে) তাহা বলিতেছেন।

৪৫-৪৭। **কৃপালু**—দয়ালু; পরের দুঃখমোচনের ইচ্ছাই কৃপা বা দয়া; এই ইচ্ছা যাঁর আছে, তিনি কৃপালু। **অকৃতদ্রোহ**—যিনি কাহারও অনিষ্ট করেন না; **দ্রোহ**—অনিষ্ট, শত্রুতা; **সত্যসার**—যিনি সত্যবাক্য বলেন, সত্য আচরণ করেন; যাঁহার নিকটে সত্যই সার বস্তু, আর সব অসার বা তুচ্ছ। **সম**—কাহারও প্রতি যাঁহার আসক্তিও নাই, বিদ্বেষও নাই; সকলের প্রতিই যাঁহার সমান দৃষ্টি, সমান ব্যবহার, তাঁহাকে সম বলে। **নির্দ্দোষ**—দোষশূন্য; দোষ অনেক রকম; তন্মধ্যে আঠারটী মহাদোষ আছে; তাহা এই:—মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরস (প্রেমসম্বন্ধশূন্য রাগ), উল্বনকাম (দুঃখদায়ক লৌকিক কাম), লোলতা (চাঞ্চল্য), মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম (ব্রহ্মাদিভক্ত-সম্বন্ধবশতঃ জগৎপালনেচ্ছাময়), বৈষম্য ও পরাপেক্ষা। **বদান্য**—দানবীর, অতিশয় দাতা। **মৃদু**—দক্ষিণ; কোমল-স্বভাব। **শুচি**—নিজে পবিত্র এবং অপরের পবিত্রতা সম্পাদক। **অকিঞ্চন**—যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি অকিঞ্চন। **সর্ব্বোপকারক**—যিনি সকলেরই উপকার করেন। **প্রশান্ত**—যাঁহার বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তিনি শান্ত; কৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে যাঁহার বুদ্ধির গতি নাই; স্নিগ্ধস্বভাব এবং অচঞ্চল-স্বভাব। **কৃষ্ণৈকশরণ**—কৃষ্ণই একমাত্র শরণ (বা আশ্রয়) যাঁহার; কৃষ্ণব্যতীত যাঁহার অন্য কোনও আশ্রয় নাই। **অকাম**—নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা-শূন্য। **অনীহ**—শ্রীকৃষ্ণসেবাব্যতীত অন্য বিষয়ে চেষ্টাশূন্য। **স্থির**—যিনি ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অবিচলিত ভাবে প্রারব্ধকার্য্যে রত থাকেন, তাঁহাকে স্থির বলে। **বিজিত-ষড়্‌গুণ**—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয় রিপুকে—অথবা ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, ব্যাধি, শোক ও মোহ এই ছয়টীকে যিনি জয় করিয়াছেন। **মিতভুক্**—যিনি পরিমিত ভোজন করেন; যিনি কখনও ন্যূন ভোজন, বা অতি ভোজনাদি করেন না, তিনি মিতভুক্। **অপ্রমত্ত**—মত্ততাশূন্য; যিনি অতি সুখে বা অতি দুঃখে উন্মত্ত হইয়া যান না। অথবা, অসতর্কতাশূন্য, যিনি সকল সময়েই সকল বিষয়ে সাবধান থাকেন। **মানদ**—যিনি অপরকে সম্মান করেন; "জীবে সম্মান দিবে, জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান"-এই বাক্য যিনি পালন করেন। **অমানী**—যিনি নিজেকে তৃণাদপি সুনীচ মনে করিয়া কাহারও নিকট হইতে সম্মান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। **গম্ভীর**—যাঁহার মনোগত ভাব অপরে বুঝিতে পারে না, তিনি গম্ভীর। **করুণ**—যিনি পরের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না। **মৈত্র**—মিত্রভাবাপন্ন; যার শত্রু কেহ নাই। **কবি**—শ্রুতিমধুর এবং সুন্দর অর্থ ও ভাবের পরিপাটীযুক্ত বাক্যবিন্যাসে যিনি পটু, তাহাকে কবি বলে। **দক্ষ**—কার্য্যকুশল; দুষ্কর কার্য্যও যিনি শীঘ্র সম্পাদন করিতে পারেন। **মৌনী**—যিনি বৃথা আলাপ করেন না; ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির কথাব্যতীত অন্য কথা যিনি বলেন না। কোন কোন গ্রন্থে "বদান্য" স্থলে "দান্ত" পাঠান্তর আছে। **দান্ত**—উপযুক্ত ক্লেশ, দুঃসহ হইলেও যিনি সহ করেন, তাঁহাকে দান্ত বলে; জিতেন্দ্রিয়।

তথাহি (ভা. ৩।২৫।২১)—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ৩৪

তথাহি তত্রৈব (ভা. ৫।৫।২)—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তে
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্ ।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ ৩৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সাধূনাং লক্ষণমাহ তিতিক্ষব ইতি চতুর্ভিঃ। সাধবঃ শাস্ত্রানুবর্ত্তিনঃ। সাধু সুশীলং তদেব ভূষণং যেষাম্। স্বামী। ৩৪

মোক্ষবন্ধয়োর্নিদানমাহ মহৎসেবামিতি। তমসঃ সংসারস্য দ্বারং যোষিতাং যে সঙ্গিনস্তেষাং সঙ্গম্। মহতাং লক্ষণমাহ সার্দ্ধেন মহান্ত ইতি। সাধবঃ সদাচারাঃ। স্বামী। ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৩৪। অন্বয়। সাধবঃ (সাধুগণ), তিতিক্ষবঃ (ক্ষমাশীল), কারুণিকাঃ (দয়ালু), সর্ব্বদেহিনাং (প্রাণিমাত্রের) সুহৃদঃ (বন্ধু), অজাতশত্রবঃ (অজাতশত্রু, যাহার কোনও শত্রু নাই), শান্তাঃ (শান্ত), সাধুভূষণাঃ (সাধুদিগের সম্মানকর্ত্তা)।

অনুবাদ। যাঁহারা ক্ষমাশীল (বা সহিষ্ণু), করুণাশীল, সকলপ্রাণীর সুহৃদ (বন্ধু), অজাতশত্রু (যাঁহারা কাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে করেন না), শান্তস্বভাব (অথবা কৃষ্ণনিষ্ঠবুদ্ধি) এবং সাধুদিগের সম্মানকর্ত্তা, তাঁহারা সাধু। ৩৪।

সাধুভূষণাঃ—সাধুই ভূষণ যাঁহাদের। শ্রীধরস্বামী এস্থলে সাধু-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—সুশীল—উত্তমচরিত্র ; তাহা হইলে, সাধুভূষণ শব্দের অর্থ হয়—উত্তমচরিত্রই যাঁহাদের ভূষণ বা অলঙ্কার তুল্য ; সচ্চরিত্র। শ্রীজীব ও চক্রবর্ত্তী অর্থ করিয়াছেন—সাধূন্ ভূষয়ন্তি মানয়ন্তীতি—যাঁহারা সাধুদিগের সম্মান করেন ; অথবা সাধব এব ভূষণানি পরিচ্ছদা যেষাম্—সাধুগণই যাঁহাদের নিকটে পরিচ্ছদের (বা ভূষণের) তুল্য প্রিয় ; যাঁহারা সাধুদের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত, তাঁহারা সাধুভূষণ।

৪৫-৪৭ পয়ারে এবং এই শ্লোকে সাধুর বা কৃষ্ণভক্তের তটস্থ-লক্ষণ বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৫।২২-২৪ শ্লোকে সাধুর স্বরূপ লক্ষণ বলা হইয়াছে :—ভগবানের অনন্যভক্তি-আদিই সাধুর স্বরূপলক্ষণ।

শ্লো। ৩৫। অন্বয়। মহৎ-সেবাং (মহদ্ব্যক্তিদের—ভগবদ্ভক্ত সাধুদিগের—সেবাকে) বিমুক্তেঃ (মোক্ষের —মায়াবন্ধন হইতে মুক্তির) দ্বারং (দ্বার) আহুঃ (বলে) ; যোষিতাং (স্ত্রীলোকদিগের) সঙ্গিসঙ্গং (সঙ্গীর সঙ্গকে) তমোদ্বারং (সংসারের—মায়াবন্ধনের দ্বার) [আহুঃ] (বলে)। যে (যাঁহারা) সমচিত্তাঃ (সমচিত্ত—অভেদদর্শী) প্রশান্তাঃ (প্রশান্তচিত্ত—নিস্পৃহ), বিমন্যবঃ (ক্রোধহীন), সুহৃদঃ (সকলের সুহৃদ্), সাধবঃ (সদাচারপরায়ণ) তে (তাঁহারা) মহান্তঃ (মহদ্ব্যক্তি—ভগবদ্ভক্ত)।

অনুবাদ। (ঋষভদেব কহিলেন, হে পুত্রগণ!) মহৎ-সেবাকেই ভগবৎ-প্রাপ্তির দ্বার বলে ; আর স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গকে সংসারের দ্বার বলে। যাঁহারা সর্ব্বত্র সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধহীন, সর্ব্বসুহৃদ এবং সাধু (শাস্ত্রীয়-আচার-সম্পন্ন) তাঁহারাই মহান্। ৩৫

এই শ্লোকেও সাধুর বা ভক্তের অর্থাৎ মহতের কয়েকটী লক্ষণ বলা হইল—সমচিত্ত, প্রশান্ত ইত্যাদি দ্বারা। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলা হইল যে—এতাদৃশ সাধুর সেবাই সংসার-নিবৃত্তির—ভগবৎ-প্রাপ্তির—দ্বারস্বরূপ ; তাৎপর্য্য এই যে—ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত কিম্বা সংসার-নিবৃত্তির নিমিত্ত ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে হইলে—গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে যেমন দ্বার দিয়াই যাইতে হয়, তদ্রূপ—মহৎ-সেবার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে ; মহৎ-সেবাব্যতীত ভক্তিমার্গের

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয়—সাধুসঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুন মুখ্য অঙ্গ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাধনের উপযোগিনী মানসিক অবস্থা জন্মে না। যাহা হউক, এইরূপে সংসার-নিবৃত্তির দ্বারের কথা বলিয়া সংসার-বন্ধনের দ্বারের কথাও বলিয়াছেন—স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গই সংসার-বন্ধনের হেতু। স্ত্রী-সঙ্গী-শব্দের তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী ৪৮-পয়ারে দ্রষ্টব্য। স্ত্রীলোকেতে আসক্ত—কাম-বাসনায় মত্ত—লোককেই স্ত্রী-সঙ্গী বলা হইয়াছে ; এরূপ লোক সর্ব্বদাই স্ত্রীলোকের বিষয়ই চিন্তা-ভাবনা করে, কথাবার্ত্তায়ও তাহার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতাই প্রকাশ করে ; এরূপ লোকের সঙ্গ-প্রভাবে লোকের মনের মধ্যেও কামভাব উদ্দীপিত ও প্রবল হইতে পারে, লোক কামমত্ত হইয়া পড়িতে পারে ; তাই স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গকে সংসার-বন্ধনের দ্বার বা হেতু বলা হইয়াছে।

৪৮। ভক্তিধর্ম্ম-যজনের অধিকারী কে, তাহা বলিয়া (পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৮ পয়ারে), কিরূপে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে হয়, ভক্তিমার্গের সাধনে সফলতা লাভ করিতে হইলে কিরূপে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা বলিতেছেন। সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩১-৩২ পয়ারেও প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা হইয়াছে। অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে প্রসঙ্গক্রমে বিমুক্তির (ভগবৎ-প্রাপ্তির) দ্বার এবং সংসারের দ্বারের কথা উত্থাপিত হওয়ায় এবং ভজন-আরম্ভের পূর্ব্বে এই দুইটী বিষয়সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় ৪৮ পয়ারে মহৎ-সঙ্গরূপ বিমুক্তিদ্বার অবলম্বনের এবং পরবর্ত্তী ৪৯-৫০ পয়ারে সংসার-দ্বাররূপ স্ত্রী-সঙ্গিসঙ্গাদি পরিত্যাগের উপদেশ দিতেছেন।

মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে কৃষ্ণভক্তি উন্মেষিত হইবার একমাত্র কারণ সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গব্যতীত ভক্তির উন্মেষ হইতে পারে না। "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। ২।২২।৩২॥" সাধুসঙ্গে সর্ব্বদা ভগবৎ-কথা শুনা যায়, তাহাতে চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয়, ভক্তির উন্মেষের সুবিধা হয়। সাধুদিগের আচরণ দেখিয়া সেইরূপ আচরণ করিতে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু তদ্রূপ আচরণের প্রবৃত্তি হইলেই ভক্তির উন্মেষ হয় না ; ভক্তির উন্মেষের একমাত্র কারণ মহৎ-কৃপা। **সাধুসঙ্গ**—ভগবদ্-ভক্তের সঙ্গ। অথবা ভগবদ্ভক্তে আসক্তি। **সঙ্গ**—আসক্তি। **সাধু**—ভগবদ্ভক্ত ; মহৎ। পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পয়ারে উল্লিখিত গুণযুক্ত ভক্তগণই সাধু বা মহৎ। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে মহতের এইরূপ লক্ষণ উক্ত আছে :—"মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥ যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভর-বার্ত্তিকেষু। গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥ অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, অকুটিলচিত্ত, যাঁহারা প্রশান্ত অর্থাৎ যাঁহাদের বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা ক্রোধশূন্য, সুহৃৎ (উত্তম অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট), যাঁহারা পরদোষ গ্রহণ করেন না (সাধু), যাঁহারা ঈশ্বরে সৌহৃদ্য বা প্রীতি স্থাপন করিয়া সেই প্রীতিকেই পরমপুরুষার্থ বোধ করেন (ভগবৎ-প্রীতিব্যতীত অন্য বস্তুকে যাঁহারা অসার—অকিঞ্চিৎকর মনে করেন) ; বিষয়াসক্ত ব্যক্তিসকলে, কিম্বা স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিযুক্ত গৃহ বিদ্যমান থাকিলেও সে-সমুদয়ে, যাঁহাদের প্রীতি নাই ; এবং লোকমধ্যে থাকিয়াও ভগবৎ-সেবনাত্মক-ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের জন্য যে-পরিমাণ অর্থের দরকার, তদতিরিক্ত অর্থে যাঁহাদের স্পৃহা নাই—তাঁহারা মহৎ। **কৃষ্ণপ্রেম জন্মে** ইত্যাদি—হৃদয়ে ভক্তি উন্মেষিত হওয়ার প্রধান হেতুও যেমন সাধুসঙ্গ, আবার (পুন) কৃষ্ণপ্রেম জন্মাইবার প্রধান সাধনও সাধুসঙ্গ। **তেঁহো**—সাধুসঙ্গ। **পুন**—আবার, কৃষ্ণভক্তিজন্মের মূলও সাধুসঙ্গ ; আবার কৃষ্ণপ্রেম জন্মিবার প্রধান সাধনও সাধুসঙ্গ। **মুখ্য অঙ্গ**—সাধনের প্রধান অঙ্গ।

ভক্তির কৃপায় মহতের চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া যায়, চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হইয়া যায়। মহৎ যেন এক জলন্ত কয়লার মত। আর মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত বিষয়-বাসনারূপ কালিমায় লিপ্ত—কালো কয়লার মত। এক ভাণ্ড কালো কয়লার মধ্যে একটী জলন্ত কয়লা ফেলিয়া দিয়া ফুঁ-দিলেই জলন্ত কয়লার সংস্পর্শে কালো কয়লাগুলিও জলন্ত হইয়া উঠে ; তদ্রূপ, জলন্ত কয়লা সদৃশ মহতের সংস্পর্শেই কালো কয়লাসদৃশ-মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত মলিনতা ত্যাগ করিয়া উজ্জ্বলতা ধারণ করিতে পারে। একটী জলন্ত কয়লা না দিয়া কালো কয়লাগুলির উপরে

তথাহি (ভা. ১০।৫১।৫২)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ৩৬

তথাহি তত্রৈব (ভা. ১১।২।৩০)—

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥ ৩৭

তথাহি তত্রৈব (ভা. ৩।২৫।২৪)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৩৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হে অনঘা নিরবদ্যাঃ। ভবতো যুষ্মান্ আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামঃ। যত ক্ষণার্দ্ধকালভবোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নিধিঃ। নিধিলাভে যথা আনন্দোভবতি তথা পরমানন্দ ইত্যর্থঃ। স্বামী। ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সারাদিন ফু-দিলেও যেমন সেই কয়লাগুলি উজ্জ্বল হইবে না, তদ্রূপ সাধুসঙ্গব্যতীত শত চেষ্টাতেও জীবের চিত্ত হইতে বিষয়-বাসনা দূর হইতে পারে না, চিত্ত নির্ম্মল—উজ্জ্বল—হইতে পারে না।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সাধুসঙ্গের ফলেই ভগবানে উন্মুখতা জন্মিতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

শ্লো। ৩৭। অন্বয়। অতঃ (অতএব) অনঘাঃ (হে অনঘগণ—হে নিষ্পাপ ঋষিগণ)! ভবতঃ (আপনাদিগের নিকটে) আত্যন্তিকং (আত্যন্তিক—পারমার্থিক) ক্ষেমং (মঙ্গল) পৃচ্ছামঃ (জিজ্ঞাসা করি)। অস্মিন্ (এই) সংসারে (সংসারে) ক্ষণার্দ্ধঃ অপি (ক্ষণার্দ্ধব্যাপীও) সৎসঙ্গ (সাধুসঙ্গ) নৃণাং (মনুষ্যদিগের পক্ষে) সেবধিঃ (সার্ব্বাভীষ্টপ্রদ নিধিতুল্য)।

অনুবাদ। নিমি-মহারাজ নবযোগেন্দ্রকে বলিলেন:-অতএব হে অনঘ ঋষিগণ, আপনাদের নিকটে আত্যন্তিক ক্ষেম (নিরতিশয় মঙ্গল কি, সেই বিষয়ে প্রশ্ন) জিজ্ঞাসা করি। যেহেতু, এই সংসারে ক্ষণকালের জন্য সৎসঙ্গও মনুষ্যদিগের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। ৩৭

অতঃ—অতএব। এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে—দেহীদিগের মধ্যে, পরম-পুরুষার্থ সাধনের উপযোগী বলিয়া, মানব-দেহ অত্যন্ত দুর্ল্লভ; মানুষদিগের মধ্যে আবার ভগবদ্ভক্তের দর্শন আরও দুর্ল্লভ—যেহেতু ভগবদ্ভক্তের কৃপায় পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। ইহার পরে "অতঃ—অতএব" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—"সৌভাগ্যক্রমে আমি মনুষ্যতনু পাইয়াছি এবং ততোধিক সৌভাগ্যবশতঃ আপনাদের ন্যায় ভগবানের প্রিয়ভক্তের দর্শনও পাইয়াছি; অতএব, এই সুযোগে আমার মনুষ্যজন্মের সার্থকতা যাহাতে লাভ হইতে পারে, সেই আত্যন্তিক ক্ষেমবিষয়ক তত্ত্ব আপনাদের মুখে শ্রবণ করাই আমার কর্ত্তব্য।" **আত্যন্তিকং ক্ষেমং**—পরম মঙ্গল; যাহার অধিক মঙ্গল আর হইতে পারে না, সেই মঙ্গল। তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন **পৃচ্ছামঃ**—জিজ্ঞাসা করি। ঋষিগণের প্রায় উপস্থিতিমাত্রেই নিমি-মহারাজ তাঁহাদিগের নিকটে আত্যন্তিক ক্ষেমসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন—একটুমাত্র সময়ও অপেক্ষা করিলেন না; কারণ, তিনি জানিতেন—ক্ষণার্দ্ধব্যাপী যে-সৎসঙ্গ, তাহাও জীবের পক্ষে **সেবধিঃ**—সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। "ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ মোহমুদ্গর ॥" তাই তিনি অত্যল্পকাল সময়ও নষ্ট করিলেন না।

সাধুসঙ্গ জীবের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক 'অসাধু'—কৃষ্ণাভক্ত আর ॥ ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

সাধুসঙ্গের প্রভাবে যে শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া রতি-ভক্তি পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। উক্ত তিনটী শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮ পয়ারের প্রমাণ।

৪৯। এস্থলে ৪৯-৫০ এই দুই পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবের আচারসম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। আচারের দুইটী অঙ্গ—একটী গ্রহণাত্মক, অপরটী বর্জ্জনাত্মক; কতকগুলি আচার গ্রহণ করিতে হয়, কতকগুলি আচার বর্জ্জন করিতে হয়। যেগুলি গ্রহণ করিতে হয়, সেগুলিই সু-আচার বা সদাচার; আর যেগুলি বর্জ্জন করিতে হয়, সেই গুলিই কু-আচার বা অসদাচার।

উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সদাচার বা অসদাচার স্থির করা হয়। যাহা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল, তাহা সদাচার; আর যাহা উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিকূল, তাহা অসদাচার। এজন্য উদ্দেশ্যের পার্থক্যবশতঃ আচারেরও পার্থক্য হইয়া থাকে। রোগ-চিকিৎসাই যখন উদ্দেশ্য হয়, তখন কুপথ্য ত্যাগ ও সুপথ্য গ্রহণ করিতে হয়; চিকিৎসা-সম্বন্ধে সুপথ্য গ্রহণই সু-আচার এবং কুপথ্য গ্রহণই কু-আচার। সকল রোগে সকল জিনিস সুপথ্যও নহে; সান্নিপাত রোগে ডাবের জল কুপথ্য, কিন্তু ওলাউঠায় ডাবের জল সুপথ্য। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের লক্ষ্যবস্তুর বিভিন্নতা আছে বলিয়াই তাঁহাদের আচারেরও বিভিন্নতা লক্ষিত হয়; সকলেই স্ব-স্ব-উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল আচার পালন করেন, কেহই নিন্দার পাত্র নহেন।

বৈষ্ণবাচার বুঝিতে হইলে বৈষ্ণবের উদ্দেশ্য কি, তাহা জানা দরকার। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই চারি ভাবের কোনও এক ভাবের পরিকরবর্গের আনুগত্যে স্বসুখ-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাবোপযোগী সিদ্ধদেহে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কাম্য বস্তু। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল যে-আচার, তাহাই বৈষ্ণবের গ্রহণাত্মক সদাচার; আর প্রতিকূল যে-আচার, তাহাই বৈষ্ণবের বর্জ্জনাত্মক অসদাচার। সদাচারই বিধি, আর অসদাচারই নিষেধ। কিন্তু যত বিধি আছে, তাহাদের সার বিধি মাত্র একটী; অন্যান্য সমস্ত বিধি এই সার বিধির অনুপূরক ও পরিপূরক; সতত শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণই হইল এই সার বিধি। আর যত নিষেধ আছে, তাহাদের সার নিষেধও একটী; অন্যান্য যত নিষেধ আছে, সে-সমস্তই এই সার নিষেধের অনুপূরক ও পরিপূরক; কৃষ্ণবিস্মৃতিই এই সার নিষেধ। "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥—পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড॥ ৭২।১০০॥" তাহা হইলে—সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণস্মরণ—ইহাই হইল বৈষ্ণবের সদাচার; আর যত সদাচারের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে, তাহাদের প্রত্যেকটীই এই শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণের সহায়তা-কারক মাত্র। আর শ্রীকৃষ্ণের বিস্মৃতি—ইহাই হইল বৈষ্ণবের কু-আচার বা অসদাচার; অন্য যে-সব অসদাচারের কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকটীই এই শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতির সহায়তাকারক। যে-সমস্ত আচারের দ্বারা হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি পরিস্ফুট হয়, ভক্তি উন্মেষিত হয়, সেই সমস্তই বৈষ্ণবের সদাচার; আর যে-সমস্ত আচারের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির সহায়তা হয় না, ভক্তির উন্মেষের সুযোগ তিরোহিত হয়, যে-সমস্ত আচারের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিই হৃদয়ে ঘনীভূত হইয়া উঠে, বিষয়াসক্তিই প্রবলতা লাভ করে, ইহকালের বা পরকালের স্ব-সুখবাসনাই জাগ্রত হইয়া উঠে, সেই সমস্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অসদাচার।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ৪৯-৫০ এই দুই পয়ারে গ্রহণাত্মক বৈষ্ণবাচার বা সদাচার এবং বর্জ্জনাত্মক বৈষ্ণবাচার বা অসদাচার এই উভয়ের কথাই উপদেশ করিয়াছেন। **অসৎসঙ্গ** হইল বর্জ্জনাত্মক আচার বা অসদাচার; সুতরাং অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ-ত্যাগের উপদেশদ্বারা সৎসঙ্গ-গ্রহণের উপদেশই ধ্বনিত হইতেছে; সৎসঙ্গই হইল গ্রহণাত্মক আচার বা সদাচার। সদাচার ও অসদাচারের দিগ্‌দর্শনরূপে দু' একটী উদাহরণও দিয়াছেন। স্ত্রী-সঙ্গীর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সঙ্গ, কৃষ্ণের অভক্তের সঙ্গ, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান-- এই সমস্ত অসৎসঙ্গ বা অসদাচার, সুতরাং বর্জ্জনীয়। আর অকিঞ্চন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ লওয়া হইল--সৎসঙ্গ বা সদাচার, সুতরাং গ্রহণীয়। অকিঞ্চন-শব্দদ্বারা দেহগেহ-বিত্ত-পুত্রাদিতে বাসনাত্যাগও সূচিত হইতেছে।

সৎসঙ্গ—সৎসঙ্গই হইল বৈষ্ণবের সদাচার ; এখন সৎসঙ্গদ্বারা কি বুঝা যায় দেখা যাউক ; সৎএর সঙ্গ সৎসঙ্গ। সৎ কাহে বলে ? অস্ ধাতু হইতে সৎশব্দ নিষ্পন্ন। অস্ ধাতু অস্ত্যর্থে। সুতরাং সৎশব্দের অর্থ হইল,—যিনি আছেন। কোন্ সময়ে আছেন, তাহার যখন কোনও উল্লেখ বা ইঙ্গিত নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে, যিনি সকল সময়েই আছেন,—সৃষ্টির পূর্ব্বেও যিনি ছিলেন, সৃষ্টির সময়েও যিনি ছিলেন, সৃষ্টির পরেও যিনি ছিলেন এবং আছেন, ভবিষ্যতেও যিনি থাকিবেন—অনাদি কালেও যিনি ছিলেন, অনন্তকাল পর্য্যন্তও যিনি থাকিবেন,--যাঁহার অস্তিত্ব নিত্য শাশ্বত—তিনিই মুখ্য সৎ। তাহা হইলে তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং সৎশব্দের মুখ্য অর্থ হইল শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণই আদি সৎ, মূল সৎ, একমাত্র সৎবস্তু। আবার সৎ অর্থ সত্যও হয় ; যিনি মূল সত্যবস্তু, যিনি সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ; সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যমিত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ যাঁহাকে স্তুতি করিয়া থাকেন, সেই স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই মূল সৎবস্তু। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গই হইল মুখ্য-সৎসঙ্গ। কিন্তু জীবের পক্ষে যথাবস্থিত দেহে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ অসম্ভব ; একমাত্র ভাবোপযোগী সিদ্ধ-দেহেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ সম্ভব এবং ভাবোপযোগী সিদ্ধ-দেহে ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে সেবা উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গই বৈষ্ণবের কাম্যবস্তু। ইহা একমাত্র সিদ্ধাবস্থাতেই সম্ভব ; তথাপি ইহাই অনুসন্ধেয়, ইহাই সৎসঙ্গের মধ্যে মুখ্যতম। আর এই অনুসন্ধেয় বস্তুর প্রাপ্তি-বিষয়ে যাঁহারা সহায়তা করেন, তাঁহাদের সঙ্গও সৎ-সঙ্গ। সিদ্ধাবস্থায় সেবার নিমিত্ত ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সঙ্গরূপ সৎসঙ্গ লাভ করিতে হইলে যে যে আচরণ বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, সেই সমস্ত আচরণ বা অনুষ্ঠানের সঙ্গই সাধকের পক্ষে সৎ-সঙ্গ। তাহা হইলে ভজনাঙ্গ-সমূহের অনুষ্ঠান এবং তদনুকূল আচারের পালনই সৎ-সঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা প্রভৃতির স্মরণ, মনন, ধ্যান, কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থাদির পঠন, পাঠন, শ্রবণ, কীর্ত্তন, পূজন, শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন-বন্দনাদি ; তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরামণ্ডলাদির সেবন—স্থূলতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট চৌষট্টি-অঙ্গ ভজন, কি নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানাদিই সাধক বৈষ্ণবের পক্ষে সৎ-সঙ্গ ; ইহাই সদাচার। লীলাস্মরণ—বা অন্তশ্চিন্তিত সেবোপযোগী সিদ্ধদেহে, নিজ ভাবানুকূল লীলাপরিকরদের আনুগত্যে ব্রজেন্দ্রনন্দনের মানসিক-সেবা উপলক্ষ্যে তাঁহার সঙ্গই সাধক-বৈষ্ণবের পক্ষে মুখ্য সৎসঙ্গ বলিয়া মনে হয়। কারণ, ইহাতে ক্ষণেকের জন্যও শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি আসিতে পারে না ; শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিই মূল সদাচার। ২।২২।৯০-পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

সৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুর সঙ্গও সৎ-সঙ্গ ; সৎ-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন-সম্বন্ধীয়। ব্রজেন্দ্রনন্দন-সম্বন্ধীয় বস্তুর সঙ্গ বলিতে উপরি উক্ত ভজনাদির অনুষ্ঠানই বুঝায়।

সৎ-অর্থ সাধুও হয় ; সুতরাং সৎ-সঙ্গ বলিতে সাধু-সঙ্গ বা মহৎ-সঙ্গ বুঝায়। ইহাও ভজনাঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত। "কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ ॥ ২।২২।৪৮ ॥"

অসৎ-সঙ্গ—যাহা সৎ নয়, তাহার সঙ্গই অসৎ-সঙ্গ। সঙ্গ-অর্থ সাহচর্য্যও হয়, আসক্তিও হয়। তাহা হইলে—শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তুর সাহচর্য্য বা অন্য বস্তুতে আসক্তি, কিম্বা সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানব্যতীত অন্য কার্য্যাদির অনুষ্ঠান বা অন্য কার্য্যাদিতে আসক্তিও অসৎসঙ্গ। আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন —"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা। ২।২৪।৭০ ॥" শ্রীকৃষ্ণ-কামনা, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কামনাব্যতীত অন্য বস্তুর কামনাই দুঃসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ। বাহিরের কোনও বস্তুর বা লোকের সঙ্গ অপেক্ষা কামনার সঙ্গ ঘনিষ্ঠ। বাহিরের বস্তুর বা লোকের সঙ্গও আন্তরিক কামনারই অভিব্যক্তিমাত্র। বস্তু বা লোক থাকে বাহিরে, ইচ্ছা করিলে আমরা তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারি, কিন্তু কামনা থাকে হৃদয়ের অন্তস্তলে, আমরা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

যেখানে যাই, কামনাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। সুতরাং কৃষ্ণ-কামনা ও কৃষ্ণভক্তি কামনাব্যতীত অন্য কামনাই সাধকের বিশেষ অনিষ্টজনক, এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাজ্য। এইরূপ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করাই বৈষ্ণবের সদাচার।

বৈষ্ণবাচার—বৈষ্ণবের বিশেষ আচার। এমন কতকগুলি বিশেষ বিধি ও বিশেষ নিষেধ—যাহা ভজনের অনুকূল বলিয়া বৈষ্ণবকে অবশ্যই পালন করিতে হয়। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে, সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে মানুষের জন্য কতকগুলি সাধারণ বিধি ও সাধারণ নিষেধ আছে। যেমন, সদা সত্যকথা কহিবে, নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে—ইত্যাদি মানুষের সাধারণ বিধি; আর মিথ্যা কথা বলিবে না, চুরি করিবে না, পরস্ত্রীগমন করিবে না, ইত্যাদি মানুষের সাধারণ নিষেধ। এই সকল বিধি ও নিষেধ—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগী, ভক্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাধকেরই পালনীয়; আবার যাহারা কোনও সাধন-মার্গের অনুসরণ করে না, তাহাদের পক্ষেও এই সকল সাধারণ বিধি ও নিষেধ পালনীয়; কারণ, যিনি সাধন-ভজন করেন, তিনিও মানুষ, আর যিনি সাধন-ভজন করেন না তিনিও মানুষ। ঐ-সকল সাধারণ বিধি ও নিষেধ মানুষের জন্য—যিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সমাজে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ঐ সকল বিধি ও নিষেধগুলি পালন করিতেই হইবে। নচেৎ তাঁহাকে সমাজকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে হইবে। আবার জাতিবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য কতকগুলি বিশেষ বিধি ও বিশেষ নিষেধ আছে। প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়কে সাধারণ বিধি-নিষেধ তো পালন করিতে হয়ই, তদতিরিক্ত নিজ-সম্প্রদায়গত বিশেষ বিধি ও বিশেষ নিষেধগুলিও পালন করিতে হইবে। যেমন, তুলসীর সম্মান করিবে—ইহা হিন্দুর বিশেষ বিধি, মুসলমান বা খ্রীষ্টানের পক্ষে ইহা অবশ্য-পালনীয় বিধি নহে। গোমাংস-ভক্ষণ হিন্দুর একটী বিশেষ নিষেধ, মুসলমান বা খৃষ্টানের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ নহে। মহাপ্রভু এখানে যে-বৈষ্ণবাচারের কথা বলিতেছেন, তাহা বৈষ্ণবের "বিশেষ-আচার"—অন্যান্য লোকের সঙ্গে সাধারণ আচার নহে। সাধারণ আচরণকে সামান্য সদাচার বলা হয়।

স্ত্রী-সঙ্গী—সন্‌জ্ ধাতু হইতে সঙ্গ-শব্দ নিষ্পন্ন; সন্‌জ্ ধাতুর অর্থ আসক্তি। তাহা হইলে সঙ্গ-শব্দেও আসক্তি বুঝায় (শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৩১।২৯ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদও "সঙ্গমাসক্তিং" অর্থ লিখিয়াছেন)। সঙ্গ আছে যাঁর তিনি সঙ্গী; তাহা হইলে সঙ্গী শব্দের অর্থ হইল—আসক্তিযুক্ত; আর স্ত্রী-সঙ্গী অর্থ—স্ত্রীলোকে আসক্তিযুক্ত; অর্থাৎ কামুক; নিজের স্ত্রীতেই হউক, কি পরের স্ত্রীতেই হউক, স্ত্রীলোকে যাহার আসক্তি আছে, তাহাকেই স্ত্রী-সঙ্গী বলা যায়। কেহ কেহ বলেন, স্ত্রী-সঙ্গী-অর্থ এখানে পরস্ত্রী-সঙ্গী বা পরদার-রত; কিন্তু আমাদের মনে হয়, পরস্ত্রী-সঙ্গী ত বটেই, স্ব-স্ত্রীতে আসক্তিযুক্ত লোককেও এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। স্ত্রী-সঙ্গী অর্থ কেবলমাত্র পরস্ত্রী-সঙ্গী নহে; এইরূপ মনে করার হেতু এই—প্রথমতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে বৈষ্ণবের বিশেষ আচারের কথা বলিতেছেন। সুতরাং যাহা নিষেধ করিবেন, তাহা বৈষ্ণবের পক্ষে অবশ্যত্যাজ্য, অপরের পক্ষে অবশ্যত্যাজ্য না হইতেও পারে; এস্থলে স্ত্রী-সঙ্গী অর্থ যদি কেবল পরস্ত্রী-সঙ্গই হয়, এবং পরস্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ করা যদি কেবল বৈষ্ণবেরই বিধি হয়, তাহা হইলে অপর কাহারও পক্ষে ইহা নিন্দনীয়—সুতরাং পরিত্যাজ্য না হইতেও পারে। কিন্তু ইহা সমীচীন নহে। পরদার-গমন মানুষমাত্রের পক্ষেই নিষিদ্ধ; ইহা মানুষের পক্ষে সাধারণ নিষেধ; বৈষ্ণবও মানুষ, মানুষের সাধারণ নিয়ম তো তাহাকে পালন করিতেই হইবে, অধিকন্তু কতকগুলি বিশেষ নিয়মও পালন করিতে হইবে। এখানে বৈষ্ণবের বিশেষ-নিয়মের মধ্যেই যখন স্ত্রী-সঙ্গ-ত্যাগের আদেশ দিতেছেন, তখন ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, পরস্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ তো বটেই, স্ব-স্ত্রীতেও আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী-শব্দে সাধারণতঃ পরস্ত্রী বুঝায় না—বরং সাধারণতঃ বিবাহিতা পত্নীকেই বুঝায়। অবশ্য "স্ত্রী" বলিতে যখন "স্ত্রীজাতি" বুঝায়, তখন স্ত্রী-শব্দে স্ত্রীলোক মাত্রকেই বুঝাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, এখানে স্ত্রীলোকমাত্রকেই বুঝাইতেছে—সুতরাং স্ত্রী-সঙ্গ অর্থ স্ত্রীলোক-মাত্রের সঙ্গ—তা নিজের স্ত্রীই হউক কি অপর কোনও স্ত্রীলোকই হউক, যে-কোনও স্ত্রীলোকে আসক্তিই বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ হইতেছে। তৃতীয়তঃ, স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রমাণস্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তৃতীয় স্কন্ধের একত্রিশ অধ্যায়ের তিনটী শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য পয়ারের পরে এই শ্লোক তিনটী মূল গ্রন্থে আছে। এই তিনটী শ্লোকের মর্ম্ম এই:—"স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ হইতে লোকের যেরূপ মোহ ও সংসারবন্ধন জন্মে, এমন আর কিছুতেই নহে; এই জাতীয় সঙ্গ হইতে সত্য-শৌচাদি সদ্গুণাবলী নষ্ট হয়, স্থতরাং যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগ শোচনীয় দশাগ্রস্ত-লোকদিগের সঙ্গ কদাচ করিবে না।" এস্থলে যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগ (স্ত্রীলোকের ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র, স্ত্রীলোকের হাতের পুতুল-বিশেষ)-শব্দদ্বারা স্ত্রীলোকে অত্যাসক্তিযুক্ত লোককেই বুঝাইতেছে। যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত শ্লোক-তিনটীর পরে ঐ প্রসঙ্গেই আরও কয়েকটী শ্লোক আছে। প্রথমোক্ত ৩৫শ শ্লোকে স্ত্রী-সঙ্গ ও স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গদ্বারা মোহ ও বন্ধন জন্মে বলিয়া, ৩৬শ শ্লোকে তাহার উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত নিজ কন্যার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন ও গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তার পর ৩৭শ শ্লোকে বলা হইয়াছে, যে ব্রহ্মা স্ত্রীলোক-দর্শনে এত বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহার সৃষ্ট মরীচ্যাদি, মরীচ্যাদির সৃষ্ট কশ্যপাদি এবং কশ্যপাদির সৃষ্ট দেব-মনুষ্যাদি যে যোষিন্মায়ায় আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? দিগ্‌বিজয়ী বীরগণ পর্য্যন্তও স্ত্রীলোকের ভ্রূভঙ্গীমাত্রে তাহার পদানত হইয়া পড়ে—ইহা ৩৮শ শ্লোকে দেখান হইয়াছে। স্ত্রী-মায়ার এইরূপ দুর্দ্দমনীয়া শক্তির উল্লেখ করিয়া ৩৯শ শ্লোকে বলা হইয়াছে:—"যে-ব্যক্তি যোগের পরপারে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, প্রমদার সহিত সঙ্গ করা তাহার কর্ত্তব্য নহে (সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু)। ফলতঃ যোগীরা বলেন, "সৎসঙ্গদ্বারা যাহার আত্মরূপ লাভ প্রতিলব্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে স্ত্রীগণ নরকের দ্বারস্বরূপ; স্থতরাং যোষিৎ-সহবাস তাহার পক্ষে কদাচ বিধেয় নহে।" এই পর্য্যন্ত স্ত্রীসঙ্গসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের যে-কয়টী শ্লোকের কথা বলা হইল, তাহার কোনটীতেই বা কোনটীর টীকাতেই "যোষিৎ"-অর্থে কেবলমাত্র যে পরস্ত্রী বুঝায়, তাহার উল্লেখ নাই; বরং শেষোক্ত শ্লোকের টীকায় শ্লোকোক্ত "প্রমদাসু" শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"প্রমদাসু স্বীয়াসু অপি।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"প্রমদাসু স্বীয়াসু অপি সঙ্গং আসক্তিং ন কুর্য্যাৎ।" নিজের বিবাহিতা স্ত্রীতেও আসক্তিযুক্ত হইবে না। টীকার "স্বীয়াসু অপি" অংশের "অপি"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, পরকীয়া স্ত্রীর সঙ্গ তো দূরের কথা, স্বকীয়া-স্ত্রীর প্রতিও আসক্তি পোষণ করিবে না। পরবর্ত্তী ৪০ শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, স্ত্রীর প্রতি আসক্তিপোষণ তো দূরের কথা, যিনি বুদ্ধিমান্, তাঁহার পক্ষে স্ত্রীলোকের কোনওরূপ সংশ্রবই মঙ্গলজনক নহে। 'যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্ম্মিতা। তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্॥" এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"যাচ পুরুষং বিরক্তং জ্ঞাত্বা স্বীয় নিষ্কামতাং ব্যঞ্জয়ন্তী শুশ্রূষাদিমিষেণ উপযাতি, সাপি অনর্থকারিণীত্যাহ যোপযাতীতি। অত্র তৃণাচ্ছাদিতকূপস্থ ময়ি জনঃ পতত্বিতি ভাবনাভাবাৎ কস্যচিৎ পার্শ্বেঽপ্যনাগমাৎ সর্ব্বত্রোদাসীনা বা ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাদিমতী বা উন্মাদাদচেতনা নিদ্রাণা বা মৃতাপি বা স্ত্রী সর্ব্বথৈব দূরে পরিত্যজ্যা ইতি-ব্যঞ্জিতম্॥" এই টীকানুযায়ী উক্ত শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপ:—স্ত্রীলোক দেবনির্ম্মিত মায়াবিশেষ; এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া বড় শক্ত ব্যাপার। এজন্য স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়াই সঙ্গত নহে। পুরুষকে বিরক্ত নিষ্কাম মনে করিয়া নিজেরও নিষ্কামতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক কেবল সেবাশুশ্রূষার উদ্দেশ্যেও যদি কোনও স্ত্রী কোনও পুরুষের নিকটবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলেও ঐ স্ত্রীকে নিজের অমঙ্গলকারিণী বলিয়া মনে করিবে—তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায়, তাহাকে স্ত্রীত্বাচ্ছাদিতা নিজমৃত্যুর ন্যায় জ্ঞান করিবে। স্ত্রীলোক যদি ভক্তিমতী, জ্ঞানমতী এবং বৈরাগ্যমতীও হয়, অথবা উন্মাদ-রোগবশতঃ অচেতনাও হয়, কিম্বা নিদ্রিতা, এমন কি মৃতাও হয়, তথাপি তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে না—সর্ব্বদা তাহা হইতে দূরে থাকিবে।" উক্ত আলোচনা হইতে বোধ হয় স্পষ্টই বুঝা যায়—"স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু" বলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবল পরস্ত্রী-সঙ্গকেই লক্ষ্য করেন নাই, স্বকীয়া স্ত্রীতে আসক্তিযুক্ত ব্যক্তিকেও লক্ষ্য করিয়াছেন। ভক্তমাল গ্রন্থেও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়:—"প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতন ধন, অনেক যে দুঃখেতে মিলয়। দেহ, গেহ, পুত্র, দার, বিষয়-বাসনা আর, সর্ব্বআশা যদি তেয়াগয়।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আরও একটী কথা এস্থানে বিবেচ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কেবল পুরুষ বৈষ্ণবের আচারেরই উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নহে ; স্ত্রীলোক-বৈষ্ণবের আচারও উপদেশ করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ভক্তিমার্গে সমান অধিকার। পুরুষের পক্ষে যেমন স্ত্রী-সঙ্গ ভজনের পক্ষে দূষণীয়, স্ত্রীলোকের পক্ষেও পুরুষ-সঙ্গ সেইরূপ ভজনের পক্ষে দূষণীয়। স্ত্রী-সঙ্গ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোকগুলি উপরে আলোচিত হইল, তাহাদের অব্যবহিত পরে ৪১।৪২ শ্লোকেই ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম এই :—"পুরুষ স্ত্রী-সঙ্গ-বশতঃ, অন্তকালে স্ত্রীর ধ্যান করিতে করিতে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক মোহবশতঃ যাহাকে পতি বলিয়া মনে করে, সেও পুরুষতুল্য আচরণ-কারিণী ভগবন্মায়া মাত্র। বিত্ত, অপত্য, গৃহাদি সমস্তই ভগবন্মায়া। ব্যাধের সঙ্গীত যেমন শ্রবণ-সুখদ হওয়াতে মৃগের নিকটে অনুকূল বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু তাহা মৃগের পক্ষে যেমন মৃত্যু-স্বরূপ ; তেমনি পতি, পুত্র, গৃহবিত্তাদি অনুকূল বলিয়া মনে হইলেও মুক্তিকামা স্ত্রীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। "যাং মন্যতে পতিং মোহান্মন্মায়ামৃষভায়তীম্। স্ত্রীত্বং স্ত্রীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিত্তাপত্যগৃহপ্রদম্॥ তামাত্মনো বিজানীয়াৎ পত্যপত্যগৃহাত্মকম্। দৈবোপসাদিতং মৃত্যুং মৃগয়োর্গায়নং যথা॥ শ্রীভা. ৩।৩১।৪১-৪২॥"

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরবর্গের মধ্যে সেন-শিবানন্দ প্রভৃতি অনেকেই গৃহী ছিলেন ; সুতরাং স্ত্রীলোকের সংশ্রবেও তাঁহারা ছিলেন। তবে কি তাঁহারা "অসাধু" এবং তাঁহাদের আচরণ কি অনুসরণীয় নহে ? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে—প্রথমতঃ, তাঁহারা গৃহী হইলেও স্ত্রীলোকে আসক্ত ছিলেন না ; সুতরাং তাঁহাদিগকে স্ত্রী-সঙ্গী বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা ভগবৎপরিকর ; তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও ভগবৎপরিকর। তাঁহাদের অনেকেই শ্রীভগবানের কায়ব্যূহ ; সুতরাং ভগবত্তত্ত্বে ও তাঁহাদের তত্ত্বে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নাই ; আর যাঁহারা কায়ব্যূহ নহেন, তাঁহারাও হয়ত নিত্যসিদ্ধ আর না হয় সাধন-সিদ্ধ। ভগবানের আচরণ এবং সিদ্ধ পার্ষদের আচরণ ভক্তিশাস্ত্রানুসারে সাধকের অনুকরণীয় নহে। বৃন্দাবনবাসী শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণও ভগবৎপরিকর ; তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের দ্বারা সাধক-ভক্তের আচরণ জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ; তাই ঐ গোস্বামিপাদগণের আচরণই সাধক ভক্তের অনুকরণীয়। রমণীসংশ্রবে থাকিয়া গোস্বামিপাদগণের কেহই ভজনের আদর্শ দেখাইয়া যায়েন নাই। তৃতীয়তঃ, সেন শিবানন্দাদি গৌরপরিকরদের মধ্যে যাঁহারা গৃহী ছিলেন, তাঁহাদের গৃহস্থাশ্রম, মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নহে ; পরন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নর-লীলার সহায়তা করার জন্য। অনাসক্তভাবে সংসারে স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে থাকিয়াও কিরূপে ভগবদ্ভজন করা যায়, তাঁহারা তাহার আদর্শই দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারাই গৃহী সাধক-ভক্তদের অনুসরণীয়—আদর্শস্থানীয়। আবার প্রশ্ন হইতে পারে, সাধক-ভক্তদের মধ্যে যাঁহারা গৃহী, সুতরাং স্ত্রীলোকের সংসর্গে আছেন, তাঁহারা কি অসাধু ? ইহার উত্তর এই :—অনেক সাধক-ভক্ত আছেন, যাঁহারা স্ত্রীলোকের সংশ্রবে থাকিলেও স্ত্রীলোকে আসক্ত নহেন ; জলে পদ্ম-পত্রের মত তাঁহারা অনাসক্তভাবে বিষয়ের মধ্যে আছেন ; তাঁহারা অসাধু নহেন, তাঁহারা ভুবন-পাবন। তাঁহারাই গৃহস্থ সাধকের আদর্শ-স্থানীয়। অনাসক্তভাবে যথাযুক্ত বিষয় ভোগ করায় ভক্তি-অঙ্গের বিঘ্ন হয় না। আর যাঁহারা এখনও বিষয়াসক্তি দূর করিতে পারেন নাই, অথচ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া ভজনাঙ্গ-সমূহের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং বিষয়াসক্তি দূর করিবার জন্য ভগবৎ-চরণে প্রার্থনা জানাইতেছেন, তাঁহারাও অসাধু নহেন ; কারণ, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু।

স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গত্যাগ-দ্বারা ইহকালের ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বস্তুতে আসক্তি-ত্যাগের কথাই উপলক্ষিত হইতেছে।

কৃষ্ণাভক্ত—কৃষ্ণ+অভক্ত ; কৃষ্ণের অভক্ত ; কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ লোকের সঙ্গও ত্যাগ করিবে ; কারণ, তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা সংক্রমিত হইতে পারে, ভক্তি অন্তর্হিত হইতে পারে। নিজের বহির্ম্মুখতা আরও গাঢ় হইতে পারে।

সাধকের পক্ষে একটী কথা স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এই যে স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ, কি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জনের

তথাহি (ভা. ৩।৩১।৩৫)—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ। যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ৩৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যথা চ যোষিৎসঙ্গিনাং সঙ্গতো বন্ধঃ তথা অন্যস্য প্রসঙ্গতঃ ন ভবেৎ ॥ স্বামী ॥ তদ্দোষমেব দর্শয়তি ন তথেতি। সঙ্গোঽত্র তদ্বাসনয়া তদ্বার্ত্তাময়ঃ। শ্রীজীব। ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সঙ্গত্যাগের কথা বলা হইল, তাহাতে স্ত্রী সঙ্গীর প্রতি, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জনের প্রতি যেন কাহারও অবজ্ঞার ভাব না আসে। কাহাকেও অবজ্ঞা করিলে বোধ হয় অপরাধী হইতে হইবে। স্ত্রী-সঙ্গীই হউন, আর কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখই হউন, কেহই বৈষ্ণবের অবজ্ঞার বা নিন্দার পাত্র নহেন। সকল জীবের মধ্যেই, পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত আছেন ; সুতরাং সকল জীবই শ্রীভগবানের শ্রীমন্দিরতুল্য। কোনও সেবক তাহার শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে শ্রীমন্দির যদি অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কোনও ভক্তই ঐ শ্রীমন্দিরের বা শ্রীমন্দিরস্থ শ্রীবিগ্রহের অবজ্ঞা করেন না ; অভক্ত-জীব সংস্কারবিহীন শ্রীমন্দিরতুল্য—তাঁহার অন্তরেও শ্রীভগবান্ আছেন ; সুতরাং ভক্তের নিকট তিনিও সম্মানার্হ। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান ॥" এজন্যই বলা হইয়াছে—"ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥ এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সবারে প্রণতি। শ্রীচৈতন্যভাগবত ॥"

স্বরূপতঃ কোন জীবই অসৎ নহে, সুতরাং অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার পাত্র নহে। জীবের শিশ্নোদর-পরায়ণতা, কিম্বা কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতাই অবজ্ঞার বিষয় ; এ সমস্ত হইতে দূরে থাকিবে। অসদ্ভাবের আধার বলিয়াই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাজ্য ; আধেয়ের দোষে আধার ত্যাজ্য। সুরার আধার হইলে স্বর্ণপাত্রও অস্পৃশ্য ; কিন্তু স্বর্ণপাত্র স্বরূপতঃ অস্পৃশ্য নহে ; সুরার অস্পৃশ্যতা স্বর্ণপাত্রে সংক্রমিত বা আরোপিত হইয়াছে। তথাপি, অসৎলোক দেখিলেই মাদৃশ জীবের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আসে। এরূপ স্থলে অবজ্ঞার অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এইভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা যায় :—আমার মধ্যে যে-ভাব নাই, যে-ভাবের ধারণাও আমার নাই, আমি অপরের মধ্যে সেই ভাবটীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করিতে পারি না। আমার মধ্যে যে ভাবটী জাগ্রত বা সুপ্তাবস্থায় আছে, অপরের সেই ভাবটীই আমি লক্ষ্য করিতে পারি। সুতরাং যখনই অপরের মধ্যে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বা ভগবদ্বহির্ম্মুখতা আমি দেখিতে পাই, তখনই বুঝিতে হইবে, আমার নিজের মধ্যেই ঐ দোষটী বর্ত্তমান রহিয়াছে। এরূপ স্থলে আমি মনে করিতে পারি—দর্পণে যেমন কোনও বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সেই রূপই ঐ ব্যক্তির মধ্যে আমার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও ভগবদ্বহির্ম্মুখতাদি প্রতিফলিত হইয়াছে। আমার মঙ্গলের জন্য, আমার সংশোধনের জন্যই, পরম-করুণ শ্রীভগবান্ আমার সাক্ষাতে আমার দোষটী প্রকট করিয়াছেন ; ঐ দোষটী আমার— তাহার নহে, এইরূপ চিন্তা অভ্যাস করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে দোষটী সংশোধনের চেষ্টা করিলে, কোনও সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায়, ঐ দোষটী নির্ম্মূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে এবং ভক্তির পূতধারায় হৃদয় পরিষিক্ত হইলে ঐরূপ দোষের ধারণা পর্য্যন্তও হৃদয় হইতে নিঃসারিত হইতে পারে। তখন নিতান্ত অসচ্চরিত্র—নিতান্ত বহির্ম্মুখ লোককে দেখিলেও তাহার দোষ লক্ষিত হইবে না।

শ্লো। ৩৯। অন্বয়। যথা যোষিৎ-সঙ্গাৎ (যোষিৎ-সঙ্গ —স্ত্রী-সঙ্গ—স্ত্রীলোকে আসক্তি হইতে যেরূপ) যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ (এবং স্ত্রীসঙ্গীর- সঙ্গ হইতে যেরূপ) পুংসঃ (লোকের) মোহঃ (মোহ) ভবেৎ (হয়) বন্ধঃ চ (এবং বন্ধন) [ভবেৎ] (হয়) অন্যপ্রসঙ্গতঃ (অন্যলোকের সঙ্গ হইতে) অস্য (ইহার—লোকের) তথা (সেইরূপ—সেইরূপ মোহ ও বন্ধন) ন (হয় না)।

তথাহি তত্রৈব (ভা. ৩।৩১।৩৩-৩৪)—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রী শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সঙ্ক্ষয়ম্ ॥ ৪০
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥ ৪১

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।২২৪)—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।৫১) কাত্যায়ন-
সংহিতাবচনম্,—

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জনসংবাসবৈশসম্ ॥ ৪২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অসৎসঙ্গং নিন্দতি সত্যমিতি ত্রিভিঃ। বুদ্ধিঃ পরমপুরুষার্থবিষয়া। হ্রীর্লজ্জা। শ্রীর্ধনধান্যলক্ষণা। যশঃ কীর্ত্তিঃ। ক্ষমা সহিষ্ণুত্বম্। শমো বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দমো মনোনিগ্রহঃ। ভগ উন্নতিঃ। যৎসঙ্গাৎ যেষামসতাং সঙ্গাৎ ॥ স্বামী ॥ ৪০

খণ্ডিতাত্মসু দেহাত্মবুদ্ধিষু যোষিতাং ক্রীড়ামৃগবদধীনেষু ॥ স্বামী ॥ ৪১

বরমিতি। বিশেষেণাবস্থিতি নিবাসঃ। শৌরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য কিঞ্চিচ্চিন্তায়া অপি বিমুখো যো জনস্তেন সংবাসঃ সহবাস এব বৈশসং পীড়া তু নৈব সোঢ়ব্যমিত্যর্থঃ। লোকদ্বয়ে স্বকুলস্যাপ্যনর্থাবহত্বাৎ। শ্রীসনাতন। ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। স্ত্রীসঙ্গ (স্ত্রীলোকে আসক্তি) এবং স্ত্রীসঙ্গীর (স্ত্রীলোকে আসক্ত লোকের) সঙ্গ হইতে পুরুষের যেরূপ মোহ ও সংসার-বন্ধন হয়, অন্যজনসঙ্গ হইতে সেইরূপ হয় না। ৩৯

এই শ্লোকে **সঙ্গ**-শব্দের অর্থে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—সঙ্গোঽত্র তদ্বাসনয়া তদ্বার্ত্তাময়ঃ—স্ত্রীসঙ্গের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া স্ত্রীসঙ্গবিষয়ক কথাবার্ত্তাময় সঙ্গ। যাহারা গৃহী, তাহাদের পক্ষে স্ত্রীলোকের সংশ্রব ত্যাগ সম্ভব নহে ; কিন্তু স্ত্রীসঙ্গমের কামনা পোষণ করিয়া স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়া এবং সংশ্রবে যাইয়াও যাহাতে সঙ্গমের বাসনা বর্দ্ধিত হইতে পারে, তদ্রূপ আলাপ-আলোচনা দূষণীয়। স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করিলেও তদ্রূপ কথাবার্ত্তা হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা বিশেষরূপে উদ্দীপিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গও দূষণীয়।

স্ত্রীসঙ্গের এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গের দোষ দেখাইয়া এই শ্লোকে ঐরূপ সঙ্গত্যাগের উপদেশই দিতেছেন। এইরূপে এই শ্লোক ৪৯ পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৪০-৪১। অন্বয়। যৎসঙ্গাৎ (যাহাদের সঙ্গের প্রভাবে) সত্যং (সত্য, সত্যের প্রতি আদর) শৌচং (পবিত্রতা) দয়া (দয়া) মৌনং (মৌন, বাক্‌সংযম) বুদ্ধিঃ (সদ্বুদ্ধি) হ্রীঃ (লজ্জা) শ্রীঃ (সৌন্দর্য্য, বা ধনধান্যাদি সম্পত্তি) যশঃ (কীর্ত্তি) ক্ষমা (ক্ষমাগুণ, সহিষ্ণুতা) শমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম) দমঃ (মনের নিগ্রহ) ভগঃ (উন্নতি) সংক্ষয়ং যাতি (সম্যক্‌রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়) তেষু (সে-সমস্ত) অশান্তেষু (বাসনার দাস চঞ্চলচিত্ত) মূঢ়েষু (মুগ্ধ, মূর্খ) শোচ্যেষু (শোচনীয় অবস্থাপন্ন) খণ্ডিতাত্মসু (দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট) যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগেষু চ (এবং স্ত্রীলোকের ক্রীড়ামৃগতুল্য) অসাধুষু (অসাধু—অসদাচার ব্যক্তিদের) সঙ্গং (সঙ্গ) ন কুর্য্যাৎ (করিবে না)।

অনুবাদ--দেবহূতির প্রতি কপিলদেব বলিলেন :—যাহাদের সঙ্গের প্রভাবে সত্য (সত্যের প্রতি আদর), শৌচ (পবিত্রতা), দয়া, মৌন (বাক্‌সংযম), সদ্বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী (সৌন্দর্য্য, বা ধনধান্যাদি সম্পত্তি), কীর্ত্তি, ক্ষমাগুণ (সহিষ্ণুতা), শম (বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম), দম (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ) এবং ভগ (উন্নতি) সম্যক্‌রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—সে-সমস্ত অশান্ত (বাসনার দাস চঞ্চলচিত্ত) মূঢ় (স্ত্রীমায়ায় মুগ্ধ), শোচনীয় দশাগ্রস্ত, দেহে-আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং স্ত্রীলোকের ক্রীড়া মৃগতুল্য অসাধু (অসদাচার) ব্যক্তিদের সঙ্গ (তাহাদের সহিত একত্রবাস বা কথোপকথনাদি) করিবে না। ৪০-৪১

স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গের দোষ দেখাইয়া এই শ্লোকে স্পষ্টভাবেই তাহার সঙ্গত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। এই শ্লোকও ৪৯-পয়ারোক্তির প্রমাণ।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ (অগ্নির শিখাময় পিঞ্জরের মধ্যে অবস্থিতি) বরং (শ্রেয়ঃ), শৌরিচিন্তাবিমুখজন সংবাসবৈশসং (শ্রীকৃষ্ণচিন্তাবিমুখজনের সহবাসরূপ পীড়া) ন (শ্রেয়ঃ নহে)।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকপাদঃ—
মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি ভগবদ্-
ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্ ॥ ৪৩

এ সব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥ ৫০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হে প্রভো ভবত স্তব ভক্তিহীনান্ অতএব ক্ষীণপুণ্যান্ অসাধূন্ মনুষ্যান্ ক্বচিদপি কুত্রচিৎ সময়েঽপি মা দ্রাক্ষীঃ। শ্লোকমালা। ৪৩

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। অগ্নির শিখাময় পিঞ্জরের মধ্যে বাস করা বরং ভাল; তবুও কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসরূপ ক্লেশ ভোগ করিবে না। ৪২

হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ—হুতবহের (হুতাশনের, অগ্নির) জ্বালা (শিখা) পরিপূর্ণ পঞ্জরের (পিঞ্জরের) অন্তঃ (মধ্যে) ব্যবস্থিতিঃ (বিশেষরূপে অবস্থান); আগুনের শিখা-পরিপূর্ণ পিঞ্জরের মধ্যে কেহ যদি বসিয়া থাকে, তাহা হইলে আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেলেও নড়িতে চড়িতে পারে না—দূরে সরিয়া যাওয়া তো দূরের কথা; এরূপ অবস্থায় বসিয়া থাকিয়া অগ্নির দাহজনিত যন্ত্রণা ভোগ করাও বরং ভাল, তথাপি **শৌরিচিন্তা-বিমুখজনসংবাস-বৈশসং**—শৌরীর (শ্রীকৃষ্ণের) চিন্তাবিষয়ে বিমুখ (শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ) জনের সংবাস (সহবাস)-রূপ বৈশস (পীড়া, কষ্ট) ভোগ করিবে না, শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-জনের সঙ্গ করিবে না (তাহার সহিত একত্র অবস্থান বা কথোপকথনাদি করিবে না)।

কৃষ্ণাভক্তের—কৃষ্ণবহির্ম্মুখজনের—সঙ্গও যে পরিত্যাজ্য, এই ৪৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৪৩। অন্বয়। ভগবদ্ভক্তিহীনান্ (ভগবদ্ভক্তিহীন) ক্ষীণপুণ্যান্ (ক্ষীণপুণ্য) মনুষ্যান্ (লোক-দিগকে) ক্বচিদপি (কখনও) মা দ্রাক্ষীঃ (দর্শন করিবে না)।

অনুবাদ। ভগবদ্ভক্তিহীন ক্ষীণপুণ্য লোকদিগকে কখনও দর্শন করিবে না। ৪৩

এই শ্লোকও পূর্ব্ববর্ত্তী ৪২ শ্লোকের ন্যায় ৪৯-পয়ারের প্রমাণ।

৫০। **এই সব ছাড়ি**—স্ত্রী-সঙ্গীর-সঙ্গ ও কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জনের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া। **আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম**—বর্ণাশ্রমধর্ম্মও ত্যাগ করিয়া। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ত্যাগও বৈষ্ণবের বর্জ্জনাত্মক আচার। ইহার হেতু এই—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মদ্বারা ইহকালের বা পরকালের ভোগ্য বস্তু লাভ হয়। কিন্তু ইহকালের বা পরকালের ভোগ্য-বস্তু-লাভের বাসনা যতদিন হৃদয়ে থাকিবে, ততদিন কৃপা হইতে পারে না, সুতরাং বৈষ্ণবের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনাও জন্মিতে পারে না। "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়োভবেৎ॥ ভ. র. সি. ১।২।১৫॥" এজন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভক্তির অঙ্গ নহে; "সম্মতং ভক্তি-বিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণাং॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু॥ ১।২।১১৮॥ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীব রৌরব হইতেও উদ্ধার পাইতে পারে না। "চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে॥ ২।২২।১৯॥" তাই শ্রুতিও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-ত্যাগের কথা বলিয়াছেন। "বর্ণাদিধর্ম্মং হি পরিত্যজন্তঃ স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি। মৈত্রেয় উপনিষৎ।—যাঁহারা বর্ণাশ্রমাদিবিহিত ধর্ম্ম-ত্যাগ করেন, তাঁহারা স্বানন্দতৃপ্ত হয়েন।" একথার তাৎপর্য্য ইহা নয় যে—কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিলেই লোক কৃতার্থ হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহারাই ভগবানের কৃপায় কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন। একথাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া উপদেশ করিয়াছেন। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥ গীতা ১৮।৬৬॥" শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥ ১১।১১।৩২॥"

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৪৪

ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥ ৫১

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গীতোক্ত "পরিত্যজ্য—পরিত্যাগ করিয়া"—এবং শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "সন্ত্যজ্য—সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়া"-বাক্য হইতে ভজনের আরম্ভেই স্বধর্ম্মাদি ত্যাগের কথা জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্রও একথা বলিয়াছেন। "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি। যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ ১৫।১৭॥—শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিতেছেন—স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিচরণ-পদ্ম-ভজনকারী কোনও ব্যক্তির যদি অপক্ক দশাতেই (ভজনারম্ভেই) কিম্বা যে কোনও অবস্থাতেই পতন (ভজনপথ হইতে চ্যুতি বা মৃত্যু) হয়, তাহা হইলে কি তাহার কোনও অকল্যাণ হয়?—হয় না। আর হরি-চরণারবিন্দের ভজনব্যতিরেকে কেবল স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা কোন্ ব্যক্তিই বা অর্থ লাভ করিয়াছে?—কেহই না।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—এই শ্লোকের "ত্যক্ত্বা"-শব্দের "ক্ত্বা"-প্রত্যয়ের দ্বারা ভজনারম্ভ-দশাতেই স্বধর্ম্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যিনি ভজন করেন, তাঁহার কোনও অমঙ্গল হয় না। "ক্ত্বা-প্রত্যয়েন ভজনারম্ভদশায়ামপি কর্ম্মানুবৃত্তির্নিষিদ্ধা স্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা যো ভজন্ স্যাদমুষ্যাভদ্রং তাবন্ন ভবদেব।" যদি অপক্ক (ভগবৎ-প্রাপ্তির অযোগ্য) অবস্থায়ও তাঁহার মৃত্যু হয়, অথবা যদি অন্য কোনও বস্তুতে আসক্তিবশতঃ (যেমন ভরত-মহারাজ হরিণ-শিশুতে আসক্ত হইয়াছিলেন) বা দুরাচারতাবশতঃ ভক্তিপথ হইতে তিনি ভ্রষ্ট হয়েন, তথাপিও স্বধর্ম্মত্যাগবশতঃ কোনও অমঙ্গল তাঁহার হইবে না। "যদি পুনঃ অপক্কো ভগবৎপ্রাপ্ত্যযোগ্যো ম্রিয়েত জীবদেব বা কথঞ্চিদন্যাসক্তস্ততো ভজনাৎ দুরাচারতয়া বা পতেৎ তদপি কর্ম্মত্যাগনিমিত্তমভদ্রং নো ভবেদেব।" কেন অমঙ্গল হইবে না, তাহার হেতুরূপে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—"ভক্তিবাসনায়াস্ত্বনুচ্ছিত্তিধর্ম্মত্বাৎ সূক্ষ্মরূপেণ তদাপি সত্বাৎ কর্ম্মানধিকারাদিত্যাহ।—স্বরূপতঃই ভক্তিবাসনার বিনাশ নাই; পতিত বা মৃত অবস্থাতে তাহা সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে।" উক্ত শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন—"ভক্তিবাসনায়া অবিচ্ছিত্তিধর্ম্মত্বাৎ—ভক্তিবাসনার ধর্ম্মই এই যে, ইহার বিনাশ নাই।" এজন্যই গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। ভক্তিবাসনা হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তি; স্বরূপশক্তি নিত্য—অবিনাশী বস্তু। **অকিঞ্চন হঞা**—শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করিবার জন্য গৃহ-বিত্ত, স্ত্রী-পুত্রাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ এসমস্তে আসক্তি ত্যাগ করিয়া। **কৃষ্ণৈকশরণ**—কৃষ্ণকেই একমাত্র শরণ বা আশ্রয় করিয়াছেন যিনি। সাংসারিক লোক আপদ-বিপদে নিজের শক্তি, আত্মীয়-স্বজনের শক্তি, প্রতিপত্তি, বিত্ত-বুদ্ধি-আদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; অনেক সময় রাজশক্তির সহায়তাও গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু যিনি অকিঞ্চন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি প্রাণান্তেও শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কাহারও সহায়তা ভিক্ষা করেন না। শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে কৃষ্ণ যে সমস্ত অন্তরায় হইতে উদ্ধার করেন, তাহার প্রমাণ নিম্ন-শ্লোক।

শ্লো। ৪৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। ২।৯।২৩ শ্লোকের টীকাদিও দ্রষ্টব্য।

৫১। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০-পয়ারে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণ লওয়ার কথাই বলা হইয়াছে। এক্ষণে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেই যে সর্ব্বসিদ্ধি হয়, সুতরাং কৃষ্ণব্যতীত অন্যের ভজন কেন নিষ্প্রয়োজন, তাহা বলিতেছেন। যিনি বুদ্ধিমান্ (পণ্ডিত), তিনি কৃষ্ণব্যতীত কখনও অপর কাহারও ভজন করেন না; কারণ, কৃষ্ণ ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ এবং বদান্য। **ভক্তবৎসল**—যে ভজন করে, তাহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, অত্যন্ত কৃপালু; সন্তানের প্রতি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মাতার যেরূপ স্নেহ, ভজনকারীর প্রতিও কৃষ্ণের সেইরূপ স্নেহ ও করুণা। ধূলা-ময়লা-মাখা সন্তানকেও মাতা যেমন স্নেহভরে কোলে তুলিয়া লয়েন, স্তন পান করাইয়া সান্ত্বনা দান করেন, ধূলা-ময়লা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া কোলে তুলিয়া লয়েন,—ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার ভজনকারী, তাঁহার শরণাগত পাপী-পতিতকে তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় দেন, তাঁহার পাপ-তাপাদি স্বীয় স্নেহ-করুণায় দূর করিয়া দেন এবং স্বীয় পদকমলের মধু পান করাইয়া তাঁহার ত্রিতাপ-দগ্ধ-সংসারশ্রম-ক্লান্ত চিত্তকে সুশীতল ও স্নিগ্ধ করেন। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ ভজনীয়-গুণের নিধি।

কৃতজ্ঞ—কৃতকর্ম্ম যিনি জানেন, তাঁহাকে কৃতজ্ঞ বলে। শ্রীকৃষ্ণ কৃতজ্ঞ—যে যাহা করে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারেন; সুতরাং যে-লোক তাঁহার ভজন করেন,—তিনি ঐকান্তিকতার সহিতই ভজন করুন, আর না-ই করুন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভজনের বিষয় জানিতে পারেন; জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি কৃপা করেন। সুতরাং—"আমি মনে-প্রাণে তাঁহার নাম করিতে পারিতেছি না,—তাঁহার চরণে সরল-প্রাণের কাতর প্রার্থনা জানাইতে পারিতেছি না, আমার প্রার্থনা তাঁহার চরণে পৌঁছিবে না, সুতরাং তিনি ভক্তবৎসল হইলেও আমি তাঁহার কৃপা পাইতে পারিব না"—ইত্যাদি ভাবিয়া কাহারও পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণ ভজন হইতে বিরত হওয়া উচিত নহে; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ কৃতজ্ঞ—সকলের সকল কাজই তিনি জানিতে পারেন। ইহাও একটী ভজনীয় গুণ।

সমর্থ—পারগ; যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ। প্রশ্ন হইতে পারে—কৃষ্ণ ভক্তবৎসল হইতে পারেন, তিনি কৃতজ্ঞ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিবেন কিনা? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—হাঁ, তিনি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিবেন; কারণ, যাহা ইচ্ছা, তাহাই তিনি করিতে সমর্থ—তাহাই করার শক্তি তাঁহার আছে।

বদান্য—দাতা। প্রশ্ন হইতে পারে, আমার মনোবাসনা পূর্ণ করার শক্তি তাঁহার থাকিতে পারে; কিন্তু তথাপি তিনি আমার বাসনা পূর্ণ না করিতেও পারেন। ক্ষুধার্ত্তের কাতর ক্রন্দনে ধনীর প্রাণ বিগলিত হইতে পারে, তাহার দুরবস্থা দূর করিবার জন্য ধনীর ইচ্ছাও হইতে পারে, তদুপযোগী প্রচুর অর্থও ধনীর থাকিতে পারে, তথাপি তিনি যদি কৃপণ হয়েন, তবে ত ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিবেন না। ইহার উত্তরেই বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ কৃপণ নহেন, তিনি বদান্য—দাতা-শিরোমণি; এক পত্র তুলসীর বিনিময়ে, একবিন্দু জলের বিনিময়ে তিনি ভক্তের নিকটে আত্মপর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া থাকেন, এত বড় দাতা তিনি।

শ্রীকৃষ্ণকেই যে ভক্তি করিতে হইবে, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ ভজনীয় গুণের নিধি, এজন্য কৃষ্ণকে ভজন করা উচিত। প্রশ্নোত্তরে এই পয়ারের মর্ম্ম এইরূপে প্রকাশ করা যায়:—শ্রীকৃষ্ণকে ভজন কর। প্রশ্ন—কেন? শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিয়া কি হইবে? উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল; যিনি তাঁহার ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ও করুণা প্রকাশ করেন। সন্তানের প্রতি মায়ের যেরূপ স্নেহ ও করুণা, ভক্তের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের সেইরূপ স্নেহ ও করুণা। সন্তান যখন মা মা বলিয়া কাঁদিতে থাকে, মা যেমন তখনই অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত দৌড়িয়া আসিয়া সন্তানকে কোলে তুলিয়া লয়েন, ধূলা-ময়লা-মাখানো ছেলেকেও কোলে তুলিয়া আদর যত্ন করেন, ধূলা-ময়লা না ছাড়াইয়াও স্তন পান করাইয়া সান্ত্বনা দান করেন—শ্রীকৃষ্ণ তেমনি ব্যগ্রতার সহিত ভজনকারী জীবকে শ্রীচরণে টানিয়া লয়েন, পাপাদির বিচার করেন না, কেহ তাঁর শরণাপন্ন হইলে অমনি তিনি তাহাকে গ্রহণ করেন, তাহার পাপ-কলুষাদি দূর করিয়া শ্রীচরণকমলের সুধা পান করাইয়া জীবের সংসার-ভ্রমণ জনিত শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর করেন, তাহার ত্রিতাপ-জ্বালা নিবারণ করেন। যে-ছেলে মায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে, মায়ের অনিষ্ট কামনা করে, মা যেমন তাহার প্রতিও স্নেহশীলা—সেইরূপ, যে-জীব শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট করার জন্য তাঁহার সমীপবর্ত্তী হয়, কৃষ্ণ তাহাকেও কৃপা করেন। পূতনাই তাহার দৃষ্টান্ত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করাই কর্ত্তব্য। প্রশ্ন—আমি যে ভজন করিতেছি, তাহা তিনি জানিতে পারিলে তো আমাকে কৃপা করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিবেন। ছেলে যখন কাতর প্রাণে মা মা বলিয়া ডাকে, তখনই মা তাকে কোলে নেন। কিন্তু আমি তো কাতর প্রাণে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে পারিব না। আমি তো

তথাহি (ভা. ১০।৮৮।২৬)—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্-
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতিসুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ৪৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স্বমনোরথঃ পরিপূরিত ইতি তুষ্টমাহ কঃ পণ্ডিত ইতি। ঋতগিরঃ সত্যবাচঃ। ত্বত্তোঽপরং শরণং কঃ সমীয়াৎ গচ্ছেৎ। যতো ভবান্ ভজতঃ সর্ব্বানভিতঃ কামাংশ্চ দদাতি আত্মানমপীতি। স্বামী। ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ঐকান্তিকভাবে তাঁহার ভজন করিতে পারিব না ; বিষয়বাসনায় আমার চিত্ত যে মলিন, বিষয়ের আকর্ষণে আমার চিত্ত যে বিক্ষিপ্ত। আমার ডাক তাঁর চরণে পৌছিবে কেন ? উত্তর—তুমি কাতরপ্রাণে অকপট-চিত্তে তাঁকে ডাকিতে সমর্থ নাই বা হইলে। তথাপি তোমার ডাক তাঁর চরণে পৌছিবে, তোমার ভজনের বিষয়—তাহা ঐকান্তিক না হইলেও—তিনি জানিতে পারিবেন ; কারণ, তিনি যে কৃতজ্ঞ ; যে যে-ভাবে যাহা করে, তাহাই তিনি জানিতে পারেন। সুতরাং তোমার হতাশ হওয়ার কিছু কারণ নাই ; শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর। প্রশ্ন—আচ্ছা, তিনি না হয়, আমি যাহা করি, তাহা জানিতে পারিলেন ; আমার প্রার্থনার বিষয়ও জানিতে পারিলেন এবং তিনি ভক্তবৎসল বলিয়া আমার প্রার্থনার বস্তু আমাকে দেওয়ার জন্য তাঁহার ইচ্ছাও হইতে পারে ; কিন্তু তাহা দেওয়ার শক্তি তাঁহার আছে তো ? উত্তর—হাঁ, তাহা দেওয়ার শক্তি তাঁহার আছে। তিনি সর্ব্ববিষয়ে সমর্থ—তিনি না করিতে পারেন, এমন কিছু কোথাও নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তুমি যাহা চাও, তাহাতো দিতে পারেনই ; যাহা চাওয়ার কল্পনা পর্য্যন্ত হয়ত তুমি করিতে পার না, এমন বস্তু দেওয়ার শক্তিও তাঁর আছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণভজন কর। প্রশ্ন—আচ্ছা, আমি যাহা চাই, তাহা দেওয়ার শক্তি তাঁহার থাকিতে পারে ; কিন্তু তিনি তাহা দিবেন কিনা ? দেওয়ার প্রবৃত্তি তাঁহার হইবে কিনা ? অনেক ধনীর ধন আছে, পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহাদের চিত্তও বিগলিত হয় ; কিন্তু কৃপণতাবশতঃ কাহারও দুঃখ দূর করার জন্য ধন ব্যয় করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ তেমন নহেন, তিনি কৃপণ নহেন শ্রীকৃষ্ণ বদান্য,—দাতার শিরোমণি ; একপত্র তুলসী বা একবিন্দু জল তাঁহার উদ্দেশ্যে যে-ভক্ত দেন, তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ আত্মপর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন—এতবড় দাতা তিনি। এসমস্ত কারণে শ্রীকৃষ্ণ ভজনীয় গুণের নিধি—তাঁহার গুণের বিষয় যিনি অবগত আছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪৫। অন্বয়। কঃ (কোন্) পণ্ডিতঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) ভক্তপ্রিয়াৎ (ভক্তপ্রিয়) ঋতগিরঃ (সত্যবাক্) সুহৃদঃ (সুহৃদ—হিতকারী) কৃতজ্ঞাৎ (কৃতজ্ঞ) ত্বৎ (তোমা হইতে) অপরং (অন্য কাহারও) শরণং (শরণ) গচ্ছেৎ (গ্রহণ করে)—যস্য (যে তোমার) উপচয়াপচয়ৌ ন (হ্রাস-বৃদ্ধি-নাই) [যঃ] (যে-তুমি) ভজতঃ (ভজনকারী) সুহৃদঃ (সুহৃদকে) সর্ব্বান্ (সমস্ত) অভিকামান্ (অভিলষিত বস্তু), আত্মানং অপি, (তোমার নিজেকে পর্য্যন্তও) দদাতি (দান কর)।

অনুবাদ। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন :—যিনি ভজনকারী সুহৃদ্‌কে সকল অভিলষিত দান করেন, এমন কি আত্মপর্য্যন্তও দান করিয়া থাকেন, যাঁহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, সেই ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সর্ব্বসুহৃদ্ এবং কৃতজ্ঞ তোমাব্যতীত, কোন্ পণ্ডিত অপর কাহারও শরণাপন্ন হইবে ? ৪৫

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের কতকগুলি ভজনীয়-গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ **ভক্তপ্রিয়**—ভক্তই তাঁহার প্রীতির বিষয় ; তিনি ভক্তকে এত প্রীতি করেন যে, প্রকৃত ভক্তের কথা তো দূরে, ভক্তের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াও যদি কেহ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হয়,—ছদ্মবেশে তাঁহার অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যও যদি কেহ তাঁহার নিকটে আসে—

বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান।
অন্য ত্যজি ভজে তাতে,—উদ্ধব প্রমাণ ॥ ৫

তথাহি (ভা. ৩।২।২৩)—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৪৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

এবমনুবৃত্তি কৃপয়ৈবেতি সূচয়ন্ অপকারিষ্বপি তস্য কৃপালুত্বং দর্শয়ন্নাহ। অহো আশ্চর্য্যং দয়ালুতায়াঃ। হন্তুমিচ্ছয়াপি স্তনয়োঃ সন্তং কালকূটং বিষং যমপায়য়ৎ। বকী পূতনা অসাধ্বী দুষ্টাপি ধাত্র্যা যশোদায়া উচিতাং গতিং লেভে। ভক্তবেশমাত্রেণ যঃ সদ্গতিং দত্তবানিত্যর্থঃ। ততোঽন্যং কং বা ভজেম ॥ স্বামী ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাহাকেও তিনি কৃপা করেন—পূতনাই তাহার প্রমাণ। তিনি **ঋতগীঃ**—সত্যবাক্, যখন যাহাই বলেন, তাহাই পালন করেন; 'মন্মনা ভব'-ইত্যাদি গীতাবাক্যে তিনি যে-বলিয়াছেন, যে কেহ তাঁহাকে ভজন করিবেন, তিনিই তাঁহাকে পাইবেন—এসকল বাক্যের অন্যথা তিনি কখনও করেন না; ভজনকারীর নিকটে তিনি ধরা দিয়াই থাকেন। তিনি সকলেরই **সুহৃদ্**—সকলেরই হিতকারী, কাহারও অমঙ্গল তিনি করেন না, যেহেতু তিনি মঙ্গলময়। তিনি **কৃতজ্ঞ**—পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। আবার তিনি অনন্তশক্তিশালী এবং পূর্ণবস্তু বলিয়া তাঁহার **উপচয়াপচয়ৌ**—**নাই**—হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই; যে-ভক্ত যাহা চাহেন, তাঁহাকে তাহা দিলেও—এমন কি আত্মপর্য্যন্ত দান করিলেও তাঁহার কোনও অপচয়—হ্রাস বা ক্ষতি হয় না; আবার, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটী ব্রহ্মাদি এবং ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে যে-অপরিমিত দ্রব্যাদি উপহার-স্বরূপে দান করিয়া থাকেন, তাহাতেও তাঁহার কোনওরূপ উপচয়—বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং ভক্তকে আত্মপর্য্যন্ত দান করিতেও তাঁহার দ্বিধাবোধের কোনও হেতু থাকিতে পারে না; ভক্তের অভিলষিত বস্তু তিনি দিয়াও থাকেন-**সর্ব্বান্ অভিকামান্**—ভক্তের অভিলষিত সমস্ত বস্তু, এমন কি **আত্মনমপি**—নিজেকে পর্য্যন্তও তিনি তাঁহাতে প্রীতিমান্ ভক্তকে দিয়া থাকেন। এত ভজনীয়-গুণের নিধি যিনি—কোনও পণ্ডিত ব্যক্তিই—তাঁহাব্যতীত অপর কাহারও ভজন করিতে পারেন না; কারণ, অপর কাহারও মধ্যেই এতগুলি ভজনীয় গুণের এত অধিক পরিমাণে সমাবেশ ও অভিব্যক্তি নাই।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫২। শ্রীকৃষ্ণের ভজনীয় গুণের কথা যিনিই অবগত হইবেন, তিনিই যে অন্য সকলের ভজন ত্যাগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাহাই বলিতেছেন।

বিজ্ঞজনের—পণ্ডিত ব্যক্তির; যিনি শাস্ত্রাদিতে শ্রীকৃষ্ণের ভজনীয় গুণের কথা অবগত হইয়াছেন, তাঁহার। **কৃষ্ণ-গুণজ্ঞান**—শ্রীকৃষ্ণের ভজনীয়-গুণের জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণের ভজনীয়-গুণসমূহের মধ্যে কৃপাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (১৮।১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তাই এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের দয়ার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। **অন্যত্যজি**—অন্য সকলের ভজন ত্যাগ করিয়া। **ভজে**—শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে। **উদ্ধব প্রমাণ**—উদ্ধবোল্লিখিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

শ্লো। ৪৬। অন্বয়। অহো (অহো! কি আশ্চর্য্য!) অসাধ্বী (দুষ্টা) বকী (পূতনা) জিঘাংসয়া (প্রাণবিনাশের ইচ্ছায়) যং (যাঁহাকে—যে শ্রীকৃষ্ণকে) স্তনকালকূটং (স্তনলিপ্ত কালকূট) অপায়য়ৎ অপি (পান করাইয়াও) ধাত্র্যুচিতাং (ধাত্রীর—মাতৃবৎ লালন-পালনকারিণীর—উপযুক্তা) গতিং (গতি) লেভে (লাভ করিয়াছে), ততঃ (তাঁহাব্যতীত) অন্যং (অন্য) কং বা দয়ালুং (কোন্ দয়ালুরই বা) শরণং (শরণ) ব্রজেম (গ্রহণ করিব)?

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ। 　　তার মধ্যে প্রবেশয়ে 'আত্মসমর্পণ' ॥ ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। বিদুরের নিকটে উদ্ধব বলিলেন :—অহো! (শ্রীকৃষ্ণের কি আশ্চর্য্য দয়ালুতা)! দুষ্টা পূতনা প্রাণ বিনাশের ইচ্ছায় যাঁহাকে স্বীয় স্তনলিপ্ত কালকূট পান করাইয়াও ধাত্রীর (মাতৃবৎ লালন-পালন-কারিণীর) উপযুক্তা গতি লাভ করিয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণব্যতীত এমন দয়ালু আর কে আছে যে, তাঁহার ভজন করিব? ৪৬

প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ষষ্ঠদিবসে রাত্রিকালে, দুষ্ট কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রাক্ষসী পূতনা দিব্য-বসনভূষণে ভূষিতা পরমাসুন্দরী রমণীর বেশে নন্দালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার রূপে মোহিত হইয়া গোপগণও পুর-প্রবেশের সময়ে তাহাকে বাধা দেন নাই। যশোদার গৃহে প্রবেশ করিয়াই মাতার স্নেহ ও আদরের ভাণ করিয়া পূতনা শিশু কৃষ্ণকে টানিয়া কোলে তুলিল—তুলিয়াই নিজের স্তন শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রবেশ করাইয়া দিল। তাহার স্নেহপূর্ণ আচরণে—বিশেষতঃ লীলাশক্তির প্রভাবে—যশোদা এবং রোহিণীও এমনিই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারাও পূতনাকে বাধা দেন্ নাই। রাক্ষসী পূতনা সদুদ্দেশ্য লইয়া আসে নাই ; কংসের প্ররোচনায় শ্রীকৃষ্ণকে বিনষ্ট করার জন্যই স্বীয় স্তনে কালকূট—তীব্র বিষ—মাখাইয়া আসিয়াছিল। পূতনা মনে করিয়াছিল যে—তাহার কালকূট-লিপ্ত স্তন মুখে দিলেই বিষের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে। হইল কিন্তু বিপরীত। নরলীল শ্রীকৃষ্ণ সহজ নরশিশুর ন্যায়ই স্তন পান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু স্তনপানকালে তো ওষ্ঠাধারদ্বারা স্তনকে চুষিয়া টান দিতে হয়? শ্রীকৃষ্ণও তাহাই করিলেন, শিশু যেরূপ শক্তিতে চোষে, সেইরূপ শক্তিতেই চুষিলেন ; কিন্তু এই স্তনচোষাকে উপলক্ষ্য করিয়াই লীলাশক্তি স্তনের সঙ্গে পূতনার প্রাণবায়ু চুষিয়া বাহির করিয়া লইল—আকাশভেদী চীৎকার সহকারে পূতনা ধরা-শায়িনী হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই—যদিও পূতনা শত্রুতাচরণ করিতে আসিয়াছিল, পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ তথাপি তাহাকে উত্তমা গতি দিলেন—যাঁহারা মাতার ন্যায় স্তন্যাদি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালন করেন, তাঁহারা যে গতি পায়েন, শ্রীকৃষ্ণ রাক্ষসী পূতনাকেও সেই গতিই দিলেন,—ধাত্রীর প্রাপ্য গতি পাইয়া পূতনা দিব্যদেহে গোলোকে স্থান পাইল। পূতনা ভক্ত না হইলেও, ভক্তির আবরণে—মাতৃভাবের আবরণে, ধাত্রীর ছদ্মবেশে, ধাত্রীর ন্যায় স্তন্যাদি দানরূপ প্রীতিমূলক কার্য্যের অন্তরালে—নিজেকে লুক্কায়িত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছিল এবং ছদ্মবেশের প্রভাবেই তাঁহার পতিতপাবন শ্রীবিগ্রহেরও স্পর্শ লাভ করিতে পারিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রিয়, ভক্ততো দূরের কথা—ভক্তের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াও যদি কেহ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হয়, তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে, তিনি কাহাকেও কৃপা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই শত্রুভাবাপন্না রাক্ষসী পূতনা তাঁহার প্রাণবিনাশ করিতে যাইয়াও তাহার ছদ্মবেশের অনুরূপ ধাত্র্যুচিত গতি লাভ করিয়া ধন্য হইল। এত করুণা শ্রীকৃষ্ণের।

এই শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের করুণার সর্ব্বাতিশায়িনী অভিব্যক্তির পরিচায়ক। এত করুণা যাঁর, তাঁকে না ভজিয়া কোনও হিতাহিত-জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিই অপরকে ভজিতে ইচ্ছুক হইবে না—ইহাই ইহার প্রতিপাদ্য। এইরূপে এই শ্লোক পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ।

৫৩। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০-পয়ারে অকিঞ্চন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। অকিঞ্চন ও শরণাগত কাহাকে বলে, এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন।

একই লক্ষণ—শরণাগত ও অকিঞ্চন এই উভয় ভক্তই একরূপ লক্ষণ-বিশিষ্ট। শরণাগতের লক্ষণ পরবর্ত্তী শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা এই :—(১) শ্রীকৃষ্ণের ভজনের বা প্রীতির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ ; (২) শ্রীকৃষ্ণের ভজনের বা প্রীতির প্রতিকূল বিষয়ের ত্যাগ ; (৩) শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করিবেন, এই বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস ; (৪) রক্ষাকর্ত্তারূপে শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করা ; (৫) শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ; এবং (৬) আমি নিতান্ত অভিমানী, ভক্তিহীন, মহা অপরাধী, হে কৃষ্ণ, তোমার কৃপাব্যতীত, আমার আর গতি নাই ; আমাকে রক্ষা কর, রক্ষাকর—ইত্যাদিরূপে

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১১।৪১৭, ৪১৮)—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥ ৪৭

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥ ৪৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

আনুকূল্যস্য ভগবদ্ভক্তজনাকূলতায়াঃ সঙ্কল্পঃ কর্ত্তব্যত্বেন নিয়মঃ। প্রাতিকূল্যস্য তদ্বৈপরীত্যস্য বর্জ্জনম্। গোপ্তৃত্বেন পতিত্বেন বরণং স্বীকরণং প্রার্থনং বা। আত্মনো নিক্ষেপঃ সমর্পণম্। কার্পণ্যঞ্চ ভগবন্ রক্ষ রক্ষেত্যাদিপ্রকারেণার্ত্তত্বম্। ততশ্চ বিশ্বাসরূপে প্রীতিরূপে চ সখ্যে রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ। তত এব গোপ্তৃত্ববরণং চেতি দ্বয়ং, তথা প্রীতিস্বভাবেন আনুকূল্য-সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবর্জ্জনং চেতি দ্বয়ং পর্য্যবস্যত্যেব। তথা মাং প্রপন্নং জনং কশ্চিন্ন ভূয়োঽর্হতি শোচিতুমিতি। আর্ত্তনাং শরণং ত্বহমিতি ভগবদ্‌বচনবিশ্বাসেনাত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে অপি তত্রৈব পর্য্যবস্যতঃ। তত্র সূক্ষ্মবিচারোপেক্ষয়া প্রশঙ্কঃ। তেনাত্মনিবেদনে আত্মনিক্ষেপঃ কার্পণ্যঞ্চ প্রীতিবিশেষস্বাভাবিকতয়া প্রীত্যাত্মকে সখ্য এব দ্রষ্টব্যমিত্যেষা দিক্। শ্রীসনাতন। ৪৭

এবং ফলিতং সংক্ষেপেণাভিব্যঞ্জয়ন্ শরণাগতকৃত্যঞ্চ দর্শয়ন্ তন্মাহাত্ম্যমেব লিখতি তবেতি। তন্বা দেহেন তস্য ভগবতঃ স্থানং শ্রীমথুরাদিকমাশ্রিতঃ সন্‌ মোদতে আনন্দমনুভবতি সর্ব্বথা সখ্যসিদ্ধেঃ। শ্রীসনাতন। ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আর্ত্তি ও দৈন্য জ্ঞাপন করা। এই ছয়টী লক্ষণের মধ্যে রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণই প্রধান; অন্য পাঁচটী আনুষঙ্গিক; অনুপূরক-পরিপূরক মাত্র। রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণই অঙ্গী, অন্য পাঁচটী তাহার অঙ্গ। রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণ এবং শরণাগতি একই কথা; কহাকেও রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণ করিলেই তাঁহার শরণাগত হওয়া হইল, তাঁহার শরণ বা আশ্রয় লওয়া হইল। যাঁহার আশ্রয় লওয়া হয়, তাঁহার প্রীতির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ এবং প্রতিকূল বিষয়ের ত্যাগ, আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে এবং রক্ষা করিবার যোগ্যতা যে তাঁহার আছে, এই বিশ্বাস পূর্ব্বেই জন্মিয়া থাকিবে—নচেৎ রক্ষাকর্ত্তারূপে তাঁহার বরণই সম্ভব হয় না; আর রক্ষাকর্ত্তারূপে যাঁহার বরণ করা হয়, তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণও করিতেই হয় এবং স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপনও করিতে হয়। এইরূপে অনুকূল বিষয়ের গ্রহণাদি পাঁচটী বিষয় রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণের অঙ্গ বা আনুষঙ্গিক ক্রিয়াই হইল। শরণাগতি বা অকিঞ্চনত্বের মুখ্য লক্ষণ হইল রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণ।

তার মধ্যে প্রবেশয়ে ইত্যাদি—আত্মসমর্পণ (বা দেহ-দৈহিক বিষয় শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ) ঐ লক্ষণের অন্তর্ভূক্ত। শরণাগত ও অকিঞ্চন উভয়েই দেহ ও দৈহিক সমস্ত বিষয় শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া থাকেন।

[শরণাগত ও অকিঞ্চনের একই লক্ষণ হইলেও এবং উভয়েই শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিলেও, সম্ভবতঃ স্থলবিশেষে উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য থাকে; এই পার্থক্য আত্মসমর্পণের প্রবর্ত্তক-হেতুবশতঃ। যিনি সংসার ভোগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; সাংসারিক আপদ্‌বিপদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া—সংসারে বিরক্ত হইয়াছেন; অনন্যোপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে শরণাগত বলা চলে, কিন্তু বোধ হয় অকিঞ্চন বলা চলে না। আর সংসারভোগ কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতিকূল জানিয়া—তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির আনুকূল্য বিধান করিতে পারে, এমন কিছুই সংসারে তাঁহার নাই জানিয়া সংসার ছাড়িয়া—যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরন গ্রহণ করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই অকিঞ্চন বলে। পূর্ব্বোক্ত কারণে যিনি শরণাগত, তাঁর পক্ষে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণের হেতু—সংসারভোগে তাঁহার অকৃতকার্য্যতা; আর যিনি অকিঞ্চন—তাঁর পক্ষে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণের হেতু—শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা। অকিঞ্চন সকল সময়েই সংসারে নিস্পৃহ; শরণাগত সংসারে নিস্পৃহ ছিলেন না, কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হইয়া কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। যিনি অকিঞ্চন, তিনি কৃষ্ণ-সেবার জন্য সংসার ছাড়িয়াছেন, আর যিনি শরণাগত

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।　　কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তিনি সংসারভয়ে ভীত হইয়া সংসার ছাড়িয়াছেন ; এস্থলে বরং সংসারই তাঁহাকে ছাড়িয়াছে বলা যায়। যিনি অকিঞ্চন, তিনি নিশ্চিতই শরণাগত ; কিন্তু যিনি শরণাগত, তিনি সকলক্ষেত্রে অকিঞ্চন না হইতেও পারেন—অন্ততঃ প্রারম্ভে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০-পয়ার হইতে বুঝা যায়, যিনি অকিঞ্চন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েন, ভক্তিমার্গের সাধনে তিনি অচিরাৎ সাফল্য লাভ করিতে পারেন।]

শ্লো। ৪৭-৪৮। অন্বয়। আনুকূল্যস্য (ভজনের অনুকূল বিষয়ের কর্ত্তব্যরূপে নিয়মগ্রহণ), প্রাতিকূল্যস্য (ভজনের প্রতিকূল বিষয়ের) বর্জ্জনম্ (ত্যাগ) রক্ষিষ্যতি (শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করিবেন) ইতি (এইরূপ) বিশ্বাসঃ (বিশ্বাস) তথা গোপ্তৃত্বে (এবং রক্ষাকর্তৃত্বে—রক্ষাকর্ত্তারূপে) বরণং (বরণ) আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে (আত্মসমর্পণ এবং ভগবন্! রক্ষা কর, রক্ষা কর ইত্যাদিভাবে স্বীয় আর্ত্তভাব প্রকাশ) [ইতি] (এই) ষড়্বিধা (ছয়প্রকার) শরণাগতিঃ (শরণাগতের লক্ষণ)। তব (তোমার—হে ভগবন্! আমি তোমারই) অস্মি (হই—আমি) ইতি (এইরূপ) বাচা (বাক্যদ্বারা) বদন্ (বলিয়া) মনসা (মনের দ্বারাও) তথা এব (সেইরূপই—আমি ভগবানেরই) বিদন্ (জানিয়া) তন্বা (দেহদ্বারা) তৎস্থানং (তাঁহার—ভগবানের—লীলাস্থানাদি) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) শরণাগতঃ (শরণাগত ব্যক্তি) মোদতে (আনন্দানুভব করেন)।

অনুবাদ। ভগবদ্ভক্তজনের অনুকূল বিষয়ের ব্রতরূপে গ্রহণ এবং তাহার প্রতিকূল বিষয়ের ত্যাগ, ভগবান্ আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, রক্ষাকর্ত্তারূপে তাঁহাকে বরণ করা, শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে আর্ত্তিজ্ঞাপন—এই ছয় প্রকার শরণাগতের লক্ষণ। হে ভগবন্! আমি তোমারই, মুখে এই রূপ বলিয়া মনে মনেও সেইরূপ জানিয়া এবং শরীরদ্বারা বৃন্দাবনাদি ভগবল্লীলাস্থান আশ্রয় করিয়া শরণাগত ব্যক্তি আনন্দোপভোগ করেন। ৪৭-৪৮

এই দুই শ্লোকে শরণাগতের লক্ষণ বলা হইয়াছে। "তবাস্মীতি বদন্ বাচা"-ইত্যাদি শেষোক্ত শ্লোকের মর্ম্ম এই যে—কেবল যন্ত্রের ন্যায় বাহ্যিক আচরণে আনুকূল্যের গ্রহণ এবং প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনাদি করিলেই—কেবল মুখে "হে ভগবন্! আমি তোমার"—এইরূপ বলিলেই শরণাগত হওয়া যায় না। কায়মনোবাক্যে ভগবানের হওয়া চাই, বাহিরে যেরূপ আচরণ করিবে, মনের ভাবও ঠিক তদনুরূপ হওয়া চাই। শরণাগত হইয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার নিজের বলিতে আর কিছুই থাকে না—তাঁহার দেহও আর তাঁহার নিজের নহে, আত্মসমর্পণের পরে তাহা শ্রীকৃষ্ণেরই সম্পত্তি হইয়া যায় ; তখন হইতে দেহকে বা দেহসম্বন্ধী ইন্দ্রিয়াদিকে তাঁহার নিজের কাজে নিয়োজিত করার তাঁহার কোনও অধিকারই থাকে না—বিক্রীত গরুকে যেমন আর নিজের কাজে লাগান যায় না, তদ্রূপ। দেহকে এবং ইন্দ্রিয়াদিকে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যেই নিয়োজিত করিতে হইবে (২।১৯।১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যাঁর নিকটে আত্মসমর্পন করা হয়, তাঁর নিকটে,—তাঁর বাড়ীতেই থাকিতে হয় ; এইভাবে থাকিলেই মনেও একটু স্বস্তি বোধ হয় ; তাই শরণাগত ব্যক্তিও শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাস্থল-বৃন্দাবনাদিতে বাস করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকায় আত্মসমর্পণ-অর্থ দ্রষ্টব্য)।

৫৪। শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়ার সার্থকতা কি, তাহা বলিতেছেন। কোনও ভক্ত যেই মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন, সেই মুহূর্ত্তেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজের তুল্য (আত্মসম) করিয়া থাকেন। এখানে "**আত্মসম**" বলিতে কি বুঝায়, তাহা বিবেচনা করা দরকার। সকল বিষয়ে কৃষ্ণের সমান কেহ হইতে পারে না ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। এই পয়ারে কোন্ অংশে "আত্মসম" করার কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরের শ্লোক হইতেই বুঝা যায়। পরের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"মানুষ যখন অপর সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাতে আত্ম-নিবেদন করে, তখনই আমি তাহাকে একটা বিশিষ্টতা দান করি ; তাহার ফলে সেই মানুষ,—অমৃতত্বং (মোক্ষং) প্রতিপদ্যমানঃ

তথাহি (ভা. ১১।২৯।৩৪)—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ৪৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কুত ইত্যত আহ মর্ত্ত্য ইতি। যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা সন্ মে নিবেদিতাত্মা ভবতি তদা অসৌ মে বিচিকীর্ষিতো বিশিষ্টং কর্ত্তুমিষ্টো ভবতি ততশ্চামৃতত্বং মোক্ষং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় মদৈক্যায় মৎসমানৈশ্বর্য্যায়েতি যাবৎ। কল্পতে যোগ্যঃ ভবতি। বৈ ধ্রুবম্॥ স্বামী ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ময়াত্মভূয়ায় (মৎসমানৈশ্বর্য্যায়) কল্পতে (যোগ্যোভবতি)—জীবন্মুক্ত হইয়া আমার সমান ঐশ্বর্য্য ভোগের যোগ্য হয়।" আত্মসমর্পণকারী লোক জীবন্মুক্ত হয়, অর্থাৎ মায়াতীত হয়, বা চিন্ময়ত্ব লাভ করে ; এবং শ্রীকৃষ্ণের সমান কয়েকটী ঐশ্বর্য্য বা গুণ পাওয়ার যোগ্য হয়। তাহা হইলে, মায়াতীতত্বাংশে বা চিন্ময়ত্বাংশে এবং শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী গুণ পাওয়ার (২।২২।৪৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) যোগ্যতাংশেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মসমর্পণকারী ভক্তের তুল্যতা ; অন্য বিষয়ে নহে। **শরণ লঞা**—শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া। **আত্মসমর্পণ**—দেহ ও দৈহিক বিষয় সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ। দেহ ও দৈহিক সমস্তই যখন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়, তখন ভক্তের "আমার" বলিতে আর কিছুই থাকে না। তাঁহার যাহা কিছু আছে, সমস্ত—এমন কি তাঁহার হস্তপদচক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গপর্য্যন্তও তখন শ্রীকৃষ্ণের ; সুতরাং নিজের কোনও কাজের জন্য—নিজের খাওয়া-পরা ইত্যাদির জন্য নিজেকে বা নিজের ইন্দ্রিয়বর্গকে নিয়োজিত করার তখন আর তাঁহার কোনও অধিকারই থাকিবে না। ঐ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের—শ্রীকৃষ্ণের কাজব্যতীত অন্য কাজে নিয়োজিত করা অন্যায় হইবে। (২।১৯।১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। আমি যদি একটা গরু বেচিয়া ফেলি, সেই গরুতে আমার যেমন আর কোনও অধিকারই থাকিবে না—গরুর ভরণ-পোষণেও যেমন আমার কোনও অধিকার থাকিবে না, যিনি গরুটী কিনিয়া নিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা হইলে গরুকে খাওয়াইবেন, ইচ্ছা না হইলে না খাওয়াইবেন, আমার তাতে কোনও কথা বলা, বা মনে কোনও ভাব পোষণ করার কোনও অধিকার নাই—সেইরূপ আমি, আমার দেহ ও দৈহিক বিষয় সমস্তই যদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করি, তখন দেহ-দৈহিক বিষয়ে আমার আর কোনও অধিকারই থাকিবে না। শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিলে আমি তখন গরু-বিক্রেতার মতন, আমার দেহ ও দৈহিক বিষয় তখন বিক্রীত গরুর মতন ; কৃষ্ণের ইচ্ছা হয়, আমার দেহাদিকে রক্ষা করিবেন, ইচ্ছা না হয়, না করিবেন। এইরূপ অবস্থাই আত্মসমর্পণের। **তৎকালে**—আত্মসমর্পণের কালেই ; যেই মুহূর্ত্তে আত্মসমর্পণ করা হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ; ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া। **আত্মসম**—শ্রীকৃষ্ণের তুল্য ; আত্মসমর্পণকারী ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজের মত মায়াতীত বা চিন্ময় করিয়া দেন এবং তাঁহার কতকগুলি গুণ পাওয়ার যোগ্য করিয়া দেন।

শ্লো। ৪৯। অন্বয়। মর্ত্ত্যঃ (মানুষ) যদা (যখন) ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা (অপর সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া) মে (আমাতে—শ্রীকৃষ্ণে) নিবেদিতাত্মা (আত্মসমর্পণ করে), তদা (তখন) [অসৌ] (সেই মানুষ) মে (আমার) বিচিকীর্ষিতঃ (বিশেষ কিছু করার নিমিত্ত অভিলষিত) [ভবতি] (হয়) ; [ততশ্চ] (তাহার ফলে) অমৃতত্বং (অমৃতত্ব—জীবন্মুক্তি) প্রতিপদ্যমানঃ (প্রাপ্ত হইয়া) ময়াত্মভূয়ায়চ (আমার সমান ঐশ্বর্য্য ভোগের জন্য) কল্পতে (যোগ্য হয়)।

অনুবাদ। উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন :—মানুষ যখন অপর সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) আত্মসমর্পণ করে, তখন তাহার জন্য বিশেষ কিছু করার আমার ইচ্ছা হয় ; তাহার ফলে সেই মানুষ জীবন্মুক্ত-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আমার ঐশ্বর্য্যভোগের যোগ্য হয়। ৪৯

এবে সাধনভক্তি-লক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন ॥ ৫৫

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।২)—
কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ ৫০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কৃতীতি। সামান্যতো লক্ষিতা উত্তমা ভক্তিঃ। কৃত্যা ইন্দ্রিয়প্রেরণয়া সাধ্যা চেৎ সা সাধনাভিধা ভবতি। কৃত্যাস্তদন্তর্ভাবশ্চ পূর্ব্বক্রিয়ায়া যজ্ঞান্তর্ভাববৎ। তত্র ভাবাখ্যস্বভাবরূপায়া ব্যবচ্ছেদার্থমাহ সাধ্যো ভাবঃ প্রেমাদিরূপো যয়া সা ন তু ভাবসিদ্ধা। সা হি তদঙ্গত্বাৎ সাধ্যরূপৈবেতি। সাধ্যভাবা ইত্যনেন সা সাধ্যপুমর্থান্তরা চ পরিহৃতা। অর্থান্তরং স্বার্থক্রিয়াবিশেষঃ। উত্তমায়া এবোপক্রান্তত্বাৎ। ভাবস্য সাধ্যত্বে কৃত্রিমত্বাৎ পরমপুরুষার্থত্বাভাবঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নিত্যেতি। ভগবচ্ছক্তিবিশেষবৃত্তিবিশেষত্বেনাগ্রে সাধয়িষ্যমাণত্বাদিতি ভাবঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা—কোনও মহাপুরুষের কৃপায় যিনি নিত্যনৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া **নিবেদিতাত্মা**—শ্রীকৃষ্ণে আত্মাকে (নিজেকে) নিবেদন করেন, শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের **বিচিকীর্ষিতঃ** হয়েন—তাঁহার জন্য বিশেষ কিছু করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়। কর্ম্মী বা যোগী বা জ্ঞানী প্রভৃতির জন্য তিনি যাহা করেন, তাহা অপেক্ষাও বিলক্ষণ—অতি উত্তম—কিছু করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়। আত্মসমর্পণকারীকে তিনি যাহা দেন, তাঁহার জন্য তিনি যাহা করেন, তাহা অনিত্য বা মায়িক কিছু নহে ; পরন্তু তাহা নিত্য, গুণাতীত। যেই সময়ে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ঐরূপ বিলক্ষণ বস্তু দিতে অভিলাষী হয়েন। তদা তৎক্ষণমারভ্যৈব স মর্ত্ত্যো মে ময়া বিচিকীর্ষিতঃ বিশিষ্টকর্ত্তুমিষ্টঃ মৎপ্রতিপদ্যমানেন মদ্ভক্ত্যাভ্যাসেন যোগিজ্ঞানিপ্রভৃতিভ্যোঽপি বিলক্ষণ এব কর্ত্তুমভীপ্সিতঃ স্যাদিতি তেন মদ্ভক্তেন ময়া কার্য্যঃ সত্যভূত এব নাপি অবিদ্যকার্য্য মিথ্যাভূত এব কিন্তু মৎকার্য্যো গুণাতীত এব সন্ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ **অমৃতত্বং**—মৃতং নাশস্তদভাবত্বং (চক্রবর্ত্তী), অমৃতত্ব, অবিনাশিত্ব, জীবন্মুক্তত্ব। যিনি নিত্যনৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধেই এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলা হইয়াছে। **প্রতিপদ্যমানঃ**—পাইয়া, জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া **ময়াত্মভূয়ায়**—ঐশ্বর্য্যাদি বিষয়ে আমার সমতা লাভ করিবার যোগ্য হয়েন ; শ্রীকৃষ্ণের সমান ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন (পূর্ব্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্ব-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৫। ভক্তির অভিধেয়তা (কর্ত্তব্যতা), শ্রীকৃষ্ণেই ভক্তি-প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা এবং ভক্তির অধিকারিতার কথা বলিয়া এক্ষণে সাধন-ভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন। **এবে**—এক্ষণে। **সাধনভক্তি**—জীবের চিত্তে নিত্য-সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের উন্মেষের নিমিত্ত, হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা (ভক্তি-অঙ্গের) যে অনুষ্ঠানগুলি করা হয়, তাহাদের সাধারণ নাম সাধন-ভক্তি। সাধন অর্থ উপায় ; ভক্তি-অঙ্গের যে-অনুষ্ঠান প্রেমলাভের উপায়স্বরূপ, তাহাই সাধন-ভক্তি। **যাহা হৈতে**—যে সাধন-ভক্তি হইতে। **কৃষ্ণপ্রেম মহাধন**—কৃষ্ণপ্রেমরূপ অমূল্যরত্ন। কৃষ্ণপ্রেমকে 'মহাধন' বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাদ্বারা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত লাভ করা যায়।

শ্লো। ৫০। অন্বয়। সা (সেই উত্তমা ভক্তি) কৃতিসাধ্যা (ইন্দ্রিয়বর্গের সহায়তায় সাধনীয়া হইলে) সাধ্যভাবা চ (এবং প্রেমই যদি তাহার সাধ্য হয়, তাহা হইলে) সাধনাভিধা (সাধনভক্তি নামে কথিতা) [স্যাৎ] (হয়)। নিত্যসিদ্ধস্য (নিত্যসিদ্ধ) ভাবস্য (ভাবের—প্রেমের) হৃদি (হৃদয়ে) প্রাকট্যং (প্রাকট্যই) সাধ্যতা (সাধ্যতা)।

শ্রবণাদি-ক্রিয়া তার 'স্বরূপ-লক্ষণ' ।
'তটস্থ-লক্ষণে' উপজায় প্রেমধন ॥ ৫৬

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম—'সাধ্য' কভু নয় ।
শ্রবণাদি-শুদ্ধ-চিত্তে করয়ে উদয় ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। পূর্ব্বকথিতা উত্তমা ভক্তি যদি জিহ্বা-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধনীয় হয় এবং তাহার সাধ্য (বা লক্ষ্য) যদি প্রেম হয়, তাহা হইলেই তাহাকে সাধন-ভক্তি বলে। নিত্যসিদ্ধ প্রেমের হৃদয়ে প্রাকট্যের নামই সাধ্যতা। ৫০

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" ইত্যাদি শ্লোকে (ভ. র. সি. ১।১।৯) উত্তমা-ভক্তির লক্ষণ কথিত হইয়াছে (২।১৯।১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সেই ভক্তি যদি **কৃতিসাধ্যা**—কৃতি (করণ—ইন্দ্রিয়)-দ্বারা সাধ্য (সাধনীয়) হয়, যদি কর্ণ-জিহ্বাদি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সেই ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে সাধনভক্তি বলে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় করণীয় অনুষ্ঠান ; সুতরাং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই হইল সাধনভক্তি। এই সাধনভক্তি হইল **সাধ্যভাবা**—যাহার সাধ্য বা লক্ষ্য হইল ভাব, তাহা ; এই সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে ভাব (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম) পাওয়া যায়। এস্থলে প্রেমকে সাধ্য বলাতে আশঙ্কা হইতে পারে—প্রেম জন্যপদার্থ কি না, প্রেম এমন একটা বস্তু কিনা যাহা তৈয়ার করা যায় ? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন—প্রেম জন্য-পদার্থ নহে ; প্রেম একটী নিত্যসিদ্ধ বস্তু অর্থাৎ অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান আছে, অনন্তকাল পর্য্যন্তই থাকিবে ; কিন্তু ইহা মায়াবদ্ধ জীবের হৃদয়ে নাই ; যেখানে মায়া, সেখানে প্রেম থাকিতেও পারে না ; প্রেম একটী অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু ; যেহেতু ইহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তের মায়া-মলিনতা যখন দূরীভূত হয়, তখনই সেই চিত্তে এই প্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সাধন-ভক্তির প্রভাবে এইভাবে সাধকের **হৃদি**—চিত্তে **ভাবস্য**—প্রেমের যে **প্রাকট্য**—আবির্ভাব, তাহাই এস্থলে সাধ্যতা।

এই শ্লোকে ইহাও ধ্বনিত হইতেছে যে, নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানের লক্ষ্য যদি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম না নয়, তাহা হইলে তাহাকে সাধন-ভক্তি বলা চলিবে না। ২।৯।১৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারে সাধনভক্তির লক্ষণ বলা হইয়াছে।

৫৬। সাধনভক্তির স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ বলিতেছেন। যাহা কোনও বস্তুর অঙ্গীভূত, যাহাদ্বারা কোনও বস্তু গঠিত, তাহাই তাহার **স্বরূপ-লক্ষণ**। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা-ভক্তি, সাধন-ভক্তির অঙ্গ ; ঐ নববিধা ভক্তিই সাধনভক্তি ; তাই ঐ নববিধা-ভক্তিদ্বারা সাধন-ভক্তি গঠিত ; সুতরাং শ্রবণাদিই হইল সাধনভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। আর, যে-লক্ষণ কোনও বস্তুর অঙ্গ বলিয়া বুঝা যায় না, অথচ যাহা কার্য্যদ্বারা বুঝা যায়, তাহাই ঐ বস্তুর **তটস্থ-লক্ষণ** ; সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে কৃষ্ণপ্রেম চিত্তে উন্মেষিত হয় ; সুতরাং কাহারও চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উন্মেষ দেখিলে সাধারণতঃ বুঝা যায় যে, ঐ ব্যক্তি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াছেন ; এস্থলে কৃষ্ণপ্রেমের দ্বারাই সাধনভক্তির অনুষ্ঠান সূচিত হইল ; কৃষ্ণপ্রেম সাধনভক্তির ফল-স্বরূপ হইল ; তাই সাধনভক্তির তটস্থ-লক্ষণ হইল কৃষ্ণপ্রেম। (২।২০।২৯৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **শ্রবণাদি ক্রিয়া**—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন এই নববিধা ভক্তি। **তার**—সাধন-ভক্তির। **উপজায়**—উৎপাদন করে, জন্মায় ; এস্থলে, উন্মেষিত করে, আবির্ভূত করায়।

৫৭। পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রবণকীর্ত্তনাদিদ্বারা কৃষ্ণপ্রেম "উপজায়" বা উৎপন্ন হয়। এই "উপজায়"-শব্দটীদ্বারা সূচিত হইতেছে যে, কৃষ্ণ-প্রেম পূর্ব্বে ছিল না, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা উৎপাদিত হইল ; তাহা হইলে, কৃষ্ণপ্রেম একটী "জন্যপদার্থ" হইল। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম—কৃষ্ণপ্রেম অনাদিসিদ্ধ বস্তু, অনাদিকাল হইতেই গোলোকে বিদ্যমান আছে।

সাধ্য কভু নয়—কৃষ্ণপ্রেম অনাদিসিদ্ধ বলিয়া কখনও উৎপাদনীয় (সাধ্য) নহে ; ইহা কেহ কোনও উপায়ে জন্মাইতে পারে না। ইহা জন্য-পদার্থ নহে। যাহা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে, তাহা আর নূতন করিয়া কিরূপে জন্মাইবে ?

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে—শ্রবণকীর্ত্তনাদিদ্বারা বিশুদ্ধীকৃত চিত্তে ; শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে কর্ম্মফল ও অপরাধাদির মলিনতা দূরীভূত হইলে।

করয়ে উদয়—উদিত হয়। সূর্য্য যেমন অন্যস্থান হইতে আসিয়া কোনও এক স্থানে উদিত হয়, তদ্রূপ।

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির (অর্থাৎ হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের) বৃত্তিবিশেষই হইল প্রেম (১।৪।৫৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) ; সুতরাং প্রেম হইল স্বরূপতঃ চিচ্ছক্তি বা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি। চিচ্ছক্তি বা তাহার কোনও বৃত্তিই মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে বা মায়িক জগতে—প্রচ্ছন্নভাবেও—থাকিতে পারে না—থাকে শ্রীকৃষ্ণে এবং চিন্ময় ভগবদ্ধামে (১।৪।৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনীশক্তিরই কোনও এক সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে সর্ব্বদা ভক্তবৃন্দের চিত্তে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন, তাহাই ভক্তচিত্তে গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে বিরাজিত থাকে। “তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যায়া বর্ত্ততে। প্রীতিসন্দর্ভ। ৬৫ ॥” বস্তুতঃ সূর্য্য যেমন নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বত্রই কিরণ বিতরণ করে, তদ্রূপ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণও সর্ব্বত্রই স্বীয় হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষকে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন ; কিন্তু চিচ্ছক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি মায়ামলিন চিত্তে স্থান পাইতে পারে না বলিয়া মায়ামুগ্ধ জীবের চিত্তে তাহা গৃহীত হইতে পারে না, ভক্তদের নির্ম্মল বিশুদ্ধ চিত্তেই গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে অবস্থিতি করে ; শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া গেলে চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করে, তখনই শ্রীকৃষ্ণনিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ তাহাতে গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে অবস্থান করে এবং তখনই বলা যাইতে পারে যে, সে-চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইল।

জীবচিত্তে প্রেমবিকাশের হেতুটা অন্যভাবেও বিবেচনা করা যাইতে পারে। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণকে রসবৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত হ্লাদিনীশক্তি সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত ; কিন্তু স্বরূপস্থিত কেবল হ্লাদিনীরূপে ইহা আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করিতে পারে না। মুখ হইতে ফুৎকারের যোগে যে-বায়ু বহির্গত হয়, একটু শ্রুতিমধুর হইলেও তাহা কাহাকেও মুগ্ধ করিতে পারে না ; কিন্তু তাহাই যখন বংশীচ্ছিদ্রকে আশ্রয় করিয়া বংশীধ্বনিরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহা এক অপূর্ব্ব শক্তি লইয়াই যেন বাহির হয়—তাই তাহা সকলের চিত্তকে এক অনির্ব্বনীয় আনন্দরসে পরিষিক্ত করিয়া থাকে। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীও যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণেরই মধ্যে শক্তিরূপে অবস্থান করে, ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকে অনেক আনন্দ দান করিয়া থাকিলেও আনন্দ-চমৎকারিতা আস্বাদন করাইতে পারে না। কিন্তু তাহা যখন ভক্তচিত্তের আশ্রয়ে ও সাহচর্য্যে বৃত্তিবিশেষ ধারণ করে, তখন এই হ্লাদিনীই পরিপূর্ণ আত্মারাম ভগবান্‌কেও আনন্দ-চমৎকারিতার আস্বাদন করাইয়া মুগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকে রসবৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত হ্লাদিনী অত্যন্ত আগ্রহান্বিত বলিয়া ভক্তচিত্তের—ভক্তের—সংখ্যা বাড়াইবার জন্যও বোধ হয় তাহার অত্যন্ত আগ্রহ ; সম্ভবতঃ এই আগ্রহের প্রেরণাতেই “লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ ৩।২।৫ ॥”-হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক হ্লাদিনীর এইরূপ আগ্রহাতিশয্যবশতঃ ইহা সর্ব্বদা সকলের চিত্তেই ছুটিয়া যাইতে ব্যস্ত—যেন সকলের চিত্তেই প্রেমরূপে অবস্থান করিয়া নানাদিক্ হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তের প্রেমরসবৈচিত্রীর আস্বাদন করাইতে পারেন ; কিন্তু সকলের চিত্তে ছুটিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত—উন্মুখ—হইলেও যাইতে পারেন না ; কারণ, মায়ামলিন, আধারে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না ; তাই যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ, তাঁহার চিত্তেই প্রবেশ করেন ; যাঁহার চিত্ত মলিন, তাঁহারও চিত্তে প্রবেশের জন্য উন্মুখ হইয়া তাঁহার চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত অপেক্ষা করেন। ভক্তের বিশুদ্ধচিত্তে এইভাবে হ্লাদিনীর ছুটিয়া যাওয়াকেই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সেই চিত্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া বলা যাইতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে—জীবের মধ্যে যদি স্বরূপ-শক্তি (বা চিচ্ছক্তি) নাই থাকে, সুতরাং জীবের মধ্যে স্বরূপতঃ প্রেম যদি না-ই থাকে এবং হ্লাদিনী প্রধান স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষই যদি সাধকের শ্রবণাদিদ্বারা বিশুদ্ধীকৃত চিত্তে আবির্ভূত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে এই প্রেম তো হইবে ভক্তের চিত্তে একটী আগন্তুক বস্তু। যাহা আগন্তুক, তাহা স্থায়ী না হইতেও পারে, সুতরাং ভক্তের চিত্তে আবির্ভূত প্রেম কোনও সময়ে অন্তর্হিত হইয়াও যাইতে পারে।

এই ত সাধনভক্তি দুই ত প্রকার—।
এক বৈধীভক্তি, রাগানুগাভক্তি আর ॥ ৫৮

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
'বৈধীভক্তি' বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উত্তর—যে-আগন্তুক বস্তু স্থায়ীভাবে থাকিবার জন্যই আসে, তাহার অন্তর্দ্ধানের সম্ভাবনা নাই। স্থায়ীভাবে থাকার জন্যই ভক্তচিত্তে প্রেম আসেন এবং স্থায়ীভাবেই থাকেন (২।২২।৫০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। তাহার হেতু এই :—স্বরূপ-শক্তির স্বরূপানুবন্ধী কার্য্যই হইতেছে শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা, তাঁহার প্রীতি-বিধান করা। এই স্বরূপ-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে স্বরূপানন্দাদি আস্বাদন করাইতেছেন, আবার ধামাদিরূপে পরিকরাদিরূপে, লীলাদিরূপে, লীলায় উৎসারিত রসাদিরূপে অশেষ-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধান করিতেছেন। পরিকর-ভক্তদের চিত্তে প্রেমরস-নির্য্যাসরূপে পরিণতি লাভ করিয়া এই স্বরূপ শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের রস-নির্য্যাস আস্বাদন-বাসনার পরিপূর্ত্তিরূপ সেবা করিতেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবার একটা স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, যতই সেবা করা যাউক না কেন, কিছুতেই সেবা-বাসনা পরিতৃপ্তি লাভ করে না, প্রশমিতও হয় না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হয়। স্বরূপ-শক্তির সম্বন্ধেও এই কথাই। শ্রীকৃষ্ণকে অশেষ-বিশেষরূপে প্রেমরস আস্বাদন করাইয়াও তাঁহার তৃপ্তি নাই; রসের পাত্ররূপে অনন্তকোটি পরিকর ভক্ত থাকিলেও আরও নূতন নূতন পাত্রের সন্ধানেই যেন স্বরূপ-শক্তি ব্যস্ত। পরিকরব্যতীত অন্যত্র রসের পাত্র তো নাই, থাকিতেও পারে না। তাই স্বরূপ-শক্তি যেন নূতন নূতন পাত্র প্রস্তুত করার জন্যই ব্যাকুল। এক বিরাট অনাবাদী ক্ষেত্র আছে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে—তত্রত্য মায়ামুগ্ধ অনন্তকোটি জীবের অনন্ত চিত্তকে রসের অনন্ত পাত্ররূপে যদি প্রস্তুত করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে সেই পাত্রগুলিকে প্রেমরসে পরিপূর্ণ করিয়া—নিজেই সেই সকল পাত্রে প্রেমরস-নির্য্যাসরূপে অবস্থান করিয়া—স্বরূপ-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্য লইয়াই যেন স্বরূপ-শক্তি বা তাঁহার বৃত্তি বিশেষ ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া প্রেমরূসে পরিণত হইয়া থাকেন ; সুতরাং তাঁহার আর অন্তর্দ্ধানের সম্ভাবনা নাই ; অন্তর্দ্ধান হইল স্বরূপ-শক্তির স্বরূপ-বিরোধী।

আবার স্বরূপতঃ জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের-নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণসেবাই যখন তাহার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম এবং প্রেমব্যতীত, স্বরূপ-শক্তির কৃপাব্যতীত, যখন শ্রীকৃষ্ণসেবাও সম্ভব নয়, তখন যে ভক্ত একবার স্বরূপ-শক্তির কৃপা বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ প্রেম লাভ করিবেন, তাহা হইতে তাঁহার আর বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই ; বঞ্চিত হইলেই তাঁহাকে সেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে—তাহা হইবে তাঁহার স্বরূপবিরোধী। অনাদি কাল হইতে স্বরূপ-শক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াই জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া আছে। স্বরূপ-শক্তির কৃপা যদি একবার লাভ হয়, তাহা হইলে বঞ্চিত হওয়ার কোনও হেতুই থাকিতে পারে না।

৫৮। **এইত সাধনভক্তি**—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত সাধন-ভক্তি ; অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি যাহার অঙ্গ এবং যাহার অনুষ্ঠানের ফলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয় ও চিত্তে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়, সেই সাধনভক্তি। ইহা দুই রকমের—বৈধী ও রাগানুগা। "এইত"-শব্দের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা-ভক্তি বৈধীভক্তিরও অঙ্গ এবং রাগনুগা ভক্তিরও অঙ্গ ; বৈধী ও রাগানুগা উভয়ের স্বরূপ-লক্ষণই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। আবার ইহাও বুঝা যায় যে, বৈধী ও রাগানুগা—উভয়বিধ সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলেই কৃষ্ণপ্রেম চিত্তে উন্মেষিত হয় ; অবশ্য বৈধী ও রাগানুগাভক্তি হইতে জাত প্রেমের একটু পার্থক্য আছে,—বৈধীমার্গানুবর্ত্তী ভক্তগণের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের মহিমার জ্ঞানযুক্ত ; আর রাগানুগামার্গানুবর্ত্তী ভক্তগণের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের জ্ঞানযুক্ত। ভ. র. সি. ১।৪।১০॥ উভয়ের তটস্থ লক্ষণই কৃষ্ণপ্রেম। বৈধী ও রাগানুগাভক্তি কাহাকে বলে, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে।

৫৯। এই পয়ারে বৈধীভক্তির কথা বলিতেছেন। **রাগহীন জন**—ইষ্টবস্তুতে যে গাঢ়তৃষ্ণা, তাহাকে রাগ বলে। গাঢ়তৃষ্ণার লক্ষণ—জলপানের জন্য বলবতী ইচ্ছা, জল পাওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা ; জল না পাওয়া পর্য্যন্ত

তথাহি (ভা. ২।১।৫)—

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥ ৫১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

এবং বিপর্য্যয়প্রশ্নস্যোত্তরমুক্ত্বা শ্রোতব্যাদিপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ তস্মাদিতি। হে ভারত ভরতবংশ্য সর্ব্বাত্মেতি শ্রেষ্ঠত্বমাহ। ভগবানিতি সৌন্দর্য্যম্। ঈশ্বর ইত্যাবশ্যকত্বম্। হরিমিতি বন্ধহারিত্বম্। অভয়ং মোক্ষমিচ্ছতা॥ স্বামী॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রাণের ছট্‌ফটানি। সুতরাং ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণার লক্ষণ—সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য একটা বলবতী বাসনা, ঐ সেবা পাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা; সেবা না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের অস্বস্তি। স্থূল কথা—শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য প্রাণের একটা স্বাভাবিক টান, একটা প্রবল ব্যাকুলতা; এই ব্যাকুলতা ও প্রাণের টানের হেতু কেবল সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা, অন্য কিছু নহে। এই জাতীয় ব্যাকুলতাই রাগ। ইহা যাহার নাই, তাহাকে **রাগহীন** জন বলে।

দুই রকমের লোক শ্রীকৃষ্ণভজন করেন; রাগযুক্ত লোক ও রাগহীন লোক। রাগযুক্ত লোক ভজন করেন, কেবল শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য, সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য—সংসার হইতে উদ্ধারাদি তাঁহার ভজনের প্রবর্ত্তক নহে; এই ভাবের ভক্তকে রাগানুগা ভক্ত বলে; ইহার বিশেষ বিবৃতি পরে দেওয়া হইবে।

আর রাগহীন লোক ভজন করে, সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার উদ্দেশ্যে নহে,—শাস্ত্রের শাসনের ভয়ে। শাস্ত্রে আছে, সকলেরই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর্ত্তব্য; শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করিলে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; নানাবিধ আপদ-বিপদে পতিত হইতে হয়; এই শাস্ত্র-কথিত নরক-যন্ত্রণার ভয়ে, আপদ-বিপদের ভয়ে, যে লোক শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাঁহাকে বিধিমার্গের ভক্ত বলে; আর তাঁহার ভজনই বৈধীভক্তি। শাস্ত্রবিধির শাসনে প্রবর্ত্তিত ভক্তিকে বৈধীভক্তি বলে।

বৈধী ও রাগানুগার পার্থক্য কেবল ভাবের মধ্যে। রাগানুগার ভজনের মূল—প্রাণের টান—ভজনের লোভ। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথাদি শুনিয়া, ব্রজের কোনও এক ভাবের আনুগত্যে সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা, একটা উৎকট লোভ; ইহাই রাগানুগার প্রবর্ত্তক। আর বৈধী-ভজনের প্রবর্ত্তক—শাস্ত্রের শাসনের ভয়; ভজন না করিলে নরক-যন্ত্রণাদি ভোগ হইবে, এই ভয়। এই জাতীয় ভয় রাগানুগামার্গের সাধকের ভজনে প্রবৃত্তির মূল নহে। আবার রাগানুগামার্গের সাধকের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য লোভও বৈধীভক্তের ভজনে প্রবৃত্তির মূল নহে।

একটা লৌকিক দৃষ্টান্তদ্বারা এই দুইটী ভাবের পার্থক্যের একটা আভাস পাওয়ার চেষ্টা করা যাউক। পাচক-ঠাকুরের রান্না এবং মাতার বা স্ত্রীর রান্না। পাচক-ঠাকুর ভাল করিয়া রান্নার চেষ্টা করে—তার চাকুরীর খাতিরে। রান্না ভাল না হইলে মনিব কটু কথা বলিবেন, তাহার চাকুরী যাইবে, শেষে অনাহারে নিজেকে এবং নিজের স্ত্রী-পুত্রদিগকে কষ্ট পাইতে হইবে—এই জাতীয় ভয়ই পাচক-ঠাকুরের ভাল রান্নার প্রবর্ত্তক—ইহা বৈধী ভজনের অনুরূপ। আর মাতা রান্না করিতে আগ্রহান্বিত হয়েন—যেহেতু রান্না ভাল না হইলে তাঁহার ছেলে খাইয়া সুখী হইবে না, ছেলের শরীর খারাপ হইবে; তাতে বাছার বড় কষ্ট হইবে। ছেলেকে সুখী করার প্রবল-ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া নানাবিধ সুখাদ্য অতি পরিপাটীর সহিত মাতা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইহা রাগানুগাভক্তির অনুরূপ। পাচক ব্রাহ্মণ ও মাতা উভয়েই ভাল রান্না করেন; কিন্তু উভয়ের ভাবের অনেক পার্থক্য আছে। অবশ্য চাকুরীর খাতিরে রান্না করিতে করিতেও কোনও সময়ে পাচক-ব্রাহ্মণের মনিবের প্রতি মমতাবুদ্ধি জন্মিতে পারে; তখন হয়ত একমাত্র মনিবকে সুখী করার ইচ্ছাও তাহার ভাল রান্নার প্রবর্ত্তক হইতে পারে। এইরূপ হইলে তাহার কার্য্য বৈধী ভক্তি হইতে জাত রাগানুগার অনুরূপ হইবে।

যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য বৈধীভক্তির প্রবর্ত্তক, তাহার কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫১। অন্বয়। তস্মাৎ (এইজন্য—গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণ বিত্ত-পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্ত হইয়া নিজেদের-

তথাহি তত্রৈব (১১।৫।২,৩)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ৫২
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৫৩

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।৫)—

পাদ্মোত্তরবচনম্ (৭২।১০০)—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ৫৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য ইত্যাদিরূপাঃ। এতয়োঃ স্মর্ত্তব্য-বিস্মর্ত্তব্যরূপয়োর্বিধিনিষেধয়োরেব কিঙ্করাঃ অধীনাঃ বিপরীতেতু বিপরীতফলা ভবন্তীতি ভাবঃ। চিচ্ছব্দস্ত্বত্র জাতু শব্দস্যার্থদ্যোতক এব নতু বাচকঃ॥ শ্রীজীব ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

মায়াবন্ধন গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছে বলিয়া) ভারত (হে ভরতবংশ্য) ! অভয়ং (মোক্ষ) ইচ্ছতা (ইচ্ছুক) [জনেন] (লোক কর্তৃক) সর্ব্বাত্মা (সকলের আত্মা) ভগবান্ (ভগবান্) হরিঃ (হরি) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) শ্রোতব্যঃ (শ্রোতব্য), কীর্ত্তিতব্যঃ চ (এবং কীর্ত্তিতব্য) স্মর্ত্তব্যঃ চ (এবং স্মর্ত্তব্য)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন :- হে ভরত-বংশ্য পরীক্ষিৎ ! (গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণ বিত্ত-পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্ত হইয়া নিজেদের মায়াবন্ধন দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছে বলিয়া, তাহাদের মধ্যে) যে ব্যক্তি মোক্ষ (মায়া বন্ধন হইতে মুক্তি) কামনা করেন, সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীহরির গুণ-লীলাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণই তাঁহার কর্ত্তব্য। ৫১

শ্রীকৃষ্ণ **সর্ব্বাত্মা**—সকলের আত্মা ; তাই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভজনের যোগ্য। তিনি **ভগবান্**—সর্ব্বসৌন্দর্য্যবিমণ্ডিত, তাই চিত্তাকর্ষক ; তাহাতেও ভজনের জন্য লোক লুব্ধ হইতে পারে। তিনি **ঈশ্বরঃ**—যাহা ইচ্ছা করিতে, না করিতে, সমর্থ ; সর্ব্বশক্তিমান্। ইহাও একটি ভজনীয় গুণ। এবং তিনি **হরিঃ**—মায়াবন্ধন হরণ করিতে, সমস্ত দুঃখ হরণ করিতে পারেন। "সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন। ২।২৪।৪৪ ॥" তাই তাঁহার ভজন জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক। এসমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে—তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য ; নতুবা মায়ার পেষণে জর্জ্জরিত হইতে হইবে।

সংসার-ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্ত শাস্ত্র যে ভগবদ্ভজনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৫২-৫৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।৮-৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণভজন না করিলে যে স্থানভ্রষ্ট হইতে হয়, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৫৪। অন্বয়। বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) সততং (সর্ব্বদা) স্মর্ত্তব্যঃ (স্মরণীয়), জাতুচিৎ (কখনই) ন বিস্মর্ত্তব্যঃ (বিস্মরণীয় নহেন)। সর্ব্বে (সমস্ত) বিধিনিষেধাঃ (বিধিনিষেধ) এতয়োঃ এব (এই দুয়েরই) কিঙ্করাঃ (কিঙ্কর—অধীন) স্যুঃ (হয়)।

অনুবাদ। বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য, কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। যত বিধি ও নিষেধ আছে, সমস্তই এই দুই বিধিনিষেধের অধীন (কিঙ্কর)। ৫৪

শাস্ত্রে যত বিধি আছে, তাহাদের সমস্তের রাজা বা মূল হইতেছে একটীমাত্র বিধি ; তাহা হইতেছে এই যে—সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে। অন্য যত সব বিধি আছে, তৎসমস্তই এই একটী বিধির অনুপূরক বা পরিপূরক, এই একটী বিধির আনুকূল্য-বিধায়ক, চিত্তে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি জাগ্রত করিবার বা জাগ্রত-স্মৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার সহায়ক ;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যে বিধি শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির অনুকূলতা করে না, তাহা বিধিই নহে; শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিকে মনে জাগ্রত করার চেষ্টা না করিয়া কেবল নিষেধ ও বিধি পালনেরও বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। আর, যত নিষেধ আছে, তৎসমস্তের সার একটী; তাহা হইতেছে এই যে-- কখনও শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হইবে না, ভুলিবে না। অন্য যত সব নিষেধ আছে, সমস্তই এই একটী নিষেধের আনুকূল্য-বিধায়ক,—যাহাতে মন হইতে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি দূর হইতে না পারে, তাহার সহায়ক। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিকে মনে স্থান না দিয়া শাস্ত্রোক্ত নিষেধসমূহের পালনের সার্থকতা বিশেষ কিছু নাই। শ্রীলঠাকুর মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন—"মনের স্মরণ প্রাণ"– ভগবৎ-স্মৃতিই মনের প্রাণ সদৃশ; যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ যেমন শৃগাল-কুক্কুরাদি কোনও জন্তুই তাহার নিকটে অগ্রসর হয় না, কিন্তু যখনই প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়, তখন হইতে যেমন সেই প্রাণহীন দেহটী শৃগাল-কুক্কুর-কাক-শকুনি আদির উৎপাতের বিষয় হইয়া পড়ে; তদ্রূপ যতক্ষণ মনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ কাম-ক্রোধাদি কোনও দুষ্প্রবৃত্তি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কিন্তু মন হইতে যখনই শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি অন্তর্হিত হইবে, তখন হইতেই সেই কৃষ্ণস্মৃতিহীন মন কামক্রোধাদির লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইবে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই হইল ভজনের প্রাণ—সদাচারের প্রাণ। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিহীন-ভাবে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান, শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিহীন-ভাবে শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের পালন—প্রাণহীন দেহে অলঙ্কারের ন্যায় নিরর্থক—আত্মবঞ্চনা মাত্র।

ইহার একটা সামাজিক মূল্য থাকিতে পারে—বাহিরে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইতেছে বলিয়া লোক-সমাজে সাধু বা ভজন-পরায়ণ ভক্ত বলিয়া পরিচিত হওয়া যাইতে পারে—কিন্তু সাধন হিসাবে কৃষ্ণস্মৃতিহীন অনুষ্ঠানের বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে না। তাহার হেতু এই। প্রথমতঃ, অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া আছে বলিয়াই মায়াবদ্ধ জীবের দুর্দ্দশা। এই দুর্দ্দশার এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হওয়ার হেতুই হইল অনাদি শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি। সংসার-দুঃখের অবসান ঘটাইতে হইলে এবং জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাইতে হইলে এই হেতুকে—শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতিকে—দূর করিতে হইবে। আলোকের অভাব-স্বরূপ অন্ধকারকে দূর করিবার একমাত্র উপায় যেমন আলোকের আনয়ন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিকে দূর করারও একমাত্র উপায় হইল শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি। স্মৃতিদ্বারাই বিস্মৃতিকে দূর করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিকে দূর করার জন্যই যখন সাধন, তখন ইহাই নিশ্চিত যে, বিস্মৃতিকে দূর করিবার একমাত্র উপায়-স্বরূপ স্মৃতিই হইল সাধনের প্রাণ; যে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি নাই, তাহা হইল প্রাণহীন, সুতরাং অসার্থক; শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি দূর করার কোনও আনুকূল্য করিতে পারে না বলিয়া ভজনাঙ্গ হিসাবে তাহার কোনও মূল্য নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে সাসঙ্গ সাধন এবং অনাসঙ্গ সাধন এই দুই রকমের সাধনের কথা বলা হইয়াছে; এবং আরও বলা হইয়াছে—অনাসঙ্গ সাধনের দ্বারা কিছুতেই হরিভক্তি পাওয়া যায় না; আর সাসঙ্গ সাধনে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শীঘ্র নয়—যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। যাহাতে "আসঙ্গ" নাই, তাহা হইল অনাসঙ্গ; আর যাহাতে "আসঙ্গ" আছে, তাহা হইল সাসঙ্গ। আসঙ্গ-শব্দের অর্থ হইল—ভজন-নৈপুণ্য; যে উপায়ে বা কৌশলে ভজন সার্থক হইতে পারে, তাহা যিনি জানেন এবং ভজন-ব্যাপারে যিনি সেই কৌশল প্রয়োগ করেন, তাঁহাকেই ভজন-বিষয়ে নিপুণ বলা যায়। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—ভক্তিমার্গের এই কৌশলটী হইল—সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রীতির জন্যই ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার চরণেই ফুল-চন্দনাদি দেওয়া হইতেছে, তাঁহার সাক্ষাতে থাকিয়া তাঁহার প্রীতির জন্যই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করা হইতেছে—সাধকের চিত্তের এইরূপ একটা ভাব। শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিহীন ভাবে ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং কৃষ্ণস্মৃতিই সাধকের সাধনকে সাসঙ্গত্ব দান করিয়া সার্থক করিতে পারে; তাই শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিহীন ভাবে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে অনাসঙ্গ সাধন; এই অনাসঙ্গ সাধনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে না। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—অনাসঙ্গ ভাবে "বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ১।৮।১৫ ॥"

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ-সার—॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কেবল ভক্তিমার্গে নয়, যে কোনও পন্থাবলম্বীর পক্ষেই স্বীয় উপাস্যদেবের স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত রাখা কর্ত্তব্য ; নতুবা তাঁহার সাধন সার্থকতা লাভ করিতে পারে না।

বস্তুতঃ যত রকম সাধনাঙ্গের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যই হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিকে হৃদয়ে জাগ্রত করা এবং জাগ্রত করিয়া তাহাকে স্থায়িত্ব দান করা। অনুষ্ঠানের সময়ে সাধক নিজের চেষ্টা ও আগ্রহদ্বারা চিত্তকে অন্য বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিতে স্থাপন করিবেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥ ২।২৪।১১৫॥" ভাগ্যবান্ সাধক তাঁহার দেহ-দৈহিক-সম্বন্ধীয় অনেক ব্যাপারকেও ভজনের অনুকূল বা অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারেন—যদি তাহার সঙ্গে কৃষ্ণস্মৃতিকে বিজড়িত করিতে পারেন। বিছানা পাতার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের শয্যা-রচনার চিন্তা করা যায় ; স্নানের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের যমুনা-বিহার, কি রাধাকুণ্ড-বিহার, কি শ্রীকৃষ্ণের স্নানের কথা মনে করা যায় ; ইত্যাদি।

এই শ্লোকে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং এই আদেশের পালন না করিলে যে লোকের চিত্ত মায়ার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইবে, তাহাও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত তিন শ্লোকে কথিত শাস্ত্রাদেশ সমূহের অপালনে যে প্রত্যবায় আছে, তাহার ভয়ে যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকেই বৈধীভক্ত বলে। এইরূপে এই তিনটী শ্লোক ৫৯ পয়ারে প্রমাণ।

৬০। **বিবিধাঙ্গ সাধন-ভক্তি**—সাধন-ভক্তির অনেক অঙ্গ ; সংক্ষেপে প্রধান প্রধান কয়েকটি (চৌষট্টিটি) এস্থলে বলিতেছেন।

এই পয়ারে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে—নিম্নে যে-সমস্ত ভজনাঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তকে সাধন-ভক্তির অঙ্গ" বলা হইয়াছে ; কেবল বৈধীভক্তি বা কেবল রাগানুগা ভক্তির অঙ্গ বলা হয় নাই। তাহাতে বুঝা যায়, এই অঙ্গগুলি বৈধী ও রাগানুগা উভয়বিধ সাধন-ভক্তিরই অঙ্গ। উভয় মার্গের ভক্তকেই এই অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাদের ভাবের মাত্র পার্থক্য থাকিবে। যেমন শ্রীএকাদশীব্রত ; বৈধীভক্ত এই ব্রত পালন করিবেন, যেহেতু ইহা না করিলে পাপ-ভক্ষণের তুল্য ফল হইবে, সপ্তম পুরুষসহ নিজেকে নরকে যাইতে হইবে, ইত্যাদি। আর রাগানুগামার্গের ভক্ত এই ব্রত করিবেন, কেননা ইহা শ্রীহরিবাসর, এই ব্রত পালন করিলে শ্রীহরি অত্যন্ত সুখী হয়েন। অনুষ্ঠান একই, কেবলমাত্র ভাবের পার্থক্য। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৯ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তি এই :—(১) গুরুপাদাশ্রয়, (২) দীক্ষাগ্রহণ, (৩) গুরুসেবা, (৪) সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা, (৫) সাধুবর্ত্মানুগমন, (৬) কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, (৭) কৃষ্ণতীর্থে বাস, (৮) যাবৎ-নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ, (৯) একাদশীর উপবাস, (১০) ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণবপূজন। এই দশটী অঙ্গ সাধনভক্তির আরম্ভ-স্বরূপ ; "এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ১।২।৪৩॥" এই দশটী অঙ্গ গ্রহণ না করিলে ভজনের আরম্ভ হইতে পারে না। (১১) সেবানামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন, (১২) অবৈষ্ণব-সঙ্গত্যাগ, (১৩) বহুশিষ্য না করা, (১৪) বহু গ্রন্থের ও বহু কলার (চতুঃষষ্ট কলার) অভ্যাস ও ব্যাখ্যানবর্জ্জন, (১৫) হানিতে ও লাভে বিচলিত না হওয়া, (১৬) শোকাদির বশীভূত না হওয়া, (১৭) অন্য দেবতা ও অন্য শাস্ত্রের নিন্দা না করা, (১৮) বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দা না করা, (১৯) গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনা, (২০) প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দেওয়া। এই শেষোক্ত দশটী অঙ্গ বর্জ্জনাত্মক ; এই স্থলে যে দশটী বিষয় নিষিদ্ধ হইল, সেগুলি ভজনকামীকে বর্জ্জন করিতে হইবে। উপরোক্ত বিশটী অঙ্গ ভক্তিতে প্রবেশ করার দ্বারস্বরূপ ; "অস্যাস্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেঽপ্যঙ্গবিংশতি॥ ভ. র. সি.॥ ১।২।৪৩॥" দ্বার বলার তাৎপর্য্য এই যে,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে যেমন দ্বার দিয়া যাইতেই হইবে, দ্বারব্যতীত অন্য কোনও দিক্ দিয়াই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না ; সেইরূপ ভক্তির কৃপা লাভ করিতে হইলেও উক্ত বিশটি অঙ্গ পালন করিতে হইবে ; এই বিশ অঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া কেহ ভক্তিলাভের যোগ্য হইতে পারে না। এই বিশটি অঙ্গের মধ্যে আবার গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরুসেবা এই তিনটি প্রধান ; "ত্রয়ঃ প্রধানমেবোক্তং গুরুপাদাশ্রয়াদিকম্—ভ. র. সি. ১।২।৪৩॥" :যিনি গুরুপদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরুসেবাদ্বারা গুরুকৃপা লাভ করিতে পারেন, গুরুকৃপার প্রভাবে তাঁহার পক্ষে সাধন-ভক্তির অন্যান্য অঙ্গে স্বতঃই শ্রদ্ধা ও প্রবৃত্তি জন্মে ; সুতরাং সাধনভক্তি তাঁহার পক্ষে সুগম ও সুখজনক হইয়া থাকে ; কিন্তু যিনি গুরুকৃপা হইতে বঞ্চিত, তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বৃথা। শ্রীহরি রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন ; কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না ; শ্রীহরিও রক্ষা করেন না। যাঁহারা শ্রীনারদের পন্থানুগামী, তাঁহাদের মতে—দীক্ষা ভজনের বীজ-স্বরূপ ; বীজব্যতীত যেমন অঙ্কুর, গাছ ও ফল জন্মিতে পারে না, সেইরূপ দীক্ষাব্যতীত ভজনের আরম্ভ হইতে পারে না ; ২।১৫।১০৯ পয়ারের টীকা এবং ২।১৫।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। এ-সমস্ত কারণে গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরুসেবাকে উক্ত বিংশতি সাধনাঙ্গের মধ্যে প্রধান বলা হইয়াছে। এই বিশটী অঙ্গের অনুষ্ঠানদ্বারা সাধক নিজেকে ভজনের যোগ্য করিয়া লইবেন ; তাহা হইলেই মুখ্য-ভজনাঙ্গগুলির অনুষ্ঠানের ফল শীঘ্র পাইতে পারিবেন।

মুখ্যভজনাঙ্গগুলি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে লিখিত হইতেছে :—(২১) শ্রীহরিমন্দিরাখ্যতিলকাদি বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ, (২২) শরীরে শ্রীহরিনামাক্ষর-লিখন, (২৩) নির্ম্মাল্যধারণ, (২৪) শ্রীহরির অগ্রে নৃত্য, (২৫) দণ্ডবৎ নমস্কার, (২৬) শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে অভ্যুত্থান বা গাত্রোত্থান, (২৭) শ্রীমূর্ত্তির পাছে পাছে গমন, (২৮) শ্রীভগবদধিষ্ঠান-স্থানে গমন, (২৯) পরিক্রমা, (৩০) অর্চ্চন (পূজা), (৩১) পরিচর্য্যা, (৩২) গীত, (৩৩) সঙ্কীর্ত্তন, (৩৪) জপ, (৩৫) বিজ্ঞপ্তি (নিবেদন), (৩৬) স্তবপাঠ, (৩৭) নৈবেদ্যের (মহাপ্রসাদের) স্বাদগ্রহণ, (৩৮) চরণামৃতের আস্বাদগ্রহণ, (৩৯) ধূপ-মাল্যাদির সৌরভ-গ্রহণ, (৪০) শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন (৪১) শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, (৪২) আরতি ও উৎসবাদি দর্শন, (৪৩) শ্রবণ, (৪৪) শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রতি নিরীক্ষণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা ও আশা, (৪৫) স্মরণ, (৪৬) ধ্যান, (৪৭) দাস্য, (৪৮) সখ্য, (৪৯) আত্মনিবেদন, (৫০) শ্রীকৃষ্ণে নিবেদনের উপযোগী শাস্ত্রবিহিত দ্রব্যাদির মধ্যে স্বীয় প্রিয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ, (৫১) কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, অর্থাৎ যাহা কিছু করিবে, তাহা যেন শ্রীকৃষ্ণসেবার্থ হয় ; (৫২) সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তু-মাত্রের সেবন, যথা (৫৩) তুলসীসেবা, (৫৪) শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসেবা, (৫৫) মথুরাধাম এবং (৫৬) বৈষ্ণবাদির সেবা, (৫৭) নিজের অবস্থানুযায়ী দ্রব্যাদির দ্বারা ভক্তবৃন্দসহ মহোৎসব করণ, (৫৮) কার্ত্তিকাদিব্রত (নিয়মসেবাদি), (৫৯) জন্মাষ্টমী আদি উৎসব, (৬০) শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তিসেবা, (৬১) রসিক ভক্তের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদন, (৬২) সজাতীয় আশয়যুক্ত (সমভাবাপন্ন), আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্নিগ্ধ প্রকৃতির সাধুর সঙ্গ, (৬৩) নামসঙ্কীর্ত্তন, এবং (৬৪) শ্রীমথুরামণ্ডলে অবস্থিতি—এই চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তি। মুখ্য ভজনাঙ্গসমূহের মধ্যে আবার শেষোক্ত পাঁচ অঙ্গ অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতসেবন, মথুরাবাস এবং শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তি-সেবা—এই কয় অঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পৃথক ও সমষ্টিরূপে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দ্বারা এই চৌষট্টি অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। "ইতি কায়-হৃষীকান্তঃকরণানামুপাসনাঃ। চতুঃষষ্টিঃ পৃথক্ সাঙ্ঘাতিকভেদাৎ ক্রমাদিমাঃ॥ ভ, র. সি. ১।২।৪৩" অভ্যুত্থান, পশ্চাদ্গমন, তীর্থাদিতে গমন, দণ্ডবৎ-নতি ইত্যাদি শরীরের দ্বারা ; শ্রবণ, কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদভোজনাদি চক্ষুকর্ণাদি-ইন্দ্রিয়দ্বারা ; স্মরণ ও জপাদি অন্তঃকরণদ্বারা—এই সমস্তই শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত। আর—সাধুসঙ্গ, ভাগবত-শ্রবণ, নামসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে শরীরদ্বারা গমন ; চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধু দর্শন ; সাধুর উপদেশ, ভাগবত-কথা ও নামকীর্ত্তনাদি-শ্রবণ, ভগবদ্বিষয়ক-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা ও

গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন। সদ্ধর্ম্মশিক্ষাপৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নাম-কীর্ত্তনাদি করণ ; এবং অন্তঃকরণদ্বারা ভাগবত-কথাদির মর্ম্ম উপলব্ধি—এই সমস্তই শরীর, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ দ্বারা সমষ্টি রূপে অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত। যে অনুষ্ঠানে শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ইহাদের সকলগুলিরই এক সঙ্গে ব্যবহারের প্রয়োজন, সেই অনুষ্ঠানেই তাহাদের সমষ্টিরূপে ব্যবহার।

৬১। **গুরুপাদাশ্রয়**—আমি দুস্তর সংসার সমুদ্রে পতিত হইয়াছি, এই সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাওয়ার আমার নিজের বিন্দুমাত্রও শক্তি নাই, একমাত্র শ্রীগুরুদেবের কৃপাই এই অকূল-সমুদ্র হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ--ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নিজের শক্তিসামর্থ্যের উপর কিছুমাত্র নির্ভরতা না রাখিয়া, সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবের চরণে শরণাপন্ন হওয়া।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্ হইয়াও তাঁহার প্রকটলীলায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীগোস্বামীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ-লীলার অভিনয় করিয়া গুরু পাদাশ্রয়ের আবশ্যকতা জগতের জীবকে জানাইয়া গিয়াছেন। বিশেষ ভাগ্যবশতঃ জীব ভজনের মূল নরতনু পাইয়া থাকে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে নরতনু হইল সুদৃঢ় তরণীস্বরূপ ; বাতাস তরণীকে জলের উপর দিয়া চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে সত্য ; কিন্তু নৌকায় যদি সুনিপুণ কর্ণধার না থাকে, তাহা হইলে বাতাসের দ্বারা চালিত হইলেও সমুদ্রের অপর তীরে পৌঁছিবার সম্ভাবনা থাকে না ; কর্ণধারব্যতীত কে-ই বা নৌকাকে ঠিক পথে চালাইবে ? কর্ণধারহীন নৌকা ঘুরিয়া-ফিরিয়া সমুদ্রেই থাকিবে, অথবা, জলের ঘোর আবর্ত্তে পড়িয়া সমুদ্রেই জল-নিমগ্ন হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—শ্রীগুরুদেবকে যদি নরদেহ রূপ তরণীর কর্ণধার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) আনকূল্যরূপ বাতাস তাহাকে চালাইয়া সংসার-সমুদ্রের অপর তীরে লইয়া যাইবে, জীব সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার চরণাস্তিকে উপনীত হইতে পারিবে। এত সুযোগ পাইয়াও যে লোক সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সে আত্মঘাতী। "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ শ্রীভা. ১১।২০।১৭॥" এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি হইতেও জানা যায়—যিনি শ্রীগুরুদেবকে স্বীয় দেহরূপ তরণীর কর্ণধার করেন, একমাত্র তাঁহার পক্ষেই সংসার-সমুদ্রের অপর তীরে যাওয়ার অনুকূল বাতাসরূপে ভগবান্‌কে পাওয়া সম্ভব (ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতম্)। সুতরাং গুরুপাদাশ্রয় করা এবং সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুর উপদিষ্ট পন্থার অনুসরণ করা সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য।

যিনি ভক্তিমার্গে ভজন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে গুরুকরণ-সময়ে মোটামুটী এই কয়টী বিষয় দেখিতে হইবে। **প্রথমতঃ**—যাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিতে হইবে, তিনি বৈষ্ণব কি না ; বৈষ্ণব না হইলে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিবে না। কারণ, শাস্ত্র বলেন, অবৈষ্ণব গুরুর উপদিষ্ট মন্ত্রে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ—শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত (৪।১৪৪) নারদপঞ্চরাত্র-বচন।" শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও বলেন—"মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাৎ অবৈষ্ণবঃ॥—মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত এবং সহস্রশাখাধ্যায়ীও অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না। ১।৪০॥" শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থও বলেন, "অন্য-উপাসক-স্থানে কৃষ্ণদীক্ষা করে। বিপর্য্যয় হয় সেই সংসার না তরে॥" ইহা যুক্তিদ্বারাও সিদ্ধ হয়। উপাসনা অর্থ—ইষ্টদেবের নিকটে থাকা ; সাধনের উদ্দেশ্যও উপাসনা। ইষ্টদেবের নিকটে থাকিতে হইলে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন ; যিনি শ্রীভগবানের সঙ্গে যে জাতীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তিনি সেই জাতীয় সম্বন্ধানুসারেই শ্রীভগবানের সেবা এবং তাঁহার মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিতে সমর্থ ; সুতরাং সেই জাতীয় সম্বন্ধানুরূপ সেবার এবং মাধুর্য্যাদির সংবাদই তিনি অপরকে দিতে সমর্থ ; এবং সেই জাতীয় সেবায় এবং মাধুর্য্য-আস্বাদনেই তিনি অপরকে সহায়তা করিতে সমর্থ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যিনি শ্রীকৃষ্ণের উপাসক নহেন, তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার মন্ত্র লওয়া বিড়ম্বনামাত্র। আরও একটী গূঢ়-রহস্যও বোধ হয় আছে ; শ্রীকৃষ্ণ-উপাসকের কাম্যবস্তু—সিদ্ধাবস্থায় সিদ্ধ-দেহে শ্রীকৃষ্ণের সেবা ; স্বীয় ভাবানুকূল সিদ্ধ-দেহে শ্রীকৃষ্ণচরণ-সমীপে অবস্থিত গুরুর নির্দ্দেশেই জীব সে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করেন ; এবং গুরুর কৃপা-শক্তিতেই জীব সে-স্থানে নীত হয়েন। এখন, গুরু যদি শ্রীকৃষ্ণোপাসকই না হয়েন, তিনি তো সিদ্ধাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণসমীপেই থাকিবেন না, তিনি তাঁহার শিষ্যকে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণ-সমীপে আকর্ষণ করিয়া নিবেন? এবং কিরূপেই বা শিষ্যকে নিত্য-শ্রীকৃষ্ণসেবার নির্দ্দেশ করিবেন? শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণবগুরুর লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে :—"গৃহীত-বিষ্ণু-দীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ। বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥ ১।৪১ ॥ যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হয়েন ; তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত।" **দ্বিতীয়তঃ**—বৈষ্ণব হইলে দেখিতে হইবে, তিনি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব কি না। কেননা, গৌতমীয়তন্ত্র বলেন—"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ। ২৭৫ ॥" "সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব" কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে সম্প্রদায়-শব্দের তাৎপর্য্য জানা দরকার। সম্প্রদায়-শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে—"গুরুপরম্পরাগতঃ সদুপদেশঃ। শিষ্টাচারপরম্পরাবতীর্ণোপদেশঃ ॥ ইতি ভরতঃ ॥ গুরুপরম্পরাগত-সদুপদিষ্টব্যক্তিসমূহঃ ॥" শব্দকল্পদ্রুম ॥"—তাৎপর্য্য—"গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত, বা শিষ্টাচারপরম্পরায় অবতীর্ণ সদুপদেশকে বলে সম্প্রদায়। গুরুপরম্পরাগত-সদুপদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিসমূহকেও সম্প্রদায় বলে।" ইহা হইতে জানা গেল—যে বৈষ্ণব গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত "সদুপদেশের (উপাস্য, উপাসনা, সাধ্য প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশের) অনুসরণ করিতেছেন, তিনিই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। এতাদৃশ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার হেতু পরবর্ত্তী আলোচনায় জানা যাইবে। শাস্ত্রানুমোদিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় অনেক; যথা, শ্রীসম্প্রদায়, মাধ্বসম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামীসম্প্রদায়, নিম্বার্কসম্প্রদায়, গৌড়ীয়সম্প্রদায় প্রভৃতি। বহুপ্রচারিত কয়েকটী কৃত্রিম শ্লোকের প্রভাবে অনেকের ধারণা এই যে, বৈষ্ণবসম্প্রদায় মাত্র চারিটী এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতেছে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে ; গৌড়ীয়সম্প্রদায় হইতেছে শাস্ত্রানুমোদিত একটী পৃথক্ সম্প্রদায়। এসম্বন্ধে প্রথম সংস্করণ "গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন" পঞ্চম খণ্ডের পরিশিষ্টে ৩৭৫৩-৩৮০৩ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রষ্টব্য। **তৃতীয়তঃ**—সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে দেখিতে হইবে, অভীষ্ট গুরু নিজের ভাবানুকূল সম্প্রদায়ভুক্ত কি না। উল্লিখিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সমূহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও তাঁহাদের সকলের উপাস্য সমান নহেন, সকলের ভাব এবং প্রার্থনীয় বস্তুও সমান নহে ; সুতরাং শ্রীভগবানের যে স্বরূপের প্রতি নিজের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সেই স্বরূপ যে সম্প্রদায়ের উপাস্য, সেই সম্প্রদায়েই নিজের গুরুর অনুসন্ধান করিতে হইবে। যাঁহারা ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিভাবের কোনও একভাবে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা কামনা করেন, তাঁহাদিগকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত গুরুর শরণাপন্ন হইতে হইবে। **চতুর্থতঃ**—যিনি দাস্য-সখ্যাদি কোনও একভাবে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা কামনা করেন, তাঁহাকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত গুরুর শরণাপন্ন হইতে তো হইবেই ; অধিকন্তু, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিজের ভাবানুকূল গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই সুবিধা হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অর্থাৎ যিনি বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা প্রার্থনা করেন, তাঁহাকে বাৎসল্যভাবের উপাসক গুরুর, যিনি মধুরভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা কামনা করেন, তাঁহাকে মধুরভাবের উপাসক গুরুর শরণাপন্ন হইতে হইবে—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ইহার হেতু এই :—শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, বৈষ্ণবসঙ্গ করিতে হইলে সজাতীয়-আশয়যুক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবে। যাঁহারা একই ভাবের উপাসক, অর্থাৎ যাঁহারা দাস্য-সখ্যাদি চারিটী ভাবের কোনও একই ভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা কামনা করেন, তাঁহাদিগকেই সজাতীয়-আশয়যুক্ত বলা যাইতে পারে ; বাৎসল্যভাবের সাধক যদি মধুরভাবের সাধকের সঙ্গ করেন, তাহা হইলে কাহারও পক্ষেই প্রাণ-খোলা ইষ্টগোষ্ঠী সম্ভব হয় না ; সুতরাং এইরূপ সঙ্গ-দ্বারা কাহারও ভাবপুষ্টির সম্ভাবনা নাই। এই গেল সাধারণ বৈষ্ণবসঙ্গ-সম্বন্ধে। গুরুর সঙ্গ সাধকের পক্ষে অন্য বৈষ্ণবসঙ্গ অপেক্ষা বহুগুণে প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য। সুতরাং গুরু ও শিষ্য যদি একই ভাবের উপাসক না হয়েন, তাহা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইলে, তাঁহাদের পরস্পরের সঙ্গে কাহারও ভাবপুষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। গুরুসঙ্গ দুই রকমের—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ; সাধকের যথাবস্থিত দেহে, গুরুর যথাবস্থিত দেহের সঙ্গ—বহিরঙ্গ সঙ্গ। আর সাধকের অন্তশ্চিন্তিত দেহে গুরুর অন্তশ্চিন্তিত দেহের সহিত সঙ্গ—অন্তরঙ্গ সঙ্গ। সেবা-শুশ্রূষাদিদ্বারা গুরুকৃপা লাভের জন্য বহিরঙ্গ-সঙ্গের প্রয়োজন। আর, সিদ্ধাবস্থায় সেবোপযোগী অন্তশ্চিন্তিত দেহের স্ফূর্তি ও পুষ্টির জন্য অন্তরঙ্গ-সঙ্গের প্রয়োজন। সিদ্ধাবস্থায় অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ-দেহেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা করিতে হয় এবং ভাবানুকূল সিদ্ধদেহপ্রাপ্ত গুরুর নির্দ্দেশেই সিদ্ধাবস্থায় সেবা করিতে হয়। কিন্তু গুরু ও শিষ্য যদি একভাবের উপাসক না হয়েন, তাহা হইলে সিদ্ধাবস্থায় তাঁহারা ব্রজেন্দ্রনন্দনের একভাবের পরিকর-দলভুক্ত হইবেন না। গুরু যদি কান্তাভাবের উপাসক হয়েন, তবে তাঁহার কাম্যবস্তু হইবে সিদ্ধদেহে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কিঙ্করীরূপে তাঁহার চরণসান্নিধ্যে থাকা; আর শিষ্য যদি বাৎসল্যভাবের উপাসক হয়েন, তবে তাঁহার কাম্যবস্তু হইবে, নন্দালয়ে শ্রীযশোদামাতার চরণ-সান্নিধ্যে থাকা। দুইজন দুইস্থানে থাকিতে বাসনা করিবেন; সুতরাং উভয়ের অন্তরঙ্গ-সঙ্গ সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। এমতাবস্থায় সিদ্ধ প্রণালিকা দেওয়াই অসম্ভব হইবে। এই সমস্ত কারণে আমাদের মনে হয়, গুরু ও শিষ্য একই ভাবের উপাসক হইলেই ভাল হয়। **পঞ্চমতঃ**—শ্রুতি এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায় এই যে, শাস্ত্রজ্ঞ এবং শাস্ত্রীয়-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ গুরুর চরণ আশ্রয় করিবে; গুরু শাস্ত্রজ্ঞ না হইলে, কিম্বা সিদ্ধান্তে অনিপুণ হইলে, তিনি শিষ্যের প্রশ্নের সমাধান করিয়া তাহার সন্দেহ দূর করিতে পারিবেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের আরও অভিপ্রায় এই যে, গুরুর ভগবদ্বিষয়ক অনুভূতি ও নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন; নচেৎ তিনি শিষ্যের অনুভূতি ও নিষ্ঠা জন্মাইতে পারিবেন না। "তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্। শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ ১১।৩।২১ ॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন, "যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়। ২।৮।১০০ ॥" শ্রীভগবদুক্তিও এইরূপ:—"মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ॥ ১।২৪ ॥ অর্থাৎ যিনি মদীয় ভক্তবাৎসল্যাদি মহিমা অনুভব করিয়া আমাকে অনুভব করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত আমাতেই সন্নিবিষ্ট এবং যিনি নিষ্কাম বলিয়া প্রশান্তস্বভাব, এইরূপ গুরুর উপাসনা করিবে।" শ্রুতিও এ-কথা বলেন:—"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ মুণ্ডক। ১।১২॥" শ্রোত্রিয়-অর্থ—বেদজ্ঞ বা শাস্ত্রজ্ঞ; এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থ ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত। বাস্তবিক, গুরুর লক্ষণের মধ্যে শ্রীভগবন্নিষ্ঠত্ব—শ্রীভগবদনুভূতিই—হইল স্বরূপ লক্ষণ বা মূল লক্ষণ; তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুও অন্যান্য লক্ষণের কথা না বলিয়া কেবল এই একটী লক্ষণের কথাই বলিয়াছেন—"যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥ ২।৮।১৯০॥"—এস্থলে, কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা অর্থ—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অনুভূতি বা উপলব্ধি যাঁহার আছে, তিনি। শ্রুতি "ব্রহ্মনিষ্ঠ"-শব্দে এই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবতও "পারে চ নিষ্ণাতং"-বাক্যে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। যিনি ভগবদনুভূতিসম্পন্ন, মহতের লক্ষণ (১।১।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), মহাভাগবতের লক্ষণ (২।১৬।১০৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) এবং গুরুর অন্যান্য লক্ষণও তাঁহাতে থাকিবে, ২।২২।৪৫-৪৭-পয়ারোক্ত বৈষ্ণব-লক্ষণগুলিও থাকিবে। শ্রীগুরুদেব হইলেন তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত (১।১।২৬-২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); যাঁহার চিত্তে হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষরূপা ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তিনিই ভক্ত। কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে সমস্ত অনর্থ-নিবৃত্তির পরে যাঁহার চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাঁহার চিত্তব্যতীত অপর কাহারও চিত্তই ভক্তিরাণীর আসনগ্রহণের উপযুক্ত নহে, অপর কেহ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম-ভক্ত বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারেন না। যাঁহার চিত্তের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং যাঁহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনিই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হইতে পারেন; কারণ, প্রেমব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি অসম্ভব। সুতরাং গুরুর শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ যাঁহাতে বর্ত্তমান, তাঁহাতে প্রেমবিকাশের লক্ষণও বর্ত্তমান থাকিবে এবং তদ্রূপ মহাভাগবতব্যতীত, অপর কাহারও দ্বারা গুরুর সার্থকতা লাভ হইতেও পারে কিনা সন্দেহ। **ষষ্ঠতঃ**—উক্ত-লক্ষণাক্রান্ত হইলেও দেখিতে হইবে, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আছে কিনা ; প্রাণের একটা টান আছে কিনা ; তাঁহার দর্শনে চিত্ত উৎফুল্ল হয় কিনা। **সপ্তমতঃ**—উক্ত লক্ষণাক্রান্ত কাহারও নিকটে যদি কোনও অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার চরণ আশ্রয় করাই সঙ্গত হইবে ; তাহাতেই অপরাধেরও খণ্ডন হইয়া যাইবে। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চরণে শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামীর অপরাধ হইয়াছিল ; ঐ অপরাধ খণ্ডনের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে তিনি বিদ্যানিধির নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। **অষ্টমতঃ**—ভ্রমবশতঃ যদি কেহ অবৈষ্ণবের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকটে শাস্ত্রবিধি-মতে তাঁহাকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ। ইতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস-(৪।১০০) ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন ॥" ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়া গিয়াছেন—"যে গুরু কুকার্য্যে লিপ্ত, যিনি কার্য্যাকার্য্য বিধান জানেন না, যিনি উৎপথগামী, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে ; তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণবের ভাব নাই, অবৈষ্ণব জ্ঞানে—অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন-ইত্যাদি (পূর্ব্বোদ্ধৃত) প্রমাণ অনুসারে তাঁহাকে ত্যাগ করিবে। বৈষ্ণববিদ্বেষী গুরুকে ত্যাগ করিবে।—বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব। গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ ইতি স্মরণাৎ, তস্য বৈষ্ণব-ভাবরাহিত্যেনাবৈষ্ণবতয়া অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনেত্যাদি বচনবিষয়ত্বাচ্চ। ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৩৮॥" এসমস্ত শাস্ত্রাদেশ অনুসারে শাস্ত্রীয়-লক্ষণশূন্য গুরুকে ত্যাগ করিলে গুরুত্যাগজনিত অপরাধ হইবে না ; কারণ, দীক্ষা দেওয়ার জন্য শাস্ত্রবিহিত যোগ্যতা যাঁহার নাই, তিনি কেবল কানে মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। দীক্ষাকালে শ্রীগুরুদেবের ভিতর দিয়া যে-ভগবৎ-শক্তি শিষ্যকে কৃতার্থ করে, তাহাই গুরুকে গুরুত্ব দান করিয়া থাকে ; যাঁহার চিত্ত শাস্ত্রীয় লক্ষণের অনুকূল নহে, তাঁহার ভিতর দিয়া ঐ ভগবৎ-শক্তি ক্রিয়া করিতে পারে না ; কাজেই তাঁহার গুরুত্ব সিদ্ধ হয় না ; এজন্যই শাস্ত্র তাঁহাকে ত্যাগ করার আদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহার ত্যাগে গুরুত্যাগের প্রত্যবায়ের আশঙ্কাও থাকিতে পারে না ; থাকিলে শাস্ত্রে এরূপ আদেশ থাকিত না।

দীক্ষা—স্বকর্ণে শ্রীগুরুদেবকর্তৃক ইষ্টমন্ত্র-দানের নাম দীক্ষা। অর্চ্চনমার্গে দীক্ষা-গ্রহণ অবশ্যকর্ত্তব্য ; কারণ, দীক্ষাব্যতীত কাহারও পূজাদিতে অধিকার জন্মে না। "বিনা দীক্ষাং হি পূজায়াং নাধিকারোঽস্তি কস্যচিৎ॥"—শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ২।২॥ "অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।"—বিষ্ণুযামল॥ শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ২।৪॥ অদীক্ষিতের পক্ষে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান অবিধেয় নয় ; কিন্তু অর্চ্চনাঙ্গের অনুষ্ঠান বিধিসম্মত নয়।

কেবল ইষ্টমন্ত্রটী অবগত হওয়ার জন্যই দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা নহে ; গ্রন্থাদিতেও মন্ত্র পাওয়া যায়। দীক্ষাকালে গুরু শিষ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেন ; সেই শক্তির ও গুরুকৃপার প্রভাবে জীবের অজ্ঞান দূরীভূত হয়, পাতকরাশির বিনাশ হয় এবং দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়। "দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২।৭।-ধৃত যামল-বচন॥

গুরুসেবন—শ্রীগুরুদেবের পরিচর্য্যাদিদ্বারা তাঁহার প্রীতি-বিধান। গুরুসেবা দুই রকমে হয় ; গুরুদেব সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিলে চরণে পুষ্পচন্দনাদিদ্বারা তাঁহার পূজা এবং অত্যন্ত প্রীতির সহিত যথাসাধ্য তাঁহার সর্ব্ববিধ পরিচর্য্যা। আর, তিনি সাক্ষাতে না থাকিলে, তাঁহার চিত্রপটাদিতে, কিম্বা তাঁহার উদ্দেশ্যে তাঁহার চরণে পুষ্প চন্দনাদি-দ্বারা তাঁহার পূজা এবং মানসে সাক্ষাৎ সেবার ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা। শ্রীগুরুর চরণে তুলসী দিবে না ; কিম্বা মহাপ্রসাদব্যতীত অনিবেদিত কোনও দ্রব্য তাঁহার ভোগে দিবে না। গুরুতত্ত্ব জানা থাকিলে ইহার হেতু সহজেই বুঝা যাইবে। গুরুদেব তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীচৈতন্যের দাস ; অবশ্য শিষ্য গুরুকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া মনে না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়াই মনে করিবেন ; নচেৎ শ্রীগুরুতে সাধারণ-মনুষ্যবুদ্ধি জন্মিতে পারে। ১।১।২৬-২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি কৃত গুর্ব্বষ্টকম্॥ যিনি শ্রীকৃষ্ণের দাস, তিনি কখনও অনিবেদিত দ্রব্য

কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস। যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভোজন করিবেন না। আমি আমার গুরুকে যাহাই মনে করি না কেন, গুরু নিজেকে কি মনে করেন, তিনি কিসে খুসী হয়েন, তাহা বিবেচনা করিয়াই তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদব্যতীত অন্য কিছুই তিনি গ্রহণ করেন না। অনিবেদিত কোনও দ্রব্যে তিনি প্রীত হয়েন না। সুতরাং তাঁহাকে তাঁহার প্রীতির বস্তু মহাপ্রসাদ না দিয়া যদি আমার ইচ্ছামত অনিবেদিত দ্রব্যদ্বারা তাঁহার ভোগ দেই, তাহা হইলে তাহাতে তিনি প্রীত হইবেন না; আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল বলিয়া আমি প্রীত হইতে পারি। ইহাতে তাঁহার সেবা হইল না, বরং আমার ইচ্ছা-পূর্ত্তিবশতঃ আমার নিজের সেবাই হইল। তুলসী দেওয়া সম্বন্ধেও ঐ বিচার।

সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা—সদ্ধর্ম্ম অর্থ সতের ধর্ম্ম; সৎ অর্থাৎ সাধুমহাজনদিগের আচরিত ধর্ম্ম। অথবা সৎ-শব্দের মুখ্য অর্থ যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন, তাহা ২।২২।৪৯ পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে। এই অর্থে সদ্ধর্ম্ম-শব্দে সৎ-সম্বন্ধীয় বা ব্রজেন্দ্রনন্দন-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম, অর্থাৎ ভাগবত-ধর্ম্ম বুঝায়। পৃচ্ছা-শব্দের অর্থ প্রশ্ন বা জানিবার ইচ্ছা। তাহা হইলে, সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা অর্থ—সাধুমহাজনগণ যে-ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবারূপ পরম-মঙ্গল লাভ করিয়াছেন, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবের, বা কোনও বৈষ্ণবের চরণে নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় নিবেদন করা।

সাধুমার্গানুগমন—মার্গ অর্থ পথ; অনুগমন অর্থ পেছনে পেছনে যাওয়া, বা অনুসরণ। সাধুমার্গানুগমন অর্থ—সাধুমহাজনগণ যে পথে গমন করিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন, সেই পথে তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া গমন। "গমন" না বলিয়া "অনুগমন" বলার তৎপর্য্য এই যে, সাধুমহাজনগণ পথের যে যে-স্থানে পা ফেলিয়া গিয়াছেন, ঠিক সেই সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। অর্থাৎ কোনও সাধনপন্থার যে যে-অনুষ্ঠান, সাধু মহাজনগণ নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল বলিয়া আচরণ করিয়া গিয়াছেন, সাধক নিজের অভীষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সেই সেই অনুষ্ঠানের আচরণ করিবেন। ইহাতে অভীষ্টসিদ্ধি-সম্বন্ধে একটা নিশ্চয়তার ভরসা পাওয়া যায়। এস্থলে একটী বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এই:—সকল সম্প্রদায়েই সাধুমহাজন আছেন, তাঁহারা সকলেই নমস্য; কিন্তু সকলের আচরণ অনুসরণীয় নহে। আমার যাহা অভীষ্ট বস্তু, যে সাধু-মহাজনের অভীষ্ট বস্তুও তাহাই ছিল, তিনিই আমার অনুসরণীয়, তাঁহার আদর্শই আমার আদর্শ। আমাকে যদি বৃন্দাবন যাইতে হয়, তাহা হইলে যিনি বৃন্দাবনে গিয়াছেন, তাঁহার পথেই চলিতে হইবে; যিনি কামাখ্যা গিয়াছেন, তাঁহার পথের খোঁজে আমার প্রয়োজন নাই। ১।৪।৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬২। কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ—শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নিজের সুখভোগাদির পরিত্যাগ। যতদিন পর্য্যন্ত নিজের সুখভোগের বাসনা হৃদয়ে থাকে, ততদিন ভক্তির কৃপা দুর্ল্লভ; এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার চরণে সুখভোগের বাসনা দূর করিবার শক্তি প্রার্থনা করিবে এবং নিজেও যথাসম্ভব ভোগ-ত্যাগের চেষ্টা করিবে; "যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে। ২।২৪।১১৫ ॥" এস্থলে শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পাঠ এই:—ভোগাদিত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণস্য ইতি কৃষ্ণপ্রাপ্তের্য হেতুস্তৎপ্রসাদস্তদর্থমিত্যর্থঃ। * * * * আদিগ্রহণাৎ লোকবিত্তপুত্রা গৃহ্যন্তে।"—কৃষ্ণপ্রাপ্তির হেতু হইল শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা; এই প্রসন্নতা লাভ করার জন্য স্বীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বস্তু-আদি ত্যাগ করিবে। ভোগাদি-শব্দের অন্তর্ভূত "আদি"-শব্দদ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে—লোকাপেক্ষা, নিজের বিত্ত-সম্পত্তি এবং পুত্রকন্যাদিকেও কৃষ্ণ-প্রসন্নতা লাভের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে— সেই সেই বস্তুতে আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে।

কৃষ্ণতীর্থে বাস—শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানাদিতে বাস করা। এই ভক্তি-অঙ্গ-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পাঠ এইরূপ:—নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ; দ্বারকাদি ধামে, অথবা গঙ্গাদির নিকটে বাস। ভক্তি-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রসামৃতসিন্ধুর পাঠমূলে অর্থ করিলেই পরে উল্লিখিত "মথুরবাস"-রূপ-ভক্তি অঙ্গের স্বতন্ত্র অঙ্গত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ; নচেৎ কৃষ্ণতীর্থে বাস ও মথুরবাস প্রায় একার্থবাচক হইয়া পড়ে।

যাবৎ-নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ—যতটুকু প্রতিগ্রহ না করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহ হইতে পারে না, ততটুকুমাত্র প্রতিগ্রহ (গ্রহণ) করা, তাহার বেশী নহে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পাঠ বেশ পরিষ্কার অর্থবোধক ; "ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।" শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে-নারদীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আরও পরিষ্কার অর্থবোধক :— "যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥ ১।২।৪৯ ॥" ইহার টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, "স্বনির্ব্বাহ ইতি। স্ব-স্ব-ভক্তিনির্ব্বাহ ইত্যর্থঃ ॥" অর্থাৎ যে-পরিমাণ ব্যবহার গ্রহণ করিলে স্বীয় ভক্তি-নির্ব্বাহ হইতে পারে, সেই পরিমাণ ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিবেন ; ইহার অধিক বা কম করিলে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে। যেমন, আমার দিবসে দুই বেলা না খাইলে শরীর অসুস্থ হয়। এমতাবস্থায় আমাকে দুইবেলা খাইতে হইবে ; নচেৎ শরীর অসুস্থ হইবে, শরীর অসুস্থ হইলে নিয়মিত-ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত জন্মিবে। দুই বেলার কম খাওয়া যেমন সঙ্গত হইবে না, দুইবেলার বেশী খাওয়াও সঙ্গত হইবে না ; বেশী খাইলেও শরীর অসুস্থ হইতে পারে, অথবা শরীরে আলস্য জন্মিতে পারে, আলস্য জন্মিলেও ভক্তির অনুষ্ঠানে বিঘ্ন জন্মিবে। যে-পরিমাণ অর্থোপার্জ্জন না করিলে সংসারী লোকের পক্ষে সংসার চালান অসম্ভব হইয়া পড়ে, সেই পরিমাণ অর্থই ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবে ; বেশীও নহে ; কমও নহে। কম উপার্জ্জন করিলে সংসারে অভাব-অনটন উপস্থিত হইবে, তাহার ফলে নানাবিধ বিপদ ও অশান্তি উপস্থিত হইয়া ভজনের বিঘ্ন জন্মাইবে। বেশী উপার্জ্জন করিলেও অর্থের আনুষঙ্গিক কুফলসমূহ ভজনের বিঘ্ন জন্মাইবে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যতটুকু ব্যবহার না করিলে চলে না, ততটুকুই করিবে ; বেশীও নহে ; কমও নহে ; বেশী করিলে ক্রমশঃ আত্মীয়-স্বজনেই চিত্তের আবেশ জন্মিতে পারে এবং কম করিলেও তাঁহারা বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া ভজনের বিঘ্ন জন্মাইতে পারেন। ইত্যাদি সব বিষয়েই, যতটুকু না করিলে ভক্তি-অঙ্গ নির্ব্বাহ হয় না, ততটুকুই করিবে ; বেশীও নহে, কমও নহে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সংসারে নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার ব্যবস্থা—কেবল ভজনের জন্য, নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য নহে। আহার করিতে হইবে বাঁচিয়া থাকার জন্য ; বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন কেবল ভজনের জন্য। কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া ভজনোপযোগী মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছি ; ভজন করিয়া তাহা সার্থক করিতে হইবে ; যদি মৃত্যুর পরে আর মনুষ্যজন্ম না পাই, তাহা হইলে তো ভজন করা হইবে না ; শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এই জন্মেই যথাসাধ্য ভজনের চেষ্টা করিতে হইবে ; সুতরাং যদি সুস্থশরীরে কিছুদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, তাহা হইলেই ভজনের সুবিধা হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন। তজ্জন্য আহারাদির প্রয়োজন ; যে-পরিমাণ আহারাদিদ্বারা বাঁচিয়া থাকা যায়, সেই পরিমাণই আহার করা উচিত, উপাদেয় ভোজ্যাদি বা বিলাসিতাময় পোষাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, অর্থাদি বেশী উপার্জ্জন করিয়া নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থদ্বারা ভগবৎ-সেবা ও বৈষ্ণবসেবাদি করিলে তো ভক্তির আনুকূল্য হইতে পারে ; সুতরাং নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে দোষ কি ? ইহার উত্তর এই—অনেক সময় সাধুর বেশ ধরিয়াও যেমন দুষ্ট লোক গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের অনিষ্ট সাধন করে, তদ্রূপ ভগবৎ-সেবা-বৈষ্ণবসেবাদি-বাসনার আবরণে আবৃত হইয়া আমাদের অর্থলিপ্সাও হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। প্রথমতঃ, সেবাদির আনুকূল্যার্থ প্রচুর অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে, অর্থোপার্জ্জনেই আবেশ জন্মিবে ; মনে হইবে "আচ্ছা অন্য উপায়ে আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করা যাউক ; ঐ টাকাদ্বারা একটা বড় উৎসব করা যাইবে ইত্যাদি।" এইরূপে অর্থোপার্জ্জনেই প্রায় ষোল আনা মন ও সময় নিয়োজিত হইবে ; ভজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে না। ক্রমশঃ সেবা-বাসনায় শিথিলতা আসিয়া পড়িবে, অর্থলিপ্সাই প্রবলতা লাভ করিবে। বিষয়ের ধর্ম্মই এইরূপ যে, ইহার সংশ্রবে থাকিলেই ইহা লোকের চিত্তকে কবলিত করিয়া ফেলে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"ধন ও শিষ্যাদির দ্বারা যে-ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা কদাচ উত্তমা-ভক্তির অঙ্গ বলিয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরিগণিত হইতে পারে না ; কারণ, এরূপ স্থলে ভক্তি-বাসনার শিথিলতাবশতঃ উত্তমতার হানি হয়।—ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যাভক্তিরুপপদ্যতে। বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা॥ ১।২।১২৮॥” ইহার টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতমিত্যাদি গ্রহণেন শৈথিল্যস্যাপি গ্রহণাদিতি ভাবঃ॥” এস্থলে আর একটী বিষয়ও বিবেচ্য। শ্রীরূপসনাতন-গোস্বামীর, কি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর অর্থ কম ছিল না ; তাঁহাদের প্রচুর অর্থ ছিল ; তাঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রত্যহই মহারাজোপচারে ভগবৎ-সেবা, মহোৎসবাদি করিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহা না করিয়া রাজৈশ্বর্য্য সমস্ত তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া দীনহীন কাঙ্গাল সাজিয়া তাঁহারা ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াছেন—জীবের সমক্ষে উত্তমা ভক্তির আদর্শ রাখিবার জন্যই।

কেহ কেহ বলেন, এই ভক্তি-অঙ্গটী কেবল ভক্তি-অঙ্গের গ্রহণ-সম্বন্ধে—ব্যবহারিক বিষয়-সম্বন্ধে নহে ; অর্থাৎ যে-পরিমাণে যে-ভক্তি-অঙ্গ সাধনের সঙ্কল্প করিবে, তাহা যাহাতে সর্ব্বাবস্থায় রক্ষিত হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই যাবৎ-নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ। দৃষ্টান্তস্বরূপে তাঁহারা বলেন—“কোনও ভক্ত অনুরাগবশতঃ সঙ্কল্প করিলেন, তিনি প্রত্যহ একলক্ষ হরিনাম করিবেন ; পরে কোনও একদিন সাংসারিক কার্য্যাধিক্যবশতঃ লক্ষ নাম করিতে পারিলেন না ; মনে করিলেন, পরের দিনের নামের সঙ্গে সেই দিনকার নাম সারিয়া লইবেন ; কিন্তু কার্য্যাধিক্যবশতঃ পরের দিনও তাহা হইল না। ক্রমশঃ এইরূপ আচরণদ্বারা ভক্তির প্রতি অনাদর উপস্থিত হয় ; অতএব, প্রত্যহ অবাধে যাহা নির্ব্বাহ হইতে পারে তাহাই নিয়মরূপে পরিগ্রহ করিবে, বেশী বা কম হইলে ভক্তি পুষ্ট হইবে না।” এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই :—যাহা নিয়ম করিবে, তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। দু’একদিন নিয়ম লঙ্ঘন হইলেই ভজনে শিথিলতা আসিতে পারে ; শিথিলতা আসিলে ভক্তি পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। যে বিষয়কর্ম্ম গ্রহণ করিলে নিত্যকর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মে, সেই বিষয়কর্ম্মে হাত দিবে না, ইহাই যাবৎ নির্ব্বাহের তাৎপর্য্য ; অবশ্য যে পরিমাণ ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান নিয়মিতরূপে নিত্য নির্ব্বাহিত হওয়া সম্ভব, তদতিরিক্ত গ্রহণ করিলে নিয়ম রক্ষার সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে। কেহ কেহ আবার বলেন, “যে-পরিমাণ অনুষ্ঠানের নিয়ম করা যায়, কোনও দিন তদতিরিক্ত করিলেও প্রত্যবায় আছে। যদি লক্ষ হরিনামের নিয়ম করা যায়, তবে কোনওদিন লক্ষের বেশী নাম করিলে দোষ হইবে।” আমরা এই মতের অনুমোদন করিতে পারি না। ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান যত বেশী করা যায়, ততই মঙ্গল। সর্ব্বদাই ভজন করিবে—“স্মর্ত্তব্যো সততং বিষ্ণুঃ”—ইহাই বিধি। বিষয়কর্ম্মাদির জন্য আমরা যে তাহা করিতে পারি না, ইহাই দোষের ; বিষয়কর্ম্ম কমাইয়া, বা আলস্যের প্রশ্রয় না দিয়া যত বেশী ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা যায়, ততই ভক্তিপুষ্টির সম্ভাবনা বেশী। নিয়মিত অনুষ্ঠানের অকরণে নিয়মভঙ্গ হয় ; বেশী করণে নিয়মভঙ্গ হয় না। জলের আঘাতে পুকুরের তীরের আয়তন যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলেই বলা হয়—পাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; কোনও কারণে তীরের আয়তন বৃদ্ধি হইলে তাহাকে পাড় ভাঙ্গা বলে না।

একাদশ্যুপবাস—একাদশীতে উপবাস করা। উপবাস-শব্দের এই অর্থ—আহার ত্যাগ এবং উপ অর্থাৎ নিকটে বাস—শ্রীভগবানের নিকটে বাস করা। একাদশী-দিনে আহার ত্যাগ করিবে এবং শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে থাকিবে ; অর্থাৎ শ্রীভগবানের চরণচিন্তা করিয়া অহোরাত্র শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিবে ; ভাগ্যে থাকিলে লীলাস্মরণাদি উপলক্ষ্যে অন্তশ্চিন্তিতদেহে লীলারসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের সেবাদি করিবে।

চারিবর্ণের ও চারি আশ্রমের সকলের পক্ষেই একাদশীব্রত কর্ত্তব্য ; সধবা স্ত্রীলোকের পক্ষেও কর্ত্তব্য ; এই ব্রতের অ-পালনে পূর্ব্বপুরুষসহ নিরয়গামী হইতে হয় ; একাদশীতে অন্নকে পাপ আশ্রয় করে ; তাই একাদশীতে অন্ন-গ্রহণ করিলে পাপ ভক্ষণ করা হয় ; বিশেষ বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দ্রষ্টব্য। (১।১৫।৬-৮ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।) অন্ন বলিতে এস্থলে কেবল “ভাত” নহে ; চাউল, ভাত, ময়দা, আটা, সুজি, খৈ, চিড়া, ডাইল প্রভৃতি শস্যজাত জিনিষমাত্রই অন্ন। অসমর্থ পক্ষে দুধ, ফল, মূল, ছানা, মাখন, ঘি ইত্যাদিদ্বারা অনুকল্পের বিধি আছে।

ধাত্র্যশ্বত্থ-গোবিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন। 　　সেবা-নামাপরাধাদি বিদূরে বর্জ্জন ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

একাদশীকে শ্রীহরিবাসর (শ্রীহরির দিন) বলে ; এই ব্রত পালন করিলে শ্রীহরি অত্যন্ত প্রীত হয়েন। মহাপ্রসাদ-ভোজী বৈষ্ণবের পক্ষেও এই দিনে মহাপ্রসাদ-গ্রহণ নিষেধ ; একাদশীতে উপবাসের ব্যবস্থা সকলের জন্যই ; বৈষ্ণব তো কোনও সময়েই মহাপ্রসাদব্যতীত অপর কিছু আহার করেন না ; সুতরাং বৈষ্ণবের উপবাস অর্থই মহাপ্রসাদত্যাগ—"বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ। বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াদিতি। * *। অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্নপরিত্যাগ এব। ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৮৮॥" শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে শ্রীমহাপ্রসাদ-ত্যাগে দোষ হয় না ; মহাপ্রসাদের অবমাননাও হয় না।

৬৩। **ধাত্র্যশ্বত্থ**—ধাত্রী ও অশ্বত্থ। ধাত্রী অর্থ আমলকী। অশ্বত্থ-বৃক্ষ ভগবানের বিভূতি বলিয়া পূজ্য। **গো-বিপ্র**—গো ও বিপ্র। গো-ব্রাহ্মণের হিতের জন্য শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া তাঁহারাও পূজ্য, শ্রীকৃষ্ণ গো-চারণ করিতেন বলিয়াও বৈষ্ণবের পক্ষে গো-জাতি অত্যন্ত প্রীতির বস্তু। গাত্রকণ্ডূয়ন, গো-গ্রাস দান এবং প্রদক্ষিণাদিদ্বারা গো-পূজা হইয়া থাকে। গো-জাতি প্রসন্ন হইলে শ্রীগোপালও প্রসন্ন হয়েন। "গবাং কণ্ডূয়নং কুর্য্যাৎ গোগ্রাসং গো-প্রদক্ষিণম্। গোষু নিত্যং প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতি ॥"—শ্রীগৌতমীয় তন্ত্র ॥ যিনি ব্রহ্মের বা ভগবানের তত্ত্বানুভব করিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি পরমভক্ত ; পরিচর্য্যাদিদ্বারা তাঁহার পূজা করিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে।

বৈষ্ণব-পূজন—বৈষ্ণবসেবা ভক্তিপুষ্টির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পরিচর্য্যাদিদ্বারা বৈষ্ণবের প্রীতিবিধান করিবে। "ভক্তপদ-রজঃ আর ভক্তপদ-জল। ভক্ত-ভুক্ত অবশেষ এই তিন মহাবল ॥ ৩।১৬।৫৫ ॥" শ্রীঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।"

সেবানামাপরাধাদি—সেবাপরাধাদি যাহাতে না জন্মিতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক থাকিবে। সেবা-অপরাধে শ্রীহরি রুষ্ট হয়েন, নাম-অপরাধ হইলে শ্রীহরিনামের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয় ; বৈষ্ণব অপরাধ হইলে শ্রীভগবান্ অত্যন্ত রুষ্ট হয়েন, ভক্তির মূল উৎপাটিত হইয়া যায়। বৈষ্ণব-অপরাধীর আর নিস্তার নাই। ২।১৯।১৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বিদূরে বর্জ্জন—বিশেষরূপে দূরে বর্জ্জন করিয়া দিবে ; খুব দূরে রাখিবে ; সেবা-নামাপরাধাদির নিকটে যাইবে না।

সেবা-অপরাধ—আগম-শাস্ত্রে ৩২ প্রকারের সেবাপরাধের উল্লেখ আছে ; যথা—(১) গাড়ী, পাল্কী-আদিতে চড়িয়া, অথবা জুতা-খড়মাদি পায়ে দিয়া শ্রীমন্দিরে গমন, (২) ভগবৎসম্বন্ধীয় উৎসবাদির সেবা না করা ; অর্থাৎ তাহাতে যোগ না দেওয়া, (৩) বিগ্রহ-সাক্ষাতে প্রণাম না করা, (৪) উচ্ছিষ্ট বা অশুচি অবস্থায় ভগবদ্বন্দনাদি ; (৫) এক হস্তে প্রণাম ; (৬) ভগবদগ্রে প্রদক্ষিণ, অর্থাৎ প্রদক্ষিণ সময়ে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া যে রীতিতে প্রদক্ষিণ করা হইতেছিল, সেই রীতির পরিবর্ত্তন না করিয়া প্রদক্ষিণ করা ; অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া প্রদক্ষিণ করা ; (৭) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পাদ-প্রসারণ ; (৮) পর্য্যঙ্কবন্ধন, অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের অগ্রে হস্তদ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন ; (৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে শয়ন ; (১০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভোজন ; (১১) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে মিথ্যাকথা বলা ; (১২) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলা ; (১৩) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পরস্পর আলাপাদি করা ; (১৪) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে রোদন ; (১৫) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কলহ ; (১৬) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বা (১৭) নিগ্রহ ; (১৮) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর-বাক্য-প্রয়োগ ; (১৯) কম্বল গায়ে দিয়া সেবাদির কাজ করা ; (২০) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে পরনিন্দা ; (২১) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে পরের স্তুতি ; (২২) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে অশ্লীল কথা বলা ;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(২৩) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে অধোবায়ুত্যাগ ; (২৪) সামর্থ্য থাকাসত্ত্বেও মুখ্য উপচার না দিয়া গৌণ উপচারে পূজাদি করা ; (২৫) অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ ; (২৬) যে কালে যে-ফলাদি জন্মে, সেই কালে শ্রীভগবানকে তাহা না দেওয়া ; (২৭) আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবন্নিমিত্ত ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার ; (২৮) শ্রীমূর্ত্তিকে পেছনে রাখিয়া বসা ; (২৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্য ব্যক্তিকে অভিবাদন ; (৩০) গুরুদেব কোনও প্রশ্ন করিলেও চুপ করিয়া থাকা ; (৩১) নিজে নিজের প্রশংসা করা ; (৩২) দেবতা-নিন্দা। এতদ্ব্যতীত বরাহপুরাণে আরও কতকগুলি সেবা-অপরাধের উল্লেখ আছে ; যথা—(১) রাজ-অন্ন ভক্ষণ ; (২) অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করা ; (৩) অনিয়মে শ্রীবিগ্রহসমীপে গমন ; (৪) বাদ্যব্যতিরেকে মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন ; (৫) কুক্কুরাদিকর্ত্তৃক দূষিত ভক্ষ্যবস্তুর সংগ্রহ ; (৬) পূজা করিতে বসিয়া মৌনভঙ্গ এবং (৭) মলমূত্রাদি ত্যাগের জন্য গমন , (৮) অবৈধ পুষ্পে পূজন ; (৯) গন্ধমাল্যাদি না দিয়া আগে ধূপদান ; (১০) দন্তধাবন না করিয়া (১১) স্ত্রীসম্ভোগের পর শুচি না হইয়া (১২) রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া (১৩) দীপ স্পর্শ করিয়া (১৪) শব স্পর্শ করিয়া (১৫) রক্তবর্ণ, অধৌত, পরের ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া (১৬) মৃত দর্শন করিয়া (১৭) অপানবায়ু ত্যাগ করিয়া (১৮) ক্রুদ্ধ হইয়া (১৯) শ্মশানে গমন করিয়া (২০) ভুক্তান্নের পরিপাক না হইতে (২১) কুসুম্ভ অর্থাৎ গাঁজা খাইয়া (২২) পিণ্যাক অর্থাৎ আফিং খাইয়া এবং (২৩) তৈল মর্দ্দন করিয়া—শ্রীহরির স্পর্শ ও সেবা করা অপরাধ। অন্যত্রও কতকগুলি সেবাপরাধের উল্লেখ পাওয়া যায় ; যথা—ভগবৎ-শাস্ত্রের অনাদর করিয়া অন্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন ; শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে তাম্বুল চর্ব্বণ ; এরণ্ডাদি-নিষিদ্ধ-পত্রস্থ পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন ; আসুর কালে পূজন ; কাষ্ঠাসনে বা ভূমিতে পূজন ; স্নান করাইবার সময় বাম হাতে শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শ ; শুষ্ক বা যাচিত পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন ; পূজাকালে থুথু ফেলা ; পূজাবিষয়ে বা পূজার সময়ে আত্মশ্লাঘা ; ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণের স্থানে বক্রভাবে তিলক ধারণ ; পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে গমন ; অবৈষ্ণব-পক্ব বস্তুর নিবেদন ; অবৈষ্ণবের সম্মুখে পূজন ; নখস্পৃষ্ট জলদ্বারা স্নান করান, ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া পূজন ; নির্ম্মাল্যলঙ্ঘন ও ভগবানের নাম লইয়া শপথাদি করণ। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অপরাধ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। (শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস। ৮।২০৯-১৬। শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত সেবাপরাধগুলি একত্রে বিবেচনা করিলে মনে হয়, যে কোনও আচরণে শ্রীবিগ্রহের প্রতি অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, মর্য্যাদার অভাব বা প্রীতির অভাব প্রকাশ পায়, সাধারণতঃ তাহাই সেবাপরাধ।

সেবা-অপরাধ যত্নসহকারে পরিত্যাজ্য ; দৈবাৎ যদি কখনও কোন অপরাধ ঘটে, তবে সেবাদ্বারা বা শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপত্তিদ্বারা উহা হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিলে অপরাধমুক্ত হওয়া যায়। তাহাতেও যদি অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারা না যায় এবং পুনঃ পুনঃ অপরাধ হইতে থাকে, তবে শ্রীহরিনামের শরণাপন্ন হইতে হইবে। নামের কৃপায় সমস্ত অপরাধ খণ্ডিত হয়। নাম সকলের সুহৃদ্ ; কিন্তু শ্রীনামের নিকটে যাহার অপরাধ হয়, তাহার অধঃপতন নিশ্চিত।

নাম-অপরাধ—নামাপরাধসম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ওই যে, নামাপরাধ এই দশটী :—যথা (১) সাধুনিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণুর ও শ্রীশিবের নামাদির স্বাতন্ত্র্যমনন, (৩) গুরুর অবজ্ঞা, (৪) শ্রুতির ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দা, (৫) হরিনামের মহিমায় অর্থবাদ-মনন, (৬) প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থকল্পনা, (৭) নাম-বলে পাপে প্রবৃত্তি, (৮) অন্য শুভক্রিয়াদির সহিত নামের সমতা-মনন, (৯) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ এবং (১০) নাম-মহাত্ম্য শুনিয়াও নামে অপ্রীতি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।২।৫৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদও পদ্মপুরাণের নাম করিয়া অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত দশটীকেই নামাপরাধ বলিয়া গিয়াছেন ; সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—প্রমাণ-বচন শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত প্রমাণবচন-সমূহের আলোচনার পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে অন্য দু'একটী কথা বলা দরকার। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"সেবানামাপরাধাদি বিদূরে বর্জ্জন।" এই অপরাধগুলিকে যখন দূরে বর্জ্জন করার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উপদেশই প্রভু দিয়াছেন, তখন সহজেই বুঝা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া চেষ্টা করিলে এই অপরাধগুলি না করিয়াও পারা যায় ; চেষ্টা করিলে যাহা না করিয়াও পারা যায়, যাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকা যায়, তাহা ভবিষ্যতের বস্তুই হইবে—তাহা গতকালের বা পূর্ব্বজন্মের কোনও বস্তু হইতে পারে না। কারণ, গত বস্তু আমাদের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ চেষ্টার অধীন নহে। যাহা হউক, উল্লিখিত অপরাধগুলির নাম করিলেই বুঝা যায়—প্রথম নয়টী অপরাধ-জনক কাজ চেষ্টা করিলে লোকে না করিয়াও চলিতে পারে ; কিন্তু শেষ অপরাধটী—দশমটি—লোকের চেষ্টার বাহিরে ; প্রীতি বস্তুটী অন্তরের জিনিষ, ইহা বাহিরের বস্তু নহে ; চেষ্টাদ্বারা বা ইচ্ছামাত্রেই কাহারও প্রতি মনের প্রীতি জন্মান যায় না। নাম-মহাত্ম্য শুনিলেও যদি নামে আমার প্রীতি না জন্মে, তবে সে-জন্য আমি আমার বর্ত্তমান কার্য্যের ফলে কিরূপে দায়ী হইতে পারি? আমি তো চেষ্টা করিয়া নামের প্রতি অপ্রীতিকে ডাকিয়া আনিতেছি না? অপ্রীতিকে যদি চেষ্টা করিয়া ডাকিয়া আনিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার অপরাধ হইতে পারিত। নামমাহাত্ম্য শুনিলেও যে-নামে অপ্রীতি থাকে, তাহা বরং গত কর্ম্মের বা পূর্ব্ব-অপরাধের ফল হইতে পারে, কিন্তু আমার কোনও বর্ত্তমান কর্ম্মের ফল হইতে পারে না ; সুতরাং ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকাও সম্ভব নহে। কাজেই মনে হইতে পারে—শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কয়টী অপরাধের কথা মনে করিয়া তাহাদিগের “বিদূরে বর্জ্জনের” উপদেশ দিয়াছেন, দশম-অপরাধটী তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না ; উল্লিখিত দশম-অপরাধটী সম্বন্ধে এই এক সমস্যা দেখিতে পাওয়া যায়।

নবম-অপরাধটী সম্বন্ধেও এক সমস্যা আছে। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে উপদেষ্টার অপরাধ হইবে। শাস্ত্রবাক্যে “সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাসকে” শ্রদ্ধা বলে। এই শ্রদ্ধা যাঁর আছে, তাঁহাকে নামোপদেশ করার কোনও প্রয়োজনই হয় না। উপদেশের প্রয়োজনই হয়—শ্রদ্ধাহীন বহির্ম্মুখ জনের নিমিত্ত ; শাস্ত্রাদিতে এবং মহাজনদের আচরণেও তাহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। “সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদঃ” ইত্যাদি শ্রীভা. ৩।২৫।২৪ শ্লোকে দেখা যায়—সাধুদের মুখে ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে শ্রোতার শ্রদ্ধাদি জন্মে ; ইহা হইতে বুঝা যায়—পূর্ব্বে এই শ্রোতার শ্রদ্ধা ছিল না ; সাধুদের মুখে হরিকথা শুনিয়া তাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে ; এই শ্রোতা শ্রদ্ধাহীন বলিয়া সাধুগণ তাহাকে হরিকথা শুনাইতে ক্ষান্ত হন নাই, প্রসঙ্গক্রমে উপদেশ দিতেও বিরত হন নাই। আবার মায়াপিশাচীর কবলে কবলিত বহির্ম্মুখ জীব-সম্বন্ধেও শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন-“ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়। তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পালায় ॥ ২।২২।১২-১৩ ॥” এস্থলেও শ্রদ্ধাহীন বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি সাধুদের উপদেশের কথা জানিতে পারা যায়। আবার, শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি যাহাকে তাহাকে শ্রীহরিনাম উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া—“যে না লয় তারে লওয়ায় দন্তে তৃণ ধরি”—এইভাবেও সকলকে হরিনাম দিয়াছেন বলিয়াও—শুনা যায়। নবদ্বীপের মুসলমান কাজির তো নামের প্রতি, কি হিন্দুধর্ম্মের প্রতিও শ্রদ্ধা ছিল না ; তিনি নামকীর্ত্তনের সহায় খোল পর্য্যন্তও ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু স্বয়ং মহাপ্রভুই তাঁহাকে “হরি” বলার উপদেশ দিয়াছিলেন। এসমস্ত প্রমাণ হইতে দেখা যায়—শ্রদ্ধাহীনকে বা বহির্ম্মুখকে উপদেশ দেওয়া অপরাধজনক নহে ; তথাপি উক্ত তালিকায় শ্রদ্ধাহীনকে নামোপদেশ দেওয়া অপরাধজনক বলা হইয়াছে ; ইহাও এক সমস্যা। কেহ হয়তো বলিতে পারেন—শ্রদ্ধাহীন জনকে নামদীক্ষা দিবে না—ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, নামে দীক্ষার প্রয়োজন নাই, পুরশ্চর্য্যাদির প্রয়োজন নাই—শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাহা বলিয়া গিয়াছেন (২।১৫।১০৯)।

আরও একটী কথা। উল্লিখিত তালিকার ৬ষ্ঠ অপরাধটী—প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা করা, ইহাও—৫ম অপরাধেরই—নামে অর্থবাদ কল্পনারই—অন্তর্ভুক্ত ; ইহা স্বতন্ত্র একটী অপরাধ নহে ; যে-ব্যক্তি নামে অর্থবাদ কল্পনা করিতে চায় না, সে কখনও প্রকারান্তরে নামের অর্থ করিতেও চাহিবে না ; অর্থবাদেরই আনুষঙ্গিক ফল অর্থান্তর-কল্পনা।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাহা হউক, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে পদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ-বচন দেখিবার নিমিত্ত শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তি-রসামৃতের টীকায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; এসমস্ত প্রমাণবচনের প্রতি দৃষ্টি করিলে এবং শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর টীকানুসারে তাহাদের অর্থোপলব্ধি করার চেষ্টা করিলে উক্ত কয়টী সমস্যারই সমাধান হইয়া যায়। শ্রীপাদসনাতন-গোস্বামীর টীকাসম্মত অর্থে যে-দশটী নামাপরাধ পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটীই যুক্তিসঙ্গত এবং চেষ্টা করিলে প্রত্যেকটীকেই "বিদূরে বর্জ্জন" করা যায়। শ্রীপাদসনাতনের টীকাসম্মত দশটী অপরাধ এই :—

নামাপরাধ—নামাপরাধ দশটী; যথা (১) সাধুনিন্দা বা সজ্জনদিগের দুর্নাম রটনা। (২) শ্রীশিব ও বিষ্ণুর নাম-রূপ-লীলাদিকে ভিন্ন মনে করা। শ্রীশিব শ্রীবিষ্ণুরই অবতারবিশেষ; তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন; তাই, শ্রীবিষ্ণু হইতে তাঁহাকে পৃথক্ স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করিয়া শ্রীবিষ্ণুনামাদি হইতে শ্রীশিবের নামাদিকে ভিন্ন মনে করিলে অপরাধ হয়। (৩) শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞা। (৪) বেদাদি-শাস্ত্রের নিন্দা। (৫) হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করা; অর্থাৎ, "নামের যে-সকল শক্তির কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সকল শক্তি বস্তুতঃ নামের নাই; পরন্তু সেই সকল প্রশংসা-সূচক অতিরঞ্জিত বাক্যমাত্র"—এইরূপ মনে করা। (৬) নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি; অর্থাৎ কোনও পাপ-কর্ম্ম করিবার সময়ে—"একবার হরিনাম করিলে—এমন কি নামাভাসেও—যখন তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া যায় বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে, তখন, আমি এই পাপকর্ম্মটী করিতে পারি; পরে না হয় একবার কি বহুবার হরিনাম করিব; তাহা হইলেই তো আমার এই কর্ম্মজনিত পাপ দূর হইবে।"—এইরূপ মনে করিয়া—নাম গ্রহণ করিলেই কৃতকর্ম্মের পাপ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবে—এই ভরসায় কোনও পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে নামাপরাধ হইবে। বহুকালযাবৎ যমযাতনা ভোগ করিলেও এইরূপ লোকের শুদ্ধি ঘটে না; "নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈ হি শুদ্ধিঃ॥ হ. ভ. বি. ১১।২৮৪ ॥" (৭) ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি শুভকর্ম্মাদির ফলের সহিত শ্রীহরিনামের ফলকে সমান মনে করা (ইহাতে নামের মাহাত্ম্যকে খর্ব্ব করা হয় বলিয়াই বোধ হয় ইহাতে অপরাধ হইয়া থাকে)। (৮) নামশ্রবণে বা নামগ্রহণে অনবধানতা বা চেষ্টাশূন্যতা। "ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। হ. ভ. বি. ১১।২৮৫ ॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদসনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"যদ্বা ধর্ম্মাদি-শুভ-ক্রিয়া-সাম্যমেকোঽপরাধঃ। প্রমাদঃ নাম্ন্যনবধানতাপ্যেকঃ। এবমত্রাপরাধদ্বয়ম্।" অনবধানতাতে উপেক্ষা প্রকাশ পাইতেছে। (৯) নাম-মহাত্ম্য-শ্রবণ করিয়াও নামগ্রহণবিষয়ে প্রাধান্য না দিয়া, আমি-আমার-ইত্যাদি জ্ঞানে বিষয়-ভোগাদিতেই প্রাধান্য দেওয়া। "নাম্নি প্রীতিঃ শ্রদ্ধা ভক্তি র্বা তয়া রহিতঃ সন্, যঃ অহং-মমাদি-পরমঃ, অহন্তা মমতা চ আদিশব্দেন বিষয়ভোগাদিকং চৈব পরমং প্রধানম্, নতু নামগ্রহণং যস্য তথাভূতঃ স্যাৎ সোঽপ্যপরাধকৃৎ। হ. ভ. বি. ১১।২৮৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদসনাতন গোস্বামী।" [শেষোক্ত দুই রকমের অপরাধের পার্থক্য এই যে, ৮ম রকমের নামাপরাধে নামের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ পাইতেছে. সম্যকরূপে চেষ্টাশূন্যতা প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু ৯ম রকমের নামাপরাধে উপেক্ষা বা সম্যক্ চেষ্টাশূন্যতা নাই; নামগ্রহণ করা হয় বটে; কিন্তু নামে প্রীতির অভাববশতঃ নামগ্রহণে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। ৮ম রকমের অপরাধে নামগ্রহণে যেন প্রবৃত্তিরই অভাব; ৯ম রকমে নামগ্রহণ-বিষয়ে প্রাধান্যদানের প্রবৃত্তির অভাব। উভয় রকমের মধ্যেই পূর্ব্বাপরাধ সূচিত হইতেছে, আবার নূতন অপরাধের কথাও বলা হইয়াছে। পূর্ব্বাপরাধের ফলে—৮ম রকমে নাম গ্রহণাদিতে অবধানতা জন্মে না, গ্রহণের চেষ্টা না করাতেও নূতন করিয়া অপরাধ হইয়া থাকে; আর ৯ম রকমে, পূর্ব্বাপরাধের ফলে নামগ্রহণাদি বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবৃত্তি হয় না এবং নামগ্রহণাদি বিষয়ে প্রাধান্য না দেওয়াতেও আবার নূতন করিয়া অপরাধ হইয়া থাকে।] (১০) যে-শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং যে-উপদেশাদি শুনে না অর্থাৎ গ্রাহ্য করে না, তাহাকে উপদেশ দেওয়া। "অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ। হ. ভ. বি. ১১।২৮৫।" এইরূপ অপরাধকে শিব-নামাপরাধ বলা হইয়াছে; শ্রীভগবানে ও শ্রীশিবে স্বরূপতঃ অভেদ বলিয়া শিবনামাপরাধ-শব্দে এস্থলে ভগবন্নামাপরাধই বুঝাইতেছে।

অবৈষ্ণব-সঙ্গ বহুশিষ্য না করিব।　　বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এস্থলে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস—শ্রদ্ধাহীন জনকে নামোপদেশ করিলে অপরাধ হইবে-একথা বলেন নাই; বলা হইয়াছে—"অশ্রদ্দধানে (শ্রদ্ধাহীনে) বিমুখে অপি (এবং বিমুখ হইলেও) অশৃণ্বতি (যে-উপদেশ শুনে না, গ্রাহ্য করে না, তাহাকে) যশ্চ উপদেশঃ (যে-উপদেশ), তাহা অপরাধজনক। "অপি" এবং "অশৃণ্বতি" এই দুইটী শব্দের উপরই সমস্ত তাৎপর্য্য নির্ভর করিতেছে। অপি শব্দের সার্থকতা এই যে শ্রদ্ধাহীন এবং বিমুখ জনকে তো উপদেশ দেওয়াই যায়; কিন্তু কোনও লোক শ্রদ্ধাহীন এবং বিমুখ হইলেও তাহাকে উপদেশ দিবে না—যদি সেই ব্যক্তি উপদেশ না শুনে—গ্রাহ্য না করে, উপেক্ষা করে (অশৃণ্বতি)। অশৃণ্বতি-শব্দ হইতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে,—দু'এক বার তাহাকে উপদেশ দিবে (নতুবা, সে উপদেশ শুনে কি না, গ্রাহ্য করে কি না, তাহাই বা জানিবে কিরূপে? দু'একবার উপদেশ দিয়াও), যখন দেখিবে—সে উপদেশ গ্রাহ্য করে না, তাহা হইলে আর তাহাকে উপদেশ দিবে না—দিলে অপরাধ হইবে। এস্থলে অপরাধের হেতু এই যে -যে গ্রাহ্যই করে না, তাহাকে নামোপদেশ দিতে গেলে সে-ব্যক্তি নামের অবজ্ঞা—অবমাননা, অমর্য্যাদা—করিবে; উপদেষ্টাকেই এইরূপ অবজ্ঞাদির অপরাধ স্পর্শ করিবে। কারণ, উপদেষ্টাই ইহার নিমিত্ত; তিনি উপদেশ না করিলে অবজ্ঞাদির অবকাশ হইত না।

নামাপরাধের প্রমাণবচনগুলিও এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে। (১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং যাতঃ কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্। (২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥ (৩) গুরোরবজ্ঞা (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং (৫) তথার্থবাদো হরিনাম্নিকল্পনম্। (৬) নাম্নো বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥ (৭) ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি (৮) প্রমাদঃ। (৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥ (১০) শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ। অহং-মমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥ হ. ভ. বি. ১১।২৮২-৮৬।

যাহা হউক, যদি কোনও প্রকার অনবধানতাবশতঃ নামাপরাধ ঘটে, তাহা হইলে সর্ব্বদা নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া নামের শরণাপন্ন হওয়াই উচিত। "জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন। সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥ হ. ভ. বি. ১১।২৮৭ ॥" কেহ কেহ বলেন, কোনও সাধুর নিন্দাজনিত অপরাধ হইলে তাঁহার স্তুতি করা এবং তাঁহার কৃপালাভের চেষ্টা করাও উচিত। শিবের পৃথক্ ঈশ্বরত্ব-জ্ঞানজনিত অপরাধ হইলে, শাস্ত্রের বা শাস্ত্রজ্ঞ-সাধুর উপদেশ অনুসারে তদ্রূপ বুদ্ধিও ত্যাগ করিবে। শ্রীগুরুর নিকটে অপরাধ-স্থলে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতেও হইবে। শাস্ত্র-নিন্দাজনিত অপরাধ হইলে, ঐ নিন্দিত শাস্ত্রের বার বার প্রশংসাও করিবে।

"সেবানামাপরাধাদি"-বাক্যের আদি-শব্দে বৈষ্ণবাপরাধও সূচিত হইতেছে। বৈষ্ণবাপরাধ সম্বন্ধে ২।১৯।১৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অপরাধ**—অপগত হয় রাধ (সন্তোষ) যাহা হইতে, তাহাই অপরাধ। যেরূপ ব্যবহারে নামের বা বৈষ্ণবের সন্তোষ দূরীভূত হয়, নাম বা বৈষ্ণব সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, তাহাই নামাপরাধ বা বৈষ্ণবাপরাধ—নামের নিকটে বা বৈষ্ণবের নিকটে অপরাধ।

৬৪। **অবৈষ্ণব-সঙ্গ**—যে-ব্যক্তি বৈষ্ণব নহে, তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিবে; অবৈষ্ণবের সঙ্গে ভক্তি শুষ্ক হইয়া যায়।

বহুশিষ্য—বহুশিষ্য করিবে না; ভগবদ্বহির্ম্মুখ অনধিকারী বহুব্যক্তিকে শিষ্য করাই দোষের; অধিকারী বহু শিষ্য করায় বোধ হয় দোষ নাই। অবশ্য তাহাতেও লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির জন্য লোভ জন্মিবার আশঙ্কা আছে।

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—'ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্। নব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥ ভ. র. সি. ১।২।৫২ ॥" ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক (৭।১৩।৮)। শ্রীধরস্বামিচরণ এবং চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা

হানিলাভ সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব ॥ ৬৫

বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব ॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুসারে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ—"প্রলোভনাদিদ্বারা বলপূর্ব্বক কাহাকেও শিষ্য করিবে না (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন—এতচ্চানধিকারিশিষ্যাদ্যপেক্ষয়া—এই উক্তি হইতেছে অনধিকারী শিষ্যাদিসম্বন্ধে), বহু গ্রন্থের এবং বহু কলার অভ্যাস করিবে না, শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যাকে উপজীবিকা করিবে না এবং কখনও মঠাদি-স্থাপনাদি আড়ম্বরজনক কার্য্যে লিপ্ত হইবে না।" শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যাকে উপজীবিকা-হিসাবে গ্রহণ করিলে ভক্তি-অঙ্গকে পণ্যরূপে পরিণত করিতে হয় এবং মঠাদিস্থাপনে লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদিতে লোভ জন্মিবার আশঙ্কা আছে বলিয়াই বোধ হয় এ-সমস্ত নিষিদ্ধ। যাহা হউক, উক্ত শ্লোকের উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য্য অনুসারে ২।২২।৬৪ পয়ারের অন্বয় হইবে এইরূপ:—অবৈষ্ণব-সঙ্গ করিবে না, বহু (অনধিকারী) শিষ্য করিবে না, বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস বর্জ্জন করিবে এবং (উপজীবিকারূপে) শাস্ত্র-ব্যাখ্যানও বর্জ্জন করিবে।

৬৫। **হানিলাভ সম**—ভক্তি-বিষয়ব্যতীত অন্য বিষয়ে অর্থাৎ ভোজন ও পরিধানাদি-বিষয়ে কিছু লাভ হইলেও আনন্দে বিচলিত হইবে না এবং কোনও কিছু ক্ষতি হইলেও দুঃখে ব্যাকুল হইবে না ; যখন যাহা জুটে, বা যখন যাহা ঘটে, শ্রীহরির চরণচিন্তা করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ইহাকেই "ব্যবহারে অকার্পণ্য" বলিয়াছেন। "অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে। অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥ ভ.র.সি. ১।২।৫২ ॥"

শোকাদি—আত্মীয়-স্বজন-বিয়োগে, বা অন্য নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করিবে না ; আদিশব্দে—ক্রোধ, মোহ প্রভৃতি চিত্তের চঞ্চলতা-উৎপাদক-বৃত্তিদ্বারা অভিভূত হওয়াও নিষিদ্ধ হইতেছে। "শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ ॥ ভ. র, সি. ১।২।৫৩ ॥"

অন্যদেব ইত্যাদি—অন্য দেবতাদির নিন্দা করিবে না ; অন্য-শাস্ত্রাদির নিন্দাও করিবে না। অন্য দেবতাদি সকলেই শ্রীভগবানের বিভূতি বা শক্তি ; তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণভক্ত ; সুতরাং তাঁহাদের নিন্দায় প্রত্যবায় হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিবারভুক্ত ; লৌকিক ব্যবহারে, একমাত্র স্বামীই সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীলোকের পক্ষে সেবনীয় হইলেও, স্বামীর সম্বন্ধে যেমন পরিবারস্থ শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেবর, ভাসুর, দেবর-পত্নী, ভাসুর-পত্নী প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলেই এবং স্বামীর অন্যান্য কুটুম্বাদিও যেমন স্ত্রীলোকের পক্ষে যথাযোগ্যভাবে সেবনীয়, তাঁহাদের সেবা না করিলে যেমন স্বামী সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, সুতরাং স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যধর্ম্মেও যেমন দোষ পড়ে,—সেইরূপ বৈষ্ণবের পক্ষে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই (ও শ্রীমন্মহাপ্রভুই) সর্ব্বতোভাবে সেবনীয় হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত এবং তাঁহার বিভূতি-স্বরূপ অন্যান্য দেবতাদিও যথাযোগ্যভাবে বন্দনীয় ; কেহই নিন্দনীয় বা অবজ্ঞার বিষয় নহে ; তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইতে পারেন না। "ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি" সকলেই যখন বৈষ্ণবের পক্ষে দণ্ডবদ্ভাবে প্রণম্য, তৃণগুল্মাদি পর্য্যন্ত সমস্ত জীবই যখন ভগবদধিষ্ঠান বলিয়া বৈষ্ণবের নিকটে সম্মানের পাত্র, তখন শ্রীভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ বা শ্রীভগবৎ-শক্তিস্বরূপ অন্য-দেবতাদির নিন্দা যে একান্ত অমঙ্গলজনক, তাহা সহজেই অনুমেয়। "হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ ভ. র. সি: ১।২।৫৩ ॥"

৬৬। **বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা** ইত্যাদি—বিষ্ণু-নিন্দা শুনিবে না, বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিবে না, গ্রাম্যবার্ত্তা শুনিবে না। বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবের নিন্দা, সেবা-নামাপরাধাদি-উপলক্ষ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; এস্থলে, অন্য কেহ বিষ্ণুনিন্দা বা বৈষ্ণবনিন্দা করিলে তাহা শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন ; যে-স্থানে এরূপ নিন্দা হয়, সে-স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। **গ্রাম্যবার্ত্তা**—স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ-বিষয়ক কথাদি ; এস্থলে ভগবদ্বিষয়ব্যতীত অন্যবিষয়-সম্বন্ধীয় কথা শুনিতেই নিষেধ করিয়াছেন। গ্রাম্যবার্ত্তা শুনিতেই যখন নিষেধ করিতেছেন, তখন গ্রাম্যবার্ত্তা বলা যে নিষিদ্ধ, তাহা আর

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন। পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিশেষ করিয়া উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু দাস-গোস্বামীকে বলিয়াছেন—"গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে, গ্রাম্য কথা না শুনিবে। ৩।৬।২৩৪॥" "গ্রাম্যধর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ" ইত্যাদি শ্রীভা. ৩।২৮।৩-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীপাদ এবং চক্রবর্ত্তিপাদ গ্রাম্যধর্ম্ম-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বিষয়ক কর্ম্ম, অর্থাৎ স্বসুখ-সম্বন্ধী বিষয় ব্যাপার। **প্রাণিমাত্রে ইত্যাদি**—কার্য্যের দ্বারা তো নহেই, মনের দ্বারা, কি বাক্যদ্বারাও কোনও প্রাণীর উদ্বেগ জন্মাইবে না। শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান বলিয়া সকল জীবই বৈষ্ণবের পক্ষে সম্মানের পাত্র; "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান।" সুতরাং কোনও-রূপে কোনও জীবের উদ্বেগ বা কষ্ট জন্মাইলে উক্ত সম্মানদানের আর সার্থকতা থাকে না। প্রহার-আদি করা, অন্যের যোগে ষড়যন্ত্রাদি করিয়া কাহারও অনিষ্ট-চেষ্টা করা প্রভৃতি—কার্য্যের দ্বারা উদ্বেগের দৃষ্টান্ত। রূঢ় কথাদি প্রয়োগ করিয়া মনে কষ্ট দেওয়া বাক্যদ্বারা উদ্বেগ; আর মনে মনে অপরের অনিষ্টাদি চিন্তা করাই মনের দ্বারা উদ্বেগ। কোনও বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করিলে মনের মধ্যে একটা চিন্তার তরঙ্গ উপস্থিত হয়; ঐ তরঙ্গ চিন্তিত ব্যক্তির চিত্তে সংক্রামিত হইয়া তাহার চিত্তেও ক্রিয়া করিতে পারে। আমরা অনেক স্থলে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই; যাহাকে আমি খুব স্নেহ করি, আমাকে দেখিলেই তাহার চিত্ত প্রফুল্ল হয়; আর যাহাকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি, আমার সাক্ষাতে আসিলেই সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া যায়। অন্যকে উদ্বেগ দেওয়ার জন্য মনে মনে চিন্তা করিলে, সর্ব্বাগ্রে নিজের মনের উদ্বেগ উপস্থিত হয়; তাহাতে চিত্তের চঞ্চলতা জন্মে এবং ভজনের ব্যাঘাত ঘটে।

শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির প্রতিকূলতা জন্মায় বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত দশটী নিষেধাত্মক অঙ্গের আদেশ করিয়াছেন (৬৩ পয়ারের শেষার্দ্ধ হইতে ৬৬ পয়ার পর্য্যন্ত)। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দশটী হইল বর্জ্জনাত্মক বৈষ্ণবাচার। আর ৬১।৬২।৬৩ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে উল্লিখিত দশটী অঙ্গকে গ্রহণাত্মক বৈষ্ণবাচার বলা যায়।

৬৭। এই পয়ারে নববিধা-ভক্তির কথা বলিতেছেন। **শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ**—শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি নিজে কীর্ত্তন করিবে, অন্যে যখন কীর্ত্তন করে, তখন নিজে শুনিবে; এবং মনে মনে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে। **পূজন**—পুষ্প, তুলসী, চন্দন, নৈবেদ্যাদিদ্বারা অর্চ্চনা। **বন্দন**—প্রণামাদি। **পরিচর্য্যা**—চামরাদিদ্বারা বাতাস করা, বিছানা ঠিক করা, শ্রীমন্দির লেপা, বাসনপত্র মাজা, পুষ্প-তুলসী চয়ন করা ইত্যাদি কার্য্যই পরিচর্য্যা। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোরিত্যাদি (শ্রীভা. ৭।৫।২৩) শ্লোকে উল্লিখিত "পাদসেবনই" এস্থলে পরিচর্য্যা-শব্দের বাচ্য। ২।৯।১৮-১৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **দাস্য**—আমি ভগবানের দাস, এইরূপ সর্ব্বদা মনে করা এবং দাসের মত শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য তাঁহার সেবার কার্য্য করা এবং তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্মার্পণ করা। **সখ্য**—শ্রীভগবান্‌কে পরম বন্ধুর মত মনে করা। সখার নিকট সখার কোনও কথাই প্রাণ খুলিয়া বলিতে সঙ্কোচ হয় না; শ্রীভগবান্‌কে সখা বা পরম-মিত্র মনে করিয়া তাঁহার নিকটেও মনের সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলা যায়; তাহাতে সঙ্কোচের কারণ কিছুই নাই, অনিষ্টের কারণও কিছু নাই; কারণ, শ্রীভগবান্ সাধারণ লোকের মত এসব কথা কখনও অপরের নিকটে প্রকাশ করিবেন না। সুতরাং নিঃসন্দেহে ও নিঃসঙ্কোচে প্রাণের সমস্ত কথা—যাহা আমাদের লৌকিক জগতে নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকটেও ব্যক্ত করা যায় না, যাহা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, এমন কি স্ত্রীর নিকটেও খুলিয়া বলা যায় না, এমন সব কথা পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই—শ্রীভগবানের নিকটে, তাঁহাকে পরমমিত্র মনে করিয়া খুলিয়া বলা যায়। পরম-প্রিয় সখার ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যাও কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহারই সখ্য। **আত্ম-নিবেদন**—আত্মসমর্পণ; দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই নিবেদন করা। ২।২২।৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিসম্বন্ধে ২।৯।১৮-১৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ-নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি ॥ ৬৮

পরিক্রমা, স্তব-পাঠ, জপ, সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ-মাল্য-গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সমস্ত সাধনভক্তির মধ্যে নববিধাভক্তিই শ্রেষ্ঠ (৩।৪।৬৫) ; এই নববিধাভক্তির মধ্যে আবার নামসঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (৩।৪।৬৬; ২।৬।২১৮); এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ ২।১৫।১০৮॥”

৬৮। **অগ্রে নৃত্য** ইত্যাদি—শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে নৃত্য ও গীত। **বিজ্ঞপ্তি**—শ্রীকৃষ্ণচরণে নিজের মনোগতভাব নিবেদন করা। বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার:—সংপ্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা (নিজের দৈন্য-নিবেদন) এবং লালসাময়ী। সংপ্রার্থনাময়ী, যথা—“হে ভগবন্, যুবতীদিগের যুবাপুরুষে যেমন মন আসক্ত হয় এবং যুবাপুরুষদিগের যুবতীতে যেমন মন আসক্ত হয়, আমার চিত্তও সেইরূপ তোমাতে অনুরক্ত হউক।” অথবা, শ্রীলঠাকুর-মহাশয়ের “গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর” ইত্যাদি প্রার্থনা। দৈন্যবোধিকা যথা,—“হে পুরুষোত্তম, আমার তুল্য পাপাত্মা ও অপরাধী আর কেহই নাই; বলিব কি—আমার পাপ পরিহারের নিমিত্ত তোমার চরণে দৈন্য জানাইতেও আমার লজ্জা হইতেছে, এত পাপাত্মা আমি।” অথবা, শ্রীলঠাকুর-মহাশয়ের—“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে। তোমা বিনা কে দয়ালু এ ভব-সংসারে॥ পতিত-পাবন হেতু তব অবতার। মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥” ইত্যাদি প্রার্থনা। লালসাময়ী—সেবাদির জন্য নিজের তীব্র লালসা জ্ঞাপন; “কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী-গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব।’ ইত্যাদি। “কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন। রতন-বেদীর পরে বসাব দুজন॥ শ্যাম-গৌরী অঙ্গে দিব চুয়া-চন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখ চন্দ।” ইত্যাদি।

দণ্ডবৎ-নতি—দণ্ডের মত ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণতি। একটী দণ্ড ভূমিতে পতিত হইলে যেমন তাহার সমস্ত অংশই মাটীর সঙ্গে সংলগ্ন হয়, কোনও অংশই মাটী হইতে উপরে উঠিয়া থাকে না, সেইরূপ; যেরূপভাবে নমস্কার করিলে দেহের সমস্ত অংশই মাটীর সহিত সংলগ্ন হইয়া যায়, কোনও অংশই উপরে উঠিয়া থাকে না, তাহাকে দণ্ডবৎ নতি বলে। “দণ্ডবৎ”-শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম। নতি-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, দেহ ও মন উভয়েরই নত অবস্থা দরকার, কেবল দেহকে মাটিতে ফেলিয়া নমস্কার করিলেই হইবে না, মনকেও শ্রীকৃষ্ণচরণে লুটাইয়া দিতে হইবে। **অভ্যুত্থান**—সম্যক্‌রূপে গাত্রোত্থান; কোনও সাধক হয়ত বসিয়া আছেন, এমন সময় আর কেহ যদি শ্রীমূর্ত্তি লইয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে আসেন, তাহা হইলে সেই সাধক-ভক্তের কর্ত্তব্য হইবে—দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে শ্রীমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করা। ইহাই অভ্যুত্থানের তাৎপর্য্য। **অনুব্রজ্যা**—শ্রীমূর্ত্তি কোনও স্থানে যাইতেছেন দেখিলে, তাঁহার পশ্চাতে সঙ্গে সঙ্গে গমন করা। **তীর্থগৃহে গতি**—শ্রীভগবৎ-তীর্থে অর্থাৎ ধামাদিতে গমন এবং শ্রীশ্রীভগবদ্-গৃহে অর্থাৎ শ্রীমন্দিরাদিতে গমন, শ্রীভগবদ্দর্শনের উদ্দেশ্যে।

৬৯। **পরিক্রমা**—প্রদক্ষিণ; শ্রীমূর্ত্তিকে ডাইন দিকে রাখিয়া ভক্তিভরে করযোড়ে তাঁহার চারিদিকে ভ্রমণ; প্রদক্ষিণ সময়ে শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া শ্রীমূর্ত্তির দিকে মুখ রাখিয়া চলিতে হইবে, যেন শ্রীমূর্ত্তি পশ্চাতে না থাকেন; শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম কর্ত্তব্য। শ্রীহরিকে চারিবার প্রদক্ষিণ করা বিধেয়। **স্তব-পাঠ**—শ্রীভগবানের মহিমাদি-ব্যঞ্জক উক্তিকে স্তব বলে। শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে, অথবা অন্যত্র শ্রীভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া স্তব পাঠ কর্ত্তব্য। **জপ**—যেইরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, কেবলমাত্র নিজের কর্ণগোচর হয়, অপরে শুনিতে পায় না, সেই অতি লঘু উচ্চারণকে জপ বলে। “মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে” ভক্তিরসামৃত ॥ ১।২।৬৫ ॥ ইষ্টমন্ত্রের জপ করিবে। **সঙ্কীর্ত্তন**—নাম গুণ, লীলাদির উচ্চ কথনকে কীর্ত্তন এবং বহুলোক মিলিয়া খোল করতালাদিযোগে কীর্ত্তনকে সঙ্কীর্ত্তন বলে। **ধূপ-মাল্য-গন্ধ**—শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী ধূপের গন্ধ সেবন, প্রসাদী মাল্যাদির গন্ধ সেবন ও কণ্ঠে ধারণ এবং প্রসাদী চন্দনপুষ্পাদির গন্ধ সেবন।

আরাত্রিক-মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তিদর্শন। নিজপ্রিয় দান, ধ্যান, তদীয় সেবন ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মহাপ্রসাদ ভোজন—শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত অন্নাদি সেবন। অনিবেদিত কোনও দ্রব্য ভোজন করিবে না। তুলসী-মিশ্রিত মহাপ্রসাদ চরণামৃতের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া গ্রহণ করার বিশেষ ফল শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। "নৈবেদ্যমন্নং তুলসীবিমিশ্রং বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তম্। যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতোমুরারেঃ প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুতকোটিপুণ্যম্ ॥ ভ. র. সি. ১।২।৬৮ ॥" মহাপ্রসাদ অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু ; ইহাতে প্রাকৃত অন্নাদি-বুদ্ধি অপরাধ-জনক। শুষ্ক হউক, পচা হউক, অথবা দূরদেশ হইতে আনীত হউক, কালাকাল বিচার না করিয়া প্রাপ্তিমাত্রেই ভক্তির সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য (অবশ্য শ্রীহরিবাসরে মহাপ্রসাদ ভোজন করিবে না, শ্রীহরিবাসরে মহাপ্রসাদ উপস্থিত হইলে, দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া পরের দিনের জন্য রাখিয়া দিবে।) একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু অতি প্রত্যূষে মহাপ্রসাদ লইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে গিয়াছিলেন ; সার্ব্বভৌম তখন "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" উচ্চারণ করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিতেছিলেন ; এমন সময় প্রভু তাঁহার হাতে মহাপ্রসাদ দিলেন ; সার্ব্বভৌম তখনই—যদিও তখন পর্য্যন্ত তাঁহার বাসিমুখ ধোওয়া হয় নাই, স্নান করা হয় নাই, ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যাদি করা হয় নাই, তথাপি তখনই—"শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ। প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥ ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈ র্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥"—এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। মহাপ্রসাদে দেশকালাদির বিচার নাই। মহাপ্রসাদ প্রাকৃত অন্ন নহে বলিয়া কোনরূপেই অপবিত্র হয় না, কুক্কুরের মুখ হইতে পতিত মহাপ্রসাদও বৈষ্ণবের অবজ্ঞার বস্তু নহে। মহাপ্রসাদ ভোজনে মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, "উচ্ছিষ্টভোজিনোদাসাস্তব মায়াং জয়েমহি। শ্রী. ভা. ১১।৬।৪৬ ॥" মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যে অন্য কামনা দূরীভূত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার কামনা পুষ্টিলাভ করে ; "ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্। শ্রী. ভা. ১০।৩১।১৪ ॥" ভক্তি পুষ্টিলাভ করে।

৭০। **আরাত্রিকাদি**—আরাত্রিক দর্শন ও শ্রীমূর্ত্তি দর্শন। **আরাত্রিক**—নীরাজন ; আরতি। অযুগ্ম-সংখ্যক কর্পূরবাতি বা ঘৃত-বাতিদ্বারা স্বর্ণাদি-নির্ম্মিত পবিত্র পাত্রে এবং সজল-শঙ্খাদিদ্বারা বাদ্যাদিসহযোগে শ্রীহরির আরতি করিতে হয়। আরতিকালে আরতি-কীর্ত্তন ও আরতি-দর্শন বিধেয়। পাঁচটী, সাতটী, নয়টী ইত্যাদি বাতিদ্বারা শ্রীহরির চরণে চারিবার, নাভিতে একবার, বক্ষে একবার, বদনে একবার এবং সর্ব্বাঙ্গে সাতবার আরতি করিবে, শঙ্খদ্বারা শিরোদেশে তিনবার আরতি করিবে। কাহারও মতে বার-সংখ্যা অন্যরূপ। **মহোৎসব**—ঝুলন, দোল, রথযাত্রাদি মহোৎসব ভক্তিভরে দর্শন করিবে এবং যথাযোগ্যভাবে এসব উৎসবে যোগদান করিবে। পূজাদিও দর্শন করিবে। **শ্রীমূর্ত্তিদর্শন**—সাক্ষাৎ ভগবদ্‌জ্ঞানে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন করিবে। **নিজপ্রিয় দান**—শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী বস্তুসমূহের মধ্যে যে বস্তু নিজের অত্যন্ত প্রিয়, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত তাহা শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে। **ধ্যান**—শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা ও সেবাদির সুষ্ঠু চিন্তনকে ধ্যান বলে। "ধ্যানংরূপগুণ-ক্রীড়া-সেবাদেঃ সুষ্ঠু-চিন্তনম্। ভ. র. সি. ১।২।৭৭ ॥" রূপ-ধ্যান :—নানাবিধ বিচিত্র বসন-ভূষণে ভূষিত শ্রীভগবানের চরণের নখাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শ্রীবদনচন্দ্র পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিবে। গুণধ্যান :—শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য, অপার করুণা প্রভৃতি গুণের চিন্তা করিবে। লীলাধ্যান :—একাগ্রচিত্তে লীলাপুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মধুরলীলাসমূহ চিন্তা করিবে। সেবাদিধ্যান :—মনঃকল্পিত উপচারাদিদ্বারা সানন্দ-চিত্তে শ্রীহরির সেবাদি ও তাঁহার পরিচর্য্যাদি চিন্তা করিবে। মানসিক পরিচর্য্যাদি-সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে একটী সুন্দর কাহিনী আছে। প্রতিষ্ঠান-পুরের কোনও এক অতি দরিদ্র সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ বিজ্ঞতম বিপ্রদিগের সভায় জানিতে পারিলেন যে, মানসিক পরিচর্য্যাদ্বারাও শ্রীভগবানের সেবা হইতে পারে। ইহা জানিয়া তিনি মানসিক-সেবা আরম্ভ করিলেন। তিনি গোদাবরীতে স্নান করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিতেন, তারপর নির্জ্জনস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক প্রাণায়ামাদিদ্বারা মনকে স্থির করিয়া মনে মনে অতি দিব্য

'তদীয়'—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত । এই চারি-সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীমন্দিরে শ্রীহরিকে স্থাপন করিতেন ; মনে মনে দিব্য পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শ্রীমন্দির মার্জ্জনাদি করিতেন। তারপর প্রণিপাতপূর্ব্বক দিব্য স্বর্ণ-রত্ননির্ম্মিত কলসীযোগে গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ হইতে জল আনয়ন করিয়া এবং গন্ধ, পুষ্প, তুলসী, উপাদেয় ও বহুমূল্য ভোজ্য বস্তু প্রভৃতি পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মহারাজোপচারে শ্রীহরির স্নানাদি আরাত্রিক পর্য্যন্ত সমস্ত সেবা সমাপন করিতেন ; মানসে প্রতিদিন এইরূপ করিতে করিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। একদিন মানসে সঘৃত পরমান্ন পাক করিয়া স্বর্ণপাত্রে তাহা স্থাপন করিয়া শ্রীহরির ভোগের জন্য তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন ; পরমান্ন অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল, অঙ্গুলিদ্বারা শীতল হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতে যাইয়া তাঁহার মনে হইল, অঙ্গুলি পুড়িয়া গিয়াছে ; তাহাতে পরমান্ন অপবিত্র—সুতরাং শ্রীহরির ভোগের অনুপযোগী হইয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে তাঁহার অন্তর্দ্দশা ছুটিয়া গেল ; যখন বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন, তখন দেখিলেন—বাস্তবিকই তাঁহার যথাবস্থিত দেহে আঙ্গুল পুড়িয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণের এই ব্যাপার অবগত হইয়া বৈকুণ্ঠপতি শ্রীহরি হঠাৎ হাস্য করিলেন ; লক্ষ্মী প্রভৃতি তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কোনও উত্তর না দিয়া তিনি নিজের বিমান পাঠাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিলেন, এবং প্রেয়সীর নিকটে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীহরি ব্রাহ্মণকে বৈকুণ্ঠ-বাসের অধিকার দিলেন।

মানসিক পরিচর্য্যার এইরূপই মাহাত্ম্য। যথাবস্থিত দেহে অর্থাদির অসচ্ছলতাবশতঃ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া কেহই সেবা করিতে পারেন না ; কিন্তু মানসিক সেবায় কিছুরই অভাব হয় না। শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় বলিয়াছেন, "সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা।" "যাদৃশী ভাবনী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" **তদীয় সেবন**—শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় শ্রীভগবৎ-প্রিয়বস্তুর—যথা, তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, শ্রীভাগবত-প্রভৃতির যথাযোগ্যভাবে সেবা।

৭১। **তদীয়**—পূর্ব্বপয়ারে যে "তদীয় সেবন" বলা হইয়াছে, "তদীয়"-শব্দে কি কি বুঝায়, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। তদীয়-শব্দের সাধারণ অর্থ—তাঁহার ; এখানে ইহার অর্থ—শ্রীভগবান্ আপনার বলিয়া যাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহারা। তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ও ভাগবত এই চারি বস্তুই তদীয়-শব্দবাচ্য। **তুলসী**—তুলসী শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ; কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনী। ভক্তবৎসল শ্রীহরি কাহারও নিকট হইতে একপত্রমাত্র তুলসী পাইলেই এত প্রীত হয়েন যে, তাহার নিকটে আত্মবিক্রয় পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। "তুলসী-দল-মাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ।"—বিষ্ণুধর্ম্মবচন ॥ তুলসীব্যতীত সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ হইতে পারে না। "ছাপ্পান্ন ভোগ ছত্রিশব্যঞ্জন বিনা তুলসী প্রভু একু নাহি মানি।" তুলসীর দর্শনে অখিল পাতক বিনষ্ট হয়, স্পর্শে দেহ পবিত্র হয়, বন্দনায় রোগসমূহ দূরীভূত হয়, তুলসীমূলে জলসেচনে শমন-ভয় দূর হয় ; তুলসীর রোপণে শ্রীভগবানের সান্নিধ্যলাভ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে তুলসী অর্পিত হইলে প্রেমভক্তি লাভ হয়। "যা দৃষ্টা নিখিলাঘ-সঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী। রোগাণামভিবন্দিতা নিরসিনী সিক্তান্তকত্রাসিনী ॥ প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা। ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ॥ ৯।৩৩ ॥" চারিবর্ণের এবং চারি আশ্রমের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই তুলসী-পূজাদির অধিকার শাস্ত্রে দেখা যায়। "চতুর্ণামপি বর্ণনামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ। স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি হি ॥ তুলসী রোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ। আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥"—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৯।৩৬ ধৃত অগস্ত্য-সংহিতা-বচন ॥

তুলসীর উপাসনা নয় রকমের ; যথা, প্রত্যহ তুলসীর দর্শন, স্পর্শ, চিন্তন বা ধ্যান, কীর্ত্তন, প্রণাম, গুণশ্রবণ, রোপণ, জলসেচনাদিদ্বারা সেবা ও গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা পূজা। "দৃষ্টা স্পৃহা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা। রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা ॥ নবধা তুলসীং নিত্যং যে ভজন্তি দিনে দিনে। যুগকোটি সহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে।" হ. ভ. বি. ॥ ৯।৩৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বৈষ্ণব—বৈষ্ণব-সেবা। পরিচর্য্যাদিদ্বারা বৈষ্ণবের প্রীতি-সাধন। শ্রীভগবানের নাম ও রূপ-গুণ-লীলাদির কথা শুনাইয়া বৈষ্ণবের প্রীতিবিধানও বৈষ্ণবসেবার একটি মুখ্য অঙ্গ। শ্রীভগবানের পূজা অপেক্ষাও ভক্ত-পূজার মাহাত্ম্য অধিক, ইহা শ্রীভগবান্ই বলিয়াছেন, “মদ্ভক্তপূজাভ্যোঽধিকা॥ শ্রীভা. ১১।১৯।২১॥” “আরাধনানাং সর্ব্বেষাং-বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি বৈষ্ণবানাং সমর্চ্চনম্॥” ভ. র. সি. ১।২।২৯-ধৃত পাদ্মবচন॥ বৈষ্ণবের পূজায় ভগবচ্চরণে রতি জন্মে; “যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ। রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥ ৩।৭।১৯॥” বৈষ্ণবের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও আসন-দানাদিতে দেহ ও মনের পবিত্রতা সম্পাদন তো করেই, স্মরণমাত্রেই গৃহও পবিত্র হয়। “যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ। কিং পুনঃ দর্শনস্পর্শপাদ-শৌচাসনাদিভিঃ॥ শ্রীভা. ১।১৯।৩৩॥” “গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাৎ পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তব গুণ॥”—শ্রীল ঠাকুরমহাশয়॥ “গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব এই তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন॥ অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ। ১।১।৪॥” যাঁহারা কেবল শ্রীভগবানের ভজন করেন, কিন্তু বৈষ্ণবের সেবা করেন না, তাঁহারা শ্রীভগবানের ভক্ত-পদবাচ্য নহেন; কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণবেরও ভজন করেন, তাঁহারাই বাস্তবিক শ্রীভগবানের ভক্ত—ইহা শ্রীভগবানের উক্তি। “যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ, মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ॥ ভ. র. সি. ১।২।২৮-ধৃত আদিপুরাণ বচন॥” বৈষ্ণবসেবাব্যতীত ভক্তিলাভ হইতে পারে না। তাই শ্রীলঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—“কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইল আমার॥” যাঁহারা বৈষ্ণবের চরণ আশ্রয় করিয়া ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করেন না; “আশ্রয় লইয়া ভজে, কৃষ্ণ তারে নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ॥”

মথুরা—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর “কুর্য্যাদ্বাসঃ ব্রজে সদা”– এই উক্তির সহিত মিলাইয়া অর্থ করিলে মথুরা-শব্দে এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অপার-মাধুর্য্যময়ী লীলার স্থান ব্রজমণ্ডলকেই বুঝায়। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ বলেন, ত্রৈলোক্যমধ্যে যত তীর্থ আছে, মথুরা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ সমুদয় তীর্থসেবনেও যে পরমানন্দময়ী প্রেমলক্ষণা ভক্তি সুদুর্লভা-ই থাকিয়া যায়, মথুরার স্পর্শমাত্রেই তাহা লাভ হয়। “ত্রৈলোক্যবর্ত্তিতীর্থানাং সেবনাদ্দুর্লভাহি যা। পরমানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরা-স্পর্শমাত্রতঃ॥ ভ. র. সি. ।১।২।৯৬॥” মথুরামাহাত্ম্যাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, মথুরাধামের স্মৃতি মথুরাবাসের বাসনা, মথুরা-দর্শন, মথুরা-গমন, মথুরা-ধামের আশ্রয় গ্রহণ, মথুরাধামের স্পর্শ এবং মথুরার সেবা—জীবের অভীষ্টদ হইয়া থাকে। “শ্রুতা স্মৃতা কীর্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা। স্পৃষ্টা শ্রিতা সেবিতা চ মথুরাভীষ্টদা নৃণাম্॥ ভ. র. সি. ১।২।৯৬।”

ভাগবত—শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি ভগবল্লীলা-বিষয়ক গ্রন্থাদির সেবা। ভাগবত গ্রন্থাদির পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, বর্ণন ভগবদ্বুদ্ধিতে গন্ধ-পুষ্পতুলসী-আদির দ্বারা পূজা—এই সমস্তই ভাগবত-সেবা। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত লীলা-কথাদির শ্রবণে ও বর্ণনে হৃদ্রোগ কাম দূরীভূত হয়, শীঘ্রই ভগবানে পরাভক্তি লাভ হয়; “বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথবর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগং আশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৯॥” শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতসম্বন্ধে শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—“যদিও না বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত। কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি, শুনিলেই হয় তাতে হিত। ২।২।৭৪॥” আবার “শুনিলে চৈতন্যলীলা, ভক্তিলভ্য হয়।” রসিক এবং সজাতীয়-আশয়যুক্ত ভক্তের সহিতই ভগবৎ-লীলা-গ্রন্থাদির আস্বাদন করিবে (শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥ ভ. র. সি. ১।২।৪৩॥); শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দচরণে যাঁহার রতি আছে এবং শ্রীগৌরলীলায় ও শ্রীগোবিন্দলীলায় যাঁহার প্রবেশ আছে, যিনি শ্রীগৌর-গোবিন্দ-লীলারসে নিমগ্ন, তিনিই রসিক ভক্ত।

এই চারি সেবা—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ও ভাগবত, এই চারি বস্তুর সেবায় শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হয়েন।

কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥ ৭২

সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭২। **কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা**—কৃষ্ণার্থে অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত ; অখিল-চেষ্টা অর্থ—সমস্ত কার্য্য। লৌকিক ব্যবহারে, বা অন্য অনুষ্ঠানে যাহা কিছু করিবে, তৎ-সমস্তই যেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অনুকূল হয়। ইহাদ্বারা ধ্বনিত হইতেছে যে, যাহা ভজনের অনুকূল নহে, তাহা কখনও করিবে না। **তৎকৃপাবলোকন**—কবে আমার প্রতি পরম-করুণ শ্রীভগবানের দয়া হইবে, এইরূপ বলবতী আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার কৃপার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা। অথবা, প্রত্যেক কার্য্যতেই শ্রীভগবানের কৃপা অনুভব করা ; নিজের সম্পদ, বিপদ, সুখ, দুঃখ সমস্তই মঙ্গলময় ভগবান্ আমার মঙ্গলের জন্যই কৃপা করিয়া বিধান করিয়াছেন, এইরূপ মনে করা। **জন্মদিনাদি মহোৎসব**—ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীগৌর-পূর্ণিমা প্রভৃতি জন্মযাত্রা এবং অন্যান্য ভগবৎ-সম্বন্ধীয় উৎসব, বৈষ্ণব-বৃন্দ সহ অনুষ্ঠান করা। এসব উৎসবে নিজের বৈভব বা অবস্থার অনুরূপ দ্রব্যাদির যোগাড় করিবে।

৭৩। **সর্ব্বথা শরণাপত্তি**—কায়-মনোবাক্যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। ২।২২।৫৩-৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কার্ত্তিকাদি-ব্রত—কার্ত্তিক-মাসে নিয়ম-সেবাদি ব্রত। কার্ত্তিক-মাসে ভগবদুদ্দেশ্যে অল্প কিছু অনুষ্ঠান করিলেও শ্রীভগবান্ তাহা বহু বলিয়া স্বীকার করেন। "যথা দামোদরো ভক্তবৎসলো বিদিতো জনৈঃ। তস্যায়ং তাদৃশো মাসঃ স্বল্পমপ্যুরুকারকঃ ॥ ভ. র. সি. ১।২।৯৯-ধৃত পাদ্মবচন ॥" শ্রীবৃন্দাবনে নিয়মসেবা-ব্রতের মাহাত্ম্য অনেক বেশী। অন্যত্র পূজিত হইলে শ্রীহরি সেবকদিগের ভুক্তি-মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু আত্মবশ্যকরী ভক্তি সহজে প্রদান করেন না ; কিন্তু কার্ত্তিকমাসে একবারমাত্র মথুরায় শ্রীদামোদর সেবা করিলেই, তাদৃশী সুদুর্ল্লভা হরিভক্তিও অনায়াসে লাভ হয়। "ভুক্তিং মুক্তিং হরির্দ্দদ্যাদর্চ্চিতোঽন্যত্রসেবিনম্। ভক্তিন্তু ন দদাত্যেব যতোবশ্যকরী হরেঃ ॥ সাত্বঞ্জসা হরের্ভক্তির্ল্ভ্যতে কার্ত্তিকে নরৈঃ। মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীদামোদর-সেবনাৎ ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।১০০। ধৃত-পাদ্ম বচন ॥"

চতুঃষষ্টি ইত্যাদি—চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে পরম-ফল শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়।

এই পয়ার পর্য্যন্ত যে কয়টী ভক্তি-অঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে বস্তুতঃ চৌষট্টিটী হয় না ; ৬০-৬৬ পয়ারে কুড়িটী প্রারম্ভিক অঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে ; তাহার পরে ৬৭-৭৩ পয়ার পর্য্যন্ত মোট আটত্রিশটী অঙ্গের উল্লেখ আছে ; সর্ব্বশুদ্ধ হইল আটান্নটী অঙ্গ। চৌষট্টির বাকী থাকে আরও ছয়টী অঙ্গ। পরবর্ত্তী ৭৪ পয়ারে উল্লিখিত পাঁচটী অঙ্গ বস্তুতঃ স্বতন্ত্র অঙ্গ না হইলেও সেইগুলিকে যদি স্বতন্ত্র মনে করা যায়, তাহা হইলেও তেষট্টিটী অঙ্গ হয়,—এক অঙ্গ কম হয় ; প্রথমোক্ত বিশটী অঙ্গকে ভাঙ্গিয়া অর্থ করিলে একুশ করা যায়—তাহাতে চৌষট্টি অঙ্গ পূর্ণ হইতে পারে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত তালিকার সহিত মিলাইলে দেখা যায়, (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) নিম্নলিখিত ছয়টী অঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হয় নাই—(১) শ্রীহরিমন্দিরাখ্য তিলকাদি-বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণ, (২) শরীরে শ্রীহরিনামাক্ষরাদি-লিখন, (৩) চরণামৃতের আস্বাদ-গ্রহণ (৪) শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন, (৫) সজাতীয় আশয়যুক্ত সাধুর সঙ্গ (৭৪ পয়ারে ইহার উল্লেখ আছে) এবং (৬) নির্ম্মাল্য ধারণ। এই ছয়টী যোগ করিয়া লইলে চৌষট্টি অঙ্গ হইতে পারে।

যাহা হউক, এস্থলে চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির কথা বলা হইলেও তাহাদের মধ্যে ৬৭ পয়ারোক্ত নয়টীই প্রধান ; বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে মাত্র নববিধা ভক্তিরই উল্লেখ পাওয়া যায় (শ্রীভা. ৭।৫।২৩) ; চিন্তা করিলে বুঝা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে আচারাঙ্গগুলিব্যতীত অন্যান্য অঙ্গসমূহ উক্ত নববিধা ভক্তি হইতে স্বতন্ত্র নহে, নববিধা ভক্তিরই আনুষঙ্গিক বা অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। প্রথম বিশটী অঙ্গ প্রায়শঃ আচারস্থানীয়—গ্রহণাত্মক আচার দশটী এবং বর্জ্জনাত্মক আচার দশটি (২।২২।৬৬ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। ৬৭ পয়ারেই নববিধা

'সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥' ৭৪

সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, ৬৯ পয়ারোক্ত সঙ্কীর্ত্তন—নবাঙ্গ ভক্তির কীর্ত্তনাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত; তৎকৃপাবলোকন ও শরণাপত্তি—আত্মনিবেদনের অন্তর্ভুক্ত; আর অন্যান্য অঙ্গগুলি পরিচর্য্যা বা পাদসেবনেরই অন্তর্ভুক্ত।

উল্লিখিত অনুষ্ঠানাঙ্গগুলি যদি পূর্ব্বে ভগবানে অর্পিত হইয়া তাহার পরে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহারা ভক্তি অঙ্গ বলিয়া কথিত হইবে, অন্যথা নহে। (২।৯।১৮-১৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে—এসমস্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে যদি শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত না থাকে (২।২২।৭৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য), যদি সাক্ষাদ্-ভজনে প্রবৃত্তি না থাকে, তাহা হইলে সাধনের সার্থকত্ব বিদ্যমান থাকিবে না, সাধনও ফলপ্রদ হইবে না (১।৮।১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য এবং ভূমিকায় "সাধনভক্তির প্রাণ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

৭৪-৭৫। চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনের মধ্যে পাঁচটী অঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; যেহেতু, এই পাঁচটীর অল্পসঙ্গ (অল্পমাত্রায় অনুষ্ঠান) হইলেও সাধকের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম জন্মিতে পারে। সেই পাঁচটী এই—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস এবং শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তিসেবা।

সাধুসঙ্গ—সজাতীয়-আশয়-যুক্ত, আপন হইতে উচ্চ অধিকারী এবং স্নিগ্ধপ্রকৃতি সাধুর সঙ্গ করাই বিধি। পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবের কোনও একই ভাবের সাধক যাঁহারা, তাঁহাদিগকে সজাতীয়-আশয়-যুক্ত বলা যায়। নিজে যে ভাবের সাধক, ঠিক সেই ভাবের উপাসক যে সাধু, তাঁহার সঙ্গ করিলেই নিজের ভাবের পুষ্টি হইতে পারে; এ বিষয়ে উপরোক্ত ৬১ পয়ারের গুরুপাদাশ্রয়-শব্দের টীকায় চতুর্থ দফায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। সাধুর নিকটে যাইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিবে। পাদ-সম্বাহনাদি পরিচর্য্যাদ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া বিনীতভাবে নিজের জিজ্ঞাস্য বিষয় তাঁহার চরণে জ্ঞাপন করিবে; এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ অন্তরঙ্গ ইষ্টগোষ্ঠিও চলিতে পারে।

নামকীর্ত্তন—শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম হরিনাম-কীর্ত্তন। শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের মুখ্য ফল পাইতে হইলে কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার। প্রথমতঃ—যাহাতে নামাপরাধাদি না হইতে পারে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশানুসারে, নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা পতিত, অধম, তৃণ হইতেও নীচ মনে করিবে; তরুর মত সহিষ্ণু হইতে চেষ্টা করিবে, (কেহ অনিষ্ট করিলেও তাহার প্রতি রুষ্ট না হইয়া বরং তাহার মঙ্গলের চেষ্টা করিবে; গাছের ডাল যে কাটে, গাছ তাহাকেও ছায়া, পুষ্প ও ফল দেয়; প্রেমভক্তিব্যতীত অপর কোনও বস্তু কাহারও নিকটে প্রার্থনা করিবে না; রৌদ্রে পুড়িয়া মরিলেও গাছ কাহারও আশ্রয় ভিক্ষা করে না; শীত-বৃষ্টি-রৌদ্র সহ করিয়া গাছ সর্ব্বদাই নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে; সাধকেরও—সুখ-দুঃখ আপদ-বিপদ সমস্তই—"আমার স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত ফল, আমারই ভোগ্য, ভোগ হইয়া গেলেই আমার মঙ্গল"—এইরূপ মনে করিয়া অবিচলিত চিত্তে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করা উচিত; দুঃখদৈন্যাদি হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভগবান্‌ব্যতীত আর কাহারও আশ্রয়-প্রার্থী হওয়া সঙ্গত হইবে না)। নিজে কাহারও নিকট সম্মানের প্রত্যাশা করিবে না; অপর কেহ অসম্মান করিলেও তাহার প্রতি রুষ্ট না হইয়া তুষ্টই হইবে—আমার যোগ্য ব্যবহারই সে আমার প্রতি দেখাইয়াছে—ইহা মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে; পরন্তু সকলকেই—"ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি" সকলকেই—যথাযোগ্য সম্মান দিবে। তৃতীয়তঃ, সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া প্রেমগদ্‌গদ কণ্ঠে শ্রীহরিনাম করিতে চেষ্টা করিবে, এবং "নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি;" —এইভাবে ভগবৎ-চরণে প্রার্থনা করিবে। চতুর্থতঃ, শ্রীনামই স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন—এই জ্ঞানে নাম করিবে এবং নামকীর্ত্তন-কালে মনে করিবে, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাতেই নামকীর্ত্তন হইতেছে, অথবা নামের

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।৪৩)—

শ্রদ্ধাবিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্‌ঘ্রিসেবনে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥ ৫৫
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
নামসঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥ ৫৬ ॥

তথাহি তত্রৈব (১।২।১১০)—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ৫৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

শ্রদ্ধেতি। শ্রদ্ধাবিশেষতঃ মহাগাঢ়শ্রদ্ধাকরণেন শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে শ্রীবিগ্রহাদেঃ সেবাবিধানে। শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবনে ॥ শ্লোকমালা ॥ ৫৫

সজাতীয়েতি। সাধৌ সামীপ্যং সঙ্গঃ কথনোপবেশনাদি কর্ত্তব্যম্। কথম্ভূতে সাধৌ স্বতোবরে আত্মনোঽধিকে। পুনঃ কথম্ভূতে সজাতীয়াশয়ে স্বসমানান্তঃকরণে। পুনঃ কথম্ভূতে স্নিগ্ধে মহাশীতলস্বভাবে রসিকৈঃ সহ সাধুজনৈঃ সহ শ্রীমদ্‌ভাগবতার্থানাং আস্বাদনং কর্ত্তব্যম্ ॥ ৫৬

সদ্ধিয়াং নিরপরাধচিত্তানাম্ ॥ শ্রীজীব ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অক্ষরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কিম্বা নামাক্ষর চিন্তা করিতে করিতেও নামকীর্ত্তন প্রশস্ত ; এরূপস্থলে নামাক্ষরগুলিকে বিদ্যুতের ন্যায় তেজোময় চিন্তা করিবে। পঞ্চমতঃ, নাম আরম্ভ করার পূর্ব্বে, যিনি শ্রীনামে সর্ব্ব-শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন—সেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের চরণে প্রার্থনা করিবে এবং "জয়গৌর নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র। গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥"—ইত্যাদিরূপে পঞ্চতত্ত্বের নাম কয়েক বার জপ করিয়া লইতে পারিলেই ভাল হয়। ষষ্ঠতঃ, শ্রীনামের চরণে এইভাবে প্রার্থনা করিবে, "শ্রীহরিনাম, তুমি স্বপ্রকাশ বস্তু। তুমি কৃপা করিয়া যাহার জিহ্বায় স্ফুরিত হও, একমাত্র সে-ই তোমার কীর্ত্তন করিতে পারে, অপর কেহ শত চেষ্টাতেও পারে না। তুমি পরম দয়ালু, আমি মহা-অপরাধী। কৃপা করিয়া আমার জিহ্বায় নৃত্য কর, হৃদয়ে স্ফুরিত হও। তুমি চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জন-সদৃশ ; কৃপা করিয়া আমার অপরাধ-মলিন চিত্তের মলিনতা দূর কর। তুমি আনন্দ-স্বরূপ, আমার চিত্তে আনন্দ-কণিকা স্ফুরিত করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর"। সপ্তমতঃ, নাম নিজের কানে শুনা যায়, এইভাবে কীর্ত্তন করিলে অন্যদিকে মন যাইবার সম্ভাবনা কম থাকে। ইত্যাদি। শ্রীগুরুদেব যে ভাবে নামকীর্ত্তনের উপদেশ দেন, সেইভাবে কীর্ত্তন করাই সঙ্গত। এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা-ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবত-বাক্যানুসারে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের রূপ-গুণ-লীলাদি-ব্যঞ্জক বহু নামের মধ্যে যে নাম সাধকের প্রিয়, সেই নামকীর্ত্তনের বিধানও দৃষ্ট হয় ; কিন্তু প্রেমভক্তি লাভেচ্ছুর পক্ষে তারক-ব্রহ্মনামের কীর্ত্তনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট। তপন মিশ্রকে তারকব্রহ্ম নাম উপদেশ করিয়া প্রভু বলিয়াছেন—এই নাম জপ করিতে করিতেই প্রেমাঙ্কুর জন্মিবে।

ভাগবতশ্রবণ ও মথুরাবাস—পূর্ব্ববর্ত্তী ৭১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। যথাবস্থিতদেহে ব্রজবাসের সামর্থ্য না থাকিলে অন্ততঃ মানসেও সেস্থানে বাসের চেষ্টা করিবে।

শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন মনে করিয়া এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মনে করিয়া প্রীতি ও ভক্তির সহিত সেবা করিবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর—উভয় স্বরূপই সমভাবে সেবনীয়।

এই দুই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫৫-৫৭। অন্বয়। শ্রদ্ধাবিশেষতঃ (বিশেষ—মহাগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত) শ্রীমূর্ত্তেঃ (শ্রীমূর্ত্তির) অঙ্‌ঘ্রিসেবনে (চরণ-সেবায়) প্রীতিঃ (প্রীতি), নামসঙ্কীর্ত্তনং (নামসঙ্কীর্ত্তন), শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে (শ্রীব্রজধামে) স্থিতিঃ (বাস), সজাতীয়াশয়ে (নিজের সমান অন্তঃকরণবিশিষ্ট) স্নিগ্ধে (স্নিগ্ধস্বভাব) স্বতঃ (নিজের অপেক্ষা) বরে (শ্রেষ্ঠ) সাধৌ সঙ্গঃ (সাধুসঙ্গ—সাধুর সহিত কথোপকথনাদি), রসিকৈঃ সহ (রসজ্ঞ সাধুর সহিত) শ্রীমদ্‌ভাগবতার্থানাং

(শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থের) আস্বাদঃ (আস্বাদন)। দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যে (দুর্জ্জেয় এবং অদ্ভুত প্রভাবশালী) অস্মিন্ (এই) পঞ্চকে (পাঁচটী ভজনাঙ্গে) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) দূরে (দূরে) অস্তু (থাকুক), যত্র (যাহাতে—যে পাঁচ অঙ্গে) স্বল্পঃ অপি (অতি অল্পও) সম্বন্ধঃ (সম্বন্ধ) সদ্ধিয়াং (নিরপরাধচিত্ত ব্যক্তিদের) ভাবজন্মনে (ভাবের—কৃষ্ণপ্রেমের জন্মবিষয়ে যথেষ্ট)।

অনুবাদ। বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির চরণ-সেবনে প্রীতি করিবে, নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিবে এবং শ্রীমথুরা-মণ্ডলে (শ্রীবৃন্দাবনে) বাস করিবে। নিজের তুল্য বাসনাযুক্ত (সমভাবাপন্ন) ও আপনা হইতে উচ্চ অধিকারী —এইরূপ স্নিগ্ধ-প্রকৃতি সাধুর (সহিত কথাবার্ত্তা-উপবেশনাদিরূপ) সঙ্গ করিবে। রসিক (লীলা-রসজ্ঞ ও লীলা-রসাস্বাদনে অধিকারী) ভক্তের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থাদির আস্বাদন করিবে। (সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তি সেবন—এই পাঁচটী) দুর্জ্জেয় ও আশ্চর্য্য-প্রভাবশালী ভজনাঙ্গে,—শ্রদ্ধা দূরে থাকুক,—অত্যল্পমাত্র সম্বন্ধ থাকিলেও নিরপরাধ ব্যক্তিগণের চিত্তে অচিরাৎ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ৫৫-৫৭

প্রথম শ্লোকে শ্রীমূর্ত্তিসেবা-সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধার—মহাগাঢ় শ্রদ্ধার—কথা বলা হইয়াছে। “আমি যে শ্রীবিগ্রহের সেবাবিধান করিতেছি, ইনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমামাত্র নহেন—আমার প্রতি কৃপা করিয়া এস্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন”- মনে এইরূপ দৃঢ়নিশ্চিত বিশ্বাসই শ্রীমূর্ত্তিবিষয়ে শ্রদ্ধা ; এইরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা যাঁহার আছে, তাঁহারই শ্রীমূর্ত্তিসেবা সার্থক—বস্তুতঃ তাঁহারই বোধ হয় শ্রীমূর্ত্তিসেবার অধিকার আছে। শ্রীমূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ-ভগবদ্বুদ্ধি যাঁহার জন্মে নাই, তাঁহার পক্ষে শ্রীমূর্ত্তিপূজা পৌত্তলিকতায় পর্য্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। কোনও শক্তিধর মহাপুরুষের—পরমভাগবতের—কৃপাব্যতীত শ্রীমূর্ত্তিতে ভগবদ্বুদ্ধি হওয়া সম্ভব নহে ; সম্ভবতঃ এজন্যই অর্চ্চন-মার্গের সাধকের পক্ষে দীক্ষাগ্রহণের অত্যাবশ্যকতা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে—দীক্ষাব্যতীত মন্ত্রদেবতার অর্চ্চনে অধিকার জন্মে না—একথা বলা হইয়াছে (হ. ভ. বি. ২।৩) এই বিধানের তাৎপর্য্য এই যে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিলে তাঁহার কৃপায় শ্রীমূর্ত্তিতে ভগবদ্বুদ্ধি জন্মিতে পারে—এইরূপ ভগবদ্বুদ্ধি স্ফুরিত হইলেই শ্রীবিগ্রহসেবায় জীবের অধিকার জন্মিতে পারে ; যে পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহে—ভগবদ্বুদ্ধি না জন্মিবে—এই শ্রীবিগ্রহই সাক্ষাৎ ভগবান্, মনে প্রাণে এইরূপ অনুভূতি না জন্মিবে—সেই পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহসেবায় প্রবৃত্ত না হওয়াই বোধ হয় শাস্ত্রের অভিপ্রায় ; কারণ, ভগবদ্বুদ্ধি জন্মিবার পূর্ব্বে শ্রীবিগ্রহে প্রতিমাবুদ্ধি আসিতে পারে, তাহা আসিলে শ্রীবিগ্রহের নিকটে অপরাধের আশঙ্কা আছে। শ্রীনামকীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান সকল অবস্থাতেই করা যায় ; শ্রীহরিনামকীর্ত্তনে দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাদিরও অপেক্ষা নাই (২।১৫।১০৯)। সুতরাং শ্রীবিগ্রহে ভগবদ্বুদ্ধি জন্মিবার পূর্ব্বে শ্রীবিগ্রহ-সেবা আরম্ভ না করিয়া নামকীর্ত্তনাদি অন্য কোনও অঙ্গের অনুষ্ঠানও করা যাইতে পারে, এক অঙ্গের সাধনেও যখন পরমপুরুষার্থ লাভ হইতে পারে, তখন অর্চ্চনাঙ্গের অবশ্যকর্ত্তব্যতাও দৃষ্ট হয় না (২।১৫।১০৯ পয়ার এবং ২।১৫।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—যিনি নিজের সমান অন্তঃকরণবিশিষ্ট বা সমভাবাপন্ন, যিনি স্নিগ্ধপ্রকৃতি বা পরমশীতল, স্বভাব এবং যিনি নিজের অপেক্ষা উচ্চ অধিকারী, তাঁহার সঙ্গ করিবে। সমভাবাপন্ন হওয়া কেন দরকার, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৬১-পয়ারে “গুরু পাদাশ্রয়” শব্দের টীকার চতুর্থ দফায় আলোচিত হইয়াছে। স্নিগ্ধস্বভাব বলার হেতু এই যে—যাঁহার সঙ্গ করা হইবে, তিনি যদি রুক্ষ-প্রকৃতির লোক হয়েন, কথায়-কথায় তিনি চটিয়া উঠিতে পারেন, বিরক্ত বা রুষ্ট হইতে পারেন—তাহা হইলে লাভ অপেক্ষা লোকসানের সম্ভাবনাই বেশী থাকিবে। আর যদি উদাসীন-প্রকৃতির লোকও হয়েন, আমার প্রতি যদি তাঁহার কোনও স্নেহ বা করুণার ভাব না থাকে, তাহা হইলেও আমার সহিত আলাপাদিতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ না করিতে পারেন, আমার প্রতি কৃপা করার জন্যও তিনি উন্মুখ না হইতে

এক অঙ্গ সাধে—কেহো সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥ ৭৬
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ ॥ ৭৭

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১২৯)
পদ্যাবল্যাম্ (৫৩)—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্-
বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্‌ঘ্রিভজনে
লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতি-
র্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ
কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরা ॥ ৫৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

শ্রীবিষ্ণোরিতি। নবলক্ষণায়াঃ সাধনভক্তেরেকতরাঙ্গা অনুষ্ঠানেনাপি কৃষ্ণপ্রাপ্তি র্ভবেৎ তদেব দর্শয়তি শ্রীপরীক্ষিদাদীনাং দৃষ্টান্তৈঃ ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পারেন। আর উচ্চ-অধিকারী বলার তাৎপর্য্য এই যে—যিনি আমা-অপেক্ষা উচ্চ অধিকারী হইবেন, তিনিই আমার প্রতি কৃপা করিতে সমর্থ হইবেন।

তৃতীয় শ্লোকে সন্ধিয়াং—নিরপরাধ ব্যক্তিদের—বলার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহাদের চিত্তে অপরাধ আছে, তাঁহাদের চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইবে না—যে পর্য্যন্ত অপরাধ থাকে, সে পর্য্যন্ত হইবে না।

৭৪-৭৫ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই তিন শ্লোক।

৭৬। উল্লিখিত ভক্তি-অঙ্গসমূহের এক অঙ্গের সাধনে যে চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহাই বলিতেছেন।

নিজ-নিজ রুচি-অনুসারে কোন কোন সাধক উল্লিখিত ভক্তি-অঙ্গসমূহের বহু অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, আবার কোন কোন সাধক বা মাত্র এক অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন।

নিষ্ঠা হইলে ইত্যাদি—এক অঙ্গই হউক, কি বহু অঙ্গই হউক, সাধন করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হইয়া গেলে ভজনাঙ্গে নিষ্ঠা জন্মিবে (২।২৩।৭) এবং নিষ্ঠা জন্মিলেই ক্রমশঃ রুচি, আসক্তি এবং তৎপরে প্রেমাঙ্কুর জন্মিবে, পরে যথাসময়ে প্রেমের উজ্জ্বল আলোকে চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। এক অঙ্গের সাধনেও যে চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল। বলাবাহুল্য, যিনি এক বা একাধিক অঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনিও যেন অন্যান্য অঙ্গের প্রতি—তিনি যে সকল অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন না, সেই সকল অঙ্গের প্রতি—অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন।

অথবা **নিষ্ঠা হইলে ইত্যাদি**—এক (বা একাধিক) অঙ্গেও যদি সাধকের নিষ্ঠা জন্মে, দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত যদি এক অঙ্গেরও (বা একাধিক অঙ্গেরও) অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও যথাসময়ে চিত্তে প্রেমের উদয় হইত পারে; সকল অঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই।

এক-অঙ্গ-সাধন-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,—মুখ্য-অঙ্গ সমূহের এক অঙ্গ। “সা ভক্তিরেক-মুখ্যাঙ্গাশ্রিতানেকাঙ্গিকাথবা। স্ববাসনানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকৃদ্‌ভবেৎ ॥ ১।২।১২৮ ॥” যে সকল অঙ্গ দ্বার-স্বরূপ, সেই সকল অঙ্গব্যতীত অন্য অঙ্গসমূহই মুখ্য অঙ্গ; তাহাদের মধ্যে আবার নববিধা-ভক্তিই তাহাদের সার এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধুসঙ্গাদি পাচ অঙ্গকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন; সুতরাং এই নব অঙ্গ বা পঞ্চ-অঙ্গই মুখ্যতম। এক অঙ্গ সাধনে যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দিতে যাইয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নব-বিধা-ভক্তির উল্লেখই করিয়াছেন (শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতিত্যাদি শ্লোকে)। সুতরাং এক অঙ্গ-দ্বারা, নববিধা-ভক্তি অঙ্গের কোনও অঙ্গই যেন শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

শ্লো। ৫৮। অন্বয়। শ্রীবিষ্ণোঃ (শ্রীবিষ্ণুর—নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির) শ্রবণে (শ্রবণে) পরীক্ষিৎ

অম্বরীষাদি ভক্তের বহু-অঙ্গ-সাধন ॥ ৭৮

তথাহি (ভা. ৯।৪।১৮-২০)—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥ ৫৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভক্তিমেব সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং ভগবৎপরত্ব-কথনেন প্রপঞ্চয়তি স বা ইতি ত্রিভিঃ। শ্রুতিং শ্রোত্রম্ অচ্যুতস্য সৎকথানামুদয়ে শ্রবণে চ-কারেত্যস্য সর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥ স্বামী। ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(মহারাজ পরীক্ষিৎ), কীর্ত্তনে (কীর্ত্তনে) বৈয়াসকিঃ (ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব), স্মরণে (স্মরণে) প্রহ্লাদঃ (প্রহ্লাদ), তদঙ্ঘ্রিভজনে (শ্রীবিষ্ণু চরণ-সেবায়) লক্ষ্মীঃ (লক্ষ্মী), পূজনে (পূজায়—অর্চ্চনে) পৃথুঃ (মহারাজ পৃথু), অভিবন্দনে (বন্দনে) অক্রূরঃ (অক্রূর), দাস্যে (দাস্যে) কপিপতিঃ (হনুমান্), সখ্যে (সখ্যে) অর্জ্জুনঃ (অর্জ্জুন), সর্ব্বস্বাত্ম-নিবেদনে (সর্ব্বস্বের সহিত আত্মনিবেদনে) বলিঃ (বলি) অভূৎ (কৃতার্থ হইয়াছিলেন)। এষাং (ইহাদের) পরা (সর্ব্বোত্তমা) কৃষ্ণাপ্তিঃ (কৃষ্ণপ্রাপ্তি) অভবৎ (হইয়াছিল)।

অনুবাদ। শ্রীবিষ্ণুর নামগুণলীলাদির শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ, শুকদেব কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষ্মী পাদ-সেবনে, রাজা পৃথু পূজনে, অক্রূর বন্দনে, হনুমান্ দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে, এবং বলিরাজা সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নিবেদনে—ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া ভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন। ৫৮

পরীক্ষিতাদি এক এক অঙ্গের সাধনেই শ্রীভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন—তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। এইরূপে এই শ্লোক ৭ পয়ারের প্রমাণ।

এস্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। যাঁহারা এক অঙ্গের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দিতে যাইয়া এই শ্লোকে লক্ষ্মী, অর্জ্জুন ও হনুমানের নাম কেন উল্লিখিত হইল? ইহারা তো সাধনসিদ্ধ নহেন; ইহারা হইলেন নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর। উত্তর—অর্জ্জুন ও হনুমান্ নিত্যসিদ্ধ হইলেও প্রকট লীলায় তাঁহারা যখন ভগবানের সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন সাধক জীবের ন্যায় একাঙ্গ সাধনেরই আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় একাঙ্গ সাধনেও যে ভগবৎ-চরণ-প্রাপ্তি সম্ভব, তাহা জানাইবার নিমিত্তই তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইলেন নরলীল; তাঁহাদের পার্ষদ হনুমান্ ও অর্জ্জুন প্রকট-লীলায় মানুষের জন্য ভজনের আদর্শ দেখাইতে পারেন। কিন্তু শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সম্বন্ধে তো একথা বলা যায় না; শ্রীনারায়ণ যদি নরলীলা করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীও অবতীর্ণ হইতে পারিতেন এবং ভজনের আদর্শও স্থাপন করিতে পারিতেন; কিন্তু নারায়ণের এই ভাবে অবতরণের কথা জানা যায় না; সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর একাঙ্গ সাধনের কথা এই শ্লোকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইল কেন? উত্তর এইরূপ বলিয়া মনে হয়। "সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা" এবং "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—এই ন্যায় অনুসারে যিনি সাধকদেহে ভগবানের চরণ-সেবারূপ সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন, ভগবৎকৃপায় সাধনের পরিপক্কতায় সিদ্ধ পার্ষদদেহেও তিনি চরণসেবা লাভ করিতে পারিবেন। পরিকরদের মধ্যে-চরণ-সেবার অধিকারীও যে আছেন, শ্রীলক্ষ্মীদেবীই তাহার প্রমাণ। তিনি নারায়ণের বক্ষো-বিলাসিনী হইলেও নারায়ণের চরণসেবাতেই তাঁহার লালসার আধিক্য। "কান্তসেবা সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর, তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী। নারায়ণের হৃদি স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী॥ ৩।২০।৫১ ॥"

৭৮। মাত্র এক অঙ্গের সাধনে যাঁহারা শ্রীভগবৎ-সেবা পাইয়াছেন, তাঁহাদের কথা বলিয়া—যাঁহারা

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পরশেঽঙ্গসঙ্গম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥ ৬০
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ৬১

কাম ত্যাগি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী ॥ ৭৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মুকুন্দস্য লিঙ্গানামালয়ানি স্থানানি তেষাং দর্শনে দৃশৌ নেত্রে। শ্রীমত্যাস্তুলস্যাস্তৎপাদসরোজেন যৎ সৌরভং তস্মিন্। তদর্পিতে তস্মৈ নিবেদিতান্নাদৌ॥ স্বামী ॥ ৬০

কামং স্রক্‌চন্দনাদিসেবাং দাস্যে নিমিত্তে তৎপ্রসাদস্বীকারায় ন তু কামকাম্যয়া বিষয়েচ্ছয়া। কথং চকার উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতির্যথা ভবেৎ তথা। অনেন চ তদ্ভক্তেষু পরং ভাবং প্রাপ্ত ইত্যেতৎ স্ফুটীকৃতম্॥ স্বামী ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

একাধিক অঙ্গের সাধনে ভগবৎ-সেবা পাইয়াছেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছেন। অম্বরীষাদি—মহারাজ অম্বরীষপ্রমুখ ভক্তগণ।

শ্লো। ৫৯-৬১। অন্বয়। সঃ (তিনি—অম্বরীষ মহারাজ) কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ (শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদ্বয়ে) মনঃ (মনকে), বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে (কৃষ্ণগুণানুবর্ণনে) বচাংসি (বাক্যসমূহকে—বাগিন্দ্রিয়কে), হরেঃ (শ্রীহরির) মন্দির-মার্জ্জনাদিষু (শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদিতে) করৌ (হস্তদ্বয়কে), অচ্যুত-সৎকথোদয়ে (অচ্যুত ভগবানের পবিত্র কথায়) শ্রুতিং (কর্ণকে) মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে (মুকুন্দের বিগ্রহ ও মন্দিরাদি দর্শনে) দৃশৌ (চক্ষুর্দ্বয়কে), তদ্ভৃত্যগাত্রস্পরশে (ভগবদ্ভক্তের গাত্রস্পর্শে) অঙ্গসঙ্গং (অঙ্গ-সঙ্গকে), শ্রীতুলস্যাঃ (তুলসীর) তৎপাদসরোজ-সৌরভে (শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের স্পর্শজনিত সৌরভে) ঘ্রাণং (নাসিকাকে), তদর্পিতে (শ্রীভগবানে নিবেদিত অন্নাদিতে) রসনাং (জিহ্বাকে), হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে (ভগবৎ-ক্ষেত্রগমনে) পাদৌ (পদদ্বয়কে), হৃষীকেশপদাভিবন্দনে (হৃষীকেশ-শ্রীকৃষ্ণের চরণবন্দনে) শিরঃ (মস্তককে), দাস্যে চ (এবং ভগবদ্দাস্যেই)—নতু কাম কাম্যয়া (কিন্তু বিষয়-ভোগের উদ্দেশ্যে নহে)—কামং (স্রক্-চন্দনাদি-উপভোগ্য বস্তুর ভোগকে) চকার (নিয়োজিত করিয়াছিলেন) - যথা (যাহাতে) উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া (ভগজ্জনাশ্রয়া) রতিঃ (রতি) [ভবেৎ] (জন্মিতে পারে)।

অনুবাদ। মহারাজ-অম্বরীষ কৃষ্ণপাদপদ্মে মন, কৃষ্ণ-গুণানুবর্ণনে বাগিন্দ্রিয়, হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে করদ্বয়, অচ্যুতের পবিত্রকথায় শ্রবণ (কর্ণদ্বয়), মুকুন্দের বিগ্রহ ও শ্রীমন্দিরাদি দর্শনে নয়নদ্বয়, ভগবৎ-ভক্তের গাত্রস্পর্শে অঙ্গ-সঙ্গ, কৃষ্ণপাদপদ্ম-সৌরভযুক্ত তুলসীর গন্ধে নাসিকা, কৃষ্ণে নিবেদিত অন্নাদির গ্রহণে রসনা, ভগবৎ-ক্ষেত্রগমনে পদদ্বয়, হৃষীকেশের চরণ-বন্দনে মস্তক নিযুক্ত করিয়াছিলে ; এবং বিষয়ভোগের অঙ্গরূপে তিনি কখনও স্রক্-চন্দনাদি গ্রহণ করেন নাই ; উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের চরণ যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে ভক্তি থাকে, সেই ভক্তির আবির্ভাবের অনুকূল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত স্রক্-চন্দনাদি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ-জ্ঞানে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন—এইরূপে তাঁহার কামও (ভোগবাসনাও) ভগবদ্দাস্যেই নিয়োজিত হইয়াছিল। ৫৯-৬১

এস্থলে—কৃষ্ণপাদপদ্মে মনঃসংযোগদ্বারা স্মরণ, কৃষ্ণগুণানুবর্ণনে বাগিন্দ্রিয়-নিয়োগদ্বারা কীর্ত্তন, অচ্যুত-সৎকথায় কর্ণ-নিয়োগদ্বারা শ্রবণ এবং অবশিষ্ট কয়টী অনুষ্ঠানে পাদসেবনই সূচিত হইতেছে। অম্বরীষ-মহারাজ যে নববিধা ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ এবং পাদসেবন—এই একাধিক অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাই এই কয় শ্লোকে বলা হইল। এই শ্লোকগুলি ৭৮-পয়ারের প্রমাণ।

৭৯। যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদের পক্ষে গৃহস্থের কর্ত্তব্য পঞ্চ-মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন হয় না, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কাম ত্যাগি—নিজের সর্ব্বপ্রকার সুখের বাসনা ত্যাগ করিয়া। “আত্মেন্দ্রিয়-প্রীত ইচ্ছা তারে বলি কাম। ১।৪।১৪১॥” ইহকালের সুখসম্পদ্, কি পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখভোগাদির বাসনা, এমন কি মোক্ষ-বাসনা পর্য্যন্তও কাম। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া যিনি শাস্ত্রবিধি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তাঁহাকে পঞ্চ-যজ্ঞাদি না করার দরুণ দোষী হইতে হয় না। কৃষ্ণ ভজে—চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি—শাস্ত্রের বিধি-অনুসারে। “সততং স্মর্ত্তব্যো বিষ্ণুঃ”, “চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে॥ ২।২২।১৯॥”—ইত্যাদি শাস্ত্র-আজ্ঞা ভবনে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে। এই সমস্ত শাস্ত্র-বিধি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা অবগত হইয়া যিনি ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং ভজন-বিষয়েও যিনি শাস্ত্র-বিধি অনুসারে চলেন, তিনিই পিত্রাদির নিকটে ঋণী হয়েন না। “বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।” কখনও শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হইবে না। “অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর। এই সব ত্যজি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হৈয়া লয় কৃষ্ণের শরণ॥ ২।২২।৪৯-৫০॥” “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। গী. ১৮।৬৬॥” ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনানুসারে, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্ম সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করা বিধেয়। তারপর, “মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। গী. ১৮।৬৫॥” “হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুত্তমা। ভ. র. সি. ১।১।১০॥” ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ অনুসারে দেহ, মন, প্রাণ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবেদন পূর্ব্বক অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভজন কর্ত্তব্য। এই ভাবে যিনি শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাঁহাকে দেবাদির ঋণে ঋণী থাকিতে হয় না। দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের—দেবাদির নিকটে মানুষের পাঁচটী ঋণ আছে; যথা—দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ, ভূত-ঋণ এবং নৃ-ঋণ বা নর-ঋণ (আত্মীয় স্বজনের নিকটে ঋণ)। “দেবর্ষি-ভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণীচ রাজন্। শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৪১॥” ইন্দ্রাদি দেবতাগণ রৌদ্র বৃষ্টি-আদিদ্বারা আমাদের জীবন-ধারণের উপযোগী শস্যাদি উৎপাদনের সহায়তা করেন; এজন্য আমরা দেবতাদিগের নিকটে ঋণী। ঋষিগণ যজ্ঞাদিদ্বারা ইন্দ্রাদি-দেবতাগণের তৃপ্তি বিধান করিয়া রৌদ্রবৃষ্টি-আদি-কার্য্যের আনুকূল্য করেন এবং তাঁহাদের সাধনলব্ধ ভগবত্তত্ত্বাদি শাস্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের পারমার্থিক মঙ্গল বিধান করেন, এজন্য আমরা ঋষিদিগের নিকট ঋণী। আমাদের জন্ম, শরীর এবং শরীর-রক্ষাদির জন্য আমরা পিতামাতার নিকট ঋণী। কাক, শকুন, কুক্কুর প্রভৃতি প্রাণী (ভূত), বিষ্ঠা বা মৃত জন্তুর পচা মাংসাদি আহার করে বলিয়া বায়ুমণ্ডল দূষিত পদার্থে দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত হইতে পারে না; গো-মহিষাদি প্রাণী আমাদের কৃষিকার্য্যাদির প্রধান সহায়, দুগ্ধাদিদ্বারাও তাহারা মানুষের যথেষ্ট উপকার করে। মৎস্যাদি জলচর জন্তু পুষ্করিণী-আদির ময়লা জিনিস আহার করে বলিয়া পানীয় জল দূষিত হইতে পারে না। এইরূপে প্রত্যেক ইতর-প্রাণীই মানুষের কোনও না কোনও উপকার সাধন করিতেছে; এজন্য আমরা তাহাদের নিকট ঋণী। আর আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী-দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমরা কত রকমে উপকৃত হইতেছি। যাহারা আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশী নহে, তাহাদের দ্বারাও পরোক্ষভাবে কত উপকার পাইতেছি। কৃষকেরা শস্য উৎপাদন করিয়া আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া দেয়; তাঁতী কাপড় বুনিয়া শীত-লজ্জাদি নিবারণের সহায়তা করে; ইত্যাদি। যদি বলা যায়, তাহারা তো তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের উপায়রূপে এসব করিয়া থাকে, জিনিসের পরিবর্ত্তে তাহারা মূল্য লইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, তাহারা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায়ও অবলম্বন করিতে পারিত; তখন মূল্য দিলেও আমরা ঐসকল প্রয়োজনীয় জিনিস পাইতাম না। এই সমস্ত উপকারের জন্য মানুষ সাধারণের নিকটেই আমরা ঋণী। হোমের দ্বারা দেব-ঋণ, শাস্ত্রাধ্যাপন দ্বারা ঋষিঋণ, সন্তানোৎপাদন ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি-দ্বারা পিতৃঋণ, বলি (জীব-সমূহের খাদ্যবস্তু)-দ্বারা ভূতঋণ এবং অতিথি-সৎকারের দ্বারা আত্মীয়স্বজনের ঋণ বা নর-ঋণ শোধিত হয়। “অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈব বলির্ভৌতো নৃ-যজ্ঞোঽতিথি-পূজনম্। মনু। ৩।৭০॥” “নিবাপেন পিতৄনর্চ্চেৎ যজ্ঞৈর্দ্দেবাংস্তথাতিথীন্। অন্নৈর্ম্মুনীংশ্চ স্বাধ্যায়ৈর-

তথাহি (ভা. ১১।৫।৪১)—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্‌ ॥ ৬২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভক্তস্য বিধিনিষেধনিবৃত্তেঃ কৃতকৃত্যতামাহ দেবর্ষীতি। আপ্তাঃ পোষ্যাঃ কুটুম্বিনঃ, ইতরে দেবাদয়ঃ পঞ্চযজ্ঞদেবতাঃ এতেষাং যথা অভক্ত ঋণী অতএব তেষাং কিঙ্করস্তদর্থং নিত্যং পঞ্চযজ্ঞাদিকর্ত্তা। তথাচ স্মৃতিঃ। হীনজাতিং পরিক্ষীণমৃণার্থং কর্ম্ম কারয়েদিতি। অয়ন্তু ন তথা। কোঽসৌ। যঃ সর্ব্বভাবেন শ্রীমুকুন্দং শরণং গতঃ। কর্ত্তং কৃত্যং পরিত্যজ্য। যদ্বা কর্ত্তং ভেদং পরিহৃত্য। কৃতীচ্ছেদন ইত্যস্মাৎ। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ ॥ স্বামী ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পত্যেন প্রজাপতিম্ ॥—বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৩।৯।৯ ॥” এই পাঁচটী ঋণ-শোধের উপায়কে পঞ্চযজ্ঞ বলে। এইগুলি গৃহস্থের কর্ত্তব্য, সুতরাং আশ্রম-ধর্ম্ম। কিন্তু “এইসব ত্যাজি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।” এবং “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য” ইত্যাদি প্রমাণ অনুসারে ত্যাগের যোগ্যতা লাভের পরে—আশ্রম-ধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণ লইতে হয় এবং ভজন করিতে হয়। এস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন, যাঁহারা সমস্ত ত্যাগ করিয়া শাস্ত্র-বিধি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, স্বতন্ত্রভাবে পঞ্চ-যজ্ঞ না করিলেও তাঁহাদের কোনও প্রত্যবায় হয় না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিই স্বতঃ-প্রমাণ; তাঁহার উক্তির ন্যায্যতা-স্থাপনের জন্য অন্য কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইবার প্রয়োজন হয় না; তথাপি, মাদৃশ তর্ক-নিষ্ঠ-চিত্ত লোকের জন্য উপরি উক্ত উক্তির অনুকূল দুই একটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন; হে অর্জ্জুন! সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে ধর্ম্মত্যাগ-জনিত সমস্ত-পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি তজ্জন্য কোনও দুঃখ বা চিন্তা করিও না; অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। গী. ১৮।৬৬॥” ইহাতে বুঝা যায়, বর্ণ-ধর্ম্ম, কি আশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করে, তবে ঐ ধর্ম্ম-ত্যাগজনিত পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না। আবার, “যথা তরোর্মূলনিষেচনেন” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ-সেবাদ্বারাই সকলের সেবা হইয়া যায়, কেহই বাকী থাকে না; সুতরাং যিনি একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে দেব-ঋষি-আদির সেবার কোনও প্রয়োজন হয় না। “মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্ যদি। তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ॥ (শ্রীভগবান্ বলিতেছেন) আমার কর্ম্মে রত ব্যক্তিদিগের যদি ক্রিয়ালোপ হয়, তাহা হইলে, তাঁহাদের কর্ম্ম তিন কোটি মহর্ষিগণ করিয়া থাকেন। বৃহদ্ভাগবতামৃতে, ২।৪।২০৯-শ্লোকের টীকায় ধৃত প্রমাণ।” অর্থাৎ ভগবদ্‌ভজনকারীদের কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত কোনও ক্রিয়ার লোপজনিত কোনও প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয় না।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণ রূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬২। অন্বয়। রাজন্ (হে রাজন্)! যঃ (যে ব্যক্তি) কর্ত্তম্ (কৃত্যকর্ম্ম, বা ভেদ) পরিহৃত্য (পরিহার করিয়া) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বভাবে) শরণ্যং (শরণীয়) মুকুন্দং (মুকুন্দকে) শরণং গতঃ (আশ্রয় করিয়াছে) — (সেই ব্যক্তি) দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং (দেবতা, ঋষি, ভূত ও পোষ্যলোকদিগের) পিতৄণাং (এবং পিতৃলোকেরও) ন ঋণী (ঋণী নহে) [ন] চ কিঙ্করঃ (কিঙ্করও নহে)।

অনুবাদ। শ্রীকরভাজন নিমি-মহারাজকে বলিলেন : হে রাজন্! যে ব্যক্তি কৃত্যাকৃত্যকর্ম্ম (অথবা ভেদ) পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শরণীয় (শরণাগতপালক) মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আর দেবতা, ঋষি, ভূত, পোষ্যকুটুম্বাদি বা পিতৃপুরুষগণের নিকটে ঋণী থাকেন না; (কাজেই তাঁহাদের কাহারও) কিঙ্কর থাকেন না। ৬২

পূর্ব্ব পয়ারের টীকায় এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। আপ্ত—পোষ্য। আপ্তনৃণাং—পোষ্যলোকদিগের, কুটুম্বাদির।

বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥ ৮০

অজ্ঞানেও যদি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত ॥ ৮১

তথাহি (ভা. ১১।৫।৪২)—
স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বিহিতকর্ম্মনিবৃত্তিমুক্ত্বা নিষেধনিমিত্তপ্রায়শ্চিত্তনিবৃত্তিমাহ স্বপাদমূলমিতি। ত্যক্তোঽন্যস্মিন্ দেহাদৌ দেবতান্তরে বা ভাবো যেন। অতএব তস্য বিকর্ম্মণি প্রবৃত্তির্ন সম্ভবতি। যচ্চ কথঞ্চিৎ প্রমাদাদিনা উৎপতিতং ভবেৎ তদপি হরির্ধুনোতি। নন্ব যমস্তন্ন মন্যতে তত্রাহ। পরেশঃ। নন্ব শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইতি ভগবদ্বচনাৎ স্বাজ্ঞাভঙ্গং কথং সহেত তত্রাহ প্রিয়স্য। নন্ব নায়ং পাপক্ষয়ার্থং ভজতে তত্রাহ। হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। নহি বস্তুশক্তিরর্থিতামপেক্ষত ইত্যর্থঃ ॥ স্বামী ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পূর্ব্বপয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৮০। যিনি শাস্ত্র-আজ্ঞা-অনুসারে ঐকান্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ-সেবা করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে যে—পঞ্চযজ্ঞাদিরূপ বিহিত-কর্ম্ম করার প্রয়োজন হয় না—তাহা বলিয়া এক্ষণে বলিতেছেন যে, নিষিদ্ধ পাপাচার হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য, স্বতন্ত্রভাবে হঠযোগাদি বা যম নিয়মাদি কোনও প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবারও তাঁহার প্রয়োজন হয় না; ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানই যথেষ্ট; কারণ, যিনি বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম, কি লোক-ধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ আশ্রয় করিয়াছেন, কোনওরূপ নিষিদ্ধ পাপাচারে তাঁহার মন কখনও ধাবিতই হয় না; সুতরাং মনকে সংযত রাখার জন্য ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান-ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে অন্য কোনও অনুষ্ঠান করা তাঁহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

বিধিধর্ম্ম—কাম্য-কর্ম্ম, বা বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী ধর্ম্ম; বর্ণাশ্রমোচিত-বিধি মূলক ধর্ম্ম। লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম। ইহকালের বা পরকালের স্ব-সুখবাসনা-মূলক ধর্ম্ম এস্থলে "বিধিধর্ম্ম"-অর্থ "বিধিমার্গ ও রাগমার্গের" অন্তর্গত 'বিধিধর্ম্ম' নহে; কারণ, সেই বিধি-ধর্ম্মের কথাই এস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ করিতেছেন; বিধিধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে তাহার ত্যাগের উপদেশ হইতে পারে না।

তার। যিনি কৃষ্ণ-ভজন করেন, তাঁহার।

৮১। যিনি লোক-ধর্ম্ম বেদধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, নিষিদ্ধ পাপাচারে তিনি ইচ্ছা করিয়া রত তো হয়েনই না; তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বা অজ্ঞাতসারেও যদি কখনও কোনও পাপকার্য্য হইয়া যায়, তাহা হইলেও ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তজ্জন্য শাস্তি দেন না; পরন্তু, তাঁহার চিত্ত-সংশোধন করিয়া তাঁহাকে বিশুদ্ধ করিয়া দেন।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬৩। অন্বয়। স্বপাদমূলং (শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় পাদমূল) ভজতঃ ভজনকারী ত্যক্তান্যভাবস্য (শ্রীকৃষ্ণসেবার ভাবব্যতীত অন্য ভাবশূন্য) প্রিয়স্য (প্রিয়ভক্তের) যৎ চ (যাহা) কথঞ্চিৎ (কিছু) বিকর্ম্ম (নিষিদ্ধ কর্ম্ম) উৎপতিতং (উপস্থিত হয়) হৃদি (হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ (প্রবিষ্টঃ) পরেশঃ (পরমেশ্বর) হরিঃ (শ্রীহরি) [তৎ] (সেই) সর্ব্বং (সমস্ত) ধুনোতি (বিনষ্ট করেন)।

অনুবাদ। শ্রীকরভাজন নিমিমহারাজকে বলিলেন:—যিনি (শ্রীকৃষ্ণসেবার ভাবব্যতীত) অন্যভাবশূন্য এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলসেবায় নিরত, শ্রীহরির সেই প্রিয়ভক্তের সম্বন্ধে যদি কোন কিছু নিষিদ্ধ কর্ম্মও উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট পরমেশ্বর হরি তাহা সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট করিয়া দেন। ৬৩

জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ ॥ ৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাহার চিত্তে স্ব-সুখবাসনা আছে, দেহাদির সুখের নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা আছে, অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত কোনওরূপ নিষিদ্ধ পাপাচারে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষেই সম্ভব ; কিন্তু যাহার তদ্রূপ কোনও বাসনা নাই, তাদৃশ কোনও ভক্তের **ত্যক্তান্যভাবস্য**—যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনাব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনা—দেহাদির সুখবাসনা এবং অন্য-দেবতাদির প্রীতিসাধন-বাসনাকেও যিনি—পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী বাসনার সহিত যিনি শ্রীকৃষ্ণের **স্বপাদমূলং ভজতঃ**—পাদপদ্মের সেবাই করিতেছেন, তাদৃশ **প্রিয়স্য**—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্তের চিত্ত কখনও নিষিদ্ধ-পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না ; অন্ততঃ ইচ্ছা করিয়া তিনি তাদৃশ কোনও গর্হিত কর্ম্মে লিপ্ত হইতে পারেন না ; তথাপি যদি প্রমাদবশতঃ কখনও তাঁহার কোন **বিকর্ম্ম**—নিষিদ্ধকর্ম্ম উপস্থিত হয়, যদি তাদৃশ কোনও কর্ম্মে অনিচ্ছাবশতঃ তিনি পতিত হয়েন, তাহা হইলেও তিনি শ্রীভগবানের প্রিয়ভক্ত বলিয়া তজ্জন্য তাঁহার কোনওরূপ দণ্ড হয় না ; কারণ, তিনি প্রিয়ভক্ত বলিয়া তাঁহার চিত্ত ভগবদ্ভাবেই পরিপূর্ণ, সেই চিত্তে ঐ বিকর্ম্ম কোনওরূপ প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না—**পরেশঃ**—পরমেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান শ্রীহরি **হৃদিসন্নিবিষ্টঃ** তাঁহার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন বলিয়া, "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। ১৷১৷৩০ ॥" বলিয়া—ভক্তবৎসল ভগবান্‌ই ঐ বিকর্ম্মের ক্রিয়াকে তাঁহার চিত্ত হইতে **ধুনোতি**—দূরে সরাইয়া দেন ; সেই বিকর্ম্ম তাঁহার চিত্তে কোনওরূপ দাগ রাখিতে পারে না বলিয়া তিনি কোনওরূপ দণ্ডভোগ করেন না ; কারণ, যে ক্রিয়া ইচ্ছাকৃত এবং যাহা হৃদয়ে দাগ রাখিয়া যায়, জীব তাহারই জন্য ফলভোগ করিয়া থাকে। ভক্তের অজ্ঞাতসারে বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি তাঁহার সম্বন্ধে কোনও নিষিদ্ধ কর্ম্ম উপস্থিত হয়, তিনি তজ্জন্য শাস্তি ভোগ করেন না ; শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার চিত্তের শুদ্ধতা রক্ষা করেন—ইহাই শ্লোক হইতে বুঝা গেল।

এই শ্লোক ৮১ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

৮২। **জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি**—জ্ঞান এবং বৈরাগ্য সাধনভক্তির অঙ্গ নহে ; অঙ্গরূপে জ্ঞানের ও বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান করিলে ভক্তির প্রতিকূলতা জন্মে।

জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ ; প্রথমতঃ—ত্বম্-পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞান, বা জীবের স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান ; দ্বিতীয়তঃ—তৎ-পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান, বা ভগবৎস্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান ; এবং তৃতীয়তঃ—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক জ্ঞান। এই তিনটীর মধ্যে তৃতীয়টী (অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-বিষয়ক জ্ঞানই) ভক্তিমার্গের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ, এইরূপ জ্ঞানে ভগবানের সঙ্গে জীবের সেব্য-সেবকত্ব ভাব নষ্ট হয়। এজন্য, এই জ্ঞান ভক্তির অঙ্গ তো নহেই, ইহাদ্বারা সামান্য-মাত্রও ভক্তির আনুকূল্যও হয় না, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কিন্তু প্রথম দুইটী অঙ্গ—জীবের স্বরূপ-জ্ঞান ও ভগবৎ-স্বরূপজ্ঞান—এই দুইটী ভক্তিমার্গের সাধকের উপেক্ষণীয় নহে। জীবের ও ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান না থাকিলে, জীবে ও ভগবানে যে স্বরূপতঃ কি সম্বন্ধ, তাহাও জানা যায় না ; সুতরাং ভজনের পক্ষেও সুবিধা হয় না। জ্ঞানের এই দুইটী অঙ্গ ভক্তির অনুকূল ; চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির "সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা"রূপ অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই জ্ঞানের এই দুইটী অঙ্গ আসিয়া পড়ে। তাই শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছায় শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কে আমি ?" অর্থাৎ জীবের স্বরূপ কি [ত্বম্-পদার্থের জ্ঞান], "আমারে কেন জারে তাপত্রয় ?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই শ্রীভগবত্তত্ত্ব (তৎ-পদার্থের জ্ঞান) আসিয়া পড়ে। এই তত্ত্ব দুইটী জানা না থাকিলে শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে পারে কিনা সন্দেহ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন—"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। যাহা হ'তে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥ ১৷২৷৯৯ ॥" এই দুইটী তত্ত্বের জ্ঞান উপেক্ষণীয় না হইলেও ইহা ভক্তির মুখ্য অঙ্গ নহে, পরন্তু ভক্তি-মার্গ-প্রবেশের সহায়-স্বরূপ। এই জন্যই সাধন-ভক্তির আরম্ভস্বরূপ প্রথম দশ-অঙ্গের মধ্যেই "সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা" স্থান পাইয়াছে, ভক্তির মুখ্য অঙ্গ নববিধা-ভক্তির মধ্যে নহে। ভক্তি-মার্গে প্রবেশের পক্ষে জীবের ও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভগবানের স্বরূপ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের যে উপযোগিতা আছে, ইহা ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুও স্বীকার করেন। “জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা। ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥ ভ. র. সি. ১।২।১২॥” ইহার টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ জ্ঞানের তিনটী অঙ্গের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, জ্ঞান-সম্বন্ধে শ্লোকোক্ত “ঈষৎ”-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-বিষয়ক জ্ঞান ত্যাগ করিতে হইবে, জ্ঞানের অপর দুইটী অঙ্গের উপযোগিতা আছে। “তত্র ঈষদিতি ঐক্য-বিষয়ং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ।” আর বৈরাগ্যসম্বন্ধে “ঈষৎ”-শব্দের তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন যে, ভক্তি-বিরোধী বৈরাগ্য ত্যাগ করিবে, ভক্তির অনুকূল বৈরাগ্য ভক্তিতে প্রবেশের পক্ষে উপযোগী। “বৈরাগ্যঞ্চাত্র ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগ্যেব তত্র চ ঈষদিতি ভক্তিবিরোধিনং ত্যক্ত্বা-ইত্যর্থঃ।” আবার ইহাও লিখিয়াছেন যে, সাধকের প্রথম অবস্থায় অন্য বস্তুতে চিত্তের আবেশ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উপযোগিতা আছে বটে; কিন্তু অন্যাবেশ পরিত্যাগের ফলে ভক্তিতে প্রবেশ-লাভ হইলে ঐ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কোনও প্রয়োজন নাই; তখন এ গুলি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়; কারণ, তখন বৈরাগ্যের কথা, কি জীব ও ভগবানের তত্ত্বের কথা ভাবিতে গেলেও ভক্তিমূলক সেবা-প্রবাহের বিচ্ছেদ হয়; এ জন্য ইহারা ভক্তির অঙ্গ নহে। “তচ্চ তচ্চ প্রথমমেব ইত্যন্যাবেশ-পরিত্যাগমাত্রায় তে উপাদীয়েতে তৎপরিত্যাগেন জাতে চ ভক্তিপ্রবেশে তয়োরকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তত্তদ্ভাবনায়া ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ।”

বৈরাগ্য—অর্থ ভোগ-ত্যাগ। ত্যাগের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৈরাগ্যকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে; যথা—যুক্ত-বৈরাগ্য ও ফল্গু বৈরাগ্য বা শুষ্ক-বৈরাগ্য। কৃষ্ণকৃপা-লাভের উদ্দেশ্যে যে নিজের ভোগ-ত্যাগ, তাহা যুক্ত বৈরাগ্য; যুক্ত-বৈরাগ্যে যথাযোগ্য বিষয়-ভোগে দোষ নাই, অর্থাৎ ভক্তি-অঙ্গ-নির্ব্বাহের জন্য যতটুকু বিষয়ভোগের প্রয়োজন, ততটুকু বিষয়-ভোগ নিষিদ্ধ নহে। (২।২২।৬২ পয়ারের টীকায় যাবৎ-নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য)। যাহা কৃষ্ণ-সেবার অনুকূল, সেইরূপ বিষয়কর্ম্ম কাহারও নিষিদ্ধ নহে, (২।২২।৭২ পয়ারের টীকায়—“কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা”-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য)। আহার্য্য ও বসন-ভূষণাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদরূপে, কৃষ্ণদাস-অভিমানে গ্রহণ করিবে—নিজের ভোগ-বিলাসের উপাদানরূপে গ্রহণ করা ভক্তি-বিরোধী। এইরূপ যুক্ত-বৈরাগ্য ভক্তির অনুকূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন—“যথাযুক্ত বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা। ২।১৬।২৩৬॥” “যুক্ত-বৈরাগ্যের স্থিতি সব শিখাইল। ৩।২৩।৫৬॥” আর যে ত্যাগের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি নহে, যাহার উদ্দেশ্য কেবল নিজের ভোগ-ত্যাগ, তাহার নাম ফল্গু-বৈরাগ্য বা শুষ্ক-বৈরাগ্য। ইহাতে কেবল ত্যাগের জন্যই যখন ত্যাগের প্রবৃত্তি, তখন এইরূপ ত্যাগীকে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় মহাপ্রসাদাদি ত্যাগ করিতেও দেখা যায়; কিন্তু কৃষ্ণ-প্রীতির বাসনাই যদি ত্যাগের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় মহাপ্রসাদাদি ত্যাগের কথাই মনে উঠিত না। এইরূপ ত্যাগেতে ভোগ-বাসনার মূল উৎপাটিত হয় না; কেবল বাসনার শাখা-প্রশাখাগুলি চাপিয়া রাখার চেষ্টা—কিম্বা ভোগ্য বস্তু হইতে দূরে থাকার চেষ্টাই প্রাধান্য লাভ করে। ভোগের বাসনা ত্যাগ না হইলে ভোগের মূল উৎপাটিত হইতে পারে না। ভোগ-বাসনাও আবার শ্রীভগবৎ-কৃপাব্যতীত দূর হইতে পারে না; কারণ, এই বাসনা, মায়ারই সৃষ্টি; শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাপন্ন না হইলে মায়ার হাত হইতে—সুতরাং বাসনার হাত হইতে—নিস্কৃতি পাওয়া যায় না। ফল্গু বৈরাগ্যে অন্তর্নিহিত সুপ্ত বাসনা হৃদয়ে থাকে, অথচ, বাহিরে বাসনাতৃপ্তির চেষ্টার অভাব দেখিয়া আমরা স্থূল দৃষ্টিতে ইহাকে বৈরাগ্য বলিয়া মনে করি। এজন্যই, ইহাকে ফল্গু-বৈরাগ্য বলে। যে নদীর উপরে জল দেখা যায় না, কিন্তু ভিতরে জল আছে—বাহিরে কেবল মাটী বা বালি মাত্র দেখা যায়, তাহাকে ফল্গুনদী বলে। ফল্গু বৈরাগ্যেরও বাহিরে বৈরাগ্য-লক্ষণ, কিন্তু ভিতরে ভোগ-বাসনা সুপ্ত থাকে। উভয়ের প্রকৃতির সমতা আছে বলিয়া নদীর ন্যায় এই বৈরাগ্যকেও ‘ফল্গু’ বলা হইয়াছে।

এই ভাবে ত্যাগের চেষ্টায়, কৃষ্ণ-কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া কেবল নিজের শক্তিতে ভোগ-বাসনা দূর করার চেষ্টা হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সঙ্গে কঠোর যুদ্ধ করিতে হয়। ইহার ফলে হৃদয় শুষ্ক, নীরস ও কঠিন হইয়া যায়।

কঠিন চিত্তে সুকোমল-স্বভাবা ভক্তি স্থান পাইতে পারেন না। জ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথা ; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে ; ভক্তির বিরুদ্ধমতসমূহ খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে কেবল যদি শুষ্ক-তত্ত্বের আলোচনা করা যায় এবং কেবল তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় শুষ্কতর্কেই নিমগ্ন হইয়া থাকা যায়, তাহা হইলেও হৃদয় নীরস কঠিন হইয়া যায়। এইরূপ কঠিন চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হয় না, ইহাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মত। "যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতু প্রায়ঃ সতাং মতে। সুকুমার-স্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা॥ ভ. র. সি. ১।২।১২১॥" ইহার টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন "উত্তরতস্তু তয়োরনুগতৌ দোষান্তরমিত্যাহ যদুভে ইতি। কাঠিন্যহেতুত্বঞ্চ নানাবাদ-নিরসন-পূর্ব্বক-তত্ত্ববিচারস্য দুঃখ-সহনাভ্যাসপূর্ব্বক-বৈরাগস্য চ রুক্ষরূপত্বাৎ।" অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিতে প্রবেশের সহায়তা করে সত্য, কিন্তু উত্তরকালেও (ভক্তি-প্রবেশের পরেও) যদি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অনুগত থাকা যায়, তাহা হইলে দোষান্তরের উৎপত্তি হয়। কারণ, নানা-বাদ-নিরসন পূর্ব্বক তত্ত্ব-বিচার করিতে গেলে, এবং দুঃখ-সহনের অভ্যাস-পূর্ব্বক বৈরাগ্য-সাধন করিতে হইলে চিত্তের কাঠিন্য জন্মে।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, অনুকূল জ্ঞান ও বৈরাগ্য যদি সাধনের প্রথম অবস্থায় সহায়ই হয়, তবে পরে তাহারা সহায় হইবে না কেন ? এবং সহায়ব্যতীত ভক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি কিরূপে সম্ভব হয় ? ইহার উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, প্রথমাবস্থায় যে তাহারা সহায় হয়, তাহা কেবল অন্যবস্তুতে আবেশ ছুটাইবার জন্য (প্রথমমেবেত্যন্যাবেশ-পরিত্যাগ-মাত্রায় তে উপদীয়েতে), সাক্ষাদ্‌ভাবে ভক্তি-বৃদ্ধির জন্য তাহারা প্রথমাবস্থায়ও সহায় নহে। অন্যাবেশ যখন ছুটিয়া যায়, তখনই তাহাদের কাজ শেষ হইয়া যায় ; সুতরাং ইহার পরে যখন ভক্তির উন্মেষ হয়, তখন আর তাহাদের কোনও প্রয়োজনই হয় না। তখন "ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা"—ভক্তিই তখন ভক্তির সহায় হয়, ভক্তিই তখন ভক্তিবৃদ্ধির হেতু হয় ; পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-সময়ে অনুষ্ঠিত ভক্তিই পরবর্ত্তী সময়ে অনুষ্ঠিত ভক্তির সহায় হয়। "উত্তরোত্তর-ভক্তিপ্রবেশস্য হেতুঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব-ভক্তিরেব"—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ। আবার প্রশ্ন হইতে পারে—জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সাধনে অনেক কষ্ট করিতে হয় সত্য, তাহাতে চিত্তের কঠিনতাও জন্মে সত্য ; কিন্তু ভক্তির সাধনে কি আয়াস (কষ্ট) নাই ? যদি ভক্তির সাধনে আয়াস থাকে, তবে ভক্তিদ্বারাও চিত্তের কাঠিন্য জন্মিতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ভক্তির সাধনে যে আয়াস, তাহাতে কাঠিন্যের সম্ভাবনা নাই ; ভক্তির সাধনে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধীর মূল-আধার শ্রীভগবানের পরম মধুর রূপ, গুণ ও লীলাদির স্মরণে চিত্ত অত্যন্ত কোমল হয়, তাতে ভক্তির উৎস বিচ্ছুরিত হইতে থাকে ; সুতরাং ভক্তিতে চিত্ত-কাঠিন্যের কোনও আশঙ্কাই নাই। "নমু ভক্তিরপি তত্তদায়াস-সাধ্যত্বাৎ কাঠিন্যহেতুঃ স্যাৎ তত্রহি সুকুমার-স্বভাবেয়মিতি। শ্রীভগবন্মধুর-রূপ-গুণাদি ভাবনাময়ত্বাদিতি।"

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, প্রথমতঃ—জ্ঞান, ভক্তির অঙ্গ নহে ; জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক জ্ঞান ভক্তির বিরোধী, সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। জীবের স্বরূপের এবং ভগবৎ-স্বরূপের জ্ঞান, সাধনের প্রথম অবস্থায়, চিত্তের অন্যাবেশ দূর করার জন্য, ভক্তির সহায় মাত্র হয় বটে, কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় ভক্তিতে প্রবেশ লাভ হইলে ঐ জ্ঞানের সহায়তার আর প্রয়োজন হয় না ; তখন অন্যমতনিরসনাদির উদ্দেশ্যে শুষ্কতর্কবিচারাদিমূলক জ্ঞান আবার ভক্তির বিরোধী হইয়া দাঁড়ায় ; সুতরাং ভক্তির পুষ্টির জন্য তখন ইহাও ত্যাজ্য। দ্বিতীয়তঃ—বৈরাগ্য মধ্যে যুক্ত বৈরাগ্য ভক্তির অনুকূল ; কিন্তু ফল্গু-বৈরাগ্য প্রতিকূল, সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। যুক্ত-বৈরাগ্যও ভক্তির অঙ্গ নহে, সহায়-মাত্র।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।১৪।৩-শ্লোক হইতে জানা যায়, প্রথম অবস্থাতেও জ্ঞান-লাভের জন্য পৃথক্‌ভাবে চেষ্টা না করিয়া সাধুদিগের মুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিলেই জীব কৃতার্থ হইতে পারে। ২।৮।৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভা. ১১।২০।৩১)—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ৬৪

যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ॥ ৮৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদেবং ব্যবস্থয়া অধিকারত্রয়মুক্তম্। তত্র চ ভক্তেরন্যনিরপেক্ষত্বাদন্যস্য চ তৎসাপেক্ষত্বাদ্ভক্তিযোগ এব শ্রেষ্ঠ ইত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি ত্রিভিঃ। মদাত্মনো ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তস্য শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃসাধনম্॥ স্বামী ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৬৪। অন্বয়। তস্মাৎ (সেইহেতু—একমাত্র ভক্তিযোগেই জ্ঞানবৈরাগ্যাদির সাহচর্য্যব্যতীতই সমস্ত হৃদয়-গ্রন্থি, সমস্ত সংশয় এবং সমস্ত কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া) মদাত্মনঃ (আমাতে অর্পিতচিত্ত) মদ্ভক্তিযুক্তস্য (আমাতে ভক্তিযুক্ত) যোগিনঃ (যোগীর) ন জ্ঞানং (জ্ঞানও না) ন চ বৈরাগ্যং (এবং বৈরাগ্যও না) প্রায়ঃ (প্রায়ই) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃ-সাধক—মঙ্গলজনক) ভবেৎ (হয়)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—হে উদ্ধব! (জ্ঞানবৈরাগ্যাদির সাহচর্য্যব্যতীত একমাত্র অন্য-নিরপেক্ষ ভক্তিদ্বারাই—সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি, সমস্ত সংশয় এবং সমস্ত কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে বলিয়া) যিনি আমাতে চিত্ত-সমর্পণ করিয়াছেন এবং যিনি আমাতে ভক্তিযুক্ত—এরূপ যোগীর (ভক্তিযোগীর) পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই মঙ্গলজনক (তাঁহার ভক্তির পুষ্টিসাধক) হয় না। ৬৪

প্রায়ঃ—প্রায়ই ; প্রায়ই হয় না বলিলে বুঝা যায়—কখনও কখনও কিছু কিছু হইতে পারে। সাধনের প্রারম্ভে তৎ-পদার্থের এবং ত্বং-পদার্থের জ্ঞান এবং অন্যাবেশ ছুটাইবার উদ্দেশ্যে ভক্তির অবিরোধী ত্যাগের কিঞ্চিৎ উপযোগিতা আছে বলিয়া এবং এক রকমের বৈরাগ্য—যুক্ত-বৈরাগ্য—ভক্তির অনুকূল বলিয়াই এস্থলে "প্রায়"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রেয়ঃ—শ্রেয়ের (মঙ্গলের) সাধন। ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে ভক্তির পুষ্টিই একমাত্র শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল ; তাই শ্রেয়ঃ-শব্দে এস্থলে ভক্তির পুষ্টিই সূচিত হইতেছে। যোগিনঃ—মদাত্মনঃ (আমাতে আত্মা বা চিত্ত অর্পিত হইয়াছে যাঁহার, তাঁহার) এবং মদ্ভক্তিযুক্তস্য—এই শব্দদ্বয় হইল যোগিনঃ-শব্দের বিশেষণ ; সুতরাং যোগিনঃ শব্দে যে ভক্তিযোগের সাধককেই বুঝাইতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এই শ্লোক ৮২-পয়ারের প্রমাণ।

৮৩। যম-নিয়মাদি যোগমার্গের সাধনাঙ্গগুলিও কৃষ্ণ-ভক্তকে স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠান করিতে হয় না। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবেই যম-নিয়মাদি সাধনের ফল উপস্থিত হইয়া থাকে।

অথবা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যদি ভক্তির অঙ্গই না হয়, তাহা হইলে ভক্তি-মার্গের সাধকের পক্ষে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সংযম কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন "যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ।" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযমের জন্য ভক্তকে যম-নিয়মাদির স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান করিতে হয় না ; যম-নিয়মাদি ভক্তের নিকটে ভক্তির প্রভাবে আপনা-আপনিই আনুষঙ্গিকভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়।

যম—"আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যং অহিংসা দম আর্জ্জবম্। ধ্যানং প্রসাদোমাধুর্য্যং সন্তোষশ্চ যমা দশ ॥—বহ্নি-পুরাণে যম-শাম্মিলোপাখ্যান ॥ অনিষ্ঠুরতা, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, দম (ইন্দ্রিয়-সংযম), সরলতা, ধ্যান, প্রসাদ (প্রসন্নতা, নির্ম্মলতা), মাধুর্য্য (ব্যবহারাদিতে রুক্ষতার অভাব) ও সন্তোষ এই দশটীকে যম বলে।" মনুসংহিতার মতে, অহিংসা, সত্যবচন, ব্রহ্মচর্য্য, অকল্কতা বা দম্ভহীনতা, এবং অস্তেয় (চৌর্য্যহীনতা), এই পাঁচটীই যম ; "অহিংসা সত্যবচনং ব্রহ্মচর্য্যমকল্কতা অস্তেয়মিতি পঞ্চৈতে যমাশ্চৈব ব্রতানি চ ॥" গরুড় পুরাণের মতে, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষমা,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ধ্যান, সত্য, দম্ভহীনতা, অহিংসা, অস্তেয়, মাধুর্য্য ও দম এই কয়টী যম। ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তির্ধ্যানং সত্যমকল্কতা। অহিংসাঽস্তেয়মাধুর্য্যে দমশ্চৈতে যমাঃ স্মৃতাঃ (শব্দকল্পদ্রুমধৃত প্রমাণসমূহ)।

নিয়ম—বেদান্তসারের মতে শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান, এই পাঁচটীকে নিয়ম বলে—"শৌচং সন্তোষস্তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর-প্রণিধানঞ্চ।" তন্ত্রসারের মতে, তপ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্ত-শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ ও হোম,—এই দশটীকে নিয়ম বলে। "তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্। সিদ্ধান্ত-শ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপোহুতম্। দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্র-বিশারদৈঃ॥" (শব্দকল্পদ্রুমধৃত প্রমাণ)।

যম ও নিয়মের যে তালিকা উপরে দেওয়া হইল, তাহা হইতেই বুঝা যায়, যম ও নিয়মের সাধনীয় লক্ষণগুলি ভক্তিমার্গের সাধকের মধ্যেও স্বতঃই স্ফুরিত হয়; "কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম" ইত্যাদি বৈষ্ণবের যে সমস্ত গুণের কথা এই পরিচ্ছেদে পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত গুণের মধ্যেও যম-নিয়মাদি-জাত গুণগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে। আবার, যাঁহারা শ্রীহরি-নাম গ্রহণ করেন, নাম-গ্রহণের মাহাত্ম্যেই তাঁহাদের পক্ষে তপস্যা, হোম, তীর্থস্নান, সদাচার এবং বেদ-অধ্যয়নের কাজ হইয়া যায়, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতই বলিতেছেন; "আহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নু রার্য্যাঃ ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ৩।৩৩।৭॥" শ্রীহরি-নাম-মাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও হরিদাস-ঠাকুরকে বলিয়াছেন:—"ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান। ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥ নিরন্তর কর চারি বেদ-অধ্যয়ন। দ্বিজন্যাসী হইতে তুমি পরমপাবন।" ২।১১।১৭৫-৭৬॥" শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তুতে আসক্তি যতদিন থাকে, ততদিনই যম-নিয়মাদির অভাব; অন্য বস্তুতে আসক্তি ও মায়া হইতে উদ্ভূত; কিন্তু ভক্তির কৃপায় কৃষ্ণভক্ত ক্রমশঃ মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইতে থাকেন। যতই তিনি মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইবেন, ততই যম-নিয়মাদিজাত গুণসমূহ তাঁহার শরীরে উদিত হইবে; অন্তঃশুদ্ধি, বহিঃশুদ্ধি, তপস্যা, শান্তি প্রভৃতি ততই তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবে। "অন্তঃশুদ্ধির্বহিশুদ্ধিস্তপঃ শান্ত্যাদয়স্তথা; অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনাম্॥ কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়স্তথা।" ভ. র. সি. ১।২।১২৮॥

ভক্তিমার্গের বিশেষত্ব এই যে, যম-নিয়মাদি অভ্যাস করিবার জন্য স্বতন্ত্র কোনও চেষ্টা করিতে হয় না; স্বতন্ত্র-চেষ্টার ফলে চিত্তের কাঠিন্য জন্মে; চিত্তের কাঠিন্য ভক্তির প্রতিকূল। নারিকেল-গাছের কাঁচা ডগাগুলি জোর করিয়া ছাড়াইতে চেষ্টা করিলে যেমন ছাড়ান যায় না, বরং তাহাতে গাছেরই অনিষ্ট হয়; অনেক সময় গাছ মরিয়াও যায়; কিন্তু, গাছ যতই বড় হয়, ডগাগুলি যেমন ততই পক্বতালাভ করিয়া আপনা-আপনিই খসিয়া পড়িতে থাকে, তাতে গাছের কোনও অনিষ্ট হয় না; সেইরূপ, নূতন সাধক যদি জোর করিয়া কোনও বিষয়ে বৈরাগ্য করিতে চেষ্টা করেন, তাহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে; লাভের মধ্যে চিত্তের কাঠিন্য জন্মিবে, ভক্তি শুষ্ক হইয়া যাইবে; কিন্তু যতই তাঁহার চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হইবে, ততই ভোগ্য-বস্তুতে তাঁহার আসক্তি আপনা-আপনিই কমিয়া যাইবে; গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে যেমন ডগা আপনিই খসিয়া যায়, ভক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়াসক্তিও আপনা-আপনিই তিরোহিত হইবে।

বুলে—ভ্রমণ করে; যম-নিয়মাদি আপনা-আপনিই কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়—তাঁহার সেবা করিবার উদ্দেশ্যে। ইহার প্রমাণ-স্বরূপে পরবর্তী "এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ" ইত্যাদি শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন। এক ব্যাধ পশু-হননদ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; পরে নারদের কৃপায় যখন তিনি ভক্তিমার্গে ভজন আরম্ভ করিলেন, তখন সেই পশু-হননকারী ব্যাধই সামান্য কীটাদির উপর পদবিক্ষেপের ভয়ে পথে চলিতে পারিতেন না। ইহার বিবরণ মধ্যের চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। "অহিংসা নিয়মাদি" ও "অহিংসা যমনিয়মাদি" এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১২৮)
স্কন্দপুরাণবচনম্—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ৬৫

বিধিভক্তি-সাধনের কৈল বিবরণ।
'রাগানুগা'-ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন॥ ৮৪
রাগাত্মিকাভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা' নামে॥ ৮৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

এত ইতি। হে ব্যাধ তব এতে অহিংসাদয়ো গুণাঃ অদ্ভুতা বিস্ময়জনকা ন হি যতো যে জনা হরিভক্তৌ শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তা স্তে পরতাপিনঃ পরপীড়কা ন স্যুরিতি। ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৬৫। অন্বয়। ব্যাধ (হে ব্যাধ)! তব (তোমার) এতে (এসকল) অহিংসাদয়ঃ (অহিংসাদি) গুণাঃ (গুণসকল) ন হি অদ্ভুতাঃ (নিশ্চিতই অদ্ভুত—আশ্চর্য্য—নহে); [যতঃ] (যেহেতু) যে (যাঁহারা) হরিভক্তৌ (হরিভক্তিতে—ভক্তিমার্গের সাধনে) প্রবৃত্তাঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছেন), তে (তাঁহারা) পরতাপিনঃ (পরতাপী—পরপীড়ক) ন স্যুঃ (হয়েন না)।

অনুবাদ। শ্রীনারদ তাঁহার শিষ্য ব্যাধকে বলিলেন :- হে ব্যাধ! তোমার এই অহিংসাদি গুণসকল কখনও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ, যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পরতাপী হইতে (অপরকে দুঃখ দিতে) ইচ্ছা করেন না। ৬৫

এই শ্লোকের আনুষঙ্গিক বিবরণ ২।২৪।১৫২-২০০ পয়ারে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ব পয়ারের টীকায় শেষাংশও দ্রষ্টব্য।

নারদের কৃপায় ভক্তিমার্গে সাধনের প্রভাবে ব্যাধের হিংসাদি হীনপ্রবৃত্তি সম্যক্রূপে দূরীভূত হইয়াছিল—পশুহননই যাহার জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র উপায় ছিল এবং পশুহননে যে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইত না, ভক্তিমার্গে ভজনের প্রভাবে তাহার এমন অবস্থা হইল যে—পাছে পিপীলিকার উপরে পায়ের আঘাত লাগে, সেই ভয়ে সে ব্যক্তি পথ চলিতেও পারিত না। ভক্তিমার্গের ভজনের প্রভাবে অহিংসা, যম, নিয়মাদি যে আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

৮৪। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা কেবল বিধি-ভক্তি সম্বন্ধে। এক্ষণে রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন। বস্তুর লক্ষণ দুই রকমের, স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ; যাহাদ্বারা কোনও বস্তু গঠিত হয়, কিম্বা যাহা বস্তুর আকৃতি-প্রকৃতিদ্বারাই বুঝা যায়, তাহাই বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ। আর, যাহা বস্তুর কার্য্যদ্বারা বুঝা যায়, তাহাই তটস্থ-লক্ষণ। (২।২০।২৯৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শক্তির কার্য্যদ্বারা লক্ষিত শক্তিই বস্তুর তটস্থ-লক্ষণ। বাস্তবিক, বস্তুর স্বরূপ, শক্তি ও শক্তির কার্য্য না জানিলে বস্তু জানা হয় না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিম্নের কয় পয়ারে রাগানুগা ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। (২।২২।৫৬ পয়ারের টীকায় বিধি-ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ বলা হইয়াছে।)

৮৫। রাগাত্মিকা-ভক্তির অনুগত যে ভক্তি, তাহাকে রাগানুগা-ভক্তি বলে। রাগের (রাগাত্মিকার) অনুগা (অনুগতা) ভক্তি হইল রাগানুগাভক্তি। রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে। ভ. র. সি. ১।২।১৩১॥ এজন্য প্রথমতঃ রাগাত্মিকা-ভক্তির লক্ষণ (পরবর্ত্তী দুই পয়ারে) বলিয়া তারপর রাগানুগার লক্ষণ বলিতেছেন।

রাগাত্মিকা—রাগই যে ভক্তির আত্মা, তাহার নাম রাগাত্মিকা-ভক্তি। যে ভক্তি রাগের দ্বারাই গঠিত, যাহার উপাদানই একমাত্র রাগ এবং যে ভক্তিমূলক-সেবার প্রবর্ত্তকও রাগ, তাহার নামই রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগ কাহাকে বলে, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলিতেছেন। মুখ্যা—রাগাত্মিকা-ভক্তিই মুখ্যা ভক্তি বা সর্ব্বপ্রধানা ভক্তি। যত প্রকারের ভক্তি আছে, তাহাদের মধ্যে রাগাত্মিকা-ভক্তিই,—স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে, বিষয়ে এবং আশ্রয়ে—সর্ব্বপ্রধান। এই ভক্তি, স্বরূপে—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বরূপ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির বিলাস; শক্তিতে,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই ভক্তি অন্য-নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিতে সমর্থ (ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি ॥ শ্রীভা. ১০।৩২।২২ ॥) ; শক্তির কার্য্যে এই ভক্তি, অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময়-লীলাদিদ্বারা পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন স্বয়ংভগবানের পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব-চমৎকারিত্ব ও অনির্ব্বচনীয় মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া থাকে ; সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধী ও বিলাসচাতুর্য্যাদির একমাত্র মহাসমুদ্র-সদৃশ অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব স্বয়ংভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন এই ভক্তির বিষয় ; এবং তাদৃশ ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী-দেবী-স্বরূপা মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীমতীবৃষভানু-নন্দিনী আদি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণ এই ভক্তির আশ্রয়। সুতরাং সর্ব্ব বিষয়েই এই রাগাত্মিকা-ভক্তি সর্ব্বপ্রধানা বা মুখ্যা। ব্রজবাসিজনে—এই রাগাত্মিকা ভক্তির অপূর্ব্ব ও অনন্য-সাধারণ বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য, ইহার আশ্রয়, বা আধার বা অধিকারীর উল্লেখ করিতেছেন। কস্তুরী যেমন কস্তুরী-মৃগব্যতীত অন্যের নিকটে পাওয়া যায় না, কৌস্তুভ মণি যেমন শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কাহারও কণ্ঠে শোভা পায় না ; শ্রীবৎসচিহ্ন যেমন শ্রীকৃষ্ণবক্ষব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না,—এই মুখ্যা রাগাত্মিকা-ভক্তিও সেইরূপ ব্রজবাসীব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যে দৃষ্ট হয় না। ব্রজবাসীরাই এই ভক্তির একমাত্র অধিকারী। ইহা এই ভক্তির একটি অপূর্ব্ব বিশেষত্ব।

এস্থলে "ব্রজবাসী"-শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহাও বিবেচ্য। সাধারণতঃ, যিনি ব্রজে বাস করেন, তাঁহাকেই ব্রজবাসী বলা যাইতে পারে ; যেমন, যিনি কলিকাতায় বাস করিতেছেন, তাঁহাকেও সাধারণতঃ আমরা কলিকাতা-বাসী বলিয়া থাকি। কিন্তু এই সাধারণ অর্থে এই পয়ারে "ব্রজবাসী"-শব্দের প্রয়োগ হয় নাই ; যদি তাহা হইত, তবে, যদি কোনও প্রাকৃত জীব এখন যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্যলীলাস্থল ব্রজধামে বাস করেন, তবে তিনিও ব্রজবাসী বলিয়া আখ্যাত হইতে পারেন—সুতরাং রাগাত্মিকা ভক্তির আশ্রয় হইতে পারেন। বস্তুতঃ, তিনি রাগাত্মিকার আশ্রয় হইতে পারেন না। রাগাত্মিকা ভক্তি অনাদিসিদ্ধা ; সুতরাং ইহার আশ্রয়ও অনাদিসিদ্ধ। রাগাত্মিকাভক্তি অনাদিকাল হইতেই তাহার মূল আশ্রয়ে প্রকট অবস্থায় আছে ; সুতরাং ভূ-ব্রজে যিনি বাস করেন, এইরূপ প্রাকৃত জীবের কথা তো দূরে, সাধনসিদ্ধ জীবগণও ইহার মূলাধার বা মূল-আশ্রয় হইতে পারেন না ; কারণ, সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলার পরিকরভুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি ব্রজে ছিলেন না ; সুতরাং তখন তাঁহার মধ্যে রাগাত্মিকা ভক্তির প্রকটত্ব অসম্ভব ছিল। তাহা হইলে বুঝা গেল, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর যাঁহারা, তাঁহারাই, অথবা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহই এই রাগাত্মিকা ভক্তির মূল আশ্রয়। এখন তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-পরিকর কাঁহারা তাহা বিবেচনা করা যাউক। নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের স্বরূপ-লক্ষণ বিচার করিলে, তাঁহাদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী দেখা যায়। প্রথমতঃ, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) স্বরূপ-শক্তির বিলাস শ্রীনন্দ-যশোদা-সুবল-মধুমঙ্গল-শ্রীরাধা-ললিতাদি ; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার জীবশক্তির অংশ নিত্যসিদ্ধ জীব ; এই সকল জীব নিত্যসিদ্ধ হইলেও এবং অনাদিকাল হইতে লীলাপরিকররূপে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিরত থাকিলেও (নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। কৃষ্ণ পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবা সুখ ॥ ২।২২।৯ ॥), তাঁহারা জীবই ; সুতরাং জীবশক্তিরই অংশ ; তাঁহারা স্বরূপশক্তির অংশ নহেন ; "জীবশক্তি বিশিষ্টস্যৈব তব জীবোঽংশ নতু শুদ্ধস্য।—পরমাত্মসন্দর্ভ ॥ ৩৯ ॥" তাঁহারা শুদ্ধ-(স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট) কৃষ্ণের অংশ নহেন। সুতরাং শ্রীনন্দ যশোদাদিতে এবং নিত্যসিদ্ধ জীবে স্বরূপতঃ পার্থক্য আছে। এখন, রাগাত্মিকা ভক্তি হইল শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির, বা চিচ্ছক্তির বিলাস (শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা) ; সুতরাং চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির সঙ্গেই ইহার সজাতীয় সম্বন্ধ ; জীবশক্তির সহিত কিন্তু তদ্রূপ সজাতীয় সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ, শ্রীরাধিকাদি শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তিরই মূর্ত্তা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—স্বরূপ শক্তি বিলাসের মূর্ত্তরূপ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বিলাসরূপ শ্রীনন্দ-যশোদা-সুবল-মধুমঙ্গল-শ্রীরাধা-ললিতাদিই তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ রাগাত্মিকা ভক্তিরও মূল স্বাভাবিক আশ্রয়। অতএব, এই পয়ারে "ব্রজবাসিজন"-শব্দে শ্রীনন্দ-যশোদা-সুবল-মধুমঙ্গল-শ্রীরাধা-ললিতাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ ব্রজপরিকরদিগকেই বুঝাইতেছে ; শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ এবং অনাদিকাল হইতেই ব্রজপরিকরভুক্ত নিত্যসিদ্ধ জীবগণও এস্থলে "ব্রজবাসিজন"—শব্দের অন্তর্ভুক্ত নহেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাঁহারাও ব্রজবাসী সত্য,

তথাহি তত্রৈব (১।২।১৩১)
ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥ ৬৬

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা 'রাগ'—এই স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ-লক্ষণ॥ ৮৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ইষ্টে স্বানুকূল্যবিষয়ে স্বারসিকী স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা তস্যাঃ হেতুঃ প্রেমময়তৃষ্ণেত্যর্থঃ। সা রাগো ভবেৎ তদাধিক্যহেতুতয়া তদভেদোক্তি রায়ুর্ঘৃতমিতিবৎ॥ এবমুত্তরত্রাপি তন্ময়ী তদেকপ্রেরিতা। তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্॥ শ্রীজীব॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিন্তু রাগাত্মিকা-ভক্তির মূল-আশ্রয়-রূপ ব্রজবাসী নহেন। কেননা, তাঁহারা, জীব বলিয়া, স্বরূপে কৃষ্ণের দাস; দাসের সেবা সর্ব্বদাই আনুগত্যময়ী; স্বাতন্ত্র্যময়ী রাগাত্মিকায় স্বরূপতঃ তাঁহাদের অধিকার থাকিতে পারে না; আনুগত্যময়ী রাগানুগাতেই তাঁহাদের অধিকার (পরবর্ত্তী ৮৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, রাগাত্মিকার আশ্রয়ভূত উক্ত ব্রজবাসিগণের মধ্যে আবার মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীতেই রাগাত্মিকা পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত।

এই পয়ারে রাগাত্মিকা-ভক্তির একটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে "মুখ্যা।" এই বিশেষণটীর তাৎপর্য্য এই:—এই রাগাত্মিকা-ভক্তি মুখ্যতঃ পূর্ব্বোক্ত ব্রজবাসিগণেই আছে। "মুখ্য"-শব্দের প্রয়োগদ্বারা "গৌণ" শব্দটীও ধ্বনিত হইতেছে। ইহাতে বুঝা যায়, মুখ্যভাবে না থাকিলেও এই রাগাত্মিকা-ভক্তি গৌণভাবে অপর কাহারও মধ্যে আছে। বাস্তবিক তাহাই বলা উদ্দেশ্য। রাগাত্মিকা-ভক্তি শ্রীকৃষ্ণমহিষী-আদির মধ্যেও আছে; কিন্তু তাঁহাদের রাগাত্মিকাভক্তি মহাভাবের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্তই পৌঁছিতে পারিয়াছে; মহাভাব তাঁহাদের মধ্যে নাই, "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ। ব্রজদেব্যেক-সংবেদ্যো মহাভাবাখ্যায়োচ্যতে॥ উ. নী. স্থা. ১১১॥" মহিষীবৃন্দ শ্রীরাধিকারই প্রকাশমূর্ত্তি; সুতরাং তাঁহারাও স্বরূপ-শক্তির অংশ। এজন্যই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলিতেছেন যে, রাগাত্মিকাভক্তি ব্রজবাসিজনাদিতে অভিব্যক্ত (ব্রজবাসিজনাদিষু); এই "আদি"-শব্দ দ্বারা মহিষী-আদিই বুঝাইতেছে। "বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু। রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥ ভ. র. সি. ১।২।১৩১॥"

শ্লো। ৬৬। অন্বয়। ইষ্টে (অভীষ্টবস্তুতে) স্বারসিকী (স্বাভাবিকী) পরমাবিষ্টতা (অত্যন্ত আবিষ্টতাই) রাগঃ (রাগ) ভবেৎ (হয়), তন্ময়ী (সেই রাগময়ী) যা (যে) ভক্তিঃ (ভক্তি) ভবেৎ (হয়) সা (তাহাই) অত্র (এস্থলে) রাগাত্মিকা (রাগাত্মিকা) উদিতা (কথিতা হয়)।

অনুবাদ। অভীষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী যে একটা প্রেমময়ী তৃষ্ণা (অভীষ্ট বস্তুর সেবা-দ্বারা তাঁহাকে সুখী করার তীব্র বাসনা) থাকে, তাহার ফলে ইষ্ট-বস্তুতে একটা পরমাবিষ্টতা জন্মিয়া থাকে। যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা হইতে এই পরমাবিষ্টতা উৎপন্ন হয়, সেই প্রেমময়ী তৃষ্ণার নাম রাগ। রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। ৬৬

প্রেমময়ী তৃষ্ণার আধিক্যই হইল পরমাবিষ্টতা; বস্তুতঃ, ঐরূপ তৃষ্ণাই রাগ; এস্থলে তৃষ্ণা ও পরমাবিষ্টতার অভেদমনন করিয়াই তৃষ্ণার স্থলে পরমাবিষ্টতাকে রাগ বলা হইয়াছে। (শ্রীজীব)।

এই শ্লোকে রাগ ও রাগাত্মিকার স্বরূপ বলা হইয়াছে। আলোচনা পরবর্ত্তী দুই পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৮৬। এই পয়ারে "রাগের" স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বলিতেছেন।

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা—ইষ্টবস্তুতে যে গাঢ় তৃষ্ণা, বা বলবতী লালসা, তাহাই রাগের স্বরূপ-লক্ষণ; অর্থাৎ বলবতী লালসাই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রাগ; ইহাদ্বারাই রাগ গঠিত; বলবতী লালসার আকৃতি এবং প্রকৃতি যাহা, রাগের আকৃতি এবং প্রকৃতিও তাহাই। এস্থলে রাগকে তৃষ্ণা বলা হইয়াছে; তৃষ্ণার স্বরূপ কি, তাহা আলোচনা করিলেই রাগের স্বরূপ আরও পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। জল-পানের ইচ্ছাকে তৃষ্ণা বলে। দেহে যখন প্রয়োজনীয় জলীয় অংশের অভাব হয়, তখনই তৃষ্ণার উৎপত্তি। তৃষ্ণা হইলেই জলপানের জন্য একটা উৎকণ্ঠার উদয় হয়; তৃষ্ণা যতই গাঢ় হইবে, উৎকণ্ঠাও ততই প্রবল হইয়া উঠে; শেষকালে এমন অবস্থা হয় যে, জল না পাইলে আর প্রাণেই যেন বাঁচা যায় না। তৃষ্ণার এই অবস্থাতেই তাকে গাঢ়তৃষ্ণা বলে। ইহাই হইল তৃষ্ণার আসল অর্থ। তারপর, কোন বস্তু লাভ করিবার জন্য একটা বলবতী আকাঙ্ক্ষা যখন হৃদয়ে উত্থিত হয়, তখন ঐ আকাঙ্ক্ষাজনিত উৎকণ্ঠার সাম্যে, ঐ আকাঙ্ক্ষাকেও তৃষ্ণা বলা হয়। তৃষ্ণায় যেমন জল পাইবার জন্য উৎকণ্ঠা জন্মে, আকাঙ্ক্ষাতেও বাঞ্ছিত বস্তুটী পাইবার জন্য উৎকণ্ঠা জন্মে; এজন্য আকাঙ্ক্ষাকে তৃষ্ণা বলা হয়। এস্থলে এই বলবতী আকাঙ্ক্ষার অর্থেই তৃষ্ণা-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইষ্টবস্তুর জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই তৃষ্ণা। কিন্তু “ইষ্টবস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা” বলিতে কি বুঝায়? বলা যাইতে পারে, ইষ্টবস্তু পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু ইষ্টবস্তুকে পাওয়া কিসের জন্য? সেবার জন্য। ইষ্টবস্তুর সেবা দ্বারা তাঁহাকে সুখী করার জন্য যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা বা লালসা, তাহাই যখন অত্যন্ত বলবতী হয়—তাহাই যখন এমন বলবতী হয় যে, তজ্জনিত উৎকণ্ঠায় “প্রাণ যায় যায়” অবস্থা হয়, তখন তাহাকে রাগ বলে। জলের অভাব-বোধে যেমন তৃষ্ণার উৎপত্তি, তদ্রূপ ইষ্টবস্তুর সেবার অভাব বোধে—“আমি আমার ইষ্টবস্তুর সেবা করিতে পারিতেছি না, তাঁহার না জানি কতই কষ্ট হইতেছে,”—এইরূপ বোধে—সেবা-বাসনার উৎপত্তি।

একটী কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তৃষ্ণা যেমন প্রাকৃত মনের একটা বৃত্তি, শ্রীকৃষ্ণরূপ ইষ্টবস্তুর সেবা-বাসনা সেইরূপ প্রাকৃত মনের একটা বৃত্তি নহে। ইহা চিচ্ছক্তির একটা বৃত্তি-বিশেষ; ইহা শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা—স্বরূপ-শক্তির বিলাস-বিশেষ।

ইষ্টে আবিষ্টতা—ঐ ইষ্টবস্তুর প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রেমময়-সেবা-বাসনার ফলে ইষ্টবস্তুতে যে পরম-আবিষ্টতা জন্মে, তাহাই রাগের তটস্থ-লক্ষণ। আবিষ্টতা অর্থ তন্ময়তা। আবিষ্ট অবস্থায় লোকের বাহ্যস্মৃতি থাকেনা; নিজে যে কে, কি তাহার কার্য্য, কি তাহার স্বভাব, তাহার কিছু জ্ঞানই থাকে না; যে বিষয় ভাবিতে থাকে ঠিক সেই বিষয়ের সহিতই যেন তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। ভূতাবিষ্ট অবস্থায় লোক ভূতের মতই ব্যবহার করে, নিজের স্বাভাবিক কার্য্য তাহার কিছুই থাকে না। এইরূপই আবেশের লক্ষণ। ইষ্টবস্তুর কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন কাহারও চিত্তে আবেশ আসে, তখন তাঁহার মনে হয়, তিনি যেন বাস্তবিক ইষ্টের সেবাই করিতেছেন; তিনি যে বসিয়া বসিয়া চিন্তা মাত্র করিতেছেন—একথাই তাঁহার আর মনে থাকে না। অথবা, যদি ইষ্টবস্তুর গুণক্রিয়াদির কথা চিন্তা করিতে করিতে আবেশ আসে, তখন তিনি অনেক স্থলে তাঁহার ইষ্টবস্তুর মতনই ব্যবহারাদি করিতে থাকেন—যেমন, শ্রীরাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরে ব্রজগোপীদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইষ্টবস্তুর কোনও কার্য্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে কার্য্যের সহায়তাকারী অন্য কোনও বস্তুর চিন্তা ঘনীভূত হইলে, সেই বস্তুর আবেশও হইয়া থাকে; যেমন শ্রীরাসে কোনও গোপী নিজেকে পূতনা, বা বকাসুর ইত্যাদি মনে করিয়া তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিলেন।

ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু এ স্থলে “স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা” লিখিয়াছেন। “স্বারসিকী”-শব্দের অর্থ স্ব-রস-সম্বন্ধীয়; স্ব-রস-শব্দের অর্থ নিজের রস। তাহা হইলে “স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা”-শব্দদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যাহার যেই রস, সেই রসোচিত আবিষ্টতা;—যিনি যেই রসের পাত্র, সেই রস তাঁহার ইষ্ট-শ্রীকৃষ্ণকে পান করাইবার বলবতী বাসনায় যে আবিষ্টতা; অথবা, যিনি যেই ভাবের আশ্রয়, সেই ভাবোচিত সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রীত করিবার নিমিত্ত বলবতী-লালসা-বশতঃ যে পরমাবিষ্টতা, তাহাই রাগের তটস্থ-লক্ষণ। এজন্যই শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ “স্বারসিকী”-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন “স্বাভাবিকী”—স্বীয়-ভাবোচিত। এইরূপ আবিষ্টতা, তদুচিত কার্য্যদ্বারা বুঝা যায় বলিয়া ইহাকে তটস্থ-লক্ষণ বলা হইয়াছে। এ স্থলে স্বাভাবিকী-আবিষ্টতার দু' একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়

গিয়াছিলেন, তখন বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি যশোদামাতা, তাঁহার প্রাণ-গোপালের ভাবনায় এতই আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন যে, মাঝে মাঝে ননী হাতে করিয়া "বাছা, গোপাল, ননী খাও"—বলিয়া প্রাতঃকালে ঘর হইতে বাহির হইতেন। গোপাল যে ব্রজে নাই, ইহাই তাঁহার মনে থাকিতনা। ইহাই পরমাবিষ্টতার লক্ষণ; বাৎসল্যরসে গলিয়া মা যেমন ছোট ছেলেকে ননী-মাখন খাওয়াইবার জন্য ব্যাকুল হয়েন, যশোদা-মাতাও তদ্রূপ ব্যাকুল হইতেন; ইহাই তাঁহার নিজভাবের, বা নিজ রসের অনুকূল (স্বারসিকী) আবিষ্টতা। (যশোদা মাতা বাৎসল্য-রসের পাত্র)। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান-কালে কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজসুন্দরীগণ নিজ নিজ ভাবে এতই আবিষ্ট হইতেন যে, কৃষ্ণ যে ব্রজে নাই, তাহাই তাঁহারা সময় সময় ভুলিয়া যাইতেন; এবং কৃষ্ণের সহিত মিলনের আশায় কুঞ্জাদিতে অভিসারও করিতেন; কুঞ্জনিকটে তমালাদি দর্শন করিয়া, কিম্বা আকাশে নবীন-মেঘাদি দর্শন করিয়া নিজেদের প্রাণকান্ত সমাগত বলিয়াই মনে করিতেন; অনেক সময় তমালাদি-বৃক্ষকে কৃষ্ণ-জ্ঞানে আলিঙ্গনও করিতেন। কান্তাভাবের আশ্রয় ব্রজগোপীগণের এই আচরণই তাঁহাদের ভাবোচিত হইয়াছে। ইহা তাঁহাদের স্বারসিকী (মধুর-রসোচিত) পরমাবিষ্টতার লক্ষণ। মিলনাবস্থায়ও নিজ নিজ ভাবোচিত সেবার কার্য্যে কখনও কখনও তাঁহারা এমন তন্ময় হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহাদের বাহ্যস্মৃতির লেশমাত্রও থাকিত না; পরমাবেশের ফলে, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-সেবার যে কার্য্যে রত থাকিতেন, সেই কার্য্য ব্যতীত তাঁহার অপর কিছুরই যেন জ্ঞান থাকিতনা; নিজের কথা তো মনে থাকিতই না, অনেক সময় যাঁহার সেবা করিতেন, তাঁহার কথাও যেন মনে থাকিত না, মনে থাকিত সেবাটুকু মাত্র; এইরূপ যে সেবামাত্রৈক-তন্ময়তা, ইহাই পরমাবিষ্টতা। মধুর-ভাবোচিত এইরূপ বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাময়-সেবার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—"না সো রমণ ন হাম রমণী॥" ইহা শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাবের বৈচিত্রী বিশেষ—"স্বারসিকী পরমাবিষ্টতার" একটী দৃষ্টান্ত।

যিনি যেই রসের পাত্র, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহার পক্ষে সেই রসের পরিচায়ক কার্য্যাদিতে আবিষ্ট হওয়াই তাঁহার স্বারসিকী-পরমাবিষ্টতা, এবং ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার "রাগের" পরিচায়ক।

এই রাগের বা তৃষ্ণার একটী অপূর্ব্ব বিশেষত্ব এই যে, ইহার কখনও শান্তি নাই। প্রাকৃত মনের বৃত্তি যে তৃষ্ণা, জল পান করিলেই তাহার শান্তি হয়; কিন্তু রাগাত্মিকা যে তৃষ্ণা, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিয়াও তাহার শান্তি হওয়া তো দূরের কথা, বরং এই তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। "তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর ॥ ১।৪।১৩০ ॥" এই জন্যই সেবাসুখের আস্বাদ্যতা মন্দীভূত হয় না। প্রাকৃত-জগতে বলবতী ক্ষুধা যখন বর্ত্তমান থাকে, তখন উপাদেয় খাদ্য অত্যন্ত মধুর বলিয়া অনুভূত হয়; কিন্তু আহারের সঙ্গে সঙ্গে যতই ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতে থাকে, ততই খাদ্য বস্তুর মধুরতার অনুভবও কমিতে থাকে। ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া গেলে অমৃততুল্য বস্তুতেও অরুচি জন্মে। কিন্তু আহারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা না কমিয়া যদি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত, তাহা হইলেই অপর্য্যাপ্ত ভোজ্য-রস-আস্বাদন-লালসার চরিতার্থতা হইত। প্রাকৃত-জগতে ইহা অসম্ভব। চিচ্ছক্তির বিলাস যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটী যতই পান করা যায়, ততই এই তৃষ্ণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে; এজন্যই সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু (নিজ ভাবানুকূল শ্রীকৃষ্ণ-সেবাসুখ ও শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য) যতই আস্বাদন করা যাউক না কেন, ইহা প্রতি-মুহূর্ত্তেই নিত্য নূতন বলিয়া অনুভূত হয়—যেন পূর্ব্বে আর কখনও ইহা আস্বাদন করা হয় নাই, যেন এই-ই সর্ব্বপ্রথম আস্বাদন করা হইতেছে। শ্রীজীবগোস্বামিচরণ 'স্বারসিকী'-শব্দের যে 'স্বাভাবিকী'—অর্থ করিয়াছেন, তাহার আর একটী তাৎপর্য্য এই যে, এই রাগটী স্বাভাবিক অর্থাৎ সহজাত যখন হয়, তখনই ইহা রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণ হয়, অর্থাৎ রাগাত্মিকা-ভক্তির অধিকারী যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে এই রাগ স্বভাবতঃই আছে, ইহা তাঁহাদের কোনওরূপ সাধনদ্বারা লব্ধ নহে; এবং রাগাত্মিকা-ভক্তিও কোনওরূপ সাধনাদ্বারা লভ্য নহে। ইহা নিত্যসিদ্ধ-ব্রজপরিকরদের নিত্যসিদ্ধ বস্তু। ইহাই রাগের স্বরূপ ও প্রকৃতি।

রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

৮৭। **রাগময়ী ভক্তির** ইত্যাদি—পূর্ব্বপয়ারে যে রাগের স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, সেই রাগযুক্তা যে ভক্তি, তাহাকেই রাগাত্মিকা-ভক্তি বলে। নিত্যবৃদ্ধিশীলা, উৎকট-উৎকণ্ঠাময়ী যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-লালসা, তাহাই রাগাত্মিকা-সেবার প্রবর্ত্তক।

রাগাত্মিকা-ভক্তি দুই রকমের; সম্বন্ধরূপা ও কামরূপা। পিতা, মাতা, সখা, দাস, প্রভৃতির সম্বন্ধের অভিমান-বশতঃ যাঁহারা রাগের সহিত যথাযোগ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহাদের রাগাত্মিকা-ভক্তিকে **সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা** বলে। আর, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া সুখী করার বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই যাঁহারা রাগের সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহাদের রাগাত্মিকা ভক্তিকে **কামরূপা-রাগাত্মিকা** বলে। কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা—উভয়ের মধ্যেই রাগ আছে। সম্বন্ধরূপায়—আমি কৃষ্ণের পিতা, আমি কৃষ্ণের দাস—ইত্যাদি অভিমানই প্রধানতঃ কৃষ্ণ-সেবার প্রবর্ত্তক হয়। আর কামরূপায়—লৌকিক কোনওরূপ সম্বন্ধের বন্ধনই তাঁহাদের কৃষ্ণসেবার প্রবর্ত্তক নহে। তাঁহাদের কৃষ্ণ-সেবার প্রবর্ত্তক—কেবল কাম (অর্থাৎ প্রেমময় সেবাদ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা।) শ্রীনন্দযশোদাদি পিতৃমাতৃবর্গ, শ্রীসুবল-মধুমঙ্গলাদি সখাবর্গ এবং শ্রীরক্তক-পত্রকাদি দাসবর্গ—সম্বন্ধরূপা-রাগাত্মিকার পাত্র। আর শ্রীব্রজসুন্দরীগণ কামরূপা-রাগাত্মিকার পাত্র। শ্রীব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের একটা সম্বন্ধ আছে বটে—কান্তাকান্ত-সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদিগের প্রাণবল্লভ, প্রাণপ্রিয়, প্রাণপতি ইত্যাদি। কিন্তু এই সম্বন্ধই তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা-বাসনার প্রবর্ত্তক নহে; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকান্তা বলিয়াই যে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য লালায়িত হয়েন, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে তাঁহাদের প্রেমই হইতেছে তাঁহাদের সেবা-বাসনার প্রবর্ত্তক। তাঁহাদের এই বাসনাকেই কাম বলা হইয়াছে। "প্রেমের গোপরামানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্ ॥ ভ. র. সি. ১।২।১৪৩-ধৃত গৌতমীয় তন্ত্রবচন।"

এই কান্তা-কান্ত-সম্বন্ধের হেতুও ব্রজরামাদিগের প্রেম বা কাম। শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্যই যেন তাঁহারা কৃষ্ণকান্তাত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; কৃষ্ণ-কান্তা বলিয়া তাঁহারা কৃষ্ণসেবা অঙ্গীকার করেন নাই। এ জন্যই কামকে তাঁহাদিগের রাগাত্মিকার প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে এবং এজন্যই তাঁহাদের রাগাত্মিকাকে কামরূপা-রাগাত্মিকা বলা হইয়া থাকে। সম্বন্ধ-রূপা হইতে কামরূপার বিশিষ্টতা এই যে, সম্বন্ধাভিমান কামরূপার প্রবর্ত্তক নহে, একমাত্র প্রেমই কামরূপার প্রবর্ত্তক। মহিষীদিগের রাগাত্মিকাও সম্বন্ধরূপা—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পতি; এই সম্বন্ধটাই শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। ব্রজসুন্দরীদিগের কামরূপা-রাগাত্মিকার আরও অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-সুখের জন্য তাঁহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথ সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছেন; তাঁহাদের রাগাত্মিকা কামরূপা বলিয়াই তাঁহারা ইহা করিতে পারিয়াছেন; সম্বন্ধরূপা হইলে পারিতেন না; সম্বন্ধরূপায় সম্বন্ধকে অতিক্রম করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের দাস রক্তক, একটী সুমিষ্ট ফল খাইতেছেন; ইচ্ছা হইল কৃষ্ণও এইরূপ সুমিষ্ট ফল আস্বাদন করুন; কিন্তু নিজের উচ্ছিষ্ট ফলটী রক্তক শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন না। কারণ, তিনি দাস, কৃষ্ণ প্রভু; দাস হইয়া প্রভুকে উচ্ছিষ্ট দেওয়া যায় না। সম্বন্ধের একটা সীমা আছে; সেই সীমা সম্বন্ধরূপার সেবায় অতিক্রম করা চলে না। কামরূপার সেবায় কোনরূপ সীমা নাই, কোনওরূপ বাধা বিঘ্ন নাই। এখানে একমাত্র সেবা-বাসনাই হইল সেবার প্রবর্ত্তক; সুতরাং যে প্রকার করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন, সেই প্রকারই করা যাইতে পারে। একটা চলিত কথা আছে, একসময়ে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ অসুস্থতার ভাণ করিলেন; নারদ চিকিৎসার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমার কোনও প্রেয়সী যদি তাঁহার পায়ের ধূলা আমাকে দেন, তাহা হইলে আমি ভাল হইতে পারি।" শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষী; নারদ প্রত্যেকের নিকট গেলেন; কেহই পায়ের ধূল দিলেন না; স্বামীকে কিরূপে পায়ের ধূলা দিবেন? তাতে যে পত্নীধর্ম্ম নষ্ট হইবে ॥ নারদ তারপর ব্রজে গেলেন; কৃষ্ণের

লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে—রাগানুগার প্রকৃতি ॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অসুখের কথা শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী প্রত্যেক ব্রজসুন্দরীই অসঙ্কুচিত-চিত্তে পায়ের ধূলা দিতে প্রস্তুত হইলেন। ব্রজসুন্দরীগণের অপেক্ষা কেবল কৃষ্ণের সুখ—সম্বন্ধের অপেক্ষা তাঁদের নাই। পাপ হয়, তাহা হইবে তাঁহাদের; তাঁদের পাপে, তাঁদের অধর্ম্মে কৃষ্ণ যদি সুখী হয়েন—অম্লান বদনে তাঁহারা তাহা করিতে পারেন; কারণ, তাঁদের ব্রতই হইল, সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণকে সুখী করা। ইহাই কামরূপার অপূর্ব্বতা ও বিশিষ্টতা।

প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণসুখের জন্য যে বাসনা, তাকে ত প্রেম বলা হয়; আর আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনাকেই কাম বলা হয়। ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণ-সুখ-বাসনাকে প্রেম না বলিয়া কাম বলা হইল কেন? সুতরাং, তাঁহাদের রাগাত্মিকাকে প্রেমরূপা না বলিয়া কামরূপাই বা বলা হইল কেন? ইহার উত্তর এই:—"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্॥ ভ. র. সি. ১।২।১৪৩॥" ব্রজসুন্দরীদিগের যে প্রেম (কৃষ্ণসুখবাসনা), তাহাকেই 'কাম'-নামে অভিহিত করার কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার হেতু আছে। শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সমস্ত লীলাদি করিয়াছেন, কাম-ক্রীড়ার সহিত তাহাদের বাহ্য-সাদৃশ্য আছে; এজন্য ঐ সমস্ত ক্রীড়াকে প্রেমক্রীড়া না বলিয়া কামক্রীড়া বলা হইয়াছে। "সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি কাম নাম॥ ২।৮।১৬৪॥" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের যে ক্রীড়া, কামক্রীড়ার সহিত তাহার বাহ্য সাদৃশ্য থাকিলেও মূলতঃ কোনও সাদৃশ্য নাই, বরং একটী অপরটীর সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজের সুখের জন্য যে ক্রীড়া, তাহা কাম; আর কৃষ্ণের সুখের জন্য যে ক্রীড়া, তাহা প্রেম। গোপীদের ক্রীড়া প্রেমক্রীড়া। শ্রীমদ্ভাগবতের "যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহং" ইত্যাদি (শ্রীভা. ১০।২৯।১৯॥) শ্লোকই প্রমাণ দিতেছে যে, কৃষ্ণসঙ্গমে গোপীদিগের আত্মসুখ-বাসনার লেশমাত্রও ছিল না। তাঁহারা যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহাই কৃষ্ণসুখের জন্য। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণসুখ; আলিঙ্গন-চুম্বনাদিতে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন, তাই তাঁহারা আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অঙ্গীকার করিয়াছেন। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি প্রীতি-প্রকাশের একটী উপায় মাত্র। ছোট শিশুও বয়স্কদিগকে আলিঙ্গন করে, তাহাদের মুখে চুম্বন করিয়া থাকে; কিন্তু ইহাতে পশুভাব কোথায়? দাদা-মহাশয় তাঁহার ছোট নাতি-নাতিনীদিগকে আলিঙ্গন করেন, চুম্বন করেন; তাহাতে কোনও পক্ষেরই পশুভাব থাকে না; কোনও পক্ষেরই চিত্তবিকার জন্মে না। এসমস্ত প্রীতি-প্রকাশের স্বাভাবিক উপায় মাত্র।

তাহা শুনি লুব্ধ হয় ইত্যাদি—লীলাগ্রন্থাদিতে, অথবা অনুরাগী ভক্তের মুখে রাগাত্মিকা-ভক্তির অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের কথা শুনিয়া তদনুরূপ সেবা পাইবার জন্য কোনও ভাগ্যবানের লোভ জন্মিলে, তিনি তাহা পাইবার উদ্দেশ্যে ব্রজবাসীদিগের ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করিয়া থাকেন। এই আনুগত্য-মূলক ভজনই রাগানুগা-ভক্তি।

ভাগ্যবান্—কৃষ্ণ-কৃপা, অথবা ভক্তকৃপা-প্রাপ্তি-রূপ সৌভাগ্য যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনি। ব্রজপরিকরদিগের রাগাত্মিকা-সেবার কথা শুনিলেই যে সকলের মনেই কৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত লোভ জন্মে, তাহা নহে। এই লোভের দুইটী হেতু আছে; একটী কৃষ্ণ-কৃপা, অপরটী ভক্তকৃপা। "কৃষ্ণতদ্ভক্তকারুণ্যমাত্রলোভৈক-হেতুকা। ভ. র. সি. ১।২।১৬৩॥" এই কৃপাই এইরূপ লোভের একমাত্র হেতু। অন্য কোন উপায়েই এই লোভ জন্মিতে পারে না। এই কৃপা যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনিই ভাগ্যবান্। ভক্তকৃপা ইহজন্মেও লাভ হইতে পারে, পূর্ব্বজন্মেও লাভ হইয়া থাকিতে পারে; যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মে লাভ হইয়াছে, তাঁহারা ইহজন্মে স্বভাবতঃই কৃষ্ণসেবায় লোভযুক্ত।

৮৮। ব্রজবাসিভাবে ইত্যাদি—যাঁহার কৃষ্ণসেবায় লোভ জন্মিয়াছে, তিনি ঐ সেবা-লাভের জন্য

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্রজবাসীদিগের ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করেন। ব্রজবাসী-শব্দে এস্থলে রাগাত্মিকার অধিকারী ব্রজবাসীদিগকেই বুঝাইতেছে; তাঁহাদের ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। ব্রজপরিকরদিগের মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই চারিভাবের রাগাত্মিক ভক্ত আছেন। যে ভাবে যাঁহার চিত্ত লুব্ধ হয়, তাঁহাকে সেই ভাবের আনুগত্যই স্বীকার করিতে হইবে। আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভজন করিলেও ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় না: "সখী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে। ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥ ২।৮।১৮৫॥" রাসলীলার কথা শুনিয়া ব্রজলীলায় প্রবেশের জন্য লক্ষ্মীর লোভ হইয়াছিল; তিনি যথেষ্ট ভজনও করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রজগোপীদিগের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভজন করায় তিনি লীলায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই। রাগাত্মিকার আনুগত্যময় ভজনকেই রাগানুগা বলে। **শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে**—শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা রাখে না। পরবর্ত্তী "তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্য্যে" ইত্যাদি শ্লোকের "ধীঃ অত্র ন শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ যৎ অপেক্ষতে" এই অংশেরই অর্থ বাঙ্গলা পয়ারে বলা হইয়াছে—"শাস্ত্রযুক্তি নাহি-মানে।" শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদও এই পয়ারের অর্থ লিখিয়াছেন—"অত্রায়মর্থঃ; রাগানুগা ভক্তিঃ শাস্ত্রযুক্তিং ন মন্যতে; তজ্জননে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা নাস্তীত্যর্থঃ। তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্য্য-শ্রবণেন জাতত্বাৎ।" সুতরাং এখানে "নাহি মানে" অর্থ—অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু শাস্ত্রযুক্তির এই অপেক্ষা রাখেনা কখন? উত্তর—সেবার লোভোৎপত্তি-সময়ে। "লোভোৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা ন স্যাৎ; সত্যাঞ্চ তস্যাং লোভত্বস্যৈব অসিদ্ধেঃ। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা॥" ব্রজবাসীদিগের সেবামাধুর্য্যের কথা শুনিয়াই তাহা পাইবার জন্য লোভ জন্মে; লোভ জন্মিবার নিমিত্ত শাস্ত্রীয়-প্রমাণের বা যুক্তির কোনও প্রয়োজন হয়না; বাস্তবিক, যেখানে শাস্ত্রের বা যুক্তির প্রয়োজন, সেখানে লোভই সম্ভব নহে; সেখানে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বোধের সম্ভাবনা। লোভের প্রত্যাশায় কেহ কখনও শাস্ত্রালোচনা করেনা; অথবা, লোভনীয় বস্তুর প্রাপ্তি-বিষয়ে, কাহারও মনে নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সম্বন্ধেও কোনও বিচার উত্থিত হয় না। লোভনীয় বস্তুর কথা শুনিলেই, অথবা লোভনীয় বস্তু দেখিলেই আপনা-আপনিই লোভ আসিয়া উপস্থিত হয়। রসগোল্লা দেখিলেই খাইতে ইচ্ছা হয়; তেঁতুল দেখিলেই মুখে জল আসে। "তেঁতুল দেখিলে সকলের মুখেই জল আসে, ইহা লোকে বলে, গ্রন্থাদিতেও লেখা আছে"—এইরূপ বিচারের ফলেই যে তেঁতুল দেখিলে মুখে জল আসে, তাহা নহে। জ্বর-বিকার-গ্রস্ত রোগীরও তেঁতুল দেখিলে খাইতে ইচ্ছা হয়, মুখে জল আসে; তেঁতুল যে তাহার পক্ষে কুপথ্য, সুতরাং খাওয়া উচিত নয়, এইরূপ কোনও যুক্তির ধারই—ইচ্ছা বা জল—ধারেনা; ইচ্ছা মনে আসিবেই। জলও মুখে আসিবেই। এইরূপই লোভের ধর্ম্ম। ইহা বুঝাইবার জন্যই বলা হইয়াছে—শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে,—শাস্ত্রযুক্তির কোনও অপেক্ষা রাখেনা।

অথবা—লোভ নিজের ধর্ম্ম প্রকাশ করিবেই; সে শাস্ত্রের নিষেধও শুনিবেনা, যুক্তির নিষেধও শুনিবেনা। চিকিৎসা-শাস্ত্র বলিতেছে—জ্বর-রোগীর পক্ষে তেঁতুল কুপথ্য; তথাপি জ্বর-রোগীর তেঁতুল খাওয়ার লোভ হয়। যুক্তি বলিতেছে—জ্বর-রোগী তেঁতুল খাইলে তাহার জ্বর বৃদ্ধি পাইবে; তথাপি রোগীর তেঁতুল খাইতে ইচ্ছা হয়। সংসারী লোকের পক্ষে প্রাকৃত-দেহে রাগের সহিত ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সাক্ষাৎ সেবা অসম্ভব; ইহা শাস্ত্রও বলে, যুক্তিও বলে; কিন্তু তথাপি, যিনি কৃষ্ণকৃপা বা ভক্তকৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভ জন্মে।

বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির পার্থক্য এই যে, শাস্ত্র-শাসনের ভয়ই বৈধী-ভক্তির প্রবর্ত্তক; আর শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভই হইল রাগানুগা-ভক্তির প্রবর্ত্তক।

২।২২।৫৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

লোভ জন্মিবার সময়ে শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা থাকেনা সত্য; কিন্তু লোভনীয় বস্তুটী লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা রাখিতে হয়। রসগোল্লা খাওয়ার লোভ জন্মিলেই কিন্তু রসগোল্লা খাওয়া হয়না। রসগোল্লার যোগাড় করিতে হইবে—কোথায় রসগোল্লা পাওয়া যায়, কিরূপে সেখানে যাওয়া যায়, যেখানে গিয়াই বা কিরূপে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রসগোল্লা সংগ্রহ করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়—যাঁহারা রসগোল্লা খাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে জানিয়া লইতে হইবে এবং তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে চলিতে হইবে (মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ); অথবা কিরূপে রসগোল্লা তৈয়ার করিতে হয়, তাহা পুস্তকাদিতে দেখিয়া লইতে হইবে এবং রস-গোল্লা যিনি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার উপদেশানুসারে তৈয়ারের চেষ্টা করিতে হইবে। সেইরূপ, রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত যাঁহার লোভ জন্মিয়াছে, নিজেকে সেই সেবার উপযোগী করার জন্য কি কি উপায় আছে, তাঁহাকে শাস্ত্রাদি হইতেই দেখিয়া লইতে হইবে এবং উপযুক্ত ভক্তের নিকট তদনুকূল উপদেশাদি গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার আর অন্য উপায় নাই। শাস্ত্র, গুরু ও বৈষ্ণবের উপদেশ ব্যতীত কেহই এই পথে অগ্রসর হইতে পারে না; কারণ, মায়াবদ্ধজীবের এ বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতাই নাই। শাস্ত্রযুক্তি না মানাই রাগমার্গের ভজন নহে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে, কৃষ্ণকে না মানাই রাগমার্গের ভজন হইত; কারণ, শাস্ত্রই জীবের নিকট কৃষ্ণের পরিচয় দিয়াছেন। অন্ন-পাকের বিধি এই যে—হাঁড়িতে জল দিয়া তাহাতে চাউল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। ইহাকে বিধিমার্গ মনে করিয়া, এই বিধিকে না মানিয়া, যদি আমি একখণ্ড পাতার উপরে চাউল রাখিয়া সিদ্ধ করি, অথবা হাঁড়ি উল্টাইয়া তাহার উপরে বিধি-প্রোক্ত চাউলের পরিবর্ত্তে কতকগুলি মাটী রাখিয়া, আগুনে জাল দেওয়ার পরিবর্ত্তে জল ঢালিয়া দেই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্ন পাইব না। অন্ন পাইতে হইলে অন্নপাকের বিধি-অনুসারেই চলিতে হইবে। নচেৎ অন্নতো পাওয়াই হইবে না, বরং একটা উৎপাতের সৃষ্টি হইবে। ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা পাইতে হইলেও তদুদ্দেশ্যে যে সকল শাস্ত্রীয় বিধি আছে, তাহার অনুসরণ করিতেই হইবে। রাগমার্গের শাস্ত্রবিধি উপেক্ষা করিয়া নিজের মন-গড়া উপায় অবলম্বন করিলে ভজন হইবে না, হইবে একটী উৎপাৎ-বিশেষ। এজন্যই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু বলিয়াছেন:—স্মৃতিশ্রুতিপূরাণাদিপঞ্চরাত্রং বিধিং বিনা। আত্যন্তিকী হরিভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥ ১।২।৪৬ ॥”

এস্থলে আর একটী বিবেচ্য বিষয় এই। রাগানুগার প্রকৃতিই এই যে, ইহা ব্রজবাসীর ভাবের অনুগতি করে; অর্থাৎ রাগাত্মিকার আনুগত্য করে মাত্র, কিন্তু অনুকরণ করে না। বাস্তবিক, কৃষ্ণের নিত্যদাস-জীবের পক্ষে রাগাত্মিকার আনুগত্য লাভই সম্ভব, রাগাত্মিকালাভ সম্ভব নহে; শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বিলাস শ্রীনন্দ-যশোদা-সুবল-মধুমঙ্গল-শ্রীরাধাললিতাদি ব্যতীত অপর কেহ রাগাত্মিকার আশ্রয় হইতে পারেন না, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৫ পয়ারের টীকায় আলোচিত হইয়াছে। আনুগত্য-শব্দের তাৎপর্য্য-বিচার করিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। রাজার যে সমস্ত অনুচর রাজার কার্য্যের সহায়তা করে, রাজার ইচ্ছাপূরণের আনুকূল্য করে, তাহাদিগকেই রাজার অনুগত বলা যায়; রাজাও তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাহাদিগকে অনুগ্রহ করেন। কিন্তু যাহারা রাজার রাজত্ব লাভের প্রয়াসী, তাহাদিগকে কখনও রাজার অনুগত লোক বলা যায় না; তাহারা বরং রাজদ্রোহী বলিয়াই বিবেচিত হয়; এবং তজ্জন্য রাজার নিগ্রহ-ভাজনই হইয়া থাকে। সেইরূপ, রাগাত্মিকা-ভক্তির আনুগত্য দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, রাগাত্মিকার যে সমস্ত সেবা, সেই সমস্ত সেবার সহায়তা ও আনুকূল্য করা—রাগাত্মিকার আশ্রয় যে সমস্ত ব্রজবাসী, তাঁহারা যে সমস্ত সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন, সেই সমস্ত সেবার আয়োজনাদি করিয়া তাহার আনুকূল্য করা; কিন্তু সেই সমস্ত সেবাদ্বারা নিজে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার চেষ্টা নহে। তাহা করিতে গেলে রাজদ্রোহীর ন্যায় রাগাত্মিকার অধিকারী ব্রজপরিকরদের বিরাগ-ভাজনই হইতে হইবে। রাগাত্মিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী নিজের সহিত সম্ভোগাদি করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন; যদি কোনও সাধক সিদ্ধাবস্থায় তদনুরূপ সম্ভোগাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার বাসনা করেন, তবে তাঁহার চেষ্টা রাগাত্মিকার চেষ্টাই হইবে, রাগানুগার চেষ্টা হইবে না। এইরূপ চেষ্টা করা রাগানুগার প্রকৃতি নহে; রাগানুগার প্রকৃতি হইবে, শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসাদির সংঘটন মাত্র করিয়া দেওয়া, উভয়ের ভাবের পুষ্টির সহায়তা করা এবং উভয়ের সময়োচিত পরিচর্য্যাদি করা। মঞ্জরী বা কিঙ্করীরূপেই এইরূপ সেবা সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন “স্বরাট্”, অর্থাৎ স্ব-স্বরূপশক্ত্যেকসহায়; তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির সহায়তাতেই তিনি সমস্ত কাজ করেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবার একমাত্র অধিকার স্বরূপশক্তিরই। স্বরূপশক্তি কৃপা করিয়া যাঁহাকে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেবা দেন, তিনিই সেবা পাইতে পারেন। স্বরূপশক্তির কৃপাতেই জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারে। তাই নিত্যমুক্ত জীবগণও স্বরূপশক্তির কৃপাতেই ভগবৎ-সেবা পাইতে পারেন। জীব তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় তাহার স্বরূপগত অধিকার আছে, সত্য; কিন্তু তাহার এই অধিকার হইতেছে জমির উর্ব্বরতার মতন। উর্ব্বরতা আছে বলিয়া শস্যোৎপাদনে ভূমির সামর্থ্য আছে; কিন্তু বীজ না পাইলে শস্যোৎপাদন করিতে পারে না। বীজ পাইলে উর্ব্বর ভূমিতে শস্য জন্মিতে পারে; কিন্তু কেবল শস্যোৎপাদনেই ভূমির উর্ব্বরতার সার্থকতা নাই; ভূমির মালিক কর্ত্তৃক শস্যের ভোগেই তাহার সার্থকতা। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবায় জীবের অধিকার থাকিলেও সেবার একমাত্র অধিকারিণী স্বরূপশক্তির কৃপাব্যতীত জীবসেবা পাইতে পারেনা। স্বরূপশক্তির আবার দুইরূপে অভিব্যক্তি—অমূর্ত্তরূপে এবং মূর্ত্তরূপে। অমূর্ত্তরূপে স্বরূপশক্তি জীবে আবির্ভূত হইয়া প্রেমরূপে বিরাজ করে (ভূমির পক্ষে বীজের ন্যায়); মূর্ত্তরূপে স্বরূপশক্তি অনাদিসিদ্ধ পরিকররূপে লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন; লীলাতে শ্রীকৃষ্ণসেবার একমাত্র তাঁহাদেরই অধিকার বলিয়া তাঁহারা কৃপা করিয়া প্রাপ্তপ্রেম জীবকে সেবা দিলেই জীব সেবা পাইতে পারে। এইরূপে দেখা গেল—স্বরূপশক্তির কৃপা ব্যতীত জীব সেবা পাইতে পারেনা। যাঁহার কৃপায় সেবাপ্রাপ্তি, তাঁহার আনুগত্য স্বাভাবিক। সুতরাং রাগাত্মিকা সেবার অধিকারী নিত্যসিদ্ধ পরিকরবর্গের আনুগত্যময়ী সেবাতেই জীবের অধিকার, স্বাতন্ত্র্যময়ী রাগাত্মিকায় তাহার অধিকার নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, উপরে যাহা বলা হইল, ইহাতো শাস্ত্রের কথা বা যুক্তির কথা। কিন্তু লোভ ত শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা রাখে না। যদি কাহারও রাগাত্মিকা ভক্তির জন্যই লোভ হয়, তাহা হইলে কি হইবে? উত্তর:—লোভের একমাত্র হেতুই হইল কৃষ্ণ-কৃপা, বা ভক্ত-কৃপা; অন্য কোনও উপায়ে লোভ জন্মিতে পারে না। যাঁহার প্রতি কৃষ্ণের বা ভক্তের কৃপা হইবে, রাগানুগা ভক্তির প্রতিই তাঁহার লোভ জন্মিবে, রাগাত্মিকার প্রতি লোভ জন্মিবেই না; ইহা কৃপারই স্বধর্ম। যাহা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাহার জন্য লোভ জন্মানো কৃপার কার্য্য নহে, ইহা অ-কৃপারই কার্য্য। যাহা পাওয়া সম্ভব, তাহার জন্য যিনি লোভ জন্মান এবং তাহা পাওয়ার উপায় যিনি জানাইয়া দেন, তাহাকেই কৃপালু বলা যায়। আবার প্রশ্ন হইতে পারে, রাগাত্মিকার আনুগত্যময় যে ভাবের জন্য সাধকজীবের লোভ হইবে, সেরূপ কোনও ভাবের পাত্র বা আশ্রয় ব্রজের নিত্যসিদ্ধ পরিকরদিগের মধ্যে আছে কি না? যদি থাকে, তাহা হইলেই তাঁদের আনুগত্যময় ভাব-মাধুর্য্যের কথা শুনিয়া তাহার জন্য লোভ জন্মিতে পারে। উত্তর:—রাগাত্মিকার আনুগত্যময় ভাবের আশ্রয়ও নিত্যসিদ্ধ-পরিকরদের মধ্যে আছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বিলাস—যেমন রাগাত্মিকার আশ্রয়রূপে বিভিন্ন ভাবোপযোগী পরিকর হইয়া ব্রজে অবস্থান করিতেছেন, রাগাত্মিকার আনুগত্যময়ী রাগানুগাভক্তির আশ্রয়-রূপেও অবস্থান করিতেছেন। শ্রীরূপমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী আদিই রাগানুগার আশ্রয়। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বিলাস; কিন্তু ইঁহারা রাগাত্মিকার আনুগত্য স্বীকার করিয়া, রাগাত্মিকা-সেবার আনুকূল্যমাত্র করিয়া থাকেন। ইঁহাদের সেবার মাধুর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই মাধুর্য্যের কথা শুনিয়া সৌভাগ্যবশতঃ যদি কাহারও লোভ জন্মে, তাহা হইলে শ্রীরূপমঞ্জরী আদির আনুগত্য স্বীকার করিয়া রাগানুগামার্গে ভজন করিলেই তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা পাইতে পারেন।

যাহাহউক, রাগাত্মিকার অনুগতা ভক্তিকে রাগানুগা বলে। রাগাত্মিকার দুইটী অঙ্গের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সম্বন্ধরূপা ও কামরূপা। তদনুরূপ রাগানুগারও দুটী অঙ্গ আছে; সম্বন্ধরূপার অনুগতা রাগানুগাকে বলে **সম্বন্ধানুগা**; আর কামরূপার অনুগতা রাগানুগাকে বলে **কামানুগা**। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের অনুগত রাগানুগা হইবে সম্বন্ধানুগা; আর ব্রজসুন্দরীদিগের মধুর-ভাবের অনুগতা রাগানুগা হইবে কামানুগা। কামানুগা ভক্তি আবার দুই রকমের—**সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্‌ভাবেচ্ছাময়ী**। কেলিবিষয়ক-তাৎপর্য্যবতী যে ভক্তি, তাহার নাম সম্ভোগেচ্ছাময়ী; আর স্বস্বযূথেশ্বরীদিগের ভাবমাধুর্য্য-কামনাকেই তত্তদ্‌ভাবেচ্ছাময়ী বলে। (কেলি-তাৎপর্য্যবত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ। তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্য্যকামিতা॥ ভ. র. সি. ১।২।১৫৪)। ইহার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মধ্যে সম্ভোগেচ্ছাময়ী রাগানুগায় শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা পাওয়া যায় না; ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু বলেন, যদি কেহ ব্রজসুন্দরীদিগের আনুগত্য স্বীকার করিয়াও ভজন করেন, যদি রাগানুগা ভক্তির যে সমস্ত বিধি আছে, সেই সমস্ত বিধি অনুসারেও ভজন করেন, এমন কি দশাক্ষর-অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে, কামগায়ত্রী-কামবীজেও শ্রীশ্রীমদনগোপালের ভজন করেন, কিন্তু মনে যদি সম্ভোগেচ্ছা, কি রমণাভিলাষ থাকে, তাহা হইলে সাধক, ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাইবেন না; সিদ্ধাবস্থায় তাঁহার দ্বারকায় মহিষী-বর্গের কিঙ্করীত্ব লাভ হইবে। "রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে। কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে॥ ভ. র. সি. ১।২।১৫৭॥" ইহার টীকায় "বিধিমার্গেণ" শব্দের অর্থে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বল্লবীকান্তত্বধ্যানময়েন মন্ত্রাদিনাপি কিমুত মহিষীকান্তত্বধ্যানময়েত্যর্থঃ।" শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "বস্তুতস্তু লোভ প্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনমেব রাগমার্গ উচ্যতে, বিধিপ্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনং বিধিমার্গ ইতি।" এই সমস্ত হইতে বুঝা যায়, শ্লোকোক্ত "বিধিমার্গেণ" শব্দের অর্থ—রাগানুগার ভজন-বিধি। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ "মহিষীত্বং" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন "মহিষীত্বং তদ্বর্গানুগামিত্বমিতি।" বাস্তবিক জীবের পক্ষে মহিষীত্ব লাভ হইতে পারে না; মহিষীবর্গ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির অংশ—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী। আর জীব তাঁহার জীবশক্তির বা তটস্থাশক্তির অংশ—তাঁহার দাস।

রমণেচ্ছা থাকিলে যথাবিহিত উপায়ে রাগানুগার ভজন করিয়াও কেন ব্রজে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা পাওয়া যায় না, কেনই বা দ্বারকায় মহিষীদের কিঙ্করীত্ব লাভ হয়, তাহার যুক্তিমূলক হেতুও আছে। রমণেচ্ছাতেই স্বসুখবাসনা সূচিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া এবং আনুগত্যই দাসত্বের প্রাণবস্তু বলিয়া আনুগত্যময়ী সেবাতেই তাহার স্বরূপগত অধিকার এবং জীব একমাত্র আনুগত্যময়ী সেবাই পাইতে পারে। যে সাধক বা সাধিকার মনে রমণেচ্ছা জাগে, ব্রজে তিনি আনুগত্য করিবেন কাহার? ব্রজে স্ব-সুখ-বাসনা রূপ বস্তুটীরই একান্ত অভাব—পরিকরবর্গ চাহেন শ্রীকৃষ্ণের সুখ, আর শ্রীকৃষ্ণ চাহেন পরিকরদের সুখ (মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমার ভক্তদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যেই আমি বিবিধ ক্রিয়া বা লীলা করিয়া থাকি, ইহাই আমার ব্রত); স্বসুখ-বাসনা কাহারও মধ্যেই নাই। যাঁহার চিত্তে রমণেচ্ছারূপা স্বসুখ-বাসনা আছে, তিনি যাঁহার আনুগত্য করিবেন, তাঁহার মধ্যেও স্বসুখ-বাসনা না থাকিলে আনুগত্য সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রজ-পরিকরদের মধ্যে স্বসুখ-বাসনা নাই বলিয়া রমণেচ্ছুক সাধক বা সাধিকা ব্রজে কাহারও আনুগত্য পাইতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার ব্রজপ্রাপ্তিও সম্ভব নয়। দ্বারকায় মহিষীদের মধ্যে সময় সময় স্বসুখ-বাসনাময়ী রমণেচ্ছা জাগ্রত হয়; সুতরাং উক্তরূপ সাধক বা সাধিকার পক্ষে দ্বারকায় মহিষীদিগের আনুগত্য লাভ সম্ভব হইতে পারে; তাই মহিষীদের কিঙ্করীত্বই তাঁহার পক্ষে সম্ভব। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ তাঁহাকে তাহা দিয়া থাকেন।

অর্চ্চনমার্গের উপাসনায় আবরণ-পূজার বিধান আছে। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীবৃন্দও আবরণের অন্তর্ভুক্ত। দশাক্ষর-গোপাল-মন্ত্রাদি দ্বারা গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাতেও আবরণস্থানীয়া মহিষীদের প্রতি যদি সাধকের অতিশয় প্রীতি জাগে, তাহা হইলে মহিষীদের ভাবের স্পর্শে তাঁহার চিত্তে রমণেচ্ছা জাগিতে পারে। "রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিচরণও তাহাই লিখিয়াছেন। "রিরংসাং কুর্ব্বন্নিতি ন তু শ্রীব্রজদেবীভাবেচ্ছাং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ, কিন্তু সুষ্ঠু ইতি মহিষীবদ্ ভাবস্পৃষ্টতয়া কুর্ব্বন্ ন তু সৈরিন্ধ্রিবত্তদস্পৃষ্টতয়া ইত্যর্থঃ। শ্রীমদ্দশাক্ষরাদাবপ্যাবরণপূজায়াং তন্মহিষীষ্বেব তস্য অত্যাদরাদিতি ভাবঃ।" যাঁহারা ব্রজদেবীদিগের ভাবের আনুগত্য কামনা করেন, সে সমস্ত রাগানুগামার্গের সাধকগণের পক্ষে অর্চ্চনাঙ্গে দ্বারকাধ্যান, মহীষীদিগের পূজনাদি আচরণীয় নহে। ২।২২।৮৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

যে সাধক বা সাধিকার চিত্তে রমণেচ্ছা জাগে না, তিনি ব্রজলীলায় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন। লীলায় প্রবেশ করার পরেও শ্রীকৃষ্ণ যদি কোনও সময় শ্রীরাধা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া (২।৮।১৭-পয়ার দ্রষ্টব্য) কিম্বা অন্য কোনও কারণে তাঁহার সহিত রমণাভিলাষী হয়েন, তখনও তিনি ভোগপরাঙ্মুখীই থাকেন। "প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগ-

তথাহি তত্রৈব (১।২।১৩১)—

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ ৬৭

তথাহি তত্রৈব (১।২।১৪৮)—

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥ ৬৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

রাগানুগালক্ষণমাহ বিরাজন্তীমিতি। ব্রজবাসি-জনাদিষু শ্রীকৃষ্ণস্য নিত্যসিদ্ধেষু ব্রজপরিকরাদিষু এব রাগাত্মিকা ভক্তিরনাদিকালতঃ অভিব্যক্তা ; তস্যা অনুগতা যা ভক্তিঃ সৈব রাগানুগা ইত্যর্থঃ ॥ শ্রীজীব। ৬৭

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রীমদ্ভাগবতাদিসিদ্ধনির্দ্দেশ-শাস্ত্রেষু শ্রুতে শ্রবণদ্বারা যৎকিঞ্চিদনুভূতে সতি যচ্ছাস্ত্রং বিধিবাক্যং নাপেক্ষতে যুক্তিঞ্চ কিন্তু প্রবর্ত্তত এবেত্যর্থঃ। তদেব লোভোৎপত্তে র্লক্ষণমিতি ॥ শ্রীজীব ॥ ৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরাঙ্মুখীম্ ॥ প. পু. পা. ৫২।৮ ॥” আপনা হইতে তাঁহার রমণেচ্ছা তো জাগেই না, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইলেও তাঁহার তাহা জাগে না।

তাহা হইলে, তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী যে কামানুগা ভক্তি, তাহাই বিশুদ্ধ-কামানুগা ভক্তি বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইল। তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকাশব্দের অর্থে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি তস্যা স্বস্যা নিজনিজাভীষ্টায় ব্রজদেব্যা যো ভাব স্তদ্বিশেষস্তত্র যা ইচ্ছা সৈবাত্মা প্রবর্ত্তিকা যস্যাঃ সেতি মুখ্যকামানুগা জ্ঞেয়া।” শ্রীরূপমঞ্জরী-আদি নিজ অভীষ্ট ব্রজদেবীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া, সম্ভোগ-বাসনা-আদি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাগাত্মিকাময়ী শ্রীকৃষ্ণ-সেবার আনুকূল্য-বিধানের নিমিত্ত যে বলবতী ইচ্ছা, তাহাই তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী কামানুগাভক্তির প্রবর্ত্তিকা। ইহাই মুখ্যা কামানুগা।

শ্লো। ৬৭। অন্বয়। ব্রজবাসিজনাদিষু (ব্রজবাসিজনাদিতে) অভিব্যক্তং (সুস্পষ্টভাবে) বিরাজয়ন্তীং (বিরাজিত) রাগাত্মিকাং (রাগাত্মিকা-ভক্তিকে) অনুসৃতা (অনুসরণকারিণী) যা (যে) [ভক্তিঃ] (ভক্তি) সা (তাহা) রাগানুগা (রাগানুগা) উচ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। ব্রজবাসিজনাদিতে যাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিতা, সেই রাগাত্মিকার অনুগতা ভক্তিকে রাগানুগা বলে। ৬৭

ব্রজবাসিজনাদিষু—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরাদিতে (শ্রীজীব)।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৭-৮৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো ৬৮। অন্বয়। তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে (ব্রজপরিকরদের দাস্যসখ্যাদিভাবের মাধুর্য্য) শ্রুতে (শ্রুত হইলে) অত্র (ইহাতে—এই ভাবমাধুর্য্যবিষয়ে) ধীঃ (বুদ্ধি) ন শাস্ত্রং (না শাস্ত্রকে) ন যুক্তিং চ (না যুক্তিকে) যৎ (যে) অপেক্ষতে (অপেক্ষা করে), তৎ (তাহা) লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ (লোভোৎপত্তিরই লক্ষণ)।

অনুবাদ। ব্রজপরিকরদের দাস্যসখ্যাদিভাব-মাধুর্য্যের কথা শুনিলেই সেই ভাবমাধুর্য্যের প্রতি লোকের বুদ্ধি এতই উন্মুখী হয় যে, ইহা তখন আর শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা রাখেনা ; এইরূপ যে হয়—ইহাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ (অর্থাৎ ভাবমাধুর্য্যে লোভ জন্মে বলিয়াই শাস্ত্র-যুক্তির অপেক্ষা রাখেনা—ইহা লোভেরই ধর্ম্ম)। ৬৮

এই শ্লোক ৮৮ পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ।

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

‘বাহ্য’ ‘অন্তর’ ইহার দুই ত সাধন।　　বাহ্য—সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৯। রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে তাহার সাধন-প্রণালী বলিতেছেন। এই সাধনের দুইটী অংশ—একটী বাহ্য ও অপরটী অন্তর; বাহ্যদেহে, বা যথাবস্থিত দেহের দ্বারা যে ভজন, তাহাকে বলে বাহ্য-সাধন; আর আন্তরিক ভজন অর্থাৎ মানসিক-চিন্তাদি দ্বারা যে ভজন, তাহাকে বলে অন্তর সাধন। এই দুই রকম সাধনের প্রকারাদি নিম্নের কয় পংক্তিতে বলিয়াছেন।

বাহ্য—বাহ্য-অঙ্গের সাধনের কথা বলিতেছেন। **সাধক-দেহে**—যথাবস্থিত দেহে (শ্রীজীবগোস্বামিপাদের এই অর্থ); পিতামাতা হইতে উৎপন্ন পাঞ্চভৌতিক দেহে। **শ্রবণ-কীর্ত্তন**—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নব-বিধা ভক্তির বা চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান। বিধিভক্তির মধ্যে যে চৌষট্টি-অঙ্গ-সাধন ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই চৌষট্টি-অঙ্গ রাগানুগা ভক্তিতেও অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কারণ, ঐ সকল অঙ্গের অনুষ্ঠান ব্যতীত ব্রজবাসিগণের আনুগত্য প্রভৃতি কিছুই সিদ্ধ হয় না। “তানি বিনা ব্রজলোকানুগত্যাদিকং কিমপি ন সিধ্যেদিতি—রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা” ॥ অবশ্য, ইহার মধ্যে যে সকল অঙ্গ রাগানুগার প্রতিকূল, (আবরণ-পূজায় দ্বারকাধ্যানাদি) সেই সমস্ত অঙ্গ বাদ দিতে হইবে। ‘শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধীভক্ত্যুদিতানিতু। যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥ ভ. র. সি. ১।২। ১৫২ ॥” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন—বৈধীভক্ত্যুদিতানি স্ব-স্বযোগ্যানীতি জ্ঞেয়ম্। অর্থাৎ বিধি-ভক্তির অঙ্গ-সমূহের মধ্যে রাগানুগার অনুকূল অঙ্গগুলি মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। এখন কোন্ কোন্ অঙ্গ রাগানুগার অনুকূল, আর কোন্ কোন্ অঙ্গ প্রতিকূল, তাহা জানা দরকার।

অর্চ্চনাঙ্গ-ভক্তির মধ্যে, অহংগ্রহোপাসনা, মুদ্রা, ন্যাস, দ্বারকাধ্যান ও রুক্মিণ্যাদির পূজন শাস্ত্রে বিহিত আছে। কিন্তু এসমস্ত স্বীয়ভাবের বিরুদ্ধ বলিয়া রাগানুগা-মার্গের সাধকের পক্ষে আচরণীয় নহে। যদি বলা যায়, ইহাতে তো ভক্তির অঙ্গ-হানি হইবে; সুতরাং প্রত্যবায় হইতে পারে। ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, ভক্তি-মার্গে প্রীতির সহিত ভজনে কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি হইলেও তাহাতে দোষ হয় না। “নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ভক্তেরুদ্ধবাণ্বপি ॥ শ্রীভা. ১১।২৯। ২০॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে উদ্ধব, মদ্ভক্তি-লক্ষণ এই ধর্ম্মের উপক্রমে অঙ্গ-বৈগুণ্যাদি ঘটিলেও ইহার কিঞ্চিৎমাত্রও নষ্ট হয় না।” ইহার যতটুকু হয়, ততটুকুই পূর্ণ; কারণ, নির্গুণাভক্তির স্বরূপই এইরূপ। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অঙ্গ-হানিতে দোষ হয় না বটে, কিন্তু অঙ্গীর হানিতে দোষ আছে। উপরোক্ত ন্যাস-মুদ্রা-দ্বারকাধ্যানাদি হইল অর্চ্চনার অঙ্গ; সুতরাং অর্চ্চনা হইল এস্থলে অঙ্গী। দীক্ষিতের পক্ষে অর্চ্চনার অনাচরণে বা অন্যথাচরণে দোষ হইবে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি প্রধান-ভক্তি-অঙ্গগুলিই অঙ্গী; তাহাদের অনুষ্ঠান না করিলে সাধকের ভক্তির অনিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, ঐ সমস্ত অঙ্গীকে আশ্রয় করিয়াই সাধক ভক্তি-পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন; যদি সেই অঙ্গীকেই ত্যাগ করা হইল, তাহা হইলে আশ্রয়কেই ত্যাগ করা হইল। আশ্রয় ত্যাগ করিলে নিরাশ্রয় অবস্থায় সাধক আর কিরূপে থাকিতে পারেন? সুতরাং তাঁহার পতন নিশ্চিত। “অঙ্গিবৈকল্যেতু অস্ত্যেব দোষঃ। যান্ শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীন্ ভগবদ্ধর্ম্মানাশ্রিত্য ইত্যুক্তেঃ ॥”—রাগাবর্ত্ম-চন্দ্রিকা।

সাধনভক্তির অন্যান্য অঙ্গসম্বন্ধে রাগবর্ত্মচন্দ্রিকার উক্তি এইরূপ—ভজনাঙ্গগুলিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়; স্বাভীষ্ট-ভাবময়, স্বাভীষ্ট ভাবসম্বন্ধী, স্বাভীষ্ট ভাবের অনুকূল, স্বাভীষ্টভাবের অবিরুদ্ধ এবং স্বাভীষ্ট-ভাবের বিরুদ্ধ।

দাস্য-সখ্যাদি ও ব্রজে বাস—এই সমস্ত ভজনাঙ্গ স্বাভীষ্টময়: ইহারা সাধ্যও বটে, আবার সাধনও বটে। গুরু-পাদাশ্রয়, গুরু-সেবা, জপ, ধ্যান স্বীয়ভাবোচিত নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা-ভক্তি, একাদশী-ব্রত, কার্ত্তিকাদিব্রত, ভগবন্নিবেদিত নির্ম্মাল্য-তুলসী-গন্ধ-চন্দন-মাল্য-বসনাদি-ধারণ ইত্যাদি ভজনাঙ্গগুলি, স্বাভীষ্টভাব-সম্বন্ধীয়; ইহাদের কোনটী বা সাধ্য-প্রেমের উপাদান-কারণ, আবার কোনটী বা নিমিত্ত-কারণ। তুলসী-কাষ্ঠমালা,

মনে—নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গোপীচন্দনাদি-তিলক, নাম-মুদ্রা-চরণ-চিহ্নাদিধারণ, তুলসী-সেবন, পরিক্রমা, প্রণামাদি ভজনাঙ্গ স্বাভীষ্ট-ভাবের অনুকূল। গো, অশ্বত্থ, ধাত্রী, বিপ্রাদির সম্মান ইত্যাদি-ভজনাঙ্গ স্বাভীষ্ট ভাবের অবিরুদ্ধ; এই সমস্ত অঙ্গ ভাবের উপকারক। বৈষ্ণবসেবা উক্ত চারি প্রকারের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। এই সমস্ত রাগানুগামার্গের সাধকের কর্ত্তব্য। অহংগ্রহোপাসনা, ন্যাস, মুদ্রা, দ্বারকাধ্যান, মহিষীধ্যানাদি—স্বাভীষ্ট ভাবের বিরুদ্ধ, সুতরাং রাগমার্গের সাধকের পরিত্যাজ্য।

রাগানুগা-মার্গের সাধক স্বীয় ভাবের প্রতিকূল ভজনাঙ্গগুলি পরিত্যাগ করিয়া যথাবস্থিত দেহে অন্যান্য অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিবেন। রাগমার্গের সাধন সর্ব্বদাই ব্রজবাসীদের আনুগত্যময়,—বাহ্যসাধনেও ব্রজবাসী শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামিগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিতে হইবে। পরবর্ত্তী "সেবা সাধকরূপেণ" ইত্যাদি শ্লোকে একথাই বলা হইয়াছে। রাগমার্গের সাধকের পক্ষে "ব্রজে-বাস" একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা); সামর্থ্য থাকিলে যথাবস্থিত দেহেই ব্রজধামে বাস করিবে; নচেৎ মনে মনে ব্রজে-বাস চিন্তা করিবে।

আর একটী কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যথাবস্থিত-দেহের সাধনেও সর্ব্বতোভাবে মনের যোগ রাখিতে হইবে। কারণ, "বাহ্য-অন্তর ইহার দুইত সাধন।" মনের যোগ না রাখিয়া কেবল বাহিরে বাহিরে যন্ত্রের মত অনুষ্ঠানগুলি করিয়া গেলে ঠিক রাগানুগা-মার্গের ভজন হইবেনা। এজন্যই শ্রীচরিতামৃত বলিয়াছেন, অনাসঙ্গ (অর্থাৎ সাক্ষাদ্ ভজনে প্রবৃত্তিশূন্য, বা মনোযোগশূন্য) ভাবে, "বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন॥ ১।৮।১৫॥" অন্যত্র, "যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥ ২।২৪।১১৫॥" শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুও বলেন "সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি॥ ১।১।২২॥" বাহ্যক্রিয়ার সঙ্গে কিরূপে মনের যোগ রাখিতে হয়, তাহার দিগ্‌দর্শনরূপে দু'একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। স্নানের সময় কেবল জলে নামিয়া ডুব দিলেই রাগানুগা-ভক্তের স্নান হইবে না; বাহ্য-স্নানে বাহ্য-দেহ পবিত্র হইতে পারে, কিন্তু অন্তর্দেহ পবিত্র হইবে কিনা সন্দেহ; তজ্জন্য বাহ্যস্নানের সময় শ্রীভগবচ্চরণ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরশুচি॥" তিলক করিয়া-"কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ" ইত্যাদি কেবল মুখে বলিয়া গেলেই রাগানুগা-ভক্তের তিলক হইবে না; মনে মনেও যথাযথ অঙ্গে কেশব-নারায়ণাদির স্মরণ করিয়া তত্তদঙ্গস্থিত হরি-মন্দির (তিলক) যে তাঁহাদিগকে অর্পণ করা হইল, তত্তৎ-মন্দিরে যে কেশব-নারায়ণাদিকে স্থাপন করা হইল, তাহাও মনে মনে ধারণা করার চেষ্টা করিতে হইবে। "ললাটে কেশবং ধ্যায়েদিত্যাদি।" সমস্ত ভজনাঙ্গগুলিতেই এইরূপে যথাযথভাবে মনের যোগ রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায়, এইরূপ করিতে পারিলে সমস্ত ভজনাঙ্গগুলিই প্রায় স্বাভীষ্টভাবময়ত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৯০। এই পয়ারে অন্তর-সাধনের কথা বলিতেছেন।

সিদ্ধ-দেহ—শ্রীগুরুদেব সিদ্ধ-প্রণালিকাতে বর্ণ-বয়স-বেশ-ভূষা-সেবা ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া শিষ্য সাধকের যে স্বরূপটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহাই ঐ সাধকের সিদ্ধ-দেহ। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় সাধক সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে, ঐরূপ দেহেই তিনি শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা করিবেন। সাধন-সময়ে ঐ দেহটী মনে মনে চিন্তা করিয়া, ঐ দেহটী যেন নিজেরই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া—যথাযোগ্য ভাবে ঐ দেহদ্বারাই ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা চিন্তা করিতে হয়। এজন্য ঐ দেহটীকে অন্তশ্চিন্তিত দেহও বলে।

রাত্রি দিনে—সর্ব্বদা; রাত্রির ও দিনের যে সময়ে নিজ-ভাবোচিত ব্রজেন্দ্র-নন্দনের যে সেবা করা প্রয়োজন, সেই সময়ে মানসে অন্তশ্চিন্তিত দেহে সাধক সেই সেবা করিবেন। এস্থলে অষ্টকালীন সেবার কথাই বলা হইয়াছে। ইহাকে লীলাস্মরণও বলে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সিদ্ধ-প্রণালিকাতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সকলেরই সিদ্ধ-দেহের বিবরণ আছে। অন্তশ্চিন্তিত-সেবায়ও শ্রীগুরুদেবের সিদ্ধ-রূপের এবং গুরু-পরম্পরা সকলেরই সিদ্ধ-রূপের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সেবা করিতে হইবে।

রাগানুগা-মার্গের আনুগত্য-সম্বন্ধে আর কিছু বলার পূর্ব্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভজনীয়-বস্তু-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন; নচেৎ, আনুগত্যের মর্ম্ম ও আবশ্যকতা বুঝিতে পারা যাইবে না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পক্ষে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন—উভয়েই তুল্যভাবে ভজনীয়। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-লীলা ও শ্রীশ্রীব্রজ-লীলা উভয়েই তুল্যভাবে সেবনীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজরসের সংবাদ কলিহত জীবকে দিয়া গেলেন এবং তাঁহার আস্বাদনের উপায় বলিয়া দিলেন, তদনুরূপ ভজনের আদর্শও দেখাইয়া গেলেন—কেবল এজন্যই যে তিনি ভজনীয়, তাহা নহে। কেবল এজন্যই তাঁহার ভজন করিলে, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা মাত্র প্রদর্শিত হয়; কিন্তু কেবল কৃতজ্ঞতা-প্রকাশই যথেষ্ট নহে; শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ভজন কেবল সাধন-মাত্র নহে, ইহা সাধ্যও বটে; তাঁহার ভজন স্বাভীষ্ট-ভাবময়। ইহার হেতু এই :—

শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনে ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে স্বরূপগত পার্থক্য কিছু নাই; শ্রীব্রজলীলা ও শ্রীনবদ্বীপলীলায়ও স্বরূপগত পার্থক্য কিছু নাই। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাব এবং হেম-গৌর-কান্তি অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরাঙ্গ হইয়াছেন; তাঁহার নবজলধর-শ্যামকান্তি—নবগোরচনা-গৌরী বৃষভানু-নন্দিনীর হেম-গৌর-কান্তির—অঙ্গের—অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে; তাই, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর; তিনি রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ—অপর কেহ নহেন। শ্রীব্রজধামে তিনি যে লীলাস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহাই যেন প্রবলবেগ ধারণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপে উপদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপলীলা ও শ্রীব্রজলীলা,—ব্রজেন্দ্র-নন্দনের একই লীলা-প্রবাহের দুইটী অংশমাত্র। শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময় লীলাকদম্বের উত্তরাংশই শ্রীনবদ্বীপলীলা। ব্রজলীলার পরিণত অবস্থাই নবদ্বীপলীলা। যে উদ্দেশ্যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন লীলা প্রকট করেন, সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আরম্ভ ব্রজে—আর পূর্ণতা নবদ্বীপে। পরমকরুণ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রকটনের মুখ্য উদ্দেশ্য—রস-আস্বাদন এবং গৌণ উদ্দেশ্য—রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার। ব্রজে তিনি অশেষ-বিশেষে রস আস্বাদন করিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার রস-আস্বাদন পূর্ণতা লাভ করিল না। কারণ, ব্রজে তিনি শ্রীরাধিকাদি পরিকর বর্গের প্রেম-রস-নির্য্যাস মাত্র আস্বাদন করিলেন; কিন্তু নিজের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য-রসটী আস্বাদন করিতে পারিলেন না। এই মাধুর্য্য-আস্বাদনের একমাত্র কারণ—শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাব। শ্রীকৃষ্ণের তাহা ছিল না। তাই তিনি শ্রীমতীর মাদনাখ্য-মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে প্রকট হইলেন এবং নিজের মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করিলেন। রস-আস্বাদনের যে অংশ ব্রজে অপূর্ণ ছিল, তাহা নবদ্বীপে পূর্ণ হইল। আর তাঁর করুণা। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস-জীব, তাঁহার সেবা ভুলিয়া অনাদিকাল হইতেই সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে; সংসার-রসে মত্ত হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছে; ক্ষণ-স্থায়ী বিষয়-সুখকেই একমাত্র কাম্যবস্তু মনে করিয়া—যদিও তাহাতে তৃপ্তি পাইতেছে না, তথাপি তাহার অনুসন্ধানেই—দেহ, মন, প্রাণ নিয়োজিত করিয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতেছে। ইহা দেখিয়া পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। একটা নিত্য, শাশ্বত ও অসমোর্দ্ধ আনন্দের আদর্শ দেখাইয়া মায়াবদ্ধ-জীবের বিষয়-সুখের অকিঞ্চিৎকরতা দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা হইল। ব্রজে তিনি তাহাই দেখাইলেন। "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ শ্রী ভা. ১০।৩৩।৩৬॥" ব্রজলীলায় তাঁহার নিত্য-সিদ্ধ পরিকরদের সহিত লীলা করিয়া, তাঁহার সেবায় যে কি অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আছে, তাহা জীবকে জানাইলেন (২।২১।৯২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); জীবের মানস-চক্ষুর সাক্ষাতে তিনি এক পরম-লোভনীয় বস্তু উপস্থিত করিলেন। কিন্তু সেই বস্তুটী পাওয়ার উপায়টী—ব্রজলীলায় দেখাইলেন না। যদিও গীতায় "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" বলিয়া দিগ্‌দর্শনরূপে ঐ উপায়ের একটা উপদেশ দিয়া গেলেন, তথাপি কিন্তু একটা সর্ব্বচিত্তাকর্ষক আদর্শের অভাবে সাধারণ জীব ঐ উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না। পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিলেন; দেখিয়া তাঁহার করুণা-সমুদ্র আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তিনি স্থির করিলেন—"আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায়॥ আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। ২।২।৩।১৮-১৯॥" নবদ্বীপ-লীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া তিনি নিজে ব্রজ-রস-আস্বাদনের উপায়-স্বরূপ ভজনাঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিলেন, তাঁহার পরিকরভুক্ত-গোস্বামিগণের দ্বারাও অনুষ্ঠান করাইলেন; তাহাতে জীব ভজনের একটা আদর্শ পাইল; ব্রজলীলায় যে লোভনীয় বস্তুটী দেখাইয়াছিলেন, নবদ্বীপলীলায় তাহা পাওয়ার উপায়টীর আদর্শ দেখাইয়া গেলেন—জীব তাহা দেখিল, দেখিয়া মুগ্ধ হইল; ভজন করিতে লুব্ধ হইল। ইহাই তাঁহার করুণার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। ব্রজলীলায় যে করুণা-বিকাশের আরম্ভ, নবদ্বীপলীলায় তাহার পূর্ণতা।

শ্রীভগবানের প্রেমবশ্যতার বিকাশেও ব্রজলীলা হইতে নবদ্বীপলীলার উৎকর্ষ। ব্রজে রাসলীলায় "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি" শ্রীভা. ১০।৩২।২২ শ্লোকে কেবল মুখেই ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ঋণী বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাবকে অঙ্গীকার করিয়া কার্য্যেও তাঁহার ঋণিত্ব খ্যাপন করিলেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরই পূর্ণতম রসিক-শেখর; তাঁহাতেই পূর্ণতম কৃষ্ণত্বের অভিব্যক্তি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-রহস্যেও ব্রজ-অপেক্ষা নবদ্বীপের একটু বিশেষত্ব আছে। নিতান্ত ঘনিষ্ঠতম মিলনেও ব্রজে উভয়ের অঙ্গের স্বতন্ত্রতা বোধ হয় লোপ পায় নাই; কিন্তু নবদ্বীপে উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে নিজের প্রতি অঙ্গ দ্বারা আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর বলবতী আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল (প্রতি অঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ ঝুরে); নবদ্বীপেই তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। এখানে, শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী নিজের প্রতি অঙ্গ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন; তাই শ্যামসুন্দরের প্রতি-শ্যাম অঙ্গই গৌর হইয়াছে। নবদ্বীপে শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকা উভয়ে মিলিয়া এক হইয়াছেন। "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ। ২।৮।২৩৩॥" এই রাইকানু-মিলিত তনুই শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর। "সেই দুই এক এবে চৈতন্য-গোসাঞি। ১।৪।৫০॥" শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর—রায়-রামানন্দ-কথিত "না সো রমণ ন হাম রমণী"-পদোক্ত মাদনাখ্য মহাভাবের বিলাস-বৈচিত্রী-বিশেষের চরম পরিণতি। এইরূপে শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন যেমন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে প্রকট হইলেন, তাঁহার সমস্ত ব্রজপরিকরবর্গও নবদ্বীপ-লীলার উপযোগী দেহে তাঁহার সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপে প্রকট হইলেন।

এক্ষণে বোধ হয় বুঝা যাইবে যে, শ্রীনবদ্বীপলীলা ও শ্রীব্রজলীলায় স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্যই নাই—ইহারা একই লীলাপ্রবাহের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র; বরং নানা কারণে ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপলীলারই উৎকর্ষ দেখা যায়।

নবদ্বীপলীলা ও ব্রজলীলা একসূত্রে গ্রথিত; সুতরাং একটীকে ছাড়িতে গেলেই মালার সৌন্দর্য্যের ও উপভোগ্যত্বের হানি হয়। যে সূত্রে মালা গাঁথা হয়, তাহা যদি ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে মালাগুলি সমস্তই যেমন মাটীতে পড়িয়া যায়, মালা তখন আর যেমন গলায় ধারণের উপযুক্ত থাকে না; সেইরূপ, নবদ্বীপ-লীলা ও ব্রজলীলার সংযোগ-সূত্র ছিঁড়িয়া দিলে উভয় লীলাই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, জীব উভয় লীলার সম্মিলিত আস্বাদনযোগ্যতা হইতে বঞ্চিত হইবে। নবদ্বীপলীলায় শ্রীগৌরসুন্দর রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রজলীলাই আস্বাদন করিয়াছেন; সুতরাং ব্রজলীলাই নবদ্বীপলীলার উপজীব্য বা পোষক; তাই ব্রজলীলা বাদ দিলে নবদ্বীপলীলাই বিশুষ্ক হইয়া যায়। আবার নবদ্বীপলীলাকে বাদ দিলে, অকৃতজ্ঞতাদোষ তো সংঘটিত হয়ই, তাহা ছাড়া, ব্রজলীলার মাধুর্য্য-বৈচিত্রী এবং আস্বাদনের উন্মাদনা নষ্ট হইয়া যায়। মধু স্বতঃই আস্বাদ্য সত্য; কিন্তু ঘনীভূত অমৃতময় ভাণ্ডে ঢালিয়া যদি মধু আস্বাদন করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার মাধুর্য্য সর্ব্বাতিশয়ী ভাবে বর্দ্ধিত হয়; আর, তাহার সঙ্গে যদি কর্পূর মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আস্বাদনের উন্মাদনাও বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ব্রজলীলা মধুস্বরূপ; আর নবদ্বীপ-লীলা কর্পূর-মিশ্রিত ঘনীভূত অমৃতভাণ্ড। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সাক্ষাৎ মাধুর্য্য-মূর্ত্তি; তিনিই নবদ্বীপে ব্রজরসের পরিবেশক।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রস ঘরে থাকিলেই তাহার আস্বাদন পাওয়া যায় না; পরিবেশকের পরিবেশন-নৈপুণ্যের উপরেই আস্বাদনের বিচিত্রতা নির্ভর করে। রসিক-শেখর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত পরিবেশন-নৈপুণ্য অন্যত্র দুর্লভ। তাই নবদ্বীপলীলা বাদ দিলে ব্রজলীলার মাধুর্য্য-বৈচিত্রী এবং আস্বাদনের উন্মাদনা নষ্ট হইয়া যায়। ব্রজলীলারূপ অমূল্য রত্ন নবদ্বীপ-লীলারূপ সমুদ্রেই পাওয়া যায়, অন্যত্র নহে; তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধা-মাধব অন্তরঙ্গ।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিকে বহে যাহা হৈতে। সে গৌরাঙ্গলীলা হয়, সরোবর অক্ষয় মনোহংস চরাহ তাহাতে॥ ২।২৫।২২৩॥" এইজন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন উভয়-স্বরূপই সমভাবে ভজনীয়; শ্রীনবদ্বীপলীলা ও শ্রীব্রজলীলা—উভয় লীলাই সমভাবে সেবনীয়। উভয়-ধামই সাধকের সমভাবে কাম্য॥ "এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ॥ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় গৌরলীলায় ডুব দিতে পারিলে ব্রজলীলা আপনা-আপনিই স্ফুরিত হইবে; ইহাই শ্রীল ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন:—"গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে॥" ইহার হেতুও দেখা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা একসূত্রে গ্রথিত। এই লীলার সূত্র, সপরিকর শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই সাক্ষাদ্‌ভাবে জীবের হাতে ধরা দেন। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন, আপনি যেন মধুরভাবের উপাসক এবং শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবারভুক্ত। আপনার গুরুপরম্পরায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুই উচ্চতম-সোপানে অবস্থিত। শ্রীবৃন্দাবনের যুগল-কিশোরের লীলায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরী; ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলার সঙ্গে ব্রজ-পরিকর ও নবদ্বীপ পরিকরগণ একসূত্রে গ্রথিত। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করিয়া ঐ লীলা-সূত্রটী তাঁহার শিষ্যের হাতে দিলেন, তিনি আবার তাঁহার শিষ্যের হাতের দিলেন; এইরূপে গুরু-পরম্পরাক্রমে ঐ লীলা-সূত্র আপনার হাতে আসিয়া পড়িল। গুরুবর্গের কৃপায় এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপায় আপনি যদি ঐ লীলা-সূত্রটী ধরিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরণে পৌছিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার নবদ্বীপ-লীলায় প্রবেশ লাভ হইল। সেখানে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন ব্রজভাবে আবিষ্ট হয়েন, তাঁহার পার্ষদ-বর্গও নিজ নিজ ব্রজভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন; এবং ঐ লীলা-সূত্র-ধারণের মাহাত্ম্যে সপরিকর গৌর-সুন্দরের কৃপায় আপনিও তাঁহাদের শ্রীচরণ-অনুসরণ করিয়া ব্রজলীলায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে দেখা গেল, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় নবদ্বীপ-লীলায় প্রবেশ লাভ হইলে ব্রজলীলা স্বতঃই স্ফুরিত হইতে পারে। যে বাগানে লক্ষ লক্ষ সুগন্ধি গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, কোনও রকমে সেই বাগানে পৌছিতে পারিলেই গোলাপের সুগন্ধ আস্বাদন করা যায়; সুগন্ধ তখন আপনা আপনিই নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করে; তজ্জন্য তখন আর স্বতন্ত্র কোনও চেষ্টা করিতে হয় না।

এজন্যই বলা হইয়াছে, নবদ্বীপ-লীলা ও ব্রজলীলা তুল্যভাবে ভজনীয়। বাহ্যে যথাবস্থিত দেহের অর্চ্চনাদিতে সপরিকর গৌরসুন্দর এবং সপরিকর ব্রজেন্দ্র-নন্দন অর্চ্চনীয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতেও উভয় স্বরূপের নাম-রূপ-গুণলীলাদি সেবনীয়। অন্তর-সাধনেও উভয় লীলা সেবনীয়। অন্তর সাধন অন্তশ্চিন্তিত দেহে করিতে হয়। ব্রজের ও নবদ্বীপের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ-দেহ একরূপ নহে। আপনি যদি শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবার-ভুক্ত মধুর-ভাবের উপাসক হয়েন, তাহা হইলে আপনার এবং আপনার গুরুবর্গের ব্রজের সিদ্ধদেহ হইবে, মঞ্জরী-দেহ; আর নবদ্বীপের সিদ্ধদেহ হইবে পুরুষ-ভক্ত-দেহ। ব্রজে আপনি গোপকিশোরী, নবদ্বীপে কিশোর ব্রাহ্মণ-কুমার। কোনও কোনও ভক্ত বলেন—নবদ্বীপের সিদ্ধদেহ ব্রাহ্মণাভিমানী না হইয়া, অন্যজাত্যভিমানীও হইতে পারে। আমাদের মনে হয়—সেবকাভিমানব্যতীত অন্য কোনও অভিমানেরই প্রয়োজন নাই; নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ-ইত্যাদি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উক্তিও দাস্যাভিমানব্যতীত অন্যরূপ অভিমানের প্রতিকূল। নবদ্বীপের যে লীলা ভক্তদের মুখ্যভাবে আস্বাদ্য, তাহাতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বা তাঁহার পরিকর-বর্গেরও বিশেষ কোনও জাত্যভিমান ছিল বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, অন্তর-সাধনের অষ্টকালীন-লীলাস্মরণে,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্তশ্চিন্তিত-দেহে সর্ব্বপ্রথমে আপনাকে নবদ্বীপ-লীলার স্মরণ করিতে হইবে; কারণ, গৌর-লীলারূপ অক্ষয়-সরোবর হইতেই কৃষ্ণলীলার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। নবদ্বীপে অন্তশ্চিন্তিত ভক্তরূপ-সিদ্ধ-দেহে সিদ্ধগুরুবর্গের আনুগত্য আশ্রয় করিলে তাঁহারা কৃপা করিয়া আপনাকে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর চরণে সমর্পণ করিবেন; তারপর শ্রীনিতাই কৃপা করিয়া আপনাকে অঙ্গীকার করিলে তিনি আপনাকে শ্রীরূপ-গোস্বামীর চরণে অর্পণ করিবেন। শ্রীগৌরের চরণে অর্পণ করিয়া শ্রীরূপ আপনাকে সেবায় নিয়োজিত করিবেন।

মধুর-ভাবের সাধকের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত; তাঁহার মধ্যেই শ্রীমতী রাধিকার সমস্ত ভাব প্রকটিত; যদি কখনও কৃষ্ণভাবের লক্ষণ দেখা যায়, মধুর-ভাবের সাধক তাহাকেও কৃষ্ণভাবে আবিষ্টা শ্রীমতী-রাধারাণীর ভাব বলিয়াই আস্বাদন করেন। তাঁহার নিকটে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীরাধা এবং তাঁহার পরিকরবর্গ বৃন্দাবনের সখীমঞ্জরী। শ্রীগৌর যখন রাধাভাবে আবিষ্ট হয়েন, তাঁহার পরিকরবর্গও নিজ নিজ ব্রজলীলোচিত ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন।

এইরূপে নবদ্বীপলীলার সেবায় নিয়োজিত থাকিলেই নবদ্বীপ-পরিকরগণ যখন ব্রজভাবে আবিষ্ট হইবেন, তখন তাঁহাদের ভাব-তরঙ্গ তাঁহাদের কৃপায় আপনাকেও স্পর্শ করিবে; সেই তরঙ্গের আঘাতে তাঁহাদের সঙ্গে আপনিও ব্রজলীলায় উপস্থিত হইবেন। তখন আপনা-আপনিই ব্রজলীলার উপযোগী মঞ্জরী-দেহ আপনার স্ফুরিত হইবে; সেই দেহে, গুরুরূপা-মঞ্জরী-বর্গের কৃপায় আপনি শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরীর চরণে অর্পিত হইবেন; তিনি কৃপা করিয়া আপনাকে অঙ্গীকার করিলে, মঞ্জরীদিগের যূথেশ্বরী শ্রীমতী রূপ-মঞ্জরীর চরণে আপনাকে অর্পণ করিবেন। শ্রীমতী রূপ-মঞ্জরী তখন কৃপা করিয়া আপনাকে শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর চরণে অর্পণ করিয়া যুগল-কিশোরের সেবায় নিয়োজিত করিবেন। এই ভাবেই অন্তর-সাধনের বিধি।

রাগানুগার ভজনই আনুগত্যময়। শ্রীনবদ্বীপে গুরুবর্গের আনুগত্যে শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের আনুগত্য; এই গোস্বামিগণই সাধককে গৌরের চরণে অর্পিত করিয়া সেবায় নিয়োজিত করেন। আর ব্রজে, গুরু-রূপা মঞ্জরীগণের আনুগত্যে শ্রীরূপাদি-মঞ্জরী-বর্গের আনুগত্য। শ্রীরূপাদি-মঞ্জরী-বর্গই সাধকদাসীকে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর চরণে অর্পণ করিয়া যুগল-কিশোরের সেবায় নিয়োজিত করেন। এই গেল মধুর-ভাবের সাধকদের কথা। অন্যান্য ভাবের সাধকদিগকেও এই ভাবে উভয় লীলায়, নিজ নিজ ভাবানুকূল লীলাপরিকরগণের চরণাশ্রয় করিতে হয়। ইহাই পরের পয়ারে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥" ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুও একথাই বলিয়াছেন—"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।"

রাগানুগামার্গে অন্তশ্চিন্তিত দেহে অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণের বিধান পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে ৫২-অধ্যায়েও দৃষ্ট হয়; তাহাতে মধুর-ভাবের সাধক বা সাধিকার অন্তশ্চিন্তিত দেহের একটা দিগ্‌দর্শনও পাওয়া যায়। "আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্। রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥ নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্। প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগ-পরাঙ্মুখীম্॥ রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবন-পরায়ণাম্। কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্॥ প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্॥ তৎসেবন-সুখাহ্লাদ-ভাবেনাতি সুনির্বৃতাম্॥ ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ॥ প. পু. পা. ৫২।৭-১১॥—শ্রীসদাশিব নারদের নিকটে বলিতেছেন—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিতে হইলে নিজেকে তাঁহাদের (গোপীগণের) মধ্যবর্ত্তিনী রূপ-যৌবনসম্পন্না মনোরমা কিশোরী-রমণীরূপে চিন্তা করিবে; শ্রীকৃষ্ণের ভোগের (প্রীতিলাভের) অনুরূপা নানাবিধ শিল্পকলাভিজ্ঞা, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইলেও ভোগ-পরাঙ্মুখী রমণীরূপে নিজেকে চিন্তা করিবে। সর্ব্বদা শ্রীরাধিকার কিঙ্করীরূপে তাঁহার সেবাপরায়ণা বলিয়া নিজেকে চিন্তা করিবে; শ্রীকৃষ্ণে অপেক্ষাও শ্রীরাধিকাতে অধিক প্রীতিমতী হইবে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রীতির সহিত প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-সংঘটনে যত্নপর হইবে (অবশ্য মানসে) এবং তাঁহাদের সেবা করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিবে। নিজেকে এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বদা ব্রজে তাঁহাদের সেবা করিবে।”

ব্রজলীলার সেবার উপযোগী অন্তশ্চিন্তিত দেহে যেমন ব্রজলীলায় সেবার চিন্তা করিতে হয়, তদ্রূপ নবদ্বীপলীলার সেবার উপযোগী অন্তশ্চিন্তিত দেহেও নবদ্বীপ-লীলায় সেবার চিন্তা—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অষ্টকালীয় লীলায় সেবার চিন্তা. তাঁহার পরিচর্য্যাদির চিন্তা করিতে হয়। ব্রজের ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন ব্রজলীলার রসাস্বাদন করিবেন, তখন তাঁহার ভাবের তরঙ্গের দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া সাধকের চিত্তেও সেই রসের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। “গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে।”

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—সাধকের এই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহটী তো কাল্পনিক; সুতরাং পরিণামে ইহা কিরূপে সত্য হইবে? উত্তর—অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহটী যে একেবারেই কাল্পনিক, তাহা বলা যায় না। শ্রীগুরুদেব দিগ্‌দর্শনরূপে এই দেহটীর পরিচয় তাঁহার শিষ্য সাধককে কৃপা করিয়া জানাইয়া দেন; ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ গুরুদেবের চিত্তে সাধকের সিদ্ধদেহের যে চিত্রটী স্ফুরিত করান, গুরুদেব তাহারই পরিচয় শিষ্যকে জানান; ইহা গুরুদেবের কল্পনাপ্রসূত নহে। সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্ গুরুদেবের চিত্তে যে রূপটি স্ফুরিত করান, তাহা অসত্য হইতে পারে না; তাহা সত্য। সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের নিকটে এই অন্তশ্চিন্তিত দেহটী অস্পষ্ট হইতে পারে; কিন্তু ক্রমশঃ ভক্তিরাণীর কৃপা তাঁহার চিত্তে যতই পরিস্ফুট হইবে, অন্তশ্চিন্তিত দেহটীও ক্রমশঃ ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে; অবশেষে ভক্তিরাণীর পূর্ণ কৃপা পরিস্ফুট হইলে চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হইবে, তখন এই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহটীও সাধকের মানস-নেত্রে স্বীয় পূর্ণমহিমায় জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিবে। তখন সাধক এই সিদ্ধদেহের সঙ্গে স্বীয় তাদাত্ম্য মনন করিয়া সেই দেহেই স্বীয় অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তন্ময়তা লাভ করিবেন। ভগবৎ-কৃপায় সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে সাধকের দেহভঙ্গের পরে ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের অনুরূপ একটী দেহ দিয়াই সেবায় প্রবিষ্ট করান। শ্রীমদ্‌ভাগবতের “তং ভক্তি-যোগপরিভাবিত-হৃৎসরোজে আস্সে শ্রুতেক্ষিত-পথো ননু নাথ পুংসাম্। যদ্‌যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্‌বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ৩।৯।১১॥”-শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতেই তাহা জানা যায়। (এই শ্লোকের অর্থ ১.৩.২০-শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকের শেষার্দ্ধের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—যদ্বা তে সাধকভক্তাঃ স্ব-স্ব-ভাবানুরূপং যদ্ যদ্ ধিয়া ভাবয়ন্তি তত্তদেব বপুঃ তেষাং সিদ্ধদেহান্ প্রণয়সে প্রকর্ষেণ তান্ প্রাপয়সি অহো তে স্বভক্তপারবশ্যমিতি ভাবঃ।—অথবা (অর্থাৎ এই শ্লোকার্দ্ধের এইরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে যে), সাধক ভক্তগণ স্ব-স্ব-ভাব অনুসারে নিজেদের যে যে রূপ তাঁহারা মনে মনে ভাবনা করেন, ভক্ত-পরবশ ভগবান্ তাঁহাদিগকে সেইরূপ সিদ্ধদেহই প্রকৃষ্টরূপে দিয়া থাকেন।” ভগবৎ-কৃপায় প্রাপ্ত এই সিদ্ধদেহ যে প্রাকৃত নয়, পরন্তু মায়াতীত নিত্যানন্দরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ, তাহাও শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন। “বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ। যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥ ৩।১৫।১৪॥—নিষ্কাম ধর্ম্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া (সাধনে সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক) যাঁহারা সেই স্থানে (মায়াতীত ভগবদ্ধামে) বাস করেন, তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠ-মূর্ত্তি।” এস্থলে “বৈকুণ্ঠ-মূর্ত্তয়ঃ শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“বৈকুণ্ঠস্য হরেরিব মূর্ত্তির্যেষাং তে—যাঁহাদের মূর্ত্তি হরির মূর্ত্তির ন্যায় (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ)।” আর শ্রীজীব গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—“বৈকুণ্ঠস্য ইব নিত্যানন্দরূপা মূর্ত্তির্যেষাং তে—বৈকুণ্ঠের (অর্থাৎ শ্রীহরির) মূর্ত্তির ন্যায়ই নিত্যানন্দরূপা মূর্ত্তি যাঁহাদের।” সিদ্ধাবস্থায় সাধক ভক্ত যে দেহে ভগবদ্ধামে ভগবানের সেবা করেন, তাহাই তাঁহার সিদ্ধদেহ; এই সিদ্ধদেহ যে আনন্দস্বরূপ—শুদ্ধসত্ত্বময়—সুতরাং মায়াতীত—সত্য—তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল।

উপরি উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—সাধকের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ অবাস্তবতায় পর্য্যবসতি হয় না; বস্তুতঃ একটী সত্য, আনন্দস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বময় বাস্তব-দেহেই পর্য্যবসিত হয়। (টী. প. দ্র.)

তথাহি তত্রৈব (১।২।১৫১)—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ ৬৯

নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-পাছে ত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা ॥ ৯১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট-তৎসেবোপযোগিদেহেন। তস্য ব্রজস্থস্য নিজাভীষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য যো ভাবো রতিবিশেষস্তল্লিপ্সুনা। ব্রজলোকস্তত্র কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাঃ তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ॥ শ্রীজীব ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৬৯। অন্বয়। তদ্ভাবলিপ্সুনা (ব্রজবাসিজনের ভাবলুব্ধ) [জনেন] (ব্যক্তিকর্ত্তৃক) অত্রহি (রাগানুগামার্গে) সাধকরূপেণ (যথাবস্থিত দেহদ্বারা) সিদ্ধরূপেণ চ (এবং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহদ্বারা) ব্রজলোকানুসারতঃ (ব্রজলোকের অনুগত হইয়া) সেবা (শ্রীকৃষ্ণসেবা) কার্য্যা (করণীয়া)।

অনুবাদ। সাধকরূপে (যথাবস্থিত দেহদ্বারা) এবং সিদ্ধরূপে (অন্তশ্চিন্তিত নিজভাবানুকূল শ্রীকৃষ্ণসেবোপযোগী দেহদ্বারা) ব্রজস্থিত নিজাভীষ্ট-শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পরিকরবর্গের ভাবলিপ্সু হইয়া, তাঁহাদের অনুসরণপূর্ব্বক সেবায় প্রবৃত্ত হইবে। ৬৯

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। ৮৯-৯০ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৯১। রাগানুগামার্গের সাধক মানসিক-ভজনে কাহার আনুগত্য গ্রহণ করিবেন, তাহাই বলিতেছেন।

নিজাভীষ্ট—নিজের আকাঙ্ক্ষণীয়, নিজে যাহা ইচ্ছা করেন। **কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ**—শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। **নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ**—শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তপ্রিয় পরিকর যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে যিনি নিজভাবানুকূল বলিয়া সাধকের নিজেরও বাঞ্ছনীয়, তিনিই সাধকের পক্ষে নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি-ভাবের পরিকরই ব্রজে আছেন; এই চারি-ভাবেরই রাগাত্মিক-ভক্তও ব্রজে আছেন। দাস্যভাবের পরিকরদের মধ্যে রক্তক-পত্রকাদি দাস শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, তাঁহারা দাস্যভাবে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই দাসযূথের যূথেশ্বর। সখ্যভাবের মধ্যে সুবলাদি সখাগণ কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ। বাৎসল্যভাবের মধ্যে শ্রীনন্দ-যশোদা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ। আর মধুর-ভাবে শ্রীমতীবৃষভানু-নন্দিনী-ললিতা-বিশাখাদি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। সাধক-ভক্ত যে ভাবের সাধক, ব্রজে সেই ভাবের মধ্যে যিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, তিনি সাধকের নিজাভীষ্ট; কারণ, সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যই সাধকের লোভনীয়, সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যই তাঁহাকে করিতে হইবে। অথবা, **নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ**—নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণ—নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ, তাঁহার প্রেষ্ঠ—নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ চারি ভাবের লীলাতে বিলাসবান্; সাধক যে ভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে ইচ্ছা করেন, সেই ভাবের লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ হইলেন তাঁহার অভীষ্ট-কৃষ্ণ—সাধকের নিজের অভীষ্ট-কৃষ্ণ বা নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণ; সেই ভাবের লীলায় বিলাসবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিকরদের মধ্যে যিনি বা যাঁহারা মুখ্য বা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, তিনি বা তাঁহারা হইলেন সেই ভাবের লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ—সুতরাং সাধকের নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ। **পাছে ত লাগিয়া**—পাছে পাছে থাকিয়া, অনুগত হইয়া। নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের অনুগত হইয়া অন্তর্ম্মনা হইয়া নিরন্তর সেবা করিবে।

অন্তর্ম্মনা—যিনি বাহিরের বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া অন্তশ্চিন্তিত-দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করিতে পারেন, তিনি অন্তর্ম্মনা। দাস্য-ভাবের সাধক নবদ্বীপে ঈশানাদি মিশ্র-ঠাকুরের ভৃত্যবর্গের—সখ্যভাবের সাধক গৌরীদাস পণ্ডিতের (সুবল),—বাৎসল্যভাবের সাধক শ্রীশচীমাতা ও শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের ভাবানুগত্য স্বীকার করিবেন। আর মধুর-ভাবের-সাধক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যাধীনে শ্রীরূপাদিগোস্বামিগণের আনুগত্য-স্বীকার করিবেন। আর শ্রীব্রজধামে, দাস্যভাবের সাধক রক্তক-পত্রকাদি নন্দমহারাজের দাসবর্গের, সখ্যভাবের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভক্ত সুবলাদির এবং বাৎসল্যভাবের ভক্ত শ্রীনন্দযশোদার আনুগত্য স্বীকার করিবেন। "লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তিঃ কার্য্যাত্র সাধকৈঃ। ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া॥ ভ. র. সি. ১।২।১৬০॥" মধুর-ভাবের সাধক শ্রীরাধিকা-ললিতাদির আনুগত্য স্বীকার করিবেন। এস্থলে শ্রীরাধাললিতা-নন্দ-যশোদাদি যে সমস্ত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের কথা বলা হইল, তাঁহারা সকলেই রাগাত্মিকাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু রাগাত্মিকার অনুগত রাগানুগা সেবাই সাধক ভক্তের প্রার্থনীয়; সুতরাং সোজাসোজি শ্রীনন্দযশোদাদির আনুগত্য লাভের চেষ্টা করিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। রাগানুগা সেবায় যাঁহাদের অধিকার আছে, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ-ব্রজপরিকরদিগের চরণ আশ্রয় করিলেই তাঁহারা কৃপা করিয়া রাগানুগা-সেবায় শিক্ষিত করিয়া সাধক-ভক্তকে শ্রীনন্দযশোদাদি রাগাত্মিকা-সেবাধিকারী কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠদের চরণে অর্পণ করিয়া সেবায় নিয়োজিত করিতে পারেন। যথা, যিনি মধুরভাবের সাধক, তিনি গুরুমঞ্জরীবর্গের আনুগত্যে, রাগানুগা-সেবার মুখ্যা অধিকারিণী শ্রীরূপমঞ্জরীর চরণ আশ্রয় করিবেন; শ্রীরূপমঞ্জরীই কৃপা করিয়া তাঁহাকে ললিতা-বিশাখাদি সখীবর্গের এবং শ্রীমতীবৃষভানু-নন্দিনীর আনুগত্য দিয়া শ্রীযুগলকিশোরের সেবায় নিয়োজিত করিবেন।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা উল্লেখযোগ্য। উপরে উদ্ধৃত "লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—'পিতৃত্বাদ্যভিমানোহি দ্বিধা সম্ভবতি স্বতন্ত্রত্বেন, তৎপিত্রাদিভিরভেদভাবনয়া চ। অত্রান্ত্যমনুচিতং ভগবদভেদোপাসনাবত্তেষু ভগবদ্বদেব নিত্যত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমাণেষু তদনৌচিত্যাৎ। তথা তৎপরিকরেষু তদনুচিত-ভাবনা-বিশেষেণাপরাধাপাতাৎ।'' এই টীকার তাৎপর্য্য এইরূপ। ব্রজেন্দ্রের বা সুবলাদির ভাবের অভিমানও দুই রকমের—স্বতন্ত্ররূপে পিতৃত্বাদির অভিমান এবং পিত্রাদির সহিত অভেদ-মনন। এই দুইয়ের মধ্যে পিত্রাদির সহিত অভেদ-মনন অনুচিত; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেকে অভিন্ন জ্ঞান করিলে (অর্থাৎ আমিই শ্রীকৃষ্ণ—এইরূপ মনে করিলে) যেরূপ অপরাধ হয়, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের (শ্রীনন্দযশোদাদি, শ্রীসুবলাদি, বা শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী-ললিতা-বিশাখাদির) সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করিলেও (আমিই শ্রীনন্দ বা যশোদা, আমিই সুবল বা মধুমঙ্গলাদি, আমিই শ্রীরাধা বা শ্রীললিতা বা চন্দ্রাবলী-আদি—এইরূপ মনে করিলেও) সেইরূপ অপরাধই হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, নিত্যসিদ্ধ পরিকর-তত্ত্বে ও ভগবত্তত্ত্বে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই—নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তির বিলাস বলিয়া। ইহাতে নিত্যসিদ্ধ পরিকরের সহিত সাযুজ্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়তো হইতে পারে, কিন্তু পৃথক্ পরিকররূপে সেবা পাওয়া যায় না। তাই এইরূপ অভিমান অনুচিত। কিন্তু সাধক জীবের পক্ষে স্বীয় ভাবানুকূল সিদ্ধদেহের চিন্তায় দোষের কিছু নাই; যেহেতু, তাঁহার এই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন নিত্যসিদ্ধ দেহ নহে। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি।" এই শ্লোকের "সিদ্ধরূপেণ''-শব্দের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন "অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসেবোপযোগিদেহেন—অভীষ্ট সেবার উপযোগী অন্তশ্চিন্তিত দেহে।'' পদ্মপুরাণও এজন্যই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলায় সেবার উপদেশ দিয়াছেন। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৯০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যাহাহউক, এই গেল নন্দ-যশোদাদির সহিত অভেদ মননের কথা। আর স্বতন্ত্ররূপে পিতৃত্বাদির অভিমানের তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপ মনে করা, শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র—এইরূপ অভিমান পোষণ করা। কিন্তু এইরূপ অভিমানেও যদি সাধক মনে করেন যে, আমি শ্রীনন্দ বা শ্রীযশোদা, তাহা হইলেও পূর্ব্ববৎ অপরাধই হইবে। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র—এইরূপ অভিমানে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় সাধক যদি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি যে নন্দ-যশোদার ন্যায় পুত্ররূপে কৃষ্ণকে পাইবেন, তাহা নহে। তবে তিনি কিরূপে কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবেন, পরবর্ত্তী "নন্দসূনোরধিষ্ঠানং তত্র পুত্রতয়া ভজন্। নারদস্যোপদেশেন সিদ্ধোঽভূদ্ বৃদ্ধবর্দ্ধকিঃ॥ ভ. র. সি. ১।২।১৬১॥''-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব তাহা জানাইয়াছেন। "সিদ্ধোঽভূদিতি বালবৎসহরণ-লীলায়াং তৎপিতৄণামিব সিদ্ধির্জ্ঞেয়া।'' ব্রজ-মোহন-লীলায় ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপবালকগণকে এবং বৎসসমূহকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণই সেই সমস্ত গোপ-বালক এবং বৎসরূপে আত্মপ্রকট

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গোপবৃদ্ধগণ মনে করিলেন, অন্য দিনের ন্যায় সেই দিনও তাঁহাদের পুত্রগণই গোচারণ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন ; বস্তুতঃ আসিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের পুত্রগণের রূপ ধরিয়া। এস্থলেও গোপগণ কৃষ্ণকেই পুত্ররূপে পাইলেন—কিন্তু চিনিতে পারেন নাই। এক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা এইরূপে তাঁহাদের পুত্রবেশী শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালনাদি করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এসমস্ত গোপগণ যেরূপ সাময়িকভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্ব-স্ব-পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন, যাঁহারা পুত্রজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবেন, তাঁহারাও সেইরূপ ভাবেই পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেন। "বালবৎসহরণ-লীলায়াং তৎপিতৄণামিব সিদ্ধির্জ্জ্ঞেয়া"—বাক্যে শ্রীজীব গোস্বামী তাহাই বলিলেন। উল্লিখিত গোপবৃদ্ধগণ তাঁহাদের পুত্রের আকারে শ্রীকৃষ্ণকে এক বৎসরের জন্য পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের পুত্রবৎ-বাৎসল্য ছিল নিত্য। তাঁহাদের বাৎসল্য নিত্য হইলেও তাহা লালন-পালনাদিতে নিত্য-অভিব্যক্তি লাভ করে নাই। যিনি আনুগত্য ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে কৃষ্ণের পিতা বা মাতা এবং কৃষ্ণকে নিজের পুত্রজ্ঞানে ভজন করিবেন, সিদ্ধিলাভে ব্রজে তাঁহার জন্ম হইলে কৃষ্ণেতে তাঁহারও নিত্য বাৎসল্যভাব থাকিতে পারে, সাময়িক ভাবে সেই ভাব লালন-পালনাদিতেও অভিব্যক্ত হইতে পারে—পূর্ব্বোল্লিখিত গোপবৃদ্ধদিগের ন্যায়। কিন্তু যাঁহারা "নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠের" আনুগত্যে ভজন করিবেন, পার্ষদরূপে তাঁহারা লালন-পালনাদি নিত্যসেবার অধিকারী হইতে পারিবেন।

যদি কেহ বলেন—নন্দ-যশোদা, সুবল-মধুমঙ্গলাদি, কি শ্রীরাধাললিতাদির সহিত নিজের অভেদ মনন যদি অপরাধজনক হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী ২।২২।৯০ পয়ারোক্ত সিদ্ধদেহ চিন্তনে কি তদ্রূপ অপরাধ হইবে না? উত্তরে বলা যায়—সিদ্ধদেহ-চিন্তনে তদ্রূপ অপরাধের হেতু নাই। কারণ, শ্রীনন্দযশোদাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বিলাস বলিয়া তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণই লীলাবিলাসের উদ্দেশ্যে তত্তৎ রূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। সাধকের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ (বা নিত্যমুক্ত কি সাধন-সিদ্ধ জীবের সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ) তদ্রূপ নয় ; ইহা হইল সেবার উপযোগী এবং স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত একটী চিন্ময় দেহ, যাহার সাহায্যে তটস্থাশক্তি-জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারে। জীব সিদ্ধাবস্থাতেও তটস্থা-শক্তিই থাকে, স্বরূপ-শক্তি হইয়া যায়না (ভূমিকায় জীবতত্ত্ব প্রবন্ধ-দ্রষ্টব্য)—যদিও স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করে। কিন্তু—নন্দ-যশোদাদি হইলেন স্বরূপ-শক্তি, তাঁহারা জীবতত্ত্ব নহেন ; তাঁহারা স্বরূপ-শক্তি বলিয়াই স্বরূপতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ লাভ হইতে অভিন্ন। তাঁহারা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ, আর জীব হইল তাঁহার বিভিন্নাংশ। পার্থক্য অনেক। স্বাংশগণ হইলেন স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ ; আর বিভিন্নাংশ জীব হইল তটস্থা-শক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ (জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধ-দ্রষ্টব্য)। তটস্থা-শক্তি জীবকে স্বরূপ-শক্তিময় ভগবানের সহিত অভিন্ন মনে করিলে অপরাধ হয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"জীবে ঈশ্বর জ্ঞান এই অপরাধ চিন।" কিন্তু স্বরূপ-শক্তি শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন মনে করিলে অপরাধের হেতু নাই ; যেহেতু "রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।"

রাগানুগামার্গের ভক্তিতে অন্তর-সাধন বা লীলা-স্মরণই মুখ্য ভজনাঙ্গ। কিন্তু তাহা বলিয়া বাহ্য-সাধন বা যথাবস্থিতদেহের সাধন উপেক্ষণীয় নহে ; বাহ্য-সাধনদ্বারা অন্তর-সাধন পুষ্টিলাভ করে ; আবার অন্তর-সাধন দ্বারাও বাহ্য সাধনে প্রীতি জন্মিয়া থাকে। যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণকে স্তন পান করাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, উনুনের উপরে দুধ উছলিয়া পড়িয়া যাইতেছে ; তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে ফেলিয়া রাখিয়াও তিনি দুধ সামলাইতে গেলেন। যশোদা-মাতার নিকটে কৃষ্ণ-অপেক্ষা অবশ্যই দুধ বেশী প্রীতির বস্তু নহে ; তথাপি কৃষ্ণকে ফেলিয়া দুধ রক্ষা করিতে গেলেন—কৃষ্ণ তখনও পেট ভরিয়া স্তন্য পান করেন নাই। ইহার কারণ, দুধ কৃষ্ণেরই জন্য ; দুধ নষ্ট হইলে কৃষ্ণ খাইবে কি? কৃষ্ণ পোষ্য, দুধ পোষক। পোষ্যে প্রীতিবশতঃই পোষকে প্রীতি। যশোদা মাতা যেমন পোষ্য-কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া পোষক দুগ্ধকে রক্ষা করিতে গেলেন, অনেক রাগানুগা-ভক্তও সেইরূপ অনেক সময় পোষ্য-লীলাস্মরণ ত্যাগ করিয়া পোষক বাহ্য সাধনে মনোনিবেশ করেন ; লীলা-স্মরণকে উপেক্ষা করিয়া বাহ্য-সাধন-মাত্রেই মনোনিবেশ

তথাহি তত্রৈব (১।২।১৫০)—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥ ৭৭

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে এইসব ভাবের গণন॥ ৯২

তথাহি (ভা. ৩।২৫।৩৮)—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥ ৭১॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ রাগানুগায়াঃ পরিপাটীমাহ কৃষ্ণমিত্যাদিনা। সামর্থ্যে সতি ব্রজে শ্রীমন্নন্দব্রজাবাসস্থানে শ্রীবৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ তদভাবে মনসাপীত্যর্থঃ॥ শ্রীজীব॥ ৭০

নন্বেবং তর্হি লোকত্বাবিশেষাৎ স্বর্গাদিবৎ ভোক্তৃভোগ্যানাং কদাচিদ্‌বিনাশঃ স্যাৎ? তত্রাহ হে শান্তরূপে! যত্র শান্তং শুদ্ধং সত্ত্বং তদ্রূপে বৈকুণ্ঠে। মৎপরা কদাচিদপি ন নঙ্ক্ষ্যন্তি ভোগ্যহীনা ন ভবন্তি। অনিমিষো মে হেতি র্মদীয়ং কালচক্রঞ্চ নো লেঢ়ি তান্ ন গ্রসতি। তত্র হেতুঃ যেষামিতি। সুত ইব স্নেহবিষয়ঃ। সখেব বিশ্বাসাস্পদম্। গুরুরিব উপদেষ্টা সুহৃদিব হিতকারী। ইষ্ট দৈবমিব পূজ্যঃ। এবং সর্ব্বভাবেন যে মাং ভজন্তি তান্ মদীয়ং কালচক্রং ন গ্রসতীত্যর্থঃ॥ স্বামী॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অবশ্য বাঞ্ছনীয় নহে। কেবল দুধই জ্বাল দিলাম, কিন্তু দুধ খাইবে কে? আবার বাহ্য-সাধনকে উপেক্ষা করিয়া কেবল লীলা-স্মরণের চেষ্টাও বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা মায়াবদ্ধ জীব, আমাদের চিত্ত বিষয়-চিন্তায় বিক্ষিপ্ত; এই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করার একটী প্রধান সহায় বাহ্য সাধন।

শ্লো। ৭০। অন্বয়। অসৌ (ইনি—রাগানুগামার্গের সাধক) কৃষ্ণং (শ্রীকৃষ্ণকে) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) নিজসমীহিতং (নিজের সম্যক্‌রূপে ঈহিত বা অভীষ্ট) অস্য (ইঁহার—শ্রীকৃষ্ণের) প্রেষ্ঠং (প্রিয়তম) জনং চ (এবং জনকে—পরিকরকেও) [স্মরন্] (স্মরণ করিয়া) তত্তৎকথারতঃ চ (কৃষ্ণের সেই সেই—স্বীয় অভীষ্ট—লীলাকথায় রত হইয়া) সদা (সর্ব্বদা) ব্রজে (ব্রজে—শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলে) বাসং কুর্য্যাৎ (বাস করিবে—সমর্থ হইলে যথাবস্থিত দেহে বাস করিবে, নচেৎ মানসে বাস করিবে)।

অনুবাদ। রাগানুগা-মার্গের সাধক—শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার প্রিয়তম পরিকরবর্গের মধ্যে যিনি নিজের অভীষ্ট, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নিজ ভাবানুকূল লীলাকথায় অনুরক্ত হইয়া, (সমর্থ হইলে যথাবস্থিত দেহেই, অসমর্থপক্ষে কেবল অন্তশ্চিন্তিত দেহে) সর্ব্বদাই ব্রজে বাস করিবেন। ৭০

সমীহিতং—সম্ + ঈহিতং (বাঞ্ছিতং); সম্যক্‌রূপে অভীষ্ট।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পূর্ব্ব পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৯২। রাগমার্গে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাব আছে। রক্তকাদি দাসগণের দাস্যভাবের, সুবলাদি সখাগণের সখ্য ভাবের, শ্রীনন্দযশোদাদি পিতৃ-মাতৃ বর্গের বাৎসল্য-ভাবের এবং শ্রীরাধা-ললিতাদি কৃষ্ণপ্রেয়সীবর্গের মধুর-ভাবের রাগাত্মিকা সেবা।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৯০।৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৭১। অন্বয়। অহং (আমি—শ্রীভগবান্ কপিলদেব) যেষাং (যাঁহাদের) প্রিয়ঃ (প্রিয়), আত্মা (আত্মা), সুতঃ (পুত্র), সখা (সখা), গুরুঃ (গুরু), সুহৃদঃ (সুহৃৎ—বন্ধু), ইষ্টঃ দৈবঃ চ (এবং অভীষ্ট দেব) [তে]

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(সে সমস্ত) মৎপরাঃ (আমাপরায়ণ—আমার ধামগত আমার ভক্তগণ) শান্তরূপে (বৈকুণ্ঠে—ভগবদ্ধামে) কর্হিচিৎ (কখনও) ন নঙ্ক্ষ্যন্তি (ভোগ্যবিহীন হয় না), মে (আমার) অনিমিষঃ হেতিঃ (কালচক্র) [তান্] (তাহাদিগকে) নো লেঢ়ি (গ্রাস করে না)।

অনুবাদ। কপিলদেব বলিয়াছেন,—হে জননি ! আমি যাহাদের পতি, পুত্র, আত্মা, সখা, সুহৃৎ, গুরুজন, এবং অভীষ্টদেব, সেই আমার নিত্যধামবাসী একান্ত ভক্তগণের ভোগ্য-বস্তু কখনও নষ্ট হয় না এবং আমার কালচক্রও তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। ৭১

স্বীয়-জননী দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি এই শ্লোক। তিনি বলিলেন **শান্তরূপে**—শান্ত (অবিকৃত) রূপ (স্বরূপ) যাহার, সেই ধামে ; বৈকুণ্ঠাদি নিত্য-ভগবদ্ধামে যে সমস্ত **মৎপরাঃ**—আমাপরায়ণ, আমার (ভগবানের) একান্ত ভক্ত আছেন, তাঁহারা কখনও **ন নঙ্ক্ষ্যন্তি**—ভোগ্যহীন হয়েন না ; আর আমার (ভগবানের) **অনিমিষঃ হেতিঃ**—[চক্ষুর পলককে বলে নিমিষ ; নিমিষ নাই যাহার—চক্ষুর পলক পড়িতে যে সময় লাগে, সেই অত্যল্প সময়টুকুর জন্যও যে কার্য্য হইতে বিরত থাকে না, তাহাকে বলে অনিমিষ—নিরবচ্ছিন্ন-কর্ম্মা। হেতি অর্থ অস্ত্র ; চক্র। কালের চক্রই নিরবচ্ছিন্নভাবে—অত্যল্প সময়ের জন্যও বিশ্রাম না লইয়া, অনবরত—কাজ করিয়া যায় ; তাই অনিমিষঃ হেতিঃ বলিতে এস্থলে কালচক্রকেই বুঝাইতেছে। ভগবান্ কপিলদেব বলিতেছেন,—আমার] কালচক্রও আমার এ-সমস্ত ভক্তকে **ন লেঢ়ি**—গ্রাস করে না।

তাৎপর্য্য এই যে—স্বর্গাদিলোকে যেমন যথাসময়ে ভোক্তা এবং ভোগ্য উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়, ভোগকাল শেষ হইয়া গেলে আবার যেমন স্বর্গবাসীকে স্বর্গচ্যুত হইতে হয়, বৈকুণ্ঠাদি নিত্য ভগবদ্ধামে যে সমস্ত ভগবদ্ভক্ত আছেন বা ভগবৎ-কৃপায় যাওয়ার সৌভাগ্য পায়েন, তাঁহাদের অবস্থা সেইরূপ নহে ; নিত্য-ভগবদ্ধামবাসী ভক্তগণ কখনও বিনষ্ট হয়েন না, ভগবৎ-সেবাসুখ-ভোগ হইতেও তাঁহারা কখনও বঞ্চিত হয়েন না।

নিত্য-ভগবদ্ধামবাসী ভক্তগণ কেনই বা বিনষ্ট হয়েন না এবং কেনই বা ভগবৎ সেবাসুখ-ভোগ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হয়েন না, তাহাও শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন ; তাঁহারা বিনষ্ট হয়েন না, যেহেতু আমি তাঁহাদের **প্রিয়ঃ**—প্রিয় ; (প্রেয়সীভাবে তাঁহাদের কেহ কেহ আমাকে প্রিয় পতি বা প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করেন ; যেমন বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, ব্রজে শ্রীরাধিকাদি), **আত্মা**—আত্মা, (কেহ কেহ আমাকে তাঁহাদের আত্মা বলিয়া মনে করেন ; যেমন সনকাদি শান্ত ভক্তগণ) ; **সুতঃ**—পুত্র (কেহ কেহ আমাকে পুত্র বলিয়া মনে করেন ; যেমন তুমি—দেবহূতি) ; **সখা**—সখা (কেহ কেহ আমাকে তাঁহাদের সখা বলিয়া মনে করেন ; যেমন সখ্য-ভাবের ভক্ত শ্রীদামাদি) ; **গুরুঃ**—গুরুজন ; (কেহ কেহ বা আমাকে গুরুজন—গৌরবের পাত্র—বলিয়া মনে করেন ; যেমন দাস্যভাবের ভক্ত রক্তকপত্রাদি ; কি দ্বারকাদিতে প্রদ্যুম্নাদি) ; **সুহৃদঃ**—বন্ধু (কেহ কেহ বা আবার আমাকে তাঁহাদের সুহৃদ্ বা বন্ধু বলিয়া মনে করেন ; যেমন পাণ্ডবাদি। নানাভক্ত নানাভাবে ভগবান্‌কে সুহৃদ্ বলিয়া মনে করেন ; তাই এস্থলে বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে) ; এবং **ইষ্টং দৈবং**—ইষ্টদেব, অভীষ্টদেব (কেহ কেহ আমাকে তাঁহাদের অভীষ্টদেব বলিয়াও মনে করেন ; যেমন উদ্ধবাদি) ; এই সকল ভক্তের সঙ্গে আমার বিশেষ একটা প্রীতির বন্ধন আছে—যাহার ফলে তাঁহারা আমার প্রতি পতি-পুত্র-সখাদির ভাব পোষণ করিয়া থাকেন ; এই প্রীতির বন্ধন আছে বলিয়াই কোনও সময়েই আমা হইতে বা আমার নিত্যধাম হইতে, কি স্ব-স্ব-ভাবানুকূলভাবে আমার সেবা হইতে তাঁহারা চ্যুত হয়েন না।

নিত্য-ভগবদ্ধামে ভক্তগণ যে ভগবানের প্রতি পতি-পুত্র-প্রভু-সখাদি ভাব পোষণ করিয়া সেই সেই ভাবের অনুকূল সেবা করিয়া থাকেন, তাহাই এই শ্লোকে জানা গেল। এইরূপে এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী ৯২ পয়ারের প্রমাণ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৬২)—

পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃ-পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্‌ ॥
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥ ৭২

এইমত করে যেবা রাগানুগাভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয় প্রীতি ॥ ৯৩
প্রীত্যঙ্কুরের—‘রতি’, ‘ভাব’,—হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান্‌ ॥ ৯৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সুহৃন্নিরপেক্ষহিতকারী মিত্রং সহবিহারীতি দ্বয়োর্ভেদঃ। তথাচ তৃতীয়ে শ্রীকপিলদেববাক্যম্‌ যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টমিতি ॥ শ্রীজীব ॥ ৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৭২। অন্বয়। সদোদ্‌যুক্তাঃ (সর্ব্বদা যত্নবান্‌ হইয়া—সর্ব্বদা উদ্যমের সহিত) যে (যাঁহারা) পতি-পুত্র-সুহৃদ্‌-ভ্রাতৃ-পিতৃবৎ (পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা বা পিতার ন্যায় মনে করিয়া) মিত্রবৎ (কিম্বা মিত্রের ন্যায় মনে করিয়া) হরিং (শ্রীহরিকে) ধ্যায়ন্তি (ধ্যান করেন—চিন্তা করেন) তেভ্যঃ অপি (তাঁহাদিগকেও) নমঃ নমঃ (নমস্কার, নমস্কার)।

অনুবাদ। যাঁহারা উদ্যমের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে—পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা বা মিত্রের ন্যায় (মনে করিয়া) সর্ব্বদা চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। ৭২

সুহৃৎ ও মিত্রে প্রভেদ এই যে, নিরপেক্ষভাবে হিতকারীকে—যিনি কোনও কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া উপকার করেন, তাঁহাকে বলে সুহৃৎ ; আর যিনি সর্ব্বদা একসঙ্গে বিহারাদি করেন, তাঁহাকে বলে মিত্র।

পূর্ব্বশ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকও ৯২ পয়ারের প্রমাণ।

৯৩। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে যথাবস্থিত-দেহ ও অন্তশ্চিন্তিত-দেহ দ্বারা যিনি রাগানুগামার্গে ভজন করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি জন্মে। এস্থলে, প্রেম-অর্থেই প্রীতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রেমের অঙ্কুরাবস্থাকে রতি বা ভাব বলে। ভজনের দ্বারা অনর্থ-নিবৃত্তি হয় ; অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভজনাঙ্গে নিষ্ঠা জন্মে ; নিষ্ঠার পরে রুচি, তারপর আসক্তি এবং আসক্তির পরে ভাব জন্মে। ভাবের গাঢ় অবস্থাকে প্রেম বলে। ভাবের ও প্রেমের লক্ষণ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

৯৪। রতি, ভাব, প্রীত্যঙ্কুর ও প্রেমাঙ্কুর—এই কয়টী শব্দই একার্থবাচক। **প্রীত্যঙ্কুর**—প্রীতির অঙ্কুর : প্রেমবিকাশের সর্ব্বপ্রথম অবস্থা। **হয় দুই নাম**—রতি ও ভাব এই দুইটী প্রীত্যঙ্কুরেরই দুইটী নাম। **যাহা হৈতে**—যেই প্রীত্যঙ্কুর বা ভাব হইতে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় রাগানুগা-ভজনের ফলে সাধকের চিত্তে প্রেমাঙ্কুর (ভাব) স্ফুরিত হয় ; এই ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই প্রেম হয়। প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইলেই অভীষ্ট সেবা-লাভ একরূপ নিশ্চিত। যাঁহার প্রেম পর্য্যন্ত জন্মে, যথাবস্থিত-দেহত্যাগের পরে, তিনি—যে ব্রহ্মাণ্ডে তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা হইতেছে, সেই ব্রহ্মাণ্ডে আহিরীগোপের ঘরে ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। যোগমায়ার শক্তিতেই ইহা সম্পন্ন হইবে। তারপর সেখানে স্বীয় ভাবানুকূল নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গ-প্রভাবে, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, ভাবানুকূল রূপ-লীলাদির শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে, স্নেহ, মান ইত্যাদি প্রেম-বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে উত্থিত হইতে হইতে নিজের ভাবানুকূল স্তর পর্য্যন্ত উঠিলেই তিনি ভাব-যোগ্য সেবা লাভ করিতে পারিবেন। সাধক যদি কান্তা-ভাবের উপাসক হয়েন, তাহা হইলে প্রেম জন্মিবার পরে দেহত্যাগ হইলে, তিনি প্রকট-লীলা-স্থানে বৃষভানুপুরে আহিরী-গোপের ঘরে তনয়া হইয়া জন্মিবেন ; তারপর যথাসময়ে যাবটে তাঁহার বিবাহ হইবে। (বাস্তবিক, তাঁহার বিবাহ হইবে না ; যোগমায়ার প্রভাবে, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে বলিয়া অপরাপর সকলের একটা প্রতীতি জন্মিবে ; এই প্রতীতিবশতঃই যাবটে তাঁহার স্বামী, শাশুড়ী-

যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমসেবন।
এই ত কহিল 'অভিধেয়'-বিবরণ॥ ৯৫

অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আদি তথাকথিত কুটুম্বাদির প্রতীতিও জন্মিবে। কাজেই তিনি যথাসময়ে যাবটে আসিয়া তথাকথিত পতিগৃহে বাস করিতে থাকিবেন)। যাবটে আসিয়া বাস করার কালে, শ্রীরাধিকা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জরী আদি নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের সঙ্গের প্রভাবে এবং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ও ঐ কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণলীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে, তাঁহার প্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে। মহাভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলেই তিনি স্বীয় ভাবোচিত কৃষ্ণ-সেবা লাভ করিতে পারিবেন। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—এই প্রীত্যঙ্কুর হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবা পাওয়া যায়।

জাতপ্রেম সাধকের লীলায় প্রবেশের ক্রমসম্বন্ধে আরও একটী কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। কান্তাভাবের উপাসক-সম্বন্ধেই বলা হইতেছে, অন্যান্য ভাবের উপাসকগণের বিষয় ইহা হইতেই পাঠকগণ স্থির করিয়া লইবেন। সাধকদেহে সাধকের প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, প্রেমের পরিপাক স্নেহ-মান-প্রণয়াদি লাভ হইতে পারেনা। তথাপি পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ—জাতপ্রেম সাধকের দেহভঙ্গসময়ে, দেহভঙ্গের পূর্ব্বেই, সাধক-দেহে থাকিতে থাকিতেই সাধকের ভাবানুকূল পরিকরবৃন্দের সহিত একবার তাঁহাকে দর্শন দিয়া থাকেন—সাধক স্বপ্নেও, সাক্ষাদ্ ভাবেও, এই দর্শন পাইয়া থাকেন। তারপর, শ্রীনারদকে যেমন চিদানন্দময় দেহ দিয়াছিলেন—তদ্রূপ ঐ জাতপ্রেম সাধককেও তাঁহার অভীষ্ট গোপিকা-দেহ দিয়া থাকেন। পরে, দেহভঙ্গের পরে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাস্থানে, ঐ চিদানন্দময় দেহটীই যোগমায়া আহিরী-গোপীর গর্ভ হইতে প্রকট করেন। "রাগানুগীয়সম্যক্সাধননিরতায়োৎপন্নপ্রেম্নে ভক্তায় চিরমনোধৃতসাক্ষাৎসেবোৎকণ্ঠায় কৃপয়া ভগবতা সপরিকর-স্বদর্শনং তদভিলষণীয় প্রাপ্তানুভাবকমলব্ধস্নেহাদিপ্রেমভেদায়াপি সাধকদেহেঽপি স্বপ্নেঽপি সাক্ষাদপি সাক্ষাদ্দীয়ত এব। ততশ্চ শ্রীনারদায় ইব চিদানন্দময়ী গোপিকাকারতদ্ভাবিতা তনুশ্চ দীয়তে। ততশ্চ বৃন্দাবনীয়প্রকট-প্রকাশে কৃষ্ণ-পরিকর-প্রাদুর্ভাব-সময়ে সৈবতনুঃ যোগমায়া গোপিকাগর্ভাদুদ্ভাব্যতে। উ. নী. কৃ. ব. ৩১ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা।" প্রশ্ন হইতে পারে, জাতপ্রেম সাধক, দেহ-ভঙ্গের পরে, প্রথমে কি প্রকট-প্রকাশেই যান, নাকি অপ্রকট প্রকাশেই নীত হয়েন? এই সম্বন্ধে আনন্দচন্দ্রিকা টীকা বলেন—সাধক শ্রীবৃন্দাবনের প্রকট-প্রকাশের যোগেই লীলায় প্রবেশ করেন; অপ্রকট-প্রকাশের যোগে নহে। কারণ, সাধকের যথাবস্থিত-দেহে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে; কিন্তু স্নেহ-মান-প্রণয়াদি মহাভাবান্তদশা প্রাপ্ত না হইলে তাঁহার গোপীত্ব সিদ্ধ হয় না; সুতরাং তিনি সেবাপ্রাপ্তির উপযোগীও হইতে পারেন না। অপ্রকট প্রকাশে সাধকদিগের প্রবেশের কথা শাস্ত্রে শুনা যায় না; কেবল সিদ্ধদিগেরই সে স্থানে প্রবেশের অধিকার। আবার প্রকট-প্রকাশেই নানাবিধ কর্ম্মি প্রভৃতি প্রপঞ্চ-লোকের সাধক এবং সিদ্ধদিগের প্রবেশের কথাই শুনা যায়। সুতরাং স্নেহ-মান-প্রণয়াদি লাভের নিমিত্ত, দেহভঙ্গের পরে জাতপ্রেম-সাধককে শ্রীবৃন্দাবনের প্রকট-প্রকাশেই প্রথম সেবা-প্রাপ্তির জন্য জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। অপ্রকট প্রকাশ হইল কেবলই সিদ্ধভূমি।

বিশেষতঃ অপ্রকট-প্রকাশে কাহারও জন্ম নাই; অযোনিজত্বও নরত্বের পরিচায়ক নহে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা কিন্তু নরলীলা; নরলীলার উপযোগী দেহ না পাইলে, কেহই এই লীলার সেবা পাইতে পারে না। লক্ষ্মীই তাহার প্রমাণ। সুতরাং নরত্ব-সিদ্ধির নিমিত্ত জন্ম এবং পরকীয়াত্ব-সিদ্ধির নিমিত্ত পতি-শ্বশুর-শ্বাশুড়ী প্রভৃতির অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মাইতে হইলে আদৌ প্রকট প্রকাশেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। প্রপঞ্চাগোচরস্য বৃন্দাবনীয়স্য প্রকাশস্য সাধকানাং প্রাপঞ্চিকলোকানাঞ্চ তত্র প্রবেশাদর্শনেন সিদ্ধানামেব প্রবেশ-দর্শনেন চ জ্ঞাপিতাৎ কেবলসিদ্ধভূমি-

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়-
ভক্তিতত্ত্ববিচারো নাম দ্বাবিংশ-
পরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ত্বাং স্নেহাদয়োভাবাঃ স্বস্বসাধনৈরপি ন তূর্ণং ফলন্ত্যতো যোগমায়য়া জাতপ্রেমাণো ভক্তাস্তে প্রপঞ্চগোচরে বৃন্দাবনস্থ প্রকাশে এব শ্রীকৃষ্ণাবতার-সময়ে তৎপ্রথম প্রাপণার্থং নীয়ন্তে। তস্য সাধকানাং নানাবিধ-কর্ম্মি-প্রভৃতি-প্রাপঞ্চিক-লোকানাঞ্চ সিদ্ধানাঞ্চ তত্র প্রবেশদর্শনেন অনুমিতাং সাধকসিদ্ধভূমিত্বাৎ তত্রোৎপত্ত্যানন্তরমেব শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাৎ পূর্ব্বমেব তত্তদ্ভাবসিদ্ধ্যর্থমিতি। * * * * নরলীলস্য কৃষ্ণস্য গোপিকাভিরপি নরজাতিভিরেব ক্রীড়া প্রসিদ্ধা তচ্চ মুখ্যং নরত্বম-যোনিজত্বে সতি ন সিদ্ধ্যেদিতি॥ উ. নী. কৃ. ব. ৩১-শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা।

যে সময়ে প্রকট-বৃন্দাবনলীলায় আহিরী-গোপের ঘরে জাত-প্রেম-সাধকের জন্ম হইবে, ঠিক সেই সময় প্রকট-নবদ্বীপ-লীলাস্থানেও ব্রাহ্মণের বা অপরের গৃহে এক স্বরূপে তাঁহার জন্ম হইবে। সেস্থানেও নিত্যসিদ্ধ-পরিকরদের সঙ্গাদির ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির প্রভাবে তাঁহার ভাব পরিপুষ্টি লাভ করিবে এবং তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। শ্রীনবদ্বীপলীলা এবং শ্রীবৃন্দাবনলীলা উভয়ই যখন নিত্য, আর প্রকট লীলাও যখন নিত্য (২।২০।৩১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), তখন জাতপ্রেম সাধকের যথাবস্থিত দেহত্যাগের সময়ে কোনও না কোন ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীনবদ্বীপলীলা এবং ব্রজলীলা প্রকট থাকিবেই ; সুতরাং জাতপ্রেম-সাধককে দেহত্যাগের পরে নিত্যলীলায় প্রবেশের জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করিতেও হইবে না।

বৈধভক্তি হইতেও প্রীত্যঙ্কুর এবং প্রেম জন্মিতে পারে। কিন্তু এই প্রেমের সঙ্গে রাগানুগা হইতে উন্মেষিত প্রেমের পার্থক্য আছে। বিধিমার্গানুবর্ত্তী ভক্তগণের প্রেম শ্রীভগবানের মহিমা-জ্ঞানযুক্ত ; আর রাগানুগামার্গানুবর্ত্তী ভক্তগণের প্রেম কেবল মাধুর্য্যময়। “মহিমাজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানুসারিণাম্। রাগানুগাশ্রিতানাস্তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ॥ ভ. র. সি. ১।৪।১০ ॥” বিধিমার্গের ভজনে শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় না। “বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥ ২।৮।১৮২ ॥” বিধিমার্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করিলে বৈকুণ্ঠে সার্ষ্টি-সারূপ্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিলাভ হয়। “বিধিমার্গে-ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥ ১।২।১৫ ॥” যদি মধুরভাবে লোভ থাকে, অথচ ভজন বিধিমার্গানুসারেই করা হয়, তাহা হইলে শ্রীরাধা ও শ্রীসত্যভামার ঐক্য-হেতু, দ্বারকায় স্বকীয়াভাবে সত্যভামার পরিকররূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র মাধুর্য্যজ্ঞান লাভ হইবে। “মধুরভাবলোভিত্বে সতি বিধিমার্গেণ ভজনে দ্বারকায়াং শ্রীরাধাসত্যভাময়োরৈক্যাৎ সত্যভামাপরিকরত্বেন স্বকীয়াভাবমৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রমাধুর্য্যজ্ঞানং প্রাপ্নোতি। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা॥” আর শুদ্ধরাগমার্গের ভজন হইলে, ব্রজে পরকীয়াভাবে শ্রীরাধিকার পরিকররূপে শুদ্ধ-মাধুর্য্যজ্ঞানই লাভ হইবে। “রাগমার্গেণ ভজনে ব্রজভূমৌ শ্রীরাধাপরিকরত্বেন পরকীয়াভাবং শুদ্ধমাধুর্য্যজ্ঞানং প্রাপ্নোতি॥ রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা॥”

সাধারণতঃ, মায়াবদ্ধ জীবের ভজন বিধিমার্গেই আরম্ভ হয় ; বিধিমার্গে ভজন করিতে করিতে মহৎ-কৃপাজাত কোনও এক পরম সৌভাগ্যের উদয় হইলে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবার জন্য লোভও জন্মিতে পারে ; এই লোভ যখন জন্মিবে, তখনই সাধকের ভজন রাগানুগার রূপ ধারণ করিবে। যাঁহাদের এইরূপ লোভ জন্মে না, সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাদেরই মহিমা-জ্ঞানযুক্ত প্রেমের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

মধ্য-লীলা

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে। ১॥

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

চিরাদিতি। যো গৌরঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ স্বপ্রেমনামামৃতং স্বস্মিন্ প্রেম নাম অমৃতং যদ্বা নিজপ্রেম্না সহ নামামৃতং আপামরং অতিনীচমভিব্যাপ্য জনেভ্যো বিততার দত্তবান্ তং চৈতন্যমহং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি। কথম্ভূতং নামামৃতং চিরাৎ চিরকালং বাপ্য অদত্তং পুনঃ কিম্ভূতং নিজগুপ্তবিত্তং স্বস্য গোপনীয়ধনম্। এবমপি যতঃ দত্তবান্ অতঃ অত্যুদারঃ মহাকারুণিক ইত্যর্থঃ। ইতি শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মধ্যলীলার এই ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে প্রয়োজনতত্ত্ব বা প্রেমভক্তির কথা বলা হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। অত্যুদারঃ (পরমকরুণ) যঃ (যেই) গৌরঃ কৃষ্ণঃ (গৌররূপী শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) চিরাৎ (বহুকাল বা চিরকাল যাবৎ) অদত্তং (অদত্ত—যাহা দেওয়া হয় নাই) নিজগুপ্তবিত্তং (স্বীয় গোপনীয় ধনতুল্য) স্বপ্রেম-নামামৃতং (নিজবিষয়ক প্রেমের সহিত নামরূপ অমৃত) আপামরং (অতি নীচ পর্য্যন্ত) জনেভ্যঃ (জনসমূহকে) বিততার (বিতরণ করিয়াছেন) অহং (আমি) তং (তাঁহাকে—সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) প্রপদ্যে (আশ্রয় করি)।

অনুবাদ। যাহা বহুকাল যাবৎ বিতরিত হয় নাই—স্বীয় গোপনীয় সম্পত্তিতুল্য সেই স্বপ্রেম-নামামৃত (নিজবিষয়ক প্রেমের সহিত নামরূপ অমৃত) যিনি আপামর জনসমূহকে বিতরণ করিয়াছেন, আমি সেই পরমকরুণ গৌর-কৃষ্ণের শরণাপন্ন হই। ১

গৌরঃ কৃষ্ণঃ—গৌররূপী কৃষ্ণ, যিনি শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌর হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ। এস্থলে "গৌর-কৃষ্ণ" বলিয়া উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীরাধার আশ্রয়-জাতীয় প্রেম গ্রহণ করিয়া অতি গোপনীয় সম্পত্তির ন্যায় তাহাকে যেন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার হেম-গৌর-কান্তিদ্বারা স্বীয় শ্যামকান্তিকে আবৃত করিয়া রাখিলেও তাহাতেই (আশ্রয়জাতীয় প্রেম গ্রহণ করাতেই—সুতরাং গৌর হওয়াতেই) যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-বিতরণের যোগ্যতা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে; তাই তিনি আপামর সাধারণকেই প্রেমবিতরণ করিতে পারিয়াছিলেন; (১।৮।১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **অত্যুদারঃ**—কোনওরূপ বিচার বিতর্ক, কোনওরূপ অনুসন্ধানাদি না করিয়াই যিনি সকলকে—যে চাহে বা যে না চাহে, সকলকেই—অত্যুত্তম বস্তু দান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে উদার

এবে শুন ভক্তিফল—প্রেম ‘প্রয়োজন’।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরসজ্ঞান ॥ ২

কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে—‘প্রেম’ অভিধান ॥
কৃষ্ণভক্তিরসের এই ‘স্থায়িভাব’-নাম ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলা যায়; শ্রীমন্মহাপ্রভুতে এই গুণ পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া তিনি অত্যুদার—পরমকরুণ। তাই তিনি আপামর সাধারণকে কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারিয়াছিলেন—যে প্রেম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও অতি মূল্যবান্ সম্পত্তির তুল্য, তাহাই তিনি সকলকে অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছিলেন। **স্বপ্রেম-নামামৃতং**—স্বপ্রেম (নিজবিষয়ক প্রেম, যে প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ নিজে, সেই প্রেম, আশ্রয়জাতীয় প্রেম)—এই প্রেমের সহিত স্বীয়নামরূপ অমৃত—অমৃতের ন্যায় মধুর যে নাম, তাহা প্রভু সকলকে দিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমও দিয়াছিলেন। সেই নামপ্রেম কিরূপ? তাহা বলিতেছেন—**নিজগুপ্তবিত্তং**—শ্রীকৃষ্ণের নিজের নিকটেও গোপনীয় সম্পত্তির তুল্য; যাহা অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং যাহা অত্যন্ত প্রিয়, তাহাই লোকে খুব গোপন রাখে; যে প্রেম তিনি আপামর সাধারণকে দিলেন, তাহা তাঁহার নিজের নিকটেও অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং অত্যন্ত প্রিয় বস্তুর তুল্য ছিল (১।৮।১৮ পয়ারের টীকায় ‘প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার’ পদের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই প্রেম আবার কিরূপ ছিল? **চিরাৎ অদত্তং**—বহুকাল যাবৎ অবিতরিত; পূর্ব্বে যখন গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন একবার এই কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন; তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে; এই বহুকাল ধরিয়া এই প্রেম আর বিতরিত হয় নাই; কারণ, গৌরব্যতীত অপর কেহ এই প্রেমবিতরণে সমর্থ নহেন (১।৮।১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন, সেই আশ্রয়জাতীয় প্রেমের কথাই এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে; এই শ্লোকে গ্রন্থকার তাহারই ইঙ্গিত দিলেন এবং এই প্রেমের বর্ণনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রার্থনা করিয়াই তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইলেন।

২। প্রথমে—২।২১ পরিচ্ছেদে—সম্বন্ধ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া, ২২শ পরিচ্ছেদে অভিধেয়ভক্তির আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষণে ২৩শ পরিচ্ছেদে প্রয়োজন-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন।

ভক্তি-ফল প্রেম—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে চিত্তে যে প্রেমের উন্মেষ হয়, তাহা। **প্রেম-প্রয়োজন**—প্রেমই প্রয়োজন-তত্ত্ব। প্রয়োজন অর্থ—যাহা আমার নিতান্ত আবশ্যক; যাহা না হইলে আমার চলে না; সুতরাং যাহা আমার একান্ত অভীষ্ট, যাহা আমার কাম্যবস্তু, তাহাই প্রয়োজন। প্রেমই হইল এই প্রয়োজন; কারণ, প্রেমব্যতীত জীবের স্বরূপানুবন্ধী-কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাওয়া যায় না। ভূমিকায় “প্রয়োজনতত্ত্ব”-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ভক্তিরসজ্ঞান—ভক্তিরস-সম্বন্ধীয় জ্ঞান; বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী আদি ভাবের মিলনে স্থায়িভাব যখন অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করে, তখনই তাহা ভক্তিরস নামে খ্যাত হয়। ভূমিকায় “ভক্তিরস” প্রবন্ধ ও ২।১৯।১৫৪-৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। পূর্ব্বপরিচ্ছেদে ২।২২।৯৩-৯৪ পয়ারে বলা হইয়াছে, রাগানুগামার্গে সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে রতির উদয় হয়; সেই রতির স্বরূপ কি, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন।

রতি—ভাব, প্রেমাঙ্কুর। এই রতির গাঢ় বা ঘনীভূত অবস্থার নামই প্রেম। তাই, প্রেমের লক্ষণ বলিবার পূর্ব্বে রতি বা ভাবের লক্ষণ বলিতেছেন (পরবর্ত্তী শ্লোকে)।

স্থায়িভাব—২।১৯।১৫৪-৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। প্রেম-বস্তুটী কৃষ্ণভক্তি-রসে প্রধানরূপে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া ইহাকে কৃষ্ণভক্তি-রসের স্থায়ী ভাব বলে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১৩।১)—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য-কৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

* * * অসৌ সামান্যতো লক্ষিতা যা ভক্তিঃ সৈব নিজাংশবিশেষে ভাব উচ্যতে। স চ কিং স্বরূপ স্তত্রাহ কৃষ্ণস্য স্বরূপশক্তিরূপঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষো যঃ স এব আত্মা তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানকতয়া নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ। কিঞ্চ রুচিভিঃ প্রাপ্ত্যভিলাষ-স্বকর্তৃকানুকূল্যাভিলাষ-সৌহার্দ্দাভিলাষৈশ্চিত্তার্দ্রতাকৃদিতি। এষঃ চ বক্ষ্যমাণপ্রেম্নোঽঙ্কুররূপ এব ইত্যাহ প্রেমেতি। সূর্য্যস্তত্রাচিরাদুদয়িষ্যমাণাবস্থো গৃহ্যতে ততশ্চ তদংশুসাম্যভাগিতি প্রেম্নঃ প্রথমচ্ছবিরূপ ইত্যর্থঃ। অস্যাপ্রাকৃতত্বং শুদ্ধসত্ত্ববিশেষহ্লাদিনীসাররূপত্বঞ্চ মোক্ষসুখস্যাপি তিরস্কারকত্বাৎ শ্রীভগবতোঽপি প্রকাশকত্বাদানন্দকরত্বাচ্চ। অত্র প্রমাণস্য বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ প্রীতিসন্দর্ভো দৃশ্যঃ। তদেবং নিত্যতৎপ্রিয়জনানাং ভাবে লক্ষিতে প্রপঞ্চগত-ভক্তানামপি চিত্তবৃত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণতদ্ভক্তকৃপয়া তাদৃশী ভবতীতি তৈনৈব লক্ষিতঃ স্যাদিত্যলমিতি বিস্তরেণ। শ্রীজীব। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ২। অন্বয়। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা (শুদ্ধ-সত্ত্ববিশেষ-স্বরূপ) প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্ (প্রেমরূপ-সূর্য্যের কিরণসদৃশ), রুচিভিঃ (রুচিদ্বারা—ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষ, ভগবদানুকূল্যের অভিলাষ এবং তদীয় সৌহার্দ্দের অভিলাষ দ্বারা) চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ (চিত্তের স্নিগ্ধতা-সম্পাদক) অসৌ (ইহা—ভক্তিবিশেষ) ভাবঃ (ভাব—রতি) উচ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষ-স্বরূপ, প্রেমরূপসূর্য্যের কিরণসদৃশ এবং রুচি (অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষ, ভগবদানুকূল্যের অভিলাষ ও তদীয় সৌহার্দ্দের অভিলাষ) দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা-সম্পাদক ভক্তি-বিশেষের নাম ভাব। ২

শুদ্ধসত্ত্ব—হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদাত্মিকা চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষের নাম শুদ্ধসত্ত্ব (১।৪।৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); শুদ্ধসত্ত্বে কখনও বা হ্লাদিনীর, কখনও বা সন্ধিনীর এবং কখনও বা সম্বিতের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়; হ্লাদিনী-প্রধান-শুদ্ধসত্ত্বকে বলে গুহ্যবিদ্যা এবং ইহাই ভাব—পরে ক্রমশঃ প্রেমভক্তি-রূপে পরিণত হয়। **শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা**—শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষই (বৃত্তিবিশেষই) আত্মা (স্বরূপ) যাহার; হ্লাদিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষই ভাব বা প্রেমাঙ্কুরের স্বরূপ; ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ এই যে,—ইহা হ্লাদিনী প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষ, হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বেরই একটা বৈচিত্রী; তাহা হইলে স্বরূপতঃ ইহা চিদ্‌বস্তু হইল—শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়া। চিচ্ছক্তি যেমন নিত্যসিদ্ধ, তাহার সমস্ত বৈচিত্রীও তেমনি নিত্যসিদ্ধ; সুতরাং হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বও—যাহা অবস্থাবিশেষে ভাব নামে পরিচিত হয়, তাহাও—নিত্যসিদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের মধ্যে নিত্য বিরাজমান। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষো যঃ স এব আত্মা তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানকতয়া নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ॥ শ্রীজীব॥ (যাহা হউক, স্মরণ রাখিতে হইবে—এই শুদ্ধসত্ত্ব, প্রাকৃত-রজস্তমশূন্য কেবল সত্ত্ব নহে; ইহা প্রাকৃত মনের প্রাকৃত বৃত্তি নহে; ইহা চিচ্ছক্তির একটী বিলাস-বিশেষ। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির ফলে চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হইয়া গেলে চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হয়, শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করে, তখনই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত শুদ্ধসত্ত্ব সেই চিত্তে আবির্ভূত হইয়া ভাবরূপে পরিণত হয়। (২।২২।৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই ভাব **প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্**—প্রেমরূপ সূর্য্যের অংশুর (কিরণের) তুল্য; সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেমন সূর্য্যের কিরণ দেখা দেয়, তদ্রূপ প্রেমাবির্ভাবের পূর্ব্বেই ভাব দেখা দেয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কিরণোদয়েই যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ প্রেমাবির্ভাবের পূর্ব্বে ভাবের উদয়েই চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া যায় (পরবর্ত্তী ৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য);

এই দুই ভাবের স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন ॥ ৪

তথাহি তত্রৈব (১।৪।১)—

সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ ভাবমুক্ত্বা প্রেমাণমাহ সম্যগিতি। অত্র সান্দ্রাত্মত্বং স্বরূপলক্ষণং অন্যদ্বয়ং তটস্থলক্ষণম্ ॥ শ্রীজীব। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আবার সূর্য্য ও সূর্য্যের কিরণ যেমন স্বরূপতঃ একই জিনিস, তদ্রূপ প্রেম এবং ভাবও স্বরূপতঃ একই জিনিস—স্বরূপতঃ শুদ্ধসত্ত্ব; কিরণেরই গাঢ় অবস্থা যেমন সূর্য্য, তদ্রূপ ভাবেরই গাঢ়-অবস্থার নাম প্রেম। প্রেমের সঙ্গে সূর্য্যের এবং ভাবের সঙ্গে কিরণের উপমা দেওয়ার একটী সূচনা এই যে—কিরণের আবির্ভাব হইলেই যেমন বুঝা যায় যে, সূর্য্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই; তদ্রূপ, যে চিত্তে ভাবের উদয় হইয়াছে, সেই চিত্তে প্রেমের আবির্ভাবেরও বিলম্ব নাই। ভাবের উদয় হইলেই বুঝিতে হইবে—এই ভাব শীঘ্রই প্রেমরূপে পরিণত হইবে।

যাহা হউক, ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া—ভাব-বস্তুটী স্বরূপতঃ কি, ইহার উপাদান কি, তাহা বলিয়া—এক্ষণে তাহার তটস্থ-লক্ষণ বলিতেছেন—হৃদয়ে ভাবের উদয় হইলে তাহা কিরূপে কার্য্যে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই বলিতেছেন। **চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ**—চিত্তের মাসৃণ্য-(মসৃণতা—স্নিগ্ধতা)-সম্পাদক; ভাবের (রতির) উদয় হইলে চিত্ত মসৃণ হয়, স্নিগ্ধ হয়; কোমল হয়; এই যে স্নিগ্ধতা বা কোমলতা, তাহাই হইল ভাবের কার্য্য, কার্য্যে ভাবের অভিব্যক্তি, ভাবের তটস্থ-লক্ষণ। ভাব কিরূপে এই স্নিগ্ধতা জন্মায়? অথবা, এই স্নিগ্ধতাই বা কিসে প্রকাশ পায়? **রুচিভিঃ**—রুচিসমূহদ্বারা; চিত্তে যদি ভাবের বা কৃষ্ণরতির উদয় হয়, তাহা হইলে চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে কতকগুলি রুচি বা অভিলাষ—শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার অভিলাষ, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির আনুকূল্যবিধানের অভিলাষ, শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করার অভিলাষ জন্মে; এসমস্ত অভিলাষের ফলে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে চিত্ত অত্যন্ত স্নিগ্ধ—কোমল হইয়া পড়ে এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে চিত্ত কোমল হইলেই এসমস্ত অভিলাষ তীব্রতা ধারণ করে।

ভগবৎ-প্রাপ্তির ও তদীয় আনুকূল্যাদির অভিলাষদ্বারা বুঝা যায়, জাতরতি-ভক্তের শ্রীভগবানে মমতা-বুদ্ধি জন্মে; অর্থাৎ "ভগবান্ আমারই"—এই জ্ঞানটুকু জন্মে; এবং সৌহার্দ্দাদির অভিলাষদ্বারা বুঝা যায়—শ্রীভগবানে তাঁহার ঈশ্বর-বুদ্ধির অভাব হইয়াছে। রতি যতই গাঢ় হইবে, ততই মমত্ব-বুদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, এবং ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধি ও গৌরব-বুদ্ধি তিরোহিত হইবে।

৪। **এই দুই**—পূর্ব্বে শ্লোকে উক্ত দুইটী লক্ষণ; শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা এবং চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ—এই দুইটী লক্ষণ। **ভাবের**—রতির। **স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ**—স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ (২।১৮।১১৬ এবং ২।২০।২৯৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা—ইহা হইল ভাবের বা রতির স্বরূপ-লক্ষণ এবং চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ—ইহা হইল রতির তটস্থ-লক্ষণ (পূর্ব্বশ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রেমের লক্ষণ—পরবর্ত্তী "সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তঃ" ইত্যাদি শ্লোকে এবং "অনন্য মমতা বিষ্ণৌ" ইত্যাদি শ্লোকে প্রেমের লক্ষণ বলিতেছেন। ঘনীভূত ভাব বা রতিকেই প্রেম বলে; "ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।" স্বরূপ-লক্ষণে ভাব ও প্রেম একই; উভয়েই শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা। দুগ্ধ ও ক্ষীর (অর্থাৎ ঘনীভূত দুগ্ধ) যেমন স্বরূপতঃ একই, সেইরূপ ভাব ও প্রেম স্বরূপতঃ একই বস্তু। তটস্থ-লক্ষণ—ভাবে যেরূপ চিত্তের মসৃণতা বা স্নিগ্ধতা জন্মে, প্রেমে তদপেক্ষা অনেক বেশী জন্মে; প্রেমে চিত্ত সম্যক্‌রূপে স্নিগ্ধ হয়, আর ইষ্ট-বস্তুতে মমতাও অত্যন্ত বেশী জন্মে (মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ)।

শ্লো। ৩ অন্বয়। সঃ (সেই) ভাবঃ এব (ভাবই) সান্দ্রাত্মা (ঘনীভূত—গাঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়া) সম্যক্

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৪।২)
হরিভক্তিবিলাসে
(১১।৩৮২) নারদপঞ্চরাত্রবচনম্—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অত্র স্বমতমুদাহরণমেবম্ভূত ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ প্রকারমেব জ্ঞেয়ম্। মতান্তরমপি যোজনান্তরেণ সঙ্গময়িতুমাহ যথেতি। ভক্তিরত্র ভাবঃ ॥ শ্রীজীব । ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(সম্যক্‌রূপে) মসৃণিতস্বান্তঃ (চিত্তকে আর্দ্র-করিলে) মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ (এবং শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত মমতাযুক্ত হইলে) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণকর্তৃক) প্রেমা (প্রেম) নিগদ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। এই ভাব অত্যন্ত গাঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়া যখন সম্যক্‌রূপে চিত্তের আর্দ্রতা সম্পাদন করে এবং শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমত্ববুদ্ধি জন্মায়, তখন তাহাকে প্রেম বলে। ৩

এই শ্লোকেও প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণ বলা হইয়াছে। স্বরূপ-লক্ষণে প্রেম হইল—সান্দ্রত্বপ্রাপ্ত (অর্থাৎ গাঢ়তাপ্রাপ্ত) ভাব ; সুতরাং প্রেম ও ভাবের উপাদান একই—হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব ; পার্থক্য এই যে—ভাবে শুদ্ধসত্ত্বের যেরূপ গাঢ়তা, প্রেমে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। আর প্রেমের তটস্থ-লক্ষণ এই যে—ইহা "সম্যক্ মসৃণিতস্বান্তঃ" এবং "মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।" প্রেম সম্যক্‌রূপে চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে—প্রেমে চিত্ত সম্যক্‌রূপে স্নিগ্ধ হইয়া যায় এবং প্রেমে শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভাবেও চিত্ত স্নিগ্ধ হয়—প্রেমে তদপেক্ষা অনেক বেশী, সম্যক্ স্নিগ্ধতা ; ভাবেও মমত্ববুদ্ধি আছে—প্রেমে তদপেক্ষা অনেক বেশী ; সুতরাং কৃষ্ণপ্রাপ্তির অভিলাষ, তদীয় আনুকূল্যের অভিলাষ এবং সৌহার্দ্দাদির অভিলাষও ভাব অপেক্ষা প্রেমে অনেক বেশী ; ভাব ও প্রেমের তটস্থ লক্ষণও প্রায় একজাতীয়—প্রেমে এই তটস্থ-লক্ষণও বিশেষ সান্দ্রত্ব লাভ করিয়াছে, এই মাত্র বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

মসৃণিতস্বান্তঃ—মসৃণিত (আর্দ্রীভূত) হইয়াছে স্বান্ত (চিত্ত) যদ্দ্বারা, সেই ভাব। **মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ**—মমত্বের অতিশয় (আধিক্য) দ্বারা অঙ্কিত (চিহ্নিত) হইয়াছে যাহা সেই ভাব। **সান্দ্রাত্মা**—সান্দ্র (গাঢ় নিবিড়রূপে গাঢ়) হইয়াছে আত্মা (স্বরূপ) যাহার, সেই ভাব।

শ্লো। ৪। অন্বয়। বিষ্ণৌ (শ্রীকৃষ্ণে) প্রেমসঙ্গতা (প্রেমরসব্যাপ্তা) মমতা (মমত্ববুদ্ধি) অনন্যমমতা (অন্য-বিষয়ক-মমত্ববর্জ্জিত হইলে) ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ (ভীষ্ম-প্রহ্লাদ-উদ্ধব-নারদকর্তৃক) ভক্তিঃ (প্রেমভক্তি) ইতি উচ্যতে (এইরূপ কথিত হয়)।

অনুবাদ। ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, নারদ এবং উদ্ধব—শ্রীকৃষ্ণে সেই মমতাকেই প্রেমভক্তি বলেন—যে মমতা অন্য বিষয়ে মমত্বশূন্য এবং যে মমতা প্রেম-রসে পরিপ্লুত। ৪।

অনন্যমমতা—শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্যবিষয়ে, দেহ-গেহ-বিত্তাদিতে, মমত্ববুদ্ধিশূন্য ; শ্রীকৃষ্ণে এতাদৃশী যে **মমতা**—মমত্ববুদ্ধি, "শ্রীকৃষ্ণ আমারই"-এইরূপ যে জ্ঞান, তাহা যদি **প্রেমসঙ্গতা**—প্রেমরসব্যাপ্তা, প্রেমরসদ্বারা পরিপ্লুত হয়—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার বাসনাই যদি তাহাতে প্রাধান্য লাভ করে, তাহা হইলে সেই মমতাকেই **ভক্তিঃ**—প্রেমভক্তি বলা যায়।

"সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের পরেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে "অনন্যমমতা বিষ্ণৌ"—ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—"সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তঃ-ইত্যাদি শ্লোকোক্ত কথাই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুকার-শ্রীরূপগোস্বামীর নিজের মত ; এ সম্বন্ধে অন্যমতও যে আছে, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই অনন্যমমতা-ইত্যাদি

কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয় ॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে প্রেমের তটস্থ লক্ষণমাত্রই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণে "প্রেমসঙ্গতা মমতা"। সম্যঙ্‌মসৃণিত-ইত্যাদি শ্লোকে যে "মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ"-রূপ তটস্থ-লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে—আর "প্রেমসঙ্গতা"তে মূলতঃ পার্থক্য কিছুই নাই; সুতরাং ইহা অন্য একজনের মত হইলেও ভিন্নমত নহে; শ্রীরূপগোস্বামী বোধ হয় স্বীয় মতের পরিপোষক বলিয়াই "অনন্যমমতা"-ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৫। এই পয়ারে ও পরবর্ত্তী চারি পয়ারে সাধকের প্রথম অবস্থা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থার বিকাশের ক্রম বলিতেছেন।

কোন ভাগ্যে—প্রাথমিক-সৎসঙ্গরূপ বা মহৎ-কৃপারূপ ভাগ্য। এস্থলে "ভাগ্য"টী হইল শ্রদ্ধার হেতু। "যদৃচ্ছয়ামৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যো জনঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১১।২০৮ শ্লোকের টীকায় "যদৃচ্ছয়া"-শব্দের অর্থে শ্রীজীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-তৎকৃপাজাত-পরমমঙ্গলোদয়েন—পরম-স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গদ্বারা সেই ভক্তের কৃপায় যাঁহার কোনও সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, ইত্যাদি।" সাধনের ফলে যাঁহাদের কৃষ্ণরতি জন্মিতে পারে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।৩।৫ শ্লোকে তাঁহাদিগকে "অতিধন্য" বলা হইয়াছে; এই "অতিধন্য"-শব্দের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"অতিধন্যানাং প্রাথমিক-মহৎসঙ্গজাত-মহাভাগ্যানাং—প্রথমেই মহৎ-সঙ্গজাত মহাভাগ্যের উদয় যাঁহাদের হইয়াছে।' সাধনভক্তির অধিকারিবর্ণনে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাত-শ্রদ্ধোঽস্যসেবনে—অতি ভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবায় যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। ১।২।৭॥" এস্থলেও টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"অতিভাগ্যেন মহৎ-সঙ্গাদিজাত-সংস্কারবিশেষেণ—মহৎ-সঙ্গাদিজাত সংস্কারবিশেষকেই এস্থলে ভাগ্য বলা হইয়াছে।" এসকল প্রমাণবচন হইতে জানা যায়—শ্রদ্ধার হেতুভূত যে ভাগ্য তাহা হইল—প্রাথমিক সৎ-সঙ্গরূপ বা মহৎ-কৃপারূপ ভাগ্য। (২।১৯।১৩৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **শ্রদ্ধা**—শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাস। (২।২২।৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রাথমিক সাধুসঙ্গরূপ বা মহৎ-কৃপারূপ সৌভাগ্যবশতঃ যদি কোনও জীবের ভগবৎ-কথাদিতে বা শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা (দৃঢ়বিশ্বাস) জন্মে, তাহা হইলে সেই জীব তখন (দ্বিতীয়বার) সাধুসঙ্গ করে। সাধুসঙ্গে সাধুদিগের মুখে ভগবৎ-লীলা-কথাদি শুনিতে পায় এবং তাঁহাদের সঙ্গে সময় সময় নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনও করিয়া থাকে। সাধুদিগের আচরণাদি দেখিয়া ভজন করিতে ইচ্ছা হয় এবং ভজন করিয়াও থাকে। এইরূপে ঐকান্তিকতার সহিত সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই জীবের চিত্ত হইতে দুর্ব্বাসনাদি (অনর্থ) দূরীভূত হয়। দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইলে ভক্তি-অঙ্গে তাহার বেশ নিষ্ঠা জন্মে। নিষ্ঠার সহিত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রুচি জন্মে (অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে আনন্দ পায়); এইরূপে রুচির সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভক্তি-অঙ্গে আসক্তি জন্মে, অর্থাৎ রুচি গাঢ় হয় এবং তখন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে এমন আনন্দ পায় যে, তাহা আর ছাড়িতে পারে না। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে এই আসক্তি গাঢ় হইলেই শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মে। এই রতি গাঢ় হইলেই প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

ভক্তিবিকাশের ক্রমসম্পর্কে একটী কথা বিবেচ্য। বলা হইয়াছে, অনর্থনিবৃত্তি হইয়া গেলে তাহার পরে রুচি, আসক্তি ও রতির উদয় হয়। রতি হইল হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষ। আর অনর্থ হইল মায়ার ক্রিয়া। সুতরাং মায়ার নিবৃত্তি হইয়া গেলেই রতির বা হ্লাদিনীর বা শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়া থাকে—ইহাই জানা গেল। "ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং" ইত্যাদি ভ. র. সি. ২।১।৪-শ্লোক হইতেও ঐ একই কথা জানা যায়। সমস্ত দোষ সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইলে—দোষ-সমূহ মায়ারই কার্য্য বলিয়া, মায়া সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইলেই—চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করে। শ্রীভা. ১১।২৫।২৩ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"ভক্তেরপি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গুণসঙ্গনির্ধূননান্তরং চানুবৃত্তিঃ শ্রূয়তে।—মায়ার গুণসঙ্গ সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইলেই ভক্তির উদয় হয়।” মায়ার তিনটী গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। যখন রজঃ ও তমঃ প্রাধান্য লাভ করে, তখন মায়াকে বলে অবিদ্যা ; আর, রজঃ ও তমঃ নিবৃত্ত হইয়া গেলে একমাত্র সত্ত্বই যখন অবশিষ্ট থাকে, তখন মায়াকে বলে বিদ্যা। গীতা ১৮।৫৫-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ”-ইত্যাদি শ্রীভা. ১১।১৪।২১ শ্লোকের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—“তয়া ভক্ত্যৈব তদনন্তরং বিদ্যোপরমাদুত্তরকালে মাং জ্ঞাত্বা মাং বিশতি।” ইহা হইতেও বুঝা যায়—বিদ্যার নিবৃত্তির পরেই ভক্তিদ্বারা ভগবান্‌কে জানিতে পারা যায়। জানা যায় মনের বৃত্তিবিশেষদ্বারা ; কিন্তু প্রাকৃত মনের বৃত্তিদ্বারা অপ্রাকৃত ভগবানকে জানা যায় না ; মন বা চিত্ত যদি শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে, তাহা হইলে ভগবান্‌কে জানিতে পারে। সুতরাং বিদ্যার নিবৃত্তির পরেই যখন ভগবান্‌কে জানিবার যোগ্যতা জন্মে, তখন বুঝিতে হইবে—অবিদ্যা-নিবৃত্তির পরে তো বটেই, বিদ্যারও নিবৃত্তির পরেই—চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করে, তৎপূর্ব্বে নহে।

যাহাহউক, উল্লিখিত শ্রীজীবগোস্বামী-প্রভৃতির বাক্য হইতে জানা যায়—অবিদ্যা এবং বিদ্যার সম্যক্ নিবৃত্তি না হইলে ভক্তির উদয় হইতে পারে না। কিন্তু অন্যরূপ উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। “বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ”-ইত্যাদি (শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৯)-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—“অত্রতু হৃদ্‌রোগাপহানাৎ পূর্ব্বমেব পরমভক্তি-প্রাপ্তিঃ।—হৃদ্‌রোগ দূরীভূত হওয়ার পূর্ব্বেই পরাভক্তি লাভ হয়।” হৃদ্‌রোগ হইল মায়ার কার্য্য ; সুতরাং এস্থলে মায়ানিবৃত্তির পূর্ব্বেই ভক্তিলাভের কথা জানা যায়। আবার কর্ম্মমার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ প্রভৃতিতেও আনুষঙ্গিকভাবে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের উপদেশ দেখা যায় ; কারণ, ভক্তির কৃপাব্যতীত কর্ম্ম-যোগাদি স্বস্বফল দান করিতে পারে না। এইরূপে কর্ম্মমার্গাদিতে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলেও হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষের—কলারূপা ভক্তির—বিদ্যাতে বা কর্ম্মযোগে প্রবেশের কথাও দেখা যায়। “হ্লাদিনী-শক্তিবৃত্তের্ভক্তেরেব কলা কাচিদ্‌বিদ্যাসাফল্যার্থং বিদ্যায়াং প্রবিষ্টা কর্ম্মসাফল্যার্থঃ কর্ম্মযোগেঽপি প্রবিশতি, তয়া বিনা কর্ম্মজ্ঞানযোগাদীনাং শ্রমমাত্রত্বোক্তেঃ। গী. ১৮।৫৫-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।” আবার “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা”-ইত্যাদি গীতা ১৮।৫৪-শ্লোকের টীকায়ও চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—“জ্ঞানে শান্তেঽপি অনশ্বরাং জ্ঞানান্তর্ভূতাং মদ্‌ভক্তিং শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপাং লভতে। তস্যা মৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন মায়াশক্তি-ভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যয়ো রূপগমেঽপি অনপগমাৎ।” ইহা হইতেও জানা যায়—জ্ঞানমার্গের সাধকের চিত্তে—জ্ঞানের আনুষঙ্গিক ভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানের ফলে—বিদ্যা এবং অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকাসত্ত্বেও—ভক্তির উদয় হয়। অথচ পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যাদি হইতে জানা যায়—বিদ্যা এবং অবিদ্যার নিবৃত্তি না হইলে ভক্তির উদয় হইতে পারে না।

এসমস্ত পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান বোধ হয় এইরূপ :—মায়া তিরোহিত হওয়ার পূর্ব্বেও হ্লাদিনী-শক্তির (অর্থাৎ হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের) বৃত্তিরূপা ভক্তি—সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে চিত্তে উদিত হইতে পারে বটে ; কিন্তু মায়ারঞ্জিত চিত্তের সহিত তাহার স্পর্শ হইতে পারে না। স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবান্ যেমন অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়েই অবস্থান করেন, অথচ মায়ারঞ্জিত হৃদয়ের সহিত তাঁহার সংস্পর্শ হয় না ; তদ্রূপ, হ্লাদিনীর বৃত্তিরূপা ভক্তিও স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে মায়ারঞ্জিত চিত্তকে স্পর্শ না করিয়া জীবের চিত্তে অবস্থান করিতে পারে। উপলব্ধি চিত্তের কার্য্য বলিয়া এবং প্রাকৃত চিত্ত কোনও অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া ভক্তির স্পর্শহীন প্রাকৃত চিত্ত তখনও ঐ ভক্তির উপলব্ধি লাভ করিতে পারে না। “পূর্ব্বং জ্ঞানবৈরাগ্যাদিষু মোক্ষসিদ্ধ্যর্থং কলয়া বর্ত্তমানয়া অপি সর্ব্বভূতেষু অন্তর্য্যামিন ইব তস্যাঃ (ভক্তেঃ) স্পষ্টোপলব্ধি র্নাসীদিতিভাবঃ। গীতা ১৮।৫৪ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।” নিষ্ঠার সহিত ভক্তিমার্গের সাধনেই মায়াকে সম্যক্‌রূপে নির্জ্জিত করা যায়, শ্রীভা. ১১।২৫।৩২ শ্লোকের উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। “এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনঃ। যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্‌ভাবায় প্রপদ্যতে॥” মায়া-পরাজয়ের ক্রমসম্বন্ধেও শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—“রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ—সত্ত্ব-সংসেবাদ্বারা রজঃ ও তমঃকে নির্জ্জিত করিতে

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন। সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন॥ ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হয়।" সাত্বিক ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভক্তিরাণী কৃপা করিয়া সত্ত্বময়ী বিদ্যাকে রজস্তমোময়ী অবিদ্যার নিরসনোপযোগিনী শক্তি প্রদান করেন: "ভক্তেরেব কলা কাচিদ্বিদ্যাসাফল্যার্থং বিদ্যায়াং প্রবিষ্টা"—গীতা ১৮।৫৫ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদের এই উক্তি হইতে তাহাই বুঝা যায়। এইরূপে শক্তিমতী বিদ্যা রজস্তমোরূপা অবিদ্যাকে সম্যক্‌রূপে পরাজিত করিয়া নিজেই একাকিনী চিত্তমধ্যে বিরাজিত থাকে। তখন আবার একমাত্র ভক্তির সাহায্যে—ভক্ত্যুত্থ বিতৃষ্ণার সাহায্যেই—এই সত্ত্বরূপা বিদ্যাকেও পরাজিত করিতে হয়। "সত্ত্বঞ্চাভিজয়েদ্ যুক্তো নৈরপেক্ষেণ শান্তধীঃ। শ্রীভা. ১১।২৫।৩৫॥ (নৈরপেক্ষেণ—ভক্ত্যুত্থবৈতৃষ্ণ্যেন। চক্রবর্ত্তী)॥" সত্ত্ব স্বচ্ছ; ইহাতে অন্যবস্তু প্রতিফলিত হইতে পারে। সত্ত্বে প্রকাশক-গুণ আছে; ইহা অন্যবস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে। শান্তত্বগুণও আছে; তাই ইহা জ্ঞানের হেতু। এজন্য রজঃ ও তমঃকে পরাজিত করিয়া একমাত্র সত্ত্ব যখন হৃদয়ে বিরাজিত থাকে, তখন সাধক সুখ, ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদিদ্বারা সংযুক্ত হয়। "যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্। তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্॥ শ্রীভা. ১১।২৫।১৩॥" ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে—অবিদ্যার তিরোধানে একমাত্র বিদ্যাদ্বারাই চিত্ত যখন আবৃত থাকে, তখন বিদ্যার (বা সত্ত্বের) স্বচ্ছতাবশতঃ তাহাতে শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিফলিত হয় এবং তাহার (সত্ত্বের) প্রকাশত্ববশতঃ প্রতিফলিত-শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে প্রকাশিত হয় এবং তাহারই ফলে কিঞ্চিৎ সুখ এবং জ্ঞানও প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই শুদ্ধসত্ত্ব তাহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে বিদ্যাবৃত চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া সেই চিত্ত হইতে বিদ্যাকেও দূরীভূত করে। এইরূপে, অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়ে দূরীভূত হইলে চিত্ত সম্যক্‌রূপে মায়ানির্ম্মুক্ত—ভক্তিনির্ধৃতদোষ হইয়া শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা—অর্থাৎ স্পর্শযোগ্যতা লাভ করিয়া থাকে; তখন তাহাতে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়—অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তি তখন তাহাকে স্পর্শ করে। (সম্ভবতঃ এজন্যই শ্রীজীবগোস্বামীও শ্রীভা. ১।৩।৩৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় সত্ত্বময়ী বিদ্যাকে স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা বিদ্যার—অর্থাৎ ভক্তির বা শুদ্ধসত্ত্বের—আবির্ভাবের দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন। "বিদ্যা তদ্রূপা যা মায়া স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূত-বিদ্যাবির্ভাবদ্বারলক্ষণা সত্ত্বময়ী মায়াবৃত্তিঃ ইত্যাদি।") যাহা হউক, এইরূপে শুদ্ধসত্ত্বের স্পর্শলাভ করিয়া চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। তখন চিত্তের প্রাকৃতত্ব ঘুচিয়া যায়, তাহা তখন অপ্রাকৃত হয়। এইরূপে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত—সুতরাং অপ্রাকৃতত্বপ্রাপ্ত—চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের বা ভক্তির উপলব্ধিলাভেও সমর্থ হয় এবং এইরূপ চিত্তেই শুদ্ধসত্ত্ব রতি-আদিরূপে পরিণত হয়।

উল্লিখিত আলোচনার সারমর্ম্ম এই যে—সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রথমতঃ রজস্তমোময়ী অবিদ্যা তিরোহিত হয়; তখন চিত্ত কেবল সত্ত্বময়ী বিদ্যাদ্বারা অধিকৃত থাকে; এই সত্ত্বে চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিফলিত হইয়া ক্রমশঃ বিদ্যাকেও দূরীভূত করে। তখন চিত্ত হইতে মায়া সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়া চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা (অর্থাৎ স্পর্শযোগ্যতা) লাভ করে; শুদ্ধসত্ত্বের স্পর্শে—অগ্নির স্পর্শে লৌহের ন্যায়—চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়; শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত চিত্তেই শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া রতিরূপে পরিণত হয়।

৬। **শ্রবণ-কীর্ত্তন**—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান। **সাধনভক্ত্যে**—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে। **সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন**—সর্ব্ব অনর্থের নিবর্ত্তন; যত রকম অনর্থ আছে, সমস্ত দূরীভূত হয়। **অনর্থ**—যাহা অর্থ (অর্থাৎ পরমার্থ) নহে, তাহাই অনর্থ; ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাদি দুর্ব্বাসনা; কৃষ্ণ-কামনা ও কৃষ্ণ-ভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনা। মাধুর্য্য-কাদম্বিনীর মতে অনর্থ চারি প্রকারের:—দুষ্কৃত-জাত, সুকৃত-জাত, অপরাধ-জাত, ভক্তি-জাত। দুরভিনিবেশ, দ্বেষ, রাগ প্রভৃতিকে দুষ্কৃতজাত অনর্থ বলে। ভোগাভিনিবেশ প্রভৃতি বিবিধ অনর্থের

অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥ ৭

রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নামই সুকৃতজাত অনর্থ। নানাপরাধ সমূহই (সেবাপরাধ নহে) অপরাধজাত অনর্থ। আর ভক্তির সহায়তায় (অর্থাৎ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করিয়া) ধনাদিলাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রাপ্তির আশাই ভক্তিজাত অনর্থ। ভক্তিরূপ মূল-শাখাতে ইহা উপশাখার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মূল-শাখা (ভক্তিকে) বিনষ্ট করিয়া দেয়।

উক্ত চতুর্ব্বিধ অনর্থের নিবৃত্তি আবার পাঁচ রকমের—একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। অল্পপরিমাণে আংশিকী অনর্থনিবৃত্তিকে একদেশবর্ত্তিনী নিবৃত্তি বলে। বহুপরিমাণে আংশিকী নিবৃত্তিকে বহুদেশবর্ত্তিনী বলে। যখন প্রায় সমস্ত অনর্থেরই নিবৃত্তি হইয়াছে, অল্পমাত্র বাকী আছে, তখন তাহাকে প্রায়িকী নিবৃত্তি বলে। যখন সম্পূর্ণরূপে অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া যায়, তখন তাহাকে পূর্ণা নিবৃত্তি বলে। পূর্ণা নিবৃত্তিতে সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইয়া থাকিলেও আবার অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা থাকে। ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর, পূর্ব্ব বিভাগের তৃতীয় লহরীর ২৪।২৫ শ্লোকে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে, জাতরতি ভক্তের রতিও লুপ্ত হয়, অথবা হীনতা প্রাপ্ত হয়, এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুতে গাঢ়-আসক্তি জন্মিলে রতি ক্রমশঃ রত্যাভাসে, অথবা অহংগ্রহোপাসনায় পরিণত হয়। (ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ। আভাসতাঞ্চ শনৈঃ ন্যূনজাতীয়তামপি। গাঢ়াসঙ্গাৎ সদায়াতি মুমুক্ষৌ সুপ্রতিষ্ঠিতে। আভাসতামসৌ কিম্বা ভজনীয়েশভাবতাম্)। সুতরাং দেখা যায়, জাতরতি-ভক্তেরও বৈষ্ণবাপরাধাদির সম্ভাবনা আছে। যেরূপ অনর্থ-নিবৃত্তিতে পুনরায় অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নিরাকৃত হইয়া যায়, তাহাকে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি বলে।

অপরাধজাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি—ভজন-ক্রিয়ার পরে একদেশবর্ত্তিনী, রতির উৎপত্তিতে প্রায়িকী, প্রেমের আবির্ভাবে পূর্ণা এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরণ লাভে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। দুষ্কৃতজাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি—ভজনক্রিয়ার পরে প্রায়িকী, নিষ্ঠার পরে পূর্ণা, এবং আসক্তির পর আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। ভক্তিজাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি ভজনক্রিয়ার পরে একদেশবর্ত্তিনী, নিষ্ঠার পরে পূর্ণা এবং রুচির পরে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে।

৭। **ভক্ত্যে নিষ্ঠা**—ভক্তি-অঙ্গে নিষ্ঠা; ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে মনের ঐকান্তিকী-স্থিতি বা সতত বিক্ষেপহীন ভাবে স্থিতি।

শ্রবণাদ্যে রুচি—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে রুচি (অর্থাৎ অভিলাষ এবং অভিলাষের পূরণে একটু আনন্দানুভব)। যখন ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে বেশ ইচ্ছা হয় এবং একটু আনন্দও পাওয়া যায়, তখনই বুঝিতে হইবে ভক্তিতে রুচি জন্মিয়াছে।

৮। **ভক্ত্যে আসক্তি প্রচুর**—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে আপনা-আপনিই অভিলাষ জন্মে এবং অনুষ্ঠানে এত বেশী আনন্দ পায় যে, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া আর থাকিতে পারে না; এইরূপ অবস্থা যখন হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, ভক্তিতে আসক্তি জন্মিয়াছে।

রুচি ও আসক্তিতে পার্থক্য এই যে, রুচিতে ভজনের জন্য যে অভিলাষ, তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক এবং আসক্তিতে যে অভিলাষ, তাহা স্বাভাবিক। বিচার-বুদ্ধিদ্বারা ভজনে অভিলাষ জন্মাইতে বা বজায় রাখিতে হইলে বুঝিতে হইবে, তখনও আসক্তি জন্মে নাই, তখনও রুচি; আর আপনা-আপনিই যদি ভজনে অভিলাষ জন্মে, তখন বুঝিতে হইবে আসক্তি জন্মিয়াছে।

ভজনের প্রথমাবস্থায়ও বিচারবুদ্ধিপূর্ব্বকই ভজনের অভিলাষ জন্মাইতে বা বজায় রাখিতে হয়; কিন্তু তখন ভজনে সাধারণতঃ আনন্দ পাওয়া যায় না; পাওয়া গেলেও তাহা সাময়িক; কিন্তু রুচিতে ভজনের অনুষ্ঠানমাত্রই

সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন—সর্ব্বানন্দধাম ॥ ৯

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৪।১১)—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ ৫
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তত্র বহুম্বপি ক্রমেষু সৎসু প্রায়িকমেকং ক্রমমাহ আদাবিতিদ্বয়েন। আদৌ প্রথমসাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থবিশ্বাসঃ। ততঃ প্রথমান্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গো ভজনরীতিশিক্ষানিবন্ধনঃ। নিষ্ঠা তত্রাবিক্ষেপণ-সাতত্যম্। রুচিরভিলাষঃ কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বিকেয়ম্। আসক্তিস্তু স্বারসিকী ॥ শ্রীজীব ॥ ৫-৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আনন্দ পাওয়া যায়; আসক্তিতে এই আনন্দের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী এবং তখনকার আনন্দ চিত্তাকর্ষক; তাই ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না।

প্রীত্যঙ্কুর—প্রীতির অঙ্কুর; রতি; ভাব। স্বীয়ভাবোচিত সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছার নাম প্রীতি।

ভজনাঙ্গে আসক্তি জন্মিলেই চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করে, চিত্ত বিশুদ্ধ হয়; তখন সেই চিত্তে শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া রতিনামে অভিহিত হয়।

৯। ভাব বা রতি ঘনীভূত হইয়া—গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া—প্রেমনামে অভিহিত হয়। এই প্রেমই প্রয়োজনতত্ত্ব—জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করিবার পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক বস্তু। **সর্ব্বানন্দধাম**—এই প্রেমই সমস্ত আনন্দের নিকেতন; বিবিধ আনন্দ-বৈচিত্রীর আধার; কারণ, একমাত্র প্রেমের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ-মাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে।

প্রেমবিকাশের ক্রমসম্বন্ধে উল্লিখিত পয়ারসমূহের প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫-৬। অন্বয়। আদৌ (প্রথমে) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা—শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস), ততঃ (তাহার পরে) সাধুসঙ্গঃ (সাধুসঙ্গ), অথ (সাধুসঙ্গের পরে) ভজনক্রিয়া (ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান), ততঃ (ভজনানুষ্ঠানের ফলে) অনর্থনিবৃত্তিঃ (অনর্থনিবৃত্তি—সর্ব্ববিধ বিঘ্নের বিনাশ) স্যাৎ (হয়), ততঃ (অনর্থনিবৃত্তি হইয়া গেলে) নিষ্ঠা (ভজনানুষ্ঠানে নিষ্ঠা—ঐকান্তিকীস্থিতি), ততঃ (নিষ্ঠার পরে) রুচিঃ (ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে অভিলাষ), অথ (রুচির পরে) আসক্তিঃ (আসক্তি—ভজনের নিমিত্ত স্বাভাবিক অভিলাষ), ততঃ (আসক্তির পরে) ভাবঃ (ভাব—কৃষ্ণরতি), ততঃ (রতি হইতেই) প্রেমা (প্রেম) অভ্যুদঞ্চতি (উদিত হয়)। প্রেম্ণঃ (প্রেমের) প্রাদুর্ভাবে (প্রাদুর্ভাব—উদয়বিষয়ে) সাধকানাং (সাধকদিগের) অয়ং (ইহাই অথবা এইরূপই) ক্রমঃ (ক্রমঃ—প্রণালী) ভবেৎ (হয়)।

অনুবাদ। প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধু-সঙ্গ, তারপর ভজন-ক্রিয়া (ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান), তারপর অনর্থ-নিবৃত্তি, তারপর (ভজনাঙ্গে) নিষ্ঠা, তারপর ভজনাঙ্গে রুচি, তারপর (ভজনাঙ্গে) আসক্তি, তারপর ভাব এবং তারপর প্রেমের উদয় হয়। সাধকদিগের প্রেমাবির্ভাবে ইহাই ক্রম। ৫।৬।

৫-৯ পয়ারের টীকায় এই শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই দুই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব বলিয়াছেন—প্রেমবিকাশের অনেক রকম ক্রম আছে; তাহাদের মধ্যে যাহা প্রায় অনেকের বেলাতেই দেখা যায়, তাহাই এই দুই শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

আদৌ শ্রদ্ধা—আদিতে—প্রথমে—শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা যে প্রথমে আপনা-আপনিই জন্মে তাহা নহে, প্রাথমিক সৎসঙ্গ বা মহৎ-কৃপা হইতেই শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। ইহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভা. ৩।২৫।২৪)—
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৭ ॥

যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন—সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ১০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১১)—
ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥ ৮
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ ৯

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত-ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তত্র মুখ্যানি লিঙ্গান্যাহ ক্ষান্তিরিতি ॥ শ্রীজীব ॥ ৮-৯ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সাধুসঙ্গ হইতেই যে শ্রদ্ধা জন্মে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

১০। **ভাবাঙ্কুর**—ভাব-নামক অঙ্কুর (প্রেমাঙ্কুর); অথবা ভাবের (প্রেমের) অঙ্কুর; প্রেমাঙ্কুর। **এই ভাবাঙ্কুর**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ম পয়ারে কথিত ভাব-নামক প্রেমাঙ্কুর। **এতেক চিহ্ন**—এই সকল (নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত) চিহ্ন বা লক্ষণ।

যাঁহার চিত্তে প্রেমাঙ্কুর বা রতি জন্মিয়াছে, তাঁহাকে জাত-রতি ভক্ত বলে। জাত-রতি-ভক্তের কয়েকটী লক্ষণের কথা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে। লক্ষণ কয়টী এই—ক্ষান্তি, অব্যর্থ-কালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সর্ব্বদা রুচি, ভগবদ্-গুণাখ্যানে আসক্তি, ভগবদ্-বসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি। পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে এই লক্ষণগুলির তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ৮-৯। অন্বয়। ক্ষান্তিঃ (ক্ষোভশূন্যতা), অব্যর্থকালত্বং (অব্যর্থকালতা), বিরক্তিঃ (বিরাগ), মানশূন্যতা (মানশূন্যতা), আশাবন্ধঃ (আশাবন্ধ), সমুৎকণ্ঠা (সমুৎকণ্ঠা), নামগানে সদারুচিঃ (সর্ব্বদা নামকীর্ত্তনে রুচি), তদ্‌গুণাখ্যানে (ভগবদ্‌গুনবর্ণনে) আসক্তিঃ (আসক্তি), তদ্‌বসতিস্থলে (তীর্থস্থানাদিতে) প্রীতিঃ (প্রীতি)—ইতি আদয়ঃ (এসমস্ত) অনুভাবাঃ (অনুভাব—লক্ষণ) জাতভাবাঙ্কুরে জনে (জাতরতিভক্তে) স্যুঃ (জন্মিয়া থাকে)।

অনুবাদ। যাঁহাদের চিত্তে প্রেমের অঙ্কুর মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল মাহাত্মাতে—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরাগ, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, সর্ব্বদা নাম-গানে রুচি, ভগবদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি এবং ভগবদ্‌বসতিস্থানে প্রীতি প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ৮।৯

পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই লক্ষণগুলির তাৎপর্য্য বিবৃতি হইয়াছে।

১১। **নব প্রীত্যঙ্কুর**—প্রীতির নূতন অঙ্কুর; নূতন-রতি। **প্রাকৃত-ক্ষোভ** ইত্যাদি—এই পয়ারার্দ্ধে শ্লোকোক্ত "ক্ষান্তির" অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। **ক্ষান্তি** অর্থ—ক্ষোভ-শূন্যতা। সংসারে—পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির অসুখ-বিসুখে, কি মৃত্যুতে, নিজের মৃত্যুর আশঙ্কায়, কি সাংসারিক অন্য কোনও আপদ-বিপদে সাধারণ লোকের চিত্তে অত্যন্ত দুঃখ ও বিষণ্ণতা উপস্থিত হয়; তাহাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়; কোনও একবিষয়ে ঐকান্তিক ভাবে তখন আর মনোযোগ দেওয়া যায় না। ইহাই চিত্তের ক্ষোভ। কিন্তু যাঁহার চিত্তে প্রেমাঙ্কুর জন্মিয়াছে, ঐসমস্ত ক্ষোভের কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্বেও তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না; শত শত বিপদ্ উপস্থিত হইলেও তাঁহার চিত্ত ভজন হইতে বিচলিত হয় না। শ্রীবাস-পণ্ডিতের অঙ্গনে সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তন করিতেছেন; গৃহমধ্যে শ্রীবাসের এক সন্তানের মৃত্যু হইল; কিন্তু শ্রীবাস তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। এই দুর্ঘটনার কথা শুনিলে প্রভুর

তথাহি (ভা. ১।১৯।১৫)—

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥ ১০ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তান্ প্রার্থয়তে দ্বাভ্যাম্। তং মা মাং উপয়াতং শরণাগতং প্রতিযন্তু জানন্তু। দেবী দেবতারূপা গঙ্গা চ প্রত্যেতু। বা শব্দঃ প্রতিক্রিয়ানাদরে। গাথাঃ কথা গায়ত ॥ স্বামী ॥ ১০ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আনন্দভঙ্গ হইবে মনে করিয়া তিনি সকলকে আদেশ করিলেন, কেহ যেন এবিষয়ে কোনও কিছু প্রকাশ না করে। মৃতশিশু ঘরে রাখিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ আনন্দের সহিত কীর্ত্তনে যোগ দিলেন; তাঁহার মুখ বা কার্য্যকলাপ দেখিয়া কেহই তাঁহার পুত্র-বিয়োগের কথা বুঝিতে পারিল না। ইহাই ক্ষান্তির লক্ষণ। ব্রহ্মশাপে তক্ষকের দংশনে মহারাজ-পরীক্ষিতের প্রাণ নষ্ট হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিয়াও তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া শ্রীশুকদেবগোস্বামীর মুখে শ্রীহরি-কথা শুনিতে বসিয়াছেন; অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত হরিকথা শুনিতেছেন; আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় তাঁহার চিত্তে কোনওরূপ চঞ্চলতার উদয় হয় নাই। ইহাই ক্ষান্তির লক্ষণ।

শ্লো। ১০ অন্বয়। বিপ্রাঃ (হে বিপ্রগণ)! [ভবন্তঃ] (আপনারা) দেবীগঙ্গা চ (এবং দেবীগঙ্গা) ঈশে (পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে) ধৃতচিত্তং (ধৃতচিত্ত—অর্পিতচিত্ত) উপযাতং (শরণাগত) মা (আমাকে) প্রতিযন্তু (অঙ্গীকার করুন), দ্বিজোপসৃষ্টঃ (দ্বিজপ্রেরিত) কুহকঃ (কুহক—মায়া) তক্ষকঃ বা (অথবা তক্ষক) অলং (ই) দশতু (দংশন করুক), বিষ্ণুগাথাঃ (কৃষ্ণকথা) গায়ত (গান করুন)।

অনুবাদ। মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে বিপ্রগণ! আমি আপনাদের শরণাগত এবং আমি শ্রীভগবানে চিত্ত ধারণ করিয়াছি। আপনারা আমাকে অঙ্গীকার করুন, শ্রীগঙ্গাদেবীও আমাকে অঙ্গীকার করুন। দ্বিজ-প্রেরিত বস্তুটী কুহকই হউক, বা তক্ষকই হউক, সে আমাকে দংশন করুক। আপনারা বিষ্ণুগাথা গান করুন। ১০

একদা মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় গিয়াছিলেন; ধনুর্ব্বাণ লইয়া মৃগের পশ্চাতে গমন করিতে করিতে তিনি একাকী গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; ক্ষুধায় ও পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়াও খাদ্য বা পানীয় কিছুই পাইলেন না, অদূরে শমীক-ঋষির আশ্রম দেখিয়া সেই দিকে গেলেন; গিয়া দেখিলেন—শান্ত ধীর স্থির মূর্ত্তিতে ঋষি বসিয়া আছেন; অন্য কেহ সেখানে ছিলেন না; পিপাসায় শুষ্কতালু পরীক্ষিৎ নিজের ক্লান্তি ও পিপাসার কথা ব্যক্ত করিয়া ঋষির নিকটে পুনঃ পুনঃ জল প্রার্থনা করিলেন; ঋষি ছিলেন সমাধিস্থ হইয়া; রাজার একটি কথাও তাঁহার কানে যায় নাই, রাজার আগমনবার্ত্তাও তিনি জানিতে পারেন নাই। কিন্তু ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত পরীক্ষিৎ তাহা বুঝিতে পারেন নাই; তিনি মনে করিয়াছিলেন—তিনি ক্ষত্রিয় বলিয়াই বোধ হয় ব্রাহ্মণ-শমীক অতিথিরূপে তাঁহার দ্বারস্থ জানিয়াও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। তাহাতে রাজার অত্যন্ত ক্রোধ হইল; ক্রোধে প্রায় অন্ধ হইয়া ঋষিকে তিরস্কার করিতে করিতে তিনি ফিরিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে একটী মৃতসর্প দেখিতে পাইয়া—ঋষির প্রতি স্বীয় ক্রোধের অভিব্যক্তিতে এবং নিজের প্রতি ঋষির কল্পিত-অবজ্ঞার প্রতিশোধ লওয়ার ইচ্ছায়—ধনুকের অগ্রভাগ দিয়া মৃতসর্পটী তুলিয়া লইয়া তাহা শমীক ঋষির গলদেশে ঝুলাইয়া দিয়া রাজা চলিয়া গেলেন। শমীকের পুত্র শৃঙ্গী কিছু দূরে বয়স্যদের সহিত খেলা করিতেছিলেন; তাঁহার বয়স্যদের মধ্যে কেহ কেহ পরীক্ষিতের সমস্ত আচরণ দেখিয়াছিলেন; তাঁহারা সমস্ত কথা শৃঙ্গীকে জানাইলে পিতার অবমাননায় ক্রুদ্ধ হইয়া কৌশিকী নদীর জলে আচমন পূর্ব্বক তিনি পরীক্ষিৎকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে—অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে মহাসর্প তক্ষক রাজাকে দংশন করিবে। শৃঙ্গী আশ্রমে আসিয়া পিতার গলায় সর্প দেখিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার রোদনে শমীকের ধ্যান ভঙ্গ হইল; ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তিনি

কৃষ্ণের সম্বন্ধ-বিনা কাল নাহি যায় ॥ ১২ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১২)
হরিভক্তিসুধোদয়বচনম্ (১২।৩৭)—

বাগ্‌ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥ ১১ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সমগ্রং সাকল্যং আয়ুঃ কালঃ জীবনং বা ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ১১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গলস্থিত সর্প দেখিয়া তাহা ফেলিয়া দিলেন এবং শৃঙ্গীকে তাঁহার রোদনের কারণ এবং কিরূপে তাঁহার গলায় সর্প আসিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শৃঙ্গী সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলিলেন—অভিসম্পাতের বিবরণও বলিলেন। শুনিয়া শমীক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, শৃঙ্গীর অন্যায় হইয়াছে বলিয়া অনেক অনুতাপ করিলেন। যাহা হউক, তিনি তৎক্ষণাৎ একজন লোক পাঠাইয়া রাজাকে শাপবৃত্তান্ত জানাইলেন। পরমভাগবত পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপকে স্বীয় পরম-সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন; কারণ, তিনি মনে করিলেন—তিনি অত্যন্ত সংসারাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; ব্রহ্মশাপের ছলে ভগবান্ তাঁহার সংসারবন্ধন-ছেদনের সুযোগই করিয়া দিলেন। যাহা হউক, তিনি সঙ্কল্প করিলেন, গঙ্গাতীরে যাইয়া প্রায়োপবেশনে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। স্বীয় পুত্র জনমেজয়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক তিনি গঙ্গাতীরে আশ্রয় লইলেন; এমন সময় ভুবন-পাবন মুনিবৃন্দও স্ব-স্ব-শিষ্যগণসহ সেইস্থানে গঙ্গাতীরে পরীক্ষিতের নিকটে উপনীত হইলেন; পরীক্ষিৎ তাঁহাদের নিকটে সমস্ত বিবৃত করিয়া স্বীয় সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করিলে তাঁহারাও তাহার অনুমোদন করিলেন। তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ ঈশ্বরে সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নচিত্তে মুনিদের চরণে নিবেদন করিলেন—"আমি ঈশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়াছি; গঙ্গাদেবীর শরণাপন্ন হইয়াছি; আপনাদেরও শরণাপন্ন হইলাম। আপনারা কৃপা করিয়া আপনাদের শরণাগত বলিয়া আমাকে অঙ্গীকার করুন; অঙ্গীকার করিয়া আপনারা আমার এই অন্তিমসময়ে আমাকে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করান; তাহা হইলে—তক্ষকই আসুক, কি তক্ষকরূপী কোন মায়াই আসুক, আসিয়া আমাকে দংশন করে করুক, তাহাতে আমার কোনও ক্ষোভই থাকিবে না"।

সাতদিনের মধ্যেই নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও মহারাজ পরীক্ষিতের কোনওরূপ চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে নাই। ইহাই তাঁহার ক্ষান্তির লক্ষণ। ১১-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২। এই পয়ারে "অব্যর্থকালত্বের" লক্ষণ বলিতেছেন। ব্যর্থ (বৃথা ব্যয়িত) হইয়াছে কাল (সময়) যাঁহার, তিনি ব্যর্থকাল; ন ব্যর্থকাল—অব্যর্থকাল; যাঁহার অতি অল্পমাত্রসময়ও ব্যর্থ হয় না, তিনি অব্যর্থকাল; তাঁহার ভাব অব্যর্থকালত্ব; শ্রীকৃষ্ণভজনের কাজব্যতীত অন্য কোনও কাজে অতি অল্পমাত্র সময়েরও ব্যয় না করা।

কৃষ্ণের সম্বন্ধ ইত্যাদি—১১-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের সহিত এই পংক্তির অন্বয়। যে সময়টুকুতে শ্রীকৃষ্ণভজনের কিছু কথা হয় না, সেই সময়টুকু নিতান্ত অল্প হইলেও, তাহা বৃথাই নষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহার চিত্তে প্রেমাঙ্কুর জন্মিয়াছে, তিনি অল্প-মাত্র সময়টুকুও এইভাবে বৃথা নষ্ট করেন না; সর্ব্বদাই তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, মনন ইত্যাদি ভগবদ্ভজনের কোনও না কোনও কাজ করিয়া থাকেন। ইহাই জাতরতি ভক্তের অব্যর্থকালত্ব। **কাল**—সময়।

কোনও কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণ-সম্বন্ধবিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।"—এইরূপ পাঠান্তর আছে।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১১। অন্বয়। অনিশং (নিরন্তর) বাগ্‌ভিঃ (বাক্যদ্বারা) **স্তুবন্তঃ** (স্তব করিয়া), মনসা (মনেরদ্বারা)

ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥ ১৩

তথাহি (ভা. ৫।১৪।৪৩)—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥ ১২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তত্র হেতুমাহ য ইতি। সুহৃদ্রাজ্যয়োর্দ্বন্দৈক্যং যো দুস্ত্যজান্ দারাদীন্ বিষ্ঠামিব জহৌ তস্যার্ষভস্যেতি সম্বন্ধঃ দুস্ত্যজত্বে হেতুঃ হৃদিস্পৃশঃ মনোজ্ঞান্ ত্যাগে হেতুঃ উত্তমঃশ্লোকে লালসা লম্পটত্বং যস্য সঃ ॥ স্বামী ॥ ১২ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্মরন্তঃ (স্মরণ করিয়া), তন্বা (তনুদ্বারা—দেহদ্বারা) নমন্তঃ (নমস্কার করিয়া) অপি (ও) ন তৃপ্তাঃ (তৃপ্ত না হইয়া) স্রবন্নেত্রজলাঃ (নেত্রজল ত্যাগ করিতে করিতে—নয়নজলাভিষিক্ত) ভক্তাঃ (ভক্তগণ) সমগ্রং (সমস্ত) আয়ুঃ (আয়ুষ্কাল) হরেঃ এব (হরিতেই—হরি-সেবাতেই) সমর্পয়ন্তি (সমর্পণ করিয়া থাকেন—নিয়োজিত করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। নিরন্তর বাক্যদ্বারা স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ, এবং শরীরের দ্বারা প্রণাম করিয়াও পরিতৃপ্ত না হওয়া বশতঃ সাধুগণ নয়ন-জলাভিষিক্ত হইয়া শ্রীহরির উদ্দেশ্যেই সমস্ত পরমায়ুষ্কাল অর্পণ করিতেছেন অর্থাৎ যাবজ্জীবন শ্রীহরিসেবাতেই নিয়োজিত থাকিতেছেন ॥ ১১

ভক্তগণ তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তই যে কোনও না কোনও ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই নিয়োজিত করেন, অত্যল্পমাত্র সময়ও যে তাঁহারা অন্য কোনও বৃথাকাজে নষ্ট করেন না, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

১৩। এই পয়ারার্দ্ধে **"বিরক্তি"'র** কথা বলিতেছেন। আসক্তির বিপরীত জিনিসটাই "বিরক্তি।" ইহকালের বা পরকালের ভোগ্য-বস্তুতে বাসনা-শূন্য হওয়াই বিরক্তির লক্ষণ।

ভুক্তি—ভোগ; ইহকালের বা পরকালের ভোগ্য বস্তু। **সিদ্ধি**—অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অলৌকিকী শক্তি। **ইন্দ্রিয়ার্থ**—ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল জিনিস-পত্র ব্যবহার করা, সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত থাকা, স্ত্রী-পুত্রাদি-সঙ্গ-জনিত আনন্দ ভোগ করা—ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তু। **তারে নাহি ভায়**—জাতরতি ভক্তের নিকটে ঐ সব ভাল লাগে না। ভুক্তি-সিদ্ধি-ইন্দ্রিয়ার্থাদির প্রতি তাঁহার মন নিজে ধাবিত তো হয়ই না, এসব তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেও তিনি তাহাতে প্রীতি লাভ করেন না। স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-সম্পদ্ তিনি মলবৎ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। মল-ত্যাগ করিতে না পারিলে যেমন শরীরে ও মনে বিশেষ উদ্বেগ হইতে থাকে, জাতরতি-ভক্তও ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করিতে না পারিলে উদ্বেগ অনুভব করেন। মলত্যাগ করা হইয়া গেলেই শরীরে যেমন স্বস্তি অনুভব হয়, জাতরতি-ভক্তও ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-বস্তু ত্যাগ করিয়া একান্ত মনে শ্রীকৃষ্ণভজনে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলেই বিশেষ সুখী হয়েন। মলত্যাগ করিয়া আসার সময় কেহ যেমন আর ত্যক্ত-মলের প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না, ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করিয়া যাওয়ার কালেও জাতরতি-ভক্তের কোনওরূপ চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না; স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-বিত্তাদি তাঁহার অভাবে কিরূপ অবস্থায় থাকিবে, কে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, ইত্যাদি কোনওরূপ চিন্তার আভাসও তাঁহার মনে স্থান পায় না।

১১-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের সহিত এই পংক্তিরও অন্বয়।

শ্লো। ১২। অন্বয়। যঃ (যিনি—যে শ্রীভরত-মহারাজ) উত্তমঃশ্লোকলালসঃ (উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণে লালসাযুক্ত হইয়া) যুবা এব (যুবা হইয়াও—যৌবন-কালেই) দুস্ত্যজান্ (দুস্ত্যজ্য) হৃদিস্পৃশঃ (মনোজ্ঞ) দারসুতান্ (স্ত্রীপুত্রকে) সুহৃদ্রাজ্যং চ (এবং সুহৃদ্ ও রাজ্যকেও) মলবৎ (মলবৎ—মলের ন্যায় অনায়াসে) জহৌ (ত্যাগ করিয়াছিলেন)।

সর্ব্বোত্তম আপনাকে 'হীন' করি মানে ॥ ১৪

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১৫)

পদ্মবচনম্,—

হরৌ রতিং বহন্নেষো নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥ ১৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

এষঃ ভরতঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ১৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিলেনঃ—যে ভরত-মহারাজ উত্তমঃশ্লোক-শ্রীকৃষ্ণে লালসাযুক্ত হইয়া যৌবনকালেই দুস্ত্যজ্য এবং মনোজ্ঞ স্ত্রীপুত্রকে এবং সুহৃদ্ ও রাজ্যকেও মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১২

সাধারণতঃ যৌবনেই লোকের ভোগবাসনা অত্যন্ত বলবতী থাকে ; স্ত্রীপুত্রাদিকে ত্যাগ করা, বন্ধুবান্ধবকে ত্যাগ করা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি-আদির মূল উৎস রাজ্যাদি ত্যাগ করাও সেই সময় সাধারণতঃ অসম্ভব ; বিশেষতঃ, স্ত্রীপুত্রাদি যদি নিজের খুব মনোজ্ঞ—মনোহর—হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করা প্রায় একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার, তাহারা তখন দুস্ত্যজ্য—প্রাণ ছিঁড়িয়া ফেলা যায়, তথাপি তাহাদিগকে ত্যাগ করা যায় না ; এইরূপই সাধারণ সংসারী লোকের অবস্থা। কিন্তু যাঁহারা **উত্তমঃশ্লোকলালস**—ভগবান্‌কে দর্শন করার নিমিত্ত, তাঁহার সেবা করার নিমিত্ত, ঐকান্তিকভাবে তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির জন্য লালায়িত, তাঁহাদের চিত্তকে স্ত্রীপুত্রাদি কি রাজ্যৈশ্বর্য্যাদি ধরিয়া রাখিতে পারে না। তাঁহারা এসমস্তকে মলবৎ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন (মলবৎ-ত্যাগের তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য) ; তাহার দৃষ্টান্ত মহারাজ-ভরত—যিনি যৌবনেই স্ত্রীপুত্র-রাজ্যৈশ্বর্য্যাদি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন—শ্রীভগবদ্‌ভজনের উদ্দেশ্যে।

জাতরতি ভক্তগণ সংসারে কিরূপ অনাসক্ত, তাহাই ভরত-মহারাজের দৃষ্টান্তে এই শ্লোকে দেখান হইল। এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ।

১৪। **সর্ব্বোত্তম** ইত্যাদি—সর্ব্ব-বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও জাতরতি ভক্ত নিজেকে নিতান্ত অধম, নিতান্ত ভক্তিহীন বলিয়া মনে করেন। তাঁহার চিত্তে "তৃণাদপি সুনীচ" ভাব সম্যক্‌রূপে উদিত হয়। শ্রীরূপসনাতন-গোস্বামী উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও এবং আচারনিষ্ঠ হইয়াও নিজেদিগকে এত হেয়, নীচ, অসদাচারী এবং অস্পৃশ্য মনে করিতেন যে, শ্রীমন্দিরে যাওয়ার অযোগ্য মনে করিয়া কখনও শ্রীজগন্নাথমন্দিরে যাইতেন না, এমন কি শ্রীজগন্নাথমন্দিরের নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়াও চলাফেরা করিতেন না--পাছে শ্রীজগন্নাথের কোনও সেবক তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া অপবিত্র হইয়া যায় ; শ্রীল-কবিরাজ গোস্বামী নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'মোর নাম যেই লয় তার পুণ্যক্ষয়। মোর নাম যেই লয় তার পাপ হয়॥ ১।৫।১৮৪ ॥" "মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস ॥ ১।৮।৬৮ ॥" 'পুরীষের-কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥ ১।৪।১৮৩ ॥"

জাতরতি ভক্ত এইরূপে নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা অধম এবং অপর সকল জীবকেই আপনা-অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সকলকেই সম্মান করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার মনে আর স্বীয় জাতি কুল ধন-ঐশ্বর্য্য-পদমর্য্যাদা ইত্যাদির কোনও গৌরবই থাকে না ; ব্রাহ্মণ হইয়াও কুক্কুরভোজী নীচজাতিকে পর্য্যন্ত দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন না।

এই পয়ারার্দ্ধে মানশূন্যতার কথা বলিতেছেন। ১১-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের সহিত ইহারও অন্বয়।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। নরেন্দ্রাণাং (রাজাদিগের) শিখামণিঃ (মুকুটমণি সদৃশ) এষঃ (এই ভরত)

'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন' দৃঢ় করি জানে ॥ ১৫

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৩।১৬)
শ্রীসনাতনগোস্বামিবাক্যম্—

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা
যোগোঽথ বা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো
সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথা-
প্যচ্ছেদ্য-মূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে
হা হা মদাশৈব মাম্ ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যোগোঽষ্টাঙ্গঃ। তস্য বৈষ্ণবত্বং বিষ্ণুধ্যানময়ত্বং স এব হি সগর্ভ উচ্যতে। জ্ঞানং ব্রহ্মনিষ্ঠং শুভকর্ম্ম বর্ণাশ্রমাচারাদিরূপং সজ্জাতি শুদ্‌যোগ্যতাহেতুঃ তত্র যোগাদীনাং তৎপ্রাপ্তিহেতুত্বং ভক্ত্যুপযুক্ততয়া কৃতত্বেন দ্রষ্টব্যম্। তচ্চ যোগস্য তৃতীয়ে কাপিলেয়ানুসারেণ জ্ঞানস্য ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ইতি শ্রীগীতানুসারেণ। শুভকর্ম্মণশ্চ, স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ, ইত্যনুসারেণ জ্ঞেয়ম্। মদাশা মম সুখমাত্রেচ্ছয়া ত্বাং প্রাপ্তুং প্রবৃত্তস্য যা সা, ন তু ভবৎপ্রেম্না প্রবৃত্তস্য হা আশা কাপি তৃষ্ণা সা। যতঃ অচ্ছেদ্যং মূলং স্বসুখকামত্বং যস্যাঃ সা। তর্হি কিং করবাণি তদাহ হীনেতি। ভবতা সাপি প্রেমময়ী কর্ত্তুং শক্যত ইতি বিচার্য্য সৈব ক্রিয়ত ইতি ভাবঃ। ব্যথয়ত ইত্যত্র স্বস্যাচিত্তস্মননাদনাদরকর্ম্মকাচ্ছিত্তবৎ কর্ত্তৃকাদিত্যনেন প্রাপ্তস্য পরস্মৈপদস্যাভাবঃ। তদিদং সর্ব্বং দৈন্যেনৈবোক্তমিতি রতাবেবোদাহৃতম্ ॥ শ্রীজীব ॥ ১৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হরৌ (শ্রীহরিতে) রতিং (রতি) বহন্ (ধারণ করিয়া) অরিপুরে (শত্রুর গৃহে) ভিক্ষাং (ভিক্ষা—ভিক্ষার নিমিত্ত) অটন্ (গমন করিয়া) শ্বপাকং অপি (শ্বপচকেও) বন্দতে (বন্দনা করেন)।

অনুবাদ। সমস্ত ভূপতিগণের শিখামণিস্বরূপ মহারাজ-ভরত শ্রীভগবানে একান্ত অনুরক্ত হইয়া ভিক্ষার নিমিত্ত শত্রুগৃহেও গমন করিতেন এবং শ্বপচাদি নীচজাতিকে-পর্য্যন্তও প্রণাম করিতেন। ১৩

ভরত ছিলেন মহারাজ-চক্রবর্ত্তী; বহু রাজা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেন; সুতরাং তাঁহার সম্মানের ও মর্য্যাদার আর তুলনা ছিল না; কোনও কিছুর জন্যই কাহারও নিকটে তাঁহাকে অবনতি স্বীকার করিতে হইত না; তাঁহার কোনওরূপ অভাবও ছিল না। তাঁহার চিত্তে যখন ভগবদ্‌রতির উদয় হইল, তিনি তখন ভজনের প্রতিকূল বিবেচনায় রাজৈশ্বর্য্য সমস্ত ত্যাগ করিলেন; ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; চিরাভ্যস্ত রাজৈশ্বর্য্যোচিত গৌরবের আকাঙ্ক্ষা পাছে সুপ্তভাবেও তাঁহার চিত্তে লুক্কায়িত থাকে, এই আশঙ্কাতেই তিনি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন—এমন কি পূর্ব্ব শত্রুর নিকট হইতেও ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না; আর ভক্তির কৃপায়, নিজের সম্বন্ধে তাঁহার এমনি হেয়তাজ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, সকলকেই—এমন কি শ্বপচকে পর্য্যন্ত তিনি আপনা-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং তাই তাহারও চরণ বন্দনা করিতেন।

শ্বপচ—শ্ব-(অর্থাৎ কুক্কুর)-ভোজী নীচজাতিবিশেষ। ১৪-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৫। এই পয়ারার্দ্ধে আশাবন্ধতার কথা বলিতেছেন। ইহারও অন্বয় ১১-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের সহিত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করিবেন—এই বাক্যে জাতরতি-ভক্তের সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে।

শ্লো। ১৪। **অন্বয়**। প্রেমা (প্রেম), শ্রবণাদি-ভক্তিঃ অপিবা (অথবা শ্রবণাদি-সাধনভক্তিও), অথবা (অথবা) বৈষ্ণবঃ যোগঃ (বৈষ্ণবযোগ), বা জ্ঞানং (অথবা জ্ঞান), বা কিয়ৎ শুভকর্ম্ম (অথবা কিছু শুভকর্ম্ম), অহো বা সজ্জাতিঃ (কিবা উত্তমজাতি) অপি (ও) ন অস্তি (নাই); তথাপি (তথাপি) হে গোপীজনবল্লভ (হে গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ)! হীনার্থাধিক-সাধকে (হীন অভিলাষও অধিকরূপে পূরণ করিতে উৎসুক) ত্বয়ি (তোমাতে) মদাশা (আমার আশা) অচ্ছেদ্যমূলা সতী (অচ্ছেদ্যমূলা হইয়া) মাং (আমাকে) ব্যথয়তে (ব্যথিত করিতেছে)।

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসাপ্রধান ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। আমার প্রেম নাই ; প্রেমের কারণ যে শ্রবণাদি সাধনভক্তি, তাহাও আমার নাই ; ধ্যান-ধারণাদি বৈষ্ণব-যোগেরও আমার কোনও অনুষ্ঠান নাই ; এবং জ্ঞান বা কোনও শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানও আমি করি নাই। অধিক কি বলিব, সাধনের মূল যে সজ্জাতি, তাহাও আমার নাই। অতএব হে গোপীজন-বল্লভ! হীনার্থাধিক-সাধক তোমাতে আমার যে অচ্ছেদ্যমূলা আশা, তাহাই আমাকে ব্যথিত করিতেছে। ১৪

সাক্ষাদ্‌ভাবে বা পরম্পরাক্রমে ভগবৎ-প্রাপ্তির হেতু হইতে পারে বলিয়াই এস্থলে প্রেমাদির উল্লেখ করা হইয়াছে। **প্রেম**—কৃষ্ণপ্রেম ; ইহাদ্বারা সাক্ষাদ্‌ভাবেই শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়। **শ্রবণাদিভক্তিঃ**—শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা সাধনভক্তি ; এই সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায়। **বৈষ্ণবঃ যোগঃ**—অন্তঃকরণ-মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ যে শ্রীবিষ্ণু আছেন, তাঁহার ধ্যান-ধারণাময়যোগ ; সগর্ভযোগ ; এইরূপ সাধনমার্গে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান-ধারণাদি আছে বলিয়া ইহাকে বৈষ্ণবযোগ বলা হইয়াছে। এইরূপ সগর্ভ-যোগমার্গের সাধকও শ্রীহরির ভজন করিতে পারেন (২।২৪।১০৫-৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি (গীতা ১৮।৫৪)-প্রমাণে জানা যায় যে, সৌভাগ্যের উদয় হইলে জ্ঞানমার্গের সাধকও প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারেন (২।৮।৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ যতোভক্তিরধোক্ষজে"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১।২।৬॥ এবং "ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১।২।৮॥-প্রমাণ অনুসারে জানা যায়, শুভকর্ম্ম বা ধর্ম্ম হইতেও পরাভক্তি লাভ করা যায়। আর, কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনে জাতিকুলাদির বস্তুতঃ কোনও অপেক্ষা না থাকিলেও প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা অনুসারে—ভক্তিমার্গের সাধনের পক্ষে—অন্ততঃ প্রথমাবস্থায়—আবশ্যক শাস্ত্রালোচনা ও সৎসঙ্গাদি-বিষয়ে ব্রাহ্মণাদি সজ্জাতিরই সুযোগ বেশী ; তাই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সজ্জাতিও সাধনের আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকে।

সাধক জাতরতি হইলেও—কৃষ্ণরতি তাঁহার চিত্তে বিরাজিত থাকিলেও, তিনি সর্ব্বতোভাবেই ভক্তিসাধন-সম্পত্তির অধিকারী হইলেও—ভক্ত্যুত্থদৈন্যবশতঃ নিজের হেয়তাজ্ঞানের উপলব্ধিতে বলিতেছেন—'যাহা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ হইতে পারে, তাহার কিছুই আমার নাই ; সুতরাং হে কৃষ্ণ! হে গোপীজন-বল্লভ! তোমার সেবাপ্রাপ্তির কোনও যোগ্যতাই আমার নাই ; বস্তুতঃ তোমার সেবাপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই ; আমার আকাঙ্ক্ষা কেবল নিজের সুখের নিমিত্ত ; তোমার অনুগ্রহ আমি চাই কেবল আমার নিজের সুখ-প্রাপ্তির আশাতেই, আমার এই আশা **অচ্ছেদ্যমূলা**—ইহার মূল হইতেছে স্বসুখেচ্ছা, সেই মূলকে কিছুতেই ছিন্ন করা যাইতেছে না—আমার স্বসুখ-বাসনা কিছুতেই দূর হইতেছে না ; ঈদৃশী আশাই আমাকে **ব্যথয়তে**—ব্যথিত করিতেছে, কষ্ট দিতেছে ; কিন্তু এই আশাও আমি পোষণ করিতেছি **হীনার্থাধিক-সাধকে ত্বয়ি**—হীন (নিকৃষ্ট, স্বসুখমূলক) যে অর্থ (অভিলাষ), তাহারও অধিকসাধক (অধিকরূপে—স্বসুখার্থতা ঘুচাইয়া কৃষ্ণসুখার্থতা প্রতিপাদক, স্বসুখময়ী বাসনা দূর করিয়া প্রেমময়ী বাসনা—কৃষ্ণ-সুখেচ্ছাময়ী বাসনা উৎপাদন করিতে সমর্থ) যে তুমি (শ্রীকৃষ্ণ), সেই তোমাতে (ধ্বন্যর্থ এই যে), আমার চিত্তে স্বসুখবাসনা থাকিলেও এই ভরসা আমার আছে যে, তুমি কৃপা করিয়া আমার এই হীন বাসনা দূর করিয়া কৃষ্ণ-সুখেচ্ছাময়ী বাসনা জন্মাইবে।"

কৃষ্ণ-কৃপাতে দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৬। এই পয়ারে সমুৎকণ্ঠার কথা বলিতেছেন।

এই পংক্তিরও ১১শ পয়ারের সহিত অন্বয়।

অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা বা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদি পাওয়ার জন্য জাতরতি-ভক্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও লালসান্বিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে পাওয়ার জন্য কি যে করিবেন, আর কি যে না করিবেন, কিছুই যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না ; অথচ প্রাণেও স্বস্তি পাইতেছেন না ; এইরূপ অবস্থা হয়।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩২)—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসী
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥ ১৫ ॥

নামগানে সদা রুচি—লয়ে কৃষ্ণনাম ॥ ১৭

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে
রতিভক্তিলহর্য্যাম্—(১।৩।১৬)

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা॥ ১৬

কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি। ১৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

রোদনবিন্দুরশ্রুকণা সা এব মকরন্দং তস্য স্যন্দি শ্রাবি যৎ দৃগ্রূপমিন্দীবরঃ যস্যাঃ সা চন্দ্রাবলী॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ১৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

লালসা প্রধান—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য প্রবল বাসনা।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৬-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭। এই পয়ারার্দ্ধে নামে রুচির কথা বলিতেছেন। জাতরতি-ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তনে সর্ব্বদাই আনন্দ পায়েন; তাঁহার নিকটে নাম অত্যন্ত মধুর বলিয়া মনে হয়; তাই তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। (এই পংক্তিরও ১১শ পয়ারের সহিত অন্বয়)।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। গোবিন্দ (হে গোবিন্দ)! রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরা (অশ্রুবিন্দুরূপ মকরন্দ-স্রাবি-নয়নকমলা) মধুরস্বরকণ্ঠী (মধুরস্বরকণ্ঠী) বালা (রমণী —চন্দ্রাবলী) অদ্য (আজ) তব নামাবলিং (তোমার নামসমূহ) গায়তি (কীর্ত্তন করিতেছেন)।

অনুবাদ। হে গোবিন্দ! মধুর-স্বরকণ্ঠী চন্দ্রাবলী আজ তোমার নামসমূহ গান করিতেছেন, তাঁহার নয়নকমল হইতে অশ্রুবিন্দুরূপ মকরন্দ ঝরিতেছে। ১৬

চন্দ্রাবলী মধুর-কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের নামসমূহ কীর্ত্তন করিতেছেন; আর তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতেছে। তাঁহার নয়ন ইন্দীবর বা কমলের তুল্য সুন্দর; নয়ন হইতে যে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতেছে, তাহাকেই কমলের মধুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দি-দৃগিন্দীবরা—রোদনবিন্দু (রোদন—ক্রন্দন—হইতে জাত যে বিন্দু বা অশ্রু) তদ্রূপ মকরন্দ (মধু) স্যন্দি (স্রাবী, যাহা হইতে ঝরিয়া পড়ে, তদ্রূপ) যে দৃক্ (দৃষ্টি বা নয়ন) সেই নয়নরূপ (কমল) যাঁহার।

সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-নামগানেই যে চন্দ্রাবলীর রুচি, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে। ইহা ১৭ পয়ারের প্রমাণ।

১৮। এই পয়ারার্দ্ধে কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তির কথা বলিতেছেন। জাতরতি-ভক্তের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী এতই মধুর বলিয়া অনুভূত হয় যে, তিনি ঐ গুণকীর্ত্তনেই আসক্ত হইয়া পড়েন; সর্ব্বদাই কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তিনি কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতেই পারেন না। বিষয়াসক্ত-জীব যেমন ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করিতে পারেনা, জাতরতি-ভক্তও তদ্রূপ কৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তন ত্যাগ করিতে পারেন না।

এই পংক্তিরও ১১শ পয়ারের সহিত অন্বয়।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৯২)—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ১৭

কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥ ১৯

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।৬৫)—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥ ১৮

কৃষ্ণ রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন ! ॥ ২০
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য-ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥ ২১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কদাহং যমুনাতীরে ইতি দূরতঃ প্রার্থনা কস্যচিজ্জাতভাবস্য যতঃ সংপ্রার্থনা অসুৎপন্নভাবস্য লালসা তু জাতভাবস্যেতি-ভেদঃ। লালসাময়ত্বাৎ সংপ্রার্থনাপ্যত্র লালসেত্যেব ভণ্যতে। অতো লালসাময়ীয়ম্। অত্রেদৃশে সংপ্রার্থনালালসে প্রস্তাবাদেব দর্শিতে। কিন্তু রাগানুগায়ামেব জ্ঞেয়ে ॥ শ্রীজীব ॥ ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২১।২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের অনুভব-বশতঃ সর্ব্বদাই যে তাঁহার গুণকীর্ত্তনাদিতে ভক্ত আসক্ত থাকেন, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইল। শ্লোকস্থ **বিভোঃ**—শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বপুর (দেহের) ন্যায় তাঁহার মাধুর্য্যও বিভু। ১৮ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৯। কৃষ্ণ-লীলাস্থানে প্রীতির কথা বলিতেছেন। বৃন্দাবনাদি কৃষ্ণলীলাস্থানের প্রতি জাত-রতি ভক্তের এতই প্রীতি যে, তিনি সর্ব্বদাই সে সব স্থানে বাস করিয়া থাকেন বা বাস করার জন্য লালসান্বিত হইয়া থাকেন।

এই পংক্তির ১১শ পয়ারের সহিত অন্বয়।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। পুণ্ডরীকাক্ষ (হে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ)! তব (তোমার) নামানি (নামসমূহ) কীর্ত্তয়ন্ (কীর্ত্তন করিতে করিতে) উদ্বাষ্পঃ (গলদশ্রু হইয়া) অহং (আমি) কদা (কখন) যমুনাতীরে (যমুনাতীরে) তাণ্ডবং (নৃত্য) রচয়িষ্যামি (করিব)।

অনুবাদ। কোনও জাতরতি ভক্ত দূর হইতে প্রার্থনা করিতেছেন—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! কবে আমি যমুনাতীরে সজল-নয়নে তোমার নামাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করিব ? ১৮ ॥

এই শ্লোকে, বৃন্দাবনবাসের নিমিত্ত কোনও জাতরতি-ভক্তের তীব্র লালসার কথা বলা হইয়াছে। ইহা ১৯-পয়ারের প্রমাণ।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৮-৯ শ্লোকে জাতরতি ভক্তের যে কয়টী লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, এপর্য্যন্ত কয় পয়ারে সেই লক্ষণগুলিই বিবৃত হইল।

২০। রতিলক্ষণ এবং জাত-রতি ভক্তের লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে জাত-প্রেম ভক্তের লক্ষণ বলিতেছেন।

২১। বাক্য-ক্রিয়া-মুদ্রা ইত্যাদি—যাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম উদিত হইয়াছে, তাঁহার বাক্যের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য, তাঁহার কার্য্যকলাপ ও আচরণাদির মর্ম্ম বিজ্ঞ-ব্যক্তিরাও সাধারণতঃ বুঝিতে পারেন না। যাঁহারা প্রেমের রহস্য জানেন, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারেন। পরবর্ত্তী-শ্লোকদ্বয়ে জাতপ্রেম ভক্তের ক্রিয়া মুদ্রার লক্ষণ দিয়াছেন।

ক্রিয়া—কার্য্যকলাপ ও আচরণ। **মুদ্রা**—পরিপাটী ; কার্য্য-কৌশল।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৪।১২)—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥ ১৯

তথাহি (ভা. ১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ২০

প্রেম ক্রমে বাঢ়ে, হয়—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥ ২২

বীজ ইক্ষু রস গুড় তবে খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিশ্রী শুদ্ধমিশ্রী আর॥ ২৩

ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল, ক্রমে বাঢ়ে স্বাদ।
রতিপ্রেমাদিকে তৈছে বাঢ়য়ে আস্বাদ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অন্তর্ব্বাণীভিঃ শাস্ত্রবিদ্ভিঃ মুদ্রা পরিপাটী॥ শ্রীজীব॥ অন্তরন্তঃকরণে বাণী সরস্বতী যেষাং তৈঃ পণ্ডিতৈরপীত্যর্থঃ॥ চক্রবর্ত্তী॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১৯। অন্বয়। অয়ং (এই) নবপ্রেমা (নূতন প্রেম) ধন্যস্য (সৌভাগ্যশালী) যস্য (যাঁহার—যে ব্যক্তির) চেতসি (চিত্তে) উন্মীলতি (উদিত হয়), অস্য (তাঁহার) মুদ্রা (পরিপাটী) অন্তর্ব্বাণীভিঃ (পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) অপি (ও) সুষ্ঠু (সম্যক্‌রূপে) সুদুর্গমা (সুদুর্গম)।

অনুবাদ। যাঁহার চিত্তে এই নবীনপ্রেমের উদয় হয়, তিনি ধন্য। তাঁহার (বাক্যের ও ক্রিয়ার) পরিপাটী শাস্ত্রবেত্তারাও বুঝিতে পারেন না। ১৯

অন্তর্ব্বাণীভিঃ—অন্তর্ব্বাণীগণ (শাস্ত্রবিদ্‌গণ)-কর্ত্তৃক। অথবা, অন্তঃ (অন্তঃকরণে বা চিত্তে) বাণী (সরস্বতী) আছেন যাঁহাদের, সেই পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক। **মুদ্রা**—বাক্যের বা ক্রিয়াদির পরিপাটী।

২১-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ২০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

জাতপ্রেম ভক্তের আচরণ দেখিলে যে কখনও বা তাঁহাকে পাগল বলিয়া মনে হয়—বস্তুতঃ তিনি সাধারণ পাগল নহেন বলিয়া সাধারণ লোক যে—এমন কি শাস্ত্রবিৎ-পণ্ডিত লোকও যে—তাঁহার আচরণাদির মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না, তাহাই এই শ্লোকের মর্ম্ম। এইরূপে এই শ্লোকও ২১ পয়ারের প্রমাণ।

২২। এই প্রেম যে আবার গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ স্নেহ-মানাদিতে পরিণত হয়, তাহাই বলিতেছেন। ২।১৯।১৫২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩। ২।১৯।১৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **শুদ্ধমিশ্রি**—উত্তম মিশ্রি; ওলা।

২৪। ইক্ষুবীজ, ইক্ষু প্রভৃতির সহিত প্রেম-স্নেহাদির উপমার একটী তাৎপর্য্য এই যে, ইক্ষুবীজ যেমন ইক্ষু হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইক্ষু-দণ্ডের কতটুকু অংশই যেমন ইক্ষুবীজ,—সেইরূপ প্রেমও স্নেহ-মান-প্রণয়াদি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে। প্রেম-স্নেহ-মানপ্রণয়াদি সমস্তই শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষাত্মা, একই চিচ্ছক্তির বিলাস। ইক্ষুবীজাদির সঙ্গে প্রেমাদির সর্ব্ববিষয়ে উপমা খাটে না। ইক্ষু হইতে রস, গুড় প্রভৃতি পাইতে হইলে ইক্ষু-আদির অনেক অংশ বাদ দিতে হয়; যে অংশ বাদ পড়ে, তাহা রস-গুড়াদি হইতে ভিন্নজাতীয় জিনিস। কিন্তু প্রেম যখন ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া স্নেহমানাদিতে পরিণত হয়, তখন কোনও স্তরেই তাহা হইতে কোনও অংশ বাদ পড়ে না; ইহার মধ্যে ভিন্নজাতীয় আবর্জ্জনা কিছুই নাই; ক্রমশঃ ইহা ঘনীভূত হইতে থাকে মাত্র এবং ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে গুণের

অধিকারিভেদে রতি পঞ্চ পরকার—।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রতি আর ॥ ২৫

এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চরস।
যে রসে ভক্তসুখী—কৃষ্ণ হয় বশ ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আধিক্য দেখা দেয়, তাহাতে স্বাদের আধিক্য জন্মে। উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য-জননাংশেই রস-গুড়াদির সহিত ইহার উপমা।

২৫। ২।১৯।১৫৭-৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণে স্বীয় ভাবের অনুকূল নিষ্ঠা এবং স্বীয় ভাবের অনুকূল সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রীত করার ইচ্ছাই রতি। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আর আমি তাঁর দাস—এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণে যে নিষ্ঠা, এবং দাসরূপে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার যে ইচ্ছা, তাহাই দাস্যরতি। শ্রীকৃষ্ণ আমার ছেলে, আমি তাঁহার মাতা বা পিতা, এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণে যে নিষ্ঠা এবং শ্রীকৃষ্ণকে লাল্য জ্ঞান করিয়া—কৃপা, স্নেহ, তাড়ন, ভর্ৎসনাদি দ্বারা তাঁহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা দূর করিবার, মঙ্গলের সম্ভাবনা আনয়ন করিবার এবং বাৎসল্যময়ী সেবা দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিবার যে ইচ্ছা, তাহাই বাৎসল্য রতি। ইত্যাদি।

২৬। এই পঞ্চ স্থায়ীভাব—শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্য রতি ও মধুর-রতি—এই পাঁচটী রতিই যথাক্রমে শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস ও মধুর রসের স্থায়ীভাব। শান্তরসটী, শান্তরসে নিত্যই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত, এজন্য ইহাকে শান্তরসের স্থায়ীভাব বলে। অন্যান্য রসের স্থায়ীভাবত্ব সম্বন্ধেও ঐ কথা। যে রতিটী যে রসে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকে, তাহাই সেই রসের স্থায়ীভাব। শ্রীকৃষ্ণে যে রতি, তাহাই স্থায়ী ভাব। "স্থায়ীভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া রতিঃ ॥"—ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু। ২।৫।২ ॥ (২।১৯।১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চরস—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস ও মধুররস।

পঞ্চস্থায়ীভাব হয় পঞ্চরস—স্থায়ীভাবগুলি পঞ্চরসে পরিণত হয়। শান্তাদি পাঁচটী রতি বা স্থায়ী ভাব—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারী-ভাবের সহিত মিলিত হইলে, পাঁচটী রসে পরিণত হয়। বিভাবাদির সহিত মিলিত হইলে উক্ত স্থায়ী ভাবগুলি অত্যন্ত চমৎকৃতিজনক আস্বাদ্য হয় বলিয়া তখন তাহাদিগকে রস বলে। (২।১৯।১৫৪ পয়ারের টীকা এবং পরবর্ত্তী ৪৪-৪৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। ছানার সঙ্গে চিনি বা মিশ্রি যোগ করিয়া যেমন রসগোল্লা, চম্‌চম্‌ আদি উপাদেয় ও পরমাস্বাদ্য বস্তু প্রস্তুত করা হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণরতির সহিত বিভাবাদি যুক্ত হইলেও কৃষ্ণ-ভক্তিরস-নামক পরম-মধুর রস উৎপন্ন হয়।

যে রসে ইত্যাদি—কৃষ্ণরতি যখন বিভাবাদির মিলনে রসে পরিণত হয়, তখন তাহা আস্বাদন করিয়া ভক্তও অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন এবং শ্রীকৃষ্ণও অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন; শ্রীকৃষ্ণ এত আনন্দিত হয়েন যে, তিনি তত্তৎ-রতির আশ্রয়ভূত ভক্তদের নিকটে একান্ত বশীভূত হইয়া পড়েন। এইরূপ রসের আধার ভক্তদের সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—অহং ভক্তপরাধীনঃ। রসের তারতম্যানুসারে তাঁহার বশীভূততারও তারতম্য হইয়া থাকে। মধুররসে অন্যান্য রস অপেক্ষা স্বাদের আধিক্য; এজন্য মধুর-রসের পাত্রদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বশীভূত; তাই শ্রীরাসে তিনি শ্রীমতী ব্রজসুন্দরীগণের নিকটে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের নিকটে চিরঋণী; এই ঋণের বিন্দুমাত্র পরিশোধ করিবার শক্তিও তাঁহার নাই। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি।" শ্রীভা. ১০।৩২।২২ ॥ শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

কৃষ্ণরতির তিনটী বৃত্তি; কর্ম্ম, করণ ও ভাব। রসরূপে পরিণত হইলে ইহা আস্বাদ্য (কর্ম্ম); আবার ইহার সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করা যায় (করণ); এবং এই রস যখন উৎকর্ষের চরমসীমা লাভ করে,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তখন ইহা স্বয়ং আস্বাদন-স্বরূপ (ভাব) হইয়া যায় ;—তখন আস্বাদনের মাধুর্য্যে আস্বাদক এতই তন্ময় হইয়া যায় যে, আস্বাদ্য ও আস্বাদকের স্মৃতিই যেন তাহার লোপ পাইয়া যায়, তখন কেবল আস্বাদন-মাত্রেরই সত্তা উপলব্ধ হয়।

ভক্তিরসটী কর্ম্মরূপে ভক্ত ও শ্রীকৃষ্ণ—উভয়েরই আস্বাদ্য ; এবং আস্বাদন-মাধুর্য্যের আধিক্যে ইহা আস্বাদন-স্বরূপতাই (ভাব) প্রাপ্ত হয়। এই রসে বিভোর হইয়া ভক্ততো নিত্যই শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিতেছেনই ; স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—যিনি আত্মারাম, স্বতন্ত্র পুরুষ, তিনি পর্য্যন্ত এই ভক্তিরসের স্বাদাধিক্যে বিভোর হইয়া ভক্তদের নিকটে বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ সখ্যরসের বশীভূত হইয়া সুবলাদিকে নিজের কাঁধে পর্য্যন্ত বহন করিয়াছেন। বাৎসল্যরসের বশীভূত হইয়া নন্দ-বাবার বাধা (পাদুকা) মস্তকে বহন করিয়াছেন এবং যশোদামাতার হাতে বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন। আর মধুর-রসের বশীভূত হইয়া শ্রীব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে অপরিশোধনীয় ঋণে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইয়া আছেন। প্রাকৃত জগতের বশ্যতার ন্যায় এই প্রেমবশ্যতায় দুঃখ নাই, দৈন্য নাই, গ্লানি নাই, বিষাদ নাই ; আছে কেবল আনন্দ—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, আর আনন্দমত্ততা। ইহা প্রেমেরই স্বরূপগত ধর্ম্ম।

আবার করণরূপে, এই কৃষ্ণ-রতিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিয়া ভক্ত অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন। মধুর-রসে এই আনন্দ-চমৎকারিতা এত অধিক যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত এই আনন্দের জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন ; এবং তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য পূর্ণতম মাত্রায় আস্বাদনের একমাত্র করণস্বরূপ মাদনাখ্য মহাভাব, শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর নিকট ঋণ করিয়া শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌররূপে স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতার ও ঋণিত্বের পূর্ণতম আদর্শ। শ্রীরাসে শ্রীকৃষ্ণ যে ঋণের কথা বলিয়াছেন, তাহা ভাবতঃ ঋণ বা কৃতজ্ঞতার ঋণ মাত্র, আর যে ঋণের ফলে তিনি গৌর হইলেন, ইহা বাস্তব ঋণ—যে জিনিসের তাঁহার একান্ত প্রয়োজন, অথচ যে জিনিস তাঁহার নিজের নাই, যে জিনিস অন্য কোথাও নাই, সুতরাং যাহা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, এবং যে জিনিসের একমাত্র অধিকারিণী শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী—সেই মাদনাখ্য-মহাভাবটী পরম করুণাময়ী শ্রীমতী বৃন্দাবনেশ্বরীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিকই অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী হইয়া রহিলেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-বশ্যতার পরাকাষ্ঠা।

[একথা শুনিয়া কোনও রসিক ভক্ত হয়ত বলিবেন :—ইহা তোমার শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশ্যতাই বল, আর যাহা ইচ্ছাই বলনা কেন, ইহাতে যে আমার শ্রীরাধারাণীর অসীম বদান্যতা, অপার করুণা এবং অনুগত জন-বাৎসল্যই প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সর্ব্বাতিশায়ীরূপেই প্রমাণিত হইতেছে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বেই ঋণজালে বাঁধা, যে ব্যক্তি পূর্ব্বঋণের বিন্দুমাত্রও পরিশোধ করিবার কোনও উপায় না দেখিয়া মহাজনের পদে দাসখত লিখিয়া দিয়া আত্মবিক্রয় করিয়া মহাজনের কোটালীগিরি পর্য্যন্ত করিয়াও ঋণশোধ করিতে পারে নাই—এমন ব্যক্তিকে কেহ কি কখনও দ্বিতীয়বার ঋণ দান করিয়া থাকে ? কেহই করে না। করিয়াছেন মাত্র একজন—তিনি আমাদের শ্রীবৃষভানু-রাজনন্দিনী অপার করুণাময়ী শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীব্রজরাজনন্দন শ্রীমতী রাধারাণীর কোটালিগিরি করিয়াও তাঁহার পূর্ব্বঋণের কণিকামাত্রও শোধ করিতে পারিলেন না—শোধ করিবার সামর্থ্যই তাঁর নাই ; এই ঋণের পরিমাণ এত বেশী। জানিয়া শুনিয়াও শ্রীমতী বৃন্দাবনেশ্বরী তাঁহাকে আবার ঋণ দিলেন ; এবার যে বস্তুটী ঋণস্বরূপে দিলেন, তাহার তুলনা দেওয়ার কোথাও কিছু নাই ; প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ধাম-সমূহের সমগ্র-সম্পৎ-সম্ভার একত্র করিলেও এই বস্তুটীর এক কণিকার মূল্য হইবে না—এমন বস্তুটী তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন ; আবার এই বস্তুটী শ্রীমতী রাধারাণীর যথা-সর্ব্বস্ব ; তথাপি তিনি অম্লান বদনে শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন। বলতো আমার শ্রীরাধারাণীর মত বদান্য, পরমকরুণ এবং আশ্রিত-বৎসল আর কে আছে ?

আর এক রসিক ভক্ত হয়ত বলিবেন—আর দ্বিতীয়বার ঋণ যাচ্ঞা করার সাহসই তো তোমার কৃষ্ণের হয় নাই। পূর্ব্বঋণই শোধ করিতে পারেন নাই, ভবিষ্যতে শোধ করিবারও কোন উপায় নাই ; আবার কোন্ মুখে ঋণ চাহিবেন !! কিন্তু ঐ মাদনাখ্য মহাভাবটী না হইলে তো তাঁহার চলে না ! প্রাণে যে দুর্দ্দমনীয় লালসা, তাহার তাড়না তো আর সহ

প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রীমিলনে। কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ পায় পরিণামে ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিতে পারেন না!! এখন কি করেন? এমতাবস্থায় সকলে যাহা করে, তিনিও তাহাই করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মনে যখন গৌতমপত্নীকে উপভোগ করিবার জন্য বলবতী লালসা জন্মিল, তখন তিনি কি করিলেন? দেবরাজ জানিতেন, ন্যায়-সঙ্গত উপায়ে তাঁহার বাসনা-পূর্ত্তির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নাই; অথচ বলবতী লালসার তাড়নাও আর সহ্য হইতেছে না। তখন তিনি গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির চেষ্টা করিলেন। লালসার তাড়না সহ্য করিতে না পারিলে লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না; সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক—যে কোনও উপায়ে লোভনীয় বস্তুটী লাভ করিবার চেষ্টাই লোক করিয়া থাকে। তোমাদের কৃষ্ণও তাহাই করিলেন। তোমাদের শ্রীহরি শ্রীরাধারাণীর ভাব এবং কান্তি চুরি করিলেন; ভাবটী হৃদয়গুহায় লুকাইয়া রাখিলেন; আর কান্তিটী দ্বারা নিজের দেহকে ঢাকিয়া আত্মগোপন করিলেন—যেন কেহ চোরকে চিনিতে না পারে। অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য দেবরাজ যেমন গৌতম সাজিলেন—তোমাদের ব্রজরাজ নন্দনও শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি চুরি করিয়া নিজেও রাধিকা সাজিলেন—ভিতরে বাহিরে রাধা সাজিলেন। তাতেই তো শ্রীরূপ গোস্বামিচরণ বলিয়াছেন—অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী, রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ। রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ প্রকটয়ন্ স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥]

২৭। শান্তাদি পঞ্চবিধ-রতিরূপ স্থায়িভাব কিরূপে পঞ্চবিধ রসে পরিণত হয়, তাহা বলিতেছেন।

প্রেমাদিক স্থায়িভাব—প্রেমাদিরূপে অভিব্যক্ত স্থায়ী ভাব। শ্রীকৃষ্ণ-রতিই ক্রমশঃ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবরূপে অভিব্যক্ত হয়। "স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্ ॥" "ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজে।—শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি ॥ স্থা. ৪৪, ৪২ ॥"

সামগ্রী—কারণ-সমূহ। ইতি শব্দকল্পদ্রুম ॥ যে বস্তুটী না হইলে যে বস্তুটী সিদ্ধ হয় না, তাহাই সেই বস্তুর সামগ্রী। ছানা, চিনি, প্রভৃতি না হইলে রসগোল্লা প্রস্তুত হইতে পারে না; এজন্য ছানা-চিনি প্রভৃতিকে রসগোল্লার সামগ্রী বলে। এই পয়ারে সামগ্রী অর্থ এই—যে যে বস্তুর যোগ না হইলে স্থায়ী ভাব, কৃষ্ণভক্তিরসে পরিণত হইতে পারেনা, সেই সেই বস্তুই কৃষ্ণভক্তিরসের সামগ্রী; অর্থাৎ পর-পয়ারোক্ত বিভাব অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারী-ভাবই কৃষ্ণভক্তি-রসের সামগ্রী।

এই পয়ারের অর্থ এই—শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তে প্রেমাদিরূপে অভিব্যক্ত কৃষ্ণরতি যখন বিভাব-অনুভাবাদির সহিত মিলিত হয়, তখন ইহা কৃষ্ণ-ভক্তিরসে পরিণত হয় এবং আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করে।

শান্তভক্তের রতি প্রেমপর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; দাস্যভক্তের রতি রাগপর্য্যন্ত; ইত্যাদি ক্রমে শান্তাদি ভক্তের মধ্যে যাঁহার রতি যে পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে, সে পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইলেই শান্তরতি, দাস্যরতি প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়; এইরূপে, কৃষ্ণরতি যথাযথভাবে অভিব্যক্ত হইয়া যখন শান্তাদি রতিরূপে পরিণত হয়, তখন বিভাব-অনুভাবাদির মিলনে শান্তাদিরসে পরিণত হয়। ভূমিকায় "ভক্তিরস" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শান্তদাস্যাদি-রতিসমূহের মধ্যে কোন্ রতি প্রেমবিকাশের কোন্ স্তর পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হয়, পরবর্ত্তী ৩৮-৪১ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে। শান্তরতি প্রেমের পূর্ব্বসীমাপর্য্যন্ত, দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত, সখ্যরতি সাধারণতঃ অনুরাগ পর্য্যন্ত, বাৎসল্যরতি অনুরাগের শেষ সীমাপর্য্যন্ত এবং মধুরা রতি মহাভাবের শেষ সীমাপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়; ইহা হইতেই বুঝা যায়—শান্ত হইতে দাস্যে, দাস্য হইতে সখ্যে, সখ্য হইতে বাৎসল্যে এবং বাৎসল্য হইতে মধুরে প্রেমের গাঢ়তা এবং অভিব্যক্তি বেশী; সুতরাং যথোপযুক্ত বিভাব-অনুভাবাদিরূপ সামগ্রীর মিলনে শান্তাদি-রতি যখন রসে পরিণত হয়, তখন—শান্তরস হইতে দাস্যরসে, দাস্যরস হইতে সখ্যরসে, সখ্যরস হইতে বাৎসল্য রসে এবং বাৎসল্য রস হইতে

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব 'রস' হয় এই চারি মিলি ॥ ২৮
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে।
'রসালা'খ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে ॥ ২৯
দ্বিবিধ 'বিভাব'—আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি—'উদ্দীপন', কৃষ্ণাদি—'আলম্বন' ॥৩০
'অনুভাব'—স্মিত-নৃত্য-গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক—অনুভাবের ভিতর ॥ ৩১

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মধুর-রসেই যে আস্বাদন-চমৎকারিতার আধিক্য হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এইরূপে দেখা গেল—মধুর-রসেই আস্বাদন-চমৎকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

আর একটী কথা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবস্তু। শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারে তিনি যে সকল বিভিন্ন-স্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া আছেন, তাঁহারাও নিত্যবস্তু। তদ্রূপ, কৃষ্ণরতি নিত্যবস্তু; এবং প্রেম-বিকাশের তারতম্যানুসারে এই রতি প্রেম-স্নেহ-মানাদি যে সমস্ত বিভিন্ন স্তরে অভিব্যক্ত হইয়া আছে, তাহারাও নিত্যবস্তু; তাই শান্তরতি, দাস্যরতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবগুলিও নিত্যবস্তু; সুতরাং এই সমস্ত স্থায়ীভাবের পরিণামরূপে যে রস, তাহাও নিত্যবস্তু; নিত্যবস্তুর বাস্তবিক কোনও কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং রসেরও বাস্তবিক কোনও কারণ থাকিতে পারে না। তথাপি, বিভাব-অনুভাবাদিকে যে রসের কারণ বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—বিভাব-অনুভাবাদি রসের অভিব্যক্তির কারণ মাত্র, বস্তুতঃ রসের কারণ নহে (অলঙ্কারকৌস্তুভ। ৫।১ ॥)

"কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ" স্থলে "কৃষ্ণভক্তিরসরূপে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

২৮। "কৃষ্ণভক্তি-রসের সামগ্রীর কথা বলা হইতেছে।

বিভাব—২।১৯।১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অনুভাব—২।১৯।১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সাত্ত্বিক—সাত্ত্বিকভাব; ২।২।৬০ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **ব্যভিচারী**—ব্যভিচারীভাব বা সঞ্চারীভাব। ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৯। ২।১৯।১৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮ পয়ারোক্ত বিভাবাদির বিশেষ বিবরণ দিতেছেন। বিভাব দুই রকমের—আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব (২।১৯।১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণের বংশীস্বরাদি হইল উদ্দীপন বিভাব এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত (কৃষ্ণাদি) হইল আলম্বন বিভাব।

বংশীস্বরাদি—এই-শব্দে আদি পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, সাজসজ্জা, হাস্য, অঙ্গসৌরভ, শৃঙ্গ, বেণু নূপুর, পদচিহ্ন, লীলাস্থল, তুলসী, ভক্ত প্রভৃতি যাহা যাহা শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা তাহাই সূচিত হইতেছে।

৩১। এই পয়ারে কয়েকটী অনুভাবের নাম, ও কয়েকটী সাত্ত্বিক ভাবের নাম বলিতেছেন; এবং অনুভাব ও সাত্ত্বিক-ভাবের পার্থক্য জানাইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী চিত্তকে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে চিত্তের সম্বন্ধ জন্মিয়াছে, সেই চিত্তকেই সত্ত্ব বলে। এইরূপ চিত্তে যে সমস্ত ভাব জন্মে, তাহাদিগকে সাত্ত্বিক ভাব বলে।

আবার চিত্তে যখন কোনও ভাব প্রবল হয়, তখন বাহিক দেহেও ঐ ভাবের জ্ঞাপক কতকগুলি বিকার প্রকাশ পায়; যেমন, চিত্তে যদি খুব উল্লাস হয়, তাহা হইলে মুখে প্রফুল্লতা, মন্দহাসি প্রভৃতি দেখা যায়; চিত্তে যদি খুব দুঃখ জন্মে, তাহা হইলে মুখে বিষণ্ণতা, চক্ষুতে জল প্রভৃতি প্রকাশ পায়। চিত্তস্থ ভাবের এই সমস্ত বাহ্য-বিকারকে অনুভাব বলে। ইহাই অনুভাবের সাধারণ পরিচয়। জীবের চিত্তে মায়িক বস্তুর সম্বন্ধ হইতেও ভাব জন্মিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ হইতেও ভাব জন্মিতে পারে। মায়িক বস্তুর সম্বন্ধজাত ভাবেরও বহির্ব্বিকার জন্মিতে পারে (যেমন, আত্মীয়-বিরহে মায়িক জীব উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে, মাথায় কপালে আঘাত করে); এবং শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-জাত ভাবেরও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বহির্ব্বিকার জন্মে ("এবং ব্রতঃ"-ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে বহির্ব্বিকারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে মায়িক-বস্তুর সম্বন্ধজাত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য; এই গ্রন্থে বর্ণিত বিকারাদি কৃষ্ণপ্রেমের বিকার; সুতরাং এই সমস্ত বিকার সত্ত্ব—কৃষ্ণসম্বন্ধি-চিত্ত—হইতে জাত বলিয়া সাত্ত্বিক। নৃত্যগীতাদি অনুভাব সকলও সত্ত্ব হইতে জাত—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী চিত্তে যে সমস্ত ভাব জন্মে, তাহাদের বাহ্যিক অভিব্যক্তি মাত্র; এজন্য নৃত্যগীতাদি অনুভাব-সকলও সাত্ত্বিক বিকার। আবার স্তম্ভস্বেদাদি প্রসিদ্ধ অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকার-সমূহও অনুভাব; কারণ, তাহারাও কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের বহির্বিকাশমাত্র। এইরূপে বুঝা যায়, কৃষ্ণপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকারমাত্রই অনুভাব, আবার কৃষ্ণপ্রেমের অনুভাব মাত্রই সাত্ত্বিক বিকার। ইহাতে সাত্ত্বিক-বিকার ও অনুভাবে কোনও পার্থক্য থাকে না। কিন্তু গ্রন্থাদিতে সাত্ত্বিক-ভাবের ও অনুভাবের পার্থক্য করা হইয়াছে। যে চারিটী সামগ্রীর মিলনে কৃষ্ণ-রতি রসরূপে পরিণত হয়, তাহাদের মধ্যে একটী অনুভাব, আর একটী সাত্ত্বিকভাব; অপর দুইটী বিভাব ও ব্যভিচারিভাব। সাত্ত্বিকভাব ও অনুভাব যদি একই সামগ্রী হয়, তাহা হইলে চারিটীর স্থানে তিনটী রস-সামগ্রী হইয়া পড়ে। ইহাতেও বুঝা যায়, রসশাস্ত্রে সাত্ত্বিকভাব ও অনুভাবকে পৃথক্ বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই পৃথকত্বের হেতু কি, তাহা বিবেচ্য।

নৃত্য, গীত, স্তম্ভ, স্বেদাদি সাত্ত্বিক-বিকারের মধ্যে কতকগুলি বিকার বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত, আর কতকগুলি স্বাভাবিক,—বুদ্ধি-পূর্ব্বক কৃত নহে। নৃত্য, গীত, বিলুণ্ঠন, উচ্চরব, হুঙ্কার প্রভৃতি বাহ্যবিকার বুদ্ধিমূলক; চিত্তে কোনও আনন্দজনক ভাবের উদয় হইলে নৃত্য করিতে ইচ্ছা হয়; চিত্তে গভীর দুঃখের উদয় হইলে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হয়; এই ইচ্ছার বশেই নৃত্য করা হয়, ক্রন্দন করা হয়। ভক্ত ইচ্ছা করিলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিলে, নৃত্য না করিয়াও থাকিতে পারেন, ক্রন্দন না করিয়াও থাকিতে পারেন। কাজেই নৃত্যগীতাদি বাহ্য-বিকার বুদ্ধিমূলকই হইল। আর স্তম্ভ-স্বেদ-কম্পাদি বিকার স্বাভাবিক; চিত্তে যখন এমন কোনও ভাবের উদয় হয়, যে ভাবের স্বাভাবিক ক্রিয়াতেই দেহে স্তম্ভ-কম্পাদি বিকাশ পায়, তখন এসব বিকার আপনা-আপনিই দেহে প্রকাশ পাইবে; তাহারা বুদ্ধিবিচারের কোনও অপেক্ষা রাখিবে না; বুদ্ধি-বিচারের দ্বারা স্তম্ভ-কম্পাদি বিকার গোপন রাখিবার চেষ্টা করিলেও সেই চেষ্টা ফলবতী হইবে না।

এইরূপে সাত্ত্বিক অনুভাবগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—কতকগুলির প্রবৃত্তি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা, যেমন নৃত্যগীত-ক্রন্দনাদি। আর কতকগুলির প্রবৃত্তি স্বাভাবিকী; যেমন স্তম্ভ-স্বেদাদি। "নৃত্যাদীনাং সত্যপি সত্ত্বোৎপন্নত্বে বুদ্ধিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ, স্তম্ভাদীনাং তু স্বত এব প্রবৃত্তিরিত্যস্য লক্ষণস্য নৃত্যাদিষু ন ব্যাপ্তিঃ।"—ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ৩য় লহরী ২য় শ্লোকের টীকা।

এই দুই শ্রেণীর পার্থক্য জানাইবার জন্য—যে সমস্ত বিকারের প্রবৃত্তি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা, সেগুলিকে **অনুভাব** (বা **উদ্‌-ভাস্বর** অনুভাব) বলা হইয়াছে; আর যে সমস্ত বিকারের প্রবৃত্তি স্বাভাবিকী, সেগুলিকে **সাত্ত্বিকভাব** বলা হইয়াছে। **উদ্‌ভাস্বর**—উৎ (উত্তমরূপে) ভাস্বর (প্রকাশমান)। অশ্রু-কম্পাদি হইতেও নৃত্যগীত ক্রন্দনাদি অধিকরূপে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে; তাই বোধ হয় নৃত্যগীতাদিকে—অধিকরূপে বা উত্তমরূপে প্রকাশমান—বা উদ্‌ভাস্বর বলা হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে—স্তম্ভাদিকে সাত্ত্বিক অনুভাব না বলিয়া সাত্ত্বিক ভাব বলা হইল কেন? ভাব তো চিত্তে থাকে; বাহিরে তাহার অনুভাবই দেখা যায়। উত্তর এই:—ঘৃতের শক্তিতে আয়ুঃ বৃদ্ধি পায়; ঘৃত খাইলেই আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হইবে; এজন্য ভাষায় ঘৃতকেই আয়ুঃ বলা হয় (আয়ুর্ঘৃতম্)। তদ্রূপ, যে সমস্ত ভাবের উদয়ে দেহে স্তম্ভাদি-অনুভাব প্রকাশ পায়, সে সমস্ত ভাবের উদয় হইলেই দেহে স্তম্ভাদি প্রকাশ পাইবেই, ইহার আর অন্যথা হইবে না; ইহা জানাইবার জন্যই 'আয়ুর্ঘৃতম্'—এই ন্যায়ানুসারে ঐ সমস্ত অনুভাবকেই সাত্ত্বিক ভাব বলা হইয়াছে।

অথবা, চিত্তস্থিত ভাব হইল কারণ এবং স্তম্ভাদি হইল তাহার কার্য্য, কার্য্য-কারণের অভেদ-বশতঃ কার্য্যরূপ স্তম্ভাদিকেই সাত্ত্বিক ভাব বলা হইয়াছে।

নির্ব্বেদ-হর্ষাদি তেত্রিশ 'ব্যভিচারী'।
সব মেলি রস হয় চমৎকারকারী ॥ ৩২
পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার রস সভাতে প্রাবল্য ॥ ৩৩

শান্তরসে শান্তরতি প্রেমপর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগপর্য্যন্ত ক্রমে ত বাঢ়য় ॥ ৩৪
সখ্য-বাৎসল্য (রতি) পায় অনুরাগসীমা।
সুবলাদ্যের ভাবপর্য্যন্ত প্রেমের মাহমা ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুভাব—স্মিত-নৃত্য ইত্যাদি—এই পয়ারে দ্বিতীয় পংক্তিতে যে "অনুভাব" শব্দটী আছে, তাহার অর্থ—সাধারণ বহির্ব্বিকার; নৃত্য-গীত-স্তম্ভ-কম্প প্রভৃতি সকল রকমের বহির্ব্বিকারই তদ্দ্বারা সূচিত হইতেছে। আর, প্রথম পংক্তির অনুভাব-শব্দের অর্থ—কেবল মাত্র বুদ্ধিমূলক বহির্ব্বিকার। এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ হইবে—(সর্ব্ববিধ—বহির্বিকাররূপ) অনুভাবের মধ্যে স্মিত-নৃত্য-গীতাদি (বুদ্ধিপ্রবর্ত্তিত বিকার সমূহকে বলে) উদ্ভাস্বর অনুভাব; আর, স্তম্ভাদি (স্বতঃ প্রবর্ত্তিত স্বাভাবিক বিকার-সমূহকে বলে) সাত্ত্বিক (অনুভাব)।

স্মিত-নৃত্য-গীতাদি—নৃত্য, বিলুণ্ঠন (মাটীতে গড়াগড়ি) গীত, উচ্চরব, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ (হাইতোলা), শ্বাসাধিক্য, লোকাপেক্ষা-ত্যাগ, লালাস্রাব, অট্ট-হাস, ঘূর্ণা, হিক্কা, নীবীভ্রংশ, উত্তরীয়-স্রংসন, ধম্মিল্ল-(খোঁপা) স্রংসন প্রভৃতি।

স্তম্ভাদি—অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ (ঘর্ম্ম), বৈবর্ণ্য, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ ও প্রলয় (মূর্চ্ছা), এই আটটী সাত্ত্বিক ভাব। ২।২।৬০ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

৩২। **নির্ব্বেদ হর্ষাদি** ইত্যাদি—২।১৯।১৫৫ এবং ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তেত্রিশটী ব্যভিচারি-ভাবের মধ্যে উজ্জ্বলরসে ঔগ্র ও আলস্যের স্থান নাই। "নির্ব্বেদাদ্যাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে পরিকীর্ত্তিতাঃ। ঔগ্র্যালস্যে বিনা তেঽত্র বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ। উ. নী. ব্যভি। ২ ॥" ব্যভিচারী—বি-অভি-চর + ণিন্। বি-পূর্ব্বক অভি-পূর্ব্বক চর্-ধাতুর উত্তর ণিন্ প্রত্যয় যোগে ব্যভিচারী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; বি-অর্থ—বিশেষরূপে; অভি-অর্থ—অভিমুখে; চর্-ধাতুর অর্থ—গতি, সঞ্চরণ। তাহা হইলে ব্যভিচারী-শব্দের যৌগিক অর্থ হইল—(স্থায়ি-ভাবের) অভিমুখে বিশেষরূপে সঞ্চরণ করে যে, তাহাকে ব্যভিচারী বলে। যে ভাব স্থায়ীভাবের দিকে বিশেষরূপে সঞ্চরণ করে, তাহাই ব্যভিচারী ভাব। সঞ্চরণ করে বলিয়া ইহাকে—সঞ্চারী-ভাবও বলে।

৩৩। **পঞ্চবিধ রস** ইত্যাদি—পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সভাতে প্রাবল্য**—মধুর-রস গুণাধিক্যে ও স্বাদাধিক্যে সকল রস হইতে শ্রেষ্ঠ। মধুর-রস কিরূপে সকল রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই ৩৪-৪১ পয়ারে দেখাইতেছেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ পয়ারের টীকার শেষাংশ এবং ২।৮।৭৬-৮৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩৪-৩৫। ২।১৯।১৫৭-৫৮ এবং ২।২৩।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শান্তরতি প্রেমপর্য্যন্ত—এস্থলে "প্রেমপর্যান্ত" বলিতে "প্রেমের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত" বুঝিতে হইবে; শান্ত-রতিতে মমতাবুদ্ধি নাই বলিয়া প্রেমোদয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় না। **দাস্যরতি** ইত্যাদি—"দাস্যভক্তের রতি হয় রাগদশা অন্ত ॥ ২।২৪।২৫ ॥" রাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দাস্য-ভক্তের প্রেম বর্দ্ধিত হয়। **সখ্য-বাৎসল্য** ইত্যাদি—সখ্যে অনুরাগ পর্য্যন্ত (কিন্তু অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত নহে), এবং বাৎসল্যে অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত রতি বর্দ্ধিত হয়। "সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত। পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ অন্ত ॥ ২।২৪।২৬ ॥"

সুবলাদ্যের—সখ্যরতি সাধারণতঃ অনুরাগ পর্য্যন্তই বৃদ্ধি পায়; কিন্তু সুবলাদি প্রিয়-নর্ম্ম-সখা-দিগের সখ্যরতি ভাব-পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; ইহা সুবলাদির প্রেমের মহিমাতেই সম্ভব হয়।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য চারি রকমের—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা এবং প্রিয়-নর্ম্মসখা। যাঁহারা সুহৃৎ, তাঁহাদের বয়স শ্রীকৃষ্ণের বয়স অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক; দুষ্টগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করার জন্য তাঁহারা অস্ত্রাদিও ধারণ

শান্তাদি-রসের ‘যোগ’ ‘বিয়োগ’ দুই ভেদ। সখ্য বাৎসল্যে—যোগাদির অনেক বিভেদ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করেন; তাঁহাদের সখ্যে বাৎসল্যগন্ধ মিশ্রিত আছে। বলভদ্র, সুভদ্র, বীরভদ্র, বিজয়, গোভট প্রভৃতি হইলেন শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ। যাঁহারা সখা, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠতুল্য, এবং তাঁহাদের সখ্যে দাস্যের গন্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সেবাবিষয়েই ইহাদের অনুরাগ বেশী। বিশাল, বৃষভ, দেবপ্রস্থ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ, করন্ধম প্রভৃতি হইলেন শ্রীকৃষ্ণের সখারূপ বয়স্য। প্রিয়সখাদের বয়স শ্রীকৃষ্ণের বয়সের সমান; তাঁহাদের ভাব কেবল সখ্যময়। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, ভদ্রসেন প্রভৃতি হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা। শ্রীপাদজীবগোস্বামী বলেন—শ্রীদাম, দাম, সুদাম, বসুদাম ও কিঙ্কিণী এই কয়জন প্রিয়-নর্ম্ম সখা রূপেও পরিগণিত; ইহারা শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণ রূপ (গৌতমীয় তন্ত্র)। প্রিয়-বয়স্যদের মধ্যে শ্রীদাম হইলেন প্রধান। আর, প্রিয়নর্ম্মসখাগণ সুহৃৎ, সখা এবং প্রিয়সখা প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, বিশেষ ভাবশালী এবং অতিশয় রহস্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের মিলনের সহায়তাও করিয়া থাকেন। ইঁহাদের রতিই ভাবপর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত ও উজ্জ্বলাদিই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-নর্ম্ম-সখা। ইহাদের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বল সর্ব্বপ্রধান। (ভ. র. সি. ৩।৩।৮-২০)।

৩৬। **যোগ**—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনকে যোগ বলে। “কৃষ্ণেন সঙ্গমো যস্তু স যোগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ ভ. র. সি. ৩।২।৬৭॥”

বিয়োগ—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করার পরে তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইলে, সেই বিচ্ছেদকে বিয়োগ বলে। “বিয়োগো লব্ধসঙ্গেন বিচ্ছেদো দনুজদ্বিষা॥ ভ. র. সি. ৩।২।৫৬॥”

যোগাদির অনেক বিভেদ। **যোগাদির**—যোগ ও বিয়োগের। **যোগের বিভেদ** তিনটী; সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি। “যোগোঽপি কথিতঃ সিদ্ধিস্তুষ্টিঃ স্থিতিরিতি ত্রিধা। ভ. র. সি. ৩।২।৬৭॥” উৎকণ্ঠিত অবস্থায় কৃষ্ণ-প্রাপ্তিকে সিদ্ধি বলে। “উৎকণ্ঠিতে হরেঃ প্রাপ্তিঃ সিদ্ধিরিত্যভিধীয়তে॥ ভ. র. সি. ৩।২।৬৭॥” বিচ্ছেদের পর শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিকে তুষ্টি বলে। “জাতে বিয়োগে কংসারেঃ সংপ্রাপ্তি স্তুষ্টিরুচ্যতে॥ ভ. র. সি. ৩।২।৬৭॥” শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র থাকাকে স্থিতি বলে। “সহবাসো মুকুন্দেন স্থিতিনির্গদিতা বুধৈঃ॥ ভ. র. সি. ৩।২।৭০॥”

বিয়োগের বিভেদ—দশটি। তাপ, কৃশতা, জাগর্য্যা, আলম্ব-শূন্যতা, অধৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃতি। চিত্তের অনবস্থিতির নাম আলম্ব-শূন্যতা। আর সকল বিষয়েই অনুরাগ-শূন্যতার নাম অধৃতি। অন্য আটটীর অর্থ স্পষ্টই আছে।

মৃতি—মৃত্যু। মৃত্যু অমঙ্গলের চিহ্ন; সুতরাং মঙ্গলময় শ্রীভগবানের ভক্তদের মধ্যে কেবল সাধক-ভক্তেরই মৃত্যু সম্ভব; মৃত্যু তাঁহার পক্ষে অমঙ্গল-সূচক না হইয়া মঙ্গল-জনকই হইয়া থাকে; কারণ, মৃত্যুর পরেই জাতপ্রেম-ভক্ত নিত্যলীলায় প্রবেশ করিতে পারেন। পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ না করিলে শ্রীকৃষ্ণসেবা মিলেনা; মৃত্যুই পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করাইয়া দেয়। আর, সিদ্ধভক্তের পক্ষে মৃত্যু অসম্ভব; যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ, তাঁহাদের মৃত্যু-স্বীকার করিলে নিত্যসিদ্ধতাই থাকে না; আর যাঁহারা সাধন-সিদ্ধ (সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া যাঁহারা লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন) তাঁহাদের মৃত্যু স্বীকার করিলেও সিদ্ধত্ব থাকে না; সিদ্ধ অর্থই জন্মমৃত্যুর অতীত। তাঁহাদের মৃত্যুর কোনও হেতুও নাই। কারণ, গুণময় ভৌতিক দেহত্যাগইতো মৃত্যু, সিদ্ধভক্তদের গুণময় দেহই নাই, মৃত্যু আর কিরূপে সম্ভব? তবে যে বিয়োগের একটী ভেদ—‘মৃতি’ বলা হইয়াছে, এস্থলে মৃতি অর্থ মৃত্যু নহে,—কৃষ্ণবিয়োগ-জনিত ক্ষোভাধিক্য-বশতঃ ভক্তের যে মৃতপ্রায় অবস্থা, তাহাকেই মৃতি বলা হইয়াছে। “অশিবস্যাম্নঘঠতে ভক্তেঃ কুত্রাদপ্যসৌ মৃতিঃ। ক্ষোভকত্বাদ্বিয়োগস্য জাতপায়েতি কথ্যতে॥ ভ. র. সি. ৩।২।৬৭॥”

রূঢ়-অধিরূঢ়-ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণের 'রূঢ়' 'অধিরূঢ়' গোপিকা-নিকরে॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৭। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরতি কোন্ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তাহা বলিয়া এক্ষণে মধুরা রতির কথা বলিতেছেন। মধুরা রতি মহাভাব পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

মধুরা-রতি তিন রকমের ; সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কুব্জাতে সাধারণী রতি, মহিষীগণে সমঞ্জসা রতি এবং ব্রজসুন্দরীগণে সমর্থা-রতি। এই পয়ারে উল্লিখিত "কেবল মধুর"-পদের তাৎপর্য্য এবং গোপীগণের ও মহিষীগণের প্রেমের পার্থক্য ও বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে এই তিন রকমের রতির তাৎপর্য্যও একটু জানা দরকার ; তাই এস্থলে তৎ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা দেওয়া যাইতেছে।

সাধারণী—যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না, যাহা প্রায় কৃষ্ণ-দর্শনেই উৎপন্ন হয় এবং সম্ভোগেচ্ছাই যাহার নিদান, সেই রতিকে সাধারণী রতি বলে। "নাতিসান্দ্রা হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদ্দর্শন-সম্ভবা। সম্ভোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা॥ উ. নী. স্থা. ৩০॥" কৃষ্ণসুখের ইচ্ছাকেই রতি বলে। আত্মসুখ-হেতু সম্ভোগেচ্ছাই যদি সাধারণী-রতির হেতু হয়, তবে ইহাকে 'রতি' বলা হইল কেন ? উত্তর—কৃষ্ণ-সুখেচ্ছা কিঞ্চিৎ আছে বলিয়াই ইহাকে রতি বলা হইয়াছে। কুব্জা যখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার রূপমাধুর্য্যাদিতে মুগ্ধ হইলেন এবং স্বসুখ-তাৎপর্য্যময়ী সম্ভোগেচ্ছা তখনই তাঁহার চিত্তে উদিত হইল। তারপর, তাঁর মনে এইরূপ ভাব উদিত হইল :—"যিনি সম্প্রতি আমার দৃষ্টিপথে উদিত হইয়াই আমাকে এত সুখী করিতেছেন, আমিও ক্ষণকাল নিজ-অঙ্গ দান করিয়া সমুচিত সপর্য্যাদ্বারা তাঁহাকে সুখী করিব।" শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য এই যে একটু বাসনা জন্মিল—যদিও ইহার মূল নিজের সুখই, যদিও নয়নপথে উদিত হইয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে সুখী করিয়াছেন বলিয়াই কুব্জার পক্ষে এই কৃষ্ণসুখের বাসনা, তথাপি যে কারণেই হউক, কৃষ্ণসুখের বাসনা তো জন্মিয়াছে। কৃষ্ণসুখের এই একটু বাসনাবশতঃই ইহাকে রতি বলা হইয়াছে। স্বসুখ-বাসনামূলক সম্ভোগেচ্ছা আছে বলিয়াই এই (কৃষ্ণসুখেচ্ছা বা) রতি গাঢ়তা লাভ করিতে পারে না। কারণের ধর্ম্ম কার্য্যেও কিছু বর্ত্তমান থাকে ; এই রতির কারণই হইল আত্মসুখ—কৃষ্ণ, দর্শন দিয়া কুব্জাকে সুখ দিয়াছেন বলিয়াই কুব্জার পক্ষে নিজাঙ্গ-দান দ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যখন আবার হৃদয়ে বলবতী হয়, তখনই সম্ভোগজনিত আত্মসুখ-বাসনা প্রবল হইয়া উঠে—কারণ, ঐ কৃষ্ণ-সুখেচ্ছার সঙ্গেই আত্মসুখেচ্ছা জড়িত রহিয়াছে, তাহা এখন প্রবলতা লাভ করে মাত্র। এইরূপে স্বসুখ-বাসনা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণসুখবাসনাকে ভেদ করে বলিয়া এই রতি গাঢ়তা লাভ করিতে পারে না।

উপরে বলা হইয়াছে, সাধারণী-রতি কৃষ্ণদর্শনে উৎপন্ন হয় (সাক্ষাদ্দর্শনসম্ভবা)। উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, কৃষ্ণদর্শনমাত্রেই কৃষ্ণসুখ-বাসনারূপা রতি উৎপন্ন হয় না ; প্রথমতঃ নিজের সুখানুভব, তার পরে নিজের সুখহেতু কৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা ; সুতরাং সাক্ষাদ্দর্শনের ফলে পরম্পরাক্রমেই রতির উৎপত্তি।

শ্লোকে যে "প্রায়"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ধ্বনি এই যে, সাধারণতঃ সাক্ষাদ্দর্শনেই এই রতি উৎপন্ন হয়, কখনও কখনও রূপগুণাদির কথা শুনিলেও হয়।

স্বসুখ-বাসনা-মূলক-সম্ভোগেচ্ছাই যখন সাধারণী রতির হেতু, তখন ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, সম্ভোগেচ্ছার বৃদ্ধি হইলেই এই রতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সম্ভোগেচ্ছা ক্ষীণ হইলে এই রতিও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। "অসান্দ্রত্বাদ্রতেরস্যাঃ সম্ভোগেচ্ছা বিভিদ্যতে। এতস্যা হ্রাসতো হ্রাসস্তদ্ধেতুত্বাদ্রতেরপি॥ উ. নী. স্থা. ৩২॥" সাধারণী-রতি প্রেম পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। "আস্থা প্রেমান্তিমান্—ইতি উ. নী. স্থায়িভাবে ১৬৪ শ্লোক।"

সমঞ্জসা—যে রতি গুণাদি-শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন, যাহা হইতে পত্নীত্বের অভিমান-বুদ্ধি জন্মে এবং যাহাতে কখনও কখনও সম্ভোগতৃষ্ণা জন্মে, সেই সান্দ্রা (গাঢ়) রতিকে সমঞ্জসা বলে। "পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ক্বচিদ্ভেদিতসম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা ॥ উ. নী. স্থা. ৩৩॥" এই শ্লোকের "গুণাদিশ্রবণাদিজ"-শব্দ হইতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদির কথা শুনিয়াই যেন সমঞ্জসা রতি উৎপন্ন হয়; রূপ-গুণাদি-শ্রবণের পূর্ব্বে যেন রুক্মিণী-আদিতে শ্রীকৃষ্ণে রতি ছিল না। বাস্তবিক তাহা নহে। রুক্মিণী-আদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা, তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণরতি স্বভাবতঃই আছে; কিন্তু তাহা যেন প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। নারদাদির মুখে কৃষ্ণের গুণাদির কথা শুনিয়া ঐ রতি উদ্বুদ্ধ হয় মাত্র। "গুণাদি-শ্রবণাদিজেতি সাধনসিদ্ধাপেক্ষয়া রুক্মিণ্যাদিষু নিত্যসিদ্ধাসু তু নিসর্গাদেব প্রাদুর্ভূতা তদুদ্বোধস্য হেতুঃ স্যাদ্গুণরূপশ্রুতির্মনাগিতি। আনন্দচন্দ্রিকা ॥" সাধনসিদ্ধদিগেরই রূপ-গুণাদি-শ্রবণে রতি জন্মে।

এই রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া মাত্রই কান্তাভাবের উদয় হয় এবং পত্নীরূপে সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। তাই বলা হইয়াছে, "পত্নীত্বাভিমানাত্মা।" কৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা হইতেই তাঁহাদের পত্নীত্বের অভিলাষ এবং তাহা হইতেই কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্ভোগের ইচ্ছা—সাধারণী-রতিমতী কুব্জাদির ন্যায় তাঁহাদের সম্ভোগেচ্ছা আত্মসুখ-বাসনা হইতে জাত নহে। মহিষীদিগের সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণরতির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত; কিন্তু কুব্জাদির সম্ভোগতৃষ্ণা তদ্রূপ নহে।

মহিষীদিগের রতির বিকাশাবস্থায় সম্ভোগতৃষ্ণা থাকে না; কেবল কৃষ্ণ-সুখের তৃষ্ণাই থাকে; পরে বয়সের ধর্ম্মবশতঃ সময় সময় সম্ভোগতৃষ্ণা উদিত হয়; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণসুখের তৃষ্ণা তিরোহিত হয় না; উভয় তৃষ্ণাই তখনও যুগপৎ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু তখনও কৃষ্ণসুখের তৃষ্ণাই অধিকতর বলবতী, সম্ভোগতৃষ্ণা সামান্য। "রুক্মিণ্যাদীনাং বয়ঃসন্ধাবেব নারদাদিমুখবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-শ্রবণাদিনোদ্বুদ্ধান্নিসর্গাদেব শ্রীকৃষ্ণে রতি স্তথা কামোদ্গম-সময়বয়ঃসন্ধিস্বাভাব্যাৎ সম্ভোগতৃষ্ণা-জন্যা চ রতির্যুগপদেবাভূৎ। তত্র প্রথমা বহুতর-প্রমাণা দ্বিতীয়া অল্পপ্রমাণেতি। আনন্দচন্দ্রিকা ॥" ইহার পরে তাঁহাদের সম্ভোগতৃষ্ণা দুই জাতীয় হইল। প্রথমতঃ, কেবল মাত্র কৃষ্ণ সুখের জন্য, দ্বিতীয়তঃ স্ব-সুখের জন্য। কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণরতির সহিতই তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত, কিন্তু আত্মসুখ-তাৎপর্য্যময়ী সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণরতি হইতে স্বতন্ত্রা। শ্লোকোক্ত "ক্বচিৎ" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, মহিষীদের পক্ষে স্ব-সুখার্থ-সম্ভোগতৃষ্ণা সর্ব্বদা উদিত হয় না, ক্বচিৎ অর্থাৎ কোনও কোনও সময়ে উদিত মাত্র। "ক্বচিদিতিপদেন ইয়ং সম্ভোগ-তৃষ্ণোত্থা রতির্ন সর্ব্বদা সমুদেতীত্যর্থঃ। আনন্দচন্দ্রিকা।"

সমঞ্জসা রতি হইতে সম্ভোগেচ্ছা যখন পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হয় (অর্থাৎ যখন মহিষীদের মনে স্ব-সুখার্থ সম্ভোগেচ্ছার উদয় হয়) তখন সেই সম্ভোগেচ্ছা হইতে উত্থিত হাব-ভাবাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত বা বশীভূত হয়েন না। ইহাদ্বারাই কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সমর্থারতির উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে। "সমঞ্জসাতঃ সম্ভোগস্পৃহায়া ভিন্নতা যদা। তদা তদুত্থিতৈর্ভাবৈর্বশ্যতা দুষ্করা হরেঃ ॥ উ. নী. স্থা. ৩৫ ॥"

সমঞ্জসা-রতি অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। "তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা। উ. নী. স্থা. ১৬৪ ॥"

সমর্থারতি—কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী যে রতি, স্ব-সুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও যাহাতে নাই, সেই রতিকে সমর্থারতি বলে। সাধারণী সমঞ্জসা হইতে সমর্থারতির একটি অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতা আছে। প্রথমতঃ, উৎপত্তি-বিষয়ে বিশিষ্টতা—সাধারণী রতি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শন হইতে জাত; ইহা আত্মসুখ-বাসনা হইতে জাত, অথবা কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিজের সুখ হইলে, তারপর তৎপ্রতিদানে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা হইতে জাত; সুতরাং ইহা নির্হেতুক নহে। সমঞ্জসা-রতি স্বাভাবিকী হইলেও ইহার উন্মেষের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-গুণাদি শ্রবণের অপেক্ষা আছে। কিন্তু সমর্থা-রতিতে উন্মেষের জন্য (কুব্জার রতির ন্যায়) শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের, বা (মহিষী-আদির রতির ন্যায়) শ্রীকৃষ্ণ-গুণাদি-শ্রবণের কোনও অপেক্ষা নাই। স্বরূপ-ধর্ম্ম-বশতঃ ইহা আপনা-আপনিই উন্মেষিত হয়—শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যাদি-দর্শন, বা গুণাদিশ্রবণ-ব্যতিরেকেও শ্রীকৃষ্ণে এই রতি উন্মেষিত হয় এবং দ্রুতগতিতে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। "স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেৎ। অদৃষ্টেঽপ্যশ্রুতেঽপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্য্যাদ্দ্রুতং রতিম্॥ উ. নী. স্থা. ২৬॥" দ্বিতীয়তঃ—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাধারণী রতিতে স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছাই বলবতী ; সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীদেরও সময় সময় স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা জন্মে ; কিন্তু সমর্থা-রতিমতী ব্রজসুন্দরীদিগের কোনও সময়েই স্বসুখ-বাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা জন্মে না। একমাত্র কৃষ্ণকে সুখী করার বাসনাই তাঁহাদের বলবতী, তাঁহাদের সম্ভোগেচ্ছা সেই বাসনার পরিপূর্ত্তির একটা উপায় মাত্র ; সমর্থা রতিতে সম্ভোগেচ্ছার প্রাধান্য নাই ; ইহাতে সম্ভোগেচ্ছা গৌণী, তাহাও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের জন্য—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অঙ্গসঙ্গের জন্য লালায়িত, তাই তাঁহারা নিজাঙ্গদ্বারা তাঁহার সেবা করেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গের জন্য লালায়িত হইয়াই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সম্ভোগের ইচ্ছা করেন না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের কুসুমকোমল চরণদ্বয় তাঁহাদের কঠিন স্তনযুগলে স্পর্শ করাইতে তাঁহার চরণের পীড়া আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা ভীত হইতেন না (যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহমিত্যাদি॥ শ্রীভা. ১০.৩১।১৯ ॥)। তৃতীয়তঃ—সমঞ্জসা-রতিমতী রুক্মিণী-আদি শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য লালসান্বিতা হইলেও ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া কৃষ্ণ-সেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না ; তাঁহাদের কৃষ্ণ-সেবার বাসনা—ধর্ম্মের অপেক্ষা দূর করিতে পারে নাই ; তাই তাঁহারা (যজ্ঞাদি সম্পাদনপূর্ব্বক বিধিমত বিবাহ-বন্ধনে) পত্নীত্ব লাভ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সমর্থা-রতিমতী ব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণ-সুখের জন্য লালসা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-বিধিধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদির কথা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকে অকুণ্ঠিতচিত্তে জলাঞ্জলি দিয়াও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন। "যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য-পথঞ্চ হিত্বা ভেজুরিত্যাদি। শ্রীভা. ১০।৪৭।৬১।" কৃষ্ণসুখ ব্যতীত অপর কিছুই তাঁহারা জানিতেন না, অপর কিছুই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না—তাই শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই তাঁহারা করিয়াছেন। এই রতি গোপীদিগকে স্বজন-আর্য্যপথাদি-সমস্ত ত্যাগ করিবার সামর্থ্য দান করে বলিয়াই এবং স্বতন্ত্র স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় বলিয়াই, ইহাকে সমর্থা-রতি বলে। চতুর্থতঃ—সাধারণী-রতি সর্ব্বদাই স্ব-সুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হয়, সমঞ্জসারতিও সময় সময় তদ্রূপ বাসনা দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হয় ; কিন্তু সমর্থারতি কোনও সময়েই স্বসুখ-বাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা দ্বারা বা অন্য কোনও রূপ ইচ্ছা দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হয় না। কঠিন প্রস্তরে যেমন সূচ্যগ্র-ভাগও প্রবেশ করিতে পারে না, সমর্থা রতিতেও কৃষ্ণসুখ-বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা প্রবেশ করিতে পারে না। এজন্য সমর্থারতিকেই গাঢ়তমা বলে।

সমর্থারতি মহাভাবের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। "রতি র্ভাবান্তিমাং সীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতে॥ উ. নী. স্থা. ১৬৪॥" এই ত্রিবিধ মধুরা-রতির মধ্যে সমর্থারতিই প্রধানা বা মুখ্যা মধুরারতি ; ইহাই **কেবলা মধুরারতি**, কারণ, ইহাতে অন্য কোনও বাসনার সংস্পর্শ নাই।

মূল পয়ারে বলা হইয়াছে যে, মধুরা-রতি ভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। এখন **ভাব** কাহাকে বলে, তাহা বিবেচনা করা যাউক। প্রেম-বিকাশে অনুরাগের পরবর্ত্তী স্তরের নাম ভাব। "অনুরাগঃ স্বসম্বেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেৎ ভাব ইত্যভীধীয়তে॥ উ. নী. স্থা. ১০২॥" অনুরাগ স্বসম্বেদ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করিলে, ভাব নামে অভিহিত হয়। তাহা হইলে বুঝা গেল, অনুরাগের একটা বিশেষ অবস্থার নামই ভাব ; এই বিশেষ অবস্থায় অনুরাগ (১) স্বসম্বেদ্যদশা প্রাপ্ত হয় এবং (২) প্রকাশিত হয় এবং (৩) যাবদাশ্রয়-বৃত্তি হয়। এক্ষণে, স্বসম্বেদ্যদশা প্রকাশিত ও যাবদাশ্রয়বৃত্তি এই তিনটী শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

স্ব-সম্বেদ্যদশা—সম্বেদন-শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপে জানা (বিদ্‌ধাতুর অর্থ জানা), বা সম্যক্‌রূপে অনুভব করা। সম্বেদ্যশব্দের অর্থ—অনুভবযোগ্য। স্ব—অর্থ নিজ। স্ব-সম্বেদ্য—নিজের দ্বারা নিজের যে অনুভব, সেই অনুভবযোগ্য। স্ব-সম্বেদ্যদশা—অনুরাগের স্ব-সম্বেদ্যদশা ; অনুরাগের যে অবস্থাটী (দশাটী) অনুরাগের নিজের অনুভবযোগ্য, তাহাই তাহার স্ব-সম্বেদ্যদশা।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুরাগ-দশার তিনটী স্বরূপ ; ভাব, করণ ও কর্ম্ম। ভাব-স্বরূপে—এই অনুরাগোৎকর্ষ আনন্দাংশে শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ ; অনুরাগের উৎকর্ষ-অবস্থায় যখন বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদি অনুভূত হয়, তখন মাধুর্য্যাদির আস্বাদনাধিক্যে আস্বাদক এতই তন্ময় হইয়া পড়েন যে, তাঁহার নিজের স্মৃতিও থাকে না, আস্বাদ্য-মাধুর্য্যাদির স্মৃতিও থাকে না ; থাকে কেবল আস্বাদনের বা অনুভবের জ্ঞান ; এই অবস্থায় অনুরাগোৎকর্ষই যেন একমাত্র অনুভবে বা একমাত্র অনুভবের আনন্দে পর্য্যবসিত হয়। যেমন, রসগোল্লাতে অত্যন্ত লোভী ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসগোল্লা পাইলে তাহা আস্বাদন করিয়া তাহার স্বাদুতায় এতই তন্ময় হইয়া পড়ে যে, তাহার আর নিজের কথাও মনে থাকেনা, রসগোল্লার কথাও মনে থাকেনা, মনে থাকে কেবল রসগোল্লার আস্বাদনের কথা, রসগোল্লার স্বাদুতার কথা। ইহাই অনুরাগোৎকর্ষের ভাবস্বরূপ। তারপর করণ-স্বরূপ ; করণ অর্থ—উপায়, যদ্দ্বারা বা যাহার সহায়তায় কোনও কাজ করা যায়, তাহাই তাহার করণ ; যেমন লাঠিদ্বারা কাহাকেও আঘাত করা ; এই স্থলে লাঠিই হইল আঘাতের করণ। সংবিদংশে অনুরাগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করা হয় ; "প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদনের কারণ॥ ১।৪।৬৪ ॥" সুতরাং অনুরাগ হইল শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের করণ। এই অনুরাগ যখন সর্ব্বোৎকর্ষ-অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদিও সর্ব্বোৎকর্ষে আস্বাদিত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদি সর্ব্বোৎকর্ষে আস্বাদনের হেতুরূপে অনুরাগোৎকর্ষ হয় করণ। সর্ব্বশেষে কর্ম্মস্বরূপ—যাহা করা যায়, তাহা কর্ম্ম। যাহাকে আস্বাদন করা যায়, তাহা আস্বাদনের কর্ম্ম। অনুরাগোৎকর্ষ দ্বারা যেমন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করা যায়, তেমনি আবার শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের দ্বারাও অনুরাগোৎকর্ষ অনুভব করা যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণদরশন। সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটীগুণ॥ গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়॥ ১।৪।১৫৭-৫৮ ॥" গোপীদিগের এই যে আনন্দ ইহাই কৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদনের প্রভাবে, স্বীয় অনুরাগোৎকর্ষের অনুভবরূপ আনন্দ। অনুরাগের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আবার শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদনের প্রভাবে অনুরাগোৎকর্ষও অসমোর্দ্ধরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; ইহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলিয়াছেন—"মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। অন্যোন্যে বাঢ়য়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥ ১।৪।১২৪ ॥" যে অবস্থায়, ভাব, করণ ও কর্ম্ম স্বরূপে অনুরাগের পূর্ণতম অভিব্যক্তি এবং তাহাদের অনুভবে পূর্ণতম আনন্দ জন্মে, অনুরাগের সেই অবস্থাকেই স্ব-সম্বেদ্য-দশা বলে। "স্বসম্বেদ্য-দশা প্রাপ্য ইত্যুক্তে অনুরাগদশায়াঃ ভাবত্ব-করণত্ব-কর্ম্মকত্বানাং প্রাপ্তৌ সত্যামনুরাগোৎকর্ষোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ ইতি প্রথমং সুখম্। ততশ্চ প্রেমাদিভিরনুভূতচরোঽপি শ্রীকৃষ্ণঃ সম্প্রত্যনুরাগোৎকর্ষেণানুভূয়ত ইতি দ্বিতীয়ং সুখম্। ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণানুভবতোঽয়মনুরাগোৎকর্ষোঽনুভূয়ত ইতি তৃতীয়ং সুখম্। ইতি সুখত্রয়ং প্রাপয়োত্যর্থ আয়াতি। ইতি আনন্দচন্দ্রিকা॥"

প্রকাশিত—প্রকাশ প্রাপ্ত ; উদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিক ভাবদ্বারা বাহিরে অভিব্যক্ত। অনুরাগের চরমোৎকর্ষাবস্থায়, যদি স্বেদাশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকভাব সকলের পাঁচ, ছয়, অথবা সকলভাবই যুগপৎ উদিত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই তখন অনুরাগকে প্রকাশমান্ বা প্রকাশিত বলা যায়। "প্রকাশিতঃ যথাবসরমুদ্দীপ্তাদিসাত্ত্বিকৈঃ প্রকাশমানঃ। ইতি লোচনরোচনীটীকা।"

যাবদাশ্রয়বৃত্তি—যাবৎ অর্থ যে পর্য্যন্ত ; বা যে পরিমাণ ; যত যত। আশ্রয়—অনুরাগের আশ্রয় ; সাধক-ভক্ত ও সিদ্ধ-ভক্ত, ইঁহারা সকলেই অনুরাগের আশ্রয়। আর, বৃত্তি অর্থ ব্যাপার বা ক্রিয়া। সুতরাং যাবদাশ্রয়বৃত্তি-শব্দের অর্থ হইল এই—যে পর্য্যন্ত আশ্রয় আছে, বা যে পরিমাণ আশ্রয় আছে, অর্থাৎ যত যত সাধকভক্ত ও সিদ্ধভক্ত আছেন, তাঁহাদের সকলের উপরেই ক্রিয়া (বৃত্তি) যাহার, তাহাই যাবদাশ্রয়-বৃত্তি। অনুরাগ পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া যখন এরূপ হয় যে, ঐ অনুরাগ-বিকাশের সময়ে সাধকভক্ত কি সিদ্ধভক্ত যে কেহ নিকটে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের সকলের চিত্তেই যথাযথরূপে ঐ অনুরাগোৎকর্ষ তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তখনই বলা যায় যে ঐ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুরাগ যাবদাশ্রয়-বৃত্তিত্ব লাভ করিয়াছে। "যাবদিতি যাবন্ত এবাশ্রয়াঃ সাধকভক্তাঃ সিদ্ধভক্তাশ্চ তাবৎসু বৃত্তির্যস্যেতি। বৃত্তির্ব্যাপারঃ ক্রিয়েতি যাবৎ। ইতি আনন্দচন্দ্রিকা টীকা।" কুরুক্ষেত্র-মিলনে ব্রজসুন্দরীদিগের অনুরাগোৎকর্ষের প্রভাবে নিকটবর্ত্তী সকলের চিত্তই বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এই যে অনুরাগোৎকর্ষের প্রভাবের কথা বলা হইল, তাহা অবশ্যই সকলের চিত্তে সমভাবে ক্রিয়া করে না; যাহার চিত্ত যতটুকু অনুরাগোৎকর্ষ গ্রহণ করার যোগ্য, তাহার চিত্তে ততটুকু ক্রিয়াই প্রকাশ পায়। প্রাকৃত জগতে যত শীতল বস্তু আছে, চন্দ্র তাহাদের মধ্যে শৈত্যগুণে শ্রেষ্ঠ। আবার যত উষ্ণ বস্তু আছে, সূর্য্য তাহাদের মধ্যে উষ্ণতায় শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীস্থ সকল বস্তুর উপরেই চন্দ্র সমভাবে শীতলতা বিতরণ করিতেছে, কিন্তু তথাপি সকল বস্তু সমান ভাবে শীতল হয় না। সূর্য্যও সমান ভাবে সকল বস্তুর উপর তাপ বিকীরণ করিতেছে, কিন্তু তথাপি সকল বস্তু সমান ভাবে উষ্ণ হয় না। বস্তুর গ্রহণ-যোগ্যতার তারতম্যানুসারে শীতলত্বের ও তাপের তারতম্য হইয়া থাকে। অনুরাগোৎকর্ষের ক্রিয়া-সম্বন্ধেও ঐরূপ।

যাবদাশ্রয়-বৃত্তি-শব্দের আরও একটী অর্থ আছে; তাহা এই:—আশ্রয়—অর্থ অনুরাগের আশ্রয়, অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া অনুরাগ উৎকর্ষ লাভ করে। এখন, রাগই হইল অনুরাগের ভিত্তি বা আশ্রয়; প্রেম-বিকাশে, রাগের পরবর্ত্তী স্তরই অনুরাগ। "আশ্রয়শ্চাত্র রাগ এব তমাশ্রিত্যৈব অনুরাগস্তাদৃশতাং প্রাপ্নোতি। ইতি লোচনরোচনী-টীকা।" যাবৎ-শব্দে ইয়ত্তা বা সীমা বুঝায়। "যাবৎ পাত্র থাকে, তাবৎ ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ কর"—এই বাক্যে যাবৎ-শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাবদাশ্রয়েও সেই অর্থই হইবে। "যাবদাশ্রয়মিতি ইয়ত্তায়ামব্যয়ীভাবঃ। যাবৎপাত্রং ব্রাহ্মণানামন্ত্রয়স্ব ইতিবৎ। ইতি লোচনরোচনীটীকা॥" আর, বৃত্তি-শব্দের অর্থ সত্তা। অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া যখন রাগ-বিকাশের চরমসীমান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছায়, তখনই অনুরাগ যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু "রাগ" বলিতে কি বুঝা যায়? প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যখন এমন অবস্থায় আসে যে, সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাদি-লাভের নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ বলিয়া চিত্তে অনুভূত হয়, তখন প্রেমের সেই উৎকর্ষাবস্থাকে রাগ বলে। তাহা হইলে, দুঃখের পরম-কাষ্ঠাকেও যে অবস্থায় সুখের পরম-কাষ্ঠা বলিয়া চিত্তে অনুভূত হয়, সেই অবস্থাটীই রাগের চরম-ইয়ত্তা। অনুরাগ যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাকে যাবদাশ্রয়বৃত্তি বলা যায়। এখন, ব্রজসুন্দরীদিগের এই অবস্থা কোন্‌টী? কুলবতীদিগের পক্ষে আর্য্যপথ-ত্যাগের তুল্য দুঃখজনক আর কিছু নাই। আর্য্যপথ রক্ষা করার জন্য তাঁহারা অগ্নিকুণ্ডাদিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগের দুঃখকে অম্লান-বদনে অঙ্গীকার করিতে পারেন। কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য স্বজন-আর্য্যপথাদিও অম্লানবদনে ত্যাগ করিয়াছেন, আর্য্যপথ-ত্যাগের পরম-দুঃখকেও পরম সুখ বলিয়া চিত্তে অনুভব করিয়াছেন। সুতরাং কুলবতী ব্রজসুন্দরীদিগের এই অবস্থাটিই তাঁহাদের অনুরাগের যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব সূচিত করিতেছে। "দুঃখস্য পরমকাষ্ঠা কুলবধূনাং স্বয়মপি পরমমর্য্যাদানাং স্বজনার্য্যপথাভ্যাং ভ্রংশ এব নাগ্ন্যাদির্নচ মরণম্। ততশ্চ তৎকারিতয়াপ্রতীতোঽপি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধঃ সুখায় কল্পতে চেৎ তর্হি এব রাগস্য পরমেয়ত্তা ইতি—লোচনরোচনী টীকা॥"

এস্থলে যাবদাশ্রয়বৃত্তি-শব্দের উভয় অর্থই গ্রহণীয়।

ভাব—তাহা হইলে এক্ষণে বুঝা গেল, "ভাব" বলিতে অনুরাগোৎকর্ষের সেই অবস্থাটিকে বুঝায়—যেই অবস্থায় অনুরাগোৎকর্ষদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য পূর্ণতম রূপে আস্বাদনের আনন্দ পূর্ণতম রূপে অনুভব করা যায়, যেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যানুভব দ্বারা অনুরাগের পরমোৎকর্ষজনিত সুখও পূর্ণতমরূপে অনুভব করা যায়, এবং যে অবস্থায় এই আস্বাদনদ্বয়ের মিলনে, আস্বাদনের চমৎকারিতায় মুগ্ধ হইয়া আস্বাদক নিজের ও আস্বাদ্যবস্তুর কথা ভুলিয়া কেবল আস্বাদন-মাধুর্য্যমাত্রই অনুভব করিতে পারেন; আর অনুরাগোৎকর্ষের যে অবস্থায় অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক-ভাবনিচয়ের পাঁচ ছয় বা সমুদয়ই একই কালে দেহে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়—এবং অনুরাগোৎকর্ষের যে অবস্থায় কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কুলবতীগণ অম্লানবদনে ও অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বজনার্য্যপথাদি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন; এবং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুরাগোৎকর্ষের যে অবস্থায় নিকটবর্ত্তী সাধকভক্ত ও সিদ্ধভক্তাদি সকলের চিত্তেই যথাযথভাবে অনুরাগোৎকর্ষ আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

রতি বা প্রেমাঙ্কুরকেও ভাব বলে; আবার অনুরাগোৎকর্ষের চরম পরিণতিকেও ভাব বলা হইল। কিন্তু ভগবান্-শব্দের চরম-পরিণতি যেমন শ্রীকৃষ্ণে, সেইরূপ কৃষ্ণরতির পরম-পরিণতিও অনুরাগোৎকর্ষরূপ ভাবে। শ্রীকৃষ্ণকে যেমন সময় সময় ভগবান্ না বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ বলা হয়, অনুরাগোৎকর্ষরূপ ভাবকেও সেইরূপ কোনও কোনও সময়ে মহাভাব বলা হয়। "ভাবশব্দস্য তত্রৈব বৃত্তিঃ পরাকাষ্ঠা। ভগবচ্ছব্দস্য শ্রীকৃষ্ণ এবেতি ভাবঃ। মহাভাবশব্দস্যতু ক্বচিত্তত্র প্রয়োগঃ স্বয়ংভগবচ্ছব্দস্যেবজ্ঞেয়ঃ॥ লোচনরোচনীটীকা॥" সুতরাং উজ্জ্বলনীলমণির মতে ভাব ও মহাভাব একার্থবাচক। উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব প্রকরণে ১১১শ শ্লোকে স্পষ্টতঃই ইহা বলা হইয়াছে। "মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে।" কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার যেন মহাভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাবিশেষকে ভাব-নামে অভিহিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। "প্রেম ক্রমে বাঢ়ে, হয়—স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥" এস্থলে রতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমবিকাশের নয়টী স্তর দৃষ্ট হয়। ইক্ষুবীজাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা যে প্রেমের ক্রম-বিকাশ বুঝাইয়াছেন, সেখানেও ইক্ষুবীজের অভিব্যক্তির নয়টী অবস্থা দেখাইয়াছেন:—বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ডসার, শর্করা, সিতা, মিশ্রী, শুদ্ধমিশ্রী। ইহাতে স্পষ্টতঃই মনে হয়, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার ভাব ও মহাভাবকে দুইটী স্বতন্ত্র স্তররূপে বিবেচনা করিয়াছেন। তবে কি কবিরাজ গোস্বামী রূঢ়ভাবকে "ভাব" এবং অধিরূঢ় ভাবকে "মহাভাব" বলিয়াছেন? পরবর্ত্তী পয়ারে তিনি বলিয়াছেন—"অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার।" এস্থলে অধিরূঢ় ভাবকে স্পষ্টতঃই মহাভাব বলিলেন।

এই মহাভাব-বস্তুটী অত্যন্ত রমণীয়। লৌকিক বস্তুসমূহের মধ্যে যেমন অমৃত অপেক্ষা আস্বাদ্য বস্তু আর নাই, সেইরূপ প্রেমের বিভিন্ন স্তরের মধ্যেও মহাভাব অপেক্ষা আস্বাদ্য আর নাই। এজন্য উজ্জ্বলনীলমণি এই মহাভাবকে "বরামৃতস্বরূপশ্রী:—বর (শ্রেষ্ঠ, বরণীয়; স্বর্গের অমৃতের পক্ষেও বরণীয়) অমৃতই (মাধুর্য্যই) স্বরূপগত শ্রী (সম্পত্তি) যাহার, তাদৃশ অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময়" বলিয়াছেন।

এই মহাভাবের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহা মনকে নিজের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত করায়। "স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ। উ নী. স্থা. ১১২॥" মহাভাব হইতে মহাভাববতীদিগের মনের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। "মহাভাবাৎ পার্থক্যেন মনসো ন স্থিতিঃ॥ উ. নী. স্থা. ১১২ শ্লোকের আনন্দ-চন্দ্রিকা।" মন মহাভাবাত্মক হইয়া যায়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদিও মনের বৃত্তি-স্বরূপ বলিয়া এবং মনের দ্বারাই পরিচালিত হয় বলিয়া, মনের ন্যায় অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ও মহাভাবরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। এজন্যই মহাভাববতীদিগের সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত সুখদায়ক হয় এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই—এমন কি, তাঁহাদের কৃত তিরস্কারাদিতেও—শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ-চমৎকারিতা অনুভব করিয়া তাঁহাদের বশীভূত হইয়া পড়েন "ইন্দ্রিয়াণাং মনোবৃত্তিরূপত্বাৎ ব্রজসুন্দরীণাং মন আদি-সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং মহাভাবরূপত্বাৎ তত্তদ্ব্যাপারৈঃ সর্ব্বৈরেব শ্রীকৃষ্ণস্যাতিবশ্যত্বং যুক্তিসিদ্ধমেব। আনন্দ-চন্দ্রিকা।"

মহাভাবের এতাদৃশ বিকাশ কেবলমাত্র সমর্থা-রতিমতী ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যেই সম্ভব; কারণ তাঁহাদের কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সম্ভোগেচ্ছা তাঁহাদের রতির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়; ইহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু সমঞ্জসা-রতিমতী পট্টমহিষীদিগের সম্ভোগেচ্ছা, রতি হইতে পৃথক্রূপে অবস্থান করে, তাঁহাদের মন সম্যক্রূপে প্রেমাত্মকও হইতে পারে না, মহাভাবাত্মকত্ব তো দূরের কথা। এজন্যই, ব্রজসুন্দরীদিগের যে কোনও ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই আনন্দ-চমৎকারিতা অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ একান্ত বশীভূত হইয়া পড়েন; কিন্তু সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীবৃন্দের—সকলে একসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে অনঙ্গ-বাণে বিদ্ধ করার চেষ্টা করিয়াও তাঁহার চিত্তকে সামান্যমাত্র বিচলিত করিতেও সমর্থ হয়েন নাই। "পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুরিতি॥ শ্রীভা. ১০।৬১।৪॥" ব্রজের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেমস্নেহাদিই পট্টমহিষীদিগের পক্ষে দুর্ল্লভ ; এজন্যই উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, এই মহাভাব মহিষীবৃন্দের পক্ষে অতি দুর্ল্লভ। "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ। স্থা. ১১১॥" ইহা এক মাত্র ব্রজদেবীদিগের মধ্যেই লক্ষিত হয়, অন্যত্র নহে। "ব্রজদেব্যেকসম্বেদ্যঃ। উ. নী. স্থা. ১১১॥" তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন—"রূঢ় অধিরূঢ়ভাব কেবল মধুরে।" কেবল মধুরে—অর্থ সমর্থা-রতিতে।

মহাভাবের বিশেষ লক্ষণ যে যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব, তাহা পট্টমহিষীদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ; কৃষ্ণসেবার জন্য কুলধর্ম্মাদিকে উপেক্ষা করা মহিষীদিগের পক্ষে অসম্ভব ; প্রথমতঃ রুক্মিণ্যাদির মনে পত্নীভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অভিলাষই জন্মিয়াছিল ; পত্নীত্বাভিমানেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করেন।

সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীদিগের রতি অনুরাগের শেষ সীমাপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় (তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা)। অনুরাগোত্থ প্রেমবৈচিত্ত্য অবশ্য তাঁহাদের আছে।

এই মহাভাব দুই রকমের—রূঢ় ও অধিরূঢ়। মহাভাবের প্রথমাবস্থাকে **রূঢ়ভাব** বলে ; ইহাতে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক-ভাব সকল উদ্দীপ্ত হয়। উদ্দীপ্তাঃ সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে॥ উ. নী. স্থা. ১১৪॥ রূঢ়ভাবে আরও কতকগুলি অনুভাব লক্ষিত হয় ; যথা—(১) নিমিষের অসহিষ্ণুতা ; অর্থাৎ চক্ষুর পলক পড়ার সময়ে যে কৃষ্ণদর্শনের ব্যাঘাত হয়, তাহাও সহ্য হয় না ; তাই পলক-নির্ম্মাতা বিধাতাকে নিন্দা করেন। (২) আসন্নজনতা-হৃদ্‌বিলোড়ন অর্থাৎ এই রূঢ়-মহাভাব-বিকাশের সময়ে নিকটে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের সকলের চিত্তেই যথাযথভাবে এই ভাব নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। (৩) কল্পক্ষণত্ব ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের সময় মিলনানন্দে এতই বিভোর হইয়া থাকেন যে, এক কল্পকাল পর্য্যন্ত মিলিত হইয়া থাকিলেও তাহাকে অতি অল্পক্ষণ বলিয়া মনে হয়। (৪) শ্রীকৃষ্ণের সুখেও আর্ত্তি-শঙ্কায় খিন্নতা ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরমসুখে থাকিলেও তাঁহাতে প্রীতি ও মমতা-বুদ্ধির আধিক্য বশতঃ, "তিনি না জানি কতই কষ্ট পাইতেছেন" ইত্যাদি আশঙ্কা করিয়া খেদপ্রাপ্ত হওয়া। (৫) মোহাদির অভাবেও আত্মাদি-সর্ব্ব-বিস্মরণ ; সাধারণতঃ মূর্চ্ছা, আবেগ, বিষাদ-বশতঃই লোকের—"ইহা আমার, উহা আমার, এই আমাদের দেহ—" ইত্যাদি-বিষয়ের স্মৃতি লোপ পাইয়া থাকে ; কিন্তু যাঁহাদের চিত্তে রূঢ়-মহাভাবের উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের একান্ত মমতাস্পদ-শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদির অত্যধিক স্মৃতিবশতঃ —মূর্চ্ছাদি ব্যতীতও "আমি ও আমার"-জ্ঞান তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না। (৬) ক্ষণকল্পতা ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের সময়, অতি অল্পক্ষণ সময়কেও এক কল্প বলিয়া বলিয়া মনে হয়। (৭) কৃষ্ণাবির্ভাবকারিতা ; অর্থাৎ এই রূঢ়-প্রেমের প্রভাব, কৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলা ব্রজসুন্দরীগণের সাক্ষাতে, দূরস্থিত শ্রীকৃষ্ণকেও অকস্মাৎ আবির্ভাব প্রাপ্ত করায় ; রূঢ়-মহাভাবের প্রবল বিক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গোপীগণ যখন একান্ত কাতর হইয়া পড়েন, তখন ঐ প্রেমের শক্তিতেই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সাক্ষাতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েন ; অন্যস্থান হইতে যে হাঁটিয়া আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, তাহা নহে ; আগমন ব্যতীতই হঠাৎ যেন উদিত হয়েন।

অধিরূঢ়—অধিরূঢ় মহাভাবের অনুভাব (সাত্ত্বিক ভাব) সকল, রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাব সকল হইতেও কোনও এক অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতা লাভ করে। "রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামাপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে॥ উ. নী. স্থা. ১২৩॥" এই বিশিষ্টতা, কেবল সাত্ত্বিকভাব সকলের সুদ্দীপ্ততামাত্র নহে ; কারণ, অধিরূঢ়-ভাবান্তর্গত মোহনের বিশিষ্টতাই ভাবের সুদ্দীপ্ততা। অধিরূঢ়ের বিশিষ্টতা এইরূপ :—বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময়ধামে অতীতে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে যত মোক্ষানন্দ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে এবং অনন্তকোটি প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডে অতীতে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে যত সুখ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা যদি একই স্থানে একই সঙ্গে স্তূপীকৃত করা যায়, তাহা হইলেও শ্রীরাধার-প্রেমোদ্ভব সুখ-সিন্ধুর এক বিন্দুর আভাস-তুল্যও হইবে না। আবার বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময়ধামে অতীতকালে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে, ভক্তগণের প্রেমোৎকণ্ঠাজনিত যত দুঃখ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে এবং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনন্তকোটি প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডে নরক-যন্ত্রণাদি যত দুঃখ ঐ তিনকালে হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তৎসমস্ত যদি একই স্থানে একই সঙ্গে স্তূপীকৃত করা যায়, তাহা হইলেও শ্রীরাধিকার প্রেমোদ্ভব দুঃখ-সমুদ্রের এক কণিকার আভাসতুল্যও হইবে না। এইরূপ অত্যধিকই অধিরূঢ়ভাবোত্থ সুখ দুঃখের অনির্ব্বচনীয়তা।

অধিরূঢ়-ভাবের বিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহের টীকায় বর্ণিত হইয়াছে।

এক্ষণে আলোচ্য পয়ারের অর্থ বিচার করা হইতেছে।

রূঢ়-অধিরূঢ়-ভাব কেবল মধুরে—এস্থলে "কেবল"-শব্দের দুইটী অর্থ; একটী অর্থ—একমাত্র; একমাত্র মধুরা রতিতেই রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব বিদ্যমান আছে; দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রতিতে নাই। দ্বিতীয় অর্থ—বিশুদ্ধ, অন্য-ভাব-বর্জ্জিত। বিশুদ্ধা-মধুরা-রতিতেই (অর্থাৎ সমর্থা রতিতেই) রূঢ় ও অধিরূঢ় ভাব অভিব্যক্ত। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-রতিতে মহাভাব নাই; একমাত্র মধুরা-রতিতেই আছে। মধুরা-রতির মধ্যেও আবার সাধারণী ও সমঞ্জসাতে মহাভাব নাই; একমাত্র সমর্থ-রতিতেই মহাভাব (রূঢ় ও অধিরূঢ় উভয় অঙ্গই) অভিব্যক্ত। সুতরাং একমাত্র কৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণেই মহাভাব বিদ্যমান, অপর কেহ ইহার অধিকারিণী নহেন—মহিষীবৃন্দও নহেন। "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্ল্লভঃ। ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥ উ. নী. ম. স্থা. ১১১॥"

মহিষী-গণের রূঢ় ইত্যাদি—এই পয়ারার্দ্ধের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয় যেন:—"মহিষী-গণের মধ্যে রূঢ় ভাব এবং গোপিকা-নিকরের মধ্যে অধিরূঢ়ভাব বিদ্যমান আছে।" কিন্তু বাস্তবিক অর্থ তাহা নহে; কারণ, মহিষীগণ যে মহাভাবের অধিকারিণী হইতে পারেন না, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে (মুকুন্দ-মহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্ল্লভঃ॥ উ. নী. স্থা. ১১১॥") এই পয়ারের পূর্ব্বার্দ্ধের মর্ম্মও এইরূপই; রূঢ় ও অধিরূঢ় ভাব কেবল-মধুরা (সমর্থা) রতিতেই আছে; মহিষীদিগের রতি সমঞ্জসা, সুতরাং কেবল মধুরা নহে; এজন্য তাঁহারা মহাভাবের অধিকারিণী নহেন। উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব-প্রকরণে "অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ ১০৯॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন "স চ আরম্ভত এব ব্রজদেবীষু এব দৃশ্যতে পট্টমহিষীষু তু সম্ভাবয়িতুমপি ন শক্যতে—মহাভাব আরম্ভ হইতেই ব্রজদেবীদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হয়, পট্টমহিষীদিগের মধ্যে ইহার সম্ভাবনাই সম্ভব নয়।" চক্রবর্ত্তিপাদও তাহাই লিখিয়াছেন। আবার "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্ল্লভঃ॥ উ. নী. স. স্থা. ১১১॥-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"মহিষীগণস্য তু সমঞ্জসরতিমত্ত্বাৎ সম্ভোগেচ্ছায়াঃ সম্যক্‌প্রেমরূপত্বাভাবাৎ আরম্ভতো জাত্যৈব প্রেমানন্দসর্ব্বাংশাপরিপূর্ণঃ তৎপরিণামভূতোঽনুরাগঃ ন উৎকর্ষসীমাং প্রাপ্নোতীতি ন তাসাং মহাভাবঃ সম্ভবেৎ—মহিষীগণ সমঞ্জসা রতিমতী বলিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণরতি সম্ভোগেচ্ছাদ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয়; এই সম্ভোগেচ্ছা সম্যক্ প্রেমরূপ নহে বলিয়া আরম্ভ হইতেই তাঁহাদের রতি জাতিতেই প্রেমানন্দের সর্ব্বাংশে অপরিপূর্ণ। তাই তাহার পরিণামভূত অনুরাগও উৎকর্ষ সীমা প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে মহাভাব অসম্ভব।" উজ্জ্বলনীলমণির "বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ॥ স্থা. ১১২॥" শ্লোকের টীকাতেও চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"পট্টমহিষীণাস্তু সম্ভোগেচ্ছায়াঃ পার্থক্যেনাপি স্থিতত্বাৎ সম্যক্ প্রেমাত্মকমপি মনো ন স্যাৎ কুতোঽস্য মহাভাবাত্মকত্বশঙ্কেতি—পট্টমহিষীদিগের সম্ভোগেচ্ছার পৃথকত্ববশতঃ তাঁহাদের মন সম্যক্‌রূপে প্রেমাত্মকই হইতে পারে না, মহাভাবাত্মক আবার কিরূপে হইবে? এ-সমস্ত প্রমাণবলে জানা গেল—মহিষীবৃন্দের পক্ষে মহাভাব অতি দুর্ল্লভ।

মহাভাব দুই রকমের, অর্থাৎ মহাভাবের দুইটী স্তর—রূঢ় এবং অধিরূঢ়। "স রূঢ়শ্চাধিরূঢ়শ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধো বুধৈঃ॥ উ. নী. স্থা. ১১৩॥" মহিষীদিগের পক্ষে মহাভাবই যখন দুর্ল্লভ, তখন মহাভাবের কোনও স্তরই তাঁহাদের মধ্যে থাকিতে পারে না; সুতরাং প্রথম স্তর যে রূঢ় নামক মহাভাব, তাহাও থাকিতে পারেনা। তাহার স্পষ্ট উল্লেখই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব-প্রকরণে "গোপ্যস্তু কৃষ্ণমুপলভ্য চীরাদভীষ্টং যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু

অধিরূঢ় মহাভাব—দুই ত প্রকার—। সম্ভোগে ‘মাদন’, বিরহে ‘মোহন’ নাম তার ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পক্ষকৃতং শপন্তি। দৃগ্‌ভির্দ্দীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥ ১১৭ ॥”—রূঢ়-ভাবের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—“নিত্যযুজাং এতা বিয়োগিন্যো বয়ন্তু নিত্যযুজ ইত্যভিমানিন্যো যাঃ পট্টমহিষ্য স্তাসামপি দুরাপম্—ইঁহারা (ব্রজগোপীগণ সময় সময় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে) বিরহিণী হয়েন ; আমরা কিন্তু নিত্য (সর্ব্বদাই) শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত থাকি—এইরূপ অভিমানবতী পট্টমহিষীদিগের পক্ষেও রূঢ়ভাব দুর্ল্লভ।” চক্রবর্ত্তিপাদও তাহাই বলিয়াছেন। সুতরাং মহিষীদিগের মধ্যে রূঢ়-মহাভাব থাকিতে পারেনা।

এই পয়ারার্দ্ধের বাস্তবার্থ এই :—তিন পংক্তি আগে যেমন বলা হইয়াছে—“সুবলান্তের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা।” তদনুরূপ এখানেও বুঝিতে হইবে—‘মহিষীগণের প্রেমের মহিমা রূঢ় পর্য্যন্ত, আর গোপিকা-নিকরের অধিরূঢ় পর্য্যন্ত।” **রূঢ় পর্য্যন্ত-অর্থ**—রূঢ়ের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত ; অর্থাৎ মহাভাবের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত ও অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্তই মহিষীদিগের প্রেম বৃদ্ধি পায় (যেমন শান্তরসে শান্তরতি প্রেমের পূর্ব্বসীমা পূর্য্যন্তই বর্দ্ধিত হয় ; পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৪-৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। আর গোপিকাদিগের মধ্যে রূঢ় ও অধিরূঢ়—দুইই দৃষ্ট হয়। নিম্নে ৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

উজ্জলনীলমণিও বলেন—“আদ্যা প্রেমান্তিমাং তত্রানুরাগান্ত্যাং সমঞ্জসা। রতির্ভাবান্তিমাং সীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতে ॥ স্থা. ১৬৪ ॥” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—“আদ্যা সাধারণী প্রেমৈবান্তিমো যত্র তথাভূতাং সীমাং প্রপদ্যতে। তেন কুব্জাদীনাং রতিপ্রেমাণৌ দ্বাবেব স্থায়িনৌ। সমঞ্জসা অনুরাগান্তিমামেতি তেন পট্টমহিষীণাং রতি-প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়-রাগানুরাগাঃ সপ্তঃ স্থায়িনঃ ॥” অর্থাৎ সাধারণী-রতিমতী কুব্জাদির কৃষ্ণরতি প্রেমের শেষসীমা পর্য্যন্ত, সমঞ্জসা-রতিমতী পট্টমহিষীদিগের কৃষ্ণরতি অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এবং সমর্থারতিমতী ব্রজদেবীদের কৃষ্ণরতি ভাবের (মহাভাবের) শেষ সীমাপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে, রতি বা প্রেমাঙ্কুর এবং প্রেম এই দুইটী হইল কুব্জাদির স্থায়ী ভাব ; রতি বা প্রেমাঙ্কুর, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ এই সাতটী হইল মহিষীদের স্থায়ী ভাব এবং রতি হইতে ভাবপর্য্যন্ত সমস্তই হইল ব্রজদেবীদের স্থায়ীভাব। এই প্রমাণ হইতে জানা গেল—মহিষীদিগের সমঞ্জসা রতি অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্তই বর্দ্ধিত হয় ; মহাভাবের প্রথম স্তর রূঢ়-ভাব তাঁহাদের মধ্যে নাই।

“মহিষীগণে রূঢ়” না বলিয়া “মহিষীগণের রূঢ়” বলাতেই বুঝা যাইতেছে—মহিষীগণের মধ্যে রূঢ়ভাব নাই ; পূর্ব্ব ৩৫-পয়ারে যেমন বলা হইয়াছে “সুবলান্তের ভাবপর্য্যন্ত”, তদ্রূপ এস্থলেও “মহিষীগণের রূঢ় পর্য্যন্ত—রূঢ়ের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত” বলাই উদ্দেশ্য।

এস্থলে মহিষীদিগের যে অনুরাগের কথা বলা হইল, তাহাও ব্রজসুন্দরীদিগের অনুরাগের তুল্য নহে। পূর্ব্বোদ্ধৃত “মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্ল্লভঃ ॥” ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—যদিও ব্রজের প্রেম-স্নেহাদিও (প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ) মহিষীদিগের পক্ষে দুর্ল্লভই, তথাপি জাতিতে এবং পরিমাণে কিঞ্চিৎ ন্যূন এবং সমঞ্জসা রতির উপযোগী প্রেম-স্নেহাদি তাঁহাদের পক্ষে অতি-দুর্ল্লভ নয় ; কিন্তু এই মহাভাব তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বথাই অতিদুর্ল্লভ। “যদ্যপি ব্রজবর্ত্তিনঃ প্রেমস্নেহাদ্যা অপি তৈঃ দুর্ল্লভা এব, তথাপি জাতিপ্রমাণাভ্যাং কিঞ্চিন্ন্যূনত্বেন সমঞ্জসরত্যুচিতা স্তে নাতিদুর্ল্লভাঃ। অয়ং মহাভাবস্তু সর্ব্বথৈব অতিদুর্ল্লভ এব যত ব্রজদেব্যেকসংবেদ্য ইতি।” সমর্থা রতি হইতে সমঞ্জসা রতির জাতিগত ভেদ আছে বলিয়াই ব্রজদেবীগণের রতি হইতে মহিষীগণের রতিরও জাতিগত ভেদ। সমর্থা রতি হইতেছে স্বসুখবাসনা-গন্ধলেশশূন্যা, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী ; আর সমঞ্জসা হইতেছে সময় সময় স্বসুখার্থ-সম্ভোগেচ্ছাময়ী।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৮। অধিরূঢ় মহাভাব দুই রকমের; মোদন ও মাদন। "মোদনোমাদনশ্চাসাবধিরূঢ়ো দ্বিধোচ্যতে॥ উ. নী. ম. স্থা. ১২৫॥" মোদন ও মাদন—এই উভয়েই সম্ভোগ বুঝায়। মোদনো মাদনশ্চেতি দ্বয়ং নিরুক্তিবলাৎ সম্ভোগ এব। ইতি উ. নী. স্থা. ১২৫ শ্লোকের লোচন-রোচনী টীকা।

মোদন—যে অধিরূঢ় মহাভাবে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, এই উভয়ের দেহেই সাত্ত্বিকভাবাদি সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে মোদন বলে। "মোদনঃ স দ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তসৌষ্ঠবম্॥ উ. নী. স্থা. ১২৫॥"

মোদনের দুইটী ক্রিয়া লক্ষিত হয়; (১) শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তে যখন মোদনাখ্য মহাভাবের উদয় হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে তো ক্ষোভ জন্মেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী-আদি কান্তাগণের (যাঁহারা মিলন-স্থলে উপস্থিত নহেন, অথচ একটু দূরে কোনও আবৃত স্থান হইতে তাঁহাদের মিলন দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের) চিত্তেও ক্ষোভ উপস্থিত হয়। (২) চন্দ্রাবলী-আদি যে সমস্ত কৃষ্ণকান্তাগণ তাঁহাদের প্রচুর প্রেম-সম্পত্তির জন্য বিখ্যাত, তাঁহাদের প্রেম হইতেও অত্যধিক প্রেম—মোদনাখ্য-মহাভাবে ব্যক্ত হয়। তাই সত্যভামা-চন্দ্রাবলী-আদিকে ত্যাগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকটে থাকিতে উৎসুক।

মোদন একমাত্র শ্রীরাধিকার যূথেতেই সম্ভব, সর্ব্বত্র (চন্দ্রাবলী-আদিতে) ইহা হয় না। "রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনো ন তু সর্ব্বতঃ॥ উ. নী. ম. স্থা. ১২৮॥ সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র চন্দ্রাবল্যাদাবপীত্যর্থঃ॥ আনন্দচন্দ্রিকা টীকা।"

মোহন—বিরহ-অবস্থাতে এই মোদনকে মোহন বলে; তখন বিরহ-জনিত বিবশতাহেতু সাত্ত্বিক ভাব সকল সুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে—(সু + উদ্দীপ্ত—সুদ্দীপ্ত; সম্যক্‌রূপে দীপ্তিপ্রাপ্ত)। "মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনোভবেৎ। যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সুদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ॥ উ. নী. ম. স্থা. ১৩০॥" ইহাতে কম্পোদয়ে দন্ত সকল খট্ খট্ করিয়া যেন বাদ্যের মত হয়; স্বরভঙ্গে বাক্যসমূহ কণ্ঠের মধ্যেই লীন হইয়া যায়; বৈবর্ণ্যে শ্বেতত্ব প্রাপ্তি হয়; পুলকে দেহ যেন কাঁঠাল ফলের মত হইয়া যায়; ইত্যাদি। (পরবর্ত্তী ৪২ পয়ারের টীকায় বিপ্রলম্ভ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য)।

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাতেই প্রায় (বাহুল্যে) এই মোহন-ভাব প্রকাশ পায়। "প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি॥ উ. নী. ম. স্থা. ১৩২॥"

মোহনের অনুভাব এই কয়টী:—

(অ) কান্তাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত থাকা-কালেও শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা; দ্বারকায় রুক্মিণীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে পুলকোদ্‌গম হইতেছিল; এমন সময় যমুনাতীরে শ্রীরাধার সহিত কুঞ্জক্রীড়ার কথা স্মরণ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

(আ) অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিয়াও মোহন-ভাববতীদিগের পক্ষে কৃষ্ণসুখ-কামনা। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান-কালে শ্রীরাধা উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিলে আমাদের সুখ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যদি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি হয়, তবে তিনি যেন না আসেন। আর তিনি না আসিলে যদিও আমাদের প্রাণান্তক কষ্ট হইবে, তথাপি মথুরায় থাকিলেই যদি তিনি সুখী হয়েন, তবে যেন সেখানেই চিরকাল থাকেন।"

(ই) ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষোভ-কারিতা—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় অবস্থান-কালে শ্রীরাধার মোহন-ভাবের উদয় হইলে তাঁহার বিরহোত্তপ্ত প্রেমনিশ্বাসের ধূমে সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এবং বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্তও ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিল—নরসমূহ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, সর্পসমূহ ব্যাকুল হইল, দেবগণের দেহে স্বেদোদ্‌গম হইল, বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী পর্য্যন্ত অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

(ঈ) তির্য্যক্ জাতির রোদন—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিতেছেন শুনিয়া, তাঁহার পীতবসনদ্বারা দেহকে আবৃত করিয়া শ্রীরাধা যমুনাতীরস্থ কুঞ্জের লতাকে অবলম্বন করিয়া অশ্রুমোচন পূর্ব্বক এমনভাবে উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়াছিলেন যে, তাহা শুনিয়া জলমধ্যস্থ মৎস্য-মকরাদিও ক্রন্দন করিয়াছিল।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(উ) মৃত্যুস্বীকারপূর্ব্বক নিজদেহের ক্ষিত্যপতেজাদি ভূতসমূহদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গতৃষ্ণা। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া শ্রীমতী রাধিকা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"যেন আমার মৃত্যু হয়, তারপর যেন আমার এই দেহের জল শ্রীকৃষ্ণের জলকেলির সরোবরে গিয়া মিশে, তাঁহার গতাগতির পথে যেন এই দেহের ক্ষিতি গিয়া মিশে, তাঁহার দর্পণে যেন ইহার তেজ গিয়া মিশে" ইত্যাদি।

(ঊ) **দিব্যোন্মাদ**—মোহনাখ্য ভাব কোনও অনির্ব্বচনীয় বৃত্তিবিশেষ প্রাপ্ত হইলে, ভ্রমসদৃশ বিচিত্রদশা লাভ করে; ইহাকেই দিব্যোন্মাদ বলে। "এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। "ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥ উ. নী. স্থা. ১৩৭॥"

এই দিব্যোন্মাদের আবার উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি বহু বহু ভেদ আছে।

উদ্‌ঘূর্ণা—নানা প্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্যচেষ্টাকে উদ্‌ঘূর্ণা বলে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান কালেও তাঁহার অনুপস্থিতি বিস্মৃত হইয়া ব্রজসুন্দরীগণকর্ত্তৃক নিবিড় অন্ধকারে কুঞ্জাভিসার, বাসক-সজ্জার ন্যায় কুঞ্জগৃহে শয্যা-রচনা, খণ্ডিতাভাব অবলম্বনে অতিশয় কোপন-স্বভাব প্রদর্শন প্রভৃতি উদ্‌ঘূর্ণাবস্থার কার্য্য।

চিত্রজল্প—প্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের কোনও সুহৃদের সঙ্গে দেখা হইলে গূঢ় রোষ-বশতঃ যে ভূরিভাবময় জল্প (বাক্য কথন), তাহার নাম চিত্রজল্প; ইহাতে অসংখ্য ভাববৈচিত্রী ও অনির্ব্বচনীয় চমৎকারিতা থাকে। ইহার অন্তে তীব্র উৎকণ্ঠা দৃষ্ট হয়। প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ। ভূরিভাবময়োজল্পোযস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ॥ অসংখ্য-ভাববৈচিত্রী চমৎকৃতিঃ সুদুস্তরঃ॥ উ. নী. স্থা. ১৭১॥" মথুরা হইতে আগত উদ্ধবের দর্শনে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর যে অনির্ব্বচনীয় ভাবময় চিত্রজল্পের উদ্ভব হইয়াছিল, শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ভ্রমরগীতায় তাহার উল্লেখ আছে।

ব্রজসুন্দরীগণ উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের দূত-বোধে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া যথোপযুক্ত সৎকারাদি দ্বারা সম্মানিত করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীভানুনন্দিনীর (শ্রীরাধার) অসূয়া-গর্ব্বাদিময় দিব্যোন্মাদের উদয় হইল; এমন সময় একটী ভ্রমর আসিয়া তাঁহার চরণকমলে পতিত হইল। দিব্যোন্মাদ-বশতঃ এই ভ্রমরকেই তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত দূত মনে করিয়া, ভ্রমরের গতিবিধিকে লক্ষ্য করিয়া, নানাবিধ ভ্রমময় চেষ্টা ও প্রলাপময় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ভ্রমরগীতায় শ্রীমতীর বাক্য-চেষ্টাদিই বর্ণিত হইয়াছে।

চিত্রজল্পের দশটী অঙ্গ ঃ—প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প। ভ্রমরগীতার দশটী শ্লোকে এই দশটী অঙ্গের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

(ক) **প্রজল্প**—অসূয়া, ঈর্ষ্যা, এবং মদযুক্ত বাক্যাদি দ্বারা অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রিয় ব্যক্তির অপকৌশল (পটুতার অভাব) উদ্গীরণ করাকে প্রজল্প বলে। "অসূয়ের্ষ্যামদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া। প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্ত্যতে॥ উ. নী. স্থা. ১৪১॥"

(খ) **পরিজল্প**—প্রেরিত দূতাদির যিনি প্রেরক প্রভু, তাঁহার নির্দ্দয়তা, শঠতা ও চাপল্যাদি দোষের উল্লেখ করিয়া ভঙ্গীতে মোহন-ভাববতীর নিজের বিচক্ষণতা-প্রকাশক জল্পকে পরিজল্প বলে। "প্রভোর্নির্দ্দয়তাশাঠ্যচাপল্যাদ্যুপপাদনাৎ। স্ববিচক্ষণতা-ব্যক্তির্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতম্॥ উ. নী. স্থা. ১৪২॥"

(গ) ভিতরে গূঢ় মান, অথচ বাহিরে সুস্পষ্ট-অসূয়া প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে উপহাসাত্মক কটাক্ষোক্তি, তাহাকে **বিজল্প** বলে। "ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া। অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তির্বিজল্পো বিদুষাং মতঃ॥ উ. নী. স্থা. ১৪৩॥"

(ঘ) যাহার ভিতরে গূঢ় গর্ব্ব আছে, এইরূপ ঈর্ষ্যা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কুহকতা-কীর্ত্তন ও অসূয়াযুক্ত আক্ষেপকে **উজ্জল্প** বলে। "হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্ব্বগর্ভিতয়ের্ষ্যয়া। সাসূয়শ্চ তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জল্প ঈর্য্যতে॥ উ. নী. স্থা. ১৪৪॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(ঙ) **সংজল্প**—দুর্গম সোল্লুণ্ঠ (উপহাসাত্মক) আক্ষেপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা-প্রকাশক বাক্যকে সংজল্প বলে। "সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া। তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্প কথিতঃ বুধৈঃ ॥ উ. নী. স্থা. ১৫৫ ॥"

(চ) **অবজল্প**—শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কঠিন (নিষ্ঠুর), কামুক এবং ধূর্ত্ত, এজন্য তাহাতে আসক্ত হইলে ভয়ের কারণ আছে—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া ঈর্ষ্যার সহিত যে উক্তি, তাহাকে অবজল্প বলে। "হরৌ কাঠিন্যকামিত্বধৌর্ত্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা। যত্র সের্ষ্যং ভিয়েবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাংমতঃ ॥ উ. নী. স্থা. ১৪৭ ॥"

(ছ) **অভিজল্প**—শ্রীকৃষ্ণ যখন পক্ষিগণকে পর্য্যন্ত খেদান্বিত করেন, তখন তাঁহাকে ত্যাগ করাই উচিত,—ভঙ্গীদ্বারা এইরূপ অনুতাপমূলক বচনকে অভিজল্প বলে। "ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য খগানামপি খেদনাৎ। যত্র সানুশয়ং প্রোক্তা তদ্ভবেদভিজল্পিতম্ ॥ উ. নী. স্থা. ১৪৯ ॥"

(জ) **আজল্প**—অনুতাপ-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা এবং দুঃখ-প্রদত্ব যাহাতে বর্ণিত থাকে, তথা ভঙ্গীপূর্ব্বক অন্যকর্ত্তৃক সুখ-দান যাহাতে কীর্ত্তিত হয়, তাদৃশ বচনকে আজল্প বলে। জৈহ্ম্যং তস্যার্তিদত্বঞ্চ নির্ব্বেদাদ্যত্র কীর্ত্তিতম্। ভঙ্গ্যান্যসুখদত্বঞ্চ স আজল্প উদীরিতঃ ॥ উ. স্থা. ১৫১ ॥"

(ঝ) **প্রতিজল্প**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্য স্ত্রী সর্ব্বদাই থাকে, অন্য-সঙ্গ তিনি ত্যাগ করিতে অসমর্থ (দুস্ত্যজদ্বন্দ্বভাব), সুতরাং তাঁহার নিকটে গমন করা অনুচিত—এইরূপ বাক্য এবং কৃষ্ণ-প্রেরিত দূতের সম্মান যাহাতে উক্ত হয়, তাহাকে প্রতিজল্প বলে। "দুস্ত্যজদ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তি র্নার্হেত্যনুদ্ধতম্। দূতসম্মাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজল্পকঃ ॥ উ. নী. স্থা. ১৫২ ॥"

(ঞ) **সুজল্প**—যাহাতে সরলতা-নিবন্ধন গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, চপলতা এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সংবাদাদি জিজ্ঞাসিত হয়, তাহাকে সুজল্প বলে। "যত্রার্জবাৎ সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহচাপলম্। সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্পঃ নিগদ্যতে ॥" উ. নী. স্থা. ১৫৩ ॥"

মাদন—মাদনে বিরহের অভাব; মিলন অবস্থাতেই মাদনের বিকাশ হয়। ইহাতে রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত সমস্ত ভাবই সর্ব্বোৎকর্ষে উল্লাসশীল হইয়া থাকে। মোহনাদি হইতেও মাদনের অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা আছে। ইহাই হ্লাদিনীর চরম-পরিণতি। এই মাদন শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণেও ইহা নাই, শ্রীরাধার যূথের অপর সখীগণের মধ্যেও ইহা নাই; ইহা মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীরই নিজস্ব সম্পত্তি। "সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা ॥ উ. নী. স্থা. ১৫৫ ॥" অনাদিকাল হইতেই ইহা শ্রীরাধাতেই নিত্য বর্ত্তমান; কখনও তাঁহার অন্তরে কখনও বা বাহিরেও প্রকাশ পায়। মাদনে অত্যন্ত আনন্দ-মত্ততা জন্মায়। এই আনন্দ-মত্ততা সমস্ত জগতেরই হর্ষ উৎপাদন করে (মাদয়িত হর্ষয়তি সর্ব্বং জগদপি)।

মাদনের আর একটী বিশিষ্টতা এই যে, ঈর্ষ্যার অযোগ্য বস্তুতেও ইহা প্রবল ঈর্ষ্যা জন্মাইয়া থাকে। বনমালা অচেতন বস্তু—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধার ঈর্ষ্যার যোগ্য নহে। কিন্তু তথাপি শ্রীকৃষ্ণের গলায় আজানুলম্বিত বনমালা দর্শন করিয়া, বনমালার প্রতি শ্রীরাধার ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়। এইরূপে বংশীর প্রতিও তাঁহার ঈর্ষ্যা হয়। "কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধ মন্ত্রজপ, এই কৈল জন্মান্তরে ॥ হেন কৃষ্ণাধর-সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা, যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ। এ বেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুষ-জাতি, সেই সুধা সদা করে পান ॥ ৩,১৬।১৩৩-৩৪ ॥"

আরও বিশিষ্টতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সম্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, অন্যত্র কোথাও শ্রীকৃষ্ণ-কৃত সম্ভোগের গন্ধ মাত্র লক্ষ্য করিলেই ঐ গন্ধের আধারকে শ্রীরাধিকা স্তুতি করিতে থাকেন—যেন ঐ আধারের সৌভাগ্য তাঁহার সৌভাগ্য অপেক্ষা অনেক বেশী। তাই, শ্রীকৃষ্ণের চরণ-লিপ্ত কুঙ্কুম স্ব-স্ব-স্তনে ও বদনে সংলগ্ন করিয়া যাহারা স্বীয় কন্দর্পব্যথা দূরীভূত করিয়াছে, সেই পুলিন্দকন্যাদিগকেও শ্রীরাধিকা স্তুতি করিয়া থাকেন।

মাদনের চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প—মোহনের দুই ভেদ ॥ ৩৯
চিত্রজল্প দশ-অঙ্গ—প্রজল্পাদি নাম।
ভ্রমরগীতা-দশশ্লোক তাহার প্রমাণ ॥ ৪০
'উদ্‌ঘূর্ণা'—বিবশচেষ্টা—'দিব্যোন্মাদ' নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি--আপনাকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মাদনের আরও একটি অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-স্পর্শনাদি কোনও একরূপ সম্ভোগেই আলিঙ্গন-চুম্বন-সম্প্রয়োগাদি অসংখ্য সম্ভোগ-লীলার আনন্দ যুগপৎ (একই সময়ে) প্রকটিত হয়। "যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্রঃ কোঽপি মাদনঃ। যদ্‌বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলা-সহস্রধাঃ। উ. নী. স্থা. ১৬০॥" এইরূপ অসংখ্য-সম্ভোগাত্মক-লীলা যুগপৎ প্রত্যক্ষ ভাবেই প্রকটিত হয়—স্ফূর্ত্তিরূপে নহে; "প্রত্যক্ষতয়া প্রকটী ভবন্তীতি স্ফূর্ত্তিতো বৈলক্ষণ্যং দর্শিতম্।" শ্রীরাধিকা যে সময়ে পুলিন্দকন্যার সৌভাগ্যের স্তুতি করেন, কিম্বা যে সময়ে বংশীর তপস্যার অনুসন্ধান করেন, ঠিক সেই সময়েই, শ্রীকৃষ্ণ-কৃত আলিঙ্গন-চুম্বনাদি শত সহস্র প্রকার সম্ভোগাত্মক-লীলা যুগপৎ অনুভব করেন। আবার এইরূপ অসংখ্য সম্ভোগাত্মক-লীলার যুগপৎ অনুভব একই দেহে করিয়া থাকেন—কায়ব্যূহরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেহে নহে।

অপর একটি বিশিষ্টতা এই যে, যেই সময়ে অসংখ্য চুম্বনালিঙ্গন-সম্প্রয়োগাদির আনন্দ যুগপৎ অনুভূত হয়, ঠিক সেই সময়েই তীব্র বিরহের স্ফূর্ত্তিতে অনির্ব্বচনীয় ও অদম্য মিলনোৎকণ্ঠার উদয় হয়। তাহাতে ঐ চুম্বনাদির আনন্দও অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করিয়া থাকে। ক্রমশঃ-বৃদ্ধি-যুক্ত ক্ষুধা এবং প্রচুর পরিমাণে অত্যুপাদেয় ভোজ্য বস্তু যদি যুগপৎ উপস্থিত থাকে, তাহা হইলেই ভোজন-রসাস্বাদনের আনন্দ সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে; এই অবস্থায় ক্ষুধাও সুখকরী—ভোজনও সুখকর। বিরহের স্ফূর্ত্তি এবং অসংখ্য চুম্বনালিঙ্গনাদির যুগপৎ আস্বাদনবশতঃ মাদনও তদ্রূপ অপূর্ব্ব আনন্দ-চমৎকারিতা লাভ করিয়া থাকে। মাদনে বিরহের স্ফূর্ত্তিও আনন্দ-চমৎকারিতার হেতু বলিয়া সুখময়ী হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত বিশিষ্টতা-সমূহই মোহন হইতে মাদনের পার্থক্য সূচনা করে। বিরহে মোহন, আর মিলনে মাদন। মোহনে কেবল বিরহ-কাতরতা, আর মাদনে কেবল মিলনানন্দ-মত্ততা।

৩৯। পূর্ব্ববর্ত্তী (২।২৩।৩৮) পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ৩৮-৩৯ পয়ারে "মোহন"-স্থলে কোন কোন গ্রন্থে "মোদন"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৪০। চিত্রজল্পের দশটী অঙ্গ পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৮ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

ভ্রমরগীতা ইত্যাদি—শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৪৭শ অধ্যায়ের ১২—২১ শ্লোকগুলিকে (এই দশটী শ্লোককে) ভ্রমরগীতা বলে। এই দশটী শ্লোকে চিত্রজল্পের দশটী অঙ্গ বিবৃত হইয়াছে (২।২৩।৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৪১। উদ্‌ঘূর্ণা ও দিব্যোন্মাদাদির বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৮ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি ইত্যাদি—কৃষ্ণবিরহে যখন দিব্যোন্মাদ জন্মে, তখন শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা করিতে করিতে কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হয়, আবার চিন্তার গাঢ়তায় কখনও বা নিজেকেই কৃষ্ণ বলিয়া মনে হয়।

আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহার্ত্তিবশতঃ কোনও কোনও কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরী নিজেকে কৃষ্ণ মনে করেন, এবং তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অনুকরণাদিও করেন। ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত আসক্ত-চিত্তা। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়েন, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-জনিত আর্ত্তিবশতঃ তাঁহার গুণ-লীলাদির কথাই চিন্তা করিতে থাকেন; এইরূপ চিন্তার ফলে তাঁহার গুণ-লীলাদিতে তাঁহাদের তন্ময়তা জন্মে। শ্রীকৃষ্ণের যে লীলাতে তাঁহাদের তন্ময়তা জন্মে, সময় সময় তাঁহারা সেই লীলার অনুকরণও করিয়া থাকেন; তন্ময়তা যখন নিবিড় হয়, তখন লীলার অনুকরণ যেন আপনা-আপনিই স্ফুরিত হয়;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ইহা বিচার-বুদ্ধিপূর্ব্বক অনুকরণ নয়; ইহাকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক অনুকরণ বলে। আর ঐ তন্ময়তা যখন তত নিবিড় হয় না, একটু তরল থাকে, তখন অনুকরণ হয় বুদ্ধিপূর্ব্বক; শ্রীকৃষ্ণে এবং তাঁহার লীলাবিশেষে অত্যাশক্তিবশতঃই বুদ্ধিপূর্ব্বক অনুকরণও অনুষ্ঠিত হয়। অনুকরণ বুদ্ধিপূর্ব্বকই হউক, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বকই হউক, সর্ব্বত্রই কিন্তু ব্রজসুন্দরীদের স্বভাব—শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিময় ভাব—জাগরূক থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহার্ত্তিবশতঃ গাঢ় আসক্তিমূলা শ্রীকৃষ্ণলীলাদির চিন্তা হইতে সঞ্জাত তন্ময়তাবশতঃ এইভাবে যে লীলার অনুকরণ, তাহা কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীদের হৃদয়স্থিত গাঢ় প্রেমেরই এক রকম বহির্বিকাশ মাত্র, এজন্য ইহাকে স্বভাবজ অনুভাব বলে। রমণীয় বেশভূষা ও ক্রিয়াদির দ্বারা এই ভাবে প্রিয়ব্যক্তির অনুকরণকে রসশাস্ত্রের ভাষায় লীলা বলে। "প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ॥ উ. নী. ম. অনুভাব প্রকরণ॥ ৬৬॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"ক্বাপি যত্নস্য বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বং ক্বাপি সঞ্চারিভাবোত্থত্বেন অবুদ্ধিপূর্ব্বকত্বং কিন্তু সর্ব্বত্র স্বভাবো জাগরূক ইতি।" "প্রিয়স্য অনুকরণং বুদ্ধিপূর্ব্বকমবুদ্ধিপূর্ব্বকং বা প্রেমবতীনাং স্বাভাবিকমেব (শ্লোকের ও টীকার মর্ম্ম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে)।" এই লীলা-নামক অনুভাবের দৃষ্টান্তরূপে উজ্জ্বলনীলমণিতে বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহা এই:—"দুষ্ট কালীয় তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা। বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলা-সর্ব্বস্বমাদদে॥ বি. পু.; ৫।১৩।২৬॥—(শারদীয় রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া গেলে কৃষ্ণ-বিরহে উন্মত্তা) কোনও গোপী—অরে দুষ্ট কালীয়, স্থির হ', এই আমি কৃষ্ণ—এই কথা বলিয়া বাহু আস্ফোটন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের লীলানুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন (এই শ্লোকের "লীলাসর্ব্বস্বমাদদে" অংশের টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন—লীলাসর্ব্বস্বং তস্যা লীলায়া যাবান্ পরিকরস্তাবন্তমাদদে গৃহীতবতী। অনুকৃতবতীত্যর্থঃ।" এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়-দমন-লীলার অনুকরণের কথা বলা হইয়াছে। এই অনুকরণটী হইতেছে অবুদ্ধিপূর্ব্বক। উক্ত শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তীপাদ লিখিয়াছেন—"লীলেয়ং বিপ্রলম্ভভরেণোন্মাদোত্থত্বাদবুদ্ধিপূর্ব্বকযত্নবতী।" বুদ্ধিপূর্ব্বক অনুকরণের দৃষ্টান্তরূপে ছন্দোমঞ্জরীর একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। "মৃগমদকৃতচর্চ্চা পীতকৌষেয়বাসা রুচিরশিখিশিখণ্ডা বদ্ধধম্মিল্লপাশা। অনৃজু নিহিতমংসে বংশমুৎক্বানয়ন্তী কৃতমধুরিপুবেশা মালিনী পাতু রাধা॥ উ. নী. ম. অনুভাব-প্রকরণ। ৬৭—(রতিমঞ্জরী স্বীয় সখীকে বলিলেন—সুন্দরি, ঐ দেখ) শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে উন্মত্তা হইয়া শ্রীরাধা গাত্রে মৃগমদ লেপন, পীতবর্ণ পট্টাংশুক পরিধান, কেশপাশে রুচির ময়ূরপুচ্ছ বন্ধন এবং গলদেশে বনমালা ধারণপূর্ব্বক কুটীল স্কন্ধদেশে সরল বংশী ন্যস্ত করিয়া মধুর বাদ্য করিতেছেন। এতাদৃশী শ্রীরাধা আমাদিগকে রক্ষা করুন।" এই অনুকরণ হইতেছে বুদ্ধিপূর্ব্বক। "বুদ্ধিপূর্ব্বক-যত্নবতীমপি তামুদাহর্ত্তুমাহ—টীকায় চক্রবর্ত্তী।" শ্রীরাধা যে নিজেকে কৃষ্ণ মনে করিতেছেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ ছন্দোমঞ্জরীর উদাহরণ-শ্লোকে দৃষ্ট না হইলেও তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের বেশ-ভূষায় নিজেকে সজ্জিত করিয়াছেন, তখন ইহা বুঝা যায় যে, তিনি নিজেকে অন্ততঃ কৃষ্ণ বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের উদাহরণ-শ্লোকে কালীয়দমন-লীলার অনুকরণকারিণী গোপী যে নিজেকে কৃষ্ণ মনে করিতেছিলেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"কৃষ্ণোঽহমিতি"-বাক্যে। শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরে বিরহক্লিষ্টা গোপীদের অনেকেই যে নিজেদিগকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, অথবা কৃষ্ণরূপে পরিচিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু বিরহে ব্রজসুন্দরীদের নিজেদিগকে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-মনন—সাযুজ্যকামীর নিজেকে ব্রহ্ম-মননের ন্যায় নহে, কিম্বা অহংগ্রহোপাসকের নিজেকে উপাস্য-স্বরূপরূপে মননও নহে; তাঁহাদের কৃষ্ণমনন হইতেছে প্রেমলীলাভর-স্বভাব হইতে, কিম্বা রসাস্বাদ প্রৌঢ়ীময়ী অবস্থা হইতে জাত। শ্রীমদ্ভাগবতের "গতিস্মিত-প্রেক্ষণ-ভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ। অসাবহস্ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥ ১০।৩০।৩॥"-শ্লোকের টীকায় বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—"তন্ময়ত্বঞ্চ প্রেমলীলাভর-স্বভাবেনৈব ন তু অহংগ্রহোপাসনাবেশেন।" আর চক্রবর্ত্তিপাদও লিখিয়াছেন—"অসাবহং কৃষ্ণোঽহমিতি রসাস্বাদপ্রৌঢ়িময়ীমবস্থাং প্রাপ্য তদাত্মিকাঃ প্রাপ্তকৃষ্ণতাদাত্ম্যাঃ। ন তু অহংগ্রহোপাসনাবশাদেব ইতি জ্ঞেয়ম্।" ইহা যে লীলা-নামক অনুভাব, বৈষ্ণব-তোষণী তাহাও বলিয়াছেন। "লীলাশ্চ অনুভাবোঽয়ম্। শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী "ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ

সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ,—দ্বিবিধ শৃঙ্গার "সম্ভোগ"—অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ। লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ১০।৩০।১৪॥"-শ্লোকের টীকায় বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—বিরহোন্মত্তা গোপীগণ কৃষ্ণাত্মিকা হইলেও কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের আত্যন্তিক অভেদ স্ফূর্ত্তি হয় নাই, যেহেতু, তাঁহারা তাঁহাদের প্রেমময় স্বভাব পরিত্যাগ করেন নাই। "তত্র চ স্বভাবাপরিত্যাগেন নাতিতদভেদস্ফূর্ত্তিঃ।" যদি আত্যন্তিক অভেদ-স্ফূর্ত্তি হইত, তাহা হইলে গোবর্দ্ধন-ধারণ লীলার অনুকরণ-সময়ে (উর্দ্ধে উত্থাপিত হস্তে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ দেখাইবার উদ্দেশ্যে) তাঁহারা হস্ত উত্তোলন-পূর্ব্বক বস্ত্র ধারণের চেষ্টা করিতেন না, কিম্বা "আমি কৃষ্ণ, আমার মনোহর গতি অবলোকন কর"-ইত্যাদি বাক্যে নিজেদিগকে কৃষ্ণরূপে পরিচিত করার চেষ্টাও করিতেন না। "যতস্তান্নিদধেঽম্বরমিত্যত্র যত্নকথনাৎ, কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিমিতি স্বস্মিন্ কৃষ্ণত্বসাধনার্থং তচ্ছব্দপ্রয়োগাচ্চ।" চক্রবর্ত্তিপাদ ইহাও বলিয়াছেন যে—কৃষ্ণবিরহ-কাতরা গোপীদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিলেন, কৃষ্ণের চেষ্টাদির অনুকরণ করিয়া, নিজের কৃষ্ণাকারত্ব দেখাইয়া, কৃষ্ণবিরহ-কাতরা অন্যগোপীদের এবং নিজেরও মুহূর্ত্তকালব্যাপী আনন্দও যদি নিষ্পাদন করিতে পারি, তাহাও ভাল; এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ স্মরণ করিয়া সে সমস্ত লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন। "ততশ্চ তস্য অন্বেষণেঽপি কাতরাস্তন্মধ্যে কাশ্চিদেবং প্রত্যেকং পরামমৃশুঃ সম্প্রত্যহমেব স্বরূপচেষ্টাদ্যনুকরণেন আত্মানং কৃষ্ণাকারং দর্শয়িত্বা অপি কাতরাণামাসাং স্বস্য চ মৌহূর্ত্তিকীমপি নির্বৃতিং নিষ্পাদয়ামেতি মনসি কৃত্বা তস্য সর্ব্বা লীলাঃ ক্রমেণ স্মৃত্যারূঢ়ীকৃত্য পূতনাবধলীলামনুচক্রুঃ তস্মিন্নেব আত্মানো যাসাং তাঃ।" পূর্ব্বোদ্ধৃত "গতিস্মিত"-ইত্যাদি শ্রী. ভা. ১০।৩০।৩ শ্লোকের টীকায় বৈষ্ণবতোষণীকারও ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন—"যত্র যুষ্মাকমুৎকণ্ঠা অহমেবাসৌ তত্তদ্বিহারনাগর ইতি প্রত্যেকং সর্ব্বা মিথো ন্যবেদয়ন্ত।" এসমস্ত উক্তি হইতে বুঝা যায়, "বিরহে আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান"-সময়েও ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত আত্যন্তিক অভেদ-মনন ছিল না।

ব্রজসুন্দরীদিগের মহাভাবাখ্য প্রেমের স্বভাববশতঃই 'বিরহে আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান" হইতে পারে; কোনও ভক্ত-সাধকের যথাবস্থিত দেহে এরূপ হইতে পারে না; যেহেতু, সাধক জীবের যথাবস্থিত দেহে মহাভাব তো দূরে, প্রেমের পরবর্ত্তী স্নেহ-মান প্রণয়াদি অপর কোনও স্তরও দুর্ল্লভ।

৪২। মধুর-রসের সর্ব্বরস-শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে তাহার ভেদ বর্ণন করিতেছেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭-পয়ারের টীকার শেষাংশ এবং ৩৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শৃঙ্গাররস—মধুরা-রতি তদুচিত বিভাব-অনুভাবাদির সংযোগে যখন অপূর্ব্ব-স্বাদ্যতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে শৃঙ্গাররস বলে;

শৃঙ্গাররস দুইরকমের—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ।

সম্ভোগ—আনুকূল্যময় দর্শন এবং আলিঙ্গন-চুম্বন-আদির নিষেবণদ্বারা নায়ক-নায়িকার উল্লাস-বর্দ্ধনকারী ভাবকে সম্ভোগ বলে। "দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া। যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥ উ. নী. সম্ভোগ। ৪।" এইরূপ চুম্বনালিঙ্গনাদির নিষেবণে পশুবৎ আচরণাদির স্থান নাই। "পশুবচ্ছৃঙ্গারো ব্যাবৃত্তঃ"-ইতি আনন্দচন্দ্রিকা টীকা। শ্লোকোক্ত "আনুকূল্য" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—এই সম্ভোগে নায়কের পক্ষে নায়িকার সুখতাৎপর্য্যমূলক আচরণ এবং নায়িকার পক্ষে নায়কের সুখতাৎপর্য্যমূলক আচরণ; স্ব-সুখতাৎপর্য্যাত্মক আচরণ কাহারও নাই। "আনুকূল্যাৎ পরস্পর-সুখতাৎপর্য্যকত্বেন পারস্পরিকাদিত্যর্থঃ।—স্বানুকূল্যে ব্যাখ্যেয়ে ব্যাবৃত্ত্যভাবাৎ। তেন চ নিঃশেষচ্যুত-চন্দনেত্যাদৌ প্রাকৃতঃ কামময়োঽপি সম্ভোগঃ ব্যাবৃত্তঃ।"—ইতি আনন্দচন্দ্রিকা। নায়ক-নায়িকার মধ্যে স্বসুখ-তাৎপর্য্যাত্মক কোনও বাসনাদি নাই বলিয়া ইহা যে প্রাকৃত কামময় সম্ভোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথগ্ বস্তু, তাহাও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। বাস্তবিক এই প্রকরণে যে সম্ভোগাদির কথা বলা হইতেছে, তাহা প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ধে নহে—আত্মারাম শ্রীভগবান্ এবং তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির সারভূতা মহাভাব-স্বরূপিণী ব্রজসুন্দরীদিগের সম্বন্ধেই।

সম্ভোগ দুই রকমের—গৌণ সম্ভোগ ও মুখ্য সম্ভোগ।

মুখ্য সম্ভোগ—জাগ্রদবস্থাতেই হয়; ইহা চারি রকমের—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। পূর্ব্বরাগের পরে যে সম্ভোগ, তাহা সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ; মানের পরের সম্ভোগ—সঙ্কীর্ণ; কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাসের পরের সম্ভোগ—সম্পন্ন এবং সুদূর-প্রবাসের পরের সম্ভোগ—সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। কেহ কেহ বলেন, প্রেমবৈচিত্ত্যের পরেও কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূর প্রবাসের পরের সম্ভোগের মত সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হইয়া থাকে।

যে সম্ভোগে (পূর্ব্বরাগের পরে প্রথম মিলনে) লজ্জা, ভয়, অসহিষ্ণুতাদি-বশতঃ ভোগাঙ্গ সকল অল্প মাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম **সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।**

মনের পরে মিলন হইলে, নায়ক যে পূর্ব্বে বিপক্ষের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছে, কিম্বা তাহাকে (নায়িকাকে) বঞ্চনাদি করিয়াছে (যে জন্য মান হইয়াছিল), তাহা নায়িকার স্মরণপথে উদিত হওয়ায় আলিঙ্গন-চুম্বনাদি ভোগাঙ্গ সকল সঙ্কীর্ণ (মিশ্রিত) হয়; ঐরূপ ভোগে অবিমিশ্র আনন্দ থাকে না, আনন্দের সঙ্গে নায়কের পূর্ব্বাচরণ-জনিত দুঃখও মিশ্রিত থাকে। অথচ এই আনন্দও ত্যাগ করা যায় না—ইহা তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের মত। এইরূপ সম্ভোগকে **সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ** বলে।

প্রবাস হইতে কান্ত আসিয়া মিলিত হইলে যে সম্ভোগ হয়, তাহার নাম **সম্পন্ন সম্ভোগ**। প্রবাস হইতে আগমন দুই রকমে হইতে পারে; প্রথমতঃ, আগতি অর্থাৎ সাধারণ লোকের ন্যায় পদব্রজে বা যানারোহণে চলিয়া আসা। দ্বিতীয়তঃ, প্রাদুর্ভাব, অর্থাৎ রূঢ়-ভাবের পরাক্রমে, বিরহ-বিহ্বলা প্রিয়তমাদিগের সাক্ষাতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হওয়া—লৌকিক ব্যবহার দ্বারা আগমন নহে।

পরাধীনত্ব-বশতঃ নায়ক নায়িকার পরস্পর বিয়োগ ঘটিলে অথবা তাহাদের পরস্পরের দর্শন দুর্লভ হইলে এমতাবস্থায় মিলনে যে অতিরিক্ত সম্ভোগ, তাহাকে **সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ** বলে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের সম্ভোগ অপেক্ষা অনেক বেশী উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের সহিত সম্ভোগ হইয়া থাকে। বিশেষ বিবরণ উজ্জ্বল-নীলমণিতে দ্রষ্টব্য।

গৌণ-সম্ভোগ—স্বপ্নে হইয়া থাকে। স্বপ্নে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে গৌণ সম্ভোগ। এই স্বপ্ন প্রাকৃত জীবের ন্যায় রজো-গুণ-বৃদ্ধিজনিত স্বপ্ন নহে, ইহা প্রেমোৎকণ্ঠাজনিত একটী অবস্থাবিশেষ।

উক্ত সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগের বিশেষ ক্রিয়া এই :—দর্শন, জল্প, স্পর্শন, বর্ত্মরোধন, রাস, বৃন্দাবনক্রীড়া, যমুনা-জলকেলি, নৌখেলা, লীলাদ্বারা চৌর্য্য, ঘট্ট, কুঞ্জে লুক্কায়ন, মধুপান, স্ত্রীবেশ-ধারণ, কপটনিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখার্পণ, বিম্বাধর-সুধাপান এবং সম্প্রয়োগাদি।

বিশেষ বিবরণ উজ্জ্বল-নীলমণিতে দ্রষ্টব্য।

বিপ্রলম্ভ—প্রথম মিলনের পূর্ব্বে অযুক্ত-অবস্থায়, কিম্বা মিলনের পরে নায়ক-নায়িকার যুক্ত বা অযুক্ত অবস্থায়, পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গন-চুম্বনাদির অপ্রাপ্তিতে প্রবল উৎকণ্ঠাবশতঃ যে ভাব প্রকটিত হয়, তাহাকে বিপ্রলম্ভ বলে; এই বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক হয়। "যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ। অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে॥ স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥ উ. নী. শৃঙ্গার। ৬॥"

ব্রজসুন্দরীদিগের এই বিপ্রলম্ভ-ভাব যখন তদুচিত বিভাবাদির সহিত মিলিত হয়, তখন ইহা বিপ্রলম্ভরসে পরিণত হয়।

বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান। প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্ত্য-আখ্যান ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রশ্ন হইতে পারে—বিপ্রলম্ভ বিয়োগাত্মক; বিয়োগ কেবল দুঃখময় হওয়ারই সম্ভাবনা; সুতরাং ইহা কিরূপে আস্বাদ্য-রসরূপে পরিণত হইতে পারে? ইহার উত্তর এই—সুখময়-সম্ভোগের পুষ্টিসাধক বলিয়াই ইহাকে রস বলা হইয়াছে। বিপ্রলম্ভ-অবস্থায়, মিলনের জন্য প্রবল-উৎকণ্ঠা জন্মে; বিপ্রলম্ভের দীর্ঘতায় মিলনোৎকণ্ঠারও তীব্রতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; তীব্র উৎকণ্ঠার পরে যদি মিলন হয়, তাহা হইলে ঐ মিলন অত্যন্ত সুখদায়ক হইয়া থাকে। বাস্তবিক প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন, বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টিই হয় না। "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে॥ উ. নী. শৃঙ্গা. । ৪ ॥" এজন্যই বিপ্রলম্ভকে "সম্ভোগোন্নতিকারকঃ" বলা হইয়াছে; এবং এজন্যই ইহাকে রসও বলা হইয়াছে। কিন্তু সম্ভোগের পুষ্টিকারক বলিয়া বিপ্রলম্ভ রসের হেতু-মাত্র হইতে পারে, স্বয়ং কিরূপে রস হইবে? ইহার উত্তরে বলা যায়—ইহা কেবল রসের পুষ্টিকারক-মাত্র নহে; ইহা নিজেও আস্বাদ্য—সুতরাং রস। প্রেম-স্নেহাদি স্থায়িভাবযুক্ত নায়ক-নায়িকার বিপ্রলম্ভ-কালে প্রবলোৎকণ্ঠার সহিত পরস্পরের স্মরণাদির প্রভাবে স্ফূর্ত্তি ও আবির্ভাবাদির ফলে, কায়িক, মানসিক এবং চাক্ষুষ আলিঙ্গন-চুম্বন-সম্প্রয়োগাদি সংঘটিত হইয়া থাকে; ইহার ফলে এই বিপ্রলম্ভও বিবিধ আনন্দ-চমৎকারিতাময় হইয়া থাকে বলিয়া ইহা আস্বাদনীয়—সুতরাং রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে। "রতি প্রেম-স্নেহাদি-স্থায়িভাববতোর্নায়কয়োর্মিথঃ স্মরণ-স্ফূর্ত্ত্যাবির্ভাবৈ র্মানস-চাক্ষুষ-কায়িকালিঙ্গন-চুম্বন-সম্প্রয়োগাদীনাং প্রত্যুত নিরবধি-চমৎকারসমর্পকত্বেন সম্ভোগপুঞ্জময় এব।"—আনন্দচন্দ্রিকা। এজন্যই কোনও কোনও অনুভবশীল রসিক-ভক্ত বলিয়া থাকেন—সঙ্গম ও বিরহের মধ্যে বিরহই বরং কাম্য; কারণ, সঙ্গমে কেবল এক মূর্ত্তিতেই প্রণয়িনীকে (বা প্রণয়ীকে) পাওয়া যায়, কিন্তু বিরহে যে দিকে চাওয়া যায়, সেই দিকেই—ত্রিভুবনের সর্ব্বত্রই—প্রেমময়ীকে (বা প্রেমময়কে) অনুভব করা যায়। "সঙ্গমবিরহ-বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ। সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে। আনন্দচন্দ্রিকাধৃতবচন।"

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—বিপ্রলম্ভে স্ফূর্ত্তি-আবির্ভাবাদি সুখময় বটে, কিন্তু স্ফূর্ত্তি-আবির্ভাবাদি তিরোহিত হইয়া গেলে, তখনতো দুঃসহ বিরহ-পীড়া জন্মিতে পারে? উত্তর—এই বিপ্রলম্ভ প্রাকৃত-নায়ক-নায়িকার বিরহ নহে, ইহা হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিবিশেষ; সুতরাং, ইহার পীড়াতেও একটা আনন্দ আছে। "হ্লাদিনী-সম্বিদ্বৃত্তিবিশেষত্বেনাপ্রাকৃতত্বাৎ পীড়াপীয়মানন্দরূপৈবেতি। আনন্দচন্দ্রিকা।"

সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ ইত্যাদি—সম্ভোগের আলিঙ্গন, চুম্বনাদি অসংখ্য অঙ্গ আছে; তাহাদের সংখ্যানির্দ্দেশ করা অসম্ভব।

৪৩। বিপ্রলম্ভ চারি রকমের—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস।

পূর্ব্বরাগ—নায়ক-নায়িকার মিলনের পূর্ব্বে, পরস্পরের সাক্ষাদ্দর্শন, চিত্রপটাদিতে দর্শন, কিম্বা স্বপ্নাদিতে দর্শনের ফলে, কিংবা কাহারও মুখে পরস্পরের রূপগুণাদির কথা শ্রবণের ফলে, পরস্পরের প্রতি যে রতি জন্মে, সেই রতি বিভাবাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া আস্বাদময়ী হইলে, তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। "রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥ উ. নী. পূর্ব্ব। ৫ ॥"

ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু প্রভৃতি—পূর্ব্বরাগের সঞ্চারীভাব।

প্রৌঢ়, সামঞ্জস ও সাধারণ ভেদে পূর্ব্বরাগ আবার তিন রকমের।

সমর্থা-রতিস্বরূপকে **প্রৌঢ়-পূর্ব্বরাগ** বলে। লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই সমস্ত প্রৌঢ়ের অনুভাব।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সমঞ্জসা-রতির স্বরূপকে **সামঞ্জস-পূর্ব্বরাগ** বলে। এই সামঞ্জসে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, সবিলাপ উন্মাদ, ব্যাধি এবং জড়তা প্রভৃতি ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়।

সাধারণ-প্রায়া রতিকে **সাধারণ-পূর্ব্বরাগ** বলে। ইহাতে অভিলাষ হইতে সবিলাপ উন্মাদ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়।

বিশেষ বিবরণ উজ্জ্বলনীলমণিতে দ্রষ্টব্য।

মান—পরস্পর অনুরক্ত নায়ক ও নায়িকা একস্থানে অবস্থিত থাকিলেও তাহাদের স্বীয় অভিমত আলিঙ্গনের বা দর্শনাদির বিরোধী যে ভাব, তাহাকে মান বলে। "দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥ উ. নী. মান। ৩১॥"

এই মানে নির্ব্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ (ক্রোধ), চপলতা গর্ব্ব অসূয়া, অবহিত্থা (ভাবগোপন), গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারি-ভাব হয়।

এস্থলে একটী কথা লক্ষ্য করিতে হইবে। উজ্জ্বলনীলমণিতে দুই স্থলে মানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এক, স্থায়িভাব-প্রকরণে; আর বিপ্রলম্ভ-প্রকরণে।

স্থায়িভাব-প্রকরণে যে মানের কথা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে বিকাশের পথে প্রেমের একটী স্তর। কৃষ্ণরতি গাঢ়ত্ব লাভ করিতে করিতে প্রেমাঙ্কুর হইতে প্রথমে প্রেম, তার পরে স্নেহ, তার পরে মান, তার পরে প্রণয় ইত্যাদি ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করে। যে স্নেহ উৎকৃষ্টতা-প্রাপ্তি-হেতু নূতন মাধুর্য্যকে অনুভব করায় এবং স্বয়ং অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটিল্য ধারণ করে, তাহাকে মান বলে। "স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা.বাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্। যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ উ. নী. স্থা. ৭১॥" এই মান যদি বিস্রম্ভ (সঙ্কোচহীনতাবশতঃ প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদ-মনন) ধারণ করে, তবে তাহাকে প্রণয় বলে। "মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥ উ. নী. স্থা. ৭৮॥" এস্থলে দেখা গেল—মানের পরেই প্রণয়, মানেরই ঘনীভূত অবস্থা হইল প্রণয়। আবার স্থল-বিশেষে প্রণয়ের পরে মানের কথাও দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রণয়ের ঘনীভূত অবস্থাই মান, এরূপও কথিত হয়। "জনিত্বা প্রণয়ঃ স্নেহাৎ কুত্রচিন্মানতাং ব্রজেৎ। স্নেহান্মানঃ ক্বচিদ্ভূত্বা প্রণয়ত্বমথাশ্নুতে॥ উ. নী. স্থা. ৮৩॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব বলিয়াছেন—কৌটিল্যই হইতেছে মানের বিশেষ লক্ষণ; প্রণয়ের আবির্ভাবেই কুটিলতা সম্ভব হইতে পারে; সুতরাং সাধারণতঃ প্রণয়ের পরেই মানের আবির্ভাব সমীচীন। কিন্তু সর্পের গতি যেমন স্বভাবতঃই কুটিল, তদ্রূপ নায়িকাবিশেষের প্রেমও স্বভাবতঃই কুটিলতাময়—কৌটিল্য যেন নায়িকাবিশেষের সহজাত; তাই, হেতু থাকিলেও মান জন্মে, হেতু না থাকিলেও জন্মে। "পূর্ব্বং মানাৎ প্রণয়স্য জন্মোক্তম্। সম্প্রতি তু বিবেকবিশেষমুপলভ্য বৈপরীত্যেন আহ। তত্র যদ্যপি প্রণয়ে জাতে এব কৌটিল্যং সঙ্গচ্ছতে তথাপি নায়িকাবিশেষস্য প্রেমৈব খল্বীদৃশঃ। যদসৌ কৌটিল্যেন সহোৎপদ্যতে। যথোক্তম্। অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতীত্যভিপ্রায়ঃ।" টীকার উপসংহারে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—মান বিস্রম্ভ ধারণ করিয়া প্রণয় হয়, অর্থাৎ মান-নামক ভাব হইতেই প্রণয়-নামক ভাবের উদ্ভব—একথা যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাই গ্রন্থকার শ্রীরূপগোস্বামীর নিজস্ব অভিমত। "কিন্তু মানো দধানো বিস্রম্ভমিতি যৎ প্রথমমুক্তং তদেব মতং নিজমিতি লক্ষ্যতে।" বুঝা যাইতেছে, প্রেমের স্বাভাবিক কৌটিল্যের প্রতিই শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রাধান্য দিয়াছেন।

আর, বিপ্রলম্ভ-প্রকরণে যে মানের কথা বলা হইয়াছে, তাহার লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—"দম্পত্যোর্ভাব একত্র"-ইত্যাদি প্রমাণে। এই মান বিকাশের পথে প্রেমের একটি স্তর নহে; ইহা হইতেছে—বিপ্রলম্ভ-রসের একটী বৈচিত্রী, সুতরাং রসের একটী বৈচিত্রী। এই মানের প্রসঙ্গে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"অস্য প্রণয় এব স্যান্মানস্য পদমুত্তমম্॥ উ. নী. মান। ৩২।—প্রণয়ই হইতেছে এই মানের উত্তম আশ্রয়।" অর্থাৎ যাঁহার চিত্তে প্রণয়-নামক প্রেমস্তর বিকশিত হইয়াছে, বিপ্রলম্ভে তাঁহার মানই সুশোভন হয়। টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"প্রণয় এব পরমাশ্রয়ঃ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা

অন্যথা সঙ্কোচঃ স্যাৎ। যত্র মানাখ্যো ভাবঃ পূর্ব্বং পাশ্চাত্তু প্রণয়ো ভাবপ্রকরণোক্ত্যানুসারেণ লভ্যতে। অত্র চ মানাখ্যোঽয়ং রসঃ প্রণয়াৎ পূর্ব্বং ন ভবতি প্রণয়ং বিনা তদ্ব্যক্তৌ শোভনানুপপত্তেঃ।” প্রণয় না জন্মিলে, সঙ্কোচ থাকিলে, বিপ্রলম্ভের মান শোভন হয় না। এই সঙ্কোচের অভাব প্রণয়ের পূর্ব্বে হয় না; তাই প্রণয়ই হইতেছে এই বিপ্রলম্ভ-মানের উত্তম আশ্রয়। বিপ্রলম্ভের মান হইতেছে—রস। অত্রচ মানাখ্যোঽয়ং রসঃ।

বিপ্রলম্ভের বৈচিত্রীবিশেষ মানকে শ্রীজীব রস বলিয়াছেন; কিন্তু স্থায়ী ভাবই বিভাব-অনুভাবাদির যোগে রসে পরিণত হয়। যে স্থায়ী ভাব মান বিপ্রলম্ভে মান-রসে পরিণত হয়, উজ্জলনীলমণি বলেন—তাহার উত্তম আশ্রয় হইতেছে প্রণয় অর্থাৎ প্রণয়ের পরেই যে মানের উদ্ভব, তাহাই এস্থলে স্বীকার করা হইল। এবং টীকায় ইহার হেতুরূপে শ্রীজীব বলিয়াছেন—প্রণয় না জন্মিলে সঙ্কোচের অভাব হয় না; সঙ্কোচ থাকিলে মান শোভন হয় না। স্নেহের পরবর্ত্তী এবং প্রণয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী মানে প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ নায়িকা-বিশেষের কৌটিল্য জন্মিতে পারে—সুতরাং তিনি মানবতীও হইতে পারেন; কিন্তু প্রণয়ের অভাবে তাঁহার সঙ্কোচ দূরীভূত না হইতেও পারে; সুতরাং তাঁহার মান সুশোভন (শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবর্দ্ধক) না হইতেও পারে। বস্তুতঃ এই দুই পর্য্যায়স্থিত মানের স্বরূপও বিভিন্ন; স্নেহের পরেই যে মান, তাহাতে সঙ্কোচাভাব থাকিতে পারে না; কারণ, সঙ্কোচের অভাব প্রণয়ের লক্ষণ। শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত হইতে জানা যায়—দ্বারকায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী নববৃন্দাবনে ব্রজগোপীদের প্রতিমূর্ত্তিকেই সাক্ষাৎ ব্রজাঙ্গনা মনে করিয়া ব্রজভাবে আবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদের সহিত প্রণয়-গর্ভ আলাপে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন সত্যভামাদি দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিয়া সত্যভামা মানবতী হইয়া স্বগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সত্যভামার মানের কথা জানিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন; তাঁহার আদেশে সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার সম্মুখে যাইতে সাহসিনী না হইয়া স্তম্ভের অন্তরালে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রোষভরে গোপীদের প্রেমের উৎকর্ষ এবং মহিষীদিগের প্রেমের অপকর্ষ বর্ণন করিয়া মানবতী হইয়াছেন বলিয়া সত্যভামাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অবশেষে উদ্ধবের ইঙ্গিতে সত্যভামাদি মহষীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। (বৃহদ্‌ভাগবতামৃত। ১। সপ্তম অধ্যায়)। সত্যভামার এই মানে বিস্রম্ভাত্মক প্রণয়ের বিকাশ দেখা যায় না; প্রণয়ের বিকাশ থাকিলে, এই মান যদি প্রণয়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে মানিনী সত্যভামার এইরূপ সঙ্কোচ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ গৌরব-বুদ্ধি এবং তজ্জনিত ভীতি দেখা যাইত না—শ্রীকৃষ্ণের রোষমূলক আদেশ মাত্রেই মানিনী সত্যভামা স্বীয় গৃহ হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিতেন না, শ্রীকৃষ্ণকে শান্ত করার নিমিত্ত তাঁহার চরণে পতিত হইতেন না, শ্রীকৃষ্ণও বোধ হয় তাঁহাকে তিরস্কার করিতে পারিতেন না। সত্যভামার এই মানের ভিত্তি স্নেহমাত্র—প্রণয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ব্রজের কৃষ্ণকান্তাগণের মানে, কোনওরূপ সঙ্কোচ দেখা যায় না; আর মানের জন্য শ্রীকৃষ্ণও কোনও গোপীকে তিরস্কার করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। তিরস্কার করাতো দূরের কথা, কখনও একটু রুষ্ট হইয়াছেন বলিয়াও শুনা যায় না। ইহাতেই বুঝা যায়—ব্রজসুন্দরীদিগের মান প্রণয়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তাই তাহাতে বিস্রম্ভ—সঙ্কোচ ও গৌরব-বুদ্ধি এবং তজ্জনিত ভীতিভাবের অভাব। তাই উজ্জলনীলমণিতে “দম্পত্যোর্ভাব একত্র”—ইত্যাদি পূর্ব্বোল্লিখিত মানের লক্ষণ ব্যক্ত করার পরেই বলা হইয়াছে—“অস্য প্রণয় এব স্যান্মানস্য পদমুত্তমম্। মান। ৩২॥—প্রণয়ই এই মানের উত্তমপদ বা আশ্রয়।” যেখানে প্রণয়, সেখানেই এই মান সম্ভব—প্রণয়ই এই মানের ভিত্তি। ব্রজসুন্দরীদিগের প্রণয় যেমন চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া মহাভাবে পরিণত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রণয়োত্থ মানও তদনুরূপ এক অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে—উৎকর্ষ-প্রাপ্ত প্রণয় বলিয়া মানকে যখন প্রণয়েরই একটা বৈচিত্রী বা বিলাস বলিয়া মনে করা যায়, তখন—প্রণয় যখন মহাভাবে পরিণত হয়, তখন—সেই চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত (অর্থাৎ মহাভাবোত্থ) মানকে মহাভাবেরই একটা বৈচিত্রী বা বিলাস বলিয়া মনে করা যায়; এবং মহাভাব নিজে “বরামৃতস্বরূপশ্রী—পরমতম আস্বাদ্য” বলিয়া এবং মহাভাবতী-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দিগের মন এবং সমস্ত মনোবৃত্তিকেই স্ব-স্বরূপত্ব প্রাপ্ত করায় বলিয়া—ব্রজসুন্দরীদের মহাভাবের বিলাসবিশেষ যে মান, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অত্যন্ত আনন্দদায়ক, আস্বাদন-চমৎকৃতি-জনক হইয়া থাকে এবং এজন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আলোচ্য পয়ারে এই মানকে শৃঙ্গার-রসেরই বৈচিত্রী-বিশেষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গেল ব্রজসুন্দরীদিগের মানের বৈশিষ্ট্যের কথা। ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে আবার শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর প্রণয় চরমতম উৎকর্ষ লাভ করিয়া মাদনাখ্য মহাভাব নামে খ্যাত হইয়াছে ; সুতরাং শ্রীরাধার প্রণয়োত্থ মান হইবে—মাদনাখ্য-মহাদভাবোত্থ মান, মাদনাখ্য-মহাভাবেরই বিলাস-বিশেষ ; তাই ইহাতে সঙ্কোচ বা গৌরববুদ্ধির আভাসমাত্রও নাই এবং তাহা নাই বলিয়াই "দেহি পদপল্লবমুদারম্"—বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন মানবতী শ্রীরাধার রাতুল চরণযুগলে কাতর-নয়নে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, তখনও মানিনী ভানুনন্দিনী বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয়েন নাই।

যাহাহউক, মান দুই রকমের—সহেতু ও নির্হেতু।

ঈর্ষ্যাই মানের হেতু। কান্ত কর্ত্তৃক বিপক্ষ-নায়িকার উৎকর্ষ কীর্ত্তিত হইলে, কিম্বা কান্তের কোনও কর্ম্ম, কথা বা চিহ্নাদিদ্বারা বিপক্ষ-নায়িকার প্রতি তাঁহার কোনওরূপ অনুরাগ লক্ষিত হইলে, নায়িকার ঈর্ষ্যারূপ ভাবের উদয় হয় ; এই ঈর্ষ্যা প্রণয়-প্রধান হইয়া মান উৎপাদন করে। **ইহাই সহেতু মান।** ইহাকে **ঈর্ষ্যা-মানও** বলে।

প্রণয়ের পূর্ব্বকথিতরূপ পরিপাক বশতঃ, বিনাকারণেই, অথবা সামান্য-কারণাভাসেই যে মানের উদয় হয়, তাহাকে **নির্হেতু মান** বলে। ইহাকে **প্রণয়-মান** বলে। বিশেষ বিবরণ উজ্জ্বল-নীলমণিতে দ্রষ্টব্য।

প্রেম-বৈচিত্ত্য—প্রেমের উৎকর্ষ-বশতঃ প্রিয়-ব্যক্তির নিকট থাকিয়াও তাঁহার সহিত বিচ্ছেদের ভয়ে যে পীড়ার অনুভব, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। "প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেম-বৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥ উ. নী. বিপ্রলম্ভ। ৫৭ ॥"

উদাহরণ—শ্রীমতীর সাক্ষাতেই শ্রীকৃষ্ণ আছেন। নিকটে মধুমঙ্গলও আছেন। শ্রীমতীর মুখের সৌরভে লুব্ধ হইয়া মুখের উপর ভ্রমর উড়িয়া পড়িতেছে। শ্রীরাধা ব্যস্ততার সহিত ভ্রমর তাড়াইতেছেন। এমন সময়ে ভ্রমরের গমন সূচনা করিয়া মধুমঙ্গল বলিয়া উঠিলেন—"মধুসূদন চলিয়া গিয়াছে।" মধুসূদন-শব্দে ভ্রমরকে বুঝায়, শ্রীকৃষ্ণকেও বুঝায়। কিন্তু শ্রীমতীর মন বুদ্ধি সমস্তই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণলীলাদির চিন্তায় নিয়োজিত, (কেবল যন্ত্রের মতই হাতের দ্বারা ভ্রমর তাড়াইতেছিলেন) তাই মধুমঙ্গলের কথায় তিনি মনে করিলেন—বুঝি মধুসূদন-শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন—তাই তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কৃষ্ণবিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অথচ শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু পূর্ব্ববৎ তাঁহার সাক্ষাতেই আছেন, তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। ইহাই প্রেমবৈচিত্ত্য।

প্রশ্ন হইতে পারে—ইহা কিরূপে সম্ভব ? শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতেই আছেন, অথচ শ্রীমতী তাঁহাকে দেখিতেছেন না ? ইহা অসম্ভব নহে। অনুরাগের উৎকর্ষ-বশতঃ প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদির চিন্তায় মন এতই নিবিষ্ট হয় যে, মন তখন আর ঐ রূপ-গুণব্যতীত অন্য কোনও বস্তুতেই নিয়োজিত হইতে পারে না। ইহা একাগ্রতার চরমপরিণতির ফল। তাই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখভাগে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার শরীরের উপরে নয়নপাত হওয়া সত্ত্বেও, মন নয়নের অনুগামী না হওয়ায়, শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না।

বৈচিত্ত্য—বিচিত্ততা, অন্যমনস্কতা ; প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রেমজনিত বিচিত্ততা ; প্রেমের গাঢ়তা বশতঃ প্রিয়ের সম্বন্ধীয় কোনও একটী বিষয়ে চিত্তের কেন্দ্রীভূততাবশতঃ অন্যান্য বিষয়ে অমনস্কতা।

বিশেষ বিবরণ উজ্জ্বল-নীলমণিতে দ্রষ্টব্য।

প্রবাস—পূর্ব্বে যাহাদের মিলন হইয়াছে, এইরূপ নায়ক-নায়িকার যে দেশ, গ্রাম, বন ও স্থানান্তরের ব্যবধান, তাহারই নাম প্রবাস। "পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ। ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে ॥ উ. নী. বিপ্রলম্ভ। ৬০ ॥" এই প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে, হর্ষ, গর্ব্ব, মত্ততা এবং লজ্জা ব্যতীত শৃঙ্গার-যোগ্য সমস্ত ব্যভিচারী

রাধিকাত্থে ‘পূর্ব্বরাগ’ প্রসিদ্ধ ‘প্রবাস’ ‘মানে’। ‘প্রেমবৈচিত্ত্য’ শ্রীদশমে মহিষীগণে ॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভাবই দৃষ্ট হয়। চিন্তা, জাগর্য্যা, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ এবং মৃত্যু এই দশটী দশা ঘটিয়া থাকে।

বুদ্ধিপূর্ব্বক এবং অবুদ্ধিপূর্ব্বক-ভেদে প্রবাস দুই রকমের। স্ব-দর্শনের দ্বারা, নিজের পালনীয় গো-সমূহের কি বৃন্দাবনস্থ পশু-পক্ষি-বৃক্ষাদির—কিম্বা প্রেমদান, পালন ও মনোবাসনাদি পূর্ণ করিয়া অপর কোনও ভক্তের—আনন্দ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত দূরে গমনকে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস বলে। কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূর ভেদে আবার বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস দুই রকমের। ভাবী (ভবিষ্যৎ), ভবন্ (বর্ত্তমান) এবং ভূত (অতীত) ভেদে বুদ্ধিপূর্ব্বক সুদূর প্রবাস (মথুরা-গমনাদি) আবার তিন রকমের।

যে ঘটনার উপর নায়ক-নায়িকার নিজেদের কোনও আধিপত্য নাই, যাহা নিজেদের অপ্রত্যাশিত ভাবেই পরের দ্বারা সংঘটিত হয়, এইরূপ প্রবাসকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক-প্রবাস বলে। যেমন শঙ্খচূড়কর্তৃক শ্রীমতীর অপসারণজাত বিপ্রলম্ভ।

বিশেষ বিবরণ উজ্জ্বল-নীলমণিতে দ্রষ্টব্য।

মথুরা-গমনজাত বিপ্রলম্ভ কেবল প্রকট-লীলাতেই সম্ভব। অপ্রকট-ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন-লীলা নাই। অপ্রকট-প্রকাশে দ্বারকা, মথুরা এবং ব্রজ—এই তিন ধামেই তিন স্বরূপে তিনি যুগপৎ লীলা করিয়া থাকেন। বিশেষ বিবরণ উজ্জ্বল-নীলমণির সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

৪৪। **রাধিকাত্থে**—শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীদিগে।

প্রসিদ্ধ—বিখ্যাত; স্পষ্টরূপে বর্ণিত।

শ্রীদশমে—শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে।

রাধিকাত্থে পূর্ব্বরাগ ইত্যাদি—শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে, শ্রীরাধিকাদি-ব্রজসুন্দরীদিগের পূর্ব্বরাগ, প্রবাস এবং মান স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে; এবং ঐ দশমস্কন্ধেই মহিষীবর্গের প্রেমবৈচিত্ত্য ও স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে।

মহিষীদিগের প্রেমবৈচিত্ত্যের উদাহরণ-স্বরূপে দশমস্কন্ধ হইতে “কুররি বিলপসি” ইত্যাদি শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীরাধিকাদির পূর্ব্বরাগ, প্রবাস ও মান সম্বন্ধে কোনও উদাহরণ উদ্ধৃত হয় নাই। নিম্নে দু’ একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে:—

দশমস্কন্ধের ২২শ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বৈষ্ণবতোষণী-টীকায় লিখিত আছে যে, ২১শ অধ্যায়ে বিবাহিত ব্রজসুন্দরীদিগের পূর্ব্বানুরাগ বর্ণন করিয়া ২২শ অধ্যায়ে কুমারীদিগের পূর্ব্বানুরাগ বর্ণনা করিতেছেন। “এবং প্রায়ো ব্রজান্তরাদাগতানাং বূঢ়ানাং পূর্ব্বানুরাগং শরৎপ্রসঙ্গে বর্ণয়িত্বা হেমন্ত-প্রসঙ্গে কুমারীণাং পূর্ব্বানুরাগ-প্রক্রিয়ামাহ হেমন্ত ইত্যাদিনা।” নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটীতেও পূর্ব্বরাগ সূচিত হইতেছে:—“তদ্ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্। কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্॥ শ্রীভা. ১০।২১।৩॥—কৃষ্ণের সেই বেণুগীত শ্রবণ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণের মনে মনোভবের উদয় হইল; তাহাতে কেহ কেহ পরোক্ষে আপন সখীদিগের নিকটে তাঁহার গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন।” “কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥ ১০।২২।৪—হে কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযোগিনি, হে অধীশ্বরি, হে দেবি, নন্দ-গোপের পুত্রকে আমাদের পতি করিয়া দিউন—আপনাকে নমস্কার করি।” শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ শ্রীমদ্ভগবত-দশমস্কন্ধের টীকা-স্বরূপ; তাহার পঞ্চদশ পূরণে, শ্রীরাধিকার পূর্ব্বানুরাগ স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনাদি-জনিত প্রবাস, দশমস্কন্ধের ৩৯শ অধ্যায়াদিতে বর্ণিত আছে। ৩৫শ অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণের বনগমন-জনিত প্রবাসের উল্লেখ আছে;—“গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে

তথাহি (ভা. ১০।৯০।১৫)—

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥ ২১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ঈশ্বরঃ কৃষ্ণঃ স্বপিতি ত্বং তু নিদ্রাভঙ্গং কুর্ব্বতী বিলপসি ন শেষে ন স্বপিষি তদনুচিতমিত্যর্থঃ। অথবা নাপরাধ স্তবাপীত্যাশয়েনাহ নলিন-নয়নস্য হাসেন সহিতং উদারং যল্লীলেক্ষিতং তেন কচ্চিদ্গাঢ়ং নির্বিদ্ধচেতাস্ত্বমিতি ॥ স্বামী ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তমনুদ্রুতচেতসঃ। কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্ ॥ ১০।৬৫।১—ব্রজাঙ্গনাদিগের নিশাভাগ, কৃষ্ণসহ বিহারে পরম সুখে অতিবাহিত হইত; কিন্তু দিবাভাগে তিনি বনে গমন করিলে গোপীদিগের চিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত। তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলা কীর্ত্তন করিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেন।" নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ব্রজসুন্দরীদিগের মানের উল্লেখ পাওয়া যায়—"এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ। আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽভ্যধিকং ভুবি। ১০।২৯।৪৭ ॥ তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১০।২৯।৪৮ ॥"

শ্লো। ২১। অন্বয়। কুররি (হে কুররি)! ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর—আমাদের পতি দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ) জগতি (জগতে—কোনও স্থানে) গুপ্তবোধঃ (গুপ্তভাবে) রাত্র্যাং (রাত্রিকালে) স্বপিতি (ঘুমাইতেছেন); ত্বং (তুমি) বীতনিদ্রা (বিগতনিদ্রা হইয়া) বিলপসি (বিলাপ করিতেছ) ন শেষে (শয়ন করিতেছ না, ঘুমাইতেছ না); সখি! (হে সখি)! বয়ম্ ইব (আমাদেরই ন্যায়) কচ্চিৎ (কখনও কি) নলিন-নয়ন-হাসোদার-লীলেক্ষিতেন (কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্যযুক্ত উদার লীলাকটাক্ষদ্বারা) গাঢ়নির্বিদ্ধচেতাঃ (গাঢ়ভাবে বিদ্ধচিত্ত হইয়াছে)?

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলি করিতে করিতে মহিষীগণ তদ্গতচিত্তা হইয়া প্রেমবৈবশ্য হেতু বিরহস্ফূর্ত্তি-বশতঃ তাঁহারই চিন্তা করিতে করিতে প্রেমবিহ্বলতার সহিত কুররীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:—হে কুররি! আমাদিগের পতি দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ জগতের কোনও নিভৃতস্থলে গুপ্তভাবে নিদ্রা যাইতেছেন; আর তুমি নিদ্রাশূন্য হইয়া বিলাপ করিতেছ—শয়ন করিতেছ না। (ইহা তোমার অনুচিত, তোমার বিলাপে শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইতে পারে; অথবা তোমার বিলাপের বোধ হয় কারণ আছে; আচ্ছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি) হে সখি! আমাদেরই ন্যায় তুমিও কি কখনও কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্যযুক্ত উদার লীলাকটাক্ষদ্বারা গাঢ়ভাবে বিদ্ধচিত্ত হইয়াছ? ২১

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদিগের প্রেম-বৈচিত্ত্যের একটী উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলি করিতেছেন; রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কটাক্ষ-হাস্য-পরিহাসাদি দ্বারা মহিষীদিগের চিত্ত সম্যক্‌রূপে হরণ করিলেন; তাঁহাদের চিত্তও সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট হইয়া গেল, নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে তাঁহারা যেন উন্মত্তের ন্যায় হইয়া গেলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটেই আছেন, তথাপি ধ্যানমগ্নচিত্তে ক্ষণকাল নিঃশব্দে অবস্থানের পরে তাঁহাদের মনে হইল—শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাদের নিকটে নাই, যেন তিনি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোনও নিভৃত স্থানে যাইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল; আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহার নিদ্রাসুখের কথা ভাবিয়া একটু যেন তৃপ্তিও পাইতেছিলেন। এমন সময় একটী কুররী ডাকিয়া উঠিল, কুররীর ডাক শুনিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা হইল—কুররীর ডাকে পাছে বা প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়, পাছে তিনি তাঁহার নিদ্রাসুখ হইতে বঞ্চিত হয়েন! তাই তাঁহারা কুররীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—কুররি! ÷ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রামসুখ অনুভবের নিমিত্ত নিদ্রিত হইয়াছেন—পাছে কেহ তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার নিদ্রার

ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি। নায়িকার শিরোমণি—রাধা ঠাকুরাণী ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্যাঘাত জন্মায়, তাই বোধ হয় তিনি **গুপ্তবোধঃ**—অপরের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থান করিয়া গুপ্তভাবে শয়ন করিয়াছেন; কিন্তু তুমি যে নিদ্রাশূন্য হইয়া বিলাপ করিতেছ, ইহাতে তো তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে; তুমি **ন শেষে**—শুইতেও যাইতেছ না, তুমি কি সারারাত্রি ভরিয়াই বিলাপ করিবে? সারারাত্রির মধ্যেই কি তাঁহাকে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে দিবে না? তবে কি বীতনিদ্র হইয়া সারারাত্রি বিলাপ করার কোনও হেতু তোমার আছে? তাই বোধ হয় আছে—বোধ হয়, তোমারও আমাদের মতনই অবস্থা হইয়াছে। ভুবন-মোহন কটাক্ষদ্বারা আমাদের চিত্তকে হরণ করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন চলিয়া গিয়াছেন, তোমার সম্বন্ধেও কি তিনি তাহাই করিয়াছেন? তাই কি তুমি তাঁহারই বিরহ-ব্যথায় ব্যথিত হইয়া বীতনিদ্র হইয়া বিলাপ করিতেছ? (বস্তুতঃ, কুররী তাহার অভ্যাসমত যথাসময়েই রাত্রিতে ডাকিতেছিল; কিন্তু প্রেমিক ভক্ত ভগবৎসম্বন্ধে সকলকেই নিজেদেরই ভাবাপন্ন মনে করেন; তাই মহিষীগণ কুররীর সহজ অভ্যাসের কথা ভুলিয়া গিয়া মনে করিলেন, তাঁহাদেরই মতন শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দুঃখে ব্যথিত হইয়া কুররী বিলাপ করিতেছে। কুররীও তাঁহাদেরই ন্যায় একই কারণে মনঃপীড়া পাইতেছে মনে করিয়া কুররীর প্রতি তাঁহাদের চিত্তে সখিত্বের ভাবই জাগ্রত হইল; তাই তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন) আচ্ছা সখি! বল দেখি, কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের মৃদুমধুর হাস্যযুক্ত সলীল-কটাক্ষ দ্বারা কখনও কি তোমার চিত্ত নিবিড়ভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল? নতুবা, তুমি তাঁহার জন্য এত করুণ ভাবে বিলাপ করিতেছ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ নিকটে থাকা সত্ত্বেও মহিষীদের চিত্তে তাঁহার বিরহের স্ফূর্ত্তি—ইহাই তাঁহাদের প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ।

৪৪-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪৫। শান্তাদি পাঁচটী রসের মধ্যে মধুর-রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া, মধুর-রসের অন্তর্গত নানাবিধ ভেদ দেখাইয়াছেন। এই সকল ভেদ দেখাইতে গিয়া ব্রজসুন্দরীদিগের সঙ্গে মহিষী-আদির উল্লেখও প্রসঙ্গক্রমে করা হইয়াছে; মহিষী-সম্বন্ধীয় উদাহরণও উদ্ধৃত হইয়াছে (কুররী বিলপসি ত্বং ইত্যাদি)। তাহাতে হয়ত কাহারও মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে যে, মহিষীদিগের মধুরভাবও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপ সন্দেহের নিরসনের নিমিত্তই এই পয়ারে বলিতেছেন—ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ইত্যাদি। এই পয়ারের মর্ম্ম এই যে, ব্রজ-দ্বারকা-মথুরাদি শ্রীকৃষ্ণের যত ধাম আছে, তাহাদের সকল ধামে মধুররস থাকিলেও জাতির ও পরিমাণের উৎকর্ষ-বশতঃ ব্রজের মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনাদিজনিত মধুর-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইহার মধ্যে আবার নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধিকার সহিত নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের মিলনাদিজনিত মধুর-রসই চরমশ্রেষ্ঠ।

নায়ক ও নায়িকা—এই উভয়ের ভাবোৎকর্ষের উপরেই মিলন-জাত আনন্দ-চমৎকারিতাদির উৎকর্ষ নির্ভর করে। তাই, ব্রজের মধুর-রসের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যেই এই পয়ারে বলিতেছেন—ব্রজ-মথুরা-দ্বারকাদি যত যত ধামে শ্রীকৃষ্ণ নায়ক-রূপে লীলা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন-রূপ নায়কই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ব্রজেন্দ্র-নন্দন অন্যান্য ধামের নায়কদিগের শিরোরত্নস্বরূপ। আর ব্রজ-মথুরা-দ্বারকাদি ধামে তাঁহার স্বরূপ-শক্তি যে যে নায়িকারূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের-মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তিনি সমস্ত নায়িকাদের শিরোরত্নস্বরূপ—সমস্ত নায়িকার মধ্যে তিনিই ঠাকুরাণী। এজন্যই এতদুভয়ের মিলনাদি-জাত মধুর-রসও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।১।১৭)—

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥ ২২

তথাহি গৌতমীয়তন্ত্রে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ২৩

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ, চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তকাণ ॥ ৪৬

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।১।১১)

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥ ২৪
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ॥ ২৫
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী ॥ ২৬
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ॥ ২৭
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥ ২৮
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥ ২৯
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী ॥ ৩০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং শ্রীভাগবতবচনাং শ্রীকৃষ্ণ এব সর্ব্বনায়কানাং শ্রেষ্ঠঃ। যত্র শ্রীকৃষ্ণে নিত্যতয়া অপ্রচ্যুতপরিপূর্ণরূপেণ ইত্যর্থঃ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ২২ ॥

অথ তদ্‌গুণা ইতি গুণা দ্বেধা নিরূপ্যন্তে প্রধান্যেনোপসর্জ্জনত্বেন চ ক্বচিৎ সুরম্যাঙ্গত্বমিত্যাদিনা চেতি যত্র প্রথমেন নিরূপ্যন্তে তত্র তেষামুদ্দীপনত্বং যত্র দ্বিতীয়েন তত্রায়েন তত্রালম্বনত্বম্। তদেবং যত্রালম্বনপ্রকরণে দ্বিতীয়েনৈবাহ অয়মিতি। অয়ং শ্রীকৃষ্ণাখ্যো নেতা নায়কঃ। শ্রীজীব ॥ ২৪-৩০ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ২২। অন্বয়। স্বয়ং ভগবান্ (স্বয়ং ভগবান্) কৃষ্ণঃ তু (শ্রীকৃষ্ণই) নায়কানাং (নায়কদিগের) শিরোরত্নং (শিরোরত্নতুল্য); যত্র (যাঁহাতে—যে শ্রীকৃষ্ণে) সর্ব্বে (সমস্ত) মহাগুণাঃ (মহাগুণরাশি) নিত্যতয়া (নিত্যরূপে) বিরাজন্তে (বিরাজিত আছে)।

অনুবাদ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নায়কদিগের শিরোরত্নতুল্য (নায়কদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ); যেহেতু, তাঁহাতে সমস্ত মহাগুণরাশি নিত্যরূপে বিরাজিত। ২২

মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার (২।২১।৯২); সুতরাং যাঁহার মধ্যে মাধুর্য্যের বিকাশ যত বেশী, তাঁহার মধ্যে ভগবত্তার বিকাশও তত বেশী। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্ বলিয়া তাঁহার মধ্যেই মাধুর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ—সমস্ত মহাগুণরাশি—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি—তাঁহাতেই পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। আবার, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদিই নায়কোচিত গুণ; শ্রীকৃষ্ণে এসমস্ত গুণের পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া—সুতরাং তাঁহাতেই রসিক-শেখরত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া—শ্রীকৃষ্ণই নায়কদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এই শ্লোক ৪৫-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ২৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে নায়িকাদিগের মধ্যে শ্রীরাধাই যে নায়ক-শ্রেষ্ঠ-শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের বস্তু, সুতরাং শ্রীরাধাই যে নায়িকাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রদর্শিত হইল। ৪৫-পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধেব প্রমাণ এই শ্লোক।

৪৬। নায়কগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কতকগুলি অনন্যসুলভ গুণের উল্লেখ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত—অসংখ্য। অসংখ্য গুণের মধ্যে চৌষট্টটী প্রধান। শ্রীকৃষ্ণের এক একটী গুণের কথা শুনিলেই আনন্দ-চমৎকারিতায় ভক্তদের কর্ণ শীতল হয়।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী ২২-শ্লোকে বলা হইয়াছে, সমস্ত মহাগুণরাশি শ্রীকৃষ্ণে নিত্য বিরাজমান ; এসমস্ত গুণ অসংখ্য বলিয়া সকলের উল্লেখ অসম্ভব ; মাত্র চৌষট্টিটীর উল্লেখ করিতেছেন—নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-সমূহে। বলা বাহুল্য এসমস্তই নায়কোচিত গুণ ; এসমস্ত গুণ শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া তিনি নায়ক-শিরোমণি।

শ্লো। ২৪-৩০। অন্বয়। এই কয়টী শ্লোকের অন্বয় খুব সহজ বলিয়া এস্থলে লিখিত হইল না।

অনুবাদ। এই নায়ক শ্রীকৃষ্ণ—(১) সুরম্যাঙ্গ, অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গ-সন্নিবেশ অত্যন্ত রমণীয় ; (২) সমস্ত সল্লক্ষণ-যুক্ত। [শ্রীকৃষ্ণের শারীরিক সল্লক্ষণ দ্বিবিধ—গুণোত্থ ও অঙ্কোত্থ। রক্ততা ও তুঙ্গতাদি গুণযোগে গুণোত্থ সল্লক্ষণ হয়। তন্মধ্যে নেত্রান্ত, পাদতল, করতল, তালু, অধরোষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ—এই সাত স্থানে রক্তিমা। বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি এবং বদন—এই ছয় স্থানে তুঙ্গতা (উচ্চতা)। কটি, ললাট এবং বক্ষঃস্থল—এই তিন স্থানে বিশালতা। গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং মেহন—এই তিন স্থানে গভীরতা। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু এবং জানু—এই পাঁচ স্থানে দীর্ঘতা। ত্বক্, কেশ, লোম, দন্ত এবং অঙ্গুলিপর্ব্ব—এই পাঁচ স্থানে সূক্ষ্মতা। এই বত্রিশটী সল্লক্ষণ গুণোত্থ ; এই সকল মহাপুরুষের লক্ষণ। আর করতলাদিতে রেখাময়-চক্রাদি চিহ্নকে অঙ্কোত্থ সল্লক্ষণ বলে। তন্মধ্যে করতলে চক্র-কমলাদি এবং পাদতলে অর্দ্ধচন্দ্রাদি চিহ্ন। শ্রীকৃষ্ণের **বামপদে** অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, মধ্যমা-মূলে অম্বর, এই উভয়ের নীচে জ্যা-হীন ধনু, ধনুর নীচে গোষ্পদ, গোষ্পদের নীচে ত্রিকোণ, তাহার চতুর্দ্দিকে চারিটী (বা তিনটি) কলস, ত্রিকোণতলে অর্দ্ধচন্দ্র (অর্দ্ধচন্দ্রের অগ্রভাগ দুইটী ত্রিকোণের কোণদ্বয়কে স্পর্শ করিয়াছে) ; অর্দ্ধচন্দ্রের নীচে মৎস্য। এই আটটী চিহ্ন বামপদে। আর **দক্ষিণপদে** এগারটী চিহ্ন :—অঙ্গুষ্ঠমূলে চক্র, মধ্যমামূলে পদ্ম, পদ্মের নীচে ধ্বজা, কনিষ্ঠামূলে অঙ্কুশ, অঙ্কুশের নীচে বজ্র, অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বে যব, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সন্ধিভাগ হইতে চরণার্দ্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কুঞ্চিত ঊর্দ্ধরেখা, চক্রতলে ছত্র, অর্দ্ধচরণতলে চারিদিকে অবস্থিত চারিটী স্বস্তিকচিহ্ন ; স্বস্তিকের চতুঃসন্ধিতে চারিটী জম্বুফল ; স্বস্তিকমধ্যে অষ্টকোণ।] (৩) রুচির—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে নয়নের আনন্দ জন্মে ; (৪) তেজসান্বিত—তেজোরাশিযুক্ত এবং প্রভাবাতিশয়যুক্ত ; (৫) বলীয়ান্—অতিশয় বলশালী ; (৬) বয়সান্বিত— নানাবিধ বিলাসময় নবকিশোর ; (৭) বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাবিৎ—নানাদেশীয় ভাষায় সুপণ্ডিত ; (৮) সত্যবাক্য—যাঁহার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না ; (৯) প্রিয়ংবদ—অপরাধীকেও যিনি প্রিয় বাক্য বলেন ; (১০) বাবদূক—যাঁহার বাক্য শ্রুতিপ্রিয় এবং রস-ভাবাদিযুক্ত ; (১১) সুপণ্ডিত—বিদ্বান্ এবং নীতিজ্ঞ ; (১২) বুদ্ধিমান্— মেধাবী ও সূক্ষ্মধী ; (১৩) প্রতিভান্বিত—সদ্য নব-নবোল্লেখি-জ্ঞানযুক্ত নূতন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবনে সমর্থ। (১৪) বিদগ্ধ—চৌষট্টি বিদ্যায় ও বিলাসাদিতে নিপুণ ; (১৫) চতুর— এক সময়ে বহু কার্য্য-সাধনে সমর্থ ; (১৬) দক্ষ— দুষ্কর কার্য্যও অতি শীঘ্র সম্পাদন করিতে সমর্থ ; (১৭) কৃতজ্ঞ—অন্যকৃত সেবাদির বিষয় যিনি জানিতে পারেন ; (১৮) সুদৃঢ়-ব্রত—যাঁহার প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম সত্য ; (১৯) দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞ—যিনি দেশ-কাল-পাত্রানুসারে কাজ করিতে নিপুণ ; (২০) শাস্ত্রচক্ষু—যিনি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করেন ; (২১) শুচি—পাপনাশক ও দোষ-বর্জ্জিত ; (২২) বশী—জিতেন্দ্রিয় ; (২৩) স্থির—যিনি ফলোদয় না দেখিয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন না ; (২৪) দান্ত—দুঃসহ হইলেও যিনি উপযুক্ত ক্লেশ সহ করেন ; (২৫) ক্ষমাশীল—যিনি অন্যের অপরাধ ক্ষমা করেন ; (২৬) গম্ভীর—যাঁহার অভিপ্রায় অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ ; (২৭) ধৃতিমান্—পূর্ণস্পৃহ এবং ক্ষোভের কারণ থাকা সত্ত্বেও ক্ষোভ-শূন্য ; (২৮) সম—রাগদ্বেষ শূন্য ; (২৯) বদান্য দানবীর ; (৩০) ধার্ম্মিক—যিনি স্বয়ং ধর্ম্ম আচরণ করিয়া অন্যকে ধর্ম্মাচরণে ব্রতী করেন ; (৩১) শূর—যুদ্ধে উৎসাহী এবং অস্ত্র প্রয়োগে নিপুণ ; (৩২) করুণ—যিনি পরের দুঃখ সহ করিতে পারেন না ; (৩৩) মান্যমানকৃৎ—গুরু, ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধাদির পূজক ; (৩৪) দক্ষিণ—সুস্বভাব-বশতঃ কোমল-চরিত ; (৩৫) বিনয়ী—ঔদ্ধত্যশূন্য ; (৩৬) হ্রীমান্—অন্যকৃত স্তবে, কিম্বা কন্দর্প-কেলির অভাবেও অন্য কর্ত্তৃক নিজের হৃদয়গত স্মর-বিষয়ক ভাব অবগত হইয়াছে—আশঙ্কা করিয়া যিনি নিজের ধৃষ্টতার অভাব-বশতঃ সঙ্কুচিত হন। (৩৭) শরণাগত-পালক ; (৩৮) সুখী—যিনি সুখ ভোগ করেন এবং দুঃখের গন্ধও যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; (৩৯) ভক্ত-সুহৃদ্—সুসেব্য ও দাসদিগের বন্ধুভেদে ভক্ত সুহৃদ্ দুই রকমের। এক গণ্ডূষ জল বা একপত্র তুলসী যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তাঁহার নিকটে যে শ্রীকৃষ্ণ

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।১২।১২)
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥ ৩১

তত্রৈব (২।১।১৪।১৯)—
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥ ৩২
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ॥ ৩৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ক্বচিদিতি। ভবদনুগৃহীতেষ্বিত্যেব মুখ্যতয়াঙ্গীকৃতম্। অতএব বিন্দুত্বমপি অন্যেষু তু তদাভাসত্বমেব জ্ঞেয়ম্॥ শ্রীজীব॥ ৩১

অংশেন যথাসম্ভব-স্বাংশেন গিরিশাদিষু শ্রীশিবাদিষু। আদিগ্রহণাৎ ক্বচিৎ দ্বিপরার্দ্ধাদৌ সাক্ষাদ্ভগবদবতারব্রহ্মাদয়ো গৃহ্যন্তে॥ শ্রীজীব॥ ৩২

সচ্চিদানন্দেতি। শ্রীভগবৎপক্ষে সচ্চিদানন্দস্বরূপঞ্চ তৎসান্দ্রং বস্ত্বন্তরাপ্রবেশ্যঞ্চাঙ্গং যস্য স ইতি বিগ্রহঃ। শিবপক্ষে, সচ্চিদানন্দেন শ্রীভগবতা সান্দ্রং তাদাত্ম্যং প্রাপ্তমঙ্গং যস্য সঃ॥ শ্রীজীব॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আত্মপর্য্যন্ত বিক্রয় করেন, ইহাই তাঁহার সুসেব্যত্বের একটী দৃষ্টান্ত। আর নিজের প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন, ইহা তাঁহার দাসবন্ধুত্বের পরিচায়ক। (৪০) প্রেমবশ্য; (৪১) সর্ব্বশুভঙ্কর—সকলের হিতকারী; (৪২) প্রতাপী—যিনি স্বীয় প্রভাবে শত্রুর তাপদায়ক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন; (৪৩) কীর্ত্তিমান্—নির্ম্মল যশোরাশি দ্বারা বিখ্যাত; (৪৪) রক্তলোক—সকল লোকের অনুরাগের পাত্র; (৪৫) সাধুসমাশ্রয়—সৎলোকদিগের প্রতি বিশেষ কৃপাবশতঃ তাঁহাদের প্রতি পক্ষপাত-বিশিষ্ট; (৪৬) নারীগণ-মনোহারী—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদিদ্বারা রমণীবৃন্দের চিত্তহরণ করেন যিনি। (৪৭) সর্ব্বারাধ্য; (৪৮) সমৃদ্ধিমান্—অত্যন্ত সম্পৎশালী; (৪৯) বরীয়ান্—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ব্রহ্মাশিবাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ; (৫০) ঈশ্বর—যিনি স্বতন্ত্র বা অন্য-নিরপেক্ষ এবং যাঁহার আজ্ঞা দুর্ল্লঙ্ঘ্য। শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশটী গুণ সমুদ্রের ন্যায় দুর্ব্বিগাহ; অর্থাৎ সমুদ্র যেমন অসীম, এই পঞ্চাশটী গুণের প্রত্যেকটীই শ্রীকৃষ্ণে সেইরূপ অসীমরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; শ্রীকৃষ্ণেই এই সমস্ত গুণ পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। ২৪-৩৪॥

শ্লো। ৩১। অন্বয়। এতে (এই সকল—পূর্ব্বোক্ত গুণসকল) জীবেষু (জীবগণের মধ্যে) ক্বচিৎ (কাহারও মধ্যে বসন্তঃ অপি (থাকিলেও) বিন্দুবিন্দুতয়া (বিন্দুবিন্দুমাত্রেই—অতি অল্প পরিমাণেই আছে); তত্র (সেই) পুরুষোত্তমে এব (পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেই) পরিপূর্ণতয়া (পরিপূর্ণরূপে) ভান্তি (প্রকাশিত)।

অনুবাদ। (এই সমস্ত গুণ সাধারণ জীবে সম্ভব নহে, যাঁহারা ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত, সেই সমস্ত) জীবগণের মধ্যে কোনও কোনও সময়ে কোনও কোনও গুণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণরূপে নহে—বিন্দু বিন্দু রূপে মাত্র। (সাধারণ জীবে যে সমস্ত গুণ দেখা যায়, তাহা এইসকল গুণের আভাস মাত্র); একমাত্র পুরুষোত্তম-শ্রীকৃষ্ণেই এই সমস্ত গুণ পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৩১

পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪-৩০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের যে পঞ্চাশটী গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে "সত্যবাক্য" হইতে আরম্ভ করিয়া "হ্রীমান্" পর্য্যন্ত ঊনত্রিশটী গুণই শ্রীকৃষ্ণের অনুগৃহীত ভক্তদের মধ্যে যথাসম্ভবরূপে দৃষ্ট হয়। "তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতিরীতাঃ। যে সত্যবাক্য ইত্যাদ্যা হ্রীমানিত্যন্তিমা গুণাঃ॥ প্রোক্তাঃ কৃষ্ণেঽস্য ভক্তেষু তে বিজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ॥ ভ. র. সিন্ধু—২।১।১৪৩॥"

(২।২২।৪৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য]।

শ্লো। ৩২-৩৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ॥ ৩৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথোচ্যন্তে ইতি। লক্ষ্মীশোঽত্র পরব্যোমাধিনাথঃ শ্রীনারায়ণঃ। আদি-শব্দান্মহাপুরুষাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। তত্রাবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্বং লক্ষ্মীশে জ্ঞেয়ম্। মহাপুরুষাস্ত্ববতারকর্তৃত্বাৎ। কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিগ্রহঃ যস্য ইতি মধ্যপদলোপী সমাসঃ। তন্মাত্রব্যাপিবিগ্রহত্বং মহাপুরুষে। মায়াদ্রষ্টুস্তস্যৈব তদুপাধিত্বাৎ। যথা ব্রহ্মসংহিতায়াম্। যস্যৈক-নিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমিতি॥ অবতারাবলীবীজত্বং পূর্ব্বয়োর্দ্বয়োর্যথাসম্ভবমন্যত্র চ। গতিঃ স্বর্গাদিরূপোঽর্থঃ। স তু ভগবদ্দ্বেষিণাম্ অন্যেন কেনাপি কর্ম্মণা ন সম্ভবতীতি। যথোক্তং গীতাসু। তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু॥ আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মাম প্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিমিতি॥ আত্মারামগণাকর্ষিত্বং শ্রীমদ্বিকুণ্ঠাসুতাদাবপি তৃতীয়স্কন্ধাদিষু প্রসিদ্ধম্। কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতা ইতি নরলীলাময়ত্বেনৈব তত্তদাবির্ভাবনাৎ। কিঞ্চ অবিচিন্ত্যেতি অবতারেতি চ স্বয়ং ভগবত্ত্বাৎ। স্বয়ংভগবত্ত্বেঽপি জিজ্ঞাসা চেৎ কৃষ্ণসন্দর্ভো দৃশ্যঃ। কোটীতি। তানি ব্যাপ্যাপি বৈকুণ্ঠাদি ব্যাপিত্বাৎ হতেতি। মোক্ষভক্তিপর্য্যন্তগতিদাতৃত্বাদদ্ভুতত্বং জ্ঞেয়ম্।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। সদাস্বরূপ-সম্প্রাপ্ত (অর্থাৎ যিনি মায়াকার্য্যের বশীভূত নহেন), সর্ব্বজ্ঞ (অর্থাৎ পরচিত্তস্থিত এবং দেশ-কালাদি দ্বারা ব্যবহিত সমস্ত বিষয়ই যিনি জানেন), নিত্য-নূতন (অর্থাৎ সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইয়াও যিনি অননুভূতের মত স্বীয় মাধুর্য্যাদি দ্বারা চমৎকারিতা সম্পাদন করেন); সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গ (অর্থাৎ যাঁহার আকৃতি চিদানন্দ-ঘন; সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর স্পর্শ পর্য্যন্ত যাহাতে নাই) এবং সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত (অর্থাৎ সমস্ত সিদ্ধি যাঁহার সেবা করে) এই পাঁচটি গুণও শ্রীকৃষ্ণেই পূর্ণতমরূপে বিদ্যমান; শ্রীশিবাদিতে আংশিক ভাবে এই পাঁচটী গুণ বিরাজিত আছে। ৩২-৩৩।

এই শ্লোকে "গিরিশাদিষু"-শব্দের "আদি"-পদে ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মাকে বুঝাইতেছে (২।২০।২৫০-৬১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর-কোটি-ব্রহ্মাতেও আংশিকভাবে এই পাঁচটী গুণ আছে; কিন্তু জীবকোটি ব্রহ্মায় এসমস্ত গুণ নাই। এই শ্লোকের "গিরিশ"-শব্দেও ঈশ্বর-কোটি শিবকেই বুঝাইতেছে; ঈশ্বর-কোটি-শিবেই এই পাঁচটি গুণ আছে, জীবকোটি শিবে নাই। কোনও কোনও শাস্ত্রে জীবকোটি-ব্রহ্মার ন্যায় জীবকোটি শিবেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। "ক্বচিজ্জীববিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব। তৎ তু শেষবদেবাস্তাং তদংশত্বেন কীর্ত্তনাৎ॥ ল. ভা. গুণাবতার। ২৭॥"—ব্রহ্মার ন্যায় (অর্থাৎ কোনও শাস্ত্র যেমন ব্রহ্মাকে জীববিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্রূপ) কোন কোন স্থানে রুদ্রকেও জীববিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পুরাণে ভগবদংশরূপে কীর্ত্তন করায় "শেষের" ন্যায় ইহারও মীমাংসা করিতে হইবে। ভগবানের অংশ দুই রকম—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ (২।২২।৬)। তন্মধ্যে ভগবানের শয্যারূপ আধার-শক্তি 'শেষ' হইলেন স্বাংশ-ঈশ্বর-কোটি; আর ভূ-ধারণকারী 'শেষ' হইলেন আধারশক্ত্যাবিষ্ট বিভিন্নাংশ জীব। তদ্রূপ স্বাংশ-রুদ্র হইলেন ঈশ্বরকোটি; আর সংহার-শক্ত্যাবিষ্ট বিভিন্নাংশ জীব হইলেন জীবকোটি রুদ্র। (উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় বলদেববিদ্যাভূষণ)।

শ্লো। ৩৪। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদেবং পরমব্যোগনার্থাদীনতিক্রম্য কৃষ্ণস্যৈব বিস্ময়কারিত্বে স্থিতে ভবতু নাম গিরিশাদিষংশেন তত্তদ্গুণত্বম্। কিন্তু সুতরামেব শ্রীকৃষ্ণানুভবিষু ন তেষাং বিস্ময়কারিত্বমিতি ব্যঞ্জিতম্। যথোক্তম্ যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকমিতি গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপমিতি চ। শ্রীজীব ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি (অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামি-পর্য্যন্ত সমস্ত দিব্যসৃষ্টি-কর্তৃত্ব, ব্রহ্মরুদ্রাদির মোহন, ভক্তজনের প্রারব্ধ খণ্ডনাদির শক্তি), কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ (অর্থাৎ যাঁহার শরীর অগণ্য কোটিব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করে, সুতরাং যিনি বিভু), অরতারাবলী-বীজ (অর্থাৎ যাহা হইতে অবতার সমূহ প্রকাশ পায়), হতারি-গতি-দায়ক (অর্থাৎ যিনি শত্রুদিগকে নিহত করিয়া মুক্তি দান করেন) এবং আত্মারামগণাকর্ষী (অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মরসে নিমগ্ন আত্মারামগণকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করেন)—এই পাঁচটী গুণ শ্রীনারায়ণাদিতে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণেই অতি অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান। ৩৪

শ্রীজীবগোস্বামীর টীকানুযায়ী শ্লোকের শব্দসমূহের তাৎপর্য এস্থলে লিখিত হইতেছে।

লক্ষ্মীশাদি—লক্ষ্মীশ + আদি। এস্থলে লক্ষ্মীশ-শব্দে লক্ষ্মী-পতি পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণকে বুঝাইতেছে। আর, আদি-শব্দে মহাপুরুষাদিকেও বুঝাইতেছে। (মহাপুরুষ—মহাবিষ্ণু, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ)। **অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিঃ**—যে মহতী-শক্তি বা শক্তির ক্রিয়া বিচার-বুদ্ধিদ্বারা নির্ণয় করা যায় না। পরব্যোমাধিপতিতে এইরূপ অচিন্ত্য-মহাশক্তি আছে; যেহেতু, তিনি মহাপুরুষাদি অবতারের কর্ত্তা। **কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ**—কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিগ্রহ যাঁহার, তিনি কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ (মধ্যপদলোপী সমাস)। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বিগ্রহদ্বারা কোটিব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া আছেন এবং বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধাম-সমূহকেও ব্যাপিয়া আছেন। মহাপুরুষ কিন্তু কেবল ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়াই অবস্থিত; মহাপুরুষ মায়ার দ্রষ্টা বলিয়া তদুপাধিযুক্ত, তাই তাঁহার পক্ষে মায়াতীত বৈকুণ্ঠাদির ব্যাপকত্ব সম্ভব নয়। **অবতারাবলীবীজম্**—অবতার-সমূহের বীজ বা মূল। শ্রীনারায়ণ মহাপুরুষাদি অবতারের মূল; আবার মহাপুরুষ দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষাদির মূল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া সমস্তের বীজ; শ্রীনারায়ণের এবং মহাপুরুষের যথাসম্ভব অবতার-বীজত্ব। **হতারি-গতি-দায়কঃ**—স্বহস্তে নিহত শত্রুদিগের গতিদায়ক। এ স্থলে গতি অর্থ স্বর্গাদিরূপ গতি; যাহারা ভগবদ্‌বিদ্বেষী, তাহারাই ভগবানের শত্রু; ভগবানের হস্তে নিহত হইলে তাহাদের পক্ষে স্বর্গাদি প্রাপ্তি—স্বর্গ, সাযুজ্য-মুক্তি-আদি—হইতে পারে, যাহা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনও কর্ম্মদ্বারাই সম্ভব হইতে পারে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—ক্রূর-স্বভাব দ্বেষ-পরায়ণ নরাধমদের আমি আসুরী-যোনিতে নিক্ষেপ করি, জন্মে জন্মে আসুরী যোনি লাভ করিয়া আমাকে না পাইয়া তাহারা অধমা গতি প্রাপ্ত হয়। "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরবান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু॥ আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিমিতি॥" স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বহস্তে নিহত শত্রুদিগকে মোক্ষ-ভক্তি-পর্য্যন্ত গতি দিয়া থাকেন (ইহার প্রমাণ—পূতনা, যাহাকে তিনি ধাত্রীগতি দিয়াছিলেন); ইহাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অদ্ভুতত্ব। **আত্মারামগণাকর্ষী**—আত্মারাম মুনিগণের চিত্তপর্য্যন্ত আকর্ষণকারী; শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধাদিতে শ্রীবিকুণ্ঠাসুতাদিরও আত্মারামগণাকর্ষিত্বের কথা জানা যায়। নরলীল স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে এই গুণের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ; তিনি "কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, তাসভার বলে হরে মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥" উল্লিখিত সমস্ত গুণই পরব্যোমনাথাদি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে অত্যধিকরূপে বিকশিত।

সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারিলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ॥ ৩৫
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ ॥ ৩৬
লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥ ৩৭
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥ ৩৮

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ ৪৭

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধা-
প্রকরণে (৯)—

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥ ৩৯
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাঙ্ নর্ম্মপণ্ডিতা ॥ ৪০
বিনীতা করুণপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী ॥ ৪১
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুলপ্রেমবসতির্জ্জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ ॥ ৪২
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা।
বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥ ৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সর্ব্বাদ্ভুতেত্যাদিকন্তূদাহরণে বিবেচনীয়ম্। অতুল্যেত্যাদিদ্বয়ে ষষ্ঠ্যন্যপদার্থো বহুব্রীহিঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ৩৫-৩৬ ॥

তানেব চতুরো গুণান্ সংক্ষিপ্য দর্শয়তি। লীলেতি প্রথমঃ। প্রেম্না প্রিয়াণামাধিক্যমিতি তাদৃশপ্রিয়জন-বিরাজমানত্বমিত্যর্থঃ। তচ্চ দ্বিতীয়ঃ। বেণুমাধুর্য্যমিতি তৃতীয়ঃ। রূপমাধুর্য্যমিতি চতুর্থঃ। তদেবং নিরূপ্যানুভববিশেষাৎ প্রৌঢ়িবাদেন আহ ইত্যসাধারণমিতি। তদেবমপি সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেঽপীত্যাদৌ রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমিতি যদুক্তং তত্তূপলক্ষণমেব জ্ঞেয়ম্ ॥ শ্রীজীব ॥ ৩৭ ॥

চতুর্ভেদা ইতি। তত্র পঞ্চাশত্তমপর্য্যন্তঃ প্রথমঃ পঞ্চপঞ্চাশত্তমপর্য্যন্তঃ দ্বিতীয়ঃ ষষ্ঠিতমপর্য্যন্তস্তৃতীয় চতুষষ্টিং পর্য্যন্তশ্চতুর্থ ইতি ভেদো বর্গঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ৩৮ ॥

বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ রাধা বৃন্দাবনে বনে ইতি পুরাণপ্রসিদ্ধায়াঃ। সন্ততাশ্রবকেশবেতি বচনে স্থিত আশ্রব ইত্যমরঃ ॥ শ্রীজীব ॥ পাটবং চাতুর্য্যং বিলাসাশ্চাত্র ভাবহাবাদয়ো হর্ষাদিব্যঞ্জকাঃ স্মিতপুলকবৈস্বর্য্যাদয়শ্চ স্বাভিযোগা জ্ঞেয়াঃ। মহাভাবস্য যঃ পরমোৎকর্ষঃ প্রাকট্যাতিশয়স্তেন তর্ষিণী শ্রীকৃষ্ণবিষয়াতিতৃষ্ণাবতী। গুরুভির্গুরুজনৈরর্পিতো গুরুঃ পূর্ণঃ স্নেহো যস্যাং সা। সন্ততঃ আশ্রবঃ বচনে স্থিতঃ কেশবো যস্যাঃ সা বচনে স্থিত আশ্রব ইত্যমরঃ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৩৯-৪৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৩৫-৩৮। **অন্বয়।** অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। যিনি সর্ব্ববিধ অদ্ভুত চমৎকার লীলাতরঙ্গের সমুদ্রতুল্য (লীলামাধুর্য্য), যিনি অনুপম-মধুর প্রেমদ্বারা
প্রিয়জনকে ভূষিত করেন (প্রেম-মাধুর্য্য), যাঁহার মুরলীর মধুর কল-কূজন দ্বারা ত্রিজগতের মন আকৃষ্ট হয় (বেণু-মাধুর্য্য),
এবং যাঁহার অসমোর্দ্ধ রূপ-মাধুর্য্যদ্বারা চরাচর সকলেই বিস্মিত হয়—সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য
ও রূপমাধুর্য্য-এই চারিটী (শ্রীকৃষ্ণের) অসাধারণ গুণ; এই গুণ-চতুষ্টয় অপর কোনও স্বরূপেই নাই। এইরূপে চারি রকম
ভেদে শ্রীকৃষ্ণের চৌষট্টিগুণের উল্লেখ করা হইল। ৩৫-৩৮

দ্বিতীয়তঃ ৩২-৩৩ শ্লোকে পাঁচটী, তৃতীয়তঃ ৩৩-শ্লোকে
চারিরকম ভেদ; যথা—প্রথমতঃ ২৪-৩০ শ্লোকে পঞ্চাশটী, দ্বিতীয়তঃ ৩২-৩৩ শ্লোকে পাঁচটী, তৃতীয়তঃ ৩৩-শ্লোকে পাঁচটী এবং চতুর্থতঃ ৩৫-৩৮ শ্লোকে চারিটী গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে; সর্ব্বশুদ্ধ চৌষট্টিটী গুণ হইল। এই সমস্তই
শ্রীকৃষ্ণের আলম্বন-বিভাবোচিত গুণ; সুতরাং এই সমস্তই রসের সামগ্রীস্থানীয়।

চতুর্বিধ মাধুর্য্যের আলোচনা ২।২১।৯২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য।

৪৭। রাধিকাও যে নায়িকাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কতকগুলি অসাধারণ গুণের
উল্লেখ করিতেছেন। শ্রীরাধিকার গুণও অনন্ত; তন্মধ্যে পঁচিশটী গুণ সর্ব্বপ্রধান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বতন্ত্র ভগবান্ হইয়াও
শ্রীরাধিকার গুণের পরমোৎকর্ষে বশীভূত হইয়া থাকেন।

শ্লো। ৩৯-৪৩। **অন্বয়।** অন্বয় সহজ।

নায়ক নায়িকা দুই—রসের 'আলম্বন'। সেই দুই শ্রেষ্ঠ—রাধা, ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধারও অসংখ্য অপ্রাকৃত শ্রেষ্ঠ গুণ আছে। তন্মধ্যে পচিশটী গুণের কথা এখানে উল্লিখিত হইতেছে। শ্রীরাধিকা (১) মধুরা (সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টা-সমূহের এবং অঙ্গসৌষ্ঠবাদির চারুতাযুক্তা); (২) নববয়াঃ (নিত্য-কিশোর-বয়সান্বিতা); (৩) চলাপাঙ্গা (যাঁহার অপাঙ্গ-দৃষ্টি অত্যন্ত চঞ্চল); (৪) উজ্জলস্মিতা (সমুজ্জল মন্দহাসিযুক্তা); (৫) চারুসৌভাগ্যরেখ্যাঢ্যা [যাঁহার পদতলে ও করতলে সৌভাগ্য-সূচক অতি মনোহর রেখাসমূহ আছে। **শ্রীরাধার বামচরণে**—অঙ্গুষ্ঠ মূলে যব, তাহার নীচে চক্র, চক্রের নীচে চন্দ্ররেখাযুক্তা কুসুমমল্লিকা, মধ্যমাতলে কমল, কমলের তলে পতাকাযুক্ত ধ্বজ, মধ্যমার দক্ষিণভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যচরণ পর্য্যন্ত উর্দ্ধরেখা এবং কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ—এই সাতটী চিহ্ন বাম পদতলে। আর **দক্ষিণ চরণে**—অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, কনিষ্ঠাতলে বেদী, বেদীর নীচে কুণ্ডল, তর্জ্জনী ও মধ্যমার তলে পর্ব্বত, পার্ষ্ণির (পায়ের গোড়ালির) তলে মৎস্য, মৎস্যের উপরে রথ, রথের দুই পার্শ্বে শক্তি ও গদা—এই আটটী চিহ্ন দক্ষিণ পদতলে। দুই চরণে মোট পনরটী চিহ্ন। **শ্রীরাধার বাম-হস্তে**—তর্জ্জনী ও মধ্যমার সন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার অধোভাগ পর্য্যন্ত পরমায়ু রেখা; তাহার নীচে করভ হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্য পর্য্যন্ত অপর একটী রেখা (মধ্য-রেখা); অঙ্গুষ্ঠের অধোভাগে মণিবন্ধ হইতে উথিত হইয়া বক্রগতিদ্বারা তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আর একটী রেখা—ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত রেখার সঙ্গে, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে মিলিত হইয়াছে; পাঁচটী অঙ্গুলির অগ্রভাগে পাঁচটী চক্রাকার চিহ্ন; অনামিকাতলে হস্তী; পরমায়ুরেখাতলে অশ্ব; মধ্যরেখাতলে বৃষ; কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, ব্যজন, বিল্ববৃক্ষ, যূপ, বাণ, তোমর (শাবল) এবং মালা—এই আঠারটী চিহ্ন বাম-করতলে। আর **দক্ষিণ-করতলে**—বাম করতলের ন্যায় পরমায়ুরেখাদি প্রথম তিনটি রেখা; পাঁচটী অঙ্গুলির অগ্রভাগে পাঁচটী শঙ্খ; তর্জ্জনীমূলে চামর; কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, প্রাসাদ, দুন্দুভি, বজ্র, শকটদ্বয়, ধনুঃ খড়্গ, ভৃঙ্গার—এই সতেরটী চিহ্ন দক্ষিণ করতলে। দুই করে ও দুই চরণে মোট পঞ্চাশটী চিহ্ন। এই গুলিকেই চারু সৌভাগ্য-রেখা বলে।] (৬) গন্ধোন্মাদিত-মাধবা—যাঁহার গাত্র-গন্ধের মাধুর্য্যে মাধব উন্মত্ত হইয়া উঠেন; (৭) সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞা—কোকিল-তুল্য যাঁহার পঞ্চমস্বর এবং সঙ্গীত-বিদ্যায় যিনি অত্যন্ত নিপুণা; (৮) রম্যবাক্—যাঁহার বাক্য অত্যন্ত রমণীয়; (৯) নর্ম্মপণ্ডিতা—পরিহাসগর্ভ মধুর নর্ম্মবাক্য-প্রয়োগে সুনিপুণা; (১০) বিনীতা; (১১) করুণাপূর্ণা; (১২) বিদগ্ধা—সর্ব্ব-বিষয়ে চতুরা; (১৩) পাটবান্বিতা—চাতুর্য্যশালিনী; (১৪) লজ্জাশীলা; (১৫) সুমর্য্যাদা—ইহা তিন প্রকার, স্বাভাবিকী, শিষ্টাচার-পরম্পরা এবং স্বকল্পিতা। (১৬) ধৈর্য্যশালিনী; (১৭) গাম্ভীর্য্যশালিনী; (১৮) সুবিলাসা—হর্ষাদিব্যঞ্জক মন্দহাসিপুলক-বিকৃত-স্বরতাদিময় হাবভাবাদিযুক্তা। (১৯) মহাভাব পরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী—মহাভাবের চরমবিকাশবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অতিশয় তৃষ্ণাবতী; (২০) গোকুল-প্রেমবসতি—গোকুলবাসী সকলেই যাঁহাকে প্রীতি করেন, (২১) জগচ্ছ্রেণীলসদ্যশা—যাঁহার যশে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; (২২) গুর্ব্বর্পিত-গুরু-স্নেহা—গুরুজনের অতিশয় স্নেহের পাত্রী; (২৩) সখীপ্রণয়াধীনা—সখী সকলের প্রণয়ের অধীনা; (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা; এবং (২৫) সন্ততাশ্রব-কেশবা—কেশব শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই যাঁহারা বাক্যের অধীন। ৩৯-৪৩ ॥

৪৮। **রসের**—মধুর-রসের বা শৃঙ্গার-রসের। **আলম্বন**—আলম্বন বিভাব (২।১৯।১৫৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); যাহাকে অবলম্বন করিয়া রস গড়িয়া উঠে, তাহাকে বলে রসের আলম্বন। নায়ক হইলেন মধুর-রসের বিষয়ালম্বন অর্থাৎ মধুরারতির বিষয়; আর নায়িকা হইলেন আশ্রয়ালম্বন অর্থাৎ মধুরারতির আশ্রয়॥ **সেই দুই শ্রেষ্ঠ**—সেই দুইই (অর্থাৎ নায়ক ও নায়িকার মধ্যে, যেখানে যত নায়ক ও নায়িকা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে) শ্রেষ্ঠ। সমস্ত নায়কের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত নায়িকার মধ্যে শ্রীরাধা শ্রেষ্ঠা। কারণ, গুণে তাঁহারা সর্ব্বাধিকরূপে শ্রেষ্ঠ।

এইমত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ।
বাৎসল্যে মাতা পিতা—আশ্রয়ালম্বন ॥ ৪৯

এই রস অনুভবে যৈছে ভক্তগণ।
যৈছে রস হয়, তার শুনহ লক্ষণ ॥ ৫০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।১।৪)

ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ ॥ ৪৪
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্ ॥ ৪৫
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্ ॥ ৪৬
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥ ৪৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পুনস্তস্যাং রসোৎপত্তৌ সাধনং সহায়ং প্রকারঞ্চাহ ভক্তীতি চতুর্ভিঃ। তত্র সাধনমনুতিষ্ঠতাম্ ইত্যন্তম্। সহায়ং সংস্কারযুগলম্। প্রকারস্তু রতিরিত্যাদিকো জ্ঞেয়ঃ। নির্ধূতদোষত্বাদেব প্রসন্নত্বং শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাবির্ভাবযোগ্যত্বম্।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দ্বারকাদিতেও মধুর-রস আছে, বৈকুণ্ঠেও আছে ; কিন্তু দ্বারকার বাসুদেব, কি বৈকুণ্ঠের নারায়ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূন-গুণবিশিষ্ট বলিয়া এবং দ্বারকার মহিষীগণ কি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধিকা অপেক্ষা ন্যূন-গুণবিশিষ্টা বলিয়া তত্রত্য মধুর-রসও ব্রজের মধুর-রস অপেক্ষা ন্যূন। এইরূপে ব্রজের মধুর-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ রসের আবলম্বন-বিভাব বলিয়া রসের সামগ্রীতুল্য ; তাই এস্থলে—ভক্তিরস-বর্ণন-উপলক্ষে তাঁহাদের গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং দাস-সখাদিও দাস্যসখ্যাদিরসের আবলম্বন-বিভাব বলিয়াই পরবর্ত্তী পয়ারে দাসসখাদির কথা বলা হইয়াছে।

৪৯। এই মত—অন্যান্য ধামের মধুর-রস হইতে যেমন শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ব্রজের মধুর-রস শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অন্যান্য ধামের দাস্য রস হইতে ব্রজের দাস্য-রস শ্রেষ্ঠ ; অন্যান্য ধামের সখ্যরস অপেক্ষা ব্রজের সখ্য-রস শ্রেষ্ঠ ; এবং অন্যান্য ধামের বাৎসল্যরস অপেক্ষা ব্রজের বাৎসল্য-রস শ্রেষ্ঠ ; **দাস্যে দাস**—ব্রজের দাস্য-রসের বিষয়-আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয়-আলম্বন রক্তক-পত্রকাদি দাসবর্গ। **সখ্যে সখাগণ**—ব্রজের সখ্য-রসের বিষয়-আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ, আর আশ্রয়-আলম্বন সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখাবর্গ। **বাৎসল্যে মাতাপিতা**—ব্রজের বাৎসল্য-রসের বিষয়-আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয়-আলম্বন শ্রীযশোদামাতা ও শ্রীনন্দমহারাজ-আদি।

পূর্ব্ব পয়ারে "রাধা-ব্রজেন্দ্র-নন্দনের" উল্লেখে কেবল ব্রজ-রসের কথা সূচিত হওয়াতেই এই পয়ারে কেবল ব্রজের দাস্য-সখ্যাদির আলম্বনের কথাই বলা হইল। বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই কান্তাগণ মধুর-রসের, দাসগণ দাস্যরসের, সখাগণ সখ্যরসের এবং মাতাপিতা বাৎসল্যরসের আশ্রয়।

৫০। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬-২৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, স্থায়িভাবের সহিত বিভাব-অনুভাবাদি মিলিত হইলেই স্থায়িভাব রসে পরিণত হয়। তাহার পরে, ৩০-৪৯ পয়ারে বিভাব-অনুভাবাদির কথা এবং স্থায়িভাবের ক্রমবিকাশের কথা বলিয়া এক্ষণে বিভাবাদির সহিত মিলনে স্থায়িভাব রসে পরিণত হইলে কিরূপেই—অর্থাৎ কি সাধনে, কি সহায়ে এবং কি প্রকারে —ভক্তগণ সেই রসের আস্বাদন করেন, তাহা বলিতেছেন। **এই রস অনুভবে** ইত্যাদি—ভক্তগণ যেরূপ এই রসের অনুভব করেন। **যৈছে রস হয়** ইত্যাদি—কৃষ্ণরতি যেরূপে ভক্তগণের চিত্তে রসরূপে অনুভূত হয়। অর্থাৎ যে সাধনে, যে সহায়ে এবং যে প্রকারে ভক্তগণের হৃদয়ে ভক্তিরসের অনুভব বা আস্বাদন হয়। "যৈছে যেন প্রকারেণ ভক্তগণোঽনুভবতীত্যর্থঃ এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ আহ রস হয় ইতি।"—চক্রবর্ত্তিপাদ ॥ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকসমূহে রসাস্বাদনের সাধন, সহায় এবং প্রকারের কথা বলা হইয়াছে।

শ্লো। ৪৪-৪৭। অন্বয়। ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং (ভক্তিদ্বারা যাঁহাদের ভুক্তিমুক্তি-বাসনাদিরূপ দোষসমূহ বিদূরিত

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ততশ্চোজ্জ্বলত্বং তদাবির্ভাবাৎ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্নত্বম্ অনুভবাধ্বনি গতৈরিতি নতু লৌকিকরসবদত্র সৎকবিনিবদ্ধতাপেক্ষেতি ভাবঃ। তত্র সতি কিম্বিতি প্রেম্নো বৈশিষ্ট্যং বিভাবনাখ্যবস্থাং তত্তদাস্বাদবিশেষযোগ্যতাবস্থাম্। এবং প্রণয়স্নেহাদীনামপি জ্ঞেয়ম্। রতেরেবোৎকর্ষরূপা এত ইতি তদ্‌গ্রহণেনৈব বিভাবৈরিত্যাদি লক্ষণে প্রবেশ ইতি ভাবঃ। অনীয়সীমপীতি যোজ্যম্॥ শ্রীজীব॥ ৪৪-৪৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়াছে) প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং (সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন-অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্য এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-বশতঃ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া যাঁহাদের চিত্ত উজ্জ্বল হইয়াছে) শ্রীভাগবতরক্তানাং (যাঁহারা শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয় বিষয়ে অনুরক্ত) রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাং (রসজ্ঞ-ভক্তদের সঙ্গলাভে যাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন), জীবনীভূতগোবিন্দ-পাদভক্তি-সুখশ্রিয়াং (শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিসুখ-সম্পত্তিই যাঁহাদের জীবনস্বরূপ) প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যানি এব অনুতিষ্ঠতাম্ (প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধনসমূহের অনুষ্ঠানই যাঁহারা করিয়া থাকেন), ভক্তানাং (সেই সমস্ত ভক্তের) হৃদি (হৃদয়ে) রাজন্তী (বিরাজমানা) সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা (প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কার যুগলদ্বারা উজ্জ্বলা) আনন্দরূপা (আনন্দ-স্বরূপা—হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়া স্বতঃই আনন্দ-স্বরূপা) এব (ই) রতিঃ (রতি—কৃষ্ণরতি) অনুভবাধ্বনি (অনুভব-পথে) গতৈঃ (গত—উপস্থিত) কৃষ্ণাদিভিঃ (শ্রীকৃষ্ণাদি) বিভাবাদ্যৈঃ (বিভাবাদি দ্বারা) রস্যতাং (আস্বাদ্যতা—রসরূপতা) নীয়মানা তু (প্রাপ্ত হইয়া) পরাং প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারকাষ্ঠাং (প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা) আপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়)।

অনুবাদ। সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে যাঁহাদের (চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তি বাসনাদিরূপ) দোষসমূহ বিদূরিত হইয়াছে, সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্য) এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাববশতঃ উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহারা শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিষয়েই অনুরক্ত, রসজ্ঞ-ভক্তদিগের সঙ্গলাভেই যাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন, শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিরূপ সুখসম্পত্তিকেই যাঁহারা জীবন-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করেন এবং যাঁহারা প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনসমূহেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—সেই সমস্ত ভক্তের হৃদয়ে বিরাজিতা—প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কার-যুগলদ্বারা উজ্জ্বলা (হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ বলিয়া স্বতঃই) আনন্দরূপা যে রতি (শ্রীকৃষ্ণরতি), তাহা—অনুভবস্বরূপ পথগত শ্রীকৃষ্ণাদি-বিভাবাদি দ্বারা (অনুভব-লব্ধ বিভাব-অনুভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া) আস্বাদ্যতা (রসরূপতা) প্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে (অর্থাৎ তাহার আস্বাদনে অপূর্ব্ব আনন্দ চমৎকারিতার অনুভব হয়)। ৪৪-৪৭

উল্লিখিত চারিটী শ্লোকে ভক্তিরসাস্বাদনের উপযোগী সাধন, রসাস্বাদনের সহায় এবং প্রকারের কথা বলা হইয়াছে।

যদ্দ্বারা ভক্ত ভক্তিরসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন, তাহাই **রসাস্বাদনের সাধন**। ৪৪-৪৫ শ্লোকে এই সাধনের কথা বলা হইয়াছে—"ভক্তির্নির্ধূতদোষাণাং……অনুতিষ্ঠতাম্" বাক্যে [অনুবাদের—"সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে……প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনসমূহেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন"—বাক্যে]। অর্থাৎ, যে পর্য্যন্ত অনর্থ-নিবৃত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হইবে; সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া গেলে—চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদি সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া গেলেই—চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের (ভক্তিরাণীর) আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করিবে; (ইহাকেই "শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্ত" বলে); চিত্তের এইরূপ অবস্থা হইলে তখন সেই চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইবে এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলেই সেই চিত্ত সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইবে—শুদ্ধসত্ত্বের সহিত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া স্বপ্রকাশ-শুদ্ধসত্ত্বের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে—অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া লৌহ যেমন অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে তদ্রূপ।

প্রশ্ন হইতে পারে—রসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভের পক্ষে অনর্থ-নিবৃত্তির প্রয়োজন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে—রসাস্বাদনে জীবের স্বরূপতঃ অধিকার আছে কিনা? থাকিলে সাধারণ জীব তাহার আস্বাদনে অসমর্থ কেন?

প্রাকৃত জগতে আমরা দেখিতে পাই, ভোজ্য বস্তুর আস্বাদন জিহ্বাই করিতে পারে, নাসিকা পারে না; গন্ধের আস্বাদন বা অনুভব নাসিকাই করিতে পারে, জিহ্বা বা কর্ণ পারে না; উষ্ণত্ব বা শীতলত্বের অনুভব ত্বকের দ্বারাই সম্ভব, অন্য কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা নহে। ইহাতে বুঝা যায়, জিহ্বার সঙ্গে ভোজ্যরসের কোনও একটা অনুকূল সম্বন্ধ আছে, তাই জিহ্বা ভোজ্যরস আস্বাদন করিতে পারে; নাসিকার সঙ্গে ভোজ্যরসের সেইরূপ কোনও অনুকূল সম্বন্ধ নাই, তাই নাসিকা ভোজ্যরস আস্বাদন করিতে পারে না। এইরূপে নাসিকার সঙ্গে গন্ধের, ত্বকাদির সঙ্গে শীতলত্বাদির অনুকূল সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাহারা তত্তৎ-রস অনুভব করিতে পারে।

এখন, জীবের সঙ্গে আনন্দের বা ভক্তিরসের এইরূপ কোনও অনুকূল সম্বন্ধ যদি থাকে, তাহা হইলেই জীব তাহার আস্বাদনে অধিকারী হইতে পারে। (এ স্থলে "আনন্দ বা ভক্তিরস" বলার হেতু এই যে, আনন্দ হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তি; ভক্তিরসও হ্লাদিনীরই বৃত্তিবিশেষ; সুতরাং আনন্দের সহিত অনুকূল সম্বন্ধ থাকিলে হ্লাদিনীর সহিতও অনুকূল সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

ভগবান্ আনন্দস্বরূপ—ঘনীভূত আনন্দ; তাঁহার আনন্দাংশের শক্তিই হ্লাদিনী; তাই হ্লাদিনী নিজেও রসরূপে, আনন্দরূপে পরিণত হইতে পারে এবং ভগবান্‌কে এবং ভগবানের ভক্তদিগকেও আনন্দ আস্বাদন করাইতে পারে। কিন্তু এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম (বা ভগবান্) হইতেই জীবের উৎপত্তি, আনন্দদ্বারাই জীব জীবিত থাকে, শেষকালে আনন্দেই প্রবেশ করে। "আনন্দো ব্রহ্মেতিব্যজনাৎ॥ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে॥ আনন্দেন জাতানি জীবন্তি॥ আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥ তৈত্তিরীয় ॥৩.৬॥" ইহাতেই বুঝা যায়—জীব ভগবানের চিৎকণ অংশ, তাঁহার তটস্থা—জীবশক্তির অংশ; তটস্থা শক্তির অংশ হইলেও জীব স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু—জড়বস্তু নহে। চিদ্‌বস্তুমাত্রই আনন্দাত্মক; জীব স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু বলিয়া জীবও আনন্দাত্মক। ভক্তিশাস্ত্র ইহা অস্বীকার করে না; পরমাত্মসন্দর্ভধৃত জামাতৃমুনিবচনই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে; জীবের স্বরূপসম্বন্ধে জামাতৃমুনি বলিয়াছেন—"চেতনাব্যাপ্তিশীলশ্চ চিদানন্দাত্মকস্তথা। পরমাত্মসন্দর্ভ। ২০॥" সুতরাং আনন্দবস্তুর সহিত জীবের সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—আনন্দস্বরূপ ভগবানের চিৎ-কণ-অংশ বলিয়া জীব চিদানন্দাত্মক হইলেও জীব কিন্তু ভগবানের তটস্থা শক্তিরই অংশ—হ্লাদিনী-শক্তির অংশ নহে; সুতরাং জীবের পক্ষে হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ রসের বা আনন্দের আস্বাদন সম্ভব কিনা?

প্রাকৃত-জগতে আমরা দেখিতে পাই, জীবমাত্রই আনন্দের জন্য লালায়িত; জীবের যত কিছু চেষ্টা, সমস্তই আনন্দের বা সুখের নিমিত্ত; ইহাতে বুঝা যায়, জীব হ্লাদিনী-শক্তির অংশ না হইলেও, হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি আনন্দের নিমিত্ত তাহার একটী বলবতী লালসা আছে; সুতরাং লৌহের সহিত চুম্বকের সম্বন্ধের ন্যায় জীবের সহিত হ্লাদিনী-শক্তিরও একটা অনুকূল সম্বন্ধ আছে।

আরও দেখা যায়, জীবের সুখানুসন্ধান একেবারে নিরর্থক নহে; জীব সংসারে নিত্য ও বিশুদ্ধ আনন্দ পায়না বটে; কিন্তু আনন্দের অনুরূপ একটা কিছু পায়; তাহা নিত্য এবং বিশুদ্ধ না হইলেও জীব তাহা উৎকণ্ঠার সহিত গ্রহণ করে এবং আগ্রহের সহিত আস্বাদনও করে; ইহা নিত্য বিশুদ্ধ আনন্দেরই আভাস। ইহাতে বুঝা যায়—জীবের স্বরূপে আনন্দ-আস্বাদনের যোগ্যতা আছে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—জীবের সঙ্গে আনন্দের একটা অনুকূল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ; জীবের স্বরূপে আনন্দ-আস্বাদনের জন্য একটী নিত্য-আকাঙ্ক্ষা আছে এবং আনন্দ-আস্বাদনের যোগ্যতাও জীবের আছে ; সুতরাং জীব স্বরূপতঃ আনন্দ বা রসাস্বাদনের অধিকারী। "রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥ তৈত্তিরীয়। ২।৭"—এই শ্রুতিবাক্যও জীবের রসাস্বাদনে অধিকারের সাক্ষ্যই দিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ—জীব স্বরূপতঃ যদি আনন্দ-আস্বাদনের অধিকারীই হয়, তাহা হইলে সকল জীব আনন্দ আস্বাদন করিতে পায় না কেন ? মায়াবদ্ধ জীব এই সংসারে আনন্দের আভাস মাত্র পায় ; তাহাও ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখ-সঙ্কুল ; কিন্তু নিত্য-বিশুদ্ধ আনন্দ পায় না কেন ?

ভোগ্যবস্তুতে কেবল অধিকার মাত্র থাকিলেই তাহা ভোগ করা যায় না—দখল থাকা চাই। জমিতে রাজার অধিকার আছে, কিন্তু দখল নাই ; তাই রাজা জমির ফসল ভোগ করিতে পারে না ; দখল আছে প্রজার, তাই প্রজা ঐ ফসল ভোগ করে। জমি এবং রাজার মধ্যে তৃতীয় বস্তু প্রজাই রাজার ফসল ভোগের অন্তরায়। এই তৃতীয় বস্তুটী অপসারিত হইলেই রাজা ফসল ভোগ করিতে পারেন। জিহ্বা রসগোল্লা আস্বাদন করিবার অধিকারী বটে ; কিন্তু জিহ্বা যদি পরিষ্কার না থাকে, যদি জিহ্বার উপরে কোনও রোগ-বশতঃ পুরু একটা আবরণ পড়ে, তাহা হইলে রসগোল্লা মুখে দিলেও রসনা তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবে না ; আবরণ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ স্বাদ গ্রহণ করা অসম্ভব হইবে। রসগোল্লা ও রসনার মধ্যে রস ও আস্বাদনের অন্তরায় তৃতীয় বস্তুটী হইল—জিহ্বার ঐ আবরণ।

জীবের সঙ্গে আনন্দের স্বরূপতঃ সজাতীয় এবং অনুকূল সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যে জীব তাহা আস্বাদন করিতে পারিতেছে না, তাহাতেই বুঝা যায়, জীব ও আনন্দের মধ্যে এমন একটা কিছু বিজাতীয় অন্তরায় আছে, যাহার ক্রিয়ায় জীবের সঙ্গে আনন্দের নিকটতম সম্বন্ধ আবৃত হইয়া গিয়াছে। জীবের চিত্তরূপ দর্পণে মলিনতার আবরণ পড়িয়াছে, তাই আনন্দরূপ সূর্য্য তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারিতেছে না। এই মলিনতাটী কি ?

মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের তত্ত্ব-বিচার করিলে বুঝা যায়, সংসারী জীব মায়ার আবরণে আবৃত। জীব স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু ; আনন্দও চিদ্‌বস্তু ; কিন্তু মায়া জড়বস্তু বা অ-চিদ্‌বস্তু—জীব ও আনন্দ হইতে ভিন্ন-জাতীয় বস্তু। জীব ও আনন্দের মধ্যে এই ভিন্ন জাতীয় বস্তু মায়া আছে বলিয়াই জীব আনন্দ আস্বাদন করিতে পারিতেছে না। এই মায়িক-উপাধি এবং মায়িক-বস্তুর সম্বন্ধজাত অনর্থাদি-দোষই জীবের চিত্তরূপ দর্পণের মলিনতা। সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন অনর্থাদিদোষ দূরীভূত হইবে, তখনও কিন্তু চিত্ত রসাস্বাদনের উপযোগী হইবে না ; কারণ, ইহা অনর্থবর্জ্জিত হইলেও তখন পর্য্যন্ত ইহা প্রাকৃত—প্রাকৃতচিত্তে অপ্রাকৃত ভক্তিরসের আস্বাদন সম্ভব নহে। কিন্তু প্রাকৃত হইলেও চিত্ত যখন অনর্থবর্জ্জিত—বিশুদ্ধ—হয়,—অবিদ্যার তিরোধানে একমাত্র বিদ্যাদ্বারা (রজস্তমোহীন প্রাকৃত সত্ত্বের বৃত্তি বিদ্যাদ্বারা) প্রতিভাসিত হয়, তখন তাহাতে অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিফলিত হইতে পারে ; প্রতিফলিত শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে বিদ্যাও যখন তিরোহিত হইয়া যায়, তখনই সেই চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলেই শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত চিন্ময়ত্ব—শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলত্ব লাভ করে।

চিত্তের এইরূপ শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল অবস্থাই হইল রসাস্বাদনযোগ্যতার ভিত্তি ; কারণ, যে রতি বিভাবাদির যোগে রসরূপে পরিণত হইবে—চিত্তের এইরূপ অবস্থা না হইলে—সেই রতিই চিত্তে আবির্ভূত হইতে পারিবে না—সুতরাং রসাস্বাদন হইবে কোথা হইতে ? আস্বাদনের জন্য রসই বা পাওয়া যাইবে কোথায় ? যাহা হউক, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত চিত্ত উজ্জ্বলতা ধারণ করিলেই যে রসাস্বাদনের যোগ্যতা সম্যক্‌রূপে লাভ হইল, তাহা নহে ; রসাস্বাদনের পক্ষে আরও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কতকগুলি জিনিস আবশ্যক। প্রথমতঃ, শ্রীভাগবত-রক্ত (শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে বা বিষয়ে অনুরক্ত) হইতে হইবে; অনুরক্তি হইল মনের বৃত্তি; যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে—তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যাদিতে—আপনা-আপনিই মনের অনুরক্তি না জন্মিবে, সেই পর্য্যন্ত রসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, রসিকাসঙ্গ-রঙ্গিত্ব; যিনি হৃদয়ে ভক্তিরসের আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে বলে রসিকভক্ত। এইরূপ রসজ্ঞ এবং রস-আস্বাদক ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে যে পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভব না হইবে এবং এই আনন্দের লোভে তাদৃশ-ভক্তসঙ্গের জন্য যে পর্য্যন্ত লালসা না জন্মিবে, সে পর্য্যন্ত রসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ হইবে না। ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুরক্তি এবং রসিকভক্তের সঙ্গে আনন্দানুভব না হইলে ভক্তিরস-আস্বাদনে যোগ্যতা না জন্মিবার হেতু এই যে, রতির প্রাচুর্য্য না থাকিলে ভক্তিরসের আস্বাদন অসম্ভব এবং রতির প্রাচুর্য্য না থাকিলে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুরক্তি এবং রসিক-ভক্ত-সঙ্গেও পূর্ব্বোক্তরূপ আনন্দ জন্মিতে পারে না। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জলেই তরঙ্গ উত্থিত হয়, সামান্য কূপোদকে তরঙ্গ উত্থিত হয় না। তদ্রূপ, ভক্তহৃদয়ে রতির প্রাচুর্য্য থাকিলেই ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তুদর্শনে বা রসিক ভক্তের সঙ্গলাভে রতি তরঙ্গায়িত হইয়া ভক্তকে আনন্দানুভব করাইতে পারে এবং তত্তদ্বস্তুতে অনুরক্ত করাইতে পারে। এইরূপ আনন্দানুভবের এবং অনুরক্তির অভাব রতি-প্রাচুর্য্যের অভাবই সূচিত করে এবং রতি-প্রাচুর্য্যের অভাবই রসাস্বাদন-যোগ্যতার অভাব সূচিত করে। প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধনের অনুষ্ঠানে রতির প্রাচুর্য্য জন্মিতে পারে। তৃতীয়তঃ, যে পর্য্যন্ত শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিসুখকেই জীবনের একমাত্র সম্পত্তি বলিয়া মনে না হইবে—সুতরাং সংসারে অন্য সুখাদি বা অন্য বিষয়াদি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, মলবৎ ত্যাজ্য বলিয়া মনে না হইবে—সেই পর্য্যন্ত রসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ হইবে না; কারণ, যে পর্য্যন্ত ভক্তিসুখকেই জীবন-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে না হইবে, সেই পর্য্যন্তই—রসাস্বাদনের উপযোগী রতি-প্রাচুর্য্যের অভাব আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। চতুর্থতঃ অন্তরঙ্গ সাধনসমূহের অনুষ্ঠান—যে সমস্ত সাধনে প্রেমের উন্মেষ বা বিকাশ হইতে পারে,—তাহাদের অনুষ্ঠান।

প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধন সম্বন্ধে শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের "তদ্ধি তত্তদ্‌ব্রজক্রীড়াধ্যানগানপ্রধানয়া। ভক্ত্যা সম্পদ্যতে প্রেষ্ঠ-নামসঙ্কীর্ত্তনোজ্জ্বলম্। ২।৫।২১৮॥"-এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদসনাতন-গোস্বামী স্বয়ং লিখিয়াছেন—"তাসাং ব্রজক্রীড়ানাং ভগবদ্‌গোকুল-লীলানাং ধ্যানং চিন্তনং গানং সঙ্কীর্ত্তনং তে প্রধানে মুখ্যে যস্যাস্তয়া ভক্ত্যা নবপ্রকারয়া প্রেম সম্পদ্যতে সুসিদ্ধ্যতি। তত্রৈব বিশেষমেবাহ, প্রেষ্ঠস্য নিজেষ্টতমদেবস্য প্রেষ্ঠানাং বা নিজপ্রিয়তমানাং ভগবন্নাম্নাং সঙ্কীর্ত্তনেন উজ্জ্বলং প্রকাশমানং শুদ্ধং বা। গানেত্যুক্ত্যা নামসঙ্কীর্ত্তনে প্রাপ্তেঽপি নিজপ্রিয়তমনামসঙ্কীর্ত্তনস্য প্রেমান্তরঙ্গ-তরসাধনত্বেন পুনর্বিশেষেণ নির্দ্দেশঃ।"—এই টীকার মর্ম্ম এই যে—যে ভজনাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার চিন্তা এবং সঙ্কীর্ত্তনই মুখ্যভাবে বর্ত্তমান, তাহাই প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধন; তন্মধ্যে আবার বিশেষত্ব এই যে—স্বীয় ইষ্টতমদেবের নাম কীর্ত্তন, অথবা ভগবন্নামসমূহের মধ্যে যে সকল নাম নিজের অত্যন্ত প্রিয়, সে সকল নামের কীর্ত্তনই প্রেমের অন্তরঙ্গ-তর সাধন।

এসকল সাধনে রতির প্রাচুর্য্য সাধিত হয়।

তারপর, **রসাস্বাদনের সহায়।** যদ্দ্বারা রসাস্বাদনের সহায়তা হয়, যাহা রসাস্বাদনের আনুকূল্য বিধান করে, তাহাই রসাস্বাদনের সহায়। ৪৬-শ্লোকোক্ত সংস্কারযুগলই হইল রসাস্বাদনের সহায়।—'সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা"—কৃষ্ণরতিটী সংস্কারযুগলদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হয়, মধুরতর হয়, সুতরাং আস্বাদন-বৈচিত্রী লাভ করে। সুতরাং ঐ সংস্কার-যুগলই হইল ভক্তিরস-আস্বাদনের সহায়। কিন্তু ঐ সংস্কার দুইটী কি? প্রাক্তনী ও আধুনিকী ভক্তিবাসনা।

যাহা আস্বাদনের বিচিত্রতা বা চমৎকারিতা সম্পাদন করে, তাহাই আস্বাদনের সহায়। ক্ষুধা বা ভোজনের ইচ্ছাই ভোজ্যরস-আস্বাদনের চমৎকারিতা বিধান করে; কারণ, ক্ষুধা না থাকিলে অতি উপাদেয় বস্তুও তৃপ্তিদায়ক হয় না। আবার, ক্ষুধার তীব্রতা যত বেশী হইবে, ভোজ্যরসও ততই রমণীয় বলিয়া মনে হইবে। ভক্তিরসটী-আস্বাদনের নিমিত্ত যদি বাসনা না থাকে, তাহা হইলে তাহার আস্বাদনে আনন্দ পাওয়া যায় না। "সবাসনানাং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ। নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্ম-সন্নিভাঃ॥—ধর্ম্মদত্ত।" এজন্য ভক্তিরস-আস্বাদনের পক্ষে ভক্তিবাসনা অপরিহার্য্যা; এই ভক্তি-বাসনা যতই গাঢ় হইবে, আস্বাদনও ততই মধুর হইবে। আধুনিকী ভক্তিবাসনাও আস্বাদনের মধুরতা বিধান করিতে পারে সত্য; কিন্তু প্রাক্তনী অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত ভক্তিবাসনা যদি থাকে, তাহা হইলে বাসনার গাঢ়তা ও তীব্রতা বশতঃ আস্বাদনেরও অপূর্ব্ব চমৎকারিতা জন্মিয়া থাকে; এজন্যই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রাক্তনী ও আধুনিকী উভয়বিধ ভক্তিবাসনাকেই ভক্তিরস-আস্বাদনের সহায় বলা হইয়াছে। "প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা। এষ ভক্তিরসাস্বাদ স্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥ ২।১।৩॥" প্রাক্তনী ভক্তিবাসনা না থাকিলে যে ভক্তিরস আস্বাদনের যোগ্যতাই জন্মিবে না, তাহা বোধ হয় এই শ্লোকের অভিপ্রায় নহে; যদি আধুনিকী ভক্তিবাসনাও অত্যন্ত বলবতী হয় অর্থাৎ যদি কোনও বিশেষ সৌভাগ্যবশতঃ কাহারও কৃষ্ণরতি অত্যধিকরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আধুনিকী ভক্তিবাসনাকেই উৎকণ্ঠাময়ী করিয়া তোলে, তাহা হইলে বোধ হয় প্রাক্তনী ভক্তিবাসনা না থাকিলেও রসাস্বাদন সম্ভব হইতে পারে; রতির আধিক্যই মূল উদ্দেশ্য; রতির আধিক্যই রসাস্বাদনের প্রধান সহায়। উল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ২।১।৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবও একথাই লিখিয়াছেন—"ইদমপি প্রায়িকম্ তাৎপর্য্যন্তু রত্যতিশয় এব জ্ঞেয়ঃ॥"

ভক্তিবাসনা অন্য এক ভাবেও রসাস্বাদনের আনুকূল্য করিয়া থাকে; ইহা কৃষ্ণরতিকে রূপ বা আকার দান করিয়া থাকে। ভক্তিবাসনা হইল সেবার বাসনা। সকলের ভক্তিবাসনা বা সেবার বাসনা সমান নহে; কেহ ভগবান্‌কে পরমাত্মরূপে পাইতে চাহেন; কেহ দাসরূপে, কেহ বা সখা আদিরূপে তাঁহার সেবা করিতে ইচ্ছা করেন; এইরূপে বিভিন্ন ভক্তের ভক্তিবাসনা বা ভক্তিসংস্কার বিভিন্ন। শুদ্ধসত্ত্ব যখন সাধকের হৃদয়ে অবির্ভূত হয়, তখন একইরূপে আবির্ভূত হয়; সাধকের হৃদয়ে আসিয়া সাধকের বাসনা বা সংস্কারের দ্বারা আকারিত হইয়া বিভিন্ন—শান্ত-দাস্যাদি বিভিন্ন—রতিরূপে পরিণত হয়। একই দুধ যেমন ভোক্তার ইচ্ছানুসারে দধি, ক্ষীর, ছানা, মাখনাদিতে পরিণত হয়, তদ্রূপ বিভিন্ন ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত একই শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের বিভিন্ন ভক্তিবাসনা অনুসারে শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুর-রতিতে পরিণত হয়। অথবা, জ্বাল দেওয়া একই চিনিকে বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট ছাঁচে ঢালিলে যেমন বিভিন্ন আকারের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ একই শুদ্ধসত্ত্ব বিভিন্ন সেবাবাসনাময় চিত্তে আবির্ভূত হইয়া শান্ত-দাস্যাদি বিভিন্ন রতিরূপে পরিণত হয়। ভক্তি বাসনাই ভক্তের চিত্তকে বৈশিষ্ট্য দান করে; বিভিন্ন বর্ণের স্ফটিক পাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া একই সূর্য্য যেমন বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ পাত্রের (ভক্তচিত্তের) বৈশিষ্ট্যানুসারে ভক্তচিত্তে আবির্ভূত কৃষ্ণরতিও শান্তাদি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়। "বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাৎ রতিরেষোপগচ্ছতি। যথার্কঃ প্রতিবিম্বাত্মা স্ফটিকাদিষু বস্তুষু॥ ভ. র. সি. ২।৫।৪॥" যাহা হউক, শান্ত-দাস্যাদি রতিই রসের স্থায়ীভাব; সুতরাং ভক্তের ভক্তিবাসনাই শুদ্ধসত্ত্বকে স্থায়িভাবত্ব দান করিয়া রসাস্বাদনের আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকে এবং রতিকে স্থায়িভাবত্ব দান করে বলিয়া এই আনুকূল্যকে মুখ্য আনুকূল্যই বলা যায়। (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্বশেষে ভক্তিরসাস্বাদনের **প্রকারের কথা**। ৪৬ শ্লোকের শেষার্দ্ধে এবং ৪৭-শ্লোকে এই প্রকারের কথা বলা হইয়াছে—"রতিরানন্দরূপৈব…আপদ্যতে পরাম্॥"-বাক্যে, (অনুবাদের—"আনন্দস্বরূপা যে রতি…আনন্দ চমৎকারিতার অনুভব হয়"—বাক্যে)। অর্থাৎ সংস্কার-যুগলোজ্জ্বলা অত্যাধিক্যপ্রাপ্তা কৃষ্ণরতি যদি ভক্তের অনুভব-লব্ধ বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রীর সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলেই অপূর্ব্ব স্বাদুতা লাভ করিয়া ভক্তকে আস্বাদনচমৎকারিতা দান করিতে পারে।

ভক্তিরস আস্বাদনের প্রকারটী বলিতে যাইয়া, ভক্তি কিরূপে রসে পরিণত হয়, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত শ্লোক-সমূহে বলিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা বুঝিতে না পারিলে আস্বাদনের প্রকারটীও বুঝা যাইবে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিনা সন্দেহ। **স্বতিস্বানন্দরূপৈব**—হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া কৃষ্ণরতি স্বতঃই আনন্দ-স্বরূপা—স্বতঃই আস্বাদনীয়। কিন্তু স্বতঃ আস্বাদনীয় হইলেও কেবলমাত্র রতিতে আস্বাদন-চমৎকারিতা নাই; তাই কেবলমাত্র রতিকে রস বলা যায় না; কারণ, চমৎকারিতাই রসের সার; চমৎকারিতা না থাকিলে কোনও আস্বাদ্য বস্তুই রস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ।—অলঙ্কার-কৌস্তুভ। ৫।৭॥" দধি একটা আস্বাদ্য বস্তু—দধির নিজের একটা স্বাদ আছে; কিন্তু এই স্বাদে আনন্দ জন্মাইলেও আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মায় না; তাই কেবল দধিকে রস বলা যায় না। দধির সঙ্গে যদি চিনি মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে তাহার স্বাদাধিক্য জন্মে; তাহার সঙ্গে যদি আবার কর্পূর, এলাচি, ঘৃত, মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে অপূর্ব্ব স্বাদ ও সৌগন্ধ্যাদিবশতঃ তাহার আস্বাদনে একরূপ আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মে; তখন তাহা রসরূপে পরিণত হইয়াছে বলা যায়। এইরূপে, অন্য অনুকূল বস্তুর সংযোগে দধি যেমন অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণরতিও অন্য অনুকূল বস্তুর সংযোগে অপূর্ব্ব-আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হইতে পারে।

আনন্দস্বরূপা-ভক্তির নিজেরই একটা স্বাদ আছে—নিজেই আনন্দ দান করিতে পারে; এবং বিভিন্ন প্রাকৃত বস্তুতে জীব যে যে আনন্দ পায়, তাহাদের সমষ্টিভূত আনন্দ অপেক্ষাও—আনন্দস্বরূপা কৃষ্ণরতির সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ—জাতিতে এবং স্বাদাধিক্যে—কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ; তথাপি এই একমাত্র কৃষ্ণরতিকে ভক্তিশাস্ত্র রস বলে না; কারণ, ইহাতে ইহার জাতি ও স্বাদ-বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ আস্বাদন-চমৎকারিতা নাই। কিন্তু ইহার সহিত যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের মিলন হয়, তাহা হইলে—কেবল কৃষ্ণরতির আস্বাদনে যে আনন্দ পাওয়া যায় এবং অন্যান্য অনেক আস্বাদ্য-বস্তুর আস্বাদনে ভক্ত যে আনন্দ পাইতে পারেন, তাহাদের সমষ্টিভূত আনন্দ অপেক্ষাও কোটী কোটীগুণ আনন্দ এবং অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় এমন এক আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মিবে, যাহার ফলে ভক্তের অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সমস্ত অনুভব-শক্তি সম্পূর্ণরূপে একমাত্র ঐ অপূর্ব্ব আনন্দে এবং অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতাতেই কেন্দ্রীভূত হইবে; তখনই কৃষ্ণরতি রসরূপে পরিণত হইয়াছে বলা হইবে। (ভূমিকায় ভক্তিরস-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত ৪৭-শ্লোকের "কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈঃ"-বাক্যে রতির সহিত বিভাব-অনুভাবাদির এইরূপ মিলনের কথাই বলা হইয়াছে এবং এইরূপ মিলনে যে অপূর্ব্ব-আস্বাদন-চমৎকারিতা জন্মে, তাহাই ৪৬-শ্লোকের "নীয়মানা তু রস্যতাম্" এবং ৪৭ শ্লোকের "প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্।"—বাক্যে বলা হইয়াছে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর ২।১।১-২ শ্লোকে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২।২৩।২৭-২৮ পয়ারেও এই তথ্যই পরিস্ফুটরূপে বলা হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক—কিরূপে কৃষ্ণরতি বিভাবাদির সহিত মিলিত হয়। হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ বলিয়া এই রতি অচিন্ত্যস্বরূপবিশিষ্ট, অচিন্ত্য-মহাশক্তিসম্পন্ন; তাই ইহা মোক্ষানন্দকে পর্য্যন্ত তিরস্কৃত করিতে পারে, পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত আনন্দিত করিতে পারে। "মহাশক্তিবিলাসাত্মা ভাবোঽচিন্ত্যস্বরূপভাক্। রত্যাখ্য ইত্যয়ং যুক্তো নহি তর্কেণ বাধিতুম্॥ ভ. র. সি. ২।৫।৫॥"

শ্রীকৃষ্ণ হইলেন রতির বিষয়—বিষয়ালম্বন বিভাব; তাঁহার ভক্তবৃন্দ—তাঁহার পরিকরগণ—হইলেন রতির আশ্রয়—আশ্রয়ালম্বন-বিভাব; আর, শ্রীকৃষ্ণাদি-আলম্বনের—ক্রিয়া, মুদ্রা, রূপ, ভূষণাদি—বংশীস্বর-ময়ূরপুচ্ছাদি হইল উদ্দীপন-বিভাব (২।১৯।১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। একই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব যেমন বিভিন্ন ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের বিভিন্ন ভক্তিবাসনা-অনুসারে বিভিন্ন কৃষ্ণরতিতে—শান্তরতি, দাস্যরতি ইত্যাদিরূপে—পরিণত হয়, তদ্রূপ একই শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন ভক্তের সম্বন্ধে তাঁহাদের রতির বিভিন্নতা-অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ালম্বন-বিভাবরূপে প্রতিভাত হয়েন। একই শ্রীকৃষ্ণ—রক্তক-পত্রকাদি দাস্যরতিমান্ ভক্তের নিকটে অনুগ্রাহক-প্রভুরূপে, সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখাদের নিকটে বিশ্রম্ভময় সখারূপে, নন্দযশোদাদির নিকটে লাল্য, অনুগ্রাহ্য পুত্ররূপে এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে প্রাণবল্লভরূপে—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রতিভাত হয়েন ; রক্তক-পত্রকাদির সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ দাস্যরতির বিষয়, সুবলাদির সম্বন্ধে সখ্যরতির বিষয়, নন্দ-যশোদার সম্বন্ধে বাৎসল্যরতির বিষয় এবং ব্রজসুন্দরীদের সম্বন্ধে তিনি মধুর-রতির বিষয় ; বিভিন্ন রতির সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়েন যিনি, তিনি কিন্তু বিভিন্ন নহেন—তিনি একই শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু কে তাঁহাকে এইরূপ বিভিন্নরূপে প্রতিভাত করায়? বিভিন্ন ভক্তের রতি। কৃষ্ণরতি তাহার অচিন্ত্য-মহাশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের (রতির) অনুকূলরূপে—বিষয়রূপে—বিষয়ালম্বন-বিভাবরূপে—প্রতিভাত করায়—শ্রীকৃষ্ণকে অনুকূল বিভাবতা দান করে। এই কৃষ্ণরতি যে কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই অনুকূল বিভাবতা দান করে, তাহা নহে ; রতির অনুকূল কৃষ্ণ-পরিকরদিগকে এবং কৃষ্ণাদির শিঙ্গা-বেণু-বেত্র-পুচ্ছাদিকেও অনুকূল বিভাবতা দান করিয়া থাকে। একটী লৌকিক দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মৃত সন্তানের বস্ত্রাদি দেখিলে মায়ের মনে সন্তানের স্মৃতি, সন্তানের সহচরদের স্মৃতি, তাহাদের কার্য্যকলাপের স্মৃতি জাগ্রত হইয়া মায়ের বাৎসল্যকে উদ্বেলিত করে ; কিন্তু উক্ত সন্তানের সহিত যাহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহারা তাহার বস্ত্রাদি দেখিলে উক্তরূপ কোনও ভাবই তাহাদের চিত্তে উদিত হইবে না ; ইহার কারণ এই যে—উক্ত সন্তানসম্বন্ধে তাহাদের চিত্তে কোনওরূপ রতি নাই ; কিন্তু মায়ের চিত্তে সন্তান-সম্বন্ধিনী বাৎসল্যরতি আছে ; এই বাৎসল্যরতিই সন্তানের বস্ত্রাদিকে উদ্দীপন-বিভাবতা দান করিয়া থাকে—অর্থাৎ বস্ত্রাদিকে এমন একটা কিছু দান করে, যাহার ফলে ঐ বস্ত্রাদি মায়ের মনে তাঁহার সন্তানের স্মৃতিকে উদ্দীপিত বা জাগ্রত করিয়া তোলে। যাহাহউক, উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—যিনি সখ্যভাবের সাধক, তাঁহার সখ্যরতি যেমন শ্রীকৃষ্ণকে সখ্যরতির বিষয় বলিয়া প্রতিভাত করায়, তেমনি আবার শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাবের পরিকর সুবল-মধুমঙ্গলাদিকেও সখ্যরতির আশ্রয়রূপে এবং বেত্র-বেণু শিঙ্গা-গুঞ্জমালা প্রভৃতিকেও সখ্যরতির উদ্দীপকরূপে প্রতিভাত করাইয়া থাকে ; অন্যান্য রতিসম্বন্ধেও এইরূপ। তাহা হইলে দেখা গেল—কৃষ্ণরতি শ্রীকৃষ্ণকে বিষয়ালম্বনরূপে, কৃষ্ণভক্তকে আশ্রয়ালম্বনরূপে এবং তাঁহাদের ক্রিয়া-মুদ্রা-বেশ-ভূষাদিকে উদ্দীপন-বিভাবরূপে প্রতিভাত করায়—অর্থাৎ সমস্তকেই যথাযথভাবে বিভাবতা দান করিয়া থাকে ; এইরূপে কৃষ্ণাদিকে অনুকূল বিভাবতা দান করিয়া তাঁহাদের সংশ্রব-প্রভাবে কৃষ্ণরতি নিজেও আবার পরিস্ফুটরূপে সম্বর্দ্ধিত হয়। "বিভাবতাদীনানীয় কৃষ্ণাদীন্ মঞ্জুলা রতিঃ। এতৈরেব তথাভূতৈঃ স্বং সম্বর্দ্ধয়তে স্ফুটম্॥ যথা স্বৈরেব সলিলৈঃ পরিপূর্য্য বলাহকান্। রত্নালয়ো ভবত্যেভি র্বৃষ্টৈস্তৈরেব বারিধিঃ॥ ভ. র. সি. ২।৫।৫২॥—সমুদ্র যেমন স্বীয় জলের দ্বারাই মেঘসকলকে পরিপূর্ণ করিয়া মেঘ হইতে বর্ষিত জলের দ্বারা স্বীয় রত্নালয়ত্ব বিধান করে, তদ্রূপ মনোহরা-রতিও কৃষ্ণাদিকে বিভাবতা প্রাপ্ত করাইয়া বিভাবতাপ্রাপ্ত কৃষ্ণাদির সহিতই আবার নিজেকে স্ফুটরূপে সম্বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।" কিন্তু কৃষ্ণরতি কিরূপে ইহা করিতে সমর্থ হয়? হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণরতি নিজে অদ্ভুত-মাধুর্য্য-সম্পৎ-শালিনী ; (কিন্তু তত্র সুদুস্তর্কমাধুর্য্যাদ্ভূতসম্পদঃ। রতে রস্যাং-ইত্যাদি। ভ. র. সি. ২।৫।৫০॥) ; আবার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদিও হ্লাদিনীরই বিলাস-বৈচিত্রী বিশেষ ; তাই, কৃষ্ণবিষয়িণী রতি অদ্ভুতমাধুর্য্য-সম্পৎ-শালিনী বলিয়া, মাধুর্য্যের আশ্রয় বলিয়া—স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণাদির মধ্যে নিজের আস্বাদনের অনুকূল মাধুর্য্যাদিকে প্রকাশিত করে, করিয়া শ্রীকৃষ্ণাদিকে বিভাবতা দান করে ; স্বীয় আস্বাদনের অনুকূল মাধুর্য্যাদির সহিত এইভাবে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণাদিকে অনুভব করিয়াও রতি আবার স্বীয় পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। "মাধুর্য্যাদ্যাশ্রয়ত্বেন কৃষ্ণাদীংস্তনুতে রতিঃ। তথানুভূয়মানাস্তে বিস্তীর্ণাং কুর্ব্বতে রতিম্॥ ভ. র. সি. ২।৫।৫৫॥"

যাহাহউক, কিরূপে রতির সহিত বিভাবের মিলন হয়, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে তাহা বুঝা গেল। রতি—কৃষ্ণাদিকে বিভাবতা দান করিয়া প্রকাশিত করে, প্রকাশিত করিয়া অনুভব করে ; বিভাবতা-দান, প্রকাশ এবং অনুভবের দ্বারাই তাহাদের মিলন সূচিত হইতেছে।

অনুভাব ও স্বাত্ত্বিক-ভাবাদির সহিত কিরূপে রতির মিলন হয়, তাহাই এক্ষণে দেখা যাউক। শ্রীমদ্ভাগবতের "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্ যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। ৪।৩।২৩॥" ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়—বিশুদ্ধ-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সত্ত্বেই ভগবান্ প্রকাশিত হয়েন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কৃষ্ণরতি শ্রীকৃষ্ণাদিকে প্রকাশিত করে। কোথায় প্রকাশিত করে? ভক্তের চিত্তে যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তেই যখন কৃষ্ণরতি নিজেও অবস্থিত, তখন সহজেই বুঝা যায়—ভক্তের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তেই কৃষ্ণরতি কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হয়েন। এখন, বিভাবতা-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণাদি চিত্তে প্রকাশিত হইলে, প্রকাশিত হইয়া রতিকর্ত্তৃক অনুভূত হইলে, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী-ভাবের দ্বারা চিত্ত স্বভাবতঃই আক্রান্ত হইবে এবং তাহা হইলে চিত্তের সত্ত্বত্ব জন্মিবে (ভ. র. সি. ২।৩।১); তখন এই সত্ত্বে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তে) রতিকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণাদির অনুভব-জনিত বিবিধ ভাবের উদয়ও স্বাভাবিক হইবে। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত চিত্তেই এই সমস্ত ভাবের উদয় হয় বলিয়া এই সমস্ত ভাবও শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত এবং শুদ্ধসত্ত্বও ভক্তহৃদয়ে রতিরূপে পরিণত হয় বলিয়া এই সমস্ত ভাবও রতির সহিতই তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত। কৃষ্ণরতির প্রভাবে এবং কৃষ্ণরতির আনুগত্যেই তাহাদের উদ্ভব; সুতরাং ইহারা কৃষ্ণরতির কার্য্য হইলেও আবার কৃষ্ণরতির পরিপোষক। যাহাহউক, রতির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত এসমস্ত ভাবের উদয়ে চিত্তের বিক্ষোভ জন্মে। এই বিক্ষোভ অনেক সময়ে ভক্তের বাহ্যদেহেও অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; এমন কতকগুলি ভাব আছে, যাহাদের দ্বারা চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইলে বাহিরে যে বিকার প্রকাশ পায়, ভক্ত ইচ্ছা বা চেষ্টা করিলেও তাহাকে বাধা দিতে পারেন না; যেমন স্তম্ভাদি; এসকল ভাবকে সাত্ত্বিক ভাব বলে। আবার এমন কতকগুলি ভাব আছে, যাহাদের দ্বারা চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইলে বাহিরে যে বিকার প্রকাশিত হইতে পারে, ভক্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে তাহাকে বাধা দিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে বাহিরে প্রকাশ করিতেও পারেন; যেমন নৃত্যাদি; এসকল ভাবকে অনুভাব বলে (২।২২।৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে দেখা গেল—শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-চিত্তে, রতিকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণাদি প্রকাশিত হইলে এবং প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণাদি রতিকর্ত্তৃক অনুভূত হইলে সেই চিত্তে অনুভাব ও সাত্ত্বিক ভাব স্বভাবতঃই উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণাদির অনুভবের ফলে সমুদ্ভূত এবং কৃষ্ণরতির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত এই সকল অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাব আবার রতিকে তরঙ্গায়িত করিয়া কৃষ্ণাদির মাধুর্য্যাস্বাদনের বৈচিত্রী বিধান করিয়া থাকে।

যাহা হউক, অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাব কিরূপে রতি ও বিভাবের সহিত মিলিত হয়, উক্ত আলোচনা হইতে তাহা বোধ হয় জানা গেল।

এক্ষণে ব্যভিচারী ভাবের কথা। কৃষ্ণাদির অনুভবজনিত হর্ষ-নির্ব্বেদাদি যে সকল ভাব—বাক্যাদি দ্বারা ভ্রূনেত্রাদি অঙ্গসমূহ দ্বারা, অথবা সত্ত্ব (শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধিচিত্ত) হইতে জাত ভাবসমূহের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া স্থায়ীভাবের অভিমুখেই বিশেষরূপে গমন করে—স্থায়ীভাবেরই বিশেষরূপে উৎকর্ষ সাধন করে, স্থায়ীভাবের উৎকর্ষ সাধন করিয়া স্থায়ীভাবকে বিশেষরূপে তরঙ্গায়িত করিয়া, তাহাতেই উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত হইয়া স্থায়ীভাবের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়—স্থায়ীভাবের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়—সেই সকল ভাবকেই ব্যভিচারীভাব বা সঞ্চারীভাব বলে (ভ. র. সি. ২।৪।১-৩ ॥; ২।২৩।৩২ পয়ারের এবং ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সঞ্চারীভাবগুলি রসরূপ সমুদ্রের তরঙ্গতুল্য—তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং সমুদ্রকেই উচ্ছলিত করিয়া সমুদ্রের বিচিত্রতা বিধান করে, এবং অবশেষে সমুদ্রেই লীন হয়, হর্ষাদি-সঞ্চারিভাবগুলিও কৃষ্ণরতি হইতে উদ্ভূত হয়, কৃষ্ণরতিকেই উচ্ছলিত করিয়া তাহার অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতা বিধান করে, এবং পরে কৃষ্ণরতিতেই লীন হয়। অনুভাবের ন্যায় ব্যভিচারীভাবও রতি হইতেই উদ্ভূত এবং রতির সহিত—সুতরাং হ্লাদিনীশক্তির সহিতই—তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত। "অনুভাবা ব্যভিচারিণশ্চ তদুত্থা ইতি রত্যাদেস্তু তত্তাদাত্ম্যপ্রাপ্তিঃ। ভ. র. সি. ২।৫।৭৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব।"

এইরূপে, স্থায়িভাবের (কৃষ্ণরতির) সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্তিদ্বারাই তাহার সহিত ব্যভিচারী ভাবের মিলন সূচিত হইতেছে।

এই-রস-আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে। কৃষ্ণভক্তগণ করে রস-আস্বাদনে ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্থায়ীভাবের (কৃষ্ণরতির) সহিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারী ভাব কিরূপে মিলিত হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল। বিভাবসমূহ রতির আস্বাদ-বিশেষের অতিশয় যোগ্যতা (রতির পরমাস্বাদ্যতা) বিধান করে (রতেস্ত তত্তদাস্বাদ-বিশেষায়াতিযোগ্যতাম্। বিভাবয়ন্তি বুর্ব্বন্তীত্যুক্তা ধীরৈর্ব্বিভাবকাঃ ॥ ভ. র. সি. ২।৫।৪৬ ॥)। অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাব সমূহ—উক্তরূপে বিভাবিতা (পরমাস্বাদন-যোগ্যতাপ্রাপ্তা) রতিকে মনের মধ্যে অনুভব করায়—স্বাদাধিক্য বিস্তার করে (তাঞ্চানুভাবয়ন্ত্যন্তস্তন্বন্ত্যা স্বাদনির্ভরাম্। ইত্যুক্তা অনুভাবাস্তে কটাক্ষাদ্যাঃ সসাত্ত্বিকাঃ ॥ ভ. র. সি. ২।৫।৪৭ ॥)। আর নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবসমূহ—উক্তরূপে বিভাবিতা ও অনুভাবিতা রতিকে সঞ্চারিত করিয়া তাহার বৈচিত্রী সম্পাদন করিয়া থাকে (সঞ্চারয়ন্তি বৈচিত্রীং নয়ন্তে তাং তথাবিধাম্। যে নির্ব্বেদাদয়ো ভাবাস্তে তু সঞ্চারিণো মতাঃ ॥ ভ. র. সি. ২।৫।৪৮ ॥)। এ সকল বিভাবাদি হ্লাদিনীরই বৈচিত্রীবিশেষ বলিয়া, অথবা হ্লাদিনীর সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত বলিয়া—প্রত্যেকেই পরমাস্বাদ্য ; কিন্তু তাহারা সকলে মিলিত হইয়া যখন রসরূপে পরিণত হয়, তখন এক অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া থাকে।

বিভাবাদির সহিত মিলনে স্থায়ীভাব বা কৃষ্ণরতি কিরূপে রসে পরিণত হয়, তাহা উক্ত আলোচনা হইতে এক রকম জানা গেল। কিন্তু ভক্ত কিরূপে এই রসের আস্বাদন পায়েন ? ৪৭-শ্লোকোক্ত "কৃষ্ণাদিভি র্বিভাবাদ্যৈঃ অনুভবাধ্বনি গতৈঃ"-বাক্য হইতে বুঝা যায়—স্থায়ীভবের সহিত মিলিত বিভাবাদি যখন ভক্তের অনুভব-পথ-গত হইবে, ভক্ত যখন তাহা অনুভব করিবেন, তখন তিনি রসের আস্বাদন-চমৎকারিতা জানিতে পারিবেন। কিন্তু এই অনুভবটীর স্বরূপ কি ? যদি আমি রাস্তায় দেখি যে, একজন নিষ্ঠুর বলবান্ লোক একটী নিঃসহায় বালককে প্রহার করিতেছে, তাহা হইলে ভাবনাদ্বারা আমি নিজেকে বালকের অবস্থাপন্ন মনে করিয়া বালকের কষ্টটী কিঞ্চিৎ হয়তো অনুভব করিতে পারি। ভক্তিরসের অনুভবও কি এইরূপ ভাবনাদ্বারাই লাভ করা যায় ? ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—তাহা নয়। "ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারকারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বাদতে স রসো মতঃ ॥ ২।৫।৭৯ ॥—ভাবনার পথকে অতিক্রম করিয়া এবং চমৎকারাতিশয়ের আধার-স্বরূপ হইয়া যাহা সত্ত্বোজ্জ্বল-চিত্তে আস্বাদিত হয়, তাহাই রস।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন--"সমাধি ও ধ্যানের মধ্যে যে পার্থক্য, রস ও ভাবনার মধ্যেও সেই পার্থক্য।" ধ্যানে বা ভাবনায় অন্তঃকরণের বৃত্তি ধ্যেয় বস্তুতে সম্যক্‌রূপে কেন্দ্রীভূত হয়না ; সমাধিতে তাহা হয়। তাই অন্য সমস্ত ব্যাপার-বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। রসসম্বন্ধেও সেই কথা। কোনও বস্তুর আস্বাদনে যদি এমন একটী সুখ জন্মে, যাহার আস্বাদন-চমৎকারিতাতেই সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ কেন্দ্রীভূত হইয়া যায় এবং অন্য সমস্ত ব্যাপারেই ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়, তাহা হইলেই স্বকারণীভূত বিভাবাদির সহিত সম্মিলিত ঐ আনন্দ-চমৎকারিতাময় সুখকে রস বলে। "বহিরন্তকরণয়ো র্ব্যাপারান্তররোধকম্। স্বকারণাদিসংশ্লেষি-চমৎকারি সুখং রসঃ ॥ অলঙ্কারকৌস্তভ ॥ ৫।৫ ॥"

তাহা হইলে, ৪৭-শ্লোকে যে অনুভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ভাবনা-জাত অনুভব নহে—ইহা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক অনুভব। শরীরে বরফের স্পর্শ হইলে যেমন শীতলত্বের অনুভব হয়, ইহাও তদ্রূপ। ভক্তের চিত্তে স্থায়ীভাব যখন রসরূপে পরিণত হয়, চিত্ত তখন ইহার অস্তিত্বটী জ্ঞাপন করে। শুদ্ধসত্ত্বের বা রতির অথবা রসরূপে পরিণত রতির স্বপ্রকাশত্ব গুণ হইতেই রসের এইরূপ অস্তিত্ব জ্ঞাপিত হইয়া থাকে। এই অস্তিত্ব-জ্ঞাপনকেই এস্থলে অনুভব বলা হইয়াছে। এই অনুভব জন্মিলেই ভক্ত ভক্তিরসের আস্বাদন পাইয়া থাকেন।

৫১। একমাত্র কৃষ্ণ-ভক্তগণই ভক্তিরস আস্বাদন করিতে পারেন, যাঁহারা অভক্ত, তাঁহাদের পক্ষে ইহার আস্বাদন অসম্ভব।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।৫।৭৮)—
সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥ ৪৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অস্য ভক্তিরসস্য আস্বাদস্তু ভাব্যঅবকভক্তৈরেবাস্বাদ্যঃ স্যান্নতু পূর্ব্বোক্তপ্রাক্তৈরপীত্যাহ সর্ব্বথৈবেতি ॥ শ্রীজীব ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এখন দেখিতে হইবে কৃষ্ণভক্ত কাহাকে বলে। যাঁহাদের অন্তঃকরণ শ্রীকৃষ্ণভাবে ভাবিত, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত বলে। "তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণ-ভক্তা ইতীরিতাঃ। ভ. র. সি. ২।১।১৪২ ॥" কৃষ্ণভক্ত দুই রকম—সাধক ও সিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যাঁহারা জাতরতি, কিন্তু সম্যক্‌রূপে যাঁহাদের বিঘ্ন-নিবৃত্তি হয় নাই এবং যাঁহারা কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার-বিষয়ে যোগ্য, তাঁহারাই সাধক-ভক্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। বিল্বমঙ্গল-তুল্য সাধক-সকলই সাধক-ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। "উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ভ. র. সি. ২।১।১৪৪ ॥" আর যাঁহাদের অবিদ্যা-অস্মিতাদি সমস্ত ক্লেশ ও অনর্থ দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহারা সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কর্ম্মই করেন, এবং যাঁহারা সর্ব্বদাই প্রেম-সৌখ্যাদির আস্বাদন-পরায়ণ, তাঁহারাই সিদ্ধভক্ত। "অবিজ্ঞাতাখিল-ক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিত ক্রিয়াঃ। সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্তত-প্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ ॥ ভ. র. সি. ২।১।১৪৮ ॥" সিদ্ধভক্ত আবার সাধনসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ, এবং নিত্যসিদ্ধ ভেদে তিন রকম।

উপরি উক্ত উক্তি-সমূহ হইতে বুঝা যায়, একমাত্র সিদ্ধভক্তদের পক্ষেই সর্ব্বদা কৃষ্ণভক্তিরস-আস্বাদন সম্ভব। আর জাতরতি সাধকভক্তের মধ্যে যাঁহাদের আত্যন্তিকী অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষেও ভক্তিরস-আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—যাঁহারা ভক্তি-বিষয়ে আদর পরিত্যাগ করিয়া (ফল্গু) বৈরাগ্যমাত্র ধারণ করিয়াছেন, কিম্বা শুষ্কজ্ঞানের অভ্যাসে তৎপর; কিম্বা যাঁহারা, তার্কিক, কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ ও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানকারী—তাঁহারা ভক্তিরস আস্বাদনে বহির্ম্মুখ। "ফল্গুবৈরাগ্যনির্দগ্ধাঃ শুষ্কজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ। মীমাংসকাবিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদ-বহির্ম্মুখাঃ ॥ ২।৫।৭৬॥"

৪৪-৪৭ শ্লোকের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, যাঁহাদের চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় নাই, তাঁহারা ভক্তিরসের আস্বাদনে অযোগ্য; ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারও চিত্তই শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলতা লাভ করিতে পারে না; এবং অন্য কাহারও চিত্তেই রতির সহিত—বিভাবাদির মিলন হইতে পারে না; তাই ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ ভক্তিরসের আস্বাদনে যোগ্য নহেন।

ভক্তির সাহচর্য্য লইয়া যে সকল যোগমার্গের বা জ্ঞানমার্গের সাধক সাধন করিয়া থাকেন, অবিদ্যা এবং বিদ্যার (রজস্তমোহীন-সত্ত্বের)—তিরোধানের পরে তাঁহাদের চিত্তেও শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের ভক্তি-বাসনা নাই বলিয়া সেই শুদ্ধসত্ত্ব রতিরূপে পরিণত হইতে পারে না; সুতরাং বিভাবাদির স্ফূর্ত্তিও সেই চিত্তে অসম্ভব। এইরূপে স্থায়ীভাব ও বিভাবাদির অভাবে—শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-সত্ত্বেও—যোগী বা জ্ঞানীর চিত্তে ভক্তিরস সিদ্ধ হইতে পারে না; তাই তাঁহাদের পক্ষেও ভক্তিরস-আস্বাদন অসম্ভব।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণ রূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪৮। অন্বয়। অয়ং (এই) ভগবদ্রসঃ (ভগবদ্‌ভক্তিরস) অভক্তৈঃ (অভক্তগণ কর্ত্তৃক) সর্ব্বথা এব (সর্ব্বপ্রকারেই) দুরূহঃ (অপ্রাপ্য)। তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈঃ (যাঁহারা শ্রীভগবানের চরণকমলকেই সর্ব্বস্ব করিয়াছেন, সে সকল ভক্তগণ কর্ত্তৃক) এব (ই) ভক্তিঃ (ভক্তিরস) অনুরস্যতে (নিরন্তর আস্বাদিত হয়)।

অনুবাদ। **এই ভক্তি-রস অভক্তগণের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারেই দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহারাই ইহা নিরন্তর আস্বাদন করিয়া থাকেন। ৪৮**

সংক্ষেপে কহিল এই 'প্রয়োজন' বিবরণ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই—কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৫২
পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তিসঞ্চারে ॥ ৫৩
তুমিহ করিহ ভক্তিরসের বিচার।
মথুরার লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥ ৫৪
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তি-স্মৃতি-শাস্ত্র করিহ প্রচার ॥ ৫৫
'যুক্তবৈরাগ্য' স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্ক-বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫২। **প্রয়োজন-বিবরণ**—প্রয়োজন-তত্ত্বের বা প্রেমের বিবরণ। **পঞ্চম-পুরুষার্থ**—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থই কৃষ্ণপ্রেম। ভূমিকায় "প্রয়োজন-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫৩। **পূর্ব্বে** ইত্যাদি—এই পয়ারে উল্লিখিত বিষয়—মধ্যের ১৯শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপগোস্বামীর সাক্ষাৎ হয়; সেই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্ব ও রস-তত্ত্বাদি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দেন; পরিশেষে আলিঙ্গনদ্বারা তাঁহাতে শক্তিসঞ্চার করিয়া রসতত্ত্ব-মূলক শাস্ত্রাদি-প্রণয়নের শক্তি ও আদেশ দেন।

৫৪। "ভক্তিরসের বিচার" স্থলে "ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার" এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **মথুরার লুপ্ত তীর্থের**—ব্রজমণ্ডলের যে সমস্ত তীর্থস্থল কালবশে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে (লোকের অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে), সে সমস্ত তীর্থের **উদ্ধার** করিবে (সে সমস্ত তীর্থকে আবার সাধারণ্যে প্রকাশিত করিবে)।

৫৫। **কৃষ্ণ-সেবা**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি-সেবার প্রতিষ্ঠা।

ভক্তি-স্মৃতি-শাস্ত্র—ভক্তি-সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র; শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস।

প্রভু সনাতনগোস্বামীকে বলিলেন—বৃন্দাবনে শ্রীমূর্ত্তিসেবা প্রচার করিবে, বৈষ্ণবের আচার কি তাহা প্রচার করিবে এবং বৈষ্ণবদিগের জন্য স্মৃতিশাস্ত্র প্রচার করিবে।

৫৬। **যুক্তবৈরাগ্য**—ভক্তির উপযোগী বৈরাগ্য। বৈরাগ্য-শব্দের অর্থ আসক্তি-শূন্যতা; আর যুক্তশব্দের অর্থ এখানে—"ভক্তির উপযুক্ত; ভক্তি-বিকাশের পক্ষে অনুকূল।" যাঁহার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা আছে, কিন্তু বাহিরে যিনি বিষয়-কর্ম্মাদি করিতেছেন, অথচ ঐ বিষয়-কর্ম্মেতে যাঁহার কোনওরূপ আসক্তি নাই, কেবল কৃষ্ণসেবার আনুকূল্যার্থই বিষয়-কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাও যতটুকু বিষয়-কর্ম্ম না করিলে ভক্তির অনুষ্ঠান রক্ষিত হয় না, ততটুকু বিষয়-কর্ম্মই যিনি করিতেছেন—তাঁহার বৈরাগ্যকে যুক্তবৈরাগ্য বলে। ২।২২।৬২ পয়ারের টীকার "যাবৎ-নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ" এবং ২।২২।৭২ পয়ারের টীকায় "কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা" বাক্যের অর্থ দ্রষ্টব্য। **যুক্তবৈরাগ্য স্থিতি**—যুক্তবৈরাগ্যের স্থিতি (স্থায়িত্ব) বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইল। ইহাদ্বারা ধ্বনিত হইতেছে যে, ফল্গু বৈরাগ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আশঙ্কা আছে।

অথবা স্থিতি অর্থ অবস্থিতি; ভক্তি-মার্গের সাধকের পক্ষে যে যুক্তবৈরাগ্যে অবস্থান করাই সঙ্গত, তাহা শিক্ষা দেওয়া হইল।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে যুক্তবৈরাগ্যের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

শুষ্কবৈরাগ্য—ফল্গুবৈরাগ্য। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন:—"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥ ১।২।১২৬॥—মুমুক্ষু-ব্যক্তিগণ, মায়িকবস্তু-বোধে হরিসম্বন্ধি বস্তুর যে পরিত্যাগাদি করেন, সেই ত্যাগকে ফল্গু বৈরাগ্য বলে।" হরিসম্বন্ধি-বস্তু-শব্দে মহাপ্রসাদাদি বুঝায়; "হরিসম্বন্ধি-বস্তুর

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১২৫)—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ ৪৯

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১২।১৩-২০)—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ৫০
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৫১
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ৫২
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৫৩
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৫৪
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৫
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ৫৬
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ৫৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তৎ প্রাগুক্তং ভক্তিপ্রবেশযোগ্যমেব বৈরাগ্যং ব্যনক্তি। অনাসক্তস্যেতি। অনাসক্তস্য সতঃ যথার্হং স্বভক্ত্যুপযুক্তমাত্রং যথা স্যাৎ যথা যত্র বিষয়ানুপযুঞ্জতো ভুঞ্জানস্য পুরুষস্য যদ্বৈরাগ্যং তদ্যুক্তমুচ্যতে। কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। শ্রীজীব ॥ ৪৯

এতাদৃশ্যাঃ শান্ত্যাঃ ভক্তঃ কীদৃশো ভবতি ইত্যপেক্ষায়াং বহুবিধভক্তানাং স্বভাবভেদানাহ অদ্বেষ্টা ইত্যষ্টভিঃ। অদ্বেষ্টা দ্বিষৎস্বপি দ্বেষং ন করোতি প্রত্যুত মৈত্রঃ মিত্রতয়া বর্ত্ততে। করুণঃ এষামসদ্গতির্মা ভবতু ইতি বুদ্ধ্যা তেষপি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তৎপ্রসাদাদিঃ।” মহাপ্রসাদাদির ত্যাগ দুই রকমের :—মহাপ্রসাদাদি কামনা না করা, আর মহাপ্রসাদাদি পাওয়া গেলেও গ্রহণ না করা ; শেষোক্তরূপ ত্যাগে অপরাধ হইয়া থাকে। এইরূপ বৈরাগ্যে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া (চিত্ত-শুষ্কতার হেতু বলিয়া), ইহাকে শুষ্ক-বৈরাগ্য বলা হইয়াছে। **জ্ঞান**—ভক্তির অনুপযোগী জ্ঞান ; নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞান।

এইরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অনুপযোগী বলিয়া নিষিদ্ধ হইল। ২।২২।৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

নিম্নোদ্ধৃত “অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যা”দি শ্লোকসমূহের শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে—“যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং ইত্যাদি—ঐরূপ আচরণ-মূলক ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করা যায়।” তাহাতে মনে হয়, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-সমূহে যুক্ত-বৈরাগ্য-স্থিত ভক্তদের আচরণের কথাই বলা হইয়াছে।

শ্লো। ৪৯। অন্বয়। যথার্হং (যথাযোগ্যভাবে—স্বীয় ভক্তির উপযোগীভাবে) বিষয়ান্ উপযুঞ্জতঃ (বিষয়ভোগকারী) অনাসক্তস্য (অনাসক্ত—বিষয়ে আসক্তিহীন) [ভক্তস্য] (ভক্তের) [যৎ] (যে) বৈরাগ্যং (বৈরাগ্য) [তৎ] (তাহা) যুক্তং (যুক্ত – যুক্তবৈরাগ্য) উচ্যতে (কথিত হয়), [ততঃ] (সেইরূপ বৈরাগ্য হইতেই) কৃষ্ণ সম্বন্ধে (শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে) নির্বন্ধঃ (আগ্রহ জন্মে)।

অনুবাদ। (বিষয়ে) আসক্তিহীন হইয়া যথাযোগ্যভাবে (স্বীয় ভক্তির উপযোগী যাহাতে হয়, সেইভাবে) যিনি বিষয় উপভোগ করেন, তাঁহার বৈরাগ্যকে যুক্তবৈরাগ্য বলে ; (এই যুক্তবৈরাগ্য হইতেই) শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আগ্রহ জন্মে। ৪৯

পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ব পয়ারে উল্লিখিত যুক্তবৈরাগ্যের লক্ষণ এই শ্লোকে দেখান হইল। সকল গ্রন্থে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হয় নাই।

শ্লো। ৫০-৫৭। অন্বয়। এই কয়টী শ্লোকের অন্বয় সহজ।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কৃপালুঃ। ননু কীদৃশেন বিবেকেন দ্বিষৎস্বপি মৈত্রীকারুণ্যে স্যাতাং তত্র বিবেকবিনৈবেত্যাহ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কার ইতি পুত্রকলত্রাদিষু মমত্বাভাবাৎ দেহে চাহঙ্কারাভাবাৎ তস্য মদ্‌ভক্তস্য ক্বাপি দ্বেষ এব ন ফলতি কুতঃ পুনর্দ্বেষজনিতদুঃখ-শাস্ত্যর্থং তেন বিবেকঃ স্বীকর্ত্তব্যঃ ইতি ভাবঃ। ননু তদপি অন্যকৃতপাদুকামুষ্টিপ্রহারাদিভির্দেহব্যথাধীনং দুঃখং কিঞ্চিদ্ ভবত্যেব তত্রাহ সমদুঃখসুখঃ যদুক্তং ভগবতা চন্দ্রার্দ্ধশেখরেণ "নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চ ন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।" ইতি। সুখদুঃখয়োঃ সাম্যং সমদর্শিত্বং তচ্চ মম প্রারব্ধফলং ইদমবশ্যভোগ্যমিতি ভাবনাময়ং সাম্যেঽপি সহিষ্ণুনৈব দুঃখং সহতে ইতি আহ। ক্ষমী ক্ষমাবান্ ক্ষমু সহনে ধাতুঃ। ননু এতাদৃশস্য ভক্তস্য জীবিকা কথং সিধ্যেৎ। তত্রাহ সন্তুষ্টঃ যদৃচ্ছোপস্থিতে কিঞ্চিৎ যত্নোপস্থিতে বা ভক্ষ্যবস্তুনি সন্তুষ্টঃ। ননু সমদুঃখসুখ ইত্যুক্তং তৎ কথং স্বভক্ষ্যমালক্ষ্য সন্তুষ্টঃ ইতি তত্রাহ সততং যোগী ভক্তিযোগযুক্তঃ ভক্তিসিদ্ধ্যর্থমিতিভাবঃ। যদুক্তম্। আহারার্থং যতেতৈব যুক্তং তৎপ্রাণধারণম্। তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় পরং ব্রজেৎ। ইতি। কিঞ্চ দৈবাদপ্রাপ্তভক্ষ্যোঽপি যতাত্মা সংযতচিত্তঃ ক্ষোভরহিত ইত্যর্থঃ। দৈবাৎ চিত্তক্ষোভে সত্যপি তদুপশমার্থমষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যাসাদিকং নৈব করোতীত্যাহ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ অনন্যভক্তিরেব মে কর্ত্তব্যেতি নিশ্চয়ঃ তস্য ন শিথিলীভবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বত্রহেতুঃ ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ মৎস্মরণমননপরায়ণ ইত্যর্থঃ। ঈদৃশো ভক্তস্তু মে প্রিয়ঃ মামতিপ্রীণয়তীত্যর্থঃ॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৫০-৫১॥

কিঞ্চ যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈ গুণৈ স্তত্র সমাসতে সুরাঃ ইত্যাদ্যুক্তে র্মৎপ্রীতিজনকা অন্যেঽপি গুণাঃ মদ্ভক্ত্যা মুহুরভ্যস্তয়া স্বত এবোৎপদ্যন্তে তানপি ত্বং শৃণ্বিত্যাহ যস্মাদিতি পঞ্চভিঃ হর্ষাদিভিঃ প্রাকৃতৈঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্ত ইত্যাদিনোক্তানপি কাংশ্চিৎ গুণান্ দুর্ল্লভত্বজ্ঞাপনার্থং পুনরাহ যো ন হৃষ্যতীতি॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৫২॥

অনপেক্ষো ব্যবহারিককার্য্যাপেক্ষারহিতঃ। উদাসীনঃ ব্যবহারিকলোকেষনাসক্তঃ সর্ব্বান্ ব্যবহারিকষ ন্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থাংস্তথা পারমার্থিকানপি কাংশ্চিৎ শাস্ত্রাধ্যাপনাদীন্ আরম্ভান্ উদ্যমান্ পরিহর্ত্তুং শীলং যস্য সঃ॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৫৩-৫৫॥

অনিকেতঃ প্রাকৃতস্বাস্পদাসক্তিশূন্যঃ॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৫৬॥

উক্তান্ বহুবিধস্বভক্তনিষ্ঠান্ ধর্ম্মানুপসংহরণ-কার্ৎস্ন্যেনৈতল্লিপ্সূনাং তচ্ছ্রবণ-পঠন-বিচারণাদিফলমাহ যে ত্বিতি। এতে ভক্ত্যুত্থশাস্ত্যথধর্ম্মা ন প্রাকৃতা গুণাঃ। ভক্ত্যা তুষ্যতি কৃষ্ণো ন গুণৈরিত্যুক্তি-কোটিতঃ। তু ভিন্নোপক্রমে উক্তলক্ষণা ভক্তা একৈক-স্বস্বভাবনিষ্ঠাঃ এতে তু তত্তৎ সর্ব্ব সল্লক্ষণেপ্সবঃ সাধকা অপি তেভ্যঃ সিদ্ধিভ্যোঽপি শ্রেষ্ঠা অতএব অতীবেতি পদম্॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৫৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেনঃ—যিনি কাহাকেও দ্বেষ করেন না (অপর কেহ তাঁহাকে দ্বেষ করিলেও,—'আমার প্রারব্ধানুসারে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই ইনি আমাকে দ্বেষ করিতেছেন'—এইরূপ বুদ্ধিতে যিনি জীবমাত্রের প্রতিই দ্বেষ-শূন্য); (সমস্ত জীবেই পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত আছেন, এইরূপ বুদ্ধিতে) যিনি জীবমাত্রের প্রতিই স্নিগ্ধ; (কোনও কারণে কোনও জীবের খেদ উপস্থিত হইলে—'ইহার যেন আর খেদ না হয় ও অসদ্‌গতি না হয়—এইরূপ বুদ্ধিতে) যিনি করুণ; যিনি দেহাদিতে মমতাশূন্য (এই দেহ আমার ইত্যাদি জ্ঞানশূন্য); যিনি নিরহঙ্কার অর্থাৎ যিনি দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিশূন্য (এই দেহই আমি, এইরূপ জ্ঞান যাঁহার নাই); সুখের সময়ে হর্ষে এবং দুঃখের সময়ে উদ্বেগে যিনি ব্যাকুল নহেন; যিনি সর্ব্ববিষয়ে সহনশীল; "যিনি লাভেও প্রসন্নচিত্ত, ক্ষতিতেও প্রসন্নচিত্ত; যিনি যোগী অর্থাৎ ভক্তিযোগযুক্ত; যিনি জিতেন্দ্রিয়; "আমি শ্রীভগবদ্দাস"-এইরূপ দৃঢ়-নিশ্চয় হইতে যিনি কুতর্কাদিদ্বারা বিচলিত হয়েন না; এবং যিনি মন এবং বুদ্ধি আমাতেই (শ্রীকৃষ্ণে) অর্পণ করিয়াছেন, সেই ভক্তই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোকে উদ্বেগ পায় না, (অর্থাৎ লোকের উদ্বেগজনক কার্য্য যিনি করেন না), যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হয়েন না। (অপর কেহও যাঁহার উদ্বেগজনক কার্য্য করেন না) এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়। যিনি অনপেক্ষ (কোনও কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না), শুচি (যাঁহার ভিতর বাহির পবিত্র), দক্ষ (স্ব-শাস্ত্রের অর্থবিচারে সমর্থ, অথবা কর্ম্মপটু), উদাসীন (যাঁহার স্বপক্ষ, পরপক্ষ নাই), গতব্যথ (অন্যে অপকার করিলেও যিনি মনে কষ্ট পায়েন না), যিনি সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী (ভক্তিবিরোধী-উদ্যমাদি শূন্য)—সেই ভক্ত আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়। যিনি প্রিয়বস্তু পাইয়াও হৃষ্ট হয়েন না, অপ্রিয় বস্তু পাইলেও যিনি তাহাতে দ্বেষ করেন না, প্রিয়বস্তুটী নষ্ট হইয়া গেলেও যিনি তজ্জন্য শোক করেন না, প্রিয়বস্তুটী পাওয়ার জন্যও যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন—সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়। যিনি শত্রুতে এবং মিত্রে, মানে এবং অপমানে, শীতে এবং উষ্ণে, সুখে এবং দুঃখে—সমভাবাপন্ন, যিনি আসক্তিবর্জ্জিত, নিন্দায় ও স্তুতিতে যাঁহার সমান জ্ঞান, যিনি মৌনী (যিনি বাক্য সংযত করিয়াছেন), যিনি যাহাতে-তাহাতেই সন্তুষ্ট, যিনি অনিকেত (নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান যাঁহার নাই) এবং যিনি স্থিরবুদ্ধি—সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার (শ্রীকৃষ্ণ) প্রিয়। এইরূপে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) যাহা বলিলাম, যে ব্যক্তি এই ধর্ম্মামৃতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উপাসনা করেন, সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার অতীব প্রিয়। ৫০—৫৭ ॥

অদ্বেষ্টা—যে লোক তাঁহার নিজের প্রতি দ্বেষ করে, তাহার প্রতিও যিনি দ্বেষ-ভাব পোষণ করেন না, প্রত্যুত তাহার প্রতি মিত্রতা এবং করুণাই পোষণ করেন, সেই ভক্তকে অদ্বেষ্টা বলে। **করুণঃ**—"ইহার যেন কোনওরূপ অমঙ্গল না হয়", বিদ্বেষীর সম্বন্ধেও যিনি এরূপ বুদ্ধি পোষণ করেন, তাহাকে বলে করুণ ও কৃপালু। **নির্ম্মমঃ**—স্ত্রী-পুত্র-গৃহবিত্তাদিতে যাহার মমত্ব নাই, তিনি নির্ম্মম। **নিরহঙ্কারঃ**—"এই দেহই আমি"-এইরূপ বুদ্ধিকে অহঙ্কার বলে; দেহাত্মবুদ্ধি; যিনি দেহেতে আত্মবুদ্ধিহীন, তিনিই নিরহঙ্কার। অপরকৃত হিংসা-বিদ্বেষাদির লক্ষ্যই হইল দেহবিশিষ্ট জীব; যাঁহার দেহেতে আত্মবুদ্ধি নাই, কাহারও হিংসা বা বিদ্বেষ তাঁহার মনে কোনওরূপ ক্ষোভই জন্মাইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে—অপর কেহ যদি তাঁহাকে প্রহারাদি করে, তাহা হইলে কিছু শারীরিক দুঃখ তো হইবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে **সমদুঃখসুখঃ**—সুখ ও দুঃখকে তিনি সমান মনে করেন। সুখ ও দুঃখকে কিরূপে সমান মনে করা সম্ভব? "এসমস্ত আমার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল—সুতরাং অবশ্যই আমাকে ভোগ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি আমাকে প্রহারাদি করিতেছে. সে আমার কর্ম্মফলের বাহকমাত্র"—এইরূপ বিবেচনা করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত দুঃখ সহ্য করিয়া থাকেন। দুঃখ সহ্য করিয়া দুঃখদানকারীকে ক্ষমা করেন **ক্ষমী**—ক্ষমাবান্। ক্ষম্ ধাতু সহনে। "দুঃখদাতা আমার কর্ম্মফলের বাহকমাত্র, সুতরাং আমার ক্রোধের পাত্র হইবে কেন?—ইহা ভাবিয়াই তাহার প্রদত্ত দুঃখ সহ্য করা হয়। প্রশ্ন হইতে পারে—এতাদৃশ ভক্তের জীবিকা কিরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে? তদুত্তরে বলা হইতেছে **সন্তুষ্টঃ**—নিজের চেষ্টা ব্যতীত কিম্বা নিজের কিছু চেষ্টাতে যাহা কিছু ভক্ষ্যবস্তু আদি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। আবার প্রশ্ন হইতে পারে—সুখ-দুঃখে যাঁহার সমান জ্ঞান, ভক্ষ্যবস্তুই বা তিনি গ্রহণ করিবেন কেন? তদুত্তরে বলা হইয়াছে **সততং যোগী**—সর্ব্বদা তিনি ভক্তি-যোগযুক্ত। ভজনের জন্য দেহরক্ষা প্রয়োজন; ভজনোপযোগী নরদেহ বিশেষ ভাগ্যে পাওয়া গিয়াছে; পরজন্মে নরদেহ না পাইতেও পারি; এবং দেহেই আমাকে যথাসম্ভব ভজন করিতে হইবে, তাই দেহরক্ষার প্রয়োজন; দেহরক্ষার জন্য আহারাদিরও প্রয়োজন। ভজনের জন্য বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে আহার-গ্রহণ; যখন যাহা জোটে, তাহাই ভগবানের কৃপার দান—ইহা মনে করিয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। প্রাপ্ত ভক্ষ্যদ্রব্য অপ্রচুর বা অনুপাদেয় মনে করিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হন না; **যতাত্মা**—তিনি সংযতচিত্ত, ক্ষোভরহিত। দৈবাৎ চিত্তক্ষোভ জন্মিলেও তিনি তাহার উপশমের নিমিত্ত অষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যাসাদি করেন না; যে হেতু তিনি **দৃঢ়নিশ্চয়ঃ**—অনন্যভক্তিই আমার কর্ত্তব্য,

তথাহি (ভা. ২।২।৫)—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং রুদ্ধাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
নৈবাঙ্‌ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্ কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥ ৫৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

চীরাণীতি। ননু দিক্ সম্ভাবো নাম নগ্নত্বমেব বল্কলং অন্নং তোয়ং বাসঃ স্থানঞ্চ যাচ্ঞাপ্রযত্নং বিনা কথং প্রাপ্যেত তত্রাহ। চীরাণি বস্ত্রখণ্ডানি। পরান্ বিভ্রতি পুষ্ণন্তি ফলাদিভির্যে। গুহা গিরিদর্য্যঃ। ননু কদাচিদেষাম লাভে কিং কার্য্যং তত্রাহ। অজিতো হরিঃ উপসন্নান্ শরণাগতান্ কিং ন অবতি ন রক্ষতি? কিংশব্দস্য পূর্ব্বত্রাপি সম্বন্ধঃ। উক্তঞ্চ—"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ। যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে॥" ইতি। ধনেন যো দুর্ম্মদ স্তেনান্ধান্ নষ্টবিবেকান্॥ স্বামী॥ ৫৮॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভক্তির অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কিছুই আমার কর্ত্তব্য নহে—ইহাই তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস; তাই অষ্টাঙ্গ-যোগাদিদ্বারা তিনি তাঁহার ভজনকে শিথিল করেন না। উল্লিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে পারে একমাত্র তখন, যখন ভক্ত **মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ**—মন এবং বুদ্ধিকে ভগবানে (ময়ি—শ্রীকৃষ্ণে) সম্যক্‌রূপে অর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—এইরূপ ভক্তই আমার অতি প্রিয় **স মে প্রিয়ঃ**—আমাকে অত্যন্ত সুখী করেন; তাঁহার আচরণে ভগবান্ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। **অনপেক্ষঃ**—কোনওরূপ ব্যবহারিক কার্য্যের অপেক্ষা হীন। **উদাসীনঃ**—ব্যবহারিক কার্য্যাদিতে বা ব্যবহারিক ব্যাপারে কোনও লোকের প্রতি আসক্তিশূন্য। **সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী**—নূতন করিয়া কোনও ব্যবহারিক ব্যাপার আরম্ভ করেন না, এমন কি শাস্ত্রের অধ্যাপনাদি পরমার্থিক ব্যাপারও আরম্ভ করেন না। ভজনে নিবিষ্টতাহেতু এসকল ব্যাপারে মন যায় না। **অনিকেতঃ**—প্রাকৃত গৃহাদিতে আসক্তিশূন্য। নিকেত—নিকেতন, গৃহ। অনিকেত—গৃহ নাই যাঁহার অর্থাৎ "এই গৃহ আমার" গৃহাদিতে এইরূপ মমত্ব-বুদ্ধি নাই যাঁহার। (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার আনুগত্যে উল্লিখিত কয়েকটী শব্দের তাৎপর্য্য লিখিত হইল)।

যুক্তবৈরাগ্যে স্থিত ভক্তের লক্ষণগুলিই উক্ত শ্লোকসমূহে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্লো। ৫৮। অন্বয়। পথি (পথিমধ্যে) চীরাণি (জীর্ণবস্ত্রখণ্ডসমূহ) কিং ন সন্তি (কি নাই)? পরভৃতঃ (পর-পোষক—ফলাদিদ্বারা অন্যের প্রতিপালনকারী) অঙ্‌ঘ্রিপাঃ (পাদপ—বৃক্ষ—সমূহ) ভিক্ষাং (ভিক্ষা—যাচককে—পথিককে ভিক্ষারূপে ফলাদি কি বল্কলাদি) ন দিশন্তি এব (কি দান করেই না)? সরিত অপি (নদী সকলও) অশুষ্যন্ (কি শুষ্ক হইয়াছে)? গুহাঃ (পর্ব্বতের গুহাসকল) রুদ্ধাঃ (কি রুদ্ধ হইয়াছে)? অজিতঃ অপি (ভগবান্‌ও) উপসন্নান্ (শরণাগতদিগকে) কিং ন অবতি (কি রক্ষা করেন না)? কবয়ঃ (সাধুসকল) ধনদুর্ম্মদান্ধান্ (ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিগণকে) কস্মাৎ (কেন) ভজন্তি (সেবা করেন)?

অনুবাদ। পরীক্ষিত মহারাজের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিলেন :—পথিমধ্যে (লজ্জানিবারণোপযোগী) জীর্ণবস্ত্রখণ্ড কি পড়িয়া নাই? পর-প্রতিপালক বৃক্ষসকল কি ভিক্ষা (ভিক্ষাস্বরূপে পথিককে ফলাদি আর) দান করে না? নদীসকলও কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? পর্ব্বতের গুহাসকলও কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? ভগবান্ বিশ্বম্ভরদেবও কি আর শরণাগত জনসমূহকে রক্ষা করেন না? তবে কেন সাধুসকল ধন-দুর্ম্মদান্ধ লোকদিগের সেবা করিয়া থাকেন (তাঁহাদের তুষ্টিবিধানের চেষ্টা করেন)।

উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই :—ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিষয়াসক্ত ধনদুর্ম্মদ লোকদিগের অপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। ভক্তবৎসল শ্রীহরিই তাঁহার শরণাগত জনকে পালন করিয়া থাকেন—এইরূপ বিশ্বাসের সহিত ভগবদ্‌ভজন করিতে থাকিলে সাধকের কোনও সময়েই কোনও বিষয়ের অভাব হইবে না।

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল।
ভাগবতসিদ্ধান্ত গূঢ় সকল কহিল ॥ ৫৭

হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকের স্থিতি।
ইন্দ্র আসি কৈল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন। মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥ বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥ ৩।৬।২২১—২২॥" আরও বলিয়াছেন "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন চিত্তেতে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥ বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ। দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥ ৩।৬।২৭৩-২৭৪॥"

অযাচিত ভাবে যখন যাহা জুটে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে, তাহাই শ্রীভগবানের করুণার দান মনে করিয়া তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করিবে, আর প্রফুল্লচিত্তে সর্ব্বদা তাঁহার নামকীর্ত্তন করিবে; ইহাই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।

৫৭। **সিদ্ধান্ত**—শাস্ত্র-সম্মত মীমাংসা। **পুছিল**—জিজ্ঞাসা করিল।

সনাতনগোস্বামী নানাবিধ গূঢ় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে প্রশ্ন করিলে, প্রভু সমস্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে প্রভু যে সকল সিদ্ধান্ত বলিলেন, সেই সকল সিদ্ধান্তানুসারেই শ্রীবৈষ্ণবতোষণী-আদি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচিত হইয়াছে। এই সব গূঢ় সিদ্ধান্ত বৈষ্ণব-তোষণী আদিতে দ্রষ্টব্য।

৫৮। হরিবংশ-নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, গোবর্দ্ধনধারণ লীলার পরে ইন্দ্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেন ঐ স্তুতিতে গোলোকের স্থিতি (বা অবস্থান) বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রকৃত স্তুতিবাক্যের যথাশ্রুত অর্থে, গোলোকের অবস্থান-সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা বিচারসহ নহে; তাহা কেন এবং কিরূপে বিচার-সহ নহে এবং ইন্দ্র-কৃত স্তুতির প্রকৃত অর্থ ই বা কি,—শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাই শ্রীপাদ-সনাতনকে বুঝাইয়া বলিলেন। শ্রীপাদ-সনাতন স্বরচিত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থে ইন্দ্রকৃত স্তবের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া নিজেই তাহাদের—মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুরূপ—ব্যাখ্যা দিয়াছেন। হরিবংশ হইতে শ্রীপাদ সনাতন ইন্দ্রকৃত স্তবের যে শ্লোকগুলি বৃহদ্ভাগবতামৃতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেইগুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ।
তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্॥ (ক)
তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি।
স হি সর্ব্বগতঃ কৃষ্ণঃ মহাকাশগতো মহান্॥ (খ)
উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী।
যাং ন বিদ্মো বয়ং পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহান্॥ (গ)
গতিঃ শমদমাঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্ম্মণাম্।
ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরাগতিঃ॥ (ঘ)
গবামেব তু গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ।
স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানং কৃতাত্মনা॥ (ঙ)
ধৃতো ধৃতিমতা বীরনিঘ্নতোপদ্রবান্ গবাম্॥ (চ)

—শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত। ২।৭।৮০-৮৫॥

শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থ মোটামুটি এইরূপ:—"স্বর্গের উপরিভাগে ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত ব্রহ্মলোক (সত্যলোক); সেই ব্রহ্মলোকে চন্দ্র (সোম) ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গতি আছে। তাহার (সেই ব্রহ্মলোকের) উপরে গোলোক (গবাং লোকঃ); সাধ্যগণ এই গোলোককে পালন করেন; গোলোক সর্ব্বগত, মহাকাশগত এবং মহান্;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেই গোলোকেও তোমার (কৃষ্ণের) তপোময়ী গতি—যাহার (যে গতির) তথ্য পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও আমরা জানিতে পারি নাই। শম-দমাঢ্য সুকৃতকর্ম্মাদের গতি স্বর্গ; তপোযুক্ত ব্যক্তিদের গতি ব্রহ্মলোক; ব্রহ্মলোক পরাগতি। গো-গণের গতি গোলোক—এই গতি দুরারোহা। এই গোলোক—যখন মৎকৃত (ইন্দ্রকৃত) উপদ্রবের দ্বারা পীড়িত হইতেছিল, হে কৃষ্ণ! তুমি তখন তাহাকে রক্ষা করিয়াছ।”

উক্ত শ্লোক-সমূহ হইতে গোলোকের অবস্থান এইরূপ জানা গেল :—স্বর্গের উপরে ব্রহ্মলোক (বা সত্যলোক), তাহার উপরেই গোলোক।

শ্রীপাদ সনাতনের টীকানুসারে বুঝা যায়,—এই যথাশ্রুত অর্থ এবং তদনুরূপ গোলোকের অবস্থান বিচারসহ নহে এবং এই যথাশ্রুত অর্থে শ্লোকসমূহেরও অর্থ-সঙ্গতি থাকে না।

চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে—ভূঃ, ভুবঃ. স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্য—এই সাতটী লোক আছে। ভূঃ হইল পৃথিবী; স্বঃ হইল স্বর্গ; সত্যলোকের অপর নাম ব্রহ্মলোক (শব্দকল্পদ্রুমধৃত দেবীপুরাণ-প্রমাণ)। এই সাতটী লোকের বাহিরে আছে প্রকৃতির আবরণ মাত্র—এই সকল আবরণ কোনও লোক বলিয়া অভিহিত হয় না।

সাধারণতঃ ব্রহ্মলোক বলিতে সত্যলোক বুঝায়; উদ্ধৃত শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থ ধরিলে (ক) শ্লোক হইতে জানা যায়—সত্যলোকে চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি আছে; কিন্তু ইহা শাস্ত্রসম্মত নহে; কারণ, বিষ্ণুপুরাণের ১।১২।৯১-৯২ এবং ২।৭।১০ শ্লোক হইতে জানা যায়—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির উপরে ধ্রুবলোক এবং ধ্রুবলোকের উপরে হইল মহর্লোক এবং তাহার উপরে হইল জনলোক (বি. পু. ২।৭।১২-১৩); জনলোকের উপরে তপঃ লোক (বি. পু. ২।৭।১৪); তাহার উপরে হইল সত্যলোক (বি. পু. ২।৭।১৫)। “সূর্য্যাৎ সোমাৎ তথা ভৌমাৎ সোমপুত্রাদ্ বৃহস্পতেঃ। সিতার্কতনয়াদীনাং সর্ব্বর্ক্ষাণাং তথা ধ্রুবম্॥ সপ্তর্ষীণামশেষাণাং যে তু বৈমানিকাঃ সুরাঃ। সর্ব্বেষামুপরি স্থানং তব দত্তং ময়া ধ্রুব॥ বি. পু. ১।১২।৯১-৯২॥ ঋষিভ্যস্তু সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ। মেধীভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈ ধ্রুবঃ॥ বি. পু, ২।৭।১০॥ ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকো যত্র তে কল্পবাসিনঃ। একযোজনকোটিস্তু যত্র তে কল্পবাসিনঃ॥ দ্বে কোট্যৌ তু জনো লোকো যত্র তে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ। সনন্দনাদ্যাঃ কথিতা মৈত্রেয়ামলচেতসঃ॥ চতুর্গুণোত্তরে চোর্দ্ধং জনলোকাৎ তপঃ স্মৃতম্। বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দাহবিবর্জ্জিতাঃ॥ ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে॥ অপুনর্ম্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ॥ বি. পু. ২।৭।১২-১৫।” এই সমস্ত প্রমাণ-বলে জানা যায়, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর স্থান হইল সত্যলোকের অনেক নীচে—সত্যলোকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি অসম্ভব। সুতরাং (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রহ্মলোক শব্দে সত্যলোক বুঝাইতে পারে না। যথাশ্রুত অর্থে এইরূপ আরও অসঙ্গতি আছে।

শ্রীপাদ-সনাতন গোস্বামী শ্লোকগুলির যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—(ক)-শ্লোকে স্বর্গ-শব্দে স্বর্লোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত পাঁচটী লোককে (অর্থাৎ স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই পাঁচটী লোককে) বুঝাইতেছে। ইহার হেতু এই :—ভগবানের বিরাট-রূপের কল্পনায় শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৫।৩৮-৩৯-শ্লোকে বলা হইয়াছে—ভূর্লোক তাঁহার চরণ, ভুবর্লোক তাঁহার নাভি, স্বর্লোক (স্বর্গ) তাঁহার হৃদয়, মহর্লোক তাঁহার বক্ষঃ, জনলোক তাঁহার গ্রীবা, তপোলোক তাঁহার স্তনদ্বয় এবং সত্যলোক তাঁহার মস্তক; ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আর ব্রহ্মলোক সনাতন —সৃষ্টবস্তু নহে। শ্রীভা. ২।৫।৩৬ শ্লোক হইতে জানা যায়, সৃষ্ট ভুবনসমূহদ্বারাই বিরাটের রূপ কল্পিত হইয়াছে; সৃষ্ট ভুবনাদি সনাতন—অসৃজ্য—নহে; সুতরাং ২।৫।৩৯-শ্লোকে “ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ”-বলিয়া যে লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সৃষ্ট লোক নহে (অর্থাৎ এস্থলে ব্রহ্মলোক বলিতে প্রাকৃত সত্যলোককে বুঝায় না)—সুতরাং এই ব্রহ্মলোক বিরাট-রূপের অবয়বও নহে—ইহা সপ্তলোকের অতিরিক্ত একটী লোক এবং ইহা সপ্তলোকের ন্যায় প্রাকৃত একটী লোকও নহে। ইহা যদি সপ্তলোকের অতীত একটী অপ্রাকৃত লোকই হয়, তাহা হইলে প্রাকৃত সপ্তলোকের উপরেই ইহার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

অবস্থান হইবে ; প্রাকৃত সপ্তলোকের মধ্যে সত্যলোকই হইল উচ্চতম লোক ; তাহা হইলে এই সনাতন-ব্রহ্মলোক হইবে সত্য লোকেরও উপরে। অথচ হরিবংশের (ক)-শ্লোকে উল্লিখিত ব্রহ্মলোক-শব্দের আলোচনায় বলা হইয়াছে, ব্রহ্মলোক-শব্দে যথাশ্রুত-অর্থানুসারে সত্যলোক বুঝাইতেছে বলিয়া মনে করিলে শ্লোকের অর্থসঙ্গতি থাকে না ; অথচ সত্যলোকব্যতীত সপ্তলোক মধ্যবর্ত্তী অন্য কোনও লোককেও ব্রহ্মলোক বলা হয় না ; সুতরাং (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রহ্মলোকও সপ্তলোকের বহির্ভূত কোনও লোকই হইবে ; এবং সপ্তলোকের বহিরাবরণাদিকে যখন কোনও লোক নামে অভিহিত করা হয় না, তখন বহিরাবরণকেও ব্রহ্মলোক বলা যায় না ; তাহা হইলে (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রহ্মলোক-শব্দেও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত—সুতরাং অপ্রাকৃত—অসৃজ্য কোনও লোককেই বুঝাইবে। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায়—শ্রীভা. ২।৫।৩৯-শ্লোকে যে "সনাতন-ব্রহ্মলোকের" উল্লেখ করা হইয়াছে, হরিবংশের (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রহ্মলোকও সেই ব্রহ্মলোকই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শ্রীভা. ২।৫।৩৯-শ্লোকোক্ত "সনাতন ব্রহ্মলোক" সত্যলোকের উপরে ; কিন্তু হরিবংশের শ্লোকে ব্রহ্মলোককে স্বর্গের (বা স্বর্লোকের) উপরে বলা হইয়াছে ; এই দুইটী উক্তির সঙ্গতি স্থাপন করিতে হইলে মনে করিতে হইবে—হরিবংশের শ্লোকে স্বর্গ শব্দের উপলক্ষণে—স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই পাঁচটী লোককেই বুঝাইতেছে।

যাহাহউক, হরিবংশের শ্লোকে স্বর্গ-শব্দে স্বর্গাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত পাঁচটী লোককে বুঝাইলে ব্রহ্মলোক-শব্দে কি বুঝাইতেছে, তাহা দেখা যাউক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—হরিবংশের "ব্রহ্মলোক" এবং শ্রীভা. ২।৫।৩৯ শ্লোকোক্ত "ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ"-একই লোক। এক্ষণে, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামিচরণ লিখিয়াছেন—ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনো নিত্যঃ, নতু সৃজ্যপ্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তীত্যর্থঃ।—ব্রহ্মলোক বলিতে বৈকুণ্ঠকে বুঝায় ; ইহা নিত্য—সৃজ্য-প্রপঞ্চের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী নহে।" তাহা হইলে, হরিবংশোক্ত ব্রহ্মলোক শব্দেও বৈকুণ্ঠই সূচিত হইতেছে। আরও দেখা যায়—"ব্রহ্ম শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্। ২।২৫।৩০॥" ; সুতরাং ব্রহ্মলোক বলিলে ভগবল্লোক বা বৈকুণ্ঠই সূচিত হইবে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—ব্রহ্মলোক-শব্দে বৈকুণ্ঠ সূচিত হইলে (ক)-শ্লোকোক্ত অন্যান্য বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি থাকে কি না। বলা হইয়াছে, এই ব্রহ্মলোক "ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত" ; ব্রহ্মর্ষি শব্দে ব্রহ্মময়—ভগবদ্ভাবময়—ঋষি—পরম-ভাগবত নারদাদিকে বুঝায় ; ইঁহারা বৈকুণ্ঠেরই পার্ষদ-ভক্ত ; সুতরাং ব্রহ্মর্ষি-শব্দের অর্থ-সঙ্গতিই হয়। (ক) শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইয়াছে—সেই ব্রহ্মলোকে (বৈকুণ্ঠে) সোমগতি আছে, মহাত্মা জ্যোতিঃ-দিগেরও গতি আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সোমের সাধারণ অর্থ চন্দ্র এবং জ্যোতিঃর সাধারণ অর্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিক মণ্ডল এস্থলে সঙ্গত হয় না—সত্যলোক-সম্বন্ধেই যখন হয় না, তখন বৈকুণ্ঠ-সম্বন্ধেতো হইতেই পারে না ; কারণ, প্রাকৃত চন্দ্র ও প্রাকৃত গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি বৈকুণ্ঠে অসম্ভব। এসকল শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতে হইবে—যাহাতে অর্থ-সঙ্গতি নষ্ট না হয়। সোম—উমার সহিত বর্ত্তমান যিনি, তিনি সোম (স + উম) ; পার্ব্বতীর সহিত শিব ; বৈকুণ্ঠে পার্ব্বতীর ও শিবের গতি আছে ; সুতরাং সোম-শব্দের এই অর্থ বিচার-সঙ্গত। জ্যোতিঃ-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায় ; জ্যোতিঃ স্বরূপ যাঁহারা —ব্রহ্মেরই ন্যায় মায়াতীত—মুক্ত—যাঁহারা, জ্যোতিঃ-শব্দে তাঁহাদিগকেও বুঝায়। মুক্তদিগের মধ্যে যাঁহারা মহাত্মা—মহাভাগবত—পরমভক্তিপরায়ণ, সনকাদি—তাঁহাদেরও বৈকুণ্ঠে গতি হয়। সুতরাং "মহাত্মনাং জ্যোতিষাং"-পদের উক্তরূপ অর্থ অসঙ্গত নহে।

তারপর (খ, গ)-শ্লোক। "গবাং লোকঃ" বলিতে গোলোককে বুঝায়। "গবাং"-পদের গো-শব্দে গো-গোপ-প্রভৃতিকে বুঝায়, উপলক্ষণে। গো-গোপাদির—গো-গোপাদিরূপ ভগবৎ-পরিকরাদির—গো-গোপাদি-পরিকরবৃত ভগবানের লোকই—গোলোক। এই গোলোক হইল—তস্যোপরি—বৈকুণ্ঠের উপরে অবস্থিত ; সাধ্যগণ এই গোলোককে পালন করেন ; সাধ্যশব্দের সাধারণ অর্থে দেবতা-বিশেষকে বুঝায় ; স্বর্গই সাধ্যগণের লোক ; অপ্রাকৃত গোলোকে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহাদের গতি থাকিতে পারে না; সুতরাং এস্থলে সাধ্য-শব্দের সাধারণ দেবতা-বিশেষ—অর্থ গ্রহণীয় নহে। সাধ্য—সাধনার বস্তু; গো-গোপাদি-পরিবৃত ভগবানের উপাসকগণের সাধনার বস্তু যাঁহারা, সেই শ্রীনন্দ-যশোদাদি ভগবৎ-পরিকরগণই এস্থলে সাধ্য-শব্দের বাচ্য; তাঁহারা তাঁহাদের প্রেমসম্পত্তি দ্বারা লীলারস-পুষ্টির সাধন করিয়া গোলোকের মাহাত্ম্যকে পালন করেন (রক্ষা করেন), তাঁহাদের প্রেম-সম্পত্তিই গোলোক-মাহাত্ম্যের হেতু। সেই গোলোক—সর্ব্বগত, মহাকাশগত—অর্থাৎ "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু।"—প্রপঞ্চাতীত বলিয়া, সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া পরম অপরিচ্ছিন্ন। অবশ্য সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া বৈকুণ্ঠলোকও অপরিচ্ছিন্ন—বিভু। শ্রীভগবানের ও তদীয় ধামাদির কোনও এক অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই একাধিক অপরিচ্ছিন্ন—বিভু—ধামের যুগপৎ অস্তিত্ব, ও উপর্য্যধঃরূপে অবস্থানাদি সম্ভব। (গ) শ্লোকে ইন্দ্র বলিতেছেন,—হে কৃষ্ণ "তত্রাপি গতিস্তব"—সেই গোলোকেও তোমার গতি। এস্থলে "অপি" শব্দদ্বারা বৈকুণ্ঠে গতির কথাই সূচিত হইতেছে—হে কৃষ্ণ! বৈকুণ্ঠে যেমন তোমার গতি আছে, তদ্রূপ গোলোকেও আছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "এবং বহুবিধৈ রূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাম্। ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনম্॥—আমি এই প্রকার বহুবিধরূপে বসুন্ধরায় বিচরণ করি এবং ব্রহ্মলোকে (বৈকুণ্ঠে) ও গোলোকেও বিচরণ করি।" যাহাহউক, বৈকুণ্ঠে গতি যেরূপ, গোলোকে গতি সেইরূপ নহে; গোলোকে গতি—বৈকুণ্ঠে গতি অপেক্ষাও পরম-দুর্জ্ঞেয়া; ইহা তপোময়ী—ইহা একমাত্র কেবল-সমাধিদ্বারাই অবগত হওয়া যায়; তাই এই গতিসম্বন্ধে পিতামহ ব্রহ্মাও কিছু বলিতে পারেন না।

(ঘ)-শ্লোকে ইন্দ্র বলিতেছেন—সুকৃতকর্ম্মা জনসমূহের মধ্যে যাঁহারা শম-দমাঢ্য, স্বর্গলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত তাঁহাদের গতি হইতে পারে (শমদমাঢ্য না হইলে ভৌমস্বর্গাদিতে গতি হইবে); আর "ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং"—ভগবদ্বিষয়ক তপস্যায়, ভক্তিমার্গের সাধনে নিযুক্ত ভক্তদের গতি হয় ব্রহ্মলোকে (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে); তাঁহাদের এই গতি পরাগতি, তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ হইতে আর পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয় না।

(ঙ, চ)-শ্লোকে ইন্দ্র বলিতেছেন—কিন্তু, হে কৃষ্ণ! তোমার গো-সমূহের (অর্থাৎ গো-গোপ-গোপী-সমূহের) বাসস্থল যে গোলোক, সেই গোলোকে গতি দুরারোহা—তোমার গো-গোপ-গোপীগণব্যতীত অন্যের পক্ষে সেই গোলোকে যাওয়া দুষ্কর। হে কৃষ্ণ! এতাদৃশ সর্ব্বাতিশায়ি-মহিমা-সমন্বিত যে গোলোক, আমারই উপদ্রবে তাহা ব্যথিত হইতেছিল, তুমি তাহাকে রক্ষা করিয়াছ। (ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে ব্রজবাসিগণ গোপূজা ও গোবর্দ্ধন-পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র ব্রজমণ্ডলের উপরে মুষলধারে বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাতাদি উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রের উপদ্রব হইতে ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কোনওরূপ উপদ্রবেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রজধাম উৎপীড়িত হইতে পারে না; ব্রজধামের কথা তো দূরে—ব্রজধামে গমনের অধিকার যাঁহাদের আছে, তাঁহাদেরও কোনওরূপ বিঘ্ন সম্ভব নহে। ইন্দ্র স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ মনে করিয়াছেন—তাঁহার উপদ্রবে ব্রজধাম উৎপীড়িত হইয়াছিল)।

৫৮-পয়ারের প্রথমার্দ্ধস্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়:—"হরিবংশে কহিয়াছেন গোলোকে নিত্যস্থিতি।"

হরিবংশের উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও প্রকারান্তরে তাহা বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, উল্লিখিত পাঠান্তর ধরিয়া কেহ কেহ বলেন—"বৃন্দাবন অপর নাম গোকুলের বৈভব-প্রকাশ গোলোক। * * * বৃন্দাবন অপর নাম গোকুলেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি; আর গোকুলের বৈভব-প্রকাশ গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশরূপে নিত্য স্থিতি।—ইহাই সুসিদ্ধান্ত সম্মত ব্যাখ্যা।" আরও বলা হইয়াছে—"হরিবংশে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বর্ণনা এই যে, গোবর্দ্ধনোদ্ধারণের পর ইন্দ্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গোলোকে নিত্যস্থিতি বলিয়াছেন। * * এই যথাশ্রুত ব্যাখ্যা মায়াময়।”

এ-সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই :—প্রথমতঃ, গোলোক যে গোকুলের বৈভব-বিশেষ, তাহাতে আপত্তির কিছু নাই (১।৩.৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তথাপি কিন্তু অনেক স্থলে গোকুলকেও গোলোক বলা হয়; শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামীও বলিয়াছেন। “সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম॥ ১।৫।১৪॥” যেই ভাবে কবিরাজ-গোস্বামী এই উক্তি করিয়াছেন, বোধ হয় ঠিক সেই ভাবেই উপরি-উদ্ধৃত “সুসিদ্ধান্ত-সঙ্গত ব্যাখ্যার” মধ্যে “বৃন্দাবন অপর নাম গোকুল” লিখিত হইয়াছে; কারণ, সূক্ষ্ম বিচারে “বৃন্দাবনের অপর নামই গোকুল” নহে। সহস্রদল-পদ্মাকৃতি-গোকুলের বহির্ভাগে একটি চতুষ্কোণ ধাম আছে; এই চতুষ্কোণ-ধামের বহির্মণ্ডলকে বলে শ্বেতদ্বীপ বা গোলোক এবং অভ্যন্তর মণ্ডলকেই বলে বৃন্দাবন (১।৩।৩-পয়ারের টীকা)। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—“বৈভব-প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ—সব কৃষ্ণের সমান॥ বৈভব-প্রকাশ যৈছে—দেবকী-তনুজ। দ্বিভুজ-স্বরূপ, কভু হয় চতুর্ভুজ॥ ২।২০।১৪৪-৪৬॥” এই বৈভব-প্রকাশের ধাম হইল দ্বারকা-মথুরা। গোলোক এবং দ্বারকা-মথুরা এক নহে। গোকুলকে কোনও কোনও স্থলে গোলোক বলা হয় বটে; কিন্তু দ্বারকা-মথুরাকে কখনও গোলোক বলা হয় না। এই অবস্থায় উদ্ধৃত “সুসিদ্ধান্ত-সঙ্গত ব্যাখ্যায়” কেন “গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশরূপে নিত্যস্থিতি” বলা হইল, বুঝিতে পারি না। তৃতীয়তঃ লঘুভাগবতামৃত গোলোককে গোকুলের “বৈভব” বলিয়াছেন সত্য (ল. ভা. কৃ. পৃ. ৪২৮); কিন্তু “বৈভব-প্রকাশ” বলেন নাই। “বৈভব-প্রকাশ” হইল একটি পারিভাষিক শব্দ। “বৈভব”ও কি পারিভাষিক শব্দ? এবং “বৈভব” এবং “বৈভব-প্রকাশ” কি একই? গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ যে বৈভব-প্রকাশরূপেই নিত্য অবস্থিত, তাহার কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ “সুসিদ্ধান্ত-সঙ্গত ব্যাখ্যায়” দেওয়া হয় নাই। চতুর্থতঃ, গোস্বামি-শাস্ত্রানুসারে বুঝা যায়, এই ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণই গোকুল, গোলোক, বৃন্দাবন ও ব্রজে নিত্য বিহার করেন (১।৩।৩-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। “ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রকাশে পূর্ণতম॥ ২।২০।৩৩২॥ এক কৃষ্ণ ব্রজে—পূর্ণতম ভগবান্। ২।২০।৩৩৩॥ কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে। পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥ ভ. র. সি. ২।১।১২৩॥” পঞ্চমতঃ, উল্লিখিত “সুসিদ্ধান্ত সঙ্গত ব্যাখ্যা”-কর্ত্তা “গোলোকে নিত্যস্থিতি”-বাক্যের যথাশ্রুত অর্থকে “মায়াময়” বলিয়াছেন। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী একাধিক স্থলে শ্রীকৃষ্ণের গোলোকে নিত্যস্থিতির বা নিত্যবিহারের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। “পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥ ১।৩।৩॥ অতএব গোলোক-স্থানে নিত্য বিহার। ২।২০।৩৩১॥” ব্রহ্মসংহিতাও বলেন—“আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিস্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥—(এস্থলে ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের গোলোকে নিত্যস্থিতির কথা পাওয়া যায়)।” শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট-লীলানুগত প্রকাশের নামই গোলোক। “শ্রীবৃন্দাবনস্যাপ্রকট-লীলানুগত-প্রকাশ এব গোলোক ইতি ব্যাখ্যাতম্॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭২॥” সুতরাং বৃন্দাবনে যেমন ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি, গোলোকেও তাঁহার নিত্যস্থিতিই হইবে। ইহার যথাশ্রুত অর্থ এক রকম, প্রকৃত অর্থ অন্য রকম নহে। এসমস্ত আলোচনা হইতে মনে হয় “গোলোকে নিত্যস্থিতি” বাক্যটীর যথাশ্রুত অর্থেও অপসিদ্ধান্ত বা মায়াময় কিছু নাই। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই উক্তির “গূঢ় সিদ্ধান্ত” কিছু থাকিতে পারে না—যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে ব্যক্ত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন।

বিশেষতঃ, হরিবংশের শ্লোকে “গোলোকে নিত্যস্থিতির” স্পষ্ট উল্লেখ নাই; “গোলোকের স্থিতির”ই স্পষ্ট উল্লেখ আছে—“স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো……তস্যোপরি গবাং লোকঃ। (গবাং লোকঃ—গোলোকঃ)।” এই বাক্যের

মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান। কেশাবতার আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যথাশ্রুত অর্থ যে বিচার-সহ নহে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। ইহার বিচার-সহ প্রকৃত অর্থ বাস্তবিকই যে গূঢ় রহস্যে সমাবৃত, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে তাহাও বুঝা যাইবে। সুতরাং "গোলোকের স্থিতি"-সম্বন্ধে হরিবংশের উক্তির নিগূঢ় সিদ্ধান্ত শ্রীপাদ সনাতনকে উপলক্ষ করিয়া জগতের জীবকে জানাইবার প্রয়োজনীয়তা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পক্ষে উপলব্ধি করা খুবই স্বাভাবিক। শ্রীপাদ সনাতনও তাঁহার বৃহদ্‌ভাগবতামৃতে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা অনুসারেই "গোলোকের স্থিতি"-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন--"গোলোকে নিত্য স্থিতি"-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। এসমস্ত কারণে আমাদের মনে হয় –"গোলোকে নিত্যস্থিতি"-পাঠান্তর সমীচীন নহে, "গোলোকের স্থিতি"-পাঠই সঙ্গত।

৫৭। মৌষল-লীলা—শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১ম ও ৩০শ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণের ৫।৩৭ অধ্যায়ে এবং মহাভারতের মৌষলপর্ব্বে মৌষল-লীলার বর্ণনা আছে। তাহা এই—শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণ পিণ্ডারক-তীর্থে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বিশ্বামিত্র, কণ্ব, অসিত প্রভৃতি মুনিগণও যজ্ঞস্থলে গিয়াছিলেন; তাঁহারা যখন যজ্ঞস্থল হইতে নিজ নিজ আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে যদুকুলের দুর্বিনীত বালকগণ জাম্ববতী-তনয় সাম্বকে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বেশে সাজাইয়া মুনিদিগের সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়া—তাঁহার গর্ভে পুত্র কি কন্যা জন্মিবে—জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণ বালকগণের ধৃষ্টতায় কুপিত হইয়া বলিলেন—ইনি যদুকুলনাশন মুষল প্রসব করিবেন। বালকগণ সাম্বের উদরবেষ্টিত বস্ত্ররাশি অপসারিত করিয়া দেখিলেন—বস্ত্রাভ্যন্তরে সত্যই একটী মুষল রহিয়াছে। তাঁহারা ভীত হইয়া উগ্রসেনের নিকটে গিয়া সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণকে কিছু না জানাইয়াই মুষলটীকে চূর্ণ করিলেন এবং অবশেষ যাহা রহিল, তাহা চূর্ণের সহিত সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপ মাত্র একটী মৎস্য আসিয়া মুষলাবশেষ লৌহখণ্ড গিলিয়া ফেলিল এবং চূর্ণসকল তরঙ্গাঘাতে তীরদেশে আসিয়া সঞ্চিত হইল—তাহা হইতে এরকাতৃণ উৎপন্ন হইল। আবার কৈবর্ত্তদের জালে মৎস্যটি ধরা পড়িলে তাহার উদর হইতে লৌহখণ্ড বাহির হইয়া পড়িল; জরা-নামক এক ব্যাধ সেই লৌহখণ্ড নিয়া তদ্দ্বারা শরের অগ্রভাগ প্রস্তুত করিল।

কিছুকাল পরে সমস্ত দ্বারকা-পরিকরদের সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসতীর্থে গেলেন; সেস্থানে মৈরেয়-মধু পান করিয়া যাদবগণ মত্ত হইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহারা নিজের নানাবিধ অস্ত্রাদিদ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে (মুষল চূর্ণ হইতে উৎপন্ন) এরকা-তৃণদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইলেন। (শ্রী. ভা. ১১।১৫।২৩ শ্লোক হইতে জানা যায়, চারি পাঁচ জন মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিতচেতসাম্। অজানতামিবান্যোন্যং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রও অবশিষ্ট ছিলেন)। যাদবগণ নিধনপ্রাপ্ত হইলে বলরাম সমুদ্রকূলে যাইয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক মনুষ্যলোক ত্যাগ করিলেন। বলরামের নির্য্যান দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপ পরিগ্রহ করিয়া ভূমিতলে শয়ান হইলেন। দৈবাৎ পূর্ব্বোক্ত জরাব্যাধ মৃগের অন্বেষণে ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে, দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকে মৃগের মুখ মনে করিয়া মুষলাবশেষ লৌহখণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত শরদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিল; পরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "ব্যাধ! তুমি ভীত হইও না; এ সমস্ত আমার মায়াকৃত; তোমার কোনও দোষ নাই; আমার আদেশে তুমি বৈকুণ্ঠে গমন কর।" ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া দিব্যবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ আগ্নেয়ী যোগধারণার বলে লোকাভিরাম স্বীয় তনু দগ্ধ না করিয়াই সশরীরে স্বীয় ধামে গমন করিলেন (শ্রীভা. ১১।৩১।৫। তারপর বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৮।১ শ্লোকে এবং মহাভারতের মৌষলপর্ব্বে ৭।৩১ শ্লোকে লিখিত আছে যে—বলরাম ও কৃষ্ণের পরিত্যক্ত দেহকে অগ্নিসৎকার করা হইয়াছিল। যাদবগণের দেহসৎকারের কথাও লিখিত আছে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতে যাদবগণের এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার যথাশ্রুত অর্থই সংক্ষেপে উপরে লিখিত হইল। তাহা হইতে জানা যায়—যাদবগণের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাদের দেহও অগ্নিতে দগ্ধ করা হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই—শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং ভগবান্‌ই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুই বা হইল কেন এবং তাঁহার মৃত দেহের অগ্নি-সংকারই বা কিরূপে সম্ভবে? আর যাদবগণ যদি তাঁহার পার্ষদই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরই বা মৃত্যু এবং অগ্নি-সংকার কিরূপে সম্ভবে?

ক্রমশঃ এসকল প্রশ্ন আলোচিত হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-সম্বন্ধে মহাভারত বলেন—জরানামক ব্যাধ "দূর হইতে যোগাসনে শয়ান কেশবকে অবলোকন পূর্ব্বক মৃগ জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহাদ্বারা হৃষীকেশের পদতল বিদ্ধ হইল। তখন সেই ব্যাধ মৃগগ্রহণ-বাসনায় সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক অনেক-বাহুসম্পন্ন পীতাম্বরধারী যোগাসনে শয়ান পুরুষ তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। লুব্ধক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া শঙ্কিত মনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা মধুসূদন তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক অচিরাৎ আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রুদ্র, আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্‌সরোগণ তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমনার্থ নির্গত হইলেন; তখন ভগবান্‌ নারায়ণ তাঁহাদের কর্তৃক সংকৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত স্বীয় অপ্রমেয় স্থানে সমুপস্থিত হইলেন।—মহাভারত, মৌষলপর্ব্ব, চতুর্থ অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।"

শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার দেহ ভূতলে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, মহাভারতের উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা জানা যায় না; বরং ইহা জানা যায় যে, তিনি আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সশরীরেই "স্বীয় অপ্রমেয় স্থানে" গমন করিলেন। ইন্দ্রাদির অভ্যর্থনা এবং সংকারাদির উল্লেখে স্পষ্টই বুঝা যায়—দেহহীন জ্যোতিঃ বা আত্মারূপে তিনি সেই স্থানে গমন করেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্। যোগধারণয়াগ্নেয্যাদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥ ১১।৩১।৬॥—যাহাতে ধারণাদ্বারা লোক সকল ধ্যানমঙ্গল লাভ করিতে পারে, তদ্রূপে আগ্নেয়ী যোগধারণায় লোকাভিরাম স্বীয় তনু দগ্ধ না করিয়াই কেবল যোগধারণায় (সশরীরে) স্বীয় ধামে (অপ্রকট প্রকাশে) প্রবেশ করিলেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধের ৩১শ অধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভেই শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণঃ স্বেচ্ছয়া ধাম স্বতন্বেব সমাবিশৎ॥—শ্রীকৃষ্ণ স্ব-ইচ্ছায় স্বীয় তনুর সহিতই স্বীয় ধামে প্রকাশ করিয়াছেন।" স্বচ্ছন্দমৃত্যু যোগিগণ আগ্নেয়ী যোগধারণাদ্বারা স্বীয় তনু দগ্ধ করিয়াই লোকান্তরে গমন করেন; ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আগ্নেয়ী যোগধারণা দেখাইয়াছেন বটে: কিন্তু স্বীয় দেহকে দগ্ধ না করিয়াই—সশরীরেই—তিনি স্বীয় ধামে প্রবেশ করিয়াছেন। "যোগিনো হি স্বচ্ছন্দমৃত্যবঃ স্বতনুমাগ্নেয্যা যোগধারণয়া দগ্ধ্বা লোকান্তরং প্রবিশন্তি ভগবাংস্তু ন তথা কিন্তু অদগ্ধ্বৈব স্বতনুসহিত এব স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠাখ্যং অবিশৎ॥ শ্রীধরস্বামী॥" তবে তিনি আগ্নেয়ী যোগধারণাই বা অবলম্বন করিলেন কেন? তাহা করিলেন কেবল—যোগীদিগের দেহত্যাগ-রীতি শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত। যোগিনাং দেহত্যাগশিক্ষণার্থমেব ধারণামনু তদনুধর্ব্বাপনমিত্যেব জ্ঞেয়ম্॥—ক্রমসন্দর্ভঃ॥"

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে কোনও দেহ রাখিয়া যান নাই; তিনি সশরীরেই স্বীয় ধামে (অপ্রকট প্রকাশে) প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী উক্তি হইতেও ইহা সমর্থিত হয়। মৌষল-লীলার কথা শ্রবণ করিয়া দেবকী, রোহিণী ও বসুদেব কৃষ্ণবলরামের শোকে পরবর্ত্তী বর্ণনা এইরূপ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রাণত্যাগ করিলেন। যদুস্ত্রীগণ স্ব-স্ব-পতিকে আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহণ করিলেন। বলদেবের পত্নীগণ তাঁহার দেহকে আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। বসুদেব-পত্নীগণ বসুদেবের গাত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবধূগণ প্রদ্যুম্নাদির গাত্র আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। রুক্মিণী-আদি শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত-সন্নিবেশ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। "কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং রুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ॥ শ্রীভা. ১১।৩১।২০॥" শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের দেহকে আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহণ করিলেন—একথা বলা হয় নাই; ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ কোনও দেহ রাখিয়া যান নাই। তিনি সশরীরেই স্বীয় ধামে—অপ্রকট প্রকাশে—প্রবেশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ যে ভূতলে একটী দেহ রাখিয়া গেলেন, তাঁহার অন্তর্দ্ধান-বর্ণন-প্রসঙ্গে মহাভারত একথা বলেন নাই; কিন্তু পরে মৌষল-পর্ব্বের ৭ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—অর্জ্জুন "অন্বেষণদ্বারা বলদেব ও বাসুদেবের শরীরদ্বয় আহরণপূর্ব্বক চিতানলে ভস্মসাৎ করিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।" বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণের যে দেহকে অর্জ্জুন চিতানলে ভস্মীভূত করিলেন, তাহা কোথা হইতে আসিল?

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানাদি-সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলেন—শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে জরানামক ব্যাধ বৈকুণ্ঠে গমন করিলে পর "ভগবান্ অমল, অব্যয়, অচিন্ত্য, ব্রহ্মভূত বাসুদেবময় স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া ত্রিবিধাত্মক প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষদেহ পরিত্যাগ করিলেন। বাসুদেবাত্মক ভগবৎ-স্বরূপ—জন্ম ও জরারহিত, অবিনাশী, অপ্রমেয় ও অখিলস্বরূপ। পঞ্চাননতর্করত্ন কৃত অনুবাদ। "গতে তস্মিন্ স ভগবান্ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি। ব্রহ্মভূতেঽব্যয়েঽচিন্ত্যে বাসুদেবময়েঽমলে॥ অজন্মন্যজরেঽনাশিন্যপ্রমেয়েঽখিলাত্মনি। তত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্॥ বি. পু. ৫।৩৭।৬৮-৬৯॥" আরও বলা হইয়াছে—অর্জ্জুনও কৃষ্ণ ও রামের কলেবরদ্বয় এবং অন্যান্য যাদবদের দেহ সকল অন্বেষণ করিয়া সংস্কার করাইলেন। "অর্জ্জুনোঽপি তদন্বিষ্য কৃষ্ণরাম-কলেবরে। সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ॥ বি. পু. ৫।৩৮।১॥"

বিষ্ণুপুরাণের উক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের কথাও জানা যায় এবং দেহ-সৎকারের কথাও জানা যায়। কিন্তু দেহত্যাগের কথা যাহা উপরে লিখিত হইয়াছে, তাহা যথাশ্রুত অর্থমাত্র। উদ্ধৃত অনুবাদে শ্লোকের "সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি"-অংশের অনুবাদে বলা হইয়াছে "বাসুদেবময় স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া।" এস্থলে দুইটী "আত্মা"-শব্দের একই অর্থ হইতে পারে না; একই অর্থ মনে করিলে "স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া"-বাক্য হইতে কোনও অর্থোপলব্ধি হয় না। "আত্মাতে আত্মার যোগ"—ইহার তাৎপর্য্য কি? এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতেও ঠিক অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ॥ শ্রী. ভা. ১১.৩১।৫॥" ইহার ক্রমসন্দর্ভটীকায় লিখিত হইয়াছে—"আত্মনি স্ব-স্বরূপে এব আত্মানং মনঃ সংযোজ্য।" এস্থলে "আত্মনি—আত্মাতে"-শব্দের অর্থ স্ব-স্বরূপে; নিজের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে। আর "আত্মানং"-শব্দের অর্থ মন। দুইটী "আত্মা"-শব্দের মধ্যে সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত "আত্মা"-শব্দের অর্থ—স্বীয় স্বরূপ; আর দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত "আত্মা"-শব্দের অর্থ—মন। তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদে "বাসুদেবময় স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া"-বাক্যের তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবময় স্বীয় স্বরূপে মনঃ সংযোগ করিয়া। "বাসুদেবময় স্বরূপ"-এর অর্থ—বাসুদেবই তাঁহার স্বরূপ; এই স্বরূপে এবং যিনি "মানুষ-দেহ পরিত্যাগ করিলেন," তাঁহাতে কোনওরূপ ভেদই নাই। তিনি আত্মারাম—নিজেতেই নিজে রমণ করে। "বাসুদেবময় স্বীয় স্বরূপে মনঃসংযোগ করিলেন"—এই বাক্যে তাঁহার আত্মারামতাই সূচিত হইতেছে। এই স্বরূপ যে "অমল, অব্যয়, অচিন্ত্য, ব্রহ্মভূত, জন্ম-জরারহিত, অবিনাশী অপ্রমেয় এবং অখিল-স্বরূপ"—বিষ্ণুপুরাণ তাহাও বলিয়াছেন এবং এতাদৃশ স্বরূপে যিনি মনঃসংযোগ করিলেন, তিনি যে ""ভগবান্", একথাও বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাতে দেহ-দেহী-ভেদ থাকিতে পারে না। "দেহ-দেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ ব্রহ্মসংহিতা॥" তিনি আনন্দঘন, চিদ্‌ঘন, রসঘন, সচ্চিদানন্দ। তাঁহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। মায়াবদ্ধ জীবেরই জন্ম-মৃত্যু। জড়দেহেরই জন্ম; এই জড় দেহে দেহী জীবাত্মার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আশ্রয় ; জীবাত্মার দেহ ছাড়িয়া যাওয়াকেই বলে মৃত্যু। দেহধারী জীবে দেহ জড়, দেহী জীবাত্মা চিদ্‌বস্তু ; সুতরাং জীবে দেহ এবং দেহী হইল দুইটী বস্তু ; তাই জীবের পক্ষেই তাহার দেহ গ্রহণ যেমন সম্ভব, দেহ ত্যাগ করাও তেমনি সম্ভব। কিন্তু ভগবানের দেহও যাহা, ভগবান্‌ও তাহাই—একই আনন্দময় বস্তু : দেহ বলিয়া তাঁহার পৃথক্ কিছু নাই। তাই তাঁহার পক্ষে বাস্তব জন্ম যেমন নাই, মৃত্যু বা দেহত্যাগও নাই। আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র হইতে পারে। তিনি যখন তাঁহার নরলীলা প্রকটিত করেন, নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত তখন তিনি জন্মলীলার অভিনয় মাত্র করেন ; মানুষের মত শুক্র-শোণিতে তাঁহার জন্ম নয়। যাহা নিত্যবস্তু—অথচ লোক-নয়নের গোচরীভূত ছিলনা—তাহাকে জন্মলীলার আবরণে লোক-নয়নের গোচরীভূত করেন মাত্র। সুতরাং তাহার জন্ম নাই। "অজন্মনি"-শব্দে বিষ্ণুপুরাণ তাহা স্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। "বাসুদেবময়"-শব্দের তাৎপর্য্যও বিবেচ্য। "বসুদেব"-শব্দের অর্থ "শুদ্ধ-সত্ত্ব"। শ্রীমদ্‌ভাগবত "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্"-বাক্যে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "বাসুদেব"-শব্দের অর্থ—বসুদেব (শুদ্ধসত্ত্ব)-ঘটিত এবং "বাসুদেবময়"-শব্দের অর্থ—শুদ্ধসত্ত্বময়, সচ্চিদানন্দ। বাসুদেবময় বা সচ্চিদানন্দময় যাঁহার স্বরূপ, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু সম্ভব নয়। সশরীরে যেমন তিনি আবির্ভূত হন, তেমনি সশরীরেই তিনি তিরোভাব প্রাপ্তও হন। প্রশ্ন হইতে পারে—তিনি যদি সশরীরে তিরোভাব প্রাপ্তই হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণ কেন বলিলেন—তত্যাজ মানুষং দেহম্—মানুষদেহ ত্যাগ করিলেন? উত্তরে বলা যায়—এস্থলে "মানুষদেহ"-শব্দের তাৎপর্য্য কি? যদি যথাশ্রুত অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে "মানুষ দেহ"-শব্দের অর্থ হইবে—সাধারণ মানুষের ন্যায় দ্বিভুজ একটী দেহ। শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইলে দ্বিভুজ দেহই ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তখন তাঁহার দ্বিভুজ-দেহ ছিল বলিয়া বিষ্ণুপুরাণও বলেন না। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—জরাব্যাধ যাইয়া দেখিলেন—একজন "চতুর্ভুজ নর"। "গতশ্চ দদৃশে তত্র চতুর্ব্বাহুধরং নরম্॥ বি. পু. ৫।৩৭।৬৪॥" ইহা 'মানুষ দেহ" নয় ; সুতরাং "মানুষদেহ ত্যাগ করিলেন"—এইরূপ যথাশ্রুত অর্থ বিচার-সহ নয়। তবে প্রকৃত অর্থ কি হইবে? "মানুষ দেহ"-অর্থ "মনুষ্যলোকে প্রকটিত দেহ বা শ্রীবিগ্রহ" ; "সেই দেহ ত্যাগ করিলেন" অর্থ—প্রকটিত দেহ ত্যাগ করিলেন, অর্থাৎ দেহের প্রকটত্ব ত্যাগ করিলেন, প্রকটিত দেহকে (সুতরাং লীলাকেও) অপ্রকট করিলেন ; যাহা লোক-নয়নের গোচরীভূত করিয়াছিলেন, তাহা আবার লোক নয়ন হইতে অন্তর্হিত করিলেন। এইরূপ অর্থ না করিলে বিষ্ণুপুরাণের বাক্যগুলির পরস্পরের সঙ্গতি থাকে না।

এইরূপ অর্থের পশ্চাতে যুক্তি এবং ন্যায়ের বিধানও বিদ্যমান। একজন পথিক জলপূর্ণ একটী স্বর্ণ-নির্মিত কলস লইয়া পথ চলিতে চলিতে ক্লান্তিবশতঃ ভার বহনে অসমর্থ হইয়া "সজল স্বর্ণ কলস পরিত্যাগ করিল"—একথা বলিলে জল ফেলিয়া দিয়া ভার কমাইয়া স্বর্ণ-কলসটীকে রাখাই বুঝায়। "সজল-কনক-কলসং পান্থস্ত্যজতীত্যুক্তে ভারবহনশ্রমাৎ নির্জ্জলীকৃতস্য কলসস্য গ্রহণং প্রতীয়তে।" এস্থলে "সজল-কনক-কলস"-শব্দে "কনক কলস"-শব্দটী হইতেছে বিশেষ্য ; "সজল—জলপূর্ণ"-শব্দটী হইতেছে তাহার বিশেষণ। ভারবহনে অসমর্থ পথিক বিশেষ্য কনক-কলসটিই পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, ইহা সম্ভব নয় ; জল ফেলিয়া দিয়া ভার কমাইয়া কনক-কলসটি লইয়া যাইবেন—ইহাই সম্ভব ; সুতরাং "ত্যজতি—ত্যাগ করে" এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য "কনক-কলস"-এর সম্বন্ধ সমীচীন হয় না ; বিশেষণ "সজল"-এর সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ অর্থাৎ পথিক কলসের "সজলত্বই—জলই" ত্যাগ করেন। তদ্রূপ, বিষ্ণুপুরাণোক্ত শ্লোকের "তত্যাজ মানুষং দেহম্"-বাক্যে "দেহম্" হইতেছে বিশেষ্য, আর "মানুষম্" হইতেছে তাহার বিশেষণ। শ্রীকৃষ্ণের দেহ সচ্চিদানন্দ বলিয়া তাহার ত্যাগ সম্ভব নয়, সুতরাং তাহার সহিত "তত্যাজ" ক্রিয়ার সম্বন্ধ সমীচীন হয় না ; কাজেই এই ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ হইবে বিশেষণ "মানুষম্—মনুষ্যলোকে প্রকটিত" শব্দের সঙ্গে ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ "মানুষম্—মনুষ্যলোকে প্রকটত্ব" ত্যাগ করিলেন—দেহটী রক্ষা করিয়া—সশরীরে অপ্রকট প্রকাশে প্রবেশ করিলেন। এইরূপ অর্থের সমর্থক ন্যায় হইতেছে—"সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যবাধে—বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যের সহিত বিধি বা নিষেধের যোগ থাকিলে যদি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিশেষ্যের সহিত সেই বিধি বা নিষেধের সম্বন্ধ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বিশেষণের উপরেই সেই বিধি বা নিষেধের প্রভুত্ব সংক্রামিত হইবে।" এস্থলে বিশেষ্যপদ যে "দেহ", তাহার সহিত "তত্যাজ" এই ক্রিয়াপদরূপ বিধির সম্বন্ধ বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় বিশেষণ "মানুষ"-এর সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ হইবে।

এইরূপে দেখা গেল—বিষ্ণুপুরাণের উক্তির তাৎপর্য্য হইতেও বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ সশরীরেই অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—যদি তিনি সশরীরেই অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণ কেন বলিলেন—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের দেহ অন্বেষণ করিয়া সৎকার করিয়াছেন। মহাভারতও তো তাহাই বলেন? শ্রীকৃষ্ণ যদি সশরীরেই স্বধামে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে সৎকারের জন্য দেহ আসিল কোথা হইতে?

দুইভাবে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারত, এতদুভয়ের প্রত্যেকের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে দুইটী উক্তির মধ্যে একটী অপরটীর বিরোধী। বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় মহাভারত হইতেও জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ সশরীরেই অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন; আবার ইহাও জানা যায় যে, তাঁহার পরিত্যক্ত দেহের সৎকার করা হইয়াছে। যিনি সশরীরে অন্তর্হিত হইলেন, তাঁহার আবার পরিত্যক্ত দেহ থাকা সম্ভব নহে। এই পরস্পর-বিরোধী দুইটী বাক্যের একটীই সত্য হইতে পারে, উভয়টী সত্য হইতে পারেনা। এখন দেখিতে হইবে—কোন্‌টী সত্য। যে বাক্যটী সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থে মতভেদ দৃষ্ট হয় না, তাহাকেই সর্ব্বসম্মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে সশরীরে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সকল গ্রন্থ হইতেই তাহা জানা যায়; এ-সম্বন্ধে মতভেদ নাই; সুতরাং ইহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আর, শ্রীকৃষ্ণের পরিত্যক্ত দেহ যে পড়িয়া ছিল, তাহার যে অগ্নি সৎকার করা হইয়াছে—একথা পুরাণ-শিরোমণি এবং প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন না; সুতরাং তাঁহার পরিত্যক্ত দেহের অবস্থিতি এবং সৎকার-সম্বন্ধে মতভেদ আছে; ইহা সর্ব্বসম্মত নহে বলিয়া—বিশেষতঃ যে দুইটী গ্রন্থে পরিত্যক্ত-দেহের অবস্থিতির এবং সৎকারের উল্লেখ আছে, সেই দুইটী গ্রন্থের প্রত্যেক গ্রন্থেই শ্রীকৃষ্ণের সশরীরে অন্তর্দ্ধান-প্রাপ্তির পূর্ব্বোক্তি আছে বলিয়া—ইহাকে (পরিত্যক্ত দেহের অবস্থিতি-সূচক বাক্যকে) সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়না। হয়তে অনবধানতাবশতঃই এই দুই গ্রন্থে পরিত্যক্ত দেহের উল্লেখ করা হইয়াছে। কোনও কোনও ঋষির এ-জাতীয় অনবধানতার কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিতেছেন—"এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কে চ নান্বিতাঃ। যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যুত॥ শ্রী. ভা. ১০।৭৭।৩০॥—হে রাজর্ষে! (শাল্ব মায়া-রচিত বসুদেবকে হত্যা করিলে শ্রীকৃষ্ণ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন,) কোনও কোনও ঋষি একথা বলিয়া থাকেন। তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান করিয়া কথা বলেন না, স্বীয় বাক্যের পরস্পর-বিরুদ্ধতা তাঁহারা স্মরণ করেন না।" বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতে মায়ামলিন-চিত্ত সাধারণ লোক-প্রতীতির অনুরূপ কথাই লিখিত হইয়াছে (টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বলিতে পারেন—বলদেবের এবং পরস্পর-কর্ত্তৃক নিহত যাদবদের পরিত্যক্ত দেহও তো পড়িয়াছিল এবং তাঁহাদের পরিত্যক্ত দেহেরও তো সৎকার করা হইয়াছে। বলরাম হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ; সুতরাং তাঁহার দেহও প্রাকৃত নহে, তাঁহারও জন্ম-মৃত্যু সম্ভব নহে; তিনিও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। আর, যাদবগণও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পার্ষদ; সুতরাং তাঁহারাও জীবতত্ত্ব নহেন, তাঁহাদেরও জন্ম-মৃত্যু থাকিতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিরোভাবের ন্যায় তাঁহাদেরও আবির্ভাব-তিরোভাব। তাঁহারাও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তথাপি, তাঁহারাও যে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিত্যক্ত দেহেরও যে সৎকার করা হইয়াছিল, শ্রীমদ্‌ভাগবতও

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাহা বলেন ; এসম্বন্ধে তো মতভেদ নাই ; সুতরাং ইহাও সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। তাহাই যদি হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের পরিত্যক্ত দেহের অবস্থিতি এবং সৎকারই বা স্বীকৃত হইতে আপত্তি কিরূপে উঠিতে পারে ?

উত্তর—বলদেব এবং যাদবগণ যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ, সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব, তাঁহাদের যে জন্ম-মৃত্যু নাই, আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র আছে, এ-কথা সত্য। আবার, ইহা যেমন সত্য, তাঁহাদের দেহের অবস্থিতির এবং সৎকারের কথাও তেমনই সত্য। কিন্তু যে দেহগুলির সৎকার করা হইয়াছিল, সেগুলি সত্যই তাঁহাদেরই দেহ ছিল না। এই দেহগুলি ছিল মায়াকল্পিত। এইরূপ মায়াকল্পিত দেহের কথা শাস্ত্রে আরও দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণ হইতে জানা যায়, রাবণ যে-সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রকৃত সীতা ছিলেন না ; তিনি ছিলেন অগ্নিদেবের কল্পিত ছায়া-সীতা বা মায়া-সীতা (মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। মহাভারতের স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব হইতেও জানা যায়, যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গে গিয়াছিলেন, তখন অর্জ্জুনাদির সহিত একই সঙ্গে বাস করার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে তাঁহাদের নিকটে নেওয়া হইয়াছিল ; তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহারা নরকে বাস করিতেছেন। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইলে তাঁহার বিস্ময় দূর করার জন্য ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনাদি তোমার ভ্রাতৃবর্গ বাস্তবিক নরকে অবস্থিত নহেন। তুমি যে নরক দর্শন করিতেছ, তাহা দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক কল্পিত মায়ামাত্র। "ন চ তে ভ্রাতরঃ পার্থ নরকস্থা বিশাম্পতে। মায়ৈষা দেবরাজেন মহেন্দ্রেণ প্রয়োজিতা॥"

কেবল যে যাদবদিগের পরিত্যক্তরূপে প্রতীয়মান দেহগুলিই মায়াকল্পিত ছিল, তাহা নহে ; সমগ্র মৌষল-লীলাটীই ছিল শ্রীকৃষ্ণের মায়া ; তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সারথি-দারুকের নিকটে বলিয়াছেন। "ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ। মন্মায়ারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥ শ্রী. ভা. ১১।৩০।৪৯॥—মৌষল-লীলার অন্তে শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বলিলেন—তুমিও আমার ধর্ম্মে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ ও উপেক্ষক হইয়া এ-সকল আমার মায়ারচিত জানিয়া শান্তিলাভ কর।" এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকা বলেন—অথ দারুকসান্ত্বনায় মৌষলাদ্যর্জ্জুনপরাভব-পর্য্যন্তায়া লীলায়া ঐন্দ্রজালবদ্‌রচিতত্বমুপদিশতি ত্বন্তিতি। ＊＊ অধুনা প্রকাশিতাং সর্ব্বামেব মৌষলাদিলীলাং মম মায়য়া এব ইন্দ্রজালবদ্‌ রচিতাং বিজ্ঞায়-ইত্যাদি—অধুনা প্রকাশিত মৌষলাদি সমস্ত লীলাকেই ইন্দ্রজালের ন্যায় আমার মায়ারচিত বলিয়া জানিবে।

প্রভাসতীর্থে শ্রীকৃষ্ণমায়ায় বিমোহিত হইয়াই যে যাদবগণ নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। "কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং সংঘর্ষঃ সুমহানভূৎ॥ শ্রী. ভা. ১১।৩০।১৩॥" আর শ্রীকৃষ্ণ যে নিজে অন্তর্দ্ধান করার সঙ্কল্প করিয়া স্বীয় দ্বারকা-পরিকর যাদবদিগকেও অন্তর্দ্ধাপিত করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং যাদবদের নিজেদের মধ্যে একটা কলহের সৃষ্টি করিয়া তদুপলক্ষেই তাঁহাদিগকে অন্তর্দ্ধাপিত করাইবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মশাপের অবতারণা করাইয়াছিলেন, তাহাও শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন। "ভূভাররাজপৃতনা যদুভির্নিরস্য গুপ্তৈঃ স্ববাহুভি রচিন্তয়দপ্রমেয়ঃ। মন্যেঽবনের্নন্বু গতোঽপ্যগতং হি ভারং যদ্‌যাদবং কুলমহো অবিষহ্যমাস্তে॥ নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎ কথঞ্চিন্মৎসংশ্রয়স্য বিভবোন্নহনস্য নিত্যম্। অন্তঃ কলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণুস্তম্বস্য বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধাম॥ এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ। শাপব্যাজেন বিপ্রাণাং সঞ্জহ্রে স্বকুলং বিভুঃ॥ শ্রী. ভা. ১১।১।৩-৫॥"

এ-সমস্ত যে শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় রচিত ইন্দ্রজাল মাত্র, শুকদেবও পরীক্ষিতের নিকটে তাহা বলিয়াছেন। "রাজন্ পরস্য তদ্ভূভৃজ্জননাপ্যয়েহা মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য॥ শ্রী. ভা. ১১।৩১।১১॥—হে রাজন্! যাদবদিগের এবং তাঁহার নিজেরও আবির্ভাব-তিরোভাব-চেষ্টা নটের ন্যায় মায়াবিড়ম্বনমাত্র।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী এক ঐন্দ্রজালিকের বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছেন। কোনও এক ঐন্দ্রজালিক নট কোনও রাজার সভায়

উপস্থিত হইয়া স্বীয় চাতুর্য্য-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাহার একটীমাত্র দেহ হইতেই সহসা বহু সহস্র রাজা ও রাজপুত্র, হাতী, ঘোড়া, সৈন্যাদি আবিষ্কার করিয়া, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ উৎপাদিত করিয়া, অস্ত্র-শস্ত্রের প্রহারে সকলকে কাল-কবলিত করাইল। পরে নিজে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিস্থ হওয়ার ভাণ করিল। তখন তাহার দেহ হইতে আগুন জলিয়া উঠিয়া তাহার দেহকে ভস্মীভূত করিল। তাহা দেখিয়া তাহার স্ত্রীপুত্রাদিও শোকবিহ্বল হইয়া সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কিছুদিন পরে রাজা একখানি পত্র পাইলেন; তাহাতে সেই ঐন্দ্রজালিক নট তাঁহাকে জানাইয়াছে—রাজা যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ঐ নটের ইন্দ্রজাল-বিদ্যার কলা-কৌশল; সমস্তই মিথ্যা। শ্রীকৃষ্ণের মৌষলাদি লীলাও তাঁহার মায়ারই কলাকৌশল মাত্র—অবাস্তব।

বস্তুতঃ, শ্রীকৃষ্ণ যখন লীলা অন্তর্দ্ধান করার সঙ্কল্প করিলেন, তখন নিত্যপরিকর প্রদ্যুম্নাদিকে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত—করাইয়া, লীলা-প্রকটনের সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কন্দর্প-কার্ত্তিকেয়াদি যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছিলেন, সকলের অলক্ষিতভাবে তাঁহাদিগকে প্রদ্যুম্নাদির দেহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া মায়াকল্পিত দেহ দিয়া তাঁহাদিগকে প্রদ্যুম্নাদিরূপেই সকলের নিকটে প্রতিভাত করাইলেন। পরে অন্যান্য দ্বারকাবাসীদের সহিত তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি প্রভাসতীর্থে যাইয়া তাঁহাদের দ্বারা দান-ধ্যানাদি করাইলেন। এই মায়াকল্পিত দেহধারী দ্বারকা-বাসীরাই মৈরেয়-মধু পান করিয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন এবং পরস্পর কলহ করিয়া পরস্পরকে নিহত করিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্নাদির মায়াকল্পিত দেহ হইতেই তিনি কন্দর্প-কার্ত্তিকেয়াদি আধিকারিক ভক্তগণকে তাঁহাদের স্ব-স্বস্থানে—স্বর্গাদিতে—পাঠাইলেন। যে সমস্ত দেহ পড়িয়াছিল এবং যে সমস্ত দেহের সৎকার করা হইয়াছিল, সে সমস্তই ছিল মায়াকল্পিত। (স্বীয়লীলাপরিকরৈর্যদুভিঃ সহ দ্বারাবত্যামেব যথাস্থিতমেব বিরাজিষ্যে, কিন্তু প্রাপঞ্চিক-সর্ব্বলোকচক্ষুর্ভ্যস্তিরোভূয়ৈব তথা প্রদ্যুম্নশাম্বাদিষু মন্নিত্যপরিকরেষু তত্তদ্বিভূতয়ো যে দেবা কন্দর্পকার্ত্তিকেয়াদয়ঃ প্রবেশিতা বর্ত্তন্তে তানেব যোগবলেন তত্তদ্দেহতোঽলক্ষিতমেব নিষ্কাশ্য প্রদ্যুম্নাদিত্বেন এব অভিমন্যমানান্ সর্ব্বলোক-লোচনেষ্বপি তথৈব ভাতান্ কৃত্বা তৈরন্যৈশ্চ দ্বারকাবাসিভিঃ সার্দ্ধং প্রভাসং গত্বা দানধ্যানমধুপানাদিকং কারয়িত্বা তানাধিকারিকভক্তান্ স্বস্বাধিকারেষু স্বর্গ এব প্রস্থাপ্য তদন্যৈর্দ্বারকাবাসিজনৈঃ সহ দাসরথিস্বরূপ ইব বৈকুণ্ঠে প্রস্থাস্যে, কিন্তু লোকলোচনেষু মায়াদোষং প্রবেশ্যৈব যেন লোকা এবং মংস্যন্তে দ্বারাবত্যাঃ সকাশাদ্বিক্রম্য সর্ব্বে যদুবংশ্যাঃ প্রভাসং গত্বা ব্রহ্মশাপগ্রস্তা মধু পীত্বা মত্তাঃ পরস্পর-প্রহৃতা দেহাংস্তত্যুজুঃ-পরমেশ্বরোঽপি স রামস্ত্যক্তমানুষদেহ এব স্বধামারুরোহ তস্মান্মানুষ-শরীরমিদমনিত্যং মায়িকমেকে বদিষ্যন্তি। শ্রীমদ্ভাগবতের “এতে ঘোরা মহোৎপাতা”-ইত্যাদি ১১।৩০।৫-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।)

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোনও মায়াকল্পিত দেহ ছিল না; অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁহার কোনও পরিত্যক্ত দেহও ছিল না। যিনি স্বীয় গুরু সন্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে যমপুরী হইতে তাঁহার মর্ত্ত্যদেহেই ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, যিনি মাতৃগর্ভে ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি অন্তকের অন্তক শঙ্করকেও বাণযুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন, জরানামক ব্যাধকেও যিনি সশরীরে স্বর্গে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি কি আত্ম-সংরক্ষণে অপারগ ? তিনি কি সশরীরে স্বীয় ধামে প্রবেশ করিতে অসমর্থ ? “মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং ত্বাঞ্চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্। জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্মৃগয়ুং সদেহম্॥ শ্রী. ভা. ১১।৩১।১২॥”

এইরূপে দেখা গেল, মৌষল-লীলা ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারই মায়াময়, অবাস্তব।

শ্রীকৃষ্ণের মৌষলাদি-লীলা যে মায়াকল্পিত, তাহা কিন্তু মায়ামলিন-চিত্ত প্রাকৃত লোক বুঝিতে পারে না। যাহাদের চক্ষু পিত্তাদি-দোষযুক্ত, তাহারা যেমন ধবল এবং উজ্জ্বল শঙ্খকেও পীতবর্ণ দেখে, তদ্রূপ যাহারা মায়াবদ্ধ, তাহারা তাঁহার সচ্চিদানন্দময়ী নির্য্যান-লীলাকেও প্রাকৃত বলিয়া মনে করে—মনে করে, তিনি যেন দ্বারকাবাসীদের সহিত প্রাকৃত লোকের মতনই দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার মহিষীবর্গও বহ্নিপ্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ

করিয়াছেন। কেবল প্রাকৃত লোকেরাই যে এইরূপ মনে করে, তাহাও নয়; শ্রীকৃষ্ণ-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অর্জ্জুনাদিও এবং পরাশরাদি মুনিগণ (বিষ্ণুপুরাণে) এবং বৈশম্পায়নও (মহাভারতে) ঐরূপ সাধারণ-লোক-প্রতীতির অনুরূপ কথাই বর্ণন করিয়াছেন। "যথা ধবলোজ্জ্বলমপি শঙ্খং পিত্তাদিদোষোপহতচক্ষুষো মলিনপীতমেব পশ্যন্তি, তথৈব সচ্চিদানন্দময়ীমপি মন্নির্য্যানলীলাং মায়াদোষোপহতচিত্তচক্ষুষঃ প্রদ্যুম্নাদিসর্ব্বপরিকরসহিতমদ্দেহত্যাগ-রুক্মিণ্যাদি-মহিষীবহ্নিপ্রবেশাদিদুরবস্থাময়ীং প্রাকৃতীমেব দ্রক্ষ্যন্তি নিশ্চেষ্টন্তিচ। ন কেবলং প্রাকৃতাঃ, কিন্তু মদংশার্জ্জুনাদয়োঽপি তথৈব বৈশম্পায়ন-পরাশরাদয়ে মুনয়োঽপি স্বস্বসংহিতাসু বর্ণয়েয়ুরপি।—এতে ঘোরা মহোৎপাতা-ইত্যাদি শ্রীভা. ১১।৩০.৫-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" অর্জ্জুন যে সমস্ত দেহের সৎকারাদি করিয়াছেন, সে সমস্ত মায়াকল্পিত, শ্রীকৃষ্ণমায়ায় তাহা অর্জ্জুনও বুঝিতে পারেন নাই। অজ্ঞতাবশতঃ সাধারণ লোক মনে করিয়াছে, সকলেই দেহত্যাগ করিয়াছেন; এই লোক-প্রতীতির অনুসরণ করিয়াই বৈশম্পায়ন মহাভারতের এবং পরাশর বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা দিয়াছেন।

কেশাবতার--কেশ + অবতার = কেশাবতার; কেশের অবতার।

বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়, অসুর-প্রকৃতি রাজন্যবর্গ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া পৃথিবী যখন স্বীয় দুঃখ-মোচনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার নিকটে উপনীত হইলেন, তখন অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে ব্রহ্মা ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর স্তবস্তুতি করিয়া পৃথিবীর দুঃখের কথা জানাইলে—"এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ। উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে॥ উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে। অবতীর্য্য ভুবোভার-ক্লেশহানিং করিষ্যতঃ॥ বি. পু. ৫।১।৫৯-৬০॥' এই শ্লোকদ্বয়ের যথাশ্রুত অর্থ এইরূপ:—পরাশর ঋষি মৈত্রেয়কে বলিলেন—"হে মহামুনে! ভগবান্ পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত হইয়া আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ কেশদ্বয় উৎপাটিত করিলেন এবং সুরগণকে বলিলেন—আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ক্লেশ দূর করিবেন।" ইহার পরে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—কৃষ্ণকেই দেবকীর অষ্টম গর্ভে এবং শ্বেতকেশ দেবকীর সপ্তম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কংসাদিকে বিনাশ করিবে।

উল্লিখিত যথাশ্রুত অর্থ হইতে কেহ কেহ মনে করেন—ক্ষীরোদশায়ীর কৃষ্ণবর্ণ কেশের অবতারই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্বেতবর্ণ কেশের অবতারই বলরাম। কেশ-শব্দের একটী প্রচলিত অর্থ হইতেছে—চুল, সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে বলা হয়—বাল, কচ, কুন্তল, চিকুর ইত্যাদি; যাঁহারা কৃষ্ণ-বলরামকে ক্ষীরোদশায়ীর কেশের অবতার বলেন, তাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণ-বলরাম হইতেছেন ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের মস্তকস্থিত চুলেরই অবতার।

মহাভারতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। "স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ববর্হে শুক্লমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ। তয়ো রেকো বলভদ্রো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূবঃ যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। ২৯-ধৃতবচন।" এই শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থ বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থেরই অনুরূপ।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি এইরূপ:—"ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিত-কৃষ্ণকেশঃ। জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি॥ শ্রীভা. ২।৭।২৬—অসুর-সেনা-নিপীড়িত পৃথিবীর ভার হরণের জন্য শ্বেতকৃষ্ণ-কেশ ভগবান্ স্বীয় অংশ বলদেবের সহিত অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় অসাধারণ মাধুর্য্য ও মহিমা প্রকাশ করিয়া লীলা করিবেন। তাঁহার বর্ত্ম বা লীলার রহস্য সকলেরই দুর্জ্ঞেয়।" শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত যাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাকে "সিতকৃষ্ণকেশঃ—শ্বেত-কৃষ্ণ-কেশযুক্ত" বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের উক্তির যথাশ্রুত অর্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করিলে মনে হয়—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই পৃথিবীর ভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন;

যেহেতু, বিষ্ণুপুরাণের এবং মহাভারতের শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থে ক্ষীরোদশায়ীই শ্বেত-কৃষ্ণ-কেশযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই যথাশ্রুত অর্থ বিচারসহ নহে। তাহার হেতু এই :

"কেশ"-শব্দের সাধারণ অর্থ চুল। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোক-সমূহে "চুল"-অর্থেই "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিলে ইহাই মনে করিতে হয় যে, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের মস্তকে শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ চুল ছিল বা আছে। তাহা হইলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, ক্ষীরোদশায়ীর মস্তকের চুল স্বভাবতঃই শ্বেত-কৃষ্ণ অর্থাৎ তাঁহার কতকগুলি চুল স্বভাবতঃই শ্বেতবর্ণ (বা পাকা) এবং কতকগুলি চুল স্বভাবতঃই কৃষ্ণবণ (বা কাঁচা); অথবা তাঁহার মস্তকের চুল প্রথমে সকলগুলিই কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কালবশে তাহার মধ্যে কতকগুলি পাকিয়া শ্বেতবর্ণ (বা সাদা) হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্ষীরোদশায়ীর চুল স্বভাবতঃই যে শ্বেত-কৃষ্ণ (কাঁচা-পাকা), তাহার কোনও প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। "ন চাস্য নৈসর্গিক-সিতকৃষ্ণতেতি প্রমাণমস্তি॥ শ্রীভা. ২।৭।২৬-শ্লোকের টীকায় ক্রমসন্দর্ভ"॥ সুতরাং তাঁহার চুল স্বভাবতঃই শ্বেত-কৃষ্ণ—এই অনুমান বিচারসহ নয়। আর তাঁহার চুল প্রথমে সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কালবশে পরে কতকগুলি চুল পাকিয়া শ্বেতবর্ণ (সাদা) হইয়া গিয়াছে—এইরূপ অনুমানও গ্রহণীয় হইতে পারে না; এই অনুমান স্বীকার করিতে গেলে মনে করিতে হয়, সাধারণ মানুষের ন্যায় ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণও কালের প্রভাবের অধীন। দেবতামাত্রই যে নির্জ্জর, ইহা অতি প্রসিদ্ধ। ভগবান্ কালের প্রভাবের অতীত; জরা বা বার্দ্ধক্য হইতেই লোকের মাথার চুল পাকিয়া সাদা হইয়া যায়; ভগবানের জরা বা বার্দ্ধক্য সম্ভব নয়; তাঁহার রূপ নিত্য। "যৈর্যথাশ্রুতমেবেদং ব্যাখ্যাতং তে তু ন সম্যক্ পরামৃষ্টবন্তঃ। যতঃ সুরমাত্রস্যৈব নির্জ্জরত্বং প্রসিদ্ধম্। অকাল-কলিতে ভগবতি জরানুদয়েন কেশশৌক্ল্যানুপপত্তিঃ॥ শ্রীভা. ২।৭।২৬ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকা।" সুতরাং কালপ্রভাবে ক্ষীরোদশায়ীর কতকগুলি চুল পাকিয়া শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল,—এই অনুমানও বিচরসহ নহে। এইরূপে দেখা গেল, শ্লোকস্থিত "কেশ"-শব্দের "চুল"-অর্থ বিচারসহ নয়। তাহা হইলে কোন্ অর্থে "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

বিষ্ণুপুরাণ বা মহাভারত বা শ্রীমদ্ ভাগবত—সর্ব্বত্রই "কেশ"-শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে; বাল, কচ, কুন্তল, চিকুর প্রভৃতি যে সকল শব্দে চুল বুঝায়, এরূপ কোনও শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, একটী বিশেষ অর্থে এসকল স্থলে "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভগবানের অংশুকে (তেজঃ, কিরণ, শক্তি প্রভৃতিকে) যে বিশেষ অর্থে "কেশ" বলা হয়, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান্। সহস্রনাম-ভাষ্যে ধৃত মহাভারত-বচনে দৃষ্ট হয়, ভগবান্ বলিতেছেন—আমাতে বিদ্যমান অংশুসমূহের (জ্যোতিঃ সমূহের) নাম "কেশ"; তাই সর্ব্বজ্ঞ মুনিসত্তমগণ আমাকে "কেশব" বলেন। "অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশ-সংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনিসত্তমাঃ॥" কেশ + ব = কেশব; কেশ-শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ব-প্রত্যয়; অর্থ—কেশ আছে যাঁহার, তিনি কেশব। মোক্ষধর্ম্মে বর্ণিত আছে—নারদ ভগবানের মধ্যে নানাবর্ণের কিরণসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতার-প্রসঙ্গে সর্ব্বত্রই যখন "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কোথাও চুল-বাচক বাল, কচ, প্রভৃতির কোনও একটী শব্দও ব্যবহৃত হয় নাই এবং ভগবান্ যখন নিজ মুখেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার জ্যোতিঃ বা কিরণকেই "কেশ" বলা হয়, স্বয়ং নারদও যখন স্বচক্ষে ভগবানের মধ্যে নানাবর্ণের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছেন, তখন উপরি উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে "জ্যোতিঃ"-অর্থেই যে "কেশ" ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না। "তত্র চ সর্বত্র কেশেতর শব্দাপ্রয়োগাৎ নানাবর্ণাংশূনাং শ্রীনারদদৃষ্টতয়া মোক্ষধর্ম্মপ্রসিদ্ধেশ্চ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ২৯॥" নৃসিংহপুরাণেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীনৃসিংহপুরাণে সিতাসিতে চ মচ্ছক্তী ইতি তচ্ছক্তিদ্বারৈব শ্রীকৃষ্ণেন ভূদ্যোতনাপেক্ষয়া॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ॥ ২৯"—নৃসিংহপুরাণে শ্রীনৃসিংহদেব বলিয়াছেন—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"আমার শুক্ল (সিত) কৃষ্ণ (অসিত) শক্তি কংসাদিকে হত্যা করিবে।" এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীনৃসিংহদেবের অসুর-ঘাতন-শক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে থাকিয়া কংসাদিকে হত্যা করিবে। "স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত পালন॥ ১।৪।৭॥ পূর্ণভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ ১।৪।৯॥ অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে ক'রে কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥ ১।৪।১২॥" শ্রীনৃসিংহদেবের মধ্যে যে অসুর-সংহারিণী-শক্তি বিরাজিত, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের অভ্যন্তরস্থিত বিষ্ণু হইতে বিকশিত হইয়া অসুর-সংহার করিয়া থাকে। (অংশু, কিরণ, তেজঃ, শক্তি প্রভৃতি একই অর্থ-বাচক শব্দ)।

এইরূপে দেখা গেল, বিষ্ণুপুরাণাদির শ্লোকে "তেজঃ বা শক্তি" অর্থেই "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—"কেশ"-শব্দের "তেজঃ বা জ্যোতিঃ"-অর্থ ধরিলে বিষ্ণুপুরাণাদির উক্তির তাৎপর্য্য কি হইবে?

বিষ্ণুপুরাণাদির শ্লোকের তাৎপর্য্য আলোচিত হইতেছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটী কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। বিষ্ণুপুরাণেই অক্রূর-স্তবে শ্রীকৃষ্ণকে "পরম ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে (ন যত্র নাথ বিদ্যন্তে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ। তদ্ব্রহ্ম পরমং নিত্যমবিকারি ভবানজ॥ ৫।১৮।৫৩॥) এবং যে অক্ষর পরব্রহ্মস্বরূপ এবং পরব্রহ্মের বাচক, শ্রীকৃষ্ণকে সেই ওঙ্কারও বলা হইয়াছে (বিশ্বং ভবান্ সৃজতি সূর্য্যগভস্তিরূপে বিশ্বঞ্চ তে গুণময়োঽয়মজ প্রপঞ্চঃ। রূপং সদিতি বাচকমক্ষরং যৎ জ্ঞানাত্মনে সদসতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ॥ ৫।১৮।৫৭॥)। যিনি প্রণব এবং প্রণব যাঁহার বাচক, যিনি পরম-ব্রহ্ম, তিনি কাহারও অংশ হইতে পারেন না; অপর সকলই তাঁহার অংশ বা বিভূতি। তিনি স্বয়ং ভগবান্। বিষ্ণুপুরাণ স্পষ্ট কথাতেও তাহাই বলিয়াছেন। "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্॥ ৪।১১।১২॥"—যিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম—সুতরাং স্বয়ংভগবান্, এই শ্লোকে তাহাই বলা হইল। পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকের অন্তর্গত "বিশ্বং ভবান্ সৃজতি"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে। ক্ষীরোদশায়ী হইলেন জগতের পালনকর্ত্তা, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মা, বিষ্ণু (ক্ষীরোদশায়ী) ও শিব রূপে জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু (ক্ষীরোদশায়ী) এবং শিব যে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশবিশেষ, অক্রূর-স্তবে বিষ্ণুপুরাণ তাহাও বলিয়াছেন। "প্রসীদ সর্ব্ব সর্ব্বাত্মন্ ক্ষরাক্ষরময়েশ্বর। ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাখ্যাভিঃ কল্পনাভিরুদীরিতঃ॥ বি. পু. ৫।১৮।৫১॥" এই সমস্ত প্রমাণ-বলে বিষ্ণুপুরাণ হইতেই জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, পরম-ব্রহ্ম এবং ক্ষীরোদশায়ী তাঁহার প্রকাশ-বিশেষ বা অংশ।

মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণই প্রণব এবং শ্রীকৃষ্ণই পরম-ব্রহ্ম, সমস্তের পরম ধাম বা আশ্রয়, সমস্তের আদি, অজ, শাশ্বত, বিভু। "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ৯।১৭॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ॥ পরংব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥" ১০।১২॥ অর্জ্জুনোক্তিঃ॥" শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অপর কেহ নাই, গীতা তাহাও বলিয়াছেন। "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিংশ্চিদস্তি ধনঞ্জয়॥ ৭।৬। শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ॥" এইরূপে মহাভারত হইতেও জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণই পরম-ব্রহ্ম, স্বয়ং ভগবান্, সকলের (সুতরাং ক্ষীরোদশায়ীরও) আদি এবং পরম আশ্রয়।

সর্ব্ব-বেদেতিহাসের সার প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥ শ্রীভা. ১।৩।২৮॥—শ্রীকৃষ্ণ হইলেন স্বয়ংভগবান্, অন্যান্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ (সুতরাং ক্ষীরোদশায়ীও) তাঁহার অংশ-কলা মাত্র॥" ব্রহ্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তবে, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ—শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্ট কথাতেই তাহা বলিয়াছেন। "নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী। নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলানয়াৎ তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ শ্রীভা. ১০।১৪।১৪॥" শ্রুতিতেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। "ওঁ যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ॥ উত্তর-গোপালতাপনী। ২৪॥—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেই গোপাল (শ্রীকৃষ্ণ) পরব্রহ্ম।" পরব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ)-সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও বলেন—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ৬।৭॥"-এই বাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে—ঈশ্বর-সমূহেরও পরম-মহেশ্বর, পতিসমূহের (জগতের পালনকর্ত্তাদিগেরও) পতি বলা হইয়াছে। সুতরাং জগতের পালনকর্ত্তা (পতি) ক্ষীরোদশায়ীরও যে তিনি পালনকর্ত্তা, তাহাই এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল।

ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মাও বলিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥ ৫।১॥—শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পরম-ঈশ্বর (শ্বেতাশ্বতরের ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্), অনাদি (যাঁহার আদি বা মূল কেহ নাই), আদি (যিনি সকলের আদি), সমস্ত কারণেরও মূল কারণ এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।"

এইরূপে দেখা গেল—বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রুতি, সংহিতাদি সমস্ত শাস্ত্রই এক বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তার কথাই বলিয়াছেন। এসম্বন্ধে মতভেদ নাই। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থে শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষীরোদশায়ীর কেশের (চুলের) অবতার বলিলে সমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণের সহিতও বিরোধ জন্মে এবং বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের স্ব-স্ব-উক্তির সহিতও বিরোধ জন্মে।

বিষ্ণুপুরাণাদির শ্লোকের বিচারসহ তাৎপর্য্য কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

প্রথমে বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকই বিবেচিত হইতেছে। "ভগবান্ আত্মনঃ সিতকৃষ্ণৌ কেশৌ উজ্জহার; সুরান্ উবাচ চ—এতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে অবতীর্য্য ভুবঃ ভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ।"—ইহাই হইল শ্লোকের অন্বয়। এস্থলে "আত্মনঃ"-শব্দ হইতেছে পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত, অর্থ—আত্ম (নিজ) হইতে, নিজের নিকট হইতে, আত্মনঃ সকাশাৎ, নিজের মস্তক হইতে। "কেশৌ"-শব্দে জ্যোতির্দ্বয় বুঝায়। "উজ্জহার"-ক্রিয়াপদের অর্থ—উদ্ধৃত করিলেন, প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন। ভগবান্ ক্ষীরোদশায়ী নিজের নিকট হইতে শ্বেত-কৃষ্ণ জ্যোতির্দ্বয় প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন। পূর্ব্ব আলোচনায় বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির নামই কেশ; তাঁহার মধ্যেই নারদ নানাবর্ণের জ্যোতি দেখিয়াছিলেন। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে—ক্ষীরোদশায়ী সেই জ্যোতিঃ পাইলেন কোথায়? উত্তর—পূর্ব্বের আলোচনায় বলা হইয়াছে—ক্ষীরোদশায়ী হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ; অংশের মধ্যে অংশীর তেজঃ—শক্তি—বিদ্যমান্ থাকে, অবশ্য পূর্ণমাত্রায় নহে। সঙ্কর্ষণ-বলরামও হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ, দ্বিতীয়-স্বরূপ। তেজের বর্ণ-সাদৃশ্যে কৃষ্ণবর্ণ তেজোদ্বারা শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্বেতবর্ণ তেজোদ্বারা শ্বেতবর্ণ বলরাম সূচিত হইতেছেন। অখণ্ড সুমেরু পর্ব্বতকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে অঙ্গুলিদ্বারা যেমন তাহার এক অংশ দেখাইয়া বলা হয়—"এই সুমেরু", তদ্রূপ শ্রীরামকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্র শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইয়া পরিপূর্ণ-স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ইঙ্গিতই করা হইয়াছে। এই ইঙ্গিত করিয়া ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ বলিলেন—যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র তেজঃ দেখাইলাম, তাঁহারা উভয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন। "মৎকেশৌ—আমার মধ্যে (ময়ি) অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতিঃ"। সমগ্র শ্লোকের তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ—"ভগবান্ ক্ষীরোদশায়ী নিজের নিকট হইতে তাঁহার অংশী শ্রীরামকৃষ্ণের শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন এবং সুরগণকে বলিলেন—আমার মধ্যে যে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্বেত-কৃষ্ণ-তেজঃ কিঞ্চিৎ বিরাজিত, যাহা আমি তোমাদিগকে প্রকটিত করিয়া দেখাইলাম—তাঁহারা উভয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারজনিত দুঃখ দূর করিবেন।"

এক্ষণে মহাভারতের শ্লোক বিবেচিত হইতেছে। "স চ অপি হরিঃ কেশৌ উদ্বর্হে, একং শুক্লম্, অপরঞ্চ অপি কৃষ্ণম্।" এস্থলে "উদ্বর্হে"-ক্রিয়াপদের অর্থ—যোগবলে নিজের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলেন।" "উদ্বর্হে যোগবলেন আত্মনঃ সকাশাৎ বিচ্ছিদ্য দর্শয়ামাস॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ২৯।" আর শ্লোকস্থ "স চ অপি"-অংশের "চ"-শব্দ সমুচ্চয়ার্থক। মহাভারতের এই শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে দেবগণ ভার-হরণের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। সমুচ্চয়ার্থক চ-শব্দে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে; তাৎপর্য্য এই:—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দেবগণ ভু-ভার-হরণের প্রার্থনা জানাইলে ক্ষীরোদশায়ী-হরি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া উদাসীনের মত রহিলেন
না; প্রার্থনার উত্তরে তিনি শ্বেত-কৃষ্ণ কেশ দেখাইলেন। আর "স চ অপি"-অংশের "অপি"-শব্দ প্রয়োগেরও
একটা সার্থকতা আছে। অপি-শব্দের অর্থ "ও"; "স অপি"—তিনিও, ক্ষীরোদশায়ী হরিও (শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ
দেখাইলেন)। ইহাতে বুঝা যায়—অপর কেহও শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইয়াছিলেন, ক্ষীরোদশায়ীও দেখাইয়াছিলেন।
কিন্তু অপর কেহ কে? এই অপর কেহ হইতেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁহারা হইতেছেন তেজঃ-প্রদর্শনের হেতু-কর্ত্তা;
তাঁহাদের প্রেরণাতেই ক্ষীরোদশায়ী শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইলেন। প্রেরণার প্রয়োজন এই যে—ক্ষীরোদশায়ী
হইলেন শ্রীরাম-কৃষ্ণের অংশ; অংশ-রূপে তিনি তাঁহাদের তেজের অংশ ধারণ করেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রেরণা
বা ইচ্ছাব্যতীত ক্ষীরোদশায়ী তাঁহাদের তেজঃ নিজের মধ্যে থাকিলেও দেখাইতে পারেন না। "অপিশব্দ-
স্তদুর্দ্বয়োগে শ্রীভগবৎ-সঙ্কর্ষণয়োরপি হেতুকর্ত্তৃত্বং সূচয়তি॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ২৯॥" তাহা হইলে, উপরে মহাভারতের
যে বাক্যাংশের অন্বয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই:—ভূ-ভার-হরণার্থ দেবগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত
হইয়া সেই ক্ষীরোদশায়ী হরি তাঁহার অংশী শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রেরণা পাইয়া নিজ সন্নিধান হইতে দুইটী তেজ বিচ্ছিন্ন করিয়া
দেখাইলেন; তাহাদের একটী শুক্ল এবং অপরটি কৃষ্ণ।

মহাভারত-শ্লোকের অপরাংশ এই—তৌচাপি কেশৌ আবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ।
এই অংশের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ বলিয়াছেন—তৌ চাপীতি চ-শব্দোঽনুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বেন
ভগবৎসঙ্কর্ষণৌ স্বয়মাবিবিশতুঃ পশ্চাত্তৌ চ তত্তাদাত্ম্যেন আবিবিশতুরিতি বোধয়তি। অপিশব্দো যত্র অনুস্যূতৌ
অমূ সোঽপি তদংশা অপীতি গময়তি। ইহার তাৎপর্য্য এই—"তৌ চাপি"-বাক্যাংশের "চ"-শব্দ অনুক্ত-সমুচ্চয়ার্থে
প্রযুক্ত হইয়াছে; তাহাতে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে যে, শ্রীরোহিণী-দেবকীতে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবিষ্ট
হইয়াছিলেন; পরে ক্ষীরোদশায়ীতে প্রকাশিত শুক্ল-কৃষ্ণ জ্যোতিঃ সেই রামকৃষ্ণে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া আবিষ্ট
হইয়াছে। "অপি"-শব্দ ইহাই বুঝাইতেছে যে,—যে-ক্ষীরোদশায়ী হরিতে শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ প্রকাশিত হইয়াছিল,
সেই হরি এবং তাঁহার অংশ সকলও শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিয়াছিলেন। "তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব"-ইত্যাদি
শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ বলেন—তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব ইত্যাদিকং তু নরো নারায়ণো ভবেৎ
হরিরেব ভবেন্নর ইত্যাদিবৎ তদৈক্যাবাপ্ত্যপেক্ষয়া—নর নারায়ণ হয়েন, নারায়ণই নর হয়েন; এস্থলে যেমন নরনারায়ণের
তাদাত্ম্য স্বীকার দ্বারাই অর্থসঙ্গতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্বেতজ্যোতিঃ শ্রীবলরামে এবং কৃষ্ণ-জ্যোতিঃ শ্রীকৃষ্ণে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত
হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

অসুর-সংহারের দ্বারাই ভূ-ভার হরণ করা হয়; অসুর-সংহার কিন্তু স্বয়ংভগবানের কার্য্য নহে; ইহা
হইতেছে জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর (ক্ষীরোদশায়ীর) কার্য্য। পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার উদ্ধৃত করিয়া
দেখান হইয়াছে, স্বয়ংভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন অপর ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহও (সুতরাং ক্ষীরোদশায়ীও)
তাঁহার মধ্যে আসিয়া অবতীর্ণ হয়েন। মহাভারতোক্ত শ্লোকের উল্লিখিত রূপ অর্থ এই সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ।
হরিবংশের উক্তিও ইহার সমর্থন করিতেছে। হরিবংশে কথিত আছে—"পুরুষ-নারায়ণ (ক্ষীরোদশায়ী) কোনও
পর্ব্বত-গুহায় স্বীয় মূর্ত্তি নিক্ষেপ করিয়া গরুড়কে সে স্থানে রাখিয়া স্বয়ং শ্রীদেবকীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন।" স্বয়ং
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় আবির্ভাব-সময়ে ক্ষীরোদশায়ীর তেজঃ আকর্ষণ করিয়াছিলেন; একথা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই হরিবংশ
ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লিখিত রূপই বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের উক্তির তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্যে বিষ্ণুপুরাণাদির অন্যস্থলে কথিত স্ব-স্ব-
বাক্যের সহিতও সঙ্গতি থাকে এবং অন্যান্য গ্রন্থোক্তির সহিতও সঙ্গতি থাকে।

এই আলোচনার প্রথমাংশে শ্রীমদ্ভাগবতের "ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ" (২।৭।২৬) ইত্যাদি যে
শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। এই শ্লোক আছে—পৃথিবীর দুঃখ

মহিষীহরণ-আদি সব মায়াময়। ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দূর করার নিমিত্ত "কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ" অবতীর্ণ হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—কলয়া রামেণ সহ জাতঃ সন্ কোঽসৌ জাতঃ সিতকৃষ্ণৌ কেশৌ যস্য ভগবতঃ স এব সাক্ষাৎ। সিতকৃষ্ণকেশত্বং শোভৈব ন বয়ঃপরিণামকৃতং অবিকারিত্বাৎ—নিজের অংশ শ্রীবলরামের সহিত অবতীর্ণ হইলেন। কে অবতীর্ণ হইলেন? সিত-কৃষ্ণ কেশ যে ভগবানের, সাক্ষাৎ তিনিই অবতীর্ণ হইলেন। এস্থলে সিত-কৃষ্ণ-কেশত্ব তাঁহার শোভাই সূচিত করিতেছে, বয়সের পরিণাম-বৃদ্ধত্ব সূচিত করিতেছে না; যেহেতু তিনি অবিকারী।" এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তচ্চ ন কেশমাত্রাবতারাভিপ্রায়ং কিন্তু ভারাবতরণরূপং কার্য্যং কিয়দেতং মৎকেশাবেবতৎকর্ত্তুং শক্তাবিতি—দ্যোতনার্থং রামকৃষ্ণয়োর্বর্ণসূচনার্থঞ্চ কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে। অন্যথা অত্রৈব পূর্ব্বাপরবিরোধাপত্তেঃ। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতিবিরোধাচ্চ—বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতে যে কেশ-প্রদর্শনের কথা দৃষ্ট হয়, ক্ষীরোদশায়ীর কেশই যে অবতীর্ণ হইবেন—একথা প্রকাশের অভিপ্রায়ে তাহা করা হয় নাই; কিন্তু—পৃথিবীর ভার-হরণ কি এমন কার্য্য, আমার কেশদ্বয়ই তাহা করিতে সমর্থ—এই তাৎপর্য্য প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণ-সূচনার্থই সিত-কৃষ্ণ-কেশ দেখান হইয়াছে। অন্যরূপ অর্থ করিতে গেলে, বিষ্ণুপুরাণ-মহাভারতের পূর্ব্বাপর উক্তির সহিতই বিরোধ জন্মিবে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্—এই শ্রীমদ্‌ভাগবতের উক্তির সহিতও বিরোধ জন্মিবে।" পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের উক্তি সম্বন্ধীয় আলোচনায় যাহা বলা হইয়াছে, শ্রীধরস্বামীর এই উক্তি তাহারই সমর্থন করিতেছে।

যাহা হউক, শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকে "কলয়া সিতকৃষ্ণ-কেশঃ" অংশের ক্রমসন্দর্ভটীকায় শ্রীজীবগোস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন—"কোঽসৌ কলয়া অংশেন সিতকৃষ্ণকেশো যঃ। সিতকৃষ্ণকেশৌ দেবৈর্দৃষ্টৌ ইতি শাস্ত্রান্তর-প্রসিদ্ধেঃ। সোঽপি যস্য অংশেন স এব ভগবান্ স্বয়মিত্যর্থঃ। তদবিনা ভাবিত্বাৎ।—যিনি অবতীর্ণ হইলেন, তিনি কে? যিনি অংশে (অংশস্বরূপ ক্ষীরোদশায়ীরূপে) সিতকৃষ্ণকেশ, তিনি। শাস্ত্রান্তরে বিষ্ণুপুরাণাদিতে) প্রসিদ্ধি আছে যে—দেবতাগণ (ক্ষীরোদশায়ীতে) সিতকৃষ্ণ কেশদ্বয় (জ্যোতিঃ) দেখিয়াছিলেন। তিনি সিতকৃষ্ণ কেশ (জ্যোতিঃ) দেখাইয়াছিলেন, তিনি যাঁহার অংশ, সেই স্বয়ং ভগবান্‌ই অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামীর এই উক্তিও পূর্ব্ব আলোচনার সমর্থক।

বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ যে বিচারসহ নয়, তাহা যে প্রকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী, উল্লিখিত আলোচনা হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা গেল।

৬০। মহিষী-হরণ—মহিষীহরণ সম্বন্ধে মহাভারতের মৌষল-পর্ব্বের সপ্তম অধ্যায় হইতে জানা যায়, বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সৎকারাদির পরে অর্জ্জুন যখন "সপ্তম দিবসে রথারোহণে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন বৃষ্ণিবংশীয় কামিনীগণ শোকার্ত্তা হইয়া রোদন করিতে করিতে অশ্ব, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্রসমাযুক্ত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃত্য, অশ্বারোহী ও রথিগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদায় অর্জ্জুনের আজ্ঞানুসারে বৃদ্ধ, বালক ও কামিনীগণকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। গজারোহিগণ পর্ব্বতাকার গজ-সমুদায়ে আরোহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বালকগণ বাসুদেবের ষোড়শ সহস্র পত্নী ও বজ্রকে অগ্রসর করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের যে কত অনাথা কামিনী পার্থের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। এইরূপে মহারথ অর্জ্জুন সেই যদুবংশীয় অসংখ্য লোক-সমভিব্যাহারে দ্বারকানগর হইতে বহির্গত হইলেন। * * * কিয়দ্দিন পরে তিনি অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন পঞ্চনদ-দেশে সমুপস্থিত হইয়া পশু ও ধান্যপরিপূর্ণ প্রদেশে অবস্থিতি করিলেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ঐ স্থানে দস্যুগণ, ধনঞ্জয় একাকী সেই অনাথা যদুকুলকামিনীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া অর্থলোভে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাসনা করিয়া পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিল যে, ধনঞ্জয় একাকী কতকগুলি বৃদ্ধ, বালক ও বনিতা সমভিব্যাহারে গমন করিতেছে। উহার অনুগামী যোধগণেরও তাদৃশ ক্ষমতা নাই। অতএব, চল আমরা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের ধনরত্ন সমুদায় অপহরণ করি। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সেই দস্যুগণ লগুড়হস্তে সিংহনাদ-শব্দে দ্বারকাবাসী লোকদিগকে বিত্রাসিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় * * কিছুতেই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর দস্যুগণ সৈন্যগণের সমক্ষেই অবলাদিগকে হরণ করিতে লাগিল এবং কোন কোন কামিনী ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিল। * * পরিশেষে সেই দস্যুগণ তাঁহার সম্মুখ হইতে বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের অতি উৎকৃষ্ট কামিনীগণকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। * * * অনন্তর তিনি হতাবশিষ্ট কামিনীগণ ও রত্নরাশি সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া হার্দ্দিক্যতনয় ও ভোজকুলকামিনীগণকে মার্ত্তিকাবত নগরে, অবশিষ্ট বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং সাত্যকীপুত্রকে সরস্বতী নগরীতে সন্নিবেশিত করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রের প্রতি সমর্পিত হইল। ঐ সময়ে অক্রূরের পত্নীগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণে উদ্যত হইল, বজ্র বারংবার তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও দেবী জাম্ববতী ইঁহারা সকলে হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ তপস্যা করিবার মানসে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফলমূল ভোজনপূর্ব্বক হিমালয় অতিক্রম করিয়া কলাপগ্রামে উপস্থিত হইলেন। —কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।”

আবার স্বর্গারোহণ-পর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত আছে—বাসুদেবের “ষোড়শ সহস্র বনিতাও কালক্রমে সরস্বতীর জলে নিমগ্ন হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্সরোবেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন।—কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।”

উল্লিখিত মহাভারতের উক্তি হইতে জানা যায়—সত্যভামা-আদি শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণ তপস্যা করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বনে গমন করিলেন এবং রুক্মিণী, জাম্ববতী প্রভৃতি ইন্দ্রপ্রস্থেই হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টপ্রধানা মহিষী যে অর্জ্জুনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছিলেন, সুতরাং পঞ্চনদে দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হন নাই, তাহাই মহাভারত হইতে জানা গেল। বাকী ষোল হাজার মহিষীও যে ইন্দ্রপ্রস্থে আসার পর কালক্রমে সরস্বতী-জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন—সুতরাং তাঁহারাও যে দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হন নাই—তাহাও মহাভারত হইতে জানা গেল। এইরূপে মহাভারত হইতে জানা গেল যে—কোনও শ্রীকৃষ্ণমহিষীই দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হন নাই; দস্যুগণ অপর কোনও কোনও রমণীকেই অপহরণ করিয়াছিল।

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশের ৩৮শ-অধ্যায় হইতে জানা যায়—‘অষ্টৌ মহিষ্যঃ কথিতা রুক্মিণীপ্রমুখাস্তু যাঃ। উপগুহ্য হরের্দ্দেহং বিবিশুস্তা হুতাশনম্॥ বি. পু. ৫।৩৮।২॥—রুক্মিণীপ্রমুখা অষ্টপ্রধানা মহিষী হরির দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।” সুতরাং এই অষ্টপ্রধানা মহিষীর অর্জ্জুনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাওয়ার এবং দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। বিষ্ণুপুরাণ হইতে আরও জানা যায়—দ্বারকাবাসীদিগকে লইয়া অর্জ্জুন যখন পঞ্চনদে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুনের সম্মুখভাগ হইতে আভীর দস্যুগণ সম্মানিত যদুকুলের শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণকে লইয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর অর্জ্জুন ব্যাসদেবের নিকটে যাইয়া দুঃখপ্রকাশ-পূর্ব্বক জানাইলেন—আভীর দস্যুগণ লগুড়দ্বারা তাঁহাকে পরাভূত করিয়া তাঁহাকর্ত্তৃক আনীত কৃষ্ণ-পরিবারবর্গকে এবং সহস্র সহস্র স্ত্রীগণকে অপহরণ করিয়াছে। “স্ত্রীসহস্রাণ্যনেকানি মন্নাথানি মহামুনে। যততো মম নীতানি দস্যুভির্লগুড়ায়ুধৈঃ॥ আনীয়মানমাভীরৈঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণাবরোধনম্। হৃতং যষ্টিপ্রহরণৈঃ পরিভূয় বলং মম॥ বি. পু.

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫।৩৮।৫১-৫২ ॥" এইরূপে বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা গেল—অষ্ট-প্রধানা মহিষী ব্যতীত অপর মহিষীগণই দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ হইতে জানা যায়—রুক্মিণী-আদি কৃষ্ণপত্নীগণ মৌষল-লীলার অব্যবহিত পরেই শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত-সন্নিবেশ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। "কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং রুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ॥ শ্রীভা. ১১।৩১।২০॥" আবার প্রথম স্কন্ধ হইতে জানা যায়—মৌষল-লীলার পরে দ্বারকা হইতে প্রত্যাগত অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকটে বলিতেছেন, অসৎগোপ (আভীর)-গণ কর্ত্তৃক পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী তাঁহার নিকট হইতে অপহৃত হইয়াছেন। "সোঽহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন সখ্যা প্রিয়েণ সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ। অধ্বন্যুরুক্রমপরিগ্রহমঙ্গরক্ষন্ গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জ্জিতোঽস্মি॥ শ্রীভা. ১।১৫।২০॥ উরুক্রমস্য পরিগ্রহং ষোড়শসহস্র-স্ত্রীলক্ষণম্। শ্রীধরস্বামীর টীকা।" এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—রুক্মিণ্যাদি অষ্টপ্রধানা মহিষী মৌষল-লীলার অব্যবহিত পরেই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ষোড়শ সহস্র মহিষী দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন। এবিষয়ে বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে মতভেদ নাই।

এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তিগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা যাউক। মহাভারতে দস্যুগণ কর্ত্তৃক মহিষীগণের অপহরণের কথা না থাকিলেও অর্জ্জুনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমনের পরে যথাকালে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রব্রজ্যা গ্রহণের কথা, কাহারও কাহারও অগ্নিপ্রবেশের কথা এবং কাহারও কাহারও সরস্বতী-নদীর জলে দেহ বিসর্জ্জনের কথা দৃষ্ট হয়। ইহাকে সত্য বলিয়া (অর্থাৎ প্রকৃত মহিষীগণই ইন্দ্রপ্রস্থে আগমনের পরে নানা ভাবে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—একথাকে সত্য বলিয়া) গ্রহণ করিতে হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরেও বহু কাল মহিষীগণ প্রকট ছিলেন এবং শেষকালে তাঁহারা বিভিন্ন উপায়ে দেহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়—অষ্ট পট্টমহিষী অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন এবং অবশিষ্ট মহিষীগণ দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন। ইহাকেও সত্য বলিয়া (অর্থাৎ প্রকৃত মহিষীগণই এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, ইহা সত্য বলিয়া) গ্রহণ করিলেও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরেও তাঁহাদের অবস্থিতি ছিল এবং তাঁহারাও প্রাকৃত জীবের ন্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং দস্যুহস্তে নিগৃহীত হইয়াছেন—ইহাও স্বীকার করিতে হয়। মহিষীগণের বিচার করিলে কিন্তু ইহা স্বীকার করা যায় না।

প্রদ্যুম্নাদির ন্যায় মহিষীগণও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকর। তাঁহারাও জীবতত্ত্ব নহেন; তাঁহারাও শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ, সচ্চিদানন্দময়; সুতরাং তাঁহাদেরও জন্ম-মৃত্যু থাকিতে পারে না, আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র হইতে পারে। এ সমস্ত কারণে ভূতলে দেহ রাখিয়া তাঁহাদের পক্ষে পরলোকে গমনও সম্ভব হইতে পারে না; কিম্বা দস্যুগণকর্ত্তৃক তাঁহাদের অপহরণও সম্ভব হইতে পারে না; পূর্ব্বে মৌষল-লীলা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্রের কান্তা শ্রীসীতাদেবীকে রাক্ষস রাবণ স্পর্শ করিতে পারেন নাই; রাবণ সীতার মায়াকল্পিত রূপটীকেই হরণ করিয়া নিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদিগের স্পর্শ করার সামর্থ্যও কোনও প্রাকৃত দস্যুর থাকিতে পারে না। তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের উক্তিসমূহের সমাধান কি?

সমাধান এই যে—সমস্ত ব্যাপারই মৌষল-লীলার ন্যায় মায়াময়। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রদ্যুম্নাদিকে অন্তর্দ্ধাপিত করাইলেন, তখন তাঁহার মহিষীদিগকেও এবং প্রদ্যুম্নাদির পত্নীগণকেও অন্তর্দ্ধাপিত করাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রদ্যুম্নাদির ন্যায় মহিষীদিগেরও এবং প্রদ্যুম্নাদির পত্নীগণেরও মায়াকল্পিত দেহ প্রকটিত হইল। তাঁহাদের এই সকল মায়াকল্পিত দেহেরই কেহ কেহ অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করেন এবং কেহ কেহ দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হন। যে সকল কৃষ্ণমহিষীর দস্যুহস্তে পতিত হওয়ার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে এবং বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে আরও একটী বিশেষ তথ্য অবগত হওয়া যায়। তাহা হইতেই দস্যুকর্ত্তৃক তাঁহাদের অপহৃত হওয়ার রহস্য অবগত হওয়া যায়। তথ্যটী এই।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—পঞ্চনদে আভীর দস্যুগণ কর্ত্তৃক মহিষীগণ অপহৃত হইলে অর্জ্জুন ব্যাসদেবের নিকটে যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন ব্যাসদেব অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—“দস্যুগণ স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছেন বলিয়া যে তুমি শোক করিতেছ, আমি তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত তোমাকে বলিতেছি। পূর্ব্বকালে অষ্টাবক্র নামক ঋষি সনাতন-ব্রহ্ম-চিন্তা অবলম্বনপূর্ব্বক অনেক বৎসর পর্য্যন্ত জলে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে দেবগণ অনেক অসুরকে পরাজিত করেন এবং তদুপলক্ষে সুমেরু পর্ব্বতে দেবগণের এক মহোৎসব হয়। অনেক দেবনারীও এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মহোৎসবে যাওয়ার সময় রম্ভা-তিলোত্তমা প্রভৃতি শত-সহস্র বরাঙ্গনা পথিমধ্যে আকণ্ঠ-জলনিমগ্ন এক ঋষিকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া ঋষি বলিলেন—তোমাদের স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমরা বর প্রার্থনা কর। তখন রম্ভা-তিলোত্তমা প্রভৃতি বেদ-প্রসিদ্ধ অপ্সরোগণ বলিলেন—“আপনি প্রসন্ন হইলে আমাদের অপ্রাপ্য আর কি রহিল? কোনও বর চাইনা।” কিন্তু অপর দেবাঙ্গনাগণ বলিলেন—“হে বিপ্রেন্দ্র, যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে—পুরুষোত্তমকে যেন আমরা পতিরূপে লাভ করিতে পারি। ইতরাস্ত্বব্রুবন্ বিপ্র প্রসন্নো ভগবান্ যদি। তদিচ্ছামঃ পতিং প্রাপ্তুং বিপ্রেন্দ্র পুরুষোত্তমম্॥ বি. পু. ৫।৩৮।৭৮॥” মুনিবরও তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন। মুনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত আকণ্ঠ জলনিমগ্ন ছিলেন বলিয়া দেবাঙ্গনাগণ তাঁহার মুখব্যতীত অপর কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখেন নাই। বর-দানের পরেই মুনি যখন জল হইতে উত্থিত হইলেন, তখন তাঁহার অঙ্গের অষ্টবক্রতা দেখিয়া বরাঙ্গনাগণ হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে রুষ্ট হইয়া মুনিবর তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত দিলেন; ‘মৎপ্রসাদেন ভর্ত্তারং লব্ধ্বা তং পুরুষোত্তমম্। মচ্ছাপোপহৃতাঃ সর্ব্বাঃ দস্যুহস্তং গমিষ্যথ॥ বি. পু. ৫।৩৮।৮২॥—আমার বরে তোমরা পুরুষোত্তমকে পতিরূপে পাইবে বটে; কিন্তু তোমরা সকলেই দস্যুহস্তে পতিত হইবে।’ অভিশপ্ত বরাঙ্গনাগণকর্ত্তৃক পুনরায় স্তুত হইয়া মুনি বলিলেন—‘পুনরায় তোমরা সুরেন্দ্রলোকে গমন করিবে। পুনঃ সুরেন্দ্রলোকং বৈ প্রাহ ভূয়ো গমিষ্যথ॥ বি. পু. ৫।৩৮।৮৩॥ অষ্টাবক্রমুনির বরে বরাঙ্গনাগণ পুরুষোত্তম বাসুদেবকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন; আবার তাঁহারই অভিসম্পাতে তাঁহারা দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছেন। পাণ্ডব! তুমি দুঃখ করিও না। সেই অখিলনাথ বাসুদেব নিজেই সমস্তের উপসংহার করিয়াছেন। ত্বয়া নাত্র কর্ত্তব্যঃ শোকোহল্পো হি পাণ্ডব। তেনৈবাখিলনাথেন সর্ব্বং তদুপসংহৃতম্॥ বি. পু. ৫।৩৮।৮৫॥”

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—অষ্টাবক্র মুনির বরে দেবাঙ্গনাগণ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারাই পরে দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন। ইহার সমর্থক একটী বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতেও দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর উৎপীড়িত হওয়ার কথা ভগবানের নিকটে জানাইবার উদ্দেশ্যে দেবগণের সহিত ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাইয়া ব্রহ্মা যখন ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন, তখন এক আকাশবাণীতে তিনি শুনিলেন যে, পৃথিবীর দুঃখের কথা স্বয়ংভগবান্ পূর্ব্বেই জানিয়াছেন; তিনি শীঘ্রই বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন; তাঁহার প্রিয়ার্থ অমর-স্ত্রীগণ উৎপন্ন হউক। “বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥ শ্রীভা. ১০।১।২৩॥” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—উপেন্দ্রাদি যে সকল মন্বন্তরাবতারগণ সুরলোকে অবস্থান করেন, তাঁহাদের পত্নীগণকেই এস্থলে সুরস্ত্রী বলা হইয়াছে। “সুরস্ত্রিয়ঃ—তৎপ্রিয়াংশভূতায়া উপেন্দ্রাদিমন্বন্তরাবতারস্ত্রিয়ঃ।” ইঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের অংশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাকালে—নন্দ-যশোদার অংশ দ্রোণ-ধরা যেমন তাঁহাদের অংশী নন্দ-যশোদার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ—কৃষ্ণকান্তাগণের অংশভূতা এই সকল সুরস্ত্রীগণও শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ-সহস্র মহিষীর (যাঁহারা সুরস্ত্রীগণের অংশিনী তাঁহাদের) সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার বরকে উপলক্ষ করিয়া যেমন নন্দ-যশোদার সঙ্গে ধরা-দ্রোণের মিলন, তদ্রূপ অষ্টাবক্রমুনির বরকে উপলক্ষ করিয়াই এ সকল সুরস্ত্রীগণের মহিষীগণের সহিত মিলন।

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন কৈল দন্তে তৃণগুচ্ছ লঞা—॥ ৬১
নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলে এই ব্রহ্মার অগোচর ॥ ৬২
মোর মন তুচ্ছ, এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার এক বিন্দু ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আবার, শ্রীকৃষ্ণ যখন লীলা অন্তর্দ্ধান করার সঙ্কল্প করিলেন, তখন নিত্যপরিকর অনিরুদ্ধাদিকে অন্তর্দ্ধাপিত করাইয়া তাঁহাদের মায়াকল্পিত দেহে কন্দর্প-কার্ত্তিকেয়াদিকে রক্ষা করিয়া এইসকল মায়াকল্পিত দেহদ্বারা যেমন মৌষল-লীলা সম্পাদিত করাইলেন, তদ্রূপ তাঁহার নিত্যপরিকর মহিষীগণকেও অন্তর্দ্ধাপিত করাইয়া তাঁহাদের মায়াকল্পিত দেহে এই সকল দেবাঙ্গনাগণকে রক্ষা করিলেন এবং পরে অষ্টাবক্র মুনির শাপবাক্যকে সার্থক করার জন্য দস্যুগণদ্বারা তাঁহাদিগকে অপহরণ করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই আভীর-দস্যুর রূপ ধারণ করিয়া ইঁহাদিগকে অপহরণ করিয়াছেন। একথা বিষ্ণুপুরাণ হইতেই জানা যায়। "তেনৈবাখিলনাথেন সর্ব্বং তদুপসংহৃতম্॥ বি. পু. ৫।৩৮।৮৫॥—অখিলঃ পূর্ণ এব নাথঃ কৃষ্ণস্তেন তৎসর্ব্বং তৎপ্রিয়াবৃন্দম্। উপ নিকট এব সম্যক্‌প্রকারেণ হৃতং অর্জ্জুনাৎ সকাশাৎ গৃহীতমিত্যেব ব্যাখ্যেয়ম্। শ্রীভা. ১।১৫।২০-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ।" তাঁহাদের অংশিনী মহিষীদিগের দেহে প্রবেশ করিয়া যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছিলেন, অপর দস্যুগণের পক্ষে তাঁহাদের স্পর্শও সম্ভব নয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই আভীর (গোপ)-বেশী দস্যুরূপে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মায়ার প্রভাবে অর্জ্জুনের মত বীরও তৎকালে হতবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অপহরণের ব্যপদেশেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করাইলেন। এইরূপে দেখা যায়, মৌষল-লীলার ন্যায় মহিষী-হরণও মায়াময়।

কেহ কেহ বলেন—শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদিগকে দ্বারকা হইতে ব্রজে লইয়া আসার নিমিত্ত শ্রীমন্নন্দমহারাজ ব্রজবাসী গোপগণকে দ্বারকায় পাঠাইলেন; পথিমধ্যে অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা মহিষীগণকে লইয়া আসেন। এই সমাধান বিচারসহ নহে। কারণ, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের অনেক পূর্ব্বেই শ্রীমন্নন্দ-মহারাজাদি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরগণ অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ একবার ব্রজে আসিয়াছিলেন; তখন দুইমাস ব্রজে প্রকট বিহার করিয়া সমস্ত ব্রজপরিকরের সহিত নিজে অপ্রকট-প্রকাশে প্রবেশ করিলেন এবং এক প্রকাশে দ্বারকায় গিয়া লীলা করিতে লাগিলেন। দ্বারকার এই প্রকাশেরই জরাব্যাধের শরাঘাত-ব্যপদেশে অন্তর্দ্ধান হয়। সুতরাং অর্জ্জুন যখন মহিষীদিগকে লইয়া হস্তিনায় যাইতেছিলেন, তখন নন্দ-মহারাজ বা তদীয় অনুচর গোপগণের কেহই প্রকট ছিলেন না,—তাই তাঁহাদের দ্বারা মহিষীগণের হরণও অসম্ভব।

ব্যাখ্যা শিখাইল ইত্যাদি—ইন্দ্রস্তবের, মৌষল-লীলার, কৃষ্ণান্তর্ধানের এবং মহিষীহরণাদির যে সমস্ত প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে সেই সমস্ত প্রমাণ-বচনের এরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, যাহাতে সমস্ত শাস্ত্রবচনের এবং সমস্ত তত্ত্বের সহিত সুসঙ্গতি থাকিতে পারে; শ্রীপাদ সনাতন প্রভুর মুখে এসমস্ত সুসিদ্ধান্তমূলক অর্থ শিখিয়া রাখিলেন।

"শিখাইল"-স্থলে "শুনাইল"-পাঠও দৃষ্ট হয়।

৬১। দন্তে তৃণগুচ্ছ লঞা—দন্তে তৃণ ধরিয়া। দন্তে তৃণ ধারণ দৈন্যসূচক।

৬২। নীচজাতি প্রভৃতি শ্রীপাদ সনাতনের ভক্ত্যুত্থদৈন্য-বাক্য। **ব্রহ্মার অগোচর**—যাহা ব্রহ্মাও জানেন না।

৬৩। দৈন্য সহকারে শ্রীসনাতন বলিলেন—"প্রভু, তুমি যে সকল সিদ্ধান্ত আমাকে শিক্ষা দিলে, স্বাদে তাহা অমৃততুল্য; কিন্তু পরিমাণে তাহা সমুদ্রতুল্য। অমৃততুল্য স্বাদু বলিয়া মনে তাহা ধারণ করিতে লোভ হয়; কিন্তু

পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ—॥ ৬৪
'মুঞি যে শিখালুঁ তোরে স্ফুরুক্ সকল।'
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল ॥ ৬৫
তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে।
বর দিল—'এই সব স্ফুরুক্ তোমারে' ॥ ৬৬
সংক্ষেপে কহিল প্রেম-প্রয়োজন-সংবাদ।
বিস্তারি কহা না যায় প্রভুর প্রসাদ ॥ ৬৭
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৬৮
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রয়োজন-
প্রেমবিচারো নাম ত্রয়োবিংশপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আমার মন অতি ক্ষুদ্র—এই সমুদ্রের একবিন্দুও ধারণ করিতে সমর্থ নহে। কিরূপে তোমার সিদ্ধান্ত-সমুদ্র ধারণ করিতে আমি সমর্থ হইব ?"

৬৪। **পঙ্গু**—খোঁড়া। খোঁড়া ব্যক্তি যেমন নাচিতে পারে না, তদ্রূপ আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তোমার সিদ্ধান্ত-সমুদ্র ধারণ করিতে অসমর্থ। একমাত্র তোমার কৃপাতেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। **মোর মাথে**—আমার মাথায়।

৬৫। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সনাতনগোস্বামীকে সর্ব্ববিষয়ে তত্ত্বোপদেশ করিয়া গ্রন্থাদি-প্রণয়নের জন্য আদেশ করিলেন; সনাতনগোস্বামী নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া জানাইলেন যে, তিনি নিতান্ত অযোগ্য; তাঁহাদ্বারা ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয়ন অসম্ভব। তবে "আমি যাহা শিক্ষা দিলাম, আমার কৃপায় তোমাতে তৎসমস্ত স্ফুরিত হউক"—এই বলিয়া তাঁহার মাথায় চরণ ধরিয়া যদি প্রভু তাঁহাকে বর দেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি প্রভুর আদেশপালনে সমর্থ হইতে পারেন। তাঁহার প্রার্থনানুসারে প্রভু তাঁহার মাথায় হাত দিয়া সেই ভাবেই তাঁহাকে বর দিলেন।

৬৭। **প্রভুর প্রসাদ**—প্রভুর কৃপা। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু জগতের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীপাদ-সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া যে-সকল তত্ত্বাদি প্রকাশ করিয়াছেন, সে-সমস্ত।

মধ্য-লীলা

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

আত্মারামেতিপদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্যোদয়াচলঃ ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অর্থাংশূন্ অর্থরূপকিরণান্। উদয়াচলঃ উদয়পর্ব্বতঃ। ইতি ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদসনাতনের নিকটে আত্মারাম-শ্লোকের যে একষট্টি রকম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের বর্ণনীয় বিষয়-সকলের যে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছিলেন—তৎসমস্ত মধ্য-লীলার এই চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ (যিনি) আত্মারামেতি (আত্মারামাঃ-এই) পদ্যার্কস্য (শ্লোকরূপ সূর্য্যের) অর্থাংশূন্ (অর্থরূপ কিরণ) প্রকাশয়ন্ (প্রকাশ করিয়া) জগত্তমঃ (জগতের অজ্ঞানান্ধকার) জহার (হরণ করিয়াছেন), সঃ (সেই) চৈতন্যোদয়াচলঃ (শ্রীচৈতন্যরূপ উদয়-পর্ব্বত) অব্যাৎ (রক্ষা করুন)।

অনুবাদ। যিনি "আত্মারামাঃ"-ইত্যাদি শ্লোকরূপ সূর্য্যের অর্থস্বরূপ কিরণসমূহ প্রকাশ করিয়া জগতের (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকার হরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যরূপ উদয়-পর্ব্বত (আমাদিগকে) রক্ষা করুন। ১

আত্মারামাঃ-ইত্যাদি শ্লোকের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, আত্মারাম-মুনিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত সকলেই অহৈতুকীভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন—যদি তাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে ভক্তকৃপা, কৃষ্ণকৃপা বা ভক্তির কৃপা লাভ করিতে পারেন।

শ্রীপাদ-সনাতনের নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই আত্মারাম-শ্লোকের বহুবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে আত্মারাম-শ্লোকটীকে সূর্য্যের সঙ্গে, তাহার অর্থসমূহকে কিরণের সঙ্গে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে উদয়-গিরির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। সূর্য্য উদয়াচলে আরোহণ করিয়া স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করে এবং তদ্দ্বারা জগতের অন্ধকার দূরীভূত করে। আত্মারাম শ্লোকটীও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে আরোহণ করিয়া (প্রভুর কৃপায়) স্বীয় অপূর্ব্ব অর্থসমূহ প্রকাশ করিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা লোকের অজ্ঞান দূরীভূত করিয়াছিল। অথবা, উদয়াচল হইতেই যেমন সূর্য্যের কিরণসমূহ জগতে প্রকাশিত হইতে থাকে, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতেই আত্মারাম-শ্লোকের অর্থসমূহ জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। তাই অর্থ-সমূহকে কিরণের তুল্য, শ্লোকটীকে সূর্য্যের তুল্য এবং মহাপ্রভুকে উদয়াচলের তুল্য বলা হইয়াছে।

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনতি করিয়া—॥ ২
পূর্ব্বে শুনিয়াছি—তুমি সার্ব্বভৌম-স্থানে।
এক শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ ব্যাখ্যানে ॥ ৩

তথাহি শ্লোকঃ (ভা. ১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ২

আশ্চর্য্য শুনিঞা মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ ॥ ৪
প্রভু কহে—আমি বাতুল আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম বাতুল—তাহা সত্য করি মানে ॥ ৫
কিবা প্রলাপিলাম, কিছু নাহিক স্মরণে।
তেমোর সঙ্গ-বলে যদি কিছু হয় মনে ॥ ৬
সহজে আমারে কিছু অর্থ নাহি ভাসে।
তোমাসভার সঙ্গবলে যে কিছু প্রকাশে ॥ ৭
একাদশ-পদ এই শ্লোকে সুনির্ম্মল।
পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল ॥ ৮
'আত্মা'-শব্দে—ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি।
বুদ্ধি, স্বভাব,—এই সাত-অর্থপ্রাপ্তি ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই পরিচ্ছেদে যে-আত্মারাম-শ্লোক প্রভুকৃত অর্থসমূহ প্রকাশিত হইবে, এই শ্লোকে গ্রন্থকার তাহারই ইঙ্গিত দিলেন এবং শ্লোকস্থ "অব্যাৎ"-শব্দদ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, আত্মারাম-শ্লোকের অর্থ প্রকাশবিষয়ে গ্রন্থকার শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন। **উদয়াচলঃ**—উদয়-পর্ব্বত। **অর্ক**—সূর্য্য।

২। **তবে**—বিবিধ তত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া, গ্রন্থ-প্রনয়ণের উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত তত্ত্বের স্ফুরণের নিমিত্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামীকে বর দেওয়ার পরে। **বিনতি**—বিনয়।

৩। প্রভু, তুমি নাকি বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের নিকটে আত্মারাম-শ্লোকের আঠার রকম ব্যাখ্যা করিয়াছ।

এক শ্লোকের—নিম্নোদ্ধৃত "আত্মারামঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৬।১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৪। **উৎকণ্ঠিত মন**—ঐ ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে।

৫। সনাতনের কথা শুনিয়া প্রভু নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন—আমি এক বাতুল (পাগল), সার্ব্বভৌম আর এক বাতুল। তাই আমি যে-ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা সার্ব্বভৌম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। **প্রলাপিলাম**—অর্থহীন বাক্য বলিয়াছি। ইহাও প্রভুর দৈন্যোক্তি। **সঙ্গ-বলে**—সঙ্গের প্রভাবে।

৭। **সহজে**—সাধারণতঃ, যখন একাকী থাকি তখন। **নাহি ভাসে**—প্রকাশ পায় না।

৮। **সুনির্ম্মল**—পরিষ্কার; সুস্পষ্ট। **করে ঝলমল**—সুস্পষ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ হয়।

একাদশ-পদ—আত্মারাম শ্লোকে মোট এগারটী পদ আছে; ইহাদের প্রত্যেক পদেরই নানাবিধ অর্থ আছে; প্রত্যেক অর্থই অতি সুস্পষ্ট এবং সুপ্রসিদ্ধ (করে ঝলমল)।

শ্লোকের এগারটী পদ এই :—আত্মারামাঃ; চ; মুনয়ঃ; নির্গ্রন্থাঃ; অপি; উরুক্রমে; কুর্ব্বন্তি; অহৈতুকীং; ভক্তিং; ইত্থম্ভূতগুণং এবং হরিঃ।

পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহের এই এগারটী পদের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ প্রকাশ করিতেছেন এবং ঐ ঐ অর্থের প্রতিপাদক প্রমাণও দেখাইতেছেন।

৯। প্রথমতঃ আত্মারাম-শব্দের অর্থ করিতেছেন। আত্মাতে রমণ করেন যাঁহারা, তাঁহারাই আত্মারাম। সুতরাং আত্মারাম-শব্দের অর্থ করিতে হইলে আগে আত্মা-শব্দের অর্থ বলা দরকার।

আত্মা-শব্দে—আত্মা-শব্দের সাতটি অর্থ—ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি ও স্বভাব। এই সাতটি অর্থের তাৎপর্য্য যথাস্থানে পয়ারে পরে বিবৃত করিয়াছেন।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—
আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু।
প্রযত্নে চ ॥ ৩॥ ইতি

এই সাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ।
আত্মারামগণের আগে করিব গণন ॥ ১০

মুন্যাদি-শব্দের অর্থ শুন সনাতন।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ, পাছে করাব মিলন ॥ ১১

'মুনি'-শব্দে মননশীল, আর কহে মৌনী।
তপস্বী ব্রতী যতি আর ঋষি মুনি ॥ ১২

'নির্গ্রন্থ'-শব্দে কহে—অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন।
বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্রজ্ঞানাদিবিহীন ॥ ১৩

মূর্খ-নীচ-ম্লেচ্ছ-আদি শাস্ত্ররিক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী, নির্গ্রন্থ, আর যে নির্ধন ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি এবং প্রযত্ন—আত্মা-শব্দের এই সাতটি অর্থ। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১০। এই সাতে রমে যেই—আত্মা-শব্দের সাতটি অর্থে যে যে বস্তু বুঝায়, সেই সেই বস্তুতে যাহারা রমে—রমণ করে (আনন্দ অনুভব করে), তাহাদিগকে আত্মারাম বলে। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মে আনন্দ অনুভব করেন, তিনি এক আত্মারাম; যিনি দেহে (দেহে বা দেহসম্বন্ধীয় বস্তুতে) আনন্দ অনুভব করেন, তিনি এক আত্মারাম; ইত্যাদি। **আগে**—পরে, ভবিষ্যতে। "আত্মারাম" বলিতে কাহাকে কাহাকে বুঝায়, তাহা পরে বলা হইবে।

১১। মুন্যাদি—আত্মারাম শব্দের দিগ্‌দর্শনরূপে অর্থ করা হইল। "মুনি" প্রভৃতি বাকী দশটী পদের অর্থ এখন করিতেছেন। **পৃথক্ পৃথক্** ইত্যাদি—পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এগারটী পদের অর্থ করিয়া, পরে যে-অর্থের সঙ্গে যে-অর্থ খাটে, তাহা মিলাইয়া সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ করা হইবে।

১২। মুনি-শব্দের অর্থ করিতেছেন—**মুনি**-শব্দে, মননশীল, মৌনী, তপস্বী, ব্রতী, যতি এবং ঋষিকে বুঝায়।

মনন-শীল—চিন্তাশীল। **মৌনী**—যিনি বাক্য সংযত করিয়াছেন। **তপস্বী**—তপস্যাপরায়ণ। **ব্রতী**—ব্রহ্মচর্য্যাদি-নিয়ম-পরায়ণ। **যতি**—সন্ন্যাসী।

১৩-১৪। এক্ষণে নির্গ্রন্থ শব্দের অর্থ করিতেছেন, দুই পয়ারে। নির্ (নাই) গ্রন্থ (গ্রন্থি, অবিদ্যাগ্রন্থি, মায়াবন্ধন) যাঁহার তিনি নির্গ্রন্থ; নির্গ্রন্থ-শব্দের এইরূপ একটী অর্থ হইতে পারে। **অবিদ্যাগ্রন্থিহীন**—অবিদ্যার (মায়ার) গ্রন্থি (বন্ধন) হীন; মায়াবন্ধনশূন্য।

নির্গ্রন্থাঃ-শব্দে, অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য ও বিধি-নিষেধ-মূলক-শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিকে বুঝায়। অর্থাৎ যাহাদের মায়ার বন্ধন নাই, বা শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের পালন যাহারা করেন না, তাহারা নির্গ্রন্থা। শাস্ত্রজ্ঞান-শূন্য বলিয়া মূর্খ, নীচ ম্লেচ্ছ-আদি নির্গ্রন্থ। **শাস্ত্ররিক্ত**—শাস্ত্রশূন্য, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য। **ধনসঞ্চয়ী**—নির্গ্রন্থ-পদে ধনসঞ্চয়ীকে (যে ধন সঞ্চয় করে, তাহাকেও) বুঝায়। আর যে নির্ধন (ধনহীন, দরিদ্র) তাহাকেও বুঝায়।

নির্ শব্দে "নিশ্চয়" এবং "নাই" দুই-ই বুঝায়। আর গ্রন্থ-শব্দে "শাস্ত্র" এবং "ধন" দুই-ই বুঝায়। তাহা হইলে নির্ (নাই) গ্রন্থ (শাস্ত্র বা শাস্ত্রজ্ঞান) যাহার, সে নির্গ্রন্থ—মূর্খ, ম্লেচ্ছ আদি। আর নির্ (নাই) গ্রন্থ (ধন) যাহার, সে নির্ধন। এবং নির্ শব্দের নিশ্চয়ার্থে, নির্ (নিশ্চিত আছে) গ্রন্থ (ধন) যাহার সে নির্গ্রন্থ—ধনসঞ্চয়ী।

এইরূপ অর্থের প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি তত্রৈব—

নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্নির্ম্মাণনিষেধয়োঃ ॥ ৪

গ্রন্থো ধনেঽথ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রথনেঽপি চ ॥ ৫

'উরুক্রম'-শব্দে কহে—বড় যার ক্রম।
'ক্রম'-শব্দে কহে—পাদবিক্ষেপণ ॥ ১৫
শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তি, শক্ত্যে আক্রমণ।
চরণ-চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন ॥ ১৬

তথাহি (ভা. ২।৭।৪০)—

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাস্খলতাত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্ ॥ ৬ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ইদং ময়া সংক্ষেপেণোক্তং বিস্তারেণ বক্তুং ন কোঽপি সমর্থ ইত্যাহ বিষ্ণোরিতি। পৃথিব্যাঃ পরমাণূনপি যো বিমমে বিগণিতবান্ তাদৃশোঽপি কো নু বিষ্ণোর্বীর্য্যগণনাং কর্ত্তুমর্হতি। কথম্ভূতস্য ? যো বিষ্ণুঃ ত্রিপৃষ্ঠং সত্যলোকং চস্কম্ভ ধৃতবান্ তস্য। কিমিতি চস্কম্ভ ? যস্মাৎ ত্রৈবিক্রমে অস্খলতা প্রতিঘাতশূন্যেন স্বরংহসা স্বপাদবেগেন ত্রিসাম্যরূপং সদনমধিষ্ঠানং প্রধানং তস্মাদারভ্য উরু অধিকং কম্পয়ানং কম্পমানম্। কম্পেন যানং যস্যেতি বা। অতঃ কারণাচ্চস্কম্ভ। আত্রিপৃষ্ঠমিতি বা ছেদঃ। সত্যলোকমভিব্যাপ্য যঃ সর্ব্বং ধৃতবানিত্যর্থঃ। তথাচ মন্ত্রঃ—বিষ্ণোর্নুকং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যোঽস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচংক্রমাণস্ত্রেধোরুগায় স্বা বিষ্ণবে ইতি; অস্যার্থঃ—বিষ্ণোর্নু

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। নিশ্চয়, নিষ্ক্রম, নির্ম্মাণ এবং নিষেধ—এই কয় অর্থে নির্ (নিঃ) শব্দের প্রয়োগ হয়। ৪

নিষ্ক্রম—নির্গত হইয়া যাওয়া; বাহির হইয়া যাওয়া।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। ধন, সন্দর্ভ (গূঢ়ার্থ-প্রকাশক, সারোক্তিসম্পন্ন বচনাদি; শাস্ত্র) এবং বর্ণ-বিন্যাস—এই কয় অর্থে গ্রন্থ-শব্দের প্রয়োগ হয়। ৫

নির্-শব্দে যে "নিশ্চয়" এবং "নাই (প্রমাণ-শ্লোকের—নিষেধ)" বুঝাইতে পারে এবং গ্রন্থ-শব্দে যে "শাস্ত্র" এবং "ধন" বুঝাইতে পারে, তাহারই প্রমাণ উক্ত দুইটি শ্লোক।

১৫-১৬। উরুক্রম শব্দের অর্থ করিতেছেন।

উরু অর্থ—বড়, বৃহৎ, বেশী। আর **ক্রম**-শব্দের অর্থ—পাদবিক্ষেপণ, শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তি এবং শক্তিদ্বারা আক্রমণ। তাহা হইলে **উরুক্রম** শব্দের অর্থ হইল এই—উরু (বৃহৎ বা বড়) যাঁহার ক্রম (পাদবিক্ষেপাদি); পাদবিক্ষেপে, শক্তিতে, পরিপাটীতে, এবং যুক্তি-আদিতে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি উরুক্রম। উরুক্রম শব্দের তাৎপর্য্য যে ব্রজেন্দ্রনন্দন-শ্রীকৃষ্ণে, পরবর্ত্তী শ্লোক ও ১৭-১৮ পয়ার হইতে বুঝা যাইবে।

"শক্তি, কম্প" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধস্থলে "শক্তি, কম্পযুক্ত, পরিপাটী, আক্রমণ"—এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

"চরণ-চালনে" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে-পাদবিক্ষেপ বিষয়ে উরুক্রমের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন। **চরণ-চালনে**—পাদবিক্ষেপে। **কাঁপাইল ত্রিভুবন**—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনকে কম্পিত করিয়াছিলেন।

শ্রীবিষ্ণু যে স্বীয় পাদবিক্ষেপদ্বারা ত্রিভুবনকে কম্পিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপে নিম্নের শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। যঃ কবিঃ (যে নিপুণব্যক্তি) পার্থিবানি রজাংসি অপি (পৃথিবীর পরমাণুসমূহকেও)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বীর্য্যাণি কং প্রবোচং, কঃ প্রাবোচদিত্যর্থঃ। যঃ পার্থিবানি রজাংস্যপি বিমমে সোঽপি। যো বিষ্ণুস্ত্রেধা বিচংক্রমাণ৹ বিক্রমং ত্রি কুর্ব্বন্ উত্তরং লোকম্ অস্কভ্যয়ং অবষ্টব্ধবান্। কথম্ভূতম্? সধস্থম্। সহস্থ সধাদেশঃ। তিষ্ঠন্তীতি স্থাঃ। তত্রস্থৈর্দেবৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি॥ স্বামী॥ ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিমমে (বিশেষরূপে—একটী একটী করিয়া—গণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন), [তাদৃশঃ] (তাদৃশ) কতমঃ নু (কোনও ব্যক্তি কি) বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) বীর্য্যগণনাং অর্হতি (বীর্য্যগণনায় সমর্থ হইতে পারে)? যঃ (যিনি—যে-বিষ্ণু) অস্খলতা (স্খলনহীন—বাধাহীন) স্বরহসা (স্বীয় বেগদ্বারা) ত্রিপৃষ্ঠং (সত্যলোককে) চস্কম্ভ (ধারণ করিয়াছিলেন)—যস্মাৎ (যাহা হইতে—যে-বেগবশতঃ) ত্রিসাম্যসদনাৎ (ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া—সত্যলোক পর্য্যন্ত) উরুকম্পয়ানং (অত্যধিকরূপে কম্পমান—হইয়াছিল)।

অনুবাদ। নারদের প্রতি ব্রহ্মা বলিলেন—যাঁহার (পাদবিক্ষেপের) বেগে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত অত্যধিকরূপে কম্পিত হইয়াছিল এবং স্খলনরহিত স্বীয় পাদবিক্ষেপদ্বারাই যিনি তাদৃশরূপে কম্পমান সত্যলোককে ধারণ (স্থির) করিয়াছিলেন—যে নিপুণব্যক্তি পৃথিবীর পরমাণুসমূহকেও বিশেষ রূপে (অর্থাৎ একটী একটী করিয়া) গণনা করিয়াছেন (অর্থাৎ গণনা করিতে সমর্থ), তাদৃশ কোনও ব্যক্তিও কি—সেই বিষ্ণুর বীর্য্যগণনায় সমর্থ হয়? (অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তিও বিষ্ণুর বীর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ নহে)। ৬

এই শ্লোকটী নিম্নলিখিত ঋক্ মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনিমাত্রঃ—"বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যোঽস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচংক্রমাণস্ত্রেধোরুগায় ত্বা বিষ্ণবে ইতি॥"

এইশ্লোকে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে। দৈত্যরাজ বলি যখন কুরুক্ষেত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীবামনরূপী বিষ্ণু যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দেহপরিমাণের ত্রিপাদভূমি বলি-মহারাজের নিকট দান চাহিলেন। বলি মহারাজ তাহাতে সম্মত হইয়া ভূমি দান করার উদ্দেশ্যে স্বীয় কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া যখন বামনদেবের হাতে দিলেন, তৎক্ষণাৎই বামনদেব দিব্য ত্রিবিক্রমরূপ ধারণ করিলেন; তৎকালে তাঁহার পদে ভূমি, জঘনে নভোমণ্ডল, জানুযুগ্মে সত্য ও তপোলোক, ঊরুতে মেরু ও মন্দর, কটিদেশে বিশ্বদেবগণ, বস্তি ও মস্তকদেশে মরুদ্গণ, লিঙ্গদেশে মন্মথ, বৃষণে প্রজাপতি, কুক্ষিভাগে সপ্তসাগর, জঠরে সর্ব্বভুবন, ত্রিবলিতে নদীচয় জঠরাভ্যন্তরে যজ্ঞ ও ইষ্টপূর্ত্তাদি যাবতীয় ক্রিয়া ও মন্ত্র, পৃষ্ঠদেশে বসুবর্গ, স্কন্ধে রুদ্রগণ, বাহুসমূহে সর্ব্বদিক্, করনিকরে অষ্টবসু, হৃদয়ে ব্রহ্মা, হৃদয়াস্থিতে বজ্র, উরোমধ্যে স্ত্রীসহস্র, মনে চন্দ্রমা, গ্রীবাদেশে দেবমাতা অদিতি, বলয়ে বিবধ বিদ্যা, মুখমণ্ডলে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ, অধরোষ্ঠে সর্ব্বসংস্কার ও ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষসহ সর্ব্বশাস্ত্র, ললাটে লক্ষ্মী, শ্রবণযুগলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নিশ্বাসে মাতরিশ্বা, সর্ব্বসন্ধিতে সর্ব্বমরুৎ, দশনপংক্তিতে সর্ব্বসূক্ত, জিহ্বায় সরস্বতী দেবী, নয়নে চন্দ্র ও আদিত্য, পক্ষশ্রেণীতে কৃত্তিকাদি নক্ষত্রনিচয়, ভ্রূমধ্যে বিশাখা, রোমকূপে তারকারাজি এবং রোমনিবহে সর্ব্বমহর্ষি বিরাজ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে একটী মাত্র পাদক্রমেই চরাচরসমেতা জগতীকে ব্যাপিয়া ফেলিলেন। দ্বিতীয় পাদক্রমকালে চন্দ্র সেই বিরাট দেহের দক্ষিণে এবং সূর্য্য বাম ভাগে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তৎপর, তৃতীয় পাদক্রমকালে অর্দ্ধ পাদক্রমেই স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক ও তপোলোক আক্রমণ করিয়া অপর অর্দ্ধপাদক্রমদ্বারা অম্বরদেশ সম্পূরিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বিষ্ণু বর্দ্ধিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডোদর আহত করিয়া নিরালোক স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর অম্বর হইতে বিশ্বব্যাপী অঙ্ঘ্রিদেশ (চরণ) প্রসারিত করিলে তাহাতে অণ্ডকটাহ বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখনও তাঁহার তৃতীয় পাদক্রম সম্পূর্ণ হয় নাই। (বামনপুরাণ, ৯২ অধ্যায়)। এই ত্রিবিক্রমরূপে পাদবিক্ষেপকালে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল;

বিভুরূপে ব্যাপে শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক—ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম ॥ ১৭
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটীতে সৃজন।
'উরুক্রম'-শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥ ১৮

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এইরূপে কম্পমান সত্যলোককেও তিনি স্বীয় পাদবিক্ষেপদ্বারাই আবার স্থির করিয়াছিলেন; সত্যলোকাদির প্রকম্পনে তাঁহার পাদক্ষেপ কিঞ্চিৎ মাত্রও বিচলিত বা প্রতিহত হয় নাই; তাই বলা হইয়াছে—**অস্খলতা স্বরহসা**—অপ্রতিহত (পাদক্ষেপ)-বেগদ্বারা তিনি অত্যধিকরূপে কম্পমান সত্যলোককে স্থির করিয়াছিলেন। এইরূপ অচিন্ত্যনীয় প্রভাব যাঁহার—যিনি চক্ষুর নিমিষে বামনরূপকে উল্লিখিত ত্রিবিক্রমরূপে প্রকটিত করিলেন, যাঁহার দুইটী কি আড়াইটী মাত্র পাদক্ষেপই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া রহিল, তৃতীয় পাদক্ষেপ সম্পূর্ণ হইবার স্থান সঙ্কুলান ব্রহ্মাণ্ডে হইল না—সেই বিষ্ণুর মহিমা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? তাই, সংক্ষেপে শ্রীহরির বিভূতির কথা বর্ণন করিয়া ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—"শ্রীহরির মহিমা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করার শক্তি কাহারও নাই—এমন কি যিনি পৃথিবীর পরমাণুসমূহেরও সংখ্যা নির্ণয় করিতে সমর্থ, তিনিও বিষ্ণুর বীর্য্যনির্ণয়ে অসমর্থ।"

"চরণচালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন"—এই পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭। এক্ষণে ক্রম-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন।

বিভুরূপে—সর্ব্বব্যাপকরূপে। ব্যাপকতা-শক্তিদ্বারা শ্রীবিষ্ণু অনন্তকোটি প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড এবং অপ্রাকৃত ধামসমূহকে একাই যুগপৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; এই ব্যাপকতা শক্তি অপর কাহাতেও দেখা যায় না; সুতরাং এই শক্তিতে (ক্রমে) তিনি (উরু) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়াতে তিনি উরুক্রম।

শক্ত্যে—শক্তিদ্বারা। শক্তি ত্রিবিধ—মাধুর্য্যশক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তি এবং মায়াশক্তি।

শক্ত্যে ধারণ পোষণ—মাধুর্য্য-শক্তিদ্বারা গোলোক (বৃন্দাবন) এবং ঐশ্বর্য্য শক্তিদ্বারা পরব্যোমকে ধারণ এবং রক্ষা করিতেছেন। এই পয়ারে ক্রম-শব্দের শক্তি-অর্থ-জ্ঞাপক উদাহরণ দিয়াছেন।

গোলোক—গো-সমূহের লোক বা ধাম; এস্থলে গোপ-গোপী-আদিও সূচিত হইতেছে।

১৮। এই পয়ারের প্রথমার্দ্ধে মায়াশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন; পরিপাটীও দেখাইতেছেন।

মায়াশক্তিদ্বারা যিনি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ এবং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জীব-সমূহ অত্যন্ত পরিপাটীর সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার এই মায়াশক্তির মত শক্তি অপর কাহারও নাই; সৃষ্টিকার্য্যে যেরূপ পরিপাটী প্রদর্শিত হইয়াছে, যাঁহার এইরূপ পরিপাটীর তুল্য পরিপাটীও অন্যত্র দৃষ্ট হয় না; সুতরাং যাঁহার এই মায়াশক্তি এবং পরিপাটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (উরু) তিনিই উরুক্রম (শ্রীকৃষ্ণ)।

উরুক্রম—উরু (অত্যধিক, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী) ক্রম (পাদক্ষেপ বা শক্তি বা পরিপাটী) যাঁহার, তিনি উরুক্রম; শ্রীবিষ্ণু।

ক্রম-শব্দের যে উক্তরূপ বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, নিম্নশ্লোকে তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। শক্তি, পরিপাটী, চালন ও কম্প—এই কয় অর্থে ক্রম-শব্দের প্রয়োগ হয়।

চালন—পদ-চালন; পাদক্ষেপ। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭-১৮ পয়ারে শক্তি-অর্থে, ১৮ পয়ারে পরিপাটী (সৃষ্টিকার্য্যের পরিপাটী অর্থে, ৬ষ্ঠ শ্লোকে পাদক্ষেপ বা চালন অর্থে এবং কম্প অর্থেও (প্রকৃতি হইতে সত্যলোকের পর্য্যন্ত কম্পনে) ক্রম-শব্দের, তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

'কুর্ব্বন্তি' পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
'কৃষ্ণসুখনিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য' কহয় ॥ ১৯

তথাহি পাণিনি (১।৩।৭২)
সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাং ভ্বাদিপ্রকরণে,—

স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে ॥ ৮ ॥

'হেতু'-শব্দে কহে—ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে।
ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি—মুখ্য এ তিন প্রকারে ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

১৯। এক্ষণে শ্লোকস্থ "কুর্ব্বন্তি" শব্দের অর্থ করিতেছেন। কৃ-ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানকালবাচক বহুবচনসূচক "অন্তি"-যোগ করিয়া "কুর্ব্বন্তি" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। **কুর্ব্বন্তি** একটী ক্রিয়াপদ; ইহার অর্থ—"করেন"। **পরস্মৈপদ**—পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ, এই দুই ভাবে ধাতুরূপ সাধিত হয়। কৃ-ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদের অন্তি প্রত্যয় যোগ করাতে "কুর্ব্বন্তি" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃ-ধাতু উভয়পদী, ইহার উত্তর আত্মনেপদী প্রত্যয় "অন্তে" যুক্ত হইলে "কুর্ব্বতে" হইত। "কুর্ব্বন্তি" ও "কুর্ব্বতে" উভয় শব্দের অর্থই "করেন"। কিন্তু উভয়ের তাৎপর্য্যের পার্থক্য আছে। কার্য্যের ফল যদি কর্ত্তা নিজে ভোগ করেন, তবে কৃ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদী প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়; আর কার্য্যের ফল যদি অপরে ভোগ করেন, তাহা হইলে পরস্মৈপদী প্রত্যয় হয়। এস্থলে "কুর্ব্বন্তি"-পদ পরস্মৈপদীতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং কার্য্যের ফল কর্ত্তার নিজের জন্য অভিপ্রেত নহে। কার্য্যটী "ভক্তি"—কর্ত্তা "আত্মারামাঃ—আত্মারামাঃ ভক্তিং কুর্ব্বন্তি।" সুতরাং এই ভক্তি কেবলমাত্র কৃষ্ণসুখের নিমিত্তই অভিপ্রেত; ভক্তের নিজের সুখের জন্য নহে। ইহাই তাৎপর্য্য।

ক্রিয়ার ফল কর্ত্তার নিজের ভোগের জন্য অভিপ্রেত না হইলে যে পরস্মৈপদী প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়, নিম্নশ্লোকে তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ৮। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। স্বরিত (যজাদি) ধাতু এবং ঞ-ইৎ যার এইরূপ (কৃ-প্রভৃতি)-ধাতু, আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ-এই উভয় পদেই ব্যবহৃত হয়। তত্তৎক্রিয়ার ফল যখন কর্ত্তার নিজের ভোগ্য হয়, তখন তত্তৎ ধাতু, আত্মনেপদী হয়; আর যখন ঐ ক্রিয়ার ফল কর্ত্তা ভিন্ন অপর কাহারও জন্য অভিপ্রেত হয়, তখন উহা পরস্মৈপদী হয়। ৮।

স্বরিত এবং ঞিৎ এই দুইটী ব্যাকরণের পারিভাষিক-শব্দ। যজ্ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুকে স্বরিত ধাতু এবং কৃ-প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুকে ঞিৎ-ধাতু বলে। এই দুই রকমের ধাতু উভয় পদেই ব্যবহৃত হয়। যজ্ ধাতুর অর্থ যজন; কৃ ধাতুর অর্থ—করা। যজ্ ধাতু ও কৃ-ধাতুর আত্মনেপদীতে বর্ত্তমানকালে তৃতীয়পুরুষের একবচনে রূপ হইবে যথাক্রমে "যজতে" ও "কুরুতে"। "রামঃ দেবং যজতে পাকং চ কুরুতে"—এই বাক্যে ক্রিয়া দুইটীর আত্মনেপদীতে প্রয়োগ হইয়াছে; বাক্যটীর অর্থ এই:—"রাম দেবতার যজন করে এবং পাক করে"; আত্মনেপদী ক্রিয়ার তাৎপর্য্য এই যে—দেবতাযজনের ফল রাম নিজেই পাইতে চায়; আর পাকও করে নিজে খাওয়ার নিমিত্ত। উক্ত ধাতু দুইটীর পরস্মৈপদীতে রূপ হইবে—"যজতি" এবং "করোতি"। রামঃ দেবং যজতি পাকং চ করোতি—এই বাক্যের অর্থও—রাম দেবতার যজন করে এবং পাক করে। কিন্তু পরস্মৈপদী ক্রিয়ার তাৎপর্য্য এই যে—যজনের ফল রাম নিজে চায় না, দেবতার প্রীতির জন্যই যজন; আর পাকও করে—রামের নিজের জন্য নহে, অপরের জন্য।

২০। এক্ষণে "অহৈতুকী"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। হেতু নাই যাহাতে, (যে-ভক্তির), তাহাই অহৈতুকী। সুতরাং অহৈতুকী শব্দের অর্থ বুঝিতে হইলে আগে 'হেতু' শব্দের অর্থ জানা দরকার। তাই এই পয়ারে "হেতু" শব্দের অর্থ করিতেছেন।

হেতু অর্থ—প্রবর্ত্তক কারণ; যে-উদ্দেশ্যে কোনও কাজ করা হয়, তাহাই ঐ কার্য্যের হেতু। স্বর্গ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যদি ভজন করা হয়, তাহা হইলে ঐ ভজনের হেতু হইল স্বর্গপ্রাপ্তি। যাঁহারা হেতু-মূলে ভজন করেন, তাঁহাদের ভজনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধারণতঃ তিনটী দেখা যায়—ভুক্তি, সিদ্ধি এবং মুক্তি। এই তিনটী হেতুর তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী পয়ারে

এক 'ভুক্তি' কহে—ভোগ অনন্ত প্রকার।　　'সিদ্ধি অষ্টাদশ', 'মুক্তি' পঞ্চপরকার॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলিয়াছেন। **ভুক্তি আদি**—ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি প্রভৃতি। **বাঞ্ছান্তরে**—অন্য বাসনা; শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির বাসনাব্যতীত অন্য বাসনা। **মুখ্য এ তিন প্রকার**—শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির বাসনাব্যতীত অন্য যে-সকল বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া লোকে সাধন করে, তাহাদের মধ্যে, ভুক্তি, সিদ্ধি এবং মুক্তি এই তিনটীর বাসনাই মুখ্য।

২১। ভুক্তি, সিদ্ধি ও মুক্তির তাৎপর্য্য বলিতেছেন। **ভুক্তি**—ভোগ; নিজের ভোগ; স্ব-সুখার্থ ভোগ, বিষয়-সম্পত্তি-সুখস্বচ্ছন্দতাদি ইহকালের ভোগ এবং স্বর্গসুখাদি পরকালের ভোগ।

সিদ্ধি অষ্টাদশ—সিদ্ধি আঠার রকমের; অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিতা, বশিতা, কামাবশায়িতা, ক্ষুৎপিপাসাদি-রাহিত্য, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, মনোজব, কামরূপতা, পরকায়প্রবেশ, ইচ্ছামৃত্যু, দেবক্রীড়া-প্রাপ্তি, সঙ্কল্পানুরূপ-সিদ্ধি এবং অপ্রতিহতাজ্ঞা। প্রথম আটটী ভগবদাশ্রিত; পরের দশটী সত্ত্বগুণের কার্য্য। অণিমা, লঘিমা ও মহিমা এই তিনটী দেহের সিদ্ধি।

অণিমাতে দেহকে অণুর মত এত ক্ষুদ্র করা যায় যে, শিলার মধ্যেও প্রবেশ করা যায়। আর মহিমাতে দেহকে পর্ব্বতের মত বড়ও করা যায়। লঘিমাতে দেহ এত হাল্কা হয় যে, সূর্য্যের রশ্মি ধরিয়াও উপরে উঠা যায়। প্রাপ্তিতে সর্ব্বপ্রাণীর ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে সম্বন্ধ জন্মে; সুতরাং ইন্দ্রিয়কে যখন যে-ভাবে ইচ্ছা চালাইতে পারা যায়; প্রাপ্তি-সিদ্ধিলাভ হইলে অঙ্গুলিদ্বারা চন্দ্রকে স্পর্শ করা যায়। প্রকাম্যে—শ্রুত, দৃষ্ট এবং দর্শনযোগ্য বিষয়ে ভোগ ও দর্শনের সামর্থ্য জন্মে। ঈশিতায় অন্যজীবের মধ্যে নিজের শক্তিসঞ্চার করা যায়। বশিতায় ভোগ-বিষয়ে সঙ্গ-হীনতা জন্মে। কামাবশায়িতায়, যাহা যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাহা তাহাই চরমসীমা পর্য্যন্ত করা যায়; যেমন দগ্ধবীজের অঙ্কুরোৎপাদন। মনোজবে—মনের মত দ্রুত-গতিতে দেহকে চালান যায়। কামরূপতায়—অভিলষিত রূপ ধারণ করা যায়। পরকায় প্রবেশ—পরের শরীরে নিজের সূক্ষ্ম দেহকে প্রবেশ করান। দেবক্রীড়া-প্রাপ্তিতে—দেবতাদিগের ন্যায় অপ্সরোদিগের সহিত ক্রীড়া করা যায়। সঙ্কল্পানুরূপ সিদ্ধিতে সঙ্কল্পিত বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপ্রতিহতাজ্ঞাতে—আজ্ঞা বা গতি সকল সময়েই অপ্রতিহত থাকে। বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ১৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মুক্তি—সার্ষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য। সার্ষ্টি—উপাস্যের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করা। সারূপ্য —উপাস্যদেবের সমান রূপ পাওয়া, যেমন নারায়ণের উপাসকের পক্ষে চতুর্ভুজত্ব লাভ করা। সালোক্য—উপাস্যদেবের সঙ্গে একই লোকে বা ধামে বাস করা; যেমন শিবের উপাসক শিবলোকে, বিষ্ণুর উপাসক বিষ্ণুলোকে, ইত্যাদি। সামীপ্য—উপাস্যের নিকটে পার্ষদরূপে থাকা। সাযুজ্য—উপাস্যের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া। সাযুজ্য আবার দুই রকমের; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য, এবং সবিশেষ-সাকার স্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্য। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য প্রাপ্ত জীব, পূর্ব্বের ভক্তিবাসনা থাকিলে, ভক্তির কৃপায় স্বতন্ত্রদেহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে পারেন। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥" সাকার-স্বরূপে সাযুজ্য-প্রাপ্ত জীবের স্বতন্ত্র দেহধারণ করিয়া-শ্রীকৃষ্ণ ভজন সম্ভব নহে। এজন্যই "ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্যে ধিক্কার॥ ২।৬।২৪২॥"

প্রথম চারি রকমের মুক্তি আবার সাধকের অভিপ্রায়ানুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; সেবাশূন্যা ও সেবাযুক্তা। যাঁহারা কেবল সারূপ্যাদি পাইয়াই সন্তুষ্ট, সারূপ্যাদির সঙ্গে উপাস্যের সেবা চাহেন না—তাঁহাদের মুক্তি সেবাশূন্যা, স্বসুখ-বাসনামূলা। আর যাঁহারা সারূপ্যাদি মুক্তিও চাহেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে উপাস্যদেবের সেবাও চাহেন, তাঁহাদের মুক্তি সেবাযুক্তা, প্রেমযুক্তা। সেবাশূন্যা মুক্তি ভক্ত কামনা করেন না। "দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" সাযুজ্য-মুক্তিকে ভক্ত নরক অপেক্ষাও হেয় মনে করেন; কারণ, তাহাতে সেব্য-সেবকত্ব ভাব নষ্ট হইয়া যায়।

এই যাহাঁ নাহি, তাহাঁ ভক্তি অহৈতুকী। যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২। এই যাহা নাই—ভুক্তি, সিদ্ধি ও মুক্তি আদির কামনা যে ভক্তির প্রবর্ত্তক নহে, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি। যে-ভক্তির প্রবর্ত্তক ভুক্তি-মুক্তি-আদি নিজের ভোগ্য বস্তু নহে, পরন্তু যে-ভক্তির প্রবর্ত্তক কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সুখকামনা, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি।

প্রশ্ন হইতে পারে ভক্তির প্রবর্ত্তক যে-কৃষ্ণসুখ-কামনা, তাহাইতো ঐ ভক্তির হেতু হইল, সুতরাং তাহা কিরূপে অহৈতুকী হইল? উত্তর—অহৈতুকী-ভক্তিতেও কৃষ্ণ-সুখ-কামনারূপ হেতু আছে সত্য; কিন্তু ঐ হেতুরূপ কৃষ্ণসুখ-কামনাও ভক্তিই—ইহা ভক্তি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে; সুতরাং ঐ ভক্তির হেতুও ভক্তি হওয়ায় তাহাকে অহৈতুকী ভক্তি বলা হইয়াছে। সাধ্য বা প্রবর্ত্তক-হেতু যে-স্থলে সাধন বা ভজন হইতে পৃথক, সে-স্থলেই সাধন-ভক্তিকে সহৈতুকী বলে। অহৈতুকী ভক্তিতে সাধ্য ও সাধন একজাতীয়। অহৈতুকীতে নিজের জন্য কিছু চাওয়া নাই। (টী. প. দ্র.)

যাহা হইতে ইত্যাদি—অহৈতুকী ভক্তিতেই স্বয়ং স্বতন্ত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন। যে-স্থলে কোনও প্রতিদান চলে না, সে-স্থলে বশ্যতা। আর যে-স্থানে প্রতিদান চলে, সেখানে প্রতিদান দেওয়া হইলেই বশ্যতা দূর হয়। গীতায় "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তাকে সেই ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥ ১।৪।১৮॥" সুতরাং যাঁহারা ভুক্তি-মুক্তি-কামনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের ভজন পূর্ণ হইলে, তাঁহাদিগকে ভুক্তি-মুক্তি-আদি দিয়া থাকেন; এবং এইরূপে ভুক্তি-মুক্তি-আদি দেওয়া হইলেই কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহাদের দেনা-পাওনা শোধবাদ হইয়া যায়॥ তখনই কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে অঋণী হইয়া যান। কিন্তু যাঁহারা চাহেন কেবল কৃষ্ণের সুখ, তাঁহাদের ভজনের প্রতিদানে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কিছুই দিতে পারেন না। তাঁহারা যাহা চাহেন, তাহাব্যতীত ভোগ-সুখাদি অন্য কিছু দিলেও তাঁহারা নিবেন না। আর তাঁহারা যাহা চাহেন, তাহা দিলেও, তাহা কৃষ্ণই পায়েন, তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে পায়েন না। কারণ, তাঁহারা চাহেন কৃষ্ণ-সেবা; তাহা যদি তিনি দেন, তবে ঐ সেবা-টুকু কৃষ্ণ নিজেই পাইবেন। তাহাতে তাঁহাদের ভজনের প্রতিদান তো হয় ই না, আরও বরং তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের নিকটে কৃষ্ণের বশ্যতার হেতুই বৃদ্ধি পায়। এজন্যই—বলা হইয়াছে, কৃষ্ণ সর্ব্বদাই ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন।

কৌতুকী—শ্রীকৃষ্ণকে কৌতুকী বলার তাৎপর্য্য কি? উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ-শক্তি-সম্পন্ন, স্বতন্ত্র, ভগবান্; তিনি নিজে বশ্যতা স্বীকার না করিলে কেহই তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে না। তত্ত্বতঃ ভক্তের শক্তি কৃষ্ণের শক্তি অপেক্ষা বড় নহে। তথাপি তিনি ইচ্ছা করিয়া ভক্তের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন কেন? ইহার উত্তরেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী; কৌতুক করিয়াই তিনি ভক্তের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; তিনি আনন্দ-স্বরূপ, আনন্দং ব্রহ্ম। তাঁহার আনন্দাংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিই হ্লাদিনী; এই হ্লাদিনী-শক্তিও তাঁহারই। এই শক্তিদ্বারা তিনি সকলকে আনন্দিত করেন এবং নিজেও আনন্দ-আস্বাদন করেন। "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন;" তিনি নিজে আনন্দরূপ হইয়াও যে আনন্দ আস্বাদনের জন্য তাহার স্পৃহা, ইহাই তাঁহার কৌতুক—ইহাই তাঁহার লীলা। ভগবানের আনন্দ দুই রকমের—স্বরূপানন্দ এবং স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ। স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ আবার দুই রকমের—মানসানন্দ এবং ঐশ্বর্য্যানন্দ। ঐশ্বর্য্যানন্দ এবং মানসানন্দের মধ্যে মানসানন্দই শ্রেষ্ঠ।

ভগবান্ আনন্দস্বরূপ বলিয়া শক্তির বিশেষ ক্রিয়াব্যতীতও তাঁহার একটা আনন্দ আছে। যেমন নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-স্বরূপ; তাঁহাতে শক্তির বিশেষ ক্রিয়া নাই; শক্তির বিশেষ অভিব্যক্তি নাই; সুতরাং শক্তির বিশেষ অভিব্যক্তিজনিত যে-আনন্দ, তাহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের নাই; তথাপি এই ব্রহ্ম স্বরূপতঃ আনন্দ বলিয়া তাঁহাতে একটা আনন্দ আছে; ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপানন্দ। হ্লাদিনী-শক্তিই আনন্দের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি; সুতরাং যে-স্থলে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হ্লাদিনী যত বেশী বৈচিত্রী ধারণের সুযোগ বা অবকাশ পায়, সেস্থানে আনন্দেরও তত বেশী বৈচিত্রী দৃষ্ট হয়। হ্লাদিনী ভগবানের স্বরূপশক্তি বলিয়া হ্লাদিনীর বৈচিত্রীজনিত আনন্দকে স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ বলে। পরব্যোমাদি ভগবদ্ধামের ঐশ্বর্য্যাদিও স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। ১।৪।৫৫ পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—স্বরূপ-শক্তির বা চিচ্ছক্তির এই তিনটী বৃত্তির মধ্যে কোনও একটীকে অপর দুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—তিনটীই ন্যূনাধিকরূপে একত্র বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং স্বরূপ-শক্তি যখন ঐশ্বর্য্যরূপে বৈচিত্রী ধারণ করে, তখন হ্লাদিনীও তন্মধ্যে কিছু কিছু বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে; ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে মিশ্রিত হ্লাদিনী শক্তির এই যে-বৈচিত্রী, তাহাই ঐশ্বর্য্যানন্দ। কিন্তু বৈকুণ্ঠাদিতে ঐশ্বর্য্যই প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া হ্লাদিনী ঐশ্বর্য্য-শক্তিদ্বারা যেন প্রতিহত হয় বলিয়াই মনে হয় (টী. প. দ্র.) এবং প্রতিহত হয় বলিয়াই হ্লাদিনী তত্তৎ-ধামে যথা-সম্ভব বৈচিত্রীর আতিশয্য ধারণ করিতে পারে না। যাহাহউক, হ্লাদিনী বিবিধ বৈচিত্রী ধারণ করিয়া বিবিধ আনন্দরূপে পরিণত হয় এবং হ্লাদিনী আবার এই সকল আনন্দ ভগবান্‌কে এবং ভক্তকে আস্বাদন করায়। এস্থলে আমাদের আলোচ্য হইতেছে—ভগবানের আনন্দ; ভগবান্ যে-আনন্দ অনুভব করেন, তাহা। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—ভগবানের অনুভবযোগ্য আনন্দস্বরূপে হ্লাদিনী যে-বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে, তাহা কি ভগবানের মধ্যে, না কি তাঁহার বাহিরের ভক্তের মধ্যে? ভক্তের মধ্যেই যদি হয়, তাহা হইলে ভগবানে নিত্য অবস্থিত স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী ভক্তের মধ্যে যায় কিরূপে? উত্তর এই—শক্তির ক্রিয়ায় হ্লাদিনী ভগবানের মধ্যেও বৈচিত্রী ধারণ করে এবং ভগবান্‌কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া ভক্তহৃদয়েও বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে। আনন্দ আস্বাদনের নিমিত্ত পরম-কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই হ্লাদিনী-শক্তির সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী কোনও বৃত্তিকে ভক্তগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া থাকেন; এইরূপে সঞ্চারিত হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিই ভক্তহৃদয়ে কৃষ্ণপ্রীতিরূপে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া পরম আস্বাদ্যতা লাভ করিয়া থাকে। "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি র্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি। প্রীতিসন্দর্ভ। ৬৫॥" ভগবানের স্বরূপে হ্লাদিনী যে-বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ভক্তহৃদয়ে স্থিত বৈচিত্রী অনেক বেশী আস্বাদ্য। একটা দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। বায়ুর গুণ শব্দ; মুখ গহ্বরস্থ বায়ু নানাভঙ্গিতে মুখ হইতে বহির্গত হইলে নানাবিধ শব্দের অভিব্যক্তি হইতে পারে। এসমস্ত শব্দেরও একটা মাধুর্য্য আছে; কিন্তু সেই বায়ু যদি মুখ হইতে বাহির হইয়া বংশীরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাহা হইলে এমন এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময় শব্দের উদ্ভব হয়, যদ্দ্বারা শ্রোতা এবং বংশীবাদক নিজেও মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তদ্রূপ, ভগবানের স্বরূপে হ্লাদিনী যে-বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ভক্তহৃদয়ে নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীর বৈচিত্রী অনেক বেশী আস্বাদ্য। অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপে অপক্ষো ভক্তহৃদয়েই হ্লাদিনীর বৈচিত্রী-ধারণের সুযোগ এবং অবকাশ বেশী। হ্লাদিনী ভক্তহৃদয়েই সর্ব্ববিধ বৈচিত্রী ধারণ করিতে পারে এবং ভক্তহৃদয়ে হ্লাদিনী যে-সকল আনন্দ-বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে, তাহার আস্বাদনেই ভগবানের সমধিক কৌতূহল। নির্ব্বিশেষব্রহ্মে শক্তির বিকাশ নাই বলিয়া—করুণা, ভক্তবাৎসল্যাদি নাই; সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ভক্তও নাই। তাই তাঁহার পক্ষে হ্লাদিনীর বৈচিত্রীময় আনন্দের অভাব। বৈকুণ্ঠাদি ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধামে শক্তির বিকাশ আছে, তত্তৎ ধামাধিপতিতে করুণাদির বিকাশও আছে, তাঁহাদের পার্ষদভক্তও আছেন; এই পার্ষদ ভক্তদের হৃদয়ে হ্লাদিনী বৈচিত্রী ধারণও করিতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের ভক্তি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা বলিয়া এবং ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে প্রীতি সঙ্কুচিত হয় বলিয়া—তাঁহাদের হৃদয়স্থিত হ্লাদিনী ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রতিহত হয়; তাই তাঁহাদের মধ্যে হ্লাদিনীর বৈচিত্রী পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এইরূপে ঐশ্বর্য্য-দ্বারা প্রতিহত হ্লাদিনীর বৈচিত্রীজনিত যে-আনন্দ, তাহাই ঐশ্বর্য্যানন্দ। স্বরূপানন্দ অপেক্ষা ইহাতে আস্বাদন-চমৎকারিতা অনেক বেশী হইলেও আস্বাদন-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা নাই। বৃন্দাবনাদি শুদ্ধমাধুর্য্যময় ধামে মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য—ঐশ্বর্য্যাদি মাধুর্য্যের অনুগত; এস্থলে ঐশ্বর্য্য-শক্তি মাধুর্য্যকে—হ্লাদিনীকে—প্রতিহত করিবার

'ভক্তি'-শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার—।
এক সাধন, প্রেমভক্তি নবপ্রকার ॥ ২৩

রতিলক্ষণা-প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা, মহাভাবলক্ষণারূপা আর ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চেষ্টাও করিতে পারে না, বরং নিজেই মাধুর্য্যকর্তৃক কবলিত হইয়া মাধুর্য্যের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া যায়। তাই এস্থলে হ্লাদিনীর অপ্রতিহত ক্ষমতা; বৃন্দাবনের পার্ষদ্-ভক্তের চিত্তে তাই হ্লাদিনী সর্ব্ববিধ বৈচিত্রীর পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা অনুভব করাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে যে-আনন্দ অনুভব করেন, তাহাই তাঁহার মানসানন্দ। মনে অনুভূত হয় বলিয়া ঐশ্বর্য্যানন্দ কি স্বরূপানন্দও মানসানন্দ বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যানন্দাদিতে আনন্দানুভবজনিত মনঃপ্রসাদ চরম-পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদিগকে মানসানন্দ বলা হয় নাই। ব্রজধামে যে-আনন্দ, তাহাও স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর বৈচিত্রী বলিয়া তাহাও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ এবং তাহার আস্বাদনে মনঃ-প্রসাদ চরম-পরাকাষ্ঠা লাভ করে বলিয়া তাহাকে মানসানন্দ বলা হয়। শ্রীভগবান্ ভক্তির বশীভূত বটেন; কিন্তু যে-স্থলে ভক্তির বা প্রীতির যতবেশী অভিব্যক্তি, সে-স্থলে তাঁহার আস্বাদন-যোগ্য আনন্দেরও তত বেশী অভিব্যক্তি, সুতরাং সে-স্থলে তাঁহার ভক্তবশ্যতার অভিব্যক্তিও তত বেশী। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে মানসানন্দেরই সম্যক বশীভূত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এইরূপ আনন্দ-আস্বাদনের জন্য কৌতুক আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে কৌতুকী বলা হইয়াছে।

কৌতুকী-শব্দের অন্য তাৎপর্য্যও হইতে পারে। কৌতুকী-অর্থ আনন্দময়ও হইতে পারে। অহৈতুকী ভক্তির মহিমা-খ্যাপনই এই কৌতুকী-শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য। এই ভক্তির এতই মহিমা যে, স্বয়ং আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণও এই ভক্তির বশীভূত হইয়া থাকেন।

অথবা, কৌতুক অর্থ—পরম্পরায়াত মঙ্গল (শব্দকল্পদ্রুম)। সেবাদ্বারা ভক্ত কৃষ্ণকে সুখী করেন; কৃষ্ণও ভক্তকে সুখী করার জন্য উৎকণ্ঠিত; তাই তিনি নিজের চরণ-সেবা দিয়া ভক্তকে সুখী করিয়া অনুগৃহীত করিতে প্রয়াসী। এই ভাবে নিজের সেবক ভক্তকে সুখী ও অনুগৃহীত করার নিমিত্ত যিনি উৎকণ্ঠিত, তিনিই কৌতুকী। ইহাতেও অহৈতুকী-ভক্তির মাহাত্ম্যই সূচিত হইতেছে। এই ভক্তির এমনি মাহাত্ম্য যে, পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত অহৈতুকী-ভক্তির অনুষ্ঠানকারী ভক্তকে কৃপাপূর্ব্বক চরণসেবা দিয়া তাঁহার পরম মঙ্গল বিধান করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত।

২৩। এইক্ষণে "ভক্তি"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। **ভক্তি**-শব্দ ভজ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ভজ্-ধাতুর অর্থ সেবা। সুতরাং ভক্তি-শব্দের অর্থ হইল সেবা। "ভক্তিরস্য ভজনম্"—গো. তা. শ্রুতি। পূর্ব্ব। ১৫॥"

দশবিধাকার—ভক্তি দশ রকম; সাধন-ভক্তি এক রকম, আর সাধ্য প্রেমভক্তি নয় রকম। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সাধন-ভক্তি—রতি বা প্রেমাঙ্কুর-জন্মনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে ভজন—তাহার নাম সাধন-ভক্তি। হৃদয়ে রতির উন্মেষই সাধন-ভক্তির উদ্দেশ্য।

প্রেমভক্তি—প্রেম লক্ষণাভক্তি।

এই পয়ারের স্থলে কোন কোন গ্রন্থে এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। "ভক্তিশব্দের অর্থ হয় নববিধাকার। এক সাধন, প্রেমভক্তি অষ্ট প্রকার।" এইরূপ পাঠে "প্রেম" হইতে আরম্ভ করিয়া "মহাভাব" পর্য্যন্ত আটটী স্তরকেই সম্ভবতঃ আট রকমের প্রেমভক্তি বলা হইয়াছে।

২৪। এই পয়ারে নয় রকম প্রেমভক্তির কথা বলা হইতেছে। রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব—প্রেমবিকাশের এই নয়টী অবস্থায় স্থিত ভক্তদের নয় রকম সেবাই নয় রকম প্রেমভক্তি। রতি-প্রেমাদির লক্ষণ ২।১৯।১৫১-৫২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

শান্তভক্তের রতি বাঢ়ে প্রেমপর্য্যন্ত।
দাসভক্তের রতি হয় রাগদশা অন্ত ॥ ২৫
সখাগণের রতি অনুরাগপর্য্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ অন্ত ॥ ২৬
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাবসীমা।
'ভক্তি' শব্দের এই সব অর্থের মহিমা ॥ ২৭
'ইত্থম্ভূতগুণ'-শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান।
'ইত্থং'-শব্দের ভিন্ন অর্থ 'গুণ'-শব্দের আন ॥ ২৮

'ইত্থম্ভূত'-শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়।
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণপ্রায় হয় ॥ ২৯

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।১।২৬)—
হরিভক্তিসুধোদয়বচনম্ (১৪।৩৬)—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ ৯

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহা রসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব্ব-বিস্মারণ ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রতির অপর নাম ভাব বা প্রেমাঙ্কুর। ইহা প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ-সদৃশ; প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্। এজন্যই বোধ হয় এই (পাঠান্তর) পয়ারে ভাব-ভক্তিকেও প্রেম-ভক্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

২৫-২৭। শান্তদাস্যাদি পাঁচ প্রকারের ভক্ত-মধ্যে কোন্ ভক্ত উক্ত নয় রকমের প্রেমভক্তির কোন্ পর্য্যন্ত অধিকারী হন, অর্থাৎ কাহার রতি কোন্ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তাহা বলিতেছেন—এই তিন পয়ারে।

২।২৩।৩৪-৩৭ পয়ারের এবং ২।১৯।১৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ—বাৎসল্যরতি।

২৮। এইক্ষণে "ইত্থম্ভূতগুণ"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। **ইত্থম্ভূত**—এইরূপ গুণ যাঁহার তিনি "ইত্থম্ভূতগুণ (এতাদৃশ-গুণ-সম্পন্ন)। ইত্থম্ভূত ও গুণ—এই দুইটী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া দেখাইতেছেন।

২৯। এই পয়ারে ও নিম্নের চারি পয়ারে "ইত্থম্ভূত" শব্দের তাৎপর্য্য বলিতেছেন। শ্লোকে বলা হইয়াছে—হরির এমনি (অদ্ভুত) গুণ যে, আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্ত তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ভজন করিয়া থাকেন। সেই সেই গুণের মধ্যে এমন কি আশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি আছে, যাতে আত্মারামগণ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইতে পারেন, তাহাই এই কয় পয়ারে দেখাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণগুণের আশ্চর্য্য শক্তির মধ্যে কয়েকটী যথা:—শ্রীকৃষ্ণগুণ পূর্ণানন্দময়, ব্রহ্মানন্দ-তুচ্ছকারী সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, মহারসায়ন, সর্ব্ববিস্মারক, ভুক্তি-সিদ্ধি-মুক্তি-আদির বাসনা-অপসারক। পরবর্তী ৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ণানন্দময়—শ্রীকৃষ্ণগুণ পূর্ণানন্দময়; আর ব্রহ্মানন্দ খণ্ডানন্দ—স্বরূপানন্দ মাত্র; এজন্য কৃষ্ণগুণের সঙ্গে তুলনায় ব্রহ্মানন্দ তৃণতুল্য তুচ্ছ। তাই ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন আত্মারামগণও যদি একবার শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথা শুনেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণগুণ-আস্বাদনের অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হন।

নিম্নের শ্লোকে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকারে যে-আনন্দ, তাহা মহাসমুদ্র-সদৃশ অসীম, আর নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে যে আনন্দ, তাহা গোষ্পদ-তুল্য।

পূর্ব্ববর্তী ২২ পয়ারের টীকায় স্বরূপানন্দ, ঐশ্বর্য্যানন্দ ও মানসানন্দের পার্থক্য দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩০। শ্রীকৃষ্ণগুণের মহিমা বলিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণগুণ নিজের শক্তিতে সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, মহারসায়ন এবং সর্ব্ববিস্মারক। "আপনার বলে" এই পদের সহিত সর্ব্বাকর্ষকাদি সকল পদের সংযোগ আছে। আপনার বলে সর্ব্বাকর্ষক, আপনার বলে সর্ব্বাহ্লাদক ইত্যাদি।

ভুক্তি-সিদ্ধি-মুক্তিসুখ ছাড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্ণকৃপা বান্ধে ॥ ৩১

শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইহাঁ সিদ্ধান্তবিচার।
এই স্বভাবগুণে যাতে মাধুর্য্যের সার ॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সর্ব্বাকর্ষক—শ্রীকৃষ্ণগুণ নিজের শক্তিতে সকলকে আকর্ষণ করে; এমন কি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণপর্য্যন্ত নিজের মাধুর্য্য-গুণে নিজে আকৃষ্ট হয়েন। "শৃঙ্গার-রস-রাজময়-মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর ॥ ২।৮।১১২ ॥" "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। ২।৮।১১৮ ॥" **সর্ব্বাহ্লাদক**—শ্রীকৃষ্ণের গুণ নিজ শক্তিতে সকলের চিত্তকে আহ্লাদিত করে; ইহা তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া। "হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে সুখ আস্বাদন। হ্লাদিনীদ্বারায় করে ভক্তের পোষণ। ১।৪।৫৩ ॥" "ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥ ২।৮।১২১ ॥" "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"—বেদান্তসূত্র। ১।১।১২ ॥—এতৎ স্বয়মানন্দঃ পরানপ্যানন্দয়তি যথা প্রচুরধনঃ পরেভ্যো ধনং দদাতীতি প্রাচুর্য্যার্থে ময়ড়িতি।" প্রচুর ধনশালী ব্যক্তি যেমন নিজে ধন ভোগ করে, অপরকেও তাহা দান করে, তদ্রূপ আনন্দ-বারিধি শ্রীকৃষ্ণ নিজেও আনন্দ অনুভব করেন এবং অপর সকলকেও আনন্দ দান করেন। **মহারসায়ন**—অত্যধিকরূপে তৃপ্তিজনক; যাহা অপেক্ষা তৃপ্তিজনক আর কিছু নাই। **করে সর্ব্ববিস্মারণ**—শ্রীকৃষ্ণগুণ নিজের শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর সমস্তকে—"আমি-আমার"-আদিকে—ভুলাইয়া দেয়।

৩১। শ্রীকৃষ্ণগুণের আরও মহিমার কথা বলিতেছেন।

ভুক্তি-সিদ্ধি-ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের গুণের গন্ধ বা আভাস পাওয়া গেলে, ভুক্তি-সিদ্ধি-মুক্তি-আদির সুখ-বাসনা দূরে পলায়ন করে; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-গুণে যে আনন্দ, তাহার নিকট ভুক্তি-সিদ্ধি-আদির আনন্দ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

অলৌকিক শক্তি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ-গুণের এমনি অলৌকিকী শক্তি যে, ইহাদ্বারা জীব কৃষ্ণের চরণে বদ্ধ হয়। এই গুণের কথা যাঁহারা শুনেন, তাঁহাদের চিত্ত এতই আকৃষ্ট হয় যে এবং এতই আনন্দিত হয় যে তাঁহারা আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোনও সময়ে কৃষ্ণকে ছাড়িতে পারেন না—তাঁহারা কৃষ্ণের চরণে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন।

শক্তি-গুণে—শক্তির মাহাত্ম্যে; অথবা শক্তিরূপ গুণ বা রজ্জুদ্বারা। **কৃষ্ণকৃপা বান্ধে**—কৃষ্ণকৃপা ভাগ্যবান্ ভক্তকে বন্ধন করে। **কৃষ্ণ-কৃপা-বান্ধে**—শ্রীকৃষ্ণ-চরণে এই যে জীবের বন্ধন, তাহা কৃষ্ণের কৃপামূলক; ইহা কৃষ্ণের অনুগ্রহই—নিগ্রহ নহে। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চরণকমলের মধুপান করাইবার জন্যই স্বীয় গুণের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া জীবকে তাঁহার চরণে আবদ্ধ করিয়া রাখেন—কোনও রূপ শাস্তি দেওয়ার জন্য নহে; ইহাই "কৃপা"-শব্দের ধ্বনি।

৩২। অন্বয়ঃ—ইহাঁ (শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তিগুণবিষয়ে) শাস্ত্রযুক্তি (শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা) নাই, সিদ্ধান্তবিচার) সিদ্ধান্তবিচারের অপেক্ষা) নাই; (ইহা) স্বভাবগুণেই এই (এইরূপ—সর্ব্বাকর্ষকাদি); (যেহেতু শ্রীকৃষ্ণগুণ) মাধুর্য্যের সার।

শ্রীকৃষ্ণের গুণ মাধুর্য্যের সার বলিয়া (২।২১।৯২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য) স্বীয় মধুরতার প্রভাবে সকলকে আকর্ষণ করাই তাঁহার স্বভাব—স্বরূপ ধর্ম্ম; সুবৃহৎ চুম্বকের আকর্ষণে অতি ক্ষুদ্র লৌহ-কণিকা যেমন অতি দ্রুতবেগে চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণগুণের প্রবল আকর্ষণে ভাগ্যবান্ জীব এত প্রবলবেগে শ্রীকৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট হন যে, তখন তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রযুক্তি বা সিদ্ধান্তবিচার-আদি অসম্ভব হইয়া পড়ে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হওয়া উচিত কিনা, শাস্ত্র বা যুক্তির সাহায্যে তাহা বিচার করার কথাই তাঁহার মনে স্থান পায় না। শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথা শুনিয়া ভাগ্যবান্ জীব এতই প্রলুব্ধ হন যে, তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না, কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-ভজন না করিয়া আর থাকিতে পারেন না। শাস্ত্রযুক্তি বা সিদ্ধান্ত-বিচার আদির কথা তাঁহার তখন মনেই থাকে না।

অথবা, শাস্ত্রযুক্তি বা সিদ্ধান্ত বিচারের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথা জানিতে পারিলেই যে-জীব সেই গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা নহে। কোনও ভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণগুণের একটু অনুভব লাভ হইলেই জীব তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে; গুণের স্বাভাবিক ধর্ম্মই সকলকে আকর্ষণ করিয়া থাকে—মিছরির মিষ্টত্বের অনুভব হইলেই যেমন তাহার আস্বাদনের

'গুণ'-শব্দের অর্থ—কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সৎ-চিৎ-রূপ গুণ—সর্ব্ব পূর্ণানন্দ ॥ ৩৩

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য আত্মপর্য্যন্ত-বদান্যতা ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জন্য বাসনা জাগে, তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণগুণের স্বভাবই এইরূপ যে, তাহা আত্মারাম মুনিগণের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকে—ইহাই "ইত্থম্ভূতগুণ"-শব্দের তাৎপর্য্য। কেন আকর্ষণ করে?—না, এইরূপই তাঁহার গুণ, আকর্ষণ করাই কৃষ্ণগুণের স্বভাব। গুণের স্বভাবব্যতীত আকর্ষণের অন্য কোনও হেতু নাই।

যাতে মাধুর্য্যের সার—কৃষ্ণগুণে ভক্ত এরূপ-ভাবে আকৃষ্ট হয় কেন, তাহাই বলিতেছেন। জীব চায় আনন্দ, মাধুর্য্য। যেখানে মাধুর্য্য যত বেশী, জীব সেখানেই তত বেশী আকৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মাধুর্য্য-ঘন-মূর্ত্তি, মাধুর্য্যের সার বস্তু; এজন্যই শ্রীকৃষ্ণগুণে ভাগ্যবান্ জীব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আকৃষ্ট হয়।

৩৩। এক্ষণে "ইত্থম্ভূতগুণ"-শব্দের অন্তর্গত "গুণ"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। কৃষ্ণের গুণ অনন্ত—অসংখ্য। কয়েকটীর কথা মাত্র এখানে বলিতেছেন।

সৎ-চিৎ-রূপ গুণ—শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং গুণ সচ্চিদানন্দ। সৎ-শব্দে বিকারহীন অবিনাশী সত্তা বুঝায় এবং চিৎ-শব্দে অ-জড় বা অপ্রাকৃত বস্তু বা জ্ঞানবস্তু বুঝায়। সৎ-চিৎ-রূপ-গুণ-শব্দে ইহাই বুঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং গুণ নিত্য এবং অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি—সৎ, চিৎ এবং আনন্দের দ্বারাই গঠিত; মায়াবদ্ধ জীবের দেহের মত মায়িক রক্তমাংসে গঠিত নহে। তাঁহার দেহে রক্তমাংসের অনুরূপ যাহা আছে, তাহাও সৎ-চিৎ এবং আনন্দ; শ্রীকৃষ্ণে ও তাঁহার দেহে কোনও ভেদ নাই—দেহ ও দেহী শ্রীকৃষ্ণে একই, সবই সচ্চিদানন্দ; কিন্তু প্রাকৃত জীবে দেহ ও দেহীতে ভেদ আছে; দেহী চিন্ময় বস্তু। কিন্তু দেহ জড়বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ স্বগতভেদশূন্য। ২।২০।১৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। তিনিই বিগ্রহ, বিগ্রহই তিনি (ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণের গুণও চিন্ময়—মায়িক সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের বিকৃতি নহে। যে-যে-স্থলে পরব্রহ্মকে (শ্রীকৃষ্ণকে) শ্রুতি-আদিতে 'নির্গুণ' বা 'গুণবর্জ্জিত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সে-সে-স্থলে—তিনি যে প্রাকৃত গুণবর্জ্জিত,—তাহাই মাত্র বলা হইয়াছে। "হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রিতে। হ্লাদ-তাপকরী-মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ বি. পু. ১।১২।৬৯ ॥" —প্রাকৃত-গুণ-বর্জ্জিত শ্রীকৃষ্ণে সত্ত্ব-রজস্তম (হ্লাদতাপকরীমিশ্রা) গুণ নাই। হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ—এই তিনটী গুণই (এবং এই তিন গুণের বিলাসাদিই) তাঁহাতে আছে। ইহাই উক্ত শ্লোকে বলা হইল। **সর্ব্ব পূর্ণানন্দ**—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ সমস্তই পূর্ণানন্দ-স্বরূপ; সমস্তই আনন্দ-চিন্ময়।

৩৪। **ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য** ইত্যাদি—ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, কারুণ্য এবং স্বরূপ, সমস্ত বিষয়েই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম।

ভক্তবাৎসল্য—ভক্তের প্রতি স্নেহ-মমতা। শিশু-সন্তানের প্রতি মাতার যেরূপ স্নেহ থাকে, তাহার নাম বাৎসল্য। ভক্তের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের ঐ জাতীয় ততোধিক স্নেহ আছে। তাঁহাতে ভক্তবাৎসল্যেরও পূর্ণতম বিকাশ।

আত্মপর্য্যন্ত-বদান্যতা—বদান্যতা-শব্দের অর্থ দানশীলতা, যিনি দাতা, তাঁহাকে বদান্য বলে। শ্রীকৃষ্ণের বদান্যতা কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহা বলিতেছেন। তিনি নিজেকে পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন—প্রেমিক-ভক্তের নিকটে। যিনি তাঁহার চরণে ভক্তিভরে একপত্র তুলসী, কিম্বা একবিন্দু জল অর্পণ করেন, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে আত্মবিক্রয় করেন—কারণ, ভুক্তি-মুক্তি-আদি যত কিছু শ্রীকৃষ্ণের হাতে আছে, তাহার কোনটীদ্বারাই ঐ একপত্র তুলসী বা একবিন্দু জলের উপযুক্ত প্রতিদান হইতে পারে না; তাই ভক্তের ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া তিনি ভক্তের নিকটে আত্মদান করিয়া থাকেন। "তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ভ. র. সি. ২।১।৭২ ॥" দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য এবং বদান্যতা—উভয়ই ব্যক্ত হইল।

অলৌকিক রূপ-রস-সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥ ৩৫
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদিগুণে ॥ ৩৬

তথাহি (ভা. ৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১০

শুকদেবের মন হরিল লীলাশ্রবণে ॥ ৩৭

তথাহি (ভা. ২।১।৯)—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সিদ্ধস্য তব কুতোঽধ্যয়নে প্রবৃত্তিঃ ? তত্রাহ পরিনিষ্ঠিতোঽপীতি গৃহীতচেতা আকৃষ্টচিত্তঃ ॥ স্বামী ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৫। **অলৌকিক** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস বা মাধুর্য্য, গাত্রগন্ধাদি গুণ, সমস্তই অলৌকিক, লোকাতীত, অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয়। **সৌরভ**—সুগন্ধ।

কারো মন ইত্যাদি—ইহাদের মধ্যে কোনও গুণে কাহারও মন আকৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের একটীমাত্র গুণের আকর্ষণই ভাগ্যবান্ জীবকে অপর সমস্ত ভুলাইতে সমর্থ। কে কে, কোন্ কোন্ গুণে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহা নিম্ন কয় পয়ারে বলিতেছেন।

৩৬। **সনকাদির**—সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার। শ্রীকৃষ্ণের সৌরভে সনকাদির মন আকৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের চরণ-তুলসীর সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়াই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে তাঁহারা ব্রহ্মময় ছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক এই পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৭।৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩৭। শ্রীশুকদেব প্রথমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মধ্যান-পরায়ণ ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা-কথা শুনিয়া লীলামাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন আরম্ভ করেন। নিম্নের শ্লোক ইহার প্রমাণ।

শ্লো। ১১। অন্বয়। রাজর্ষে (হে রাজর্ষে)! নৈর্গুণ্যে (নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে) পরিনিষ্ঠিতঃ (প্রাপ্তনিষ্ঠ) অপি (হইয়াও) উত্তমঃশ্লোকলীলয়া (উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথায়) গৃহীতচেতাঃ (আকৃষ্টচিত্ত হইয়া) [অহং] (আমি) যৎ (যেই) আখ্যানং (আখ্যান—শ্রীমদ্ভাগবত) অধীতবান্ (অধ্যয়ন করিয়াছি)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে প্রাপ্তনিষ্ঠ হইয়াও উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথাশ্রবণে আকৃষ্টচিত্ত হওয়ায়, আমি এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি। ১১

উত্তমঃশ্লোকলীলয়া—উৎ অর্থাৎ উদ্গত বা দূরীভূত হয় তমঃ (তমোগুণ, তমোগুণের উপলক্ষণে অবিদ্যা) যাঁহার শ্লোক (কীর্ত্তন)-দ্বারা, তিনি উত্তমঃশ্লোক—ভগবান্; তাঁহার লীলা উত্তমঃশ্লোকলীলা; তদ্দ্বারা—উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।

শ্রীশুকদেব জন্মাবধিই ব্রহ্মানুভবসম্পন্ন ছিলেন; নির্জ্জন বনে বসিয়া তিনি ব্রহ্মসমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার পিতা ব্যাসদেব অন্য লোকদ্বারা শুকদেবের নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভগবানের গুণব্যঞ্জক কোনও কোনও শ্লোক কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন। ভগবদ্গুণকথার মাহাত্ম্যে তাহাতে শুকদেবের চিত্ত সমাধি হইতে আকৃষ্ট হয়। তখন তিনি ব্যাসদেবের নিকট গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নের বাসনা জানাইলেন; ব্যাসদেবও পরমানন্দের সহিত তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইলেন। ৩।১৭।৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা-শ্রবণে যে শুকদেবের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

তথাহি (ভাঃ ১২।১২।৬৯)—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ-
প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

শ্রীগুরুং নমস্করোতি। স্বসুখেনৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য। তেনৈব ব্যুদস্তোঽন্যস্মিন্ ভাবো যস্য তথা-ভূতোঽপি অজিতস্য রুচিরাভির্লীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখগতং স্থৈর্য্যং যস্য সঃ তত্ত্বদীপং পরমার্থপ্রকাশকং শ্রীভাগবতং যো ব্যতনুত তং নতোঽস্মীতি॥ স্বামী॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১২। অন্বয়। যঃ (যিনি) স্বসুখনিভৃতচেতাঃ (ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন বলিয়া পরিপূর্ণচিত্ত) তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ অপি (এবং তজ্জন্য অন্যবিষয়ে যাঁহার মনোবৃত্তি সম্যক্রূপে দূরীভূত হইয়া থাকিলেও) অজিতরুচির-লীলাকৃষ্টসারঃ (অজিত-শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর লীলাদ্বারা ব্রহ্মসুখ হইতে ধৈর্য্য আকৃষ্ট হওয়ায় যিনি) তদীয়ং (তাঁহার—সেই অজিতসম্বন্ধীয়) তত্ত্বদীপং (তত্ত্বকথার পক্ষে প্রদীপসদৃশ) পুরাণং (পুরাণ—শ্রীমদ্‌ভাগবত) কৃপয়া (কৃপা করিয়া) ব্যতনুত (ব্যক্ত করিয়াছেন), অখিলবৃজিনঘ্নং (সর্ব্ব-অমঙ্গল-বিনাশক) তং (সেই) ব্যাসসূনুং (ব্যাসনন্দন-শুকদেবকে) নতঃ অস্মি (আমি নমস্কার করি)।

অনুবাদ। শ্রীসূত বলিলেন—"ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন বলিয়া যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা পরিপূর্ণ এবং তজ্জন্যই অন্যবিষয় হইতে মনোবৃত্তি সম্যক্রূপ দূরে অপসৃত হওয়া সত্ত্বেও যিনি অজিত-শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর-লীলাকথাদ্বারা (ব্রহ্মানন্দ হইতে) আকৃষ্টচিত্ত হইয়া সেই অজিত-শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বসম্বন্ধে প্রদীপতুল্য শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সর্ব্ব-অমঙ্গল-বিনাশক সেই ব্যাসনন্দনকে (শ্রীশুকদেবকে) আমি প্রণাম করি।" ১২

স্বসুখ-নিভৃতচেতাঃ—স্বসুখদ্বারা (ব্রহ্মানন্দের অনুভববশতঃ) নিভৃত (পরিপূর্ণ) হইয়াছে চেতঃ (চিত্ত) যাঁহার; ব্রহ্মানন্দের অনুভব লাভ হইয়াছে বলিয়া যাঁহার চিত্তে অন্য কোনও কামনা নাই—সুতরাং কোনওরূপ অভাব-বোধ যাঁহার নাই, **তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ**—তজ্জন্যই (ব্রহ্মানন্দের অনুভব জন্মিয়াছে বলিয়াই) অন্য বিষয় হইতে (ব্রহ্মব্যতীত অপর বস্তু হইতে) ব্যুদস্ত (দূরীভূত বা অপসৃত) হইয়াছে ভাব (মনোবৃত্তি) যাঁহার; অন্য কোনও বিষয়েই যাঁহার কোনওরূপ কামনা নাই; অন্য কোনও বিষয়েই যাঁহার চিত্ত কোনও সময়েই ধাবিত হয় না; **অপি**—তথাপিও কিন্তু **অজিত-রুচির-লীলকৃষ্টসারঃ**—অজিতের (শ্রীকৃষ্ণের) রুচির (সুমধুর) লীলাদ্বারা (লীলা-কথাদ্বারা) আকৃষ্ট হইয়াছে সার (ব্রহ্মানন্দে ধৈর্য্য বা রসস্বাদন-সামর্থ্য) যাঁহার; ব্রহ্মনন্দ-অনুভবের লোভে ধৈর্য্যের সহিত যিনি সমাধিমগ্ন থাকিতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মধুর-লীলাকথা শুনিয়া সেই লীলাকথারই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মানন্দানুভবার্থ সমাধির নিমিত্ত যিনি আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, লীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনের নিমিত্ত যিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন—অথবা যাঁহার রসাস্বাদন-সামর্থ্য ব্রহ্মানন্দের অনুভবেই নিয়োজিত ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শুনিয়া লীলাকথারই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে যাঁহার সেই সামর্থ্য ব্রহ্মানন্দ হইতে আকৃষ্ট হইয়া লীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনের আনন্দেই নিয়োজিত হইয়াছিল, সুতরাং ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা ভগবৎ-লীলাকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের আনন্দ যাঁহার নিকটে অধিকতর লোভনীয় হইয়াছিল [ব্রহ্মব্যতীত অন্য বিষয়ে তাঁহার কামনা না থাকিলেও লীলাকথার বস্তুগতশক্তিবশতঃই ব্রহ্মানন্দ ত্যাগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণলীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনে যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল] এবং সেই কারণেই যিনি **তত্ত্বদীপং**—শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বসম্বন্ধে প্রদীপতুল্য, প্রদীপ যেমন স্বীয় শক্তিতে গৃহের অন্ধকার দূর করিয়া গৃহস্থিত বস্তুসমূহ প্রকাশিত করে, তদ্রূপ যাহা স্বীয় মাহাত্ম্যে জীবের অজ্ঞানান্ধকার—মায়ান্ধতা—দূরীভূত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাদি—শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ লীলাদির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে সমর্থ, তাদৃশ **পুরাণম্**—শ্রীমদ্‌ভাগবত-

শ্রীঅঙ্গ-রূপে হরে গোপীগণের মন ॥ ৩৮

তথাহি (ভা. (১০।২৯।৩৯)—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্ ।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ১৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ননু গৃহস্বামিনং বিহায় মদ্দাস্যং কিমিতি প্রার্থ্যতে অত আহুঃ বীক্ষ্যেতি। অলকাবৃতমুখং কেশান্তরৈরাবৃতমুখম্। তথা কুণ্ডলয়োঃ শ্রীর্যয়োস্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিংস্তচ্চ তচ্চ। এবং মুখং বীক্ষ্য দত্তাভয়ং ভুজদণ্ডযুগং বক্ষশ্চ শ্রিয়াঃ একমেব রমণং রতিজনকং বীক্ষ্য দাস্য এব ভবামেতি ॥ স্বামী ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নামক পুরাণ জীবের প্রতি কৃপা করিয়া **ব্যতনুত**—প্রকাশ করিয়াছেন, **অখিল-বৃজিনঘ্নং**—অখিল (সমস্ত) বৃজিনের (অমঙ্গলের) হন্তা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াই যিনি জগতের সমগ্র অমঙ্গল-বিনাশের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, সেই **ব্যাসসূনুং**—ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি (শ্রীসূত) প্রণাম করি। ২।১৭।৭-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকও পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৭ পয়ারের প্রমাণ।

৩৮। শ্রীঅঙ্গ-রূপে—শ্রীঅঙ্গের রূপে বা সৌন্দর্য্যে। গোপীদিগের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণে রূপের মনোহারিত্ব নিত্য; এস্থলে প্রকটলীলায় ঐ মনোহারিত্বের প্রাকট্যের বা উচ্ছ্বাসের কথাই বলিতেছেন।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। তব (তোমার—শ্রীকৃষ্ণের) কুণ্ডলশ্রিগণ্ডস্থলাধরসুধং (যদ্দ্বারা কুণ্ডলের শোভা বর্দ্ধিত হয়, তাদৃশ গণ্ডস্থলযুক্ত এবং অধরে সুধাযুক্ত) হসিতাবলোকং (সহাস্যকটাক্ষযুক্ত) অলকাবৃতমুখং (চূর্ণকুন্তলদ্বারা আবৃতবদন) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) চ (এবং) দত্তাভয়ং (অভয়প্রদ) ভুজদণ্ডযুগং (ভুজদণ্ডযুগল) চ (এবং) শ্রিয়া (শ্রী বা শোভাদ্বারা, শোভাসম্পদে) একরমণং (এক বা অদ্বিতীয়রূপে রমণীয়, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যযুক্ত) বক্ষঃ (বক্ষঃস্থল) বিলোক্য (দর্শন করিয়া) দাস্যঃ ভবাম (আমরা তোমার দাসী হইয়াছি)।

অনুবাদ। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে সুন্দর! তোমার যে মুখমণ্ডলের কুণ্ডলের শোভাবর্দ্ধক গণ্ডস্থল, সুধাময় অধর এবং ঈষদ্ধাস্যযুক্ত দৃষ্টি শোভা পাইতেছে, তোমার সেই মুখকমল দর্শন করিয়া এবং তোমার অভয়প্রদ-ভুজদণ্ডযুগল ও অপূর্ব্ব শোভাসম্পদে পরম-রমণীয় তোমার বক্ষঃস্থল দর্শন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি। ১৩

শ্রীকৃষ্ণের রূপে যে গোপীগণের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াই গোপীগণ বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! হে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক! তোমার মুখ, তোমার বাহুযুগল এবং তোমার বক্ষঃস্থল এতই রমণীয়, এতই লোভনীয় যে, দর্শন মাত্রেই আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎই তোমার দাসী হওয়ার অভিলাষে তোমাতে আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ লোভনীয় মুখ কিরূপ, তাহা বলিতেছেন :—**অলকাবৃতমুখং**—অলক (চূর্ণকুন্তল)-দ্বারা আবৃত (আচ্ছাদিত) মুখ; শ্রীকৃষ্ণের মুখ অলকা-শোভিত (কপালের উপরিভাগে যে ছোট ছোট চুল থাকে, তাহাকে অলকা বলে)। আর কিরূপ? **কুণ্ডলশ্রি-গণ্ডস্থলাধরসুধং**—কুণ্ডলের শ্রী (শোভা) যাহা হইতে, তাদৃশ গণ্ডস্থল বিদ্যমান আছে যাহাতে এবং অধরের সুধা বিদ্যমান আছে যাহাতে, তাদৃশ মুখ। শ্রীকৃষ্ণের মুখস্থিত গণ্ডদ্বয় এতই চিক্কণ—দর্পণের ন্যায় এতই চাকচিক্যময় যে, কর্ণস্থিত কুণ্ডলদ্বয় তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া গণ্ডস্থলেরও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে এবং সেই উজ্জ্বলতাদ্বারা নিজেদেরও উজ্জ্বলতা ও শোভা বর্দ্ধিত করে; আর শ্রীকৃষ্ণের মুখস্থিত যে অধর, তাহাতে যে সুধা বিরাজিত, তাহাও অতি লোভনীয়। সেই মুখ আর কিরূপ? **হসিতাবলোকম্**—হসিত (হাস্যযুক্ত) অবলোক (দৃষ্টি বা কটাক্ষ) যাহাতে; শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুর্দ্বয় সর্ব্বদাই যেন হাসিতেছে; তাহাতে মুখের শোভা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আর তাঁহার

রূপগুণ শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি-আকর্ষণ ॥ ৩৯

তথাহি (ভা. ১০।৫২।৩৭)—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্ ॥
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

রুক্মিণ্যা স্বয়মেকান্তে লিখিত্বা দত্তপত্রিকাম্ মুদ্রামুন্মুচ্য কৃষ্ণায় প্রেমচিহ্নমদর্শয়ং। ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া বাচয়তি শ্রুত্বেতি। অয়মর্থঃ। হে অচ্যুত হে ভুবনসুন্দরেতি ঔৎসুক্যং দ্যোতয়তি।. ক তব মহিমা ক চাহং রূপকুলশীলাদিযুক্তাপি তথাপি অপগতা ত্রপা যস্মাৎ তন্মে চিত্তং ত্বয়ি আবিশতি আসজ্জতে। তৎ কুতস্তত্রাহ। শৃণ্বতাং কর্ণবিবরৈরন্তঃপ্রবিশ্য অঙ্গতাপম্ অঙ্গেতি পৃথক্ সম্বোধনং বা। হরতস্তবগুণান্ শ্রুত্বা তথা দৃশিমতাং চক্ষুষ্মতাং দৃশামখিলার্থলাভাত্মকং রূপঞ্চ শ্রুত্বেতি॥ স্বামী ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভুজদ্বয় কিরূপ? **ভুজদণ্ডযুগং**—ভুজদ্বয় দণ্ডের ন্যায় দীর্ঘ ও সুগোল—সুতরাং দেখিতে পরম-রমণীয়। আর কিরূপ? **দত্তাভয়ং**—দত্ত হয় অভয় যদ্দ্বারা; অভয়প্রদ; শ্রীকৃষ্ণের পরম-মনোহর বাহুদ্বয় নবনীতের ন্যায় বা নীলোৎপল-দলের ন্যায় কোমল হইলেও দৈত্যভয়নিবারণে বিশেষ পটু; অধিকন্তু গাঢ় আলিঙ্গনদ্বারা কামভয়-হরণেও বিশেষ শক্তিশালী। আর, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল কিরূপ? **শ্রিয়ৈকরমণং**—শ্রীদ্বারা (শোভাসম্পদের প্রভাবে) এক (অদ্বিতীয়রূপে) রমণ (পরমসুন্দর, পরমরমণীয়, পরমলোভনীয়) হইয়াছে যাহা, তাদৃশ বক্ষঃ। অথবা, শ্রীদ্বারা (বক্ষঃস্থলস্থিত সুবর্ণরেখারূপা লক্ষ্মীদ্বারা) এক (অদ্বিতীয়রূপে) রমণ (রমণীয়) হইয়াছে যাহা, তাদৃশ বক্ষঃ। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশে একটী অতিসুন্দর স্বর্ণবর্ণরেখা আছে; তাহাকে লক্ষ্মী বা লক্ষ্মীরেখা বলে; তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষের শোভা ও রমণীয়তা যে অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে। অথবা, গোপীগণ বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ তোমার বক্ষঃস্থল এতই সুন্দর—এতই লোভনীয় যে, তাহা নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীর মনকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছে; তাই লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা তোমার বক্ষোলগ্না হইয়া থাকিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অথচ প্রকটভাবে বক্ষোলগ্না হইয়া থাকিবার লজ্জাও রোধ করিতে না পারিয়া সুবর্ণরেখার রূপ ধারণ করিয়াই তোমার বক্ষঃস্থলে নিত্য বিরাজিত—এইরূপে তোমার বক্ষঃস্থলকেই লক্ষ্মীদেবী তাঁহার একমাত্র রমণ বা ক্রীড়াস্থলরূপে পরিণত করিয়াছেন; শ্রিয়া (লক্ষ্মীদেবীদ্বারা) একং (অদ্বিতীয়, একমাত্র) রমণং (ক্রীড়া) যত্র (যে-স্থানে)। ইহাদ্বারা বক্ষঃস্থলের সৌন্দর্য্যাতিশয় সূচিত হইতেছে।

৩৮-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৩৯। নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া রুক্মিণী-আদির চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ২।২৩।৩৭ পয়ারের টীকায় সমঞ্জসা-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। ভুবনসুন্দর (হে ভুবনসুন্দর)! অচ্যুত (হে অচ্যুত)! অঙ্গ (হে অঙ্গ)! শৃণ্বতাং (শ্রোতাদিগের) কর্ণবিবরৈঃ (কর্ণবিবরদ্বারা) নির্বিশ্য (প্রবেশ করিয়া) তাপং (তাপ) হরতঃ (হরণকারী) তে (তোমার) গুণান্ (গুণসমূহের কথা) দৃশিমতাং (চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদের) দৃশাং (চক্ষুর) অখিলার্থলাভং (সমস্ত-স্বার্থ-লাভস্বরূপ, অথবা অখিলার্থদ) রূপং (রূপ—রূপের কথা) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) মে (আমার) চিত্তং (চিত্ত) অপত্রপং (লজ্জাপরিত্যাগপূর্ব্বক) ত্বয়ি (তোমাতে) আবিশতি (আসক্ত হইতেছে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরুক্মিণী দেবী বলিলেন:—হে অচ্যুত, হে অঙ্গ, হে ভুবনসুন্দর! শ্রোতার কর্ণপথ দিয়া অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক চিত্তস্থ সকল সন্তাপহরণে সমর্থ তোমার গুণসমূহের কথা শ্রবণ করিয়া—এবং চক্ষুষ্মান্

বংশীগতে হরে লক্ষ্মাদিকের মন ॥ ৪০

তথাহি (ভা. ১০।১৬।৩৬)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্‌ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ১৫

যোগ্যভাবে জগতে যত যুবতীর গণ ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্যক্তির চক্ষুর সমস্ত-সার্থকতা-লাভ-স্বরূপ তোমার রূপের কথা শ্রবণ করিয়া—আমার নির্লজ্জ-চিত্ত তোমাতে প্রবেশ করিয়াছে। ১৪

নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণের কথা শুনিয়াই বিদর্ভ-রাজ-তনয়া শ্রীরুক্মিণীদেবী (শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়াই) তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা রুক্মি কৃষ্ণ-বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া তিনি কিছুতেই কৃষ্ণের নিকটে রুক্মিণীকে বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন না ; পরন্তু শিশুপালকেই তিনি ভগিনীর যোগ্যপাত্র বলিয়া মনোনীত করিলেন। রুক্মিণী ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় মনোভাব প্রকাশ পূর্ব্বক একখানা পত্র লিখিয়া জনৈক ব্রাহ্মণের দ্বারা তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঠাইলেন ; সেই পত্রেই শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া রুক্মিণী উক্ত-শ্লোককথিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রুক্মিণী লিখিয়াছেন ঃ—হে **অঙ্গ**—নিজের অঙ্গ নিজের নিকটে যেরূপ প্রিয়, হে কৃষ্ণ! তুমিও আমার নিকটে তদ্রূপ প্রিয় ; তুমি আমার অঙ্গতুল্য (অঙ্গ-শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীদেবীর প্রেমাতিশয় সূচিত হইতেছে); হে **অচ্যুত**—হে কৃষ্ণ! তুমি চ্যুতিরহিত ; তোমার যে-সমস্ত রূপ-গুণের কথা আমি শুনিয়াছি, সে সমস্ত রূপ-গুণ কখনও তোমা হইতে চ্যুত হয় না ; তাহারা তোমাতে নিত্যই বিরাজমান ; হে **ভুবনসুন্দর**—হে কৃষ্ণ! আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে ত্রিভুবনে তোমার ন্যায় সুন্দর আর কিছুই নাই। তোমার প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্যের কথা বলি শুন। তোমার শরণাগত-বাৎসল্যাদি গুণসমূহই তোমার প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্য ; তোমার এ সমস্ত গুণ, **শৃণ্বতাং**—শ্রোতাদের **কর্ণবিবরৈঃ**—কর্ণবিবরদ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া চিত্তস্থ সমস্ত সন্তাপ—সংসারজালানিবন্ধন সন্তাপ বা অভীষ্টের অপ্রাপ্তিজনিত সন্তাপ—হরণ করিতে সমর্থ। আর তোমার আকৃতিগত সৌন্দর্য্য হইতেছে তোমার রূপ ; বিবিধ আশ্চর্য্য রূপ দর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা ; অথবা সুন্দর বস্তুর দর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা ; তোমাতে সৌন্দর্য্য পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তোমার রূপ দর্শনেই চক্ষুর চরম-সার্থকতা—**অখিলার্থলাভম্**। এতাদৃশ তোমার গুণসমূহের কথা এবং এতাদৃশ তোমার রূপের কথা শুনিয়া আমার চিত্ত এতই মুগ্ধ হইয়াছে যে, কুমারী-কন্যা-সুলভ লজ্জাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমাতেই আমার মন আসক্ত হইতেছে।

৩৯ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪০। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া লক্ষ্মী-আদি তাঁহার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

লক্ষ্ম্যাদি—লক্ষ্মী ও অন্যান্য দেব-পত্নীগণ।

কোন কোন গ্রন্থে "বংশীগীতে রূপে" ইত্যাদি পাঠ আছে।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৩৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ৪৩-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪১। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০০ পয়ারের "হরে" শব্দের সঙ্গে ইহার অন্বয়।

যোগ্যভাবে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ বংশী-গীতদ্বারা জগতের যুবতীগণের মন যথাযোগ্যভাবে হরণ করেন। পরবর্ত্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ। শ্লোকের "ত্রিলোক্যাম্"-শব্দের মর্ম্মই বোধ হয় এই পয়ারার্দ্ধে "জগতে" শব্দদ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।

কোন কোন গ্রন্থে "যোগ্যভাব জগতে" পাঠ আছে। যোগ্য হইয়াছে ভাব যে জগতের, সেই জগৎই যোগ্যভাব-জগৎ ; অর্থাৎ যে জগতের অধিবাসিগণের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব (বা রতি) যোগ্যতা (অর্থাৎ

তথাহি (ভা. ১০।২৯।৪০)—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ১৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নন্থ জুগুপ্সিতমৌপপত্যমিত্যুক্তং তত্রাহ কাস্ত্রীতি। অঙ্গ হে কৃষ্ণ কলানি পদানি যস্মিন্ তৎ আয়তং দীর্ঘং মূর্চ্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন। কলপদামৃতবেণুগীতেতি পাঠে কলপদামৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা সতী কা বা স্ত্রী আর্য্যচরিতাৎ নিজধর্ম্মাৎ ন চলেৎ। যন্মোহিতাঃ পুরুষা অপি চলিতাঃ। কিঞ্চ ত্রৈলোক্যসৌভগমিতি। যৎ যতঃ। অবিভ্রন্ অবিভরুঃ। ত্বদ্দ্যোতকশব্দশ্রবণমাত্রেণাপি তাবন্নিজধর্ম্মত্যাগো যুক্তঃ কিং পুনস্ত্বদনুভবেনেতি ভাবঃ॥ স্বামী॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলচিত্তে আনন্দরূপতা) লাভ করিয়া কৃষ্ণাকর্ষণযোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অর্থে—'যোগ্যভাবজগত' বলিতে চিন্ময় ভগবদ্ধামকেই বুঝায়; কারণ, অন্যত্র সর্ব্বসাধারণের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণযোগ্যতা সম্ভব নহে। পরবর্ত্তী পয়ারদ্বয়ে "গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণের, পুরুষাদিগণের দাস্য-সখ্যাদিভাবে আকর্ষণের এবং পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি চেতনাচেতনের প্রেমমত্ততার" কথা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাও একমাত্র অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের সম্বন্ধেই খাটে, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধে ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে স্ত্রী, কিংবা পুরুষ—কেবল দেহটী মাত্র; এই স্ত্রী-পুরুষ-শব্দবাচ্য দেহের সঙ্গে জীব-স্বরূপের বাস্তবিক কোনও সম্বন্ধ নাই। প্রাকৃত জগতে কোনও বিশেষ ভাগ্যবশতঃ যদি কোনও সাধক-জীব শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হন, তবে তাঁহার দেহের সঙ্গে চিত্তস্থিত ভাবের কোনও সম্বন্ধ না থাকাও অসম্ভব নহে। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের দেহ ছিল পুরুষ; তথাপি কান্তাভাবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য তাঁহাদের লোভ জন্মিয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায়, সাধ্য-ভাবের সঙ্গে প্রাকৃত দেহ-সূচিত পুংস্ত্রীত্বের কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে তাহা নহে; ভগবদ্ধামের অধিবাসিগণে দেহ-দেহি-ভেদ নাই; সবই চিন্ময়। আর তাঁহাদের দেহও প্রাকৃত জীবের ন্যায় স্ব-স্বকর্ম্ম-ফল-লব্ধ নহে, সুতরাং তাঁহাদের পুরুষত্ব বা স্ত্রীত্বও তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল নহে; শ্রীকৃষ্ণ-সেবার উপযোগী যে দেহ, সেই দেহেই তাঁহারা অনাদিকাল হইতে প্রকটিত আছেন। এই পয়ারার্দ্ধে যে কেবল যুবতী-স্ত্রী-গণের কথা বলা হইল, পুরুষাদির কথা বলা হইল না—তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, চিন্ময় ভগবদ্ধামের মধুর-রসাশ্রয় যুবতীবৃন্দই এস্থলে লক্ষ্য, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের যুবতীগণ নহে। কারণ, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই অনাদিকাল হইতে মায়াবদ্ধ, তাহাদের স্ত্রী-ত্ব বা পুরুষত্ব মায়ার কার্য্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণের বিষয় হইতে পারে না; জীব-স্বরূপই আকর্ষণের বিষয়; জীব-স্বরূপ আকৃষ্ট হইলে, তাহা স্ত্রী-দেহেই থাকুক, কি পুরুষ-দেহেই থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না। পুরুষ-দেহস্থ জীব-স্বরূপও স্ত্রী-সুলভভাবে লুব্ধ হইয়া আকৃষ্ট হইতে পারে। সুতরাং প্রাকৃত জগতের পক্ষে কেবলমাত্র যুবতী স্ত্রীগণের আকৃষ্ট হওয়ার কথা বলিবার সার্থকতা কিছু দেখা যায় না। তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিবার সম্ভবনাও নাই। কিন্তু চিন্ময় ভগবদ্ধামে যাঁহারা স্ত্রী-দেহে প্রকটিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভাব এবং সেবা নিত্যই স্ত্রী-জনোচিত; সুতরাং বংশীধ্বনি শুনিয়া তাঁহাদের সকলের চিত্তেই স্ত্রী-জনোচিত ভাবের উদ্রেকই স্বাভাবিক।

এই পয়ারার্দ্ধে "যুবতী"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, এই সমস্ত স্ত্রীলোক কান্তাভাবোচিত সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্যই আকৃষ্ট হন।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। অঙ্গ (হে অঙ্গ, হে কৃষ্ণ)! ত্রিলোক্যাং (ত্রিলোকীতে) কা (কোন্) স্ত্রী (স্ত্রীলোক) তে (তোমার) কলপদায়তবেণুগীত-সম্মোহিতা (মধুর ও অস্ফুট পদসম্বলিত এবং দীর্ঘমূর্চ্ছিত-স্বরালাপ-

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ। দাস্য-সখ্যাদি-ভাবে পুরুষাদিগণ ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভেদযুক্ত বেণুগীতে বিমোহিতা হইয়া) চ ত্রৈলোক্যসৌভগং (এবং ত্রিলোকগত-নিখিলসৌন্দর্য্য-সম্পদ্ যাহার অন্তর্ভূত রহিয়াছে, তাদৃশ) ইদং (তোমার এই) রূপং (রূপ) নিরীক্ষ্য (নিরীক্ষণ—দর্শন—করিয়া) আর্য্যচরিতাৎ স্বীয় সদাচার হইতে) ন চলেৎ (বিচলিত না হয়)? যৎ (যাহা—যে গীতের ও রূপের প্রভাবে) গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ (গো, পক্ষী, বৃক্ষ ও বন্যপশুগণ) পুলকানি (পুলক) অবিভ্রন্ (ধারণ করিয়া থাকে)।

অনুবাদ। গোপীগণ কহিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! ত্রিলোকীতে এতাদৃশ স্ত্রী কে আছে, যে—তোমার অস্ফুট মধুর-পদসম্বলিত এবং দীর্ঘ-মূর্চ্ছিত-স্বরালাপভেদযুক্ত বেণুগীতে বিমোহিত হইয়া এবং ত্রিলোকগত নিখিলসৌন্দর্য্য-সম্পদ্ যাহাতে অন্তর্ভূত রহিয়াছে, তোমার সেই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া স্ব-ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? স্ত্রী-দিগের কথা দূরে থাকুক, তোমার এই বেণুগীত শ্রবণ করিয়া এবং তোমার এই রূপ দর্শন করিয়া গো, পক্ষী, বৃক্ষ ও বন্যপশুগণ পর্য্যন্ত পুলকিত হইয়া থাকে। ১৬

শারদীয় মহারাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীস্বরে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া বৃন্দাবনে উপনীত হইলে—নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া পতিসেবাদি আর্য্যপথের অনুসরণ করিতে বলিলেন, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা বলিলেনঃ—"হে কৃষ্ণ! হে অঙ্গ! হে প্রিয়তম! তুমি আমাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্ত উপদেশ দিতেছ; যেহেতু, পতিসেবাই পতিব্রতা রমণীর কর্ত্তব্য; যদি আমরা গৃহে ফিরিয়া না যাই, তাহা হইলে পতিব্রতা রমণীগণ আমাদের নিন্দা করিবে। কিন্তু আমরা বলি শুন; যাহারা তোমার বেণুধ্বনির এবং তোমার রূপের অপূর্ব্ব শক্তির কথা জানে, তাহারা আমাদের নিন্দা করিবে না; অথবা তোমার এই বংশীধ্বনি শুনিলে এবং তোমার এই রূপ দেখিলে আমাদের নিন্দা করার মত আর কোনও পতিব্রতাই জগতে থাকিবে না—যেহেতু, সকলকেই আমাদের দশায় পড়িতে হইবে। কারণ ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য—এই **ত্রিলোক্যাং**—ত্রিলোকীতে এমন কোন্ পতিব্রতা স্ত্রীলোক আছেন, যিনি তোমার **কলপদায়ত-বেণুগীত-সম্মোহিতা**—কল (মধুর এবং অস্ফুট) পদ আছে যাহাতে তাদৃশ আয়ত (দীর্ঘ মূর্চ্ছিত—মূর্চ্ছানামক-স্বরভেদযুক্ত) বেণুগীতদ্বারা (তাদৃশ বেণুগীত শ্রবণ করিয়া) সম্মোহিত হইয়া এবং **ত্রৈলোক্যসৌভগং**—ত্রিলোকগত-নিখিল-সৌন্দর্য্য-সম্পদ্ যাহার অন্তর্ভূত, তাদৃশ তোমার রূপ দর্শন করিয়া **আর্য্যচরিতাৎ**—পতিসেবাদি স্বীয় ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হইবেন? অর্থাৎ এরূপ কোনও স্ত্রীলোক নাই, যিনি পাতিব্রত্যাদি হইতে বিচলিত হইয়া তোমাতে চিত্ত সমর্পণ করিবেন না। আরও বলি শুনঃ—আমরা, ত্রিলোকীস্থ রমণীবৃন্দ, তো. সৌন্দর্য্যপিপাসুই; সুতরাং আমাদের পক্ষে তোমার রূপগুণে মুগ্ধ হওয়া বরং স্বাভাবিক; কিন্তু এই যে গবাদি গৃহপালিত পশু, কিম্বা হরিণাদি বন্যপশু, কিম্বা এই যে পক্ষিগণ—যাহারা সাধারণতঃ মানুষের সৌন্দর্য্যাদির মর্ম্ম বিশেষ কিছু বুঝে না—তাহাদের কথাও না হয় ছাড়িয়া দেই; এই যে বৃক্ষগণ—যাহারা স্থাবর, মানুষ বা পশু-পক্ষীর মত দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণ-শক্তি যাহাদের নাই, তোমার বংশীধ্বনি উত্থিত হইলে, কিম্বা তোমার অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময় রূপ লইয়া তাহাদের সাক্ষাতে তুমি উপস্থিত হইলে, তাহাদেরও দেহে পুলকের উদয় হয়—তাহাতে তাহারাও যে আনন্দিত হয়, তাহাদের চিত্তও যে আকৃষ্ট হয়—পুলকের দ্বারা তাহাই তো সূচিত হইতেছে। পশু-পক্ষীর, এমন কি স্থাবর বৃক্ষাদিরই যখন এইরূপ অবস্থা, তখন আমাদের কথা আর কি বলিব?

৪১-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৪২। **গুরুতুল্য স্ত্রীগণের**—মাসী, পিসি, মামী, খুড়ী, জেঠী প্রভৃতি গুরুতুল্য সম্বন্ধের অনুরূপ সম্বন্ধ যে স্ত্রীগণের সঙ্গে আছে, তাঁহারাই গুরুতুল্য স্ত্রীগণ।

পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ ॥ ৪৩

তথাহি পূর্ব্বশ্লোকস্থ পরার্দ্ধম্ (১০।২৯।৪০)—

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ১৭

'হরি'-শব্দের নানা অর্থ, দুই মুখ্যতম—।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন ॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

শ্রীকৃষ্ণের গুণমাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া সকলেই তাঁহার সেবাদ্বারা তাঁহাকে প্রীত করার জন্য লুব্ধ হন। কিন্তু কে কিভাবে সেবা করিতে লুব্ধ হন, তাহাই বলা হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের গুণে যুবতী স্ত্রীগণ আকৃষ্ট হন—(কান্তাভাবে সেবার জন্য); এই পয়ারে বলা হইতেছে—গুরুশ্রেণীয়া স্ত্রীলোকগণ বাৎসল্যভাবের সেবাদ্বারা এবং পুরুষগণ—দাস্য-সখ্যাদি ভাবের সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য আকৃষ্ট হন।

এই পয়ারেও 'গুরুতুল্য স্ত্রীগণ' বলাতে চিন্ময় ভগবদ্ধামের কথাই বলা হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের গুরুতুল্য স্ত্রীগণের অস্তিত্ব-কল্পনা সঙ্গত নহে।

দাস্য-সখ্যাদি—এইস্থলে আদি-শব্দে বাৎসল্য বুঝায়। নন্দ-উপানন্দ-প্রভৃতি পুরুষ-বর্গের শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্যভাব ছিল।

পুরুষাদিগণ—এইস্থলে আদি-শব্দের সঙ্গে 'দাস্য-সখ্যাদির' আদি-শব্দের সহিত সম্বন্ধ। পুরুষাদির আদি-শব্দে যশোদা-রোহিণী-কিলিম্বাদিকে বুঝায়; শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের বাৎস্যভাব ছিল।

৪৩। শ্রীকৃষ্ণ-গুণের এমনি অচিন্ত্য-শক্তি যে, স্ত্রী-পুরুষাদি এবং লক্ষ্যাদিকে তো আকর্ষণ করেই, পক্ষি-মৃগাদিকেও, এমন কি বৃক্ষ-লতাদিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই উক্তিও কেবল চিন্ময় ভগবদ্ধামের—চিন্ময় পক্ষি-মৃগ-বৃক্ষলতাদির সম্বন্ধেই সম্ভব।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। অন্বয়াদি পূর্ব্ববর্ত্তী (২।২৪।১৬) শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৪৩-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪৪। এক্ষণে 'হরিঃ'-শব্দের অর্থ করিতেছেন। হৃ-ধাতু হইতে হরি-শব্দ নিষ্পন্ন; হৃ-ধাতুর অর্থ হরণ করা। সুতরাং যিনি হরণ করেন, তিনিই হরি, এবং ইহাই হরি-শব্দের মুখ্য বা স্বরূপ-গত অর্থ। **নানা অর্থ**—হরি-শব্দের অনেক অর্থ। **দুই মুখ্যতম**—হরি-শব্দের বহুবিধ অর্থের মধ্যে অনেকই মুখ্য; কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুইটী অর্থ মুখ্যতম—সকল অর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সর্ব্ব অমঙ্গল ইত্যাদি—মুখ্যতম অর্থ দুইটী কি, তাহা বলিতেছেন; যিনি হরণ করেন, তিনি হরি। মুখ্যতম অর্থে হরি কি হরণ করেন? উত্তর :—প্রথমতঃ—সমস্ত অমঙ্গল হরণ করেন; দ্বিতীয়তঃ—প্রেম দিয়া মন হরণ করেন। এই দুইটীই হরিশব্দের মুখ্যতম অর্থ। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই দুইটী অর্থ আরও পরিস্ফুট রূপে বিবৃত হইয়াছে।

জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস; কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতির দরুণ শ্রীকৃষ্ণ-সেবাসুখের পরিবর্ত্তে মায়ার কবলে পতিত হইয়া নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের যে দুইটী গুণ মায়াবদ্ধ জীবকে তাহার স্বরূপে আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-চরণসেবার আনন্দ দিতে পারে, সেই দুইটী গুণই জীবের সম্বন্ধে মুখ্যতম। এই দুইটী গুণকে উপলক্ষ্য করিয়াই "হরি"-শব্দের মুখ্যতম অর্থ দুইটী করা হইয়াছে। প্রথমতঃ—তিনি সর্ব্ব-অমঙ্গল হরণ করেন; অর্থাৎ জীবের সমস্ত অমঙ্গলের হেতু যে মায়া-বন্ধন, তাহা দূর করেন। দ্বিতীয়তঃ—মায়া হইতে জীবকে মুক্ত করিয়া তাহাকে প্রেম দেন এবং স্বচরণ-সেবা দিয়া ধন্য ও কৃতার্থ করেন।

কেবল মায়ামুক্ত করিয়াই যদি তিনি ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলে জীবের প্রতি তাঁহার করুণার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইত না—কারণ, সাযুজ্য-মুক্তি-প্রাপ্ত জীবও মায়া হইতে মুক্ত; তথাপি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইতে বঞ্চিত।

যৈছে-তৈছে যোই-কোই করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ ॥ ৪৫

তথাহি (ভা. ১১।১৪।১৯)—
যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ১৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পাকাদ্যর্থং প্রজ্বলিতোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠানি ভস্মসাৎ করোতি তথা রাগাদিনা কথঞ্চিৎ মদ্বিষয়া সতী ভক্তিঃ সমস্তপাপানীতি। ভগবানপি স্বভক্তিমহিমাশ্চর্য্যেণ সম্বোধয়তি অহো উদ্ধব বিস্ময়ং শৃণ্বিতি ॥ স্বামী ॥ ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলা হইয়াছে, যিনি হরণ করেন, তিনিই হরি। হরণ করা অর্থ চুরি করা। তাহা হইলে, হরি-শব্দের মোটামোটা অর্থ হইল চোর। তবে সাধারণ চোরে এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ চোরে (হরিতে) অনেক পার্থক্য আছে। সাধারণ চোর গৃহস্থের জিনিসপত্র লইয়া যায়, গৃহস্থ যাহা মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে, তাহাই লইয়া যায়; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে গৃহস্থের জন্য আর কিছুই রাখিয়া যায় না; ব্যস্ততা বশতঃ সিঁদ কাটার যন্ত্রাদি যাহা কিছু ফেলিয়া যায়, তাহা গৃহস্থের কোনও কাজে লাগে না; এবং তাহা রক্ষা করিতে গেলে অনেক সময় গৃহস্থকে বিপন্নই হইতে হয়; কিন্তু শ্রীহরিরূপ চোরের স্বভাব অদ্ভুত। জীব সংসারে মায়িক বস্তুকেই উপাদেয় বলিয়া মনে করে এবং মায়িক বস্তুতে তাহার যে আসক্তি, তাহাও উপাদেয় বলিয়া মনে করে; শ্রীহরি জীবের এই উপাদেয় বস্তুটী (মায়িক বস্তুতে আসক্তিটী) হরণ করিয়া লেন। তাহার পরিবর্ত্তে জীবের চিত্তে তিনি যাহা রাখিয়া যান, তাহা সাধারণ চোরের ন্যায় ব্যস্ততার ফল নহে, অনিচ্ছাকৃতও নহে; এবং তাহা জীবের পক্ষে বিপজ্জনকও নহে—বরং পরম উপাদেয় ও পরম আস্বাদ্য। মায়িক বস্তুতে আসক্তির পরিবর্ত্তে শ্রীহরি জীবের চিত্তে যাহা দেন, তাহা কৃষ্ণপ্রেম—যাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদিত হইতে পারে এবং যাহার আস্বাদন-মাধুর্য্যের নিকটে বিষয়ভোগ্য বস্তুতো দূরের কথা—স্বর্গের অমৃতও অতি তুচ্ছ—এমন কি, মোক্ষানন্দও অতি হেয়। ১।১।৪-শ্লোকের টীকায় "হরি"-শব্দের অর্থালোচনা।

৪৫। হরি কিরূপে সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করেন, তাহার কিঞ্চিৎ এই পয়ারে এবং অবশিষ্টাংশ পরবর্ত্তী পয়ারে বলিতেছেন।

যৈছে তৈছে—যে কোনও রূপে; হেলায় বা শ্রদ্ধায়, স্তুতিচ্ছলে বা নিন্দাচ্ছলে, শুচি অবস্থায় বা অশুচি অবস্থায়, শুভ সময়ে বা অশুভ সময়ে, যে কোন ভাবেই হউক না কেন, শ্রীহরি স্মরণ করিলেই চারিবিধ পাপ দূরীভূত হয়। **যোই কোই**—যে কেহ; বৈষ্ণব হউক বা অবৈষ্ণব হউক, হিন্দু হউক বা অ-হিন্দু হউক, স্ত্রী হউক, বা পুরুষ হউক, শিশু হউক বা বয়স্ক হউক, রোগী হউক বা নীরোগ হউক, ধনী হউক বা নির্ধন হউক, যে কেহই হরি-স্মরণ করিবেন, তিনিই চারিবিধ পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

শ্রীহরিস্মরণে দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থার কোনও অপেক্ষা নাই।

চারিবিধ পাপ—পাতক, উপপাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক—এই চারিবিধ পাতক। **অথবা**—অপ্রারব্ধ-ফল, ফলোন্মুখ, বীজ এবং কূট, এই চারি রকমের পাপ। কূট—প্রারব্ধভাবে উন্মুখ। বীজ—বাসনাময়। ফলোন্মুখ—প্রারব্ধ। অপ্রারব্ধ-ফল—যাহা এখনও কূটাদিরূপ কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই।

পাপাদির নাশ অবশ্য শ্রীহরি-স্মরণের মুখ্য ফল নহে, ইহা আনুষঙ্গিক ফল; মুখ্য ফল প্রেমপ্রাপ্তি।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। উদ্ধব (হে উদ্ধব)! সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ (যাহার শিখা উত্তমরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাদৃশ—প্রজ্বলিত) অগ্নিঃ (অগ্নি) যথা (যেমন) এধাংসি (কাষ্ঠসমূহকে) ভস্মসাৎ করোতি (ভস্মসাৎ করে) তথা (তদ্রূপ) মদ্বিষয়া (আমাবিষয়ক) ভক্তিঃ (ভক্তি) কৃৎস্নশঃ (সম্পূর্ণরূপে) এনাংসি (পাপসমূহকে) [ভস্মসাৎ করোতি] (ভস্মীভূত করিয়া থাকে)।

তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম্মাবিদ্যা-নাশ ।
শ্রবণাদ্যের ফল 'প্রেমা' করয়ে প্রকাশ ॥ ৪৬
নিজগুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয়মন ।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ ॥ ৪৭
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, গুণে হরে সভার মন ।
'হরি' শব্দের এই মুখ্যার্থ করিল লক্ষণ ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে উদ্ধব, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন সমস্ত কাষ্ঠ-রাশিকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ মদ্বিষয়ক-ভক্তি সমস্ত পাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ করে। ১৮

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪৬। **তবে**—চারিবিধ পাপ নষ্ট করার পরে।

ভক্তি-বাধক—যাহা ভক্তির বাধা জন্মায়; ভক্তির উন্মেষের পক্ষে বিঘ্নকারক।

কর্ম্মাবিদ্যা—কর্ম্ম এবং অবিদ্যা। কর্ম্ম শুভই হউক, আর অশুভই হউক, সমস্তই ভক্তির বাধক। "কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। ১।১।৫২॥" **অবিদ্যা**—রজস্তমোময়ী মায়ার নাম অবিদ্যা। মায়াজনিত অজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অজ্ঞান; শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-সাধক জ্ঞান। এ-স্থলে ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকেই অবিদ্যা বলা হইয়াছে।

শ্রবণাদ্যের—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির। **শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা**—যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে হৃদয়ে উন্মেষিত হয় (শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ২।২২।৫৭)—হরি-স্মরণের ফলে সেই প্রেম চিত্তে প্রকাশিত হয়।

হরিস্মরণের ফলে প্রথমে আনুষঙ্গিকভাবে চারিবিধ পাপ নষ্ট হয়; তারপর শুভাশুভ কর্ম্মবাসনা দূর হয়, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বহির্ম্মুখতা-সাধক জ্ঞান তিরোহিত হয়; সর্ব্বশেষে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে প্রেম প্রকটিত হয়। ২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা—ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন:—"শ্রবণাদি সাধন-ভক্তিতে রুচি জন্মাইয়া তাহাতে প্রবর্ত্তিত করেন; তৎপরে সেই শ্রবণাদি সাধনভক্তির ফল প্রেমকে তাহার হৃদয়ে প্রকাশ করেন।" কোনও কোনও স্থলে এই অর্থও সঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু ইহাকেই উক্ত পয়ারার্দ্ধের একমাত্র অর্থ ধরিতে গেলে বুঝা যায়—শ্রবণাদি-নবধাভক্তি-অঙ্গ-সকলের সহায়তাব্যতীত হরিস্মরণ স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারে না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, এক অঙ্গ সাধনের দ্বারাও কৃষ্ণপ্রেম মিলিতে পারে। স্মরণ নবধা-ভক্তিরই একটী অঙ্গ; সুতরাং কেবল শ্রীহরিস্মরণদ্বারাও প্রেম মিলিতে পারে (২।২২।৭৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। বিশেষতঃ শ্রীলঠাকুর-মহাশয় এই স্মরণকেই রাগানুগীয় সাধনের মুখ্য অঙ্গ বলিয়াছেন—"সাধন স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা"; "মনের স্মরণ প্রাণ।" —ইত্যাদি। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকাও এই কথাই বলেন।

৪৭। **তবে**—হৃদয়ে প্রেম প্রকাশ করিয়া তার পরে। **নিজগুণে**—শ্রীকৃষ্ণ নিজের গুণ-মাধুর্য্যাদি-দ্বারা। **হরে দেহেন্দ্রিয়-মন**—দেহকে হরণ করেন, ইন্দ্রিয়কে (চক্ষু-কর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয়কে) হরণ করেন এবং মনকেও (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্তাদি অন্তরিন্দ্রিয়কেও) হরণ করেন। দেহ-হরণ এই যে, দেহে "আমি, আমার" ইত্যাদি ভাব দূর করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের দাস্যে নিযুক্ত করেন। চক্ষু-কর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয় হরণ এই যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে প্রাকৃত বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে নিযুক্ত করেন; শ্রীকৃষ্ণের (বা শ্রীবিগ্রহের) রূপাদি-দর্শনে চক্ষুকে, নাম-গুণাদি শ্রবণে কর্ণকে, চরণ-তুলসী-আদির আঘ্রাণে নাসিকাকে, মহাপ্রসাদাদি-গ্রহণে কিম্বা নাম-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনে জিহ্বাকে এবং প্রসাদী চন্দন-মাল্যাদির স্পর্শে ত্বককে নিযুক্ত করেন। আর, মন-বুদ্ধি-চিত্তাদিকে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদির স্মরণ-মননাদিতে নিযুক্ত করেন এবং "আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র" ইত্যাদি অহঙ্কার দূর করিয়া "আমি কৃষ্ণের দাস" ইত্যাদি অভিমান (অহঙ্কারাত্মিকা বৃত্তির কাজ) জন্মাইয়া দেন।

৪৮। **চারিপুরুষার্থ**—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের বাসনা দূর করেন।

'চ অপি' দুই শব্দ অব্যয় হয়।
যেই অর্থে লাগাইয়ে, সেই অর্থ কহয় ॥ ৪৯
তথাপি চ-কারের কহে মুখ্য অর্থ সাত ॥ ৫০

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে ॥ ১৯

'অপি' শব্দের মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত ॥ ৫১

তথাহি তত্রৈব—

অপি সম্ভাবনা-প্রশ্ন-শঙ্কা-গর্হা-সমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামাচারক্রিয়াসু চ ॥ ২০

এই একাদশ পদের অর্থনির্ণয়।
এবে শ্লোকার্থ করি, যাহাঁ যে লাগয় ॥ ৫২
'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ববৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যার সম ॥ ৫৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

চ ইতি। অন্বাচয়ে একতরস্য প্রাধান্যে। সমাহারে একরূপে আহরণ-বিষয়িকা ক্রিয়া সমাহার স্তস্মিন্। চক্রবর্ত্তী ॥ ১৯

সম্ভাবনা অত্রৈবাস্তি ন বা। সমুচ্চয়ে নিশ্চয়ার্থে ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হরে সবার মন—সকলের মন, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের নিজের মন পর্য্যন্তও নিজের গুণে মুগ্ধ হইয়া যায়। "শৃঙ্গার রস-রাজ-মূর্ত্তিধর। অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্ব-চিত্ত-হর ॥ ২।৮।১১২ ॥"

এই পর্য্যন্ত হরি-শব্দের মুখ্য অর্থ বিবৃত করিলেন।

৪৯। এক্ষণে আত্মারাম-শ্লোকের অন্তর্গত "চ" ও "অপি"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। "চ" ও "অপি" এই দুইটী শব্দই অব্যয়। **অব্যয়**—ব্যাকরণের একটী শব্দ; কোনওরূপ বিভক্তির যোগে যে শব্দগুলির কোনও রূপান্তর হয় না, সেই শব্দগুলিকে অব্যয় শব্দ বলে। **যেই অর্থে** ইত্যাদি—"চ" ও "অপি" এই দুইটী শব্দ যে কোনও অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

৫০। **তথাপি** ইত্যাদি—"চ" এবং "অপি" যে কোনও অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারিলেও তাহাদের কয়েকটী মুখ্য অর্থ আছে। সেই মুখ্য অর্থগুলিই এ-স্থলে বলা হইতেছে।

"চ"-শব্দের মুখ্য অর্থ সাতটী। এই সাতটী অর্থ পরবর্ত্তী শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। একতরের প্রাধান্যে, সমাহারে (একত্রীকরণে), পরস্পরার্থে, সমুচ্চয়ে (পূর্ব্ববাক্যের পরবাক্যে অনুবর্ত্তনে), যত্নান্তরে, শ্লোকের পাদ-পূরণে ও নিশ্চয়ার্থে "চ" শব্দের প্রয়োগ হয়। ১৯

৫১। **অপি শব্দের** ইত্যাদি—অপি-শব্দের বহু অর্থ থাকা সত্ত্বেও সাতটী অর্থ মুখ্য। এই সাতটী অর্থ পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ২০। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, নিন্দা, সমুচ্চয়, যুক্তপদার্থ এবং কামাচার-ক্রিয়া—এই সাত অর্থে অপি শব্দ প্রযুক্ত হয়। ২০

৫২। **এই একাদশ** ইত্যাদি—আত্মারাম-শ্লোকের অন্তর্গত যে এগারটী পদ আছে, এতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ এগারটী পদেরই পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করা হইল। এক্ষণে যথাযথ-ভাবে ঐ সমস্ত অর্থের যোগে মূল শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

৫৩। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আত্মা-শব্দের একটী অর্থ 'ব্রহ্ম'। এখন "ব্রহ্ম" বলিতে কি বুঝায় তাহা বলিতেছেন।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৫৭)—

বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বচ্চি তদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ২১

সেই 'ব্রহ্ম' শব্দে কহে—স্বয়ংভগবান্।
যাহা বিনু কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন ॥ ৫৪

তথাহি (ভা. ১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং বজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ২২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বৃহত্বাৎ অতিশয়-বস্তুত্বাৎ সর্ব্বানুমাপকত্বাৎ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্রহ্ম—বৃনহ্‌+মন্ কর্ত্তৃবাচ্যে। বৃন্‌হ্‌ ধাতু হইতে কর্ত্তৃবাচ্যে ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃন্‌হ্‌ ধাতু বর্দ্ধনে, বড় হওয়ায় বা বড় করায়। তাহা হইলে, যিনি নিজে বড় হন এবং অপরকেও বড় করেন, তিনিই ব্রহ্ম (বৃংহতি বৃংহয়তি চ)। "বৃহত্বাদবৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ। বি. পু. ১।১২।৫৭ ॥" ব্রহ্ম-শব্দের একটী অর্থ হইল বড়, যাহার বড়ত্ব অন্যনিরপেক্ষ, অর্থাৎ যিনি সকল বিষয়ে সকল অপেক্ষা বড়, তিনিই ব্রহ্ম। তাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ তত্ত্ব-সর্ব্ববৃহত্তম।" যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম (বড়) তত্ত্ব, তিনিই ব্রহ্ম। **স্বরূপ ঐশ্বর্য্য** ইত্যাদি—কিসে কিসে বড় তাহা বলিতেছেন। স্বরূপে ও ঐশ্বর্য্যে যাঁহার সমান কেহ নাই অর্থাৎ স্বরূপে ও ঐশ্বর্য্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তিনিই ব্রহ্ম।

শ্লো। ২১। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্ত্বপ্রযুক্ত এবং বৃহৎ-করণশক্তি প্রযুক্ত সেই তত্ত্ববস্তুকে পরম ব্রহ্ম বলা হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৪। **সেই ব্রহ্ম** ইত্যাদি—ব্রহ্ম শব্দে স্বয়ংভগবান্‌কে বুঝায়। ব্রহ্ম-শব্দের একটী অর্থ বলা হইয়াছে, "বৃংহয়তি"—যিনি অপরকে বড় করেন। যিনি অপরকে বড় করেন, তাঁহার অবশ্যই বড় করিবার শক্তি আছে; সুতরাং ব্রহ্ম সশক্তিক; তিনি নিঃশক্তিক নহেন। ব্রহ্ম-শব্দের আর এক অর্থ হইল—বড়। তাহা হইলে শক্তি-আদিতে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তিনিই বহ্ম। কিন্তু যিনি শক্তি-আদিতে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাঁহাকেই স্বয়ংভগবান্ বলা হয়। সুতরাং ব্রহ্ম-শব্দে স্বয়ংভগবান্‌ই সূচিত হইতেছেন। ২।২০।১৩১ পয়ারের টীকা হইতে বুঝা যাইবে—ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্য অর্থ—অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব; তিনি সাকার, সশক্তিক।

যাহাবিনু ইত্যাদি—কালত্রয়ে (অতীতে, বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে) যে ব্রহ্ম (বা স্বয়ংভগবান্)-ব্যতীত অপর কোনও বস্তুই নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতীত অপর কোন বস্তুরই অন্য-নিরপেক্ষ-সত্তা নাই এবং থাকিতে পারে না এবং তিনি ত্রিকালসত্য-নিত্য। ব্রহ্ম যে সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদশূন্য, তাহাই বলা হইল। এই পয়ারার্দ্ধের স্থলে কোনও গ্রন্থে "তিন কালে সত্য যেই শাস্ত্রপ্রমাণ"—এই পাঠান্তর, আবার কোনও গ্রন্থে "অদ্বিতীয়-জ্ঞান যাহা বিনু নাহি আন।"—এরূপ পাঠান্তরও আছে। অদ্বিতীয় জ্ঞান অর্থ—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব।

পরবর্ত্তী "বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোকটী এখানে উদ্ধৃত করার তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মকেই উপাসনাভেদে কেহ (নির্ব্বিশেষবাদিগণ) (নির্ব্বিশেষ) ব্রহ্ম-বলেন, কেহ (যোগিগণ) পরমাত্মা বলেন, আবার কেহ বা (ভক্তগণ) ভগবান্ বলিয়া থাকেন। ইহার হেতু এই যে, যাঁহার যেরূপ উপাসনা, যিনি যেরূপে ব্রহ্মকে পাইতে ইচ্ছা করেন, ব্রহ্মও সেইরূপেই তাঁহাকে কৃপা করিয়া থাকেন। এজন্যই উপাসনা-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের নিকট তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকট হন। "জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ ২।২০।১৩৪ ॥"

শ্লো। ২২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সেই অদ্বয় তত্ত্ব—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তিন কালে সত্য সেই শাস্ত্র-পরমাণ ॥ ৫৫

তথাহি (ভা. ২।৯।৩২)—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৪

'আত্মা' শব্দে কহে—কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ ।
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ ॥ ৫৬

তথাহি (ভা. ১১।২।৪৫) ভাবার্থদীপিকায়াম্—

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

আততত্বাৎ স্বরূপবিস্তারত্বাৎ। মাতৃত্বাৎ জগদ্যোনিরূপত্বাৎ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৫। **সেই অদ্বয়তত্ত্ব** ইত্যাদি—ব্রহ্ম-শব্দে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বকেই বুঝায়। কিন্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দনই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। সুতরাং শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনেই ব্রহ্ম-শব্দের চরমতাৎপর্য্য। ২।২০।১৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তিনকালে সত্য** ইত্যাদি—এস্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "যাহা বিনু কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন"-এরূপ পাঠান্তর আছে।

পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখাইতেছেন—অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সত্য বস্তু।

শ্লো। ২৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৬। পূর্ব্বোল্লিখিত "বদন্তি-তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, একই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ এই তিন নামে অভিহিত হয়েন। উপাসনাভেদে সাধকের নিকটে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব এই তিনরূপে আত্মপ্রকট করিলেও ঐ তিনটী শব্দের চরম তাৎপর্য্য যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই, তাহা দেখাইতেছেন। ব্রহ্ম-শব্দের তাৎপর্য্য যে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে, তাহা পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে। এক্ষণে পরমাত্মা শব্দের তাৎপর্য্যও যে শ্রীকৃষ্ণে, তাহাই দেখাইতেছেন—"আত্মা-শব্দে কহে" ইত্যাদি পয়ারের দ্বারা।

আত্মা—আ—অত্ + মন্ কর্ত্তৃবাচ্যে। অত্-ধাতু বন্ধনে। আ অর্থ সম্যক্। তাহা হইলে, যিনি সম্যক্‌রূপে বন্ধন করেন, তিনিই আত্মা। যিনি সকলকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদ্বারা সকলেই সম্যক্‌রূপে বদ্ধ হইতে পারে—একেবারে সর্ব্বদিকে আবদ্ধ হইতে পারে। তাহা হইলে, যিনি সর্ব্বব্যাপক, তিনিই আত্মা। আবার যে যাহা করিয়াছে, করিতেছে, বা করিবে, অথবা যে যাহা ভাবিয়াছে, ভাবিতেছে, বা ভাবিবে, তাহাই যিনি জানিতে পারেন—তাঁহাদ্বারাও সকলে সম্যক্‌রূপে বদ্ধ; কারণ, তিনি যখন সকল জানেন, সমস্ত ক্রিয়া বা চিন্তারই সাক্ষী, তখন এমন কোনও ফাঁক কোনও স্থানে নাই, যাহাদ্বারা তাঁহার নিকট হইতে কেহ অব্যাহতি পাইতে পারে। সুতরাং যিনি সর্ব্বসাক্ষী, তিনিই আত্মা। সর্ব্বব্যাপকত্বের এবং সর্ব্বসাক্ষিত্বের পরাকাষ্ঠা যাহাতে—তিনিই পরমাত্মা। কিন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বব্যাপক (কারণ, তিনি আশ্রয়তত্ত্ব), এবং সর্ব্বসাক্ষী—যেহেতু তিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব এবং ত্রিকাল-সত্য; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেতেই পরমাত্মা-শব্দের চরম তাৎপর্য্য। এইরূপ অর্থ যে শ্রীধরস্বামিপাদেরও অনুমোদিত, তাহা স্বামিপাদের ভাবার্থদীপিকাটীকা হইতে, আত্মা-শব্দের অর্থ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে—আততত্বাচ্চ ইত্যাদি।

কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ—স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; কারণ, তিনি অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব আশ্রয়-তত্ত্ব; এজন্য তিনি সর্ব্বব্যাপক সুতরাং পরমাত্মা। **সর্ব্বব্যাপক**—যিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ সকলকেই ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। **সর্ব্বসাক্ষী**—যিনি সকলকেই দেখেন বা জানেন। **পরমস্বরূপ**—যাঁহার স্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অন্যান্য সকল স্বরূপের মূল যিনি।

শ্লো। ২৪। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। স্বরূপে অতি বৃহত্ত্ব-প্রযুক্ত এবং জগতের কারণত্ব প্রযুক্ত হরিই পরমাত্মা।

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তিহেতু ত্রিবিধ সাধন—।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ;—তিনের পৃথক্ লক্ষণ ॥ ৫৭

তিন-সাধনে ভগবান্ তিন-স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা ভগবত্ত্বে প্রকাশে ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জগৎ-কারণত্বে ব্যাপকত্ব বুঝাইতেছে। কার্য্য হইল কারণের ব্যাপ্য ; আর কারণ হইল কার্য্যের ব্যাপক। শ্রীহরি জগতের কারণ হওয়ায় তিনি হইলেন জগতের ব্যাপক, আর জগৎ হইল তাঁহার ব্যাপ্য।

আততত্বাৎ—স্বরূপবিস্তারত্বাৎ (চক্রবর্ত্তী); স্বরূপে সর্ব্বত্র বিস্তৃত বলিয়া ; সর্ব্ববৃহত্তত্ত্ব বলিয়া, সর্ব্বব্যাপক বলিয়া। আতত—আ-তন্ + ক্ত। তন্-ধাতুর অর্থ বিস্তৃতি। আতত-শব্দ হইতেছে—বিস্তৃতি-সূচক তন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; আর আত্মা-শব্দ হইতেছে বন্ধন-সূচক অত্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; (পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অত্-ধাতুর তাৎপর্য্য ব্যাপকত্বই আতত-শব্দে-সূচিত হইতেছে।

পূর্ব্বপয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৭। **সেই কৃষ্ণ** ইত্যাদি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এই তিনটি শব্দের পরমতাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণে হইলেও, একই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ কেন যে তিন রূপেতে সাধকদের নিকটে প্রতিভাত হন, তাহা বলিতেছেন—এই পয়ারে ও পরবর্ত্তী পয়ারে। **সেই কৃষ্ণ**—যেই কৃষ্ণ বৃহত্ত্ব-স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বসাক্ষী এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং-ভগবান্ এবং যিনি অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব—সেই কৃষ্ণ। **প্রাপ্তি-হেতু ত্রিবিধ সাধন**—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত তিন রকম সাধন আছে ; জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। **তিনের পৃথক্ লক্ষণ**—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই তিনটি সাধনের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ আছে ; তিনটি সাধন এক রূপ নহে। তিন রকম সাধকের প্রাপ্তিও এক রূপ নহে—ভিন্ন ভিন্ন।

জ্ঞান—জ্ঞান-মার্গের সাধনে পরতত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক মনে করা হয়। আর সাধক জীব নিজেকেও ঐ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যাইয়া সাযুজ্য মুক্তি লাভ করাই জ্ঞানমার্গের সাধকের লক্ষ্য। ব্রহ্ম বলিতে সাধারণতঃ এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই বুঝায়। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও শ্রীকৃষ্ণের একটি স্বরূপ—ইনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তিতুল্য। নির্ব্বিশেষ বলিয়া এই স্বরূপে শক্তি-আদির ক্রিয়া নাই।

যোগ—যোগমার্গের সাধনে অন্তর্য্যামী পরমাত্মা বিষ্ণুকেই পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করা হয়। আর সাধক নিজেকে ঐ পরমাত্মার অংশ বলিয়া মনে করেন। পরমাত্মার সঙ্গে মিলনই যোগমার্গের সাধকের লক্ষ্য।

ভক্তি—শুদ্ধাভক্তিমার্গে ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করা হয়। আর সাধক নিজেকে তাঁহার দাস বলিয়া মনে করেন। দাসরূপে তাঁহার সেবা-প্রাপ্তিই সাধকের লক্ষ্য।

এই পরিচ্ছেদেই এসব বিষয় আরও বিশেষরূপে পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে।

৫৮। **তিন সাধনে** ইত্যাদি—পরতত্ত্বের ধারণা, জীবের স্বরূপের ধারণা এবং পরতত্ত্বের সঙ্গে জীব-স্বরূপের নিত্য-সম্বন্ধের ধারণার পার্থক্য বশতঃই জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের প্রাপ্তি তিন রকম হইয়া থাকে।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন—"পরতত্ত্বের স্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর ; সুতরাং জীবের এমন কোনও শক্তি নাই যদ্দারা পরতত্ত্বের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ এবং পরতত্ত্বের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করিতে পারে। এমতাবস্থায় জীব যে ভাবেই তাঁহার উপাসনা করুক না কেন, তিনি নিজ মুখ্য স্বরূপেই তাঁহাকে কৃপা করিবেন। তরল জলের দ্রাবকতা-শক্তি না জানিয়া আমি যদি মনে করি যে, জল মিছরিকে গলাইতে পারে না এবং ইহা মনে করিয়া যদি আমি এক টুকরা মিছরি জলে ফেলিয়া দেই, তাহা হইলে জল কি মিছরিকে গলাইবে না? নিশ্চয় গলাইবে—আমার অজ্ঞতাকে হেতু করিয়া জল কখনও তাহার শক্তি পূর্ণরূপে প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত থাকিবে না। তদ্রূপ, পরতত্ত্বের স্বরূপাদি-সম্বন্ধে জীবের অপূর্ণ জ্ঞানকে হেতু করিয়া পরতত্ত্ব কখনও সাধক-জীবের নিকটে নিজের অপূর্ণ শক্তি বা অপূর্ণস্বরূপ প্রকাশ করিবেন না ; তাঁহার পূর্ণতম স্বরূপেই সকল সাধকের নিকট তিনি আত্মপ্রকট করেন।

তথাহি ভা. (ভা. ১।২।২১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ২ ॥

'ব্রহ্ম আত্মা' শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয় ।
রূঢ়িবৃত্তে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয় ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুতরাং যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত নিজেদের জ্ঞানের অপূর্ণতা-বশতঃ বিভিন্ন ভাবে পরতত্ত্বের উপাসনা করিলেও তাঁহাদের প্রাপ্তি একরূপই হওয়ার সম্ভাবনা।

ইহার উত্তর এই—পরতত্ত্বাদির স্বরূপ যে বাক্য-মনের অগোচর, তাহা সত্য। তথাপি বাক্যদ্বারা তাঁহার স্বরূপাদির যতটুকু প্রকাশ করা যায়, দিগ্-দর্শনরূপে শাস্ত্র তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। সাধককে শাস্ত্র-বাক্য বিশ্বাস করিতে হইবে, নচেৎ সাধনই অসম্ভব।

প্রাকৃত জগতে বস্তুশক্তি বুদ্ধি-শক্তির কোনও অপেক্ষাই রাখে না। অগ্নির দাহিকা-শক্তি না জানিয়াও কেহ যদি আগুনে হাত দেয়, তবে তাহার হাত পুড়িবেই। আগুন সর্ব্বজ্ঞ নহে, অন্তর্য্যামী নহে, সর্ব্বশক্তিমান্‌ও নহে, আগুনের একাধিক স্বরূপও নাই। যদি আগুনের এই সমস্ত থাকিত, তাহা হইলে হয়ত আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমার বাসনাপূর্ত্তির নিমিত্ত, তাহার যে স্বরূপে দাহিকাশক্তি নাই, আমার হাতের চতুর্দ্দিকে সেই স্বরূপেই আত্মপ্রকট করিত। কিন্তু প্রাকৃত-আগুনের পক্ষে তাহা অসম্ভব; সুতরাং আগুন তাহার নিজ বস্তু-শক্তিই প্রকাশ করিবে। কিন্তু পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে এই যুক্তি খাটিতে পারে না—তিনি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখেন, এজন্য তাঁহার নাম "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।" তিনি ভাবটি-মাত্র গ্রহণ করেন—অর্থাৎ সাধকের ভাবানুরূপ ফলই প্রদান করেন। গীতাতেও ইহার প্রমাণ আছে; "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—"যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমিও তাহাকে সেইভাবেই কৃপা করি।" ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। "আমাকে যে যেই ভাবেই ভাবুকনা কেন—জ্ঞানমার্গেই হউক, কি যোগমার্গেই হউক, কি ভক্তিমার্গেই হউক—যেই মার্গেই ইচ্ছা ভজন করুক না কেন—আমি সকলকেই একই ভাবে কৃপা করিব"—একথা শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। সাধকের ভাব অনুসারেই তিনি ফল দিয়া থাকেন। তাঁহার একটী নাম বাঞ্ছাকল্পতরু—তিনি সকলের যথাযোগ্য বাসনা পূর্ণ করেন। ইহার হেতু এই যে, পরতত্ত্ব সর্ব্বশক্তিমান্, বহুস্বরূপে তিনি আত্মপ্রকট করিতে পারেন। সাধকদিগের মনোবাসনা-পূর্ত্তির জন্য বহুস্বরূপেই তিনি অনাদি কাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। তিনি অন্তর্য্যামী, সাধকের মনোবাসনা জানিতে পারেন; তিনি বদান্য, সাধক যাহা চায়, তাহাই দিতে সমর্থ এবং তাহাই দিয়া থাকেন। লোকের মনোগত বাসনানুসারে কাজ করার শক্তি নাই বলিয়াই প্রাকৃত বস্তু কাহারও বুদ্ধি-শক্তির অপেক্ষা রাখে না, রাখিতে পারে না—নিজের শক্তি সকল সময়েই একরূপে প্রকাশ করে। কিন্তু পরতত্ত্বের শক্তি সীমাবদ্ধ নহে—তাই সাধকের মনোগত বাসনানুসারে ফল দিতে সমর্থ এবং ফল দিয়াও থাকেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

যাহা হউক, শ্রীগ্রন্থ বলিতেছেন, সাধনের অনুরূপ ফলই সাধক পাইয়া থাকেন।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ইত্যাদি—জ্ঞানমার্গের উপাসক পরতত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ স্বরূপে ধারণা করেন; সুতরাং পরতত্ত্বও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপেই তাঁহার নিকট প্রকট হন। যোগমার্গের উপাসক পরতত্ত্বকে অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে চিন্তা করেন; সুতরাং অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপেই যোগীর নিকট পরতত্ত্ব প্রকট হন। এবং ভক্ত তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ সবিশেষ ভগবান্‌রূপে চিন্তা করেন, সুতরাং ভক্তের নিকট তিনি ভগবান্‌রূপেই প্রকট হন। ২।২২।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৯। যদিও ব্যাপক অর্থ ধরিলে ব্রহ্মশব্দে ও আত্মাশব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়, তথাপি রূঢ়িবৃত্তিতে ব্রহ্মশব্দে

জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্য্যামিস্বরূপেতে ভাসে ॥ ৬০
রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
স্বয়ংভগবত্ত্বে, ভগবত্ত্বে,—প্রকাশ দ্বিরূপ ॥ ৬১

তথাহি (ভা. ১০।৯।২১)—
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২৬

রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ংভগবান্ পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায় ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ স্বরূপকেই বুঝায় এবং আত্মা-শব্দে তাঁহার অন্তর্য্যামী-স্বরূপকে বুঝায়—ইহাই এই পয়ারে বলিতেছেন।

রূঢ়িবৃত্তি—তিন রকম বৃত্তিতে শব্দের অর্থ হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ—যৌগিক অর্থ; কোনও শব্দের ধাতু ও প্রত্যয় হইতে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে যৌগিক অর্থ বলে। যেমন মদ্যপ—পা-ধাতুর অর্থ পান করা; যে মদ্য পান করে, তাহাকে মদ্যপ বলা হয়; এস্থানে মদ্যপ শব্দের যৌগিক অর্থ ই হইল।

দ্বিতীয়তঃ—যোগরূঢ়; ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থ-সমূহের মধ্যে বিশেষ একটী অর্থ যাহাতে বুঝায়, তাহাই যোগরূঢ় অর্থ। যেমন পঙ্কজ; পঙ্কজ-শব্দের যৌগিক অর্থ হইল, যাহা পঙ্কে জন্মে; এই অর্থে পদ্ম, কুমুদ প্রভৃতি অনেক জিনিষকেই পঙ্কজ বলা যায়। কিন্তু পঙ্কজ বলিতে সাধারণতঃ কেবল পদ্মকে বুঝায়, অন্য কোনও জিনিষকে বুঝায় না। এজন্য পঙ্কজ শব্দের 'পদ্ম'-অর্থকে যোগরূঢ় বলে।

তৃতীয়তঃ—রূঢ়ি; যাহাতে শব্দের ধাতু-প্রত্যয়লব্ধ অর্থ না বুঝাইয়া অন্য অর্থকে বুঝায়, তাহাকে রূঢ়ি অর্থ বলে। যেমন, মণ্ডপ। মণ্ডপ-শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থ হইল, যে মণ্ড পান করে (যে মাড় খায়); কিন্তু মণ্ডপ বলিলে আমরা মণ্ড-পায়ীকে বুঝি না—মণ্ডপ বলিলে আমরা বুঝি একটা ঘর; যেমন হরি-মণ্ডপ, দুর্গামণ্ডপ ইত্যাদি।

ব্রহ্ম-শব্দের ধাতুপ্রত্যয়-গত অর্থ হইল বৃহদ্বস্তু; ধাতু ও প্রত্যয় হইতে নির্ব্বিশেষ অর্থ আসে না। সুতরাং ব্রহ্ম বলিতে যে নির্ব্বিশেষ বুঝায়, ইহা ব্রহ্ম-শব্দের রূঢ়ি অর্থ। তদ্রূপ, আত্মা-শব্দের যে অন্তর্য্যামী অর্থ, ইহাও রূঢ়ি অর্থ।

নির্ব্বিশেষ—রূপ, আকার, গুণ, শক্তি ইত্যাদি যাহার নাই। **নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী**—নির্ব্বিশেষ এবং অন্তর্য্যামী।

৬০। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬১। জ্ঞানী ও যোগীর প্রাপ্তির কথা বলিয়া ভক্তের প্রাপ্তির কথা বলিতেছেন। ভক্তি-মার্গের সাধককেই ভক্ত বলে। **ভক্তি দুই রকমের**—রাগ-ভক্তি বা রাগানুগা-ভক্তি এবং বিধি-ভক্তি। ২।২২।৫৮ এবং ২।২২।৮৫-৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

স্বয়ং ভগবত্ত্বে ইত্যাদি—যাঁহারা রাগানুগীয়মার্গে ভজন করেন, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব তাঁহাদের নিকটে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে প্রকাশিত হন; আর যাঁহারা বিধিভক্তি-মার্গে ভজন করেন, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব তাঁহাদের নিকটে ভগবান্ (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ) রূপে প্রকাশ পান। পরবর্ত্তী পয়ারে একথাই আরও স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৬২। বিধিমার্গের ভজনের সাধক বৈকুণ্ঠের উপযোগী পার্ষদদেহ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়। ১।৩।১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি (ভা. ৩।১৫।২৫)—

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরে যমা হ্যপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ ২৭

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার—।
অকাম, মোক্ষকাম, সর্ব্বকাম আর ॥ ৬৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পুনঃ কথম্ভূতম্? যচ্চ নঃ উপরিস্থিতং ব্রজন্তি। কে? অনিমিষাং দেবানাং ঋষভঃ শ্রেষ্ঠো হরিঃ তস্যানুবৃত্ত্যা দূরে যমো যেষাম্। যদ্বা দূরীকৃতযমনিয়মাঃ। দূরেঽহমা ইতি পাঠে দূরীকৃতাঽহঙ্কারা ইত্যর্থঃ। স্পৃহণীয়ং কারুণ্যাদিশীলং যেষাম্। কিঞ্চ ভর্ত্তুর্হরের্যৎ সুযশ স্তস্য মিথঃকথনে যোঽনুরাগ স্তেন বৈক্লব্যং বৈবশ্যং তেন বাষ্পকলা তয়া সহ পুলকীকৃতমঙ্গং যেষাম্। যদ্বা নঃ উপরীতি ব্রজতাং বিশেষণং নিরহঙ্কারত্বাৎ অস্মত্তোঽপি যেঽধিকাস্তে যদ্ ব্রজন্তীত্যর্থঃ॥ স্বামী ॥ ২৭ ॥ অনিমিষাং কালানধীনামিত্যর্থঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ২৭। অন্বয়। অনিমিষাং (দেবতাদিগের) ঋষভানুবৃত্ত্যা (শ্রেষ্ঠ যে ভগবান্, তাঁহার অনুবৃত্তিদ্বারা—ভগবানে ভক্তিপ্রভাবে) দূরে যমাঃ (যম যাঁহাদের নিকট হইতে দূরে অপসৃত হইয়াছেন) হি নঃ উপরি (যাঁহারা আমাদেরও উপরে, অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিপ্রভাবে আমাদিগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) স্পৃহণীয়শীলাঃ (যাঁহাদের কারুণ্যাদিগুণ অন্যের স্পৃহণীয়), মিথঃ (পরস্পর) ভর্ত্তুঃ (প্রভুর—ভগবানের) সুযশসঃ (সুকীর্ত্তির) কথনানুরাগ-বৈক্লব্য-বাষ্পকলয়া (কীর্ত্তনে অনুরাগজন্য বিবশতাবশতঃ যাঁহাদের নেত্রে জলকণা) পুলকীকৃতাঙ্গাঃ (এবং যাঁহাদের অঙ্গে পুলক, তাঁহারা) যৎ (যেস্থানে—যে বৈকুণ্ঠে) ব্রজন্তি (গমন করেন)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন :—দেবগণের প্রধান বা অধীশ্বর ভগবানে ভক্তির প্রভাবে যাঁহারা যমকে দূরে অপসারিত করিয়াছেন, (ভক্তিপ্রভাবে) যাঁহারা আমাদিগ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাঁহাদের কারুণ্যাদিগুণ আমাদেরও স্পৃহণীয়, এবং যাঁহারা পরস্পর নিজ প্রভু ভগবানের উপাদেয় যশোরাশি কীর্ত্তনে অনুরাগভরে বিবশ হইয়া অশ্রুর সহিত পুলক ধারণ করেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। ২৭

অনিমিষাং—যাঁহারা কালপ্রবাহের অধীন নহেন, কালপ্রভাবজাত বার্দ্ধক্যাদি যাহাদের নাই, তাঁহাদের; দেবতাদের। **অনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা**—অনিমিষদিগের (দেবতাদের) ঋষভ (প্রধান বা অধীশ্বর যিনি), সেই ভগবানের অনুবৃত্তি (সেবা বা ভক্তি)-দ্বারা; **দূরেযমাঃ**—দূরে যম যাঁহাদের, তাঁহারা দূরেযমাঃ; ভক্তিপ্রভাবে যাঁহারা যমকে (অর্থাৎ যমের শাসনকে বা শাসন-ভয়কে) দূরে অপসারিত করিয়াছেন; যাঁহারা যমের শাসনের অতীত; **স্পৃহণীয়শীলাঃ**—স্পৃহণীয় (অপরের বাঞ্ছনীয়) শীল (কারুণ্যাদি গুণসমূহ) যাঁহাদের; যাঁহাদের কারুণ্যাদিগুণসমূহ অপরের (আমাদেরও—ব্রহ্মাদিদেবগণেরও) বাঞ্ছনীয়; **সুযশসঃ কথনানুরাগ-বৈক্লব্য-বাষ্প-কলয়া**—উত্তম যশোরাশির কথনে অনুরাগবশতঃ যে বৈক্লব্য (বিবশতা), সেই বৈক্লব্যবশতঃ (নয়নে উদ্গত) যে বাষ্পকলা (অশ্রুসমূহ), তাহার সহিত **পুলকীকৃতাঙ্গাঃ**—যাঁহাদের অঙ্গ পুলকীকৃত (পুলকিত) হইয়াছে। ভগবদ্গুণকীর্ত্তনবশতঃ যাঁহাদের নয়নে অশ্রু এবং দেহে পুলকের উদ্গম হইয়াছে, তাঁহারা—**নঃ উপরি**—এবং যাঁহারা উপরি উক্ত গুণাবলীর অধিকারী বলিয়া (ব্রহ্মাদিদেবগণেরও) উপরে, ব্রহ্মাদিদেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা বৈকুণ্ঠে যাইয়া থাকেন। অথবা (নঃ উপরি-বাক্যের উক্তরূপ অন্বয় না করিয়া, ব্রজন্তি-ক্রিয়ার সহিত তাহার অন্বয় করিলে), তাদৃশ ভক্তগণ **নঃ উপরি**—আমাদের উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠলোকে **ব্রজন্তি**—গমন করেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৩। উপাসক তিন রকমের—অকাম, সর্ব্বকাম, আর মোক্ষ-কাম। স্বসুখবাসনাদি যাঁহাদের নাই, তাঁহারা

তথাহি (ভা. ২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ২৮

"বুদ্ধিমানের" অর্থ—যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজকাম-লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৬৪

ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥ ৬৫

অজাগলস্তনন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অ-কাম। যাঁহারা সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু কামনা করেন, তাঁহারা সর্ব্বকাম—ভুক্তি-কামী। আর যাঁহারা মুক্তি কামনা করেন, তাঁহারা মোক্ষকাম।

শ্লো। ২৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৪। **বুদ্ধিমানের** ইত্যাদি—পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের "উদারধীঃ" শব্দের অর্থই "বুদ্ধিমান্"।

পূর্ব্ববর্ত্তী-শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, অকামই হউন, সর্ব্বকামই হউন, কিম্বা মোক্ষকামই হউন, যে-কেহই হউন না কেন, যদি তিনি বুদ্ধিমান্ হন, ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা যদি তাঁহার থাকে, তবে নিজের অভীষ্ট বস্তুটী পাওয়ার নিমিত্ত তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন করিবেন—অন্য কাহাকেও নহে। শ্রীকৃষ্ণকে কেন ভজন করিবেন, তাহার হেতু পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

ইহাদ্বারা ইহাও ধ্বনিত হইতেছে যে, নিজ কাম্যবস্তু পাওয়ার জন্য যিনি কৃষ্ণকে ভজন করেন না তিনি বুদ্ধিমান্ নহেন।

ভজয়—ভক্তিযোগে উপাসনা করেন।

৬৫। শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করার হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করিলে ভুক্তি বা মুক্তি যাহাই কিছু নিজের অভীষ্ট হউক না কেন, তাহা পাওয়া যায় না। কারণ, জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম ইহাদের কোনও সাধনই ভক্তির সহায়তাব্যতীত, স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ফলও দিতে পারে না। এজন্যই বলা হয়—"ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগজ্ঞান। ২।২২।১৪॥" "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন সাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥ শ্রী. ভা. ১১।১৪।২১॥"

সব ফল ইত্যাদি—কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান, নিজ নিজ ফল প্রদান করিতে ভক্তির সহায়তার অপেক্ষা করে, কিন্তু ভক্তি নিজের ফল প্রদান করিতে কর্ম্মযোগাদির কোনও অপেক্ষাই রাখে না। কারণ, ভক্তি স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ এবং ভক্তি প্রবল—নিজেই প্রভূত-শক্তি-সম্পন্না, সুতরাং অন্য কাহারও শক্তির অপেক্ষা রাখে না। কর্ম্মযোগাদি স্বতন্ত্রও নহে, প্রবলও নহে।

৬৬। **অজাগলস্তন**—অজা অর্থ ছাগী; ছাগীর গলায় যে-মাংসপিণ্ড থাকে, তাহা দেখিতে অনেকটা স্তনের মতনই; এজন্য উহাকে অজাগলস্তন (ছাগীর গলার স্তন) বলে। দেখিতে স্তনের মত দেখায় বলিয়াই উহাকে স্তন বলে, বাস্তবিক উহা স্তন নয়; কারণ, স্তনের ন্যায় উহা হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হয় না। **অন্য সাধন**—ভক্তিব্যতীত অন্য সাধন। জ্ঞানযোগ-কর্ম্মাদি। **অজাগলস্তন ন্যায়** অন্য সাধন—কর্ম্ম যোগ-জ্ঞানাদি অন্য সাধন, সাধন-সাদৃশ্যেই সাধন বলিয়া পরিচিত, বাস্তবিক ইহারা সাধন নহে। কারণ, যে-অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধ্যবস্তু বা অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যায়, তাহাকেই সাধন বলে। যাহাদ্বারা অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যায় না, তাহাকে সাধন বলা সঙ্গত হয় না। কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিও স্বতন্ত্রভাবে ভুক্তি-মুক্তি-আদি সাধকের অভীষ্ট বস্তু দিতে পারে না, সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্ম-যোগাদিকে সাধন বলা যায় না। ভক্তিই প্রকৃত সাধন; কারণ, ভক্তিদ্বারা সাধকের যে-কোনও অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যায়। তথাপি কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিকে যে সাধন বলা হয়—তাহা কেবল ছাগীর গলার মাংসপিণ্ডকে স্তন বলার মত; অজাগলস্তন যেমন দেখিতেই স্তনের মত, কিন্তু তাহাতে দুগ্ধ নাই, কর্ম্মযোগাদিও বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদিতেই সাধনের মত মনে হয়,

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭।১৬)—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ২৯

'আর্ত্ত' 'অর্থার্থী' দুই সকাম ভিতরে গণি।
'জিজ্ঞাসু' 'জ্ঞানী' দুই মোক্ষকাম মানি ॥ ৬৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সুকৃতিনস্তু মাং ভজন্ত্যেব তে চ সুকৃতিতারতম্যেন চতুর্ব্বিধা ইত্যাহ চতুর্ব্বিধা ইতি। পূর্ব্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যাস্তে মাং ভজন্তি তে চতুর্ব্বিধাঃ—আর্ত্তো রোগাদ্যভিভূতঃ স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্য স্তর্হি মাং ভজতি অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতাভজনে সংসরতি এবং উত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। জিজ্ঞাসু রাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ অর্থার্থী অত্র পরত্র চ ভোগসাধনভূতার্থপ্রেপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ ॥ স্বামী ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বাস্তবিক সাধন নহে ; কারণ, সাধকের অভীষ্ট বস্তু দিতে পারে না। ভক্তির সহায়তা যখন পায়, তখনই তাহারা সাধকের অভীষ্ট বস্তু দিতে পারে ; তাহা না হইলে নয় ; ভক্তি কিন্তু কর্ম্মযোগাদির সহায়তাব্যতীতই সাধকের অভীষ্ট বস্তু দিতে পারে। এজন্যই বলা হইয়াছে, যাহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা এই সমস্ত বিচার করিয়া শ্রীহরিকেই ভজনা করেন অর্থাৎ ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করেন।

শ্লো। ২৯। অন্বয়। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন)! ভরতর্ষভ (হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ)! আর্ত্তঃ (বিপদগ্রস্ত বা রোগাদিদ্বারা অভিভূত), জিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছুক), অর্থার্থী (ধনাদিপ্রার্থী), জ্ঞানী চ (এবং জ্ঞানী—আত্মবিৎ) [এতে] (এই) চতুর্ব্বিধাঃ (চারি রকম) সুকৃতিনঃ (সুকৃতী) জনাঃ (লোক) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করে)।

অনুবাদ। হে ভরতবংশাবতংস অর্জ্জুন ! আর্ত্ত (বিপদগ্রস্ত), জিজ্ঞাসু (তত্ত্ব-জ্ঞানেচ্ছু) অর্থার্থী (ধনাদি-প্রার্থী) এবং জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতী লোক-সকল আমার ভজন করেন। ২৯

আর্ত্তঃ—রোগাদিতে অভিভূত ; যাহারা বহুকাল যাবৎ কোনও কঠিনরোগে ভুগিতেছে, কিম্বা যাহারা অন্য কোনওরূপ বিপদে পতিত হইয়াছে, তাহাদিগকে আর্ত্ত বলে ; রোগাদি হইতে বা বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাহারা শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকে—যদি তাহারা সুকৃতী হয় ; সুকৃতী না হইলে শ্রীকৃষ্ণভজনের মতি হইবে না - বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত অন্যদেবদেবীর পূজাদিই করিতে ইচ্ছুক হইবে। **জিজ্ঞাসুঃ**—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক ; **অর্থাথা**—ধন-সম্পত্তি-আদি ইহকালের এবং স্বর্গাদি পরকালের ভোগসাধন বস্তু লাভ করিতে ইচ্ছুক ; **জ্ঞানী**—আত্মবিৎ ; বিশুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট সন্ন্যাসী (চক্রবর্ত্তী) ; পরবর্ত্তী ৬৭ পয়ারে "জিজ্ঞাসু" ও "জ্ঞানীকে" মোক্ষকাম বলা হইয়াছে ; তাহাতে বুঝা যায়, এই শ্লোকে "জ্ঞানী" বলিতে "নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ" ব্যক্তিকেই,—জ্ঞানমার্গের সাধককেই—লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাহা হউক, আর্ত্ত জিজ্ঞাসু-আদি যদি **সুকৃতিনঃ**—সুকৃতী হয়, পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত পুণ্য যদি তাহাদের থাকে, তাহা হইতে তাহারা স্ব-স্ব অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়া থাকে।

পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে, সর্ব্বকাম বা মোক্ষকাম ব্যক্তিগণ যদি সুবুদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহারা শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকে। এই শ্লোকেও তাহাই বলা হইল—"আর্ত্ত" ও "অর্থার্থী" ব্যক্তিগণ সকাম বলিয়া "সর্ব্বকামের" এবং "জিজ্ঞাসু" ও "জ্ঞানী" ব্যক্তিগণ "মোক্ষকামের" অন্তর্ভুক্ত।

৬৭। জ্ঞান-মার্গের সাধকগণ সকলেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য-মুক্তি প্রার্থনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে সাধারণতঃ তিনটী শ্রেণী দেখা যায়। প্রথমতঃ, যাঁহারা পরতত্ত্বের একমাত্র নির্গুণ, নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ স্বরূপের অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করেন, কিন্তু সাকার, সগুণ, স-শক্তিক কোনও স্বরূপের অস্তিত্ব আছে বলিয়া স্বীকার করেন না (এস্থলে সগুণ অর্থ অপ্রাকৃত-গুণ-সম্পন্ন—প্রাকৃত-গুণযুক্ত নহে)। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা পরতত্ত্বের নির্ব্বিশেষস্বরূপ

স্বীকার করেন, এবং সবিশেষ স্বরূপকে মায়িক সত্ত্ব-গুণজাত বলিয়া মনে করেন। তৃতীয়তঃ, যাঁহারা নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ স্বীকার করেন, সবিশেষস্বরূপও স্বীকার করেন ; এবং সবিশেষ-স্বরূপকে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলিয়াই স্বীকার করেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর জ্ঞানী সাধকেরাই শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। ইহার কারণ এই :—সকল সাধকই মায়া হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহেন। মায়া কিন্তু ভগবানের শক্তি, তাই এই মায়া জীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। গীতা।" জীব নিজের শক্তিতে কিছুতেই এই দৈবীমায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। শ্রীভগবান্‌ব্যতীত অপর কেহই ভগবানের শক্তি মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না। তাই যাহারা শ্রীভগবানের ভজন করেন, তাঁহার শরণাপন্ন হন, একমাত্র তাঁহারাই তাঁহার কৃপায় এই দৈবীমায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন।

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীতা।" ইহাই হইল গীতার উক্তি। এই উক্তি হইতে বুঝা গেল, ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, তিনি কৃপা করিয়া শরণাগত জীবকে মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিয়া থাকেন, এবং ইহাব্যতীত নিষ্কৃতির অন্য পন্থাও নাই। তাহা হইলে, ভগবানের যেই স্বরূপে কৃপালুতা আছে, সেই স্বরূপের উপাসনা করিলেই তিনি উপাসকের প্রতি কৃপা দেখাইতে পারেন ; কিন্তু যে-স্বরূপে কৃপালুতাদি অপ্রাকৃত গুণ নাই, সেই স্বরূপ কিরূপে কৃপা দেখাইবেন ? ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ হইলেন নির্গুণ—কৃপালুতা ও ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ তাঁহাতে নাই ; সুতরাং তিনি সাধকের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিতেও পারেন না, তাঁহাকে মায়া হইতে উদ্ধার করিতেও পারেন না—উদ্ধার করার শক্তিও তাঁহার নাই ; কারণ, তিনি নিঃশক্তিক।

সুতরাং একমাত্র সবিশেষ-স্বরূপের উপাসনা করিলেই তিনি কৃপা করিয়া সাধক-জীবকে মায়া হইতে মুক্ত করিতে পারেন ; কারণ, তিনি সগুণ সশক্তিক বলিয়া কৃপালুতা ও ভক্তবাৎসল্যাদিগুণ তাঁহাতে আছে, এবং সশক্তিক বলিয়া কৃপা করিয়া সাধক-জীবকে মায়া হইতে উদ্ধার করিবার শক্তিও তাঁহার আছে। এজন্যই শেষোল্লিখিত জ্ঞানী-সাধকগণ মুক্তি পাওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ লইয়া মায়া হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করেন, এবং তাঁহার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্য-মুক্তি প্রার্থনা করেন। তিনিও কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে মায়া-মুক্ত করিয়া তাঁহার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্য দিয়া থাকেন। ভক্তি-শাস্ত্রের মতে একমাত্র এই শ্রেণীর জ্ঞানী-সাধকগণই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। অপর দুই শ্রেণী নহে। কারণ, যাঁহারা সবিশেষ স্বরূপের অস্তিত্ব মোটেই স্বীকার করেন না, সুতরাং কোনও সবিশেষ-স্বরূপের শরণাপন্ন হন না, তাঁহাদিগকে মায়া-মুক্ত করিবেন কে ? মায়ামুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে তো আর মায়াতীত-নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্য হইতে পারে না ? তাঁহাদের নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ তো নির্গুণ, নিঃশক্তিক ; নিঃশক্তিক বলিয়া তাঁহাদের উপাসনার কথাও তিনি জানিতে পারেন না—কারণ, তাঁহাতে সংবিৎ-শক্তির বিকাশ নাই। এইজন্য এবং কৃপালুতাদি-গুণ-শূন্য বলিয়া তিনি সাধককে মায়ামুক্ত করিতে পারেন না। আর যাঁহারা সবিশেষ স্বরূপকে মায়িক সত্ত্বগুণের বিকার বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদেরও ঐ অবস্থা। তাঁহারা যদি সবিশেষ বিগ্রহের শরণাপন্ন হন, তথাপি তাঁহারা মায়ামুক্ত হইতে পারেন না। কারণ, সবিশেষ স্বরূপকে তাঁহারা মায়িক বিগ্রহ বলিয়া মনে করেন, সবিশেষ স্বরূপও তাঁহাদের নিকটে মায়িক বিগ্রহরূপেই ক্রিয়া করিবেন—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। গীতা।" মায়াতীত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকটে প্রকাশ করিবেন না। যিনি নিজেই মায়িক-বিগ্রহ, তিনি কখনও কাহাকেও মায়া হইতে মুক্ত করিতে পারেন না। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত কোনও মানুষ কখনও কোনও বস্তুকে বায়ুমণ্ডলের বাহিরে নিক্ষেপ করিতে পারেন না। নিদ্রিত ব্যক্তি কখনও ইচ্ছা করিয়া অপর নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিতে পারে না।

যাহা হউক, এখন মূল পয়ারের মর্ম্ম প্রকাশ করা যাউক।

আর্ত্ত ভক্ত ও অর্থার্থী ভক্ত এই উভয়েই সকাম। কারণ, রোগাদি হইতে মুক্তি, স্বর্গাদি ভোগ প্রভৃতি আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিজনক বস্তুই তাঁহাদের প্রার্থনীয়।

এই চারি সুকৃতী হয়ে মহা ভাগ্যবান্‌।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি মাগে শুদ্ধভক্তিদান ॥ ৬৮
সাধুসঙ্গকৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায় ॥ ৬৯

তথাহি (ভা. ১।১০।১১)—
সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্‌ ॥ ৩০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তেষাং পুনঃ কৃষ্ণবিরহাসহনং কৈমুতিকন্যায়েনাহ সৎসঙ্গাদিতি দ্বাভ্যাম্‌। সতাং সঙ্গাদ্ধেতোঃ মুক্তঃ পুত্রাদিবিষয়ো দুঃসঙ্গো যেন সঃ। সদ্ভিঃ কীর্ত্ত্যমানঃ রুচিকরং যস্য যশঃ সকৃদপ্যাকর্ণ্য সৎসঙ্গং ত্যক্তুং ন নক্লোতি ॥ স্বামী ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই দুই শ্রেণীর ভক্ত ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য-মুক্তি কামনা করেন (মোক্ষকামী)।

৬৮। এই চারি—আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। ইঁহারা মহাভাগ্যবান্‌, পরম-সুকৃতিশালী, যেহেতু কৃষ্ণের কৃপায় কিম্বা সাধুর কৃপায়, অর্থাদির বা মোক্ষাদির কামনা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করেন।

তত্তৎকামাদি—প্রত্যেকের নিজ নিজ বাসনা। আর্ত্তভক্ত রোগাদি হইতে নিষ্কৃতির জন্য কৃষ্ণ-ভজন করেন; এই রোগ-নিষ্কৃতি হইল তাঁহার কাম। অর্থার্থী—ধন-জন-স্বর্গাদির জন্য শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। ধন-জনাদি হইল তাঁহার কাম। জিজ্ঞাসু—আত্ম-জ্ঞান-লাভের জন্য ভজন করেন, আত্ম-জ্ঞান লাভ হইল তাঁহার কাম। জ্ঞান—সাযুজ্য-মুক্তি লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন; সাযুজ্য-মুক্তি হইল তাঁহার কাম। সকলেই নিজের জন্য একটা কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেছেন—আর্ত্ত চাহেন রোগ-মুক্তি—নিজের বা নিজের কোনও আত্মীয়ের জন্য। অর্থার্থী চাহেন—ধন-জনাদি, নিজের জন্য। জ্ঞানী চাহেন—মুক্তি নিজের জন্য। নিজের কথা সম্যক্‌রূপে ভুলিয়া গিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত ইঁহাদের কেহই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেছেন না।

কিন্তু যখন ইঁহাদের পরম-সৌভাগ্যের উদয় হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের চরণে—ধন-জন-মোক্ষ-আদি নিজ নিজ কাম্যবস্তুর নিমিত্ত প্রার্থনা না করিয়া—শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সেই পরম সৌভাগ্যটী কি, তাহাই পরবর্ত্তী পয়ারে বলিতেছেন।

শুদ্ধাভক্তি—ইহকালের বা পরকালের নিজের ভোগ-সুখাদি, এমন কি মোক্ষাদি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত যে-শ্রীকৃষ্ণ সেবা, তাহাকেই শুদ্ধা ভক্তি বলে। অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্‌। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ভ. র. সি. ১।১।৯ ॥" ২।১৯।১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৯। কোন্‌ পরম সৌভাগ্যের উদয় হইলে আর্ত্ত অর্থার্থী-আদি চতুর্ব্বিধ ভক্তগণ নিজ নিজ কাম্যবস্তুর প্রার্থনা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা করেন, তাহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে। সাধুকৃপা বা কৃষ্ণকৃপাই এই পরম-সৌভাগ্য। "মহৎকৃপাবিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয় ॥ ২।২২।৩২ ॥" **সাধুসঙ্গকৃপা**—সাধুর (মহতের) সঙ্গ এবং কৃপা; সাধুসঙ্গের প্রভাবে সাধুর কৃপা। **কামাদিদুঃসঙ্গ**—সাধুকৃপায় বা কৃষ্ণকৃপায় ভুক্তি-মুক্তি-আদি কামনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলেই শুদ্ধাভক্তি পাইতে পারেন। এইস্থলে কামাদিকে দুঃসঙ্গ বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী পয়ারের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করা হইতেছে।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। সৎসঙ্গাৎ (সাধুসঙ্গের প্রভাবে) মুক্তদুঃসঙ্গঃ (কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তিব্যতীত অন্যকামনারূপ দুঃসঙ্গ যিনি ত্যাগ করিয়াছেন; তাদৃশ) বুধঃ (বুদ্ধিমান ব্যক্তি) কীর্ত্ত্যমানং (সাধুগণকর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান্‌) রোচনং (রুচিকর) যস্য (যাঁহার—যে-ভগবানের) যশঃ (যশঃ—কীর্ত্তি, গুণ) সকৃৎ (একবার) আকর্ণ্য (শ্রবণ করিয়া) হাতুং (সেই সৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে) ন উৎসহতে (সমর্থ হয় না)।

দুঃসঙ্গ কহি—কৈতব আত্মবঞ্চনা। 'কৃষ্ণ'-'কৃষ্ণভক্তি' বিনু অন্য কামনা ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। সৎসঙ্গ-প্রভাবে যিনি (কৃষ্ণভক্তি-কামনাব্যতীত অন্যকামনারূপ) দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই বুদ্ধিমান্ জন, সাধুগণকর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান রুচিকর ভগবদ্‌যশঃ একবার শ্রবণ করিলে আর সৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। ৩০

সৎসঙ্গের প্রভাবে যে-কৃষ্ণবিষয়ক-কামনাব্যতীত অন্যকামনা দূরীভূত হয়, "সৎসঙ্গাৎ মুক্তদুঃসঙ্গঃ"-পদে তাহা সূচিত হইতেছে ; সাধুদের সঙ্গ করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপা হইলেই অন্যকামনা দূরীভূত হওয়া সম্ভব এবং সাধুকৃপা-ব্যতীতও তাহা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। "মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয় ॥ ২।২২।৩২ ॥" সাধু বা মহতের লক্ষণ ১।১।২৯ এবং ২।১৭।১০৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

সৎসঙ্গের প্রভাবে দুঃসঙ্গ দূরীভূত হইলে যে-ভক্তির উদয় হয়, "হাতুং ন উৎসহতে"-বাক্যে তাহা সূচিত হইতেছে ; কারণ, ভগবৎ-কথা-শ্রবণের জন্য লালসাই ভক্তির লক্ষণ ; এই লালসা জন্মে বলিয়াই—সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না।

এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৯ পয়ারের প্রমাণ।

৭০। দুঃসঙ্গ—অসৎ-সঙ্গ, কু-সঙ্গ। **কৈতব**—আদিলীলায় বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম ॥ অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষবাঞ্ছা-আদি সব ॥ তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥ ১।১।৫০-৫২ ॥" তাহা হইলে বুঝা গেল, যাহা কৃষ্ণভক্তির বাধক, তাহাই কৈতব। **আত্ম-বঞ্চনা**—নিজেকে বঞ্চিত করিবার উপায় মাত্র। **কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি বিনু**—কৃষ্ণপ্রাপ্তির কামনা, কিম্বা কৃষ্ণভক্তি পাওয়ার কামনাব্যতীত অন্য কামনা হৃদয়ে পোষণ করাই দুঃসঙ্গ করা। এইরূপ দুঃসঙ্গ করিলেই নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাসুখ হইতে বঞ্চিত করা হয়। পরবর্ত্তী ৭১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

যাহা সু-সঙ্গ নহে, সৎ-সঙ্গ নহে, তাহাই দুঃসঙ্গ। সৎসঙ্গ বলিতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুর সঙ্গই বুঝায় (২।২২।৪৯ পয়ারের টীকায় সৎ-সঙ্গ শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য)। তদ্ব্যতীত অন্য যে-কিছুর সঙ্গ—তাহাই অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ। তাই—শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর বস্তুর সাহচর্য্য, বা অপর বস্তুতে আসক্তি, কিম্বা সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান-ব্যতীত অন্যকার্য্যাদির অনুষ্ঠান, বা অন্য-কার্য্যাদিতে আসক্তিই দুঃসঙ্গ।

কামনার পোষণকেই সঙ্গ বলা হইয়াছে। বাস্তবিক কোনও বস্তুর বা লোকের সঙ্গ অপেক্ষা কামনার সঙ্গই ঘনিষ্ঠ। বস্তু বা লোক থাকে বাহিরে, ইচ্ছা করিলে আমরা তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারি; কিন্তু কামনা থাকে হৃদয়ের অন্তস্তলে ; আমরা যেখানেই যাই, কামনাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে ; কামনা আমাদের নিত্য সহচর। এই কামনা যদি ভক্তির পুষ্টিসাধনের সহায়তা করে, তাহা হইলে জীবের পক্ষে মঙ্গল ; এইরূপ কামনার সঙ্গই বাস্তবিক সৎ-সঙ্গ। কিন্তু যে-কামনা ভক্তির বিঘ্ন জন্মায়, তাহার সঙ্গই দুঃসঙ্গ। এইজন্যই কৃষ্ণকামনা বা কৃষ্ণভক্তি কামনাকে সৎ-সঙ্গ বলা হয়। আর তদ্ব্যতীত অন্য যে কিছু কামনা,—শুভকর্ম্মের কামনা, অশুভকর্ম্মের কামনা বা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-আদির কামনা—ইত্যাদি নিজের সুখভোগ বা নিজের দুঃখনিবৃত্তির জন্য যে-কামনা—যে-কামনার লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণসেবা নহে, সেইরূপ যে-কিছু কামনা—তৎসমস্তই দুঃসঙ্গ।

ভক্তির একটী লক্ষণ হইল শ্রীকৃষ্ণসেবার অভিলাষব্যতীত অন্য-অভিলাষশূন্যতা ; সুতরাং অন্য কামনা যে-স্থলে আছে, সে-স্থলে ভক্তি থাকিতে পারে না। এইরূপ কামনায় ভক্তি নষ্ট হয় ; ভক্তি নষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি

তথাহি (ভা. ১।১।২)—
ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৩১ ॥

'প্র'-শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা—কৈতবপ্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান ॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অসম্ভব হইয়া পড়ে, জীব শ্রীকৃষ্ণ-সেবাসুখ হইতে বঞ্চিত হয়। এইজন্যই এইরূপ কামনাকে কৈতব বা আত্মবঞ্চনা বলা হইয়াছে।

কৃষ্ণ-কামনা এবং কৃষ্ণভক্তি-কামনাব্যতীত অন্য কামনাই যে কৈতব, তাহার প্রমাণস্বরূপে নিম্নে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ"-শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইতেছে। এই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, যাহাতে কৈতব আছে, তাহা পরমধর্ম্ম নহে।

কিন্তু ধর্ম্ম কাহাকে বলে? ধৃ+মন্=ধর্ম্ম। ধৃ-ধাতু ধারণে, আর মন্ প্রত্যয় কর্ত্তৃবাচ্যে ও করণবাচ্যে প্রযুক্ত হয়। তাহা হইলে, যাহা জীবকে ধরিয়া রাখে, তাহাই জীবের ধর্ম্ম, এবং যদ্দ্বারা জীব ধৃত হয়, তাহাও জীবের ধর্ম্ম। কিসে ধরিয়া রাখিবে এবং কিসেই বা ধৃত হইবে? জীবের স্বরূপে। তাহা হইলে, যাহা জীবকে জীবের স্বরূপে বা স্বরূপানুবন্ধি কার্য্যাদিতে ধরিয়া রাখে, তাহা হইল জীবের ধর্ম্ম; ইহাকে বলে সাধ্য-ধর্ম্ম; এবং যদ্দ্বারা জীব ঐ স্বরূপে বা স্বরূপানুবন্ধি কর্ম্মে (নীত হইয়া) ধৃত হইতে পারে, তাহাও জীবের ধর্ম্ম; ইহাকে বলে সাধন-ধর্ম্ম।

সাধ্য ধর্ম্ম হউক বা সাধন-ধর্ম্মই হউক, তাহা প্রোজ্ঝিত-কৈতব হওয়া চাই—তাহাতে কৈতবের গন্ধমাত্রও থাকিতে পারিবে না। অন্য কামনাই কৈতব। জীবের সাধ্যধর্ম্ম যদি শ্রীকৃষ্ণ সেবাব্যতীত অন্য কিছু হয়, তবে তাহা ধর্ম্ম নয়, তাহা আত্মবঞ্চনা। জীবের সাধনে যদি শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনাব্যতীত অন্য-বাসনা-পূর্ত্তির উদ্দেশ্য থাকে, তবে, তাহাও সাধনধর্ম্ম নহে—তাহা আত্মবঞ্চনা।

শ্লো। ৩১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।৩৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বপয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৭১। প্র-শব্দে ইত্যাদি—উক্ত শ্লোকে "উজ্ঝিত"-কৈতব বলিলেই কৈতব-শূন্যতা বুঝাইত; কিন্তু তথাপি "প্রোজ্ঝিত কৈতব" বলা হইল কেন, একটি প্র-উপসর্গ বেশী বলা হইল কেন, তাহা শ্রীধরস্বামিপাদ টীকাতে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই প্র-শব্দটীর তাৎপর্য্য এই যে—ধর্ম্মে, শ্রীকৃষ্ণসেবাব্যতীত স্বসুখ-বাসনা-আদি তো থাকিতে পারিবেই না, মোক্ষ-বাসনাও থাকিবে না।—"অত্র প্র-শব্দেন-মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ॥"

'সকামভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান্।
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান॥ ৭২

তথাহি (ভা. ৫।১৯।২৮)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ॥
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ৩২

সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব।
এ তিনে সব ছাড়ায়—করে কৃষ্ণভাব॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্র-শব্দের অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে। তাহা হইলে প্রোজ্‌ঝিত শব্দের অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত। যাহা হইতে কৈতব (আত্মবঞ্চনা) প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রোজ্‌ঝিতকৈতব বা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। স্বামিপাদের টীকানুসারে মোক্ষবাসনাও কৈতব।

এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ১।১।৩৭-শ্লোকব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

কৈতব-প্রধান—মোক্ষবাসনাকে কৈতব-প্রধান বলিবার হেতু ১।১।৫১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৭২। **সকাম ভক্ত**—যে-ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মসুখ-ভোগ প্রার্থনা করে। **অজ্ঞ**—মূর্খ।

পিধান—আচ্ছাদন ; দূরীকরণ। ২।২২।২৫-২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৭৩। সাধু-সঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা এবং ভক্তি, এই তিনের স্বরূপ-গত ধর্ম্ম এই যে, তাহারা অন্য কামনা দূর করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি জন্মায়। ভক্তি-উন্মেষের অপর কোনও হেতু নাই।

ভক্তির স্বভাব—সাধনভক্তির স্বরূপগত ধর্ম্ম। **কৃষ্ণভাব**—শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলেন—"সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা। প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে॥ আদ্যস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ॥ ১।৩।৫॥ (টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—অতিধন্যানাং প্রাথমিক-মহৎ-সঙ্গজাতমহাভাগ্যানাম্)—যাঁহাদের ভাগ্যে প্রথমেই মহৎসঙ্গ লাভ হইয়াছে, সেই অতি ধন্য লোকদিগের সম্বন্ধে ভাব (বা কৃষ্ণরতি) দুই প্রকারে জন্মে—এক সাধনে অভিনিবেশ (অর্থাৎ সাধন-ভক্তি)-দ্বারা, আর শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহদ্বারা ; তন্মধ্যে প্রায় সকলেরই সাধনাভিনিবেশ হইতেই কৃষ্ণরতি জন্মে ; কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণভক্তের কৃপা হইতে জাত কৃষ্ণরতি অতি বিরল।" কৃষ্ণের কৃপা এবং কৃষ্ণভক্তের কৃপা—উভয়েই অহৈতুকী ; এই কৃপালাভের ভাগ্য কখন কাহার হইবে, তাহা বলা যায় না ; তাই এইরূপ কৃপা হইতে জাত ভক্তি অতি বিরল। কিন্তু সাধনভক্তির অনুষ্ঠান গুরুকৃপায় বহু লোকই করিতে পারেন। তাই সাধন-ভক্তিতে অভিনিবেশ হইতেই সাধারণতঃ সকলের ভক্তির উন্মেষ হয়।

আগে যতযত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব ॥ ৭৪
শ্লোকব্যাখ্যা লাগি এই করিল আভাস।
এবে শ্লোকের করি মূল-অর্থ প্রকাশ ॥ ৭৫
জ্ঞানমার্গে উপাসক দুই ত প্রকার—।
কেবল-ব্রহ্মোপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥ ৭৬
কেবল-ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়—।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্তব্রহ্মলয় ॥ ৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৪। আগে—ইহার পরে। **অর্থ**—আত্মারাম-শ্লোকের অর্থ। **কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু**—সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা এবং ভক্তি এই তিনটীর কোনও একটী না একটীই কৃষ্ণ-গুণাস্বাদনের হেতু।

ভিন্ন ভিন্ন পদসমূহের অর্থ করিয়া এক্ষণে সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ করিতে উদ্যত হইয়া বলিতেছেন যে, "শ্লোক-ব্যাখ্যায় যে যে স্থলে আত্মারামগণের কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-ভজনের কথা বলা হইবে, সেই সেই স্থলের কোথাও বা কৃষ্ণ-কৃপা, কোথাও বা সাধুসঙ্গ এবং কোথাও বা ভক্তির কৃপাই ঐ আত্মারামাদির কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হওয়ার, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ বলিয়া জানিবে।"

৭৫-৭৬। এক্ষণে মূল আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে আত্মা-শব্দের সাতটী অর্থের মধ্যে একটী অর্থ বলা হইয়াছে "ব্রহ্ম"। এই "ব্রহ্ম" অর্থ ধরিয়াই এখন অর্থ করিতেছেন। আত্মাতে বা ব্রহ্মে রমণ করেন (প্রীতি অনুভব করেন) যাঁহারা, তাঁহারাই আত্মারাম। 'ব্রহ্ম' বলিতে রূঢ়ি-বৃত্তিতে জ্ঞানমার্গের উপাস্য নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। এজন্য—জ্ঞানমার্গের সাধক কত প্রকার, তাহা বলিতেছেন।

যাঁহারা পরতত্ত্বকে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক বলিয়া মনে করেন, নিজেকে ঐ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন এবং ঐ ব্রহ্মের সঙ্গে যাঁহারা সাযুজ্য-মুক্তি কামনা করেন—তাঁহারাই **জ্ঞান-মার্গের উপাসক।** এই উপাসক দুই রকমের :—কেবল-ব্রহ্মোপাসক এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষী।

যাঁহারা আত্মার ব্রহ্মসম্পত্তি লাভের আশায় ব্রহ্মের উপাসক, মায়ামুক্তির বাসনা যাঁহাদের উপাসনার প্রবর্ত্তক নহে, তাঁহারা **কেবল ব্রহ্মোপাসক।** আর যাঁহারা মাত্র মুক্তির জন্যই ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা **মোক্ষাকাঙ্ক্ষী।**

৭৭। কেবল-ব্রহ্মোপাসক আবার তিন রকম :—সাধক, ব্রহ্মময় এবং প্রাপ্ত-ব্রহ্ম-লয়। যে-জীব ব্রহ্মে-লীন হইয়াছেন, তিনি **প্রাপ্তব্রহ্ম-লয়।** যিনি ব্রহ্মে লীন হন নাই, যথাবস্থিত দেহেই আছেন, অথচ যাঁহার সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-স্ফূর্ত্তি হয়, তিনি **ব্রহ্মময়।** আর শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কবি-হবি-আদি নব-যোগীন্দ্রাদির ন্যায় মুক্ত হইয়াও যিনি সাধকের ন্যায় আচরণ করেন, তিনি **সাধক।** এই তিন রকমের উপাসকগণই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে আনন্দ অনুভব করেন। সুতরাং তাঁহারা আত্মা-রাম (ব্রহ্ম-রাম) ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন—ইহা ক্রমশঃ পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে ব্যক্ত করিতেছেন।

ভক্তি বিনু কেবলজ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তিসাধন করে যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয়॥ ৭৮
ভক্তির স্বভাব—ব্রহ্মহৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্যদেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥ ৭৯
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন॥ ৮০

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং (ভা. ১০।৮৭।২১)—
(নৃসিংহতাপনী ২।৫।১৬)—শাঙ্করভাষ্যে

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা
ভগবন্তং ভজন্তে॥ ৩৩॥ ইত্যাদি। ৩৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মুক্তাঃ প্রাপ্তব্রহ্মসাযুজ্যাঃ লীলয়া ভক্তিকৃপয়া ইত্যর্থঃ। কৃত্বা ইতি অন্তর্ভূত-নিজর্থত্বেন কারয়িত্বা ইত্যর্থঃ॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৮-৮০। প্রাপ্ত-ব্রহ্ম-লয় জ্ঞানীও যে শ্রীকৃষ্ণ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাহাই তিন পয়ারে বলিতেছেন। এবং ভক্তির স্বভাব যে শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট করাইয়া কৃষ্ণভজন করায়, তাহাও এই তিন পয়ারে দেখাইতেছেন। ২।২২।১৬ পয়ারের টীকায় দেখান হইয়াছে যে, ভক্তির সহায়তাব্যতীত কেবল জ্ঞান-মার্গের সাধনে জীব মুক্তি পাইতে পারে না। যিনি ভগবানের সবিশেষ-স্বরূপ স্বীকার করেন এবং সবিশেষ স্বরূপের ভজন করিয়া তাঁহার চরণে মায়া হইতে মুক্তি এবং নির্ব্বিশেষ-স্বরূপে সাযুজ্য কামনা করেন, তিনিই সবিশেষ-স্বরূপের কৃপায় ব্রহ্মে লীন হইতে পারেন। ভক্তির সহায়তায় যিনি এইরূপে ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন, তিনিই প্রাপ্ত-ব্রহ্ম-লয়। যে ভক্তির কৃপায় তিনি সবিশেষ স্বরূপের কৃপা লাভ করিয়াছেন এবং সবিশেষ-স্বরূপের কৃপার ফলে ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন—সেই ভক্তিই তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে আকর্ষণ করিয়া ভজনোপযোগী চিন্ময়-দেহ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করাইয়া থাকেন। ইহা ভক্তিরই স্বভাব। এইরূপে প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় যখন ভক্তির কৃপায় ভক্তদেহ পান, তখন শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথা তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হয়; ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন। প্রাপ্ত-ব্রহ্ম-লয় জীবও যে ভক্তদেহ পাইতে পারেন, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ "মুক্তা অপি" ইত্যাদি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভক্তির স্বভাব ইত্যাদি—জীবের স্বরূপ হইল নিত্যকৃষ্ণদাস; কৃষ্ণসেবা করাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। আর ভক্তির স্বভাব হইল—জীবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করানো। সুতরাং যে জীব—যে কোনও উদ্দেশ্যেই হউক না কেন—যে জীব একবার ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, ভক্তিরাণী কৃষ্ণভজন না করাইয়া কখনও তাহাকে ছাড়িবেন না। এমন কি সেই জীব নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে লীন হইয়া যদি নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াও ফেলে, তথাপি ভক্তি স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে ঐ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেই তাঁহার আশ্রিত জীবকে আকর্ষণ করিয়া স্বতন্ত্র দেহ দিয়া, তারপর শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করাইয়া থাকেন। **দিব্যদেহ**—চিন্ময়-দেহ দিয়া থাকেন; প্রারব্ধ কর্ম্ম না থাকায় জড়দেহ-প্রাপ্তির কোনও হেতু নাই। **নির্ম্মল-ভজন**—অহৈতুকী ভজন; অন্যাভিলাষিতা-শূন্য ভজন। (টী. প. দ্র.)

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। ব্রহ্ম-সাযুজ্যপ্রাপ্তমুক্ত জীবগণও পূর্ব্বানুষ্ঠিত ভক্তির কৃপায় (ভজনোপযোগী পার্ষদ-) দেহ লাভ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। ৩৩

মুক্তাঃ—ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত। এস্থলে "মুক্ত"-বলিতে "জীবন্মুক্ত" বুঝায় না; কারণ, জীবন্মুক্তদের দেহ থাকে, যদ্দ্বারা তাঁহারা ভজন করিতে পারেন। ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের পৃথক্ দেহ নাই বলিয়াই তাঁহাদের সম্বন্ধে "বিগ্রহং কৃত্বা"-বাক্যের প্রয়োগ সার্থক হইতে পারে। **লীলয়া**—ভক্তির কৃপায়; ব্রহ্মে লীন জীবের মনের ক্রিয়া থাকে না বলিয়া তাঁহার কোনওরূপ ইচ্ছা থাকিতে পারে না—সুতরাং "লীলয়া" শব্দে তাঁহার নিজের "ইচ্ছায়" এইরূপ অর্থ বুঝাইতে পারে না।

জন্ম হৈতে শুক সনকাদি হয় ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৮১

সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥ ৮২

তথাহি (ভা. ৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সঙ্ক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদিস্মরণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন ॥ ৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিগ্রহং কৃত্বা—বিগ্রহ (দেহ) করাইয়া। ণিচ-প্রত্যয়ের অর্থ অন্তর্ভূত আছে বলিয়া "কৃত্বা"-শব্দে "কারয়িত্বা (করাইয়া)" বুঝায়।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—যে ভক্তির কৃপায় সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবও ভজনোপযোগী দেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, সেই ভক্তি কোথা হইতে আসিলেন এবং কেনই বা মুক্তাবস্থাতেও এই ভক্তি সেই মুক্ত জীবের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন? উত্তর—সাধন-সময়ে এই মুক্ত জীব ভক্তির সাহচর্য্যেই সাধন করিয়াছিলেন; নতুবা তাঁহার পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব হইত না। সাধন-সময়ে কোনও ভাগ্যে এই জীবের যদি ভক্তি-বাসনা জাগিয়া থাকে, সেই ভক্তি-বাসনাই ভক্তির কৃপার হেতু। ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে জ্ঞানমার্গের সাধনের সময়ে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে অংশরূপেই সাধকের চিত্তে এই ভক্তি উপস্থিত থাকেন এবং সেই সময়ে ভক্তি থাকেন উদাসীন রূপে। উদাসীন রূপে থাকিলেও ভক্তি তখন সাধকের ভক্তি-বাসনাকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যতদিন সাধকের নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান চলিতে থাকে, তত দিনই ভক্তির ঔদাসীন্য বর্ত্তমান থাকে। মুক্তিপ্রাপ্ত অবস্থাতে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান আর থাকে না বলিয়া তখন ভক্তিই থাকেন একাকিনী; তখন তিনি ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া মুক্তজীবের পূর্ব্ব ভক্তিবাসনাকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই মুক্ত জীবকে ভজনের উপযোগী দেহ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করাইয়া থাকেন। ২।৮।৮-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। মুক্তিপ্রাপ্ত জীবেরও ভজনের কথা "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্।"—এই ৪।১।১২-ব্রহ্মসূত্রে এবং "মুক্তা অপি এনং উপাসত ইতি"—সৌপর্ণ শ্রুতিবাক্যেও দৃষ্ট হয়। ভূমিকায় "প্রয়োজন-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৯-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৮১। এক্ষণে তিন পয়ারে দেখাইতেছেন যে, ব্রহ্মময়-জীবও শ্রীকৃষ্ণ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। কৃষ্ণ কৃপা এবং কৃষ্ণভক্তের কৃপাই যে ভক্তির হেতু, তাহাও দেখাইতেছেন।

শুক—ব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেব গোস্বামী। **সনকাদি**—সনক, সনাতন, সনৎকুমার ও সনন্দন। **ব্রহ্মময়**—সর্ব্বত্র ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট। শ্রীশুক ও সনকাদি জন্মাবধিই ব্রহ্মময় (আত্মারাম, ব্রহ্ম-রাম); সর্ব্বত্রই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তিতে আনন্দ উপভোগ করিতেন। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট-হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়াছেন—কৃষ্ণগুণানুভবের আনন্দ-প্রাচুর্য্যে ব্রহ্মানন্দকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। ২।১৭।৭-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮২। কৃষ্ণ-কৃপাই যে সনকাদির ভক্তি-উন্মেষের হেতু, তাহা বলিতেছেন।

সৌরভে—সুগন্ধে; শ্রীচরণ-তুলসীর রমণীয় গন্ধ অনুভব করিয়া যে আনন্দ পাইলেন, তাহার নিকটে ব্রহ্মানন্দ অতি-তুচ্ছ বলিয়া বোধ হওয়াতেই সনকাদি ব্রহ্মানন্দ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণকৃপাতেই তাঁহার চরণতুলসীর স্বরূপগত গন্ধ অনুভব করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্লো। ৩৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৭।৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৮৩। শুকদেবের ভক্তি-উন্মেষের কথা বলিতেছেন। সাধু-কৃপাই ইহার হেতু। শুকদেবের পিতা ব্যাসদেবের

তথাহি (ভা. ১।৭।১১)—

হরেগুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥ ৩৫

নব যোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি-শিব-নারদ-মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি ॥ ৮৪
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তিবিবরণ ॥ ৮৫

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।১।৭)—

মহোপনিষদ্বচনম্,—

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং
যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ ॥ ৩৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তমেবার্থং শ্রীশুকস্থাপ্যনুভবেন সংবাদয়তি হরেরিতি। শ্রীব্যাসদেবাৎ যৎকিঞ্চৎ শ্রুতেন গুণেন পূর্ব্বমাক্ষিপ্তা মতি ব্রহ্মানন্দানুভবো যস্য সঃ পশ্চাদধ্যগাৎ। মহৎ বিস্তীর্ণমপি। ততশ্চ তৎকথা-সৌহার্দ্দেন নিত্যং বিষ্ণুজনাঃ প্রিয়া যস্য তথাভূতো বা তেষাং প্রিয়ো বা স্বয়মভবদিত্যর্থঃ। অয়ন্তাবঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্তানুসারেণ পূর্ব্বং তাবদয়ং গর্ভমারভ্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্বৈরিতয়া মায়ানিবারকত্বং জ্ঞাতবান্। ততঃ স্বনিযোজনয়া শ্রীব্যাসদেবেনানীতস্য তস্য দর্শনাৎ তন্নিবারণে সতি কৃতার্থম্মন্যতয়া স্বয়মেকান্তমেব আগতবান্। তত্র শ্রীব্যাসদেবস্তু তং বশীকর্ত্তুং তদনন্যসাধনং শ্রীভাগবতমেব জ্ঞাত্বা তদ্গুণাতিশয়প্রকাশময়াংস্তদীয়পদ্যবিশেষান্ কথঞ্চিচ্ছ্রাবয়িত্বা তেনাক্ষিপ্তমতিং কৃত্বা তদেব পূর্ণমধ্যাপয়ামাস ইতি শ্রীভাগবত-মহিমাতিশয়ঃ প্রোক্তঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ৩৫

কমলভূবঃ ব্রহ্মণঃ গোষ্ঠীং সভাং শ্রুতিশিরসাং উপনিষদাং শ্রুতিং শ্রবণং কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ যদুপুরসঙ্গমায় মথুরাগমনায় উত্তুঙ্গং উৎকৃষ্টম্ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃপাতেই, ব্যাসদেবেরই মুখে শ্রীকৃষ্ণলীলা (শ্রীমদ্ভাগবত) শ্রবণ করিয়া তিনি লীলামাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১।১২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

লীলাদি—লীলা, রূপ, গুণ প্রভৃতি।

“লীলাদি-স্মরণ” স্থলে “লীলাদিশ্রবণ”-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

শ্লো। ৩৫। অন্বয়। নিত্যং (সর্ব্বদা) বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ (বৈষ্ণবজনপ্রিয়) ভগবান্ (ভগবান্) বাদরায়ণিঃ (শ্রীশুকদেবগোস্বামী) হরেঃ (শ্রীহরির) গুণাক্ষিপ্তমতিঃ (গুণশ্রবণে আক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া) মহদাখ্যানং (শ্রীমদ্ভাগবত-নামক বিস্তীর্ণ আখ্যান) অধ্যগাৎ (অধ্যয়ন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদা যাঁহার অতীব প্রিয়, সেই ভগবান বাদরায়ণি শ্রীশুকদেবগোস্বামী, হরি গুণ-শ্রবণে আক্ষিপ্তচেতা হইয়া, এই বিস্তীর্ণ আখ্যান শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্ববর্ত্তী ১১।১২ এবং ২।১৭।৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৮৪-৫। এক্ষণে দুই পয়ারে সাধক-জ্ঞানীর কথা বলিতেছেন।

নবযোগীশ্বর—কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন। এই নয়জন যোগীন্দ্র জন্মাবধিই ব্রহ্মের উপাসক। **বিধি**—ব্রহ্ম। ব্রহ্মা, শিব এবং নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথা শুনিয়া নব-যোগীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-গুণে আকৃষ্ট হন, এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। বিধি-শিবাদি সাধুজনের কৃপাই তাঁহাদের ভক্তির হেতু।

একাদশ-স্কন্ধে—শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-স্কন্ধে নব-যোগীন্দ্রের ভক্তির বর্ণনা আছে। তাঁহারা নিমিমহারাজের নিকটে ভক্তি-প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

শ্লো। ৩৬। অন্বয়। শ্রুতিজ্ঞাঃ (বেদার্থবেত্তা) নবযোগীন্দ্রাঃ অপি (নব-যোগীন্দ্রও) কমলভুবঃ (পদ্মযোনি

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার।
মুমুক্ষু-জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর ॥ ৮৬
মুমুক্ষু—জগতে অনেক সাংসারিক জন।
মুক্তি-লাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন ॥ ৮৭

তথাহি (ভা. ১।২।২৬)—

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নম্বন্যানপি কেচিদ্ভজন্তো দৃশ্যন্তে। সত্যম্, মুমুক্ষবস্তু অন্যান্ ন ভজন্তি কিন্তু সকামা এবেত্যাহ মুমুক্ষব ইতি দ্বাভ্যাম্। ভূতপতীনিতি পিতৃপ্রজেশাদীনামুপলক্ষণম্। অনসূয়বঃ দেবতান্তরানিন্দকাঃ সন্তঃ ॥ স্বামী ॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্রহ্মার) অক্লেশাং (ক্লেশবিবর্জ্জিত) গোষ্ঠীং (সভায়) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) শ্রুতিশিরসাং (উপনিষৎ-সমূহের) শ্রুতিং (শ্রবণ) কুর্ব্বন্তঃ (করিয়া) পুলকভৃতঃ (পুলকিতাঙ্গ হইয়া) যদুপুর-সঙ্গমায় (মথুরাগমনের নিমিত্ত) উত্তুঙ্গং (অত্যন্ত) রঙ্গং (কৌতূহল) অবাপুঃ (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)।

অনুবাদ। বেদার্থবেত্তা নবযোগীন্দ্র, সর্ব্ববিধ ক্লেশবর্জ্জিত ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া উপনিষদ শ্রবণ করিতে করিতে নয় জনই পুলকাঙ্গ হইয়া, (শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ) মথুরাগমনের নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহল প্রাপ্ত (উৎকণ্ঠিত) হইয়াছিলেন। ৩৬

৮৪-৮৫ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৮৬। তিন রকম কেবল-ব্রহ্মোপাসক-আত্মারামের কথা বলিয়া এখন মোক্ষাকাঙ্ক্ষী-আত্মারামের কথা বলিতেছেন।

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞান-মার্গের উপাসক তিন রকমঃ—মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত এবং প্রাপ্ত-স্বরূপ। **মুমুক্ষু**—যাঁহারা মুক্তি কামনা করেন। **জীবন্মুক্ত**—২।২২।২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রাপ্ত-স্বরূপ**—জ্ঞানমার্গের সাধনে যাঁহারা মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত—মায়াজনিত কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান হইতে মুক্ত—হইয়া ব্রহ্মভূত-প্রসন্নাত্মা হইয়াছেন, নিজেদিগকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই অনুভব করিতেছেন, তাঁহারাই প্রাপ্ত-স্বরূপ জ্ঞানী। ব্রহ্মের সহিত লীন হওয়ায় অবস্থা নহে; যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত লীন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রাপ্তস্বরূপ বলে না—প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় বলে। দেহ-ত্যাগের পরে প্রাপ্ত-স্বরূপই প্রাপ্তব্রহ্মলয় হয়েন। এই তিন রকমের মোক্ষাকাঙ্ক্ষী কিরূপে কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-ভজন করেন, পরবর্ত্তী পয়ার সমূহে তাহা বলিতেছেন।

৮৭। এক্ষণে চারি পয়ারে মুমুক্ষু-জীবের কৃষ্ণভজনের কথা বলিতেছেন। অনেক সংসারী লোক মুক্তি কামনা করিয়া (জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি-যোগে) শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন। ইঁহারাই মুমুক্ষু।

মুক্তি-লাগি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের কৃপাব্যতীত মুক্তি পাওয়া যায় না; ভক্তির সাধনব্যতীতও কৃষ্ণের কৃপা পাওয়া যায় না। তাই মুমুক্ষু-জীব মুক্তি-লাভের নিমিত্ত ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। ইঁহাদের ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা।

শ্লো। ৩৭। অন্বয়। মুমুক্ষবঃ (মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ) ঘোররূপান্ (ঘোরস্বভাব ভৈরবাদিকে) অথ (এবং) ভূতপতীন্ (পিতৃগণ, ভূতগণ এবং প্রজাপতি প্রভৃতিকে) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) অনসূয়বঃ (অসূয়াশূন্য হইয়া) শান্তাঃ (শান্তস্বভাব) নারায়ণকলাঃ (নারায়ণমূর্ত্তিকে) হি ভজন্তি (ভজন করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। মুমুক্ষুগণ—ঘোরস্বভাব ভৈরবাদিকে এবং পিতৃগণ, ভূতগণ এবং প্রজাপতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসূয়াশূন্য (দেবতান্তরের অনিন্দক) হইয়া শান্তস্বভাব নারায়ণমূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। ৩৭

যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা অন্যদেবতাদির ভজন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন করিয়া থাকেন; কারণ, অন্যদেবতার ভজনে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না।

সেই সভে সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
কৃষ্ণভজন করায়, মুমুক্ষা ছাড়ায় ॥ ৮৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।২।৬)—
হরিভক্তিসুধোদয়বচনম্ (১।৫৪)—
অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টো-
ঽপ্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন
কৃতাদ্য নো যত্র (যেন) কৃশা মুমুক্ষা ॥ ৩

নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন ॥ ৮৯
কৃষ্ণের দর্শনে কারো কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পায় ॥ ৯০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।১।১৩)—
অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হে মহাত্মন্! ভবঃ সংসারঃ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৩৮

সুখঘনমূর্ত্তৌ আনন্দঘনশরীরে স্ফুরতি প্রকাশমানে সতি ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৭-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৮৮। সেই সভে—মুমুক্ষু সংসারী জীব সমূহে। মুমুক্ষু সংসারী জীবের যদি শুদ্ধাভক্তি-মার্গের সাধুসঙ্গ-লাভ হয়, তাহা হইলে ঐ সঙ্গের প্রভাবে তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের গুণ স্ফুরিত হয়; তখন শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা মুক্তি-বাসনা ত্যাগ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবার আশায় শ্রীকৃষ্ণভজন করেন। সাধু-কৃপাই তাঁহাদের ভক্তির প্রবর্ত্তক।

শ্লো। ৩৮। অন্বয়। অহো (কি আশ্চর্য্য)! মহাত্মন্ (হে মহাত্মন্)! এষঃ (এই) ভবঃ (সংসার) বহুদোষদুষ্টঃ (বহুদোষে দুষ্ট) অপি (হইলেও) সৎসঙ্গমাখ্যেন (সৎসঙ্গনামক) সুখাবহেন (সুখজনক) একেন গুণেন (একটী গুণদ্বারা) ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে), যেন (যদ্দ্বারা—যে গুণের দ্বারা) অদ্য (আজ) নঃ (আমাদের) মুমুক্ষা (মুক্তিবাসনা) কৃশা (ক্ষীণা) কৃতা (হইল)।

অনুবাদ। হে মহাত্মন্! কি আশ্চর্য্য! এই সংসার বহুদোষে দূষিত হইলেও সৎসঙ্গনামক একটী সুখাবহ গুণের দ্বারাই ইহা শোভা পাইতেছে—যে গুণ অদ্য আমাদের মুমুক্ষাকে (মুক্তিবাসনাকে) ক্ষীণ করিল। ৩৮

এই সংসারে অনেক দোষ আছে সত্য; কিন্তু এই সংসারেই আবার অতি লোভনীয় একটী বস্তু আছে—যে বস্তুটীর জন্য শতদোষ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও এই সংসার আবার বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে; সেই বস্তুটী হইতেছে—সৎসঙ্গ; সংসারেই এই সৎসঙ্গ পাওয়া যায়; সৎসঙ্গকে পরম লোভনীয় বলার হেতু এই যে, ইহার প্রভাবে মোক্ষবাসনা তিরোহিত হয়, শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনা উন্মেষিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহ চিত্তে স্ফুরিত হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৮ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৮৯। মুমুক্ষু-জীবের শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের দৃষ্টান্ত দিতেছেন।

শৌনকাদি মুনিগণ মুমুক্ষু ছিলেন। নারদের সঙ্গ-প্রভাবে তাঁহারা মুক্তি-বাসনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন।

৯০। মুমুক্ষু-জীবগণের মধ্যে সাধু-সঙ্গের প্রভাবে শৌনকাদির কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্তি হইয়াছে। অন্যান্য মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কাহারও বা কৃষ্ণ-দর্শনের ফলে, কাহারও বা কৃষ্ণ-কৃপার ফলে, কৃষ্ণ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

শ্লো। ৩৯। অন্বয়। অস্মিন্ (এই) সুখঘনমূর্ত্তৌ (আনন্দঘনমূর্ত্তি) পরমাত্মনি (পরমাত্মা) বৃষ্ণিপত্তনে

জীবন্মুক্ত অনেক ; সেও দুই ভেদ জানি—।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানে জীবন্মুক্ত-মানি ॥ ৯১

ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত—গুণাকৃষ্ট কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত—অপরাধে অধো মজে ॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(দ্বারকায়) স্ফুরতি (স্ফুরিত থাকিতে) আত্মারামতয়া (আত্মারামত্বের অভিমানে) মে (আমার) চিরং কালঃ (চিরকাল) বৃথা (বৃথা) গতঃ (অতিবাহিত হইল)।

অনুবাদ। এই আনন্দ-ঘন-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ যদু রাজধানী দ্বারকানগরে স্ফুরিত থাকিতে—"আত্মারাম" এই অভিমানে—আমার চিরকাল বৃথা গত হইল। ৩৯

কোনও আত্মারাম মহাত্মা ভ্রমণ করিতে করিতে দ্বারকায় যাইয়া যখন উপনীত হইলেন, তখন ভাগ্যক্রমে আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন ; শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাওয়ামাত্রই তাঁহার মোক্ষবাসনা দূরীভূত হইল, শ্রীকৃষ্ণ ভজনের নিমিত্ত তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল ; যখনই শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, তখনই তাঁহার মনে হইল—শ্রীকৃষ্ণভজন না করিয়া তাঁহার জীবনের সমস্ত সময়টাই যেন বৃথা নষ্ট হইয়াছে। তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যে মুমুক্ষা দূরীভূত হয়, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

৯১। এক্ষণে দুই পয়ারে জীবন্মুক্ত-জীবের কথা বলিতেছেন।

জীবন্মুক্ত অনেক রকমের ; তন্মধ্যে ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের উপাসনায় জীবন্মুক্ত এবং ভক্তির সহায়তাব্যতীত কেবল জ্ঞানের উপাসনায় জীবন্মুক্ত—এই দুইটী শ্রেণী (ভেদ) আছে। যাঁহারা ভক্তির সহায়তাব্যতীত কেবল জ্ঞানের উপাসনা করেন, তাঁহারা নিজেরাই নিজেদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মনে করেন (জ্ঞানে জীন্মুক্ত-মানি), বাস্তবিক তাঁহারা জীবন্মুক্ত নহেন। ২।২২।১৬ এবং ২।২২।২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

আর যাঁহারা ভক্তিমিশ্র-জ্ঞানের উপাসনা করেন, তাঁহারা ভক্তির মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় জীবন্মুক্ত হইতে পারেন।

জীবন্মুক্ত-মানি—জীবন্মুক্তন্মন্য ; যাঁহারা নিজেদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মনে করেন, বাস্তবিক জীবন্মুক্ত নহেন। ২।২২।২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯২। ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত ইত্যাদি—ভক্তির কৃপায় যাহারা জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে পারেন। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-পাদের টীকার মর্ম্মে বুঝা যায়—মুগ, কলাই প্রভৃতির সঙ্গে স্বর্ণ-কণিকা মিশ্রিত থাকিলে, তাহা যেমন সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না, মুগ-কলাই-আদি পচিয়া নষ্ট হইয়া গেলে পরে যেমন স্বর্ণ-কণিকা-দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ যাঁহারা মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞান-মার্গের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, প্রথমতঃ তাঁহাদের ভক্তি-অঙ্গ প্রাধান্য-লাভ করিতে পারে না। কিন্তু ভক্তির কৃপায় বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ই দূরীভূত হইয়া গেলে, যখন তাঁহারা ব্রহ্মভূতঃ হন (অর্থাৎ অনাবৃত-চৈতন্য-স্বরূপ লাভ করেন), তখন যদি আর তাঁহারা জ্ঞানের উপাসনা না করেন, তাহা হইলে, নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায়, তাঁহাদের জ্ঞানোপাসনার প্রাধান্য (ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভের কামনা) অন্তর্হিত হইয়া যায়। ক্রমশঃ ভক্তিই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। তখন এই ভক্তির প্রভাবেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে প্রবৃত্ত হন। কৃপাই এই ভজনের হেতু। ২।৮।৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

শুষ্ক জ্ঞানে ইত্যাদি—কিন্তু যাঁহারা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল জ্ঞানের উপাসনাদ্বারাই মুক্তি লাভ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মুক্তি পাওয়া তো দূরের কথা, তাঁহারা বরং শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধীই হইয়া থাকেন। ২।২২।১৬-২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ইহার প্রমাণ পরবর্ত্তী "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" শ্লোক।

তথাহি (ভা. ১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ ॥ ৪০

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৪১

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।১।২০)—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥ ৪২

ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণপায় ॥ ৯৩

তথাহি (ভা. ২।১০।৬)—

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অন্যথারূপম্ অবিদ্যয়াধ্যস্তং কর্ত্তৃত্বাদি হিত্বা স্বরূপেণ ব্রহ্মতয়া ব্যবস্থিতির্মুক্তিঃ ॥ স্বামী ॥ অন্যথারূপং মায়িকং স্থূলসূক্ষ্মরূপদ্বয়ং হিত্বা স্বরূপেণ শুদ্ধজীবস্বরূপেণ কেষাঞ্চিদ্ ভগবৎ-পার্ষদরূপেণ চ ব্যবস্থিতি র্মুক্তিরিতি ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভক্তিশূন্য-জ্ঞানে হৃদয় শুষ্ক হইয়া ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার অযোগ্য হইয়া যায় বলিয়া ইহাকে শুষ্কজ্ঞান বলা হইয়াছে।

শ্লো। ৪০। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯২-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৪১। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১০।৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯২ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৯৩। এক্ষণে প্রাপ্তস্বরূপের কথা বলিতেছেন। প্রাপ্ত-স্বরূপের লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ২।২৪।৮৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। যাঁহারা প্রাপ্তস্বরূপ, তাঁহাদের জ্ঞানের সাধনে নিশ্চয়ই ভক্তির সাহচর্য্য থাকে; কারণ ভক্তির কৃপাব্যতীত প্রাপ্তস্বরূপ হওয়া যায় না। এই ভক্তির প্রভাবেই প্রাপ্তস্বরূপ জ্ঞানোপাসকগণ ভজনোপযোগী দিব্যদেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করেন।

ভক্তিবলে—জ্ঞানোপাসনায় তাহার সহায়-কারিণী ভক্তির প্রভাবে। **দিব্যদেহ**—যেই দেহে মায়িক আসক্তি নাই। **কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট**—শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া। **কৃষ্ণপায়**—কৃষ্ণের চরণে; শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজন করে।

শ্লো। ৪৩। অন্বয়। অন্যথারূপং (মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মদেহ-দ্বয়রূপ—স্থূল-সূক্ষ্মদেহে কর্ত্তৃত্বাদির অভিমান) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) স্বরূপেণ (স্বীয়-স্বরূপে) ব্যবস্থিতিঃ (অবস্থিতি) মুক্তিঃ (মুক্তি কথিত হয়)।

অনুবাদ। মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মদেহে কর্ত্তৃত্বাদির অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয়স্বরূপে জীবের যে অবস্থিতি, তাহাকে মুক্তি বলে। ৪৩

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকানুগত অন্বয় এবং অনুবাদই উপরে লিখিত হইল। ইহাই প্রকরণ-সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে **অন্যথারূপং**—অবিদ্যয়াধ্যস্তং কর্ত্তৃত্বাদি; অবিদ্যাজনিত কর্ত্তৃত্বাদি; কর্ত্তৃত্বাদির অভিমান। **স্বরূপেণ**—ব্রহ্মতয়া; ব্রহ্মরূপে। জ্ঞানমার্গের সাধক নিজেকেই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানমার্গের মতে ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ; সুতরাং জ্ঞানমার্গের সাধকের স্বরূপে অবস্থিতি হইল ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি—তিনি যখন নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করেন, তখনই বলা হয়, তিনি স্বরূপে অবস্থিত বা প্রাপ্তস্বরূপ।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখদোষে মায়া হৈতে ভয়।
কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয় ॥ ৯৪

তথাহি (ভা. ১১।২।৩)—
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদী-
শাদপেতস্য বিপর্য্যয়োহস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবাত্মা ॥ ৪৪

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭।১৪)—
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৪৫

ভক্তি বিনু মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে সে মুক্তি হয় ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভক্তিশাস্ত্রানুসারে জীবের স্বরূপ হইল ব্রহ্মের (শ্রীকৃষ্ণের) দাস—ব্রহ্ম নহে। কর্ম্মফল ভোগের জন্যই জীব ভোগায়তন স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আশ্রয় লইয়া থাকে এবং এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। এই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয় হইল মায়িক—ইহারা শুদ্ধ-জীবস্বরূপ নহে। তাই এই দুইটী হইল জীবের পক্ষে **অন্যথারূপ**—শুদ্ধজীব হইতে অন্য (ভিন্ন) রূপ। অন্যথারূপং মায়িকং স্থূলসূক্ষ্মরূপদ্বয়ম্ (চক্রবর্ত্তী)। শুদ্ধ-জীবস্বরূপই—শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তিরূপ চিৎকণ অংশই—হইল জীবের স্বরূপ। স্বরূপেণ শুদ্ধজীবস্বরূপেণ কেষাঞ্চিদ্ ভগবৎ-পার্ষদরূপেণ (চক্রবর্ত্তী)। জীবের স্বরূপ যখন নিত্য, জীব যখন নিত্য চিৎকণ বা অণুচিৎ, তখন, ভক্তিশাস্ত্রানুসারে, সাযুজ্যমুক্তির অবস্থাতেও তাহার চিৎকণ অবস্থাই থাকিবে। মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয় ত্যাগ করিয়া জ্ঞানমার্গের উপাসক যখন এই চিৎকণ শুদ্ধজীবস্বরূপে অবস্থিত হইবেন, তখনই তাঁহাকে মুক্ত বলা হইবে। আর যিনি ভক্তিমার্গের উপাসক, তাঁহার কাম্য হইবে—উপাস্যের পার্ষদরূপে লীলাতে উপাস্যের সেবা করা। মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি যখন উপাস্যের পার্ষদরূপে অবস্থিতি করিবেন, তখনই তাঁহাকে মুক্ত বলা হইবে এবং পার্ষদদেহে তাঁহার অবস্থিতিকেই তাঁহার মুক্তি বলা হইবে। ইহাই উদ্ধৃত শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদকৃত টীকার তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্য অনুসারে উল্লিখিত শ্লোকের অর্থ হইবে এইরূপঃ—মায়াকৃত স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয় পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানমার্গের সাধকের পক্ষে চিৎকণ শুদ্ধজীবস্বরূপে অবস্থিতি এবং ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে ভগবৎ-পার্ষদরূপে অবস্থিতিকে মুক্তি বলে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৩ পয়ারে উল্লিখিত প্রাপ্তস্বরূপের লক্ষণই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৬ পয়ার অনুসারে প্রাপ্তস্বরূপও জ্ঞানমার্গের সাধক; সুতরাং এস্থলে এই শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদের অর্থ অপেক্ষা স্বামিপাদের অর্থই অধিকতর প্রকরণ-সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। (টী. প. দ্র.)

৯৪। **কৃষ্ণবহির্ম্মুখ** ইত্যাদি—জীব শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়াছে বলিয়াই মায়া হইতে তাহার ভয় জন্মিয়াছে, অর্থাৎ মায়িক স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহে আবদ্ধ করিয়া মায়া তাহাকে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করাইতেছে।

কৃষ্ণোন্মুখ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ হইয়া জীব যদি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে, তাহা হইলেই ঐ মায়া হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে।

এই পয়ারের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিয়াছেন বলিয়াই প্রাপ্তস্বরূপ জীব মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিজের শুদ্ধ জীবস্বরূপ লাভ করিতে পারিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রারব্ধ নষ্ট হওয়ায় ভক্তির কৃপায় তিনি দিব্যদেহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্লো। ৪৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯৪-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৪৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯৪-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৯৫। ভক্তিব্যতীত মুক্তিলাভ হইতে পারে না। ২।২২।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি (ভা. ১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৪৬

তথাহি (ভা. ১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ ॥ ৪৭

তথাহি (ভা. ১১।৫।২)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ৪৮

ভক্ত্যে মুক্তি পাইলেহো অবশ্য কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৯৬

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং (ভা. ১০।৮৭।২১)—
(নৃসিংহতাপনী ২।৫।১৬১) শঙ্করভাষ্যে।

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা
ভগবন্তং ভজন্তে ॥ ৪৯

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়।
পৃথক্-পৃথক্ চকার ইহাঁ অপির অর্থ কয় ॥ ৯৭

'আত্মারামাশ্চ অপি' করে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি।
'মুনয়ঃ সন্তঃ' ইতি—কৃষ্ণমননে আসক্তি ॥ ৯৮

'নির্গ্রন্থাঃ' অবিদ্যাহীন—কেহো বিধিহীন।
যাহাঁ যেই যুক্ত—সেই অর্থের অধীন ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪৬, ৪৭, ৪৮। অন্বয়। অন্বয়াদি যথাক্রমে ২।২২।৬, ২।২২।১০ এবং ২।২২।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯৫-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক তিনটী।

৯৬। ভক্তির কৃপায় যিনি সাযুজ্য মুক্তি পান, তিনি কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া ভজনোপযোগী দেহ লাভ করিয়া অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণভজন করিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৮ ও ৯২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। (টী. প. দ্র.)

শ্লো। ৪৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৪।৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯৬-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। একমাত্র ভক্তির কৃপাতেই যে মায়ামুক্ত এবং মুক্তাবস্থাতেও কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হওয়া সম্ভব, ৯৪-৯৬ পয়ারে এবং ৪৪-৪৯ শ্লোকে তাহাই দেখান হইল।

৯৭। এই ছয় আত্মারাম—কেবল ব্রহ্মোপাসকের মধ্যে সাধক-আত্মারাম, ব্রহ্মময়-আত্মারাম, এবং প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় আত্মারাম; আর মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর মধ্যে মুমুক্ষু-আত্মারাম, ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত-আত্মারাম এবং প্রাপ্ত-স্বরূপ-আত্মারাম, এই ছয় আত্মারাম।

পৃথক্-পৃথক্ চকার ইত্যাদি—আত্মারাম-শব্দের উক্ত ছয় রকম অর্থে, আত্মারামাশ্চ-শব্দের অন্তর্গত "চ"-শব্দের অর্থ হইবে—"অপি—"ও" বা "পর্য্যন্ত"; আত্মারামাশ্চ—আত্মারামগণও; আত্মারামগণ পর্য্যন্ত (অন্যের কথা আর কি বলিব)। আত্মারাম-শব্দের প্রত্যেক অর্থের সঙ্গে এই অপি-অর্থ-বাচক "চ" শব্দের পৃথক্ পৃথক্ যোগ করিতে হইবে—সাধক-আত্মারামাশ্চ, ব্রহ্ম-ময়-আত্মারামাশ্চ ইত্যাদি। অর্থ হইবে এইরূপ :—সাধক-আত্মারামগণও কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া ভজন করেন, ব্রহ্মময় আত্মারামগণও ভজন করেন, ইত্যাদি।

৯৮। আত্মারাম-শব্দের উক্ত ছয় অর্থের সঙ্গে মিল রাখিয়া শ্লোকোক্ত অন্যান্য শব্দের অর্থ করিতেছেন।

আত্মারাম অপি—আত্মারামগণও; আত্মারাম হইয়াও শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন।

মুনয়ঃ সন্তঃ—মুনি (মননশীল) হইয়া। কৃষ্ণমননে আসক্তি-যুক্ত হইয়া।

৯৯। নির্গ্রন্থাঃ—পূর্ব্বে যে নির্গ্রন্থ-শব্দের অনেকগুলি অর্থ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে, উক্ত ছয় রকম আত্মারাম-সম্বন্ধে, মাত্র দুটী অর্থ খাটে—অবিদ্যাগ্রন্থিহীন ও শাস্ত্রবিধিহীন।

যাহাঁ যেই যুক্ত—যে স্থলে নির্গ্রন্থ-শব্দের যে অর্থ খাটে, সে স্থলে সেই অর্থ প্রযোজ্য। সাধক, ব্রহ্মময়, প্রাপ্তব্রহ্মলয়, ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত এবং প্রাপ্তস্বরূপ—এই পাঁচ আত্মারামের সঙ্গে নির্গ্রন্থঃ-শব্দের "অবিদ্যাগ্রন্থিহীন" অর্থ

'চ'-শব্দে করি যদি—'ইতরেতর' অর্থ। আর এক অর্থ কহে—পরম সমর্থ॥ ১০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যুক্ত হইতে পারে; কারণ, তাঁহারা সকলেই মায়াতীত বলিয়া অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন। আর সংসারী-জীবরূপ মুমুক্ষু আত্মারামের সঙ্গে নির্গ্রন্থঃ-শব্দের "বিধিহীন" অর্থ যুক্ত হইতে পারে; "অবিদ্যাগ্রন্থিহীন" অর্থ নহে; কারণ, সংসারী-জীবের অবিদ্যাগ্রন্থি নষ্ট হয় নাই।

শ্লোকোক্ত "অপি" শব্দের অর্থ এখানে "ও"। নির্গ্রন্থা অপি—অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন হইয়াও; কিম্বা, বিধিহীন হইয়াও। "অপি"র তাৎপর্য্য এই যে, অবিদ্যা-গ্রন্থির ছেদনের নিমিত্তই লোকে সাধারণতঃ ভজনে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু উক্ত পাঁচ রকম আত্মারাম অবিদ্যা-গ্রন্থি শূন্য হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন—শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মাধুর্য্য এমনই অদ্ভুত যে, তাঁহারা ভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না। আর সংসারী-জীবরূপ মুমুক্ষু-আত্মারামের পক্ষে "অপি" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—যাঁহারা সংসারাবদ্ধ-জীব, সুতরাং শাস্ত্রবিধির আচরণ করেন না বলিয়া যাঁহাদের চিত্তাদি অশুদ্ধ এবং তজ্জন্য ভুক্তিমুক্তি-আদির আশা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করার ধারণাই যাঁহাদের চিত্তে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা কম—তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণ-গুণাকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, এমনই পরমাশ্চর্য্য তাঁহার গুণরাশি।

এইরূপে, আত্মা-শব্দের ব্রহ্ম-অর্থ ধরিয়া যে ছয় রকম আত্মারাম পাওয়া গেল, তাহাতে নির্গ্রন্থ-শব্দের যথাযোগ্য অর্থের যোজনাদ্বারা আত্মারাম-শ্লোকটির এই ছয় রকম অর্থ পাওয়া গেল :—

(১) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণ-মহিমা যে (ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া) যাঁহারা প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় (আত্মারাম), তাঁহারা প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় হইয়াও এবং অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন (নির্গ্রন্থাঃ) হইয়াও মননশীল (শ্রীকৃষ্ণ-মননে আসক্তি-যুক্ত) হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী (অহৈতুকী) ভক্তি করিয়া থাকেন।

(২) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য……যাঁহারা ব্রহ্মময় (আত্মারাম), তাঁহারা ব্রহ্মময় হইয়াও……ইত্যাদি।

(৩) শ্রীহরির এমনই……যাঁহারা (মুক্ত) সাধক (আত্মারাম) তাঁহারা (মুক্ত) সাধক হইয়াও…ইত্যাদি।

(৪) শ্রীহরির এমনই……যাঁহারা ভক্তি-প্রভাবে জীবন্মুক্ত (আত্মারাম), তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়াও…ইত্যাদি।

(৫) শ্রীহরির এমনই……যাঁহারা প্রাপ্ত-স্বরূপ (আত্মারাম), তাঁহারা প্রাপ্ত-স্বরূপ হইয়াও……ইত্যাদি।

(৬) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণ-মহিমা যে (ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া) যাঁহারা সংসারী অথচ মুমুক্ষু (আত্মারাম), তাঁহারা মুমুক্ষু সংসারী হইয়াও এবং শাস্ত্রবিধিহীন হইয়াও, মননশীল হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে, কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী (অহৈতুকী) ভক্তি করিয়া থাকেন।

১০০। ছয় রকম অর্থ করিয়া এক্ষণে আর এক রকম অর্থ করিতেছেন। "চ"-শব্দের "ইতরেতর" অর্থ ধরিয়া এই অর্থটি করিতেছেন। এই "চ"-টি শ্লোকোক্ত "আত্মারামাশ্চ" পদের "চ" নহে। ইহা ইতরেতর-সমাসের ব্যাসবাক্যের "চ"। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহের ব্যাখ্যায় ইহা বুঝা যাইবে।

ইতরেতর সমাস—একই বিভক্তিযুক্ত সমানরূপ-বিশিষ্ট কতকগুলি শব্দ (অর্থাৎ, বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত একই শব্দ) সমাসে আবদ্ধ হইলে, তাহাদের মাত্র একটি শব্দ অবশিষ্ট থাকে, বাকী শব্দগুলি লোপ পাইয়া যায়। ঐ অবশিষ্ট একটি শব্দদ্বারাই সমস্ত শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ প্রকাশিত হয়। এইরূপ সমাসকে ইতরেতর সমাস বলে। যেমন, রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ—এই তিনটি রাম-শব্দ যেন তিনটি বিভিন্ন বস্তুকে বুঝাইতেছে; শব্দগুলির প্রত্যেকেই প্রথমা-বিভক্তিযুক্ত; এবং সকলগুলির রূপই এক রকম (রাম); এই তিনটি রাম-শব্দ যদি ইতরেতর-সমাসে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সমাসবদ্ধ পদটি হইবে "রামাঃ"। দুইটি রাম-শব্দ লোপ পাইবে, একটি অবশিষ্ট থাকিবে। এই অবশিষ্ট "রাম"-পদটিদ্বারাই তিনটি রাম-শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ সূচিত হইবে। "রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ"—ইহাকে ইতরেতর-সমাসে "রামাঃ"-শব্দের ব্যাসবাক্য বলে। এই ব্যাসবাক্যে যে "চ"-শব্দটি আছে, তাহা "ইতরেতর" বা "অন্যোন্য" বা

'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' করি বার ছয়।
পঞ্চ 'আত্মারাম' ছয়-চকারে লুপ্ত হয় ॥ ১০১
এক 'আত্মারাম-শব্দ' অবশেষ রহে।
এক 'আত্মারাম'-শব্দে ছয়জনে কহে ॥ ১০২

তথাহি পাণিনিঃ (১।২।৬৪),—

সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাম্ অজন্তপুংলিঙ্গশব্দপ্রকরণে.—

"সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ"!
উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইতিবৎ ॥ ৫০

তবে যে চ-কার, সেই 'সমুচ্চয়' কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণকে ভজয় ॥ ১০৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

চকারলোপস্য প্রকারমাহ উক্তেতি ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"পরস্পর" অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ ব্যাসবাক্যে এই "চ"-শব্দটীদ্বারা যতগুলি "রাম"-শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটীর অর্থই সমাসবদ্ধ "রামাঃ"-শব্দদ্বারা স্থচিত হইবে।

১০১-২। "আত্মারামাশ্চ" হইতে "ছয়জনে কহে" পর্য্যন্ত। এই দুই পয়ারে শ্লোকোক্ত "আত্মারামাঃ"-শব্দটীকে ইতরেতর-সমাস-নিষ্পন্ন ধরিয়া অর্থ করিতেছেন। পূর্ব্বে যে ছয় রকম আত্মারামের কথা বলা হইয়াছে, সেই ছয় রকম আত্মারাম-অর্থে ছয়টী আত্মারাম-শব্দ ইতরেতর-সমাসে আবদ্ধ হইয়া শেষ একটী "আত্মারাম"-শব্দে পর্য্যবসিত হইয়াছে। "আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ"—এই ছয়টী "আত্মারামাঃচ"-শব্দ সমানরূপ-বিশিষ্ট এবং একই প্রথমা-বিভক্তি-যুক্ত (বহুবচনান্ত); স্থতরাং ইতরেতর-সমাসে তাহাদের পাঁচটী লুপ্ত হইয়া একটী মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এবং ছয়টী "চ"ও লুপ্ত হইবে; অর্থাৎ কেবল "আত্মারামাঃ" অবশিষ্ট থাকিবে। এই একটী "আত্মারামাঃ"-শব্দদ্বারাই ছয়টি আত্মারাম-শব্দের ছয়টি পৃথক্ পৃথক্ অর্থ স্থচিত হইবে। তাহা হইলে এই ইতরেতর-সমাস-নিষ্পন্ন "আত্মারামাঃ"-শব্দের অর্থ হইল—প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়-আত্মারাম, ব্রহ্মময়-আত্মারাম, সাধক-আত্মারাম, মুমুক্ষু-আত্মারাম, জীবন্মুক্ত-আত্মারাম এবং প্রাপ্তস্বরূপ-আত্মারাম। এই ছয়টি অর্থের প্রত্যেকটিই মুখ্যভাবে স্থচিত হইল।

পঞ্চ-আত্মারাম ইত্যাদি—ইতরেতর-সমাস-নিষ্পন্ন "আত্মারামাঃ"-শব্দের ব্যাসবাক্যে যে ছয়টি আত্মারাম-শব্দ আছে, তাহাদের পাঁচটি আত্মারামশব্দ লুপ্ত হইবে এবং যে ছয়টি "চ" আছে, তাহাদের ছয়টি "চ"ই লুপ্ত হইবে।

শ্লো। ৫০। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। একশেষ সমাসে, একই বিভক্তিতে একই রূপবিশিষ্ট বহু শব্দ থাকিলে, তাহাদের মধ্যে একটিমাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে, অপর শব্দগুলির প্রয়োগ হয় না। যেমন, রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ—এই তিনটি রাম-শব্দের স্থলে দুইটি লোপ পাইয়া কেবল একটি রাম-শব্দ অবশিষ্ট থাকিবে—সমাসসিদ্ধ পদটি হইবে "রামাঃ"। ৫০

১০০-পয়ারের টীকায় উল্লিখিত ইতরেতর-সমাসে একটিমাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে বলিয়া তাহাকে **একশেষ-সমাসও** বলা হয়।

ব্যাকরণের যে নিয়ম ১০১-২ পয়ারের অর্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহারই প্রমাণ উক্ত শ্লোকে দেওয়া হইল।

১০৩। আত্মারাম-শব্দের অর্থ করিয়া শ্লোকোক্ত "আত্মারামাশ্চ" শব্দের "চ"-কারের অর্থ করিতেছেন। "চ" এস্থলে "সমুচ্চয়" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" অর্থ—আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ; অর্থাৎ আত্মারামগণ এবং মুনিগণ ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণভজন করেন—ইঁহাদের একজনও বাদ নহে, সকলেই কৃষ্ণভজন করেন, ইহাই সমুচ্চয়ার্থক চ-কারের তাৎপর্য্য।

'নির্গ্রন্থা অপি' এই 'অপি' সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথম করিল ব্যাখানে ॥ ১০৪
অন্তর্য্যামি-উপাসক—'আত্মারাম' কয়।
সেই আত্মারাম-যোগী দুইবিধ হয়—॥ ১০৫
'সগর্ভ, নির্গর্ভ' এই হয় দুই ভেদ।
এক-এক তিনভেদে ছয় বিভেদ ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৪। শ্লোকোক্ত "নির্গ্রন্থা অপি" শব্দের অন্তর্গত "অপি"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। "অপির" অর্থ এখানে সম্ভাবনা। অর্থাৎ নির্গ্রন্থা শব্দের যে অর্থ যে-স্থলে সম্ভব, সে-স্থলে সেই অর্থ যুক্ত হইবে। নির্গ্রন্থ-শব্দের অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, বিধিহীন প্রভৃতি অনেক রকম অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই মুনিগণের মধ্যে কেহ বা অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, কেহ বা বিধিহীনও হইতে পারেন। তথাপি তাঁহারা সাধুকৃপাদির প্রভাবে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণভজন করেন।

তাহা হইলে, আত্মারাম-শ্লোকের সপ্তম অর্থ হইল এই :—

(৭) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণমহিমা যে, (ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া) কেবল-ব্রহ্মোপাসক সাধক, ব্রহ্মময় ও প্রাপ্তব্রহ্মলয়, আর মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্তস্বরূপ—এই ছয় রকম জ্ঞানমার্গের উপাসক (আত্মারাম) এবং মুনিগণ—সকলেই নির্গ্রন্থ (কেহ বা অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, কেহ বা বিধিহীন) হইয়াও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী ভক্তি করিয়া থাকেন।

১০৫। পূর্ব্বে ২।২৪।৫৮-পয়ারে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্য-অর্থে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইলেও উপাসনাভেদে এই ব্রহ্মই জ্ঞানীদের নিকটে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, যোগীদের নিকটে পরমাত্মারূপে এবং ভক্তদের নিকটে ভগবান্ রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাহা হইলে আত্মশব্দের "ব্রহ্ম"-অর্থ ধরিলে আত্মারাম-শব্দেও জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত—এই তিন শ্রেণীর উপাসকগণকেই বুঝাইতে পারে।

তন্মধ্যে উপরি উক্ত সাত রকম অর্থে জ্ঞানমার্গের উপাসক আত্মারামগণের কথা বলিয়া এক্ষণে যোগমার্গের উপাসক আত্মারামগণের কথা বলিতেছেন। যোগমার্গের উপাসকের নিকটে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা-রূপে প্রতিভাত হন; সুতরাং যোগীদিগের সম্পর্কে আত্মারাম-অর্থ হইবে "পরমাত্মারাম" অর্থাৎ যাঁহারা পরমাত্মায় রমণ করেন। এক্ষণে এই পরমাত্মায় রমণকারী আত্মারামদের কথাই বলিতেছেন।

অন্তর্য্যামি-উপাসক—পরমাত্মার অপর নাম অন্তর্য্যামী। পরমাত্মার উপাসকগণকে অন্তর্য্যামীর উপাসকও বলে।

অন্তর্য্যামীর আবার তিনটী স্বরূপ আছে :—কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু (ইনি সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী), গর্ভোদশায়ী সহস্র-শীর্ষাপুরুষ (ইনি ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী) এবং ক্ষীরোদশায়ী চতুর্ভুজ বিষ্ণু (ইনি প্রত্যেক ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্য্যামী)। ক্ষীরোদশায়ীর সঙ্গেই জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ; অন্তর্য্যামীর উপাসক যোগীগণ বোধ হয় সাধারণতঃ এই জীবান্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ীর উপাসনাই করিয়া থাকেন। ইনি এক স্বরূপে ক্ষীরোদসাগরে এবং এক স্বরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন।

আত্মারাম-যোগী ইত্যাদি—যোগমার্গে পরমাত্মার উপাসকগণ দুই রকমের।

১০৬। পরমাত্মার উপাসকগণ দুই রকমের :—সগর্ভ ও নির্গর্ভ।

যাঁহারা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী প্রাদেশ-প্রমাণ চতুর্ভুজ পরমাত্মাপুরুষকে নিজেদের হৃদয়-মধ্যে ধারণা করিয়া তাঁহাতে মনঃসংযোগ করেন, তাঁহাদিগকে **সগর্ভযোগী** বলে। নিম্নের "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে" শ্লোকে ইহার উল্লেখ আছে।

আর যাঁহারা পরমাত্মাকে নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে চিন্তা করেন না, পরন্তু হৃদয়ের বাহিরে (ক্ষীরোদ-সমুদ্রে) শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষকে চিন্তা করিয়া তাঁহাতে মনঃসংযোগ করেন, তাঁহারা **নির্গর্ভ-যোগী**।

তথাহি (ভা. ২।২।৮)—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ৫১

তথাহি (ভা. ৩।২৮।১৪)—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপিচিত্তবড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্‌ক্তে ॥ ৫২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তামেব ধারণাং সবিশেষমাহ কেচিদিতি ষড়্‌ভিঃ। কেচিৎ বিরলাঃ স্বদেহস্য অন্তর্মধ্যে যৎ হৃদয়ং তত্র যোঽবকাশস্তস্মিন্ বসন্তম্। প্রাদেশ স্তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্বিস্তারঃ স এব মাত্রা প্রমাণং যস্যেতি হৃদয়পরিমাণং তত্রোপচর্য্যতে। কঞ্জং পদ্মম্। রথাঙ্গং চক্রম্ ॥ স্বামী ॥ ৫১

সমাধিমাহ এবমিতি দ্বাভ্যাম্। নির্ব্বীজঃ সবীজশ্চেতি দ্বিবিধো যোগঃ। তত্র নির্ব্বীজযোগে "যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েদিতি" গীতাদ্যুপমার্গেণ ক্রিয়মাণেঽপি দুষ্করঃ সমাধিঃ। সবীজে তু সুকরঃ। তত্র হি পরমানন্দমূর্ত্তৌ হরৌ ধ্যায়মানেঽযত্নত এব চিত্তোপরমো ভবতি। তদুক্তম্—"হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তিরনিচ্ছতো মে গতিমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্ত" ইতি। অতঃ স এবোপক্ষিপ্তঃ যোগস্য লক্ষণং বক্ষ্যে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরমানন্দ-মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুর স্মরণে যোগীরাও আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হন, তাঁহাদেরও অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়। ভক্তদেরও এইরূপ হয়। তবে যোগী ও ভক্তে পার্থক্য এই যে—ধ্যানের প্রভাবে যোগিগণের চিত্ত যখন পরামানন্দ-মূর্ত্তি বিষ্ণুতে নিবিষ্ট হয়, তখন তাঁহারা প্রচুর আনন্দই উপভোগ করেন, কিন্তু ইহার পরে তাঁহারা অল্পে অল্পে মনকে শ্রীবিষ্ণু হইতে বিযুক্ত করিয়া আনেন (তচ্চাপি চিত্ত-বড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্‌ক্তে।); কিন্তু ভক্ত কখনও ভগবানের নিকট হইতে চিত্তকে দূরে সরাইয়া আনেন না। যোগীর পক্ষে পরমাত্মার ধ্যান ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত; কিন্তু ভক্তের ধ্যান নিত্য। উপাস্য-বিষয়েও পার্থক্য আছে। ভক্তের উপাস্য স্বয়ংভগবান্; আর যোগীর ধ্যেয় স্বয়ং-ভগবানের অংশ-কলারূপী বিষ্ণু। পরমাত্মা—মায়াশক্তি-প্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট; কিন্তু ভাগবান্—পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি-বিশিষ্ট। "অন্তর্য্যামিত্ব-ময়-মায়াশক্তি-প্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্টং পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণ-সর্ব্ব-শক্তি-বিশিষ্টং ভগবানিতি।—ভক্তিসন্দর্ভ। ৭॥" ভগবানের রূপগুণাদির মাধুর্য্যাধিক্যে যোগীদের উপাস্য পরমাত্মার মনও চঞ্চল হয়।

শ্লো। ৫১। অন্বয়। কেচিৎ (কেহ কেহ) স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে (নিজের দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়াবকাশে) বসন্তং (অবস্থিত) চতুর্ভুজং (চতুর্ভুজ) কঞ্জ-রথাঙ্গ-শঙ্খ-গদাধরং (পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাধারী) প্রাদেশমাত্রং (প্রাদেশ—তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের বিস্তার—পরিমিত) পুরুষং (পুরুষকে) ধারণয়া (ধারণায়) স্মরন্তি (স্মরণ—চিন্তা—করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। (অল্পসংখ্যক) কতিপয় মহাত্মা নিজ-দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়াবকাশে (হৃদয়মধ্যে) অবস্থিত প্রাদেশ-(তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের বিস্তার)-পরিমিত চতুর্ভুজ এবং পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাধারী পুরুষকে ধারণায় চিন্তা করিয়া থাকেন। ৫১

পরমাত্মা শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে এবং এক প্রাদেশ পরিমাণ চিন্ময়দেহে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন। যাঁহারা স্ব-স্ব-হৃদয়ে পরমাত্মার এই স্বরূপের চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে সগর্ভ যোগী বলে।

১০৬-পয়ারোক্ত সগর্ভ-যোগিবিষয়ক প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৫২। অন্বয়। এবং (এইরূপে ভগবতি হরৌ (ভগবান্ হরিতে) প্রতিলব্ধভাবঃ (যোগমিশ্রা

যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধি আর।
দোঁহে এই তিনভেদে হয় ছয় প্রকার ॥ ১০৭

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৬।৩-৪)—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৫৩

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৫৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সবীজস্যেতি। তদেবাযত্নসিদ্ধত্বং দর্শয়তি। এবং ধ্যানমার্গেণ হরৌ প্রতিলব্ধো ভাবঃ প্রেমা যেন, ভক্ত্যা দ্রবৎ হৃদয়ং যস্য, প্রমোদাদুদ্গতানি পুলকানি যস্য, ঔৎকণ্ঠ্যপ্রবৃত্তাশ্রুকলয়া চ মুহুরর্দ্দ্যমানঃ আনন্দসংপ্লবে নিমজ্জমানঃ দুর্গ্রহস্য ভগবতো গ্রহণে বড়িশং মৎস্যবেধনমিব উপায়ভূতং চিত্তমপি ধ্যেয়াৎ বিযুঙ্‌ক্তে, তদ্ধারণে শিথিলপ্রযত্নো ভবতীত্যর্থঃ ॥ স্বামী ॥ ৫২

তর্হি যাবজ্জীবনং কর্ম্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারোঢ়ুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসঃ তদারোহে কারণং কর্ম্মোচ্যতে চিত্তশুদ্ধিকারণত্বাৎ। জ্ঞানযোগসমারূঢ়স্য তু তস্যৈব জ্ঞাননিষ্ঠস্য শমঃ বিক্ষেপকর্ম্মোপরমঃ জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে ॥ স্বামী ॥ ৫৩

কীদৃশোঽসৌ যোগারূঢ়ঃ যস্য শমঃ কারণমুচ্যতে ইত্যাহ যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়ভোগ্যশব্দাদিষু চ কর্ম্মসু যদা নানুসজ্জতে আসক্তিং ন করোতি তত্র হেতুঃ আসক্তিমূলভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পান্ সংন্যসিতুং শীলং যস্য সঃ যোগারূঢ় উচ্যতে ॥ স্বামী ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভক্তির অনুষ্ঠানদ্বারা লব্ধপ্রেম) ভক্ত্যা (শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রভাবে) দ্রবদ্ধৃদয়ঃ (দ্রবীভূত-হৃদয়) প্রমোদাৎ (আনন্দবশতঃ) উৎপুলকঃ (পুলকিতাঙ্গ) ঔৎকণ্ঠ্য-বাষ্পকলয়া (উৎকণ্ঠাপ্রবর্ত্তিত অশ্রুরাশিতে) মুহুঃ (বারংবার অর্দ্দ্যমানঃ (আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জমান), তৎ চ (সেই) চিত্ত-বড়িশম্ অপি (চিত্তরূপ বড়িশকেও) শনকৈঃ (ক্রমে ক্রমে) বিযুঙ্‌ক্তে (বিযুক্ত করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। এইরূপ যোগমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠানদ্বারা যিনি শ্রীহরিতে ভাব লাভ করিয়াছেন, শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হয়, প্রমোদভরে যাঁহার অঙ্গে পুলকের উদ্‌গম হয় এবং উৎকণ্ঠা-প্রবৃত্ত অশ্রুকণায় যিনি আনন্দ সংপ্লবে-নিমগ্ন হন, তাঁহার তাদৃশ চিত্তবড়িশও ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় বস্তু হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে। ৫২।

উক্ত শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ২৮শ অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোক; শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকটীর পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকগুলির আলোচনা করিলে—বিশেষতঃ ২৩।২৪ শ্লোকের "হৃদিকুর্য্যাৎ" এবং ৩৩শ শ্লোকের "ধ্যায়েৎ স্বদহ্রকুহরে" বাক্য আলোচনা করিলে—স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, এই শ্লোকটীও সগর্ভ-যোগীদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে।

১০৭। সগর্ভ-যোগী আবার তিন রকমের এবং নিগর্ভ-যোগীও তিন রকমের। সগর্ভ যোগারুরুক্ষু, সগর্ভ-যোগারূঢ়, সগর্ভ-প্রাপ্ত-সিদ্ধি; এবং নির্গর্ভ-যোগারুরুক্ষু, নির্গর্ভ-যোগারূঢ় ও নির্গর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি—এই ছয় রকমের যোগী।

বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া নিশ্চলভাবে পরমাত্মাতে স্থাপনের নামই যোগ। যিনি এই যোগপ্রাপ্তির জন্য চিত্ত শুদ্ধিজনক নিষ্কাম-কর্ম্মাদি করিয়া থাকেন, তিনি **যোগারুরুক্ষু**—যোগারোহণে ইচ্ছুক। যোগারুরুক্ষু ব্যক্তির মন সম্যক্‌রূপে স্থির হয় নাই; মনকে স্থির করার জন্যই চেষ্টা করেন। আর যাঁহার মন স্থির হইয়াছে, পরামাত্মাতে যিনি মনকে নিবিষ্ট করিতে পারেন, তাঁহাকে **যোগারূঢ়** বলে। ভোগ্য-বস্তুতে এবং কর্ম্মেতে তাঁহার কোনও আসক্তি থাকে না। তিনি সর্ব্বপ্রকার বাসনাকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। আর যাঁহার অণিমাদি-সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, তিনি **প্রাপ্তসিদ্ধি** যোগী। সগর্ভ ও নির্গর্ভ উভয় রকমের যোগীরই ঐ তিনটী অবস্থা হইতে পারে।

শ্লো। ৫৩-৫৪। অন্বয়। যোগং (যোগপদবীতে) আরুরুক্ষোঃ (আরোহণ করিতে ইচ্ছুক) মুনেঃ

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদিহেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া ॥ ১০৮
'চ'-শব্দে অপি অর্থ ইহাঁও কহয়।
'মুনি, নির্গ্রন্থ'-শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয় ॥ ১০৯
'উরুক্রম, অহৈতুকী' কাহাঁ কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কৈল পরম সমর্থ ॥ ১১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(জনের) কর্ম্ম (কর্ম্মই) কারণং (আরোহণের কারণ) উচ্যতে (কথিত হয়)। যোগারূঢ়স্য (যোগারূঢ়) তস্য (তাঁহার—ব্যক্তির পক্ষে) শমঃ (চিত্তবিক্ষেপজনক কর্ম্ম হইতে উপরতি) এব (ই) কারণং (কারণ) উচ্যতে (কথিত হয়)। যদাহি (যখন) [জনঃ] (লোক) সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী সন্ (সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক) ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু (না ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তুতে) ন কর্ম্মসু (এবং না কর্ম্মে) অনুসজ্জতে (আসক্ত হন) তদা (তখন) [সঃ] (তিনি) যোগারূঢ়ঃ (যোগারূঢ়) উচ্যতে (কথিত হন)।

অনুবাদ। ধ্যান-নিষ্ঠারূপ যোগপদবীতে আরোহণ করিতে যিনি অভিলাষী, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মই ঐ আরোহণের কারণ (যেহেতু, কর্ম্মদ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ হয়)। আবার যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে চিত্ত-বিক্ষেপজনক কর্ম্ম হইতে উপরতিরূপ শমই ধ্যান-বিষয়ে দৃঢ়তার কারণ। যে কালে যোগাভ্যাস-রত সাধক, ভোগ ও কর্ম্ম-বিষয়ক সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদিতে এবং কর্ম্মে আসক্তিশূন্য হন, সেই কালে তাঁহাকে যোগারূঢ় বলে। ৫৩-৫৪

এই দুই শ্লোকে পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৭ পয়ারোল্লিখিত যোগারুরুক্ষু ও যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

১০৮। পূর্ব্বোক্ত ছয় রকম যোগীই সাধু-সঙ্গাদির প্রভাবে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন।

১০৯। আত্মারাম-শব্দের যোগী অর্থ করিলে শ্লোকোক্ত অন্যান্য শব্দের কিরূপ অর্থ হইবে, তাহা বলিতেছেন। **"চ"-শব্দে**—এই স্থলেও চ-শব্দের অর্থ "অপি"; "ও" বা "পর্য্যন্ত"। **ইহাঁও**—এই স্থলেও। মুনি ও নির্গ্রন্থ শব্দদ্বয়ের অর্থও পূর্ব্ববৎ। অর্থাৎ মুনি-অর্থ মননশীল ; এবং নির্গ্রন্থ অর্থ অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন বা বিধিহীন।

১১০। আত্মা-শব্দের ব্রহ্ম-অর্থ ধরিয়া, এবং ব্রহ্ম-শব্দের পরমাত্মা অর্থ ধরিয়া, আত্মারাম-শব্দের ছয় রকম অর্থ করা হইল। যথা—সগর্ভ-যোগারুরুক্ষু আত্মারাম, সগর্ভ-যোগারূঢ় আত্মারাম, সগর্ভ প্রাপ্তসিদ্ধি আত্মারাম, নির্গর্ভ যোগারুরুক্ষু আত্মারাম, নির্গর্ভ যোগারূঢ় আত্মারাম এবং নির্গর্ভ প্রাপ্তসিদ্ধি আত্মারাম। এই ছয়টী অর্থের এক একটিকে পৃথক্ পৃথক্ ধরিয়া শ্লোকটীর অর্থ করিলে মোট ছয়টী অর্থ পাওয়া যাইবে। উক্ত ছয়টী অর্থ এইরূপ :—

(৮) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণমহিমা যে, (ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া) নির্গ্রন্থ (বিধিহীন) হইয়াও সগর্ভ-যোগারুরুক্ষু আত্মারামগণ পর্য্যন্ত মননশীল হইয়া উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

(৯) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণমহিমা যে, (ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া) নির্গ্রন্থ (কেহ বা অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, কেহ বা বিধিহীন) হইয়াও সগর্ভ-যোগারূঢ় আত্মারামগণ পর্য্যন্ত মননশীল হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

(১০) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণমহিমা যে, (ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া) নির্গ্রন্থ (অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, অথবা বিধিহীন) হইয়াও সগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি-আত্মারামগণ পর্য্যন্ত মননশীল হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

(১১) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুন-মহিমা যে, (ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া) নির্গ্রন্থ (বিধিহীন) হইয়াও নির্গর্ভ-যোগারুরুক্ষু-আত্মারামগণ পর্য্যন্ত মননশীল হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

(১২) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণমহিমা যে, (ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া) নির্গ্রন্থ (অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, অথবা বিধিহীন) হইয়াও নির্গর্ভ যোগারূঢ়-আত্মারামগণ পর্য্যন্ত মননশীল হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্।
'শান্তভক্ত' করি তবে কহি তার নাম ॥ ১১১

'আত্মা'-শব্দে 'মন' কহে, মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেহ ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥ ১১২

তথাহি (ভা. ১০।৮৭।১৮)—
উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ৫৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

এবং তাবৎ সর্ব্বাত্মকে পরমেশ্বরে সর্ব্বশ্রুতিসমন্বয়েন সদ্ভজনীয়ত্বমুক্ত্বা অভক্তনিন্দয়া চ তদেব দৃঢ়ীকৃত্য ইদানীমনবগাহ্যমহিমনি প্রথমং তাবৎ উপাধ্যবলম্বনমুপাসনমুদরং ব্রহ্মেতি শর্করাক্ষা উপাসতে হৃদয়ং ব্রহ্মেতি আরুণয়ো ব্রহ্মা হৈবৈতা ঊর্দ্ধং ন্বেবোদসর্পৎ তচ্ছিরোঽশ্রয়ত ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বিদধতীত্যাহ উদরমুপাসত ইতি। ঋষিবর্ত্মসু ঋষিণাং সম্প্রদায়মার্গেষু যে কূর্পদৃশঃ তে উদরালম্বনং মণিপুরস্থং ব্রহ্ম উপাসতে ধ্যায়ন্তি শর্করাক্ষা ইতি শ্রুতিপদস্য প্রতিপদং কূর্পদৃশ ইতি কূর্পং শর্করা রজো বিদ্যতে দৃক্ষু অক্ষিষু যেষাং তে তথা রজঃপিহিতদৃষ্টয় স্থূলদৃষ্টয় ইতি যাবৎ উদরস্য হৃদয়াপেক্ষয়া স্থূলত্বাৎ যদ্বা কূর্পং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মদৃশ ইত্যর্থঃ। তথা হৃদয়স্থং সূক্ষ্মমেব আলক্ষ্য তৎপ্রবেশায় প্রথমমুদরস্থমুপাসত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(১৩) শ্রীহরির এমনই পরমাশ্চর্য্য গুণমহিমা যে (ঐ গুণে আকৃষ্ট হইয়া) নির্গ্রন্থ (অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, অথবা বিধিহীন) হইয়াও নির্গর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি-আত্মারামগণপর্য্যন্ত মননশীল হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

উক্ত ছয় অর্থ, আর পূর্ব্বের (৯৯ ও ১০৪ পয়ারের) সাত অর্থ—মোট হইল তের রকমের অর্থ।

১১১। **এইসব শান্ত** ইত্যাদি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ রসের পাঁচ রকম ভক্ত আছেন। উপরে যে তের রকমের আত্মারামগণের কথা বলা হইল, তাঁহারা কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তখন তাঁহারা উক্ত পাঁচ রকমের মধ্যে কোন্ রকমের ভক্ত হইবেন—তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। তাঁহারা শান্তরসের ভক্ত হইবেন। শান্ত-ভক্তের লক্ষণ কেবল শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা; "শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ।" শ্রীকৃষ্ণে যে বুদ্ধির নিষ্ঠতা, নিশ্চলভাবে স্থিতি, তাহার নামই "শম"। এই শম যাঁহার আছে, তিনিই শান্ত। উক্ত তের রকমের আত্মারাম-ভক্ত শ্রীকৃষ্ণে কেবল নিষ্ঠামাত্রই লাভ করিয়াছেন, কিন্তু মমতাবুদ্ধি লাভ করেন নাই। এজন্য তাঁহারা ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেম-সেবা পাইবেন না—অর্থাৎ দাস্য-সখ্যাদি চারিভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের উপাস্য হইবেন পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ এবং তাঁহারা পরব্যোমে সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি পাইবেন।

১১২। এক্ষণে আত্মাশব্দের 'মন' অর্থ ধরিয়া শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন। আত্মায় (মনে) রমণ করে যাহারা তাহারা আত্মারাম (মনোরাম)।

কিন্তু "মনে রমণ করা" অর্থ কি? "মনে রমণ করা" অর্থ—এস্থলে হৃদয়স্থিত জীবান্তর্য্যামীতে রমণ করা। পরবর্ত্তী শ্লোকের "হৃদয়মারুণয়ো দহরং" এই অংশের অর্থই **"মনে যেই রমে"**। ইহার টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন 'আরুণয়স্তু হৃদয়ং হৃদয়স্থিত-জীবান্তর্য্যামিনং বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তনয়া জ্ঞানশক্তিদায়কং দহরং দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ সূক্ষ্মম্ ইত্যাদি।" ইহা হইতে বুঝা যায়, যিনি অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে আছেন, এবং যিনি প্রত্যেক জীবের বুদ্ধিশক্তির প্রবর্ত্তক, তাঁহাকে যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকেই এই পয়ারে "মনে রমণকারী" বলা হইয়াছে। আরুণি-ঋষিগণ হৃদয়স্থিত এই সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে ধ্যান করিতেন।

এই পয়ারের অর্থ এই :—বুদ্ধিশক্তির প্রবর্ত্তক হৃদয়স্থিত অন্তর্য্যামী সূক্ষ্ম-ব্রহ্মকে যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহারাও সাধুকৃপা প্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণভজন করেন।

শ্লো। ৫৫। অন্বয়। ঋষিবর্ত্মসু (ঋষিসম্প্রদায়ের মধ্যে) যে (যাঁহারা) কূর্পদৃশঃ (স্থূলদৃষ্টি, তাঁহার)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ইত্যর্থঃ। আরুণয়স্তু সাক্ষাৎ হৃদয়স্থং দহরং সূক্ষ্মমেবোপাসতে হৃদয়বিশেষণং পরিসরপদ্ধতিমিতি পরিতঃ সরন্তি প্রসর্পন্তি পরিসরাঃ নাড্য স্তাসাং পদ্ধতিং মার্গং প্রসরণস্থানমিত্যর্থঃ সবিশেষণস্থ ফলমাহ তত ইতি। ততো হৃদয়াৎ ভো অনন্ত তব ধাম উপলব্ধিস্থানং সুষুম্নাখ্যং পরমং শ্রেষ্ঠং জ্যোতির্ম্ময়ং শিরোমূর্দ্ধানং প্রতি উদগাৎ উদসর্পৎ মূলাধারাদারভ্য হৃদয়মধ্যাদ্ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রত্যুদ্গতমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতং ধাম যৎসমেত্য প্রাপ্য পুনরিহ কৃতান্তমুখে মৃত্যুমুখে সংসারে ন পতন্তি তথাচ শ্রুতিঃ শতঞ্চৈকা হৃদয়স্থ নাড্য স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ অন্যা উৎক্রমণে ভবন্তীতি। উদরাদিষু যঃ পুংসাং চিন্তিতো মুনিবর্ত্মভিঃ। হন্তি মৃত্যুভয়ং দেবো হৃদ্গতং তমুপাস্মহে॥ স্বামী॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উদরং (উদরমধ্যস্থমণিপুরস্থিত ব্রহ্মের—অথবা ক্রিয়াশক্তিদায়ক বৈশ্বানরান্তর্য্যামীর) উপাসতে (ধ্যান করিয়া থাকেন); আরুণয়ঃ (অরুণের পুত্র আরুণি ঋষিগণ) পরিসরপদ্ধতিং (দেহমধ্যস্থিত নাড়ীসমূহ যে স্থান দিয়া বিভিন্নদিকে প্রসারিত হইয়াছে, সেই) হৃদয়ং (হৃদয়স্থিত) দহরং (সূক্ষ্মতত্ত্বের—জ্ঞানশক্তিদায়ক জীবান্তর্য্যামীর) [উপাসতে] (উপাসনা করেন)। অনন্ত (হে অনন্ত)! ততঃ (তাহা—সেই হৃদয়—হইতে) তব (তোমার) ধাম (উপলব্ধি-স্থান) সুষুম্নাখ্যং (সুষুম্নানামক নাড়ী) পরমং (শ্রেষ্ঠ—জ্যোতির্ম্ময়) শিরঃ (ব্রহ্মরন্ধ্র—ব্রহ্মরন্ধ্রের প্রতি) উদগাৎ (উদ্গত হইয়াছে)—যৎ (যে ধামকে বা সুষুম্না নাড়ীকে) সমেত্য (প্রাপ্ত হইলে) পুনঃ (পুনরায়) ইহ (এই সংসারে) কৃতান্তমুখে (মৃত্যুমুখে) ন পতন্তি (পতিত হয় না)।

অনুবাদ। ঋষি-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থূল-দৃষ্টি ঋষিগণ উদর-মধ্যে মণিপুরস্থ-ব্রহ্মের (অথবা ক্রিয়াশক্তিদায়ক বৈশ্বানরান্তর্য্যামীর) ধ্যান করিয়া থাকেন। অরুণের পুত্র আরুণি ঋষিগণ—দেহমধ্যস্থিত নাড়ীসমূহ যে স্থান দিয়া বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হইয়াছে, সেই হৃদয়ে অবস্থিত সূক্ষ্ম তত্ত্বের (জ্ঞানশক্তিদায়ক জীবান্তর্য্যামীর) উপাসনা করেন। হে অনন্ত! সেই হৃদয় হইতেই জ্যোতির্ম্ময়-সুষুম্নানাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে উদ্গত হইয়াছে—যে সুষুম্নানাড়ী তোমার উপলব্ধি-স্থান এবং যে সুষুম্নানাড়ীকে লাভ করিতে পারিলে আর এই সংসারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না। ৫৫

ঋষিদিগের মধ্যে যাঁহারা স্থূলদৃষ্টি, তাঁহারা **উদরং উপাসতে**—উদরের (পেটের) উপাসনা (ধ্যান) করিয়া থাকেন। তন্ত্রের মতে উদরের অঙ্গীভূত নাভিতে মণিপুর নামক একটি পদ্ম আছে (ইহা ষট্‌চক্রের অন্তর্গত একটী চক্র); ব্রহ্ম একরূপে এই পদ্মেও অবস্থিত আছেন; এই শ্লোকে "উদরের উপাসনা"-দ্বারা উদর-মধ্যস্থিত মণিপুর-নামক পদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মের উপাসনাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অথবা "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥ গীতা। ১৫।১৪॥"—এই বচনানুসারে দেখা যায়, ভগবান্‌ই বৈশ্বানর-রূপে উদরে অবস্থিত থাকিয়া চতুর্ব্বিধ (চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়) অন্নকে পরিপাক করাইয়া ক্রিয়াশক্তি দান করিয়া থাকেন। "উদরের উপাসনা" বলিতে এই ক্রিয়াশক্তিদাতা বৈশ্বানরের উপাসনাও বুঝাইতে পারে। হৃদয় অপেক্ষা উদর স্থূলতর বলিয়া উদরের উপাসকগণকে কূর্পদৃশঃ বা স্থূলদৃষ্টি বলা হইয়াছে।

পরিসরপদ্ধতিং—পরিতঃ (চতুর্দ্দিকে) সরন্তি (প্রসারিত হয়) ইতি পরিসরাঃ; নাড়ীসমূহ একস্থান হইতে সর্ব্বদিকে প্রসারিত হয় বলিয়া নাড়ীসমূহকে পরিসর বলে; সেই নাড়ীসমূহের পদ্ধতি (মার্গ—রাস্তা) স্বরূপ যে হৃদয়। গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত স্থানকে তন্ত্রশাস্ত্রমতে মূলাধার বলে; এই মূলাধারই শরীরস্থ সমস্ত নাড়ীর মূলস্থান; নাড়ীসমূহ এই মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া সমস্তদেহে বিস্তৃত হইতে থাকে। এই নাড়ী-সমূহের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাই শ্রেষ্ঠ; ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যস্থলে থাকে সুষুম্না; এই সুষুম্না মেরুদণ্ডের বাহিরে অবস্থিত। মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়ের মধ্য দিয়া এই সুষুম্না ব্রহ্মরন্ধ্রপর্য্যন্ত প্রসারিত হয়; এইরূপে

এহো কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হইয়া ॥ ১১৩

'আত্মা' শব্দে 'যত্ন' কহে, যত্ন করিয়া।
'মুনয়োঽপি' কৃষ্ণ ভজে গুণাকৃষ্ট হঞা ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুষুম্নানাড়ীর (এবং অন্যান্য নাড়ীরও) গতিপথে পড়ে বলিয়াই হৃদয়কে নাড়ীর পদ্ধতি (মার্গ বা রাস্তা)-স্বরূপ বলা হইয়াছে। এতাদৃশ যে হৃদয়, সেই **হৃদয়ং**—হৃদয়স্থিত নাড়ীসমূহের প্রসরণের রাস্তাস্বরূপ হৃদয়ে অবস্থিত **দহরং**—সূক্ষ্মতত্ত্ব, জীবান্তর্য্যামী—যিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বিগ্রহে জীবের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রবর্ত্তিত করিয়া জ্ঞানশক্তি দান করেন। "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈব প্রবর্ত্তকঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ॥ ইতি শ্রীভা. ১০৮০।১৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভধৃত শ্রুতিবচন ॥" হৃদয়স্থিত জীবান্তর্য্যামী সূক্ষ্মতত্ত্বকে আরুণি-ঋষিগণ উপাসনা করেন। **ততঃ**—সেই হৃদয় হইতে; যে-হৃদয়স্থিত জীবান্তর্য্যামী আরুণিঋষিগণকর্ত্তৃক উপাসিত হয়েন, সেই হৃদয় হইতে; অর্থাৎ মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া সেই হৃদয়ের মধ্য দিয়া ভগবান্ অনন্তের **ধাম**—উপলব্ধিস্থানস্বরূপ **সুষুম্নাখ্যং**—সুষুম্নানামক নাড়ী; ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তিনী মেরুদণ্ডের বহির্দ্দেশে অবস্থিতা সুষুম্নানাড়ী **পরমং**—জ্যোতির্ম্ময় **শিরঃ**—মস্তক, মস্তকস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত **উদগাৎ**—উদ্গত হইয়াছে। সুষুম্নানাড়ী মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়ের মধ্যদিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। **যৎ সমেত্য**—যে সুষুম্নানাড়ীকে প্রাপ্ত হইলে, সুষুম্না নাড়ীর যোগে উর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারিলে আর কৃতান্তমুখে পতিত হইতে হয় না। "শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ইতি শ্রীভা. ১০৮৭।১৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিধৃত শ্রুতিবচন ॥—হৃদয়ের সংশ্রবে একশতটী নাড়ী আছে; তাহাদের মধ্যে একটী মাত্র নাড়ী (সুষুম্না) উর্দ্ধদিকে প্রসারিত হইয়াছে; এই নাড়ীটীর যোগে উর্দ্ধদিকে গমন করিলে উপাসক মোক্ষ লাভ করিতে পারেন; অন্যান্য নাড়ীসকল সংসার ভ্রমণের দ্বারমাত্র হইয়া থাকে।" সুষুম্নার সহায়তায় অমৃতত্ব বা মোক্ষ লাভ হইতে পারে বলিয়াই সুষুম্নাকে ভগবদুপলব্ধিস্থান বলা হইয়াছে।

হৃদয় অর্থ মন; উক্ত শ্লোক হইতে জানা যায়, আরুণি-ঋষিগণ হৃদয়ের (হৃদয়স্থ সূক্ষ্মতত্ত্বের) উপাসনা করেন অর্থাৎ তাঁহারা হৃদয়ে বা মনে রমণ করেন; সুতরাং তাঁহারা হইলেন মনে রমণকারী বা মনোরাম—আত্মা (মনঃ)-রাম। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১২-পয়ারে যে "মনে রমণকারী" আত্মারামদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপক শ্লোক এইটী।

১১৩। **এহো**—পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত মনোরাম। **মহামুনি হঞা**—কৃষ্ণ-মননে আসক্তি-যুক্ত হইয়া; ইহা শ্লোকস্থ "মুনয়ঃ"-শব্দের অর্থ। **নির্গ্রন্থ**—অবিদ্যাগ্রন্থিহীন বা বিধিহীন। এই দুই পয়ারে আত্মাশব্দের "মন" অর্থ ধরিয়া আত্মারাম-শ্লোকের আর একটী অর্থ পাওয়া গেল।

(১৪) বুদ্ধিশক্তির প্রবর্ত্তক হৃদয়মধ্যস্থিত অন্তর্য্যামী সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে যাঁহারা ধ্যান করেন (সেই মনোরাম আত্মারামগণও) তাঁহারাও (সাধুসঙ্গের প্রভাবে), কেহ বা অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, কেহ বা বিধিহীন (নির্গ্রন্থা) হইয়াও, শ্রীকৃষ্ণ-মননে আসক্তিযুক্ত (মুনয়ঃ) হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন—এমনই পরমাশ্চর্য্য শ্রীহরির গুণমহিমা।

এই পর্য্যন্ত মোট চৌদ্দটী অর্থ পাওয়া গেল।

১১৪। আত্মা-শব্দের 'যত্ন' অর্থ ধরিয়া আর এক রকম অর্থ করিতেছেন। **আত্মারাম**—যত্নরাম; যাঁহারা অত্যন্ত যত্নশীল; অত্যন্ত আগ্রহের সহিত যাঁহারা প্রারব্ধ কার্য্য সম্পাদনের জন্য যত্ন করেন, তাঁহারাই যত্নরাম।

মুনয়োঽপি কৃষ্ণ ভজে—মুনিগণও কৃষ্ণভজন করেন। পূর্ব্বে যে কয়টী অর্থ করা হইয়াছে, তাহাতে শ্লোকের

তথাহি (ভা. ১।৫।১৮)—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা ॥ ৫৬

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।৪৭)—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥ ৫৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নম্বু স্বধর্ম্মমাত্রাদপি কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি শ্রুতেঃ পিতৃলোকপ্রাপ্তিঃ ফলমস্ত্যেব তত্রাহ তস্যেতি। কোবিদঃ বিবেকী তস্যৈব হেতোস্তদর্থং যত্নং কুর্য্যাৎ যৎ উপরি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তম্ অধঃ স্থাবরপর্য্যন্তঞ্চ ভ্রমদ্ভির্জীবৈর্নলভ্যতে ষষ্ঠী তু পূর্ব্ববৎ। তৎ তু বিষয়সুখমন্যত এব প্রাচীনস্বকর্ম্মণা সর্ব্বত্র নরকাদাবপি লভ্যতে। দুঃখবৎ, যথাদুঃখং প্রযত্নং বিনাপি লভ্যতে তদ্বৎ। তদুক্তম্—অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্। সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে ইতি ॥ স্বামী ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

‘কুর্ব্বন্তি’ ক্রিয়ার কর্ত্তা করা হইয়াছে “আত্মারামাঃ”কে। কিন্তু আত্মা-শব্দের ‘যত্ন’ অর্থ ধরিয়া শ্লোকের অর্থ করার সময়ে “মুনয়ঃ”-পদকেই “কুর্ব্বন্তি” ক্রিয়ার কর্ত্তা করা হইতেছে। **মুনি**—তপস্বী।

শ্লো। ৫৬। অন্বয়। উপর্য্যধঃ (উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক এবং নিম্নে স্থাবর-যোনি পর্য্যন্ত) ভ্রমতাং (ভ্রমণকারী জীবগণের) যৎ (যাহা) ন লভ্যতে (লাভ হয় না), কোবিদঃ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ) তস্য (তাহার) এব (ই) হেতোঃ (জন্য) প্রযতেত (যত্ন করিবেন)। তৎসুখং (সেই বিষয়সুখ) গভীররংহসা (মহাবেগ—অথবা অদ্ভুত-শক্তিসম্পন্ন) কালেন (কালের প্রভাবে—অথবা প্রাক্তন-কর্ম্মফলে) দুঃখবৎ (দুঃখের ন্যায়) অন্যতঃ (অন্য হইতে—নিজের চেষ্টাব্যতীতই) সর্ব্বত্র (সর্ব্বত্র) লভ্যতে (লাভ হয়)।

অনুবাদ। উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক এবং নিম্নে স্থাবর-যোনি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও জীবগণ যাহা লাভ করিতে পারে না, তাহা (সেই ভক্তিসুখ) লাভের জন্য যত্ন করাই বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ত্তব্য। দুঃখের মতন বিষয়-সুখও অদ্ভুত-শক্তি-সম্পন্ন প্রাক্তন-কর্ম্ম-ফলে—কোনও চেষ্টাব্যতীতই—আপনা-আপনিই—সর্ব্বত্র আসিয়া উপস্থিত হয় (সুতরাং ঐহিক সুখের জন্য চেষ্টা করার কোনও প্রয়োজন নাই)। ৫৬

দুঃখলাভের জন্য কেহ কখনও চেষ্টা করে না—চেষ্টা তো দূরের কথা, ইচ্ছাও করে না; তথাপি, যে দুঃখ আসিবার, প্রাক্তন-কর্ম্মফলে তাহা আসিয়াই পড়ে; কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারে না। সুখের জন্য—বিষয়-সুখের জন্য—লোক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে; কিন্তু যে সুখের জন্য চেষ্টা করা হয়, সেই সুখই যে পাওয়া যায়, তাহা নহে; প্রাক্তন-কর্ম্মফলে—যে সুখ আসিবার, তাহাই আসে—যে সুখ আসিবার নয়, তাহা আসে না। সুখ আসে কর্ম্মফলে, জীবের চেষ্টার ফলে নহে; জীবের চেষ্টা সুখোদ্‌গমের উপলক্ষ্যমাত্র—কারণ নহে; সুতরাং প্রাক্তন-কর্ম্মের ফলেই যদি সুখের আগমন হয়, তাহা হইলে সুখের জন্য চেষ্টা না করিলেও, প্রাক্তন কর্ম্মফলে সুখ আসিবেই; কারণ বর্ত্তমান থাকিলে কার্য্য হইবেই। কিন্তু ভক্তিসুখ কেহ কখনও চেষ্টাব্যতীত লাভ করিতে পারে না—যাহারা ব্রহ্মলোকের অধিবাসী, তাহারাও না। ভক্তিসুখ-লাভের জন্য যত্নের বিশেষ প্রয়োজন; তাই, যাঁহারা বুদ্ধিমান্—প্রাক্তন কর্ম্মফলে, দুঃখের ন্যায়ই অনায়াসলভ্য বিষয়-সুখের জন্য যত্ন না করিয়া—তাঁহারা ভক্তিসুখলাভের জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকে “কোবিদঃ”-শব্দে ১১৪-পয়ারোক্ত “মুনয়ঃ—মুনিগণকে, তপস্বীদিগকে”-বুঝাইতেছে। মুনিগণ যে যত্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন (ভক্তিসুখলাভের নিমিত্ত যত্ন) করেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৫৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৫৬-শ্লোকের ন্যায় ইহাও ১১৪-পয়ারের প্রমাণ।

'চ'-শব্দ—'অপি'-অর্থে, 'অপি'—অবধারণে। যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥ ১১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১৫। **"চ" শব্দের** অর্থ এস্থলে "অপি", "ও"। আর শ্লোকের **"অপি"**—শব্দে অবধারণ বুঝায়। **অবধারণ**—নিশ্চয়তা। এইরূপ অর্থে **শ্লোকটীর অন্বয়** হইবে এই :—মুনয়ঃ চ (অপি) আত্মারামাঃ (যত্নশীলাঃ) নিগ্রর্ন্থা অপি উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি—হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ। অর্থ হইল এইরূপ :—

(১৫) মুনিগণও যত্নশীল এবং মায়াতীত (নিগ্রর্ন্থা) হইয়া উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন—এমনই পরমাশ্চর্য্য তাঁহার মহিমা।

এই পর্য্যন্ত মোট পনরটী অর্থ হইল।

যত্নাগ্রহবিনা ইত্যাদি—যত্ন অর্থ উদ্যোগ ; আগহ অর্থ আসক্তি, উৎকণ্ঠা। বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে যে একটা ব্যস্ততা, তাহাই যত্ন। আর প্রেমলাভের নিমিত্ত যে বলবতী উৎকণ্ঠা, তাহাই আগ্রহ। **ভক্তি**—সাধনভক্তি, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান। সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও সাধকের তজ্জন্য উদ্যোগ এবং আগ্রহ যদি না থাকে, তাহা হইলে প্রেম পাওয়া যায় না।

যন্ত্রের মত ভজনাঙ্গগুলির অনুষ্ঠান মাত্র করিয়া গেলেই যে হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ হইবে, তাহা নহে। ভক্তির উন্মেষের জন্য একটা বলবতী আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই ; কিসে অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে পারে, কিসে চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা চাই, কাতর-প্রাণে আন্তরিকতার সহিত ভগবচ্চরণে, কি ভক্তচরণে প্রার্থনা করিতে হইবে। এই ভাবে বলবতী উৎকণ্ঠা এবং অত্যন্ত প্রীতির সহিত যাঁহারা ভজনাঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করেন, পরম করুণ ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাদের চিত্তে প্রেমবিকাশের অনুকূল বুদ্ধি-বৃত্তি স্ফুরিত করেন। তাঁহার কৃপায় ক্রমশঃ প্রেমের উন্মেষ হইতে পারে। আসক্তি-শূন্য অনুষ্ঠানদ্বারা প্রেম-বিকাশের বিশেষ কিছু সহায়তা হয় না। (২।২২।৮৯ পয়ারের টীকার শেষ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

এই পয়ারের পূর্ব্বের দুই শ্লোকে এবং পরের দুই শ্লোকে সাধকের যত্নের প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ দিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ৫৬ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখের জন্য চেষ্টা করার কোনও প্রয়োজন নাই ; প্রাক্তন-কর্ম্মের ফলে দুঃখ যেমন আমাদের কোনওরূপ চেষ্টা ছাড়াই আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, সুখও সেইরূপ আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়—চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানিচ। কিন্তু ভক্তি কখনও আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হয় না—ভক্তি-লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। ৫৭ সংখ্যক শ্লোকেও বলিয়াছেন—ভক্তি-লাভের জন্য যাঁহাদের বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ আছে, শীঘ্রই তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। নিম্নের ৫৯ সংখ্যক শ্লোকেও বলিয়াছেন—যাঁহারা যত্ন ও আগ্রহের সহিত প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া তাঁহাদের চিত্তে এমন বুদ্ধি স্ফুরিত করিয়া দেন, যাহাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারেন। নিম্নের ৫৮ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন—শুদ্ধাভক্তি সহজলভ্যা নহে, ইহা সুদুর্ল্লভা। এই সুদুর্ল্লভত্ব দুই রকমের ; এক—এই ভক্তি কোনও সময়েই কিছুতেই পাওয়া যায় না ; আর—এই ভক্তি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সহজে নয়। যাঁহাদের সাধনে আসঙ্গ (আসক্তি) নাই, অর্থাৎ ভক্তিলাভের জন্য যাঁহাদের হৃদয়ে উৎকণ্ঠা নাই, চেষ্টাতে কোনও রূপ আগ্রহ প্রকাশ পায় না, যে কৌশলে ভজন করিলে চিত্তে প্রেমের উন্মেষ হইতে পারে, সেই কৌশল যাঁহারা জানেন না, সেই কৌশলটী জানিবার জন্যও যাঁহাদের আগ্রহ নাই—শত সহস্র সাধন করিলেও তাঁহারা কোনও সময়েই প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারিবেন না। "বহু-জন্ম করে যদি শ্রবণকীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন ॥ ১।৮।১৫ ॥" শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই প্রেমভক্তির সাধন ; কিন্তু যত্ন ও আগ্রহশূন্য হইয়া বহুজন্ম পর্য্যন্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিলেও প্রেম-ভক্তি মিলিবে না—মুক্তি আদি মিলিতে পারে, কিন্তু প্রেম মিলিবে না। এইরূপ সাধকদের পক্ষে হরিভক্তি একেবারেই অলভ্যা। আর যাঁহাদের ভজনে

তথাহি তত্রৈব (১৷২৷২২)—

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা॥ ৫৮

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০৷১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ৫৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হরিণাচাশ্বদেয়েত্যত্রাসঙ্গেঽপীতিগম্যতে। অন্যথা দ্বৈবিধ্যানুপপত্তেঃ। দ্বিধা সুদুর্ল্লভেতি প্রকারদ্বয়েনাপি দুর্ল্লভত্বং তস্যা ইত্যর্থঃ। * * *। সাসঙ্গত্বং নাম চ তদর্থবিনিয়োগাৎ পূর্ব্ববন্নৈপুণ্যেন বিহিতত্বমেব। তৎসাহস্রৈরপি সুদুর্ল্লভেত্যুক্তিস্তু সাক্ষাত্তদ্ভজনমেব কর্ত্তব্যত্বেন প্রবর্ত্তয়তি। * * অনাসঙ্গৈরিতি যদুক্তং তত্র চাসঙ্গেন সাধননৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাত্তদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ॥ শ্রীজীব॥ ৫৮

এবম্ভূতানাঞ্চ সম্যগ্ জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং ময্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তং বুদ্ধিরূপং যোগম্ উপায়ং দদামি। তমিতি কং যেনোপায়েন তে মদ্ভক্তাঃ মাং প্রাপ্নুবন্তি॥ স্বামী॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যত্ন ও আগ্রহ আছে, তাঁহারা প্রেম পাইতে পারেন বটে—কিন্তু সহসা নহে। যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি আদির জন্য বাসনা থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত প্রেম মিলিবে না। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥ ১৷৮৷১৬॥"

শ্লো। ৫৮। অন্বয়। অনাসঙ্গৈঃ (আসঙ্গরহিত—সাক্ষাদভজনে প্রবৃত্তিহীন) সাধনৌঘৈঃ (সাধনসমূহদ্বারা) সুচিরাদপি (সুচিরকালেও) অলভ্যা (অলভ্যা), হরিণা চ (এবং শ্রীহরিকর্ত্তৃক) আশু (শীঘ্র—যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভুক্তি মুক্তি-কামনা বর্ত্তমান থাকে, সেই পর্য্যন্ত) অদেয়া (অদেয়া—দেওয়ার অযোগ্য)—ইতি দ্বিধা (এই দুই রকম) সুদুর্ল্লভা (সুদুর্ল্লভা) সা (হরিভক্তি) স্যাৎ (হয়)।

অনুবাদ। আসঙ্গ-রহিত (অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিহীন) বহু বহু-সাধনদ্বারা সুচির-কালেও (বহুজন্মেও) অলভ্যা এবং (সাসঙ্গ-সাধনেও—সাক্ষাৎ-ভজনে প্রবৃত্তিযুক্ত সাধনেও) শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আশু (শীঘ্র—যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-কামনা বর্ত্তমান থাকে, সেই পর্য্যন্ত) অদেয়া—হরিভক্তি এই দুই রকমে সুদুর্ল্লভা। ৫৮

অনাসঙ্গ—আসঙ্গহীন। আসঙ্গ বলিতে সাধন-নৈপুণ্য বুঝায় এবং এই সাধন-নৈপুণ্য হইল সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি (শ্রীজীব)। এইরূপ সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিহীন **সাধনৌঘৈঃ**—সাধনসমূহদ্বারা, শতসহস্র সাধনদ্বারাও হরিভক্তি **সুদুর্ল্লভা**—হরিভক্তি পাওয়া যায় না। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে যদি সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি না থাকে—আমার ইষ্টদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহার সাক্ষাতেই আমি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতেছি, এইরূপ ভাব যদি মনে না থাকে,—তাহা হইলে সাধনের ফলে ভক্তি পাওয়া যাইবে না। "বহুজন্ম করে যদি শ্রবণকীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"—এই পয়ারে সে কথাই বলা হইয়াছে। সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানের সময় মনে করিতে হইবে—আমি আমার সেবোপযোগী সিদ্ধদেহে আমার অভীষ্ট লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই তাঁহার প্রীতির জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতেছি। এইরূপে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই হরিভক্তি মিলিতে পারে; কিন্তু তাহাও সহজে নহে—যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকিবে, সে পর্য্যন্ত হরিভক্তি মিলিবে না। সাধন করিতে করিতে ভগবানের কৃপায় বা ভক্ত-কৃপায় যখন চিত্ত হইতে সমস্ত দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইয়া যাইবে, তখনই ভক্তিরাণী কৃপা করিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিবেন। এইরূপে ভজন করিতে হইলে মনঃসংযোগের প্রয়োজন এবং মনঃসংযোগের জন্য যত্ন ও আগ্রহের প্রয়োজন।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকায় এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। ১১৫-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৫৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১৷১৷২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

'আত্মা'-শব্দে—'ধৃতি' কহে ধৈর্য্যে যেই রমে।
'ধৈর্য্যবন্ত এব' হঞা করয়ে ভজনে ॥ ১১৬

'মুনি'-শব্দে—পক্ষী, ভৃঙ্গ ; 'নির্গ্রন্থ'—মূর্খ জন।
কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় দোঁহার ভজন ॥ ১১৭

তথাহি (ভা. ১০।২১।১৪)—
প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ৬০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভো অম্ব মাতঃ অস্মিন্ বনে যে বিহগাঃ পক্ষিণস্তে প্রায়েণ মুনয়ো ভবিতুমর্হন্তি। কুতঃ? কৃষ্ণেক্ষিতং কৃষ্ণদর্শনং পুষ্পফলাদ্যন্তরং বিনা যথা ভবতি তথা রুচিরাঃ প্রবালা যেষাং তান্ দ্রুমভুজান্ বৃক্ষাণাং শাখা আরুহ্য তেন শ্রীকৃষ্ণেনোদিতং প্রকটিতং কলবেণুগীতং কেনাপি সুখেন অমীলিতদৃশস্ত্যক্তান্যবাচশ্চ সন্তো যে শৃণ্বন্তীতি। তথাহি মুনয়ঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং যথা ভবতি তথা বেদোক্তকর্ম্মফলপরিত্যাগেন বেদদ্রুমশাখারূঢ়া রুচিরপ্রবালস্থানীয়ানি কর্ম্মাণ্যেবোপাদদানাঃ সুখিনঃ সন্ত শ্রীকৃষ্ণগীতমেব শৃণ্বন্তি অতস্ত এবৈতে ভবিতুমর্হন্তীতি ভাবঃ ॥ স্বামী ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ইহাও ১১৫-পয়ারের প্রমাণ।

১১৬। আত্মা-শব্দের ধৃতি অর্থ ধরিয়া শ্লোকের আর এক রকম অর্থ করিতেছেন। **ধৃতি-অর্থ**—ধৈর্য্য। **আত্মারাম**—ধৈর্য্যে রমণ করেন যাঁহারা ; ধৈর্য্যশীল।

ধৈর্য্যবন্ত—ধৈর্য্যশীল। **এব**—নিশ্চয়। ধৈর্য্যশীল হইয়াই তাঁহারা কৃষ্ণ-ভজন করেন।

১১৭। এই পয়ারে আত্মা-শব্দের ধৃতি-অর্থের সঙ্গে মিল রাখিয়া মুনি ও নির্গ্রন্থ শব্দদ্বয়ের অর্থ করিতেছেন। **মুনি** শব্দে পক্ষী ও ভৃঙ্গ (ভ্রমর)-কে বুঝায়। পরবর্ত্তী "প্রায়ো বতাম্ব" শ্লোকে পক্ষীকে এবং "এতেঽলিনস্তব" শ্লোকে ভ্রমরকে মুনি বলা হইয়াছে। মননশীলত্ব বশতঃই পক্ষী ও ভ্রমরকে মুনি বলা হইয়াছে। **নির্গ্রন্থঃ** অর্থ এস্থলে মূর্খ। **দোঁহার ভজন**—পক্ষি-ভ্রমরাদি এবং মূর্খজন এই উভয়েই কৃষ্ণ-ভজন করে।

পরবর্ত্তী ৬০।৬২।৬৩ সংখ্যক শ্লোকে পক্ষীদিগের, ৬১ সংখ্যক শ্লোকে ভ্রমরদিগের এবং ৬৪ সংখ্যক শ্লোকে কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন, খস প্রভৃতি জাতীয় মূর্খলোকদিগের শ্রীকৃষ্ণভজন দেখাইয়াছেন।

শ্লো। ৬০। অন্বয়। অম্ব (হে মাতঃ)! অস্মিন্ বনে (এই বনে) যে (যে সমস্ত) পক্ষিণঃ (পক্ষী আছে) [তে] (তাহারা) প্রায়ঃ (প্রায়) মুনয়ঃ (মুনি) [ভবিতুম্ অর্হন্তি] (হওয়ার যোগ্য। [যতঃ তে] (যেহেতু, তাহারা) কৃষ্ণেক্ষিতং (শ্রীকৃষ্ণদর্শন যেরূপে হইতে পারে, সেইরূপে—যাহাতে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণদর্শনের বাধা না হয়, সেইরূপে) রুচিরপ্রবালান্ (মনোহর-পত্রযুক্ত) দ্রুমভুজান্ (বৃক্ষশাখায় আরুহ্য (আরোহণ করিয়া) মীলিতদৃশঃ (নিমীলিত-নয়নে) বিগতান্যবাচঃ (অন্যবাক্য রহিত হইয়া—নিঃশব্দে) তদুদিতং (শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রকটিত) কলবেণুগীতং (মধুর বেণুগীত) শৃণ্বন্তি (শ্রবণ করিতেছে)।

অনুবাদ। হে অম্ব! এই বৃন্দাবনের যে পক্ষিগণ, তাহারাও প্রায় মুনি। কারণ (তাহাদের আচরণ মুনির তুল্য, যেহেতু) তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনার্থ মনোহর-পত্রযুক্ত বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া নিঃশব্দে ও নিমীলিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক প্রকটিত মধুর বেণুগীত শ্রবণ করিতেছে। ৬০

মুনিগণ যেমন নিমীলিত-নয়নে ও নিঃশব্দে শ্রীকৃষ্ণকথা বা শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণ করেন, তদ্রূপ শ্রীবৃন্দাবনস্থ পক্ষিগণও **কৃষ্ণেক্ষিতং**—শ্রীকৃষ্ণদর্শন যাহাতে হইতে পারে, তদ্রূপ ভাবে—বৃক্ষস্থ পত্র-পুষ্প-ফলাদি যাহাতে তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের বাধা জন্মাইতে না পারে, সেইভাবে, **রুচিরপ্রবালান্**—রুচির (মনোহর) প্রবাল (পত্র) আছে যাহাতে, তাদৃশ **দ্রুমভুজান্**—দ্রুমের (বৃক্ষের) ভুজ (শাখা) সমূহে আরোহণ করিয়া, তাদৃশ শাখাসমূহে

তথাহি (ভা. ১০।১৫।৬-৭)—

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যাঃ
গূঢ়ং বনেঽপি জহত্যনঘাত্মদৈবম্॥ ৬১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হে অনঘ! বনে গূঢ়মপি ত্বাং ন ত্যজন্তি ত্বয়ি মনুষ্যবেশেন নিগূঢ়ে সতি মুনয়োঽপ্যলিবেশেন নিগূঢ়াস্ত্বাং ভজন্তীত্যর্থঃ॥ স্বামী॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বসিয়া **মীলিতদৃশঃ**—মীলিত (নিমীলিত) হইয়াছে দৃক্ (নয়ন) যাহাদের, তাদৃশ হইয়া নিমীলিতনয়নে এবং **বিগতান্যবাচঃ**—বিগত (বিশেষরূপে দূরীভূত হইয়াছে) অন্যবাক্য (শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনিব্যতীত অন্য শব্দ) যাহাদিগ হইতে—অন্য কোনওরূপ শব্দ যাহাদের মুখ হইতে বাহির হয় না, যাহাদের কানে প্রবেশ করে না, যাহাদের মনের উপরও ক্রিয়া করে না, তাদৃশ হইয়া—শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতব্যতীত অন্য কোনওরূপ শব্দের সহিত সম্যক্‌রূপে সম্পর্কশূন্য হইয়া একাগ্রচিতে শ্রীকৃষ্ণের **কলবেণুগীতং**—কল (মধুর) বেণুগীত শ্রবণ করিতেছে। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণ ভজনেরই একটী অঙ্গ; মুনিদিগের ন্যায় আচরণশীল হইয়া বৃন্দাবনস্থ পক্ষিগণও এই ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছে এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই ইহার একমাত্র হেতু—নচেৎ পক্ষিগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শুনিবার নিমিত্ত এত আগ্রহ ও যত্ন সম্ভবপর নহে।

অথবা, সনকাদি-মুনিগণই পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বৃক্ষশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণ করিতেছেন (বৈষ্ণব-তোষণী); তাই, পক্ষিগণকে "মুনয়ঃ—মুনিগণ" বলা হইয়াছে।

১১৭-পয়ারে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণকৃপায় পক্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণভজন করে; এই উক্তিরই প্রমাণ হইল এই শ্লোক।

শ্লো। ৬১। অন্বয়। আদিপুরুষ (হে আদিপুরুষ বলদেব)! এতে (এই সকল) অলিনঃ (ভ্রমর) তব (তোমার) অখিললোকতীর্থং (অখিল-লোক-পাবন) যশঃ (যশঃ) গায়ন্তঃ (গান করিতে করিতে) অনুপথং (পথে পথে) ভজন্তে (ভজন করিতেছে—তোমার অনুগমন করিতেছে)। অনঘ (হে অনঘ—পরমকারুণিক)! অমী (ইহারা—এই ভ্রমরগণ) প্রায়ঃ (প্রায়ই) ভবদীয়মুখ্যাঃ (তোমার ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) মুনিগণাঃ (মুনিগণই)—বনে (শ্রীবৃন্দাবনে) গূঢ়ম্ অপি (গূঢ়—গোপনীয়—ভাবে অবস্থিত) আত্মদৈবং (নিজ অভীষ্টদেব তোমাকে) ন জহতি (ত্যাগ করে না)।

অনুবাদ। হে আদি-পুরুষ বলদেব! এই ভ্রমরগণ তোমার অখিল-লোক-পাবন যশোগান করিতে করিতে পথে পথে তোমার অনুগমন করিতেছে। হে অনঘ! ইহারা প্রায়ই তোমার সেবক-প্রধান মুনিগণ, ইহারা বৃন্দাবনে গূঢ়ভাবে বিচরণকারী নিজ অভীষ্টদেব তোমাকে ত্যাগ করিতেছে না। ৬১

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম বৃন্দাবনের বনে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ গুন্ গুন্ শব্দ করিতে করিতে তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে; তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অগ্রজ বলদেবকে বলিতেছেন—এই ভ্রমরগণ গুন্ গুন্ রবে তোমার যশোরাশিই কীর্ত্তন করিতেছে; তোমার সেবকশ্রেষ্ঠ মুনিগণই হয়তো ভ্রমরের রূপ ধরিয়া তোমার যশঃকীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার অনুসরণ করিতেছে; তুমি যেমন এস্থানে মানুষী লীলার আবরণে গূঢ়ভাবে বিচরণ করিতেছ, তোমার সেবকগণও তদ্রূপ গূঢ়ভাবে ভ্রমরের বেশে তোমার সেবা করিতেছে।

অখিল-লোকতীর্থং—অখিল (সমস্ত) লোকের পক্ষে তীর্থসদৃশ (পরম-পাবন), সকল-লোক-পাবন; শ্রীবলদেবের যশোরাশি (মহিমা) শ্রবণ করিলে—তীর্থস্পর্শে লোক যেমন পবিত্র হয়, তদ্রূপ—সকল লোকই পবিত্র হইতে পারে বলিয়া তাঁহার যশঃ বা মহিমাকে অখিল-লোক-তীর্থ বলা হইয়াছে। এতাদৃশ মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥ ৬২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ইয়ান হি সতাং নিসর্গ ইতি। যদন্তি স্বস্মিংস্তদ্গৃহমাগতায় মহতে মহাপুরুষায় সমর্পয়ন্তীতি ॥ স্বামী ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভ্রমরগণ শ্রীবলদেবের পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছে। **অনঘ**—সেবকদের অঘ (অপরাধ) নাই যাঁহার নিকটে; যিনি সেবকদের অপরাধ গ্রহণ করেন না, কৃপাবশতঃ; সুতরাং যিনি-করুণ, তিনিই অনঘ। এস্থলে অনঘ-শব্দে শ্রীবলদেবের পরম-কারুণিকত্ব সূচিত হইতেছে। যে-সমস্ত ভ্রমর গুন্ গুন্ রবে বলদেবের গুণগান করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে বলিতেছেন—ইহারা **ভবদীয়মুখ্যাঃ**—ভবদীয়দিগের (তোমার ভক্তদের) মধ্যে মুখ্য (শ্রেষ্ঠ); তোমার স্বয়ংরূপের ভক্তও আছে, তোমার অন্যান্য-স্বরূপের ভক্তও আছে; অন্যান্য স্বরূপ অপেক্ষা স্বয়ংরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অন্যান্য-স্বরূপের উপাসক অপেক্ষা স্বয়ংরূপের উপাসকও শ্রেষ্ঠ; এইরূপে, তোমার ভক্তশ্রেষ্ঠ—তোমার স্বয়ংরূপের উপাসক—**মুনিগণাঃ**—মুনিগণই (তোমার ভক্তশ্রেষ্ঠ মুনিগণই ভ্রমরের বেশে এস্থানেও তোমার গুণকীর্ত্তনরূপ ভজন করিতেছেন; তাঁহারা) এই **বনে**—বৃন্দাবনে **গূঢ়ম্ অপি আত্মদৈবং**—মনুষ্যলীলার আবরণে গূঢ় (গোপনীয়) ভাবে অবস্থিত থাকিলেও তাঁহাদের আত্মদৈবকে (অভীষ্টদেব তোমাকে) **ন জহতি**—ত্যাগ করিতেছে না। তুমি যেমন আত্মগোপন করিয়া এস্থানে ক্রীড়া করিতেছ, তাঁহারাও তদ্রূপ ভ্রমরের বেশে আত্মগোপন করিয়া তোমার সেবা করিতেছেন—তাঁহারা তোমাকে ত্যাগ করেন নাই এবং আত্মগোপন করিয়া থাকিলেও তাঁহারা তোমাকে চিনিতে পারিয়াছেন।

১১৭ পয়ারে বলা হইয়াছে ভৃঙ্গ—ভ্রমরগণও শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকে; এই শ্লোকে দেখান হইল—ভ্রমরগণ ভগবদ্ যশোগানরূপ ভজন করিয়া থাকে; এইরূপে এই শ্লোক ১১৭ পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৬২। অন্বয়। ঈড্য (হে স্তবনীয়)! অমী শিখিনঃ (এই ময়ূরগণ) মুদা (হর্ষে—আনন্দে) নৃত্যন্তি (নৃত্য করিতেছে)। হরিণ্যঃ (হরিণীগণ) গোপ্য ইব (গোপীদের ন্যায়) ঈক্ষণেন (দৃষ্টিদ্বারা), কোকিলগণাঃ (এবং কোকিলগণ) সূক্তৈঃ (মধুর-শব্দদ্বারা) তে (তোমার) প্রিয়ং (প্রিয়কার্য্য) কুর্ব্বন্তি (করিতেছে); [অতঃ এতে] (অতএব এই) বনৌকসঃ (বনবাসিগণ) ধন্যাঃ হি (কৃতার্থ), [যতঃ] (যেহেতু) ইয়ান্ (এসমস্ত—গৃহাগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার সম্মানার্থ নৃত্যাদি প্রিয়কার্য্য) সতাং (সাধুগণের) নিসর্গঃ (স্বভাব)।

অনুবাদ। হে স্তবনীয়! এই ময়ূরগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে; ইহারা নৃত্যদ্বারাই গৃহাগত তোমার প্রিয় সাধন করিতেছে। এইরূপে হরিণীগণও গোপীগণের ন্যায় দৃষ্টিদ্বারা এবং কোকিলগণ মধুর শব্দদ্বারা তোমার প্রিয় সাধন করিতেছে। অতএব এই বনবাসিগন ধন্য, কারণ গৃহাগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে স্বীয় বস্তুর নিবেদনে আগ্রহই সাধুগণের স্বভাব। ৬২।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম বনে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদের দেখিয়া ময়ূরগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কোকিলগণ মধুর কুহুধ্বনি করিতেছে এবং হরিণীগণ তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—গোপীগণ যেভাবে চাহিয়া থাকেন, ঠিক যেন সেইভাবে। শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবকে বলিতেছেন—দাদা! এই বনই এই সমস্ত ময়ূর, কোকিল ও হরিণীগণের গৃহ: গৃহস্বামী যেমন গৃহাগত অতিথির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে, প্রীতিপূর্ণনেত্রে অতিথির প্রতি চাহিয়া থাকে—তদ্রূপ এই ময়ূর-কোকিলাদির গৃহস্বরূপ বনে তাহাদের অতিথিস্বরূপ তুমি উপস্থিত হইয়াছ বলিয়া তাহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে—তাই তাহারা তোমার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ তোমার প্রিয় কার্য্য করিতেছে—তোমারই প্রতি প্রীতিপ্রকাশার্থ—ময়ূর নৃত্য করিতেছে, কোকিল মধুর কুহুরব করিতেছে এবং হরিণীগণ প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তোমার প্রতি চাহিয়া আছে।

তথাহি (ভা. ১০।৩৫।১১)—

সরসি সারসহংসবিহঙ্গা-
শ্চারু গীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ৬৩

তথাহি (ভা. ২।৪।১৮)—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৬৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তহি যে সরসি সারসা হংসা অন্যে চ বিহগাস্তে চারুণা গীতেন হৃতচেতস এত্য ততঃ আগত্য হরিমুপাসত অভজন্ত তৎসমীপে উপবিবিশুর্বা। হন্তেতি বিবাদে ॥ স্বামী ॥ ৬৩

ভক্তেঃ পরমশুদ্ধিহেতুত্বং দর্শয়ন্নাহ। কিরাতাদয়ো যে পাপজাতয়ঃ, অন্যে চ যে কর্ম্মতঃ পাপরূপাস্তে। যদপাশ্রয়া ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ সন্তঃ। অসম্ভাবনাশঙ্কাং পরিহরতি, প্রভবিষ্ণবে প্রভবনশীলায়েতি ॥ স্বামী ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বস্তুতঃ আনন্দ-ঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের দর্শনে ময়ূর, হরিণী ও কোকিলগণের চিত্তে আনন্দ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই স্ব-স্ব-ভাবে তাহারা নিজেদের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে ; কেবল ময়ূর-হরিণী-কোকিলগণেরই যে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে আনন্দ হইয়াছে, তাহা নয় ; অন্যান্য পক্ষী এবং ভ্রমরগণেরও আনন্দ হইয়াছে—তাহারাও স্ব-স্ব-ভাবে নিজেদের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে (পূর্ব্ববর্ত্তী দুই শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে)। আর, জলাশয়ে সারস-হংসাদি যাহারা ছিল, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তাহাদেরও আনন্দ জন্মিয়াছিল (পরবর্ত্তী শ্লোক)।

শ্লো। ৬৩। অন্বয়। সরসি (সরোবরে—সরোবরস্থিত) সারস-হংস-বিহঙ্গাঃ (সারস-হংসাদি জলচর পক্ষিগণ) চারুগীতহৃতচেতসঃ (শ্রীকৃষ্ণের মনোহর-বংশীগীতে আকৃষ্টচিত্ত) ; তে (তাহারা) এত্য (সরোবর হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া) যতচিত্তাঃ (সংযতচিত্ত) মীলিতদৃশঃ (নিমীলিতনেত্র) ধৃতমৌনাঃ (মৌনী) [সন্তঃ] (হইয়া) হরিং (শ্রীহরিকে) উপাসত (উপাসনা করে)।

অনুবাদ। সরোবরস্থ সারস-হংসাদি জলচর পক্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বংশীগীতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া সরোবর হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আগমনপূর্ব্বক মৌনভাবে সংযতচিত্তে ও নিমিলিতনয়নে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকে। ৬৩

শ্লো। ৬৪। অন্বয়। কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কসাঃ (কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস) আভীরশুহ্মাঃ (আভীর, শুহ্ম), যবনাঃ (যবন) খসাদয়ঃ (খস-প্রভৃতি), যে (যে সমস্ত) পাপাঃ (পাপজাতি) অন্যে চ (এবং অন্যান্য যাহারা) [পাপাঃ] (কর্ম্মবশতঃ পাপ বা পাপাত্মা) [তে অপি] (তাহারাও) যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ (যে ভগবানের ভক্তগণের আশ্রিত) [সন্তঃ] (হইয়া) শুধ্যন্তি (পবিত্র হয়), তস্মৈ প্রবিষ্ণবে (প্রভাবশালী সেই ভগবান্‌কে) নমঃ (নমস্কার)।

অনুবাদ। মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিলেন :—কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন, খস প্রভৃতি যে-সমস্ত পাপজাতি আছে এবং অপর যাহারা কর্ম্মবশতঃ পাপাত্মা, তাঁহারাও যেই ভগবানের আশ্রিত ভক্তগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পবিত্র হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করি। ৬৪

পাপাঃ—পাপকর্ম্মবশতঃ যাহারা কিরাতাদি দুর্জ্জাতিতে—হীনজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। **অন্যে চ**—অন্যান্য যাহারা পাপকর্ম্ম করিতেছে। **যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ**—অপ (যজ্ঞকর্ম্ম—ভগবদ্‌ভজনরূপ যজ্ঞকর্ম্মই) আশ্রয় (অবলম্বন) যাঁহাদের, তাঁহারা অপাশ্রয় ; ভক্ত। তাঁহারাই আশ্রয় (অবলম্বন) যাঁহাদের, তাঁহারা অপাশ্রয় ; ভক্ত। তাঁহারাই আশ্রয় (শরণ) যাহাদের, অপাশ্রয়দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে যাহারা, তাহারা অপাশ্রয়াশ্রয় ; ভক্তের

কিংবা 'ধৃতি' শব্দে—নিজপূর্ণতাজ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয় ॥ ১১৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।৪।৭৫)—
ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

জ্ঞানেন ভগবদনুভবেন তথা ভগবৎ-সম্বন্ধেন যো দুঃখাভাবস্তেন তথা উত্তমস্য ভগবৎ-সম্বন্ধিতয়া পরমপুরুষার্থস্য প্রেম্ণঃ প্রাপ্ত্যা চ যা পূর্ণতা মনসোঽচাঞ্চল্যং সা ধৃতিরিত্যর্থঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আশ্রিত। যাঁহার (যে-ভগবানের) অপাশ্রয় (ভক্ত),=যদপাশ্রয়; তাঁহাদের আশ্রয়ে আছেন যাঁহারা, তাঁহারা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ।

ভগবদ্ভক্তগণ পতিত-পাবন; তাঁহাদের শরণ গ্রহণ করিলে, ভগবদ্ভক্তের কৃপায় ভজনে প্রবৃত্ত হইলেই কিরাত-হূণাদির দুর্জ্জাতিত্বজনক প্রারব্ধ-পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদের দুর্জ্জাতিত্ব আর থাকে না; ব্যবহারিকভাবে তত্তজ্জাতিরূপে তাহাদের পরিচয় হইয়া থাকিলেও পারমার্থিকভাবে তখন তাহারা পরম পবিত্র হইয়া যায়। আর উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহারা পাপকর্ম্মে রত, ভক্তের কৃপায় তাহাদেরও পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি দূরীভূত হইয়া যায়, সুতরাং তাহারাও পবিত্র হইয়া উঠে। যাঁহার ভক্তেরই এতাদৃশ মহিমা, সেই ভগবানকেই এই শ্লোকে অদ্ভুত-প্রভাবশালী বলা হইয়াছে; তিনি অদ্ভুত-প্রভাবশালী বলিয়াই, তাঁহার ভক্তদেরও পতিত-পাবনত্বরূপ মহিমা।

"আভীর-শুহ্মা"-স্থলে "আভীর-কঙ্কা"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়— আভীর এবং কঙ্কা।

১১৭-পয়ারে বলা হইয়াছে, "নির্গ্রন্থ—বা মূর্খজনেরাও" কৃষ্ণকৃপায় বা সাধুকৃপায় শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকে। এই শ্লোকের কিরাত-হূণাদি জাতীয় লোকেরাই মূর্খজন; ইহারাও ভগবদ্ভক্তের কৃপায় কৃষ্ণভজন করিয়া থাকে—তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল; এইরূপে এই শ্লোক ১১৭ পয়ারের প্রমাণ।

১১৮। পূর্ব্ববর্ত্তী-১১৬-পয়ারে "আত্মা"-শব্দের "ধৃতি" অর্থ করিয়া ধৃতি-শব্দের "ধৈর্য্য"-অর্থ করা হইয়াছে; এক্ষণে ধৃতি-শব্দের অন্য অর্থ করিতেছেন।

ধৃতি—ভগবদনুভবে যে-জ্ঞান জন্মে তাহা, তজ্জন্য দুঃখশূন্যতা এবং ভগবৎ-সম্বন্ধি প্রেমলাভ করার দরুণ মনে যে-চঞ্চলতার অভাব জন্মে এবং তজ্জন্য যে-পূর্ণতার জ্ঞান জন্মে, তাহাকেও ধৃতি বলে। এই ধৃতি যাহার আছে—অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য, অথবা নষ্ট বস্তুর জন্য তাহার কোনওরূপ দুঃখ হয় না।

নিজপূর্ণতা-জ্ঞান—নিজের পূর্ণতার জ্ঞান; অভাব-শূন্যতার জ্ঞান; মনের স্থিরতা। ভগবদনুভূতিতেই এই জ্ঞান জন্মিতে পারে। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর সংশ্রবেই আমাদের চিত্তের অভাববোধ এবং চঞ্চলতা জন্মে; যাঁহার ভগবদনুভূতি হইয়াছে, ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তুতে তাঁহার আর কোনও আসক্তি থাকে না, সুতরাং মনের চঞ্চলতাও থাকে না। তাঁহার চিত্ত ভগবানের অনুভবজনিত আনন্দে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। এইরূপ লোককেই ধৃতিমান্ বলে।

দুঃখাভাবে ইত্যাদি—পূর্ণতা-জ্ঞান কিসে হয়, তাহা বলিতেছেন। দুঃখের অভাব এবং উত্তমবস্তু-প্রাপ্তি—এই দুইটী কারণবশতঃ পূর্ণতাজ্ঞান জন্মে। মায়িক বস্তুতে আসক্তি থাকে না বলিয়া দুঃখাভাব; আর উত্তমবস্তু ভগবৎ-সম্বন্ধি-প্রেমলাভ হইয়া থাকে বলিয়া অভাবশূন্যতা ও প্রেমানন্দ-পূর্ণতা। এইরূপ ধৃতিমান্ লোক যাঁহারা, তাঁহাদের কোনও অভাব না থাকিলেও, এবং হৃদয় প্রেমানন্দে পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, এমনই পরমাশ্চর্য্য শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মহিমা।

শ্লো। ৬৫। অন্বয়। জ্ঞান-দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ (জ্ঞান, দুঃখাভাব এবং ভগবৎ-সম্বন্ধীয় প্রেমরূপ উত্তম বস্তুর লাভহেতু) পূর্ণতা (পূর্ণতা বা মনের অচাঞ্চল্য) ধৃতিঃ (ধৃতি) স্যাৎ (হয়)। অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ (এই ধৃতি—অপ্রাপ্ত, অতীত এবং নষ্ট বিষয়ের জন্য অনুশোচনার অভাব জন্মায়)।

কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তরহীন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা পূর্ণানন্দ প্রবীণ ॥ ১১৯

তথাহি (ভা. ৯।৪।৬৭)—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্ ॥ ৬৬

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ—

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে ॥ ৬৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হৃষিকাণি ইন্দ্রিয়াণি। জীবচঞ্চলে জীবঃ চঞ্চলঃ যত্র তস্মিন্ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। জ্ঞান, দুঃখাভাব এবং ভগবৎ-সম্বন্ধীয় প্রেমরূপ উত্তম-বস্তুর লাভহেতু মনের অচাঞ্চল্যকে ধৃতি বলে। অপ্রাপ্ত, অতীত এবং নষ্ট বিষয়ের জন্য শোক না করাই ইহার অনুভাব। ৬৫

জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ—জ্ঞান (ভগবদনুভবস্বরূপ জ্ঞান), দুঃখাভাব (আনন্দস্বরূপ ভগবানের সম্বন্ধবশতঃ যে-দুঃখাভাব, তাহা) এবং উত্তম বস্তুর (ভগবৎসম্বন্ধীয় প্রেমরূপ উত্তম-বস্তুর) আপ্তি (প্রাপ্তি বা লাভ) বশতঃ যে **পূর্ণতা**—চিত্তের চাঞ্চল্যহীনতা, চিত্তে স্থৈর্য্য, তাহাকেই ধৃতি বলে। ইহা হইল ধৃতির স্বরূপ-লক্ষণ। স্বরূপলক্ষণ বলিয়া তটস্থ-লক্ষণও বলিতেছেন—**অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ**—অপ্রাপ্ত (যে-অভীষ্টবস্তু পাওয়া যায় নাই), অতীত (যে-অভীষ্টবস্তু পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই—আপনা-আপনি যাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, অথবা ভোগের দ্বারা যাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে) এবং নষ্ট (যাহা ভোগের পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে—এরূপ) যে-অর্থ (কাম্যবস্তু), তাহার জন্য অনভিসংশোচনাদি—ন অভিসংশোচনাদি (শোকাদি কি অনুশোচনাদি) কৃৎ (করে যাহা); অপ্রাপ্তাতীত অভীষ্টবস্তুর জন্য শোকাভাবাদি জন্মায় যাহা—তাহা ধৃতি; অর্থাৎ যাঁহার ধৃতি আছে, তিনি কখনও অভীষ্টবস্তু পাওয়া না গেলে, কি অভীষ্ট বস্তু নিঃশেষ বা নষ্ট হইয়া গেলে তজ্জন্য দুঃখিত হন না; ইহা হইল ধৃতির তটস্থ-লক্ষণ বা কার্য্য বা অনুভাব। ১১৮-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১১৯। একমাত্র কৃষ্ণভক্তেরই যে পূর্ব্বপয়ারোক্ত ধৃতি বা পূর্ণতা থাকিতে পারে, তাহা দেখাইতেছেন।

কৃষ্ণভক্ত ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বাসনাব্যতীত কৃষ্ণভক্তের অন্য কোনও বাসনা নাই (বাঞ্ছান্তরহীন); সুতরাং অন্য-বাসনার অপূর্ত্তিজনিত দুঃখাদিও তাঁহার নাই (তিনি দুঃখহীন)। আবার অত্যন্ত প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন বলিয়া সেবানন্দে তাঁহার হৃদয়ও সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে। সেবানন্দে হৃদয় পূর্ণ থাকে বলিয়া তাঁহার কোনও অভাব-বোধ নাই—কোনও জিনিষই তিনি কামনা করেন না; অন্য বস্তু তো দূরের কথা, তিনি সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ-মুক্তি পর্য্যন্তও কামনা করেন না। সুতরাং কৃষ্ণভক্তই প্রকৃত ধৃতিমান্। “কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ২।১৯।১৩২ ॥”

কোনও কোনও গ্রন্থে “কৃষ্ণপ্রেমসেবা”র স্থলে “কৃষ্ণানন্দ-সেবা” পাঠ আছে।

পূর্ণানন্দ প্রবীণ—পূর্ণানন্দে প্রবীণ (শ্রেষ্ঠ); পূর্ণতমরূপে আনন্দিত।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৩৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

অন্যবস্তুর কথা দূরে, সালোক্যাদি মুক্তিও যে কৃষ্ণভক্ত কামনা করেন না—সুতরাং তাঁহারা যে “কৃষ্ণ-প্রেমসেবা-পূর্ণানন্দপ্রবীণ”—তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল। এইরূপ ১১৯-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৬৭। অন্বয়। যস্য (যাঁহার) হৃষীকাণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) হৃষিকেশে (হৃষীকেশ-শ্রীকৃষ্ণে) স্থৈর্য্যগতানি (স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে) হি (নিশ্চিত) স এব (তিনিই) জীবচঞ্চলে (জীবচঞ্চল) সংসারে (সংসারে) ধৈর্য্যং (ধৈর্য্য) আপ্নোতি (লাভ করেন)।

'চ'—অবধারণে ইহঁা 'অপি'—সমুচ্চয়ে ।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষি-মূর্খচয়ে ॥ ১২০

'আত্মা'-শব্দে 'বুদ্ধি' কহে বুদ্ধিবিশেষ ।
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অবশেষ ॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। হৃষিকেশ-শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে (অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই যিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন) এই জীবচঞ্চল সংসারে তিনিই ধৈর্য্য লাভ করেন। ৬।

হৃষিকেশ—হৃষীক (ইন্দ্রিয়)-সমূহের ঈশ (অধিপতি) যিনি, তিনি হৃষিকেশ শ্রীকৃষ্ণ। ইন্দ্রিয়সমূহের অধিপতি হইলেন শ্রীকৃষ্ণ ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবায় সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সম্যক্‌রূপে—অবিচলিতভাবে—নিয়োজিত করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রীকৃষ্ণে স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে ; তখন শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া—শ্রীকৃষ্ণের সেবাত্যাগ করিয়া কোনও ইন্দ্রিয়ই আর অত্যল্প সময়ের জন্যও ধাবিত হইবে না। এরূপ করিতে যিনি পারিয়াছেন, এই **জীবচঞ্চলে**—জীব (কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত সর্ব্বদা বিভিন্ন যোনিতে গতাগতি করে বলিয়া) চঞ্চল (অস্থির) যে-স্থলে, সেই সংসারে তিনিই ধৈর্য্য লাভ করিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না।

এই শ্লোকও ১১৯ পয়ারের প্রমাণ।

১২০। আত্মা-শব্দের "ধৃতি" অর্থের সঙ্গে শ্লোকোক্ত "চ" এবং "অপি" শব্দদ্বয়ের কি অর্থ হইবে, তাহা বলিতেছেন। **চ-অবধারণে**—"চ"-শব্দে অবধারণ বা নিশ্চয় বুঝায়। **অপি-সমুচ্চয়ে**—"অপি"-শব্দে সমুচ্চয় বুঝায় ; অর্থাৎ "মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপি"-দ্বারা মুনিগণ এবং নির্গ্রন্থগণ সকলেই কৃষ্ণভজন করে, ইহাই "অপি"র সমুচ্চয়ার্থের তাৎপর্য্য।

১১৬, ১১৭ ও ১২০-পয়ারোক্ত অর্থানুসারে আত্মারাম-শ্লোকের অন্বয় এইরূপ হইবে :—

নির্গ্রন্থাঃ (মূর্খাঃ কিরাতাদয়ঃ নীচাঃ) মুনয়ঃ (পক্ষিণঃ ভ্রমরাঃ বা) অপি আত্মারামাঃ (ধৈর্য্যশীলাঃ সন্তঃ) চ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি—হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

(১৬) উক্ত অন্বয়ানুরূপ শ্লোকার্থ হইবে এইরূপ :—কিরাতাদি নীচ-জাতীয় মূর্খ লোকগণ এবং পক্ষিভ্রমরাদিও ধৈর্য্যশীল হইয়া উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করে, এমনই শ্রীহরির গুণ।

আর ১১৮-পয়ারানুসারে ধৃতি-শব্দের পূর্ণতা অর্থে **অন্বয়াদি** এইরূপ :—নির্গ্রন্থাঃ (মায়াতীতাঃ) মুনয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণ-মননশীলাঃ ভক্তাঃ) অপি আত্মারামাঃ (আত্মনি ধৃতৌ রমন্তঃ ভগবদনুভববশতঃ দুঃখাভাবাৎ ভগবৎ-প্রেম-লাভতঃ পূর্ণাঃ চাঞ্চল্যরহিতাঃ চ সন্তঃ) চ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি ইত্যাদি।

অর্থঃ—(১৭) অবিদ্যাগ্রন্থিহীন শ্রীকৃষ্ণ-মননশীল ভগবদ্-ভক্তগণও ভগবৎসম্বন্ধলাভবশতঃ দুঃখাভাবহেতু এবং ভগবৎ প্রেমলাভ-প্রযুক্ত পূর্ণতা-হেতু চাঞ্চল্যশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন এতাদৃশই ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত মোট সতরটী অর্থ হইল।

১২১। আত্মা-শব্দের "বুদ্ধি"-অর্থ ধরিয়া শ্লোকের আর এক রকম অর্থ করিতেছেন। **বুদ্ধি**—সামান্য ও বিশেষ ভেদে দুই রকম। বিশেষ বুদ্ধিতে যাঁহারা রমণ করেন, যাঁহারা বিশেষ-বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাঁহারাই আত্মারাম।

সামান্য বুদ্ধি ইত্যাদি—দেহ-দৈহিক বস্তুতে যাহাদের "আমি, আমার" বুদ্ধি আছে, তাহাদের বুদ্ধিই সামান্য-বুদ্ধি। সাধারণ লোকমাত্রই এইরূপ সামান্য-বুদ্ধি-বিশিষ্ট। এস্থলে আত্মারাম-শব্দে এই সামান্য-বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকদিগকে লক্ষ্য করেন নাই।

যত জীব অবশেষ—সামান্য-বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবগণকে অবশিষ্ট রাখিয়া বিশেষ-বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকদিগকেই এইরূপ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

'বুদ্ধ্যে রমে 'আত্মারাম' দুই ত প্রকার—।
পণ্ডিত মুনিগণ, নির্গ্রন্থ মূর্খ আর ॥ ১২২
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে বিচারে রতিবুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণপায় ॥ ১২৩

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৮)—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৬৮

তথাহি (ভা. ২।৭।৪৫)—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ ৬৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তথাচ বিভূতিযোগয়ো র্জ্ঞানেন সম্যক্ জ্ঞানাবাপ্তিং দর্শয়তি অহমিতি চতুর্ভিঃ। অহং সর্ব্বস্য বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহ ইত্যাদি সর্ব্বং মত্তঃ প্রবর্ত্ততে ইত্যেবং মত্বা অববুধ্য বুধা বিবেকিনো ভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে ॥ স্বামী ॥ ৬৮

কিং বহুনা, সৎসঙ্গেন সর্ব্বেঽপি বিদন্তি ইত্যাহ—তে বা ইতি। অদ্ভুতাঃ ক্রমাঃ পাদন্যাসাঃ যস্য হরেস্তৎ-পরায়ণাস্তদ্ভক্তাস্তেষাং শীলে শিক্ষা যেষাং তে তথা যদি ভবন্তি, তর্হি তেঽপি বিদন্তীত্যর্থঃ। শ্রুতে ভগবতো রূপে ধারণা মনোনিয়মনং যেষাং তে বিদন্তীতি কিমু বক্তব্যম্ ॥ স্বামী ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২২। **বুদ্ধ্যে রমে**—বুদ্ধ্যে অর্থ এস্থলে বিশেষবুদ্ধিতে। এই বিশেষ-বুদ্ধিটী কি, তাহা পর-পয়ারে বলিতেছেন। **বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম**—আত্মা-শব্দের বিশেষবুদ্ধি অর্থ গ্রহণ করিলে, আত্মারাম-শব্দের অর্থ হয়—বিশেষবুদ্ধিতে রমণ করেন যাঁহারা বিশেষ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট। বিশেষ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট আত্মারাম দুই রকমের--এক পণ্ডিত মুনিগণ, আর নির্গ্রন্থ মূর্খগণ। **পণ্ডিত মুনি**—যে-সকল মুনির শাস্ত্রজ্ঞান আছে। ইহা মুনয়ঃ শব্দের অর্থ। **নির্গ্রন্থমূর্খ**—যাহারা শাস্ত্রজ্ঞানহীন, সুতরাং মূর্খ। ইহা নির্গ্রন্থ-শব্দের অর্থ (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩১৪ পয়ারের অর্থ দ্রষ্টব্য)।

১২৩। **কৃষ্ণকৃপায় ইত্যাদি**—কৃষ্ণের কৃপায়, কিম্বা সাধুর কৃপায় সাধুদিগের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারাদি শুনিয়া —পণ্ডিত মুনিগণ ও নির্গ্রন্থ মূর্খগণ—শ্রীকৃষ্ণেতে রতি (নিষ্ঠা)-রূপা বুদ্ধি লাভ করেন। এই বুদ্ধিলাভ করিলেই তাঁহারা অন্য সমস্ত ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে শুদ্ধা (অহৈতুকী) ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণেতে রতি (নিষ্ঠা)-রূপা বুদ্ধিই বিশেষ-বুদ্ধি। এই বিশেষ বুদ্ধি-লাভের হেতু কৃষ্ণকৃপা বা সাধুসঙ্গ। এই বিশেষ-বুদ্ধি যাঁহাদের লাভ হইয়াছে, তাঁহারাই এস্থলে আত্মারাম। **কৃষ্ণপায়**—কৃষ্ণের চরণে। উক্ত অর্থে শ্লোকটীর অন্বয়াদি এইরূপ হইবে :—

মুনয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) নির্গ্রন্থাঃ (মূর্খাঃ) অপি চ আত্মারামাঃ (শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠারূপা-বুদ্ধিবিশিষ্টাঃ সন্তঃ) উরুক্রমে ইত্যাদি।

অর্থ—(১৮) পণ্ডিতগণ এবং মূর্খগণ উভয়েই শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠারূপা-বুদ্ধিবিশিষ্টা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন ইত্যাদি। এই পর্য্যন্ত আঠারটী অর্থ হইল।

পণ্ডিতগণ যে বুদ্ধিবিশেষযুক্ত হইয়া ভজন করেন, তাহার প্রমাণ নিম্নের ৬৮ শ্লোকে, এবং মূর্খগণ বুদ্ধিবিশেষযুক্ত হইয়া যে-ভজন করেন, তাহার প্রমাণ নিম্নের ৬৯ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ৬৮। অন্বয়। অহং (আমি—শ্রীকৃষ্ণ) সর্ব্বস্য (সকলের) প্রভবঃ (উৎপত্তিস্থান), মত্তঃ (আমা-হইতে) সর্ব্বং (সকল—সকলের বুদ্ধি-জ্ঞান-অসম্মোহাদি সমস্ত) প্রবর্ত্ততে (প্রবর্ত্তিত হয়)—ইতি (এইরূপ) মত্বা (মনে করিয়া) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রীতিযুক্ত হইয়া) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করে)।

অনুবাদ। অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—আমিই (প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তু) সকলের উৎপত্তিস্থান এবং আমিই সকলের (বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ প্রভৃতির) নিয়ন্তা—ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ প্রীতি-সহকারে আমার ভজন করেন। ৬৮

পণ্ডিত—মুনিগণ যে শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাহার (১২২-২৩ পয়ারোক্তির) প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৬৯। অন্বয়। স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরাঃ (স্ত্রী, শূদ্র, হূণ এবং শবরগণ এবং) পাপজীবাঃ (পাপজীবগণ—

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণপায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে তাঁরে পায় ॥১২৪

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।১০)—
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ৭০

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত নাম।
ব্রজে বাস,—এই পঞ্চসাধন প্রধান ॥১২৫

এই পঞ্চমধ্যে এক স্বল্প করয়।
সদ্বুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ ১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শাস্ত্র বিরুদ্ধাচারী জীবগণ) অপি (ও) তির্য্যগ্‌জনাঃ অপি (পশু-পক্ষি প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণিবর্গও) যদি (যদি) অদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীলশিক্ষাঃ (যাঁহার পাদবিন্যাস অদ্ভুত, সেই ভগবানের ভক্তগণের চরিত্রবিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত) [ভবন্তি] (হইতে পারে) [তদা] (তাহা হইলে) তে বৈ (তাহারও) দেবমায়াং (দেবমায়া) বিদন্তি (জানিতে পারে) অতিতরন্তি চ (এবং উত্তীর্ণ হইতে পারে)—কিমু (তাঁহাদের কথা আর কি বলিব) যে (যাঁহারা) শ্রুতধারণাঃ (ভগবানের রূপে বা তত্ত্বে যাঁহারা মনকে নিয়োজিত করিয়াছেন)।

অনুবাদ। শ্রীনারদের নিকট ব্রহ্মা বলিলেন :—যাঁহার পাদ-বিন্যাস অদ্ভুত (অর্থাৎ যিনি পাদবিক্ষেপদ্বারা ত্রিলোকীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন), সেই ভগবানের ভক্তগণের চরিত্র-বিষয়ে যদি শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহা হইলে (বৈদিক-কর্ম্মে অধিকারহীন) স্ত্রী, শূদ্র এবং হূণ-শবরাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধাচারী জীবগণও—এমন কি পশু, পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীবর্গও দেব-মায়া অবগত ও উত্তীর্ণ হইতে পারে। অতএব যাঁহারা বেদার্থ আলোচনা করিয়া ভগবদ্রূপে চিত্ত মোহিত করিয়াছেন, তাঁহারা যে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইয়া মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি ? ৬৯

অদ্ভুতক্রম—উরুক্রম শ্রীভগবান্ ; এই পরিচ্ছেদের ৬ সংখ্যক শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **অদ্ভুত-ক্রমপরায়ণ-শীলশিক্ষাঃ**—অদ্ভুতক্রমে (উরুক্রম-ভগবানে) পরায়ণ (পর—শ্রেষ্ঠ—একমাত্র অয়ন যাঁহাদের—ভগবান্‌ই একমাত্র আশ্রয় যাঁহাদের, তাদৃশ ঐকান্তিক ভক্তগণ), তাঁহাদের শীল (চরিত্র—চরিত্রবিষয়ে) শিক্ষা লাভ হইয়াছে যাঁহাদের ভক্তগণের চরিত্রবিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া তদ্রূপ আচরণ (অর্থাৎ ভজন) যাঁহারা করেন, তাঁহারা, অর্থাৎ ভগবদ্‌ভজন করিতে পারিলে স্ত্রীপুত্রাদি সকলেই দেবমায়া উত্তীর্ণ হইতে।পারে। **শ্রুতধারণাঃ**—শ্রুতে (ভগবানে) ধারণা—ভগবানের রূপ-গুণাদিতে বা ভগবত্তত্ত্বে চিত্তের ধারণা জন্মিয়াছে যাঁহাদের।

"অদ্ভুত-ক্রম-পরায়ণশীল-শিক্ষা"-শব্দে সাধুসঙ্গ সূচিত হইতেছে ; যেহেতু, সাধুদের (ভক্তদের) চরিত্রবিষয়ে কিছু জানিতে হইলে তাঁহাদের সঙ্গের প্রয়োজন, সাধুসঙ্গ না হইলে সাধুদের চরিত্রবিষয়ে শিক্ষা লাভ করা যায় না।

সাধুসঙ্গের প্রভাবে নির্গ্রন্থ মূর্খগণও যে কৃষ্ণভজন করিয়া থাকে, এই ১২২-২৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১২৪। পূর্ব্ব পয়ারে যে-বিচারের কথা বলা হইয়াছে, সেই বিচারের ফলে কিরূপে রতিবুদ্ধি পাওয়া যায়, তাহা বলিতেছেন।

বিচারের ফলে যখন বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য,—কেবল উত্তমা ভক্তির নিমিত্ত নহে, জীবের অন্য বাসনা-পূর্ত্তির নিমিত্তও শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য, এই জ্ঞান যখন জন্মে—তখন জীব শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকে। প্রীতির সহিত ভজন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া তাঁহাকে এমন বুদ্ধি দেন, যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাইতে পারে। ইহার প্রমাণ নিম্ন শ্লোক।

শ্লো। ৭০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২৫-২৬। শ্রীকৃষ্ণেতে রতিরূপা বুদ্ধিলাভের সাধন বলিতেছেন—সৎসঙ্গ ইত্যাদি দুই পয়ারে। সৎসঙ্গাদি পাঁচটী প্রধান ভজনাঙ্গের যে-কোনও একটীর অল্পমাত্র অনুষ্ঠানেও সদ্বুদ্ধিজনের কৃষ্ণপ্রেম জন্মিতে পারে। ২।২২।৭৪-৭৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১১০)—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ৭১

উদারা মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি ॥ ১২৭

তথাহি (ভা. ২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ৭২

ভক্তিপ্রভাবে সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া ॥ ১২৮

তথাহি (ভা. ১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৭৩

তথাহি (ভা. ৫।১৯।২০)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ৭৪ ॥

'আত্মা' শব্দে 'স্বভাব' কহে, তাতে যেই রমে।
'আত্মারাম' জীব যত স্থাবরজঙ্গমে ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সদ্‌বুদ্ধিজন—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সৎ-বস্তু, মুখ্য সৎ-বস্তু, অন্যনিরপেক্ষ সৎ-বস্তু, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য-বস্তু—এই জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিই সদ্‌বুদ্ধিজন। ২।২২।৪৯ পয়ারের অন্তর্গত সৎ-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৭১। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।৫৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১।২৫-২৬ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২৭। উদারা মহতী ইত্যাদি—সদ্‌বুদ্ধিজনের কথা বলিতেছেন। **উদারা**—সরলা; কুটিলতাশূন্যা। **মহতী**—শ্রেষ্ঠা; সর্ব্বাপেক্ষা মহদ্বস্তু শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনী বলিয়া মহতী। **সর্ব্বোত্তমা**—অপর সকলের বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠা। **নানাকামে**—নানাবিধ কামনা-সিদ্ধির জন্য; ভুক্তি-মুক্তি-আদির নিমিত্ত। **ভক্তি-সিদ্ধি**—শুদ্ধাভক্তির সিদ্ধি বা ফল।

যাঁহার বুদ্ধি অত্যন্ত সরল, "শ্রীকৃষ্ণই সকলের সকল বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ"—এইরূপ উত্তমা বুদ্ধি যাঁহার আছে, তিনি যদি অন্যবাসনা-পূর্ত্তির উদ্দেশ্যেও শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তাহা হইলেও তিনি শুদ্ধাভক্তির ফল যে-কৃষ্ণপ্রেম, তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। ইহা কিরূপে হয়, তাহা পর-পয়ারে বলিতেছেন।

শ্লো। ৭২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২৮। ভক্তি-প্রভাবে—ভক্তির স্বরূপগতশক্তিতে। **কাম**—ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-আদির বাসনা। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির বা আত্মদুঃখ-নিবৃত্তির বাসনা।

ভুক্তি-মুক্তি-আদি লাভের নিমিত্ত যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তাহা হইলেও—ভক্তির এমনই শক্তি যে, ঐ ভজনের প্রভাবেই তাঁহার চিত্ত হইতে অন্য বাসনা দূরীভূত হইবে, এবং কৃষ্ণের গুণ চিত্তে স্ফুরিত হইবে এবং কৃষ্ণের গুণ স্ফুরিত হইলেই ঐ গুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান করিবেন। ২।২২।২৪-২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৭৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৬ ১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৭৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১২৮-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২৯। আত্মা-শব্দের 'স্বভাব'-অর্থ ধরিয়া শ্লোকের আর এক রকম অর্থ করিতেছেন।

স্বভাব—'স্ব'-এর ভাব অর্থাৎ স্বরূপের ভাব। জীবের স্বরূপ হইল—কৃষ্ণের নিত্যদাস; সুতরাং জীবের স্বভাব হইল—কৃষ্ণদাস-অভিমান। কৃষ্ণকৃপাদি-হেতুতে যখন এই কৃষ্ণদাস-অভিমানরূপ স্বভাব স্ফুরিত হয়, তখন ঐ

জীবের স্বভাব—কৃষ্ণদাস অভিমান।
দেহে 'আত্মা'-জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥ ১৩০
কৃষ্ণ-কৃপাদি হেতু হৈতে স্বভাব-উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ১৩১
'চ'-শব্দ এব-অর্থে—'অপি' সমুচ্চয়ে।
'আত্মারাম-এব' হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ॥ ১৩২
সেই জীব সনকাদি সব মুনি জন।
'নির্গ্রন্থ' মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ ॥ ১৩৩
ব্যাস-শুক-সনকাদ্যের প্রসিদ্ধ ভজন।
নির্গ্রন্থ-স্থাবরাদ্যের শুন বিবরণ ॥ ১৩৪
কৃষ্ণকৃপাদি-হেতু হৈতে স্বভাব-উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয় ॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অভিমানে যাঁহারা রমণ করেন, অর্থাৎ 'আমি কৃষ্ণের দাস'—এইরূপ অভিমানে যাঁহারা আনন্দানুভব করেন, তাঁহারাই এই স্থলে আত্মারাম।

আত্মারাম জীব যত ইত্যাদি—স্থাবর-জঙ্গমাদি যত জীব আছে, কৃষ্ণ-কৃপাদি পাইলে সকলেই এইরূপ আত্মারাম হইতে পারে; অর্থাৎ সকলেরই কৃষ্ণদাসাভিমান স্ফুরিত হইতে পারে। নিম্নের ৭৫।৭৬।৭৭ শ্লোকে স্থাবরদিগের এবং ৭৬।৭৮ শ্লোকে জঙ্গমদিগের আত্মারামতার প্রমাণ দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমন সময়ে ঝারিখণ্ডের সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু এবং তরুগুল্মাদিও প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিল। শিবানন্দসেনের কুকুর "কৃষ্ণ-কৃষ্ণ" বলিয়াছিল।

১৩০। **জীবের স্বভাব** ইত্যাদি—জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস; সুতরাং কৃষ্ণদাস-অভিমানই তাহার স্বভাব। **দেহে আত্মজ্ঞানে** ইত্যাদি—মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়াছে বলিয়া—মায়িক দেহকে "আমি" বলিয়া এবং দেহসম্বন্ধীয় বস্তুতে "আমার বস্তু" বলিয়া জীবের জ্ঞান জন্মিয়াছে; এই ভ্রান্তজ্ঞানবশতঃ জীবের "কৃষ্ণদাস-অভিমান"-রূপ স্বভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। **আচ্ছাদিত**—ঢাকা পড়িয়াছে; চাপা পড়িয়াছে; স্ফুরিত হয় না।

১৩১। **কৃষ্ণকৃপাদি**-কৃষ্ণের কৃপা, ভক্তের কৃপা ও ভক্তির কৃপা। **স্বভাব উদয়**—কৃষ্ণকৃপাদির প্রভাবে জীবের দেহে-আত্মবুদ্ধি দূর হয়। এই আত্মবুদ্ধি দূরীভূত হইলেই কৃষ্ণদাস-অভিমানরূপ স্বভাব স্ফুরিত হয়। ভস্মের নীচে স্বর্ণখণ্ড লুক্কায়িত থাকিলে যেমন স্বর্ণ দেখা যায় না, ভস্ম দূর করিয়া দিলে যেমন আবার স্বর্ণ দেখা যায়, তদ্রূপ দেহাত্মবুদ্ধির অন্তরালে কৃষ্ণদাসাভিমান লুক্কায়িত থাকে, কৃষ্ণকৃপাদিবশতঃ দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইলেই জীবের চিত্তে কৃষ্ণদাস-অভিমান স্ফুরিত হয়।

কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট ইত্যাদি—দেহাত্ম-বুদ্ধি তিরোহিত হইলেই চিত্তে কৃষ্ণদাস-অভিমান স্ফুরিত হয়; এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়; সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে কৃষ্ণগুণ স্ফুরিত হয়; তখনই জীব কৃষ্ণগুণে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করে।

১৩২। আত্মা-শব্দের "স্বভাব"-অর্থের সঙ্গে মিল রাখিয়া শ্লোকস্থ "চ" ও "অপি"-শব্দদ্বয়ের অর্থ করিতেছেন। **চ-শব্দ**—চ শব্দের অর্থ এব (ই); নিশ্চয়। **অপি সমুচ্চয়ে**—সমুচ্চয়-অর্থে এস্থলে 'অপি'-শব্দের প্রয়োগ। মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপি অর্থ—মুনিগণ এবং নির্গ্রন্থ (মূর্খ)-গণ সকলেই কৃষ্ণভজন করেন; ইহাই অপির তাৎপর্য্য।

১৩৩। এই পয়ারে মুনয়ঃ ও নির্গ্রন্থাঃ শব্দের অর্থ করিতেছেন। **সেই জীব**—যে-জীবের কৃষ্ণদাসাভিমান স্ফুরিত হইয়াছে, সেই জীব **সনকাদি মুনিগণ**—সনক-সনাতনাদি, ব্যাস, শুক প্রভৃতি মুনিগণ। ইহা 'মুনয়ঃ'-শব্দের অর্থ। **নির্গ্রন্থ**—শাস্ত্রজ্ঞানহীন, সুতরাং মূর্খ, কিরাতাদি নীচ-জাতীয় লোকগণ, পশুপক্ষী প্রভৃতি এবং তৃণ-লতাদি স্থাবর-জাতীয় জীব সকলেই নির্গ্রন্থ।

১৩৪-৩৫। ব্যাস-শুক-সনকাদি মুনিগণ যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন (প্রসিদ্ধ)। তৃণ-লতাদি স্থাবরজাতীয় প্রাণিগণ যে কৃষ্ণভজন করিয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন না; তাঁহাদের ভজনের কথা

তথাহি (ভাঃ ১০।১৫।৮)—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥ ৭৫॥

তথাহি (ভা. ১০।২১।১৯)—

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্॥ ৭৬॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তৃণবীরুধশ্চ তব পাদৌ স্পৃশন্তীতি তথা। করজাভিমৃষ্টা নখৈঃ স্পৃষ্টাঃ। সদয়ৈরবলোকনৈঃ। শ্রীরপি যস্মৈ স্পৃহয়তি কেবলং তেন ভুজয়োরন্তরেণ বক্ষসা গোপ্যো ধন্যা ইতি॥ স্বামী॥ ৭৫

হে সখ্যঃ! ইদন্ত অতিচিত্রম্। গোপৈঃ সহ বনে বনে গাঃ সঞ্চারয়তোস্তয়ো রামকৃষ্ণয়ো র্মধুরপদৈর্ম্মহাবেণুনাদৈঃ। শরীরিষু যে গতিমন্ত স্তেষামস্পন্দনং স্থাবরধর্ম্মঃ তরূণাং পুলকো জঙ্গমধর্ম্ম ইতি। নির্যুজ্যন্তে গাবঃ আভিরিতি নির্য্যোগঃ পাদবন্ধনরজ্জবঃ, অধয্যগবাং কর্ষণার্থাঃ পাশাশ্চ তৈঃ কৃতং লক্ষণং চিহ্নং যয়োঃ। শিরসি নির্য্যোগবেষ্টনেন স্কন্ধস্থাপনেন চ গোপ-পরিবৃঢ়শ্রিয়া বিরাজমানয়োরিতি॥ স্বামী॥ ৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(নিম্ন-শ্লোক-সমূহে) বলিতেছি শুন। কৃষ্ণকৃপাদিবশতঃ তাঁহাদের কৃষ্ণ-দাস-অভিমানরূপ স্বভাব স্ফুরিত হইলে তাঁহারাও কৃষ্ণ-ভজন করেন। তাঁহাদের ভজনে কৃষ্ণ-কৃপাদিই হেতু।

শ্লো। ৭৫। অন্বয়। অদ্য (আজ) ইয়ং (এই) ধরণী (পৃথিবী) ধন্যা (ধন্যা), ত্বৎপাদস্পৃশঃ (তোমার চরণ-স্পর্শপ্রাপ্ত) তৃণবীরুধঃ (তৃণ-গুল্মগণ) করজাভিমৃষ্টাঃ (করনখ-স্পর্শ লাভ করিয়া) দ্রুমলতাঃ (বৃক্ষলতাগণ) সদয়াবলোকৈঃ (তোমার সকরুণ অবলোকনে) নদ্যঃ (নদীসকল) অদ্রয়ঃ (পর্ব্বত-সকল) খগমৃগাঃ (মৃগপক্ষিগণ)—শ্রীঃ (লক্ষ্মীদেবী) যৎস্পৃহা (যাহার জন্য স্পৃহাবতী, সেই) ভুজয়োঃ (তোমার ভুজদ্বয়ের) অন্তরেণ (মধ্যবর্ত্তী বক্ষঃস্থল-দ্বারা—বক্ষঃস্থলের আলিঙ্গনদ্বারা) গোপ্যঃ (গোপীগণ—গোপীনামক শ্যামলতাসমূহ) [ধন্যাঃ] (ধন্য হইল)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবকে বলিলেন :—অদ্য তোমার চরণ-স্পর্শে এই পৃথিবী এবং (তৎপৃষ্ঠস্থ) তৃণ-গুল্মগণ ধন্য হইল ; তোমার কর-নখের স্পর্শে বৃক্ষ ও বৃক্ষসংলগ্ন-লতাসমূহ, তোমার করুণাপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা নদী-পর্ব্বত ও মৃগপক্ষিসকল ধন্য হইয়াছে এবং স্বয়ং লক্ষ্মীও ভুজদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বক্ষঃস্থলের যে আলিঙ্গন কামনা করেন, তোমার সেই আলিঙ্গন লাভ করিয়া গোপীগণও (গোপী-নামক-লতাসমূহ) ধন্য হইল। ৭৫

শ্রীবলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন বনভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে এই সকল স্তুতিবাক্য বলিয়াছিলেন।

শ্রীঃ যৎস্পৃহা—শ্রী (লক্ষ্মীও) যাহার (যে আলিঙ্গনের) জন্য স্পৃহাবতী ; ইহাদ্বারা শ্রীবলদেবের বক্ষঃস্থলের ও ভুজদ্বয়ের পরম-রমণীয়তা সূচিত হইতেছে। গোপ্যঃ—গোপীগণ ; শ্রীবৃন্দাবনের বনে এক রকম শ্যামলতা আছে—তাহাকে সাধারণতঃ গোপী বা গোপীলতা বলা হয় ; শ্রীবলদেব কৌতুকবশতঃ সেই লতাসমূহকে দুই বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ; তাহাই এস্থলে সূচিত হইতেছে।

শ্রীবলদেবের শ্রীঅঙ্গের স্পর্শ পাইয়া তৃণ-গুল্মাদি স্থাবর জীবগণের ধন্য—কৃতার্থ—হওয়ার কথাই এই শ্লোক হইতে জানা যায় ; তাহাদের কৃতার্থতাদ্বারাই শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শাদির নিমিত্ত তাহাদের উৎকণ্ঠা সূচিত হইতেছে ; ভগবৎ-সংস্পর্শলাভের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাই জীব-স্বরূপের স্বভাব এবং শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের কৃপাতেই এই স্বভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াছে ; এইরূপে—১৩৪ পয়ারোক্ত নির্গ্রন্থ-স্থাবরাদির শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৭৬। অন্বয়। সখ্যঃ (হে সখীগণ)! গোপকৈঃ (গোপবালকগণের সঙ্গে) অনুবনং (বনে বনে)

তথাহি (ভা. ১০।৩৫।৯)—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৭৭ ॥

তথাহি (ভা. ২।৪।১৮)—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৭৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গাঃ নয়তঃ (গোচারণকারী) নির্যোগ-পাশকৃত-লক্ষণয়োঃ (মস্তকে গাভীসকলের পাদবন্ধন-রজ্জু এবং স্কন্ধে দুর্দান্ত গো-সমূহের বন্ধন-রজ্জুধারণকারী) [রাম-কৃষ্ণয়োঃ] (শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের) কলপদৈঃ (মধুর-পদবিশিষ্ট) উদার বেণুস্বনৈঃ (শ্রবণ-সুখকর বেণুরব শ্রবণ করিয়া) তনুভৃৎসু (দেহধারী-প্রাণীগণের মধ্যে) গতিমতাং (জঙ্গম-প্রাণীদিগের) অস্পন্দনং (নিশ্চলতারূপ স্থাবর-ধর্ম্ম) তরূণাং (স্থাবর বৃক্ষসমূহের) পুলকঃ (পুলকরূপ জঙ্গমধর্ম্ম)—[ইতি] (ইহা) বিচিত্রম্ (অতীব বিচিত্র—অদ্ভুত)!

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া কোনও গোপী তাঁহার সখীগণকে বলিতেছেন :—

হে সখীগণ! যাঁহারা গোপগণ-সঙ্গে বনে বনে গোচারণ করিতেছেন, এবং যাঁহারা মস্তকে নির্যোগ (দোহনকালে গাভীগণের পাদবন্ধন-রজ্জু) এবং স্কন্ধে (দুর্দ্দান্ত গো-সমূহের) বন্ধনপাশ ধারণ করিয়াছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীবলরামের, মধুর-পদবিশিষ্ট শ্রবণানন্দদায়ক বেণুরব শ্রবণ করিয়া—দেহধারী প্রাণিগণের মধ্যে, জঙ্গম-প্রাণিগণ যে অস্পন্দনরূপ স্থাবর-ধর্ম্ম এবং বৃক্ষাদি স্থাবর-দেহিগণ যে পুলকরূপ জঙ্গম-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অতীব বিচিত্র। ৭৬

নির্যোগ—দোহনকালে কোনও কোনও গাভীর পেছনের পা-দুইটী বাঁধিয়া রাখিতে হয়; যে রজ্জুদ্বারা এইরূপে গাভীর পা বাঁধা হয়, তাহাকে নির্যোগ বলে। **পাশ**—রজ্জু; দুর্দ্দান্ত গরু বাঁধার সাধারণ দড়ি। গো-চারণে যাওয়ার সময়ে কৃষ্ণবলরাম এই সকল দড়ি সঙ্গে লইয়া যাইতেন—নির্যোগ মাথায় জড়াইয়া এবং পাশ কাঁধে ফেলিয়া লইতেন; এই নির্যোগ ও পাশই তাঁহাদের গোচারণের লক্ষণ হইত—তাঁহাদের মাথায় নির্যোগ এবং কাঁধে পাশ দেখিলেই বুঝা যাইত—তাঁহারা গোচারণে যাইতেছেন। তাই তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—**নির্যোগ-পাশ কৃতলক্ষণয়োঃ**—নির্যোগ এবং পাশদ্বারা কৃত হইয়াছে লক্ষণ (বা গোচারণ-চিহ্ন) যাঁহাদের, সেই রামকৃষ্ণের। **কলপদৈঃ**—কল (মধুর) পদসমূহ আছে যাহাতে; মধুর-পদবিশিষ্ট **উদার-বেণুস্বনৈঃ**—শ্রবণানন্দদায়ক বেণুরবের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া স্তম্ভনামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে জঙ্গম-প্রাণিসমূহের অস্পন্দনরূপ স্থাবরত্ব এবং পুলক-নামক সাত্ত্বিকভাবের উদয়ে স্থাবর বৃক্ষাদিরও পুলক বা শিহরণরূপ জঙ্গমত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল—স্তম্ভের উদয়ে মৃগপক্ষিপ্রভৃতি জঙ্গম প্রাণিগণ প্রতিমার ন্যায় স্পন্দশূন্য-সম্যক্‌রূপে অচল হইয়া রহিল। আবার স্থাবরদিগের অবস্থাও বিচিত্র; সাধারণতঃ দেখা যায়, মনুষ্য-মৃগাদি জঙ্গম-প্রাণীর দেহেই পুলকের উদ্‌গম হয়; বৃক্ষাদি-স্থাবর জীবের দেহে কখনও পুলক দেখা যায় না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির প্রভাবে বৃক্ষাদি-স্থাবর প্রাণীর দেহেও পুলকের উদয় হইয়াছিল।

শ্লো। ৭৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৫৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকেও তরু-লতাদি স্থাবর-জীবের অশ্রু ও পুলক নামক সাত্ত্বিক-ভাবের কথা বলা হইয়াছে।

স্তম্ভ, অশ্রু, পুলকাদি ভক্তির বিকার—চিত্তস্থিত ভক্তির বহির্লক্ষণ; সুতরাং উক্ত শ্লোকদ্বয়ে বৃক্ষ-লতাদি-স্থাবর-জীবের সাত্ত্বিক-বিকারের উল্লেখ থাকায় কৃষ্ণকৃপায় তাহাদের ভগবদ্‌ভজনের কথাই জানা যাইতেছে। এইরূপে এই দুই শ্লোকও ১৩৪-৩৫ পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৭৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৪।৬৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে মূর্খ-নীচাদির শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের কথা বলা হইয়াছে। ইহা ১৩৩ পয়ারের প্রমাণ।

আগে তের অর্থ কৈল, আর ছয় এই।
উনবিংশতি অর্থ হৈল —মিলি এই দুই ॥ ১৩৬

এই উনইশ অর্থ কৈল, আগে শুন আর।
'আত্মা' শব্দে 'দেহ' কহে, চারি অর্থ তার ॥ ১৩৭

'দেহারামী' দেহে ভজে— দেহোপাধি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে সেহো করে কৃষ্ণের ভজন ॥ ১৩৮

তথাহি (ভা. ১০.৮৭।১৮)—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ৭৯

'দেহারামী—কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদিজন।'
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি করয়ে ভজন ॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৬। আত্মারামাদি-শব্দের উপরি উক্ত অর্থানুসারে শ্লোকটীর অন্বয় এইরূপ হইবে—

মুনয়ঃ (সনকাদয়ঃ) নির্গ্রন্থাঃ (মূর্খনীচাদয়ঃ স্থাবরাদয়ঃ বা) অপি আত্মারামাঃ (আত্মনি কৃষ্ণদাসোঽহং ইতি অভিমানাত্মকে স্বভাবে রমন্তে যে তাদৃশাঃ সন্তঃ) চ (এব) উরুক্রমে অহৈতুকীং ইত্যাদি।

অর্থ :—(১৯) সনকাদি মুনিগণ এবং নীচজাতীয় মূর্খ জনগণ, পশু-পক্ষী-আদি জীবগণ বা তৃণগুল্মাদি স্থাবরগণও—কৃষ্ণ কৃপাদিবশতঃ "আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস" এই প্রকার অভিমান লাভ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন, ইত্যাদি।

আগে তের অর্থ—পূর্ব্বে, ৯৯।১০৪।১১০ পয়ারের টীকায় আত্মারাম-শ্লোকের তেরটী অর্থের কথা বলা হইয়াছে। **আর ছয় এই**—আর ১১৩।১১৫।১২০।১২৩।১৩৬ পয়ারের টীকায় ছয়টী অর্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপে এ পর্য্যন্ত মোট উনিশটী অর্থ হইল। **মিলি এই দুই**—তের ও ছয় এই উভয়ে মিলিয়া।

১৩৭। আত্মা-শব্দের 'দেহ' অর্থ ধরিয়া শ্লোকের আরও চারি প্রকার অর্থ করিতেছেন।

আত্মা-শব্দের অর্থ 'দেহ' হইলে আত্মারাম শব্দের অর্থ হয়—দেহ-রাম (দেহে রমণ করে যে)। **চারি অর্থ তার**—দেহ-শব্দের আবার চারি রকমের তাৎপর্য্য ; তাহা পরবর্ত্তী চারি পয়ারে দেখাইতেছেন।

১৩৮। **দেহারামী**—দেহে (আত্মায়) রমণ করে যে। কোনও কোনও গ্রন্থে "দেহে রমে" এইরূপ পাঠান্তর আছে।

"দেহ-রাম" স্থলে "দেহারামী" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দেহেতে আরাম বা আনন্দ অনুভব করে যে, সে দেহারামী।

দেহে ভজে—নিজ দেহ-মধ্যে ভজন করে। **দেহোপাধি-ব্রহ্ম**—দেহরূপ উপাধির মধ্যে ব্রহ্মকে ভজন করে।

নিম্নের ৭৯ সংখ্যক শ্লোকের মর্ম্মানুসারে মনে হয়, যাঁহারা উদর-মধ্যে—ক্রিয়াশক্তির প্রবর্তক বৈশ্বানর-অন্তর্য্যামীকে ভজন করেন এবং যাঁহারা হৃদয়মধ্যে—বুদ্ধিশক্তির প্রবর্ত্তক জীবান্তর্য্যামীকে ভজন করেন, তাঁহাদিগকেই এই পয়ারে লক্ষ্য করা হইতেছে। ইহার মধ্যে হৃদয়-মধ্যস্থ জীবান্তর্য্যামীর ভজনের কথা পূর্ব্বোল্লিখিত চতুর্দ্দশ অর্থে (২।২৪।১১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) বলা হইয়াছে। সুতরাং উদরমধ্যস্থ বৈশ্বানর-অন্তর্য্যামীর ভজন যাঁহারা করেন, কেবল তাঁহাদিগকেই বোধ হয় এই পয়ারে দেহারামী বলা হইয়াছে।

সৎসঙ্গে—সাধুসঙ্গের প্রভাবে এইরূপ দেহারামীগণ শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন।

শ্লো। ৭৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৪।৫৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৩৮-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৩৯। দ্বিতীয় রকমের দেহ-রামের কথা বলিতেছেন।

তথাহি (ভা. ১।১৮।১২)—
কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ৮০ ॥

তপস্বিপ্রভৃতি যত 'দেহারামী' হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥ ১৪০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কিঞ্চ অস্মিন্ কর্ম্মণি সত্রে অনাশ্বাসে অবিশ্বসনীয়ে। বৈগুণ্যং বাহুল্যেন ফলতি নিশ্চয়াভাবাৎ। ধূমেন ধূম্রঃ বিবর্ণ আত্মা শরীরং যেষাং তানস্মান্। কর্ম্মণি ষষ্ঠী। আসবং মকরন্দং মধু-মধুরম্ ॥ স্বামী ॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদিজন—যজ্ঞাদি-কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠানে নিষ্ঠা যাঁহাদের। এইরূপ কর্ম্মনিষ্ঠ জনগণকেই এই পয়ারে 'দেহারামী' বলা হইয়াছে। কারণ, কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে স্বর্গাদিভোগ-প্রাপ্তি হয়; এই সমস্ত ভোগ-লোকের সুখও দৈহিক সুখই; এই দৈহিক-সুখ-প্রাপক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন বলিয়াই কর্ম্মনিষ্ঠ-জনগণকে "দেহারামী" বলা হইয়াছে।

সাধুসঙ্গের প্রভাবে ইঁহারাও কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন।

শ্লো। ৮০। অন্বয়। অস্মিন্ (এই) অনাশ্বাসে (অবিশ্বসনীয়—বহুতর বিঘ্নবশতঃ ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে অনিশ্চিততাহেতু বিশ্বাসের অযোগ্য) কর্ম্মণি (কর্ম্মে—সত্রযাগে) ধূম-ধূম্রাত্মনাং (ধূম্রসেবনে ধূম্রবর্ণ দেহ) [অস্মাকম্] (আমাদের) ভবান্ (আপনি) মধু (মধুর) গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং (গোবিন্দ-পাদপদ্ম-মধু) আপায়য়তি (পান করাইতেছেন)।

অনুবাদ। শৌনকাদি মুনিগণ মহাত্মা সূতকে বলিলেন:—হে সূত! (বহুতর বিঘ্ন-বশতঃ ফল-প্রাপ্তি-বিষয়ে অনিশ্চিততা হেতু) অবিশ্বসনীয় সত্র-যাগের ধূম-সেবনে যাঁহাদের শরীর বিবর্ণ হইতেছিল, সেই আমাদিগকে তুমি সুমধুর গোবিন্দ-পাদপদ্ম-মধু পান করাইয়া আশ্বাস প্রদান করিলে। ৮০

সত্র যাগ কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত; শৌনকাদি ঋষিগণ বহুকালযাবৎ নৈমিষারণ্যে সত্র-যাগের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন; বহুকাল যাবৎ যজ্ঞোত্থিত ধূম সেবন করিতে করিতে তাঁহাদের গায়ের বর্ণও ধূম্রবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের দেহের ধূম্রবর্ণদ্বারা—তাঁহারা যে বহুকাল যাবৎই উক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তাহাই সূচিত হইতেছে। কিন্তু এতকাল পর্য্যন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াও যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে তাঁহাদের মনে বিশেষ ভরসা ছিল না; কারণ, কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে অনেক বিঘ্নের আশঙ্কা আছে—ইহাতে দেশ-কাল-পাত্রাদি বিচার আছে, মন্ত্রাদির উচ্চারণের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার আছে, উচ্চারণের স্বরের বিচার আছে—ইত্যাদি; তাই অনেক ত্রুটীর সম্ভাবনা; ত্রুটিহীন কর্ম্মানুষ্ঠানের আশা প্রায়ই বিড়ম্বনামাত্র; তাই কর্ম্মমার্গমূলক সত্রযাগের ফলপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে শৌনকাদি ঋষিগণের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল; কারণ, অনুষ্ঠান-কালে কোনওরূপ ত্রুটী থাকিয়া গেলে আর ফল পাওয়া যাইবে না। এইরূপ অবস্থায়, মহাত্মা সূত যখন তাঁহাদের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহারা পরমানন্দ অনুভব করিলেন—কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গে ভজনের নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইলেন; শ্রীসূতের সঙ্গ-প্রভাবে ও তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাদের মতির এইরূপ পরিবর্ত্তন।

১৩৯-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৪০। তৃতীয় রকমের দেহারামের কথা বলিতেছেন।

তপস্বী—তপঃ-পরায়ণ, চান্দ্রায়ণাদি কষ্ট-সাধ্য অনুষ্ঠান করেন যাঁহারা। তপস্যার ফলও দেহের সুখ; এজন্য তপস্বীকেও দেহারামী বলা হইয়াছে। সাধুকৃপার ফলে তপস্বী দেহারামীও শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন।

তথাহি (ভা. ৪।২১।৩১)—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ৮১ ॥

'দেহারামী' সর্ব্বকাম, সব 'আত্মারাম'।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সব কাম ॥ ১৪২

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৭।২৮)—

স্থানাভিকামস্তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্র গুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥ ৮২ ॥

এই চারি অর্থ সহ হৈল তেইশ অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥ ১৪২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কিঞ্চ জীবানাং মোক্ষদঃ পরমেশ্বর এব ন অর্ব্বাগ্‌দেবতাঃ, তাসামপি জীবত্বাবিশেষাদিত্যাশয়েনাহ ত্রিভিঃ। যস্য পাদয়োঃ সেবায়াঃ অভিরুচিঃ তপস্বিনাং সংসারতপ্তানাম্ অশেষৈর্জন্মভিঃ সংবৃদ্ধং ধিয়ো মলং সদ্যঃ ক্ষপয়তি, তমেব ভজতেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কথম্ভূতা? অহন্যহনি বর্দ্ধমানা, সতী সাত্ত্বিকী। তৎপাদসম্বন্ধস্যৈব এব মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি ॥ স্বামী ॥ ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৮১। অন্বয়। যৎপাদসেবাভিরুচিঃ (যাঁহার চরণসেবার অভিলাষ) অন্বহং (প্রতি-দিন) এধতী (যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে) সতী (এবং সাত্ত্বিকী—যাহা শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপা তাহা)—পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা (শ্রীভগবানের পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে নিঃসৃত) সরিৎ যথা (নদীর ন্যায়—গঙ্গার ন্যায়) তপস্বিনাং তপস্বীদিগের—বহু তপস্যায়ও যাঁহাদের চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয় নাই, তাদৃশ তপস্বিগণের ধিয়ঃ (বুদ্ধির) অশেষ-জন্মোপচিৎ (অশেষ জন্মের সঞ্চিত) মলং (মলিনতাকে) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ—মহৎকৃপাপ্রাপ্তিমাত্রেই) ক্ষিণোতি (ক্ষয় করিয়া দেয়) [তং ভগবন্তং ভজত] (সেই ভগবানের ভজন কর)।

অনুবাদ। মহারাজ পৃথু সভ্যাদিগকে বলিলেন:—যাঁহার চরণসেবার নিমিত্ত সাত্ত্বিক বা শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ অভিলাষ (—যাহা মহৎ-কৃপার ফলে জন্মিয়াছে এবং যাহা) প্রতিদিন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া—বহুকাল পর্য্যন্ত তপস্যার ফলেও যাঁহাদের বুদ্ধির মলিনতা দূরীভূত হয় নাই, সে-সমস্ত) তপস্বিগণের বুদ্ধির মলিনতাকে (দুর্ব্বাসনাকে) সদ্যঃই (—মহৎকৃপাপ্রাপ্তিমাত্রেই)—(শ্রীভগবানের) পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে সঞ্জাত গঙ্গারই ন্যায়—নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত করায়, (সেই শ্রীহরিকে ভজন করিবে)। ৮১

সাধুসঙ্গ বা মহৎ-কৃপার ফলে যে-তপস্বীদিগের চিত্তের মলিনতাও দূরীভূত হয় এবং দূরীভূত হওয়ার পরে তাঁহাদের চিত্তেও যে-শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ভক্তির (সেবা-বাসনার) উদয় হয়, তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল। এইরূপে ইহা ১৪০-পয়ারের প্রমাণ।

১৪১। চতুর্থ রকমের দেহারামীর কথা বলিতেছেন। **সর্ব্বকাম**—সর্ব্ববিধ দৈহিক সুখই যাঁহাদের প্রার্থনীয়, তাঁহারা সর্ব্বকাম-দেহারামী। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইলে সর্ব্বকাম-দেহারামীও সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ—ধ্রুব-মহারাজ। তিনি পিতৃসিংহাসনের জন্য ভজন করিতেছিলেন। শ্রীহরির কৃপায় সিংহাসনে লোভ দূর হইল। নিম্নের শ্লোক ইহার প্রমাণ।

শ্লো। ৮২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৪১ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৪২। শ্লোকস্থ আত্মারাম-শব্দে উক্ত চারি রকমের অর্থযোজনা করিলে শ্লোকটীর চারি রকমের অর্থ হয়। নিম্নে এই চারি রকম অর্থের দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইল :—

(২০) দেহস্থিত উদরমধ্যস্থ বৈশ্বানর-অন্তর্য্যামীর ভজন যাঁহারা করেন, সেই দেহারাম (আত্মারাম) গণও

'চ'-শব্দে সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ১৪৩
'নির্গ্রন্থাঃ' হইয়া ইহাঁ 'অপি' নির্দ্ধারণে।
'রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ যথা বিহরয়ে বনে ॥' ১৪৪
'চ'-শব্দ—'অন্বাচয়ে' অর্থ কহে আর।
'বটো! ভিক্ষামট গাঞ্চানয়' যৈছে প্রকার ॥ ১৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নির্গ্রন্থ এবং মননশীল হইয়াও উরুক্রম শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন—এইরূপই শ্রীহরির গুণমহিমা (১৩৮ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

(২১) দৈহিক-সুখভোগার্থ যজ্ঞাদি-কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানেই যাঁহাদের নিষ্ঠা, তাদৃশ দেহারাম (আত্মারাম)-গণও নির্গ্রন্থও মননশীল ইত্যাদি। (১৩৯-পয়ার দ্রষ্টব্য)।

(২২) দৈহিক-সুখভোগার্থ তপস্যাদির অনুষ্ঠান যাঁহারা করেন, তাদৃশ দেহারাম (আত্মারাম)-গণও নির্গ্রন্থ ইত্যাদি। (১৪০ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

(২৩) সর্ব্ববিধ দৈহিক-সুখই যাঁহাদের কাম্য, তাদৃশ দেহারাম (আত্মারাম)-গণও নির্গ্রন্থ ইত্যাদি। (১৪১ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্বে উনিশ রকম অর্থের কথা বলা হইয়াছে। এই চারি অর্থ ধরিয়া তেইশ অর্থ হইল।

আর তিন অর্থ—পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে আরও তিন রকম অর্থ ব্যক্ত করিতেছেন। শ্লোকস্থ চ-শব্দের সমুচ্চয় অর্থ ধরিয়া এক রকম, অন্বাচয়-অর্থ ধরিয়া এক রকম এবং নির্গ্রন্থ-শব্দের "ব্যাধ" অর্থ ধরিয়া আর এক রকম—মোট এই তিন রকম অর্থ।

১৪৩। চ-শব্দের সমুচ্চয়ার্থ ধরিয়া শ্লোকের অন্য এক রকম অর্থ করিতেছেন। **চ-শব্দদ্বারা** যে-কয়টী শব্দ যুক্ত হয়, সকল শব্দেরই যখন সমভাবে গ্রহণ সূচিত হয়, তখন "চ"-এর সমুচ্চয়ার্থ। যথা—"রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বনে বিহরতঃ"—রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বনে বিহার করিতেছে। এস্থলে চ-এর সমুচ্চয়ার্থ ধরিলে অর্থ এইরূপ হইবেঃ—রাম এবং কৃষ্ণ উভয়েই সমানভাবে বনে বিহার করিতেছে। উভয়ের বিহারের একই সঙ্গে আরম্ভ, একই সঙ্গে শেষ; রাম যে-ভাবে বিহার করে, কৃষ্ণও ঠিক সেইভাবেই বিহার করে। একজন মুখ্যভাবে, একজন গৌণভাবে—রাম বিহার করিতেছে বলিয়াই যে কৃষ্ণ বিহার করিতেছে, এইরূপ—অর্থ সূচিত হইবে না।

মূল শ্লোকের চ-শব্দের সমুচ্চয়ার্থ ধরিলে **"আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ"**-শব্দের অর্থ হইবে—আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ। আত্মারামগণ এবং মুনিগণ এই উভয়েই সমভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন—আত্মারামগণ মুখ্যভাবে, আর মুনিগণ গৌণভাবে অথবা মুনিগণ মুখ্যভাবে, আর আত্মারামগণ গৌণভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, এইরূপ অর্থ বুঝাইবে না।

১৪৪। চ-শব্দের সমুচ্চয়ার্থের সঙ্গে মিল রাখিয়া নির্গ্রন্থাঃ ও অপি শব্দদ্বয়ের অর্থ করিতেছেন।

নির্গ্রন্থাঃ—(পূর্ব্বের মত) অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন, অথবা শাস্ত্রবিধি-হীন।

অপি-শব্দ—নির্দ্ধারণে বা নিশ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আত্মারামগণ এবং মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াই কৃষ্ণ-ভজন করেন—ইহাই অপি-শব্দের তাৎপর্য্য।

রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ—চ-শব্দের সমুচ্চয়ার্থ বুঝাইবার জন্য একটী উদাহরণ দিতেছেন। পূর্ব্ব পয়ারের অর্থ দ্রষ্টব্য।

চ-শব্দের সমুচ্চয়-অর্থ ধরিলে শ্লোকের অর্থ এইরূপ হইবে :— **(২৪)** আত্মারামগণ এবং মুনিগণ, নির্গ্রন্থ হইয়াই (উভয়ে সমভাবে) উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত মোট চব্বিশ রকমের অর্থ হইল।

১৪৫। চ-শব্দের **অন্বাচয়** অর্থ ধরিয়া শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। অন্বাচয়ের অর্থ এই যে, চ-শব্দদ্বারা যে-দুইটী শব্দের সংযোগ করা হয়, তাহাদের একটীর প্রাধান্য, অপরটীর অপ্রাধান্য সূচিত হয়। যেমন—"বটো!

কৃষ্ণমনন 'মুনি' কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয়।
'আত্মারামা অপি' ভজে গৌণ অর্থ কয়॥ ১৪৬
'চ'—এবার্থে, মুনয় এব কৃষ্ণ ভজয়।
'আত্মারাম' 'অপি'—'অপি'—গর্হা-অর্থ কয়॥ ১৪৭
'নির্গ্রন্থ হইয়া' এই দোঁহার বিশেষণ।
আর অর্থ শুন যৈছে সাধুর সঙ্গম॥ ১৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভিক্ষামট গাঞ্চানয়" (গাং চ আনয়) ; ইহার অর্থ এই :—হে বটো! তুমি ভিক্ষায় যাও (ভিক্ষাম্ অট) ; আসিবার সময় গরুটীকে আনিও (গাং চ আনয়)। এস্থলে "ভিক্ষায় যাওয়াটা-"ই মুখ্য, "গরু আনা" মুখ্য নহে,—গৌণ। "ভিক্ষামট" এবং "গাং আনয়" এই দুইটী বাক্যই চ-শব্দের দ্বারা যুক্ত হইয়াছে ; একটীর (ভিক্ষায় যাওয়ার) প্রাধান্য এবং অপরটীর (গরু আনার) অপ্রাধান্য সূচিত হওয়ায় চ-শব্দের অন্বাচয়-অর্থ হইল। **বটো**—শিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ-কুমারকে বটু বলে। বটু-শব্দের সম্বোধনে বটো হয় : হে বটো! **ভিক্ষামট**—ভিক্ষাং (ভিক্ষার নিমিত্ত) অট (গমন কর) ; ভিক্ষায় যাও। **গাঞ্চানয়**—গাং চ আনয়। গাং অর্থ গাভীটিকে। চ-অর্থ "এবং" বা "ও"। আনয় অর্থ আনয়ন কর। গাঞ্চানয় অর্থ—এবং গাভীটিকে আনয়ন কর : অর্থাৎ গাভীটিকে আনিও। **যৈছে প্রকার**—যে-প্রকার ; "ভিক্ষামট গাঞ্চানয়"—এই বাক্যে চ-শব্দ যে-প্রকার (অন্বাচয়)-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, (মূল-শ্লোকেও সেই প্রকার অর্থ হইবে)।

১৪৬। পূর্ব্ব-পয়ারে দৃষ্টান্তদ্বারা চ-শব্দের অন্বাচয়ার্থ বুঝাইয়া এই পয়ারে মূল-শ্লোকে চ-শব্দের তাৎপর্য্য দেখাইতেছেন। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাঃ অপি" ইত্যাদির অন্বয় এইরূপ হইবে :—মুনয়ঃ আত্মারামাঃ চ নির্গ্রন্থাঃ (সন্তঃ) অপি ভক্তিং কুর্ব্বন্তি—মুনয়ঃ ভক্তিং কুর্ব্বন্তি, আত্মারামাশ্চ ভক্তিং কুর্ব্বন্তি। অর্থাৎ মুনয়ঃ ভক্তিং কুর্ব্বন্তি এব, আত্মারামাঃ অপি ভক্তিং কুর্ব্বন্তি—মুনিগণ ভক্তি করেনই, আত্মারামগণও ভক্তি করেন। মুনিগণের প্রাধান্য এবং আত্মারামগণের অপ্রাধান্য বা গৌণত্ব সূচিত হইতেছে। শ্রীনারদাদি মুনিগণ সর্ব্বদাই (প্রথমাবধিই) শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন,—ইহাই মুখ্যার্থ ; আর ব্রহ্মোপাসক প্রভৃতি আত্মারামগণও সাধু-সঙ্গাদির প্রভাবে স্ব-স্ব-উপাসনা ত্যাগ করিয়া তারপর শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন—ইহা গৌণার্থ।

কৃষ্ণ-মনন—মুনি-শব্দের অর্থ করিতেছেন ; মুনি-অর্থ মনন-শীল, অর্থাৎ কৃষ্ণে (কৃষ্ণ-রূপ-গুণাদিতে) মননশীল যিনি, তিনিই **মুনি**—শ্রীনারদাদি প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্ত মুনিগণ। **সর্ব্বদা ভজয়**—জন্মাবধি সকল সময়েই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন ; কোনও সময়েই তাঁহাদের কৃষ্ণ-ভজনের বাধা হয় নাই। ইহা-দ্বারা মুনি-শব্দের মুখ্যত্ব বা প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। **আত্মারামা অপি**—ব্রহ্মোপাসকাদি আত্মারামগণও। শ্রীনারদাদি-মুনিগণ জন্মাবধি সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণে-ভজন করেন ; তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। ব্রহ্মোপাসক আত্মারামগণও ব্রহ্মোপাসনাদি ত্যাগের পরে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। ইহাতে ভজনব্যাপারে আত্মারামগণের গৌণত্ব বা অপ্রাধান্য দেখাইলেন।

১৪৭। চ—এবার্থে ইত্যাদি—শ্লোকের চ-শব্দের তাৎপর্য্য বলিতেছেন। **এবার্থে**—"এব"-অর্থে ; "এব"-শব্দের যে-অর্থ, সেই অর্থে ; এব-শব্দের অর্থ "ই" নিশ্চয়াত্মক। "মুনয়ঃ চ" অর্থ "মুনয়ঃ এব" অর্থাৎ মুনিগণই কৃষ্ণ ভজন করেন ; ইহাতে ভজন-বিষয়ে মুনিগণের প্রাধান্য দেখাইতেছেন। **আত্মারামা অপি**—আত্মারামগণও (ভজন করেন)। **গর্হা অর্থ**—গৌণ অর্থ ; অপ্রধান অর্থ। "আত্মারামা অপি" স্থলে "অপি"-শব্দে কৃষ্ণ-ভজন-বিষয়ে আত্মারামগণের গৌণত্ব বা অপ্রাধান্য বুঝাইতেছে।

১৪৮। **নির্গ্রন্থ হইয়া** ইত্যাদি—শ্লোকের নির্গ্রন্থা শব্দটি "মুনয়ঃ" এবং "আত্মারামাঃ" এই দুই শব্দের বিশেষণ। মুনিগণ এবং আত্মারামগণ এই উভয়েই নির্গ্রন্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন—ইহাই তাৎপর্য্য।

চ-শব্দের অন্বাচয় অর্থে মূল-শ্লোকের অর্থ এইরূপ হইবে :—**(২৫)** (শ্রীনারদাদি কৃষ্ণ-মনন-শীল) মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও (সর্ব্বদাই) শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন ; (ব্রহ্মোপাসকাদি) আত্মারামগণও (সাধু-সঙ্গাদির প্রভাবে ব্রহ্মোপাসনাদি ত্যাগ করিয়া) নির্গ্রন্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী-ভক্তি করেন ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত আত্মারাম শ্লোকের মোট পঁচিশ রকম অর্থ হইল।

'নিগ্রর্ন্থ-শব্দে কহে—ব্যাধ নির্ধন।
সাধুসঙ্গে সেহো করে শ্রীকৃষ্ণভজন ॥ ১৪৯
'কৃষ্ণরামাশ্চ এব' হয় কৃষ্ণমনন।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম ॥ ১৫০
এক ভক্ত ব্যাধের কথা শুন সাবধানে।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ মহিমাজ্ঞানে ॥ ১৫১
একদিন শ্রীনারদ দেখি নারায়ণ।
ত্রিবেণীস্নানে প্রয়াগ করিলা গমন ॥ ১৫২
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমে পড়ি।
বাণবিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়ফড়ি ॥ ১৫৩
আর কথোদূরে এক দেখেন শূকর।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়ফড় ॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই দোঁহার—মুনয়ঃ (মুনিগণ) এবং আত্মারামাঃ (আত্মারামগণ)—এই দোঁহার। **বিশেষণ**—গুণপ্রকাশক শব্দ। **আর অর্থ শুন**—(১৪২-পয়ারে উল্লিখিত তিনটি অর্থের মধ্যে) এই কয় পয়ারে দুইটি অর্থ দেখান হইল; এক্ষণে আর একটী অর্থ করিতেছেন। **যৈছে সাধুর সঙ্গম**—যে-অর্থে সাধুসঙ্গের মহিমা জানা যায়।

১৪৯। আত্মারাম-শ্লোকের আর এক রকম অর্থ করিতেছেন। এই অর্থে, মূলশ্লোকের "নির্গ্রন্থঃ"-শব্দই "কুর্ব্বন্তি" ক্রিয়ার কর্ত্তা। নির্গ্রন্থগণ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন—আত্মারাম এবং মুনি হইয়া।

নির্গ্রন্থ-শব্দে ইত্যাদি—নির্গ্রন্থ শব্দের অর্থ নির্ধন; দরিদ্র। **ব্যাধ নির্ধন**—যে লোক এত দরিদ্র যে, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায় না দেখিয়া পশুহননরূপ ব্যাধ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, সেই লোকও সাধুসঙ্গের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকে।

১৫০। নির্গ্রন্থ-শব্দের 'নির্ধন-ব্যাধ'-অর্থের সঙ্গে মিল রাখিয়া "আত্মারামাঃ" ও "মুনয়ঃ" শব্দের অর্থ করিতেছেন। "আত্মা"-শব্দের "কৃষ্ণ"-অর্থ ধরিয়া, "আত্মারাম"-শব্দের "কৃষ্ণরাম" অর্থ করিলেন। আত্মায় (কৃষ্ণে) রমণ (প্রীতিলাভ) করেন যিনি, তিনি আত্মারাম (কৃষ্ণরাম)। **কৃষ্ণরামাশ্চ**—আত্মারামাশ্চ; শ্রীকৃষ্ণে রমণশীল (শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে প্রীতিযুক্ত)। কৃষ্ণরামাশ্চ=কৃষ্ণরামাঃ+চ। **চ এব**—শ্লোকস্থ চ-শব্দের অর্থ এস্থলে (ই); কৃষ্ণরামাশ্চ—কৃষ্ণরাম (কৃষ্ণে-প্রীতিযুক্ত) হইয়াই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। **কৃষ্ণমনন**—কৃষ্ণবিষয়ে মনন-শীল; ইহা শ্লোকস্থ মুনয়ঃ-শব্দের অর্থ। **ব্যাধ হঞা হয়** ইত্যাদি—ঘৃণিত ব্যাধ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের প্রভাবে উত্তম-ভাগবতরূপে তিনি সকলের পূজনীয় হইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের মহিমা জানাইতেছেন।

উক্তরূপ অর্থসমূহ-অনুসারে শ্লোকটীর অন্বয়াদি এইরূপ হইবে :—

অন্বয়—নির্গ্রন্থাঃ (ব্যাধাদয়ঃ) অপি আত্মারামাঃ মুনয়ঃ চ (এব) (সন্তঃ) উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি ইত্যাদি।

অর্থঃ—(২৬) নির্ধন ব্যাধাদিও আত্মারাম (শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিযুক্ত) এবং মুনি (শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে মননশীল) হইয়াই উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন। ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত মোট ছাব্বিশ রকমের অর্থ হইল।

১৫১। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্যে যে-প্রাণিহিংসক ব্যাধাদিরও শ্রীকৃষ্ণভজনে রতি জন্মে, এক ব্যাধের আখ্যান বলিয়া তাহা দেখাইতেছেন।

১৫২। **নারায়ণ**—বদরিকাশ্রমের শ্রীনারায়ণ। **ত্রিবেণী-স্নানে**—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর সঙ্গমস্থানকে ত্রিবেণী বলে। ইহা প্রয়াগে অবস্থিত। ভক্তগণ এই ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া থাকেন। **স্নানে**—স্নান করার নিমিত্ত। **প্রয়াগ**—বর্ত্তমান এলাহাবাদ সহর।

১৫৩। **বাণবিদ্ধ**—ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়া। **ভগ্নপাদ**—যাহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

১৫৪। **তৈছে**—পূর্ব্বোক্তরূপ বাণবিদ্ধ ও ভগ্নপাদ। **শশক**—খরগোস।

ঐছে এক শশক দেখে আর কথোদূরে ।
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে ॥ ১৫৫
কথোদূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষে ওত হৈয়া ।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ জুড়িয়া ॥ ১৫৬
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর ।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে যেন যমদণ্ডধর ॥ ১৫৭
পথ ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিল ।
নারদ দেখিয়া সব মৃগ পলাইল ॥ ১৫৮
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তারে গালি দিতে চায় ।
নারদপ্রভাবে গালি মুখে না বাহিরায় ॥ ১৫৯
'গোসাঞি ! প্রমাণপথ ছাড়ি কেনে আইলা ।
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা ॥' ১৬০
নারদ কহে—পথ ভুলি আইলাঙ্ পুছিতে ।
মনে এক সংশয় হয়, তাহা খণ্ডাইতে ॥ ১৬১
পথে যে শূকর মৃগ, জানি তোমার হয় ? ।
ব্যাধ কহে—যেই কহ, সেই ত নিশ্চয় ॥ ১৬২
নারদ কহে—যদি জীবে মার তুমি বাণ ।
অর্দ্ধমারা কর কেনে না লও পরাণ ? ॥ ১৬৩
ব্যাধ কহে—শুন গোসাঞি ! মৃগারি মোর নাম ।
পিতার শিক্ষাতে আমি করি ঐছে কাম ॥ ১৬৪
অর্দ্ধমারা জীব যদি ধড়ফড় করে ।
তবে ত আনন্দ মোর বাঢ়য়ে অন্তরে ॥ ১৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫৬। **বৃক্ষে ওত হৈয়া**—গাছে উঠিয়া গাছের শাখাদির অন্তরালে নিজের দেহকে সাবধানে গোপন করিয়া।

১৫৭। এই পয়ারে ব্যাধের আকারাদির বর্ণনা করিতেছেন। ব্যাধের গায়ের বর্ণ শ্যাম, তাহার চক্ষু দুইটী খুব লাল (রক্তনেত্র), তাহাকে দেখিলেই মনে অত্যন্ত ভয় জন্মে (মহাভয়ঙ্কর)। ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ হাতে করিয়া আছে ; মনে হয় যেন, ধনুর্ব্বাণ নয়—যেন যমদণ্ডই ধারণ করিয়া আছে।

যমদণ্ডধর—ধনুর্ব্বাণদ্বারা পশু-হনন করা হয় বলিয়া তাহাকে যমদণ্ড বলা হইয়াছে।

১৫৮। **নারদ দেখিয়া**—নারদকে দেখিয়া।

১৬০। **প্রমাণপথ**—লোক-চলাচলের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ পথ। কোনও কোনও গ্রন্থে "প্রয়াণ-পথ" পাঠ আছে। প্রয়াণপথ অর্থ—যাওয়ার পথ। আবার কোনও গ্রন্থে "গোসাঞি! প্রণাম পথ ছাড়ি কেনে আইলা" পাঠ আছে। নারদকে দেখিয়া ব্যাধ বলিল—"গোসাঞি! আপনাকে প্রণাম করি। পথ ফেলিয়া এদিকে আসিলেন কেন ?"

মোর লক্ষ্য মৃগ—আমি যে-মৃগটিকে বধ করার উদ্দেশ্যে ধনুর্ব্বাণ লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছি, তাহা।

১৬১। নারদ ব্যাধকে বলিলেন—আমার মনে একটা সংশয় (সন্দেহ) জন্মিয়াছে ; তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই সংশয় দূর করার জন্যই তোমার নিকট আসিলাম।

১৬৩। নারদের সংশয়টী কি তাহা বলিতেছেন। নারদ বলিলেন—ব্যাধ! দেখিলাম তুমি জীবগুলিকে বাণবিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ ; কিন্তু এই জীবগুলিকে সম্পূর্ণরূপে না মারিয়া আধ-মরা করিয়া রাখিয়াছ কেন ?

১৬৪-৬৫। নারদের কথা শুনিয়া ব্যাধ বলিল—"গোসাঞি! আমি ব্যাধ; পশু-হননই আমার ব্যবসায়। আমি আমার পিতার নিকটে ইহা শিক্ষা করিয়াছি। এই জীবগুলিকে সম্পূর্ণরূপে মারিয়া ফেলিলেও আমার বাস্তবিক কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু আধ-মরা জীবগুলি যখন যন্ত্রণায় ধড়ফড় করিতে থাকে, তখন উহা দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়, তাই আমি এইগুলিকে প্রাণে না মারিয়া আধ-মরা করিয়া রাখি।"—ইহাদ্বারাই বুঝা যায়, ব্যাধের অন্তঃকরণ কত কঠিন, কত নিষ্ঠুর।

মৃগারি—মৃগের (পশুর) অরি (শত্রু) ; ব্যাধ।

নারদ কহে—এক বস্তু মাগি তোমা স্থানে।
ব্যাধ কহে মৃগাদি লেহ যেই তোমার মনে ॥ ১৬৬
মৃগছাল চাই যদি, আইস মোর ঘরে।
যেই চাহ, তাহা দিব মৃগ-ব্যাঘ্রাম্বরে ॥ ১৬৭
নারদ কহে ইহা আমি কিছুই না চাই।
আর এক দান আমি মাগি তোমা ঠাঞি ॥ ১৬৮
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে।
প্রথমেই মারিবে, অর্দ্ধমারা না করিবে ॥ ১৬৯
ব্যাধ কহে—কিবা দান মাগিলে আমারে ?।
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয়, তাহা কহ মোরে ॥ ১৭০
নারদ কহে—অর্দ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিছ, তোমার হইবে অবস্থা ॥ ১৭১
ব্যাধ ! তুমি জীব মার, এ অল্প পাপ তোমার।
কদর্থনা দিয়া মার, এ পাপ অপার ॥ ১৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৬৭। **মৃগ-ব্যাঘ্রাম্বরে**—মৃগচর্ম্ম ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম; হরিণের চামড়া ও বাঘের চামড়া। কোনও কোনও সন্ন্যাসী কাপড়ের পরিবর্ত্তে হরিণের বা বাঘের চামড়া পরিধান করেন। এজন্য এই চামড়াকে অম্বর (বস্ত্র) বলা হইয়াছে।

১৭১। **অবস্থা**—দুরবস্থা; কষ্ট।

১৭২। নারদ বলিলেন—তুমি জাতিতে ব্যাধ বলিয়া পশুহত্যা তোমার জাতীয় ধর্ম্ম; জাতীয় ধর্ম্ম হইলেও ইহাতে অবশ্যই পাপ হয়; কারণ, যাহা পাপ, তাহা সকলের পক্ষেই পাপ। জীব-হত্যা পাপকার্য্য; ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষেও পাপ—ব্যাধের পক্ষেও পাপ। ["অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা। ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মোয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ ॥—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, কামক্রোধলোভরাহিত্য, প্রাণিহিতকর অথচ প্রিয় এইরূপ কার্য্যে যত্ন—ইহা সকল বর্ণের সমানরূপে সেব্য ধর্ম্ম। শ্রীভা. ১১।১৭।২১ ॥" অহিংসাদি সকল বর্ণের—ব্রাহ্মণের যেমন, ব্যাধেরও তেমনি—সমানরূপে সেব্যধর্ম্ম হওয়াতে অহিংসাদির বিপরীত—হিংসাদিও সকল বর্ণের পক্ষেই সমান অধর্ম্ম, সমানরূপে পাপ। এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট উক্তিও দৃষ্ট হয়। "বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতা ভবেৎ। অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাম্ ॥ ৭।১১।৩০ ॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তত্তৎকুলকৃতা কুলপরম্পরাপ্রাপ্তা পরম্পরাপ্রাপ্তমপি চৌর্য্যং হিংসাদিকঞ্চ নিষেধতি অচৌরাণামপাপানাঞ্চ ইতি। তৎপ্রদর্শনার্থং কাংশ্চিৎ প্রতিলোমবিশেষানাহ অন্ত্যজেতি। রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটবরুড়এব চ। কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে অন্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ॥ অন্তেবসায়িনশ্চ চণ্ডাল-পুক্কশ-মাতঙ্গাদয়ঃ তেষাং পরম্পরয়া প্রাপ্তৈব বস্ত্রনির্ণেজনাদি বৃত্তিরিত্যর্থঃ ॥' এই শ্লোকে শ্রীনারদ-ঋষি প্রতিলোমজ লোকদিগের ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। শ্রীধরস্বামীর (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীরও) টীকানুসারে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ। (রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্লাদি) অন্ত্যজদিগের এবং (চণ্ডাল, পুক্কশ, মাতঙ্গাদি) অন্তেবাসীদিগের এবং সঙ্করজাতিদিগের পক্ষে কুলপরম্পরা-প্রাপ্ত (যেমন রজকদিগের পক্ষে বস্ত্রধৌত, চর্ম্মকারদিগের পক্ষে এবং অন্যান্যের পক্ষে স্ব-স্ব জাতীয় ব্যবসায়াদি) বৃত্তিই তাহাদের ধর্ম্ম। কিন্তু চৌর্য্য ও হিংসাদি তাহাদের কুলপরম্পরাপ্রাপ্তবৃত্তি হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত হইলেও চৌর্য্য-হিংসাদি ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্মই। চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"অচৌরত্বে সত্যের বৃত্তিঃ কুলকৃতা বিহিতা পাপাভাবশ্চোক্ত ইতি ভাবঃ।—চৌর্য্যবিহীন হইলেই কুলপরম্পরাপ্রাপ্তা বৃত্তি পাপশূন্যা হইবে, অন্যথা নহে।" সুতরাং হিংসাবৃত্তি ব্যাধের কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত-বৃত্তি হইলেও তাহার পক্ষে অধর্ম্ম, পাপ। সকল বর্ণের পক্ষেই হিংসা, চৌর্য্যাদি অধর্ম্ম, পাপ। এই পাপের গুরুত্ব ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ অপেক্ষা ব্যাধাদির পক্ষে যে কিছু কম হইবে, তাহার কোনও হেতু নাই। পাপকার্য্যদ্বারা সকলের চিত্তই সমানভাবে কালিমালিপ্ত হয়।] যাহা হউক, শ্রীনারদ ব্যাধকে বলিলেন—জীবকে প্রাণে না মারিয়া কেবল কষ্ট দেওয়াও পাপ। তুমি উভয়বিধ পাপেই পাপী। তুমি এই পশুগুলিকে অর্দ্ধমৃত করিয়া রাখিয়া দেওয়াতে তাহারা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এইরূপ যন্ত্রণা দিয়া, তাহার পরে তুমি তাহাদিগকে প্রাণে মার। যন্ত্রণা না দিয়া হঠাৎ মারিয়া ফেলিলে যে পাপ হয়,—অশেষ

কদর্থিয়া তুমি যত মারিয়াছ জীবেরে।
তারা তৈছে তোমা মারিবে জন্ম-জন্মান্তরে ॥ ১৭৩
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মন প্রসন্ন হৈল।
তাঁর বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল ॥ ১৭৪
ব্যাধ কহে—বাল্য হৈতে এই আমার কর্ম্ম।
কেমনে তরিমু মুঞি পরম অধম ? ॥ ১৭৫
এই পাপ যায় মোর কেমন উপায় ?।
নিস্তার করহ মোরে, পড়োঁ তোমার পায় ॥ ১৭৬
নারদ কহে—যদি ধর আমার বচন।
তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন ॥ ১৭৭
ব্যাধ কহে—যেই কহ, সে-ই ত করিব।
নারদ কহে—ধনুক ভাঙ্গ, তবে সে কহিব ॥ ১৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যন্ত্রণা দিয়া তারপর প্রাণে মারিলে তদপেক্ষা বেশী পাপ হয়। এই পাপের তুলনায়, বিনা যন্ত্রণায় প্রাণিহত্যার পাপ অল্প।

এ অল্প পাপ তোমার—জীবহত্যা ব্যাধের জাতিধর্ম্ম বলিয়াই যে ইহাতে তাহার অল্প পাপ, তাহা নহে। কদর্থনা দিয়া হত্যা করিলে যে-পাপ হয়, তাহার তুলনায় এই পাপ অল্প।

যাহা পাপ, তাহা জাতীয় ধর্ম্ম হইলেও পাপ, বৈদিক কাম্যকর্ম্মাদির অঙ্গীভূত হইলেও পাপ। জীবহত্যা পাপ। সুরথ-রাজা দুর্গাপূজায় ছাগবলি দিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল—মৃত্যুর পরে, তৎকর্ত্তৃক নিহত প্রত্যেক ছাগ এক এক খড়্গ হাতে লইয়া সুরথ-রাজাকে আঘাত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ভগবতী-পূজার অঙ্গরূপে তিনি ছাগহত্যা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে জীবহত্যার ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কদর্থনা—যন্ত্রণা।

১৭৩। তৈছে—সেইরূপ যন্ত্রণা দিয়া (কদর্থিয়া) তোমাকে হত্যা করিবে। যন্ত্রণা দেওয়ার ফলে তোমাকেও প্রত্যেকের হাতে তদ্রূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এবং হত্যা করার ফলে তোমাকেও তাহাদের প্রত্যেকের হাতে ঐরূপ নিহত হইতে হইবে। **জন্মজন্মান্তরে**—যত জীব তুমি হত্যা করিয়াছ, তাহাদের প্রত্যেকেই তোমাকে ঐরূপ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিবে। একটীর হাতে একবার নিহত হইলেই একজন্ম তোমার শেষ হইয়া যাইবে। এইরূপে সকলের হাতে নিহত হইতে হইতে তোমার অনেক জন্ম শেষ হইয়া যাইবে। তোমাকে বহুজন্ম এইরূপে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বাণবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

১৭৪। নারদ পরম-ভাগবত ; তাঁহার সঙ্গের মাহাত্ম্যে, বিশেষতঃ নারদ ব্যাধের মঙ্গল কামনা করিতেছিলেন বলিয়া, ব্যাধের মন নির্ম্মল হইল ; তাই নারদের কথাগুলি ব্যাধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। ব্যাধের কার্য্যের ভীষণ পরিণামের কথা শুনিয়া তাহার অত্যন্ত ভয় হইল—"উঃ! কত শত শত জীবকে আমি হত্যা করিয়াছি ; কত শত শত জন্ম পর্য্যন্ত আমাকেও ঐভাবে বাণবিদ্ধ হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে! কি ভয়ানক কথা !!" ইহা ভাবিয়া ব্যাধ যেন ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

নারদের সঙ্গলাভের ভাগ্য যদি ব্যাধের না হইত, তাহা হইলে তাহার চিত্তও নির্ম্মল হইত না—ঐরূপ উপদেশের মর্ম্মও ব্যাধ গ্রহণ করিতে পারিত না ; বরং উপদেষ্টাকে উপহাস করিয়াই তাড়াইয়া দিত।

১৭৬। নিজের ভাবী দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া ব্যাধ অত্যন্ত ভীত হইল এবং তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীনারদের চরণে পতিত হইয়া কৃপা ভিক্ষা চাহিল।

১৭৮। ধনুক ভাঙ্গ—নারদ বলিলেন—ব্যাধ! তুমি যত জীবহত্যা করিয়াছ, তাহা তোমার ঐ ধনুকের সাহায্যেই। এখন তুমি যদি জীবহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে ঐ অনর্থের মূল তোমার ধনুকটীকে ভাঙ্গিয়া ফেল, তারপরে মুক্তির উপায় বলিব।

ব্যাধ কহে—ধনুক ভাঙ্গিলে বর্ত্তিব কেমনে ?।
নারদ কহে—আমি অন্ন দিব প্রতি দিনে ॥ ১৭৯
ধনুক ভাঙ্গি ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল।
তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল—॥ ১৮০
ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন।
এক-এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুইজন ॥ ১৮১
নদীতীরে একখানি কুটীর করিয়া।
তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া ॥ ১৮২
তুলসী পরিক্রমা কর তুলসী-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১৮৩
আমি তোমায় বহু অন্ন পাঠাইব দিনে দিনে।
সেই অন্ন নিহ, যত খাও দুইজনে ॥ ১৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সদ্‌বৈদ্য রোগ চিকিৎসা করিয়া তাহার মূল রাখেন না—মূলটীও উৎপাটিত করিয়া দেন, যেন ভবিষ্যতে কোনও সময়েই ঐ রোগ আবার উন্মেষিত না হয়।

১৭৯। ধনুকভাঙ্গার কথা শুনিয়া ব্যাধ একটু চিন্তিত হইল। ব্যাধ ভাবিল—"ধনুকই আমার জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র সম্বল ; সেই ধনুকই যদি ভাঙ্গিয়া ফেলি, তবে আমি বাঁচিব কিরূপে ?" নারদকেও বলিল—"ঠাকুর ! ধনুক ভাঙ্গিলে আমি বাঁচিব কিরূপে ?"

ইহাই মায়াবদ্ধ জীবের চিত্র। কোনও শুভ মুহূর্ত্তে কোনও সৌভাগ্যে যদিও বা মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার জন্য অনুতাপ উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য যদিও তাহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত একটু আকাঙ্ক্ষা জন্মে—তথাপি ঐ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার প্রধান এবং একমাত্র পরিপোষক এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের মুখ্যতম পরিপন্থি-স্বরূপ যে-বিষয়াসক্তি বা ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তু—তাহা সে সহজে ছাড়িতে চায় না। নানা উপায়ে হয়তো বা ভক্তির রঙ্গে রঞ্জিত করিয়াই—ঐ বিষয়াসক্তিটীকে, অথবা ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-বস্তুটীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে—ভোগবাসনা জীবের চিত্তে এমনি দৃঢ়-বদ্ধ। কিন্তু কোনও মহাপুরুষ যদি তাহাকে কৃপা করেন, তিনি তখনই বলিবেন—'না, তোমার ঐ ইন্দ্রিয়-ভোগ-বস্তুর প্রতি অত নজর রাখিলে চলিবে না। যে-আঙ্গুলটীতে সাপে কামড়াইয়াছে, তাহা কাটিয়া ফেলিতে হইবে ; নচেৎ সমস্ত দেহই নষ্ট হইবে, শেষকালে প্রাণে মরিবে।'

পরম-করুণ শ্রীনারদ ব্যাধকে বলিলেন—"তুমি ধনুক ভাঙ্গিয়া ফেল। খাওয়ার জন্য কোনও চিন্তা নাই ; তোমার যাহা যাহা দরকার, তাহা তাহা প্রতিদিনই আমি তোমাকে দিব।"

১৮০। নারদের সঙ্গপ্রভাবে ব্যাধের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে ; তাই নারদের কথায় তাহার আস্থা জন্মিল—তাহাকে অনাহারে থাকিতে হইবে না, নারদের বাক্য হইতে ব্যাধের এই বিশ্বাস জন্মিল। অমনি ধনুক ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং নারদের চরণে আত্মসমর্পণ করিল। নারদ তাহাকে উঠাইয়া তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

যাঁহার নিকটে আমরা ভজন-সম্বন্ধে উপদেশ নিতে যাই, এইভাবে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াই তাঁহার চরণে আমাদের সম্যক আত্মসমর্পণ করা আবশ্যক—তাহা হইলেই তাঁহার উপদেশ আমাদের পক্ষে কার্য্যকরী হইতে পারে। আর নিজের ভোগ-সুখ-সাধক-বস্তুটীকে ত্যাগ না করিয়া যদি তাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখি তাহা হইলে তাহার চিন্তাই তো আমাদের হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া থাকিবে, গুরুর উপর উপদেশের নিমিত্ত ঐ হৃদয়ে আর স্থান পাওয়া যাইবে কোথা হইতে ?

১৮১-৮৪। দুইজন—ব্যাধ ও তাহার স্ত্রী।

চারি পয়ারে শ্রীনারদ ব্যাধকে উপদেশ দিতেছেন। ব্যাধ! তুমি ঘরে যাও ; যাইয়া, তোমার যাহা কিছু আছে, সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান কর। নিজের জন্য কিছুই রাখিবে না। তোমার পরিধানে যে কাপড়খানা আছে তাহা লইয়াই তুমি ঘরের বাহির হইয়া আইস, আর তোমার স্ত্রীর পরিধানে যে-কাপড়খানা আছে, তাহা লইয়াই তোমার স্ত্রী বাহির হইয়া অসুক ; অতিরিক্ত কাপড় আনারও দরকার নাই। দুইজনে এইরূপে ঘরের বাহির হইয়া নদীর

তবে সেই তিন মৃগ নারদ সুস্থ কৈল।
সুস্থ হঞা তিন মৃগ ধাঞা পলাইল ॥ ১৮৫
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার।
ঘরে গেলা ব্যাধ গুরুকে করি নমস্কার ॥ ১৮৬
যথাস্থানে নারদ গেলা ব্যাধ আইল ঘর।
নারদের উপদেশ করিল সকল ॥ ১৮৭
গ্রামে ধ্বনি হৈল—ব্যাধ বৈষ্ণব হইলা।
গ্রামের লোকসব অন্ন আনি দিতে লাগিলা ॥ ১৮৮
একদিকে অন্ন আনে দশ বিশ জনে।
দিনে তত লয়, যত খায় দুইজনে ॥ ১৮৯
একদিন কহিল নারদ—শুনহে পর্ব্বতে।
আমার এক শিষ্য আছে, চলহ দেখিতে ॥ ১৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তীরে নির্জ্জন স্থানে একটী কুটীর তৈয়ার করিয়া তাহার সম্মুখে একটী তুলসী-মঞ্চ প্রস্তুত করিবে। ঐ কুটীরেই তোমরা বাস করিবে। আর প্রতিদিন ঐ তুলসীর সেবা ও পরিক্রমা করিবে এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবে। খাওয়া-পরার জন্য তোমাদের কোনও চিন্তা বা চেষ্টা করিতে হইবে না; আমি প্রত্যহ তোমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে কুটীরে পাঠাইয়া দিব—দুই জনের পক্ষে যাহা দরকার, তোমরা কেবল তাহাই গ্রহণ করিবে—বেশী কিছু আমি পাঠাইলেও নিও না। সঞ্চয় করিও না।”

১৮৫। নারদ তো এইরূপ উপদেশ দিলেন। এখন ব্যাধ কি করে? সমস্তই ব্রাহ্মণকে দান করিতে বলিলেন। দুইজনের জন্য দুইখানা কাপড় ছাড়া আর কিছুই রাখার আদেশ নাই। কুটীর করিতে বলিলেন—বন হইতে তৃণাদি সংগ্রহ করিয়া না হয় কুটীরও করা যায়। কিন্তু রোজ রোজ খাওয়া তো চাই? নারদ তো বলিলেন—রোজ রোজ তিনি খাওয়ার পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু তিনি কি রোজই খাওয়ার দিতে পারিবেন? তিনিও তো ভিক্ষুকই—নিজেই হয়তো ভিক্ষা করিয়াই খান, তার উপর তাদের দু'জনের খাওয়া তিনি কি চালাইতে পারিবেন?”

ব্যাধের মনে এইরূপ একটা চিন্তার উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তাই, নারদ তাহাকে একটু ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন—যাহাতে নারদের বাক্যে ব্যাধের বিশ্বাস জন্মিতে পারে। নারদ ব্যাধের নিকটে আসিবার সময় যে একটি মৃগ, একটা শূকর ও একটা শশককে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় ছটফট করিতে দেখিয়াছেন—সেই তিনটী প্রাণীকে তিনি নিজের অলৌকিকী শক্তির প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিলেন। সুস্থ হইয়া তাহারা দৌড়িয়া বনে পলাইয়া গেল।

বিষয়াসক্ত জীবের বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত বোধ হয় একটু ঐশ্বর্য্য বা অলৌকিকী শক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হয়। এবং ইহা জীবকে জানাইবার জন্যই বোধ হয় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ষড়্‌ভুজ-রূপ দেখায়াছিলেন।

১৮৬। নারদের অলৌকিকী শক্তি দেখিয়া ব্যাধ চমৎকৃত হইল। তাঁহার বাক্যে ব্যাধের আস্থাও জন্মিল। যিনি মৃত-প্রায় জীবকে বাঁচাইতে পারেন, অশেষ যন্ত্রণা-দায়ক বাণের আঘাতকে এক নিমেষে সুস্থ করিতে পারেন, তিনি যে প্রত্যহ দুইজনের প্রয়োজনীয় অন্ন দিতে পারিবেন, তাহা আর অসম্ভব কিসে? ব্যাধ তখনই তাহার গুরুদেব শ্রীনারদকে নমস্কার করিয়া তাঁহার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে গৃহে চলিয়া গেলেন।

১৮৯। এক এক দিন দশ বিশ জনে অন্ন লইয়া আইসে। ব্যাধ কিন্তু সমস্ত অন্ন গ্রহণ করে না—তাহাদের দুই জনের জন্য যাহা দরকার, তাহাই মাত্র গ্রহণ করে।

১৯০। পর্ব্বতে—পর্ব্বত নামক ঋষি। “একদিন নারদ গোসাঞি কহিল পর্ব্বতে।” এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধ-স্থানে।
দূরে হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে ॥ ১৯১
আস্তেব্যস্তে ধাঞা আইসে—পথ নাহি পায়।
পথে পিপীলিকা ইতিউতি ধরে পায় ॥ ১৯২

দণ্ডবৎ-স্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি, পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৯৩
নারদ কহে—ব্যাধ! এই না হয় আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য ॥ ১৯৪

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১২৮)
স্কান্দবচনম্—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥ ৮৩

তবে সেই ব্যাধ দোঁহা অঙ্গনে আনিল।
কুশাসন আনি দোঁহা ভক্ত্যে বসাইল ॥ ১৯৫
জল আনি ভক্ত্যে দোঁহার পাদ প্রক্ষালিল।
সেই জলে স্ত্রী-পুরুষে পিয়া শিরে নিল ॥ ১৯৬
কম্প পুলকাশ্রু হয় কৃষ্ণগুণ গাঞা।
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥ ১৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৯১। **দুই ঋষি**—নারদ ও পর্ব্বত। **গুরুর দর্শনে**—ব্যাধের গুরু নারদের দর্শন।

১৯২। **আস্তেব্যস্তে**—তাড়াতাড়ি। **পিপীলিকা**—পিপড়া। **ইতিউতি**—চারিদিকে। গুরুকে দূর হইতে দেখিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নেওয়ার জন্য ব্যাধ তাড়াতাড়ি কুটীর হইতে বাহির হইলেন—খুব তাড়াতাড়ি যাওয়ারই ইচ্ছা; কিন্তু তাড়াতাড়ি যাইতে পারিতেছেন না; কারণ, পথে যাওয়া যায় না। পথ অবশ্য আছে, কিন্তু সেই পথে চলা যায় না; কারণ পথের সর্ব্বত্রই পিপীলিকা; চলিতে গেলেই পিপীলিকা পায়ে লাগে; পায়ের চাপে পাছে পিপীলিকার জীবন নষ্ট হয়—এই ভয়ে ব্যাধ অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

১৯৩। যখন গুরুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার জন্য ব্যাধ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সহসা তাহা করিতে পারিলেন না। দণ্ডবতের জায়গায় যে পিপড়া আছে; শরীরের চাপে ঐ পিপড়া যে মারা যাইবে। তাই ব্যাধ নিজের পরণের কাপড় দিয়া জায়গাটা ঝাড়িয়া পিপড়া সরাইয়া তারপর দণ্ডবৎ করিলেন।

পড়ে দণ্ডবৎ হঞা—দণ্ডের মত লম্বা হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন।

১৯৪। **এই না হয় আশ্বর্য্য**—যে-ব্যাধের ব্যবসায়ই ছিল পশুহত্যা, আজ নাকি সেই ব্যাধ, পিপীলিকা-হত্যার ভয়ে পথ চলিতে পারে না, গুরুকে দণ্ডবৎ করিতে পারে না! ইহা সাধারণ লোকের পক্ষে আশ্চর্য্যজনক হইলেও ভক্তের পক্ষে আশ্চর্য্যজনক নহে। কারণ, হরিভক্তির এমনি প্রভাব যে, পশুহনন-রত ব্যাধও ইহার কৃপায় হিংসাশূন্য হয়, এবং সাধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে পারে। **হরিভক্ত্যে**—হরিভক্তির দ্বারা। **সাধুবর্য্য**—সাধুদিগের বরণীয়; সাধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শ্লো। ৮৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।৬৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৯৪-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৯৫। **দোঁহা**—নারদ ও পর্ব্বত ঋষিকে। **অঙ্গনে**—কুটীরের সম্মুখস্থিত অঙ্গনে (উঠানে)। **ভক্ত্যে**—ভক্তিপূর্ব্বক।

১৯৬। দুই ঋষির পাদ-প্রক্ষালন করাইয়া সেই পাদোদক ব্যাধ ও তাহার স্ত্রী কিঞ্চিৎ পান করিল এবং কিঞ্চিৎ মস্তকে ধারণ করিল। বৈষ্ণবের পাদোদকের মাহাত্ম্য অসীম। ঠাকুর-মহাশয় লিখিয়াছেন—"ভক্ত-পদ-রজ আর ভক্ত-পদ-জল। ভক্তভুক্ত অবশেষ—এই তিন সাধনের বল॥" পাদোদক প্রথমে মুখে, তারপর মস্তকে ধারণ করিতে হয়—ইহাই বিধি। **পাদ প্রক্ষালিল**—পা ধোয়াইল। **শিরে**—মাথায়।

১৯৭। গুরুর দর্শনে, ভক্তের (পর্ব্বত ঋষির দর্শনে এবং গুরু-বৈষ্ণবের পাদোদক-গ্রহণের ফলে, বৈষ্ণব-ব্যাধ ও তাহার স্ত্রীর মুখে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ স্ফুরিত হইল, চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম উদিত হইল। প্রেমের সহিত তাঁহারা

দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি।
নারদেরে কহে—তুমি হও স্পর্শমণি ॥ ১৯৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১৩।১০)

স্কান্দবচনম্—

অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে ॥ ৮৪

নারদ কহে—বৈষ্ণব! তোমার অন্ন কিছু আয়ে।
ব্যাধ কহে—যারে পাঠাও সেই দিয়া যায়ে ॥ ১৯৯
এত অন্ন না পাঠাও কিছু কার্য্য নাঞি।
সবে দুইজনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই ॥ ২০০
নারদ কহে—ঐছে রহ তুমি ভাগ্যবান্।
এত বলি দুইজনে কৈলা অন্তর্ধান ॥ ২০১
এই ত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান।
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ-প্রভাব জ্ঞান ॥ ২০২
এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল।
এই দুই মিলি ছাব্বিশ অর্থ হইল ॥ ২০৩
আর অর্থ শুন, যাহা অর্থের ভাণ্ডার।
স্থূলে দুই অর্থ, সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার ॥ ২০৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নীচঃ পরমপামরঃ লুব্ধকঃ ব্যাধঃ রতিং তল্লক্ষণাং ভক্তিম্ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রেমোদয়ের চিহ্নস্বরূপ, তাঁহাদের দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইল। উদ্‌ভাস্বর অনুভাবেরও বিকাশ হইল—তাঁহারা আনন্দে বস্ত্র উড়াইয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

১৯৮। যে নাকি পূর্ব্বে ব্যাধ ছিল, তাহার এইরূপ অপূর্ব্ব প্রেম দেখিয়া পর্ব্বত-ঋষি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি নারদকে কহিলেন—"নারদ! তুমি নিশ্চয় স্পর্শমণি; নচেৎ এই ব্যাধরূপ লোহাকে প্রেমিক-ভক্তরূপ সোনায় পরিণত করিলে কিরূপে?

স্পর্শমণি—যাহার স্পর্শে লোহা সোনায় পরিণত হয়, এইরূপ মণিবিশেষ।

শ্লো। ৮৪। অন্বয়। অহো দেবর্ষে (হে দেবর্ষি)! ধন্যঃ অসি (আপনি ধন্য)—যস্য (যাঁহার—যে তোমার) কৃপয়া (কৃপায়) তৎক্ষণাৎ (তৎক্ষণাৎ—কৃপাপ্রাপ্তিমাত্রেই) নীচঃ (নীচজাতি) লুব্ধকঃ অপি (ব্যাধও) উৎপুলক (পুলকান্বিত-কলেবর হইয়া) অচ্যুতে (অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণে) রতিং (রতি) লেভে (লাভ করিয়াছে)।

অনুবাদ। হে মহর্ষি! আপনি ধন্য, যেহেতু আপনার কৃপায় অতি নীচজাতি ব্যাধও কৃপাপ্রাপ্তিমাত্রেই পুলকান্বিত-কলেবর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রতি লাভ করিয়াছে। ৮৪

এই শ্লোক, স্পর্শমণির ন্যায়, নারদের অনির্ব্বচনীয় শক্তির পরিচায়ক। ইহা ১৯৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

২০৩। এই আর তিন অর্থ—পূর্ব্বের (১৪৭।১৪৮।১৫০) পয়ারে উল্লিখিত তিন রকম অর্থ (আত্মারাম-শ্লোকের)। ১৪২-পয়ারে যে তিন রকম অর্থের সূচনা করা হইয়াছে, সেই তিন রকম অর্থ। **এই দুই মিলি**—১৪২ পয়ারে উল্লিখিত তেইশ রকম অর্থ এবং এই তিন রকম অর্থ, এই উভয়ে মিলিয়া মোট ছাব্বিশ রকম অর্থ হইল।

২০৪। "আত্মা"-শব্দের "ভগবান্" অর্থ ধরিয়া আরও নূতন অর্থ করিতেছেন। এই নূতন অর্থে সাধারণরূপে দুই রকম অর্থ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু বিশেষরূপে বিচার করিলে তাহার মধ্যে বত্রিশ রকম অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

অর্থের ভাণ্ডার—যে অর্থের মধ্যে অনেক রকম অর্থ আছে। **স্থূলে দুই অর্থ**—সাধারণরূপে (স্থূল-দৃষ্টিতে) দুই রকম অর্থ ই দেখা যায়। **সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার**—বিশেষরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে, ভিতরে বত্রিশ রকম অর্থ আছে। এই বত্রিশ রকম অর্থের মধ্যেও আবার অনন্ত রকম অর্থ আছে। এইজন্যই ইহাকে অর্থের ভাণ্ডার বলা হইয়াছে।

'আত্মা'-শব্দে কহে—সর্ব্ববিধ ভগবান্।
এক স্বয়ং ভগবান্, আর ভগবানাখ্যান ॥ ২০৫
তাঁতে যেই রমে, সেই সব 'আত্মারাম'।
বিধিভক্ত, রাগভক্ত—দুইবিধ নাম ॥ ২০৬
দুইবিধ ভক্ত হয়—চারি চারি প্রকার—।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥ ২০৭
জাতাজাতরতিভেদে সাধক দুই ভেদ।
বিধি-রাগমার্গে চারি চারি—অষ্টভেদ ॥ ২০৮
বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ 'পারিষদ'—দাস।
সখা, গুরু, কান্তাগণ—চারি ত প্রকাশ ॥ ২০৯
'সাধনসিদ্ধ'—দাস, সখা, গুরু, কান্তাগণ।
'উৎপন্নরতি সাধক'—ভক্ত চারিবিধ জন ॥ ২১০
'অজাতরতি সাধক'—ভক্ত এ চারি প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শভেদ প্রচার ॥ ২১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০৫। পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত দুই স্থূল অর্থের কথা এই পয়ারে বলিতেছেন।

আত্মা-শব্দে কহে ইত্যাদি—আত্মা-শব্দের অর্থ ভগবান্ (২।২৪।৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **সর্ব্ব-বিধ-ভগবান্**—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং স্বয়ংভগবান্‌ব্যতীত অন্যান্য ভগবান্, যথা শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ—যাঁহাদের ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার উপর নির্ভর করে। **ভগবানাখ্যান**—যাঁহাদের ভগবত্তা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার উপর নির্ভর করে, এবং যাঁহাদিগকেও ভগবান্ বলে—সেই শ্রীরামচন্দ্রাদি। **আখ্যান**—নাম।

২০৬। **তাঁতে**—পূর্ব্বপয়ারোক্ত আত্মাতে; স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবৎ-স্বরূপে।

তাঁতে যেই রমে ইত্যাদি—স্বয়ংভগবানে ও শ্রীরামচন্দ্রাদি-ভগবৎ-স্বরূপে যাঁহারা রমণ করেন (অর্থাৎ প্রীতি অনুভব করেন), তাঁহারাই আত্মারাম। **দুই বিধ নাম**—এই আত্মারামগণ দুই রকমের; বিধিভক্ত ও রাগানুগীয় ভক্ত। যাঁহারা বিধিমার্গে ভগদ্‌ভজন করেন, তাঁহারা বিধিভক্ত; আর যাঁহারা রাগানুগীয় মার্গে ভগবদ্-ভজন করেন, তাঁহারা রাগানুগীয় ভক্ত। ২।২২।৫৮-৫৯ পয়ারের টীকায় বিধিভক্তি ও রাগানুগা-ভক্তির তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। **রাগভক্ত**—রাগানুগীয় মার্গে ভজন করেন যাঁহারা।

আত্মা-শব্দের "সর্ব্ববিধ ভগবান্" অর্থ ধরিলে যাঁহারা বিধিমার্গে এই সর্ব্ববিধ ভগবানের ভজন করেন, তাঁহারা এক আত্মারাম; আর যাঁহারা রাগমার্গে সর্ব্ববিধ ভগবানের ভজন করেন, তাঁহারা এক আত্মারাম। মোটামুটি ভাবে এই উভয়বিধ আত্মারামগণই শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন। বিধিভক্ত-আত্মারামগণ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন; এবং রাগভক্ত-আত্মারামগণ শ্রীকৃষ্ণভজন করেন—এই দুইটিই হইল শ্লোকের স্থূল অর্থ। রাগভক্ত ও বিধিভক্তের শ্রেণীবিভাগ করিয়া বিচার করা হয় নাই বলিয়াই এই অর্থদ্বয় স্থূল।

নিম্নের পয়ার-সমূহে যে বত্রিশ রকম অর্থ করা হইয়াছে, তাহা এই স্থূল অর্থেরই বিশদ বিবৃতি; এজন্য এই স্থূল অর্থ দুইটী পৃথক্ ভাবে গণনা করা হয় নাই।

২০৭-৮। **দুইবিধ ভক্ত**—বিধিভক্ত ও রাগভক্ত। **চারি চারি প্রকার**—বিধিভক্ত চারি রকমের এবং রাগভক্ত চারি রকমের। **পারিষদ** ইত্যাদি—প্রত্যেক রকম ভক্তের চারি রকম ভেদ বলিতেছেন :—পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, জাতরতি-সাধক এবং অজাতরতি-সাধক। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পরিকর, তাঁহারা পারিষদ। যাঁহারা সাধনে সিদ্ধ হইয়া পরিকরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধনসিদ্ধ। সাধন করিতে করিতে যাঁহারা রতি বা প্রেমাঙ্কুর পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জাতরতি সাধক। আব যে সমস্ত সাধক ভক্ত এখন পর্য্যন্ত রতি বা প্রেমাঙ্কুর লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অজাতরতি সাধক। জাতরতি ও অজাতরতি সাধকের যথাবস্থিত-দেহ-ভঙ্গ হয় নাই। **বিধি-রাগ-মার্গে** ইত্যাদি—বিধিমার্গেরও উক্ত-চারি রকম ভক্ত আছেন, রাগমার্গেরও উক্ত-চারি রকম ভক্ত আছেন। তাহা হইলে উভয় মার্গে মোট আট রকম ভক্ত আছেন।

২০৯-১১। "বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ" ইত্যাদি "ষোড়শভেদ প্রচার" পর্য্যন্ত তিন পয়ারে দেখইতেছেন—

রাগমার্গে ঐছে ভক্ত ষোড়শ-বিভেদ। দুই মার্গে 'আত্মারাম' বত্রিশ-বিভেদ ॥ ২১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পূর্ব্ব-পয়ারদ্বয়ে যে চারি রকম বিধিভক্তের কথা বলা হইল, তাহাদের প্রত্যেক রকমেই আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব ভেদে চারি রকমের ভক্ত আছেন।

বিধিভক্তিতে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের মধ্যে:—নিত্যসিদ্ধ দাস আছেন (শ্রীহনুমানাদি, শ্রীজয়-বিজয়-আদি); নিত্যসিদ্ধ-সখা আছেন (শ্রীবিভীষণ-সুগ্রীবাদি); নিত্যসিদ্ধ (গুরুবর্গ) পিতামাতাদি আছেন (শ্রীকৌশল্যা-দশরথাদি); এবং নিত্যসিদ্ধ-কান্তাদি আছেন (শ্রীলক্ষ্মী-আদি, শ্রীসীতাদি)।

এইরূপে বিধিভক্তির সাধন-সিদ্ধভক্তদের মধ্যেও দাস্য-সখ্যাদি চারিভাবের অনুগত সিদ্ধভক্ত আছেন; অর্থাৎ সাধনসিদ্ধ-ভক্তদের মধ্যে, কেহ নিত্যসিদ্ধ দাসগণের আনুগত্যে দাস্যভাবের সাধন, কেহ নিত্যসিদ্ধ সখাদিগের আনুগত্যে সখ্য ভাবের সাধন, কেহ নিত্যসিদ্ধ পিতামাতার আনুগত্যে বাৎসল্যভাবের সাধন এবং কেহ বা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-কান্তাদির আনুগত্যে মধুরভাবের সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং সাধনসিদ্ধ ভক্তদের মধ্যেও চারি ভাবের চারি রকম ভক্ত আছেন।

বিধিভক্তির জাতরতি-সাধকদের মধ্যে—কেহ নিত্যসিদ্ধ দাসগণের আনুগত্যে দাস্যভাবের, কেহ নিত্যসিদ্ধ-সখাগণের আনুগত্যে সখ্যভাবের, কেহ নিত্যসিদ্ধ পিতামাতার আনুগত্যে বাৎসল্যভাবের এবং কেহবা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-কান্তাদের আনুগত্যে মধুর-ভাবের সাধন করিয়া—প্রেমাঙ্কুর-পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যেও চারি ভাবের চারি রকমের সাধক-ভক্ত আছেন।

আর অজাতরতি সাধক-ভক্তদের মধ্যে—কেহ নিত্যসিদ্ধ দাসগণের আনুগত্যে দাস্যভাবের, কেহ নিত্যসিদ্ধ সখাগণের আনুগত্যে সখ্যভাবের, কেহ নিত্যসিদ্ধ পিতামাতাদির আনুগত্যে বাৎসল্য-ভাবের এবং কেহবা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-কান্তাদের আনুগত্যে মধুর-ভাবের সাধন করিতেছেন—কিন্তু এখন পর্য্যন্ত প্রেমাঙ্কুর লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যেও চারি রকমের সাধক আছেন। (টী. প. দ্র.)

এইরূপে বিধিমার্গের ভক্তদের মধ্যে মোট ষোল রকমের ভক্ত হইলেন। ইঁহারাই ষোল রকম আত্মারাম।

২১২। বিধিমার্গে যেমন চারি শ্রেণীতে ষোল রকমের ভক্ত আছেন, রাগমার্গেও চারি শ্রেণীতে দাস্য-সখ্যাদি চারি ভাবের ঠিক ঐরূপ ষোল রকমের ভক্ত আছেন। এইরূপে রাগমার্গেও ষোল রকমের আত্মারাম। একমাত্র স্বয়ংভগবান্-ব্রজেন্দ্র-নন্দনের ভজনেই রাগমার্গ সম্ভব।

দুইমার্গে ইত্যাদি—বিধিমার্গে ষোল রকমের এবং রাগমার্গে ষোল রকমের, এইরূপ মোট বত্রিশ রকমের আত্মারাম হইল।

মূল শ্লোকে "আত্মারাম"-শব্দের স্থলে এই বত্রিশ রকম অর্থ পৃথক্ পৃথক্ বসাইলে শ্লোকটীর বত্রিশ রকম অর্থ পাওয়া যাইবে। **(২৭-৫৮)**

বিধিভক্তি-প্রকরণে (মধ্যের ২২শ পরিচ্ছেদে) বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্র-শাসনের ভয়ে নরক-যন্ত্রণাদি হইতে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যে যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই বিধিমার্গের ভক্ত। এইরূপে যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অথচ যাঁহাদের এখন পর্য্যন্ত প্রেমাঙ্কুর লাভ হয় নাই, সেই অজাতরতি সাধকগণকে বিধিভক্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা জাতরতি, তাঁহাদের চিত্তে শাস্ত্র-শাসনের বা নরক-যন্ত্রণার ভয় না থাকারই কথা। আর যাঁহারা বিধিমার্গে সিদ্ধ হইয়া ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছেন, কোনওরূপ ভয় তাঁহাদের সিদ্ধাবস্থায় ভজনের প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। তথাপি তাঁহাদিগকে বিধিমার্গের ভক্ত বলার হেতু এই যে, শাস্ত্র-শাসনাদির ভয়ই সাধক অবস্থায় তাঁহাদের ভজনের প্রবর্ত্তক ছিল; ভজন-প্রভাবে সেই ভয় অন্তর্হিত হইয়া গেলেও, ভগবানের মহিমাজ্ঞান অন্তর্হিত না হওয়াতেই

'মুনি, নির্গ্রন্থ, চ অপি' চারি শব্দের অর্থ ।
যাহাঁ যেই লাগে, তাহাঁ করিয়ে সমর্থ ॥ ২১৩
বত্রিশে ছাব্বিশে মেলি অষ্টপঞ্চাশ ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ ॥ ২১৪
ইতরেতর 'চ' দিয়া সমাস করিয়ে ।
আটান্নবার 'আত্মারাম' নাম লইয়ে ॥ ২১৫
'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' আটান্নবার ।
শেষে সব লোপ করি, রাখি একবার ॥ ২১৬

তথাহি পাণিনিঃ (১।২।৬৪)—
সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাম্ অজন্তপুংলিঙ্গশব্দপ্রকরণে—
"সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ"
উক্তার্থানামপ্রয়োগ ইতি। ৮৫ ॥

আটান্ন চ-কারের সব লোপ হয় ।
এক 'আত্মারাম'-শব্দে আটান্ন অর্থ কয় ॥ ২১৭

তথাহি পাণিনিঃ (১।২।৬৪)—
সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাম্ অজন্তপুংলিঙ্গশব্দপ্রকরণে—
অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ
আম্রবৃক্ষাশ্চ—বৃক্ষাঃ ॥ ৮৬

'অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি' যৈছে হয় ।
তৈছে সব 'আত্মারাম' কৃষ্ণে ভক্তি করয় ॥ ২১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহাদিগকে বিধিভক্ত বলা হইয়াছে। আর, নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে বিধিভক্ত বলার হেতু এই যে, সাধনসিদ্ধ বিধিভক্তদের ন্যায় তাঁহাদেরও অনাদিকাল হইতে ভগবন্মহিমার জ্ঞান রহিয়াছে।

নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ বিধি-ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণ-গুণে আকৃষ্ট হওয়ার হেতু—ভক্তির স্বভাব বা কৃষ্ণকৃপা। আর জাতরতি বা অজাতরতি বিধি-ভক্তদের কৃষ্ণ-গুণে আকৃষ্ট হওয়ার হেতু—ভক্তিকৃপা, বা কৃষ্ণকৃপা, বা ভক্তের কৃপা।

২১৩। মুনি নির্গ্রন্থ—মুনি, নির্গ্রন্থ, অপি ও চ-শব্দের যে সকল অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আত্মারাম-শব্দের এই বত্রিশ রকম অর্থের মধ্যে যাহার সঙ্গে যে অর্থ সঙ্গত হয়, তাহা মিলাইয়া অর্থ করিতে হইবে।

২১৪। পূর্ব্বে ছাব্বিশ রকম অর্থ করা হইয়াছে; আর, এই স্থলে বত্রিশ রকম অর্থ হইল। এইরূপে এই পর্য্যন্ত মোট আটান্ন রকমের অর্থ হইল।

আর এক ভেদ ইত্যাদি—এক্ষণে আর এক রকম অর্থ করিতেছেন—নিম্নের কয় পয়ারে।

২১৫। ইতরেতর 'চ' দিয়া ইত্যাদি—চ-দিয়া ইতরেতর সমাস করিয়া (২।২৪।১০০-১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২১৫-১৭। "আটান্নবার আত্মারাম" হইতে "আটান্ন অর্থ কয়" পর্য্যন্ত তিন পয়ার। আত্মারামাশ্চ ইত্যাদিরূপে আটান্নবার "আত্মারামাশ্চ" শব্দ লইয়া ইতরেতর সমাস করিলে, সাতান্ন "আত্মারামাঃ" এবং আটান্ন "চ"-কার লোপ পাইয়া, সমাসনিষ্পন্ন পদ হইবে মাত্র "আত্মারামাঃ"। এই শেষ "আত্মারামাঃ"-শব্দেই আটান্ন রকমের আত্মারামগণকে (পূর্ব্বের আটান্ন অর্থে আত্মারাম-শব্দের যে আটান্ন রকম অর্থ করা হইয়াছে, তাঁহাদের সকলকেই) বুঝাইবে।

শ্লো। ৮৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৪।৫০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২১৬ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৮৬। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। অশ্বত্থবৃক্ষাঃ, বটবৃক্ষাঃ, কপিত্থবৃক্ষাঃ, আম্রবৃক্ষাঃ—এই শব্দগুলি ইতরেতর সমাসে আবদ্ধ হইলে সমাসনিষ্পন্ন পদ হইবে "বৃক্ষাঃ"; অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি শব্দগুলির লোপ হইবে। ৮৬

পরবর্ত্তী-পয়ারোক্ত অর্থের সমর্থনার্থ এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

২১৮। একটী দৃষ্টান্তদ্বারা উক্ত ইতরেতর-সমাস-নিষ্পন্ন "আত্মারামাঃ"-শব্দের অর্থ বুঝাইতেছেন।

অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি—এই বনে বৃক্ষ-সমূহ ফল ধারণ করে। এই স্থলে "বৃক্ষাঃ"-শব্দে—যত রকমের ফল ধরিবার উপযোগী বৃক্ষ আছে, সকল বৃক্ষকেই বুঝাইতেছে। তদ্রূপ, উক্ত শ্লোকে "আত্মারামাঃ"-শব্দদ্বারাও—যত

'আত্মারামাশ্চ' সমুচ্চয়ে কহিয়ে চ-কার।
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে—এই অর্থ তার ॥ ২১৯
'নির্গ্রন্থা এব' হঞা 'অপি'—নির্দ্ধারণে।
এই উনষষ্টি অর্থ করিল ব্যাখ্যানে ॥ ২২০
সর্ব্বসমুচ্চয়ে আর এক অর্থ হয়—।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ ভজয় ॥ ২২১
'অপি'-শব্দ অবধারণে সেহো চারিবার।
চারিশব্দ সঙ্গে 'এবে'র করিবে উচ্চার ॥ ২২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রকমের আত্মারাম হইতে পারে, তাহাদের সকলকে বুঝাইতেছে। এই স্থলে "বৃক্ষাঃ"-শব্দ ইতরেতর-সমাস-নিষ্পন্ন; ইহার অর্থ (ব্যাসবাক্য)—অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ, বটবৃক্ষাশ্চ, কপিত্থবৃক্ষাশ্চ, আম্রবৃক্ষাশ্চ। সমাসে অশ্বত্থ-বটাদি বৃক্ষের উপজাতি-বাচক শব্দগুলি লুপ্ত হইয়া যায়, 'চ'-গুলিও সমস্ত লুপ্ত হইয়া যায় এবং একটী-ব্যতীত অপর সমস্ত "বৃক্ষ"-শব্দও লুপ্ত হইয়া যায়, থাকে কেবল একটীমাত্র "বৃক্ষ"-শব্দ। তদ্রূপ, দেহারামা আত্মারামাশ্চ, বুদ্ধিরামা আত্মারামাশ্চ, মনোরামা আত্মারামাশ্চ, ব্রহ্মরামা আত্মারামাশ্চ ইত্যাদি আটান্ন রকমের আত্মারামগণ-বাচক-শব্দ ইতরেতর-সমাসে আবদ্ধ হইলে আত্মারাম-জাতির উপজাতি-বাচক দেহরামা-প্রভৃতি শব্দগুলি সমস্ত লুপ্ত হইবে, ব্যাস-বাক্যের আটান্ন 'চ'-কার লুপ্ত হইবে, এবং সাতান্নটী 'আত্মারামাঃ'-শব্দ লুপ্ত হইয়া একটীমাত্র "আত্মারামাঃ"-শব্দ অবশিষ্ট থাকিবে। এই শেষ "আত্মারামাঃ"-শব্দদ্বারাই আটান্ন রকম আত্মারামের প্রত্যেককে সমভাবে বুঝাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এস্থলে বলিতেছেন যে, মূল-শ্লোকের "আত্মারামাঃ"-শব্দটীকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইতরেতর-সমাসে সাধন করিলে ঐ এক "আত্মারামাঃ"-শব্দেই পূর্ব্বোক্ত আটান্ন-রকমের আত্মারামগণকে বুঝাইবে।

২১৯। মূল-শ্লোকের "চ"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। **"চ"**-এর অর্থ এস্থলে "সমুচ্চয়"। অর্থাৎ উক্ত আটান্ন রকমের আত্মারাম-অর্থ পৃথক্ পৃথক্ যোগ করিয়া শ্লোকের অর্থ করিতে হইবে না (এইরূপ অর্থ করিলে আটান্নটী স্বতন্ত্র অর্থ হইবে); পরন্তু ঐ আটান্ন রকমের আত্মারামগণকে একটী মাত্র শ্রেণীতে গণ্য করিয়া শ্লোকের অর্থ করিতে হইবে। ইহাই সমুচ্চয়ের তাৎপর্য্য। সমুচ্চয়ার্থে 'চ' ধরিলে আটান্ন আত্মারাম মিলাইয়া শ্লোকের একটীমাত্র অর্থ পাওয়া যাইবে।

মুনয়শ্চ—শ্লোকের চ-শব্দদ্বারা "আত্মারামাঃ"-শব্দের সঙ্গে "মুনয়ঃ"-শব্দের যোগ হইতেছে। আটান্ন রকমের আত্মারামগণ এবং মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন—ইহাই অর্থ হইবে। ইহা সমুচ্চয়ের ফল।

২২০। **নির্গ্রন্থা এব হঞা** ইত্যাদি—উক্ত অর্থে শ্লোকস্থ "অপি"-শব্দে নির্দ্ধারণ বুঝাইতেছে; নির্দ্ধারণার্থে 'অপি'-শব্দের অর্থ—এব (ই); এইরূপে নির্গ্রন্থা অপি অর্থ—নির্গ্রন্থা এব নির্গ্রন্থ হইয়াই। তাঁহারা যে নির্গ্রন্থ, একথা নিশ্চিত; তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন।

এইরূপে শ্লোকের অর্থ এইরূপ হইবে :—

(৫৯) (পূর্ব্বোক্ত আটান্ন রকমের) আত্মারামগণ এবং মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন। ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত উনষষ্টি অর্থ পাওয়া গেল। পরবর্ত্তী দুই পয়ারে আরও এক রকম অর্থ করিতেছেন।

২২১। **সর্ব্ব-সমুচ্চয়ে**—শ্লোকের 'চ'-শব্দের সমুচ্চয় অর্থ ধরিয়া এবং আত্মারামাঃ, মুনয়ঃ ও নির্গ্রন্থাঃ—এই তিনটী প্রথমান্ত-শব্দকে ঐ 'চ'-শব্দদ্বারা সংযুক্ত করিয়া আর এক অর্থ পাওয়া যায়। অর্থ টী এইরূপ হইবে :—

আত্মারামগণ, মুনিগণ এবং নির্গ্রন্থগণ—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন।

২২২। **"অপি"**-শব্দ অবধারণে—মূল শ্লোকের "অপি"-শব্দে—অবধারণ, বা নিশ্চয় বুঝাইবে। নিশ্চয়ার্থে "অপি"-অর্থ—"এব" (ই)।

সেহো চারিবার—সেই "অপি"-শব্দকে চারি বার গ্রহণ করিতে হইবে। **চারি শব্দ সঙ্গে** ইত্যাদি—উরুক্রমে, ভক্তিম্, অহৈতুকীম্ এবং কুর্ব্বন্তি,—এই চারিটী শব্দের প্রত্যেকটীর সঙ্গেই "এব" (অপি)-শব্দের যোগ করিয়া

তথাহি শ্রীপ্রভুপাদোক্ত-ব্যাখ্যা,—

উরুক্রম এব, ভক্তিমেব,
অহৈতুকীমেব, কুর্ব্বন্ত্যেব ॥ ৮৭

এই ত কহিল শ্লোকের ষাটিসংখ্যা অর্থ।
আর এক অর্থ শুন, প্রমাণে সমর্থ ॥ ২২৩
'আত্মা'-শব্দে কহে—ক্ষেত্রজ্ঞ জীবলক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীটপর্য্যন্ত তার শক্তিতে গণন ॥ ২২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উচ্চারণ করিতে হইবে ; অর্থাৎ উরুক্রমে এব, ভক্তিমেব, অহৈতুকীমেব এবং কুর্ব্বন্তিএব—এইরূপ পড়িতে হইবে। এইরূপ পাঠের তাৎপর্য্য হইবে এই যে :—

উরুক্রমে এব—উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণেই ভক্তি করিবে, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে নহে। এব (অপি)-শব্দ এস্থলে ভজনীয় বস্তুটীকে নিশ্চিতরূপে দেখাইয়া দিতেছে।

ভক্তিমেব—শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই করিবে, যোগ-জ্ঞানাদিদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিবে না। এব (অপি)-শব্দ এস্থলে সাধন-পন্থাটীও নিশ্চিত করিয়া দেখাইতেছে।

অহৈতুকীমেব—শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তিটী করিবে, তাহা অহৈতুকীই হইবে ; কোনওরূপ ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিবেন না। এব (অপি)-শব্দ এস্থলে শুদ্ধাভক্তিটীকেই নিশ্চিত করিয়া দিতেছে।

কুর্ব্বন্তিএব—কুর্ব্বন্তি-শব্দটী কৃ (করা)-ধাতু হইতে পরস্মৈপদীতে নিষ্পন্ন। 'এব'-শব্দটী কৃ-ধাতু এবং পরস্মৈপদ—এই উভয়েরই নিশ্চয়ার্থ সূচনা করিতেছে। এব-যোগে কৃ ধাতুর অর্থ হইবে এই যে—তাঁহারা ভক্তি করিবেনই, ভক্তি না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিবেন না। আর এব-যোগে পরস্মৈপদের অর্থ এই যে—এই যে ভক্তিটী করিবেনই, তাহা নিজের জন্য নহে, শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের জন্যই, অন্য কিছুর জন্য নহে। (২।২৪।১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বত্রই যে এই অপি (এব)-শব্দের নিশ্চিতার্থ, তাহা শ্রীহরির গুণের মাহাত্ম্যবাচক। শ্রীকৃষ্ণগুণের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, আত্মারামাদিকে অন্য স্বরূপের উপাসনা ছাড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করাইয়া থাকে ; কৃষ্ণগুণের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, যোগজ্ঞানাদির প্রতি স্পৃহা ছাড়াইয়া ভক্তির প্রতিই আসক্তি জন্মায়—সেই ভক্তিটীকেও অহৈতুকী এবং কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়ী করিয়া তুলে। আর শ্রীকৃষ্ণগুণের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, যাঁহারা এইগুণে আকৃষ্ট হন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভজন না করিয়াই থাকিতে পারেন না।

শ্লো। ৮৭। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। উরুক্রমেই (ভক্তি করিবে, অন্য কোনও স্বরূপে নহে), ভক্তিই (করিবে, জ্ঞান-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিবে না), অহৈতুকী ভক্তিই (করিবে, সহৈতুকী ভক্তি করিবে না), কৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্তই ভক্তি করিবেই (ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিবে না—স্বসুখের বাসনাও থাকিবে না)। ৮৭

২২৩। উক্ত অর্থে শ্লোকের **অন্বয়াদি** এইরূপ হইবে :—

আত্মারামাঃ (চ) মুনয়ঃ (চ) নির্গ্রন্থাঃ চ উরুক্রমে অপি (এব) অহৈতুকীমপি (এব) ভক্তিমপি (এব) কুর্ব্বন্তি অপি (এব) হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

অর্থ :—**(৬০)** শ্রীহরির এমনই গুণ যে, কি আত্মারামগন, কি মুনিগণ, কি নির্গ্রন্থ ব্যক্তিগণ—সকলেই শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণেই অহৈতুকীই ভক্তিই করিয়া থাকেনই।

এই পর্য্যন্ত মোট ষাইট্ রকমের অর্থ হইল। এক্ষণে নিম্নের দুই পয়ারে আর এক রকম অর্থ করিতেছেন।

২২৪। আত্মা-শব্দের "জীব"-অর্থ ধরিয়া আর এক রকম অর্থ করিতেছেন।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৮৮

তথা চ অমরকোষে স্বর্গবর্গে (৭),—

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ ॥ ৯ ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-সঙ্গ পায়।
সভে সব ত্যাজি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ২২৫

ষাটি অর্থ কহিল—যে কৃষ্ণের ভজন।
সেই অর্থ হয় সব অর্থের উদাহরণ ॥ ২২৬

একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমার সঙ্গে।
তোমার ভক্তি-বলে উঠে অর্থের তরঙ্গে ॥ ২২৭

তথাহি প্রাচীনশ্লোকঃ—

ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আত্মা-শব্দের অর্থ—ক্ষেত্রজ্ঞ জীব; শ্রীকৃষ্ণের জীব-শক্তির অংশ। জীব যে শ্রীকৃষ্ণের জীব-শক্তির অংশ, নিম্নের শ্লোকে তাহার প্রমাণ দিতেছেন। আর আত্মা-শব্দে যে জীবকে বুঝায়, নিম্নের ৮৯ সংখ্যক শ্লোকে তাহার প্রমাণ দিতেছেন। **ব্রহ্মাদি ইত্যাদি**—ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেই শ্রীকৃষ্ণের জীব-শক্তির অংশ। সুতরাং সকলেই জীব (আত্মা)। এস্থলে "ব্রহ্মা"-শব্দে জীবকোটি-ব্রহ্মাকেই বলা হইয়াছে, ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মাকে নহে।

এইরূপ অর্থে আত্মারাম-শব্দের অর্থও হইল জীবে—আত্মায় (জীবে বা জীব-শক্তিতে) রমণ করে যাহারা, তাহারাই—আত্মারাম। যাহারা জীব-শক্তিতে রমণ করে (সংসারী জীবরূপেই যাহারা থাকিতে চায় এবং অনাদিকাল হইতে নিত্য আছে) তাহারাই আত্মারাম (জীব)।

শ্লো। ৮৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

জীব যে ভগবানের শক্তি, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোক ২২৪ পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৮৯। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। আত্মা-শব্দের অর্থ—ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব, পুরুষ। ৮৯

২২৪ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

২২৫। জীব-রূপ আত্মারামগণ নানা যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোনও সৌভাগ্যে কোনও সময়ে কোনও সাধুর কৃপা লাভ করিতে পারে, তবে তখন তাহারা অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই অহৈতুকী ভক্তির সহিত ভজন করিয়া থাকে।

এইভাবে মূল-শ্লোকের **অন্বয়াদি** এইরূপ হইবে :—আত্মারামাঃ (ব্রহ্মাদিকীটান্তজীবাঃ) অপি নির্গ্রন্থাঃ মুনয়ঃ চ (সন্তঃ) উরুক্রমে ইত্যাদি।

অর্থ (৬১) :— ব্রহ্মাদিকীট-পর্য্যন্ত জীবগণও নির্গ্রন্থ ও মুনি হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন, ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত মোট একষট্টি রকমের অর্থ হইল। প্রত্যেক রকমের অর্থের তাৎপর্য্যই শ্রীকৃষ্ণগুণের আকর্ষণীশক্তির পরাকাষ্ঠা এবং শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি।

২২৭। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—সনাতন! তোমার ভক্তির প্রভাবে এবং তোমার সঙ্গের মাহাত্ম্যেই এই একষট্টি রকম অর্থ স্ফুরিত হইল।

একমাত্র ভক্তির কৃপাতেই যে ভাগবতের (শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও শ্লোকের) অর্থ বুঝিতে পারা যায় এবং ভক্তির কৃপাতেই যে ভাগবতের অর্থ চিত্তে স্ফুরিত হয়—কেবলমাত্র বুদ্ধির প্রভাবে, কি কেবলমাত্র টীকাদির সাহায্যে যে ভাগবতীয় শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না, তাহার প্রমাণ নিম্নের শ্লোক।

শ্লো। ৯০। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। ভাগবতের অর্থ কেবল ভক্তিদ্বারাই গ্রহণীয় (বোধগম্য হইতে পারে), বুদ্ধি বা টীকাদ্বারা ইহার অর্থ বোধগম্য হয় না। ৯০

অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
মহাপ্রভুরে স্তুতি করে চরণে ধরিয়া—॥ ২২৮
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সব বেদপ্রবর্ত্তন ॥ ২২৯
তুমি বক্তা ভাগবতের তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনু অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ ॥ ২৩০
প্রভু কহে—কেনে কর আমার স্তবন ?
ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ ? ॥ ২৩১
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত—বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতিশ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ কয় ॥ ২৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২৯। তোমার নিশ্বাসে ইত্যাদি—শ্রুতিও বলেন, ঈশ্বরের নিশ্বাস হইতেই সমস্ত বেদের উৎপত্তি। 'অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্‌বেদঃ''—ইত্যাদি। বেদান্তসূত্রের ১।১।৩ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যের টীকা-ধৃত শ্রুতি।

২৩০। শ্রীপাদসনাতন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে বলিলেন :—তুমি স্বয়ংভগবান্, তোমার নিশ্বাস হইতেই বেদের উদ্ভব; বেদের বক্তা তুমি, সুতরাং বেদার্থরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতের বক্তাও তুমি; তাই তুমিই শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকের সর্ব্বপ্রকার অর্থ জান—অন্যের পক্ষে তোমার কৃপাব্যতীত তাহা জানা সম্ভব নহে। সুতরাং তুমি যে আত্মারাম শ্লোকের বহুবিধ অর্থ করিলে, তোমার পক্ষে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

২৩১। ভাগবতের স্বরূপ—শ্রীমদ্‌ভাগবতের তত্ত্ব।

পরবর্ত্তী পয়ারে ভাগবতের তত্ত্ব বলা হইয়াছে।

২৩২। কৃষ্ণতুল্য ভাগবত—শ্রীমদ্‌ভাগবত-গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের তুল্য। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভু এবং সর্ব্বাশ্রয় শ্রীমদ্‌ভাগবতও তদ্রূপ বিভু এবং সর্ব্বাশ্রয়। এজন্যই শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রত্যেক শ্লোকের—এমন কি প্রত্যেক অক্ষরের—বহুবিধ অর্থ হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্য, সত্য, আনন্দময় ও চিন্ময়, শ্রীমদ্‌ভাগবতও তেমনি নিত্য, সত্য, আনন্দময় ও চিন্ময়। বিভু-অর্থ বৃহদ্বস্তু, ব্যাপকবস্তু; যাহা সর্ব্বব্যাপক, তাহাই বিভু। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্ব্বব্যাপক, শ্রীমদ্‌ভাগবতও তেমনি সর্ব্বব্যাপক (বিভু) অর্থাৎ অনন্ত কোটী প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এবং চিন্ময় ভগবদ্ধামাদি—সর্ব্বত্রই শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রভাব বিরাজিত (সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথার সমাদর বলিয়া সর্ব্বত্রই ঐ লীলা-কথাপূর্ণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের সমাদর আছে)। আর শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ত্ব, তাঁহার লীলাগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতও সকলের আশ্রয়-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্ বলিয়া অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপাদি যেমন তাঁহারই অন্তর্ভূত, তেমনি তাঁহাদের লীলাদিও শ্রীকৃষ্ণের লীলাদিরই অন্তর্ভূত; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াই যখন অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপ স্ব-স্ব-লীলাদি করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদের এবং তাঁহাদের লীলার আশ্রয়ও শ্রীকৃষ্ণলীলা-গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতই। আবার জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম প্রভৃতি অন্য যে-সমস্ত সাধন-পন্থা আছে, তাহারা স্ব স্ব ফল প্রদান করিতেও যখন শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-কথা-শ্রবণাদিরূপ ভক্তির অপেক্ষা রাখে, তখন সেই সমস্ত সাধন-পন্থার আশ্রয়ও শ্রীকৃষ্ণলীলা-গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতই। আবার, জীব-স্বরূপে ব্রহ্মাদিকীট-পর্য্যন্ত সকলেরই অবলম্বনীয় এবং উপজীব্য বস্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ, তখন তাঁহাদের সকলের আশ্রয়ও শ্রীমদ্‌ভাগবতই—শ্রীমদ্‌ভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে মায়াবদ্ধ জীবের স্ব-স্বরূপ জাগ্রত হইতে পারে এবং স্বরূপানুবন্ধী কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত হইতে পারে। আবার, যাঁহারা ভগৎস্বরূপ, কিম্বা নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ পরিকর—শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁহাদেরও উপজীব্য; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ-লীলাগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত তাঁহাদেরও আশ্রয়, বা অবলম্বন-স্বরূপ।

নিম্নের ৯২।৯৩ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হওয়ায় পরে সমস্ত ধর্ম্মই শ্রীমদ্‌ভাগবতকে আশ্রয় করিয়াছে এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিস্বরূপে জীবের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। এজন্যও শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রীকৃষ্ণতুল্য।

প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ ২৩৩

তথাহি শৌনকপ্রশ্নঃ (ভা. ১৷১৷২৩)—

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥ ৯১

তথাহি সূতোত্তরম্ (১৷৩৷৪৫)—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ৯২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পুনঃ প্রশ্নান্তরং ব্রূহীতি। ধর্ম্মস্য বর্ম্মণি কবচবদ্রক্ষকে স্বাং কাষ্ঠাং মর্য্যাদাং স্বরূপমিত্যর্থঃ। অস্য চোত্তরম্—কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ ইত্যাদি শ্লোকঃ ॥ স্বামী ॥ ৯১

তদিদং পুরাণং ন তু শাস্ত্রান্তরতুল্যাং কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধিরূপমেবেত্যাহ কৃষ্ণ ইতি। স্বস্য কৃষ্ণরূপস্য ধাম নিত্যলীলাস্থানমুপগতে সতি শ্রীকৃষ্ণে। তত্র চ ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্রেতি নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতমিতি চানুস্যূত্য পরমপ্রকৃষ্টতয়াঽবগতৈঃ ভগবদ্ধর্ম্ম-ভগবজ্জ্ঞানাদিভিরপি সহ স্বধামোপগতে সতি কলৌ নষ্টদৃশাং তাদৃশ-ধর্ম্মজ্ঞানবিবেকরহিতানাং কৃতে তদিদং পুরাণমেবার্কঃ। ন তু শাস্ত্রান্তরবদ্দীপস্থানীয়ং যৎ তথাবিধোঽয়ং পুরাণার্ক উদিতঃ। তাদৃশধর্ম্মজ্ঞানপ্রকাশনাত্তৎ-প্রতিনিধিরূপেণাবির্বভূব। অর্কবত্তৎ-প্রেরিততয়ৈবেতি ভাবঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৩৩। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য, তাহা শৌনকাদি-ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূত-মহাশয় বলিয়াছেন।

প্রশ্নোত্তরে—প্রশ্নে এবং উত্তরে। শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ প্রশ্ন করিয়াছেন, শ্রীসূত-মহাশয় উত্তর দিয়াছেন।

শ্লো। ৯১। অন্বয়। যোগেশ্বরে (যোগেশ্বর) ব্রহ্মণ্যে (ব্রহ্মণ্যদেব) ধর্ম্মবর্ম্মণি (ধর্ম্মরক্ষক) কৃষ্ণে (শ্রীকৃষ্ণ) স্বাং (স্বীয়) কাষ্ঠাং (মর্য্যাদা—নিত্যধাম) উপেতে (উপগত হইলে—চলিয়া গেলে) অধুনা (এক্ষণে) ধর্ম্মঃ (ধর্ম্ম কং শরণং গতঃ (কাহার শরণাগত হইল)—ব্রূহি (বল)।

অনুবাদ। শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন—হে সূত! যোগেশ্বর ব্রহ্মণ্যদেব এবং ধর্ম্মরক্ষক শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিত্যধামে গমন করিলে, ধর্ম্ম কাহার শরণাগত হইল, তাহা বল। ৯১

ধর্ম্মবর্ম্মণি—ধর্ম্মের সম্বন্ধে বর্ম্ম (কবচ)-তুল্য—ধর্ম্মবর্ম্ম; তাহার সপ্তমীতে ধর্ম্মবর্ম্মণি। লৌহময় অঙ্গাবরণকে বর্ম্ম বা কবচ বলে; দেহ বর্ম্মাবৃত থাকিলে দেহে কোনওরূপ আঘাত লাগিতে পারে না, সর্ব্ববিধ আঘাত হইতে দেহ রক্ষা পায়। বর্ম্ম যেভাবে বাহিরের আঘাতাদি হইতে দেহকে রক্ষা করে, শ্রীকৃষ্ণ সেইভাবে সর্ব্বদা ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন; এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে ধর্ম্মবর্ম্ম—ধর্ম্মরক্ষক—বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রকটকালে ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেন, ধর্ম্ম তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিত; তিনি প্রকট-লীলা অন্তর্ধান করিয়া অপ্রকটে গমন করিলে কে ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন—ইহাই শ্রীসূতের নিকটে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রশ্ন ছিল।

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূত নিম্নশ্লোকোক্ত উত্তর দিয়াছেন।

শ্লো। ৯২। অন্বয়। ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ (ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভগবজ্জ্ঞানাদিসহ) কৃষ্ণে (শ্রীকৃষ্ণ) স্বধাম (স্বীয় নিত্যলীলাস্থানে) উপগতে (গমন করিলে) কলৌ (কলিযুগে) নষ্টদৃশাং (অজ্ঞানান্ধকারপ্রভাবে বিনষ্টদৃষ্টি—ধর্ম্মজ্ঞানহীন ও বিবেকশূন্য—জীবের পক্ষে) এষঃ (এই) পুরাণার্কঃ (শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণরূপ সূর্য্য) অধুনা (এক্ষণে) উদিতঃ (উদিত হইয়াছে)।

অনুবাদ। শৌনকাদি ঋষির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূত বলিলেন:—ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভগবজ্জ্ঞানাদিসহ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলাস্থানে উপগত হইলে, কলিযুগে—ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিবেকশূন্য জীবের নিমিত্ত এই (শ্রীমদ্ভাগবতরূপ) পুরাণ-সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। ৯২

এই ত করিল এক শ্লোকের ব্যাখ্যান।
'বাতুলের প্রলাপ' করি—কে করে প্রমাণ ? ॥ ২৩৪
আমা-হেন যেবা কেহো বাতুল হয়।
এইদৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয় ॥ ২৩৫
পুন সনাতন কহে জুড়ি দুই করে—।
প্রভু ! আজ্ঞা দিলে বৈষ্ণব-স্মৃতি করিবারে ॥ ২৩৬
মুঞি নীচজাতি কিছু না জানোঁ আচার।
মো-হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার ? ॥ ২৩৭
সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ ॥ ২৩৮
তবে তার দিশা স্ফুরে মো-নীচের হৃদয়।
ঈশ্বর তুমি যে করাহ, সে-ই সিদ্ধ হয় ॥ ২৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ—ধর্ম্ম (কৈতব-রহিত বা অন্যাভিলাষিতাশূন্য ভগবদ্ধর্ম্ম) ও জ্ঞানাদির সহিত (ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানাদির সহিত) শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট ছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানাদি নানা উপায়ে শিক্ষা দিতেন—যেমন কুরুক্ষেত্রে শ্রীঅর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতোক্ত ধর্ম্মাদি ও তত্ত্বাদির উপদেশ করিয়াছেন। তিনি অপ্রকট হইলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ঐরূপে ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির উপদেশও অসম্ভব হইয়া গেল বলিয়াই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ যেন ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিতই নিত্যধামে চলিয়া গেলেন—তাঁহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-জ্ঞানাদি-সম্বন্ধীয় উপদেশও যেন অন্তর্হিত হইল। যাহা হউক, তাঁহার অন্তর্ধানে কে তাঁহার স্থলবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—তিনি চলিয়া গেলে জগৎ যেন অজ্ঞান-রূপ-অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল ; গাঢ়-অন্ধকারে লোক যেমন কিছুই দেখিতে পায় না—কেবল অন্ধের (নষ্টদৃষ্টি লোকের) ন্যায়ই বিচরণ করিতে থাকে, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইয়া জীবও ধর্ম্মসম্বন্ধে, কি ভগবত্তত্ত্বাদিসম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিতেছিল না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ আবির্ভূত হইয়া জীবের সে-সমস্ত অভাব দূরীভূত করিয়াছে—সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবে জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, শ্রীভাগবতের কৃপায় জীব ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্ত জানিতে পারে, ভগবত্তত্ত্বাদি জানিতে পারে—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে-ভাবে ধর্ম্মরক্ষা করিতেন, শ্রীমদ্ভাগবতও সেইভাবেই ধর্ম্মকে রক্ষা করেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণতুল্য—ধর্ম্মরক্ষাবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিতুল্য।

"কৃষ্ণতুল্য ভাগবত"—এই ২৩২ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৩৪। **এইত**—এই পরিচ্ছেদের প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত পয়ার-সমূহে। **এক শ্লোকের**—আত্মারাম-শ্লোকের। **বাতুলের**—পাগলের। **কে করে প্রমাণ**—আমার কৃত এই সকল ব্যাখ্যাকে কেইবা প্রামাণ্য বা মূল্যবান্ মনে করিবে ? অর্থাৎ কেহই তাহা মনে করিবে না।

২৩৫। **আমাহেন**—আমারই মতন। **বাতুল**—পাগল ; এস্থলে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত। **এই দৃষ্ট্যে**—এইরূপে ; পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিয়া।

২৩৬। ২।২৩।৫৫ পয়ারে বৈষ্ণব-স্মৃতি লিখিবার নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে আদেশ করিয়াছেন ; এস্থলে শ্রীপাদ সনাতন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

২৩৭। "আমি নিজে নীচজাতি বলিয়া আমার নিজেরই আচারের জ্ঞান নাই, আমি আচারের পালনও করি না ; এইরূপ অবস্থায় আমাদ্বারা কিরূপে বৈষ্ণবস্মৃতির প্রচার সম্ভব হইতে পারে ?"

দৈন্যবশতঃই শ্রীপাদ সনাতন নিজেকে নীচজাতি বলিয়া প্রকাশ করিলেন ; বস্তুতঃ ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম।

২৩৮-৩৯। **সূত্র করি**—বৈষ্ণব-স্মৃতিতে আমি কি কি বিষয় আলোচনা করিব, তাহা অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে জানাইয়া। **দিশা**—দিক্ ; বর্ণনীয় বিষয়ের দিগ্দর্শন। **আপনে করহ** ইত্যাদি—প্রভু, তুমি নিজে

প্রভু কহে—যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই-সেই তোমা করাবে স্ফুরণ ॥ ২৪০
তথাপি সূত্ররূপ শুন দিগ্‌দরশন—।
সর্ব্ব কারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ ॥ ২৪১

গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য ভগবান, সব-মন্ত্রবিচারণ ॥ ২৪২
মন্ত্র-অধিকারী, মন্ত্রসিদ্ধাদি-শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি-কৃত্য, শৌচ, আচমন ॥ ২৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যদি এই অযোগ্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, কি কি লিখিব তাহা স্ফুরিত করাও, তাহা হইলেই তোমার কৃপায় স্মৃতি-শাস্ত্র লিখিতে পারি।

২৪০-৪১। তথাপি ইত্যাদি—প্রভু বলিলেন, যখন যাহা করিতে তুমি ইচ্ছা করিবে, তখনই কৃষ্ণ তোমার চিত্তে তদ্বিষয়ক প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি-আদি স্ফুরিত করিবেন। তথাপি, সূত্ররূপে অতি সংক্ষেপে বৈষ্ণব-স্মৃতিতে কি কি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে, তাহা আমি বলিয়া দিতেছি।

এ স্থলে প্রভু কেবল আলোচ্য-বিষয়গুলির উল্লেখমাত্র করিয়াছেন। ইহাকে শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের সূচীও বলা যায়। এ সব বিষয়ের বিশেষ বিবরণ শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দ্রষ্টব্য।

সর্ব্ব কারণ ইত্যাদি—সর্ব্বাগ্রে গুরু-পাদাশ্রয়ের কথা বলিতেছি; যেহেতু, গুরু-পাদাশ্রয়ই সর্ব্ব-কারণ অর্থাৎ সমস্ত ভজন-সাধনের মূল। গুরু-পাদাশ্রয় গ্রহণ না করিলে ভজনের আরম্ভই হইতে পারে না।

২৪২। গুরু-লক্ষণ—কিরূপ লোককে দীক্ষা-গুরু করা উচিত, তাহার বিবরণ। শাস্ত্রজ্ঞ, আচারবান্, স্নেহশীল, নির্ম্মল-চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাযুক্ত, ভজন-বিজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণানুভবসম্পন্ন, নির্লোভ, সংসারে অনাসক্ত।

শিষ্য-লক্ষণ—বিনীত, সত্যবাদী, সংযত, সচ্চরিত্র, দেব-গুরু-আদিতে শ্রদ্ধাবান্ এবং শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই শিষ্য হওয়ার যোগ্য।

দোঁহার পরীক্ষণ—গুরু-কর্ত্তৃক শিষ্যের এবং শিষ্য-কর্ত্তৃক গুরুর পরীক্ষা। শাস্ত্রানুসারে দীক্ষার পূর্ব্বে গুরু-শিষ্য এক বৎসরকাল একত্রে বাস করিবেন। এই এক বৎসরমধ্যে পরস্পর-পরস্পরকে পরীক্ষা করিবেন। গুরু দেখিবেন—দীক্ষাপ্রার্থী ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্বের যোগ্য কি না। শিষ্য দেখিবেন—গুরুর প্রতি সকল সময়ে সকল বিষয়ে তিনি অটল শ্রদ্ধা রাখিতে পারিবেন কি না, তাঁহার আদেশ অকুণ্ঠিত-চিত্তে শিরোধার্য্য করিতে পারিবেন কি না।

সেব্য ভগবান্—আগমাদি কোনও কোনও শাস্ত্রে অন্যান্য দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র ভজনীয় বস্তু, তাহাই শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসে বিচারদ্বারা স্থাপন করিবার জন্য প্রভু আদেশ দিলেন।

মন্ত্র-বিচারণ—মন্ত্রসম্বন্ধে বিচার; কোন্ মন্ত্রের কি মাহাত্ম্য, তৎসম্বন্ধে বিচার।

২৪৩। মন্ত্র-অধিকারী—কিরূপ ব্যক্তি কোন্ মন্ত্রগ্রহণের অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য সকলেই মন্ত্রগ্রহণে অধিকারী—এস্থলে জাতি-বিচার নাই। যেহেতু, জীবমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণভজন কর্ত্তব্য; কিন্তু মন্ত্রব্যতীত ভজন হইতে পারে না। সুতরাং জীবমাত্রেরই মন্ত্রগ্রহণে স্বরূপতঃ অধিকার আছে। দেহের সঙ্গেই জাতি এবং কুলের সম্বন্ধ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সঙ্গে আত্মারই (জীব-স্বরূপেরই) সম্বন্ধ, দেহের সঙ্গে মুখ্য সম্বন্ধ নাই। এজন্যই শ্রীচরিতামৃত বলিয়াছেন—“কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার। ৩।৪।৬৩ ॥”

মন্ত্র-গ্রহণে জীবমাত্রেরই স্বরূপতঃ অধিকার থাকিলেও, সকলে সকল মন্ত্র-গ্রহণের যোগ্য নহে।

মন্ত্র-সিদ্ধাদিশোধন—মন্ত্রের সিদ্ধসাধ্যাদিশোধন। আদি-পদে স্বকুল-পরকুলাদি বিচার। সিদ্ধ-সাধ্যাদি-মন্ত্র-দানে গুরুদেব—কুল, পরকুল, বালত্ব, প্রৌঢ়ত্ব, স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্ব, নপুংসকত্ব, রাশি-নক্ষত্র-মেলন, সুপ্ত-প্রবোধনকাল ও ঋণ-ধনাদি বিচার করিয়া মন্ত্র দান করিবেন। রেখা টানিয়া ষোলটি ঘর করিয়া তাহাতে মন্ত্রের আদ্যক্ষর, শিষ্যের জন্মনক্ষত্র ও জন্মরাশি-বিহিত নামের আদ্যক্ষরাদি যথানিয়মে বসাইয়া শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পন্থায় গণনা করিলে সিদ্ধ-

দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদিবন্দন।
গুরুসেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-চক্রাদি-ধারণ॥ ২৪৪
গোপীচন্দন-মাল্যধৃতি, তুলসী-আহরণ।
বস্ত্র-পীঠ-গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন॥ ২৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাধ্যাদিভেদে, শিষ্যের পক্ষে মন্ত্রের ফলদায়কত্ব অর্থাৎ কোন্ মন্ত্রের ফল শিষ্যের পক্ষে কিরূপ হইবে, এইরূপ হিসাবে বিশ রকম ভেদ হয়।

অন্যান্য মন্ত্রসম্বন্ধে অধিকারি-বিচার আছে, মন্ত্রের সিদ্ধসাধ্যাদি শোধনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু শ্রীগোপাল-(শ্রীকৃষ্ণ)-মন্ত্রে অধিকারি-বিচারেরও প্রয়োজন নাই, সিদ্ধসাধ্যাদি শোধনেরও প্রয়োজন নাই। বিশেষ বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রথমবিলাসে দ্রষ্টব্য।

প্রাতঃস্মৃতিকৃত্য—প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতঃকালের স্মরণীয় স্তোত্রাদি।

শৌচ—মল-মূত্রাদি ত্যাগের পরে জল ও মৃত্তিকাদ্বারা শৌচ-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। শিশ্নে একবার, গুহ্যে তিনবার (কোন কোন মতে পাঁচবার), বামকরে দশবার, দুই হাতে সাতবার এবং দুই পায়ে তিনবার (মতান্তরে একবার ; কোনও কোনও মতে, পাদ-শৌচের পরে পুনর্ব্বার দুই হাতে তিনবার) জল ও মৃত্তিকাদিয়া ধৌত করার বিধি আছে। তাৎপর্য্য—যাবৎ গন্ধ-লেপ দূরীভূত না হয়, তাবৎ এই শৌচ করিবে। কেবল মূত্র-ত্যাগের পরে দক্ষ-স্মৃতির মতে শৌচ-বিধি এইরূপ :—শিশ্নে একবার, বামকরে তিনবার এবং দুই হাতে দুইবার মৃত্তিকা দিবে এবং পাদদ্বয়ে দুইবার মৃত্তিকাদিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া আচমনপূর্ব্বক শ্রীহরি-স্মরণ করিবে।

আচমন—বৈষ্ণবকে চব্বিশ-অঙ্গ-আচমন করিতে হয়। কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মাধবায় নমঃ বলিয়া তিনবার মুখে আচমন করিবে। গোবিন্দায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ হস্ত, এবং বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া বামহস্ত ধুইবে ; মধুসূদনায় নমঃ বলিয়া উপরের ওষ্ঠ, ত্রিবিক্রমায় নমঃ বলিয়া নীচের ওষ্ঠ মার্জ্জন করিবে। বামনায় নমঃ বলিয়া উপরের এবং শ্রীধরায় নমঃ বলিয়া নীচের ওষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠমূলে আবার উন্মার্জ্জন করিবে। হৃষীকেশায় নমঃ বলিয়া দুই হাত ধুইবে। পদ্মনাভায় নমঃ বলিয়া দুই পা ধুইবে (মনে মনে)। দামোদরায় নমঃ বলিয়া মাথায় জল নিক্ষেপ করিবে। বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে। সঙ্কর্ষণায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ-নাসাপুট এবং প্রদ্যুম্নায় নমঃ বলিয়া তর্জ্জনীদ্বারা বাম-নাসাপুট স্পর্শ করিবে। অনিরুদ্ধায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ-নেত্র এবং পুরুষোত্তমায় নমঃ বলিয়া মাধ্যমাদ্বারা বাম নেত্র স্পর্শ করিবে। অধোক্ষজায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ-কর্ণ এবং নৃসিংহায় নমঃ বলিয়া অনামিকাদ্বারা বামকর্ণ স্পর্শ করিবে। অচ্যুতায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি নাভিদেশে স্পর্শ করাইবে। জনার্দ্দনায় নমঃ বলিয়া করতলদ্বারা বক্ষঃ স্পর্শ করিবে। উপেন্দ্রায় নমঃ বলিয়া সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। হরয়ে নমঃ বলিয়া দক্ষিণ বাহু এবং কৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া বাম বাহু সর্ব্বাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা স্পর্শ করিবে। যথাক্রমে এইরূপে আচমন করিতে হয়।

২৪৪। **ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-চক্রাদিধারণ**—ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-তিলক ও চক্রাদি চিহ্নধারণ। **দন্তধাবন**—দাঁত মাজা।

২৪৫। **গোপীচন্দন-মাল্য-ধৃতি**—গোপীচন্দনের তিলক ও তুলসী-কাষ্ঠের মাল্য-ধারণ। **তুলসী আহরণ**—শ্রীবিগ্রহাদির পূজার নিমিত্ত তুলসী চয়ন। শ্রীতুলসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক ভক্তিভরে তুলসীর চরণে স্বীয় অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা জানাইয়া একটি একটি করিয়া পত্র চয়ন করিবে। এমনভাবে পত্র চয়ন করিবে, যেন তুলসীগাছে কোনওরূপ আঘাত না লাগে, বা গাছ বেশী না নড়ে। নখদ্বারা পত্র ছেদন করিবে না ; তুলসীর ডালও ভাঙ্গিবে না। দ্বাদশী-তিথিতে তুলসী চয়ন করিবে না। পূর্ব্বের দিন চয়ন করিয়া রাখিবে। বিশেষ ঠেকা হইলে গাছের তলায় ঝরা তুলসীপত্র দিয়াই কাজ চালাইবে। তুলসী-চয়নের মন্ত্র :—"তুলস্যমৃত-নামাসি সদা ত্বং কেশব-প্রিয়া। কেশবার্থং চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥ ত্বদ্‌গাত্রসম্ভবপত্রৈর্যথা পূজয়ামি হরিম্। তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি॥" **বস্ত্র-পীঠ-গৃহ-সংস্কার**—শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র-সংস্কার।

পঞ্চ-ষোড়শ-পঞ্চাশৎ-উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকাল পূজা, আরতি, কৃষ্ণের ভোজন শয়ন ॥ ২৪৬
শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ, শালগ্রামের লক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্রে-যাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তি-দরশন ॥ ২৪৭
নামমহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন।
বৈষ্ণব-লক্ষণ, সেবা-অপরাধ-খণ্ডন ॥ ২৪৮
শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্প ধূপাদিলক্ষণ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দন ॥ ২৪৯
পুরশ্চরণবিধি, কৃষ্ণপ্রসাদভোজন।
অনিবেদিত-ত্যাগ, বৈষ্ণব-নিন্দাদি-বর্জ্জন ॥ ২৫০
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুর সেবন।
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ ॥ ২৫১
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদিবিবরণ।
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ ॥ ২৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পীঠ (আসন)-সংস্কার এবং গৃহ (শ্রীমন্দির)-সংস্কার। **কৃষ্ণ-প্রবোধন**—শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করা।

২৪৬। **পঞ্চোপচার**—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য। **ষোড়শোপচার**—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও চন্দন। **পঞ্চাশৎ-উপচার**—শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ১১শ বিলাস দ্রষ্টব্য। **পঞ্চকাল পূজা**—অতি প্রত্যূষে, প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করার বিধি আছে।

২৪৭। **"শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ"** হইতে আট পয়ারে উল্লিখিত বিষয়-সমূহের বিশেষ-বিবরণ শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ—নারায়ণ-গোপালাদি-শ্রীমূর্ত্তির মধ্যে কোন্ মূর্ত্তির কি কি লক্ষণ। **শালগ্রামলক্ষণ**—কিরূপ শালগ্রামে ভগবানের কোন্ স্বরূপকে বুঝায়। **কৃষ্ণক্ষেত্রে যাত্রা**—কৃষ্ণ-ক্ষেত্র-অর্থ শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। শ্রীবৃন্দাবনাদি শ্রীভগবদ্ধামে গমনাদি।

২৪৮। **নামমহিমা**—শ্রীহরিনামের মহিমা।

নামাপরাধ—দশটী নামাপরাধের বিবরণ ২।২২।৬৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব-লক্ষণ—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে, বৈষ্ণবের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। সাধারণ ভাবে,—যিনি একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তিনিই বৈষ্ণব। "প্রভু কহে—যার মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণ-নাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ ২।১৪।১০৭ ॥" শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে বৈষ্ণবের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে :—যিনি যথাবিধানে বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত, যিনি বিষ্ণু-সেবাপরায়ণ, যিনি মহাবিপদে পতিত হইয়াও, কিম্বা বিপুল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াও শ্রীএকাদশীব্রত ত্যাগ করেন না, যিনি সর্ব্বভূতে সমচিত্ত, স্ব-সম্প্রদায়োচিত সদাচার-পরায়ণ এবং যিনি স্বধর্ম্মাদি সমস্ত শ্রীবিষ্ণুতে অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ১২শ বি ১৩২-৩৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সেবা-অপরাধ-খণ্ডন—২।২২।৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪৯। শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্পাদির লক্ষণ হরিভক্তি-বিলাসের ৫ম-৮ম বিলাসে দ্রষ্টব্য। **জপ-স্তুতি-পরিক্রমা**—২।২২।৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **দণ্ডবৎ বন্দন**—২।২২।৬৭-৬৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫০। **পুরশ্চরণ**—২।১৫।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫২। **দিনকৃত্য**—বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্ম। প্রত্যেক দিন নিশান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ সময়ে কোন্ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা। **পক্ষকৃত্য**—পনর দিনে এক পক্ষ; মাসে দুই পক্ষ। প্রত্যেক পক্ষে বৈষ্ণবের যে যে বিশেষ অনুষ্ঠানপালন করিতে হয়, তাহাই তাঁহার পক্ষকৃত্য। শ্রীহরি-বাসর ব্রত একটি পক্ষকৃত্য। **একাদশ্যাদি**

একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী। শ্রীরামনবমী, আর নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ॥ ২৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিবরণ—শ্রীএকাদশী প্রভৃতি ব্রতের বিবরণ। এই সমস্ত বৈষ্ণব-ব্রত যে নিত্য, প্রত্যেকেরই করণীয়, না করিলে কি প্রত্যবায়, কিরূপে ব্রতদিন নির্ণয় করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় বিবৃত করিবার নিমিত্ত শ্রীসনাতন গোস্বামীকে প্রভু আদেশ করিলেন। **মাসকৃত্য**—কোন্ মাসে কি অনুষ্ঠান বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য, তাহা। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৪।১৫।১৬ বিলাস দ্রষ্টব্য। **জন্মাষ্টম্যাদি-বিবরণ**—জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার। এস্থলে আদি-শব্দে শ্রীরাম-নবমী, বামন-চতুর্দ্দশী, গোবিন্দ-দ্বাদশী, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি সূচিত হইতেছে।

২৫৩। একাদশী—শ্রীএকাদশী ব্রত। পরবর্ত্তী পয়ারের অর্থে এই ব্রত-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দ্রষ্টব্য। **একাদশী-ব্রত অবশ্য পালনীয়।** এই ব্রতটী সকলেরই পালনীয়। কেবল বৈষ্ণবের নহে—হিন্দুমাত্রেরই ইহা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—স্ত্রীলোক ও পুরুষ, স্ত্রীলোকের মধ্যে সধবা ও বিধবা—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের মধ্যে প্রত্যেক আশ্রমীরই এই ব্রতটী কর্ত্তব্য। দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে। "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্। মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ ॥—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১২।৬ ॥—হে দ্বিজগণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীলোক—ইহাদের যে কেহই হউক না কেন, সকলেরই শ্রীএকাদশীব্রত কর্ত্তব্য; কারণ, ইহা শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিকর এবং এই ব্রত পালন করিলে মায়া-বন্ধনাদি হইতে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।" "ব্রহ্মচারী, গৃহস্থো বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ। একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি ॥ শ্রীশ্রীহ. ভ. বি. ১২।১৫ ॥—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা যতি যে কেহই হউক না কেন, হরিবাসরে আহার করিলে গোমাংস ভক্ষণের তুল্য পাপ হয়।" "বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে। তস্যাস্ত সুকৃতং নশ্যেদ্ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে। শ্রীহ. ভ. বি. ১২।১৮ ॥ বিধবা হইয়া একাদশীতে আহার করিলে, তাহার সমস্ত সুকৃত বিনাশ পায় এবং দিন দিন তাহাকে ভ্রূণ-হত্যা (প্রাণিহত্যা) পাপে লিপ্ত হইতে হয়।" "সপুত্রশ্চ সভার্য্যাশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ হ. ভ. বি. ১২।১৯।—ভক্তিসহকারে স্ত্রী, পুত্র ও স্বজনগণসহ উভয়-পক্ষীয়া একাদশীতে উপবাস করিবে।" এই শ্লোকে স্পষ্টতঃই এবং প্রথমে উদ্ধৃত ১২।৬ শ্লোকে "যোষিতাং"-শব্দদ্বারাও—সধবার একাদশী-ব্রতের কথা বলা হইল। আটবৎসর হইতে আশীবৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকলের পক্ষেই উভয়পক্ষীয়া শ্রীএকাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য। "অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো অপূর্ণাশীতি বৎসরঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ হ. ভ. বি. ১২।৩১ ॥" **অকরণে প্রত্যবায়**—ব্রহ্মহত্যাদি যাবতীয় পাতক শ্রীহরিবাসর-দিনে অন্নকে আশ্রয় করে; সুতরাং ঐ দিনে অন্ন-ভক্ষণ করিলে পাপ ভক্ষণ করাই হয়। একাদশীতে অন্ন-ভোজন করিলে পিতৃগণ-সহ নরকগামী হইতে হয়। "যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ। অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে ॥ হ. ভ. বি. ১২।১২ ॥" "এক এব নরঃ পাপী নরকে নৃপ গচ্ছতি। একাদশ্যন্নভোজী যঃ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি ॥ হ. ভ. বি. ১২।১৬ ॥" নিজের খাওয়া তো দূরের কথা, একাদশী-দিনে যে অপরকে অন্ন গ্রহণ করিবার জন্য বলে, তাহারও প্রত্যবায় আছে। "ভুঙ্ক্ষ্ব ভুঙ্ক্ষ্বেতি যো ব্রূয়াৎ সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। গোব্রাহ্মণ-স্ত্রিয়শ্চাপি জহীহি বদতি ক্বচিৎ। মদ্যং পিবেতি যো ব্রূয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ ॥ হ. ভ. বি. ১২।১৭ ॥" **শ্রীহরিবাসরের নিত্যতা।** একাদশী-ব্রতের নিত্যতার চারিটি কারণ—শ্রীভগবান্ হরির সন্তোষ-বিধান, শাস্ত্রোক্ত বিধিপ্রাপ্তি, আহারের নিষিদ্ধতা এবং ব্রতের লঙ্ঘনে অনিষ্টের উৎপত্তি। "তচ্চকৃষ্ণপ্রীণনত্বাদ্বিধিপ্রাপ্তত্বতস্তথা। ভোজনস্য নিষেধাচ্চাকরণে প্রত্যবায়তঃ ॥ হ. ভ. বি. ১২।৪ ॥" এই চারিটি হেতুবশতঃই একাদশীব্রত অবশ্য-করণীয়। এই চারিটী হেতুর বিচার করিলে মুখ্য হেতু মাত্র একটী পাওয়া যায়—হরির সন্তোষ-বিধান। এই হেতুটীই অঙ্গী, অন্য তিনটী হেতু ইহার অঙ্গবিশেষ। এই ব্রতটির পালনে শ্রীহরি অত্যন্ত প্রীত হন বলিয়াই শাস্ত্রে ইহার বিধান, তজ্জন্যই একাদশী-দিনে আহার-নিষেধ এবং তজ্জন্যই ব্রত-লঙ্ঘনে অনিষ্টের কথা। শ্রীহরির প্রীতিতেই জীবের মঙ্গল, আর তাঁহার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রীতি যে কার্য্যে নাই, তাহাতেই জীবের অমঙ্গল। ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে এই ব্রতটী কেবল বিধিমার্গ নহে—ইহা রাগমার্গও বটে। রাগমার্গের সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্যই শ্রীহরির প্রীতিবিধান করা। আর হরিবাসর-ব্রতের উদ্দেশ্যও হইল শ্রীহরির প্রীতি-বিধান। সুতরাং রাগমার্গের সাধকের পক্ষে ইহা বর্জ্জনীয় হইতে পারে না—বরং অবশ্যপালনীয়ই। শ্রীহরির নিকটে থাকিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করাই রাগমার্গের সাধকের উদ্দেশ্য; কিন্তু একাদশীতে যিনি ভোজন করেন, তাঁহাকে শ্রীহরির ধামপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিতে হয়। "একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতোভবেৎ॥ হ. ভ. বি. ১২।১৩॥" যিনি রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজেও একাদশীব্রত করিতেন (২।১৫।১৯৪-টীকা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার পরিকরবর্গ সকলেই এই ব্রত করিতেন। প্রভু স্বয়ং শচীমাতাকে পর্য্যন্ত একাদশী ব্রত করিতে অনুরোধ করেন। শচীমাতাও সেই হইতে এই ব্রত পালন করিতেন। "প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবা। শচী বোলেন—না খাইব ভালই কহিলা॥ সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥ ১।১৫।৭-৮॥"

শ্রীএকাদশী একটী ব্রত; যতক্ষণ একাদশী তিথি বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণমাত্র উপবাসী থাকিলেই যে এই ব্রত পালন করা হয়, তাহা নহে; যে-সময়ে উপবাস করিলে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ব্রত পালন হয়, সেই সময়েই উপবাস করিতে হয়। পরবর্ত্তী আলোচনায় শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত হইবে। এই ব্রতে প্রায়শঃই দ্বাদশীর যোগ থাকে; কোনও কোনও সময় এমনও হইতে পারে যে, কেবল দ্বাদশী তিথিতেই উপবাস করিতে হয়; তাহাতে ব্রত ভঙ্গ হয় না; কারণ, একাদশী এবং দ্বাদশী এই উভয় তিথিই অন্যান্য সমস্ত তিথির মধ্যে শ্রীহরির প্রিয়তমা তিথি। "নমো ভগবতে তস্মৈ যস্য প্রিয়তমা তিথিঃ। একাদশী দ্বাদশী চ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা নৃণাম্॥ হ. ভ. বি. ১২।১॥" উভয় তিথিই জীবের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। এই তিথি দুইটী শ্রীহরির প্রিয়তমা বলিয়া উপবাসযোগ্যা একাদশীর (বা দ্বাদশীযুক্ত একাদশীর, কি কেবল দ্বাদশীরও) একটি নাম হরিবাসর (হ. ভ. বি. ১২।১২)—ইহা শ্রীহরিরই দিনঃ সুতরাং শ্রীহরিসম্বন্ধীয় কার্য্য ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই এই দিনটি নিয়োজিত করা সঙ্গত। "ইত্থঞ্চ নিত্যং কুর্ব্বাণঃ কৃষ্ণপূজা-মহোৎসবম্। হরে র্দিনে বিশেষেণ কুর্য্যাত্তং পক্ষয়োর্দ্বয়ে॥ হ. ভ. বি. ১২।২॥—কৃষ্ণপূজা-মহোৎসব নিত্যই (বৈষ্ণবের) কর্ত্তব্য; উভয় পক্ষের হরিবাসরে বিশেষরূপেই কৃষ্ণপূজা-মহোৎসব—শ্রীকৃষ্ণের পূজা, কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি—কর্ত্তব্য।" সুতরাং হরিবাসর-ব্রত পালনে আহার-ত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানও অন্যান্য দিন অপেক্ষা একটু বিশেষরূপে অবশ্য কর্ত্তব্য। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় "কৃষ্ণপূজামহোৎসবম্"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণপূজৈব মহোৎসবস্তম্—কৃষ্ণপূজাই মহোৎসব।" উৎসব-শব্দে আনন্দপ্রদ ব্যাপারকেই বুঝায়; শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজনক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অপেক্ষা বড় মহোৎসব আর কি হইতে পারে?

অনুকল্প। যাঁহারা ব্যাধিগ্রস্ত—সুতরাং নিরম্বু-উপবাসে অক্ষম, তাঁহারা ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া অনুকল্প করিতে পারেন।

যদি কেহ বলেন, "সাধারণ অন্নে পাপ আশ্রয় করে বটে; কিন্তু মহাপ্রসাদে তো পাপ আশ্রয় করে না; সুতরাং একাদশী-দিনে মহাপ্রসাদ-ভোজনে দোষ কি?" এই উক্তি সঙ্গত নহে; শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই একাদশীব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য।

"অত্র ব্রতস্য নিত্যত্বাদবশ্যং তৎসমাচরেৎ। সর্ব্বপাপাপহং সর্ব্বার্থদং শ্রীকৃষ্ণতোষণম্॥ হ. ভ. বি. ১২।৩॥" আর বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি—সুতরাং ইহা বৈষ্ণবের অবশ্য-কর্ত্তব্য। এই ব্রতটী বৈষ্ণবদেরই বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। "একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত ব্রতমেতদ্ধি বৈষ্ণবম্॥ হ. ভ. বি. ১২।৫॥

পাপ ভক্ষণ হইল, কি তাহা না হইল—ইহা চিন্তা করিতে গেলে নিজের কথাই ভাবা হয়, নিজের মঙ্গল বা অমঙ্গলের—সুতরাং নিজের সুখ-দুঃখের—কথাই ভাবা হইল। কিন্তু ইহা তো বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে—বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য, সর্ব্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য একাদশী-দিনে মহাপ্রসাদ ভোজন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ত্যাগ করিবে। ইহাতে মহাপ্রসাদের অবজ্ঞা করা হইবে না। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমূলক ব্রতরক্ষার জন্য যাহা করা যায়, তাহাতে অপর ভক্তি-অঙ্গের অবজ্ঞা হইতে পারে না। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামী নানা উপচারে গোবর্দ্ধনে গোপালের ভোগ লাগাইলেন; কিন্তু তিনি রাত্রিতে অল্প একটু দুগ্ধমাত্র পান করিলেন, অপর কোনও প্রসাদই গ্রহণ করিলেন না; কারণ তাঁহার ব্রত ছিল—অযাচিতভাবে পাইলে একটু দুগ্ধমাত্র পান করিতেন—অপর কিছু গ্রহণ করিতেন না। মহাপ্রসাদের অবজ্ঞাজনিত তাহার কোনও পাপ হইয়াছিল বলিয়া শাস্ত্র বলেন না। মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা হয় নিজের জন্য—নিজের দেহরক্ষা এবং নিজের ভক্তিপুষ্টির জন্য। কিন্তু শ্রীএকাদশী-ব্রত করা হয় শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জন্য। এই দু'য়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই বৈষ্ণবের স্বত্ব, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। হরিবাসরে আহার-পরিত্যাগ-প্রসঙ্গে ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগ এব তেষামন্যভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ।—মহাপ্রসাদব্যতীত অন্য জিনিষ ভোজন বৈষ্ণবের পক্ষে নিত্যই নিষিদ্ধ বলিয়া বৈষ্ণবের নিরাহারত্ব বলিলে মহাপ্রসাদান্নত্যাগই বুঝায়। ভক্তিসন্দর্ভ। ২৯৯॥" ইহা হইতেই জানা যায়—একাদশী ব্রতদিনে বৈষ্ণবের পক্ষে মহাপ্রসাদান্নও পরিত্যাজ্য।

ভক্তমাল-গ্রন্থের হরিবংশ-ভক্তের কথাও এস্থলে বিবেচ্য। তিনি অন্তশ্চিন্তিত-দেহে শ্রীমতীর কুণ্ডল অন্বেষণ করিয়া দেওয়ায় শ্রীমতী অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে চর্ব্বিত তাম্বূল দান করেন। ভাগ্যক্রমে ঐ তাম্বূল তাঁহার যথাবস্থিত-দেহের হস্তে প্রকট হইল; তাঁহারও তখন অন্তর্দ্দশা ভঙ্গ হইল। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? তিনি আনন্দের আতিশয্যে উক্ত তাম্বূল মুখে দিলেন। এজন্যও তাঁহাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল—কারণ, সেই দিন ছিল শ্রীহরিবাসর। যিনি সিদ্ধমহাপুরুষ, যাঁহার অন্তশ্চিন্তিত-দেহের সেবা স্বয়ং বৃষভানু-নন্দিনী গ্রহণ করিয়াছেন—এবং সেবায় তুষ্ট হইয়া শ্রীমতী যাঁহাকে স্বয়ং চর্ব্বিত তাম্বূল দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন—তিনি যে রাগমার্গের ভক্ত ছিলেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এবং ঐ চর্ব্বিত-তাম্বূল গ্রহণ করিয়া একাদশী-ব্রত লঙ্ঘন করায় তাঁহাকেও যে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, শাস্ত্র মানিতে হইলে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। তিনি যদি ঐ চর্ব্বিত-তাম্বূল তখন রাখিয়া দিতেন, ব্রতের অন্তে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কোনও প্রত্যবায় হইত না। একাদশীর ব্রতদিন নির্ণয় পরবর্ত্তী ২৫৪ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

জন্মাষ্টমী—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি। ইহা একটী মুখ্য বৈষ্ণব-ব্রত। এই দিনে উপবাস করিয়া মধ্য রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও অভিষেকাদি করিতে হয়। মধ্যরাত্রিতেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

ব্রতদিন-নির্ণয়—ভাদ্রীয়া কৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে জন্মাষ্টমীব্রত হয়। কৃষ্ণোপাস্যাষ্টমী ভাদ্রে রোহিণ্যাঢ্যা মহাফলা। ব্রত-দিননির্ণয়ে এই কয়টী বিষয় বিচার্য্য :—**(ক)** সপ্তমীসংযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস হইবে না—সেই দিন রোহিণী-নক্ষত্র থাকিলেও ব্রত হইবে না। "বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী-সহিতাষ্টমী। সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমী॥ হ. ভ. বি. ১৫।১৭।" কোনও দিন সূর্য্যোদয়ের পরে যদি সপ্তমী-থাকে এবং সপ্তমীর পরে সেই দিনই যদি অষ্টমী থাকে, তবে সেই অষ্টমীকে বলে সপ্তমীসংযুক্ত (বা সপ্তমীবিদ্ধা বা পূর্ব্ববিদ্ধা) অষ্টমী। সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী ব্রতযোগ্যা নহে। সপ্তমীবিদ্ধা না হইলে পরবর্ত্তিনী নবমীর সহিত সংযুক্তা হইলেও অষ্টমীকে শুদ্ধা অষ্টমী বলা হয়। অষ্টমীর দিন সূর্য্যোদয়ের সময় পর্য্যন্ত সপ্তমী থাকিলেও এবং সূর্য্যোদয়ের পরে সপ্তমী না থাকিলে অষ্টমী শুদ্ধাই—সুতরাং ব্রতযোগ্যাই—হয়। পরবর্ত্তী ২৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **(খ)** (সপ্তমীবেধশূন্যা) শুদ্ধা অষ্টমীতে অহোরাত্রমধ্যে যে কোনও সময়ে যদি মুহূর্ত্তমাত্রও রোহিণী-নক্ষত্র থাকে, তাহা হইলে সেই দিনেই উপবাস হইবে। "মুহূর্ত্তমপ্যহোরাত্রে যস্মিন্ যুক্তন্তু লভ্যতে। অষ্টম্যা রোহিণী ঋক্ষং তাং সুপুণ্যামুপবসেৎ॥ হ. ভ. বি. ১৫।১৬৪ ॥' ভাদ্রীয়া কৃষ্ণাষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বে বা পরে যদি কলামাত্রও রোহিণী-নক্ষত্র থাকে তাহা হইলেও সেই দিন উপবাস হইবে। "রোহিণী-সহিতা কৃষ্ণা মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টমী। অর্দ্ধরাত্রাদধশ্চোর্দ্ধং কলয়াপি যদা ভবেৎ॥ তত্র জাতো জগন্নাথঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৌস্তুভী হরিরব্যয়ঃ। তমেবোপবসেৎ কালং কুর্য্যাৎ তত্রৈব জাগরম্॥ হ. ভ. বি. ১৫।১৬৮॥" (গ) যদি সপ্তমীর যোগ না থাকে, কিন্তু অষ্টমীর পরে নবমী থাকে, এবং যদি রোহিণী নক্ষত্রের যোগ থাকে, তবে ঐ দিনই ব্রত হইবে। ঐ দিন যদি সোমবার বা বুধবার হয়, তাহা হইলে মহাফল-দায়ক হইয়া থাকে। "যৈঃ কৃষ্ণা শ্রাবণে মাসি অষ্টমী রোহিণীযুতা॥ কিং পুনর্বুধবারেণ সোমেনাপি বিশেষতঃ। কিং পুনর্নবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা॥" "নবম্যা সহিতোপোষ্যা রোহিণীবুধসংযুতা—হ. ভ. বি. ১৪।১৭০।" "নিশীথেঽত্রাপি কিঞ্চেন্দৌ জ্ঞে বাপি নবমীযুতা॥—হ. ভ. বি. ১৫।১৬২॥" (ঘ) পূর্ব্বদিন সোমবার বা বুধবার হইলে এবং অষ্টমী ষষ্টিদণ্ড পাইয়া পরের দিন রোহিণী-সমন্বিত হইলে, পরাহ্নে নবমী-সমন্বিতা বৃদ্ধিগামিনী অষ্টমীতে উপবাস করিবে। "ইন্দুঃ পূর্ব্বেঽহনি জ্ঞে বা পরে চেদ্রোহিণীযুতা। কেবলাচাষ্টমীবৃদ্ধা সোপোষ্যা নবমীযুতা॥ হ. ভ. বি. ১৫।১৭০। (ঙ) যদি রোহিণীনক্ষত্রের যোগ না হয়, তবে অষ্টমীতেই উপবাস করিবে। "রোহিণ্যাদের্বিযুক্তাপি সোপোষ্যা কেবলাষ্টমী॥ হ. ভ. বি. ১৫।১৭১।" বৈষ্ণব-ব্রতে পূর্ব্ববিদ্ধা তিথি পরিত্যাজ্যা। রোহিণীসংযুক্তা অষ্টমী যদি সপ্তমীবিদ্ধা হয়, তাহা ব্রতযোগ্যা হইতে পারে না; পরের দিন যদি অষ্টমী থাকে, অথচ রোহিণীনক্ষত্র না থাকে, তথাপি পরের দিন অর্থাৎ কেবল অষ্টমীতেই উপবাস বিধেয়। রোহিণীসংযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস প্রশস্ত বটে; কিন্তু সপ্তমীবিদ্ধা হইলে তাহা ব্রতযোগ্যা হয় না; উপবাস না করিলেও ব্রতভঙ্গ হয়; এজন্যই কেবল অষ্টমীতে উপবাসের ব্যবস্থা। "নম্বেবং রোহিণ্যর্দ্ধরাত্রাদিযোগাপেক্ষয়া কদাচিদ্বিদ্ধোপবাসপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ তথা তত্তদ্‌যোগাভাবে ব্রতলোপপ্রসঙ্গোঽপি ভবেৎ তচ্চাযুক্তং অগ্রে বিদ্ধাবর্জ্জনাৎ। তথা ব্রতস্য নিত্যত্বাচ্চ। সত্যং তত্তদ্‌যোগশ্চ ফলবিশেষার্থ এব জ্ঞেয়ঃ, নতু ব্রতে অবশ্যমপেক্ষণীয়ঃ। অতস্তদ্‌যোগাভাবেঽপি কেবলাষ্টম্যামেব ব্রতং বিধেয়মিতি। টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী॥" এই টীকায় একটী লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, অষ্টমীর সঙ্গে রোহিণীনক্ষত্রের যোগ, কিম্বা ব্রতযোগ্যা অষ্টমীতে মধ্যরাত্রে রোহিণীনক্ষত্রের অবস্থিতি বিশেষ ফলদায়ক বটে, কিন্তু ব্রতের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে, অর্থাৎ সপ্তমীবিদ্ধা ত্যাগের জন্য যদি রোহিণীনক্ষত্রের এই বিশেষ ফলদায়ক যোগকে ত্যাগ করিতে হয়, তথাপি তাহা ত্যাগই করিবে; ব্রতরক্ষার জন্য রোহিণীর যোগহীনা শুদ্ধা অষ্টমীতেই উপবাস করিবে। এবং এই কারণেই (চ) নক্ষত্রের যোগ না থাকিলেও নবমীসংযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস করিবে। "বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমী সংযুতাষ্টমী॥ হ. ভ. বি. ১৫।১৭৬।" (ছ) রোহিণীসংযুক্তা অষ্টমী যদি দুই দিন থাকে এবং এই দুই দিনের প্রথমদিনে যদি সূর্য্যোদয়ের পরে সপ্তমী না থাকে, তাহা হইলে ঐ দুই দিনের মধ্যে পূর্ব্ব দিনে উপবাস করিবে এবং পরের দিনে পারণ করিবে। "শুদ্ধা চ রোহিণীযুক্তা পূর্ব্বেঽহনি পরত্র চ। অষ্টম্যুপোষ্যা পূর্ব্বৈব তিথিভান্তে চ পারণম্॥ হ. ভ. বি. ১৫।১৮০॥"

পারণ। যে-অষ্টমীর সহিত রোহিণী-নক্ষত্রের যোগ নাই, সেই অষ্টমীতে উপবাস হইলে, যদি তিথি বৃদ্ধি পাইয়া পরের দিন যায়, তবে তিথির অন্তে পারণ করিবে। পারণের দিনে যদি রোহিণীনক্ষত্র বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু অষ্টমী না থাকে, তবে নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে। তিথি এবং নক্ষত্র উভয় যদি বর্দ্ধিত হয়, তবে যেটী কম সময় থাকে, তাহার অন্তে পারণ করিবে। "শুদ্ধায়াঃ কেবলায়াশ্চাষ্টমী বৃদ্ধৌতু পারণম্। তিথ্যন্তে তেঽধিকে ভান্তে দ্বিবৃদ্ধৌ চৈকভেদকঃ॥ হ. ভ. বি. ১৫।১৮২॥" পারণদিনে তিথি ও নক্ষত্রের স্থিতিকাল যদি সমান হয়, তবে উভয়ের অন্তে পারণ করিবে। "তিথির্ভান্তেচ পারণমিতি যল্লিখিতং তচ্চ দ্বয়োরেব সাম্যেন—হ. ভ. বি. ১৫।১৮২ টীকা।"

কোনও কোনও বৈষ্ণব জন্ম-মহোৎসব-দিনে উৎসবান্তেই ব্রতপারণ করিয়া থাকেন। "কেচিচ্চ ভগবজ্জন্ম-মহোৎসবদিনে শুভে। ভক্ত্যোৎসবান্তে কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবা ব্রতপারণম্॥ হ. ভ. বি. ১৫।১৮৬॥" এই শ্লোকে "উৎসবান্তে"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"উৎসবান্তে অধিকাধিক-ভোগ-নৃত্যকীর্ত্তনাদিনা পূজাবিশেষে বৈষ্ণবকুল-সম্মাননবিশেষে চ সমাপ্তে সতি—অধিক অধিক ভোগ, নৃত্যকীর্ত্তনাদি সহযোগে পূজাবিশেষ এবং বৈষ্ণববৃন্দের সম্মানবিশেষে সমাপ্ত হইবার পরে।" জন্মাষ্টমীতে মধ্যরাত্রিতে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণজন্ম-সময়ে) পূজাদি ও অভিষেকাদি

করিতে হয়; এসমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেলেই উৎসবও শেষ হইল বলা যায়। যাহা হউক, উক্ত বিধানের সমর্থনে গরুড়পুরাণের এবং বায়ুপুরাণের প্রমাণও শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে। "তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণম্॥ গরুড়পুরাণে। যদীচ্ছেৎ সর্ব্বপাপানি হন্তুং নিরবশেষতঃ। উৎসবান্তে সদা বিপ্র জগন্নাথান্নমাশয়েৎ॥ বায়ুপুরাণে॥ ১৫।১৮৬-৮৭॥ আশয়েৎ—অশ্নীয়াৎ (ভোজন করিবে)-শ্রীপাদ সনাতন॥" শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলেন—"অত্র চ শুভে পরমোত্তমে মহোৎসবদিনে ইতি কায়ক্লেশাযোগ্যতা সূচিতা।" মহোৎসবদিনে অনেক শারীরিক পরিশ্রমাদি করিতে হয়; উৎসবান্তে পারণের বিধানে শারীরিক ক্লেশ সহনে অযোগ্যতাই সূচিত হইতেছে। উপরে উদ্ধৃত "কেচিচ্চ ভগবজ্জন্মমহোৎসবদিনে"—ইত্যাদি হ. ভ. বি. ১৫।১৮৬ শ্লোকে "কেচিৎ"-শব্দদ্বারা বুঝা যাইতেছে—কৃষ্ণজন্মদিনে উৎসবান্তে ব্রতপারণ যেন শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসকারের নিজ মত নহে। "কেচিচ্চ তাম্রপাত্রেষু গব্যাদের্যোগদোষতঃ"—ইত্যাদি হ. ভ. বি. ৫।২১ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"কেচিদিতি স্বমতং ব্যবর্ত্তয়তি—'কেহ কেহ' এই বাক্যে নিজের মতকে ব্যবর্ত্তন করা হইয়াছে, অর্থাৎ ইহা গ্রন্থকারের নিজের মত নহে।"

শ্রীবামনদ্বাদশী। শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব-তিথি। শ্রবণ-দ্বাদশীতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বাদশীর ক্ষয় হইলে একাদশীর নিশাভাগে, অথবা দ্বাদশীতে বামনদেবের অর্চ্চনা করিবে। "একাদশ্যা রজন্যাং বা দ্বাদশ্যাং চার্চ্চয়েৎ প্রভুম্—হ. ভ. বি. ১৫।২৬৫।।" বিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তী পয়ারের অর্থে শ্রবণ-দ্বাদশী বিবরণে দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামনবমী। শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব-তিথি। চৈত্রমাসের শুক্লা-নবমীতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ দিন উপবাস করিতে হয়।

"চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু শুক্লায়াং হি রঘূদ্বহঃ। প্রাদুরাসীৎ পুরা ব্রহ্মন্ পরং ব্রহ্মৈব কেবলম্॥ তস্মিন্ দিনে তু কর্ত্তব্যমুপবাসব্রতাদিকম্॥ হ. ভ. বি. ১৪।৮৮॥"

ব্রতদিন-নির্ণয়। অষ্টমী-সংযুক্তা নবমী-তিথিতে উপবাস করিবে না। শুদ্ধা-নবমীতে উপবাসী থাকিয়া দশমীতে পারণ করিবে

"নবমীচাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণু-পরায়ণৈঃ।
উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যামেব পারণম্॥ হ. ভ. বি. ১৪।৯০॥"

রামনবমীতে একটী বিশেষ-স্থলে অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতেও উপবাসের বিধি দেখা যায়। তাহা এই—নবমী যদি অষ্টমী-সংযুক্তা হয়, তাহা হইলে সাধারণ বিধি অনুসারে সেই ব্রত হইতে পারে না। কিন্তু ঐ অষ্টমীবিদ্ধা নবমী যদি ক্ষীণা হয়, অর্থাৎ যদি অল্পসময় স্থায়ী হয়, এবং তাহার একদিন পরে যে একাদশী হইবে, তাহা যদি শুদ্ধা হইয়া উপবাসযোগ্যা হয়, তাহা হইলে ঐ অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতে উপবাস না করিলে এবং তৎপর দিন অর্থাৎ দশমীর দিন উপবাস করিলে, দশমী ও একাদশী এই দুই দিনেই উপবাস করিতে হয়; তাহাতে রাম-নবমীর পারণ হয় না বলিয়া সেই ব্রত সিদ্ধ হয় না। এইজন্যই বিধি করা হইয়াছে যে, অষ্টমীবিদ্ধা নবমীর একদিন পরের যে একাদশী, তাহা যদি শুদ্ধা ও ব্রতযোগ্যা হয়, তাহা হইলে ঐ অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতেই রাম-নবমীর উপবাস করিবে এবং তৎপরদিন দশমীতে পারণ করিবে। এইরূপ না করিলে, দশমীতে পারণ হইতে পারে না। অথচ, শাস্ত্রে দশমীতে পারণের জন্য নিশ্চিত বিধান দেওয়া হইয়াছে। "দশম্যাং পারণায়াশ্চ নিশ্চয়ান্নবমীক্ষয়ে। বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহ্যা বৈষ্ণবৈরপ্যসংশয়ম্। হ. ভ. বি. ১৪।৯১॥"

শ্রীরাম-নবমী যদি পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রযুতা হয়, তাহা হইলে বিশেষ ফলদায়িনী হয়। "পুনর্ব্বসৃক্ষ সংযুক্তা যা তিথি সর্ব্বকামদা॥ হ. ভ. বি. ১৪।৯০।" কারণ, পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত নবমীতেই শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্ন-সময়ে তাঁহার আবির্ভাব।

এই সভের বিদ্ধা-ত্যাগ অবিদ্ধা-করণ। অকরণে দোষ কৈলে ভক্তির লম্ভন ॥ ২৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী। বৈশাখের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই তিথিকে নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী বলে। এইদিনে উপবাস করিতে হয়। সায়ংকালে নৃসিংহ-দেবের আবির্ভাব। "বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং মহাতিথৌ। সায়ং প্রহ্লাদ-ধিক্কারমসহিষ্ণুঃ পরো হরিঃ॥ সদ্যঃ কটকটাশব্দ-বিস্মাপিতসভাজনঃ। লীলয়া স্তম্ভগর্ভান্তাদুদ্ভূতঃ শব্দভীষণঃ॥ হ. ভ. বি. ১৪।১৪৭॥"

ব্রতদিন নির্ণয়। ত্রয়োদশী-সংযুক্তা চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিবে না। তাহার পরের দিন ব্রত করিবে। "বৈষ্ণবৈর্নতু কর্ত্তব্যা স্মরবিদ্ধা চতুর্দ্দশী॥ হ. ভ. বি. ১৪।১৪৮॥" দৈবাৎ যদি বৈশাখের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে স্বাতী-নক্ষত্রের যোগ হয় এবং শনিবার হয়, অথবা যদি সিদ্ধি যোগ হয়, তবে তাহা অত্যন্ত ফলদায়ক হয়। "স্বাতীনক্ষত্রযোগে তু শনিবারে হি মদ্ব্রতম্। সিদ্ধিযোগস্য যোগে চ লভ্যতে দৈবযোগতঃ॥ হ. ভ. বি. ১৪।১৪৭॥" কিন্তু ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশী যদি স্বাতীনক্ষত্রযুক্তাও হয়, তথাপি সেই দিন উপবাস করিবে না। "কামবিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা স্বাতীভৌমযুতা যদি॥ হ. ভ. বি. ১৪।১৪৮॥"

পারণ। উপবাসের পরের দিন পারণ করিবে।

২৫৪। এই সভের বিদ্ধ ত্যাগ ইত্যাদি—শ্রীএকাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী, রামনবমী, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি বৈষ্ণব-ব্রত-তিথি সমূহের পূর্ব্ব-বিদ্ধা তিথি ত্যাগ করিয়া উপবাসাদি করিতে হইবে। এই সমস্ত ব্রত-পালনে ভক্তির পুষ্টি সাধিত হয়, অপালনে ভক্তি নষ্ট তো হয়ই, আরও অনেক দোষের সঞ্চার হয়। বিশেষ বিবরণ শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দ্রষ্টব্য। **লম্ভন**—পুষ্টি।

অবস্থাবিশেষে তিথিকে বিদ্ধা বলে এবং অবস্থাবিশেষে সম্পূর্ণাও বলে। বিদ্ধা তিথির পরিচয় পাইতে হইলে আগে সম্পূর্ণা তিথির পরিচয় জানা দরকার।

সম্পূর্ণা—একাদশীব্যতীত প্রতিপদাদি অন্যান্য তিথি যদি এক সূর্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ষাইট্ দণ্ডকাল বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহাদিগকে সম্পূর্ণা বলে। কিন্তু একাদশী তিথি যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেও চারি দণ্ড (বা দুই মুহূর্ত্ত) থাকে, অর্থাৎ অরুণোদয়ের আরম্ভ হইতে পরের দিনের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকে, তবেই একাদশীকে সম্পূর্ণা বলা হয়। (সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিদণ্ড-সময়কে অরুণোদয় বলে। "উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রশ্চ ঘটিকা অরুণোদয়ঃ॥ হ. ভ. বি. ১২।১৩৫॥" এস্থলে ঘটিকা অর্থ দণ্ড। ব্রহ্মসিদ্ধান্তে আছে, "ঘটী ষষ্ট্যা দিবানিশম্—ষাইট্ ঘটিকায় এক অহোরাত্র।" বস্তুতঃ ষাইট্ দণ্ডেই এক অহোরাত্র হয়; সুতরাং ঘটিকা অর্থ দণ্ড)। কেবল এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকিলেই একাদশীকে সম্পূর্ণা বলা হয় না। "প্রতিপৎ-প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদুদয়াদ্ রবেঃ। সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসরবর্জ্জিতাঃ॥ উদয়াৎ প্রাক্ যথা বিপ্র মুহূর্ত্তদ্বয়সংযুতা। সম্পূর্ণৈকাদশী নাম তত্রৈবোপবসেদ্ গৃহী॥ হ. ভ. বি. ১২।১২০-২১॥ হরিবাসরঃ একাদশী তদ্বর্জ্জিতাঃ। টীকায় শ্রীপাদসনাতন।" পরবর্ত্তী "সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র" ইত্যাদি হ. ভ. বি. ১২।১৪৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"সম্পূর্ণা অরুণোদয়মারভ্য পরদিনে সূর্য্যোদয়ং যাবদ্ ব্যাপ্তা ইত্যর্থঃ।" ইহা হইতে জানা গেল, অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরের দিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ব্যাপিনী হইলেই একাদশী সম্পূর্ণা হয়। ইহাতে দুই অরুণোদয়েই একাদশীর সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি দেখা যাইতেছে—আরম্ভের প্রথম অরুণোদয় এবং পরদিনের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অরুণোদয়। তাৎপর্য্য হইল এই যে—অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরের দিনের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত একাদশী থাকিলে তাহাকে সম্পূর্ণা বলা হয়।

পরবর্ত্তী "সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।" ইত্যাদি হ. ভ. বি. ১২।১৪৯ শ্লোক হইতে জানা যায়, সম্পূর্ণা একাদশী পরের দিনও বর্দ্ধিত হইতে পারে; অর্থাৎ অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরের দিন সূর্য্যোদয়

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পর্য্যন্ত থাকিয়া স্র্য্যোদয়ের পরে থাকিলেও একাদশীর সম্পূর্ণতা ক্ষুণ্ণ হইবে না। ইহাতে বুঝা যায়—একাদশী সম্পূর্ণা হইতে হইলে অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরের দিনের স্র্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকা চাই-ই; আরম্ভের অরুণোদয়ের পূর্ব্বে কিম্বা পরের দিনের স্র্য্যোদয়ের পরেও যদি একাদশী থাকে, তাহাতেও দোষ নাই।

বিদ্ধা—কোনও তিথির সম্পূর্ণতা সিদ্ধির জন্য তাহার ব্যাপ্তির নিমিত্ত যেই সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে অন্য তিথির প্রবেশ (এই প্রবেশকে বেধ বলে; অন্য তিথির বেধ) হইলে সেই তিথিকে বিদ্ধা বলা হয়। যেমন, একাদশীব্যতীত অন্য যে কোনও তিথি সম্পূর্ণা হইতে হইলে এক স্র্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী স্র্য্যোদয় পর্য্যন্ত তাহার ব্যাপ্তি দরকার। এই সময়ের মধ্যে যদি অন্য তিথি থাকে, তাহা হইলেই সেই তিথি অন্য তিথিদ্বারা বিদ্ধা হইবে। সম্পূর্ণতার জন্য নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বভাগে যদি অন্য তিথি থাকে, তবে হয় পূর্ব্ববিদ্ধা; আর যদি শেষভাগে অন্য তিথি থাকে, তবে হয় পরবিদ্ধা। যেমন, কোনও দিন স্র্য্যোদয়ের পরে কতক্ষণ পর্য্যন্ত যদি সপ্তমী থাকে, তারপরে পরবর্ত্তী স্র্য্যোদয় পর্য্যন্ত যদি অষ্টমী থাকে, তাহা হইলে এই অষ্টমীকে বলা হয় পূর্ব্ববিদ্ধা (পূর্ব্ববর্ত্তিনী তিথি সপ্তমী কর্ত্তৃক বিদ্ধা); আর ঐ সপ্তমীকে বলা হয় পরবিদ্ধা (পরবর্ত্তিনী অষ্টমী কর্ত্তৃক বিদ্ধা)। এস্থলে কোনও তিথিই সম্পূর্ণা নহে।

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে—একাদশীর সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিধান আছে। এক স্র্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী স্র্য্যোদয় পর্য্যন্ত একাদশী তিথির ব্যাপ্তি থাকিলেই তাহা সম্পূর্ণা হয় না। একাদশীর সম্পূর্ণতার জন্য অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরের দিনের স্র্য্যোদয় পর্য্যন্ত তিথির ব্যাপ্তি থাকা আবশ্যক। সুতরাং একাদশীর সম্পূর্ণতাসিদ্ধির জন্য তিথিব্যাপ্তির নির্দ্ধারিত সময় হইল অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরের দিন স্র্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়। এই সময়ের মধ্যে যদি অন্য তিথির প্রবেশ হয়, তাহা হইলেই একাদশী হইবে বিদ্ধা। দশমীর প্রবেশ হইলে হইবে পূর্ব্ববিদ্ধা এবং দ্বাদশীর প্রবেশ হইলে হইবে পরবিদ্ধা। একাদশী তিথির দিন স্র্য্যোদয়ের পরে দশমী থাকিলে তো পূর্ব্ববিদ্ধা হইবেই, স্র্য্যোদয়ের পরে না থাকিয়া যদি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অরুণোদয়-কালের মধ্যে অত্যল্পকালও দশমী থাকে, তাহা হইলেও একাদশী হইবে পূর্ব্ববিদ্ধা; যেহেতু, তাহাতে একাদশীর সম্পূর্ণতাসিদ্ধির জন্য নির্দ্ধারিত ব্যাপ্তিকালের মধ্যেই দশমীর প্রবেশ হইবে। সাধারণ পূর্ব্ববিদ্ধা হইতে এইরূপ পূর্ব্ববিদ্ধার পার্থক্য স্চনার জন্য ইহাকে **অরুণোদয়বিদ্ধা**—বলা হয়; অর্থাৎ একাদশীদিনে স্র্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিদণ্ড সময়ের মধ্যে অল্পমাত্রও দশমী যদি থাকে, তবে সেই একাদশীকে বলে অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী। অরুণোদয়-বিদ্ধাও একাদশীর বেলায় একরকম পূর্ব্ববিদ্ধাই।

পূর্ব্ববিদ্ধা এবং পরবিদ্ধা তিথির মধ্যে বৈষ্ণব-ব্রতে পূর্ব্ববিদ্ধাই পরিত্যাজ্যা, পরবিদ্ধা ত্যাজ্যা নহে; অর্থাৎ পরবিদ্ধা তিথি ব্রতযোগ্যা, পূর্ব্ববিদ্ধা ব্রতযোগ্যা নহে। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের এইরূপই ব্যবস্থা। "বিদ্ধা দ্বিবিধা তত্র ত্যাজ্যা বিদ্ধাতু পূর্ব্বজা॥ ১২।৭৩॥ নাগবিদ্ধা চ যা ষষ্ঠী শিববিদ্ধা চ সপ্তমী। দশম্যৈকাদশী বিদ্ধা তত্র নোপবসেদ্বধঃ॥ (নাগবিদ্ধা—পঞ্চমীবিদ্ধা। শিববিদ্ধা—ষষ্ঠীবিদ্ধা)। একাদশী তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী। তৃতীয়াচ চতুর্থী চ অমাবস্যাষ্টমী তথা। উপোষ্যাঃ পরসংযুতা নোপোষ্যাঃ পূর্ব্বসংযুতাঃ॥ ১২।৭৪॥ ইত্থঞ্চ জন্মাষ্টম্যাদি-ব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ। বিদ্ধেষহঃসু কার্য্যানি তাদৃগ্দোষগণাশ্রয়াৎ॥ ১২।১৪৩॥ আদি-শব্দেন রামনবমী-নৃসিংহ-চতুর্দ্দশ্যাদি॥ টীকায় শ্রীপাদ সনাতনের উক্তি॥" এ সমস্ত প্রমাণ-বলে জানা গেল—জন্মাষ্টমী, রামনবমী, একাদশী, নৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণব-ব্রতেরই পূর্ব্ববিদ্ধা তিথি ব্রতের অযোগ্যা—সুতরাং ব্রতবিষয়ে পরিত্যাজ্যা। অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশীও ব্রতের অযোগ্যা। "অরুণোদয়েতু দশমীগন্ধমাত্রং ভবেদ্ যদি। দ্রষ্টব্যং তৎ প্রযত্নেন বর্জ্জনীয়ং নরাধিপ॥ হ. ভ. বি. ১২।১২৯॥" স্র্য্যোদয়ের পরে দশমী থাকিলে দশমীবিদ্ধা একাদশী যে পরিত্যাজ্যা, তাহা বলাই বাহুল্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এজন্যই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"**বিদ্ধাত্যাগ** (অর্থাৎ পূর্ব্ববিদ্ধাত্যাগ) এবং **অবিদ্ধাকরণ** (যাহা পূর্ব্ববিদ্ধা নয়, এরূপ তিথিতে ব্রত-করণ)।"

পূর্ব্ববিদ্ধা-ত্যাগ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামনবমী ব্রতের যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তাহা সেই ব্রত-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য এই। একাদশীব্যতীত অন্য বৈষ্ণব-ব্রত বিষয়ে পূর্ব্ববিদ্ধাত্বই বিবেচ্য, কিন্তু অরুণোদয়বিদ্ধাত্ব বিচার্য্য নয়। অর্থাৎ অন্য ব্রত-তিথি যদি পূর্ব্ববিদ্ধা না হয়, তাহা হইলে তাহা অরুণোদয়বিদ্ধা হইলেও ব্রতযোগ্যা হইবে। তাহার হেতু এই যে, অন্য ব্রত-তিথির দিনে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ে তৎপূর্ব্বে তিথি থাকিলেও তদ্দ্বারা ব্রত-তিথি বিদ্ধা হয় না; কারণ, সেই অরুণোদয় ব্রত-তিথির সম্পূর্ণতার জন্য নির্দ্ধারিত ব্যাপ্তি-সময়ের অন্তর্ভুক্ত নয়; এক সূর্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্তই অন্য ব্রত-তিথির সম্পূর্ণতার জন্য নির্দ্ধারিত সময়; পূর্ব্ব অরুণোদয় এই নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে নয়। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের "পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা"-ইত্যাদি ১৫।১৭৪-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীও এ কথাই বলিয়াছেন। "একাদশীতরাশেষতিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেন অরুণোদয়বেধাসিদ্ধেঃ। তচ্চ পূর্ব্বং সম্পূর্ণালক্ষণে লিখিতমেব।—একাদশীব্যতীত অপর সকল তিথির সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ হইলে সম্পূর্ণা হয় বলিয়া তাহাদের অরুণোদয়বিদ্ধতা সিদ্ধ হয় না। পূর্ব্বে সম্পূর্ণা-লক্ষণে তাহা বলা হইয়াছে।"

যাহা হউক, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস অনুসারে বৈষ্ণব-ব্রতসমূহের কিঞ্চিৎ বিবরণ এস্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস দেখিয়া লইবেন।

শ্রীএকাদশী ঃ—শ্রীএকাদশী বা শ্রীহরিবাসর ব্রতের অবশ্য-পালনীয়ত্বের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫৩ পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে। এস্থলে কেবল ব্রতদিন-নির্ণয়াদির কথা বলা হইতেছে।

উপবাসের দিন-নির্ণয় ঃ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অরুণোদয়বিদ্ধা ও দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রতের অযোগ্যা। পরবিদ্ধা বা দ্বাদশী-সংযুক্তা একাদশী উপবাসযোগ্যা। "একাদশী কলাযুক্তা উপোষ্যা দ্বাদশী নরৈঃ। ত্রয়োদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি॥ ১২।১৫২॥" সম্পূর্ণা একাদশীও সাধারণতঃ উপবাসযোগ্যা। "সম্পূর্ণৈকাদশী নাম তত্রৈবোপবসেদ্ গৃহী॥ ১২।১২১॥" কিন্তু কোনও কোনও সময়ে দশমীবেধ-শূন্যা সম্পূর্ণা একাদশী পরিত্যাজ্যা হয়। একাদশীর পরবর্ত্তী, সূর্য্যোদয় হইতে প্রারব্ধ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া যদি প্রতিপদ-দিনে যায়, তাহা হইলে ঐ একাদশী দশমী-বিদ্ধা না হইলেও এবং সম্পূর্ণা হইলেও ব্রতযোগ্যা হইবে না— তৎপর দিন দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। আবার সম্পূর্ণা একাদশী বৃদ্ধি পাইয়া যদি দ্বাদশীর দিনে যায়, অথবা সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত না হইয়াও, যদি দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশীর দিনে যায়, তাহা হইলে ঐ সম্পূর্ণা একাদশীকেও ত্যাগ করিবে—দ্বাদশীর দিনে উপবাস করিবে। "অথ বেধ-বিহীনাপি সম্পূর্ণৈকাদশী তিথিঃ। অগ্রতো বৃদ্ধিগামিত্বাৎ পরিত্যাজ্যৈব বৈষ্ণবৈঃ॥—১২।১৪৮॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন :—"অধুনা কদাচিৎ শুদ্ধাপি পরিত্যাজ্যেতি লিখতি অথেতি। দশমীবেধেন বিহীনা পরিত্যক্তা। কুতঃ? পূর্ণা সম্পূর্ণা অরুণোদয়াদেব প্রবৃত্তেত্যর্থঃ। সাপ্যেকাদশী পরিত্যাজ্যা। তত্র হেতুঃ অগ্রতঃ ইতি। কদাচিৎ একাদশ্যা দ্বাদশী দিনে, কদাচিৎ দ্বাদশ্যাশ্চ ত্রয়োদশী দিনে, কদাচিৎ পক্ষান্ততিথেশ্চ প্রতিপদ্দিনে বৃদ্ধিগামিত্বাৎ। বৃদ্ধিগামিত্বাভাবেন চ ত্রয়োদশ্যাং সম্পূর্ণায়ামপি সত্যাং তথা দ্বাদশ্যামপি সম্পূর্ণায়াং সত্যাং পক্ষান্তস্যাপি বৃদ্ধ্যভাবে চ সতি সম্পূর্ণায়ামেকাদশ্যামেবোপবাসঃ দ্বাদশ্যাঞ্চ লেখ্য লক্ষণ-হরিবাসর-ত্যাগেন পারণমিতি ব্যবস্থা।" সম্পূর্ণা একাদশী এবং তৎপরবর্ত্তী দ্বাদশী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমা যদি উক্তরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণা একাদশীতেই উপবাস করিবে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পারণ—একাদশী-দিনেই যদি উপবাস হয়, তাহা হইলে দ্বাদশী দিনে সূর্য্যোদয়ের পরে দ্বাদশী-তিথির মধ্যেই পারণ করিবে। এইরূপ স্থলে দ্বাদশীকে লঙ্ঘন করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ নিষিদ্ধ। "একদশ্যামুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং পারণং স্মৃতম্। ত্রয়োদশ্যাং ন তৎ কুর্য্যাৎ দ্বাদশ-দ্বাদশীক্ষয়াৎ ॥—১৩৯৯ ॥" পারণ-বিষয়ে আরও একটী কথা মনে রাখিতে হইবে। দ্বাদশী তিথির প্রথম পাদকে (তিথির স্থিতিকালের প্রথম এক-চতুর্থাংশ সময়কে) হরিবাসর বলে। এই হরিবাসর ত্যাগ করিয়া পারণ করিতে হয়। "দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসর-সংজ্ঞকঃ। তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণুতৎপরঃ ॥ ১৩।১০৪ ॥"—অর্থাৎ দ্বাদশী-তিথির স্থিতিকাল যদি ৬০ দণ্ড হয়, তাহা হইলে প্রথম ১৫ দণ্ড বাদ দিয়া শেষ ৪৫ দণ্ডের মধ্যে পারণ করিবে। পারণের দিনে দ্বাদশী যদি ৪৫ দণ্ডের বেশী থাকে, তাহা হইলে ৪৫ দণ্ড হইতে যত দণ্ড পল বেশী থাকিবে, সূর্য্যোদয়ের পর হইতে তত দণ্ড পল বাদ দিয়া তারপর পারণ করিবে। দ্বাদশী-তিথির স্থিতিকাল যদি ৬০ দণ্ড অপেক্ষা কম বা বেশী হয়, তাহা হইলে স্থিতিকাল চারি সমান ভাগ করিয়া শেষ তিন ভাগের মধ্যে যে কোনও সময় পারণ করিবে—প্রথম এক ভাগের যে অংশ সূর্য্যোদয়ের পরে থাকিবে, তাহার মধ্যে পারণ করিবে না (১৩।১০৩)।

পারণের দিনে দ্বাদশী যদি অতি অল্প সময় মাত্র থাকে, যদি আহ্নিক-পূজাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া দ্বাদশীর মধ্যে পারণের সময় পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে অরুণোদয়-কালে স্নানার্চ্চনাদি মধ্যাহ্নকৃত্য করিবে। "স্বল্পায়ামথ ভূপাল দ্বাশ্যামরুণোদয়ে। স্নানার্চ্চনক্রিয়াঃ কার্য্যা দান-হোমাদিসংযুতাঃ—১৩।১০০ ॥" আর তাহাতেও যদি দ্বাদশী-মধ্যে পারণের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে ব্রত-দিনের অর্দ্ধরাত্রির পরেই পারণদিনের প্রাতঃক্রিয়া ও মধ্যাহ্নক্রিয়া করিবে। "অল্পাচেদ্দ্বাদশী কুর্য্যান্নিত্যকর্ম্মারুণোদয়ে। অত্যল্পা চেন্নিশীথোর্দ্ধমামধ্যাহ্নিকমেব তৎ ॥ ১৩।১০০ ॥" ইহাতেও যদি কার্য্যসাধনে অক্ষমতানিবন্ধন সঙ্কট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্রতরক্ষার্থ কিঞ্চিন্মাত্র প্রসাদী জলপানের দ্বারাই পারণ করিবে। তারপর নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া আহার করিবে। "অশক্ত্যা সঙ্কটে প্রাপ্তে পারণং বারিণা চরেৎ। ১৩।১০২ ॥"

পূর্ব্বে যে শুদ্ধা এবং পূর্ণা একাদশীকেও স্থলবিশেষে ত্যাগ করার কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই আলোচিত হইতেছে।

অষ্ট-মহাদ্বাদশী—তিথির বৃদ্ধি হইলে, শুদ্ধা এবং পূর্ণা একাদশীকেও ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীদিনেই উপবাস করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইরূপে তিনটী মাত্র উপবাস-যোগ্যা দ্বাদশী পাওয়া যায়—এই গুলিকে মহাদ্বাদশী বলে। এই তিনটী মহাদ্বাদশীর নাম—উন্মীলনী, বঞ্জুলী ও পক্ষবর্দ্ধিনী।

তিথিযোগে আরও একটী মহাদ্বাদশী আছে, তাহার নাম ত্রিস্পৃশা-মহাদ্বাদশী। এই মহাদ্বাদশীটী কোনও তিথির বৃদ্ধির ফল নহে, ইহা একই দিনে তিনটী তিথির যোগের ফল।

আবার তিথির বৃদ্ধি না হইলেও শুক্ল-পক্ষীয়া দ্বাদশীর দিনে যদি পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী ও পুষ্যা—এই চারিটী নক্ষত্র থাকে, তাহা হইলেও স্থলবিশেষে দ্বাদশীর দিনেই উপবাস করিতে হয়। এইরূপে নক্ষত্রযোগেও চারিটী উপবাস-যোগ্যা দ্বাদশী পাওয়া যায়। এই চারিটীকেও মহাদ্বাদশী বলে। ইহাদের নাম—জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী।

এই আটটী মহাদ্বাদশীর বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

উন্মীলনী—একাদশী যদি সম্পূর্ণা হয় (অর্থাৎ যদি সূর্য্যোদয়ের চারি দণ্ড পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া পরের দিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকে) এবং ঐ সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া যদি দ্বাদশী-দিনেও যায়, আর যদি দ্বাদশী বৃদ্ধি না পায় অর্থাৎ ত্রয়োদশার দিনে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্তই যদি দ্বাদশী থাকে, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পরে যদি না থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীর দিন উপবাস করিবে। এই দ্বাদশীকে উন্মীলনী মহাদ্বাদশী বলে। সূর্য্যোদয়

পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকিলেই উন্মীলনী হইবে। যেহেতু, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দ্বাদশী সমাপ্ত হইলে ত্রিস্পৃশা হইবে। "একাদশী তু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা। দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধতে কথিতোন্মীলনীতি সা। ১৩।১০৭॥"

উন্মীলনীর পারণ—ত্রয়োদশীতে উন্মীলনীর পারণ করিতে হয়। "একাদশী কলাপ্যেকা পরতো দ্বাদশী ন চেৎ। তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্॥ ১২।১৫২॥"

বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী—যদি একাদশী সম্পূর্ণা হয়, কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় এবং যদি দ্বাদশা বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশীতে যায়, তাহা হইলে ঐ দ্বাদশীকে বঞ্জুলী বলে। এরূপ স্থলে সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিবে। "একাদশী তু সম্পূর্ণা পরতো দ্বাদশী ভবেৎ। উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র তিথিবৃদ্ধিঃ প্রশস্যতে॥ ১২।২৫৪। দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত ন চৈবৈকাদশী যদা। বঞ্জুলী তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ কথিতা পাপনাশিনী॥ ১৩।১৩৪।"

বঞ্জুলীর পারণ—দ্বাদশী তিথির মধ্যেই বঞ্জুলীর পারণ করিবে; কখনও ত্রয়োদশীতে বঞ্জুলীর পারণ করিবে না। "শুক্লপক্ষে তথা কৃষ্ণে যদা ভবতি বঞ্জুলী। একাদশীদিনে ভুক্ত্বা দ্বাদশ্যাং কারয়েদ্ব্রতম্॥ পারণং দ্বাদশী মধ্যে ত্রয়োদশ্যাং ন কারয়েৎ॥ ১৩,১৩৪।"

পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী—অমাবস্যা বা পূর্ণিমা যদি ষষ্টিদণ্ডকালব্যাপিনী সম্পূর্ণা হয়, (অর্থাৎ এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকে), অথচ বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিপদ দিনেও যদি কিছু থাকে, তবে ঐ অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পূর্ব্ববর্ত্তিনী দ্বাদশীকে পক্ষবর্দ্ধিনী বলে। এরূপ স্থলে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়াও দ্বাদশীতে ব্রত করিবে। "অমা বা যদি বা পূর্ণা সম্পূর্ণা জায়তে যদা। ভূত্বা চ ষষ্টিঘটিকা দৃশ্যতে প্রতিপদ্দিনে॥ অশ্বমেধাযুতৈস্তুল্যা সা ভবেৎ পক্ষবর্দ্ধিনী॥ ১৩।১৫৪।" "কুহূরাকে যদা বৃদ্ধিং প্রয়াতে পক্ষবর্দ্ধিনী। বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥ ১৩।১০৯।" অন্যত্রও এইরূপ বিধান দৃষ্ট হয়। "তিথিঃ সশল্যা পরিবর্জ্জনীয়া ধর্ম্মার্থকামৈস্তু বুধৈর্মনুষৈঃ। বিহীনশল্যাপি বিবর্জ্জনীয়া যত্রগ্রতো বৃদ্ধিমুপৈতি পক্ষঃ॥ ১২।১৫৮॥ দর্শশ্চ পৌর্ণমাসী চ সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে যদি। দ্বিতীয়েঽহ্নি নৃপশ্রেষ্ঠ সা ভবেৎ পক্ষবর্দ্ধিনী। ১৩।১৫৯॥ শ্রীপাদ সনাতনকৃতটীকা চ—সম্পূর্ণা সতী দ্বিতীয়েঽহ্নি প্রতিপদ্দিনে যদি বর্দ্ধতে।" অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামাভিলাষ সুধী ব্যক্তি বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিবেন; পরবর্ত্তী অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অবিদ্ধা (শুদ্ধা) একাদশীও বর্জ্জন করিবেন। অমাবস্যা বা পূর্ণিমা সম্পূর্ণা হইয়া যদি প্রতিপদের দিনেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পূর্ব্ববর্ত্তিনী দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধিনী হইবে। দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধিনী হইলে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া সেই দ্বাদশীতেই উপবাস করা কর্ত্তব্য। পক্ষবর্দ্ধিনী দ্বাদশী হইতে হইলে দুইটী জিনিষের প্রয়োজন—পূর্ণিমা বা অমাবস্যা সম্পূর্ণা হওয়া চাই এবং তাহা বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিপদ্দিনে যাওয়া চাই। উক্ত তিনটী মহাদ্বাদশী তিথিবৃদ্ধি-জনিত।

পক্ষবর্দ্ধিনীর পারণ—পারণ দিনে যদি দ্বাদশী থাকে, তাহা হইলে দ্বাদশীর মধ্যেই পারণ করিবে (একাদশীর পারণ বিধান দ্রষ্টব্য)। পারণ দিনে যদি দ্বাদশী না থাকে, তবে ত্রয়োদশীতেই পারণ হইবে।

ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী—ইহা তিথিবৃদ্ধি-জনিত নহে। তিথির যোগ-জনিত। একই দিনে যদি প্রথমে দশমী-বেধ-শূন্যা একাদশী, তারপর দ্বাদশী এবং সর্ব্বশেষে ত্রয়োদশী তিথি থাকে, তবে তাহার নাম ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী। ঐ দিনে উপবাস করিবে। "একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী। ত্রিস্পৃশা সা তু বিজ্ঞেয়া দশমীসংযুতা ন হি॥ ১৩।১৪৭॥ ত্রিস্পৃশৈকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ। তামেবোপবসেৎ কামী অকামো বিষ্ণুতৎপরঃ। ১২।১৫৭॥"

ত্রিস্পৃশার পারণ—রাত্রি শেষ হইয়া গেলে পরদিন প্রাতঃকালে ত্রিস্পৃশার পারণ করিবে। "নিশান্তে পুনরীশয়ে দত্ত্বা চার্ঘ্যং বিধানতঃ। স্নানাদিকাং ক্রিয়াং কৃত্বা ভুঞ্জীয়াদ্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥ ১৩।১৫৩॥ উক্ত চারিটী মহাদ্বাদশী তিথিযোগে জাত; নিম্নের চারিটী নক্ষত্রযোগে জাত।

জয়া-মহাদ্বাদশী—শুক্লপক্ষের দ্বাদশী-তিথিতে পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে জয়া বলে। "দ্বাদশ্যান্তু সিতে পক্ষে ঋক্ষং যদি পুনর্ব্বসুঃ। নাম্না সাতু জয়া খ্যাতা তিথিনামুত্তমা তিথিঃ॥ ১৩।১৫৬॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তিথি ও নক্ষত্রের নিম্নলিখিতরূপ যোগ হইলে দ্বাদশী উপবাস-যোগ্যা হইবে, অন্যথা নহে ঃ—

প্রথমতঃ—দ্বাদশী তিথি অন্ততঃ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকা চাই। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশী শেষ হইয়া গেলে ব্রত হইবে না (১৩।১১৫)।

দ্বিতীয়তঃ—পুনর্ব্বসু নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের পরে যতক্ষণই থাকুক না কেন—ষাইট দণ্ডই থাকুক, কি ষাইট দণ্ডের কমই থাকুক—ঐ দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে।

কিম্বা, পুনর্ব্বসু-নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হয়, এবং যদি দিনমানে ষাইট দণ্ড থাকিয়া পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যায়, অথবা বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশী দিনেও যায়, তাহা হইলেও ঐ দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া নক্ষত্র যদি দিনমানে ষাইট দণ্ড অপেক্ষা কম থাকে, তাহা হইলে উক্ত দিনে জয়া-মহাদ্বাদশী ব্রত হইবে না।

পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রের উভয়বিধ স্থিতি-স্থলেই দ্বাদশীতিথি অন্ততঃ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকা দরকার। নচেৎ ব্রত হইবে না। “জয়াদীনাং চতসৃণাং তথা ব্যক্তং নিরূপ্যতে। ভান্বর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ॥ সমান্যূনানি বা সন্ত অতোঽমীষাং ব্রতৌচিতী। কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ॥ সমানি বা তদাপ্যেষা ব্রতাচরণ-যোগ্যতা। শ্রবণাব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু খলু ত্রিষু। সূর্য্যাস্তমনপর্য্যন্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণম্॥ ১৩।১১৫॥”

পারণ—জয়ার পারণের দিন যদি দ্বাদশীতিথি এবং পুনর্ব্বসু নক্ষত্র উভয়েই বর্ত্তমান থাকে, এবং যদি নক্ষত্র অপেক্ষা তিথি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, তবে নক্ষত্রের অন্তে তিথির মধ্যে পারণ হইবে। আর যদি তিথি হইতে নক্ষত্র অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, তবুও তিথির মধ্যেই পারণ করিতে হইবে। কিন্তু পারণের দিন যদি দ্বাদশী না থাকে, কেবল পুনর্ব্বসু নক্ষত্র মাত্র থাকে, তবে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে। যথা হরিভক্তিবিলাসে ঃ—“বৃদ্ধৌ ভতিথ্যোরধিকা তিথিশ্চেৎ পারণন্ততঃ। ভান্তে স্যাৎ চেৎ তিথির্ন্যূনা তিথিমধ্যে তু পারণম্॥ দ্বাদশ্যনবৃত্তৌ তু বৃদ্ধৌ ব্রহ্মাচ্যুতর্ক্ষয়োঃ। তন্মধ্যে পারণং বৃদ্ধৌ শেষয়োস্তদতিক্রমে॥ ১৩।১১৬॥” নৃসিংহ-পরিচর্য্যায় যথা ঃ—পারণদিনে “নক্ষত্রতিথ্যোরনুবৃত্তৌ যদা তিথে রধিকং নক্ষত্রং তর্হি তিথি-মধ্যে এব পারণং, দ্বাদশী-লঙ্ঘনস্য শতশো নিষিদ্ধত্বাৎ। তিথ্যাধিক্যেতু নক্ষত্র-নষ্টে পারণং ন প্রাক্ ইত্যেষোঽষ্ট-মহাদ্বাদশী-নির্ণয়ঃ। ৩।৭॥

বিজয়া-মহাদ্বাদশী—শুক্লপক্ষের দ্বাদশী-তিথিতে শ্রবণা-নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে বিজয়া বলে। “যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ। বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তিথিনামুত্তমা তিথিঃ।। ১৩।১৫৬॥” শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত না থাকিলেও ব্রত হইয়া থাকে; কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পরে অন্ততঃ দেড় প্রহর কাল দ্বাদশীর ভোগ থাকা দরকার; দেড় প্রহরের পরে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দ্বাদশী না থাকিলেও বিজয়া মহাদ্বাদশী হইবে; কিন্তু দ্বাদশী তিথি সূর্য্যোদয় হইতে দেড় প্রহরের কম থাকিলে বিজয়া দ্বাদশী হইবে না। “সার্দ্ধযামাদুপরি দ্বাদশীসমাপ্তৌ তদহরেবোপবাসঃ। ৩।৭ নৃসিংহ-পরিচর্য্যা॥” এই অবস্থায় সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই যদি দ্বাদশী তিথি শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলেও নিম্নলিখিতরূপ নক্ষত্রের স্থিতি থাকিলে বিজয়া মহাদ্বাদশী ব্রত হইবে। অন্ততঃ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দ্বাদশী না থাকিলে, জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী ব্রত কিন্তু হয় না। নক্ষত্রের স্থিতি সম্বন্ধে জয়ার ন্যায় বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রবণা-নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ হয়, তবে সূর্য্যোদয়ের পরে যতক্ষণই থাকুক না কেন, ঐ দিনে দ্বাদশী তিথি থাকিলেই বিজয়া ব্রত হইবে।

অথবা, শ্রবণা নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হয়, এবং সমস্ত দিনমান গত করিয়া পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যদি থাকে, অথবা বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশীর দিনেও যদি যায়, তবেই বিজয়া দ্বাদশী ব্রত হইবে (অবশ্য যদি উপবাস দিনে অন্ততঃ দেড় প্রহর দ্বাদশী তিথি থাকে)। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া শ্রবণা যদি দিনমানে

ষাইট দণ্ডের কম থাকে, তাহা হইলে ব্রত হইবে না। (প্রমাণ—জয়াদ্বাদশী-বিবরণে উদ্ধৃত শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৩।১১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

বিজয়ার পারণ—পারণ দিনে দ্বাদশী তিথি এবং শ্রবণা নক্ষত্র উভয়েই যদি বর্ত্তমান থাকে, তবে দ্বাদশী তিথির মধ্যেই পারণ করিতে হইবে। নক্ষত্র যদি তিথি হইতে অল্প সময় থাকে, তবে নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিতে হইবে; বেশী সময় নক্ষত্র থাকিলেও তিথির মধ্যেই পারণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি দ্বাদশী না থাকে, কেবল শ্রবণানক্ষত্র মাত্র থাকে, তাহা হইলে শ্রবণা নক্ষত্রের মধ্যেই পারণ করিবে, জয়াদ্বাদশীর পারণ বিবরণে উদ্ধৃত শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ১৩।১১৬ শ্লোকে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

জয়ন্তী মহাদ্বাদশী—শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে যদি রোহিণীনক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে ঐ তিথিকে জয়ন্তী বলে। "যদাতু শুক্লদ্বাদশ্যাং প্রাজাপাত্যং প্রজায়তে। জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ॥ ১৩।১৬১॥" জয়ন্তীতেও ঠিক জয়ার ন্যায় তিথি-নক্ষত্রাদির স্থিতি থাকা দরকার। জয়ন্তী মহাদ্বাদশীব্রত হইতে হইলে :—

প্রথমতঃ—দ্বাদশী তিথি অন্ততঃ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকা দরকার। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশী শেষ হইয়া গেলে ব্রত হইবে না। সূর্য্যাস্তের পরে দ্বাদশী থাকিলেও ব্রত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—রোহিণী নক্ষত্র যদি দ্বাদশীর দিনে সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের পরে যতক্ষণই থাকুক না কেন, তাহাতেই ব্রত হইবে।

কিন্তু রোহিণী নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হয়, এবং দ্বাদশীর দিনমানে ষাইট দণ্ড অপেক্ষা কম থাকে (অর্থাৎ যদি পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই রোহিণী-নক্ষত্র শেষ হইয়া যায়), তাহা হইলে ব্রত হইবে না। দ্বাদশীর দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া রোহিণী-নক্ষত্র যদি সমস্ত দিনমানে ষাইট দণ্ড থাকে, অথবা যদি বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশীর দিনেও যায়, তাহা হইলেই ব্রত হইবে। জয়াদ্বাদশীর বিবরণে উদ্ধৃত শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ১৩।১১৫ শ্লোকে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

জয়ন্তীর পারণ—পারনের দিনে যদি দ্বাদশী-তিথি এবং রোহিণী-নক্ষত্র উভয়ই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, যদি তিথি অপেক্ষা নক্ষত্র কম সময় থাকে, তাহা হইলে নক্ষত্রের অন্তে তিথির মধ্যে পারণ করিবে। আর যদি নক্ষত্র অপেক্ষা তিথি কম সময় থাকে, তাহা হইলেও দ্বাদশী তিথির মধ্যেই পারণ করিবে। যদি দ্বাদশী না থাকে, কেবল রোহিণী নক্ষত্র মাত্রই থাকে, তাহা হইলে রোহিণী নক্ষত্রের মধ্যেই পারণ করিবে। জয়ার পারণ-বিবরণে উদ্ধৃত ১৩।১১৬ শ্লোকে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

পাপ-নাশিনী মহাদ্বাদশী—শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে যদি পুষ্যা-নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে ঐ তিথিকে পাপ-নাশিনী বলে। "যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং পুষ্যা ভবতি কর্হিচিৎ। তদা সা তু মহাপুণ্যা কথিতা পাপ-নাশিনী॥ ১৩।১১৪॥"

ইহাতেও জয়ার ন্যায় তিথি-নক্ষত্রাদির বিচার করিতে হইবে; অর্থাৎ পাপ-নাশিনী মহাদ্বাদশী ব্রত হইতে হইলে :—

প্রথমতঃ—অন্ততঃ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা দরকার। সূর্য্যাস্তের পরেও যদি দ্বাদশী থাকে, তাহা হইলেও ব্রত হইবে, কিন্তু সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই যদি দ্বাদশী শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্রত হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ—পুষ্যা নক্ষত্র যদি দ্বাদশীর দিন সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের পরে যতক্ষণই থাকুক না কেন—ঐ দিনেই ব্রত হইবে।

কিন্তু, পুষ্যানক্ষত্র সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ না হইয়া যদি দ্বাদশীর দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হয়, এবং যদি পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্রত হইবে না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া যদি সমস্ত দিনমানে ষাইট দণ্ড থাকে, অথবা ত্রয়োদশীর দিন পর্য্যন্তও বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলেই ব্রত হইবে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জয়াদ্বাদশীর বিবরণে উদ্ধৃত ১৩।১১৫ শ্লোকে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

পাপ-নাশিনীর-পারণ—পারণের দিনে যদি দ্বাদশী ও পুষ্যা নক্ষত্র উভয়েই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, যদি তিথি অপেক্ষা নক্ষত্র কম সময় থাকে, তবে নক্ষত্রের অন্তে তিথির মধ্যে পারণ করিবে। আর যদি নক্ষত্র অপেক্ষা তিথি কম সময় থাকে, তাহা হইলেও তিথির মধ্যেই পারণ করিবে। আর যদি দ্বাদশী না থাকিয়া কেবল পুষ্যা নক্ষত্র মাত্র থাকে, তাহা হইলে নক্ষত্র গত হইয়া গেলে পারণ করিবে। জয়াদ্বাদশীর পারণ বিবরণে উদ্ধৃত ১৩।১১৬ শ্লোকে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

শ্রবণ-দ্বাদশী, বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ, গোবিন্দ-দ্বাদশী প্রভৃতি ব্রতসম্বন্ধে অনেক সময় অনেকের গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাই এস্থলে এসব ব্রতসম্বন্ধেও অতি সংক্ষেপে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইতেছে।

শ্রবণ-দ্বাদশী—ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে যদি শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহাকে শ্রবণদ্বাদশী বলে। এই দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয়। "মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা। মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা॥ ১৫।২৪৪॥" বিজয়া দ্বাদশীর ব্রতযোগ্যতার নিমিত্ত দ্বাদশী তিথি এবং শ্রবণা নক্ষত্রের যেরূপ স্থিতি-কালাদির প্রয়োজন, শ্রবণ-দ্বাদশীতে তিথি-নক্ষত্রের সেইরূপ স্থিতিকালের প্রয়োজন নাই। ভাদ্রীয় শুক্লা দ্বাদশী তিথির যে কোনও সময়ে অতি অল্পকালের জন্যও যদি শ্রবণা নক্ষত্র বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেই শ্রবণদ্বাদশী ব্রত হইবে। "অত্যল্পেঽপ্যনয়োর্যোগো ভবেত্তিথিভয়ো যদি। উপাদেয়ঃ স এব স্যাদিত্যত্রোপবসেদ্ বুধঃ॥ ১৫।২৫২॥"

বিজয়া মহাদ্বাদশী-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে উদ্ধৃত শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রমাণ হইতে জানা যায়—শুক্লাদ্বাদশীর সঙ্গে শ্রবণার যোগ হইলেই বিজয়া হয়; ইহা তিথি-সমূহের মধ্যে উত্তম-তিথি। "যদা তু শুক্লাদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ। বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ॥ ১৩।১৫৬॥" ইহা হইল "বিজয়া দ্বাদশীর" সাধারণ লক্ষণ। এই লক্ষণ অনুসারে শ্রবণদ্বাদশীও বিজয়া দ্বাদশী হয়। তবে শ্রবণ-দ্বাদশী হয় ভাদ্রমাসে। তাহা বলিয়াই মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, ভাদ্রমাসের বিজয়া মহাদ্বাদশীকেই শ্রবণাদ্বাদশী বলে। বিজয়া মহাদ্বাদশীতে তিথি-নক্ষত্রের স্থিতি-কাল-সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ বিধান আছে (বিজয়া মহাদ্বাদশী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য); কিন্তু শ্রবণ-দ্বাদশীতে তিথি-নক্ষত্রের স্থিতি-কাল সম্বন্ধে সেইরূপ বিশেষ বিধান নাই; ভাদ্রীয় শুক্লাদ্বাদশীর সঙ্গে শ্রবণানক্ষত্রের অত্যল্পকালব্যাপী সংযোগ থাকিলেই শ্রবণদ্বাদশী ব্রত হইবে। এইরূপে দেখা গেল পূর্ব্বোল্লিখিত "বিজয়া মহাদ্বাদশী" এবং "শ্রবণ-দ্বাদশী" উভয়েই সাধারণ লক্ষণানুসারে "বিজয়া" হইলেও বিশেষ লক্ষণে তাহাদের পার্থক্য আছে। আর শুক্লা দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হইলেই এই শ্রবণান্বিতা দ্বাদশী যখন "তিথীনামুত্তমা তিথিঃ" হয়, তখন শ্রবণদ্বাদশীকেও মহাদ্বাদশী বলা যায়। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রবণান্বিতা ভাদ্রীয়া শুক্লাদ্বাদশীকে স্পষ্টভাবেও "মহাদ্বাদশী" বলা হইয়াছে। "মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা। মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহা ফলা॥ ১৫।২৪৪॥" তাহা হইলেও শ্রবণদ্বাদশীর যখন কোনও বিশেষ লক্ষণ নাই, তখন ইহাকে "অতিদিষ্ট বিজয়া মহাদ্বাদশী" এবং বিশেষ-লক্ষণযুক্তা শ্রবণান্বিতা শুক্লাদ্বাদশীকে "প্রকৃত-বিজয়া-মহাদ্বাদশী" বলা যায়।

যাহাহউক, শ্রবণদ্বাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রেরই প্রাধান্য। এইজন্যই দ্বাদশীর সঙ্গে শ্রবণার যোগ হইলে তো শ্রবণদ্বাদশী হইবেই, পরন্তু একাদশীর সঙ্গে শ্রবণার যোগ হইলেও শ্রবণ-দ্বাদশী হইয়া থাকে। "শ্রবণদ্বাদশাব্রতন্তু শ্রবণৈকাদশ্যামপি ভবতীত্যর্থঃ।—১৫।২৫৪ শ্লোকের টীকা।" তাই শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন:—যদি ভাদ্রীয় শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রবণা-নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে সমর্থ বা অসমর্থ সকলকেই ঐ দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হইবে। আর যদি একাশীতে শ্রবণার যোগ হয়, কিন্তু দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ না হয়, তাহা হইলে একাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে। "দ্বাদশ্যেকাদশী বা স্যাদুপোষ্যা শ্রবণান্বিতা। ১৫।২৫১॥" আরও বলিয়াছেন:—যদি দ্বাদশীদিনে শ্রবণার যোগ হয়, কিন্তু একাদশীতে শ্রবণার যোগ না থাকে, অথচ একাদশীটী শুদ্ধা ও ব্রতযোগ্যা হয়, তাহা হইলে সমর্থব্যক্তির

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পক্ষে উভয়দিনেই উপবাস করা উচিত; আর অসমর্থ পক্ষে দ্বাদশীদিনেই উপবাস বিধেয়। উভয় দিনে উপবাস করিলে একাদশীর পারণ করা হয় না বলিয়া ব্রতভঙ্গ হইবে না; কারণ, উভয় দিনই শ্রীহরির, উভয় ব্রতই শ্রীহরির। "একাদশ্যা বিশুদ্ধত্বে দ্বাদশ্যাস্তু পরেঽহনি। শ্রবণে সতি শক্তস্য ব্রতযুগ্মং বিধীয়তে॥ একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ। ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োর্দেবতা হরিঃ॥ অশক্তস্তু ব্রতদ্বন্দ্বে ভুঙ্‌ক্তে চৈকাদশী দিনে। উপবাসং বুধঃ কুর্য্যাচ্ছ্রবণ-দ্বাদশী-দিনে॥ ১৫।২৫২।" কিন্তু এই ব্যবস্থা শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর অনুমোদিত নহে। উপরে উদ্ধৃত প্রমাণ-বচনের অব্যবহিত পরেই একটী নারদীয়-বচন শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহা এই—"উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণুঋক্ষেণ সংযুতাম্। একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥—শ্রবণাসমন্বিতা দ্বাদশীতে উপবাস করিলে একাদশীতে উপবাসজনিত ফল নর পাইতে পারে, ইহাতে কোনওরূপ সন্দেহ নাই।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"বিষ্ণুঋক্ষেণ শ্রবণেন কেচিচ্চ ইদমুপবাসদ্বয়ে প্রাপ্তে সতি অসমর্থ-বিষয়কমিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি। তদযুক্তম্। বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ। তথা নারদীয়াদিবচনেষু অত্র শক্তাশক্তাদিবিশেষ-পরিত্যাগেন নর ইত্যাদিসামান্যনির্দ্দেশাচ্চ।—দুইটী উপবাস-স্থলে কেহ কেহ সমর্থ-অসমর্থ বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ইহা অসঙ্গত। যেহেতু, শ্রবণ-যোগে দ্বাদশী মহাদ্বাদশী হয় বলিয়া মহাদ্বাদশীতেই বৈষ্ণবদের উপবাস বিধেয়। বিশেষতঃ, নারদীয়-বচনে সমর্থ-অসমর্থ-বিষয়ক বিশেষত্বের বিচার পরিত্যাগ করিয়া নর-মাত্রের জন্যই—সমর্থ বা অসমর্থ সকলের জন্যই—শ্রবণনক্ষত্রান্বিত-দ্বাদশীতে উপবাসের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।" শ্রীপাদ সনাতনের এই ব্যবস্থানুসারে শুদ্ধা একাদশীর পরবর্ত্তী শ্রবণ-নক্ষত্র-সমন্বিতা দ্বাদশীতেই সকলের উপবাস কর্ত্তব্য; শুদ্ধা একাদশীতেও অর্থাৎ উভয় দিনে উপবাসের ব্যবস্থা সমর্থব্যক্তির পক্ষেও বিহিত নয়। ইহাতে শুদ্ধা একাদশী বর্জ্জনের জন্য কোনও প্রত্যবায় হইবে না, তাহা শ্রীনারদের বাক্য হইতেই জানা যায়। "উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণুঋক্ষেণ সংযুতাম্। একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ বাজপেয়ে যথা যজ্ঞে কর্ম্মহীনোপি দীক্ষিতঃ। সর্ব্বং ফলমবাপ্নোতি অস্নাতোঽপ্যহুতোঽপি সন্॥ এবমেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষণাৎ। পূর্ব্ববাসরজং পুণ্যং সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্। হ. ভ. বি. ১৫।২৫২॥" শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশীতে উপবাসেই পূর্ব্বদিনের একাদশীর সমস্ত ফল পাওয়া যাইবে।

ভাদ্রমাসে বুধবারে যদি শ্রবণাযুক্তা দ্বাদশী হয়, তবে তাহা বিশেষ ফলদায়িনী হয়; যেহেতু, ভাদ্রমাসে বুধবারে শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশীতেই শ্রীবামনদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। "ভাদ্রে মাসি বুধস্যাহ্নি যদি স্যাদ্বিজয়াব্রতম্। তদা সর্ব্বব্রতেভ্যোঽস্য মাহাত্ম্যমতিরিচ্যতে॥ হ. ভ. বি. ১৩।১৬০॥ তদানীং শ্রীবামনদেবপ্রাদুর্ভাবাৎ। টীকায় শ্রীপাদ সনাতন॥"

শ্রবণ-দ্বাদশীর পারণ—ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। "শ্রবণর্ক্ষসমাযুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে। উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্॥ হ. ভ. বি. ১৫।২৫১॥" ত্রয়োদশীতে পারণের ব্যবস্থা হইতে মনে হয়, শ্রবণ-দ্বাদশীর ব্রতের পরের দিন দ্বাদশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না; দ্বাদশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে দ্বাদশীতেই পারণের ব্যবস্থা হইত বলিয়া মনে হয়; কারণ, পারণ-দিনে দ্বাদশীকে অতিক্রম না করাই সাধারণ ব্যবস্থা।

বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ—একাদশী, দ্বাদশী এবং শ্রবণা এই তিনেরই দেবতা হইলেন বিষ্ণু; তাই একই দিনে যদি একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণানক্ষত্র পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, তখন এই তিনটী বিষ্ণুদৈবত তিথি নক্ষত্র শৃঙ্খলাবৎ গ্রথিত হয় বলিয়া, বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হয়; বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগে উপবাস করা বিধেয়। "যদি চ তিথিক্ষয়াত্তত্রয়ং দ্বাদশ্যেকাদশী শ্রবণর্ক্ষ মিশ্রিতং একস্মিন্নেব দিনে অন্যোন্যমিলিতং স্যাত্তদা বিষ্ণুশৃঙ্খলো নামযোগঃ, বিষ্ণুদৈবত্যানাং ত্রয়াণামেকত্র শৃঙ্খলাবৎ গ্রথিতত্বাৎ। ততশ্চ স এব উপোষ্য ইত্যর্থঃ॥ হ. ভ. বি. ১৫।২৫১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রবণদ্বাদশী-ব্রত-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"দ্বাদশ্যেকাদশী বা স্যাদুপোষ্যা শ্রবণান্বিতা। বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগশ্চ তত্রয়ং মিশ্রিতং যদি॥ হ. ভ. বি. ১৫।২৫১॥—দ্বাদশী বা একাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলেই তাহাতে উপবাস করিবে ; তিনটী (অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা একই দিনে) একত্র মিশ্রিত হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হয়।" ইহাতে বুঝা যায়—তিথি-নক্ষত্রের স্থিতির বিশেষ অবস্থাতে শ্রবণ-দ্বাদশীই বিষ্ণুশৃঙ্খলে পরিণত হয়। শ্রবণ-দ্বাদশী হয় শুক্লাদ্বাদশীতে—ভাদ্রমাসে ; ভাদ্রমাসব্যতীত অন্য কোনও মাসে শুক্লা-দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ সম্ভবও নয়। সুতরাং ভাদ্রমাসের (চান্দ্র ভাদ্রের) শুক্লাদ্বাদশীতেই বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হওয়ার সম্ভাবনা।

বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগের দিনের দ্বাদশী তাহার পরের দিনের সূর্য্যোদয়ের পরে থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। সূর্য্যোদয়ের পরে যদি দ্বাদশী থাকে, তাহা হইলে এক রকম বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইবে এবং যদি না থাকে, তাহা হইলে আর এক রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইবে। এইরূপে দেখা যায়, বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ দুই রকমের। দুই রকমের যোগেই উপবাস বিহিত হইয়াছে।

প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ—ভাদ্রমাসের শুক্লা-একাদশীর দিন অহোরাত্র মধ্যে যদি প্রথমে একাদশী, তারপর দ্বাদশী থাকে এবং যদি দ্বাদশীর সঙ্গে শ্রবণা-নক্ষত্রের যোগ থাকে, তাহা হইলে প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইবে। "দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা। স এব বৈষ্ণবো যোগো বিষ্ণুশৃঙ্খলসংজ্ঞিতঃ॥ তস্মিন্নুপোষ্য বিধিবন্নরঃ সংক্ষীণকল্মষঃ। প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তিদুর্লভাম্॥ একাদশীপদেনাত্র তদহোরাত্র উচ্যতে। অন্যথা দ্বাদশীস্পর্শস্তস্যাং নিত্যং হি বিদ্যতে॥ হ. ভ. বি. ১৫।২৫৫॥" এই যে তিথি-নক্ষত্রের সংযোগের কথা বলা হইল, তাহা অত্যল্পকালব্যাপী হইলেও অষ্টযামব্যাপী বলিয়াই মনে করা হয়। "তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগ ইত্যাদ্যং যত্তু দর্শিতম্। তেনাল্পকালসংযোগেঽপ্যষ্টযামিকতেষ্যতে॥ হ. ভ. বি. ১৫।২৫৫॥"

দ্বিতীয় রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগের প্রসঙ্গে দ্বাদশী তিথির ক্ষয়ের কথা আছে, অর্থাৎ দ্বাদশী তিথি পরের দিন বর্দ্ধিত হয় না, এইরূপই বলা হইয়াছে। দ্বাদশীর ক্ষয়ই দ্বিতীয় রকমের যোগের হেতু—তাহাও বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, দ্বাদশী তিথির ক্ষয় না হইলেই—অর্থাৎ দ্বাদশী তিথি ত্রয়োদশীর দিনে বর্দ্ধিত হইলেই প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হয়।

প্রথম রকম বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগে পারণ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রথম রকম বিষ্ণুশৃঙ্খলে ব্রতের পরের দিনেও দ্বাদশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; দ্বাদশীর মধ্যেই পারণ করিবে। "অত্রৈব দ্বাদশীমধ্যে পারণমিত্যাদি।" হ. ভ. বি. ১৫।২৫৫॥

ব্রতের পরের দিনে যদি তিথি ও শ্রবণা নক্ষত্র উভয়েই বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিতরূপে পারণ করিবে ; নতুবা শ্রবণ-দ্বাদশীর ন্যায় দুইটী ব্রতের সমস্যা উপস্থিত হইতে পারে। "অত্রৈব দ্বাদশীমধ্যে পারণং শ্রবণেঽধিকে। বক্ষ্যমাণঞ্চ ঘটতেঽন্যথা প্রাগ্ বদ্দ্বিধা ব্রতম্॥" হ. ভ. বি. ১৫।২৫৫॥ পারণের বিধান এই :—

পারণ-দিনে যদি দ্বাদশী ও শ্রবণা উভয়েই বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে নক্ষত্রের আধিক্যে দ্বাদশীর মধ্যেই পারণ করিবে। "ঋক্ষস্ত সতি চাধিক্যে তিথিমধ্যে হি পারণম্। দ্বাদশী-লঙ্ঘনে দোষো বহুশো লিখিতো যতঃ॥ ১৫।২৬২॥"

আর যদি তিথির আধিক্য হয়, তাহা হইলে নক্ষত্রের অবসানে পারণ করিবে। "অনুবৃত্তির্দ্বয়োরেব পারণাহে ভবেদ্ যদি। তত্রাধিক্যে তিথের্বৃত্তে ভান্তে সত্যেব পারণম্॥ ১৫।২৬১॥"

আবার, পারণ-দিনে দ্বাদশী তিথি এবং নক্ষত্র উভয়েই যদি রাত্রি পর্য্যন্ত থাকে, তাহা হইলে কোনওটীর অপেক্ষা না করিয়া দিবাভাগেই পারণ করিবে। রাত্রিতে পারণ নিষিদ্ধ। "এবং দ্বয়োর্নিশাব্যাপ্তৌ চাহি পারণমিরীতম্। ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদিতি হ্যন্যত্র সম্মতম্॥ ১৫।২৬৩॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলে পরের দিনেও দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহার উপর যদি শ্রবণাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খলের পরের দিনও শ্রবণদ্বাদশীই হইয়া থাকে; অর্থাৎ নক্ষত্র বৃদ্ধি হইলে প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলের পরের দিন শ্রবণদ্বাদশী হইয়া থাকে; ইহাই পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটী ব্রতের সমস্যা। উপরে পারণের যে ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে পরিষ্কারই বুঝা যায়—প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ এবং শ্রবণদ্বাদশী যথাক্রমে পূর্ব্বের ও পরের দিনে সংঘটিত হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খলেই উপবাস এবং তৎপরদিন শ্রবণদ্বাদশীর দিনেই পারণ বিধেয়; এইরূপ শ্রবণদ্বাদশীতে উপবাসের বিধান শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দেওয়া হয় নাই।

দ্বিতীয় রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ—এই যোগ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—'একাদশী দ্বাদশী চ বৈষ্ণব্যমপি তদ্‌ভবেৎ। তদ্বিষ্ণুশৃঙ্খলং নাম বিষ্ণুসাযুজ্যকৃদ্‌ভবেৎ॥ তস্মিন্ পোষনাদ্গচ্ছেচ্ছ্বেতদ্বীপপুরং ধ্রুবম্॥ ১৫।২৫৫॥ দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্। নিষিদ্ধমপি কর্ত্তব্যমিত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী॥ ১৫।২৫৬॥ যোগোঽয়মন্ত্যো দ্বাদশ্যাঃ ক্ষয় এবেতি লক্ষ্যতে। দ্বাদশ্যামুপবাসাচ্চ ত্রয়োদশ্যান্তু পারণাৎ॥ ত্রয়োদশ্যাং পারণা হি শ্রবণে ন নিষেৎস্যতে॥ ১৫।২৫৭॥—একই দিনে একাদশী, দ্বাদশী এবং শ্রবণানক্ষত্র এই তিনটী সংঘটিত হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হয়; ইহাদ্বারা হরি-সাযুজ্যলাভ হয়। বিষ্ণুশৃঙ্খলে উপবাস করিলে শ্বেতদ্বীপ-পুরে গমন নিশ্চিত। উহাতে দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হয়; সাধারণতঃ ত্রয়োদশীতে পারণ নিষিদ্ধ হইলেও উক্তরূপ যোগে ত্রয়োদশীতে পারণ করা ভগবানের আদেশ; সুতরাং ইহা অবিহিত নহে। দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণের বিধান থাকাতে এই অন্ত্য (দ্বিতীয়) বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগে যে দ্বাদশীর ক্ষয় হয় (অর্থাৎ পরের দিনের সূর্য্যোদয়ের পরে দ্বাদশীর স্থিতি যে থাকে না) তাহাই লক্ষিত হইতেছে। এই অবস্থায় শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশীব্রতে ত্রয়োদশীতে পারণ নিষিদ্ধ নহে।"

উক্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হইতে দ্বিতীয় রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলের বিশেষত্ব এই যে, দ্বিতীয় রকমে দ্বাদশী তিথি পরের দিন বর্দ্ধিত হয় না; সুতরাং প্রথম রকমের দ্বাদশী যে পরের দিনে বর্দ্ধিত হয়, তাহাই বুঝা গেল।

প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খল-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—শ্রবণাসংযুক্তা দ্বাদশী একাদশীকে স্পর্শ করিলে সেই যোগ হইবে। "দ্বাদশী শ্রবণাস্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা।" কিন্তু দ্বিতীয় রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খল-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—একাদশী, দ্বাদশী এবং শ্রবণা নক্ষত্র যদি এক দিনে থাকে, তাহা হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইবে। দ্বিতীয় প্রকারে অবশ্য দ্বাদশী তিথি বর্দ্ধিত হইয়া পরের দিন যাইবে না। তাহা হইলে দ্বিতীয় রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগের সংজ্ঞাটীকে বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত কয়টী অবস্থা পাওয়া যায়:—

(ক) একই দিনে একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা আছে; একাদশীর সহিত শ্রবণার মিশ্রণ নাই; কিন্তু দ্বাদশীর সহিত মিশ্রণ আছে। দ্বাদশী পরের দিন বর্দ্ধিত হয় নাই।

(খ) অহোরাত্রের মধ্যে একাদশী, দ্বাদশী এবং শ্রবণা আছে। একাদশীর সহিত শ্রবণার সংযোগ আছে; কিন্তু দ্বাদশীর সঙ্গে নাই। দ্বাদশী পরের দিন বর্দ্ধিত হয় নাই।

(গ) একই দিনে একদশী, দ্বাদশী এবং শ্রবণা আছে; উভয় তিথির সহিতই শ্রবণার সংযোগ আছে। দ্বাদশী পরের দিন বার্দ্ধত হয় নাই।

তিথি নক্ষত্রের উল্লিখিত তিন রকমের কোনও এক রকমের যোগ হইলেই দ্বিতীয় রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইবে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দ্বিতীয় রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগের পারণ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই যোগের পরের দিন যখন দ্বাদশী নাই, তখন ত্রয়োদশীতেই পারণ করিতে হইবে। "দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্। নিষিদ্ধমপি কর্ত্তব্যমিত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী॥ হ. ভ. বি. ১৫।২৫৬॥"

দেবদুন্দুভিযোগ—ইহা বিষ্ণুশৃঙ্খলেরই অবস্থাবিশেষ। একই দিনে যদি একাদশী, দ্বাদশী, শ্রবণা ও বুধবার হয়, তাহা হইলে দেবদুন্দুভিযোগ হয়। ইহাতে উপবাস করিলে অযুত যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। "দ্বাদশ্যেকাদশী সৌম্যঃ শ্রবণঞ্চ চতুষ্টয়ম্। দেবদুন্দুভিযোগোঽয়ং যজ্ঞাযুতফলপ্রদঃ॥ হ. ভ. বি. ১৫।২৫৭॥"

দেবদুন্দুভিযোগের পারণ—দেখা গিয়াছে, বুধবারে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইলেই তাহাকে দেবদুন্দুভিযোগ বলে। সুতরাং পারণও বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগের অনুরূপ হইবে; অর্থাৎ বুধবারে প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইলে পারণও প্রথম রকমের বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগের পারণের বিধান মতে হইবে এবং বুধবারে দ্বিতীয় শৃঙ্খলযোগ হইলে পারণও দ্বিতীয় রকম বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগের পারণের বিধান অনুসারে হইবে।

গোবিন্দ দ্বাদশী—ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে গোবিন্দ-দ্বাদশী বলে। এই তিথিতে উপবাসী থাকিতে হয়। "ফাল্গুনামলপক্ষেতু পুষ্যর্ক্ষে দ্বাদশী যদি। গোবিন্দ-দ্বাদশী নাম মহাপাতকনাশিনী॥ ১৪।৮৪॥"

ইহাকে আমর্দ্দকী দ্বাদশীও বলে। দ্বাদশীতে যদি পুষ্যানক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলে একাদশীতেই উপবাস করিবে। দ্বাদশীতে উপবাস করিবে, না। "আমর্দ্দকী-দ্বাদশীতি লোকে খ্যাতেয়মেব হি। যোগাভাবেঽত্র তন্নাম্নী তদীয়ৈকাদশী মতা॥ ১৪।৮৪॥"

"যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্রযোগতঃ। তাস্বেব তদ্ব্রতং কুর্য্যাচ্ছ্রবণদ্বাদশীং বিনা॥ হ. ভ. বি. ১৫।২৫৪॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"যেন কেনচিন্নক্ষত্রবিশেষযোগেন যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ পুণ্যাঃ প্রোক্তাঃ, তাসু যদ্বিহিতং ব্রতং তং তাসু এব কুর্য্যাৎ, ন তিথ্যন্তরে তন্নক্ষত্রযুক্তে। যথা ফাল্গুনী শুক্লাদ্বাদশী পুষ্যর্ক্ষেণযুক্তা গোবিন্দদ্বাদশী নাম, তস্যামুপবাসব্রতং বিহিতং, তস্যামেব কুর্য্যান্ন চ পুষ্যান্বিতায়ামেকাদশ্যাম্। এবং নিয়মশ্চ শ্রবণদ্বাদশীং বিনা। শ্রবণদ্বাদশীব্রতন্তু শ্রবণৈকাদশ্যামপি ভবতীত্যর্থঃ॥—যে তিথির সহিত যে নক্ষত্রের যোগ হইলে যে ব্রত হয়, সেই তিথির সহিত সেই নক্ষত্রের যোগ থাকিলেই সেই ব্রত হইবে; অন্য তিথির সহিত সেই নক্ষত্রের যোগ হইলে সেই ব্রত হইবে না। যেমন, ফাল্গুনী শুক্লাদ্বাদশীর সহিত পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হইলে গোবিন্দদ্বাদশী হয়; পুষ্যাযুক্তা দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে, পুষ্যাযুক্তা একাদশীতে গোবিন্দ-দ্বাদশীর ব্রত হইবে না। এই নিয়ম শ্রবণযুক্তা দ্বাদশী সম্বন্ধে খাটিবে না; শ্রবণাযুক্তা একাদশীতেও শ্রবণদ্বাদশী হইয়া থাকে (শ্রবণ-দ্বাদশী-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।" ইহা হইতে মনে হয়:—

(ক) যদি শুদ্ধা একাদশীতে পুষ্যার যোগ থাকে, পরবর্ত্তী দ্বাদশীতে যদি পুষ্যা না থাকে, তাহা হইলে গোবিন্দ-দ্বাদশী ব্রত হইবে না। একাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে; ইহা হইবে একাদশী ব্রত।

(খ) যদি একাদশীতে পুষ্যা থাকে এবং একাদশী যদি পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তই থাকে, সূর্য্যোদয়ের পরে যদি বর্দ্ধিত না হয়, আর দ্বাদশীতেও যদি পুষ্যা থাকে, তাহা হইলে দ্বাদশীটী পুষ্যাযুক্তা বলিয়া গোবিন্দদ্বাদশী হইবে এবং সেই দিনই উপবাস হইবে; পূর্ব্বের দিন শুদ্ধা একাদশী হইলেও দুইটী ব্রত একসঙ্গে পালনীয় নহে বলিয়া শুদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে না। (উপর্য্যুপরি দুইটী ব্রত সম্বন্ধীয় আলোচনা শ্রবণ-দ্বাদশী-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)।

পুষ্যান্বিতা শুক্লাদ্বাদশীই তিথি-নক্ষত্রের বিশেষ সংযোগে পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী হয় (পাগনাশিনী মহাদ্বাদশী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। তিথি-নক্ষত্রের স্থিতি সম্বন্ধে পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর যে বিধান, গোবিন্দ-দ্বাদশীরও সে-ই বিধান।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

“ফাল্গুনে দ্বাদশী শুক্লা যা পুষ্যর্ক্ষেণ সংযুতা। গোবিন্দ-দ্বাদশী নাম সা স্যাদ্‌গোবিন্দভক্তিদা॥ তস্যামুপোষ্য বিধিনা ভগবন্তং প্রপূজয়েৎ। লিখিতঃ পাপনাশিন্যাং বিধির্যোঽত্রাপি স স্মৃতঃ॥ হ. ভ. বি. ১৪।৮৩॥” ইহাতে বুঝা গেল, ফাল্গুনমাসে যদি পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী হয়, তবে তাহাকেই গোবিন্দ-দ্বাদশী বলা হয়। গোবিন্দ-দ্বাদশীতে শ্রীগোবিন্দের পূজা করিতে হয়।

গোবিন্দ-দ্বাদশীর পারণ। পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর পারণের বিধান অনুসারেই পারণ করিতে হইবে।

শিবরাত্রিব্রত। মাঘ ও ফাল্গুন মাসের মধ্যবর্ত্তী (অর্থাৎ মাঘমাসের শেষে এবং ফাল্গুনের প্রথমে অবস্থিত) কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীকে শিবরাত্রি বলে। “মাঘফাল্গুনয়োর্মধ্যে অসিতা যা চতুর্দ্দশী। শিবরাত্রিস্তু সা খ্যাতা সর্ব্বযজ্ঞোত্তমোত্তমা॥ মাঘমাসস্য শেষা যা প্রথমা ফাল্গুনস্য চ। কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী সা তু শিবরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥ হ. ভ. বি. ১৪।৬৮॥” শিবরাত্রিকে শিবচতুর্দ্দশীও বলে।

শ্রীশিব কৃষ্ণভক্তি-রস-সার বর্ষণ করিয়া থাকেন, তাই শ্রীশিবের কৃপায় প্রেমভক্তি বিবর্দ্ধিত হইতে পারে। অথবা শ্রীশিবের অনুকম্পাই কৃষ্ণ-ভক্তি-ধারা-বর্ষিণী; শ্রীশিবের করুণাতেই শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি-বিশেষ সিদ্ধ হইতে পারে। তাই শিবরাত্রি-ব্রত পালন করিলে শ্রীশিবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবিশেষ উদ্বুদ্ধ হইতে পারে এবং প্রেমভক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে। এজন্য এই ব্রত প্রেমভক্তি-লাভেচ্ছুক বৈষ্ণবেরও কর্ত্তব্য। “শ্রীকৃষ্ণে বৈষ্ণবানান্তু প্রেমভক্তির্বিবর্দ্ধতে। কৃষ্ণভক্তি-রসাসারবর্ষিরুদ্রানুকম্পয়া॥ হ. ভ. বি. ১৪।৮২॥”—টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—“নমু শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দভক্ত্যেকাপেক্ষকাণাং বৈষ্ণবানাং শিবব্রতেন কিং স্যাৎ, ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি শ্রীকৃষ্ণে ইতি। নমু শ্রীশিব-ব্রতেন কথং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তি র্বর্দ্ধতাং, তত্র লিখতি কৃষ্ণেতি। কৃষ্ণভক্তিরসাসারবর্ষিণো রুদ্রস্যানুকম্পয়া। শ্রীশঙ্কর-করুণয়ৈব শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি-বিশেষসিদ্ধেঃ। যদ্বা। কৃষ্ণস্য যা ভক্তিরসবর্ষিণী রুদ্রানুকম্পা তয়া এবং শ্রীশিবব্রতেনৈব শ্রীকৃষ্ণকৃপাবিশেষোৎপত্তে স্তৎপ্রেমভক্তি র্বৃদ্ধি র্ভবতীতি দিক্।”

শ্রীশিবরাত্রি-ব্রতদিন-নির্ণয়—ব্রতদিন-নির্ণয়-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—“শুদ্ধোপোষ্যা চ সা সর্ব্বৈর্বিদ্ধা স্যাচ্চেচ্চতুর্দ্দশী। প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা তত্রাপ্যাধিক্যমাগতা॥ ১৪।৬৮॥—সকলের [illegible] শুদ্ধা অর্থাৎ ত্রয়োদশী-বেধশূন্যা) চতুর্দ্দশীতে উপবাসই বিধেয়। কিন্তু চতুর্দ্দশী যদি ত্রয়োদশী-বিদ্ধা হয়, তাহা হইলে প্রদোষ-ব্যাপিনী চতুর্দ্দশীই উপবাস-বিষয়ে আদরণীয়া।” এই প্রদোষব্যাপিনী বিদ্ধা চতুর্দ্দশীর উপবাস-যোগ্যতা-সম্বন্ধে প্রমাণ এই—“প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈঃ। রাত্রৌ জাগরণং তস্যাং যস্মাত্তস্যামুপোষণম্॥ প্রদোষশ্চ চতুর্নাড্যাত্মকোঽভিজ্ঞজনৈর্ম্মতঃ॥ ইতি॥ প্রদোষব্যাপিনীসাম্যেঽপ্যুপোষ্যং প্রথমং দিনম্। নোপোষ্যা বৈষ্ণবৈর্ব্বিদ্ধা সাপীতি চ সতাং মতম্॥ ১৪।৬৯॥—(সূর্য্যাস্ত-সময় হইতে আরম্ভ করিয়া) চারিদণ্ড সময়কে প্রদোষ বলে। (বিদ্ধা) চতুর্দ্দশী যদি প্রদোষ-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে শিবপ্রিয় (অর্থাৎ শৈব) গণ তাহাতেই উপবাস করিবেন। যদি ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশীও প্রদোষ-ব্যাপিনী হয় এবং তাহার পরের দিনেও চতুর্দ্দশী প্রদোষ-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলেও প্রথম দিনেই উপবাস করিবে। (প্রদোষব্যাপিনী সাম্যেঽপি উপোষ্যং প্রথমং দিনম্—এই প্রমাণের “অপি” শব্দই সূচনা করিতেছে যে, উভয় দিনে চতুর্দ্দশী প্রদোষব্যাপিনী না হইয়া কেবল ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশীই যদি প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে সেই দিনেই উপবাস করিবে)। কিন্তু ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশী প্রদোষব্যাপিনী হইলেও বৈষ্ণবের পক্ষে উপবাসযোগ্যা নহে—ইহাই সাধুদিগের মত।” টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—“শিবপ্রিয়ৈরিত্যনেন বিদ্ধাব্রতস্য বৈষ্ণবানামকর্ত্তব্যত্বং প্রতিপাদিতমিতি ভাবঃ।—শ্লোকস্থ শিবপ্রিয়-শব্দ হইতেই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, বিদ্ধাব্রত বৈষ্ণবদের কর্ত্তব্য নহে।” বিদ্ধাব্রত যে বৈষ্ণবদের কর্ত্তব্য নহে, তাঁহার প্রমাণ-রূপে বলা হইয়াছে—“যত উক্তম্। শিবরাত্রি-ব্রতে ভূতং কামবিদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ॥ অত এবোক্তং পরাশরেণ।—মাঘাসিতং ভূতদিনং হি রাজন্নুপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশ্যা। জয়াপ্রযুক্তাং ন তু জাতু কুর্য্যাচ্ছিবস্য রাত্রিং প্রিয়-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কুচ্ছিবস্ত ॥ ইতি ॥ উক্তঞ্চ লোকাক্ষিণা।—দ্বিমুহূর্ত্তো ভবেদযোগো বেধো যৌহূর্ত্তিকঃ স্মৃতঃ ॥ ইতি ॥ ১৪।৭০ ॥—ত্রয়োদশীবিদ্ধা শিবরাত্রি বর্জ্জন করিবে। এজন্যই পরাশর বলিয়াছেন—মাঘী-কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর পঞ্চদশীর (অমাবস্যার) সহিত 'যোগ' হইলে তাহা মহাদেবের প্রীতিজনক ; কিন্তু ত্রয়োদশীযুক্তা চতুর্দ্দশীতে কখনও উপবাস করিবে না। লোকাক্ষী বলেন—দুই মুহূর্ত্ত বা চারিদণ্ড সময়কেই যোগ এবং এক মুহূর্ত্ত বা দুই দণ্ড সময়কে বেধ বলা হয়।" এই পরাশর-বচনের তাৎপর্য্য এই যে—চতুর্দ্দশী বর্দ্ধিতা হইয়া যদি অমাবস্যার দিনে অন্ততঃ চারিদণ্ড থাকে (ইহাকেই "যোগ" বলে ; যদি অমাবস্যার সহিত চতুর্দ্দশীর এইরূপ "যোগ" হয়), তাহা হইলে সেই দিনই উপবাস করিবে ; কদাচ ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিবে না। পরাশর-বচনে যে "যোগ" শব্দ আছে, তাহা চারিদণ্ড-সময়-বাচক পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে ; তাহা না হইলে ঐ বচনের সঙ্গে সঙ্গেই "যোগ"-শব্দের তাৎপর্য্য-প্রকাশক লোকাক্ষি-প্রমাণ উদ্ধৃত হইত না। তাহার সার্থকতাও থাকিত না ; যেহেতু, চতুর্দ্দশীর সহিত অমাবস্যার সংযোগ সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে—যদি বিদ্ধা চতুর্দ্দশী উপবাসযোগ্যাই না হইবে, তাহা হইলে, অন্যত্রও "মাঘ-ফাল্গুনয়োর্ম্মধ্যে যা স্যাচ্ছিবচতুর্দ্দশী। অনঙ্গেনসমাযুক্তা কর্ত্তব্যা সর্ব্বথা তিথিঃ ॥ অর্থাৎ মাঘ ও ফাল্গুন মাসের মধ্যে যে শিবচতুর্দ্দশী হয়, তাহাতে ত্রয়োদশী-সংযুক্তা চতুর্দ্দশীতেই উপবাস করিবে।"—এইরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয় কেন ? উদ্ধৃত শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৪।৭০-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন বিশেষ বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ত্রয়োদশী-সংযুক্তা চতুর্দ্দশীতে উপবাসের যে ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা বৈষ্ণবের জন্য নয় ; তাহা হইতেছে (ক) ভবিষ্যোত্তর-কথিত শিবরাত্রিব্যতীত অন্য শিবচতুর্দ্দশী-বিষয়ক (ভূতচতুর্দ্দশী, রটন্তীচতুর্দ্দশী, আচার-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি অনেক রকমের চতুর্দ্দশীতে শিবপূজার বিধান স্মৃতিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়) ; অথবা (খ) যে দিন ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশী হয়, তাহার পরের দিনে অমাবস্যার সহিত যোগরহিত চতুর্দ্দশী-বিষয়ক ; অথবা (গ) সকাম-বৈষ্ণব-বিষয়ক।

প্রশ্ন হইতে পারে—উল্লিখিত পরাশর-বচন হইতে জানা যায়, অমাবস্যার দিনে যদি চতুর্দ্দশী অন্ততঃ চারিদণ্ড থাকে (অর্থাৎ যদি "যোগ" হয়), তাহা হইলে সেই দিনই উপবাস করিবে ; কিন্তু অমাবস্যার দিনে চতুর্দ্দশী যদি না থাকে, কিম্বা চারিদণ্ডের কম থাকে, তাহা হইলে তো লোকাক্ষীর মতে "যোগ" হইবে না ; তখন কি করা কর্ত্তব্য ? শ্রীপাদ সনাতন উদ্ধৃত ১৪।৭০-শ্লোকের টীকায় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—যদি চতুর্দ্দশীর ক্ষয় হয় (অর্থাৎ অমাবস্যার দিনে যদি চতুর্দ্দশী না থাকে বা চারিদণ্ডের কম থাকে), তাহা হইলে বৈষ্ণবের পক্ষেও ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতেই উপবাস-প্রসঙ্গ হয়। "যদা চতুর্দ্দশীক্ষয়ঃ স্যাত্তর্হি বৈষ্ণবানামপি বিদ্ধোপবাসঃ প্রসজ্যেতৈব অন্যথা অমাবস্যা-সংযোগব্যবস্থায়া অত্র লোপপ্রসঙ্গাৎ ॥"

উল্লিখিত আলোচনার সারমর্ম্ম হইল এই :—

(ক) ত্রয়োদশীদ্বারা বিদ্ধা নয়, এরূপ শুদ্ধা চতুর্দ্দশীতেই উপবাস করিবে।

(খ) চতুর্দ্দশী যদি ত্রয়োদশী-বিদ্ধা হয় এবং পরের অমাবস্যাদিনে বর্দ্ধিত হইয়া অন্ততঃ চারিদণ্ড থাকে, তাহা হইলে সেই চতুর্দ্দশী-সংযুক্তা অমাবস্যাতেই উপবাস করিবে।

(গ) ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশী বর্দ্ধিত হইয়া অমাবস্যার দিনে যদি না যায়, অথবা গেলেও যদি চারিদণ্ডের কম থাকে, তাহা হইলে বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতেই উপবাস করিবে।

শিবরাত্রি-ব্রতের পারণ—ব্রতের পরের দিন নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে প্রাতঃকালে (পূর্ব্বাহ্ণে) পারণ করিবে। 'বিধিবজ্জাগরং কৃত্বা প্রাতঃ পারণমাচরেৎ ॥ হ. ভ. বি. ১৪।৭৫ ॥ শ্রীপাদ সনাতনের টীকা—ততশ্চ "প্রভাতে নিত্যকৃত্যং কৃত্বা গৃহে শিবমভ্যর্চ্চ্য শিবভক্তান্ বৈষ্ণবান্ বিপ্রাংশ্চ সম্ভোজ্য বন্ধুভিঃ সহ ভুঞ্জীত ইতিজ্ঞেয়ম্ ॥"

সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন।
শ্রীমূর্ত্তি বিষ্ণুমন্দির-করণ লক্ষণ ॥ ২৫৫

সামান্য সদাচার, আর বৈষ্ণব আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব স্মার্ত্ত ব্যবহার ॥ ২৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

-শুদ্ধা (ত্রয়োদশী-বেধশূন্যা) চতুর্দ্দশীতে উপবাস হইলে পরের দিন কিছুক্ষণ চতুর্দ্দশী থাকিতেও পারে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে উপবাস হইলেও পরের দিন কিছুক্ষণ (চারিদণ্ডের কম) চতুর্দ্দশী থাকিতে পারে। যদি থাকে, তবে চতুর্দ্দশীর অন্তেই পারণ করিবে। "অন্যথা তু চতুর্দ্দশ্যামন্তে সত্যেব পারণম্॥ হ. ভ. বি. ১৪।৭৬-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন।"

আর চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যাতেই যদি উপবাস হয় তাহা হইলে পরের দিন পূর্ব্বাহ্নেই পারণ করিবে।

২৫৫। **সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে** ইত্যাদি—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে আদেশ করিলেন—"সনাতন, বৈষ্ণব-স্মৃতিতে তুমি যে সব সিদ্ধান্ত করিবে, প্রত্যেক স্থলেই পুরাণাদি-শাস্ত্র হইতে তোমার সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ উদ্ধৃত করিবে। প্রমাণ না দিয়া কোন কথাই লিখিবে না।"

বৈষ্ণব-শাস্ত্রের ইহাই বিশেষত্ব। গোস্বামিগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, কিম্বা শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বত্রই তাহার অনুকূল প্রমাণ প্রামাণ্য-শাস্ত্রাদি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাঁহারা কেহই শাস্ত্রবহির্ভূত নিজস্ব মত প্রচার করেন নাই। যদিও শাস্ত্রপ্রমাণব্যতীতই তাঁহাদের নিজস্ব মত বৈষ্ণবদিগের নিকটে বেদবাক্যবৎ প্রামাণ্য হইত, তথাপি তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম যে শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই তাঁহারা সকল স্থলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পুরাণ-বচন বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রুতির প্রমাণ সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য; পুরাণ সমূহে মহর্ষি বেদব্যাস বেদের অর্থ অতি সহজ কথায় প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণ লোক যাহাতে বুঝিতে পারেন, তজ্জন্যই পুরাণের প্রমাণ দেওয়ার আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া গোস্বামিগণ যে স্মৃতি-শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই, তাহা নহে। পুরাণ-প্রমাণ তো দিয়াছেনই, স্মৃতি-শ্রুতির প্রমাণও প্রয়োজন মত দিয়াছেন। এ-স্থলে পুরাণ-শব্দের উপলক্ষণে সমস্ত প্রামাণ্য শাস্ত্রের প্রমাণ দেওয়ার কথাই আদেশ করিলেন।

শ্রীমূর্ত্তি-বিষ্ণুমন্দির ইত্যাদি—কোন্ শ্রীবিগ্রহের কি লক্ষণ, শ্রীমন্দিরের কি লক্ষণ, তাহাও বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন। এসব লক্ষণাদি শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে দ্রষ্টব্য। ১৮শ বিলাসে শ্রীমূর্ত্তি-লক্ষণ এবং ২০শ বিলাসে শ্রীমন্দির-লক্ষণ।

২৫৬। **সামান্য সদাচার**—সৎ-লোকের আচারই সদাচার। সৎ-অর্থ সাধু। সাধুদিগের আচরণই সদাচার।
যাহা সকলের মধ্যেই সমান-ভাবে দৃষ্ট হয়, তাহাকে সামান্য বলে। যেমন দুই হাত, দুই পদ, সকল মানুষেরই আছে;
সুতরাং হইা মানুষের সামান্য লক্ষণ বা সাধারণ লক্ষণ। এইরূপে, যেই সদাচার সকলের পক্ষেই পালনীয়—কেবল
বৈষ্ণবের নহে—শৈব, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি সকল-ধর্ম্মাবলম্বী মানুষ মাত্রেরই যে সদাচার পালনীয়, তাহার নাম
সামান্য-সদাচার। যেমন, মিথ্যা কথা বলিবে না, চুরি করিবে না, পরদারগমন করিবে না, কাহাকেও হিংসা করিবে না,
সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে, সরল ব্যবহার করিবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিবে ইত্যাদি সদাচার—কেবল বৈষ্ণবের পক্ষে নহে,
কেবল শাক্তের পক্ষে নহে, পরন্তু—মানুষ মাত্রেরই পালনীয়। এই সমস্ত মানুষের সাধারণ বিধি সকলকেই সমান
ভাবে পালন করিতে হয়; এ-জন্য এই সমস্তই সামান্য-সদাচার। বৈষ্ণবও মানুষ, তাঁহাকেও মানুষের মধ্যে মানুষের
সমাজে বাস করিতে হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত "সামান্য সদাচার"-ও বৈষ্ণবের পালনীয়।

সাধারণ বিধিব্যতীত, প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধকদের জন্যই কতকগুলি বিশেষ বিধি আছে। নিজেদের
অনুষ্ঠিত সাধনের পুষ্টির নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত বিশেষ-বিধি পালন করিতে হয়। এইরূপে বৈষ্ণব-সাধকের
ভক্তির পুষ্টির নিমিত্ত যে সকল বিশেষ বিধি আছে, সেই সমস্তই বৈষ্ণবের বিশেষ আচার বা বৈষ্ণবাচার। বৈষ্ণবকে

এই সংক্ষেপে সূত্র কৈল দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখ কৃষ্ণ করাবেন স্ফুরণ ॥ ২৫৭
এই ত কহিল প্রভুর সনাতনে প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ ॥ ২৫৮
নিজগ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া ॥ ২৫৯

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৯।৪৫)—

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো বাহেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্ ॥ ৯৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

গৌড়েন্দ্রস্য গৌড়রাজস্য ঋদ্ধাং পূর্ণাম্ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অপর সাধারণের মত মানুষের সাধারণ আচার বা "সামান্য-সদাচার" পালন তো করিতে হইবেই, তদতিরিক্ত তাঁহার ভক্তির পুষ্টির নিমিত্ত বিশেষ আচার বা "বৈষ্ণবাচার"-ও পালন করিতে হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে, সামান্য বিধি অপেক্ষা বিশেষ বিধি বলবান্। যদি কোনও বিষয়ে সামান্য বিধি ও বিশেষ বিধির মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বিশেষ বিধিরই অনুসরণ করিতে হইবে। ২।২২।৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবাচার—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধকদের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট বিশেষ আচরণ। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্য, বৈষ্ণবের ব্রতাদির পালন, মহাপ্রসাদ ভোজন, অনিবেদিত ত্যাগ, অষ্ট-কালীন-লীলা-স্মরণাদিই বৈষ্ণবের বিশেষ আচার বা বৈষ্ণবাচার।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য। কোন্‌টী বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য (করা উচিত), আর কোন্‌টী বৈষ্ণবের অকর্ত্তব্য (করা উচিত নয়) তাহার বিবরণ—কোন্‌টী সদাচার, কোন্‌টী অসদাচার—তাহা বিবৃত করার নিমিত্ত আদেশ দিলেন।

স্মার্ত্ত ব্যবহার—স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুমোদিত যাহা, তাহাই স্মার্ত্ত। ব্যবহার অর্থ আচরণ। যে সমস্ত আচরণ বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুমোদিত, তাহাই বৈষ্ণবের পক্ষে স্মার্ত্ত ব্যবহার। বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুমোদিত কি কি আচরণ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য, তাহা বিবৃত করার আদেশ করিলেন।

২৫৭। **এই সংক্ষেপে** ইত্যাদি—মহাপ্রভু বলিলেন—"সনাতন, বৈষ্ণব-স্মৃতি-শাস্ত্র লিখিবার জন্য আমি তোমাকে আদেশ করিয়াছি। তাহাতে কি কি বিষয় লিখিতে হইবে, এতক্ষণ পর্য্যন্ত অতি সংক্ষেপে সূত্ররূপে আমি তাহা বলিলাম। এই সমস্ত অবলম্বন করিয়া স্মৃতি লিখিবে। যখন তুমি লিখিতে আরম্ভ করিবে, তখন শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া তোমার চিত্তে সমস্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে স্ফুরিত করাইবেন।"

যবে তুমি লিখ—যখন তুমি আমার আদিষ্ট বৈষ্ণব-স্মৃতি লিখিবে।

কৃষ্ণ করাবেন স্ফুরণ—শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তোমার চিত্তে সমস্ত বিস্তৃতভাবে স্ফুরিত করাইবেন।

২৫৮। **সনাতনে প্রভুর প্রসাদ**—সনাতন-গোস্বামীর প্রতি শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে কৃপা করিয়াছেন তাহা।

প্রসাদ—কৃপা। **অবসাদ**—গ্লানি।

এই পয়ার ও পরবর্ত্তী পয়ার গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি।

২৫৯। **নিজগ্রন্থে**—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে। এই গ্রন্থ শ্রীকবিকর্ণপূরের রচিত।

কর্ণপূর—কবিকর্ণপূর ; ইনি সেন-শিবানন্দের পুত্র, এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপার পাত্র।

শ্লো। ৯৩। অন্বয়। গৌড়েন্দ্রস্য (গৌড়েশ্বরের) সভাবিভূষণমণিঃ (সভার অলঙ্করণে মণিস্বরূপ ছিলেন), রূপস্য (শ্রীরূপগোস্বামীর) অগ্রজঃ (জ্যেষ্ঠভ্রাতা) যঃ (যিনি) এষঃ (এই) এব (ই) ঋদ্ধাং (সমৃদ্ধা) শ্রিয়ং সম্পত্তি-লক্ষ্মী) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) তরুণীং (নবীন) বৈরাগ্য-লক্ষ্মীং (বৈরাগ্য-লক্ষ্মী) দধে (ধারণ—আশ্রয়—

তথাহি তত্রৈব (৯।৪৬)—

তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণো
দৃষ্টপূর্ব্বমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং
সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ ॥ ৯৪

তথাহি তত্রৈব (৯।৪৮)—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ৯৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

দৃষ্টপূর্ব্বং দৃষ্টং দর্শনং পূর্ব্বং প্রথমং যস্ত ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিয়াছেন)। অন্তর্ভক্তি-রসেন (অন্তর্নিহিত ভক্তিরসে) পূর্ণহৃদয় (অন্তরে পরিপূর্ণ) বাহে (বাহিরে) অবধূতাকৃতিঃ (অবধূতের আকৃতির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট—অবধূতের বেশধারী হইয়াও) শৈবালৈঃ (শৈবালসমূহে) পিহিতং (আচ্ছাদিত) মহাসরঃ ইব (মহাসরোবরের ন্যায়) তদ্বিদাং (অভিজ্ঞ জনগণের) প্রীতিপ্রদঃ (আনন্দপ্রদ ছিলেন)।

অনুবাদ। যিনি গৌড়েশ্বরের সভালঙ্করণে মণি-স্বরূপ ছিলেন, শ্রীরূপগোস্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সেই এই শ্রীসনাতন-গোস্বামী সমৃদ্ধা সম্পত্তিলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া নবীন বৈরাগ্য-লক্ষ্মীর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শৈবালে আচ্ছাদিত মহাসরোবরের ন্যায়—অন্তর ভক্তিরসে পরিপূর্ণ থাকায়, বাহিরে অবধূতাকৃতি হইয়াও—ভক্তি-তত্ত্ব-বেত্তাদিগের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিলেন। ৯৩

শ্রীপাদ সনাতন ছিলেন গৌড়েশ্বর হুসেন-সাহের প্রধান মন্ত্রী; তাই তাঁহাকে গৌড়েশ্বরের রাজ-সভার বিভূষণে মণিস্বরূপ বলা হইয়াছে—মণি যেমন অলঙ্কারের শোভা বর্দ্ধিত করে, শ্রীপাদ সনাতনও প্রধান-মন্ত্রিরূপে গৌড়েশ্বরের রাজ-সভার গুরুত্ব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন; তাঁহার একদিকে যেমন রাজ-দরবারে অশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তেমনি আবার অন্যদিকে নিজের অতুল সম্পত্তিও ছিল—এ-সমস্তকেই শ্লোকে তাঁহার **ঋদ্ধা শ্রী**—বলা হইয়াছে; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার বিষয়ে আসক্তি সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হওয়ায় তিনি তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি-বিষয়-সম্পত্তিকে—ঋদ্ধা শ্রীকে—মলবৎ পরিত্যাগ করিয়া **তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং**—নবীন-বৈরাগ্যসম্পত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; তরুণী রমণী যেমন যৌবন-সম্পদে সকলের চিত্ত-বিনোদন করিতে সমর্থা, শ্রীপাদ-সনাতনের বৈরাগ্যও তদ্রূপ কৃষ্ণভজন-তাৎপর্য্যৈক-বাসনারূপ সম্পদ্দ্বারা ভক্তিরাণীর চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইয়াছিল। এই বৈরাগ্যের আশ্রয়ে তিনি বাহিরে অবধূতের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন বটে এবং তজ্জন্য তাঁহার বাহিরের রূপে শুষ্কতা, রুক্ষতা, দৈন্যাদি ব্যক্ত হইত বটে; কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ ভক্তিরসে পরিপূর্ণ ছিল—তাহাতে তিনি—শৈবালাচ্ছন্ন, অথচ ভিতরে নির্ম্মলজলপূর্ণ-মহাসরোবরের ন্যায় হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর ভক্তিরসে পরিপূর্ণ থাকায় তিনি ভক্তিতত্ত্ববেত্তাগণের অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাতেই শ্রীপাদ-সনাতনের এইরূপ ভক্তিসম্পত্তি লাভ হইয়াছিল।

এই শ্লোক ২৫৯-পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৯৪। অন্বয়। অতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ (অত্যন্ত দয়ালু) চম্পকগৌরঃ (চম্পক-পুষ্পবৎ গৌরবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) অক্ষ্ণোঃ (চক্ষুর্দ্বয়ের) দৃষ্টপূর্ব্বং (প্রথমদৃষ্ট) উপাগতং (এবং নিকটে আগত) তং সনাতনং (সেই সনাতনগোস্বামীকে) পরিঘায়তদোর্ভ্যাং (সুদীর্ঘবাহুযুগলদ্বারা) সানুকম্পং (অনুগ্রহপূর্ব্বক) আলিলিঙ্গ (আলিঙ্গন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত এবং চম্পক-কুসুমবৎ গৌরবর্ণ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিকটে সমাগত সেই শ্রীপাদ-সনাতনকে নেত্রপথে প্রথম-পতিত হওয়ামাত্রই অনুকম্পাপূর্ব্বক স্বীয় সুদীর্ঘ বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। ৯৪

ইহাও শ্রীপাদ-সনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার পরিচায়ক। এই শ্লোকও ২৫৯-পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৯৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৯।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই ত কহিল সনাতনে প্রভুর প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে খণ্ডে সব অবসাদ ॥ ২৬০

কৃষ্ণের স্বরূপগণের সব হয় জ্ঞান।
বিধি-রাগমার্গে সাধন-ভক্তির বিধান ॥ ২৬১

কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরস ভক্তির সিদ্ধান্ত।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানে সব অন্ত ॥ ২৬২

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতচরণ।
যার প্রাণধন সেই পায় এই ধন ॥ ২৬৩

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৬৪

ইতি শ্লোকব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহো
নাম চতুর্ব্বিংশপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ইহাও ২৫৯-পয়ারের প্রমাণ।

২৬১। কৃষ্ণের স্বরূপগণের—শ্রীকৃষ্ণ যে যে স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তাঁহাদের। মধ্য-লীলার ২০শ পরিচ্ছেদে এই সমস্ত স্বরূপের উল্লেখ আছে। **সব হয় জ্ঞান**—তত্ত্ব বুঝিতে পারে। **বিধি-রাগমার্গে** ইত্যাদি—সনাতন-শিক্ষা পাঠ করিলে বিধিমার্গের ভজন এবং রাগমার্গের ভজনের রহস্য জানা যায়। মধ্যের ২২শ পরিচ্ছেদে এ-সমস্তের বর্ণনা আছে।

২৬৩। সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে যাঁহাদের রতি জন্মিয়াছে, তাঁহাদের কৃপায় তাঁহারাই কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তি ও ভক্তিরস-সম্বন্ধীয় তত্ত্বাদি অবগত হইতে পারেন।

মধ্য-লীলা

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ ॥ ১
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
এইমত মহাপ্রভু দুই মাসপর্য্যন্ত।
শিক্ষাইলা তাঁরে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত ॥ ২
পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া—শেখরের সঙ্গী।
প্রভুকে কীর্ত্তন শুনায়—অতি বড় রঙ্গী ॥ ৩
সন্ন্যাসীর গণে প্রভু যদি উপেক্ষিল।
ভক্তদুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অবৈষ্ণবান্ বৈষ্ণবান্ কৃত্বা ইতি বৈষ্ণবীকৃত্য। সন্ন্যাসিমুখান্ সন্ন্যাস্যাদীন্। সুসংস্কৃত্য শোভনং সংস্কারবন্তং কৃত্বা ইত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী ॥ ১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মধ্য-লীলার এই পঞ্চবিংশতি-পরিচ্ছেদে—শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্তৃক কাশীবাসী অবৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণের বৈষ্ণব-করণ এবং তদনন্তর কাশী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-প্রত্যাবর্ত্তন-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। প্রভুঃ (শ্রীমন্মহাপ্রভু) সনাতনং (শ্রীপাদ সনাতনকে) সুসংস্কৃত্য (সুন্দররূপে সংস্কৃত করিয়া—ভক্তি-সিদ্ধান্তাদি শিক্ষা দিয়া) কাশীনিবাসিনঃ (কাশীবাসী) সন্ন্যাসীমুখান্ (প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি সন্ন্যাসি-প্রমুখ জনগণকে) বৈষ্ণবীকৃত্য (বৈষ্ণব করিয়া) নীলাদ্রিং (নীলাচলে) আগমৎ (আগমন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীবাসী প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি সন্ন্যাসিপ্রমুখ-জনগণকে বৈষ্ণব করিয়া এবং ভক্তি-সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়া শ্রীপাদ-সনাতনকে সুন্দররূপে সংস্কৃত করিয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন। ১

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য-বিষয়ের উল্লেখ করা হইল।

২। এই মত—মধ্য-লীলার ২০শ হইতে ২৪শ পরিচ্ছেদে বাণিত প্রকারে। **তাঁরে**—শ্রীসনাতন গোস্বামীকে। **ভক্তি-সিদ্ধান্তের অন্ত**—ভক্তিশাস্ত্রে যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত আছে, তাহাদের চরম অবধি। সমস্ত সিদ্ধান্ত।

৩। পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া—পরমানন্দ-নামে জনৈক কীর্ত্তনীয়া। **শেখর**—চন্দ্রশেখর; ইনি জাতিতে বৈদ্য; কাশীতে থাকিয়া লেখকের কাজ করিতেন। ইনি তপনমিশ্রের সখা ছিলেন। **রঙ্গী**—কীর্ত্তনাদিতে অত্যন্ত অনুরাগযুক্ত।

৪। সন্ন্যাসীর গণে—কাশীস্থিত প্রকাশানন্দ-সরস্বতী ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যাদি মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগকে। **উপেক্ষিল**—উপেক্ষা করিলেন; সন্ন্যাসিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে-সকল নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত প্রভু গ্রাহ্যই করিলেন না; তাঁহাদের নিন্দাদির প্রতিবাদাদি করিলেন না, নিন্দার কথা শুনিয়া তিনি মনঃক্ষুণ্ণও হইলেন না। তাঁহাদের আচরণের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইলেন।

সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া ।
উদ্দেশ করিয়ে ইহাঁ সংক্ষেপ করিয়া ॥ ৫
যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ ।
শুনি দুঃখে মাহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন— ॥ ৬
প্রভুর স্বভাব—যে তাঁরে দেখে সন্নিধানে ।
স্বরূপ অনুভবি তাঁরে 'ঈশ্বর' করি মানে ॥ ৭
কোনপ্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে ।
ইহারে দেখি সন্ন্যাসিগণ হৈব ইহার ভক্তে ॥ ৮
বারাণসীবাস আমার হয়ে সর্ব্বকালে ।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব, ইহা না করিলে ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভক্তদুঃখ—তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ প্রভৃতি কাশীবাসী ভক্তদিগের দুঃখ; সন্ন্যাসীদের মুখে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিন্দা শুনিয়া তাঁহাদের যে-দুঃখ হইত, তাহা এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কথার পরিবর্ত্তে কেবল মায়া-ব্রহ্ম-প্রভৃতি কথা শুনিয়া তাঁহাদের যে দুঃখ হইত, তাহা। **তারে**—তাহাকে; সন্ন্যাসিগণকে। **কৃপা কৈল**—কৃপা করিলেন; শুষ্ক-হৃদয়ে ভক্তির প্রবাহ সঞ্চারিত করিলেন। সন্ন্যাসীদিগের প্রতি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর-কৃপার মুখ্য হেতু—কাশীবাসী ভক্তদিগের দুঃখ মোচন করা। ভক্তির চর্চ্চা শুনিতে পাইলেই ভক্তের সুখ; আর তাহা যেখানে নাই, সেখানে ভক্ত সুখ পান না। আবার, যেখানে ভক্তি-বিরোধী জ্ঞানের চর্চ্চাব্যতীত ধর্ম্মবিষয়ক অন্য কোনও চর্চ্চাই নাই, সেখানে ভক্তদের অত্যন্ত দুঃখ। দুঃখের হেতু এই :—ভক্ত পর-ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, ভক্তবৎসল, পরমকরুণ, রসিকশেখর বলিয়া মনে করেন; কিন্তু ভক্তিশূন্য-জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ তাঁহাকে নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ আনন্দ-সত্তামাত্র মনে করেন এবং শ্রীভগবানের চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহকে মায়িক বিগ্রহ বলিয়া মনে করেন; তাঁহাদের শাস্ত্রচর্চ্চাদিতেও তাঁহাদের ঐ ভাবই স্ফুরিত হয়। ইহা ভক্তের প্রাণে সহ্য হয় না। কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ সকলেই ভক্তিশূন্য জ্ঞানমার্গের উপাসক ছিলেন—তাই তাঁহাদের সঙ্গে তত্রত্য ভক্তদের কেবল দুঃখই ভোগ করিতে হইত। এই দুঃখ দূর করিবার জন্যই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কৃপা করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে বৈষ্ণব করিলেন।

৫-৬। পূর্ব্বে—আদি-লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে। কিরূপে প্রভু সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিলেন, তাহা ঐ স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। **যাহাঁ তাহাঁ**—যেখানে সেখানে। **মহারাষ্ট্রী**—মহারাষ্ট্র-নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। ইনি প্রভুর দর্শনের প্রভাবে প্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। **করয়ে চিন্তন**—মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ কি চিন্তা করিলেন, তাহা নিম্নের তিন পয়ারে বলা হইয়াছে।

৭-৯। "প্রভুর-স্বভাব" হইতে "ইহা না করিলে" পর্য্যন্ত তিন পয়ারে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের চিন্তার কথা বলিতেছেন। তিনি ভাবিলেন—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর এমনি আশ্চর্য্য শক্তি যে, দূরে থাকিয়া, প্রভুকে না দেখিয়া, যে যত ইচ্ছা তাঁহার নিন্দা করুক না কেন, যদি একবার প্রভুর নিকটে আসিতে পারে এবং যদি প্রভুর দর্শন পায়, তাহা হইলে ঐ দর্শনের প্রভাবেই লোক উপলব্ধি করিতে পারে যে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সাধারণ মনুষ্য নহেন, সন্ন্যাসীমাত্র নহেন—তিনি স্বয়ংভগবান্। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত তখন আর শাস্ত্র বা যুক্তির প্রয়োজন হয় না। কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রভুর দর্শন পান নাই বলিয়াই প্রভুর নিন্দা করিতে পারিতেছেন; কিন্তু যদি কোনও উপায়ে একবার প্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ করাইতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবেন; প্রভু যে স্বয়ংভগবান্, তিনি যে ভণ্ড সন্ন্যাসীমাত্র নহেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন; তাহা হইলেই তাঁহারা প্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িবেন এবং প্রভুর নিন্দা না করিয়া তাঁহার গুণ-মহিমাদিই কীর্ত্তন করিবেন—আর মায়া, ব্রহ্ম-প্রভৃতির আলোচনা ছাড়িয়া শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। যে-প্রকারেই হউক, প্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ করাইতেই হইবে—কারণ, আমাকে তো চিরকালই কাশীতে থাকিতে হইবে। যদি সন্ন্যাসীদের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ না করাই, তাহা হইলে চিরকালই তো তাঁহারা প্রভুর নিন্দাদি করিবেন—আমাকেও চিরকালই তাহা শুনিতে হইবে। কিন্তু ইহা তো সহ্য হইবে না।"

এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে ।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ॥ ১০
হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর তপন ।
দুঃখ পাঞা প্রভুপদে কৈল নিবেদন ॥ ১১
ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল ।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হৈল ॥ ১২
হেনকালে বিপ্র আসি কৈল নিমন্ত্রণ ।
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিল চরণ ॥ ১৩
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা ।
আর দিন মধ্যাহ্ন করি তার ঘরে গেলা ॥ ১৪
তাহাঁ যৈছে কৈল সন্ন্যাসীর নিস্তার ।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার ॥ ১৫
গ্রন্থ বাঢ়ে—পুনরুক্তি হয়ে ত কথন ।
তাহাঁ যে না লিখিল, তাহা করিয়ে লিখন ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রভুর স্বভাব—প্রভুর এমনি প্রভাব যে । **স্বরূপ অনুভবি**—প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিয়া ; প্রভু যে স্বয়ং-ভগবান্, তিনি যে জীব নহেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া । **ইঁহারে দেখি**—প্রভুকে দেখিয়া । **ইহা না করিলে**—প্রভুর সহিত সন্ন্যাসীদিগের সাক্ষাৎ না করাইলে ।

১০ । **এত চিন্তি**—এইরূপ চিন্তা করিয়া । **নিমন্ত্রিল**—নিজগৃহে ভোজনের জন্য আহ্বান করিল । **তবে**—সন্ন্যাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া । **সেই বিপ্র**—মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ ।

মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সন্ন্যাসীদিগের সাক্ষাৎ করাইবার উদ্দেশ্যে নিজের গৃহে নিমন্ত্রণের আয়োজন করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন ; তারপর প্রভুকে নিমন্ত্রণ করার জন্য প্রভুর নিকটে গেলেন । তাঁহার উদ্দেশ্য—তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণে প্রভুর সহিত সন্ন্যাসীদের সাক্ষাৎ করাইবেন ।

১১ । **হেনকালে**—যে-সময় মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করার জন্য প্রভুর নিকটে আসিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে । **শেখর তপন**—চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র । **দুঃখ পাঞা**—সন্ন্যাসীদের মুখে প্রভুর নিন্দা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ হওয়ায় প্রভুর চরণে তাঁহাদের দুঃখের কথা জানাইলেন এবং সন্ন্যাসীদের কৃপা করার জন্য প্রার্থনাও জানাইলেন ।

১২ । **ভক্তদুঃখ দেখি**—মহাপ্রভু ভক্তবৎসল ; তাই ভক্তদের দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার করুণ চিত্ত গলিয়া গেল এবং ভক্তদের দুঃখ নিবারণের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করার নিমিত্ত প্রভুর ইচ্ছা হইল ।

১৩ । **হেনকালে**—চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্রের কথায় যখন সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইল, ঠিক সেই সময়েই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ আসিয়া অনেক দৈন্যমিনতি সহকারে প্রভুর চরণে পতিত হইয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিবার জন্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন ।

১৪ । **তবে** ইত্যাদি—চন্দ্রশেখর ও তপন-মিশ্রের কাতর প্রার্থনায় প্রভুর চিত্ত করুণায় ভরিয়া গিয়াছিল ; ঠিক এই সময়েই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন—নিমন্ত্রণ-উপলক্ষ্যে সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করার একটা সুযোগ উপস্থিত হইল । তাই প্রভু তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন । সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করার ইচ্ছা না থাকিলে প্রভু বোধ হয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না । **আর দিন**—যে-দিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, তাহার পরের দিন । **মধ্যাহ্ন করি**—মধ্যাহ্ন-সময়ের স্নান ও অন্যান্য নিত্যকৃত্যাদি করিয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থে মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহে গেলেন ।

১৫ । **তাঁহা**—মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহে যেভাবে প্রভু সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিলেন, তাহা আদি-লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্ব-বিচারে বর্ণনা করা হইয়াছে ।

১৬ । **গ্রন্থ বাড়ে** ইত্যাদি—যেভাবে সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিলেন, তাহা যদি এস্থলে আবার বর্ণনা করেন, তাহা হইলে গ্রন্থের আকারও বাড়িয়া যায়, আবার এক কথা দুইবার বলাও হয় । এজন্য তাহা এস্থলে বর্ণিত হইল না ।

যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল ।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ ১৭
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে ।
নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ॥ ১৮
সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু 'ভক্তি' করে সার ।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সভার ॥ ১৯
উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ।
সর্ব্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥ ২০
প্রভুকে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধ্যয়ন ॥ ২১
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক—তাহার সমান ।
সভামধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান— ॥ ২২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় 'সাক্ষাৎ নারায়ণ' ।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করে অতি মনোরম ॥ ২৩
উপনিষদের করে মুখ্যার্থ-ব্যাখ্যান ।
শুনি পণ্ডিত লোকের জুড়ায় মন-কাণ ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তবে, যাহা আদির সপ্তম পরিচ্ছেদে বলা হয় নাই, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বলা হইতেছে। (নিম্নের পয়ারসমূহে)। **পুনরুক্তি**—একই বিষয় বার বার বলা। **তাহাঁ**—আদির সপ্তম পরিচ্ছেদে।

১৭-২০। কোলাহল হৈলা—হৈ চৈ পড়িয়া গেল। হৈ চৈ পড়িবারই কথা। প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত—সাধক হিসাবেও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে কেহই তখন তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিত না। কাশীতেই তাঁহার দশ হাজার দণ্ডী-শিষ্য। কাশীর বাহিরে তো কত শিষ্যই আছে। এত বড় একজন লোক—একজন বাঙ্গালী-সন্ন্যাসীর পদানত হইয়া গেল; ইহা দেখিয়া ও শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া গেল। তখন ঐ বাঙ্গালী-সন্ন্যাসীটীকে (শ্রীমন্মহাপ্রভুকে) দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল—আর তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচার করিবার জন্য দলে দলে, বড় বড় পণ্ডিতেরাও আসিতে লাগিলেন। প্রভু সকলের সঙ্গেই আলাপ করিলেন, বিচার করিলেন—বিচারে সকলের নিকটেই ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিলেন; সকলকেই কৃষ্ণনাম উপদেশ করিলেন। প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম উপদেশ পাইয়া সকলেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, নাম-কীর্ত্তনের প্রভাবে ও প্রভুর কৃপায় সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইলেন।

হাসে গায়—কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া হাসে, কান্দে, নাচে, গায়।

২১। আত্মমধ্যে ইত্যাদি—সন্ন্যাসিগণ বেদান্ত অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া নিজেরা একসঙ্গে বসিয়া ভক্তির মাহাত্ম্য ও প্রভুর মহিমা-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। **আত্মমধ্যে**—নিজেদের মধ্যে। **গোষ্ঠী করে**—আলোচনা করে।

২২। তাহার সমান—প্রকাশানন্দের সমান। প্রকাশানন্দের একজন শিষ্য পাণ্ডিত্যে প্রকাশানন্দেরই তুল্য। মহাপ্রভুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহা নিম্নের কয় পয়ারে বলিতেছেন।

২৩। ব্যাসসূত্রের—বেদান্ত-সূত্রের।

সাক্ষাৎ নারায়ণ—সাক্ষাৎ নারায়ণব্যতীত অপর কেহ ব্যাসসূত্রের এমন সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী অর্থ করিতে পারেন না।

২৪। উপনিষদ—বেদের জ্ঞানকাণ্ড; বেদের যে-অংশে ভগবত্তত্ত্বাদি আলোচিত হইয়াছে।

মুখ্যার্থ, লক্ষণা ও গৌণীবৃত্তির তাৎপর্য্য ১।৭।১০৪-৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

শঙ্করাচার্য্য গৌণী ও লক্ষণাবৃত্তিতে ব্রহ্মসূত্রের এবং শ্রুতির অর্থ করিতে যাইয়া শ্রুতির স্বতঃ-প্রমাণতার হানি করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌণী বা লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ না করিয়া মুখ্যাবৃত্তিতে অর্থ করিয়াছেন—এজন্য ঐ অর্থ সকলেরই মনোরম হইয়াছে; যেহেতু মুখ্যার্থে—যাহা শুনামাত্রেই সহজে প্রতীত হয়, অথবা যাহা শব্দের ধাতু-প্রত্যয় হইতে প্রতীত হয়, সেই প্রসিদ্ধ অর্থ ই ধরা হয়, সুতরাং তাহা সহজেই লোকের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে।

সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া ॥ ২৫
আচার্য্য কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে।
মুখে 'হয় হয়' করে হৃদয়ে না মানে ॥ ২৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি ॥ ২৭
'হরের্নাম' শ্লোকের যেই করিল ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ ॥ ২৮
"ভক্তি বিনা মুক্তি নহে"—ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৫। **সূত্র-উপনিষদের**—বেদান্তসূত্রের এবং উপনিষদের। **আচার্য্য**—শঙ্করাচার্য্য।

বেদান্ত-সূত্রের বা উপনিষদের মুখ্যার্থ বিচার করিয়া শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্য লিখেন নাই। তিনি গৌণী বা লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অর্থ তাঁহার নিজের কল্পিত অর্থমাত্র—ঐ-অর্থে বিশ্বাস করিতে গেলে, শ্রুতি অপেক্ষা শঙ্করাচার্য্যকে অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

আগ্রহ করিয়া—শঙ্করাচার্য্য স্বমত-স্থাপনের জন্যই উৎকণ্ঠিত ছিলেন; শ্রুতির মুখ্যার্থ গ্রহণ করিতে গেলে তাঁহার নিজের মত স্থাপন করা যায় না। তাই তিনি মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া কল্পনা-মূলক গৌণার্থদ্বারা স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।

২৬। **আচার্য্য-কল্পিত**—অর্থ শঙ্করাচার্য্যের স্বীয় কল্পিত (মনগড়া) অর্থ।

শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের যে-অর্থ করিয়াছেন, তাহা প্রসিদ্ধ মুখ্যার্থ নহে বলিয়া—পণ্ডিত-ব্যক্তি যদি তাহা শুনেন, তবে কেবল আচার্য্যের প্রতি সম্মান বা মর্য্যাদাবশতঃই মুখে মুখে তাহা মানিয়া লন। কিন্তু ঐ অর্থ তাঁহাদের হৃদয় গ্রহণ করে না। ঐ-অর্থটাই যে ঠিক অর্থ হইল, তাঁহাদের মনে ইহার প্রতীতি জন্মে না।

২৭। প্রকাশানন্দের শিষ্যটী আরও বলিতেছেন—"শঙ্করাচার্য্যের কৃত অর্থ আমরা কেবল মুখে মুখেই মান্য করি, আমাদের মন তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে-অর্থ করিলেন, ইহাই যে একমাত্র প্রকৃত অর্থ, তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে কোনওরূপ সন্দেহই নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আরও বলিলেন যে—কলিকালে সন্ন্যাসদ্বারা সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না—এই কথাও ধ্রুব সত্য।"—"প্রভু কহে—সাধু এই ভিক্ষুর বচন। মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥ পরাত্ম-নিষ্ঠা মাত্র বেশ ধারণ ॥ মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার তারণ ॥ ২।৩।৫-৬ ॥" সন্ন্যাসে সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না; কিন্তু কিসে পাওয়া যায়? তাহাই পর-পয়ারে বলিতেছেন—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥" এই "হরের্নাম"-শ্লোক বলিতেছে—কলিকালে হরিনামব্যতীত সংসার-তরণের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। এজন্যই এই পয়ারে বলা হইল—"কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি ॥"

২৮। কলিকালে সংসার হইতে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়—শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন। "হরের্নাম"-শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাই বলিলেন (আদিলীলার ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমন্মহাপ্রভু "হরের্নাম"-শ্লোকের যে অর্থ করিলেন, তাহাই একমাত্র প্রকৃত এবং প্রামাণ্য অর্থ, ইহা শুনিতেও অত্যন্ত আনন্দ জন্মে।

সেই—মহাপ্রভুকৃত ব্যাখ্যাই।

সুখদার্থ—সুখদায়ক অর্থ; যে-অর্থ শুনিলে আনন্দ জন্মে। **পরম প্রমাণ**—শ্রেষ্ঠ প্রমাণ; এই অর্থ খণ্ডন করিবার আর কোনও উপায় নাই।

২৯। **ভক্তিবিনা** ইত্যাদি। প্রকাশানন্দের শিষ্য সন্ন্যাসীটী আরও বলিতেছেন—আমরা মুক্তিলাভের নিমিত্তই সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া জ্ঞান-মার্গের সাধন করিতেছি; ভক্তি-অঙ্গের কোনও অপেক্ষাই রাখিতেছি না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—ভক্তির কৃপাব্যতীত কেবল-জ্ঞানের সাধনা করিয়াও কেহ মুক্তি পাইতে পারে না। যে মুক্তি

তথাহি (ভা. ১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ২

তথাহি (ভা. ১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ ॥ ৩

'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্।
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' স্থাপি 'পূর্ণতা' হয় হান ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জ্ঞানমার্গের সাধনে এত দুর্লভ, কলিকালে সেই মুক্তি—শ্রীহরি-নামের কথা তো দূরে—নামের আভাসেই অনায়াসে লাভ হয়। **ভক্তিবিনা মুক্তি নহে**—ইহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত "শ্রেয়ঃস্থতিং"-শ্লোক। ২।২২।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **নামাভাসে**—নামীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে নাম-উচ্চারণ, তাহাই নাম-জপ। আর নামীর প্রতি কোনওরূপ অনুসন্ধান না রাখিয়া, অন্য বস্তুর অনুসন্ধানে, যদি গতিকে শ্রীহরির অথবা শ্রীহরির কোনও একটী নামের উচ্চারণ হয়, তবে তাহাকে নামাভাস বলে। যেমন, অজামিলের একটী ছেলের নাম ছিল নারায়ন। মৃত্যু-সময়ে অজামিল "নারায়ন, নারায়ণ" বলিয়া তাঁহার ছেলেকে ডাকিলেন। নারায়ণ-নামক ভগবৎ-স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া "নারায়ণ, নারায়ণ" বলেন নাই—নিজের ছেলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই "নারায়ণ" বলিয়াছেন। এস্থলে তাঁহার উচ্চারিত "নারায়ণ"-শব্দটী নামাভাস হইল, "নাম" হয় নাই। কিন্তু এই নামাভাসের মাহাত্ম্যেই অজামিল মুক্তি পাইয়া গেলেন।

ভক্তির কৃপাব্যতীত কেবল জ্ঞান-মার্গের সাধনদ্বারা মুক্তি পাওয়া তো দূরের কথা, বরং আরও অধঃপতন হয়, অপরাধী হইতে হয়, তাহাই পরবর্ত্তী ৩-সংখ্যক শ্লোকে দেখাইয়াছেন। ২।২২।২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সুখে**—সুখের সহিত। ভক্তির সাধনে কোনও কষ্ট নাই; বরং অত্যন্ত আনন্দ আছে। আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধীয় সমস্ত কাজেই আনন্দ। তাঁহার নাম আনন্দ-স্বরূপ। "তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ। নামসঙ্কীর্ত্তন—সব আনন্দ-স্বরূপ।" সুতরাং যে-কোনও প্রকারেই হউক না কেন—আনন্দ-স্বরূপ নামের উচ্চারণেই আনন্দ আছে, সুখ আছে। লবণের চাকা মনে করিয়াও যদি কেহ মিছরীর চাকা মুখে দেয়, তাহা হইলেও ঐ মিছরীর চাকা মিষ্টই লাগিবে। এইরূপ, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণকে মনে না করিয়া নিজের ছেলের উদ্দেশ্যেও যদি আনন্দস্বরূপ নারায়ণ নাম মুখে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলেও ঐ নাম তাহার শক্তি প্রকাশ করিবে—সুখময় নাম সুখদান করিবে; আর মুক্তি তো দিবেই। তাই বলা হইয়াছে—নামাভাসে সুখে মুক্তি হয়।

অথবাঃ—সুখে মুক্তি হয়—অনায়াসে মুক্তি হয়; কোনওরূপ কষ্টকর সাধনব্যতীতই কেবল নামাভাসের ফলেই মুক্তিলাভ হয়।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৯-পয়ারের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৯-পয়ারের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৩০। ব্রহ্ম-শব্দে কহে ইত্যাদি—মুখ্য-অর্থে ব্রহ্ম-শব্দে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ংভগবান্‌কে বুঝায়। বিশেষ আলোচনা ১।৭।১০৬ পয়ারের টীকায় এবং ভূমিকায় "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব"-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। **তাঁরে নির্ব্বিশেষ** ইত্যাদি—ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিলে ব্রহ্মের পূর্ণতার এবং ব্রহ্মত্বেরই হানি হয়। বিশেষ আলোচনা ১।৭।১০৬-৭ পয়ারের টীকায়, ভূমিকায় "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব"-প্রবন্ধে এবং ২।৬।১৪১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রুতিপুরাণ কহে—কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাস।
তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উপহাস॥ ৩১

চিদানন্দ কৃষ্ণের বিগ্রহ 'মায়িক' করি মানি।
এই বড় পাপ, সত্য চৈতন্যের বাণী॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁরে নির্ব্বিশেষ স্থাপি ইত্যাদি—সেই ব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, তাঁহাকে যদি নির্ব্বিশেষ বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ—নিগুর্ণ, নিরাকার, নিঃশক্তিক বলিয়াছেন। ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিলে বুঝা যায়, ব্রহ্মে শক্তির ক্রিয়া নাই, সুতরাং তাঁহাতে শক্তি থাকিলেও সেই শক্তির অস্তিত্বের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এজন্যই শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক, সুতরাং নিগুর্ণ ও নিরাকার বলিয়াছেন। শক্তি বা শক্তির ক্রিয়া যখন ব্রহ্মে নাই, তখন সহজেই বুঝা যায়, ব্রহ্মে শক্তির (বা শক্তির ক্রিয়ার) অভাব আছে; অভাব আছে বলিয়া তিনি পূর্ণ হইতে পারেন না। এজন্যই বলা হইয়াছে—"তাঁরে নির্ব্বিশেষ স্থাপি পূর্ণতা হয় হান।"

শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ না ধরিয়া লক্ষণা-অর্থ ধরিয়াছেন। মুখ্যার্থের একটা অংশ মাত্র—বৃংহতি (যিনি বড় হয়েন) এই অংশটী মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। বৃংহয়তি (বড় করিতে পারেন), সুতরাং বড় করার শক্তি (এবং অপরাপর বহু শক্তিও যে তাঁহাতে আছে)—এই অর্থাংশ ধরেন নাই। এজন্যই তাঁহার অর্থ আংশিক হইয়াছে, অপূর্ণ হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম কেবল স্বরূপেই বড়, শক্তি ও ক্রিয়ায় বড় নহেন—শক্তি এবং শক্তির ক্রিয় ব্রহ্মে নাই-ই; ইহাই শঙ্করাচার্য্যের মত। ১।৭।১০৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩১। **চিচ্ছক্তি**—শ্রুতি বলেন, জ্ঞানং ব্রহ্ম—জ্ঞানই ব্রহ্ম। যাহা জড় নহে, যাহা জড়ের বিরোধী এবং যাহা স্ব-প্রকাশ,—সেই জড়-প্রতিরোধী স্ব-প্রকাশ-বস্তুর নামই জ্ঞান। এ জন্যই সন্দর্ভ বলিয়াছেন—জ্ঞানং চিদেকরূপম্; যাহা একমাত্র চিৎ, চিৎ-ব্যতীত যাহাতে অচিৎ বা জড় কিছুই নাই, তাহাই জ্ঞান। এই চিৎ-রূপ ব্রহ্মের (বা জ্ঞানের) শক্তিকেই চিৎ-শক্তি বলে; ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলে। এই চিৎ-শক্তির প্রধানতঃ তিনটী ভেদ—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ। **চিচ্ছক্তি-বিলাস**—চিচ্ছক্তির বিলাস বা চিচ্ছক্তির ক্রিয়া। **পণ্ডিত**—শঙ্করাচার্য্য। ১।৭।১০৬-৭ এবং ২।৬।১৪৩-৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রুতি ও পুরাণ বলেন যে, চিচ্ছক্তির ক্রিয়া আছে; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বলেন—ব্রহ্মের কোনও শক্তিই নাই, সুতরাং চিচ্ছক্তিও নাই, চিচ্ছক্তির কোনও ক্রিয়াও নাই; এজন্যই তিনি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নিগুর্ণ, নির্ব্বিশেষ; কারণ, চিচ্ছক্তির ক্রিয়াব্যতীত ব্রহ্ম সবিশেষ হইতে পারেন না।

চিচ্ছক্তির বিলাস-সম্বন্ধে পুরাণের প্রমাণ:—যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্ব-যোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক (৩।২।১২)॥ আনন্দ-চিন্ময়-রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতার ৫।৩৭ শ্লোকেও চিচ্ছক্তির ক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রুতির প্রমাণ:—পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ। শ্বেতা ৬।৮॥"

৩২। **চিদানন্দ-কৃষ্ণের-বিগ্রহ**—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়; প্রাকৃত জীবের দেহের ন্যায় ইহা প্রকৃতি হইতে জাত নহে। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।—ব্রহ্মসংহিতা। ৫।১॥" **মায়িক করি মানি**—শঙ্করাচার্য্য চিচ্ছক্তির ক্রিয়া স্বীকার করেন না বলিয়া, চিচ্ছক্তির ক্রিয়ায় যে ব্রহ্ম সাকার হইতে পারেন, তাহাও স্বীকার করেন না। ভগবদ্-বিগ্রহকে এজন্যই তিনি সচ্চিদানন্দ মনে না করিয়া প্রাকৃত সত্ত্ব-গুণের বিকার (সুতরাং মায়িক) বলিয়া মনে করেন। মায়িক-বস্তু মাত্রই অনিত্য; সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতে ভগবদ্বিগ্রহ অনিত্য হইয়া পড়েন। ১।৭।১০৮ এবং ২।৬।১৫০-৫১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি (ভা. ৩।৯।৩)—

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হে পরম! অবিদ্ধবর্চ্চঃ অনাবৃতপ্রকাশম্ অতঃ অবিকল্পম্ নির্ভেদং অতএবানন্দমাত্রং এবম্ভূতং যদ্ভবতঃ স্বরূপম্। তৎ অতো রূপাৎ পরং ভিন্নং ন পশ্যামি কিন্তু ইদমেব তৎ। অতঃ কারণাৎ তব অদঃ ইদম্ রূপম্ উপাশ্রিতোঽস্মি। যোগ্যত্বাদপীত্যাহ। একম্ উপাস্যেষু মুখ্যম্ যতঃ বিশ্বসৃজম্ বিশ্বং সৃজতীতি অতএব অবিশ্বম্ বিশ্বস্মাদন্যৎ। কিঞ্চ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম্ ভূতানাম্ ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ আত্মানং কারণমিত্যর্থঃ। স্বামী ॥ ৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই বড় পাপ—শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে মায়িক বলিয়া মনে করা বড় পাপ। নিম্নের শ্লোকসমূহে ইহার প্রমাণ দিয়াছেন।

শ্লো। ৪। অন্বয়। পরম (হে পরম)! অবিদ্ধবর্চ্চঃ (অনাবৃত-প্রকাশ) অবিকল্পং (ভেদশূন্য) আনন্দমাত্রং (আনন্দমাত্র) ভবতঃ (তোমার) যৎস্বরূপং (যেই স্বরূপ) [তৎ] (তাহা) অতঃ (ইহা হইতে—তোমার এই রূপটী হইতে) পরং (ভিন্ন) ন পশ্যামি (দেখিতেছি না); আত্মন্ (হে আত্মন্)! তে (তোমার) অদঃ (এই রূপ—এই রূপেরই) উপাশ্রিতঃ অস্মি (আশ্রয় গ্রহণ করিলাম); [যতঃ] (যেহেতু) [ইদম্ রূপম্] (এই রূপটী) বিশ্বসৃজং (বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা) অবিশ্বং (বিশ্ব হইতে ভিন্ন) ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং (ভূতসকলের ও ইন্দ্রিয়সকলের কারণ) একম্ (উপাস্য-সমূহের মধ্যে মুখ্য)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা কহিলেন—হে পরম! তোমার যে স্বরূপ অনাবৃত-প্রকাশ (অর্থাৎ যাহার প্রকাশ আবৃত হয় না) এবং যাহা ভেদশূন্য, অতএব যাহা আনন্দমাত্র—এই প্রকটিত রূপটী হইতে তাহাকে ভিন্ন দেখিতেছি না। (বরং দেখিতেছি, ইহাই সেই রূপ; অতএব) আমি তোমার এই রূপেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। হে আত্মন্! (তোমার এই স্বরূপটীই উপাসনার যোগ্য; কারণ) ইহাই (উপাস্য-মধ্যে) মুখ্য এবং ইহাই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা; ইহা বিশ্ব হইতে ভিন্ন, আর ইহা ভূত-সকলের এবং ইন্দ্রিয়গণের কারণ। ৪

যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছে, তাঁহাকে—সেই ভগবৎ-স্বরূপকে—লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মা উক্ত শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"হে ভগবন্, তোমার যে পূর্ণভগবদাদি-স্বরূপ, তাহা হইতে তোমার এই রূপটী—যাঁহা সাক্ষাতে প্রকটিত এবং যাঁহার নাভিপদ্মে আমার উদ্ভব, সেই রূপটিকে—আমি ভিন্ন বলিয়া দেখিতেছি না; উভয় রূপে কোনও ভেদ নাই।" সেই স্বরূপটী কিরূপ, তাহা বলিতেছেন—"**অবিদ্ধবর্চ্চঃ**—অবিদ্ধ (মায়াদিদ্বারা অবিদ্ধ বা ভেদপ্রাপ্ত নহে) বর্চ্চঃ (তেজঃ) যাঁহার, অথবা অবিদ্ধ (অনাবৃত) বর্চ্চঃ (প্রকাশ) যাঁহার, তাদৃশ; যাঁহার তেজ বা শক্তি কালদেশাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বা অপ্রতিহত; সুতরাং যাঁহা বিভু—সর্ব্বব্যাপক। (ভগবানের স্বরূপ যে কালদেশাদিদ্বারা কোনওরূপ ছেদ প্রাপ্ত হয় না, কোনও কিছুদ্বারাই তাহা যে ব্যাপ্য নহে, সুতরাং তাঁহা যে সর্ব্বব্যাপক—বিভু, তাহাই অবিদ্ধবর্চ্চঃ-শব্দে সূচিত হইতেছে)। **অবিকল্পং**—বিকল্প বা ভেদ নাই যাঁহাতে; যে স্বরূপে সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ নাই; অথবা, বিবিধ কল্প বা সৃষ্ট্যাদি-কল্পনা নাই যাহাতে—(সৃষ্ট্যাদিকার্য্য পুরুষের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয় বলিয়া এবং তাই—সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে মহাবৈকুণ্ঠস্থিত পূর্ণভগবানের সাক্ষাদ্ভাবে কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া—সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে পূর্ণভগবদ্রূপে তিনি উদাসীন বলিয়া, তাঁহার) সেই স্বরূপটী অবিকল্প (অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির কল্পনাহীন)। **আনন্দমাত্রং**—আনন্দস্বরূপ; অথবা আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম যাঁহার মাত্রা (বা নির্ব্বিশেষ চিদ্রূপ অংশ)—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, তাদৃশ। তোমার এই রূপ (আমি যাঁহার নাভিপদ্মে জন্মিয়াছি, সেই এই রূপ) এবং তোমার মহাবৈকুণ্ঠস্থিত পূর্ণভগবদ্ রূপ—এতদুভয়ের প্রত্যেকেই বিভু, প্রত্যেকেই নির্ভেদ এবং প্রত্যেকেই

তথাহি (ভা. ১০।৪৬।৪৩)—

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং বা।
বিনাচ্যুতাদ্ বস্তুতরাং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ ॥ ৫

তথাহি (ভা. ৩।৯।৪)—

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দরশিতং উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অচ্যুতাদ্বিনা তরাং নিতরাং তত্ত্বতো বাচ্যং নির্ব্বচনার্হং বস্তু নাস্তীতি। স্বামী। ৫

নন্বেবমপি সোপাধিকমেতদর্ব্বাচীনমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ তদ্বৈতদেবেদম্। হে ভুবনমঙ্গল! যতস্তে ত্বয়া নোঽস্মাকমুপাসকানাম্ মঙ্গলায় ধ্যানে দর্শিতম্। নহি অব্যক্তবর্ত্ম্যভিনিবেশিতচিত্তানামস্মাকম্ ত্বয়া সোপাধিকদর্শনং দাতুং যুক্তমিতি ভাবঃ। অতস্তুভ্যং নমোঽনুবিধেম অনুবৃত্ত্যা করবাম। তর্হি কিমিতি কেচিন্মাং নাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ যোঽনাদৃত ইতি। অসৎপ্রসঙ্গৈর্নিরীশ্বরকুতর্কনিষ্ঠৈঃ। স্বামী। ৬।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আনন্দ-স্বরূপ; সুতরাং উভয়ে তত্ত্বতঃ কোনও পার্থক্য নাই; তাই আমি তোমার এই রূপের আশ্রয় লইলাম। তোমার রূপটী কি রকম? তাহাও বলিতেছি:—ইহাই উপাসনার যোগ্য রূপ; যেহেতু, ইহা **বিশ্বসৃজং**—বিশ্বে সৃষ্টিকর্ত্তা—পুরুষাদিরূপে তুমিই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাক: সমস্ত জগৎ এবং আমিও (ব্রহ্মাও) তোমারই সৃষ্ট; সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া তুমিই আমাদের উপাস্য। কিরূপ উপাস্য? **একং**—এক, অদ্বিতীয় উপাস্য; উপাস্য-সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিশ্বস্রষ্টা হইয়াও তোমার স্বরূপ **অবিশ্বং**—বিশ্ব নহে, বিশ্বের অংশভূত নহে; বিশ্ব হইতে ভিন্ন; জড় বিশ্ব হইতে ভিন্ন বলিয়া অজড়, চিন্ময়, অপ্রাকৃত। **ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম্**—সৃষ্ট বিশ্ব হইতে ভিন্ন হইলেও তুমি ভূত (প্রাণি)-সকলের এবং তাহাদের ইন্দ্রিয়সকলের আত্মা (কারণ)। এই শ্লোকের "আনন্দমাত্রং" এবং "অবিশ্বং"-এই দুইটী শব্দ হইতে জানা যায়—ভগবান্ আনন্দময় এবং চিন্ময়, অর্থাৎ তিনি চিদানন্দ; এইরূপে এই শ্লোক ৩২ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ৫। অন্বয়। ভূত-ভবদ্-ভবিষ্যৎ (ভূত বা অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ) স্থাস্নুঃ (স্থাবর) চরিষ্ণুঃ (জঙ্গম) মহৎ (মহৎ—বৃহৎ) অল্পকং (অল্প—ক্ষুদ্র) দৃষ্টং (দৃষ্ট) শ্রুতং (শ্রুত) চ [যৎকিঞ্চিৎ] (যাহা কিছু) বস্তু (বস্তু আছে) [তৎ] (তাহা) অচ্যুতাৎ বিনা (অচ্যুতব্যতীত) ন তরাং বাচ্যং (ভিন্ন বলা যায় না); পরমাত্মভূতঃ (পরমাত্মস্বরূপ—সকলের মূলস্বরূপ) সঃ এব (সেই অচ্যুতই) সর্ব্বং (সমগ্র) [জগৎ] (জগৎ)।

অনুবাদ। দৃষ্ট, শ্রুত, বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ—স্থাবর, জঙ্গম, মহৎ (বৃহৎ) বা অল্প (ক্ষুদ্র)—ইহাদের কোনও বস্তুকেই অচ্যুত হইতে স্বতন্ত্র বলিতে পারা যায় না। পরমাত্মভূত সেই অচ্যুতই সমস্ত। ৫

স্থাবর-জঙ্গম, বড়-ছোট যত কিছু বস্তু অতীতে লোকে দেখিয়াছে বা যত বস্তুর কথা অতীতে লোকে শুনিয়াছে, কিম্বা বর্ত্তমানে যত বস্তু লোকে দেখিতেছে বা যত বস্তুর কথা লোকে শুনিতেছে, কিম্বা ভবিষ্যতেও যত বস্তু লোকে দেখিবে বা যত বস্তুর কথা লোকে শুনিবে—তাহাদের কোনটীই অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র নহে; স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে অচ্যুতই এই সমস্ত বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছেন, অচ্যুতই সমস্ত বস্তুর অন্তর্যামী। অচ্যুত হইতেই সমস্ত উদ্ভূত হইয়াছে, অচ্যুতই সমস্তের মূল কারণ।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকটী নাই; থাকারও কোনও হেতু দেখা যায় না; কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্তির সঙ্গে এই শ্লোকের কোনওরূপ সম্বন্ধ দেখা যায় না। এই শ্লোকটী বরং পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত "ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম্"-এর পরিপোষক।

শ্লো। ৬। অন্বয়। ভুবনমঙ্গল (হে ভুবনমঙ্গল)! উপাসকানাং (তোমার উপাসক) নঃ (আমাদের)

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৯।১১)—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরংভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৭

তথাহি তত্রৈব (১৬।১৯)—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নম্বেবস্তূতং পরমেশ্বরং ত্বং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে তত্রাহ অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতমহেশ্বররূপম্ মদীয়ম্ পরম্ ভাবম্ তত্ত্বমজানন্তো মূঢ়া মূর্খা মামবজানন্তি মামবমন্যন্তে অবজ্ঞানে হেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুম্ ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারামাশ্রিতবন্তমিতি। স্বামী। ৭

তেষাঞ্চ কদাচিপ্যাসুর-স্বভাব-প্রচ্যুতি র্ন ভবতীত্যাহ তানিতি দ্বাভ্যাম্। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বেবাতিক্রূরাসু ব্যাঘ্র-সর্পাদিযোনিষজস্রমনবরতং ক্ষিপামি তেষাং পাপকর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ। স্বামী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মঙ্গলায় (মঙ্গলের নিমিত্ত) ধ্যানে (ধ্যানে—ধ্যানের সময়ে) তে (তোমার) [যৎ] (যেরূপ) দর্শিতং (তোমাকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে) তৎ (তাহাই) বৈ (নিশ্চিত) ইদং (এই রূপ); ভগবতে তুভ্যং (ভগবান্ তোমাকে) নমঃ (নমস্কার) অনুবিধেম (অনুবৃত্তিদ্বারা করিতেছি); অসৎ-প্রসঙ্গৈঃ (অসৎ-সঙ্গী—নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠ) নরকভাগ্ভিঃ (নরকগামী লোকগণকর্ত্তৃক) যঃ (যেই তুমি) ন আদৃতঃ (আদৃত হও না)।

অনুবাদ। হে ভুবন-মঙ্গল! আমরা তোমার উপাসক; আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত ধ্যানাবসরে তুমি তোমার এই রূপ দর্শন করাইলে; অতএব ইহাই তোমার সেই রূপ, সন্দেহ নাই। অতএব আমরা তোমার অনুবৃত্তি করিয়া তোমাকে নিরন্তর নমস্কার করি। হে ভগবান্! যে সকল নরাধম অনীশ্বরবাদীদিগের কু-তর্কে নিযুক্ত থাকে, তাহারা নারকী। (তোমার সচ্চিদানন্দময়-মূর্ত্তিকে তাহারা মায়াময় মনে করিয়া থাকে, এবং সেই জন্যই) তাহারা তোমাকে আদর করে না। ৬

এই শ্লোক হইতে জানা যায়, সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্বিগ্রহকে মায়াময়াদি মনে করিয়া যাঁহারা অনাদর করেন, তাঁহারা নরকভাগী; এইরূপে এই শ্লোক ৩২-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ৭। অন্বয়। সর্ব্বভূত-মহেশ্বরং (সমস্ত প্রাণিগণের অধীশ্বরস্বরূপ) পরং ভাবং (আমার পরমতত্ত্ব) অজানন্তঃ (জানিতে না পারিয়া) মূঢ়াঃ (মূঢ়ব্যক্তিগণ) মানুষীং তনুং আশ্রিতং (নরবপুধারী) মাং (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে)।

অনুবাদ। আমি ভূতগণের অধীশ্বর, আমার পরম-তত্ত্ব জানিতে না পারিয়াই মূঢ় ব্যক্তিগণ নরবপুবিশিষ্ট আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে (অর্থাৎ তাহারা মনে করে, সাধারণ মানুষের মতই আমার মায়াময় দেহ; এই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নরবপুই যে আমার স্বরূপ, এ কথা তাহারা জানে না)। ৭

এই শ্লোকও ৩২-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ৮। অন্বয়। দ্বিষতঃ (দ্বেষপরায়ণ) ক্রূরান্ (ক্রূর) অশুভান্ (অমঙ্গলময়) তান্ (সেই সমস্ত—অসুরস্বভাব) নরাধমান্ (নরাধমদিগকে) সংসারেষু (সংসারমধ্যে) আসুরীষু এব যোনিষু (আসুরী যোনিতেই) অজস্রং (অনবরত) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করি)।

অনুবাদ। দ্বেষ-পরায়ণ, ক্রূর এবং অমঙ্গলময় সেই নরাধম ব্যক্তিসকলকে, আমি অনবরত সংসার মধ্যে আসুরী-যোনিতে নিক্ষেপ করি। ৮

এই শ্লোকও ৩২-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ।

সূত্রের 'পরিণামবাদ'—তাহা না মানিয়া।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপে—'ব্যাস ভ্রান্ত' বলিয়া ॥ ৩৩
এই ত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
'শাস্ত্র' ছাড়ি কুকল্পনা 'পাষণ্ড' বুঝায় ॥ ৩৪
পরমার্থবিচার গেল, করি মাত্র বাদ।
কাহাঁ মুক্তি পাব, কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ ? ॥ ৩৫
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করে আচ্ছাদন।
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবচন ॥ ৩৬
চৈতন্যগোসাঞি যেই কহে, সেই মত সার।
আর যত মত—সেই সব ছারখার ॥ ৩৭
এত কহি সেই করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন—॥ ৩৮
আচার্য্যের আগ্রহ—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে।
তাতে সূত্রার্থব্যাখ্যা করে অন্য রীতে ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৩। **সূত্রের**—বেদান্ত সূত্রের। **পরিণাম**—অবস্থান্তর-প্রাপ্তি। যেমন দুধের পরিণাম—দধি, ঘৃত, মাখন ইত্যাদি; মাটির পরিণাম—ঘট, কলসাদি। "অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা।" **পরিণাম-বাদ**—নিজের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন, এইরূপ যে মত, তাহাকে পরিণামবাদ বলে। **বিবর্ত্ত**—অবস্থান্তর-প্রাপ্ত না হইলেও অবস্থান্তর-প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া যে মনে করা, এই ভ্রমকেই বিবর্ত্ত বলে। "অবস্থান্তরভানস্তু বিবর্ত্তো রজ্জুসর্পবদিতি।" **বিবর্ত্ত-বাদ**—ব্রহ্ম জগৎ-রূপে পরিণত হয়েন নাই; পরন্তু ভ্রম-বশতঃই ঘট-পটাদি দৃশ্যমান্ বস্তুর রূপ-নামাদি, রূপ-গুণাদিহীন ব্রহ্মে আরোপিত হইয়াছে। অজ্ঞ ব্যক্তি রজ্জু দেখিয়া যেমন সর্প বলিয়া ভ্রম করে, অজ্ঞ জীবও তদ্রূপ ব্রহ্মকে ঘটপটাদি দৃশ্যমান্ জগৎ বলিয়া ভ্রম করে। রজ্জু যেমন রজ্জুই—সর্প নহে; এই জগৎও রূপগুণহীন ব্রহ্মই—নাম-রূপাদি বিশিষ্ট-ঘট-পটাদি নহে। এইরূপ যে মত, ইহাকে বিবর্ত্তবাদ বলে (বিবর্ত্ত—ভ্রম)। ইহা শঙ্করাচার্য্যের মত। (১।৭।১১৪-১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩৪। **এই ত কল্পিত অর্থ**—শঙ্করাচার্য্য-কৃত অর্থ তাঁহার মনঃকল্পিত; ইহা শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। **মনে নাহি ভায়**—শঙ্করাচার্য্যের অর্থে মন প্রবোধ পায় না। **শাস্ত্র-ছাড়ি কু-কল্পনা**—শঙ্করাচার্য্যের কল্পিত অর্থ "শাস্ত্র ছাড়া"; ইহা শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। **পাষণ্ড বুঝায়**—যাহারা ভগবদ্‌ভক্তিহীন, যাহারা বহির্ম্মুখ, যাহারা ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিতে বিশ্বাসহীন, শঙ্করাচার্য্যের অর্থে কেবল তাঁহারাই প্রবোধ পাইতে পারেন।

৩৫। **পরমার্থ-বিচার গেল**—কিসে পরমার্থ লাভ হইবে, নিরপেক্ষভাবে তাহার বিচার করা হইল না। **করি মাত্র বাদ**—কেবল সম্প্রদায়ের অনুরোধে সম্প্রদায়ের মত বজায় রাখার জন্যই অন্য মতের খণ্ডনের চেষ্টা করিতেছি। **কাঁহা মুক্তি** ইত্যাদি—বাদবিতণ্ডা না করিয়া যদি নিরপেক্ষভাবে পরমার্থ বিচার করিতাম, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম যে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই একমাত্র পরমার্থ; তাহা শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা-সাপেক্ষ। ইহাও বুঝিতে পারিতাম যে, কৃষ্ণ-কৃপাব্যতীত মুক্তি-লাভও হইতে পারে না। এখন, পরমার্থই বা কোথায়? আর কৃষ্ণের কৃপাই বা কোথায়? মুক্তিই বা কোথায়?

৩৬। **ব্যাস-সূত্রের অর্থ**—বেদান্ত-সূত্রের অর্থ। **আচার্য্য করে আচ্ছাদন**—শঙ্করাচার্য্য নিজের ভাষ্যদ্বারা বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত অর্থ প্রচ্ছন্ন করিয়া (ঢাকিয়া) রাখিয়াছেন। ২।৬।১৩০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **এই সত্য হয়** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য যে বলিতেছেন, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যদ্বারা সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই সত্য কথা। আর তিনি বেদান্ত-সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহাই প্রকৃত অর্থ।

৩৯। **অদ্বৈতবাদ**—ব্রহ্ম নির্বিশেষ—নিরাকার, নির্গুণ, নিঃশক্তিক; ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হয়েন নাই, পরন্তু জীবই ভ্রান্তিবশতঃ—রজ্জু দেখিয়া যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ ভ্রান্তিবশতঃ—ব্রহ্মে ঘট-পটাদি-নামরূপের আরোপ করিয়াছে। সমস্তই ব্রহ্ম—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মঃ ব্রহ্মব্যতীত কোথাও অপর কিছু নাই; ব্রহ্ম কোনও বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়েন নাই; তবে যে আমরা ঘট্‌পটাদি দেখিতেছি, ইহা আমাদের ভ্রান্তি, চোখের ধাঁধা। এই মতকে অদ্বৈতবাদ, বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদ বলে।

'ভগবত্তা' মানিলে—'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন ॥ ৪০
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
সহজ শাস্ত্রের অর্থ না হয় তাহা হৈতে ॥ ৪১
মীমাংসক কহে—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
সাংখ্য কহে—জগতের প্রকৃতি কারণ প্রসঙ্গ ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলিলেন—অদ্বৈতবাদ স্থাপন করার জন্যই শঙ্করাচার্য্যের একান্ত আগ্রহ। এজন্যই তিনি বেদান্ত-সূত্রের বিকৃত অর্থ করিয়াছেন ; সূত্রের সহজ অর্থে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ স্থাপিত হইতে পারে না।

৪০। ব্রহ্মের ভগবত্তা মানিতে গেলে "অদ্বৈতবাদ" স্থাপন করা যায় না। কারণ, ভগবত্তা মানিতে গেলেই ব্রহ্মের শক্তি এবং শক্তির কার্য্য স্বীকার করিতে হয় ; শক্তির কার্য্য স্বীকার করিলেই ব্রহ্ম সবিশেষ, সাকার এবং জীবও—ব্রহ্মের জীব-শক্তির অংশরূপে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ দেহধারী বস্তু হইয়া পড়ে। তাহাতে আর অদ্বৈতবাদ টিকিতে পারে না। এজন্য শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের ভগবত্তা খণ্ডনের নিমিত্ত সমস্ত শাস্ত্রের প্রমাণই খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও দ্বৈতবাদী নহেন। বেদান্ত-সূত্রের মুখ্যাবৃত্তিতে অর্থ করিয়াই তিনি অদ্বয়-বাদ স্থাপন করিয়াছেন (ভূমিকায় অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তবে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর এবং শ্রীপাদ শঙ্করের অদ্বয়-বাদ স্থাপনের প্রণালী একরূপ নহে এবং উভয়ের প্রতিষ্ঠিত অদ্বয়-তত্ত্বও একরূপ নহে।

৪১। **সহজ শাস্ত্রের অর্থ**—শাস্ত্রের সহজ অর্থ ; শাস্ত্রের স্বাভাবিক (বা প্রকৃত) অর্থ ; মুখ্যার্থ।

৪২। **মীমাংসক**—পূর্ব্ব-মীমাংসা-দর্শনের মতানুসারে সাধন করেন যাঁহারা। মীমাংসকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে, জগতের কোনও সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা বা সংহার-কর্ত্তা নাই। জীব নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করে, তাহাতে ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নাই। মীমাংসকদের মতে কর্ম্ম বা যজ্ঞই মুখ্য সাধন।

ইন্দ্রাদি-দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞের-অনুষ্ঠান করা হয় বটে, কিন্তু যজ্ঞই মীমাংসকদের প্রধান লক্ষ্য, ইন্দ্রাদি দেবতা নহে ; ইন্দ্রাদি দেবতা গৌণ মাত্র—তাঁহারা প্রয়োজক নহেন। "দেবতা বা প্রয়োজয়েৎ অতিথিবৎ ভোজনস্য তদর্থত্বাৎ"—মীমাংসা-দর্শন। ৯।১।৬। "অপি বা শব্দপূর্ব্বত্বাৎ যজ্ঞকর্ম্ম প্রধানং স্যাৎ গুণত্বে দেবতাশ্রুতিঃ। মীমাংসা। ৯।১।৯॥" "তস্মাৎ দেবতা ন প্রয়োজিকা। ইতি শবরভাষ্যম্॥" মীমাংসার মতে দেবতার স্বতন্ত্র অস্তিত্বও নাই। মীমাংসকের মতে দেবতা মন্ত্রাত্মক—দেবতার যে মন্ত্র বেদে লিখিত আছে, সেই মন্ত্রই দেবতা, ঐ মন্ত্রব্যতীত অপর কোনও দেবতা নাই। ঐ মন্ত্র কিন্তু যজ্ঞ বা কর্ম্মের অঙ্গবিশেষ ; কারণ, ঐ মন্ত্রের যথাযথ উচ্চারণব্যতীত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় না। সুতরাং মীমাংসকের মতে ইন্দ্রাদি (মন্ত্রাত্মক) দেবতা কর্ম্মের অঙ্গ মাত্র।

ভক্তি-শাস্ত্র ঈশ্বর মানেন, দেবতা মানেন ; ইন্দ্রাদি-দেবতাকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়াই মানেন। মীমাংসকের ন্যায়, মন্ত্রকেও দেবতা বলিয়া মানেন ; কিন্তু মন্ত্রব্যতীত, মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতার যে অপর একটা স্বরূপ আছে, তাহাও মানেন। তাহা হইলে, ভক্তি-শাস্ত্রের মতে মন্ত্রাত্মক-দেবতাও ঈশ্বরের শক্তি-বিশেষ—ইন্দ্রাদি-দেবতার একটা রূপ ; সুতরাং মীমাংসকের মন্ত্রাত্মক-দেবতাও ঈশ্বরেরই শক্তি।

ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ—শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ ঈশ্বরের শক্তি-স্বরূপ মন্ত্রাত্মক দেবতাকেই এস্থলে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। মীমাংসকের মতে মন্ত্রাত্মক ইন্দ্রাদি-দেবতা কর্ম্মের অঙ্গ ; এজন্যই এই পয়ারার্দ্ধে বলা হইল—মীমাংসকের মতে (মন্ত্রাত্মক-দেবতারূপ ঈশ্বরের শক্তি বিশেষরূপ) ঈশ্বর কর্ম্মের অঙ্গ।

সাংখ্য কহে ইত্যাদি—সাংখ্যদর্শন বলেন, ত্রিগুণাত্মিকা জড়-প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ। প্রকৃতি হইতেই মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব-ইত্যাদি ক্রমে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ।

ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী—'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু' কয়॥ ৪৩
(পাতঞ্জল কহে—ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞান।
বেদমতে কহে—তেঁঞি স্বয়ংভগবান্॥) ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাংখ্যের-মতে তত্ত্ব পচিশটী—প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকারে মোট চব্বিশটী তত্ত্ব হয়, ইহার উপরে পুরুষ অপর একটী তত্ত্ব। প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকার যথা—প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্রা (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ) একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম)।

প্রকৃতি জড় হইলেও স্বতঃ-পরিণামশীলা। পুরুষ জড় নহে। পুরুষ অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপী, চেতন, নির্গুণ, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, অমল (শুভাশুভ-কর্ম্মশূন্য) এবং অপরিণামী। জীবাত্মাই সাংখ্যের পুরুষ। সাংখ্যমতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু। পুরুষের মোক্ষ ও ভোগের নিমিত্ত প্রকৃতি স্বতঃ পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

সাংখ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—প্রকৃতির পরিণামে ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নাই। জীবের মোক্ষাদিতেও ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই।

৪৩। **ন্যায়**—ন্যায়দর্শন। **পরমাণু**—বস্তুর সূক্ষ্মতম অংশের নাম পরমাণু। কোনও স্থূলবস্তুকে যদি ভাগ করা যায়, তবে তাহা ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়; এই ছোট ছোট অংশকে যদি আরও ভাগ করা যায়, আরও ছোট ছোট অংশ পাওয়া যায়। এইরূপে ভাগ করিতে করিতে এমন ছোট অংশ পাওয়া যাইবে, যাহাকে আর ভাগ করা যায় না। যাহাকে আর ভাগ করা যায় না, যাহা পরম সূক্ষ্ম, তাহাই পরমাণু। ন্যায়-দর্শনের মতে দৃশ্যমান্ জগতের আদি চারিজাতীয় পরমাণু—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ু। এই চারি প্রকারের পরমাণুর মিশ্রণেই জগতের উৎপত্তি। বৈশেষিক দর্শনেরও এই মত।

মায়াবাদী—শঙ্করাচার্য্যের মতানুযায়ী অদ্বৈতবাদী। তাঁহারা মনে করেন—ঐন্দ্রজালিকের শক্তিতে লোক যেমন ঐন্দ্রজালিকের খেলায় এমন সব বস্তু দেখে, যাহার বাস্তবিক কোনও সত্তাই নাই, তদ্রূপ মায়ার শক্তিতেই আমরা ঘট-পটাদি দৃশ্যমান্ জগৎ দেখিতেছি, বাস্তবিক এই সকল বস্তুর কোনও সত্তাই নাই; সর্ব্বত্রই এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিরাজিত, এই মতটীকে মায়াবাদ বলে।

মায়াবাদীদিগের মতে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ।

৪৪। **পাতঞ্জল**—পতঞ্জলি-মুনিকৃত পাতঞ্জল-দর্শন। সাংখ্য-দর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে পাতঞ্জল-দর্শনও স্বীকার করেন; কিন্তু তাহাদের অতিরিক্ত আর একটা তত্ত্বও পাতঞ্জল স্বীকার করেন। এই তত্ত্বটী ঈশ্বর। সুতরাং পাতঞ্জলের মতে তত্ত্ব ছাব্বিশটী। এই ছাব্বিশটী তত্ত্ব লইয়াই সৃষ্টি-আদি ব্যাপার।

পাতঞ্জলের মতে, যোগই মোক্ষের একমাত্র কারণ। চিত্ত-বৃত্তিনিরোধের নামই যোগ। চিত্ত-বৃত্তিনিরোধের নিমিত্ত পতঞ্জলি কয়েকটী উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন—এই কয়েকটীর যে কোনও একটী দ্বারাই চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ হইতে পারে। এই কয়েকটী উপায়ের মধ্যে একটী উপায়—ঈশ্বর-প্রণিধান। "ঈশ্বর-প্রাণিধানাদ্বা। ১।২১।" ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেও চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে। ঈশ্বর-প্রণিধানব্যতীত পাতঞ্জল-নির্দ্দিষ্ট অন্য যে কোনও উপায়েও চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে। সুতরাং পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের স্থান থাকিলেও তাহা অত্যন্ত গৌণ; মোক্ষব্যাপারে ঈশ্বরের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াও জীব মোক্ষ পাইতে পারে। কেবল সৃষ্টি-ব্যাপারে ঈশ্বরও একটি তত্ত্ব, এইটুকু জানিলেই চলে। ইহাই পাতঞ্জল-দর্শনের মত। এজন্যই এই পয়ারে বলা হইয়াছে—"পাতঞ্জল কহে ঈশ্বর হয় **স্বরূপজ্ঞান**।" সৃষ্টি-ব্যাপারে ঈশ্বরও একটি তত্ত্ব; এই তত্ত্ব-স্বরূপ ঈশ্বরের জ্ঞানব্যতীত মোক্ষের নিমিত্ত ঈশ্বর-সম্বন্ধে অন্য জ্ঞানের বিশেষ কোনও প্রয়োজন হয় না।

বেদমতে ইত্যাদি—বেদের (উপনিষদের) মতে জগতের মূল কারণ স্বয়ংভগবান্। জীবের মোক্ষদাতাও স্বয়ংভগবান্ই।

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লৈয়া বেদান্ত বর্ণন॥ ৪৫
বেদান্তমতে ব্রহ্ম—সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহো হয় ত সগুণ॥ ৪৬
পরমকারণ ঈশ্বর—কেহো নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৫। **ছয়ের ছয় মত**—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদ—এই ছয়ের ছয়টি মত লইয়া ব্যাসদেব সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়াছেন। এই বিচারের ফলই তিনি বেদান্তসূত্রে বা ব্রহ্মসূত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পয়ারে বৈশেষিক-দর্শনের উল্লেখ না থাকিলেও ন্যায়-দর্শনের উল্লেখ আছে; ন্যায় ও বৈশেষিক প্রায় একই। এজন্য পূর্ব্বোক্ত পয়ারে "ন্যায়"-শব্দে ন্যায় ও বৈশেষিক উভয়কেই বুঝিতে হইবে। নচেৎ "ছয়" মত হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে, মীমাংসা, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল, মায়াবাদ ও বেদ—এই ছয়টির উল্লেখ তো পয়ারে আছে; মায়াবাদ বাদ দিয়া বৈশেষিক ধরা হইল কেন? ইহার উত্তর এই—ব্যাসদেবের বেদান্ত-সূত্রের আলোচনাদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য যে ভিন্ন ভিন্ন মত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাদের একটি মতই মায়াবাদ। সুতরাং বেদান্তসূত্র-সঙ্কলনের পরেই মায়াবাদের উৎপত্তি। এমতাবস্থায় মায়াবাদ আলোচনা করিয়া ব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্র সঙ্কলন করিয়াছেন, এ কথা বলা সঙ্গত হয় না। সুতরাং "ছয়ের ছয় মতের" মধ্যে "মায়াবাদ" অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

কোনও কোনও গ্রন্থে, এই পয়ারটী এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পয়ারটীও নাই। উক্ত কারণে এই তিনটি পয়ার না থাকাই যেন সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

কৈল আবর্ত্তন—সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া যাহা সঙ্গত, তাহা গ্রহণ করিলেন, এবং যাহা সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ তাহা বর্জ্জন করিলেন। **বেদান্ত-বর্ণন**—বেদান্ত (বা বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্ম-সূত্র)।

৪৬। **বেদান্তমতে**—বেদান্ত-সূত্রের মতে। ব্যাসদেবের বেদান্ত-সূত্রের মতে ব্রহ্ম-নিরাকার নহেন, পরন্তু সাকার; তিনি নির্গুণও নহেন, তাঁহার অসংখ্য অপ্রাকৃত-গুণ আছে।

কোনও কোনও শ্রুতি-পুরাণে যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মে প্রাকৃত গুণ নাই; কিন্তু অপ্রাকৃত-গুণ আছে। (২।২৪।৫৩-৫৪ এবং ২।২০।১৩১ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় "কৃষ্ণতত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

৪৭। **পরম কারণ** ইত্যাদি—জগতের মূল কারণ যে সাকার-সগুণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী স্বয়ংভগবান্ (ঈশ্বর), তাহা সাংখ্য-মীমাংসাদি দর্শন-শাস্ত্রকারগণ মানেন না; তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত স্থাপন করিবার নিমিত্ত অপরের মত খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু সেই খণ্ডনও সমীচীন বা বিচার-সহ হয় নাই।

বেদান্ত-দর্শনে ব্যাসদেব স্থাপন করিয়াছেন যে, স্বয়ংভগবান্ পরমেশ্বরই জগতের মূল কারণ; সাংখ্যাদি-দর্শন যে মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে; তাহার হেতু এই:—শ্রুতির প্রমাণের উপর আর প্রমাণ নাই। শ্রুতি বলেন—"জগৎকর্ত্তা ঈক্ষণ-পূর্ব্বক জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়। ব্রহ্মসূত্র। ১।১।৫ সূত্রের শঙ্করভাষ্যধৃত শ্রুতি।" কিন্তু যিনি নির্গুণ, নিঃশক্তিক, তিনি ঈক্ষণ করিতে পারেন না; কারণ, ঈক্ষণের শক্তি তাঁহার নাই। আর যাহা জড়, তাহারও ঈক্ষণের শক্তি নাই। শ্রুতি আরও বলেন—"আনন্দ হইতেই সমস্ত ভূতের জন্ম, আনন্দদ্বারাই জাত-ভূতসমূহ জীবন ধারণ করে, পরে আনন্দেই প্রবেশ করে। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তৈত্তি। ৩।৬॥" সুতরাং যাহা আনন্দ নহে, তাহাও জগতের কারণ হইতে পারে না।

তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি। মহাজন যেই কহে সে-ই সত্য মানি ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ন্যায় ও বৈশেষিকের মতে, জড় পরমাণুই জগতের কারণ। কিন্তু জড়-বস্তুর ঈক্ষণ-শক্তি নাই; জড়-বস্তু আনন্দও হইতে পারে না; আনন্দ চিন্ময়-বস্তু।

মীমাংসা-মতে কর্ম্মই সৃষ্টির কারণ; কিন্তু কর্ম্মও জড় বস্তু, সুতরাং তাহার ঈক্ষণ-শক্তি নাই, তাহা আনন্দও নহে।

সাংখ্য-মতে জড়-প্রকৃতি সৃষ্টির মূল কারণ; কিন্তু জড় বলিয়া প্রকৃতির ঈক্ষণ (দৃষ্টি)-শক্তি নাই; প্রকৃতি আনন্দও নহে।

পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর স্বীকৃত হইলেও ঈশ্বর একমাত্র কারণ নহেন; মোক্ষাদির কারণও একমাত্র ঈশ্বর নহেন। ইন্দ্রিয়-বিশেষে ধারণাদ্বারা (১।৩৫ সূত্র), প্রাণের নিঃসারণ ও বিধারণদ্বারা (১।৪৩ সূত্র), বিষয়-বিরক্ত ব্যক্তিদিগের ধ্যানদ্বারা (১।৩৭ সূত্র), স্বপ্নজ্ঞান বা নিদ্রাজ্ঞানের অবলম্বনের দ্বারা (১।৩৮ সূত্র), অভিমত যে কোনও বিষয়ের ধ্যানদ্বারাও (১।৩৯ সূত্র) চিত্তস্থৈর্য্যরূপ সমাধিলাভ হইতে পারে; তাহার ফলেই মোক্ষলাভ হইতে পারে। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রক্রিয়াই জড়-ইন্দ্রিয়ের কার্য্য; এবং তাহারা ভগবৎ-সংশ্রবশূন্য; সুতরাং তাহাদের সাহায্যে মায়া হইতে মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। কারণ, গীতোপনিষদে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" যাঁহারা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, কেবল তাঁহারাই মায়া হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন, অপর কেহ নহেন।

মায়াবাদীর মতে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ; কিন্তু তিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ নির্গুণ, নিঃশক্তিক বলিয়া ঈক্ষণ-শক্তি ও সৃষ্টিশক্তি তাঁহার থাকিতে পারে না।

তাহা হইলে ঈক্ষণ-শক্তি, বিচার-শক্তি, নানাবিধ বৈচিত্রীপূর্ণ জগৎ-সৃষ্টিশক্তি যাঁহার আছে এবং যিনি আনন্দ-স্বরূপ, তিনিই জগতের মূল কারণ হইতে পারেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ নহেন। তাই ব্রহ্ম-সংহিতা বলেন—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥ ৫।১ ॥"—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরম-ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কারণের কারণ; তিনি নিজে অনাদি কিন্তু সকলের আদি; তিনিই গোবিন্দ।

৪৮। **তাতে**—দর্শন-শাস্ত্রকারদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া এবং তত্ত্বদর্শী মহাজনগণের আনুগত্যব্যতীত বেদ (উপনিষৎ) হইতেও তত্ত্ব জানা যায় না বলিয়া।

ছয় দর্শন—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদ (উপনিষৎ)।

দর্শন-শাস্ত্রকারগণ স্ব-স্ব মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহারা তটস্থ ভাবে বিচার করিতে পারেন নাই; এজন্য তাঁহাদের উক্তি হইতে মূল-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এমতাবস্থায়, পরতত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ যাহা বলেন, তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারা পরতত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের উক্তিতে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকিতে পারে না। বেদান্ত-সূত্রকার ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বেদান্ত-সূত্রের অর্থ নিজে লিখিয়া গিয়াছেন; সুতরাং যে তত্ত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্ত তিনি বেদান্ত-সূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই তত্ত্বই তিনি বিবৃত করিয়া গিয়াছেন; তাই শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত ভাষ্য। বিশেষতঃ, শ্রীমদ্ভাগবত-প্রণয়নের পূর্ব্বে ব্যাসদেব সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা তাহাই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তিতে ভ্রম-প্রমাদাদি থাকার সম্ভাবনা নাই। আর, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বেদান্ত-সূত্রের যে অর্থ করিলেন, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতানুযায়ী; সুতরাং তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই সত্য। ৩৯-৪০ পয়ার প্রকাশানন্দের উক্তি। (টী. প. দ্র.)।

প্রকাশানন্দ অন্যান্য সন্ন্যাসীদের নিকটে এইরূপ বলিলেন।

তথাহি মহাভারতে, বনপর্ব্বণি (৩১৩।১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তেঁহো যে কহেন বস্তু সে-ই তত্ত্ব সার ॥ ৪৯
এ সব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন ॥ ৫০
হেনকালে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করি।
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব হরি ॥ ৫১
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল।
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিল ॥ ৫২
মাধব-সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনেতে আসি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ৫৩
শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারি জন মেলি করে নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৫৪

তথাহি ভক্তকৃতং সঙ্কীর্ত্তনম্—

'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥' ১০

চৌদিকে লোক লক্ষ বোলে 'হরিহরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি ॥ ৫৫
নিকটেই ধ্বনি শুনি পরকাশানন্দ।
দেখিতে কৌতুকে আইলা লঞা শিষ্যবৃন্দ ॥ ৫৬
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য—দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বোলে 'হরিহরি' ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৭।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৪৮ পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫০। **এ সব বৃত্তান্ত**—প্রকাশানন্দের প্রধান শিষ্য এবং স্বয়ং প্রকাশানন্দ যাহা যাহা বলিলেন (যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে বিবৃত হইয়াছে)।

মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ—যিনি সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

৫৩। **মাধব-সৌন্দর্য্য**—বিন্দুমাধব-হরির শ্রীমূর্ত্তিসৌন্দর্য্য দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং ঐ আবেশ-অবস্থাতেই শ্রীমন্দিরের অঙ্গনে প্রেমভরে নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

৫৪। **শেখর**—চন্দ্রশেখর। **পরমানন্দ**—কীর্ত্তনীয়া। **তপন**—তপন মিশ্র। **সনাতন**—সনাতন-গোস্বামী। প্রভুর নৃত্য দেখিয়া এই চারিজন "হরয়ে নমঃ" প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

৫৫। **চৌদিকে** ইত্যাদি—তাঁহাদের কীর্ত্তন শুনিবার নিমিত্ত এবং প্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য দর্শন করিবার নিমিত্ত চারিদিকে বহু সংখ্যক লোক একত্রিত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আনন্দে "হরি হরি"-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

উঠিল মঙ্গলধ্বনি ইত্যাদি—সেই "হরি হরি"-শব্দের মঙ্গলময় ধ্বনি সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত হইল।

৫৬। **নিকটেই ধ্বনি** ইত্যাদি—বিন্দুমাধবের মন্দির হইতে প্রকাশানন্দের আশ্রম বহুদূরে ছিল না। অপূর্ব্ব "হরি হরি"-ধ্বনি শুনিয়া কৌতুহলবশতঃ শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া তিনি ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্বেকার অবস্থা থাকিলে বোধ হয়, "হরি হরি"-ধ্বনি প্রকাশানন্দের চিত্তে প্রবেশ করিতে পারিত না—ধ্বনি শুনিয়া তিনি হয়ত "ভাবকের ভাবকালি" বলিয়াই ঠাট্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপা হওয়ায় তাঁহার চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ; তাই "হরি হরি"-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

৫৭। প্রকাশানন্দ নৃত্যকীর্ত্তন-স্থলে আসিয়া কেবল যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন, তাহা নহে। প্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য-মাধুরী এবং তাঁহার দেহের অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া প্রকাশানন্দ প্রেমে একেবারে

কম্প স্বরভঙ্গ স্বেদ বৈবর্ণ্য স্তম্ভ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক,—পুলক-কদম্ব ॥ ৫৮
হর্ষ-দৈন্য-চাপল্যাদি সঞ্চারি-বিকার।
দেখি কাশীবাসিলোকের হৈল চমৎকার ॥ ৫৯
লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি নৃত্য সম্বরিল ॥ ৬০
প্রকাশানন্দের কৈল প্রভু চরণ বন্দন।
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিল চরণ ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আত্মহারা হইয়া গেলেন; তিনি আর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনিও সকলের সঙ্গে "হরি হরি"-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

যিনি সারাটা জীবন মায়াবাদ প্রচার করিয়া কাটাইলেন, শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন-জাত সাত্ত্বিক বিকারাদিকে যিনি "ভাবকের ভাবকালি" বলিয়াই উপহাস করিতেন, সেই সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর আজ এই দশা কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাই ইহার একমাত্র হেতু।

৫৮। কম্প-স্বরভঙ্গাদি হইতেছে সাত্ত্বিক ভাব। ২।২।৬০-ত্রিপদীর টীকায় ইহাদের লক্ষণ দ্রষ্টব্য। **অশ্রুধারায় ভিজে লোক**—অশ্রুধারায় পার্শ্ববর্ত্তী লোকগণ ভিজিয়া গেলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, পিচকারীধারার ন্যায় প্রবলবেগে অশ্রু নির্গত হইতেছিল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্যকালে তাহা লোকের গায়ে পড়িয়া লোককে ভিজাইয়া দিতেছিল। ইহা হইতেছে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক অশ্রুর লক্ষণ; সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই সম্ভব। রাধাকৃষ্ণমিলিত স্বরূপ প্রভু রাধাভাবের আবেশে নৃত্য করিতেছিলেন বলিয়াই তাঁহার মধ্যে ইহা সম্ভব হইয়াছে। ইহা হইতে জানা গেল—এই পয়ারে যে-সকল সাত্ত্বিকভাবের কথা এবং পরবর্ত্তী পয়ারে যে-সকল সঞ্চারিভাবের কথা বলা হইয়াছে, তৎসমস্ত প্রভুর মধ্যেই উদিত হইয়াছিল; সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৬-পয়ারের সঙ্গেই এই পয়ারের অন্বয়, ৫৭-পয়ারের সঙ্গে নহে।

৫৯। **দেখি কাশীবাসী লোকের** ইত্যাদি—প্রভুর মধ্যে অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া সমস্ত লোক বিস্মিত হইল। হর্ষ-দৈন্যাদি সঞ্চারিভাবের লক্ষণ ২।৮।১৩৫, ২।১৭।১৫৫ এবং ২।২৩।৩২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৬০। **লোকসংঘট্ট** ইত্যাদি—এতক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছিলেন; তাঁহার বাহ্যস্মৃতি ছিল না। এখন হঠাৎ সহস্র সহস্র লোকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, তাঁহার বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। যখন বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলেন যে, শিষ্যবর্গ সঙ্গে স্বয়ং প্রকাশানন্দ সেই স্থলে উপস্থিত। দেখিয়াই প্রভু নৃত্য সম্বরণ করিলেন।

কিন্তু প্রভু কেন নৃত্য সম্বরণ করিলেন? তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবমাধুরী-দর্শনের সৌভাগ্য হইতে এতগুলি লোককে কেন বঞ্চিত করিলেন?

মহাপ্রভুর দুইটী ভাব—বাহিরে সাধারণ লোকের নিকটে জীব-শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহার ভক্তভাব; আর ভিতরে এবং অন্তরঙ্গ ভক্তদের সান্নিধ্যে তাঁহার রাধাভাব, এই ভাবটী তাঁহার অন্তরঙ্গ। বিন্দুমাধব-দর্শনে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের স্মৃতিতে তিনি রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন; যখন বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল, তখনই ভক্তভাব স্ফুরিত হইল। ভক্ত কখনও তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল-নিহিত প্রেম সাধারণ-লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ করেন না; ভক্ত সর্ব্বদা "রাখে প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া"—ইহা তাঁহাদের হৃদয়ের গূঢ় ধন, হৃদয়েই ইহাকে তাঁহারা লুকাইয়া রাখেন। যুবতী স্ত্রীলোক যেমন তাহার বক্ষঃস্থল অপরলোকের নিকট হইতে সর্ব্বদাই যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখে, প্রেমিক ভক্তও তেমনি হৃদয়ের গূঢ় প্রেম সাধারণ-লোকের নিকট হইতে গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন। এজন্যই বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়া মাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেম-প্রকাশক নৃত্য স্থগিত করিলেন।

৬১। বাহ্যস্ফূর্ত্তি যখন হইল, তখন প্রভু প্রকাশানন্দকে দেখিয়া নমস্কার করিলেন; প্রকাশানন্দ আসিয়া প্রভুর চরণযুগল ধারণ করিলেন।

প্রভু কহে—তুমি জগদ্গুরু পূজ্যতম।
আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্যসম ॥ ৬২

শ্রেষ্ঠ হৈয়া কেনে কর হীনের বন্দন।
আমার সর্ব্বনাশ হয়, তুমি ব্রহ্মসম ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রভুর কৃপায় প্রকাশানন্দ প্রভুর স্বরূপ অবগত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রভুর চরণ ধারণ স্বাভাবিক। স্বরূপ সম্যক্ অবগত না হইলেও প্রভুর কৃপায় তাঁহার চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হওয়ায়, এবং প্রভুর দেহে নৃত্যকালে নিত্যসিদ্ধ-দেহোপযোগী অপ্রাকৃত-ভাবসমূহের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া শাস্ত্রজ্ঞ প্রকাশানন্দ অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—প্রভুর অসাধারণ প্রভাব, অসাধারণ মহিমা, আর তিনি নিজে ভাব-সম্পদে নিতান্তই দরিদ্র। এমতাবস্থায় তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে প্রভুর চরণ-ধারণ অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু প্রভু তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন কেন? ইহার কারণ—বাহিরে প্রভুর ভক্তভাব; ভক্ত সর্ব্বদাই নিজেকে হীন মনে করেন। আর প্রকাশানন্দ অতি বড় পণ্ডিত, অতি বড় সাধক, অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী সন্ন্যাসী, তিনি বহু সহস্র সন্ন্যাসীরও গুরু; তাই তিনি সম্মানার্হ। বিশেষতঃ প্রভু দেখিলেন, প্রকাশানন্দ "হরি হরি" ধ্বনি করিতেছেন, সুতরাং তিনি বৈষ্ণব এবং সকলেরই নমস্য। এ সমস্ত কারণেই ভক্তভাবে প্রভু নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়া প্রকাশানন্দের চরণ বন্দনা করিলেন। নিম্নের পয়ার-সমূহ হইতে এইরূপই মনে হয়।

৬২। **প্রভু কহে** ইত্যাদি তিন পয়ারে প্রভু নিজের ভক্তোচিত দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছেন। প্রকাশানন্দ যখন প্রভুর চরণ ধারণ করিলেন, তখন প্রভু দৈন্য-সহকারে তাঁহাতে বলিলেন—"প্রকাশানন্দ! আমার চরণ স্পর্শ করা তোমার উচিত হয় না। তুমি জগদ্গুরু—কত সহস্র সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসী তোমার শিষ্য, তাহারা তোমার পাদসেবা করিয়া থাকে; তোমার মত পূজ্য আর কেহ নাই; তুমি পূজ্যতম। আর আমি তোমার বন্দনীয় তো নহিই—তোমার শিষ্যের শিষ্যতুল্যও নহি; আমি অতীব হীন। অতএব কেন তুমি আমার চরণ ধারণ করিতেছ? তুমি সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়া কেন আমার মত হীন লোকের বন্দনা করিতেছ? তুমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তুমি মায়াতীত হইয়াছ, সুতরাং তুমি **ব্রহ্মসম** (ব্রহ্মের ন্যায় মায়ার অতীত)। আর আমি অজ্ঞ, হীন, মায়াবদ্ধ জীব। তুমি আমার চরণ বন্দন করিলে আমার অপরাধ হইবে, তাতে আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে (আমার সর্ব্বনাশ হয়); আমার ক্ষতি করা তোমার পক্ষে সঙ্গত নহে। সুতরাং তোমার পক্ষে আমার চরণ-বন্দন যুক্তিযুক্ত হয় না। যদিও তুমি "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" বলিয়া "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু"—সর্ব্বভূতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান অনুভব করিতেছ, সুতরাং যদিও তোমার নিকটে উচ্চনীচ ভেদ নাই, এবং যদিও সেজন্য তুমি সর্ব্বত্র ব্রহ্মের অধিষ্ঠান অনুভব করিয়া (যদ্যপি তোমার সর্ব্বব্রহ্মময় ভাসে) সকলকেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান-রূপে নমস্কার করিতে পার; তথাপি লোক-শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তোমার পক্ষে তাহা করা উচিত নহে। কারণ, সাধারণ লোক তোমার ভাব বুঝিতে না পরিয়া উত্তম-অধম বিচার করিবে না, তাহারা তখন মান্যব্যক্তির মর্য্যাদালঙ্ঘন করিয়া বসিবে।

৬৩। **আমার সর্ব্বনাশ হয়**—তুমি শ্রেষ্ঠব্যক্তি, আমি হীন জীব। তুমি ব্রহ্মের ন্যায় মায়াতীত, আমি সাধারণ মায়াবদ্ধ জীব। সুতরাং তুমি আমার চরণস্পর্শ করিলে আমার অপরাধ হইবে, তাতে আমার বিশেষ ক্ষতি ইহবে—আমার ভক্তি-বিকাশের বিঘ্ন জন্মিবে; সুতরাং আমার সর্ব্বনাশ হইবে। প্রভু ভক্তভাবে দৈন্য করিয়া এসব কথা বলিতেছেন।

তুমি ব্রহ্মসম—তুমি ব্রহ্মের তুল্য। সাধন-প্রভাবে তোমার তত্ত্বজ্ঞান বিকশিত হইয়াছে, তাতে তুমি মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইয়া মায়াতীত হইয়াছ। মায়াতীত বলিয়া মায়াতীতত্ব-অংশে তুমি ব্রহ্মের তুল্য।

যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্মময় ভাসে।
লোকশিক্ষা লাগি ঐছে করিতে না আইসে ॥ ৬৪

তেঁহো কহে—তোমার পূর্ব্বে নিন্দা অপরাধ যে করিল।
তোমার চরণস্পর্শে সব ক্ষয় হৈল ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রভু প্রকাশানন্দকে "ব্রহ্মসম" বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম" বলেন নাই। প্রকাশানন্দ সর্ব্বাংশে "ব্রহ্মসম" নহেন; কারণ, ব্রহ্ম অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব বলিয়া সর্ব্বাংশে তাঁহার তুল্য কেহ থাকিতে পারে না; (যেহেতু তিনি সজাতীয়-ভেদশূন্য)। এস্থলে কেবল মায়াতীতত্ব-অংশেই তুল্যতা। ব্রহ্ম মায়াতীত, প্রকাশানন্দও তত্ত্ব-জ্ঞানের স্ফুরণে মায়াতীত হইয়াছেন; সুতরাং এই হিসাবে তিনি ব্রহ্মের তুল্য। তুল্যশব্দ প্রয়োগ হইলে উপমান অপেক্ষা সর্ব্বদাই উপমেয়ের হীনতা সূচিত হয়। "চন্দ্রের তুল্য মুখ"—একথা বলিলে বুঝা যায়, সৌন্দর্য্যাংশে চন্দ্রের সঙ্গে মুখের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যমাত্র আছে; চন্দ্রের যেরূপ সৌন্দর্য্য, মুখের সৌন্দর্য্যও যে ঠিক সেইরূপ, ইহা কখনও বুঝায় না; মুখও সুন্দর বটে; কিন্তু চন্দ্র অপেক্ষা কম সুন্দর।

এস্থলে প্রকাশানন্দকে 'ব্রহ্মসম' বলাতেও ব্রহ্ম অপেক্ষা প্রকাশানন্দের হেয়তা সূচিত হইতেছে। সর্ব্বাংশে ব্রহ্মসম নহে।

৬৪। সব ব্রহ্মময় ভাসে—মায়ার বন্ধন খুলিয়া যাওয়ায় এবং তত্ত্ব-জ্ঞানের স্ফুর্ত্তিতে দিব্যদৃষ্টি লাভ হওয়ায় তুমি দেখিতেছ, সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সুতরাং তোমার দৃষ্টিতে সকল জীবই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, ব্রহ্মের অধিষ্ঠানরূপে সকল জীবই তোমার চক্ষে সমান (সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু); সুতরাং ব্রহ্মের অধিষ্ঠানরূপে তুমি সকলকেই হয়ত তোমার বন্দনীয় বলিয়া মনে করিতে পার এবং বন্দনাও করিতে পার। **লোকশিক্ষা লাগি** ইত্যাদি—কিন্তু তথাপি লোকশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, (সকলকে তুমি তোমার বন্দনীয় মনে করিলেও) সকলকে বন্দনা করা তোমার উচিত নহে। তুমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তোমার আচরণই লোকে অনুকরণ করিবে; কিন্তু সাধারণ লোক তোমার মনের ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে না; সুতরাং সাধারণভাবে সকলকে সমান মনে করিয়া মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-জনিত অপরাধে পতিত হইবে। **করিতে না আইসে**—করা উচিত নহে।

৬৫। তেঁহো কহে—তেঁহো-প্রকাশানন্দ। **পূর্ব্বে**—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের গৃহে তোমার কৃপা লাভ করার আগে। **নিন্দা**—তুমি ভাবক-সন্ন্যাসী ভাবকের সঙ্গে মিশিয়া ভাবকালি করিতেছ, ইত্যাদি বলিয়া তোমার অনেক নিন্দা করিয়াছি।

প্রভুর কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন—"তুমি ভাবক-সন্ন্যাসী, ভাবকের সঙ্গে মিশিয়া ভাবকালি করিয়া বেড়াইতেছ, কাশীপুরে তোমার ভাবকালি বিকাইবে না, ইত্যাদি বলিয়া আমি আগে তোমার অনেক নিন্দা করিয়াছি। তাতে আমার যথেষ্ট অপরাধ হইয়াছে। তুমি স্বয়ংভগবান্, অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন; তোমার চরণে অপরাধ হইলে আমার ন্যায় লোকের কথা দূরে থাকুক, জীবন্মুক্ত সাধককেও আবার সংসারে পতিত হইতে হয়। সুতরাং তোমার নিন্দা করিয়া আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তাহাতে আমার সর্ব্বনাশ নিশ্চিত। ঐ অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্যই আমি তোমার চরণ স্পর্শ করিলাম। তোমার চরণ-স্পর্শের প্রভাবে নিন্দাজনিত আমার সমস্ত অপরাধ নষ্ট হইল।"

প্রকাশানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যে স্বয়ংভগবান্ বলিয়াছেন, এই পয়ারে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও প্রকাশানন্দ-কথিত পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্মে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তিনি বলিলেন, "প্রভু, তোমার নিন্দা করিয়া আমি অপরাধী হইয়াছি"; এই নিন্দাজনিত অপরাধের প্রমাণস্বরূপ পরবর্ত্তী ১১ সংখ্যক শ্লোকের উল্লেখ করিলেন। ঐ শ্লোক বলে যে, "ভগবচ্চরণে অপরাধ হইলে জীবন্মুক্তগণ পর্য্যন্ত পুনরায় সংসারাবদ্ধ হয়।" ইহাতেই বুঝা যায়, প্রকাশানন্দ প্রভুকে অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন শ্রীভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার নিন্দাতে অপরাধের ভীতি হইবে কেন? আবার প্রভুর চরণ-স্পর্শে যে তাঁহার অপরাধের ক্ষয় হইল, তাহার প্রমাণ স্বরূপে পরবর্ত্তী ১২ সংখ্যক শ্লোকের উল্লেখ করিলেন। এই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, ভগবৎ-পাদস্পর্শ হইলেই অপরাধের ক্ষয় হইতে পারে। সুতরাং এই শ্লোকের

তথাহি বাসনাভাষ্যধৃত-পরিশিষ্টবচনম্—
জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥ ১১

তথাহি (ভা. ১০।৩৪।৯)—
স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্ ॥ ১২

প্রভু কহে—বিষ্ণু বিষ্ণু, আমি ক্ষুদ্রজীব হীন।
জীবে 'বিষ্ণু' মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন ॥ ৬৬

জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি দূরে, যেই রুদ্রব্রহ্মাসম—।
নারায়ণে মানে, তার পাষণ্ডীতে গণন ॥ ৬৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

জীবন্মুক্তেতি। যদি অচিন্ত্যাঃ যুক্তিতর্কাগোচরাঃ মহাশক্তয়ঃ সন্তি যস্য তস্মিন্ পরমাদ্ভুতশক্তিসম্পন্নে ভগবতি অপরাধিনঃ ভগবন্নিন্দাদিজনিতাপরাধগ্রস্তাঃ ভবেয়ুঃ, তদা জীবন্মুক্তাঃ অপি পুনঃ সংসারবাসনাং যান্তি মায়িক-সুখভোগলোলুপাঃ সন্তঃ সংসারচক্রে পুনঃ পতন্তি, অন্যেষাং কা বার্ত্তা ইত্যর্থঃ। ১১।

বিদ্যাধরৈরর্চ্চিতং পূজিতমিতি। স্বামী। ১২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উল্লেখ হইতেও বুঝা যায় যে, প্রকাশানন্দ প্রভুকে ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ৬৮-৬৯ পয়ারে তিনি স্পষ্টভাবেই প্রভুকে স্বয়ংভগবান্ বলিয়াছেন।

শ্লো। ১১। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। যদি অচিন্ত্যমহাশক্তিশালী ভগবানে অপরাধ হয়, তাহা হইলে জীবন্মুক্তগণও পুনরায় সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হয়। ১১

ভগবানের নিন্দাদি করিলে তাঁহাতে যে অপরাধ হয়, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল; এইরূপে ইহা ৬৫ পয়ারের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ১২। অন্বয়। ভগবতঃ (ভগবানের) শ্রীমৎ-পাদস্পর্শ-হতাশুভঃ (শ্রীচরণস্পর্শে যাহার সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইয়াছে, তাদৃশ) সঃ (সে—সেই সর্প) সর্পবপুঃ (সর্পদেহ) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) বিদ্যাধরার্চ্চিতং (বিদ্যাধরগণকর্ত্তৃকও প্রশংসিত—বিদ্যাধর-সুদুর্ল্লভ) রূপং (রূপ) ভেজে (লাভ করিয়াছিল)।

অনুবাদ। মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিলেন:—শ্রীভগবানের শ্রীচরণ স্পর্শে অমঙ্গল সকল বিনষ্ট হইলে, সেই সর্প নিজ সর্প-দেহ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাধর-সুদুর্ল্লভ রূপ লাভ করিয়াছিল। ১২

একসময়ে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ্যে শ্রীমন্নন্দমহারাজপ্রমুখ গোপগণ সরস্বতী-নদীতীরে গিয়াছিলেন; সেই দিন শিবরাত্রি ছিল; রাত্রিতে তাঁহারা অম্বিকাবনে নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে একটী বৃহৎ-কায় সর্প অসিয়া নন্দমহা-রাজের চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ গ্রাস করিতে লাগিল; নন্দমহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন, স্বীয় পুত্র কৃষ্ণকে ডাকিলেন। তাঁহার চীৎকারে সকলে জাগিয়া উঠিল; গোপগণ প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা সর্পের লেজের দিকে প্রহার করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে সর্প বিচলিত হইল না। পরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অসিয়া স্বীয় চরণদ্বারা সেই দীর্ঘ-পুচ্ছ সর্পকে স্পর্শ করামাত্রেই, সর্পটী সর্পদেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য বিদ্যাধরদেহ ধারণ করিল। অখিল-মঙ্গলালয় শ্রীকৃষ্ণের চরণ-স্পর্শে সর্পযোনি-লাভের হেতুভূত সমস্ত পাপ বা অপরাধ তিরোহিত হওয়াতেই সর্পটী হীনযোনি হইতে উদ্ধার লাভ করিল।

ভগবৎ-চরণ-স্পর্শে যে অপরাধাদি দূরীভূত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোক ৬৫-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ।

৬৬-৬৭। প্রভু কহে ইত্যাদি দুই পয়ার। প্রকাশানন্দ যখন প্রভুকে ভগবান্ বলিলেন, তাহা শুনিয়া, যেন অপরাধ হইয়াছে মনে করিয়াই এবং যেন এই অপরাধ-ক্ষালনের নিমিত্তই "বিষ্ণু বিষ্ণু" উচ্চারণ করিয়া প্রভু বিষ্ণু স্মরণ

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১।৭৩)—
পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনম্ (২৩।১২)—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা ॥ ১৩

প্রকাশানন্দ কহে—তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তভু যদি কর তাঁর দাস-অভিমান ॥ ৬৮

তভু পূজ্য হও তুমি বড় আমা হৈতে।
সর্ব্বনাশ হয় মোর তোমার নিন্দাতে ॥ ৬৯

তথাহি (ভা. ৬।১৪।৫)—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিলেন; এবং বলিলেন—“আমি ভগবান্ নহি; আমি ক্ষুদ্র জীব। জীবকে বিষ্ণু বলিয়া মনে করিলে অপরাধ হয়। সামান্য জীবকে বিষ্ণু বলিয়া মনে করা তো দূরের কথা, যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে, কিম্বা সংহারকর্ত্তা রুদ্রকেও নারায়ণের সমান মনে করে, শাস্ত্রানুসারে সেও পাষণ্ডী।” নিম্ন-শ্লোকে ইহার প্রমাণ দিয়াছেন। **অপরাধ-চিহ্ন**—অপরাধের চিহ্ন। জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করিলেও অপরাধ হয়। **যেই রুদ্রব্রহ্মসম নারায়ণে** মানে—যে ব্যক্তি রুদ্র বা ব্রহ্মাকে নারায়ণের তুল্য মনে করে। ব্রহ্মা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কর্ত্তা, তিনি সামান্য জীব নহেন। আর রুদ্র, জগতের সংহার-কর্ত্তা, তিনিও সামান্য জীব নহেন। তথাপি, ইঁহাদিগকে নারায়ণের সমান মনে করিলে অপরাধ হয়; আর সাধারণ ক্ষুদ্র জীবকে ভগবান্ বলিয়া মনে করিলে যে কত বড় অপরাধ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

জীব হইল ভগবানের জীব-শক্তির অতি ক্ষুদ্র অংশ; আর ভগবান্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, বৃহত্তম তত্ত্ব; ভগবান্ মায়ার অধীশ্বর, আর জীব মায়ার অধীন। ভগবান্ প্রভু, আর জীব ভগবানের দাস। দাসকে প্রভুর সমান মনে করা, ক্ষুদ্রতমকে বৃহত্তমের সমান মনে করা সঙ্গত নহে; ইহাতে ভগবানেরই অমর্য্যাদা ও অবমাননা হয়; তাতেই অপরাধ।

মায়াবাদীদের মতে স্বরূপতঃ সমস্তই ব্রহ্ম; জীবাদির বাস্তবিক সত্তা কিছুই নাই। এ জন্য তাঁহারা সকলকেই ব্রহ্ম বলেন; তাঁহাদের মতে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র-মতে জীব ও ব্রহ্ম একবস্তু নহে; সূর্য্য ও সূর্য্যের কিরণ-কণিকায় যেই সম্বন্ধ, জ্বলদগ্নিরাশি ও ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গে যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম ও জীবে সেই সম্বন্ধ। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, কিন্তু কৃষ্ণ নহে।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৮।৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৬৭-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৮-৯। প্রকাশানন্দ কহে ইত্যাদি দুই পয়ার। প্রভুর কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন—“প্রভু, তুমি যে সাক্ষাৎ স্বয়ংভগবান্ তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি যদি (জীবশিক্ষার নিমিত্ত) তুমি নিজেকে ভগবানের ভক্ত বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও তুমি আমা অপেক্ষা বড়; সুতরাং তুমি আমার পূজনীয়; কারণ, আমি ভক্তিশূন্য। ভক্তনিন্দাতেও জীবের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। আমি তোমার নিন্দা করিয়াছি, সেই নিন্দাজনিত অপরাধ হইতে মুক্তি পাওয়ার নিমিত্তই তোমার চরণ স্পর্শ করিলাম।” ভক্ত-নিন্দার ফল নিম্ন শ্লোক-সমূহে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

তাঁর দাস-অভিমান—ভগবানের দাস বলিয়া নিজেকে মনে কর।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৯।১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানমার্গের সাধকদের মধ্যে যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহাদের অপেক্ষাও যে ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল। ৬৯-পয়ারের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

তথাহি (ভা. ১০।৪।৬)—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বানি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ১৫

তথাহি (ভা. ৭।৫।৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ১৬ ॥

এবে তোমার পদাব্জে মোর উপজিবে ভক্তি।
তার নিমিত্তে করি তোমার চরণে প্রণতি ॥ ৭০

এত বলি প্রভু লঞা তাহাঁই বসিলা।
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা—॥ ৭১

মায়াবাদে কৈলে যত দোষের আখ্যান।
সভে জানি আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান ॥ ৭২

সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থবিবরণ।
তাহা শুনি সভার হৈল চমৎকার মন ॥ ৭৩

তুমি ত ঈশ্বর, তোমার আছে সর্ব্বশক্তি।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি, শুনিতে হয় মতি ॥ ৭৪

প্রভু কহে—আমি জীব অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীরার্থ,—ব্যাস ভগবান্ ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৫।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৬৯-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পরবর্ত্তী ৭০-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৭০। **এবে**—এখন। তোমার চরণ-স্পর্শে তোমার নিন্দা-জনিত আমার অপরাধের খণ্ডন হইয়াছে বলিয়া। **পদাব্জে**—পাদপদ্মে; চরণে। এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, ভগবচ্চরণে অপরাধ থকিলে চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হয় না।

৭১। **তাহাঁই**—সেই স্থানে; বিন্দুমাধবের মন্দিরের অঙ্গনেই।

৭২-৭৪। বিন্দুমাধবের অঙ্গনে বসিয়া প্রকাশানন্দ প্রভুর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—"প্রভু, তুমি শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদভাষ্যের যে যে দোষ দেখাইয়াছ, তাহা ঠিকই; আমরা সকলেই বুঝিতে পারি যে, শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা তাঁহার মনঃকল্পিত; তাই আমরা মুখে মানিলেও ঐ ব্যাখ্যায় আমাদের প্রাণের তৃপ্তি হইত না। আর ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ ধরিয়া তুমি যে ব্যাখ্যা করিলে, তাহাতেই আমাদের প্রাণে তৃপ্তি পাইতেছি। তোমার ব্যাখ্যা অতি চমৎকার। প্রভু, তুমি কৃপা করিয়া সূত্রগুলির অর্থ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ কর, আমাদের শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি ঈশ্বর, তাই তুমি সর্ব্বশক্তিমান্; সুতরাং ব্যাস-সূত্রের অর্থ তুমিই করিতে সমর্থ।"

৭৫। প্রকাশানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু দৈন্য করিয়া বলিলেন, "আমি ক্ষুদ্র জীব, আমার জ্ঞানও অতি তুচ্ছ; ব্যাস-সূত্রের অর্থ অত্যন্ত গম্ভীর, গূঢ়; ক্ষুদ্রবুদ্ধি-আমার-পক্ষে সূত্রের গূঢ়ার্থ নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। ব্যাসদেব শ্রীভগবানের অবতার; তাঁহার মনোগত ভাব তিনিই জানেন, সাধারণ জীবের পক্ষে তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। তাই ভগবান্ ব্যাসদেব কি উদ্দেশ্যে কোন্ সূত্র লিখিয়াছেন, কোন্ সূত্রের কি মর্ম্ম, তাহা তিনিই জানেন, জীব তাহা জানিতে পারে না। এজন্যই জীবের প্রতি কৃপা করিয়া ব্যাসদেব স্বকৃত-সূত্রের ব্যাখ্যা তিনি নিজেই করিয়া গিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসদেবের নিজের কৃত বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা। সূত্রকর্ত্তা নিজে যদি সূত্রের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলেই সূত্রের মূল অর্থ ব্যক্ত হইতে পারে, সেই ব্যাখ্যাই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে। বেদান্ত-সূত্র-কর্ত্তা ব্যাসদেব, শ্রীমদ্ভাগবত-কর্ত্তাও ব্যাসদেব; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি তাঁহার বেদান্ত-সূত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাই একমাত্র প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা।" ইহা বলিয়া, কিরূপে শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের ভাষ্যরূপে প্রমাণিত হইতে পারে এবং কিরূপেই বা শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাই বলিলেন। পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে এসকল বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপন সূত্রের করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥ ৭৬
যে সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥ ৭৭
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্যাস-সূত্রের গম্ভীরার্থ—ব্যাসদেব-সঙ্কলিত বেদান্ত-সূত্রের অর্থ অত্যন্ত গম্ভীর, অত্যন্ত গূঢ়; এই সূত্রের ম গ্রহণ করা জীবের পক্ষে অসম্ভব।

অতি অল্পকথায় যাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হয়, তাহাকে **সূত্র** বলে। এজন্যই সূত্রগুলি জীবের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। **ব্যাস ভগবান্**—ব্যাসদেব শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার। শ্রীভগবান্ তাঁহাতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন, এজন্যই—শ্রীভগবানের শক্তির সাহায্যেই—তিনি—সূত্রাকারে সমস্ত তথ্য বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার প্রকৃত অর্থ বিবৃত করিতেও সমর্থ হইয়াছেন।

৭৬। বেদান্ত-সূত্রে পরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয়-বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। পরতত্ত্ব মায়াতীত চিন্ময়বস্তু; আর, সাধারণ-জীবের চিত্ত মায়া-মলিন—প্রাকৃত। সুতরাং জীব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা অপ্রাকৃত পরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সূত্রের উপলব্ধি করিতে পারে না। সাধারণ-জীবের কথা তো দূরে, যাঁহার নিকটে শ্রীভগবান্ সর্ব্বপ্রথমে বেদান্ত-সূত্রের অর্থরূপ শ্রীমদ্-ভাগবত প্রকাশ করেন, সেই ব্রহ্মাও একমাত্র ভগবৎ-কৃপা-প্রভাবেই সেই অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন—ইহা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে কথিত হইয়াছে।

জীব বুঝিতে পারিবে না বলিয়া ব্যাসদেব কৃপা করিয়া নিজকৃত-সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন (শ্রীমদ্ ভাগবতে)।

৭৭। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্রের যে অর্থ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত অর্থ; কারণ, ইহা স্বয়ং সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেবের নিজকৃত অর্থ। যে মর্ম্মে তিনি যে সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন এবং জানেন বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র লিখিয়াই যে তাহার ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিতে উদ্যত হইলেন, তাহা নহে। আগে তিনি সূত্র-প্রণয়ন করিলেন। তারপর, পরম্পরাক্রমে শ্রীনারায়ণ হইতে তিনি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রাপ্ত শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মরূপে চতুঃশ্লোকী পাইলেন; পাইয়া দেখিলেন, ঐ চতুঃশ্লোকীর যে মর্ম্ম, তৎকৃত বেদান্তসূত্রেরও সে-ই মর্ম্ম। ইহা দেখিয়া বেদান্তসূত্রের ভাষ্যরূপে ঐ চতুঃশ্লোকীকে বিস্তৃত করিয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবত লিখিলেন। এইরূপে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত, বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকট হইলেন, সাক্ষাদ্ভাবে তাহার কর্ত্তা ব্যাসদেব হইলেও, তাহার মূলকর্ত্তা শ্রীনারায়ণকেই মনে করা যায়। ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারায়ণকৃত অর্থরূপ চতুঃশ্লোকীর বিবৃতিমাত্রই করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত যে প্রণব, গায়ত্রী, চারিবেদ ও উপনিষদাদিরও অর্থ, তাহাই পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলিতেছেন।

৭৮। প্রণবের অর্থ গায়ত্রীতে বিবৃত হইয়াছে এবং গায়ত্রীর অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং চতুঃশ্লোকীই প্রণবের বিশেষ বিবৃতি। ভূমিকায় "প্রণবের অর্থ-বিকাশ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে তত্ত্বোপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে চারিটী শ্লোক তাঁহার নিকটে প্রকট করেন; ব্রহ্মা ঐ চারিটী-শ্লোক স্বীয় পুত্র নারদকে উপদেশ করেন এবং নারদ আবার তাহা ব্যাসদেবকে উপদেশ করেন। ব্যাসদেব ঐ চারিটী শ্লোককে অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন। এই আদি চারিটী শ্লোককেই চতুঃশ্লোকী বলে। এই চারিটী শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্ক. ৯ম অ. ৩২।৩৩।৩৪।৩৫-সংখ্যক শ্লোকে অবিকৃতভাবে উক্ত হইয়াছে এবং এই পরিচ্ছেদের পরবর্তী ২০।২১।২২।২৩ সংখ্যক শ্লোক চারিটীও ঐ চারিটী শ্লোকই।

ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল ॥ ৭৯
সেই অর্থ নারদ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল— ॥ ৮০
এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ।
শ্রীভাগবত করি সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥ ৮১
চারিবেদ উপনিষদ্—যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥ ৮২
সেই সূত্রে যেই ঋগ্‌বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্—শ্লোকনিবন্ধন ॥ ৮৩
অতএব সূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবতশ্লোক উপনিষদ্—কহে এক অর্থ ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৯-৮০। ব্যাস কিরূপে চতুঃশ্লোকী পাইলেন, তাহা এক্ষণে বলিতেছেন। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে এই চতুঃশ্লোকী প্রকাশ করেন; ব্রহ্মা আবার নারদকে উপদেশ করেন এবং নারদ ব্যাসদেবকে ঐ চতুঃশ্লোকী উপদেশ করেন। এইরূপে পরম্পরাক্রমে শ্রীভগবান্ হইতেই ব্যাসদেব চতুঃশ্লোকী প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবান্ হইতে আগত বলিয়া এই চতুঃশ্লোকীতে ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবাদি দোষ থাকিতে পারে না, সুতরাং ইহা অভ্রান্ত।

৮১। নারদের মুখে চতুঃশ্লোকী শুনিয়া শ্রীব্যাসদেব মনে মনে বিচার করিলেন যে—"এই চতুঃশ্লোকীর যে অর্থ, তাহা আমার বেদান্তসূত্রেরই ব্যাখ্যার স্বরূপ; সুতরাং এই চতুঃশ্লোকীকে বিবৃত করিয়া আমি শ্রীমদ্‌ভাগবত-গ্রন্থ প্রণয়ন করিব, ঐ শ্রীমদ্‌ভাগবতই আমার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য হইবে।"

৮২। শ্রীমদ্‌ভাগবত কিরূপে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য হইতে পারে, তাহা বলিতেছেন তিন পয়ারে।

চারিবেদ এবং সমস্ত উপনিষদ আলোচনা পূর্ব্বক তাহাদের মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া ব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; বেদান্ত-সূত্রের এক একটী সূত্রের আলোচ্য বিষয়ই হইল বেদ ও উপনিষদের এক একটী ঋক্ (বা মন্ত্র)। তাহা হইলে বেদান্তসূত্র হইল বেদ ও উপনিষদের মর্ম্মপ্রকাশক।

আবার শ্রীমদ্‌ভাগবত-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহা প্রণব বা গায়ত্রীরই অর্থস্বরূপ। ভগবান্ সর্ব্বপ্রথমে প্রণব প্রকট করেন, তারপর প্রণবের অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত গায়ত্রী আবির্ভূত করেন। এই গায়ত্রীই বেদমাতা—গায়ত্রী হইতেই চারিবেদ ও সমস্ত উপনিষদের উদ্ভব অর্থাৎ গায়ত্রীর মর্ম্মই বেদ ও উপনিষদ বিবৃত করিয়াছেন। আবার চতুঃশ্লোকীও গায়ত্রীরই অর্থ-স্বরূপ; সুতরাং চতুঃশ্লোকীও বেদ এবং উপনিষদের অর্থ-ই ব্যক্ত করিতেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত এই চতুঃশ্লোকীর বিবৃতি; সুতরাং শ্রীমদ্‌ভাগবত—বেদ এবং উপনিষদেরই বিবৃতি। বেদ এবং উপনিষদের যে সকল ঋক্ বা মন্ত্র বেদান্তসূত্রে সূত্ররূপে গ্রথিত হইয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে সেই সকল ঋক্ বা মন্ত্রই শ্লোকাকারে গ্রথিত হইয়াছে। সুতরাং বেদান্তসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের আলোচ্য-বিষয় যখন একই বেদ-মন্ত্র, এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত যখন বেদান্ত-সূত্র অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত, তখন শ্রীমদ্‌ভাগবতকেই বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য বলা যাইতে পারে।

চারিবেদ—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারিবেদ। **উপনিষদ্**—বেদের যে অংশে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহাকে উপনিষদ্ বা বেদান্ত বলে। **তার অর্থ**—বেদ ও উপনিষদের অর্থ। **করিল সঞ্চয়**—সূত্রে গ্রথিত করিলেন।

৮৩। সেই সূত্রে—ব্যাসদেবের গ্রথিত বেদান্ত সূত্রে। **ঋক্**—বেদের মন্ত্র। **বিষয়-বচন**—আলোচ্য বিষয়। **শ্লোক-নিবন্ধন**—শ্লোকরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে।

বেদান্ত সূত্রে বেদোপনিষদের যে যে ঋক্ (মন্ত্র) সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতেও সেই সেই ঋক্‌ই শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে।

৮৪। সূত্রের ভাষ্য—পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যাহাতে সূত্রের অর্থ বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহাকে সূত্রের ভাষ্য বলে। **ভাগবত শ্লোক ইত্যাদি**—শ্রীমদ্‌ভাগবতের মর্ম্ম যাহা, উপনিষদের মর্ম্মও তাহাই।

তথাহি (ভা. ৮।১।১)—

আত্মাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥ ১৭

একশ্লোক দেখায়া কৈল দিগ্ দরশন।
এইমত ভাগবত-শ্লোক ঋচাসম ॥ ৮৪ (ক)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তত্রেশ্বরত্বং দর্শয়ন্ লোকস্য হিতমুপদিশতি। আত্মনা ঈশ্বরেণাবাস্যং সত্তাচৈতন্যাভ্যাম্ ব্যাপ্যং বিশ্বং সর্ব্বং জগত্যাং লোকে যৎ কিঞ্চিৎ জগৎ ভূতজাতম্ অতস্তেনেশ্বরেণ কিঞ্চিৎ ত্যক্তং দত্তং যদ্ধনং তেনৈব ভুঞ্জীথাঃ ভোগান্ ভূঙ্‌ক্ষ। যদ্বা তেন হেতুনা ত্যক্তেন ঈশ্বরার্পণেনৈব ভুঞ্জীথাঃ। স্বার্থং কস্যস্বিৎ কস্যচিদপি ধনং মা গৃধঃ মাভিকাঙ্ক্ষীঃ। যদ্বা কস্যস্বিদিতি কস্যান্যস্য ধনমস্তি যতো ধনাকাঙ্ক্ষা ক্রিয়েতেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ ঈশাবাস্যমিতি যথাশ্লোকমেব। স্বামী। ১৭।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকসমূহ বেদোপনিষদের ঋকের তুল্য : কোন কোন শ্লোকে ঋকের অর্থমাত্র গ্রথিত হইয়াছে, কোন কোন শ্লোকে বা অবিকল ঋক্‌ই উদ্ধৃত হইয়াছে, আবার কোন কোন শ্লোকে ঋকের দু-একটী শব্দের পরিবর্ত্তে তুল্যার্থ-বাচক-শব্দ বসাইয়া অবশিষ্ট শব্দগুলি অবিকৃত ভাবেই রক্ষিত হইয়াছে। এই পয়ারের পরে শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে "আত্মাবাস্যমিদং" ইত্যাদি যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া উপনিষদের সহিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ঐক্য দেখান হইয়াছে, তাহা ঈশোপনিষদেরই একটী মন্ত্র; কেবল পার্থক্য এই যে—উপনিষদের মন্ত্রটীতে "ঈশ"-শব্দটী আছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে তৎপরিবর্ত্তে তুল্যার্থক "আত্মা"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যান্য শব্দগুলি ঠিক একরূপই।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। জগত্যাং (জগতে) যৎকিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) জগৎ (বস্তু আছে), [তৎ] (সেই) ইদং (এই) সর্ব্বং (সমস্তই) আত্মাবাস্যং (ঈশ্বরের সত্তা এবং চেতনাদ্বারা ব্যাপ্ত); তেন (তৎকর্ত্তৃক—সেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক) ত্যক্তেন (দত্তবস্তুদ্বারা—অথবা ঈশ্বরে অর্পণ-পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক গৃহীতাবশেষ বস্তুদ্বারা) ভুঞ্জীথাঃ (ভোগ কর) কস্যস্বিৎ (অন্য কাহারও) ধনং (ধন) মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা করিও না)।

অনুবাদ। জগতে যে কিছু বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত বস্তুকেই ঈশ্বর স্বীয় সত্তা এবং চেতনাদ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ঈশ্বরেরই এ সমস্ত বস্তু, অতএব ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক ধনভোগ কর, (অথবা ঈশ্বর যাহা কিছু অর্পণ করিয়াছেন, তাহাই ভোগ কর), অন্য কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না (অথবা জগতে কাহারও কোনও ধন নাই, ঈশ্বরেরই সকল ধন ; অতএব কাহার ধন আকাঙ্ক্ষা করিবে ?)। ১৭

ঈশোপনিষদের প্রথম-মন্ত্রটী এই :—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্"—এই মন্ত্র এবং উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকে দুই একটী শব্দমাত্রের পার্থক্য, অন্য সমস্তই এক। এইরূপে ইহা ৮৩-পয়ারোক্তির প্রমাণ। "বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাম্" ইত্যাদি শ্রীভা. ২।৭।৩৯ শ্লোকেও "বিষ্ণোর্নু বীর্য্যাণি কং প্রাবোচম্"-ইত্যাদি ঋগ্‌বেদের মন্ত্রেরই (প্রথম মণ্ডল। ২২।১৫৪) প্রতিধ্বনিমাত্র। ২।২৪।৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৪ (ক)। এই পয়ারটী কোনও কোনও গ্রন্থে নাই। থাকা সঙ্গত।

এক শ্লোক—পূর্ব্বোক্ত "আত্মাবাস্য" ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া দিগ্‌দর্শনরূপে দেখান হইল যে, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক এবং বেদের ঋক্ উভয়েরই তুল্য।

ঋচাসম—ঋকের সমান।

উপরি উক্ত পয়ার সমূহে বলা হইল এবং প্রমাণিত হইল যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতেই বেদান্ত-সূত্রের মুখ্য অর্থ বিবৃত হইয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের মর্ম্মই বেদ এবং উপনিষদের মর্ম্ম।

ভাগবতের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥ ৮৫
আমি 'সম্বন্ধতত্ত্ব'; আমার জ্ঞানবিজ্ঞান—।
আমা পাইতে সাধন-ভক্তি 'অভিধেয়' নাম ॥ ৮৬
সাধনের ফল প্রেম—মূল 'প্রয়োজন'।
সেই প্রেমে পায় জীব—আমার সেবন ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৫। এক্ষণে শ্রীমদ্‌ভাগবতের আলোচ্য বিষয় কি, তাহাই বলিতেছেন। সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয়ই শ্রীমদ্‌ভাগবতে আলোচিত হইয়াছে; শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে (অর্থাৎ বেদোপনিষদ ও বেদান্ত-সূত্রের মতে), সম্বন্ধ, অবিধেয় এবং প্রয়োজনের লক্ষণ চতুঃশ্লোকীতে ব্যক্ত আছে। "অহমেবাসমেবাগ্রে" ইত্যাদি এবং "ঋতেঽর্থং" ইত্যাদি শ্লোকে সম্বন্ধ-তত্ত্বের, "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং" ইত্যাদি শ্লোকে অভিধেয় তত্ত্বের এবং "যথা মহান্তি ভূতানি" ইত্যাদি শ্লোকে প্রয়োজন-তত্ত্বের স্বরূপ বলিয়াছেন।

সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। ২।২২।২ এবং ২।২০।১০৯ পয়ারের টীকায় সম্বন্ধ-শব্দের, ২।২২।৩ পয়ারের টীকায় অভিধেয়-শব্দের এবং ২।২০।১০৯ পয়ারের টীকায় প্রয়োজন-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

চতুঃশ্লোকী—২।২৫।৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টী শ্লোক বলিয়াছেন। এই ছয়টীর মধ্যে প্রথম দুইটী ভূমিকাস্বরূপ—প্রথম "জ্ঞানং পরমগুহ্যং" ইত্যাদি শ্লোকে বক্তব্য বিষয়ের (সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের) উল্লেখ করেন; দ্বিতীয় "যাবানহং যথাভাবঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বক্তব্য-বিষয়ের স্বরূপ-জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যে যোগ্যতার প্রয়োজন, শ্রীভগবান্ কৃপা-শক্তিদ্বারা ব্রহ্মাকে সেই যোগ্যতা দান করেন। তার পরের চারিটী শ্লোকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনরূপ বক্তব্য-বিষয়গুলির স্বরূপ বলেন। সুতরাং এই চারিটী শ্লোকই হইল মুখ্য; এবং এই চারিটী শ্লোকেই বেদ-বেদান্তাদির মর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে এবং সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবত এই চারিটী শ্লোকেরই বিবৃতি। শ্রীমদ্‌ভাগবতের বীজ-স্বরূপ বলিয়া মুখ্য এই চারিটী শ্লোকই বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয়। এজন্য ষট্‌শ্লোকী না বলিয়া "চতুঃশ্লোকী" বলা হইয়াছে।

৮৬-৮৭। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনিটী তত্ত্ব কি, তাহাই সংক্ষেপে এই দুই পয়ারে বলিতেছেন।

অন্বয়ঃ—আমি এবং আমার জ্ঞান-বিজ্ঞানই—সম্বন্ধতত্ত্ব। আমাকে পাইতে (হইলে যে) সাধনভক্তি (সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার) নাম অভিধেয়। সাধনের ফল (হইল) প্রেম—(ইহাই) মূল প্রয়োজন। সেই প্রেমে জীব আমার সেবন (সেবা) পায়।

আমি—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্মার নিকট শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমিই (শ্রীকৃষ্ণই) সম্বন্ধ-তত্ত্ব; আমার সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং আমার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানও সম্বন্ধ-তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। আমাকে পাইবার উপায়-স্বরূপ যে সাধন-ভক্তি, তাহাই অভিধেয়-তত্ত্ব। আর এই সাধনের ফল যে প্রেম তাহাই প্রয়োজন-তত্ত্ব; যেহেতু, এই প্রেমের দ্বারাই জীব আমার সেবা লাভ করিতে পারে। **জ্ঞান**—ভগবদ্‌বিষয়ক শাস্ত্রাদি হইতে ভগবত্তত্ত্বের যে যথার্থ নির্দ্ধারণ, তাহাকে বলে জ্ঞান। ভগবতো জ্ঞানং শব্দদ্বারা যথার্থ-নির্দ্ধারণং—ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ। শ্রীভা. ২।৯।৩০। **বিজ্ঞান**—বিশেষরূপ জ্ঞান। অনুভব বা সাক্ষাৎকার বিজ্ঞানেন তদনুভবেন—ক্রমসন্দর্ভঃ। শ্রীভা. ২।৯।৩০। ভগবৎস্বরূপের অনুভব বা সাক্ষাৎকারকে ভগবদ্-বিষয়ক বিজ্ঞান বলে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানব্যতীত ভগবৎ-স্বরূপের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না বলিয়াই এই দুইটীকেও সম্বন্ধ-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

আমা পাইতে—আমাকে (শ্রীভগবান্‌কে) পাওয়ার উপায়-স্বরূপ। যাহাদ্বারা আমাকে লাভ করা যায়। **সাধন-ভক্তি অভিধেয়**—যদ্দ্বারা আমাকে পাওয়া যায়, তাহার নাম সাধন-ভক্তি। এই সাধন-ভক্তির নামই অভিধেয় (জীবের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম)। সাধন-ভক্তি বলিতে এস্থলে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উপদিষ্ট চৌষট্টি অঙ্গ-(বা নব-বিধা) ভক্তির কথাই বলা হইতেছে। **সাধনের ফল প্রেম**—সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান-ফলে চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়। এই

তথাহি (ভা. ২।৯।৩০)—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ ১৮

এই তিন তত্ত্ব আমি কহিল তোমারে।
জীব তুমি, এই তিন নারিবে জানিবারে॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রেমই জীবের মূল প্রয়োজন-তত্ত্ব। **সেই প্রেমে** ইত্যাদি—সাধন-ভক্তির ফল-স্বরূপ যে প্রেম, সেই প্রেমের প্রভাবে জীব আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সেবা পাইতে পারে।

প্রেমকে প্রয়োজন-তত্ত্ব বলা হইল কেন, তাহাই এস্থলে বলিতেছেন। স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণের দাস। দাসের একমাত্র কর্ত্তব্য—প্রভুর সেবা। শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার অর্থও শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া। সেবা না পাইলে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ায় কোনও লাভ নাই। রসগোল্লা যদি খাইতে না পাই, তবে সেই রসগোল্লা পাইয়া কি লাভ? তাই সেবার অধিকার না পাইলে, সেবার উপকরণ না পাইলে কৃষ্ণ পাওয়ার সার্থকতা কিছুই নাই। এজন্যই শ্রীলঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পে'তে নাই।" শ্রীনিতাইর কৃপাতেই সেবার অধিকার এবং যোগ্যতা পাওয়া যায়, (কারণ, শ্রীনিতাই-ই মূল ভক্ত-তত্ত্ব); শ্রীনিতাইর কৃপাতেই সেবার উপকরণ পাওয়া যায় (কারণ, আসন, ভূষণ, শয্যা, চামর আদি সমস্ত সেবার উপকরণই শ্রীনিতাই); সুতরাং শ্রীনিতাইকে না পাইলে সেবার অধিকার, যোগ্যতা ও উপকরণ পাওয়া যায় না; এমতাবস্থায় রাধাকৃষ্ণ পাইয়া কি হইবে? তাই সেবা পাওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণ পাওয়ার সার্থকতা; এবং এই শ্রীকৃষ্ণসেবাই জীবের মুখ্য এবং একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই সেবা তো প্রেম-ব্যতীত হয় না। "নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ প্রেম্নৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ। পদ্যাবলী। ১৩॥" তাই সেবা-প্রাপ্তির নিমিত্ত জীবের একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু হইল প্রেম। এজন্যই প্রেমকে প্রয়োজন-তত্ত্ব বলা হইয়াছে।

বিশেষতঃ, সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমস্তেরই সম্বন্ধ আছে। সম্যক্‌রূপে বন্ধনের নাম সম্বন্ধ; যে বন্ধন কোনও সময়েই ছুটিতে পারে না, তাহাকেই সম্যক্ বন্ধন বা সম্বন্ধ বলা যায়; যে বন্ধন খুলিবার নিমিত্ত কেহ ইচ্ছাও করে না, সুতরাং যে বন্ধন প্রীতিপ্রদ, তাহাই সম্যক্ বন্ধন বা সম্বন্ধ। জীবের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের যদি এই জাতীয় বন্ধন সংঘটিত হইতে পারে, তবেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু এই বন্ধনটি উভয়পক্ষ হইতেই হওয়া দরকার, নচেৎ তাহাকে সম্যক্ বন্ধন বলা যায় না। জীবের অস্তিত্ব, শক্তি-আদি—"আমার" বলিতে জীবের যাহা কিছু আছে, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তৎসমস্তই তাহাকে দিয়াছেন—এইরূপে কৃপারজ্জুতে শ্রীকৃষ্ণ জীবকে বন্ধন করিয়াছেন। ইহা কৃপাজনিত বন্ধন বলিয়া কষ্টজনক নহে, পরন্তু প্রীতিপ্রদ। নিজ নিজ-কর্ম্মফলে সংসারাবদ্ধ জীব ভগবান্‌কে বাঁধিবার জন্য কিছুই করে নাই। ভগবান্‌কে বাঁধিবার একমাত্র উপায় প্রেম; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ কেবল প্রেমেরই বশীভূত; অন্য কিছুতেই সেই স্বতন্ত্র ভগবান্‌কে বান্ধা যায় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ (সম্যক্ বন্ধন) স্থাপন করিতে হইলে জীবের পক্ষে প্রেমই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু; এজন্যই প্রেমকে প্রয়োজন-তত্ত্ব বলা হইয়াছে।

চতুঃশ্লোকীর ভূমিকা-স্থানীয় "জ্ঞানং পরম গুহ্যং" ইত্যাদি শ্লোকের স্থূলমর্ম্মই এই দুই পয়ারে বিবৃত হইল। নিম্নে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকস্থ "বিজ্ঞান-সমন্বিতং মে জ্ঞানং" অংশে "সম্বন্ধ-তত্ত্ব"—মে (আমার) শব্দদ্বারা "আমি", এবং "বিজ্ঞান-সমন্বিতং জ্ঞানং"-দ্বারা "আমার জ্ঞান ও বিজ্ঞান"—সম্বন্ধ-তত্ত্বরূপে সূচিত হইয়াছে। আর "তদঙ্গঞ্চ" শব্দে সাধন-ভক্তিরূপ অভিধেয়-তত্ত্ব এবং "সরহস্যং" শব্দে প্রেমরূপ প্রয়োজন-তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—এই তিনটী তত্ত্ব আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর (শুন এবং অনুভব কর)।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৮। এই তিন তত্ত্ব—সম্বন্ধ-তত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব।

যৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি ॥ ৮৯

আমার কৃপায় স্ফুরুক এ সব তোমারে।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাঁহারে ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আমি কহিল তোমারে—জ্ঞানং পরমগুহ্যং ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে ঐ তিনটী তত্ত্বের কথা বলিলেন।

জীব তুমি—ব্রহ্মাকে শ্রীভগবান্ বলিলেন, "ব্রহ্মা, তুমি জীব; সুতরাং এই তিনটী তত্ত্ব তুমি বুঝিতে পারিবে না।" যেহেতু, ইহা পরম গুহ্য। এই তিনটী তত্ত্ব বুঝিবার নিমিত্ত যে জ্ঞানের দরকার, জীবের সেই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ নাই; তাই স্বয়ং-শ্রীভগবানের মুখে শুনিলেও জীব তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহা উপলব্ধি করার একমাত্র হেতু শ্রীভগবৎ-কৃপা। তাই শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"ব্রহ্মা, আমার কৃপায় এসব তত্ত্ব তোমার চিত্তে স্ফুরিত হউক।"

"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি"—শ্রীমদ্ভাগবতের এই (৪।২৪।২৯) বচনানুসারে বুঝা যায়, শতজন্ম পর্য্যন্ত সুষ্ঠুরূপে স্বধর্ম্মপালন করিয়া যে জীব সিদ্ধ হয়েন, তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। এইরূপ জীবে শ্রীভগবান্ তাঁহার সৃষ্টি-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহা-দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য করাইয়া থাকেন। এইরূপ ব্রহ্মা জীব-কোটি। তাই বলা হইয়াছে "জীব তুমি"। ব্রহ্মাও জীবই। যে কল্পে এরূপ জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে ভগবান্ নিজেই ব্রহ্মারূপে প্রকটিত হইয়া সৃষ্টি করেন—তখন তিনি ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা। ২।১৮।৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

কোন কোন গ্রন্থে "এই তিন তত্ত্ব" স্থলে "এই তিন অর্থ" এবং "নারিবে জানিবারে" স্থলে "নারিবে বুঝিতে" পাঠ আছে।

৮৯-৯০। "যৈছে আমার স্বরূপ" ইত্যাদি দুই পয়ারে নিম্নোদ্ধৃত "যাবানহং" ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্ম বলিতেছেন।

যৈছে আমার স্বরূপ—আমার (ভগবানের) স্বরূপ যেরূপ; ইহা "যাবানহং" অংশের অর্থ। স্বরূপতঃ যৎপরিমাণকোঽহং—ক্রমসন্দর্ভঃ। স্বরূপতঃ আমার (ভগবানের) পরিমাণ কিরূপ—আমি যে বিভু, সচ্চিদানন্দ, সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ এবং পরমসুন্দর (সত্যং শিবং সুন্দরম্) ইত্যাদি। **যৈছে আমার স্থিতি**—ইহা শ্লোকস্থ "যথাভাবঃ"-অংশের অর্থ। যথাভাবঃ সত্তা যস্যেতি যল্লক্ষণোঽহমিতি অর্থঃ যানি স্বরূপান্তরঙ্গাণি রূপাণি শ্যামচতুর্ভুজত্বাদীনি—ক্রমসন্দর্ভঃ। শ্রীভগবান্ কিরূপে অবস্থান করেন? দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দররূপে তিনি ব্রজে অবস্থান করেন; সে স্থলে তিনি স্বয়ংভগবান্রূপে, মাধুর্য্যই যে ভগবত্তার সার, তাহা দেখাইতেছেন—তাঁহার এই ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপ—মদনমোহন, আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর শৃঙ্গার-রসরাজমূর্ত্তিধর; এই স্বরূপে ঐশ্বর্য্য—মাধুর্য্যের অধীন। দ্বারকায় কখনও দ্বিভুজরূপে, কখনও চতুর্ভুজরূপে বিরাজ করেন—এই স্বরূপে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য প্রায় সমভাবেই প্রধান। চতুর্ভুজরূপে তিনি পরব্যোমে বিরাজ করেন—এই স্বরূপে ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য। এই প্রকারে তিনি নানাধামে নানাস্বরূপে বিরাজ করেন। সর্ব্বত্রই ধামোপযোগী লীলপরিকরাদি আছেন। **যৈছে আমার গুণ কর্ম্ম**—শ্লোকের "যদ্রূপ-গুণকর্ম্মকঃ" অংশের অর্থ। গুণাঃ ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ কর্ম্মাণি তত্তল্লীলাঃ—ক্রমসন্দর্ভঃ। তাঁহার ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ এবং ভিন্ন ভিন্ন ধামে সেই সেই ধামোপযোগী লীলা। ব্রজে তাঁহার নরলীলা, অন্যান্য ধামে ঈশ্বর-লীলা। **ষড়ৈশ্বর্য্য-শক্তি**—ইহাও গুণ-কর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত। **আমার কৃপায়** ইত্যাদি—শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—আমার কৃপায় আমার স্বরূপ-গুণ-কর্ম্মাদির জ্ঞান তোমার চিত্তে স্ফুরিত হউক। ইহা শ্লোকের "অস্তু তে মদনুগ্রহাৎ"-অংশের অর্থ।'

চতুঃশ্লোকীর ভূমিকারূপে এই সব কথা (দুই শ্লোকে) বলিয়া তারপর চতুঃশ্লোকীতে তত্ত্বগুলির স্বরূপ ব্যক্ত করিলেন।

তথাহি (ভা ২।৯।৩২)

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ১৯

স্মৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে।
প্রপঞ্চপ্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে॥ ৯১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৮৯-পয়ারে এই শ্লোকের কথাই বলা হইয়াছে; ৯০-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণও এই শ্লোকের শেষ পাদে দেওয়া হইয়াছে।

৯১। "স্মৃষ্টির পূর্ব্বে" হইতে "আমাতেই লয়ে" পর্য্যন্ত তিন পয়ারে চতুঃশ্লোকীর প্রথম "অহমেব" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিয়া সম্বন্ধ-তত্ত্ব বলিতেছেন।

স্মৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে—ইহা নিম্ন শ্লোকের প্রথম দুই চরণের অর্থ। প্রাকৃত-প্রপঞ্চ সৃষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেও আমি ছিলাম; তখন এই স্থূল জগৎ (সৎ), কি সূক্ষ্ম জগৎ (অর্থাৎ—ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোমাদির সূক্ষ্ম অবস্থা), কিম্বা এই স্থূল ও সূক্ষ্মের কারণভূত প্রকৃতি (পরং) এ সব কিছুই ছিল না। প্রকৃতি তখন অন্তর্ম্মুখতাবশতঃ আমাতেই লীন ছিল এবং স্থূল-সূক্ষ্ম-জগৎ-প্রপঞ্চও প্রকৃতির সঙ্গে আমাতেই লীন ছিল। "ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ। শ্রীভা. ৩৫।২১৩॥" ব্রহ্মরুদ্রাদি কেহই তখন ছিলেন না। "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ, একো নারায়ণো আসীন্ন ব্রহ্মানেশানঃ। মহোপনিষৎ। ১।"

কিন্তু স্মৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান্ কিরূপ অবস্থায় ছিলেন? শ্লোকস্থ "অহং"-শব্দদ্বারাই তাহা ব্যক্ত হইতেছে; ভগবান্ বলিলেন—"এই আমি ছিলাম, যে আমি তোমাকে (ব্রহ্মাকে) উপদেশ দিতেছি, সেই মূর্ত্ত আমিই ছিলাম।" ইহাদ্বারা, স্মৃষ্টির পূর্ব্বেও যে তিনি সাকার-সবিশেষরূপে ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। নিরাকার-নির্ব্বিশেষরূপে কথা বলিতে বা তত্ত্বোপদেশ দিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ শ্লোকে "যদ্রূপ-গুণকর্ম্মকঃ" শব্দে তাঁহার রূপ, গুণ ও লীলাদির কথা আছে; নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের রূপ, গুণ বা লীলা থাকিতে পারে না।

তবে যে কোন কোন শাস্ত্রে শুনা যায়, স্মৃষ্টির পূর্ব্বে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই ছিলেন। ইহা কেবল প্রপঞ্চ জগৎকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। জগৎ-প্রপঞ্চও ব্রহ্মই—শ্রীভগবান্ই; শ্রীভগবান্ই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। মহাপ্রলয়ে প্রপঞ্চে কোনও বিশেষ ছিল না—তখন, এই প্রপঞ্চ নির্ব্বিশেষই ছিল: সুতরাং ব্রহ্মের যে অংশ জগৎরূপে পরিণত হইয়াছিলেন, সেই অংশ তখন নির্ব্বিশেষই ছিলেন; তাই ঐ অংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলা হইয়াছে—মহাপ্রলয়ের পরবর্ত্তী-স্মৃষ্টির পূর্ব্বেই প্রপঞ্চরূপ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ছিলেন।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, স্মৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, তিনি সবিশেষ ছিলেন।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"—এই ব্রহ্মসংহিতার প্রমাণও বলিতেছেন—সকল কারণের কারণ, সুতরাং স্মৃষ্ট্যাদির কারণ যিনি, সকলের আদি যিনি, যাঁহার আদিতে কেহ নাই, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ—মূর্ত্ত বিগ্রহ।

কেহ কেহ বলেন, "অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব যিনি, পূর্ণতম স্বরূপ যিনি, তিনি নির্ব্বিশেষ—নিরাকার, নির্গুণ, নিঃশক্তিক। সাধারণ লোক এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপের ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই নিম্ন অধিকারী সাধকের মঙ্গলের নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে; 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনম্।' সাধক যখন সাধনে উন্নতি লাভ করিবেন, তখনই তিনি বুঝিতে পারিবেন, পূর্ণতম ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিশেষ,—তখনই তিনি সাকার উপাসনা ছাড়িয়া দিবেন।"

উক্ত যুক্তির তাৎপর্য্য কি? তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যাউক যে, সাধকের হিতের নিমিত্তই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। এখন এই উক্তির একটু আলোচনা করা যাউক। কল্পনাশব্দের একটী অর্থ—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আকাশ-কুসুমবৎ অস্তিত্ব-হীন বস্তুর অস্তিত্ব মনে করা। এই অর্থে যদি ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে বলা হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের কোনও রূপই নাই—যেমন আকাশ-কুসুমের কোনও অস্তিত্ব নাই, তথাপি কল্পনাকুশল ব্যক্তি যেমন আকাশকুসুমের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ সাধকের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে—এইরূপই যদি মনে করা হয়, তাহা হইলে সাকার-সাধকের উপাস্য হইয়া পড়েন—একটী অলীকবস্তু, শশ-শৃঙ্গ বা শৃঙ্গবিশিষ্ট চতুষ্পদ মনুষ্যের ন্যায় অলীক বস্তু। যাহার কোনও অস্তিত্বই নাই, তাহার উপাসনা কিরূপে হইতে পারে? আর তাহার উপাসনায় উপাসকের কি-ইবা উপকার হইতে পারে, বুঝিতে পারি না। এই রূপের উপাসক যদি কেহ থাকেন, তবে তাহাকে শুদ্ধ-পৌত্তলিকব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

কল্পনা-শব্দের আর একটি অর্থ হইতে পারে—রচনা বা নির্ম্মাণ। এইরূপ অর্থ হইলে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের রূপ বা আকৃতি (আকৃতিঃ কথিতা রূপে) রচনার কর্ত্তা কে? নিশ্চয়ই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন; কারণ, তাঁহার ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ থাকিতে পারে না, যেহেতু তিনি নির্গুণ; সুতরাং সাধকের দুঃখে করুণা-বশতঃ সাধকের হিতের নিমিত্ত স্বীয় নিরাকার-স্বরূপকে সাকার-বিগ্রহরূপে প্রকটিত করার চেষ্টাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। আবার, সাকাররূপে প্রকটিত করার শক্তিও তাঁহার নাই; যেহেতু তিনি নিঃশক্তিক। তাহা হইলে ব্রহ্ম স্বয়ং স্বীয় রূপ কল্পনার কর্ত্তা হইতে পারেন না। তবে মানুষ সাধকই কি ব্রহ্মের রূপ-রচনার কর্ত্তা? মানুষই যদি ব্রহ্মের রূপ-রচনার কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে ঐ রূপটীও পূর্ব্বোল্লিখিত আকাশকুসুমবৎ অস্তিত্বহীন অলীক বস্তুই হইয়া পড়িবে।

এজন্যই বলা যায়, সাধকের হিতের নিমিত্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের রূপকল্পনার উক্তি বিচার-সহ নহে। তবে ব্রহ্মকে নিরাকার মনে করিয়াও যদি তাঁহাকে সগুন, এবং সশক্তিক মনে করা যায়, তাহা হইলে সাধকের হিতের নিমিত্ত সগুণ এবং সশক্তিক ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে সাকার-বিগ্রহরূপে প্রকটিত করিতে পারেন—ইহা অসম্ভব নহে। মহাত্মা যিশু-প্রবর্ত্তিত খৃষ্টান-ধর্ম্মের, হজরত-মহম্মদ-প্রবর্ত্তিত মুসলমান ধর্ম্মের এবং এতদ্দেশীয় মহাত্মা রাজা-রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত যাঁহারা, তাঁহারা পরতত্ত্বকে নিরাকার বলিলেও সগুণ এবং সশক্তিক মনে করেন।

যাহা হউক, এই নিরাকার, অথচ সগুণ ও সশক্তিক ব্রহ্মও যদি সাধকের হিতের নিমিত্ত স্বীয় একটি সাকার স্বরূপ প্রকটিত করেন, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, ইহা কখন করেন?

জীব-জগতের প্রত্যেক পর্য্যায়ের মধ্যে না হইলেও অন্ততঃ কোনও কোনও পর্য্যায়ে যে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমষ্টিগতভাবেও শক্তির অভিব্যক্তি এবং তদনুরূপ আকারাদির বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তিও হইতে পারে, ইহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু একজাতীয় জীবের অভিব্যক্তিই যে উচ্চতর জাতীয় জীব—ইহা স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অনাদিকাল হইতেই ব্রহ্মাণ্ডে সকল জাতীয় জীবের অস্তিত্ব আছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস—অবশ্য দেশকালভেদে তাহাদের অবস্থা হয়ত একরূপ ছিল না, ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে অনাদিকাল হইতেই ব্রহ্মের সাধক যে কেহ না কেহ ছিলেন, ইহাও অস্বীকার করিবার কোনও হেতু নাই। অনাদিকাল হইতেই যদি সাধক থাকেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, অনাদিকাল হইতেই সাধকের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্ম স্বীয় একটি সাকার-বিগ্রহ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা হইলে ব্রহ্মের এই সাকার বিগ্রহটিও নিত্য এবং অনাদি—ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন, উক্ত সাকার বিগ্রহটী নিত্য না হইলেও তো চলিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন সাধকের প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহের উদ্ভব হইতে পারে, আবার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গেলে তাহা আবার নিরাকারে বিলীন হইয়া যাইতে পারে। ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যায় যে, উৎপত্তি-বিনাশ কেবল প্রাকৃত বস্তুতেই সম্ভবে; অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর—সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উৎপত্তি-বিনাশ সম্ভব নহে। কোনও শাস্ত্রেও ইহার প্রমাণ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পাওয়া যায় না। বরং শাস্ত্রে দেখা যায় যে, তিনি বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয় হইলেও, জন্ম-পরিণামাদিরূপ অনিত্যত্বাদি-দোষের আশ্রয় নহেন। "তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কদাচন। গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ ॥" —লঘুভাগবতামৃতের এই শ্লোকের টীকায়, "দোষাঃ" শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে "জন্ম-পরিণামাদয়ঃ।"

এখন, এই সাকার স্বরূপটী নিত্য হইলে, এই স্বরূপে এবং নিরাকার-স্বরূপে কোনও ইতর-বিশেষ আছে কিনা? থাকিলে কোন্ স্বরূপটী পূর্ণতম?

স্বরূপ-লক্ষণে বা উপাদান-হিসাবে উভয় স্বরূপই তুল্য—কারণ, উভয়-স্বরূপই সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। কিন্তু শক্তি-বিকাশের তারতম্যে পার্থক্য আছে। যে শক্তির ক্রিয়ায় নির্বিশেষ-নিরাকার-স্বরূপ সাকারে পরিণত হয়, নিরাকার স্বরূপে নিশ্চয়ই সেই শক্তিটীর ক্রিয়া নাই—সুতরাং শক্তির ক্রিয়ার হিসাবে নিরাকার-স্বরূপ সাকার-স্বরূপ অপেক্ষা অপূর্ণ। আবার শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম "সত্যং শিবং সুন্দরম্।" নির্গুণ, নিঃশক্তিক, নিরাকার স্বরূপে শিবত্ব (মঙ্গলময়ত্ব) থাকিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তিনি নির্গুণ; তাহাতে সুন্দরত্বও কিরূপে থাকিতে পারে বুঝা যায় না—কারণ, তিনি নির্গুণ ও নিঃশক্তিক—গুণ ও শক্তির বিকাশেই সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি। নিরাকার অথচ সগুণ ও সশক্তিক স্বরূপে শিবত্ব থাকিতে পারে, গুণ ও শক্তির সুন্দরত্বও থাকিতে পারে, কিন্তু রূপের সৌন্দর্য্য থাকা সম্ভব নহে; কারণ, তিনি রূপহীন। কিন্তু সাকার, সগুণ ও সশক্তিক স্বরূপে শিবত্ব থাকিতে পারে—গুণ, শক্তি এবং রূপের সুন্দরত্বও থাকিতে পারে। গুণ ও শক্তির বিকাশের তারতম্যানুসারে সাকার-বিগ্রহও অনেক হইতে পারেন এবং শাস্ত্র বিশ্বাস করিতে গেলে, অনেক সাকার স্বরূপও আছেন। এই সাকার স্বরূপ-সমূহের মধ্যে যে স্বরূপে সমস্ত গুণ ও সমস্ত শক্তির পূর্ণতম অভিব্যক্তি, সেই স্বরূপটীই রূপে, গুণে এবং শক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা শিব, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ব্রহ্ম যে "রসো বৈ সঃ"—রস-স্বরূপ, সেই রস-স্বরূপত্বের পূর্ণতম-অভিব্যক্তিও এই স্বরূপেই। সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে এই স্বরূপটী সকলের চিত্তকেই আকর্ষণ করিতে সমর্থ—এমন কি, নিজের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে এই স্বরূপটী নিজেই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন—বিস্মিত হইয়া পড়েন—"বিস্মাপনং স্বস্য চ; শ্রীভা. ৩।২।১২ ॥" তাই শাস্ত্রে এই স্বরূপটীকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। উপাদান-হিসাবে এই স্বরূপটীর সঙ্গে নিরাকার-স্বরূপের কোনও পার্থক্য না থাকিলেও, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির অভিব্যক্তি-হিসাবে এই স্বরূপটীই পূর্ণতম—তাই এই স্বরূপটীই শাস্ত্রে পূর্ণতম ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন—"কৃষির্ভূ-বাচকো শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি-বাচকঃ। তয়োরৈক্যং **পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ** ইত্যভিধীয়তে।"

প্রশ্ন হইতে পারে, সাকার-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে পরব্রহ্ম হইতে পারেন? যেহেতু পরব্রহ্ম বিভু-বস্তু; সাকার বস্তু বিভু হইতে পারে না। ইহার উত্তর এই—সাকার বস্তু যে বিভু হইতে পারে না, প্রাকৃত জগতেই ইহা সত্য। যাহা দেশ-দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাহাই বিভু হইতে পারে না। প্রাকৃত বস্তু দেশকালের অধীন; কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়-বস্তু, সচ্চিদানন্দ-বস্তু দেশ-কাল-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে; সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বস্তু সাকারই হউন বা নিরাকারই হউন, বিভু হইতে পারেন। নিরাকার হইলেই যে বিভু হইবে, এমনও নহে; বায়ু নিরাকার, কিন্তু বিভু নহে; পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বের বায়ুমণ্ডলের গভীরতা ১৫০ কি ১৬০ মাইলের বেশী নহে। বিভুত্ব ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্ম্ম; দাহকত্ব যেমন অগ্নির স্বরূপগত ধর্ম্ম, আগুন শিখা-অবস্থায়ই থাকুক, কি জলদঙ্গার অবস্থাতেই থাকুক, সকল সময়েই যেমন তাহার দাহকত্ব থাকে, বিভুত্বও তেমনি ব্রহ্মের স্বরূপ-গত ধর্ম্ম; নিরাকার-অবস্থায়ই থাকুন বা সাকার-অবস্থায়ই থাকুন, সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মে তাঁহার স্বরূপ-গত ধর্ম্ম বিভুত্ব থাকিবেই। তাই ব্রহ্মের সাকার-স্বরূপও বিভু—সর্ব্বব্যাপক। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতে একই স্বরূপে, একই সময়ে ব্রহ্ম অণু হইতেও ছোট এবং বৃহৎ হইতেও বৃহৎ হইতে পারেন; তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" তিনি সমস্ত বিরুদ্ধ-ধর্ম্মেরই আশ্রয়। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি—এই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নরাকৃতি দেহেই তিনি সমস্ত প্রাকৃত জগৎ ব্যাপিয়া থাকিতে পারেন। ২।২১।৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি প্রবেশিয়ে। প্রপঞ্চ যে কিছু দেখ, সেহ আমি হইয়ে ॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাহাহউক, এই সাকার অথচ বিভুস্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সন্ধিনী-শক্তির-সারভূত-শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থান করেন বলিয়া এবং শুদ্ধসত্ত্বের অপর একটী নাম বসুদেব বলিয়া (সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতম্) তাঁহাকে বাসুদেবও বলা হয়। শ্রুতি বলিতেছেন—সৃষ্টির পূর্ব্বে—যে সময়ে ব্রহ্মা ছিলেন না, রুদ্র ছিলেন না, সেই সময়ে—একমাত্র এই বাসুদেবই ছিলেন—বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ। চতুঃশ্লোকীর "অহমেবাসমেবাগ্রে" ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথাই বলা হইয়াছে। তিনি কিরূপ অবস্থায় ছিলেন? তখন কি তাঁহার কোনও শক্তির ক্রিয়া ছিল? একথার উত্তরও শাস্ত্র দিতেছেন—ভগবানেক আসেদমগ্র—তখন তিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্-রূপে ছিলেন। একথাই শ্রীচরিতামৃতের পয়ার বলিতেছেন—"সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে।" ভগ অর্থাৎ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য যাঁহার আছে, তিনিই ভগবান্—তিনিই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন।

কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহার কিসে প্রয়োজিত হইত? শ্রুতিই ইহার উত্তর দিতেছেন। যেই বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিতেছেন—কৃষ্ণো বৈ পরম-দৈবতম্। গো. ত. ॥—কৃষ্ণ পরমদেবতা; দিব্ ধাতু হইতে দেবতা; দিব্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া। তাহা হইলে বুঝা গেল—কৃষ্ণ পরমক্রীড়াশীল, লীলাপুরুষোত্তম। কিন্তু ক্রীড়া বা লীলা তো একাকী করা যায় না—লীলার জন্য লীলাপরিকরদের দরকার। তাহা হইলে, বুঝা গেল, অনাদিকাল হইতেই তাঁহার লীলাপরিকর আছেন, লীলার ধামও আছে; যেহেতু অনাদিকাল হইতেই—কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণের লীলা-পরিকর ছিলেন, ধাম ছিল। এ-সমস্ত সৃজ্য বস্তু নহে বলিয়া চিন্ময় সচ্চিদানন্দবস্তু বলিয়া মহাপ্রলয়েও ইহাদের ধ্বংস হয় না।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবানের ধাম এবং পরিকরাদিই থাকিবে, তাহা হইলে বলা হইল কেন—"অহমেবাসমেবাগ্রে"—সৃষ্টির পূর্ব্বে "আমিই" ছিলাম? উত্তরে বলা যায় যে, "অহম্ (আমি) শব্দের মধ্যেই লীলা-পরিকর ও ধাম—উভয়ের অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। "আমি" কে? না—সেই কৃষ্ণো বৈ পরম-দৈবতম্,—সেই লীলাপুরুষোত্তম-শ্রীকৃষ্ণ; দৈবতম্-শব্দেই ধাম ও লীলাপরিকরদের সূচনা করিতেছে। কোনও স্থানে রাজা আসিয়াছেন বলিলেই বুঝা যায় যে, রাজা একা আসেন নাই; তাঁহার পরিকরাদিও আসিয়াছেন; কারণ, পরিকরাদি তাঁহার রাজ-স্বরূপত্বের অঙ্গ, অঙ্গীর উল্লেখ করিলেই অঙ্গের উল্লেখ করা যায়; অঙ্গের আর স্বতন্ত্র উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। তদ্রূপ "সৃষ্টির" পূর্ব্বে, লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন, একথা বলিলেও বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের লীলা পরিকরও ছিলেন; তাঁহার ধামও ছিল। এই লীলা-পরিকরদের সঙ্গে লীলা করিবার নিমিত্তই ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন। তাই বলা হইয়াছে, "সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ আমি হইয়ে।" এবং এই ষড়ৈশ্বর্য্যের বিকাশ-রূপ ভগবদ্ধাম-সমূহও তখন ছিল এবং এই সকল ভগবদ্ধাম-সমূহে বহুবিধ লীলাপরিকরও ছিলেন; এই সমস্ত পরিকরদের সঙ্গে লীলা করিতেন বলিয়াই লীলাপুরুষোত্তম-রূপে সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই তিনি খ্যাত। **প্রপঞ্চ**—মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডসমূহ। **প্রকৃতি**—জড়রূপা প্রকৃতি; শ্রীভগবান্ শক্তি-সঞ্চার করিয়া যদ্দ্বারা এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি করেন। **পুরুষ**—জীব। সাংখ্যে জীবকেই পুরুষ বলা হইয়াছে। **আগাতেই**—শ্রীভগবানে। **আমাতেই লয়ে**—সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতি ও পুরুষ, সকলেই শ্রীভগবানে লীন ছিল। সুতরাং তখন তাহাদের আর কোনও পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। "নান্যদ্‌যৎসদসৎ পরং" এই অংশের অর্থ এই পয়ারার্দ্ধ।

৯২। সৃষ্টি করি ইত্যাদি—সৃষ্টির পরে অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এবং প্রত্যেক জীবে আমি (শ্রীভগবান্) প্রবেশ করি। ইহা "পশ্চাদহং" অংশের অর্থ। ইহাতে নুঝা গেল, সৃষ্টবস্তুর ভিতরেও শ্রীভগবান্ আছেন।

প্রলয়ের অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥ ৯৩

তথাহি (ভা. ২।৯।৩২)—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ২০

'অহমেব অহমেব' শ্লোকে তিন বার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য-শ্রীবিগ্রহ-স্থিতির নির্দ্ধার ॥ ৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রপঞ্চ যে কিছু দেখ ইত্যাদি—ইহা "যদেতচ্চ" অংশের অর্থ। এই জগৎ-প্রপঞ্চে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহাও শ্রীভগবান্‌ই; যেহেতু তিনিই জগৎ-রূপে পরিণত হয়েন। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। জগতের ভিতরেও ভগবান্, বাহিরেও ভগবান্। সর্ব্বত্রই তিনি। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। স এবেদং সর্ব্বম্। ছান্দোগ্য ॥ ৭।২৫।১ ॥ ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ। ঈশোপনিষৎ ॥ ১ ॥

৯৩। **প্রলয়ের অবশিষ্ট** ইত্যাদি—এই পয়ার "যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্"—এই অংশের অর্থ। প্রলয়ে সৃষ্টি-ধ্বংসের পরেও, সৃষ্টির পূর্ব্বের ন্যায়ই আমি পূর্ণরূপে থাকি; প্রাকৃত জগৎ সমস্তই প্রকৃতির সঙ্গে আমাতে লীন হইয়া থাকে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বরের ঈক্ষণ-দ্বারা সঞ্চারিত শক্তির প্রভাবে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হয়। এই শক্তির ক্রিয়া-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে; প্রথমে মহত্তত্ত্ব, তারপর অহঙ্কারতত্ত্ব, ইত্যাদি ক্রমে পরিণতি লাভ করিতে করিতে এই স্থূল জগৎ-প্রপঞ্চের উদ্ভব হয়। মহাপ্রলয়ের প্রারম্ভে ইহার বিপরীত ক্রিয়া হইয়া থাকে। ঈশ্বর নিজের শক্তি সংহরণ করিতে থাকেন, তাহার ফলে স্থূল প্রপঞ্চ সূক্ষ্মে পরিণত হয়। এইরূপে সৃষ্টিকালে যেরূপ পরিণতি হইয়াছিল, ঠিক তাহার বিপরীত পরিণতির ফলে জগৎ-প্রপঞ্চ মহত্তত্ত্বে পরিণত হয়, এবং পরে মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে পরিণত হয়, এবং সমস্ত জীব-মণ্ডলী প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষে লীন হইয়া থাকে।

আমি পূর্ণ হইয়ে—ঐশ্বর্য্যে, মাধুর্য্যে, শক্তিতে, শক্তির ক্রিয়াতে, সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণতম-স্বরূপে থাকি। প্রলয়ের পরের অবস্থাই সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা। ঐ সময়ে লীলা-পরিকরদের সহিত সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ লইয়া শ্রীভগবান্ নিজ ধামে অবস্থান করেন।

সৃষ্টির পর মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি, তারপর আবার মহাপ্রলয়—এইভাবে অনাদিকাল হইতেই সৃষ্টি-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে।

মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিনাশ হয়; চিন্ময় ভগবদ্ধামের ও ভগবৎ-স্বরূপ বা ভগবৎ-পরিকরাদির সৃষ্টিও নাই, বিনাশও নাই—তাঁহারা নিত্য।

"অহমেবাসমেবাগ্রে" ইত্যাদি শ্লোক হইতে বুঝা গেল—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সমস্তই শ্রীভগবান্ হইতে হইয়া থাকে। বেদান্তের—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রও তাহাই বলে। আবার "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিও ঐ কথাই বলেন। সুতরাং বুঝা গেল, চতুঃশ্লোকীর এই প্রথম শ্লোকটী বেদান্ত-সূত্রের এবং উপনিষদুক্তিরই অর্থ-স্বরূপ। আবার এই "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে ইহাও বুঝা গেল যে, পর-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব, কারণ সমস্তের মূলই তিনি।

কোনও কোনও গ্রন্থে ৯১।৯২।৯৩ পয়ারের এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়:—"সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে। প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥ প্রপঞ্চ-প্রকৃতি-পুরুষ—আমা হৈতে হয়ে। প্রপঞ্চ যে কিছু দেখ—সব আমি হইয়ে ॥ প্রলয়ের অবশিষ্ট—আমি পূর্ণ হইয়ে। প্রপঞ্চ-প্রকৃতি পায় আমাতেই লয়ে ॥"

শ্লো। ২০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯১-৯৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৯৪। **অহমেব অহমেব** ইত্যাদি—"অহমেবাসমেবাগ্রে" ইত্যাদি শ্লোকে "অহম্"-শব্দটী তিন বার বলা হইয়াছে। তিন বার না বলিয়া একবার বলিলেও শ্লোকের অর্থ বুঝা যাইত; তথাপি তিন বার উল্লেখ করার

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, নিরাকার মানে।
তারে তিরস্করিবারে কৈল নির্দ্ধারণে ॥ ৯৫

এই সব শব্দে হয়—জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক।
মায়াকার্য্যে মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক ॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হেতু এই যে, বারবার তিনবার উল্লেখ করিয়া বিশেষরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন—যে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিত্য মূর্ত্ত শ্যাম-সুন্দর-বিগ্রহে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিতেছিলেন, সেই শ্রীবিগ্রহ-রূপেই তিনি অনাদিকাল হইতে—সৃষ্টির পূর্ব্বে হইতেও বর্ত্তমান আছেন। **পূর্ণৈশ্বর্য্য-শ্রীবিগ্রহ-স্থিতির নির্দ্ধার**—পূর্ণৈশ্বর্য্য সাকার-বিগ্রহেই যে তিনি অনাদিকাল হইতে নিত্য বর্ত্তমান, তাহা নির্দ্ধারণ করার নিমিত্ত।

৯৫। **শ্রীবিগ্রহ যে না মানে**—যাঁহারা পর-ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ (অর্থাৎ নিত্য সাকার স্বরূপ) স্বীকার করেন না।

নিরাকার মানে—যাঁহারা বলেন পরব্রহ্ম নিরাকার।

তারে ইত্যাদি—তাঁহাদিগের মতের ভ্রান্তি দেখাইবার নিমিত্ত তিনবার অহং-শব্দের উল্লেখ করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, পরব্রহ্ম সাকার, নিরাকার নহেন।

তিরস্করিবারে—তিরস্কার-(ভর্ৎসনা) করিবার নিমিত্ত; ভ্রম দেখাইবার নিমিত্ত।

৯৬। **এইসব শব্দে**—পূর্ব্বোক্ত "অহমেবাসমেবাগ্রে" এবং নিম্নোক্ত "ঋতেঽর্থং" ইত্যাদি শ্লোকের শব্দ-সমূহে। পূর্ব্ব-শ্লোকে অন্বয়ীমুখে এবং পরের শ্লোকে ব্যতিরেকী-মুখে ভগবৎ-স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেকের নিমিত্ত উভয় শ্লোকই গ্রহণীয়। কেহ কেহ বলেন, "এই সব শব্দ" এস্থলে কেবল "ঋতেঽর্থং" শ্লোকের শব্দ-সমূহকেই বুঝাইতেছে; কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন গ্রন্থে "এই শ্লোক কহে" এরূপ পাঠ আছে; এস্থলে, এই শ্লোকে যদি "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোককেই বুঝায়, তাহা হইলে "কহে" অর্থ—"অন্বয়ীমুখে কহে"; এবং যদি "ঋতেঽর্থং" শ্লোককেই বুঝায়, তাহা হইলে "কহে" অর্থ "ব্যতিরেকী-মুখে কহে" বুঝিতে হইবে। "এই সব শব্দে" পাঠই পরিষ্কার অর্থদ্যোতক। **জ্ঞান**—ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান। **বিজ্ঞান**—ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ-অনুভূতি। **বিবেক**—যথার্থ জ্ঞান। **জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক**—ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানের এবং ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ অনুভূতির যথার্থ জ্ঞান। **এইসব শব্দে** ইত্যাদি—কিরূপে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানের এবং ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ অনুভূতির (বিজ্ঞানের) যথার্থ জ্ঞান জন্মিতে পারে, তাহা "অহমেবাসমেবাগ্রে" এবং "ঋতেঽর্থং" শ্লোকে বলা হইয়াছে। মায়ার প্রভাবেই জীব নিজের স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছে এবং ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান হারাইয়াছে, ভগবদনুভূতি হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং মায়ার অতীত হইতে পারিলেই আবার তত্ত্ব-জ্ঞানাদির যথাযথ-জ্ঞানাদি তাহার চিত্তে স্ফুরিত হইতে পারে। এখন, এই মায়ার স্বরূপ কি, তাহাও এই "ঋতেঽর্থং" শ্লোকে বলা হইয়াছে।

মায়াকার্য্য—মায়া এবং কার্য্য। মায়া এবং মায়ার কার্য্যস্বরূপ জগৎ প্রপঞ্চ। ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির নামই মায়া। এই বহিরঙ্গা মায়াশক্তির ক্রিয়াতেই জগৎ-প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে।

একটী দৃষ্টান্তদ্বারা বহিরঙ্গা শক্তিটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। জেলখানার অধ্যক্ষ যিনি, তিনি জেলখানায় রাজার শক্তিই পরিচালিত করিতেছেন; সুতরাং তিনিও রাজার শক্তি। আর জেলখানায় তিনি রাজারই কাজ করিতেছেন বলিয়া, তিনিও রাজার অংশই; কিন্তু তিনি রাজার বহিরঙ্গা-শক্তি এবং বহিরঙ্গ অংশ; কারণ, তিনি সর্ব্বদাই রাজ-প্রাসাদের বাহিরেই থাকেন, রাজা হইতে দূরেই থাকেন, কোনও সময়েই রাজ-প্রাসাদের রাজার নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন না। মায়াও তদ্রূপ ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি এবং বহিরঙ্গ অংশ; মায়া কখনও শ্রীভগবানের সম্মুখবর্ত্তিনী হইতে পারেন না। আবার বহিরঙ্গ অংশ হইলেও রাজার অস্তিত্বের উপরই যেমন জেলাধ্যক্ষের অস্তিত্ব নির্ভর করে, তদ্রূপ ভগবানের অস্তিত্বের উপরেই মায়ার অস্তিত্ব নির্ভর করে। সুতরাং রাজা হইতেই যেমন

যৈছে সূর্য্যাভাসস্থানে ভাসয়ে আভাস। সূর্য্য বিনু স্বতন্ত্র তার না হয় প্রকাশ ॥ ৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জেলাধ্যক্ষ, তেমনি শ্রীভগবান্ হইতেই মায়া। তথাপি জেলাধ্যক্ষ যেমন রাজা নহেন, রাজা যেমন জেলাধ্যক্ষ হইতে পৃথক বস্তু, তদ্রূপ মায়াও ভগবান্ নহে, ভগবান মায়া হইতে পৃথক বস্তু।

মায়ার দুইটী বৃত্তি—জীবমায়া ও গুণমায়া। জীবমায়াংশে মায়া সৃষ্টির গৌণ নিমিত্তকারণ এবং গুণমায়াংশে সৃষ্টির গৌণ-উপাদানকারণ। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই গুণমায়া।

আমা হৈতে—ভগবান্ হইতে। মায়া ভগবানের শক্তি বলিয়া এবং ভগবান্ সর্ব্বকারণ-কারণ বলিয়া ভগবান্ হইতে মায়ার অভিব্যক্তি; অবশ্য ইহাও অনাদিকালেই হইয়াছে। আর ভগবানের শক্তিতেই প্রকৃতি হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে। সুতরাং মায়া এবং মায়ার কার্য্য-স্বরূপ জগৎ উভয়ই শ্রীভগবান হইতেই উৎপন্ন। "জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥"

আমি ব্যতিরেক—আমি (ভগবান্) ভিন্ন। মায়া এবং জগৎ শ্রীভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইলেও শ্রীভগবান্ মায়া এবং জগৎ হইতে স্বতন্ত্র-পৃথক বস্তু। মায়া বা প্রকৃতি জড়রূপা, জগৎও জড়-মিশ্রিত এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তিদ্বারা কবলিত। শ্রীভগবান্ কিন্তু জড়বিরোধী স্বপ্রকাশ চিন্ময় বস্তু এবং মায়ার অতীত, মায়ার অধীশ্বর। জগতের উৎপত্তি আছে, বিকার আছে, বিনাশ আছে; ভগবানের উৎপত্তিও নাই, বিকারও নাই, বিনাশও নাই—তিনি নিত্য। এ সমস্ত কারণেই শ্রীভগবান্ মায়া ও মায়ার কার্য্য জগৎ হইতে পৃথক বস্তু। এই পয়ারার্দ্ধে মায়ার স্বরূপ বলিতেছেন। এই পয়ার 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি' অংশের অর্থ।

৯৭। এই পয়ারে মায়া ও ভগবানের সম্বন্ধ, একটী দৃষ্টান্তদ্বারা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়াছেন।

যৈছে—যেমন, যেরূপ। **সূর্য্যাভাস**—সূর্য্যের আভাস (প্রতিচ্ছবি)। বাহির হইতে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া অন্ধকার গৃহমধ্যে দর্পণাদি কোনও স্বচ্ছ বস্তুতে পতিত হইলে, ঐ দর্পণাদিতে সূর্য্যের যে প্রতিচ্ছবি পড়ে, তাহাই সূর্য্যের আভাস। ইহা শ্লোকের "যথাভাস" অংশের "আভাস" শব্দের অর্থ। **সূর্য্যাভাসস্থানে**—যে স্থানে (দর্পণাদিতে) সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি (আভাস) উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে। **ভাসয়ে**—দীপ্তি পায়; দৃষ্ট হয়। **আভাস**—জ্যোতি; কিরণ। **সূর্য্যবিনু**—সূর্য্য না থাকিলে। **তার**—সূর্য্যাভাসের; সূর্য্যের প্রতিচ্ছবির। এই প্রতিচ্ছবি (বা আভাস) সূর্য্যের অস্তিত্বের উপরই নির্ভর করে। সূর্য্য না থাকিলে সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি উৎপন্ন হইতে পারে না। তদ্রূপ ভগবান্ না থাকিলেও মায়া থাকিতে পারে না।

সূর্য্যের প্রতিচ্ছবির দুইটী বিভাব বা অবস্থা আছে। চকিত দৃষ্টিতে প্রতিচ্ছবিটী উজ্জ্বল চাক্চিক্যময় দেখায়; এই অবস্থাটীকেই "ঋতেঽর্থং" শ্লোকের শেষ পদে "আভাস" বলা হইয়াছে। এই আভাসের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে, ক্রমে যেন উজ্জ্বলতা ও চাকচিক্য বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয়; আরও চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন ঐ প্রতিচ্ছবিটীতে নানা বর্ণ খেলা করিতেছে; আরও চাহিয়া থাকিতে থাকিতে প্রতিচ্ছবির কিরণ-চ্ছটায় দৃষ্টি-শক্তি যেন প্রতিহত হইয়া যায়, তখন মনে হয় যেন, ঐ সমস্ত বিবিধ বর্ণ একত্রিত হইয়া (বর্ণশাবল্য প্রাপ্ত হইয়া) অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে; তখন প্রতিচ্ছবিটী আর উজ্জ্বল দেখায় না—অন্ধকারময় দেখায়। প্রতিচ্ছবির এই অবস্থাটাকেই "ঋতেঽর্থং" শ্লোকের শেষ পাদে "তমঃ" বলা হইয়াছে। প্রতিচ্ছবির উজ্জ্বল চাকচিক্যময় "আভাস"-কে মায়ার জীবমায়াখ্য অংশের সঙ্গে এবং বর্ণ-শাবল্যজনিত অন্ধকারময় অবস্থাকে গুণমায়াখ্য অংশের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। তুলনা দুইটী অতি সুন্দর। জীব, ভগবানের কিরণ-কণ-স্থানীয় (সূর্য্যাংশু-কিরণ যৈছে;) আভাসও সূর্য্যের কিরণজাত। জীব, জড়-বিবর্জ্জিত শুদ্ধ-চিন্ময়স্বরূপ (অণুচৈতন্য); আর আভাসও তমোবিবর্জ্জিত উজ্জ্বল-চাক্চিক্যময়। আবার, প্রতিচ্ছবির বর্ণ-শাবল্যজনিত অন্ধকারময়-বিভাব—উজ্জ্বলতাহীন, চাক্চিক্যবর্জ্জিত; গুণমায়াও **স্বপ্রকাশ-**

মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব। এই সম্বন্ধতত্ত্ব কহিল, শুন আর সব ॥ ৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চিদংশবর্জ্জিত, শুদ্ধ-জড়; ইহাও সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের শাবল্যজনিত, এই তিন গুণের একত্রীকরণে সাম্যাবস্থা। প্রতিচ্ছবির প্রতি অপলক-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে যেমন তাহাতে বহুবিধ বর্ণ খেলা করিতেছে বলিয়া মনে হয়, মায়ার প্রতি অভিনিবেশযুক্ত হইলেও মায়িকবস্তুতে অনেক বিচিত্রতা আছে বলিয়া মনে হয়, সেই বিচিত্রতা বেশ উপভোগযোগ্যা বলিয়াও মনে হয়। অভিনিবেশময়ী দৃষ্টির ফলে যে সময়ে প্রতিচ্ছবিতে নানা বর্ণের বিবিধ খেলা পরিলক্ষিত হয়, সেই সময়ে যেমন তাহার আদি উজ্জ্বল চাকৃচিক্যময় শ্বেতবর্ণটী আর দৃষ্ট হয় না, মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশের ফলেও জীব ঐ মায়িকবস্তুতে উপভোগযোগ্য নানাবিধ বৈচিত্র্যই অনুভব এবং উপভোগ করিয়া থাকে, দেহাদির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে মত্ত থাকে, দেহাদির অন্তরালে তাহার শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপকে আর উপলব্ধি করিতে পারে না। আবার প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটায় দর্শকের দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত হইলেই যেমন বাস্তবিক-উজ্জ্বল চাকৃচিক্যময় আভাসকেই তেজোহীন অন্ধকারময় বলিয়া মনে হয়, তখন ঐ অন্ধকারময় বিভাবকেই দর্শক যেমন প্রতিচ্ছবি বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ মায়ার আবরিকা শক্তিতে জীবের দিব্যজ্ঞান আচ্ছন্ন হইলেই স্বপ্রকাশ-চিদংশশূন্য শুদ্ধজড় দেহকেই জীব তাহার স্বরূপ বলিয়া মনে করে; "অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়েখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ। নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে ॥" প্রতিচ্ছবির প্রতি গাঢ়তম অভিনিবেশময়ী দৃষ্টির ফলেই প্রতিচ্ছবির এই অন্ধকারময় বিভাবের অনুভব এবং তজ্জন্য প্রতিচ্ছবির আদি-সমুজ্জ্বল-চাকৃচিক্যময় শুদ্ধ শ্বেতবর্ণের উপলব্ধির অভাব। তদ্রূপ মায়িক বস্তুতে গাঢ়তম অভিনিবেশের ফলেই জীবের স্বরূপের বিস্মৃতি এবং দেহাদিতে আত্মাভিমান এবং সেই অভিমানে মায়িক জগতের অলীক-বৈচিত্রীর আস্বাদন-প্রয়াস।

দর্শক যতক্ষণ প্রতিচ্ছবির উদ্ভবস্থান অন্ধকারগৃহে আবদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণই সে—কখনও নানা বিচিত্র বর্ণের খেলা, কখনও বা অন্ধকারময় বিভাব দেখিতে পাইবে, কিন্তু উজ্জ্বল-চাকৃচিক্যময় আভাস দেখিতে পাইবে না (কারণ, তাহা প্রথম সময়ের চকিত-দৃষ্টিতেই লক্ষিত হইতে পারে, দৃষ্টির অভিনিবেশে তাহা অন্তর্হিত হয়), প্রতিচ্ছবির মূল হেতু বাহিরের সূর্য্যও দেখিতে পাইবে না। মায়ামুগ্ধ জীবের দশাও তদ্রূপ। জীব অনাদি কাল হইতেই মায়িক জগতে অভিনিবেশ-যুক্ত; অনাদিকাল হইতেই মায়িক বস্তুর বৈচিত্রী অনুভব করিয়া অসিতেছে, তাহা উপভোগ করিতেছেঁ। যতক্ষণ তাহার এই অবস্থা থাকিবে, যতক্ষণ মায়িক-সংসারে জীব আবদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ তাহার ভাগ্যে ঐ মায়ায় মূল-হেতু ভগবানের অনুভব ঘটিয়া উঠিবে না। প্রতিচ্ছবি-দর্শক ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেই যেমন বাহিরের সূর্য্য দেখিতে পায়, সূর্য্যের কিরণে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া আছে দেখিতে পায়—জীবও তেমনি যদি মায়ামুক্ত হইতে পারে, মায়ার গৃহ হইতে বাহির হইতে পারে, দেহাদিতে আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলেই ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, ভগবানের সাক্ষাৎ-অনুভব লাভ করিতে পারে। তবে যে প্রতিচ্ছবিদর্শক ঘরে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে যেমন অপরের সাহায্যব্যতীত—যিনি বাহিরে আসিয়া সূর্য্য দেখিয়াছেন, এমন একজন লোকের সাহায্যব্যতীত, বাহিরের সূর্য্যের সংবাদও পাইতে পারে না, বাহিরেও আসিতে পারে না, তদ্রূপ, যে জীব মায়িক সংসারে মুগ্ধ হইয়া আছে, সেও—যাঁহার ভগবদনুভূতি জন্মিয়াছে, এমন কোনও মহাপুরুষের কৃপাব্যতীত ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, মায়ার বন্ধন হইতেও মুক্ত হইতে পারে না। পরবর্ত্তী পয়ারে একথাই বলিতেছেন।

৯৮। **মায়াতীত হইলে** ইত্যাদি—মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিলেই ভগবানের অনুভব হইতে পারে, নচেৎ নহে। জীব নিজের শক্তিতে মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" যিনি শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হন, ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকেই মায়া হইতে উদ্ধার করেন—অপর কেহ মায়া অতিক্রম করিতে পারে না। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইলেও কোনও

তথাহি (ভা. ২।৯।৩৩)—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥ ২১

অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্ব-জন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মহাপুরুষের কৃপালাভ করিয়া শাস্ত্রবিহিত উপায়ে ভজন করিতে হইবে। ভজনব্যতীত মায়িক বস্তুতে আসক্তিরূপ অনর্থের নিবৃত্তি হইতে পারে না।

এই সম্বন্ধ-তত্ত্ব কহিল—চতুঃশ্লোকীর প্রথম দুই শ্লোকের অর্থ-স্বরূপ উল্লিখিত পয়ার সমূহে, সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিষয় বিবৃত হইল।

শুন আর সব—অন্যবিষয় (অভিধেয়-তত্ত্ব ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিষয়) এখন শুন। এই বলিয়া নিম্ন তিন পয়ারে, "এতাবদেব" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থরূপে অভিধেয়-তত্ত্বের কথা বলিতেছেন।

শ্লো। ২১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

অনুবাদের বিবৃতি :—

পরম পুরুষার্থভূত (অর্থাৎ সত্যবস্তু) আমা-ব্যতিরেকে যাহার প্রতীতি হয়, আমার প্রতীতি হইলে যাহার প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। এই মায়ার স্বরূপ—আভাস ও অন্ধকার তুল্য ; আভাস-স্থানীয়া মায়ার নাম জীবমায়া, এবং অন্ধকার-স্থানীয়া মায়ার নাম গুণমায়া। জ্যোতির্বিম্বের স্বীয় প্রকাশ হইতে ব্যবহিত প্রদেশে কথঞ্চিৎ উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবির নাম আভাস। উহা যেমন জ্যোতির্বিম্বের বাহিরেই প্রকাশ পায়, জ্যোতির্বিম্বব্যতীত উহার প্রতীতির অভাব হয়, তদ্রূপ জীবমায়া আমার বাহিরেই প্রকাশ পায়, এবং আমাব্যতীত উহার প্রতীতির অভাব হয়। এইরূপ অন্ধকার যেমন জ্যোতিঃ-প্রকাশের অন্যত্র প্রতীত হয় এবং জ্যোতির্বিশিষ্ট চক্ষু ব্যতিরেকে তাহার স্বতঃ প্রতীতি হয় না, তদ্রূপ গুণমায়া আমা হইতে অন্যত্র প্রতীত হয়, এবং মদাশ্রয়ব্যতীত তাহার স্বতঃ প্রতীতি হয় না। ২১

৯৭-৯৮ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৯৯। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে বলিতেছেন—"এখন অভিধেয়রূপ সাধন-ভক্তি-সম্বন্ধে বিচার শুন।"

অভিধেয় সাধন-ভক্তি—অভিধেয়স্বরূপ-সাধনভক্তি ; চতুঃষষ্টি-অঙ্গ সাধনভক্তিই জীবের অভিধেয়। এই সাধন-ভক্তিই কিরূপে জীবের অভিধেয় হইল, কর্ম্মযোগ-জ্ঞানাদিই বা কেন অভিধেয় হইতে পারে না, সেই সম্বন্ধে বিচার শুনিবার নিমিত্ত বলিলেন—"শুনহ বিচার।" সেই বিচারটী কি? কর্ম্ম-যোগাদি অভিধেয় না হইয়া ভক্তিই অভিধেয় হওয়ার হেতু-নির্দ্ধারণই বিচার। সেই হেতুটির কথাই পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলিতেছেন।

সর্ব্বজন ইত্যাদি—ইহাই সাধন-ভক্তির অভিধেয় হওয়ার সুবিচারিত হেতু। জন, দেশ, কাল ও দশা এই চারিটী শব্দের সঙ্গেই "সর্ব্ব" শব্দের অন্বয়। সর্ব্বজনে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদশাতেই সাধন-ভক্তির ব্যাপ্তি আছে, কর্ম্ম-যোগাদির সর্ব্বদেশ-কালাদিতে ব্যাপ্তি নাই ; এজন্যই সাধন-ভক্তিই জীবের অভিধেয়, কর্ম্মযোগাদি অভিধেয় নহে।

সর্ব্বজন—জন্ ধাতু হইতে জন-শব্দ নিষ্পন্ন ; জন্-ধাতুর অর্থ জননে। তাহা হইলে, যাহার জন্ম আছে, তাহাই জন ; জন-শব্দে জীবমাত্রকেই বুঝায়, কেবল মানুষ নয়—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, গুল্ম প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জীবই জনশব্দবাচ্য। এজন্যই বলা হইয়াছে—সর্ব্বজন। পশু হউক, পক্ষী হউক, তৃণ হউক, গুল্ম হউক, মানুষ হউক, মানুষের মধ্যে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, বৌদ্ধ হউক, খৃষ্টান হউক, হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ হউক কি চণ্ডাল হউক, বালক হউক যুবা হউক, কি বৃদ্ধ হউক, স্ত্রীলোক হউক, পুরুষ হউক কি ক্লীব হউক, যে কেহই

ধর্ম্মাদিবিষয়ে যৈছে এ-চারি বিচার। সাধনভক্তি এই-চারি-বিচারের পার ॥ ১০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হউক না কেন, জীব হইলেই তাহার উপর সাধন-ভক্তির ব্যাপ্তি আছে, অর্থাৎ সাধন-ভক্তিতে তাহার স্বরূপগত অধিকার আছে। যেহেতু জীবমাত্রই কৃষ্ণের নিত্যদাস। সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে পাত্রের অপেক্ষা নাই।

সর্ব্বদেশে—সকলস্থানে; তীর্থ-স্থান হউক কি অন্য কোনও স্থান হউক, নদীতীর হউক বা পর্ব্বতগুহা হউক, গৃহ হউক বা বন হউক, জল হউক বা স্থল হউক, পবিত্র স্থান হউক বা অপবিত্র স্থান হউক, শ্মশান হউক কি দেবালয় হউক, যে কোনও স্থানই হউক না কেন, সকল স্থানেই সাধন-ভক্তির ব্যাপ্তি আছে; অর্থাৎ সকল স্থানেই সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়। সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে স্থানের অপেক্ষা নাই।

সর্ব্বকালে—সকল সময়ে; কাল শুদ্ধ থাকুক কি অশুদ্ধ থাকুক, বৎসরের মধ্যে যে কোনও ঋতুতে বা যে কোনও মাসে, মাসের মধ্যে যে কোনও পক্ষে বা যে কোনও তিথিতে, বা যে কোনও দিনে, দিনের মধ্যে যে কোনও সময়ে—দিবাভাগেই হউক কি রাত্রিকালেই হউক, প্রাতঃকালেই হউক কি সন্ধ্যাকালেই হউক কি বা মধ্যাহ্নেই হউক, যে কোনও সময়েই—সাধন-ভক্তির ব্যাপ্তি আছে; অর্থাৎ যে কোনও সময়েই সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়; সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে সময়ের অপেক্ষা নাই।

সর্ব্বদশাতে—সকল অবস্থায়; বাল্যাবস্থায় হউক, যৌবনাবস্থায় হউক, কি বৃদ্ধাবস্থায় হউক, ধনী হউক কি দরিদ্র হউক, পণ্ডিত হউক কি মূর্খ হউক, রোগী হউক কি সুস্থ হউক, পতিত হউক কি অপতিত হউক, মূক হউক কি বধির হউক, অন্ধ হউক কি খঞ্জ হউক, পাপী হউক কি পুণ্যাত্মা হউক, দাসত্বই করুক বা প্রভুত্বই করুক, শুচি হউক কি অশুচি হউক—জীব যে কোনও অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সকল অবস্থাতেই সাধন-ভক্তির ব্যাপ্তি আছে, অর্থাৎ সকল অবস্থায় থাকিয়াই সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারে। সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে অবস্থার অপেক্ষা নাই।

১০০। ধর্ম্মাদি বিষয়ে—ধর্ম্ম অর্থ এস্থলে স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা কর্ম্মমার্গ। ধর্ম্মাদি অর্থ কর্ম্মমার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ ইত্যাদি সাধন-পন্থা। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে ধর্ম্মাদি অর্থ—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ; কিন্তু ইহা সঙ্গত মনে হয় না; কারণ, এস্থলে অভিধেয় (বা কর্ত্তব্য) অর্থাৎ সাধনের কথাই বলা হইতেছে; কর্ম্ম-যোগ জ্ঞানাদিই সাধন; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সাধন নহে, কাহারও কাহারও পক্ষে—সাধ্য মাত্র।

এ চারি বিচার—জন, দেশ, কাল ও দশা, এই চারি-বিষয়ের বিচার। কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিতে দেশ-কাল-পাত্র-দশাদির অপেক্ষা আছে; সকল জীব কর্ম্মযোগাদির অধিকারী নহে; যাহাদের অধিকার আছে, তাহারাও সকল সময়ে বা সকল স্থানে বা সকল অবস্থায় কর্ম্মযোগাদির অনুষ্ঠান করিতে পারে না—শাস্ত্রের নিষেধ আছে। যেমন, কর্ম্মমার্গ বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম—ইহা সকল জীব অনুষ্ঠান করিতে পারে না—কেবল মানুষই পারে; মানুষের মধ্যেও সকলে নয়, যাহারা বর্ণাশ্রমের গণ্ডীর মধ্যে আছে, সেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারিবর্ণই স্বধর্ম্মাচরণের অধিকারী; তাহাও সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সকল বর্ণের সমান অধিকার নাই; স্ত্রীলোকেরও সকল অধিকার নাই। ইহাতে দেখা যায়, স্বধর্ম্মাচরণে পাত্রের (জনের) অপেক্ষাও আছে। দেশের বা স্থানের অপেক্ষাও আছে—অপবিত্র স্থানে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। সময়ের অপেক্ষা আছে—সকল তিথিতে বর্ণাশ্রমোচিত বৈদিক-সন্ধ্যাদি অনুষ্ঠেয় নহে। দশার অপেক্ষা আছে—জনন-মরণাশৌচে, কি রুগ্নাবস্থায়, কি শরীরে ক্ষতাদি থাকিলে কর্ম্ম-মার্গের অনুষ্ঠান হইতে পারে না।

যোগমার্গে বা জ্ঞানমার্গেও কর্ম্মমার্গের ন্যায় দেশ-কাল-পাত্র-অবস্থার অপেক্ষা আছে। সকল জীব যোগমার্গ বা জ্ঞানমার্গের অধিকারী নহে। কোনও কোনও জীবের জন্য যোগমার্গ বা জ্ঞানমার্গ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। শাস্ত্র যাঁহাকে অধিকার দিয়াছেন, তিনি আবার সকল স্থানে, সকল অবস্থায় যোগ বা জ্ঞানমার্গের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না, শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

সর্ব্বদেশে কালে দশায় জনের কর্ত্তব্য—। গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য ॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাধন-ভক্তি এই চারি বিচারের পার—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিতে দেশকালাদি চারি বিষয়ের অপেক্ষা আছে, কিন্তু ভক্তি-মার্গে দেশ-কালাদির কোনও অপেক্ষাই নাই। যে কোনও জীব, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে যে কোনও অবস্থায় সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারে—এ বিষয়ে শাস্ত্রে কোনও নিষেধ নাই, বরং বিধি আছে। তাই সাধন-ভক্তি সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বকালিক এবং সর্ব্বাবস্থিক; এইজন্য সাধন-ভক্তিই জীবমাত্রের অভিধেয়, কর্ম্ম-যোগাদি নহে।

জীবমাত্রেই শ্রীভগবানের দাস। "দাসোভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।" সুতরাং জীবমাত্রেরই ভগবৎ-সেবার অধিকার আছে; কেবল অধিকার থাকা নহে—ভগবৎসেবা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য; যেহেতু, ইহা জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম। অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব যেমন জলের স্বরূপগত ধর্ম্ম, ভগবৎ-সেবাও তদ্রূপ জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম—ইহা ব্যতীত জীবের কৃষ্ণ-দাসত্বই সিদ্ধ হয় না—সুতরাং জীবের জীবত্বই সিদ্ধ হয় না। কর্ম্ম-বৈগুণ্যে মায়াবদ্ধ জীবের এই কৃষ্ণ-দাসত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে; প্রচ্ছন্ন থাকিলেও সকল জীবেরই কৃষ্ণদাসত্ব-বিকাশের সমান অধিকার থাকিবে—কারণ, স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাসরূপে সকলেই সমান। এই স্বরূপ-বিকাশের নিমিত্ত, জীবের কৃষ্ণ-দাসত্বের জ্ঞানস্ফুরণের নিমিত্ত, যাহা করা দরকার, তাহাতে জীবমাত্রের সমান অধিকার থাকিবে।

যে সাধনে জীবমাত্রেরই সমান অধিকার নাই, তাহা জীবের অভিধেয় হইতে পারে না; যে সাধন সার্ব্বজনীন, তাহাই জীবের অভিধেয়। আবার জীব যে কোনও সময়ে, যে কোনও স্থানে, যে কোনও অবস্থায় থাকিতে পারে—থাকিতে পারে কেন, আছেই। বিভিন্ন জীব বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন অবস্থায় আছে। জীবমাত্রেরই যখন ভগবদ্‌ভজন কর্ত্তব্য, তখন যে সাধন-পন্থায় দেশ-কাল এবং অবস্থার বিচার আছে, তাহা জীবের সার্ব্বজনীন ভজনপন্থা হইতে পারে না, সুতরাং তাহা জীবের সার্ব্বজনীন অভিধেয়ও হইতে পারে না। আবার—সময়ের যত রকম অবস্থা আছে—নানা মাস আছে, নানা ঋতু আছে, নানা তিথি আছে, শুদ্ধকাল অশুদ্ধকাল আছে, ইত্যাদি যত রকমের সময়ের অবস্থা আছে—তাহাদের প্রত্যেক অবস্থার ভিতর দিয়াই জীবকে যাইতে হয়; এমতাবস্থায় ভগবানের নিত্য দাস জীবের পক্ষে যখন ভগবদ্‌ভজনের নিত্যত্ব শাস্ত্রে বিহিত আছে, তখন সময়ের সকল অবস্থাতেই তাহার ভজন করা কর্ত্তব্য, তিথি-নক্ষত্রাদির অপেক্ষা রাখিলে তাহার চলিবে না। সুতরাং যে সাধন-পন্থায় সময়ের (তিথি-আদির) অপেক্ষা আছে, তাহাও জীবের সাধারণ সার্ব্বজনীন ভজন-পন্থা হইতে পারে না। সাধন-ভক্তিতে সময়ের অপেক্ষা নাই, সুতরাং সাধন-ভক্তিই জীবের সর্ব্ব-সাময়িক অভিধেয়।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, কর্ম্মযোগ-জ্ঞান-আদি সাধনমার্গে দেশ-কাল-পাত্র-দশার অপেক্ষা আছে বলিয়া কর্ম্ম-যোগাদি সর্ব্বজীবের সকল সময়ে সকল অবস্থায় অভিধেয় হইতে পারে না। বাস্তবিক যে সাধন সার্ব্বজনীন নহে, সার্ব্বভৌমিক নহে, সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় অনুষ্ঠেয় নহে, তাহা জীবমাত্রের অভিধেয়-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। ভক্তিমার্গের সাধন যে কোনও জীব, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে এবং যে কোনও অবস্থায় অনুষ্ঠান করিতে পারে। এজন্যই সাধন-ভক্তিই একমাত্র সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক অভিধেয়। সাধন-ভক্তির পক্ষে পাত্রাপাত্র-বিচার নাই, স্থানাস্থানের বিচার নাই, সময়-অসময়ের বিচার নাই, ভাল-মন্দ পবিত্র অপবিত্র অবস্থার বিচার নাই—এই গুণেই সাধন-ভক্তি একমাত্র অভিধেয়। ইহা "এতাবদেব" শ্লোকের "সর্ব্বত্র সর্ব্বদা" অংশের অর্থ।

১০১। সর্ব্বদেশে কালে ইত্যাদি—সকল স্থানে, সকল সময়ে, সকল অবস্থায়, সকল জীবের পক্ষেই সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; যেহেতু, ইহা জীবের স্বরূপগত-ধর্ম্ম-শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির একমাত্র সাধন।

কর্ত্তব্য—করা উচিত; সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বাবস্থায় সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান না করিলে যে জীবের প্রত্যবায় আছে, "কর্ত্তব্য" শব্দদ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে। বিধি—অর্থেই "কর্ত্তব্য" শব্দের প্রয়োগ হয়।

তথাহি (ভা. ২।৯।৩৫)—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ২২

আমাতে যে প্রীতি—সেই প্রেম 'প্রয়োজন'।
কার্য্যদ্বারে কহি তার 'স্বরূপলক্ষণ' ॥ ১০২
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতর-বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে-অন্তরে ॥ ১০৩

তথাহি (ভা. ২।৯।৩৪)—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥ ২৩

ভক্ত আমা প্রেমে বান্ধিয়াছে হৃদয়ভিতরে।
যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ দেখয়ে আমারে ॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রষ্টব্য—জিজ্ঞাসিতব্য। জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

শ্রোতব্য—শুনিতে হয়; শুনা উচিত।

গুরুপাশে ইত্যাদি—যেই সাধন-ভক্তি সর্ব্বদা জীবের কর্ত্তব্য, তাহার বিষয় শ্রীগুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করা এবং শ্রবণ করা উচিত। ইহা নিম্নোক্ত "এতাবদেব"-শ্লোকের প্রথম পংক্তির অর্থ। এই পর্য্যন্ত অভিধেয়-তত্ত্বের কথা বলিলেন।

শ্লো। ২২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯৯-১০১ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১০২। এক্ষণে প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা বলিতেছেন।

আমাতে যে প্রীতি—শ্রীভগবানে প্রীতির নামই প্রেম। যাহার প্রতি প্রীতি থাকে, সকলেই তাহার সুখের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকে; এই সুখের চেষ্টাদ্বারাই প্রীতি বা প্রেম বুঝা যায়। এজন্যই বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।" **প্রেম প্রয়োজন**—প্রেমই প্রয়োজন-তত্ত্ব। প্রয়োজন—দরকার; আবশ্যক। প্রেমই জীবের দরকার, আবশ্যক; এজন্য প্রেমকে প্রয়োজন-তত্ত্ব বলে। ২।২৫।৮৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **কার্য্যদ্বারে** ইত্যাদি—নিম্নপয়ার-সমূহে প্রেমের ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়া প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণ বলিতেছেন। **তার**—প্রেমের।

১০৩। প্রেমের স্বরূপ বলিতেছেন। **পঞ্চভূত**—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম। **ভূতের**—জীবের। **ভিতরে-বাহিরে**—জীবের দেহ পঞ্চভূতে গঠিত; দেহের মধ্যে যে বায়ু, জল-আদি আছে, তাহাও পঞ্চভূতে গঠিত। জীবের শরীরের বাহিরে চারিদিকে যে সমস্ত বস্তু দেখা যায়, তৎসমস্তও পঞ্চভূতে গঠিত। সুতরাং জীবের ভিতরে বাহিরেই পঞ্চভূত। **ভক্তগণে**—প্রেমিক ভক্তগণ-সম্বন্ধে। **স্ফুরি**—স্ফুরিত হই। **আমি**—ভগবান্। **বাহিরে অন্তরে**—প্রেমিক ভক্তের অন্তরে (চিত্তে) এবং বাহিরে (তাহার দেহের বহির্দ্দেশে)। ক্ষিত্যপ্‌তেজ—আদি পঞ্চভূত যেমন সমস্ত জীবেরই ভিতরে ও বাহিরে বিরাজিত, সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ও প্রেমবান্ ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে স্ফুরিত হয়েন। প্রেমিক ভক্ত বাহিরে যে দিকে চাহেন, সেই দিকেই কৃষ্ণ দেখিতে পায়েন, নয়ন মুদিলেও হৃদয়ে কৃষ্ণকে দেখিতে পায়েন। পর-পয়ারে ইহাই আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতেছেন।

শ্লো। ২৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১০৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১০৪। প্রেমিক-ভক্ত ভিতরে ও বাহিরে কিরূপে কৃষ্ণ দেখেন, তাহাই বলিতেছেন।

ভিতরে দেখার হেতু—ভক্ত প্রেমদ্বারা শ্রীভগবান্‌কে স্বীয়-হৃদয়ে বন্ধন করিয়াছেন। তাই ভক্ত নিজ হৃদয়ে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পান, অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু স্বতন্ত্র ভগবান্‌কে জীব কিরূপে বন্ধন করিতে সমর্থ হয়? ভগবান্ স্বতন্ত্র হইলেও তিনি ভক্তের অধীন—"অহং ভক্ত-পরাধীনঃ।" রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নির্ম্মল-প্রেমরস-আস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তের প্রেম-ডোরে নিজেই আবদ্ধ হন, ইহা তাঁহার স্বভাব। আর হ্লাদিনী-শক্তির বিলাস-বিশেষরূপে প্রেমও স্বতন্ত্র ভগবান্‌কে প্রীতি-ডোরে বন্ধন করিতে সমর্থ—ইহাও প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্ম। প্রেমের

তথাহি (ভা. ১১।২।৫৫)—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্‌ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবত-প্রধান উক্তঃ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

উক্তসমস্তলক্ষণসারমাহ বিসৃজতীতি। হরিরেব স্বয়ং সাক্ষাৎ যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি মুঞ্চতি। কথম্ভূতঃ? অবশেনাপ্যভিহিতমাত্রোঽপি অঘৌঘং নাশয়তি যঃ সঃ। তৎ কিং ন বিসৃজতি? যতঃ প্রণয়রশনয়া ধৃতং হৃদয়ে নিবদ্ধম্ অঙ্‌ঘ্রিপদ্মং যস্য স ভাগবতপ্রধান উক্তো ভবতি। স্বামী। ২৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ধর্ম্মই এইরূপ যে "আপনি নাচয়ে প্রেম, ভক্তেরে নাচায়। কৃষ্ণেরে নাচায়, তিনে নাচে এক ঠাঁয়॥ ৩।১৮।১৭॥" এই প্রেমের বশীভূত হওয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব বলিয়াই "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। ১।১।৩০॥" তাই তিনি বলিয়াছেন—"সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্—আমিই সাধুদিগের হৃদয়। শ্রীভা. ৯।৪।৬৮॥"

প্রেমের বন্ধন স্বীকার করায়, শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্রতার হানি হয় না; কারণ, প্রেম হ্লাদিনী-শক্তিরই বিলাস-বিশেষ; হ্লাদিনী-শক্তিও শ্রীকৃষ্ণের নিজেরই শক্তি; নিজের ইচ্ছায় নিজের শক্তির ক্রিয়ায় নিজে আবদ্ধ হইলে সতন্ত্রতার হানি হইতে পারে না।

যাঁহা নেত্র পড়ে ইত্যাদি—বাহিরে কিরূপে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন, তাহা বলিতেছেন। ভগবদ্‌গতচিত্ত ভক্ত যে দিকে নয়ন ফিরান, সেই দিকেই কৃষ্ণকেই দেখিতে পান, অন্য কিছু দেখিতে পান না। ভক্ত "স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥ ২।৮।২২৭॥"—স্থাবর-জঙ্গমাদি বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিলেও ভক্ত স্থাবর-জঙ্গমের রূপ দেখিতে পায়েন না—সর্ব্বত্রই নিজের ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণকেই দেখিতে পায়েন। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহা অসম্ভব নহে। ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুতে তত্তৎ-ইন্দ্রিয়ের বিনিয়োগই বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধির একমাত্র হেতু নহে—ঐ সঙ্গে মনঃসংযোগের প্রয়োজন। আমার চক্ষু থাকিতে পারে, সম্মুখস্থ গোলাপ-ফুলটীর প্রতি আমি দৃষ্টিও করিতে পারি, কিন্তু তথাপি হয়ত ফুলটী আমি দেখিব না, যদি তৎপ্রতি আমার মনোযোগ না থাকে। কৃষ্ণ-ভক্তের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণেই সর্ব্বতোভাবে নিবিষ্ট, ভক্তের মন কৃষ্ণব্যতীত অন্য কিছুই জানে না—মদন্যত্তে ন জানন্তি॥ শ্রীভা. ৯।৪।৬৮॥—তাই স্থাবর-জঙ্গমের প্রতি দৃষ্টি করিলেও দৃষ্টবস্তুর প্রতি মনোযোগ না থাকায় তাঁহারা স্থাবর-জঙ্গমের রূপ দেখিতে পায়েন না। প্রিয়বস্তুর প্রতি মনের সম্যক্ অভিনিবেশ থাকিলে, তাহার অসাক্ষাতেও, সময় সময় আমাদের চক্ষুর সাক্ষাতে যেন তাহার রূপের একটা ছায়া ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়া মনে হয়, তাহার কণ্ঠস্বর যেন কানে শুনা যায় বলিয়া মনে হয়; এসব গাঢ় চিন্তারই ফল। আমাদের চিন্তনীয় প্রিয়বস্তু যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হইত এবং আমাদিগকেও প্রীতি করার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইত, তাহা হইলে যখনই আমরা তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতাম তখনই স্ব-স্বরূপে আসিয়া আমাদের চক্ষুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইত; কিন্তু প্রাকৃত প্রিয়বস্তুতে ইহা অসম্ভব। ভক্তের প্রিয়তম বস্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, ভক্তবৎসল এবং সর্ব্বগ। তিনি যেমন ভক্তের হৃদয়, আবার ভক্তও তাঁহার হৃদয় (সাধবো হৃদয়ং মহ্যং শ্রীভা. ৯।৪।৬৮॥); ভক্ত যেমন তাঁহাকে-ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, তিনিও ভক্তব্যতীত আর কিছু জানেন না (নাহং তেভ্যো মনাগপি)—ভক্তকে সুখী করার জন্য এতই তাঁহার করুণা এবং আগ্রহ। তাই ভক্ত যখন একাগ্রচিত্তে তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন, তখনই তিনি তাঁহার সাক্ষাতে আত্মপ্রকট করিয়া থাকেন—তিনি তো সর্ব্বত্রই আছেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বগ; তাই যে দিকেই ভক্ত নয়ন ফিরায়, সেই দিকেই তিনি স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন—এজন্যই ভক্ত "স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

ইহাই প্রেমের কার্য ও লক্ষণ।

শ্লো। ২৪। অন্বয়। অবশাভিহিতঃ অপি (অবশে অভিহিত হইয়াও, যাহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও)

তথাহি (ভা. ১১।২।৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২৫

তথাহি (ভা. ১০।৩০।৪)—

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কিঞ্চ গায়ন্ত্য ইতি। বনাদ্বনান্তরং গচ্ছন্ত্যো বিচিক্যুরন্বগয়ন্। উন্মত্ততুল্যত্বমাহ। বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুঃ। ভূতেষন্তরং মধ্যে সন্তং পুরুষং বহিশ্চ সন্তমিতি। স্বামী। ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অঘৌঘনাশঃ (পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হয় যদ্দ্বারা তাদৃশ) সাক্ষাৎ (স্বয়ং) হরিঃ (হরি) প্রণয়রশনয়া (প্রেমরজ্জুদ্বারা) ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম (বদ্ধ-পাদপদ্ম হইয়া) যস্য (যাঁহার) হৃদয়ং (হৃদয়) ন বিসৃজতি (পরিত্যাগ করেন না) সঃ (তিনি) ভাগবত-প্রধানঃ (উত্তম ভাগবত) উক্তঃ (কথিত) ভবতি (হয়েন)।

অনুবাদ। যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও তৎক্ষণাৎ পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হয়, সেই হরি স্বয়ং প্রেমরজ্জুদ্বারা বদ্ধপাদ হইয়া, যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, তিনি উত্তম ভাগবত বলিয়া অভিহিত হয়েন। ২৪

অবশাভিহিতঃ—অবশে (যত্নব্যতীত) অভিহিত (আহূত বা উচ্চারিত); যত্নপূর্ব্বক উচ্চারণের কথা তো দূরে, যত্নব্যতীত—অবশে—এমন কি হেলায়-শ্রদ্ধায় যাঁহার নাম উচ্চারিত হইলেও যিনি **অঘৌঘনাশঃ**—অঘের (পাপের) ওঘ (সমূহ), তাহার নাশ হয় যাঁহা হইতে, তাদৃশ। অবশে যাঁহার নাম উচ্চারিত হইলেও সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হয়, এমন যে পরম-পাবন শ্রীহরি, তিনি যাঁহার হৃদয়ে **প্রণয়রশনয়া**—প্রণয় (প্রেম) রূপ যে রশনা (রজ্জু) তদ্দ্বারা, প্রেমরজ্জুদ্বারা **ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ**—ধৃত (বদ্ধ) অঙ্ঘ্রি (চরণ) রূপ পদ্ম যাঁহার, তাদৃশ—বদ্ধ-চরণ-কমল; যে ভক্ত প্রেমরজ্জুদ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়াছেন, প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীহরি সর্ব্বদা যাঁহার হৃদয়ে বাস করেন—সুতরাং যাঁহার হৃদয় তিনি কখনও **ন বিসৃজতি**—ত্যাগ করেন না, তিনিই **ভাগবতপ্রধানঃ**—ভাগবত (ভক্ত)-দিগের মধ্যে প্রধান (শ্রেষ্ঠ)। ২।১৭।১০৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

ভক্ত যে প্রেমরজ্জুদ্বারা ভগবান্‌কে স্বীয় হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা যায়। এইরূপে এই শ্লোক ১০৪ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৫২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১০৪-পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। সংহতাঃ (সমবেত হইয়া—গোপীগণ) উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃস্বরে) গায়ন্ত্যঃ (গান করিতে করিতে) বনাৎ বনং (বন হইতে বনান্তরে গমনপূর্ব্বক) অমুম্ এব (উঁহাকেই—ঐ শ্রীকৃষ্ণকেই) উন্মত্তকবৎ (উন্মত্তের মত হইয়া) বিচিক্যুঃ (অন্বেষণ করিতে লাগিলেন); আকাশবৎ (আকাশের ন্যায়) ভূতেষু (সর্ব্বভূতের) অন্তরং (অন্তরে) বহিঃ (এবং বাহিরে) [ব্যাপ্য সন্তং] (ব্যাপিয়া অবস্থিত) পুরুষং (শ্রীকৃষ্ণকে—শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা) বনস্পতীন্ (বৃক্ষ সকলকে—বৃক্ষ সকলের নিকটে) পপ্রচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন)।

অনুবাদ। শারদীয়-মহারাস-উপলক্ষ্যে গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলী ত্যাগ করিয়া গেলে তাঁহার বিরহ-বিহ্বলা গোপীগণ সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে (শ্রীকৃষ্ণের গুণ) গান করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে গমনপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকেই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং আকাশের ন্যায় চরাচর সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান সেই পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা বৃক্ষ সকলের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ২৬

অতএব ভাগবতে এই তিন কয়—।
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনময় ॥ ১০৫

তথাহি (ভা. ১।২।১১)—

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ২৭

তথাহি (ভা. ৩।৫।২৩)—

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তত্র স্থষ্টিলীলাং বর্ণয়িতুং ততঃ পূর্ব্বাবস্থামাহ। ইদং বিশ্বম্ অগ্রে স্থষ্টেঃ পূর্ব্বং পরমাত্মা ভগবান্ এক এবাস আসীৎ। আত্মনাং জীবানাম্ আত্মা স্বরূপম্। বিভুঃ স্বামী চ। নান্যদ্ দ্রষ্টৃদৃশ্যাত্মকম্ কিঞ্চিদাসীৎ। কারণাত্মনা সত্ত্বেঽপি পৃথক্ প্রতীত্যভাবাদিত্যাহ অনানামত্যুপলক্ষণঃ। নানা দ্রষ্টৃদৃশ্যাদিমতিভির্নোপলক্ষ্যতে ইতি তথা। যদ্বা অকারপ্রশ্লেষং বিনৈবায়মর্থঃ। যঃ স্থষ্টৌ নানামতিভিরুপলক্ষ্যতে স তদা এক এবাসীদিতি। কুতঃ? আত্মেচ্ছা যা মায়া তস্যা অনুগতৌ লয়ে সতি। যদ্বা আত্মন একাকিত্বেনাবস্থানেচ্ছায়ামনুবৃত্তায়াম্ ইত্যর্থঃ। স্বামী। ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। ১০৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১০৫। অতএব—শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভিত্তিস্বরূপ (বীজ-স্বরূপ) চতুঃশ্লোকীতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিষয় বর্ণিত আছে বলিয়া। **ভাগবতে এই তিন কয়**—চতুঃশ্লোকীর বিবৃতি-স্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ঐ তিনটী বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। **সম্বন্ধ, অভিধেয়** ইত্যাদি—তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনময়। ভাগবতের কোনও স্থানে সম্বন্ধ-তত্ত্ব, কোনও স্থানে প্রয়োজন-তত্ত্ব, কোনও স্থানে অভিধেয়-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। নিম্নে ভাগবত হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রমাণ করিতেছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন, কেবল চতুঃশ্লোকীতেই যে সম্বন্ধাদি তিনটী বিষয়ের আলোচনা আছে, তাহা নহে; শ্রীমদ্‌ভাগবতের সর্ব্বত্রই ঐ আলোচনা। তবে শ্রীমদ্‌ভাগবতে যে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাও দেখা যায়, তাহা কেবল ঐ তিনটী বিষয়কে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে—আনুষঙ্গিক বিষয়ের এবং দৃষ্টান্তাদির উল্লেখ এবং বর্ণনাও করা হইয়াছে।

শ্লো। ২৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

চতুঃশ্লোকীব্যতীত শ্রীমদ্‌ভাগবতের অন্যত্রও যে সম্বন্ধতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহাই দেখান হইল। এই শ্লোকে সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

শ্লো। ২৮। অন্বয়। অগ্রে (পূর্ব্বে—স্থষ্টির পূর্ব্বে) আত্মেচ্ছানুগতৌ (ভগবানের স্থষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতে লীন হইলে) ইদং (এই) [বিশ্বং] (বিশ্ব—পুরুষাদি পার্থিব পর্য্যন্ত) ভগবান্ (ভগবান্—ভগবানের সহিত) একঃ এব (একই—একীভূত হইয়া) আস (ছিল); [সঃ] (সেই ভগবান্) আত্মনাং (শুদ্ধজীবসমূহের) আত্মা (আত্মা-স্বরূপ) বিভুঃ (এবং প্রভু), নানামত্যুপলক্ষণঃ (বৈকুণ্ঠাদি নানা বৈভবে উপলক্ষিত) আত্মা (এবং ব্যাপক স্বয়ংসিদ্ধস্বরূপ)।

অনুবাদ। স্থষ্টির পূর্ব্বে স্থষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতে লীন হইলে সেই সময়ে পুরুষাদি-পার্থিব পর্য্যন্ত এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একীভূত ছিল; যেহেতু, তিনি শুদ্ধজীবেরও পর-স্বরূপ, ব্যাপক স্বয়ংসিদ্ধস্বরূপ। তখন বৈকুণ্ঠাদি নানাবৈভবে উপলক্ষিত একমাত্র সেই ভগবান্‌ই বর্ত্তমান ছিলেন। ২৮

"ইয়ং নৌকা পঞ্চবৃক্ষাঃ আসীৎ—এই নৌকা পাঁচটী বৃক্ষ ছিল; অর্থাৎ এখন এই যে নৌকাখানা দেখা যাইতেছে, তাহা বা তাহার কাষ্ঠাদি পূর্ব্বে (নৌকা প্রস্তুতের পূর্ব্বে) পাঁচটী বৃক্ষের অঙ্গীভূত ছিল—পাঁচটী বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারাই এই

তথাহি (ভা. ১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ২৯

এই ত ‘সম্বন্ধ’, শুন ‘অভিধেয়’ ভক্তি।
ভাগবতে প্রতিশ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নৌকাখানি প্রস্তুত হইয়াছে; পূর্ব্বে এই নৌকার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না—বৃক্ষেরই সঙ্গে কাষ্ঠরূপে একীভূত হইয়াছিল।”

ঠিক উল্লিখিত নিয়মে আলোচ্য শ্লোকের “ইদং (বিশ্বং) অগ্রে ভগবান্ একঃ এব আস (আসীৎ)”—এই বাক্যের অর্থ হইবে এইরূপ :—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া ছিল; এই চরাচর বিশ্বে এখন যাহা কিছু দেখা যায়, বা অতীতে যাহা কিছু ছিল, কিম্বা ভবিষ্যতেও যাহা কিছু হইবে, সৃষ্টির পূর্ব্বে তৎসমস্তের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, তৎসমস্তই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে—কারণরূপে—সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবানের সঙ্গে একীভূত হইয়া ছিল; সৃষ্টির পূর্ব্বে একাকী ভগবান্ই ছিলেন, এই মায়িক-প্রপঞ্চ ছিল না। তখন কেন সমস্ত মায়িক প্রপঞ্চ ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া ছিল? তাহাই বলিতেছেন **আত্মেচ্ছানুগতৌ**—আত্মেচ্ছা (ভগবানের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা) তাঁহারই অনু (মধ্যে) গতা বা তাঁহাতেই লীন হইলে; সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ভগবানের ইচ্ছা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই সৃষ্টি-ক্রিয়া চলিতে থাকে; কিন্তু সেই ইচ্ছা অন্তর্হিত হইলেই সৃষ্টিক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবানের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা তাঁহার নিজের মধ্যে লীন হইয়াছিল—সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা তাঁহার অন্তর্নিহিত হইয়াছিল; তাই সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ কারণরূপে পরিণত হইয়া ভগবানেই লীন হইয়াছিল। তাঁহাতেই লীন হওয়ার হেতু কি? হেতু এই যে, শ্রীভগবান্ **আত্মনাং** (জীবানাং) আত্মা; সমস্ত জীবের আত্মা তিনি, মূল কারণ, তিনি এবং সমস্ত জীবের **বিভুঃ**—প্রভুও তিনি, ব্যাপক এবং প্রভু তিনি; তাই জীবসমূহ সৃষ্টিধ্বংসে সূক্ষ্মতমস্বরূপে পরিণত হইলে, তখন মূল কারণ, মূল আশ্রয় এবং মূলব্যাপক শ্রীভগবানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাঁহা ব্যতীত অন্য আশ্রয়ও ছিল না; কারণ, তখন তিনি **একঃ এব আসীৎ**—একাকীই ছিলেন, অপর কেহ ছিল না। প্রশ্ন হইতে পারে—তখন ভগবান্ কি কেবল একাকীই ছিলেন? অন্য কিছুই কি ছিল না? ছিল, তখন শ্রীভগবান্ ছিলেন—**নানামত্যুপলক্ষণঃ**—নানা (বিবিধ—বহু) মতিদ্বারা (বৈকুণ্ঠাদিনানামতিদ্বারা) উপলক্ষিত; জটাদিদ্বারা উপলক্ষিত সন্ন্যাসী বলিলে যেমন বুঝা যায়, সন্ন্যাসীর জটাদি আছে; তদ্রূপ বৈকুণ্ঠাদি নানা বৈভবের দ্বারা উপলক্ষিত ভগবান্ বলিলে বুঝা যায়—ভগবানের বৈকুণ্ঠাদি নানাবৈভব ছিল—বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময় ভগবদ্ধাম ছিল, সেই সকল ধামে তাঁহার লীলা ছিল, লীলাপরিকর ছিল; চিন্ময় ধামের সমস্তই ছিল, ছিল না কেবল প্রাকৃত জগৎ-প্রপঞ্চ। চিন্ময় ধাম অসৃজ্য—চিন্ময়ধাম নিত্য, শাশ্বত; তাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই। তাই প্রাকৃত-প্রপঞ্চের সৃষ্টির পূর্ব্বেও চিন্ময় ধাম এবং তত্রত্য পরিকরাদি ছিল; তৎসমস্তই ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যেরই পরিণতি; ভগ-শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য; ভগবান্-শব্দের অর্থ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বরূপ; সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান ছিলেন—একথা বলিলেই বুঝা যায়, তিনি তাঁহার ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের সহিত—সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সর্ব্ববিধ বিলাসের সহিতও—বর্ত্তমান ছিলেন; ধাম, পরিকর এবং লীলোপকরণাদি তাঁহার ঐশ্বর্য্যেরই—শক্তিরই—বিলাস বলিয়া—তাঁহারই ঐশ্বর্য্য বলিয়া এই সমস্তও যে তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) বর্ত্তমান ছিল, “ভগবান্ একঃ এব আসীৎ”—এই বাক্যের অন্তর্গত “ভগবান্”-শব্দ হইতেই তাহা বুঝা যায়; ঐশ্বর্য্যাদি না থাকিলে তাঁহাকে ভগবান্ বলার সার্থকতাই থাকিত না।

ভগবান্ই জগতের একমাত্র মূলকারণ বলিয়া ভগবান্ই যে সম্বন্ধতত্ত্ব, তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা যায়। এইরূপে ইহা ১০৫-পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ২৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ইহাও ১০৫-পয়ারের প্রমাণ।

১০৬। এইত সম্বন্ধ—শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সম্বন্ধ-তত্ত্বের আলোচনা দেখাইলেন।

তথাহি (ভা. ১১।১৪।২১)—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ৩০

তথাহি (ভা. ১১।১৪।২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ১৩

তথাহি (ভা. ১১।২।৩৭)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ৩২

এবে শুন প্রেম, যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ ॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বই যে সম্বন্ধ-তত্ত্ব—"বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোকে তাহা বলিলেন। ঐ শ্লোকে কয়েকটী পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহাও খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষ এই :—কেহ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে, কেহ অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে এবং কেহ স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব বা সম্বন্ধতত্ত্ব বলেন। ইহার মধ্যে কোন্ মত ঠিক ?—উত্তর—উপাসনাভেদে এক অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বই ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান্-রূপে প্রতিভাত হয়েন। কিন্তু ভগবান্-ব্রজেন্দ্রনন্দনই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ (এতে চাংশ শ্লোকে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ংদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিলেন)। তিনিই সম্বন্ধতত্ত্ব ; কারণ, তিনিই পরমাত্মাদির আত্মা ; সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনিই ছিলেন (ভগবানেক ইত্যাদি শ্লোকে ইহা প্রতিপাদিত করিলেন)।

শুন অভিধেয় ভক্তি—সাধন-ভক্তিই যে অভিধেয় তত্ত্ব, তাহা শুন। **ভাগবতে প্রতিশ্লোকে ইত্যাদি**—শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিশ্লোকেই এই সাধনভক্তির ব্যাপ্তি আছে ; অর্থাৎ প্রতিশ্লোক পাঠ করিলেই, অথবা প্রতিশ্লোক শ্রবণ করিলেই সাধনভক্তির একটী অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় (ভাগবতসেবা চৌষট্টি অঙ্গ সাধন-ভক্তির অন্যতম বলিয়া)।

এক্ষণে শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে সাধনভক্তিই অভিধেয়।

নিম্নের "ভক্ত্যাহং"-শ্লোকে দেখাইলেন, ভক্তিদ্বারাই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, কর্ম্ম-যোগাদিদ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না ("ন সাধয়তি"-শ্লোকে ইহা দেখাইলেন) ; "ভক্ত্যাহং"-শ্লোকে আরও দেখাইলেন যে, ভক্তির অনুষ্ঠানে দেশ-কাল-পত্রাদির বিচার নাই, নীচ শ্বপচও ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারে ; সুতরাং ভক্তিমার্গ ই সার্ব্বজনীন, সুতরাং জীবের একমাত্র অভিধেয়। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ" শ্লোকে দেখাইলেন, মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করাতেই জীবের এই দুর্দ্দশা, এই দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্ত গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবদ্‌ভজন করা কর্ত্তব্য—সাধন-ভক্তি সকলেরই কর্ত্তব্য।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সাধন-ভক্তিই যে অভিধেয়, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

শ্লো। ৩১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১৭।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভক্তিব্যতীত অন্য কিছু যে জীবমাত্রের অভিধেয় হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকেও সাধনভক্তির অভিধেয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

১০৭। এক্ষণে শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রয়োজনতত্ত্ব প্রেমের বিষয় দেখাইতেছেন।

পুলকাশ্রু ইত্যাদি—পুলক (রোমাঞ্চ), অশ্রু, নৃত্য, গীত প্রভৃতি প্রেমের লক্ষণ, অর্থাৎ যাঁহার চিত্তে প্রেমের উদয় হইয়াছে, তাঁহার দেহে পুলক-অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক-বিকারের উদয় হয় এবং প্রেমভরে বিবশ হইয়া তিনি নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকেন ; নিম্নের দুইটী শ্লোকে তাহা ব্যক্ত করিতেছেন।

তথাহি (ভা. ১১।৩।৩১)—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্ ।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥ ৩৩

তথাহি (ভা. ১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৩৪ ॥

অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ ।
নিজকৃত-সূত্রের নিজভাষ্য-স্বরূপ ॥ ১০৮

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।২৮৩)—

গারুড়বচনম্,—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥ ৩৫
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥ ৩৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

এবং বর্ত্তমানানাং পরমানন্দপ্রাপ্তিমাহ স্মরন্ত ইতি দ্বয়েন। ভক্ত্যা সাধনভক্ত্যা সঞ্জাতয়া প্রেমলক্ষণয়া-ভক্ত্যা। স্বামী ॥ ৩৩।

অয়ং শ্রীভাগবতগ্রন্থঃ ভারতার্থস্য বিনির্ণয়ো যত্র। ভাষ্যরূপঃ অর্থস্বরূপঃ। ইতি চক্রবর্ত্তী। ৩৫।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। অঘৌঘহরং (পাপরাশিবিনাশক) হরিং (শ্রীহরিকে) স্মরন্তঃ (স্মরণ করিয়া) মিথ (পরস্পরকে) স্মারয়ন্তঃ চ (এবং স্মরণ করাইয়া) ভক্ত্যা (সাধনভক্তিদ্বারা) সঞ্জাতয়া (সঞ্জাত) ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা—প্রেমভক্তির প্রভাবে) উৎপুলকাং (রোমাঞ্চিত) তনুং (কলেবরকে—দেহকে) বিভ্রতি (ধারণ করেন)।

অনুবাদ। এইরূপ সাধন-ভক্তিপ্রভাবে আবির্ভূত প্রেম-ভক্তিদ্বারা পাপ-বিনাশক হরিকে নিজে স্মরণ করিয়া এবং অন্যকে স্মরণ করাইয়া রোমাঞ্চিত কলেবর ধারণ করেন।

শ্লো। ৩৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

প্রেমের প্রভাবে প্রেমিক ভক্তের মধ্যে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা উক্ত দুই শ্লোকে বলা হইল। এইরূপ আরও অনেক শ্লোক ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়।

১০৮। অতএব—বেদান্ত-সূত্রের যাহা প্রতিপাদ্য বিষয়, শ্রীমদ্ভাগবতেরও তাহাই প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়াতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা পরিস্ফুটরূপে বিবৃত হওয়াতে—শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত-সূত্রের অর্থ-স্বরূপ।

নিজকৃত ইত্যাদি—শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসদেবের লিখিত, বেদান্তসূত্রও ব্যাসদেবের লিখিত ; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানি, ব্যাসদেবের নিজকৃত-বেদান্তসূত্রের নিজকৃত ভাষ্যতুল্য।

শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ, ইহা ভাগবতীয় শ্লোকের অর্থ বিচার করিয়া পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন। এক্ষণে শাস্ত্রের প্রমাণ (নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক) উদ্ধৃত করিয়াও তাহা দেখাইতেছেন। নিম্নের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্ত-সূত্রের অর্থ-স্বরূপ এবং গায়ত্রীর ভাষ্য-স্বরূপ।

শ্লো। ৩৫-৩৬। অন্বয়। অয়ং (এই) শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ (শ্রীমদ্ভাগবত-নামক) গ্রন্থঃ (গ্রন্থ) ব্রহ্মসূত্রাণাং (বেদান্তসূত্রসমূহের) অর্থঃ (অর্থ), ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ (মহাভারতের অর্থ-নির্ণায়ক), গায়ত্রীভাষ্যরূপঃ (গায়ত্রীর ভাষ্যসদৃশ), বেদার্থপরিবৃংহিতঃ (সমগ্রবেদার্থদ্বারা ইহার কলেবর বর্দ্ধিত), পুরাণানাং (পুরাণসমূহের মধ্যে) অসৌ (ইহা) সামরূপঃ (সামবেদসদৃশ) সাক্ষাৎ ভগবতোদিতঃ (সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত—চতুঃশ্লোকীরূপে) ;

তথাহি (ভা. ১।৩।৪২)—

সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ৩৭

তথাহি (ভা. ১২।১৩।১৫)—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৩৮

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন।
'সত্যংপরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনপ্রয়োজন ॥ ১০৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদ্রস এবামৃতং তেন তৃপ্তস্য নির্বৃতস্য। স্বামী। ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অয়ং (ইহা) দ্বাদশ-স্কন্ধযুক্তঃ (দ্বাদশ-স্কন্ধযুক্ত) শতবিচ্ছেদসংযুক্তঃ (শত—তিন শত পঁয়ত্রিশটী-অধ্যায়-সংযুক্ত) অষ্টাদশ-সাহস্রঃ (এবং অষ্টাদশ-সহস্র শ্লোকযুক্তঃ)।

অনুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবত নামক এই গ্রন্থ সাক্ষাৎ ভগবানকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছেন; এই গ্রন্থ পুরাণসমূহের মধ্যে সামবেদসদৃশ, ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ এবং গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ; এই গ্রন্থে মহাভারতের অর্থসমূহ বিনির্ণীত হইয়াছে এবং সমগ্র বেদার্থদ্বারা এই গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত; এই গ্রন্থে দ্বাদশটি স্কন্ধ, তিনশত পঁয়ত্রিশটি অধ্যায় এবং অষ্টাদশ-সহস্র শ্লোক বিদ্যমান। ৩৫-৩৬

শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদান্তসূত্রের অর্থ বা ভাষ্যসদৃশ, এই ১০৮-পয়ারোক্তির প্রমাণ উক্ত শ্লোক।

শ্লো। ৩৭। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। বেদব্যাস সমগ্র বেদ ও ইতিহাস হইতে সার ভাগ উদ্ধার করিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন। ৩৭

শ্লো। ৩৮। অন্বয়। শ্রীভাগবতং হি (শ্রীমদ্ভাগবত) সর্ব্ববেদান্তসারং (সমস্ত) বেদান্ত-শাস্ত্রের সারভূত রূপে) ইষ্যতে (অভীষ্ট হয়); তদ্রসামৃততৃপ্তস্য (শ্রীমদ্ভাগবত-রসামৃতে পরিতৃপ্তজনের) ক্বচিৎ (কখনও) অন্যত্র (অন্যশাস্ত্রাদিতে) রতিঃ (রতি) ন স্যাৎ (হয় না)।

অনুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের সারভূত; শ্রীমদ্ভাগবত-রসামৃতে পরিতৃপ্ত-জনের অন্য শাস্ত্রাদিতে রতির সম্ভাবনা নাই। ৩৮

অনেক গ্রন্থে উক্ত ৩৭-৩৮ শ্লোকদ্বয় নাই; কিন্তু থাকা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়; যেহেতু, পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৮-পয়ারে যে-বেদান্ত-সূত্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত বেদ-ইতিহাসের সারভাগ সঙ্কলিত হইয়াছে; শ্রীমদ্ভাগবতেও যে-সর্ব্ব-বেদেতিহাসের সারভাগ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকদ্বয়ে দেখান হইয়াছে। এইরূপে এই শ্লোকদ্বয়ও পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৮-পয়ারের প্রমাণ।

১০৯। অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণমিত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ। এক্ষণে, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক হইতে তাহা প্রমাণ করিতেছেন।

গায়ত্রীর অর্থে—গায়ত্রীর যাহা অর্থ, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেরও তাহাই অর্থ। তাই বলা হইল, গায়ত্রীর অর্থেই শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ। গায়ত্রীর অর্থ মোটামুটি জানিলে এই উক্তির মর্ম্ম বুঝা যাইবে না।

গায়ত্রীটী এই—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

যিনি ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোকাদি সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চের প্রসবিতা (সৃষ্টি-কর্ত্তা), যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রবর্ত্তক (ধিয়ঃ যো নঃ প্রচোদয়াৎ) সেই লীলাময় পুরুষের (দেবস্য) তেজকে (শক্তি, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যাদিকে) ধ্যান করি (ধীমহি)—ইহাই হইল গায়ত্রীর স্থূল মর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের মর্ম্মও তাহাই:—যাহা হইতে জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি-আদি (জন্মাদ্যস্য যতঃ), যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন (অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মার বুদ্ধির প্রবর্ত্তক) স্বীয় তেজোদ্বারা যিনি কুহককে

তথাহি (ভা. ১।১।১-২)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নিরস্ত করেন, সেই সত্যস্বরূপ পরমপুরুষের (অর্থাৎ তাঁহার তেজের—ঐশ্বর্য্যের—মাধুর্য্যের) ধ্যান করি (সত্যং পরং ধীমহি)—ইহাই হইল প্রথম শ্লোকের স্থূল মর্ম্ম।

সুতরাং গায়ত্রীর অর্থেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের আরম্ভ।

গায়ত্রী সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথা বলেন—যিনি জগতের প্রসবিতা ; শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম শ্লোকও তাহাই বলেন—জন্মাদ্যস্য যতঃ। অর্থে সাধারণতঃ মূলের বিশেষ বিবৃতি থাকে ; প্রথম শ্লোকেও গায়ত্রী-কথিত সম্বন্ধ-তত্ত্বের একটু বিশেষ বিবরণ আছে ; তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণের উল্লেখ আছে ; স্বরূপ-লক্ষণে তিনি সত্যস্বরূপ (সত্যং) ; তটস্থ-লক্ষণে তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা (জন্মাদ্যস্য যতঃ), সর্ব্বজ্ঞ (অভিজ্ঞঃ), স্বতন্ত্র (স্বরাট্), বুদ্ধির প্রবর্ত্তক, ইত্যাদি। সুতরাং শ্রীমদ্‌ভাগবতের আরম্ভই গায়ত্রীর অর্থে। প্রথম শ্লোকে যে কয়টী বিষয়ের উল্লেখ আছে, গ্রন্থমধ্যে তাহাদেরই বিশেষ বিবৃতি আছে। আর গায়ত্রীতে যে-সম্বন্ধ-তত্ত্বকে লীলাময়-পুরুষ (দেব) বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাঁহার লীলাদির বিশেষ বিবরণ দিয়া বিবৃত করা হইয়াছে যে, বাস্তবিকই তিনি লীলাপুরুষোত্তম ; দ্বারকা-মথুরায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য-লীলা, বৃন্দাবনে মাধুর্য্যলীলা ; রাসাদি লীলাতে—তিনি যে "রসো বৈঃ সঃ"-তাহাও দেখান হইয়াছে। "ধীমহি"-শব্দদ্বারা গায়ত্রী ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে একই অভিধেয়-তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে ; শ্রীমদ্‌ভাগবতের মধ্যে ইহার বিশেষ বিবৃতিও দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবতকে গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপই বলা যায়। ভূমিকায় "প্রণবের অর্থ বিকাশ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সত্যং পরং-সম্বন্ধ—শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম শ্লোকে যে "সত্যং পরং"—সত্যস্বরূপ পরম-পুরুষের কথা আছে (যাহাকে গায়ত্রীতে "সবিতা" বলা হইয়াছে), তিনিই সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

ধীমহি—ধ্যান করি। সাধন ও প্রয়োজন—শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম শ্লোকে (এবং গায়ত্রীতে) যে "ধীমহি"—"ধ্যান করি"—এইরূপ উক্তি আছে, তাহাতেই অভিধেয় (সাধন)-তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং এইরূপ ধ্যানের প্রভাবে প্রেমলাভ হইতে পারে বলিয়া ঐ "ধীমহি"-শব্দে প্রয়োজন-তত্ত্বের কথাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

শ্লো। ৩৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৫১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

গায়ত্রীর অর্থেই যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের আরম্ভ, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এস্থলে শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই প্রথম শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদেও এই শ্লোকটী (২।৮।৫১ শ্লোক) উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার আনুগত্যে সেস্থলে এই শ্লোকের যে-ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—পরম সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বিশ্বের জন্মাদি সম্ভব, তিনিই বুদ্ধির প্রবর্ত্তক, তাঁহার ধ্যানের কথাই বলা হইয়াছে এবং তাঁহার ধ্যানরূপ সাধনের ফলেই প্রয়োজন-তত্ত্ব-প্রেমলাভ হইতে পারে। সুতরাং গায়ত্রীতে যে-সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকের উল্লিখিত ব্যাখ্যাতেও সম্বন্ধাদি তিনটী তত্ত্বের কথা জানা যায় ; কিন্তু গায়ত্রীর "দেব"-শব্দে সেই পরম-সত্য-বস্তুর যে-লীলার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, উল্লিখিত ব্যাখ্যায় সেই লীলা পরিস্ফুট হয় নাই ; পরতত্ত্ব-বস্তুর ঐশ্বর্য্যের কথাই বরং কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্তু মাধুর্য্যাত্মিকা লীলা প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের লীলাপর অর্থও ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ লীলাপর অর্থ ব্যক্ত না হইলে এই শ্লোকে যে গায়ত্রীর অর্থ নিহিত আছে, তাহা সম্যক্ বুঝা যাইবে না। মুখ্যতঃ শ্রীপাদ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জীবগোস্বামীর টীকার আনুগত্যে এস্থলে শ্লোকের লীলাপর অর্থ প্রকাশের চেষ্টা করা যাইতেছে। লীলাপর অর্থের প্রারম্ভেই শ্রীজীবগোস্বামীপাদ এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—লীলামাহ—শ্লোকে লীলার কথাও বলা হইয়াছে।

শ্রীজীব যেভাবে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, লীলাপর অর্থ-প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি শ্লোকটীর এইরূপ অন্বয় করিয়াছেন :—

অন্বয়ঃ। (যস্য) আদ্যস্য যতঃ জন্ম, (ততঃ যঃ) ইতরতঃ চ অন্বয়াৎ (অনু-অয়াৎ) ; (যঃ) অর্থেষু অভিজ্ঞঃ, (যঃ) স্বরাট্, যঃ আদিকবয়ে হৃদা ব্রহ্ম তেনে, যৎ সূরয়ঃ মুহ্যন্তি, যৎ তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ (ভবতি), যত্র ত্রিসর্গঃ অমৃষা (ভবতি), (তম্) স্বেন ধাম্না নিরস্তকুহকং পরং সত্যং ধীমহি।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-সূচক-অর্থ। যস্য **আদ্যস্য**—যেই আদির। যিনি নিজে অনাদি, নিত্য, অথচ সকলের আদি, তাঁহার। কে তিনি ? বসুদেবের এবং ব্রজেন্দ্রের তনয়ত্বের অভিমানবশতঃ যিনি মথুরা-দ্বারকায় এবং গোকুলে নিত্য বিরাজমান, সেই গোবিন্দ। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ইতি ব্রহ্মসংহিতা॥" তিনি কোনও এক উদ্দেশ্যে (প্রেমরসনির্য্যাস ভক্তের করিতে আস্বাদন। রাগমার্গের ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥ এবং আনুষঙ্গিকভাবে পৃথিবীর ভারভূত কংসাদি-অসুরগণের বিনাশের উদ্দেশ্যে) জগতে আবির্ভূত হওয়ার নিমিত্ত **যতঃ**—যেই মথুরা হইতে, মথুরায় বসুদেব-গৃহ হইতে **জন্ম**—যে-আদিপুরুষ গোবিন্দের জন্ম, বসুদেব-গৃহে যে আদিপুরুষ গোবিন্দ জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছেন এবং **ততঃ (তস্মাৎ)** যঃ—সেই বসুদেব-গৃহ হইতে যিনি **ইতরতশ্চ**—ইতরত্র চ, অন্য স্থানেও, গোকুলে শ্রীব্রজেন্দ্রের গৃহেও **অন্বয়াৎ**—অনু+অয়াৎ (গচ্ছেৎ), অনুগমন করেন (শ্লোকে যতঃ-শব্দ আছে বলিয়া ততঃ-শব্দ আপনা-আপনিই আসিয়া পড়িতেছে)। অনুগমন-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, বসুদেবের পুত্রত্বের অভিমান হৃদয়ে পোষণ করেন বলিয়া তাঁহার আনুগত্যেই গোবিন্দ গোকুলে আসিয়া থাকেন ; বসুদেবই তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া কংস-কারাগার হইতে গোকুলে আনয়ন করেন। ব্রজেন্দ্র-শ্রীনন্দের পুত্রত্বের অভিমানও গোবিন্দের হৃদয়ে জাগ্রত বলিয়া তাঁহার সেই অভিমানও (সেই অভিমানের আনুগত্যও) গোকুলে আগমনের এক হেতু। যাহা হউক, কেন তিনি গোকুলে আগমন করেন ? তাহাই বলিতেছেন—তিনি "অর্থেষু অভিজ্ঞঃ" বলিয়া। **অর্থেষু**—উদ্দেশ্য-বিষয়ে ; স্বীয় অভীষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিষয়ে। কংস-বঞ্চনাদি এবং গোকুলবাসী প্রেমবান্ পরিকর-ভক্তবৃন্দের সহিত সর্ব্বানন্দ-কদম্ব-কাদম্বিনীরূপা লীলার অনুষ্ঠানাদি-বিষয়ে **অভিজ্ঞঃ**—সম্যক্‌রূপে জ্ঞানবান্ ; কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহার অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা যিনি বিশেষরূপে জানেন, তিনিই অভিজ্ঞ। গোকুলবাসী তাঁহার নিত্যপরিকরদের প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদন এবং সেই আস্বাদনের ব্যপদেশে রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারই শ্রীগোবিন্দের এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের মুখ্য হেতু। যাহা মুখ্য কাম্য, তাহা লাভ করার প্রয়াসই সর্ব্বাগ্রে করণীয়। আর, জন্মলীলা-প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গেই যদি তিনি গোকুলে না আসেন, তাহা হইলে যশোদামাতার বাৎসল্য-রসের সম্যক্ আস্বাদনও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না এবং গোকুল-বাসীদের প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদনরূপ মুখ্য বাসনাও সর্ব্বাগ্রে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না ; ইহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন ; তাই মথুরা হইতে গোকুলে আসেন। আর, কংস-কারাগারে জন্মলীলা-প্রকটনের অব্যবহিত পরেই গোকুলে আগমন করিলে যে কংসও তাঁহার আবির্ভাবের কথা তখন জানিতে পারিবে না এবং তাঁহার জন্মমাত্রেই কংস যে তাঁহাকে নিহত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কংসের সেই সঙ্কল্পও যে তাহাতে সিদ্ধ হইবে না, সুতরাং আবির্ভাবমাত্রেই তাঁহার গোকুলে আগমনের দ্বারা কংসও যে বঞ্চিত হইবে, তাহাও তিনি জানিতেন। কিন্তু মুখ্য-ভাবে কংস বঞ্চিত হইয়াছিল—দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান-সম্বন্ধীয় তাঁহার জ্ঞান-বিষয়ে। কৃষ্ণকে যশোদার ভবনে রাখিয়া বসুদেব যশোদা-মাতার শয্যা হইতে যে কন্যাটীকে তুলিয়া নিয়া কংস-কারাগারে যাইয়া দেবকীর ক্রোড়ে রাখিয়াছিলেন, কংস মনে করিয়াছিল, সেই কন্যাই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান ; পরে যখন সেই কন্যারূপা মায়ার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইল, তখনই কংস তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিল। মথুরা হইতে গোকুলে আসিলেই যে এইভাবে কংসকে বঞ্চিত করা সম্ভব হইবে, তাহাও কৃষ্ণ জানিতেন। তাই তিনি গোকুলে আগমন করিয়াছেন। আরও একটী গূঢ় উদ্দেশ্যও বোধ হয় তাঁহার গোকুলে আসার সঙ্কল্পের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেইটী হইতেছে—প্রকট-লীলার মুখ্যতম উদ্দেশ্য সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ, সুদূর এবং দীর্ঘ প্রবাসব্যতীত যাহা সম্পন্ন হইতে পারে না। কংসাদিকে বধ করার পরে যদি তিনি গোকুলে আসিতেন, তাহা হইলে গোকুল হইতে পুনরায় মথুরায় যাওয়ার প্রয়োজন হইত না, সুতরাং ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত মিলনের পরে সুদূর ও দীর্ঘ-প্রবাসের সুযোগও ঘটিত না এবং তাহাতে অপূর্ব্ব-আস্বাদন-চমৎকারিতাময় সমৃদ্ধিমান সম্ভোগও সম্ভব হইত না। তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার লীলা-প্রকটনের মুখ্যতম উদ্দেশ্যও,—যাহাতে ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের বাসনার চরমতম পর্য্যবসান, সেই উদ্দেশ্যই—সিদ্ধ হইত না। তিনি এসমস্ত বিশেষরূপে জানিতেন বলিয়াই, এসমস্ত বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ বলিয়াই, তিনি জন্মমাত্র মথুরা হইতে গোকুলে আসেন। আর, যঃ **স্বরাট্**—যিনি স্বরাট্। স্বৈঃ গোকুলবাসিভিরেব রাজতে ইতি স্বরাট্ ; গোকুলবাসী স্বীয় পরিকর-ভক্তদের সহিত নিত্য-বিরাজিত বলিয়া, তাঁহাদের সহিত লীলাতে নিত্য বিলসিত বলিয়া তাঁহাকে স্বরাট্ বলা হইয়াছে। গোকুলবাসী ভক্তদের সহিত লীলাতে তিনি নিত্য বিলসিত—একথা বলাতে বুঝা যাইতেছে, তিনি তাঁহাদের প্রেমের বশীভূত। যেস্থলে প্রেমবশ্যতা, সেস্থলে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ সম্ভব নয়—ইহাই অনুমিত হয় ; কিন্তু তাঁহার প্রেমবশ্যতাসত্ত্বেও যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য অব্যাহত ছিল, তাহা জানাইবার জন্যই বলা হইয়াছে—"তেনে ব্রহ্ম হৃদা যঃ আদিকবয়ে।" যঃ—যিনি, যে আদি পুরুষ গোবিন্দ **আদিকবয়ে**—আদিকবি ব্রহ্মাতে, ব্রহ্মাকে বিস্মাপিত করাইবার নিমিত্ত **হৃদা**—হৃদয়দ্বারা, সঙ্কল্পমাত্রই **ব্রহ্ম**—সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক-রসমূর্ত্তিময়ং বৈভবং **তেনে**—বিস্তারিতবান্। ব্রহ্মার সাক্ষাতে যিনি এমন একটী অপূর্ব্ব বৈভব বিস্তার করিয়াছিলেন, যাহা ছিল সত্যস্বরূপ (ভেল্‌কিমাত্র নয়), জ্ঞানস্বরূপ (চিন্ময়, মায়িক নয় ; জ্ঞানং চিদেকরূপম্) অনন্ত (মায়িক বস্তুর ন্যায় পরিচ্ছিন্ন নয়,—অপরিচ্ছিন্ন) এবং যাহা ছিল আনন্দমাত্রৈক-রসমূর্ত্তিময়। ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীগোবিন্দের লীলাশক্তির প্রভাবে যে-বৈভব প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার কথাই এস্থলে বলা হইতেছে। এই বৈভব প্রকটিত হইয়াছিল দুই সময়ে ; এক সময়ে—যেদিন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের এবং তাহার সখাদের বৎসগণকে এবং সখাগণকেও হরণ করিয়াছিলেন, সেই দিন ; আর এক সময়ে—নরমানে এক বৎসর অন্তে। যে দিন ব্রহ্মা বৎসাদি হরণ করিয়া গিরিগুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই দিন শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ হইতে, অপহৃত সমস্ত বৎসের এবং বৎস-পাল সমস্ত রাখালদিগের রূপ বা মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছিলেন। এইভাবে প্রকটিত বৎস এবং বৎস-পাল লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যে-সমস্ত বৎস এবং বৎসপাল লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গিয়াছিলেন, উক্তরূপে প্রকটিত বৎস-বৎসপালগণ যে তাঁহারা নহেন, ইহা গোকুলবাসিগণও বুঝিতে পারেন নাই। এই বৎস-সমূহের জননী গাভীগণও বুঝিতে পারেন নাই। এই বৎসগণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ বলিয়া তাঁহারাও ব্রহ্মই ছিলেন ; নরমানে এক বৎসর পর্য্যন্ত এই সমস্ত বৎস এবং বৎসপালদের লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গিয়াছেন। বৎসরান্তে ব্রহ্মা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার অপহৃত বৎসপাল এবং বৎসগণ তিনি যেস্থানে রাখিয়া গিয়াছেন, সেস্থানেই আছেন ; অথচ তাঁহারা কৃষ্ণের সঙ্গেও আছেন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি আর এক বৈভব প্রকটিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যত বৎস ও বৎসপাল ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে এবং তাঁহাদের প্রত্যেক যষ্টি, শৃঙ্গ, বিষাণাদি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কিরীট-কুণ্ডল-বনমালাদি-শোভিত এক-এক বিষ্ণুরূপে ব্রহ্মার নিকটে দৃশ্যমান্ হইলেন। ব্রহ্মা আরও দেখিলেন—আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত স্থাবর-জঙ্গম সকলের অধিষ্ঠাতৃগণ নৃত্যগীতাদিদ্বারা এবং বহুবিধ উপকরণদ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক বিষ্ণুরই উপাসনা করিতেছেন ; অনিমাদি ঐশ্বর্য্য, শ্রী-দেবী-আদি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শক্তিবর্গ এবং মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃগণ ঐ সকল বিষ্ণুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া ব্রহ্মা এমনভাবে মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, এমন কি ঐ শ্রীমূর্ত্তিসকল দর্শন করিতেও অসমর্থ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপায় তিনি পূর্ণদৃষ্টি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। যাহা হউক ব্রহ্মার সাক্ষাতে যে সমস্ত রূপ প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অলীক মায়িক বস্তু ছিলেন না; তাঁহারা ছিলেন—"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ। শ্রী. ভা. ১০।১৩।৫৪॥"—সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, আনন্দমাত্রৈক-রসমূর্ত্তি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ—যিনি এক হইয়াও বহু রূপে প্রতিভাত হন, "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি" এবং যিনি বহুমূর্ত্তিতেই একমূর্ত্তি, "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্", তাঁহারই বিভিন্নরূপের অভিব্যক্তি, সুতরাং নিত্য, সত্য, সচ্চিদানন্দ এবং পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম (অপরিচ্ছিন্ন)। যিনি সঙ্কল্পমাত্রে আদিকবি ব্রহ্মার সাক্ষাতে উল্লিখিত উভয়বিধ বৈভবরূপ ব্রহ্মকে প্রকটিত করিয়াছিলেন (সেই সত্যং পরং ধীমহি) **যৎ**—যতঃ তথাবিধ-লৌকিকালৌকিক-সমুচিত-লীলাহেতোঃ; তাদৃশ লৌকিকত্বের ও অলৌকিকত্বের উপযোগিনী লীলারূপ হেতু হইতে; ব্রজের বৎস-চারণ রূপ যে লৌকিকী লীলার (নরলীলার) মধ্যে প্রকটিত অলৌকিকী (ঐশ্বর্য্যময়ী) ব্রহ্মমোহন-লীলাতে; অথবা, গোকুলবাসীদের সহিত যে যে লৌকিকী লীলাতে এবং ব্রহ্মমোহনরূপ অলৌকিকী লীলাতে **সূরয়ঃ**—ভক্তগণ **মুহ্যন্তি**—প্রেমাতিশয়ের আবির্ভাবহেতু বৈবশ্যপ্রাপ্ত হন। লৌকিকী বৎস-চারণ-লীলাতে প্রকটিত অলৌকিকী ব্রহ্মমোহন-লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের দেহ হইতে প্রকাশিত বৎস ও বৎসপালগণকে পাইয়া গাভীগণ এবং ব্রজমাতাগণ প্রেমাতিশয়ের অভ্যুদয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সমস্ত বৎসগণের প্রতি গাভীগণ যেরূপ বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে স্ব-স্ব-বৎসগণের প্রতি তাঁহাদের বাৎসল্যের তদ্রূপ অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয় নাই এবং ব্রজমাতাগণও তৎপূর্ব্বে স্ব-স্ব-পুত্রগণের প্রতি তদ্রূপ বাৎসল্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে হইলেও শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের সন্তানরূপে পাইয়া তাঁহাদের বাৎসল্যরস-সমুদ্র যেন সর্ব্বাতিশায়ী রূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা সকলেই প্রেম-বিবশতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, গোকুলবাসীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী লৌকিকী লীলাতেও তিনি এবং তাঁহার পরিকর-ভক্তবৃন্দ প্রেমাতিশয়ের আবির্ভাবে প্রেম-বৈবশ্য প্রাপ্ত হইতেন। যাহা হউক, পরবর্ত্তী বাক্যের সঙ্গেও শ্লোকস্থ "যৎ" শব্দের অন্বয় আছে। **যৎ**—যত এব; যাদৃশী লীলা হইতে বা যাদৃশী লীলাতে **তেজোবারিমৃদাং**—তেজঃ, বারি (জল) ও মৃত্তিকার **যথা**—যথাবৎ **বিনিময়ঃ**—বিনিময় (এক বস্তুতে অপর বস্তুর ধর্ম্ম প্রকাশিত) হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মুখকান্তির ঔজ্জ্বল্যে চন্দ্রাদি তেজোময় বস্তুও মৃত্তিকার ন্যায় নিস্তেজ হইয়া যায়, শ্রীমুখ-কান্তির নিকট চন্দ্রাদিকেও নিস্তেজ বলিয়া মনে হয়; আবার তাঁহার নিকটবর্ত্তী নিস্তেজ মৃত্তিকাদিও তাঁহার শ্রীমুখকান্তির ছটায় তেজোময় হইয়া উঠে; তাঁহার বেণুস্বরে তরল বারিও মৃৎ-পাষাণাদির ন্যায় কঠিন হইয়া যায়, আবার মৃৎ-পাষাণাদি কঠিন বস্তুও দ্রবীভূত হইয়া যায়। **যত্র**—যাঁহাতে, যে শ্রীকৃষ্ণে **ত্রিসর্গঃ**—গোকুল-মথুরা-দ্বারকা, এই তিনটী পরমানন্দময় ধামের ত্রিবিধ বৈভব প্রকাশ। সর্গ শব্দের অর্থ প্রকাশ। ত্রিসর্গঃ—ত্রিবিধ প্রকাশ; শ্রীকৃষ্ণের তিন রকম বৈভবের প্রকাশ—ভাবভেদে বৈভবের প্রকাশ গোকুলে একরকম, মথুরায় একরকম, এবং দ্বারকায় একরকম। তিনি সত্যরূপ বলিয়া তাঁহাতে অধিষ্ঠিত এই তিন রকম বৈভবের প্রকাশও **অমৃষা**—সত্য, নিত্য; অলীক বা মায়িক নহে। ইহা যে মায়া বা কুহক নহে, তাহা জানাইবার জন্য বলা হইয়াছে, যিনি **স্বেন**—স্বীয় **ধাম্না**—ধামদ্বারা, তেজোদ্বারা, বা স্বরূপ-শক্তিদ্বারা **নিরস্ত-কুহকম্**—কুহক বা মায়াকে নিরস্ত বা দূরে অপসারিত করিয়া রাখেন; যাঁহার প্রভাবে বা যাঁহার স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে মায়া তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইতে পারে না। অথবা কুহক শব্দে কুতর্কনিষ্ঠকেও বুঝাইতে পারে; যাহারা তাঁহার উল্লিখিত ত্রিসর্গকে বা ত্রিবিধ বৈভবকে মায়িক বলিয়া কুতর্ক করে, তাঁহার প্রভাবে (তাঁহার কৃপা হইলে) বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির কৃপা হইলে তাহাদের কুতর্ক সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া যায়; তাঁহার কৃপায় যদি তাহারা তাঁহার অনুভব লাভ করিতে পারে, তখন তাহারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বুঝিতে পারে যে, তাঁহার বৈভবাদিকে যে তাহারা মায়িক বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহা কেবল তাহাদের ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতাবশতঃই। এতাদৃশ **সত্যং পরং**—সত্যস্বরূপ পরতত্ত্বকে, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে **ধীমহি**—ধ্যান করি। সেই লীলাপুরুষোত্তমই একমাত্র ধ্যানের বস্তু; তাঁহার ধ্যানেই জীব রসস্বরূপ তাঁহার সেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে (রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি) এবং আনুষঙ্গিকভাবে মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে অশেষ-বিশেষে রস আস্বাদন করিয়া থাকেন; তিনি রসের বিষয় এবং আশ্রয়ও। "নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয়-আশ্রয় ২।৮।১১১॥" কিন্তু কান্তারসের সাধারণভাবে আশ্রয় হইলেও তিনি সকল স্তরের আশ্রয় নহেন। শ্রীরাধিকার মধ্যে অভিব্যক্ত মাদনাখ্য-মহাভাবের তিনি কেবলমাত্র বিষয়, আশ্রয় নহেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়। সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়॥ ১।৪।১১৪॥" সুতরাং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রেমের বিষয়ত্বেরই প্রাধান্য; তাঁহার লীলাও বিষয়ত্ব-প্রধান-ভাবাত্মিকা। শ্রীমদ্ভাগবতে "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য" ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত "পীতঃ" শব্দে এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" ইত্যাদি শ্লোকে এবং মুণ্ডকোপনিষদের "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ংরূপেই পীতবর্ণ বা রুক্মবর্ণ (গৌরবর্ণ) আর এক আবির্ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। "সুবর্ণোবর্ণো হেমাঙ্গঃ" ইত্যাদি মহাভারতের এবং "অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥" এই আদি পুরাণের বাক্যেও সেই আবির্ভাবের কথা জানা যায়। তিনিও স্বয়ংরূপ; কিন্তু তিনি অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর-শচীনন্দন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর। স্বয়ংভগবানের এই স্বরূপে প্রেমের আশ্রয়ত্বেরই প্রাধান্য, যেহেতু তিনি রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ; সুতরাং তাঁহার লীলাও আশ্রয়ত্ব-ভাব-প্রধানাত্মিকা। স্বয়ংভগবানের এই উভয় স্বরূপের লীলাতেই লীলার এবং তাঁহার রস-স্বরূপত্বেরও পূর্ণতা। ভূমিকায় "প্রণবের অর্থবিকাশ" প্রবন্ধেও দেখান হইয়াছে—প্রণবের এবং গায়ত্রীর অর্থবিকাশের পর্য্যবসানও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরেই। "জন্মাদ্যস্য"-শ্লোকে যখন গায়ত্রীর অর্থই প্রকাশিত হইয়াছে, তখন এই শ্লোকে যেমন শ্রীকৃষ্ণলীলা সূচিত হইয়াছে, তেমনি গৌরলীলাও যে সূচিত হইয়াছে, একথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। বিশেষতঃ, শ্লোকে যে "সত্যং পরম্"-এর ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার লীলার উভয়াংশের—বিষয়ত্বভাব-প্রধানাত্মিকা এবং আশ্রয়ত্বভাব-প্রধানাত্মিকা, এই উভয়-ভাবের লীলার—বর্ণনাতেই লীলা-বর্ণনার পূর্ণতা এবং গায়ত্রীতে উল্লিখিত "দেব"-শব্দেরও তাৎপর্য্যের পূর্ণ ব্যঞ্জনা।

উপরে "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে "সত্যং পরম্"-এর বিষয়ত্ব-ভাব-প্রধানাত্মিকা লীলার কথাই বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে যে "সত্যং পরম্"-এর আশ্রয়ত্ব-ভাব-প্রধানাত্মিকা লীলাও, অর্থাৎ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের লীলাও সূচিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা দেখান হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে অবশ্য গৌরস্বরূপের লীলা বর্ণিত হয় নাই; তবে "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোকে এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" শ্লোকে কিন্তু গৌরস্বরূপের উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ গৌরস্বরূপে স্বয়ংভগবান্ যেই ব্রজলীলার আস্বাদন করিয়াছেন, তাহার বিশেষ বর্ণনাই শ্রীমদ্ভাগবতে দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ গৌরের আস্বাদনীয় লীলার বর্ণনাই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের গৌরলীলা-পর অর্থকে একেবারে সঙ্গতিহীন বলা যায় না। প্রহ্লাদের কথায় গৌর যেমন ছন্ন বা প্রছন্ন স্বরূপ, "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের মধ্যে তাঁহার লীলার কথাও যেন তেমনি প্রচ্ছন্নভাবেই অবস্থিতি করিতেছে। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামীর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া নিম্নলিখিত ব্যাখ্যায় সেই প্রচ্ছন্ন কথাকে একটু উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা হইতেছে।

শ্রীশ্রীগৌরলীলাসূচক অর্থ। **আদ্যস্য**—আদির, আদিপুরুষের। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"—এই ব্রহ্মসংহিতার উক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণই আদিপুরুষ। "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"—এই মহাভারত-বাক্য এবং "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা

পবিত্রং পরমং ভবান্।”-ইত্যাদি গীতাবাক্য এবং “ওঁ যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ ওঁম্।”-ইত্যাদি গোপালতাপনী-শ্রুতিবাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। এইরূপে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণই আদি তত্ত্ব, পরম-তত্ত্ব; সুতরাং তিনিই আদি-পুরুষ। শ্রীমদ্ভাগবতের “কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।”-ইত্যাদি বাক্যানুসারে সেই পরব্রহ্ম, পরমতত্ত্ব স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অকৃষ্ণ বা পীত বর্ণে—শ্রীরাধার ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া এবং শ্রীরাধার প্রতি অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া স্বয়ংভগবান্ রূপেই শ্রীশ্রীগৌররূপে নিত্য বিরাজিত। স্বয়ংভগবানের লীলা দ্বিবিধা—বিষয়ভাব-প্রধানাত্মিকা এবং আশ্রয়-ভাব-প্রধানাত্মিকা। গোকুলে বা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহার মধ্যে প্রেমের বিষয়ত্বেরই প্রাধান্য; আর নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দররূপে তাঁহাতে প্রেমের আশ্রয়ত্বেরই প্রাধান্য। উভয় রূপের লীলাতেই স্বয়ংভগবানের লীলার এবং রসস্বরূপত্বের পূর্ণতা। পূর্ব্বে শ্রীজীবগোস্বামিপাদের টীকার আনুগত্যে “জন্মাদ্যস্য”-শ্লোকের শ্রীকৃষ্ণলীলা-পর যে অর্থ করা হইয়াছে, সেই অর্থে স্বয়ং-ভগবানের বিষয়-ভাব-প্রধানাত্মিকা লীলার কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু আশ্রয়-ভাব-প্রধানাত্মিকা লীলার কথা না বলিলে লীলার কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এস্থলে আশ্রয়-ভাব-প্রধানাত্মিকা লীলার কথা বলা হইতেছে; বিষয়-ভাব-প্রধান শ্রীকৃষ্ণ যেমন আদিতত্ত্ব, আদি-পুরুষ, আশ্রয়-ভাব-প্রধান শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও তেমনি আদিপুরুষ বা আদিতত্ত্ব। তাহা বলিয়া আদিপুরুষ যে দুই জন, তাহা নহে; একই আদি-তত্ত্বের উল্লিখিত দুই রূপে প্রকাশ—বিষয়-ভাবে এবং আশ্রয়-ভাবে রস আস্বাদনের উদ্দেশ্যে। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ রস-বৈচিত্রী-বিশেষ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে যোগী, দিয়াশিনী, নাপিতানী সূর্য্যপূজক ব্রাহ্মণাদি বেশও প্রকটিত করিয়াছিলেন; এই সমস্ত বেশের অন্তরালে আদিতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ যেমন অক্ষুণ্ণ অবিকৃতই ছিলেন, তদ্রূপ নবদ্বীপের পীতবর্ণের অন্তরালেও সেই আদিতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই বিরাজিত; ইনি হইলেন—শ্রীজীব গোস্বামীর কথায়—অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর। যোগী, দিয়াশিনী প্রভৃতি রূপ যেমন শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, তদ্রূপ শ্রীশ্রীগৌরও শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ। নবদ্বীপও ব্রজেরই আবির্ভাব-বিশেষ। এইরূপে দেখা গেল, পরব্রহ্ম আদি-তত্ত্বের আশ্রয়-ভাব-প্রধান রূপে তিনি হইলেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। সুতরাং “জন্মাদ্যস্য”-শ্লোকের “আদ্যস্য”-শব্দের অর্থ হইল—আদিতত্ত্ব শ্রীগৌরের; প্রেমের আশ্রয়-প্রধান-ভাবের অভিমানে যিনি নিত্য নবদ্বীপ-নীলাচলাদিতে বিরাজিত, সেই শ্রীগৌরের। অথবা, আদ্য-শব্দে আদি-রস বা শৃঙ্গার-রসকেও বুঝাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর, শৃঙ্গার-রসের বা আদ্যরসের মূর্ত্ত-বিগ্রহ; শৃঙ্গার-রসের বিষয় তিনি। আর মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধা হইলেন সেই রসের পরম-আশ্রয়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইলেন এতদুভয়ের—রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের ও মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার—মিলিত বিগ্রহ, “রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপ।” সুতরাং তিনি হইলেন আদ্যরসের বিষয় এবং আশ্রয় উভয়ের মিলিত মূর্ত্তরূপ; অর্থাৎ অখণ্ড-শৃঙ্গার-রসের বা অখণ্ড-আদ্যরসের মূর্ত্ত-বিগ্রহ। তাহা হইলে “আদ্যস্য”-শব্দের অর্থ হইবে—যিনি অখণ্ড আদ্যরসের বা অখণ্ড শৃঙ্গার-রসের মূর্ত্ত-বিগ্রহ, তাঁহার। অশ্রয়রূপে স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের এবং জগতে প্রেমভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে জগতে আবির্ভূত হওয়ার নিমিত্ত **যতঃ**—শ্রীশ্রীশচী-জগন্নাথের গৃহ হইতে, নবদ্বীপে তাঁহার **জন্ম**—জন্মলীলার প্রকটন। শ্লোকে যতঃ-শব্দের অস্তিত্বই একটি ততঃ-শব্দের অস্তিত্ব সূচিত করিতেছে; অবশ্য এই ততঃ-শব্দটী উহ্য আছে। **ততঃ**—তস্মাৎ যঃ, সেই নবদ্বীপ হইতে যিনি **ইতরতশ্চ**—ইতরত্র, অন্যত্রও, নবদ্বীপ হইতে অন্যত্র—সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে **অন্বয়াৎ**—অনু+অয়াৎ—অনু (পশ্চাৎ, নবদ্বীপে জন্মের পরে) গমন করেন। সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক তিনি নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গমন করিয়াছেন (প্রকট লীলায়)। অথবা নবদ্বীপের গৃহস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। কি উদ্দেশ্যে? তাহা বলিতেছেন—“অর্থেষু অভিজ্ঞ”-বাক্যে। **অর্থেষু**—পঢ়ুয়া-নিন্দকাদির উদ্ধার-বিষয়ে এবং দাক্ষিণাত্য-ঝারিখণ্ড-বাসীদিগকে প্রেমভক্তি-দান বিষয়ে এবং নীলাচলে রস-বিশেষ-আস্বাদন-বিষয়ে **অভিজ্ঞঃ**—অভিজ্ঞ, নিপুণ। কি উপায়ে পঢ়ুয়া-নিন্দকাদির উদ্ধার সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিচার-নিপুণ বলিয়া তিনি বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন, তিনি যদি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, তাহা হইলে পঢ়ুয়া-নিন্দকাদির চিত্তের পরিবর্ত্তন হইতে পারে; তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। আর, নীলাচলে যাইয়া যদি অবস্থান করেন, তাহা হইলে নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া তত্রত্য জনগণকে প্রেমভক্তি বিতরণ করিতে পারিবেন এবং নীলাচলবাসী বাসুদেব-সার্ব্বভৌমাদিকেও প্রেমভক্তি দিতে পারিবেন এবং নীলাচল হইতে ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবনে গমনের পথে ঝারিখণ্ডবাসীদের এবং প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কাশীবাসী প্রকাশানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসীদের প্রেমভক্তি দিতে পারিবেন এবং তাঁহার অপ্রকটের পরবর্ত্তীকালের জীবের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-গোস্বামিদ্বয়ের নিকটে বহু তত্ত্বকথার প্রকাশও সম্ভব হইবে। তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচলে গমন করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, যে উদ্দেশ্যে তিনি জগতে অবতীর্ণ হইলেন, কিরূপে বা কাহার সহায়তায় তিনি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিলেন? তাহার উত্তরেই বলা হইতেছে, যিনি **স্বরাট্**—স্বেন এব রাজতে যঃ, স স্বরাট্; স্বীয় স্বরূপগত আশ্রয়-জাতীয় ভাবের দ্বারাই যিনি স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন এবং আনুষঙ্গিক ভাবে জগতের জীবের পরমতম এবং চরমতম অভীষ্টবস্তুটীর প্রতি লোভ জাগাইয়াছেন—যাহার ফলে ব্যবহারিক জগতের তথাকথিত সুখের অকিঞ্চিৎ-করতার জ্ঞান জীবের চিত্তে উপলব্ধ হইতে পারে; আবার নিজেই প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়া জীবমণ্ডলীকে কৃতার্থ করিয়াছেন, ভজনের আদর্শও স্থাপন করিয়াছেন। অথবা স্বৈঃ স্বীয়পার্ষদবৃন্দৈঃ রাজতে ইতি স্বরাট্। যিনি স্বীয় পার্ষদবৃন্দের সহিত নিত্য বিরাজিত; নিজে যেমন প্রেম বিতরণ করিয়াছেন, স্বীয় পার্ষদবৃন্দের দ্বারাও তেমনি প্রেম বিতরণ করাইয়াছেন; নিজে যেমন ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, স্বীয় পার্ষদবৃন্দের দ্বারাও তাহা করাইয়াছেন। স্বীয় স্বরূপগত ভাবে আবিষ্ট হইয়া যখন স্বমাধুর্য্য আস্বাদনে নিবিষ্ট হইতেন, তখন রায়রামানন্দ-স্বরূপ-দামোদরাদি পার্ষদবৃন্দও গীত-শ্লোকাদিদ্বারা তাঁহার ভাবের পুষ্টি সাধন করিতেন, তাঁহার ভাবসমুদ্রকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেন। এইরূপে স্বমাধুর্য্য আস্বাদনে বা প্রেমভক্তির আদর্শ স্থাপনে তাঁহার ভক্তভাবই প্রধানরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু এই ভক্তভাবের মধ্যেও যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য অব্যাহত ছিল, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে—যঃ আদিকবয়ে হৃদা ব্রহ্ম তেনে। যঃ—যিনি আদি **কবয়ে**—আদি কবিতে; শ্রেষ্ঠ কবিতে; রায়রামানন্দে **হৃদা**—সঙ্কল্পমাত্র, ব্রহ্ম—বেদ, বেদের পরম সারভূত তত্ত্ব—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, সাধ্যতত্ত্ব সাধন-তত্ত্বাদি, **তেনে**—বিস্তার বা প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা **ব্রহ্ম**—পরব্রহ্ম, ব্রহ্মত্বের বা রসত্বের চরমতম বিকাশ "রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ" যিনি আদিকবি রায়রামানন্দের নিকটে **তেনে**—প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা আদিকবি-শব্দের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। রসই কবিত্বের বা কাব্যের প্রাণ; যিনি রসজ্ঞ, তিনিই কবি হইতে পারেন; অন্য কেহ পারে না। রসবিষয়ে যাঁহার অনুভব আছে, তাঁহার সেই অনুভবের ভাষাগত রূপই হইল কাব্য, কেবল অনুভবটি হইল সেই কাব্যেরই ভাবগত রূপ; সুতরাং রস-বিষয়ে যাঁহার অপরোক্ষ অনুভব আছে, তাঁহাকেও কবি বলা যায়। এইরূপে যাঁহারা ভগবদ্‌ভক্ত, রসস্বরূপ ভগবানের সম্বন্ধে যাঁহাদের অপরোক্ষ অনুভব আছে, তাহারাও কবি; যাঁহারা ভগবানের নিত্য পার্ষদ, অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের উক্তরূপ রসানুভূতি আছে বলিয়া তাঁহারা হইলেন আদি কবি। এই অর্থে রামানন্দ রায়ও আদি কবি এবং নবদ্বীপ-লীলার মুরারিগুপ্ত, শ্রীবাস, শ্রীধর-আদি ভক্তবৃন্দও আদিকবি। নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দরূপে আদি-কবিদের নিকটেও যিনি সঙ্কল্পমাত্র-ব্রহ্ম—পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের বিভিন্ন স্বরূপ—রাম, নৃসিংহ, রাধাকৃষ্ণ, মহেশ, বরাহ, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপ, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রাজা-প্রতাপরুদ্র প্রভৃতির নিকটে ষড়্‌ভুজরূপ, রায়রামানন্দের নিকটে "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"—**তেনে**—প্রকাশ বা প্রকটিত করিয়াছেন। **যৎ**—যত্র, যাহাতে **সুরয়ঃ**—মহামহা পণ্ডিতগণ বা দেবতাগণও **মুহ্যন্তি**—মোহ প্রাপ্ত হন। রায়রামানন্দের চিত্তে সঙ্কল্পমাত্র তিনি বেদের পরম সারভূত যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, কেবল পাণ্ডিত্যদ্বারা তৎসমস্তের উপলব্ধি সম্ভব নয়; সে সমস্ত বিষয়ে মহামহা জ্ঞানী পণ্ডিতগণও কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়েন; সে সমস্ত বিষয় দেবগণেরও অনধিগম্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আর, ভক্তবৃন্দের নিকটে রাম-নৃসিংহাদি ভগবৎ-স্বরূপ সমূহের প্রকটনে, রামানন্দরায়ের নিকটে "রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপ" প্রকটনে, তাঁহার যে মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে মহাজ্ঞানিগণ, এমন কি দেবতাগণও মোহিত হইয়া যান, তাঁহারা তাঁহার এই মহিমার কোনও ইয়ত্তা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। তাঁহার এই মহিমার আরও এক অপূর্ব্বত্ব দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে—তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ। **তেজোবারিমৃদাং**—তেজ, বারি (জল) ও মৃত্তিকার। উপলক্ষণে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের। **যথা বিনিময়ঃ**—যথাযথভাবে সম্মিলন, পরস্পর মিলন (মূল শ্লোকের টীকায় এক প্রকার অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও "যথা বিনিময়ঃ"-শব্দের যথাযথভাবে পরস্পর সম্মিলন অর্থ করিয়াছেন)। শ্লেষে **তেজঃ**—বিদ্যার তেজঃ বা জ্ঞানের গর্ব্ব; এতাদৃশ গর্ব্ব যাঁহাদের আছে, তাঁহারা—বহির্ম্মুখ পড়ুয়া-পণ্ডিতাদি; কিম্বা জ্ঞানের ও সাধনের গর্ব্ব এবং এতাদৃশ গর্ব্ব যাঁহাদের আছে, তাঁহারা—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য, প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি। **বারি**—তরল জল; শুদ্ধাভক্তির কৃপায় যাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছে, তাদৃশ প্রেমিক-ভক্তগণ। **মৃৎ**—মৃত্তিকা; মৃত্তিকার ন্যায় জড়; অজ্ঞ মূর্খ জনসমূহ। পঞ্চ মহাভূতের পরস্পরের সহিত যথাযথভাবে সম্মিলনে যেমন অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগৎ-প্রপঞ্চ উদ্ভূত হইয়াছে, উদ্ভূত হইয়া স্বীয় অশেষ বৈচিত্রীর সহিতই যেমন একই (প্রাকৃত) ভূমিকায় অবস্থিত আছে, তদ্রূপ যাঁহার মহিমায় বিদ্যাগর্ব্বে, সাধনগর্ব্বে, ধনগর্ব্বে, কুলগর্ব্বে গর্ব্বিত লোকগণ, অজ্ঞ, মূর্খ, দরিদ্র, নীচজাতীয় লোকগণ, এমন কি ঝারিখণ্ডের কোল-ভীলাদি, ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি, তরুলতাদি পর্য্যন্ত এবং প্রেমভক্তির কৃপাপ্রাপ্ত দ্রবচিত্ত ভাগবতগণ ভগবদুন্মুখতা-জনিত স্বস্ব-ভাববৈচিত্রীর সহিত পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া একই ভক্তির ভূমিকায় অবস্থিত হইয়াছেন। যাঁহার মহিমায় ধনি-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, কুলীন-অকুলীন প্রভৃতি আপামর-সাধারণ ভক্তির কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, স্ব-স্ব প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে ভগবানের প্রতি বিভিন্ন ভাব পোষণ করিয়া ভাবরাজ্যে বহু বৈচিত্র্যের প্রকটন করিয়াছেন এবং প্রত্যেকে স্বীয় বিশিষ্ট-ভাব-বৈচিত্রী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই একই সাধারণ ভক্তি-ভূমিকায় বা ভগবদুন্মুখতার ভূমিকায় অবস্থিত আছেন (গৌর-পার্ষদদের মধ্যেও বিভিন্ন ভাবের ভক্ত ছিলেন—যেমন মুরারিগুপ্ত রামচন্দ্রের উপাসক, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নৃসিংহের উপাসক, শ্রীবাসাদি ঐশ্বর্য্যভাবের উপাসক ইত্যাদি; কিন্তু সকলেই ভগবদুন্মুখ, সকলেই ভক্ত—সুতরাং ভাব-বৈচিত্রী সত্ত্বেও সকলে একই ভক্তি-ভূমিকায় অবস্থিত ছিলেন)। যাঁহার মহিমায় এই সাধারণ ভক্তি-ভূমিকা সমাজেও তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; তাই পদকর্ত্তা গাহিয়াছেন—"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকোলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ।" এবং যবন-কুলোদ্ভব হরিদাস-ঠাকুরও নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন এবং শূদ্র রামানন্দের নিকটে ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব প্রদ্যুম্নমিশ্রও কৃষ্ণকথা শুনিয়াছেন। তাঁহার আরও মহিমার কথা বলা হইয়াছে "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকম্"-বাক্যে। যিনি **স্বেন—স্বীয় ধাম্না**—ধামদ্বারা। ধাম-শব্দের একাধিক অর্থ আছে, যথা—তেজ বা প্রভাব, শক্তি, দেহ; যিনি স্বীয় প্রভাবে বা শক্তিদ্বারা বা দেহদ্বারা নিরস্তকুহকম্—কুহককে নিরস্ত করিয়াছেন; কুহক-শব্দের অর্থ মায়াও হইতে পারে এবং কুতর্কনিষ্ঠ লোকও হইতে পারে। তিনি স্বীয় প্রভাবে বা শক্তিতে মায়াকে সর্ব্বদা নিরস্ত করেন, মায়ার কার্য্যকেও দূরে অপসারিত করেন এবং কুতর্কনিষ্ঠ লোকদিগেরও কুতর্কের অবসান ঘটাইয়া থাকেন। যাঁহার স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে সর্ব্বকালের জন্যই মায়া দূরে অপসারিত হইয়া আছে, মায়া যাঁহার সম্মুখীন পর্য্যন্ত হইতে পারে না, যাঁহার প্রভাবে লোকের পাপ-তাপ-আদি (মায়ার কার্য্য) দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহার শ্রীবিগ্রহের দর্শন-মাত্রে জীবের সমস্ত কলুষ (মায়া বা মায়ার কার্য্য) দূরীভূত হইয়াছে, জীব প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়া মায়ার কার্য্য এই জগৎ-প্রপঞ্চের মায়িক সুখের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়াছে, যাঁহার প্রভাবে বাসুদেব-সার্ব্বভৌমাদির, দাক্ষিণাত্যবাসী বৌদ্ধতার্কিকাদির কুতর্কজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে, যাঁহার প্রভাবে বাসুদেব-সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গের সাধকগণ জ্ঞানের কুহককে দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়াছেন এবং **যত্র—যাঁহাতে**, যেই

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ৪০ ॥

কৃষ্ণভক্তি রসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরমমহত্ত্ব ॥ ১১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে অধিষ্ঠিত বলিয়া **ত্রিসর্গঃ**—ত্রিবিধ প্রকাশ। নবদ্বীপ, নীলাচল ও বৃন্দাবন এই তিনটী পরমানন্দময়-ধামে তাঁহার বৈভব-প্রকাশ **অমৃষা**—সত্য। নবদ্বীপে মহাপ্রকাশ, নানা সময়ে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের প্রকাশ, শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন-বিলাসাদি রূপ বৈভব প্রকাশ; নীলাচলে বাসুদেব-সার্ব্বভৌম ও রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে ষড়্‌ভুজরূপের প্রকাশ, শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে এবং রথাগ্রে নর্ত্তনাদি-সময়ে বহু ভাবপ্রকাশ-রূপের প্রকটন, শ্রীমন্দিরে এবং রথাগ্রে শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে আবেশ-প্রকটন, রথের চালনে ও স্থিরীকরণে অদ্ভুত বৈভবের প্রকাশ, শ্রীজগন্নাথেরও বিস্ময়োৎপাদনকারী মাধুর্য্যের প্রকটন, গম্ভীরা-লীলাদি, স্বীয় বিগ্রহের দীর্ঘাকৃতির ও কূর্ম্মাকৃতির প্রকটনাদি বৈভব-প্রকাশ; এবং বৃন্দাবনে পূর্ব্বলীলার শুক-সারী, মৃগ-পক্ষী-আদির আবির্ভাব-করণ এবং তাহাদের পূর্ব্ববৎ ব্যবহারের প্রকটনাদিরূপ বৈভবের প্রকাশ। যিনি স্বয়ং সত্যস্বরূপ বলিয়া এবং যাঁহাতে অধিষ্ঠিত বলিয়া উক্ত তিন ধামে প্রকটিত বৈভবাদিও সমস্ত সত্য। এতাদৃশ **সত্যং পরং**—পরম সত্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে **ধীমহি**—ধ্যান করি।

শ্লো। ৪০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ"-বাক্যে গায়ত্রীর "ধীমহি"-শব্দের ফলরূপ প্রেমের (প্রয়োজনের) কথা এবং "সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্রবণের সাধনরূপত্ব (অভিধেয়ত্ব—ধীমহি-শব্দের বিবৃতি) সূচিত হইতেছে। এইরূপে ইহা ১০৯-পয়ারের শেষাংশের প্রমাণ।

১১০। শ্রীমদ্‌ভাগবত কৃষ্ণ-ভক্তি-রসস্বরূপ (পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে); এজন্য বেদাদি-শাস্ত্র হইতেও শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রেষ্ঠ।

বেদোপনিষদাদি শ্রীমদ্‌ভাগবতের মত আস্বাদ্য নহে; গায়ত্রীতে পর-তত্ত্বকে লীলাময় (দেব) বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার লীলা কিরূপ, তাহা বলা হয় নাই। গায়ত্রীর বিবৃতি-স্বরূপ উপনিষদে তাঁহাকে সত্যং শিবং সুন্দরম্, আনন্দং ব্রহ্ম ইত্যাদি বলাতে বুঝা গেল, তিনি মঙ্গলময়, তিনি পরমসুন্দর এবং তিনি আনন্দস্বরূপ; কিন্তু তাঁহার মঙ্গলময়ত্বের, তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের এবং তাঁহার আনন্দ-ময়ত্বের বৈচিত্রীর কথা কিছু না বলাতে তিনি পরম-আস্বাদ্য কিনা, তাহা বুঝা গেল না। শ্রুতি আবার তাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া জানাইয়া দিলেন যে, তিনি পরম-রসিক, তিনি পরম-রস-স্বরূপও বটেন; কিন্তু সেই রসের এবং রসিকতার বৈচিত্রী কিরূপ, তাহা জানাইলেন না। শ্রীমদ্‌ভাগবত কিন্তু বিশেষ বর্ণনাদ্বারা দেখাইলেন যে, সেই লীলাপুরুষোত্তমের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য এবং অসমোর্দ্ধ-লীলাবৈচিত্রীতে পূর্ণতম-স্বরূপ হইয়াও তিনি নিজেই মুগ্ধ, অন্যস্য কা কথা। এসমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীমদ্‌ভাগবত আস্বাদ্যতায় সাক্ষাৎ-রস-স্বরূপ এবং ইহা বেদাদি শাস্ত্র হইতেও আস্বাদ্যতায় শ্রেষ্ঠ। প্রণবকে নিখিল তত্ত্বের বীজস্বরূপ, গায়ত্রীকে তাহার কাণ্ডস্বরূপ, বেদোপনিষদাদিকে শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত বৃক্ষস্বরূপ, এবং বেদান্তসূত্রকে পুষ্পস্বরূপ মনে করিলে শ্রীমদ্‌ভাগবতকে রসময়-ফলস্বরূপ মনে করা যায়। শাখা-প্রশাখা বা পুষ্প অপেক্ষা রসময় ফলের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। শ্রীমদ্‌ভাগবত নিখিল-শাস্ত্র-চর্চ্চার চরম পরিণতি। (শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বিশেষত্ব আরও অধিক; শ্রীমদ্‌ভাগবতকে রসময় ফল-স্বরূপ মনে করিলে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে ঐ ফলের ঘনীভূত অমৃতময় রস বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।)

তথাহি (ভা. ১।১।৩)—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৪১ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ইদানীন্তু ন কেবলং সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বাদস্য শ্রবণং বিধীয়তে, অপিতু সর্ব্বশাস্ত্রফলমিদম্ অতঃ পরমাদরেণ সেব্যমিত্যাহ নিগমেতি। নিগমো বেদঃ স এব কল্পতরুঃ সর্ব্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ, তস্য ফলমিদং ভাগবতং নাম। তৎ তু বৈকুণ্ঠগতং নারদেনানীয় মহ্যং দত্তং, ময়া চ শুকস্য মুখে নিহিতং, তচ্চ তন্মুখাদ্ ভুবি গলিতং শিষ্য-প্রশিষ্যাদিরূপ-পল্লবপরম্পরয়া শনৈরখণ্ডমেবাবতীর্ণং ন তূচ্চনিপাতেন স্ফুটিতমিত্যর্থঃ। এতচ্চ ভবিষ্যদপি ভূতবন্নির্দ্দিষ্টম্ অনাগতাখ্যানেনৈবাস্য প্রবৃত্তেঃ। অতএবামৃতরূপেণ দ্রবেণ সংযুক্তম্। লোকে হি শুকমুখভ্রষ্টং ফলমমৃতমিব স্বাদু ভবতীতি প্রসিদ্ধম্। অত্র শুকো মুনিঃ। অমৃতং পরমানন্দঃ স এব দ্রবো রসঃ রসো বৈ স রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি শ্রুতেঃ। অতঃ হে রসিকাঃ রসজ্ঞাঃ তত্রাপি ভাবুকাঃ হে রসবিশেষভাবনাচতুরাঃ অহো ভুবি গলিতমিত্যলভ্যলাভোক্তিঃ। ইদং ভাগবতং নাম ফলং মুহুঃ পিবত। নন্থ ত্বগষ্ঠ্যাদিকং বিহায় ফলাদ্ রসঃ পীয়তে, কথং ফলমেব পাতব্যম্? তত্রাহ। রসং রসরূপম্ অতস্ত্বগষ্ঠ্যাদের্হেয়াংশস্যাভাবাৎ ফলমেব কৃৎস্নং পিবত। অত্র চ রসতাদাত্ম্যবিবক্ষয়া রসবত্তস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ অগুণবচনেঽপি রসশব্দে মতুপঃ প্রাপ্ত্যভাবাৎ তেন বিনৈব রসং ফলমিতি সামানাধিকরণ্যম্। অত্র ফলমিত্যুক্তেঃ পানাসম্ভবো হেয়াংশ-প্রসক্তিশ্চ ভবেদিতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং রসমিত্যুক্তম্। রসমিত্যুক্তেঽপি গলিতস্য রসস্য পাতুমশক্যত্বাৎ ফলমিতি দ্রষ্টব্যম্। ন চ ভাগবতামৃতপানং মোক্ষেঽপি ত্যাজ্যমিত্যাহ আলয়ং লয়ো মোক্ষঃ অভিবিধাবাকারঃ লয়মভিব্যাপ্য, নহীদং স্বর্গাদিসুখবন্মুক্তৈরুপেক্ষ্যতে কিন্তু সেব্যত এব। বক্ষ্যতি হি—আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ইত্যাদি। স্বামী। ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪১। অন্বয়। অহো (হে) রসিকাঃ (রসজ্ঞ) ভাবুকাঃ (রসবিশেষে ভাবনা-চতুর ব্যক্তিগণ)। শুকমুখাৎ (শুকমুখ হইতে) ভুবি (পৃথিবীতে) গলিতং (পতিত) অমৃতদ্রবসংযুতং (পরমানন্দরস-সংযুক্ত) নিগমকল্পতরোঃ (বেদরূপ কল্পবৃক্ষের) রসঃ (রসময়—বা রসস্বরূপ) ফলং (ফল) ভাগবতং (শ্রীমদ্ভাগবত) আলয়ং (লয়—মোক্ষ—পর্য্যন্ত) পিবতঃ (পান করুন)।

অনুবাদ। এই শ্রীমদ্ভাগবত (সর্ব্ব-পুরুষার্থপ্রদ) বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফলস্বরূপ। ইহা শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অখণ্ডরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে। অতএব রস-বিশেষে ভাবনা-চতুর রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ অমৃতদ্রবসংযুক্ত এই রসময় ফল মোক্ষ পর্য্যন্ত বারম্বার পান করুন। ৪১

এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপত্ব দেখান হইয়াছে। **শ্রীমদ্ভাগবত** নিগম কল্পতরুর ফল-স্বরূপ বৃক্ষের সার ফল; বৃক্ষের সার্থকতাও ফলে। তদ্রূপ, বেদাদি সমগ্র শাস্ত্রের সার হইল শ্রীমদ্ভাগবত—বেদাদি সমগ্র শাস্ত্রের সার্থকতা শ্রীমদ্ভাগবতে। **নিগম-কল্পতরোঃ**—নিগম (বেদ—বেদাদিশাস্ত্র)-রূপ যে কল্পতরু (কল্পবৃক্ষ), তাহার ফল হইল শ্রীমদ্ভাগবত। কল্পতরু জীবের সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করিতে সমর্থ; বেদাদি শাস্ত্রও জীবের যাবতীয় পুরুষার্থের—পুরুষার্থলাভের—উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া থাকে; যিনি যে পুরুষার্থ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারই উপায় বেদাদি-শাস্ত্রে পাওয়া যায়; তাই বেদাদিশাস্ত্রকে (বা নিগমকে) কল্পতরু বলা হইয়াছে। এই কল্পতরুর ফল-স্বরূপ হইল শ্রীমদ্ভাগবত। ফলে বাকল থাকে, অষ্ঠি (আটি) থাকে, আঁশ থাকে—যাহা খাওয়া যায় না; এসমস্ত ফেলিয়া দিয়া ফলের কেবল রসটী আস্বাদন করিতে হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ফল এইরূপ নহে—ইহাতে বাকল

তথাহি (ভা. ১।১।১৯)—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে ।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ৪২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রয়োজন-প্রশ্নেনৈব তচ্চরিত-প্রশ্নোঽপি জাত এব, তথাপ্যৌৎসুক্যেন পুনরপি তচ্চরিতান্যেব শ্রোতুমিচ্ছন্তস্তত্রাত্মনস্তৃপ্ত্যভাবমাবেদয়ন্তি বয়ন্ত্বিতি। যোগযাগাদিষু তৃপ্তাঃ স্মঃ। উদ্‌গচ্ছতি তমো যস্মাৎ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নাই, আটি নাই, আঁশ নাই ; পরিত্যাগ করিবার কিছুই নাই ; আছে কেবল রস ; তাই বলা হইয়াছে, এই ফলটী **রসং**—রসস্বরূপ, কেবল রসময়। ফল যখন উত্তমরূপে পাকে তখনই তাহা খুব মিষ্ট, খুব সুস্বাদ হয় এবং তখনই শুকাদ কোনও পক্ষী তাহাতে মুখ দিলেই ফলটি গাছ হইতে পড়িয়া যায়। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, নিগমকল্পতরুর ফলস্বরূপ যে শ্রীমদ্‌ভাগবত, তাহা **শুকমুখাৎ ভুবি গলিতং**—শুকের মুখ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই—শ্রীমদ্‌ভাগবতের মূল গ্রন্থকর্ত্তা ব্যাসদেব হইলেও পরম ভাগবত শ্রীশুকদেব-গোস্বামীই ইহা মহারাজ-পরীক্ষিতের সভায় প্রথমে কীর্ত্তন করেন। এইরূপে শ্রীমদ্‌ভাগবত শুকদেব গোস্বামীর মুখে কীর্ত্তিত হইয়াই জগতে প্রচারিত হইয়াছে ; তাই বলা হইয়াছে—এই ভাগবতরূপ ফল শুকমুখ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে। সাধারণতঃ গাছে যে ফল পাকিয়া থাকে, শুকপক্ষী তাহাতে মুখ দিলেই তাহা মাটিতে পড়িয়া যায়—শুক তাহার রস আস্বাদন করিতে পারে না ; ভাগবতরূপ ফলটি কিন্তু সেইরূপ নহে ; শ্রীশুকদেব গোস্বামিরূপ শুকপাখী এই ফলটি সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিয়াছেন—আস্বাদনের মাধুর্য্য-চমৎকারিতায় একটু অবশতা আসিয়া পড়িতেই যেন তাঁহার মুখ হইতে ইহা পড়িয়া গিয়াছিল ; অথবা, ইহার আস্বাদন-চমৎকারিতায় একান্ত মুগ্ধ হইয়াই অপরকেও আস্বাদন করাইবার অভিপ্রায়েই যেন তিনি ইহা মুখ হইতে ফেলিয়া দিলেন—পরীক্ষিতের সভায় কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু এই ফলটীর অদ্ভুত স্বরূপ এই যে—শুকদেব-গোস্বামীরূপ শুকপক্ষী ইহা সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করাতেও এবং তাঁহার মুখ হইতে পৃথিবীতে পতিত হওয়াতেও—অষ্ঠি-বল্কলাদি না থাকা সত্ত্বেও—এই ফলটী অখণ্ডরূপেই পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে, কিঞ্চিন্মাত্র অঙ্গহানিও ইহার হয় নাই এবং শুকদেব-গোস্বামিরূপ শুকপাখীর মুখ হইতে পড়িয়া যাওয়ার পরেও সমগ্র ফলের আস্বাদন হইতে তিনি বঞ্চিত হয়েন নাই—পড়িয়া যাওয়ার পরেও পূর্ব্ববৎই তিনি ইহা আস্বাদন করিতেছিলেন, এমনই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন এই ফলটী। আরও একটী কথা। কোনও ফল যদি অমৃতরসে নিষিক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাদুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভাগবতরূপ ফলটীর আস্বাদ্যতাও অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে অমৃতদ্রব সংযুক্ত হওয়াতে—শুকমুখের অমৃত রসের সহিত সম্মিলিত হওয়াতে ; তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীমদ্‌ভাগবত স্বতঃই আস্বাদ্য ; পরম ভাগবতের মুখে কীর্ত্তিত হইলে ইহার আস্বাদ্যতা অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পরমাস্বাদ্য শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রেমময়বপু পরমভাগবত-শ্রীশুকদেব-গোস্বামীর মুখে কীর্ত্তিত হওয়াতে ইহার পরমাস্বাদ্যতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা আবার **আলয়ং**—লয় পর্য্যন্ত, মোক্ষ পর্য্যন্ত আস্বাদনীয় ; যাঁহারা ভক্ত,—সাধক হউন কি সিদ্ধ হউন—তাঁহারা সকলেই ভাগবত-রস আস্বাদনের জন্য উৎকণ্ঠিত তো বটেনই ; পরন্তু যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধক—নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মের সহিত লয় বা তাদাত্ম্য লাভ করিয়া সাযুজ্যমুক্তির অভিলাষী যাঁহারা,—তাঁহারাও যদি একবার শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনীয় শ্রীকৃষ্ণের গুণকথা শুনিতে পায়েন, তাহা হইলে আজীবন—যে পর্য্যন্ত তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া না ফেলেন—যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্বতন্ত্র দেহাদি থাকে—সুতরাং যে পর্য্যন্ত ভাগবত-কীর্ত্তনের যোগ্যতা থাকে, সেই পর্য্যন্ত তাঁহারাও এই ভাগবত-রস পান করিয়া থাকেন—পান না করিয়া থাকিতে পারেন না ; এমনই অদ্ভুত এই রসের আকর্ষণী শক্তি।

১১০-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। বয়ং তু (আমরা—শৌনকাদি মুনিগণ—কিন্তু) উত্তমঃ-শ্লোকবিক্রমে (উত্তমঃ-শ্লোক

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ সার ॥ ১১১

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স উত্তমস্তথাভূতঃ শ্লোকো যশো যস্য তস্য বিক্রমে তু বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ। অলমিতি ন মন্যামহে। তত্র হেতুঃ যদ্‌বিক্রমং শৃণ্বতাম্। যদ্বা অন্যেতু তৃপ্যন্তু নাম বয়ন্তু নেতি তু-শব্দস্যান্বয়ঃ। অয়মর্থঃ—ত্রিধা হ্যলংবুদ্ধির্ভবতি উদরাদি-ভরণেন বা রসাজ্ঞানেন বা স্বাদুবিশেষাভাবাদ্বা, তত্র শৃণ্বতামিত্যনেন, শ্রোত্রস্যাকাশত্বাদিভরণমিত্যুক্তং রসজ্ঞানামিত্যনেন চ অজ্ঞানতঃ পশুবৎ তৃপ্তির্নিরাকৃতা, ইক্ষুভক্ষণবদ্রসান্তরাভাবেন তৃপ্তিং নিরাকরোতি পদে পদে প্রতিক্ষণং স্বাদুতোঽপি স্বাদু। স্বামী। ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীভগবানের চরিত্র-শ্রবণে) ন বিতৃপ্যামঃ (তৃপ্তিলাভ করি না) ; শৃণ্বতাং (শ্রবণকারী) রসজ্ঞানাং (রসজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে) যৎ পদে পদে (যে চরিত্রকথার পদে পদে—প্রতি পদে) স্বাদু স্বাদু (স্বাদু হইতেও স্বাদু)।

অনুবাদ। শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতের নিকটে বলিলেন :—উত্তমঃ-শ্লোক শ্রীভগবানের চরিত্রকথা-শ্রবণে আমরা কিন্তু তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না (অর্থাৎ ভগবৎ-কথা যতই শুনি, ততই যেন আরও শ্রবণের নিমিত্ত লালসা বর্দ্ধিত হয় ; তাই শ্রবণ-লালসা কখনও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না) ; যেহেতু যাঁহারা রসজ্ঞ, তাঁহারা যদি এই ভগবৎ-কথা শুনিতে থাকেন, তাহা হইলে এই চরিত্র-কথার প্রতি পদই তাঁহাদের নিকটে স্বাদু হইতে স্বাদু বলিয়া মনে হয় (অর্থাৎ একটি কথা শুনিয়া আর একটি কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়—পরের কথাটী পূর্ব্বের কথাটী অপেক্ষা অধিকতর স্বাদু বলিয়া মনে হয়; এইরূপে, যতই শুনিতে থাকেন, ততই ভগবৎ-কথার স্বাদুতা যেন বৃদ্ধি পাইতে থাকে—সুতরাং শ্রবণের লালসাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; কাজেই শ্রবণ-লালসা কখনও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না)। ৪২

উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে—উদ্‌গত (দূরীভূত) হয় তমঃ (তমগুণ—অবিদ্যা) যাহা হইতে, তাহাকে বলে উত্তমঃ ; উত্তমঃ হয় শ্লোক (যশঃ—কীর্ত্তি, গুণ) যাঁহার, অর্থাৎ যাঁহার যশোগানে বা গুণকীর্ত্তনে তমঃ (বা অবিদ্যা) দূরীভূত হয়, তিনি উত্তমঃশ্লোক—শ্রীভগবান্। তাঁহার যে বিক্রম (বা চরিত্রকথা), তদ্বিষয়ে।

এই শ্লোকেও ভগবৎ-কথার উপলক্ষণে শ্রীমদ্‌ভাগবতের আস্বাদ্যত্ব বা রস-স্বরূপত্বের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে ইহাও ১১০ পয়ারের প্রমাণ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের সর্ব্বশাস্ত্র-সারত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং রস-স্বরূপত্ব প্রতিপন্ন করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ
১১১। তিনি প্রকাশানন্দকে আরও বলিলেন—“শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের চর্চ্চা কর, তাহা হইলেই বেদান্ত সূত্রের এবং বেদোপনিষদের সার-
সরস্বতীকে বলিলেন—“শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের চর্চ্চা কর, তাহা হইলেই বেদান্ত সূত্রের এবং বেদোপনিষদের সার-
রহস্য বুঝিতে পারিবে।”

তিনি প্রকাশানন্দকে আরও বলিলেন—“সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে কৃষ্ণ-প্রেমরূপ
১১২। তিনি প্রকাশানন্দকে আরও বলিলেন—“সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে কৃষ্ণ-প্রেমরূপ
পরম-ধন লাভ করিতে পারিবে—যে ধনের দ্বারা পরমমধুর শ্রীকৃষ্ণের পরমমধুর সেবালাভ করিতে পারা যায়। আর
যে মুক্তির নিমিত্ত তুমি এত কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছ, সেই মুক্তি **হেলায়**—অনায়াসে—বিনা চেষ্টায় আনুষঙ্গিকভাবেই
লাভ করিতে পারিবে।”

শ্রীকৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে গীতা ও
শ্রীমদ্‌ভাগবত-অনুশীলনের এবং শ্রীকৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে গীতা ও
ভাগবত হইতে কয়েকটী শ্লোক বলিলেন। এই শ্লোক-কয়টীর আলোচনা করিলে মনে হয়, প্রভু যেন বুঝিতে
পারিয়াছিলেন, ভক্তির উপদেশ শুনিয়া প্রকাশানন্দের মনে যেন একটা বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা এইরূপ :—
“আমি সমস্ত জীবনটা ভরিয়া জ্ঞান-মার্গের অনুষ্ঠান করিলাম ; এখন এই শেষ সময়ে আমি কি ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে
পারিব ? আমার প্রতি ভক্তিদেবীর কি কৃপা হইবে?” এইরূপ বিতর্ক অনুমান করিয়াই বোধ হয়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৪৩

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং (ভা. ১০।৮৭।২১)
(নৃসিংহতাপনী ২।৫।১৬)—শাঙ্করভাষ্যে

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥ ৪৪

তথাহি (ভা. ২।১।৯)—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৪৫

তথাহি (ভা. ৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৪৬

তথাহি তত্রৈব (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" শ্লোকটী বলিলেন। এই শ্লোকে প্রভু সরস্বতী-মহাশয়কে বুঝাইলেন—'সরস্বতি, চিরকাল জ্ঞান-মার্গের অনুষ্ঠান করিয়াছ বলিয়া এখন ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে কোনও বাধা নাই। জ্ঞানের চর্চ্চায় যাঁহারা ব্রহ্মের ন্যায় চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন (ব্রহ্মভূতঃ হইয়াছেন), তাঁহারাও পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন—যদি জ্ঞান-মার্গের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া ভক্তির অনুষ্ঠান করেন।" একথা শুনিয়া প্রকাশানন্দের মনে বোধ হয় একটু ভরসা জন্মিল; কিন্তু তখনই বোধ হয় আর একটা আশঙ্কা জন্মিল যে—"আমি তো বৃদ্ধ হইয়াছি, দেহ-ভঙ্গের আর বিলম্বই বা কত? ভক্তি-মার্গের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতে পারি, কিন্তু তাহা কতদিনই বা করিতে পারিব, আমি তো কূলে পৌঁছিতে পারিব না।" ইহা অনুমান করিয়াই বোধ হয় শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্যের উক্তি উল্লেখ করিয়া প্রভু বলিলেন—"প্রকাশানন্দ, ভক্তির সাধনে সিদ্ধিলাভ করার পূর্ব্বেও যদি তোমার দেহত্যাগ হয়, তাহা হইলেও নৈরাশ্যের হেতু নাই; দেহ-ভঙ্গের পরে ভক্তির কৃপায় ভজনোপযোগী দেহ পাইবে। আর পূর্ব্বানুষ্ঠিত জ্ঞান-চর্চ্চার ফলে যদি তোমার সাযুজ্য মুক্তিও হইয়া যায়, তাহা হইলেও আশঙ্কার হেতু নাই; কারণ, মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে;"-এই যে এখন তুমি ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে, ইহার ফলেই ভক্তিদেবী কৃপা করিয়া তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন। যদি তোমার সাযুজ্যমুক্তিও হইয়া যায়, তাহা হইলেও ভক্তিদেবী কৃপা করিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে তোমাকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া ভজনোপযোগী দেহ দিবেন এবং ভজন করাইবেন। অতএব তুমি ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান কর—শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর, আর শ্রীমদ্ভাগবতের অনুশীলন কর; ভক্তির অনুষ্ঠানের মধ্যে এই দুইটী অঙ্গই শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারিবে, লীলা-পুরুষোত্তম-শ্রীকৃষ্ণের লীলা-মাধুর্য্যের কি আকর্ষণীয় শক্তি! শুকদেব-গোস্বামী নির্গুণব্রহ্মে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা শুনিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে, জ্ঞানানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণলীলাই কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন (পরিনিষ্ঠিতোঽপি শ্লোক)। আরও বুঝিতে পারিবে—শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য কি অদ্ভুত। তাঁহার অঙ্গ-গন্ধই বা কি অদ্ভুত! অঙ্গ-গন্ধের কথা তো দূরে, তাঁহার শ্রীচরণ-সংলগ্ন তুলসীর সৌগন্ধেই ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদি-ঋষিগণের চিত্তের ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল (তস্যারবিন্দনয়নস্য-শ্লোক)। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহ এমনি অদ্ভুত যে, তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মারাম মুনিগণও তাঁহার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। (আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ শ্লোক)। অতএব তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।"

শ্লো। ৪৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৪।৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৪।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৭।৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৬।১৭ শ্লোকে অথবা মধ্যলীলার চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিলা এই শ্লোক বিবরণ—॥ ১১৩
এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টিপ্রকার।
করিয়াছেন যাহা শুনি লোকে চমৎকার॥ ১১৪
তবে সব লোক শুনিতে আগ্রহ করিল।
প্রভু একষষ্টি অর্থ বিবরি কহিল॥ ১১৫
শুনিয়া লোকের বড় হৈল চমৎকার।
'চৈতন্যগোসাঞি কৃষ্ণ' করিল নির্দ্ধার॥ ১১৬
এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি॥ ১১৭
সব কাশীবাসী করে নামসঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে কান্দে গায় করয়ে নর্ত্তন॥ ১১৮
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত-বিচার।
বারাণসী দেশ প্রভু করিলা নিস্তার॥ ১১৯
নিজ-গণ লৈয়া প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া নগর॥ ১২০
নিজ-গণ লৈয়া প্রভু কহে হাস্য কহি—।
কাশীতে বেচিতে আমি আইলুঁ ভাবকালী॥ ১২১
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায়।
পুনরপি বহি দেশে লওয়া নাহি যায়॥ ১২২
'আমি বোঝা বহিব' তোমা-সভার দুঃখ হৈল।
তোমা-সভার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিলাইল॥ ১২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই শ্লোক পাঁচটী এস্থলে উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা পূর্ব্ববর্ত্তী ১১২-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১১৩-১৬। "হেনকালে" হইতে "করিল নির্দ্ধারে" পর্য্যন্ত চারি পয়ার।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেই সময়ে প্রকাশানন্দকে উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই স্থানে অনেক লোক ছিলেন। পূর্ব্বকথিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণও ছিলেন। প্রভু যখন আত্মারাম শ্লোকটীর উল্লেখ করিলেন, তখন মহারাষ্ট্রীয়-ব্রাহ্মণের স্মরণ হইল যে, সনাতন-গোস্বামীর নিকটে প্রভু এই শ্লোকটির একষষ্টি রকম অর্থ করিয়াছিলেন; সভামধ্যে ব্রাহ্মণ সেই কথা বলিলেন—শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন—একটী শ্লোকের এত রকম অর্থ!! ঐরূপ অর্থ শুনিবার নিমিত্ত সকলেই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন—সকলের আগ্রহে প্রভুও আর একবার ঐ আত্মারাম-শ্লোকের একষট্টি রকম অর্থ করিলেন; শুনিয়া সকলেই বিশেষ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এইরূপ অর্থ করা, মানুষের শক্তির অতীত। তাঁহারা স্থির করিলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু মানুষ নহেন—তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

চৈতন্যগোসাঞি কৃষ্ণ ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যগোসাঞি যে শ্রীকৃষ্ণ—ইহাই তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিলেন।

"চৈতন্য-গোসাঞি কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার"—ইহার পরে কোন কোন গ্রন্থে এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ আছে:—
"প্রেমানন্দে প্রকাশানন্দের বহে অশ্রুধার। 'হরি হরি' সব লোক বোলে অনিবার॥"

১২১। **নিজগণে**—প্রভুর অনুগত লোক সকল; তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ-কীর্ত্তনীয়া, মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ, সনাতনগোস্বামী প্রভৃতি।

হাস্য করি—প্রকাশানন্দের পূর্ব্ব-ব্যবহারকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু হাসিলেন।
প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে পূর্ব্বে ভাবক-সন্ন্যাসী বলিয়া ঠাট্টা করিতেন এবং
কাশীতে বেচিতে ইত্যাদি—(২।১৭।১১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ঐ বিষয় উল্লেখ করিয়াই
বলিতেন, "কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী" ২।১৭।১৩৫-৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।
প্রভু হাসিয়া বলিলেন—"কাশীতে বেচিতে আমি আইলুঁ ভাবকালী"। **ভাবকালী**—প্রেমভক্তি।
ভাবক-শব্দের অর্থ ২।১৭।১১২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **বিনামূল্যে**—সাধনব্যতীত। **তোমাসভার ইচ্ছায়**—
১২৩। ১।১৭।১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। প্রভু যেন কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করেন;
তপনমিশ্র, কি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, ইহাদের সকলেরই ইচ্ছা হইয়াছিল—বিশেষতঃ ভক্তের কৃপাকে উপলক্ষ্য
তাই প্রভুও তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন; কারণ, ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। হইয়াছিল বলিয়াই
করিয়াই সাধারণতঃ ভগবৎ-কৃপা স্ফুরিত হয়; কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের প্রতি তপনমিশ্রাদির কৃপা

সভে কহে—লোক তারিতে তোমার অবতার।
পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিস্তার ॥ ১২৪
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা-সভার সুখ ॥ ১২৫
বারাণসীগ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ॥ ১২৬
লক্ষকোটি লোক আইসে—নাহিক গণন।
সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন ॥ ১২৭
প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বর-দর্শনে।
দুই দিগে লোক করে প্রভু-বিলোকনে ॥ ১২৮
বাহু তুলি প্রভু কহে ‘বোল কৃষ্ণ হরি’।
দণ্ডবৎ পড়ে লোক হরিধ্বনি করি ॥ ১২৯
এইমত পঞ্চ দিন লোক নিস্তারিয়া।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া ॥ ১৩০
রাত্র্যে উঠি প্রভু যদি করিল গমন।
পাছে লাগ লৈল তবে ভক্ত পঞ্চজন ॥ ১৩১
তপনমিশ্র রঘুনাথ মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর কীর্ত্তনীয়া পরমানন্দ জন ॥ ১৩২
সভে চাহে প্রভুসঙ্গে নীলাচল যাইতে।
সভারে বিদায় দিল প্রভু যত্ন সহিতে—॥ ১৩৩
যার ইচ্ছা—পাছে আইস আমারে দেখিতে
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ডপথে ॥ ১৩৪
সনাতনে কহিল—তুমি যাহ বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ॥ ১৩৫
কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তার করিহ পালন ॥ ১৩৬
এত বলি চলিলা প্রভু সভা আলিঙ্গিয়া।
সভেই পড়িলা তাহাঁ মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ১৩৭
কথোক্ষণে উঠি সভে দুঃখে ঘর আইলা।
সনাতন গোসাঞি বৃন্দাবনেতে চলিলা ॥ ১৩৮
এথা শ্রীরূপগোসাঞি মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধিরায় মিলিলা ॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাদের ইচ্ছা হইয়াছিল এবং ভক্তপরাধীন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও তপনমিশ্রাদির ইচ্ছার বশীভূত হইয়াই সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিলেন।

১২৪। **পূর্ব্ব**—বঙ্গদেশ। **দক্ষিণ**—নীলাচল ও দাক্ষিণাত্য। **পশ্চিম**—মথুরা-মণ্ডলাদি।

১২৬। **গ্রামী**—কাশীর নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী লোক। **দেশী**—কাশী-প্রদেশস্থ লোক।

১২৭। **সঙ্কীর্ণ স্থানে**—চন্দ্রশেখরের গৃহে, অল্প-পরিসর-স্থানে প্রভু থাকেন; বহুসংখ্যক লোকের সেস্থানে সমাবেশ হইতে পারে না; তাই সকল লোক প্রভুর দর্শন পায় না।

১৩০। **দিন পঞ্চ**—শ্রীসনাতনকে শিক্ষা-প্রদানের পরে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত। অথবা প্রকাশানন্দের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের পরে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত।

১৩৪। **পাছে**—আমার চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরে, আমার সঙ্গে নহে।

একা যাব—অর্থাৎ কাশীস্থ ভক্তগণের কাহাকেও সঙ্গে নিবেন না, বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যাদি প্রভুর সঙ্গী দুইজন অবশ্যই সঙ্গে থাকিবেন। **ঝারিখণ্ড পথে**—বন পথে।

১৩৫। **দুইভাই**—রূপ ও অনুপম (জীবগোস্বামীর পিতা)। **তথা**—বৃন্দাবনে।

১৩৬। **কাঁথা করঙ্গিয়া**—ছেড়া-কাঁথাধারী ও করঙ্গধারী, অতএব কাঙ্গাল।

করিহ পালন—আমার কাঙ্গাল-ভক্তগণ বৃন্দাবনে আসিলে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিও; তাহাদের আহারাদির সংস্থান করিও এবং যাহাতে তাহাদের ভক্তির পুষ্টি হয়, তদ্রূপ উপদেশাদি দিও।

কোন কোন গ্রন্থে “আইলে” স্থলে “আইসে যদি” বা “আসিবে” পাঠ আছে।

১৩৯। **সুবুদ্ধিরায় মিলিলা**—কাশীতে মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া তাঁহারই আদেশে সুবুদ্ধিরায় মথুরায় আসিয়াছিলেন; ধ্রুবঘাটে রূপ-গোস্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিলা গৌড়-অধিকারী।
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকুরী ॥ ১৪০
দীঘি খোদাইতে তারে মন্‌সাব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল ॥ ১৪১
পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ের রাজা হৈল।
সুবুদ্ধিরায়েরে তেঁহো বহু বাড়াইল ॥ ১৪২
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধিরায়ে মারিবারে কহে রাজাস্থানে ॥ ১৪৩
রাজা কহে—আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা ॥ ১৪৪
স্ত্রী কহে—জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে—জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে ॥ ১৪৫
স্ত্রী মারিতে চাহে, রাজা শঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানী তার মুখে দেয়াইলা ॥ ১৪৬
তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাইয়া।
বারাণসী আইলা সব-বিষয় ছাড়িয়া ॥ ১৪৭
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তেঁহো পণ্ডিতের স্থানে।
তাঁরা কহেন—তপ্তঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে ॥ ১৪৮
কেহো কহে—এই নহে, অল্পদোষ হয়।
শুনিঞা রহিলা রায় করিয়া সংশয় ॥ ১৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪০। **পূর্ব্বে যবে**—সুবুদ্ধিরায়ের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বলিতেছেন।

গৌড়-অধিকারী—সুবুদ্ধিরায় পূর্ব্বে মুসলমান সম্রাটের অধীনে গৌড়ের রাজা ছিলেন। তখন সৈয়দ হুসেন খাঁ তাহার অধীনে চাকুরী করিতেন।

১৪১। একটী দীঘি খোদাইবার জন্য রাজা সুবুদ্ধিরায় হুসেন খাঁকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। **মন্‌সাব**—ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। হুসেনসার কার্য্যে দোষ (ছিদ্র) পরিলক্ষিত হওয়ায় শাস্তি-স্বরূপে সুবুদ্ধিরায় তাঁহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন।

১৪২। **পাছে যবে**—১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে সুবুদ্ধিরায়ের স্থলে হুসেন খাঁই রাজা হইলেন।

বহু বাড়াইল—খুব সম্মান করিলেন। সুবুদ্ধিরায় যখন রাজা ছিলেন, তখন হুসেন খাঁ তাঁহার অধীনে একজন কর্ম্মচারী ছিলেন; সেই সময়ে রায়ের দ্বারা হুসেন খাঁ অনেক উপকৃত হইয়াছিলেন। সেই উপকারের কথা স্মরণ করিয়া, হুসেন খাঁ যখন রাজা হইলেন, তখন তিনি রায়কে অত্যন্ত সম্মানিত করিলেন।

১৪৩। একদিন হুসেন খাঁ যখন খালি গায়ে ছিলেন, তখন তাঁহার পিঠে চাবুকের দাগ দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী ঐ দাগের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি সমস্ত বলিলেন। শুনিয়া, সুবুদ্ধিরায়কে বধ করার নিমিত্ত স্ত্রী তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। **মারণের চিহ্ন**—চাবুকের দাগ।

১৪৪। কিন্তু হুসেন খাঁ বলিলেন—সুবুদ্ধিরায় আমার পূর্ব্ব-মনিব, তিনি আমার পালন-কর্ত্তা; সুতরাং পিতৃতুল্য; তাঁহাকে বধ করা আমার পক্ষে সঙ্গত হয় না। **পোষ্টা**—পালনকর্ত্তা।

১৪৬। স্ত্রীর অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া হুসেন খাঁ সুবুদ্ধিরায়ের মুখে তাঁহার করোয়ার জল দেওয়াইলেন। মুসলমানের স্পৃষ্ট জল মুখে যাওয়াতে সুবুদ্ধিরায়ের জাতি নষ্ট হইল।

করোয়া—মুসলমানের ব্যবহৃত জল-পাত্রবিশেষ। **পানী**—জল।

১৪৭। **ছদ্ম**—ছল।

১৪৮। **প্রায়শ্চিত্ত**—মুসলমানের জল মুখে যাওয়ায় যে তাঁহাকে জাতি-ভ্রষ্ট হইতে হইয়াছে, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত। কোন কোন পণ্ডিত ব্যবস্থা দিলেন যে, তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

১৪৯। আবার কোনও কোনও পণ্ডিত বলিলেন—'সুবুদ্ধিরায় নিজে ইচ্ছা করিয়া তো মুসলমানের জল খান নাই; জোর করিয়া তাঁহার মুখে জল দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং এ অতি সামান্য দোষ; এই সামান্য দোষে তপ্ত

তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা॥ ১৫০
প্রভু কহে—ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥ ১৫১
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥ ১৫২
রায় আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা॥ ১৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ঘৃত-পানকরারূপ গুরু-প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না।' পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ হওয়াতে প্রায়শ্চিত্তের বিধিসম্বন্ধে রায়ের সন্দেহ জন্মিল; তাই তিনি তখন ব্যবস্থানুরূপ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

১৫১-৫২। মহাপ্রভু যখন কাশীতে আসিলেন, তখন সুবুদ্ধিরায় তাঁহার চরণে সমস্ত নিবেদন করিলেন; প্রভু প্রায়শ্চিত্তের এইরূপ ব্যবস্থা দিলেন—"তুমি এ-স্থান ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাও; যাইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন কর। নামাভাসেই তোমার পাপ দূর হইবে, আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। নাম-কীর্ত্তনের ফলে তোমার শ্রীকৃষ্ণ-চরণ লাভ হইবে।" পরবর্ত্তী বিবরণ (২।২৫।১৫৪-পয়ার) হইতে বুঝা যায়, প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের পথে কাশীতে এই ঘটনা।

কেহ বলিতে পারেন—কাশীবাসী পণ্ডিতগণ যে-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই স্মৃতির ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিলেন কেন? ইহাতে কি স্মৃতির অবমাননা, সুতরাং ধর্ম্মহানি হইল না? ইহার উত্তর এই:—মহাপ্রভু স্মৃতিকে উপেক্ষা করেন নাই; স্মৃতিতে যে সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, তাহাদের মধ্যে শ্রীহরি-স্মরণও একটী এবং এই শ্রীহরি-স্মরণকেই শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। "প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি চ। যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্॥ বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয় অংশ ৬ষ্ঠ অ. ৩৫ শ্লোক।—তপস্যাত্মক ও কর্ম্মাত্মক যে অশেষ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অনুস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত।" শ্রীমন্মহাপ্রভু সুবুদ্ধিরায়ের জন্য এই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাই দিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে, শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণকে কেন যে শ্রেষ্ঠ-প্রায়শ্চিত্ত বলা হইল, তাহার হেতুও দেওয়া হইয়াছে। "কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে। প্রায়শ্চিত্তস্তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরম্॥ ৩৬॥—পাপ করিয়া, যে পুরুষের অনুতাপ জন্মে, তাহার পক্ষেই মন্বাদির কথিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত। হরি-সংস্মরণই পরম-প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ না হইলেও হরি-স্মরণে পাপ নষ্ট হয়; কিন্তু অন্য প্রায়শ্চিত্তে অনুতাপব্যতীত পাপ ক্ষয় হয় না।" (-- বিষ্ণুপুরাণের বঙ্গবাসী সংস্করণে ভট্টপল্লী-নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ)।

আরও একটী বিবেচ্য বিষয় আছে। কর্ম্মাত্মক-প্রায়শ্চিত্তের সম্বন্ধ কেবল দেহের সঙ্গে; জীবস্বরূপের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণরূপ পরম প্রায়শ্চিত্ত দেহ ও আত্মা উভয়কেই পবিত্র করে—"যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।" উক্ত প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণেও একথা বলা হইয়াছে। "বিষ্ণুসংস্মরণাৎ ক্ষীণ-সমস্ত-ক্লেশ-সঞ্চয়ঃ। মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গাপ্তিস্তস্য বিঘ্নোঽনুমীয়তে॥ ২।৬।৩৮॥—বিষ্ণুসংস্মরণজন্য সঞ্চিত পাপক্ষয় হইয়া মুক্তি-লাভ করে; তখন স্বর্গ-প্রাপ্তিও তাহার পক্ষে বিঘ্ন বলিয়া অনুমিত হয়।"

মুসলমানের জল মুখে যাওয়াতে জাতি গিয়াছিল—সুবুদ্ধিরায়ের দেহটার; তাঁহার জীবাত্মার জাতি যায় নাই; কারণ, জীবাত্মার কোনও জাতি নাই, জীবাত্মা ব্রাহ্মণও নহে, শুদ্রও নহে; জীবাত্মা জন্য-পদার্থ নহে—ইহা নিত্য—শ্রীকৃষ্ণের চিৎকণ অংশ, ইহাই তাহার জাতি; ঐ দেহটাকে জাতিতে উত্তোলনের নিমিত্তই কর্ম্মাত্মক-প্রায়শ্চিত্ত তপ্ত-ঘৃতপানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুবুদ্ধিরায় অনুতপ্ত হইয়া থাকিলে ঐ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে তাঁহার দেহটা জাতিতে উঠিতে পারিত বটে (অর্থাৎ, তপ্ত-ঘৃত পান করিয়া তাঁহার দেহপাত হইলে তাঁহার স্ব-জাতীয়েরা তাঁহার শব-সংকার করিতে পারিত বটে); কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মার কি হইত? তিনি যে ভজনোপযোগী দুর্ল্লভ

কথোদিন তেঁহো নৈমিষারণ্যে রহিলা।
তাবদ্‌বৃন্দাবন দেখি প্রভু প্রয়াগ আইলা ॥ ১৫৪
মথুরা আসিয়া রায় প্রভুবার্ত্তা পাইল।
প্রভুর লাগ না পাইয়া মনে দুঃখী হইল ॥ ১৫৫
রায় শুষ্ককাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পৈছা পায় একেক বোঝাতে ॥ ১৫৬
আপনে রহে এক পৈছার চানা চাবানা খাইয়া।
আর পৈছা বানিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥ ১৫৭
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন।
গৌড়িয়া আইলে দধি ভাত তৈলমর্দ্দন ॥ ১৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মনুষ্য-দেহ লাভ করিয়াছিলেন, সেই দেহের সার্থকতা কোথায় থাকিত? জাতি-রক্ষার নিমিত্ত তিনি মানব-দেহের বিনাশ-সাধন করিলে, তাঁহার সদ্‌গতির নিমিত্ত ভগবদ্‌-ভজন তো তাঁহাদ্বারা আর হইতে পারিত না।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে-ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে তাঁহার উভয় দিক্‌ই রক্ষা হইল—শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ-বশতঃ প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপেরও ক্ষয় হইল এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া মানব-জন্মের সার্থকতা সাধন করাও হইল।

১৫৪। **তাবদ্‌ বৃন্দাবন** ইত্যাদি—সুবুদ্ধিরায় যখন নৈমিষারণ্যে ছিলেন, তখন মহাপ্রভু বৃন্দাবন দেখিয়া প্রয়াগে আসিলেন। সুতরাং প্রভুর সঙ্গে রায়ের সাক্ষাৎ হয় নাই।

১৫৫। প্রভুবার্ত্তা—প্রভু যে মথুরায় আসিয়াছিলেন, এই সংবাদ।

১৫৬-৫৭। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য সুবুদ্ধিরায় কি করিতেন, তাহা বলিতেছেন। মথুরার নিকটবর্ত্তী বন হইতে শুষ্ক-কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বোঝা বাঁধিয়া তিনি মথুরার বাজারে আনিয়া বিক্রয় করিয়া পাঁচ পয়সা কি ছয় পয়সা পাইতেন। তখনকার দিনে পাঁচ ছয় পয়সার মূল্য আজকালকার আট আনারও বেশী। যাহা হউক, কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া তিনি যাহা পাইতেন, তাহার সমস্তই যে তিনি নিজের ভোগের জন্য ব্যয় করিতেন, তাহা নহে। তিনি নিজে এক পয়সার চানামাত্র খাইতেন, আর বাকী পয়সা কাঙ্গাল-বৈষ্ণবদের সেবার উদ্দেশ্যে বানিয়ার দোকানে জমা রাখিতেন। এইরূপ জমা রাখাতে তাঁহার সঞ্চয়-দোষ ঘটিবার আশঙ্কা ছিল না। নিজের ভোগের উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিলেই দোষ।

সুবুদ্ধিরায় এক সময়ে বাঙ্গালার রাজা ছিলেন—কত দাসদাসী তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিত, চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় —কত উপাদেয় বস্তু তিনি ভোগ করিতেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার আজ সমস্ত ভোগবাসনা দূর হইয়াছে—সংসারে অপূর্ব্ব বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। ইহাই কৃপার পরিচয়।

সুবুদ্ধিরায়ের আচরণ আদর্শ-স্থানীয়। তাঁহার আত্মনির্ভরতা, পরাপেক্ষা-শূন্যতা বৈষ্ণবমাত্রেরই অনুকরণীয়। আজকাল কেহ কেহ ভজনের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করিয়া যান বটে; কিন্তু আত্ম-নির্ভরতার চেষ্টা করেন না; নিজেদের জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে গৃহস্থের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা। ৩।৬।২২২ ॥” আরও বলিয়াছেন—“বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ। বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস-নিমন্ত্রণ। দাতা-ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন ॥ ৩।৬।২৭৩-৭৪ ॥”

১৫৮। গৌড়িয়া—বঙ্গদেশী বৈষ্ণব। সুবুদ্ধিরায় বাঙ্গালী-বৈষ্ণবগণকে সঞ্চিত পয়সাদ্বারা দধি, ভাত এবং তৈলমর্দ্দনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। নদীবহুল বাঙ্গালাদেশে যাহাদের বাস, জলশূন্য পশ্চিমাঞ্চলে তাহাদের পক্ষে একটু স্নিগ্ধ জিনিষের দরকার। শুখা রুটী তাহাদের সহ্য হয় না। দধি, ভাতই তাঁহাদের শরীরের পক্ষে উপযোগী এবং শরীরে তৈলমর্দ্দন না করিলেও সেইস্থানে বোধ হয়, তাহাদের শরীরে অত্যন্ত রুক্ষতা প্রকাশ পাইত। এজন্যই বোধ হয় তিনি বাঙ্গালী-বৈষ্ণবদের জন্য দধি, ভাত ও তৈল-মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিতেন।

রূপগোসাঞি আইলে তাঁরে বহু প্রীতি কৈল।
আপনসঙ্গে লঞা দ্বাদশবন করাইল ॥ ১৫৯
মাসমাত্র রূপগোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইল সনাতনানুসন্ধানে ॥ ১৬০
গঙ্গাতীরপথে প্রভু প্রয়াগেরে গেলা।
ইহা শুনি দুই ভাই সেই পথে চলিলা ॥ ১৬১
এথা সনাতনগোসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইলা সরান রাজপথ দিয়া ॥ ১৬২
মথুরাতে সুবুদ্ধিরায় তাহারে মিলিলা।
রূপ-অনুপম-কথা সকলি কহিলা ॥ ১৬৩
গঙ্গাপথে দুই ভাই, রাজপথে সনাতন।
অতএব তাঁহাসনে না হৈল মিলন ॥ ১৬৪
সুবুদ্ধিরায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার স্নেহ সনাতন নাহি মানে ॥ ১৬৫
মহাবিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনেবনে।
প্রতিবৃক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে ॥ ১৬৬
মথুরামাহাত্ম্য শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া ॥ ১৬৭
এইমত সনাতন বৃন্দাবনে রহিলা।
রূপগোসাঞি দুইভাই কাশীতে আইলা ॥ ১৬৮
মহারাষ্ট্রী দ্বিজ, শেখর, মিশ্র তপন।
তিনজনসহ রূপ করিলা মিলন ॥ ১৬৯
শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্রঘরে ভিক্ষা।
মিশ্রমুখে শুনে—সনাতনে প্রভুর শিক্ষা ॥ ১৭০
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইল বড় সুখে ॥ ১৭১
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া ॥ ১৭২
দিন-দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন-রূপের এই চরিত্র কহিল ॥ ১৭৩
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জন বনপথে যাইতে মহাসুখ পাইলা ॥ ১৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫৯। শ্রীরূপগোস্বামী যখন মথুরায় আসিলেন, তখন সুবুদ্ধিরায় তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি করিলেন এবং সঙ্গে করিয়া দ্বাদশবন দেখাইলেন। **তাঁরে**—রূপগোস্বামীকে।

১৬১। **ইহা শুনি**—গঙ্গাতীরের পথে মহাপ্রভু প্রয়াগ গিয়াছেন, ইহা শুনিয়া রূপ ও অনুপম উভয়ে গঙ্গাতীরের পথে সনাতনের অনুসন্ধানে চলিলেন।

১৬২। এদিকে সনাতনগোস্বামী কাশী হইতে প্রয়াগে আসিলেন এবং প্রয়াগ হইতে প্রসিদ্ধ রাজপথ (রাস্তা) দিয়া মথুরায় আসিলেন।

সরান রাজপথ—প্রসিদ্ধ রাস্তা।

১৬৪। রূপ ও অনুপম গঙ্গাতীরের পথে গিয়াছিলেন। আর সনাতন প্রসিদ্ধ রাজপথ দিয়া গেলেন ; এজন্য তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

১৬৫। শ্রীসনাতন নিজের সুখ-সচ্ছন্দতার বিষয় সমস্তই ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া সুবুদ্ধিরায়ের স্নেহ-ব্যবহার তিনি পছন্দ করিতেন না। **ব্যবহার স্নেহ**—ব্যবহারিক যথাবস্থিত দেহের প্রতি স্নেহ।

১৬৬। **প্রতিবৃক্ষে ইত্যাদি**—দিনের বেলায় এক এক দিন এক এক বৃক্ষতলে এবং রাত্রিতে এক এক রাত্রি এক এক কুঞ্জে বাস করেন। একস্থানে একাধিক রাত্রি বা একাধিক দিন থাকিতেন না।

১৬৭। সনাতন-গোস্বামী মথুরা-মাহাত্ম্য নামক শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা দেখিয়া দেখিয়া মথুরাখণ্ডের লুপ্ততীর্থ-সকলের স্থান নির্দ্দেশ করিলেন।

লুপ্ততীর্থ—যে-সকল তীর্থস্থানের কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল ; সুতরাং যে-সমস্ত তীর্থ লোপ পাইয়াছিল।

প্রকট কৈল—ঐ সকল তীর্থের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া তীর্থগুলিকে প্রকাশ করিলেন।

১৭০। **মিশ্রঘরে ভিক্ষা**—রূপ ও অনুপম তপন-মিশ্রের ঘরে আহার করিতেন।

সুখে চলি আইসে প্রভু বলভদ্রসঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদিসঙ্গে কৈল নানারঙ্গে ॥ ১৭৫
আঠারনালাতে আসি ভট্টাচার্য্যব্রাহ্মণে।
পাঠাইয়া বোলাইল নিজ ভক্তগণে ॥ ১৭৬
শুনি যেন ভক্তগণ পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইলে যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা ॥ ১৭৭
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা।
নরেন্দ্রে আসিয়া সভে প্রভুরে মিলিলা ॥ ১৭৮
পুরী-ভারতীর কৈল প্রভু চরণ-বন্দন।
দোঁহে মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১৭৯
দামোদর-স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর ॥ ১৮০
কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র, পণ্ডিত দামোদর।
হরিদাস ঠাকুর, আর পণ্ডিত শঙ্কর ॥ ১৮১
আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সভা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ১৮২
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সভা লঞা চলিলা প্রভু জগন্নাথ-দর্শনে ॥ ১৮৩
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্যগীত কৈলা ॥ ১৮৪
জগন্নাথসেবক আনি মালা প্রসাদ দিলা।
তুলসীপড়িছা আসি চরণ বন্দিলা ॥ ১৮৫
'মহাপ্রভু আইলা'— গ্রামে কোলাহল হৈল।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ মিলিলা সকল ॥ ১৮৬
সভা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্রবাসা আইল।
সার্ব্বভৌম পণ্ডিতগোসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ১৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭৫। **বলভদ্র-সনে**—বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে।

পূর্ব্ববৎ—শ্রীবৃন্দাবন-যাওয়ার পথে যেরূপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ।

মৃগাদিসঙ্গে—সিংহ, ব্যাঘ্র, হরিণ প্রভৃতি বন্য-জন্তুকে কৃষ্ণনাম লওয়াইলেন।

১৭৬। **আঠার নালা**—পুরীর নিকটবর্ত্তী একটী স্থান। এই স্থানে আসিয়া প্রভু নীলাচলস্থিত নিজ ভক্তগণকে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জানাইবার নিমিত্ত বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের পাচক ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন।

১৭৭। প্রভুর বিরহে নীলাচলের ভক্তগণ এতদিন যেন মৃতবৎ হইয়াছিলেন; তাঁহাদের কর্ম্ম-নির্ব্বাহক হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়সকল যেন কর্ম্ম-করণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল—এখন প্রভুর আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাদের দেহে যেন প্রাণ আসিল, ইন্দ্রিয়সকলও যেন কার্য্যকরী শক্তি পাইল। প্রভুই তাঁহাদের প্রাণ—তাই প্রভুর বিরহে তাঁহারা মৃতবৎ হইয়াছিলেন। **জীলা**—জীবিত হইল। **দেহে প্রাণ** ইত্যাদি—দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়া গেলে হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়সকল যেমন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া গেলেও ভক্তগণ তদ্রূপ নির্জীব—অশক্ত হইয়াছিলেন। মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার হইলে যেমন ইন্দ্রিয়-সমূহও কার্য্যকরী শক্তি পায়, প্রভুর আগমন-বার্ত্তা শুনিয়াও ভক্তগণ তদ্রূপ আনন্দে যেন সজীব হইয়া উঠিলেন।

১৭৮। **নরেন্দ্রে**—নরেন্দ্র-সরোবরে। ভক্তগণ প্রভুর সহিত মিলিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। নরেন্দ্র-সরোবরের তীর পর্য্যন্ত আসিলে তাঁহারা প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেন।

১৭৯। **পুরী-ভারতী**—পরমানন্দপুরী এবং ব্রহ্মানন্দ-ভারতী। পুরী-গোস্বামী ঈশ্বরপুরীর এবং ভারতী-গোস্বামী কেশভারতীর শিষ্য সুতরাং উভয়েই মহাপ্রভুর গুরুস্থানীয়। তাই প্রভু তাঁহাদের চরণ-বন্দন করিলেন।

১৮৫। **মালা-প্রসাদ**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী-মালা এবং মহাপ্রসাদ।

তুলসী-পড়িছা—তুলসী-নামক পড়িছা। পড়িছা বোধ হয় প্রতিহারী-শব্দের অপভ্রংশ।

১৮৭। **মিশ্রবাসা**—কাশীমিশ্রের বাড়ীতে প্রভুর বাসায়। **সার্ব্বভৌম পণ্ডিত গোসাঞি**—বাসুদেব-সার্ব্বভৌম এবং গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী উভয়েই প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

প্রভু কহে—মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে।
সভাসঙ্গে ইহাঁ আজি করিব ভোজনে॥ ১৮৮
তবে দোঁহে জগন্নাথ-প্রসাদ আনিল।
সভা সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল॥ ১৮৯
এই ত কহিল প্রভু দেখি বৃন্দাবন।
পুনরপি কৈল যৈছে নীলাদ্রিগমন॥ ১৯০
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥ ১৯১
মধ্যলীলার এই কৈল দিগ্‌দরশন।
ছয় বৎসর কৈল যৈছে গমনাগমন॥ ১৯২
শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ-সঙ্গে করে কীর্ত্তনবিলাস॥ ১৯৩
মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় কথার (লীলার) আস্বাদ॥ ১৯৪
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষলীলার সূত্রগণ।
তহিঁমধ্যে কোনভাগের বিস্তার বর্ণন॥ ১৯৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপবর্ণন।
তহি মধ্যে নানাভাবের দিগ্‌দরশন॥ ১৯৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর কহিল সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিলা বিলাস॥ ১৯৭
চতুর্থে মাধবপুরীর চরিত্র-আস্বাদন।
গোপাল স্থাপন ক্ষীরচুরির বর্ণন॥ ১৯৮
পঞ্চমে সাক্ষিগোপাল চরিত্রবর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে, প্রভু করে আস্বাদন॥ ১৯৯
ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমের করিল উদ্ধারণ।
সপ্তমে তীর্থযাত্রা বাসুদেব-বিমোচন। ২০০
অষ্টমে রামানন্দসংবাদ বিস্তার।
আপনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার॥ ২০১
নবমে কহিল দক্ষিণ-তীর্থভ্রমণ।
দশমে কহিল সর্ব্ববৈষ্ণব-মিলন॥ ২০২
একাদশে শ্রীমন্দিরে বেঢ়াসঙ্কীর্ত্তন।
দ্বাদশে গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন-ক্ষালন॥ ২০৩
ত্রয়োদশে রথ-আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে হোরাপঞ্চমী-যাত্রা-দরশন॥ ২০৪
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ।
স্বরূপ কহেন, প্রভু করে আস্বাদন॥ ২০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৮৯। **দোঁহে**—সার্ব্বভৌম এবং গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী।

১৯২। **ছয় বৎসর** ইত্যাদি—সন্ন্যাস-গ্রহণের পর, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ, গৌড়গমন, বৃন্দাবনগমন প্রভৃতিতে প্রভুর ছয় বৎসর অতীত হইয়াছিল। ইহার পরে প্রভু আর কোথাও যান নাই।

১৯৩। **শেষ অষ্টাদশ** ইত্যাদি—এই ছয় বৎসরের পরে আঠার বৎসর পর্য্যন্ত প্রভু নীলাচলেই ছিলেন; নীলাচলে থাকিয়াই ঐ আঠার বৎসর ভক্তগণকে লইয়া কীর্ত্তনাদি করিতেন। তাহার পরে প্রভু লীলা-সম্বরণ করেন।

১৯৪। এইক্ষণে মধ্যলীলার কোন্ পরিচ্ছেদে কি বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাই উল্লেখ করিতেছেন।

অনুবাদ—পূর্ব্বে উল্লিখিত বিষয়ের পুনরুল্লেখ।

১৯৭। **আচার্য্যের ঘরে**—শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ঘরে।

১৯৮। **গোপালস্থাপন**—গোবর্দ্ধনে শ্রীগোপাল-মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা।

ক্ষীরচুরি—মাধবেন্দ্র পুরীগোস্বামীর নিমিত্ত ক্ষীরচোরা-গোপীনাথকর্ত্তৃক ক্ষীর চুরি।

১৯৯। **নিত্যানন্দ কহে** ইত্যাদি—সাক্ষীগোপালের চরিত্র, যাহা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বর্ণন করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শুনিয়া আস্বাদন করিয়াছিলেন। গোপালের ভক্তবৎসলতাই আস্বাদনের বিষয়।

২০০। **বাসুদেব-বিমোচন**—গলিত-কুষ্ঠরোগী বাসুদেবের উদ্ধার।

২০৫। **স্বরূপ কহেন** ইত্যাদি—ব্রজদেবীর ভাব, যাহা স্বরূপ-দামোদর বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আস্বাদন করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা, অমোঘ তারিল ॥ ২০৬
ষোড়শে বৃন্দাবনযাত্রা গৌড়দেশ-পথে।
পুন নীলাচল আইলা নাট্টশালা হৈতে ॥ ২০৭
সপ্তদশে বনপথে মথুরা-গমন।
অষ্টাদশে বৃন্দাবন-বিহার বর্ণন ॥ ২০৮
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তিসঞ্চারণ ॥ ২০৯
বিংশতি পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপবর্ণন ॥ ২১০
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য বর্ণন।
দ্বাবিংশে দ্বিবিধ সাধন-ভক্তি-বিবরণ ॥ ২১১
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি-রসের কথন।
চতুর্বিংশে আত্মারাম-শ্লোকার্থ-বিবরণ ॥ ২১২
পঞ্চবিংশে কাশীবাসিবৈষ্ণব-করণ।
কাশী হৈতে পুন নীলাচলে আগমন ॥ ২১৩
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের এই কৈল অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ-আস্বাদ ॥ ২১৪
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলা সার।
কোটিগ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার ॥ ২১৫
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে।
আপনি আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে ॥ ২১৬
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
ভাবতত্ত্ব রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব আর ॥ ২১৭
ভাগবত-তত্ত্বরস করিল প্রচার।
'কৃষ্ণতুল্য ভাগবত' জানাইল সংসার ॥ ২১৮
ভক্তলাগি বিস্তারিল আপন বদনে।
কাহোঁ ভক্তমুখে কহাই শুনিলা আপনে ॥ ২১৯
চৈতন্য সমান আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল নাহি আর ত্রিজগতে অন্য ॥ ২২০
শ্রদ্ধাকরি এই লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার প্রসাদে পাবে চৈতন্য চরণ ॥ ২২১
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্ত্ব-সার।
সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ইহাঁ পাইবে পার ॥ ২২২

যথারাগঃ

কৃষ্ণলীলামৃতসার তার শত শত ধার,
দশদিগে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মন-হংস চরাহ তাহাতে ॥ ২২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০৬। **অমোঘ তারিল**—সার্ব্বভৌমের জামাতা আমোঘকে উদ্ধার করিলেন।

২১১। **দ্বিবিধ সাধনভক্তি**—বৈধী ও রাগানুগা।

২১৬। **আপনি আস্বাদি**—শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে ভক্তি-আচরণাদি করিয়া আস্বাদন করিলেন, এবং আনুষঙ্গে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহা প্রকাশ করিলেন।

২১৮। **কৃষ্ণতুল্য ভাগবত**—২।২৪।২৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **জানাইল সংসার**—সংসারবাসী জীবকে জানাইলেন।

২১৯। **ভক্ত-লাগি ইত্যাদি**—ভক্তের মঙ্গলের নিমিত্ত কোনও স্থানে বা নিজমুখে তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, (যেমন সনাতন-শিক্ষায়), আবার কোনও স্থানে বা ভক্তদ্বারা বর্ণনা করাইয়া নিজে শুনিয়াছেন (যেমন রায় রামানন্দ-সঙ্গে)

কাহোঁ—কোনও স্থলে।

"ভক্তলাগি"-স্থলে কোন কোন গ্রন্থে "ভক্তিলাগি" পাঠ আছে। এরূপস্থলে "ভক্তিলাগি" অর্থ—ভক্তি-প্রচারের নিমিত্ত।

২২৩। **কৃষ্ণলীলামৃত-সার ইত্যাদি**—কৃষ্ণলীলামৃত-সারের শত শত ধারা যাহা হইতে দশদিকে প্রবাহিত

হইতেছে, সেই গৌরাঙ্গলীলা একটি অক্ষয়-সরোবর-তুল্য। ইহাতে বুঝাইলেন যে, গৌরলীলায় ডুব দিতে পারিলেই কৃষ্ণলীলায় প্রবেশলাভ হইতে পারে; "গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে।" আবার "গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।"

পূর্ব্বে (২।২২।৯০ পয়ারের টীকায়) বলা হইয়াছে, নবদ্বীপলীলা ও ব্রজলীলায় স্বরূপতঃ পার্থক্য নাই; উভয়-ধামের লীলাই একই সূত্রে গ্রথিত; এই লীলাসূত্রটী শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই গুরু-পরম্পরাক্রমে জীবের হাতে ধরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ঐ লীলাসূত্র অবলম্বন করিয়াই সাধক-জীবকে ভগবচ্চরণে পৌছিতে হইবে। কিন্তু এই লীলাসূত্র অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইলেই নবদ্বীপলীলার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে; ইহা অবলম্বন করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় নবদ্বীপলীলায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিলেই ব্রজলীলা যেরূপে স্বতঃই স্ফুরিত হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা পূর্ব্বে ২।২২।৯০ পয়ারের টীকায় বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণলীলামৃতসার—অমৃতের-সার—ঘনীভূত অমৃতই অমৃতসার। কৃষ্ণলীলারূপ অমৃতসার। কৃষ্ণলীলামৃত সার। **তার শত শত ইত্যাদি**—**তার**—কৃষ্ণলীলামৃত-সারের। **ধার**—ধারা, প্রবাহিনী। **শত শত ধার**—শত শত ভাবের ধারা। নানাভক্ত নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করেন। সকলভাবের মূল উৎসই শ্রীনবদ্বীপলীলা। "মন্মনা ভব" ইত্যাদি বাক্যে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাইতে পারে, শ্রীঅর্জ্জুনের নিকট দিগ্‌দর্শনরূপে তিনি তাহা বলিয়াছেন। শ্রীগৌর-লীলায় কুরুক্ষেত্রের ঐ বাক্যেরই বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন—"কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥ ২।৮।৬৪॥" কৃষ্ণপ্রাপ্তিও অনেক রকমের অনেক ভাবের, সুতরাং প্রাপ্তির উপায়ও অনেক রকম। নবদ্বীপলীলায় মধুর-ভাবের স্বরূপ এবং সাধন প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়া থাকিলেও অন্যান্য ভাবের স্বরূপ এবং সাধনও দেখাইয়াছেন। তিনি নিজেও বলিয়াছেন—"চারিভাবের ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন"; করিয়াছেনও তাই। ব্রজের দাস্য-ভাবের অনুরূপ লীলা নবদ্বীপেও আছে; এইরূপে, ব্রজের সখ্যবাৎসল্য-ভাবের লীলার অনুরূপ লীলাও নবদ্বীপে আছে। ব্রজের দাস্য-লীলা এবং নবদ্বীপের দাস্য-লীলা একসূত্রে গ্রথিত, এবং গুরু-পরম্পরাক্রমে এই লীলাসূত্রও তিনি জীবের হাতে ধরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সখ্য-বাৎসল্যাদি লীলা-সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা। সুতরাং যিনি যে-ভাবের উপাসকই হউন না কেন, ঐ লীলাসূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে নবদ্বীপ-লীলারই শরণ লইতে হইবে; ভাবানুকূল নবদ্বীপ-লীলার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই, তদনুযায়ী ব্রজলীলায় তাঁহার প্রবেশ-লাভ হইতে পারিবে। দাস্যভাবের সাধককে নবদ্বীপে ঈশানাদির আনুগত্যে, সখ্যভাবের সাধককে গৌরীদাসাদির আনুগত্যে, বাৎসল্যভাবের সাধককে—শচী-জগন্নাথের আনুগত্যে ভজন করিতে হইবে। তাঁহাদের কৃপায় গুরু-পরম্পরার আনুগত্যে নবদ্বীপ-লীলায় প্রবেশলাভ হইলেই, ভাবানুকূল নবদ্বীপ-পরিকরদের চিত্তস্থিত ব্রজভাবের তরঙ্গাঘাতে সাধকের চিত্তেও অনুরূপ ব্রজভাবের স্ফূর্ত্তি হইবে, তখন তিনিও ভাবানুকূল ব্রজলীলায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। দাস্যভাবের উপাসক ঈশানাদির আনুগত্যে নবদ্বীপ-লীলায় প্রবেশ করিয়া দেখিবেন—ঈশানাদি ব্রজের রক্তক-পত্রকাদির ভাবে আবিষ্ট আছেন; তখন তাঁহাদের সেই ভাবের স্রোত সাধকের চিত্তে আঘাত করিয়া তাঁহাকেও রক্তক-পত্রকাদির ভাবের আনুগত্যময় ভাবে অনুপ্রাণিত করিবে, তখন তিনি ঐ ভাবের প্রেরণায় ব্রজলীলায় প্রবেশ করিতে পারিবেন; সখ্য-বাৎসল্যাদিসম্বন্ধেও এইরূপ।

দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ভাবের সাধকের চক্ষুতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রাধাভাব-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ নহেন—তিনি কেবলই কৃষ্ণ। দাস্য ও বাৎসল্য ভাবের সাধকের নিকট তিনি যশোদানন্দন এবং সখ্যভাবের সাধকের নিকট তিনি সুবল-সখাকৃষ্ণ; কেবল মধুর ভাবের সাধকের চক্ষুতেই তিনি রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ—অন্তরঙ্গ-সাধনে কেবল শ্রীরাধা।

এই গেল কেবল ব্রজের চারিভাবের কথা। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্; সুতরাং তাঁহার মধ্যে সকল ভগবৎ-

ভক্তগণ! শুন মোর দৈন্য-বচন।
তোমাসভার পদধূলি অঙ্গে বিভূষণ করি,
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন ॥ ধ্রু ॥ ২২৪

কৃষ্ণ-ভক্তি-সিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস-কুমুদ-বনে, প্রফুল্লিত রাত্রি-দিনে
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ ॥ ২২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বরূপের ভাবেরই সমাবেশ আছে। লক্ষ্মী-কাচে নৃত্যকালে তিনি দেখাইয়াছেন—শ্রীভগবতীও তিনিই। এইরূপে শিব, নৃসিংহ, বামন, বরাহ প্রভৃতি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই যে তাঁহাতে আছে, নবদ্বীপ-লীলায় তাহাও তিনি প্রকট দেখাইয়াছেন। সুতরাং যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের সাধকই, নিজ নিজ ভাবে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উপাসনা করিতে পারেন। নিজের অনুকূল-ভাবে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উপাসনা করিলেই, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় সাধক নিজের উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের অভীষ্ট-সেবা লাভ করিতে পারেন। অসংখ্য ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, অসংখ্যভাবে জীব তাঁহাদের উপাসনা করিতেছেন। কিন্তু ভাবাম্বুধি শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-সমুদ্রে সমস্ত ভাবেরই সমাবেশ আছে। এবং স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু হইতেই যেমন সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের অভিব্যক্তি, তদ্রূপ তাঁহার অক্ষয়-লীলা-সরোবর হইতেই ঐ সকল ভগবৎ-স্বরূপের সাধকদের অভীষ্ট অসংখ্য ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। গৌরলীলারূপ অক্ষয়-সরোবরে ডুব দিলে, যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের যে কোনও ভাবের সাধকই স্বীয় অভীষ্ট ভাবস্রোতে প্রবাহিত হইয়া অভীষ্টদেবের চরণ-সান্নিধ্যে উপনীত হইতে পারিবেন। বোধহয়, এজন্যই বলা হইয়াছে—শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ অক্ষয়-সরোবর হইতেই কৃষ্ণ (বা অন্য যে সকল ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন, তাঁহাদের)-লীলার শত শত ধারা প্রবাহিত হইতেছে; এই অক্ষয় সরোবরে ডুব দিলেই ভাবানুকূল-লীলা-স্রোতে-প্রবেশলাভ হইতে পারে।

যাহা হৈতে—যে চৈতন্যলীলারূপ সরোবর হইতে।

সরোবর অক্ষয়—অক্ষয় বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই সরোবর হইতে অনবরত শত শত ধারা দশদিকে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, তথাপি সরোবরটী সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। **মন-হংস**—মনোরূপ হংস। কবিরাজ গোস্বামী ভক্তগণকে বলিতেছেন—শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলা একটী অমৃতপূর্ণ অক্ষয় সরোবর তুল্য; এই সরোবর হইতেই শ্রীকৃষ্ণলীলার ধারা সকল-দিকে প্রবাহিত হইতেছে। গৌর-লীলারূপ সরোবরে অবগাহন করিতে পারিলে অনায়াসেই ঐ ধারাসমূহ তোমাকে টানিয়া লইয়া যাইবে। অর্থাৎ গৌরলীলায় ডুবিতে পারিলেই কৃষ্ণলীলা স্ফুরিত হইবে। অতএব হে ভক্তগণ, তোমাদের মনোরূপ-হংসকে সর্ব্বদা গৌরলীলারূপ সরোবরে বিচরণ করিতে দাও; অর্থা শ্রীশ্রীগৌরলীলা-সেবন কর, তাহা হইলেই কৃষ্ণলীলা স্ফুরিত হইবে। গৌরলীলারূপ সরোবরে মনোহংসকে চরাইলে কি হইবে, তাহা পরবর্ত্তী কয় ত্রিপদীতে বলিতেছেন। (টী. প. দ্র.)

২২৫। সরোবরে যেমন পদ্ম থাকে, কুমুদ (সাপলা) থাকে, ভ্রমরগণ যেমন সেই পদ্ম ও কুমুদের মধুপান করে—তেমনি এই গৌরলীলারূপ সরোবরেও পদ্ম ও কুমুদ আছে, ভক্তগণের মনোরূপ ভ্রমর তাহাদের মধু আস্বাদন করিতে পারিবে। সেই পদ্ম ও কুমুদ কি? কৃষ্ণভক্তিসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত-সমূহই ঐ সরোবরের প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং প্রেমরসই তাহার প্রস্ফুটিত কুমুদ। গৌরলীলায় প্রবেশলাভ হইলেই সমস্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত জানিতে পারা যায় এবং প্রেমরসেরও জ্ঞান এবং আস্বাদন হয়।

কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তগণ—কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তসমূহ।

যাতে—যে গৌরলীলারূপ অক্ষয়-সরোবরে।

প্রফুল্ল পদ্মবন—ঐ সিদ্ধান্ত-সমূহই প্রস্ফুটিত পদ্মবনের তুল্য। পদ্ম যেমন স্নিগ্ধ, সুন্দর, পবিত্র, নয়নের আনন্দদায়ক এবং সুগন্ধ—ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সমূহও তেমনি কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির আবিলতা-বর্জ্জিত বলিয়া পবিত্র ও সুন্দর এবং আনন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল প্রেমসেবার অনুকূল বলিয়া আনন্দদায়ক এবং মনোরম। 'প্রফুল্ল পদ্ম' বলার

নানাভাবে ভক্তজন, হংস-চক্রবাকগণ,
যাতে সভে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল, যাহাঁ পাই সর্ববকাল,
ভক্তহংস করয়ে আহার ॥ ২২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হেতু এই যে, পদ্ম প্রস্ফুটিত না হইলে তাহাতে সুগন্ধ ও মধু হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তসমূহও অতি বিস্তৃত, সমস্ত পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির খণ্ডন-কারক, তাই প্রফুল্ল কমলতুল্য, সন্দেহাদিরূপ আবিলতাবর্জ্জিত, এবং নির্ম্মল-ভক্তির সৌরভে ও সুরসে ভরপূর।

প্রেমরস কুমুদ—প্রেমরসই ঐ সরোবরে কুমুদ-তুল্য।

ভক্তি-সিদ্ধান্তকে পদ্ম এবং প্রেম-রসকে কুমুদ বলারও বোধ হয় একটু রহস্য আছে। পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় দিনে, সূর্য্যের কিরণে। আর কুমুদ প্রস্ফুটিত হয় রাত্রিতে, চন্দ্রের কিরণে। চন্দ্রের কিরণে অতি স্নিগ্ধ, তাপ-গ্লানি দূরকারক, মন ও নয়নের আনন্দদায়ক; প্রেমরসও তদ্রূপ, অতি স্নিগ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে চিত্তের দ্রবতা-সম্পাদক, মনোরম এবং আনন্দময়। আর, সূর্য্যের কিরণ তাপদায়ক। সিদ্ধান্তাদিও প্রেম-রস অপেক্ষা নীরস, সাধারণতঃ অপরের বা নিজের চিত্তের বিরুদ্ধ-মত-খণ্ডনের নিমিত্তই সিদ্ধান্তের আলোচনা—সুতরাং সিদ্ধান্তের আলোচনায়—যদিও ভক্তি দৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা—তথাপি চিত্তে একটু যেন শুষ্কতা আসিতে চায়—যেমন সূর্য্যের তাপে শুষ্কতা আসে। এইরূপ শুষ্কতাময় তর্ক-বিচারের ফলে সিদ্ধান্ত প্রস্ফুটিত হয় বলিয়াই বোধ হয় ভক্তি-সিদ্ধান্তকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

২২৬। নানাভাবে ভক্তজন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই সকল ভাবের এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের উপাসকদের ভাবের যে কোনও ভাবের উপাসকই। দাস্য-সখ্যাদি চারিটী ব্রজরস। প্রত্যেক রসের উপাসককেই শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ অক্ষয়-সরোবরে ডুব দিতে হইবে। নচেৎ স্বীয় ভাবোপযোগী ব্রজ-লীলারসের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে না।

হংস-চক্রবাকগণ—নানা ভাবের ভক্তগণকে হংস ও চক্রবাকের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। হংস ও চক্রবাক সাধারণতঃ সরোবরে বিচরণ করে। ভক্তগণকেও বলা হইতেছে, তাঁহারাও যেন শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ অক্ষয়-সরোবরে বিচরণ করেন।

যাতে—যেই অক্ষয় সরোবরে।

কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল—কৃষ্ণ-লীলারূপ উত্তম মৃণাল। হংস-সমূহ সরোবরে বিহার করিবার সময়ে পদ্মের মৃণাল (ডাটা) আহার করিয়া থাকে। ভক্তগণকেও বলা হইতেছে যে, তাঁহারা হংসরূপে যখন গৌরলীলারূপ অক্ষয়-সরোবরে বিহার করিবেন, তখন কৃষ্ণ-লীলা-রূপ মৃণাল আহার করিতে পারিবেন। অর্থাৎ গৌর-লীলায় প্রবেশ করিতে পারিলেই কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিতে পারিবেন।

মৃণালের উপরে, মৃণালকে অবলম্বন করিয়াই পদ্ম অবস্থিতি করে। পূর্ব্বে কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তকে পদ্ম বলা হইয়াছে; এক্ষণে কৃষ্ণকেলিকে মৃণাল বলা হইল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহ কৃষ্ণলীলার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, কৃষ্ণলীলাকে আশ্রয় করিয়াই ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত অবস্থিত। ইহাও ধ্বনিত হইতেছে যে, যে সিদ্ধান্ত কৃষ্ণলীলা-দ্বারা সমর্থিত নহে, তাহা সুসিদ্ধান্ত নহে। আবার পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেই যেমন মৃণালের সন্ধান পাওয়া যায়, তদ্রূপ ভক্তি-সিদ্ধান্তের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া ভজন-মার্গে অগ্রসর হইলেই কৃষ্ণলীলার সন্ধান পাওয়া যায়। পদ্মের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সরোবরে সন্তরণ করিলেও যেমন মৃণালের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ ভক্তি-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-সমূহকে উপেক্ষা করিয়া যথেচ্ছভাবে ভজন করিলেও কৃষ্ণলীলায় প্রবেশলাভ অসম্ভব হইবে; তাহাতে কেবল পরিশ্রম এবং ক্লান্তিই সার হইবে—তাহা উৎপাত-বিশেষই হইবে। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"স্মৃতি-শ্রুতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রিং বিধিং বিনা। আত্যন্তিকী হরিভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ১৷১৷৪৬॥" **যাঁহা পাই**—যাহা অর্থ, যে অক্ষয় সরোবরে।

সেই সরোবরে গিয়া, হংস চক্রবাক হৈয়া,
সদা তাহাঁ করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস ॥ ২২৭

এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে প্রেমফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার শেষে জীয়ে জগজন ॥ ২২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২৮। **এই অমৃত**—লীলারূপ অমৃত। **অনুক্ষণ**—সর্ব্বদা। **সাধু মহান্ত মেঘগণ**—সাধুরূপ এবং মহান্তরূপ মেঘসমূহ। **বিশ্বোদ্যানে**—বিশ্বরূপ (জগৎ-রূপ) উদ্যানে (বাগানে)।

আকাশস্থ মেঘসমূহ বৃষ্টি বর্ষণ করিলে পৃথিবীস্থ শস্যাদি রস পায়। তখন বাগানে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি যে সমস্ত সুস্বাদু ফলের গাছ আছে, তাহারা ফলবান্ হয়। বাগানের মালিকগণ ঐ ফলসমূহ যথেচ্ছ আস্বাদন করে। যাহা অতিরিক্ত হয়, তাহা অপরকে দান করে, বা অপরে সংগ্রহ করিয়া আস্বাদন করে। এইরূপে সাধু মহান্তগণও ভগবৎ-লীলাকথা কীর্ত্তন ও আস্বাদন করিয়া জগতে প্রচার করেন ; এই লীলাকথার রসোৎসেক পাইয়া ভক্তমণ্ডলীর ভক্তি-লতা পুষ্পিত ও ফলিত হয় ; ফলিত হইয়া প্রেম-ফল ধারণ করে ; ভক্ত তাহা সর্ব্বদা আস্বাদন করেন। যাহা অবশেষ থাকে, তাহাদের কৃপায় অন্য জীবগণও তাহা আস্বাদন করিয়া ধন্য হয়।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদঃ-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকেও বলা হইয়াছে—ভগবানের মহিমায় অভিজ্ঞ সাধুদিগের মুখে ভগবৎ-লীলা-কথা শুনিলেই ভক্তির পুষ্টি সাধিত হইতে পারে।

সাধু-মহান্তগণকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করায় সূচিত হইতেছে যে—মেঘ যেমন আকাশে থাকে, পৃথিবীর সঙ্গে মেঘের যেমন কোন সম্বন্ধই নাই, তদ্রূপ সাধুমহান্তগণও মায়া হইতে অনেক উর্দ্ধে থাকেন, মায়িক সংসারের সঙ্গে তাঁহাদের কোনও সম্বন্ধই নাই ; তাঁহারা মায়াতীত, সংসারে অনাসক্ত। মেঘ যেমন ভাল গাছ, মন্দ গাছ—সকল গাছের উপরে পবিত্র অপবিত্র সকল স্থানের উপরেই বৃষ্টিবর্ষণ করে, বৃষ্টি-বর্ষণে মেঘের যেমন ভেদ-দৃষ্টি নাই, তদ্রূপ যাঁহারা সাধু মহান্ত, তাঁহারাও সমদর্শী, ভেদজ্ঞান-শূন্য, অকুটিলচিত্ত, প্রশান্ত। শ্রীমদ্ভাগবতও মহান্তের এইরূপ লক্ষণই বলিয়াছেন ঃ—"মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে। যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু। গৃহেষু জায়াত্মজরতি-মৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥ ৫।৫।২-৩ ॥" "যাঁহারা সকলের সুহৃৎ প্রশান্ত, ক্রোধশূন্য, সদাচার-পরায়ণ এবং যাঁহারা সকল প্রাণীকেই সমান দেখেন, তাঁহারাই মহৎ। আমি (ঋষভদেব) ঈশ্বর ; যাঁহারা আমাতে সৌহৃদ্য করিয়া সেই সৌহৃদ্যকেই পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করেন ; যাঁহারা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিতে ও পুত্র-কলত্র-ধন-মিত্রাদিযুক্ত গৃহে প্রীতিযুক্ত নহেন এবং যাঁহারা লোকমধ্যে দেহ-যাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থের প্রয়াসী নহেন, তাঁহারাই মহৎ।" বাস্তবিক এইরূপ নিকিঞ্চন মহতের মুখে ভগবৎ-কথা শুনিতে পারিলেই, এইরূপ মহতের কৃপা লাভ করিতে পারিলেই ভক্তির পুষ্টি সাধিত হইতে পারে।

বৃষ্টির উদাহরণে ইহাও সূচিত হইল যে, মালী বাগানের যথেষ্ট যত্ন করিলেও যেমন, আকাশ হইতে বৃষ্টি পতিত না হইলে গাছে ফল ধরে না ; তদ্রূপ, সাধক খুব ভজন করিলেও মহতের কৃপাব্যতীত প্রেম লাভ করিতে পারে না।

তাতে—বিশ্বরূপ উদ্যানে ; জগতের জীবে।

তার শেষে--ভক্তের ভুক্তাবশেষে। ভক্তেরা প্রেমফল আস্বাদন করেন ; তাঁহারা কৃপা করিয়া দিলে অপর লোক তাহা আস্বাদন করিতে পারে। অথবা ভক্ত যখন প্রেমাস্বাদন করেন, তখন তাহা দেখিয়া তাহাতে লুব্ধ হইয়া তাঁহাদের চরণ-সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সঙ্গের প্রভাবে অপর জীবও প্রেমফল আস্বাদন করিতে পারেন। বাগানের মালিককে আম খাইতে দেখিলে কেহ যদি আমের জন্য লুব্ধ হইয়া মালিকের নিকট প্রার্থনা করে, অথবা মালিকের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের লুব্ধতার ভাব প্রকাশ করে, তাহা হইলে বাগানের মালিক কৃপা করিয়া

চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা-সুকর্পূর, সাধুগুরুপ্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য। সে-ই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥ ২২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাহাকে আম দিতে পারেন। অথবা তাঁহার সহিত একত্র বাসের ফলে ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে অনায়াসেই সেই লুব্ধ ব্যক্তি আমের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে।

কোন কোন গ্রন্থে "শেষে" স্থানে "প্রেম" পাঠ আছে।

২২৯। **পূর**—সমুদ্র।

চৈতন্য লীলামৃত পূর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলারূপ অমৃতের সমুদ্র। শ্রীচৈতন্যের লীলা অমৃতের তুল্য আস্বাদ্য। আবার এই লীলায় যে মাধুর্য্য-প্রবাহ স্ফুরিত হয়, তাহাও সমুদ্রের মত সীমাশূন্য, অনন্ত। তাই শ্রীচৈতন্যের লীলামৃতকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। আর একটী ব্যঞ্জনাও বোধ হয় এই যে, অমৃত পান করিলে যেমন জীব অমর হয়, জীবের দেহের স্নিগ্ধতাদি বৃদ্ধি হয়, প্রচুর আনন্দ উপভোগের যোগ্যতা আসে, তদ্রূপ এই শ্রীচৈতন্যের লীলা-সেবনের দ্বারাও জীব অমরত্ব (জন্ম-মরণাদির অতীত চিন্ময় দেহ) লাভ করিতে পারে, ভক্তের জীবন-স্বরূপ-ভক্তির পুষ্টি হয় এবং জীব, ভগবৎ-সেবাজনিত অসমোর্দ্ধ আনন্দ উপভোগের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। **সুকর্পূর**—উত্তম কর্পূর; যে কর্পূরের সুগন্ধ চিত্তাকর্ষক এবং যাহার বর্ণও অত্যন্ত শ্বেত (নির্ম্মল)। **কৃষ্ণ-লীলা-সুকর্পূর**—কৃষ্ণ-লীলারূপ উত্তম কর্পূর। কর্পূর যেমন মনোরম-গন্ধে এবং উত্তম শ্বেত বর্ণে সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করে, শ্রীকৃষ্ণলীলাও তেমনি তাহার নির্ম্মলতায় এবং সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষকতায় সকলকে মুগ্ধ করে।

আবার কর্পূর যেমন দুর্গন্ধ-নিবারক ও রোগের বীজাণু-নাশক; শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-(কথা)ও তেমনি জীবের পাপ-তাপ-নিবারক এবং ভব-রোগের বীজ-স্বরূপ সংসার-শক্তি-নাশক; আবার কর্পূর যেমন স্নিগ্ধ শীতল, দাহ-নিবারক; শ্রীকৃষ্ণলীলাও তদ্রূপ ত্রিতাপ-নাশক, শুদ্ধাভক্তির উন্মেষদ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সাধক। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিত্যাদি" শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৩।৩৯ শ্লোকই তাঁহার প্রমাণ।

দোঁহে—শ্রীচৈতন্য-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা। **সুমাধুর্য্য**—উত্তম আস্বাদ্যতা। **দোঁহে মেলি** ইত্যাদি—ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলার সংযোগ হইলেই আস্বাদ্যতার সমধিক বৃদ্ধি হয়। অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত করিলে যেমন তাহার আস্বাদনীয়তা এবং উন্মাদকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীনবদ্বীপ-লীলার সহিত ব্রজলীলার সংযোগ রাখিলেই লীলার আস্বাদন-বৈচিত্রী এবং উন্মাদনা সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ব্রজ-লীলার সহিত নবদ্বীপ-লীলার সংযোগ নিত্যই আছে; এই দুই ধামের লীলা, রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের একই লীলা-রস-তরঙ্গিণীর দুইটি অংশ মাত্র; সুতরাং এই দুই লীলার কখনও সংযোগাভাব হইতে পারে না। এই ত্রিপদীতে সাধক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, সাধক ভক্ত যেন নবদ্বীপ-লীলাকে বাদ দিয়া কেবল ব্রজ-লীলার, অথবা ব্রজ-লীলাকে বাদ দিয়া কেবল নবদ্বীপ-লীলার উপাসনা না করেন—কারণ, তাহা করিলে লীলার অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য-বৈচিত্রী হইতে এবং আস্বাদনের উন্মাদনা হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন। (এ-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা ২।২২।৯০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।) কেবল ইহাই নহে—পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে যে, এক লীলাকে বাদ দিয়া অপর লীলার উপাসনা করিলে সাধকের ভক্তিই পুষ্টিলাভ করিতে পারে না।

সাধু-গুরু-প্রসাদে—সাধু মহান্তের-কৃপায় এবং গুরুকৃপায়; অথবা সাধু গুরুর (সদ্‌গুরুর) কৃপায়। সাধু গুরুর কৃপাব্যতীত লীলার আস্বাদন অসম্ভব, ইহাই বলা হইল। **তাহা যেই আস্বাদে**—তাহা (সম্মিলিত ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা) যে ভক্ত আস্বাদন করেন। অন্তশ্চিন্তিত দেহে লীলা-স্মরণাদি করিতে করিতে যখন অনর্থ নিবৃত্তি হইবে, হৃদয়ের মলিনতা দূর হইবে, তখনই চিত্তে শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাব হইবে। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলেই

যে লীলা-অমৃত বিনে, খায় যদি অনুপানে,
তবু ভক্তের দুর্ব্বলজীবন।
যার একবিন্দু পানে, উৎফুল্লিত তনুমনে,
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥ ২৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

লীলার আস্বাদন লাভ হইতে পারে। **সে-ই জানে**—সেই ভক্তই জানেন; সাধু-গুরুর কৃপায় যিনি লীলা আস্বাদন করিতে পারেন, তিনিই জানেন। **মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য**—মাধুর্য্যের আধিক্য। **প্রাচুর্য্য**—প্রচুরতা; আধিক্য।

সাধু-গুরুর কৃপায় যিনি উভয়-লীলা যুগপৎ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, একমাত্র তিনিই জানিতে পারেন যে, উভয় লীলার সংযোগে মাধুর্য্য-বৈচিত্রী ও আস্বাদনের উন্মাদনা কত বেশী। যিনি সাধুগুরুর কৃপা পান নাই, তিনি ইহা অনুভব করিতে পারেন না। এ বিষয়টি বর্ণনার বিষয় নহে, ইহা একমাত্র অনুভবের বিষয়। যে কখনও রসগোল্লা খায় নাই, রসগোল্লার যে কত স্বাদ, তাহা কেবল কথাদ্বারা তাহাকে বুঝান যায় না।

লীলারসের আস্বাদনের পক্ষে সাধু-গুরুর কৃপা যে অত্যাবশ্যক, তাহাও এই ত্রিপদী হইতে ধ্বনিত হইতেছে।

২৩০। যে লীলা অমৃত বিনে—যে শ্রীচৈতন্যলীলারূপ অমৃতব্যতীত। পূর্ব্ব-ত্রিপদীতে শ্রীচৈতন্যলীলাকে "অমৃত" বলা হইয়াছে; তাই এই স্থলে "যে লীলা-অমৃত" পদে শ্রীচৈতন্য-লীলাই বুঝিতে হইবে। অমৃত শব্দের একটী অর্থ ঔষধও হয় (শব্দকল্পদ্রুম); সুতরাং "যে লীলা-অমৃত" অর্থ—যে শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ ঔষধ।

অনুপান—ঔষধাঙ্গ-পেয়বিশেষ; মূল ঔষধের অঙ্গরূপে, ঔষধের সঙ্গে বা পরে যাহা পান করা যায়, তাহাকে অনুপান বলে। যেমন স্বর্ণ-সিন্দুরের সঙ্গে মধু মিশ্রিত করিয়া খাইতে হয়; এ স্থলে "মধু" হইল অনুপান। আবার কোন কোন বড়ি মুখে দিয়া তারপর জল খাইতে হয়; এ স্থলে জল হইল অনুপান; অনুপানের দ্বারাই ঔষধের ক্রিয়া বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। অনুপানব্যতীত কেবল ঔষধ খাইলে ঔষধ বিশেষ ক্রিয়া করে না। আবার ঔষধ-ব্যতীত কেবল অনুপান গ্রহণ করিলেও প্রায়শঃ বিশেষ কোন ফলই হয় না।

দুইটী লীলার একটীকে মূল ঔষধের সঙ্গে এবং অপরটীকে অনুপানের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। "লীলা-অমৃত" পদে শ্রীচৈতন্য-লীলাকে বুঝাইলে এস্থলে "অনুপান"-পদে কৃষ্ণলীলাকে বুঝিতে হইবে।

তভু—খাইলেও; শ্রীচৈতন্যলীলারূপ ঔষধ পান না করিয়া কেবল কৃষ্ণলীলারূপ অনুপান পান করিলেও।

ভক্তের দুর্ব্বল জীবন—এ-স্থলে জীবন-শব্দে "ভক্তি" বুঝাইতেছে। যাহার প্রাণ আছে, তাহাকেই যেমন প্রাণী বলে, সুতরাং প্রাণই যেমন প্রাণীর জীবন; তদ্রূপ যাহার ভক্তি আছে, তাহাকেই ভক্ত বলা হয়; সুতরাং ভক্তিই ভক্তের জীবন। ভক্তি যদি অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর ভক্ত বলা চলে না; তখন তাহার (ভক্তত্বের) মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই মনে করা যায়। সুতরাং ভক্তিই হইল ভক্তের (ভক্তত্বের) জীবন। "জীবতে যো মুক্তিপদে" ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।১৪।৮ শ্লোকের তোষণী টীকায় বলা হইয়াছে "জীবত্বং ভক্তিমার্গস্থিতত্বম্॥"

এই ত্রিপদীর মর্ম্ম এই :—ঔষধ গ্রহণ না করিয়া কেবল অনুপান মাত্র গ্রহণ করিলে যেমন রোগ ভাল রকম দূরীভূত হয় না, রোগী দুর্ব্বলই থাকে; তদ্রূপ শ্রীচৈতন্য-লীলার উপাসনা না করিয়া কেবল কৃষ্ণলীলার উপাসনা করিলেও সাধকের ভক্তি পুষ্টিলাভ করিতে পারে না—ভক্তি দুর্ব্বলাই থাকিয়া যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে—অনুপান অপেক্ষা মূল ঔষধেরই প্রাধান্য। শ্রীচৈতন্য-লীলাকে মূল ঔষধের সঙ্গে এবং শ্রীকৃষ্ণ লীলাকে অনুপানের সঙ্গে তুলনা করায়, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা অপেক্ষা শ্রীচৈতন্য-লীলারই প্রাধান্য সূচিত হইতেছে। ইহার হেতু কি?

উত্তর—২।২২।৯০ পয়ারের টীকায় দেখান হইয়াছে যে, রস-বৈচিত্রীতে, করুণা-বিকাশে, রসিক-শেখরত্বের
ও কৃষ্ণত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তিতে এবং শ্রীশ্রীযুগল-কিশোরের মিলন-রহস্যের পূর্ণতম পরিণতিতে—ব্রজলীলা অপেক্ষা
নবদ্বীপ-লীলারই সমধিক উৎকর্ষ। তাই বোধ হয় এই ত্রিপদীতে ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপ-লীলার প্রাধান্য সূচিত
হইয়াছে। আবার সেই টীকায় ইহাও দেখান হইয়াছে যে, ব্রজ-লীলাই নবদ্বীপ-লীলার উপজীব্য বা পোষক; তাই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বোধ হয় নবদ্বীপ-লীলাকে মূল-ঔষধ এবং ব্রজ-লীলাকে অনুপান বলা হইয়াছে ; কারণ, অনুপানদ্বারাই মূল ঔষধের শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, সঞ্জীবিত হয়।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—মূল ঔষধই মুখ্য ; অনুপান তাহার সহায় মাত্র। শ্রীচৈতন্য-লীলা যখন মূল ঔষধ-তুল্য এবং ব্রজলীলা অনুপানতুল্য, তখন নবদ্বীপ-লীলার উপাসনাই মুখ্য, ব্রজ-লীলার সেবা গৌণ—তাহার সহায় মাত্র ; নবদ্বীপ লীলাই সাধ্য, ব্রজ-লীলা কেবল সাধন-সহায় মাত্র।

উত্তর—ঔষধ-সেবনই যদি রোগীর মূল উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে ঔষধকে মুখ্য এবং অনুপানকে আনুষঙ্গিক বা গৌণ বস্তু বলা যাইতে পারিত। কিন্তু ঔষধ-সেবনই রোগীর মূল উদ্দেশ্য নহে—তাহার উদ্দেশ্য রোগ-নিবৃত্তি এবং স্বাস্থ্যসুখ-ভোগ। ঔষধ ও অনুপান উভয়েই এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে তুল্য-রূপে সাধন ; একটীর অভাবে যখন অপরটী কোন ক্রিয়া করিতে পারে না, তখন উভয়েরই তুল্যরূপে মুখ্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। তদ্রূপ, লীলাস্মরণই সাধকের একমাত্র লক্ষ্য নহে ; কৃষ্ণ-বহির্মুখতা দূর করিয়া সেবা-সৌভাগ্য-প্রাপ্তি এবং শ্রীভগবানের লীলা-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাই সাধকের উদ্দেশ্য বা সাধ্য বস্তু। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সাধকাবস্থায় উভয় লীলারই তুল্যরূপে সাধনত্ব, উভয়-লীলারই তুল্যরূপে মুখ্যত্ব আছে। আবার সাধনের মুখ্যত্ববশতঃ এই উভয় লীলা যে কেবল সাধকাবস্থাতেই তুল্যভাবে সেবনীয়, তাহা নহে ; সিদ্ধাবস্থাতেও ইহাদের তুল্যরূপে মুখ্যত্ব—কারণ, উভয় লীলার সম্মিলনেই লীলার পূর্ণতা, সিদ্ধ-দেহে উভয় লীলার সেবাতেই সেবার পূর্ণতা, এবং আস্বাদন-বৈচিত্রীর পূর্ণতা এবং আস্বাদন-উন্মাদনারও পূর্ণতা ; তাই উভয় লীলাই সাধ্য—একটী সাধ্য, অপরটী সাধন-মাত্র নহে। সাধন-সময়ে উভয়-লীলার স্মরণই তুল্যভাবে মুখ্য, সিদ্ধাবস্থায়ও উভয়-ধামে সেবাই তুল্যভাবে সাধ্য।

সাধন ও সাধ্য হিসাবে উভয় লীলারই যখন মুখত্ব আছে, তখন কৃষ্ণ-লীলাকে মূল ঔষধ এবং গৌর-লীলাকে অনুপান মনে করিয়াও উক্তরূপ অর্থ করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণলীলাকে অনুপান বলার আর একটী তাৎপর্য্যও বোধ হয় আছে। অনুপান—অনু (পশ্চাৎ)—পান ; পশ্চাৎ বা শেষে যাহা পান করিতে হয়। এই অর্থে, কৃষ্ণ-লীলাকে অনুপান ধরিলে বুঝা যায় যে, সাধনকালে গৌরলীলার পশ্চাতে বা শেষে কৃষ্ণ-লীলা স্মরণ করিতে হইবে। সাধক, লীলা-স্মরণ-কালে প্রথমে গৌর-লীলাই আরম্ভ করিবেন গৌর-লীলার কৃপায় কৃষ্ণ-লীলা যখন স্ফুরিত হইবে, তখন কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিবেন। প্রথমে কৃষ্ণ-লীলার স্মরণ করিবেন না। (২।২২।৯০)।

এই ত্রিপদীর অন্যরূপ অর্থও করা যায়। রাগানুগাভক্তি-প্রকরণে বলা হইয়াছে, রাগমার্গের সাধকের ভজন দুই রকম—এক অন্তশ্চিন্তিত দেহে লীলা-স্মরণ, আর যথাবস্থিত দেহে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা বা চৌষট্টি-অঙ্গ-ভক্তি-যাজন। এই দুইটী ভজনের মধ্যে পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ। লীলা-স্মরণ পোষ্য—সুতরাং মুখ্য ; এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি যথাবস্থিত দেহের সাধন তাহার পোষক। অনুপান যেমন মূল ঔষধের শক্তির পোষক, যথাবস্থিত দেহের সাধন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিও তদ্রূপ লীলা-স্মরণের পোষক। সুতরাং লীলা-স্মরণকে মূল ঔষধ এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যথাবস্থিত-দেহের সাধনকে তাহার অনুপান-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। এইরূপ অর্থে এই ত্রিপদীর তাৎপর্য্য হইবে এই যে ঃ—উত্তর লীলার স্মরণরূপ অমৃতব্যতীত, কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যথাবস্থিত দেহের সাধনরূপ অনুপান গ্রহণ করিলেই সাধকের ভক্তির পুষ্টি হইবে না। অর্থাৎ লীলা-স্মরণ না করিয়া কেবলমাত্র যথাবস্থিত-দেহের সাধন শ্রবণকীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান মাত্র করিলেই রাগানুগা-ভক্তির পুষ্টি হইবে না। রাগানুগীয় ভজনে লীলা-স্মরণই মুখ্যাঙ্গ।

যে লীলা অমৃত বিনে—যে সম্মিলিত-লীলারূপ অমৃতব্যতীত ; উভয় লীলার স্মরণ-ব্যতীত। অমৃতবর্ষণে যেমন মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার হয়, তদ্রূপ উভয় লীলার স্মরণ-প্রভাবে জীবের বিস্মৃত-স্বরূপের স্মৃতি জাগ্রত হয়।

এ অমৃত কর পান, যাহা সম নাহি আন,
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ২৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কোন কোন গ্রন্থে "অনুপানে"-স্থলে "অন্ন-পানে" পাঠ আছে। এই পাঠে, "যে লীলা-অমৃত বিনে" পদে "অমৃত"-অর্থে-"দুগ্ধ-ঘৃতাদি" বুঝিতে হইবে। অমৃত অর্থ—দুগ্ধঘৃতও হয় (শব্দকল্প-দ্রুম)। তাহা হইলে ত্রিপদীটার অর্থ এইরূপ হইবে :—

(ক) শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ ঘৃত-দুগ্ধাদি আহার না করিয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণলীলারূপ অন্ন আহার করিলে ভক্তিরূপ জীবন যথোচিত পুষ্টিলাভ করিবে না ; অথবা—

(খ) শ্রীকৃষ্ণলীলারূপ ঘৃত-দুগ্ধাদি আহার না করিলে কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ অন্ন আহার করিলে ভক্তিরূপ জীবন পুষ্টিলাভ করিবে না।

অর্থাৎ ঘৃত-দুগ্ধাদি আহার না করিয়া কেবলমাত্র অন্ন আহার করিলে যেমন যথোচিত দেহ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ একটী লীলাকে বাদ দিয়া অন্য লীলার স্মরণাদি করিলেও ভক্তি যথোচিত পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। অথবা—

(গ) উভয় লীলার স্মরণরূপ দুগ্ধ-ঘৃতাদি পান বা আহার না করিয়া কেবল যথাবস্থিত দেহের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানরূপ অন্ন আহার করিলে ভক্তিরূপ-জীবন যথোচিত পুষ্টিলাভ করিবে না। অর্থাৎ দুগ্ধ-ঘৃতাদি আহার না করিয়া কেবল অন্ন মাত্র আহার করিলে যেমন যথাযথভাবে দেহ পুষ্ট হয় না, তদ্রূপ উভয় লীলার স্মরণ না করিয়া কেবল যথাবস্থিতদেহে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিলে রাগানুগা ভক্তি যথোচিত পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। (টী. প. দ্র.)

এই ত্রিপদীতে "যে লীলা-অমৃত" পদে শ্রীচৈতন্যলীলাই মুখ্য ভাবে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। প্রকরণ-বলেও ইহাই যেন বুঝা যায়।

যার একবিন্দু-পানে—কৃষ্ণলীলারূপ-সুকর্পূরমিশ্রিত চৈতন্য-লীলারূপ অমৃতের এক কণিকা পান করিলে ; যে লীলারসের অতি সামান্য মাত্র আস্বাদন করিলেই। **প্রফুল্লিত তনু-মন**—দেহ ও মন প্রফুল্লিত হয় ; লীলারসে মগ্ন হওয়ায় মনে অত্যন্ত আনন্দ জন্মে, দেহে সাত্ত্বিক-বিকারাদির উদ্ভব হয়। **হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন**—সাধু-গুরু-প্রসাদে কৃষ্ণ-লীলামিশ্রিত এই শ্রীচৈতন্য-লীলারসের এক কণিকা মাত্রের আস্বাদন পাইলেও মনে অপূর্ব্ব-আনন্দের উদয় হয়, দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবাদির উদ্গম হয় এবং ভক্ত প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কখনও হাসে, কখনও বা কাঁদে, কখনও বা নৃত্য করে, আবার কখনও বা গান করে।

২৩১। এ অমৃত কর পান ইত্যাদি—প্রেম-সেবা লাভের পক্ষে লীলা-স্মরণের তুল্য বলবৎ সাধন আর কিছুই নাই ; এই বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সর্ব্বদা কৃষ্ণলীলা-রূপ-সুকর্পূর মিশ্রিত করিয়া শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ অমৃত পান কর। অর্থাৎ উভয় লীলার স্মরণ করিবে। "সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা।" —প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

না পড় কুতর্কগর্ত্তে—গ্রন্থকার এ-স্থলে সাধককে সাবধান করিয়া দিতেছেন। নানা লোক নানাবিধ কুতর্ক উঠাইয়া বলিতে পারেন যে "উভয় লীলার উপাসনার প্রয়োজন নাই ; কেবল শ্রীচৈতন্যলীলার (বা কেবল শ্রীকৃষ্ণ-লীলার) সেবন করিলেই সাধ্যবস্তু লাভ করা যায়"। গ্রন্থকার বলিতেছেন :—সাধক ! সাবধান, এ সমস্ত কুতর্কে কর্ণপাত করিও না ; তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। ভয়ানক অধঃপতন হইবে, আর উঠিতে পারিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া উভয় লীলার সেবাই করিবে। অথবা, ভজনবিরোধী কুতর্কে।

কুতর্ককে গর্ত্তের সঙ্গে তুলনা করার তাৎপর্য্য এই যে, গভীর গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেলে যেমন সহজে উঠা যায় না, গর্ত্তের নীচের অন্ধকারে পড়িয়া মশা, মাছি, জোক-পোক প্রভৃতির কামড়ে জর্জ্জরিত হইতে হয়, তদ্রূপ এ-সমস্ত

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমাসভার শ্রীচরণ, করি শিরে বিভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্টপূরণ ॥ ২৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কুতর্কে বিচলিত হইয়া মহাজন-সেবিত-পন্থা ত্যাগ করিয়া ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেও সাধনে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না—বরং অধঃপতিত হইয়া, অপরাধগ্রস্ত হইয়া অজ্ঞান-অন্ধকারে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

কুতর্ক—যে তর্ক প্রামাণ্য-শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং যাহা মহাজন-সেবিত পন্থার প্রতিকূল। **অমেধ্য**—অপবিত্র দুর্গন্ধময় পুরীষ (বিষ্ঠা)। **কর্কশ**—কঠোর, নির্দ্দয়। **আবর্ত্ত**—ঘূর্ণীপাক। যেমন জলের ঘূর্ণী; স্রোতের বেগে চারিদিক্ হইতে জল আসিয়া যে স্থানে গর্ত্তের মত হয়, তাহাকে আবর্ত্ত বলে; এই আবর্ত্তে কোনও জিনিষ পড়িলে তাহা ক্রমশঃ নীচের দিকে ডুবিয়া যায়, আর উঠিতে পারে না। নিষ্ঠুর লোক যেমন সময় সময় কাহাকেও জলে ডুবাইয়া ধরে, তাহাকে যেমন আর জল হইতে উঠিতে দেয় না, এই আবর্ত্তও তেমনি—তাহাতে পতিত বস্তুকে ডুবাইয়া ধরে, আর উঠিতে দেয় না; এজন্য কর্কশ-আবর্ত্ত (নির্দ্দয় আবর্ত্ত) বলা হইয়াছে।

অথবা—কর্কশ অর্থ অমসৃণ। জলের আবর্ত্ত মসৃণই হয়, অমসৃণ হয় না। মসৃণ-জলাবর্ত্তে কেহ পতিত হইলে আবর্ত্তের পাকে তাহার হাত পা ভাঙ্গিতে পারে বটে, কিন্তু অন্যরূপ ক্ষতবিক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু জলের সঙ্গে তীক্ষ্ণধার প্রস্তর-খণ্ডাদিবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু যদি বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, তবে সে সমস্ত অতি বেগে জলের সঙ্গে সঙ্গে আবর্ত্তে ঘুরিতে থাকে, তাহাতে আবর্ত্তটীও অমসৃণ বা কর্কশ হইয়া পড়ে। এইরূপ কোনও আবর্ত্তে কেহ পতিত হইলে, তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ডের সবেগ ঘর্ষণে তাহার সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, ঐ ক্ষতস্থানেই আবার ঐ তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ডের সবেগ ঘর্ষণ চলিতে থাকে; তাহাতে লোকটীর প্রাণান্তক যন্ত্রণা হইতে থাকে। ঐ আবর্ত্তটী আবার গন্ধহীন জলের না হইয়া যদি দুর্গন্ধময় পুরীষের হয়, তাহা হইলে অপবিত্র পুরীষের স্পর্শে দেহ তো অপবিত্র হয়ই, বিশেষতঃ ঐ অপবিত্র দুর্গন্ধময় পুরীষ, আবর্ত্তের ঘোরে প্রতি নিশ্বাসে নাকে, মুখে, চোখে, কানে প্রবেশ করিয়া অন্তর্দ্দেহকেও অপবিত্র করে এবং অসহ্য দুর্গন্ধও শ্বাসরোধাদি জন্মাইয়া অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করে।

এই জাতীয়, তীক্ষ্ণধার-ক্ষুদ্র-প্রস্তর-খণ্ডময়, দুর্গন্ধ পুরীষের আবর্ত্তের সঙ্গেই কুতর্কের তুলনা করা হইয়াছে। এইরূপ কোনও আবর্ত্তে পতিত হইলে জীবের যে অবস্থা হয়, শাস্ত্রযুক্তিহীন কুতর্কে ভুলিয়া মহাজন-সেবিত প্রসিদ্ধ পন্থা ত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিলেও সাধকের তদ্রূপ শোচনীয় অবস্থা হয়—ভিতরে বাহিরে তিনি অপবিত্র হইয়া যান, নিত্য শাশ্বত আনন্দের পরিবর্ত্তে তাহাকে নানা-যোনি-ভ্রমণজনিত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, গর্ভস্থাবস্থায় পুরীষাদি প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে তাহার নাকে মুখে প্রবেশ করে (নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা), ভূমিষ্ঠ হইলেও প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে কেবল বিষয়াসক্তি এবং কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই গ্রহণ করিতে থাকে।

যাতে পড়িলে ইত্যাদি—যে কুতর্করূপ গর্ত্তে বা কর্কশ-পুরীষাবর্ত্তে পড়িলে সর্ব্বনাশ হয়; ভক্তি অন্তর্হিত হয়।

২৩২। মধ্যলীলার উপসংহারে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী সকলের চরণে ভক্তি-কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন:—হে শ্রীচৈতন্য! তুমি পরম কৃপালু; তুমি কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে নিদ্রিতপ্রায় কলিহত-জীবের চৈতন্যবিধান করিয়াছ; কৃষ্ণ-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভক্তি-তত্ত্ব প্রেম-তত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রভৃতি ব্যক্ত করিয়া সংসার-কূপে নিপতিত জীবমণ্ডলীর উদ্ধারের উপায় বিধান করিয়াছ। তোমার তত্ত্ব তুমি না জানাইলে আর কে জানাইবে, কেই বা জানিতে পারিবে। তাই তুমি কৃপা করিয়া তোমার অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় লীলা-রহস্য প্রকট করিয়াছ। আবার তোমার বর্ণিত বিষয়ও অপর কেহ বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না; তাই ভক্তবৃন্দ তোমার লীলা-কাহিনী বর্ণন করিবার জন্য যখন এই অযোগ্য জীবাধমকে আদেশ করিলেন, তখন তোমার চরণ স্মরণ করিয়াই তাঁহাদের আদেশ পালনের নিমিত্ত উদ্যত হইলাম। তোমার লীলা

শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ-জীব চরণ,
শিরে ধরি, যার করোঁ আশ।
কৃষ্ণ-লীলামৃতান্বিত, চৈতন্য-চরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস॥ ২৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সম্যক্ বর্ণনা করিবার শক্তি কাহারও নাই—সামান্য যাহা কিছু বর্ণনা করিলাম, তাহাও তোমার কৃপাতেই। বর্ণনা করিলামই বা বলি কেন? বর্ণনা করিবার শক্তি তো আমার নাই। তোমার ভক্তদের প্রীতির নিমিত্ত তুমিই যন্ত্রিরূপে আমা-হেন যন্ত্রের দ্বারা যাহা কিছু লিখাইয়াছ, তাহাতেই আমি কৃতার্থ। প্রভো! তোমার চরণে নমস্কার।

আর হে শ্রীনিত্যানন্দ! আমি তোমারই শ্রীচরণাশ্রিত দাস। তুমি শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন-কলেবর। তাই তুমিই শ্রীচৈতন্যের লীলা-রহস্য সমস্ত অবগত আছ। তুমিই নানারূপে তাঁহার সেবা করিয়া অশেষবিধ আনন্দবিধান করিতেছ। আবার তুমিই পতিত-পাবন-বিগ্রহরূপে কলিহত-জীবের প্রতি করুণা করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া নাম-প্রেম বিতরণ করিয়াছ—অনাদিকাল হইতে সংসার-দুঃখে নিমগ্ন জীবগুলী যাহাতে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া নিত্য শাশ্বত আনন্দের আস্বাদন পাইয়া ধন্য হইতে পারে, তুমিই অবিচারে তাহার বিধান করিয়াছ। কলিহত-জীব যাহাতে তোমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম শ্রীচৈতন্যের লীলারস পান করিয়া ধন্য হইতে পারে, তজ্জন্য তোমার এই অযোগ্য দাসের দ্বারা তোমার প্রভুর লীলা-কথা যাহা লিখাইয়াছ, তাহা লিখিয়াই আমি কৃতার্থ। প্রভো! তোমার অপরিসীম কৃপার জন্য তোমার শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি নমস্কার।

আর হে শ্রীঅদ্বৈত! হে আমার পরমদয়াল গৌর-আনা ঠাকুর! কলিহত জীবের দুঃখে দুঃখী হইয়া তুমিই তো শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রকট করাইলে। তোমার প্রসাদেই তো জীব প্রভুর অদ্ভুত-লীলারহস্য অবগত হইতে পারিল। নচেৎ, নিভৃত-নিকুঞ্জের লীলা-রহস্য কে জানিতে পারিত? কেবল জানিলেই বা কি হইত? তাহা পাইবার উপায় কে বলিয়া দিত? ভজনের আদর্শ কে দেখাইত? প্রভো! তোমার করুণার তুলনা নাই। ভক্তবৃন্দ তোমার প্রাণের ঠাকুরের লীলা-কথা শুনিবার নিমিত্ত যখন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, তোমার এই দাসানুদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া তুমিই তো প্রভু তাহা বর্ণনা করিলে। প্রভু, তোমার এই অপার করুণার নিমিত্ত তোমার চরণে শত কোটি দণ্ডবৎ-প্রণাম।

আর হে ভক্তবৃন্দ! রসিক-শেখরের লীলা-রহস্য তোমরাই অবগত আছ। তোমরা তাঁহার চরণসরোজের ভৃঙ্গ। তোমাদের কৃপাব্যতীত—কোনও জীবই, হউক না সে পরম পণ্ডিত—কোনও জীবই তাঁর লীলারস-রহস্য ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে। আর আমি তো মূর্খ, অজ্ঞ; তাতে আবার জরাতুর, অন্ধ। আমার কি শক্তি আছে, আমি তাঁর লীলা বর্ণন করিব? তোমরা কৃপা করিয়া যাহা স্ফুরিত করাইয়াছ, তাহাই তোমাদের কৃপাশক্তিতেই লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। হে পরম-দয়াল-বিগ্রহ! তোমাদের চরণে নমস্কার; তোমরা কৃপা করিয়া আমার মস্তকে তোমাদের পদরজঃ দাও।

আর হে শ্রোতাগণ! শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকথা শুনিবার জন্য তোমাদের যে প্রবল আগ্রহ, সেই আগ্রহের উপলক্ষ্যেই ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু তোমাদের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে এ অযোগ্যের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছেন। দর্শকের আনন্দবিধানের নিমিত্ত বাজীকর যেমন পুতুলের দ্বারা নৃত্যাদির বন্দোবস্ত করে, তোমাদের প্রীতিবিধানের নিমিত্তই তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু পুতুলসদৃশ আমাদ্বারা তাঁহার লীলাকথা যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করাইয়াছেন। তোমাদের কৃপায় তাহা প্রকাশ করিয়া আমি ধন্য ও কৃতার্থ। অতএব তোমাদের চরণে আমার শত কোটি দণ্ডবৎ-প্রণাম।

আর হে শ্রীরূপ! হে শ্রীসনাতন! হে শ্রীরঘুনাথ! হে শ্রীজীব! তোমাদের শ্রীচরণই আমার একমাত্র ভরসা। তোমরা প্রভুর অন্তরঙ্গ, তোমরা প্রভুর নিত্যলীলার পার্ষদ। তোমাদের কৃপাতেই কলিহত-জীব ভজন-

শ্রীমন্মদনগোপালগোবিন্দদেবতুষ্টয়ে চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ৪৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

এতচ্ছ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং শ্রীমন্মদনগোপালস্য গোবিন্দদেবস্য চ তুষ্টয়ে অস্তু এবং শ্রীচৈতন্যার্পিতমস্তু। ইতি চক্রবর্ত্তী। ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রহস্য অবগত হইতে পারিয়াছে, তোমাদের কৃপাতেই তাহারা ভজনের একটা উজ্জ্বল আদর্শ সাক্ষাতে দেখিতে পাইতেছে। প্রভুর কৃপাদেশে এ অধম যখন শ্রীবৃন্দাবনাশ্রয় করিল, তখন তোমরাই কৃপা করিয়া এ দীনহীনকে শ্রীচরণে স্থান দিয়াছ—তোমরাই কৃপা করিয়া ভক্তি-সিদ্ধান্তাদি এ অধমকে শিক্ষা দিয়াছ। তোমাদের কৃপা এ অযোগ্য জীব যতটুকু ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ততটুকুই ভক্তমণ্ডলীর প্রীতির নিমিত্ত- কৃপা করিয়া এ পুতুলদ্বারা তোমরা লিখাইয়াছ। আর, হে শ্রীরঘুনাথদাস! তুমি শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সেবক, তুমিই প্রভুর লীলারঙ্গ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছ। তুমি কৃপা করিয়া যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছ, তাহাই যন্ত্ররূপে এ অধম এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছে। তোমার কৃপা না হইলে, এ গ্রন্থ লেখা একেবারেই অসম্ভব হইত। তোমার চরণে নমস্কার, নমস্কার।

কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ, শ্রীকৃষ্ণলীলা-মিশ্রিত শ্রীচৈতন্যলীলাময়। নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্রজলীলা আস্বাদন করেন। সুতরাং তাঁহার লীলা-রহস্যও ব্রজলীলাময়। তাঁহার আস্বাদিত ব্রজলীলার বর্ণনাব্যতীত শ্রীচৈতন্যের লীলা বর্ণন অসম্ভব; তাই এই শ্রীগ্রন্থে ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা এই উভয় লীলারই বর্ণনা আছে।

শ্লো। ৪৮। অন্বয়। এতৎ (এই) চৈতন্যচরিতামৃতং (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ) শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেবতুষ্টয়ে (শ্রীমন্মদনগোপালের এবং শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টির নিমিত্ত) অস্তু (হউক), [তথা] (এবং) চৈতন্যার্পিতং (শ্রীচৈতন্যে অর্পিত) অস্তু (হউক)।

অনুবাদ—এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীমন্মদন-গোপালের এবং শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টির নিমিত্ত হউক এবং শ্রীচৈতন্যে অর্পিত হউক। ৪৮

ভক্তের সর্ব্বদাই "কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা"—তিনি যাহা কিছু করেন, সমস্তই তাঁহার ইষ্টদেবের প্রীতির নিমিত্তই করিয়া থাকেন। তাই, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়ন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—ইহাতে যেন তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীমদনগোপাল এবং শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টি সাধিত হয়। স্বীয় লীলাকথা আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীভগবানও সর্ব্বদা লালায়িত; স্বীয় লীলাকথার আস্বাদনে তাঁহার পরমা তৃপ্তি। তিনি ইহা দুইরূপে আস্বাদন-করিতে পারেন—বিষয়রূপে এবং আশ্রয়রূপে। শ্রীমদনগোপালরূপে বা গোবিন্দদেবরূপে তিনি বিষয়মাত্র; আর আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন; সুতরাং শ্রীচৈতন্যরূপে তিনি বিষয় এবং আশ্রয় দুইই; তাঁহার লীলাকথা—শ্রীচৈতন্যস্বরূপে তিনি বিষয়রূপেও আস্বাদন করিতে পারেন, আশ্রয়রূপেও আস্বাদন করিতে পারেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যরূপে তাঁহার যে স্বীয় লীলাকথার আস্বাদন, তাহাতেই আস্বাদনের পূর্ণতা এবং আস্বাদন জনিত তাঁহার তুষ্টির পূর্ণতা। এজন্যই কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার প্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যদেবকে অর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—যেন তাঁহার গ্রন্থের শ্রীচৈতন্যার্পণ সার্থক হয়- চৈতন্যার্পণমস্তু। বিষয়রূপেই হউক, কি আশ্রয়রূপেই হউক, কি উভয়রূপেই হউক,—লীলারস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেব যদি তাঁহার লীলাকথাপূর্ণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন, তাহা হইলেই গ্রন্থকার নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করিবেন—ইহাই তাৎপর্য্য।

তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ,
খলসমুদয়কোলৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যম্।
ক্ষতিরিহমিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ,
সহৃদয়সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি। ৪৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশী
বাসিবৈষ্ণবকরণপুনর্নীলাচলগমনং নাম
পঞ্চবিংশতিপরিচ্ছেদঃ।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যদ্গৌরলীলামৃতং তদিদমতিরহস্যম্ তৎ কিং যদমৃতং খলসমুদয়কোলৈঃ খলসমূহ-শূকরৈঃ নঃ আদৃতম্ অতএব তৈরলভ্যম্ ইহ অত্র মে মম কা ক্ষতিঃ? যৎ যতঃ সহৃদয়-সুমনোভিঃ সামাজিকৈঃ স্বাদিতং সৎ এষাং মোদং হর্ষং তনোতি বিস্তারয়তি। ইতি চক্রবর্ত্তী। ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪৯। অন্বয়। তৎ (সেই) ইদং (এই) গৌরলীলামৃতং (গৌরলীলামৃতরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) অতিরহস্যং (অতি গোপনীয়), যৎ (ইহা যে) খলসমুদয়কোলৈঃ (খলরূপ শূকরসমূহ কর্ত্তৃক) ন আদৃতং (আদৃত হয় না), [অতএব] (অতএব) তৈঃ (তাহাদিগকর্ত্তৃক) অলভ্যং (অলভ্য), ইহ (ইহাতে) মে (আমার) কা ক্ষতিঃ (কি ক্ষতি)? যৎ (যেহেতু) সহৃদয়-সুমনোভিঃ (সাধুচিত্ত সহৃদয়কর্ত্তৃক) স্বাদিতং (আস্বাদিত হইয়া) এষাং (ইহাদের) সমন্তাৎ (সর্ব্বতোভাবে) মোদং (আনন্দ) তনোতি (বিস্তার করে)।

অনুবাদ। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অতি গোপনীয় রহস্যময়। এই অমৃতকে খলরূপ শূকরসমূহ আদর করে না, অতএব উহা তাহাদের অলভ্য; তাহাতে আমার কি ক্ষতি আছে? যেহেতু, এই লীলামৃত সাধুচিত্ত সহৃদয় কর্ত্তৃক আস্বাদিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের আনন্দবিস্তার করিতেছে। ৪৯

জগতে সাধারণতঃ দুই রকমের লোক দেখা যায়—যাঁহারা নির্ম্মলচিত্ত, তাঁহারা ভগবদুন্মুখ; আর যাঁহাদের চিত্ত মলিন, তাঁহারা বিষয়াসক্ত। যাঁহারা মলিন-চিত্ত, বিষয়াসক্ত ভগবৎ-কথায় তাঁহাদের রুচি নাই, বিষয়েতেই তাঁহাদের রুচি; অপবিত্র দুর্গন্ধ বিষ্ঠাদিতেই যেমন শূকরের রুচি, তদ্রূপ জীবস্বরূপের অবনতি-সম্পাদক বিষয়ভোগেই মলিনচিত্ত লোকের রুচি; তাই এতাদৃশ লোকসকলকে এই শ্লোকে শূকরতুল্য বলা হইয়াছে—খলসমুদয়কোলৈঃ—এই বাক্যে (কোল অর্থ শূকর); শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রকথা অমৃততুল্য পরমাস্বাদ্য হইলেও এতাদৃশ বিষয়াসক্ত লোকগণের নিকটে আস্বাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না; এই গৌরলীলামৃত খলসমুদয়কোলৈঃ—খল (নীচ, অধম—বিষয়াসক্ত লোক) সমুদয়-রূপ কোল (বা শূকর)-সকলদ্বারা ন আদৃতং—আদৃত হয় না; কারণ, ভগবৎ-কথায় তাঁহাদের রুচি নাই, তাই গৌরলীলামৃত—গৌরলীলারূপ অমৃতের আস্বাদনও তাঁহাদের পক্ষে অলভ্যং—দুর্ল্লভ; কারণ, ইহা—ভক্তিরস বা লীলারস—একমাত্র ভক্তেরই আস্বাদ্য। "এই রস-আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে। কৃষ্ণ-ভক্তগণ করে রস-আস্বাদনে॥ ২।২৩।৫১॥" তাই গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন—এই যে অমৃতরস-নিলয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, বিষয়াসক্ত অধম-চরিত্র লোকদের নিকটে তাহা আদৃত হইবে না; আদৃত হইবে না বলিয়া—কতকগুলি লোক গৌরলীলারসের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হইবে বলিয়া—গ্রন্থকারের দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কিছু নাই—কা ক্ষতিঃ? কারণ, বিষয়াসক্ত বহির্ম্মুখ লোকগণের আদর না পাইলেই যে তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়ন অসার্থক হইবে, তাহা নহে; কাক আম্রমুকুল আস্বাদন করে না বলিয়া স্রষ্টার পক্ষে আম্রমুকুলের সৃষ্টি অসার্থক হইয়া যায় না। তবে কিসে এই গ্রন্থপ্রণয়ন সার্থক হইবে? যাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের আস্বাদনেই ইহা সার্থকতা লাভ করিবে। কবিরাজ-গোস্বামী এই গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছেন—রসিক-ভক্তদের আস্বাদনের জন্য; অভক্ত-অরসিকের জন্য নহে; তাই গ্রন্থারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন—"অতএব কহি কিছু করিয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নিগূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥ ১।৪।১৮৯॥ এসব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব। ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥ অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ। তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দবিশেষ॥ ১।৪।১৯১-৯২॥" সুতরাং ভক্তগণ যদি এই গ্রন্থের সমাদর করেন, তাহা হইলেই গ্রন্থ-প্রণয়নে তাঁহার সার্থকতা। আবার এই গ্রন্থ যে **সহৃদয়-সুমনোভিঃ**—সহৃদয় এবং সুমনঃ (উত্তম মন বা চিত্ত যাঁহাদের, যাঁহারা সাধুচিত্ত, তাঁহাদের) দ্বারা **স্বাদিতং**—আস্বাদিত হইয়া **সমন্তাৎ**—সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের **মোদং তনোতি**—আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে, তাহাও গ্রন্থকার জানেন ; তাহাতেই তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়ন সার্থক হইয়াছে বলিয়া এবং তিনিও কৃতার্থ হইয়াছেন বলিয়া তিনি মনে করেন ; তাই অভক্তগণ কর্ত্তৃক এই গ্রন্থের অনাদরে তিনি তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়ন অসার্থক বলিয়া মনে করেন না।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলার গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা সমাপ্তা।

কামগায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যা। সংস্কৃত শ্লোকাদির অক্ষর গণনায় ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত স্বরবর্ণকে, হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে (যেমন ৎ, দ, ম্ ইত্যাদিকে), অনুস্বারকে, বিসর্গকে এবং লুপ্ত অকারকে (ঽ কে) পৃথক্ অক্ষররূপে গণনা করা হয় না (অর্থাৎ এগুলি পূর্ণ এক অক্ষরও নহে, অর্দ্ধাক্ষরও নহে)। আবার সংযুক্ত বর্ণে এবং ফলাযুক্ত বর্ণে একাধিক অক্ষর থাকিলেও তাহারা একটীমাত্র অক্ষররূপেই গণ্য হয় (যেমন ক্লী, দ্ম, ষ্প, ন্ন, ঙ্গ, র্ব্ব, ণ্য, ইত্যাদির প্রত্যেকেই একটী অক্ষররূপে গণ্য হয়)। কামগায়ত্রীর অক্ষরগুলির মধ্যে "ঽ (লুপ্ত অ-কার)" এবং ৎ (হসন্ত ত)" বাদ গেলে কামবীজ সহ অক্ষর সংখ্যা হয় পচিশ। তন্মধ্যে ষষ্ঠ অক্ষর "য়"-এর পরে "বি" অক্ষর আছে বলিয়া এই "য়" অক্ষরটী হইবে অর্দ্ধাক্ষর। "বি-কারান্ত-য়-কারেণ চার্দ্ধাক্ষরং প্রকীর্ত্তিতম্॥ বর্ণাগমভাস্বদি॥" এই প্রমাণবলে উল্লিখিত "য়"-অক্ষরের পরে "বি"-অক্ষর আছে বলিয়া এই "য়" অর্দ্ধাক্ষর হইল। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ গোস্বামীও কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যানে অনুরূপ একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।" য়ং চন্দ্রার্দ্ধং বৈভবঞ্চ বিলাসো দারুণং ভয়মিতি ব্যাড়িঃ।" পচিশটী অক্ষরের মধ্যে এই "য়" অক্ষর অর্দ্ধাক্ষর হওয়ায় কামগায়ত্রীর অক্ষর সংখ্যা হইল সার্দ্ধচব্বিশ)। (২।২১ ১০৪ পয়ারের টীকাপ্রসঙ্গে লিখিত)।

মধ্যলীলা সমাপ্তা

মধ্যলীলার টীকা-পরিশিষ্ট

(কোনও কোনও পয়ার বা শ্লোকের টীকার সংশ্রবে কিছু অতিরিক্ত বিষয় সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় এই টীকা পরিশিষ্ট দেওয়া হইল)

২।১।৪৩-৪৪ ॥ কেবল রথযাত্রা উপলক্ষ্যেই নীলাচলে আসিবার জন্য প্রভু গৌড়ীয়ভক্তদিগকে আদেশ করিলেন কেন? প্রভুর উক্তিতে ইহার উত্তর পাওয়া যায়—"গুণ্ডিচা দেখিবারে।" রথযাত্রা দেখিবার নিমিত্ত। কিন্তু মনে হয় যেন—এহো বাহ্য। আর গৌড়ীয় ভক্তগণও রথযাত্রাব্যতীত অন্য সময়ে নীলাচলে আসিতেন না কেন? উত্তর—প্রভুর আদেশই হইতেছে, রথযাত্রা-সময়ে আসিবার নিমিত্ত; তাই তাঁহারা ঐ সময়েই আসিতেন। কিন্তু মনে হয় যেন—ইহাও "বাহ্য"। রথযাত্রা-দর্শনের জন্য ভক্তগণ তত ব্যাকুল নহেন, যত ব্যাকুল গৌরদর্শনের জন্য। প্রভুর দর্শন পাইবেন না বলিয়া প্রভুর দক্ষিণদেশে অবস্থিতি-সময়ে কেবল রথযাত্রা দর্শনের জন্য তাঁহারা নীলাচলে যায়েন নাই। প্রভুর সঙ্গে মিলনই যে তাঁহাদের নীলাচল-গমনের একমাত্র উদ্দেশ্য, প্রভুর উক্তিতেও তাহা জানা যায়। যেবার প্রভু গৌড়ে আসিয়াছিলেন, সেবার গৌড়ে থাকাকালেই প্রভু তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"এবার তো এখানেই দেখা হইল; এবার আর কেহ নীলাচলে যাইও না।" যাহা হউক, অন্য সময়ে গেলেও প্রভুর দর্শন এবং প্রভুর সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী সম্ভব হইত; কিন্তু রথস্থ জগন্নাথদর্শনে শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে আবিষ্ট প্রভুর প্রলাপোক্তির আস্বাদন এবং "কৃষ্ণকে লইয়া ব্রজে যাইতেছি"—এই ভাবের আবেশে প্রভুর নৃত্যাদির ব্যাপদেশে যে এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের বিকাশ হইত, তাহার আস্বাদন—রথযাত্রার সময়ব্যতীত অন্যসময়ে সম্ভব হইত না। তাই বোধহয় রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে নীলাচলে গমনই গৌড়ীয় ভক্তদের পক্ষে বিশেষ লোভনীয় ছিল। আর, শ্রীরাধা একাকিনী কুরুক্ষেত্রে যায়েন নাই, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিতও তিনি একাকিনী মিলিত হয়েন নাই। গিয়াছেন এবং মিলিত হইয়াছেন তাঁহার সখীবৃন্দের সহিত। গৌরসুন্দরের পার্ষদগণও তাঁহার পূর্ব্বলীলার সঙ্গী। তাঁহাদের সঙ্গে রথস্থ জগন্নাথ-দর্শনে কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাবে প্রভুর আবেশ নিবিড়তা লাভ করার এবং নিবিড় আবেশে সেই ভাবের উচ্ছলনও সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার—সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই বোধ হয় প্রভুর পক্ষে রথযাত্রাকালেই গৌড়ীয় ভক্তদিগকে নীলাচলে আসার আদেশের গূঢ় উদ্দেশ্য। প্রভুর আদেশের ধ্বনি বোধ হয় এই—"সকলে আসিও; সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে প্রাণবল্লভের সঙ্গে মিলিত হইব।"

২।১।৭১ ॥ কুরুক্ষেত্র-মিলন। এই মিলন হইয়াছিল স্যমন্তপঞ্চক ক্ষেত্রে। পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিবার উদ্দেশ্যে শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে নিহত করিয়া তাঁহাদের রক্তধারা এই স্থানে পাঁচটী মহাহ্রদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (শ্রীভা. ১০।৮২।২-৩)। মহাভারত হইতে জানা যায়—কৌরব ও পাণ্ডবগণের পূর্ব্বপুরুষ কুরু-মহারাজের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই এই স্থান সমস্তপঞ্চক নামে পরিচিত ছিল। পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুলকে নিঃশেষে উৎসন্ন করিয়া এই সমন্তপঞ্চকে শোণিতময় পাঁচটী হ্রদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই হ্রদের রুধিরধারা তিনি স্বীয় পিতৃপুরুষের তর্পণ করিয়াছিলেন। ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ সেস্থলে আগমন করিয়া পরশুরামের অসাধারণ পিতৃভক্তি এবং পরাক্রম দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ক্রোধপরবশ হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে হত্যা করাতে তাঁহার যে পাপ হইয়াছে, সেই পাপ হইতে তিনি যাহাতে মুক্ত হইতে পারেন এবং শোণিতময় হ্রদগুলি যাহাতে তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইতে পারে—পরশুরাম সেইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। পিতৃগণ তাঁহাকে তদনুকূল বরই দিলেন। এই পাঁচটী হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ সমন্তপঞ্চক ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। অমিততেজা কুরুমহারাজ পরে এই ক্ষেত্রকে কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হয় কুরুক্ষেত্র। যাহারা এই ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিবে, তাহারা যেন স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে—এই উদ্দেশ্যেই মহারাজ কুরু এই ক্ষেত্রকে কর্ষণ করিয়া-

ছিলেন। ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণের বরে মহারাজ কুরুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে এই স্থানেই কুরুপাণ্ডবদের বিখ্যাত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পূর্ব্বে এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞেরও পূর্ব্বে কোনও এক সময়ে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ সমন্তপঞ্চকক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তখনই সেইস্থানে শ্রীরাধিকাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইয়াছিল। "এবং রুক্মৈস্তদন্ বাক্যৈঃ"---ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-১০।৭৮।৭-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা হইতে জানা যায়---"প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের সূর্য্যোপরাগযাত্রা (কুরুক্ষেত্র যাত্রা), তারপর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়সভা, তারপর কুরু-পাণ্ডবের কপট-দ্যূত-ক্রীড়া তারপর পাণ্ডবদিগের বনগমন, পাণ্ডবদের বনবাসকালেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শাল্ব-দন্তবক্রবধ এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন, পাণ্ডবদের বনবাস হইতে আগমনের পরে শ্রীবলদেবের তীর্থযাত্রাদি। এই কুরুক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণমহিষীদের সহিত শ্রীদ্রৌপদীদেবীর সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়।"

সমন্তপঞ্চক-ক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ বলিয়া বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে বহুলোক ধর্ম্মকর্ম্ম-সাধনের নিমিত্ত এইস্থানে আসিয়া থাকেন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কোনও ধর্ম্মকর্ম্ম-সাধনের প্রয়োজন না থাকিলেও লোকসংগ্রহার্থ তিনিও সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে সেই স্থানে গিয়াছিলেন। গূঢ় উদ্দেশ্য বোধ হয় ব্রজবাসীদিগের, বিশেষতঃ ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত সাক্ষাৎ।

২।১।১৫৯-৬০ ॥ অথবা, গো-অর্থ পৃথিবী, উপলক্ষণে—ব্রহ্মাণ্ড ; তাহার স্বামী—অধীশ্বর। যিনি অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তিনি গোস্বামী ; স্বয়ংভগবান্।

২।২।২৬ ॥ "পড়ু তার মাথে বাজ" বলার তাৎপর্য্য এই। এতাদৃশ নয়নের অস্তিত্বের কোনও সার্থকতা নাই ; যতই এই নয়ন বিদ্যমান থাকিবে, ততই তাহার অসার্থকতার মাত্রা বর্দ্ধিত হইবে ; সুতরাং যতশীঘ্র ইহার অস্তিত্ব নষ্ট হইতে পারে, ততই ইহার পক্ষে মঙ্গল ; যেহেতু, তাহাতে ইহার অসার্থকতার বৃদ্ধি স্থগিত হইবে। বজ্রাঘাতে যত শীঘ্র কাহারও অস্তিত্ব নষ্ট হয়, তত শীঘ্র আর কিছুতেই হয় না ; তাই বলা হইয়াছে—এই নয়নের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। বজ্রাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অস্তিত্বও নষ্ট হইবে ; আর, অসার্থক জীবন-ধারণের শাস্তিরূপে আকস্মিক বজ্রাঘাতজনিত তীব্র যন্ত্রণাও ভোগ করিতে পারিবে।

কেহ কেহ মনে করেন, এই বাক্যে "বাজ" অর্থ বাজপাখী। বাজপাখী মাথায় পড়িলে তাহার তীক্ষ্ণ চঞ্চুদ্বারা চক্ষুর্দ্বয়কে উৎপাটিত করিয়া খাইয়া ফেলিবে ; তাহাতে নয়নের অস্তিত্বও নষ্ট হইবে, অসার্থকতার শাস্তিরূপে তীব্র যন্ত্রণাও ভোগ করিবে। কিন্তু এই অর্থে কয়েকটা আপত্তি উঠিতে পারে ; তাহা এই। প্রথমতঃ, কাহারও মাথায় বাজপাখী আসিয়া বসিলেই যে সেই পাখী তাহার চক্ষুর্দ্বয়কে উৎপাটিত করিবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। উৎপাটিত না করিতেও পারে ; তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে নয়নের অসার্থক অস্তিত্ব থাকিয়াই যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, যদিই বা বাজপাখী কাহারও মাথায় পড়িয়া তাহার চক্ষুর্দ্বয়কে উৎপাটিত করে, তাহা হইলেও তাহার মৃত্যু না হইতেও পারে। কোনও কোনও তস্কর ধরা পড়িলে তাহার চক্ষু খুলিয়া লওয়া হয় বলিয়াও শুনা যায় ; তাহাতে সকল সময় তস্কর মরিয়া যায় না। তদ্রূপ, অসার্থক নয়নের মাথায় বাজপাখী পড়িয়া তাহার চক্ষুকে উৎপাটিত করিলেও নয়নের অস্তিত্ব নষ্ট হইবে না। তৃতীয়তঃ, মূলে আছে—"পড়ু তার মাথে বাজ।" তার মাথে—নয়নের মাথে ; "যাহার নয়ন, তাহার মাথায় বাজ পড়ুক"—এইরূপ অর্থ হইতে পারে না ; কারণ মূল বাক্যে "নয়নের" পরিবর্ত্তেই "তার" বলা হইয়াছে। এই অবস্থায়, নয়নের মাথায় বাজপাখী পড়িয়া তাহার নয়নকে উৎপাটিত করুক—একথার কোনও অর্থ হয় না। নয়নের আবার নয়ন কি ? চতুর্থতঃ, বাজপক্ষী কাহারও মাথায় আসিয়া বসে না, চক্ষুও উৎপাটিত করে না।

২।৪।৪১-৪২ ॥ যে প্রেম বিতরণ করার জন্য অল্প কয়েক বৎসর পরেই শ্রীগোপালদেব শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইবেন, সেই প্রেমের স্বরূপ এবং প্রভাবের কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্ব হইতেই জগতের জীবকে জানাইবার জন্যই বোধ হয় শ্রীগোপালদেবের এই ভঙ্গী। সূর্য্য নয়নের গোচরীভূত হওয়ার পূর্ব্বেই তাহার কিরণ জগতে প্রকাশ পায়।

অখণ্ড-প্রেম-ভাণ্ডাররূপ সূর্য্য আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব্বেই যেন গোপালদেব মাধবেন্দ্রপুরীকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই সূর্য্যের কিরণরূপ আভাস জগতে প্রকাশ করিলেন।

২।৬।৬৭॥ তাঁরে—গোপীনাথ আচার্য্যকে; অথবা মুকুন্দদত্তকে। পরবর্ত্তী ২।৬।৭০-পয়ার হইতে মনে হয়, সার্ব্বভৌম যেন গোপীনাথ আচার্য্যকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যদি মুকুন্দদত্তকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও গোপীনাথ আচার্য্য উত্তর দিতে পারেন। তাহাতে অসামঞ্জস্য কিছু হয় না।

২।৬।৭৭-৭৮॥ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যে যে সমস্ত-ভগবৎস্বরূপ অবস্থিত, নবদ্বীপে অবস্থানকালে গোপীনাথ আচার্য্য তাহা দেখিয়াছেন। কর্ণপূরও তাঁহার নাটকে এজন্যই লিখিয়াছেন—"ময়া তু যদ্‌যদ্ দৃষ্টং তেন অনুমিতম্ অয়মীশ্বর এবেতি (ষষ্ঠাঙ্কে গোপীনাথ আচার্য্যের উক্তি।"

২।৬।৭৯॥ বিজ্ঞমত। বিজ্ঞ কাকে বলে? জ্ঞান এবং বিজ্ঞান—এই দুইটী কথা আছে। কোনও বস্তুর পরোক্ষ জ্ঞানকে বলে জ্ঞান; আর, অপরোক্ষ জ্ঞানকে বলে বিজ্ঞান। যিনি কখনও বরফ দেখেন নাই, গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া কিংবা কাহারও মুখে শুনিয়া বরফ সম্বন্ধে তিনি যদি কিছু জানিতে পারেন, তবে তাঁহার সেই জানাকে বলে জ্ঞান—পরোক্ষ জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানের স্থান মস্তিষ্কে॥ আর, তিনি যদি নিজের হাতে বরফ পায়েন, তখন বরফ সম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞান বা অনুভব জন্মিবে, তাহাকে বলে বিজ্ঞান—অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ অনুভব। এইরূপ বিজ্ঞান যাঁহার লাভ হইয়াছে, তাঁহাকেই বলে বিজ্ঞ বা বিদ্বান্ এবং তাঁহার এই প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ অনুভবকে বলে বিজ্ঞের অনুভব বা বিদ্বদনুভব। অনুভবমাত্রই শ্রদ্ধেয় নহে। দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি দক্ষিণ দিক্‌কেও পূর্ব্বদিক্ বলেন এবং ইহা তাঁহার অনুভবও। কিন্তু ইহা ভ্রান্তি মাত্র। অপরোক্ষ অনুভবে বা বিজ্ঞানে কোনওরূপ ভ্রান্তি থাকিতে পারে না। এজন্যই বলা হয়—"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব। আর্য্য-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ ১।২।৭২॥" যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তে মায়ামলিনতা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে কাহারও বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ অনুভব লাভ হইতে পারে না, সুতরাং ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ বিজ্ঞ বা বিদ্বান্‌ও হইতে পারেন না। যিনি বিজ্ঞ, ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার অনুভব কখনও শাস্ত্রবিরোধী হইতে পারে না। ভগবত্তত্ত্বাদি সম্বন্ধে কাহারও অনুভব যথার্থ অনুভব কিনা, তাহা বিচার করিতে হইবে একমাত্র শাস্ত্রদ্বারা; যেহেতু, ভগবত্তত্ত্বাদির কথা অপৌরুষেয় শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। শাস্ত্রোক্তির সহিত যাঁহার অনুভবের সঙ্গতি নাই, তাঁহার অনুভব যথার্থ অনুভব নহে; তাহা হইবে দিগ্‌ভ্রান্ত লোকের দিক্‌সম্বন্ধে ভ্রান্তির তুল্য। এইরূপ অনুভবের কোনও মূল্য নাই। যাঁহার অনুভবের সহিত অপৌরুষেয় শাস্ত্রের সঙ্গতি আছে, তাঁহার অনুভবই যথার্থ অনুভব; তাঁহার অনুভবেরই মূল্য আছে। ঈশ্বর-তত্ত্বাদিসম্বন্ধে এইরূপ অনুভব যাঁহার জন্মিয়াছে, তাঁহার অনুভবই বিদ্বদনুভব, তাঁহার মতই বিজ্ঞমত। ঈশ্বর-তত্ত্বাদি-সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, তাহা অভ্রান্ত; যেহেতু, অপৌরুষেয় শাস্ত্র তাঁহার অভ্রান্ততা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া থাকে।

২।৮।১৭৫-৭৬॥ শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণসুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেঙ দান॥ ৩।২০।৫০॥"

২।৮।২২০॥ সংশয়—সন্দেহ। যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই, এমন কিছু দেখিলে সাধারণতঃ বিস্ময়ই জন্মে, সন্দেহ জন্মে না। যাহা পূর্ব্বে একটু একটু দেখা গিয়াছে, তাহা বা তাহার অনুরূপ কিছু দেখিলেই সংশয় জন্মে—পূর্ব্বে একটু একটু যাহা দেখিয়াছিলাম, এখনকার দৃষ্ট বস্তুটী কি তাহাই? এরূপ সংশয় মনে জাগে। সাধ্যসাধন-তত্ত্বের আলোচনার সময়ে প্রেমবশে রামানন্দরায় মাঝে মাঝে যেন প্রভুর স্বরূপ দেখিতেন—কিন্তু যেন আলেয়ার মত। কেন না, রামানন্দ তখনই তাঁহাকে চিনিতে না পারুক, ইহাই ছিল প্রভুর বলবতী ইচ্ছা (২।৮।১০২-৩)। এক্ষণে, সন্ন্যাসিদেহের পরিবর্ত্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান কাঞ্চন-পঞ্চালিকার গৌরকান্তিতে সর্ব্ব-অঙ্গ-ঢাকা শ্যামসুন্দর বংশীবদনকে দেখিয়া রামানন্দের যেন মনে হইয়াছিল—এইরূপ একটী রূপ আলেয়ার মতন যেন পূর্ব্বেও দেখিয়াছিলাম। ইহাই কি সেই রূপ? তাই রামানন্দের সংশয়।

২।৮।২৩৩-৩৪॥ ৩৯৪-পৃষ্ঠায় পয়ার-টীকার শেষে এই অংশ সংযোজিত হইবে:—এস্থলে গৌরের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে; গৌর হইলেন—রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব-বিগ্রহ শ্রীরাধার মিলিত স্বরূপ। আদিলীলার

চতুর্থ পরিচ্ছেদে এবং অন্যত্রও কবিরাজগোস্বামী তাহাই বলিয়াছেন। সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্যই শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে এইরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আজকাল এক অভিনব মতবাদও কেহ প্রচার করিতেছেন—"রাধা-শ্যাম-বীরাকুন্দ-ললিতাসুন্দরী। পঞ্চ; এক মহাপ্রভু; দশমী শিহরি। বড় দুঃখে এক রে, দশমী দশা কি মনে নাই ?" এই নূতন মতে, শাস্ত্রোক্ত "রাধা-শ্যাম" মিলিত স্বরূপ গৌরের উপরে "বীরা-কুন্দ-ললিতাসুন্দরীর" প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে ; অথচ ইহার শাস্ত্রীয় ভিত্তি কিছু নাই। "দশমী শিহরি" বাক্যের মর্ম্ম বুঝা যায় না। ইহার তাৎপর্য্য যদি এই হয় যে—শ্রীমন্মহাপ্রভুতে শ্রীরাধার দশমী দশাই অভিব্যক্ত, তাহা হইলে নিবেদন এই। চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু (মৃতপ্রায় অবস্থা)—প্রবাসাখ্য-বিপ্রলম্ভে এই দশটী দশা হয় ; ইহাদের মধ্যে দশমী দশাটী হইতেছে—মৃত্যু। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়। সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রি দিনে। কভু কোন দশা উঠে, স্থির নহে, মনে॥ ৩।১৪।৪৯-৫০॥" সুতরাং প্রভুর মধ্যে যে কেবল দশমী দশাই অভিব্যক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যদের মত নহে। আর, "বড় দুঃখে এক রে, দশমীদশা কি মনে নাই ?"—এই উক্তি হইতে মনে হয়—দশমী দশার দুঃখ হইতেই রাধাকৃষ্ণ মিলিত স্বরূপ গৌরের আবির্ভাবের সূচনা। দশমী দশার দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন শ্রীমতী রাধিকা ; শ্রীকৃষ্ণের দশমী দশার কথা শুনা যায় না। তবে কি শ্রীকৃষ্ণকে দশমী দশার মর্ম্মন্তুদ দুঃখ ভোগ করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধাই উপযাচিকা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া গৌররূপে আবির্ভূত হইলেন ? প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যদের কেহই এইরূপ কথা বলেন নাই। বিশেষতঃ, ইহা শ্রীরাধার স্বরূপগত ভাবের বিরোধী ; যেহেতু, শ্রীরাধার একমাত্র কাম্য এবং একমাত্র প্রয়াস হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বিধানের নিমিত্ত। শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ-বিধানের চেষ্টা শ্রীরাধার পক্ষে কল্পনাও করা যায় না। আর যদি মনে করা যায়—বিরহখিন্না শ্রীরাধার দশমী দশার কথা জানিয়া শ্রীরাধার বিরহ-যন্ত্রণা দূর করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া নিত্য-নিবিড়তম মিলনের বিগ্রহরূপে গৌররূপে প্রকটিত হইলেন, তাহা হইলেও বক্তব্য এই যে, "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের গৌরস্বরূপ প্রকটনের হেতুরূপে যে অপূর্ণ-বাসনা-ত্রয়ের কথা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত এই নূতন মতের কোনও সঙ্গতি দেখা যায় না।

আর একটী নূতন মতবাদও প্রচারিত হইতেছে। এই নূতন মতে—রাই-কানুর মিলিতস্বরূপই যে গৌর, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে ; কিন্তু "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" যে রাই-কানু মিলিত স্বরূপ, তাহা স্বীকৃত হয় নাই ; এই মতে, নিতাই-গৌর-মিলিত-স্বরূপই হইলেন "রসরাজ মহাভাব।" ইহা গোস্বামি-শাস্ত্র-সম্মত কথা নহে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের যে স্থলে "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপের" কথা বলা হইয়াছে, সে-স্থলে উল্লিখিত রূপ কোনও কথাই বলা হয় নাই ; বরং বলা হইয়াছে—প্রভু রামানন্দরায়কে যে-রূপটী দেখাইলেন, তাহা হইতেছে প্রভুর—গৌরের—স্বরূপ। "তবে হাসি প্রভু তারে দেখান স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥" এই স্বরূপটী যে রাই-কানু-মিলিত স্বরূপ, প্রভুর নিজের উক্তিতেও তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। "গৌর-অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন। গোপেন্দ্রসুত বিনা তিঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥ তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥ এস্থলে "নিজমাধুর্য্যরস" বলিতে "কৃষ্ণস্বরূপের মাধুর্য্যের" কথাই বলা হইয়াছে ; কৃষ্ণস্বরূপের মাধুর্য্য আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে আবির্ভাব। কবিরাজগোস্বামী বা মহাপ্রভু—ইঁহাদের কেহই এস্থলে বলেন নাই যে—নিতাই-গৌর-মিলিত স্বরূপই "রসরাজ মহাভাব।"

যাহা হউক, উল্লিখিত অভিমতের সমর্থনে যে যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে এইরূপ :—স্বীয় মাধুরী আস্বাদনের জন্য গৌরের বাসনা জাগিল ; "কিন্তু কেমন করে ভোগ হবে বল। দুই ত আছে জড়াজড়ি, ভোক্তা ভোগ্য এক ঠাঁই, স্বতন্ত্রস্বরূপ না হ'লে—কেমন ক'রে ভোগ হবে বল॥" তখন "সেই আশা পুরাইতে, যোগমায়া লীলাশক্তি, অভিন্নস্বরূপের করিল প্রকাশ। রাই-কানু মিলিত গোরার অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ। আমার নিত্যানন্দরাম, পুরায় চৈতন্যকাম। রসরাজ-মহাভাব তখন, এই দুই স্বরূপে বিলাস যখন॥

গোদাবরীতীরে রামরায় দেখে, এই রসরাজ মহাভাব প্রত্যক্ষ্যে। দেখি নিতাই-গৌর জড়িত, দেখি নিতাই-গৌর আলিঙ্গিত, দেখি নিতাই-গৌর বিলসিত, রামরায় মূরচিত।" এই সকল উক্তি সম্বন্ধে নিবেদন এই। (১) গৌরের নিজের মাধুরী-ভোগের জন্য যে কখনও কোনও বাসনার উদয় হইয়াছিল, কোনও বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায় না; শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী ভোগের বাসনাই গৌর-স্বরূপের পক্ষে স্বাভাবিক। তর্কের অনুরোধে না হয় স্বীকার করা গেল—গৌরের তদ্রূপ বাসনা জন্মিয়াছিল, অথবা শ্রীকৃষ্ণমাধুরী আস্বাদনের জন্যই গৌরের বাসনা জাগিয়াছিল। (২) কিন্তু "দুই ত আছে জড়াজড়ি, ভোক্তাভোগ্য এক ঠাঁই" বলিয়া ভোগ সম্ভব নয়। গৌরে "রাই এবং কানু, ভোক্তা-কানু—এবং ভোগ্য রাই"—এই দুই-ই তো "জড়াজড়ি এক ঠাঁই।" "স্বতন্ত্র স্বরূপ না হ'লে, দেখা দেখি না হ'লে" ভোগ হইতে পারে না। তাঁহারা যদি পৃথক্ থাকিতেন, তাহা হইলে ভোগ সম্ভব হইত। ইহাই যেন এই নূতন মতের অভিপ্রায়। তাহাই যদি হয়, কে কাহাকে ভোগ করিতেন? ভোক্তা কানু কি ভোগ্যা রাইকে ভোগ করিতেন? তাহা হইলে তো কানুকর্তৃক রাইকেই ভোগ করা হইত, গৌরকর্তৃক "নিজের মাধুরী ভোগ" বা কৃষ্ণের মাধুরী ভোগ কিরূপে হইত, তাহা বুঝা যায় না। (৩) রাইকানুকে গৌর হইতে পৃথক্ যখন করা যায় না, তখন অঘটন-পটীয়সী-যোগমায়া লীলাশক্তি নিত্যানন্দের প্রকাশ করিলেন। তখন "নিতাই-গৌর জড়িত, নিতাই-গৌর আলিঙ্গিত, নিতাই-গৌর বিলসিত" হইলেন। এইরূপেই "নিত্যানন্দরাম পূরায় চৈতন্যকাম।" "ভোগ্যরূপেই" কি "নিত্যানন্দরাম" "চৈতন্যকাম" পূর্ণ করিলেন? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা তো গৌর নিত্যানন্দকেই ভোগ করিলেন; তাহাতে গৌরের "নিজের মাধুরী ভোগের সাধ" কিরূপে পূর্ণ হইতে পারে, তাহাও বুঝা যায় না। আর, যে ভাবে "নিতাই-গৌর জড়িত, আলিঙ্গিত, বিলসিত" হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, নায়ক-নায়িকার পরস্পরের সহিত "জড়িত, আলিঙ্গিত, বিলসিত" হওয়ার চিত্রই যেন অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু গৌর এবং নিতাই—উভয়েই তো পুরুষ; ইহাদের মধ্যে নারীর দেহ তো কাহারও নাই। দুই-পুরুষ-স্বরূপ কিরূপে ঐ-ভাবে "বিলসিত" হইলেন, তাহাও বুঝা যায় না। যিনি "স্ত্রী"-শব্দটী পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতেন না, বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবীদেবীর নিকট হইতে ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে প্রভুর সেবার জন্য চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া যিনি স্বীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছোট-হরিদাসকে পর্য্যন্ত বর্জন করিয়াছিলেন, সেই গৌরসুন্দরকে পুংশ্চলরূপে চিত্রিত করা এক অদ্ভুত জুগুপ্সিত কল্পনা বলিয়াই মনে হয়। (৪) রামানন্দরায়কে নিজের স্বরূপ দেখাইবার জন্যই প্রভু "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" প্রকটিত করিয়াছিলেন; "নিজের মাধুরী ভোগের সাধ" পূর্ণ করিবার জন্যই যে এই রূপটি প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহা কবিরাজ গোস্বামী বলেন নাই। (৫) রামানন্দরায় রাই-কানু-মিলিত স্বরূপই দেখিয়াছিলেন; "নিতাই-গৌর বিজড়িত, আলিঙ্গিত, বিলসিত"-স্বরূপ দেখিয়াছিলেন বলিয়া কবিরাজগোস্বামী বলেন নাই।

এই অভিনব মতবাদটী যে কেবল শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহাই নহে; ইহা জুগুপ্সিত রসদুষ্ট বলিয়াও মনে হইতে পারে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দেহ পুরুষের দেহ হইলেও অন্তরে বা ভাবে তিনি নাগরী—নাগরীকুল-শিরোমনি শ্রীরাধিকা। "রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর॥ ১।৪।৯৩॥ গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত। ব্রজেন্দ্র-নন্দনে মানে আপনার কান্ত॥ ১।১৭।২৭০॥" তাঁহাকে পুংশ্চলরূপে চিত্রিত করার প্রয়াস প্রভুর ভাব-বিরোধী। গৌরের লীলা হইতেছে ভাবাস্বাদনময়ী লীলা। শ্রীরাধার ভাবে প্রভু ব্রজলীলা আস্বাদন করিতেছেন। এই আস্বাদন দেহ-নিরপেক্ষ, দৈহিক-বিলাস-নিরপেক্ষ। এইজন্যই বোধ হয় রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ গৌরের পার্ষদ-বর্গের—স্বরূপ-দামোদর, রায়রামানন্দ, শ্রীরূপসনাতনাদি সকলেরই—দেহ পুরুষের দেহ; কিন্তু তাঁহাদের দেহ পুরুষের দেহ হইলেও ভাবে তাঁহারা সকলেই মহাভাববতী ব্রজনাগরী। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যেমন শ্রীরাধার ভাবে ব্রজলীলা আস্বাদন করেন, তাঁহার পরিকরবর্গও ব্রজগোপীর ভাবে প্রভুর আনুগত্যে সেই ব্রজলীলাই আস্বাদন করেন; এই আস্বাদন-ব্যাপারে নবদ্বীপলীলায় দৈহিক বিলাসের সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ দৈহিক বিলাসই আস্বাদনের বস্তু নহে; ব্রজলীলাতে—যেস্থানে দৈহিক বিলাস আছে, তাহাতেও—পরিকর ভক্তবৃন্দের আস্বাদনের বস্তু হইতেছে ভাব।

প্রেমরস-নির্য্যাসই হইতেছে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র আস্বাদনের বিষয়; দৈহিক-বিলাস এই প্রেমরস-নির্য্যাস উৎসারিত করার একতম উপায় মাত্র; কিন্তু ইহাই যে প্রেমরস-নির্য্যাস উৎসারিত করার একমাত্র উপায় নহে, নবদ্বীপ-লীলাই তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-খিন্না শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ-লীলাতেও তিনি শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাতে দৈহিক-বিলাসের অভাব। বস্তুতঃ ভাবাস্বাদনময়ী লীলাতেই বোধ হয় লীলা-রসাস্বাদনের চরমতম পর্য্যবসান; ব্রজসুন্দরীদিগের রসোদ্গার-লীলাতেও তাহা বুঝা যায়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ভাবাস্বাদনময়ী লীলাতে বিলসিত থাকিয়াই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন। দৈহিক-বিলাসের অবকাশ এই লীলাতে নাই। ২।২৫।২২৩-পয়ারের টীকা পরিশিষ্টে (খ) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২।৯।১৮-১৯ শ্লো॥ **পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ** ইত্যাদি। নববিধা ভক্তি আগে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পিত হইয়া তাহার পরে যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই তাহা হইবে শুদ্ধা ভক্তির সাধন। অনুষ্ঠান করিয়া তারপর অর্পণ করিলে তাহা হইবে—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ-জাতীয়; ইহা শুদ্ধা ভক্তির সাধন হইবে না। কিন্তু অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে কিরূপে অর্পণ হইতে পারে? সন্দেশ প্রস্তুত না হইতে তাহা কিরূপে কাহাকেও অর্পণ করা যায়? তাৎপর্য্যবৃত্তিদ্বারা ইহার অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। যে বস্তু যাঁহাকে অর্পণ করা যায়, সেই বস্তু হইয়া যায় তাঁহারই; সেই বস্তু তখন আর অর্পণকারীর থাকে না, অর্পণকারী সেই বস্তু তখন আর ভোগ করিতে পারেন না, ভোগের অধিকারও তখন অর্পণকারীর থাকে না। নিজের জন্য সেই বস্তু ব্যবহার করার অধিকার তখন আর অর্পণকারীর থাকে না বটে; কিন্তু যাঁহাকে সেই বস্তু অর্পণ করা হইয়াছে, তাঁহার সেবার বা প্রীতির উদ্দেশ্যে অবশ্য অর্পণকারী তাহা ব্যবহার করিতে পারেন। গরমের দিনে যদি কেহ একখানা পাখা আনিয়া স্বীয় গুরুদেবকে দান করেন, নিজের গ্রীষ্মজ্বালা দূর করিবার জন্য তিনি সেই পাখা ব্যবহার করিতে পারেন না; তবে সেই পাখাদ্বারা তাঁহার গুরুদেবের গ্রীষ্মজ্বালা দূর করার চেষ্টা করিতে পারেন। এস্থলে গুরুদেবে অর্পিত বস্তু গুরুদেবের সেবার নিমিত্ত অর্পণকারী শিষ্য ব্যবহার করিতে পারেন—ইহাই দেখা গেল। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণে দৃশ্যমানরূপে অর্পিত হইতে পারে না; কিন্তু যদি তাহা হইতে পারিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে সাধক তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেন। এবরূপে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানের যাহা তাৎপর্য্য (তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি), স্থূলভাবে অর্পণের পরে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির নিমিত্ত শ্রবণ কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্যও তাহাই। সুতরাং শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি অঙ্গ আগে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া তাহার পরে অনুষ্ঠান (শ্রবণকীর্ত্তনাদি) করার তাৎপর্য্য হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করা; ইহাই তাৎপর্য্যবৃত্তিমূলক অর্থ। নিজের জন্য কিছু চাওয়া (ইহকালের বা পরকালের সুখ, স্বর্গাদিলোকের সুখ, এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত চাওয়াও) মনে রাখিয়া যদি কেহ শ্রবণ কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাহা শুদ্ধা ভক্তির সাধন হইবে না।

২।১০।১৪২-৪৫॥ পরিশিষ্টে "পাত্রপরিচয়ে" "বড় হরিদাস" দ্রষ্টব্য। ১৪৪ পয়ারোক্ত হরিদাস—হরিদাস ঠাকুর নহেন; ইনি কীর্ত্তনীয়া বড় হরিদাস।

২।১০।১৪৬॥ পরিশিষ্টে "পাত্রপরিচয়ে" "ব্রহ্মানন্দ ভারতী" দ্রষ্টব্য।

২।১৩।২৭॥ রথ প্রাকৃত কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হইলেও, শ্রীজগন্নাথে তাহা অর্পিত বা শ্রীজগন্নাথের জন্য সঙ্কল্পিত হইলেই তাহা চিন্ময় হইয়া যায়—ভগবানে নিবেদিত প্রাকৃত বস্তুও যেমন চিন্ময়ত্ব লাভ করে, তদ্রূপ।

২।১৩।৪১॥ হরিদাস ঠাকুর তৃতীয় সম্প্রদায়ে নৃত্য করিয়াছেন (২।১৩।৪০); এই পয়ারের হরিদাস হইলেন অন্য এক হরিদাস—সম্ভবতঃ ইনি ছিলেন কীর্ত্তনীয়া বড় হরিদাস, যিনি প্রভুর নিকটে থাকিয়া সর্ব্বদা প্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইতেন (২।১০।১৪৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২।১৫।৫৪॥ শচীমাতার শুদ্ধ-বাৎসল্য-ভাব; ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান নাই; তাই তিনি মনে করেন—"নিমাই তো এখন নীলাচলে; কিরূপে এখানে আসিবে?" এজন্য তিনি নিমাইকে ভোজন করিতে দেখিয়াও নিমাইর উপস্থিতি সত্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না (সত্য নাহি মানে)। স্ফূর্ত্তি বা স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন। যদি ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান

থাকিত, তাহা হইলে মনে করিতে পারিতেন—নিমাই যখন ঈশ্বর, তাঁহার পক্ষে নীলাচল হইতে এখানে আসিয়া ভোজন করা অসম্ভব নয়।

২।১৫।২ শ্লো। "নাম দীক্ষার অপেক্ষা করে না"—এই বাক্যের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়, মন্ত্রদীক্ষার পূর্ব্বেই নামগ্রহণ করা যায়; তাহা সঙ্গতও। নামকীর্ত্তনের কাল চিত্তের আবিলতা কিছু দূরীভূত হইলে তাহার পরে দীক্ষা-গ্রহণ করিলে মন্ত্রের ফল শীঘ্র প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ হয়। বীজবপনের পূর্ব্বে ভূমির কর্ষণ অত্যাবশ্যক।

নামে দীক্ষার প্রয়োজন না থাকিলেও কোনও মহাভাগবতের নিকটে নামোপদেশ পাইলে তাঁহার কৃপায় ও শক্তিতে নামের ফল যে শীঘ্র অনুভূত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মায়াদেবী যে শ্রীল হরিদাসঠাকুরের নিকটে নামোপদেশ চাহিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্যও ইহাই বলিয়া মনে হয় (৩।৩।২৪০)।

২।১৬।১৫॥ এই পয়ারের "বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই"-এই উক্তিটীর তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। "মুরারি"-স্থলে যদি "মাধব"-পাঠ হইত, তাহা হইলে অর্থ পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইত; যেহেতু, ১।১০।১১৩ পয়ারে বলা হইয়াছে—"গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।" ইহারা "ঘোষ" উপাধিধারী। কিন্তু আমাদের দৃষ্ট কোনও গ্রন্থেই "মাধব"-পাঠ নাই। বাসুদেব, মুরারি ও গোবিন্দ- এই তিন নামের তিন সহোদরের উল্লেখ শ্রীগ্রন্থে অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। শ্রীচৈতন্যশাখাভুক্ত বাসুদেব দত্তের উল্লেখ আছে (১।১০।৩৯-৪০) এবং গোবিন্দ দত্তের উল্লেখও আছে (১।১০।৬২); কিন্তু ইহারা সহোদর কিনা জানা যায় না। প্রভুর নিত্যসঙ্গী মুকুন্দদত্ত যে বাসুদেবদত্তের কনিষ্ঠ সহোদর, শ্রীগ্রন্থে তাহারও উল্লেখ দৃষ্ট হয় (২।১১।১২৩-২৬)। মুকুন্দব্যতীত বাসুদেব দত্তের যে আর কোনও সহোদর ছিলেন, তাহাও কোনও উক্তি হইতে জানা যায় না। হয়তো বাসুদেব দত্তের আরও সহোদর ছিলেন; গোবিন্দদত্তও হয়তো বাসুদেব দত্তের সহোদর এবং মুরারিও হয়তো বাসুদেব দত্তের সহোদর। ইহা অবশ্য অনুমানমাত্র। এই অনুমান যদি গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে আলোচ্য পয়ারের উক্তির একটা সমাধান পাওয়া যায়। গৌড় হইতে যাঁহারা নীলাচলে আসার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাঁহাদের উল্লেখ-প্রসঙ্গেই "বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই" বলা হইয়াছে। মুকুন্দদত্ত নীলাচলেই প্রভুর সঙ্গে থাকিতেন; তাই এস্থলে তাঁহার উল্লেখ নাই।

২।১৬।৬৪॥ প্রভুর পক্ষে "আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়" বলার আরও একটী গূঢ় উদ্দেশ্য বোধ হয় আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, "কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাঽকৃষ্ণ" শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই বর্ত্তমান কলির উপাস্য। প্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া নিজের ভজনের উপদেশ নিজে দিতে পারেন না—ইহা তাঁহার পক্ষে "দুষ্কর কর্ম্ম।" মূলভক্ততত্ত্ব শ্রীসঙ্কর্ষণস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দই এই কার্য্যসমাধার যোগপাত্র। বস্তুতঃ শ্রীনিত্যানন্দই "ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে যে আমার প্রাণ॥"—বলিয়া গৌর-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। প্রভু স্বীয় ভজনের উপদেশ দানের কথা শ্রীনিত্যানন্দকে প্রকাশ্যভাবে না বলিলেও তাঁহার অভিন্ন-কলেবর শ্রীনিত্যানন্দ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে প্রভু যখন নবদ্বীপে ছিলেন, তখন প্রভুর আদেশে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-ভজনের উপদেশই দিয়াছিলেন। তখন গৌর-ভজনের উপদেশ প্রকাশ্যভাবে দেওয়া হয় নাই।

২।১৭।১৬॥ আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন, জলপাত্রাদিবহন হইল ভৃত্যের কাজ; একজন বিপ্রের দ্বারা প্রভু এই কাজ করাইয়াছিলেন মনে করা সঙ্গত হয় না। সুতরাং পয়ারস্থ "বিপ্র এক ভৃত্য"-বাক্যের "এক বিপ্র এবং এক ভৃত্য" অর্থ করাই সঙ্গত; ভৃত্যই জলপাত্র-বস্ত্রাদি বহন করিয়াছিল। ইহার উত্তরে যাহা বলা যায়, তাহা এই। প্রথমতঃ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর জলপাত্রাদি বহন ব্যবহারিক জগতের অপমানজনক ভৃত্যকৃত্য নহে। এই সেবাটুকু করার ভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনি সামাজিক হিসাবে যত সম্মানিতই হউন না কেন, নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। ইহা যে হীন কাজ, শ্রীমন্নিত্যানন্দাদিও তাহা মনে করেন নাই; তাই প্রভুর দক্ষিণ-গমন-সময়ে তাঁহারা "সরল ব্রাহ্মণ" কৃষ্ণদাসকে প্রভুর সঙ্গী করিয়া দিয়াছিলেন। কিসের জন্য কৃষ্ণদাসকে প্রভুর সঙ্গে দিলেন? জলপাত্র-বস্ত্র বহন করার নিমিত্ত। "জলপাত্র-বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে ২।৭।৩৯॥" প্রভুর সঙ্গে দ্বিতীয়

লোক আর কেহই যায়েন নাই ; কৃষ্ণদাস-ব্রাহ্মণই প্রভুর বস্ত্রাম্বুভাজন বহন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন-গমন-প্রসঙ্গেও স্বরূপ-রামানন্দ প্রভুকে বলিয়াছিলেন—"উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি। ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে, যাবে পাত্র বহি॥ ২।১৭।১০॥" বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে যে বিপ্র ছিলেন, তিনিই যে প্রভুর "বস্ত্রাম্বুভাজন" বহন করিবেন, তাহাও তাঁহারা বলিয়াছেন। "এই বিপ্র বহি নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন। ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন॥ ২।১৭।১৮॥" দ্বিতীয়তঃ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এই বিপ্রকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন কিসের জন্য? রান্না করার জন্য নয় ; যেহেতু, সর্ব্বত্র বলভদ্রভট্টাচার্য্য নিজেই রান্না করিয়াছেন বলিয়া কবিরাজগোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়। লোকালয় হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেনও বলভদ্র, রান্না করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা দিয়াছেনও বলভদ্র। সুতরাং তাঁহার কোনও পাচকের প্রয়োজন ছিল না ; তাঁহার জিনিসপত্র বহনব্যতীত এই বিপ্রের অন্য কোনও কৃত্যের কথাও শ্রীগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। অপর ভৃত্যের প্রয়োজনও কিছু দেখা যায় না, অপর কেহ ভৃত্যকৃত্য করিয়াছেন বলিয়াও কবিরাজগোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায় না।

প্রভু যখন দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন, তখন কৌপীন-বহির্ব্বাস এবং জলপাত্রব্যতীত অপর কোনও জিনিস-পত্রই যে প্রভুর সঙ্গে যায় নাই, কবিরাজ তাহাও বলিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ বলিয়াছেন—"কৌপীন বহির্ব্বাস, আর জলপাত্র। আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এইমাত্র॥ ২।৭।৩৫॥" প্রভুর কোনও বিছানাপত্র ছিল না। শেষ লীলার শেষভাগে যখন প্রভুর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছিল, তখনই ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে "কলার শরলাতে" শয়ন করিতেন ; তৎপূর্ব্বে প্রথম হইতেই ছিল প্রভুর "ভূমিতে শয়ন॥ ২।৭।২২॥" সুতরাং প্রভুর বিছানাপত্রাদি বহনের জন্য যে ভৃত্যের প্রয়োজন ছিল, তাহাও বলা বলা যায় না। সেই সময় দুর্গমপথে পদব্রজে বৃন্দাবনে যাইতে হইত ; তাই ভারী জিনিস কেহ সঙ্গে লইতেন না। বলভদ্রভট্টাচার্য্যের শয্যাদি থাকিলেও তাহা ছিল অতি হাল্‌কা ; তাঁহার সঙ্গের বিপ্রই তাহা বহন করিতেন এবং এই উদ্দেশ্যেই ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। সুতরাং কি প্রভুর জন্য, কি ভট্টাচার্য্যের :নিজের জন্য কাহারও জন্যই কোনও ভৃত্যের প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। এসমস্ত কারণে "বিপ্র এক ভৃত্য"-বাক্যের "এক বিপ্র এবং এক ভৃত্য" এইরূপ অর্থেরও কোনও সার্থকতা দেখা যায় না। ২।১৮।১৬২-পয়ারে কোনও কোনও গ্রন্থের "গৌড়ীয়া ঠক এই কাঁপে তিন জন॥"-উক্তির সমর্থনের জন্যও যে "এক বিপ্র এবং এক ভৃত্য" অর্থ করার প্রয়োজন নাই, তাহাও ২।১৭।১৬ পয়ারের টীকাতেই দেখান হইয়াছে।

২।১৮।৬ শ্লো॥ বামঃ ভুজদণ্ডঃ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাম ভুজদণ্ড তোমাদিগকে রক্ষা করুক। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাম বাহুদ্বারা তোমাদিগকে তাঁহার বক্ষঃস্থলে জড়াইয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা তোমাদের চিবুক উন্নীত করিয়া তোমাদের অধরে স্বীয় অধর-সুধা ঢালিয়া দিয়া কন্দর্পজ্বালা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

২।১৮।৪৮॥ শ্রীরূপের সঙ্গী ভক্তদের নাম দেখিয়া মনে হয়, ৪৩-৪৬ পয়ার-সমূহের উক্তি প্রত্যক্ষদর্শীরই উক্তি। অনুমান হয়—গ্রন্থকার কবিরাজগোস্বামীও এই সঙ্গে ছিলেন, দৈন্যবশতঃ নিজের নাম উল্লেখ করেন নাই।

২।১৮।১৩০॥ কিন্তু ২।১৭।২০৮ পয়ার হইতে জানা যায়, যেদিন বৃন্দাবনের কণ্টকময়-স্থানে প্রভু গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, সেই দিন বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সকল সময়ে তিনি প্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইতেন না। প্রভুর মথুরামণ্ডলে স্থিতির শেষের দিকে বোধহয় তিনি আর প্রভুর সঙ্গে যাইতেন না।

২।১৯।১৮৮॥ প্রেম হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তি—সুতরাং তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং শক্তি বলিয়া শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অধীন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য। এই অবস্থায় প্রেম কিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যায়—শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং স্বতন্ত্র ভগবান্, পরব্রহ্ম হইলেও "রসো বৈ সঃ—রসিকশেখর" বলিয়া এবং প্রেমের বা প্রেমের আশ্রয় ভক্তের বশীভূত না হইলে প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করা যায় না বলিয়া তিনি তত্ত্বতঃ প্রেমের বা তাঁহার স্বরূপশক্তির নিয়ন্তা হওয়া সত্ত্বেও প্রেমের বা স্বরূপশক্তির বশীভূত হয়েন। স্বরূপে তিনি ব্রহ্ম বা ভূমা বস্তু হইলেও, তাঁহাকে প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার

স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ প্রেমভক্তি প্রভাবে যেন তাঁহা অপেক্ষাও ভূয়সী। তাই তিনি ভক্তির বশীভূত। শ্রুতিও একথাই বলেন—“ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী।” শক্তির বা শক্তির বৃত্তিবিশেষের একমাত্র কর্ত্তব্যই হইতেছে শক্তিমানের সেবা ; এই সেবার অনুরোধে যদি শক্তিকে বা শক্তির বৃত্তি-বিশেষকে শক্তিমানের উপরেও প্রভাব বিস্তার করিতে হয়, শক্তি বা শক্তির বৃত্তিবিশেষ তাহাও করিয়া থাকেন ; যেহেতু, ইহাতেই সেবা সিদ্ধ হইতে পারে। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ প্রেমভক্তি—শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত—শ্রীকৃষ্ণকে নিজের বশীভূত করাইয়া থাকেন। প্রেমভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া এইরূপ বশ্যতায় শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্যেরও হানি হয় না ; যেহেতু, স্বীয় শক্তির বশ্যতায় কাহারও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় না।

২।১৯।১৯০॥ নিজাঙ্গ দিয়া—নিজের অঙ্গ দান করার জন্য ব্রজদেবীদিগের স্বতঃস্ফূর্ত্তা ইচ্ছা নাই ; কৃষ্ণ তাঁহাদের অঙ্গ উপভোগ করিতে চাহেন বলিয়াই তাঁহারা অঙ্গ দান করিয়া থাকেন। তাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন—“মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেও দান॥ ৩।২০।৫০॥” শ্রীকৃষ্ণেরও সঙ্গমেচ্ছার উদ্দেশ্য—নিজের সুখ নহে, পরন্তু ব্রজদেবীদের চিত্তবিনোদন। “মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥” শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিই তাহার প্রমাণ।

২।২০।১৩১-১৩২॥ ৮৬৮ পৃষ্ঠায় ১৩১-৩২ পয়ারের টীকার পরে এই অংশ সংযুক্ত হইবে:—শ্রুতি এবং সর্ব্বোপনিষৎসার গীতা বলেন, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও শ্রীকৃষ্ণই ; সুতরাং তিনিও পরব্রহ্ম, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। পরব্রহ্ম বা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব অপেক্ষা বড়, বা তাঁহার সমানও কোনও তত্ত্ব থাকিতে পারেন না, ইহাই শাস্ত্রের কথা। “ন তৎসমোঽভ্যধিকশ্চ কশ্চিৎ॥—শ্রুতি।” আজকাল এক নূতন মতবাদ প্রচারিত হইতেছে যে, কৃষ্ণ এবং গৌর অপেক্ষাও বড়, অধিকতর মহিমাসম্পন্ন এক তত্ত্ব আছেন, এক মহাপুরুষরূপে তিনি নাকি আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি নাকি আবার গৌর-গোবিন্দের মিলিত স্বরূপ। গৌর এবং গোবিন্দ হইতেছেন কেবল উদ্ধারকর্ত্তা ; ঐ মহাপুরুষ নাকি মহা-উদ্ধারকর্ত্তা। গৌরের বা গোবিন্দের নাম হইতেছে—কেবল নাম ; আর, ঐ মহাপুরুষের নাম নাকি মহানাম। ইত্যাদি। কোনও শাস্ত্রে এইরূপ কোনও স্বরূপের কথা আছে বলিয়া জানা যায় না ; থাকিবার কথাও নয় ; পরব্রহ্মের উপরে কোনও তত্ত্বই যদি থাকিবে, তাহা হইলে শ্রুতি-স্মৃতি যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন, তিনি পরব্রহ্ম হইতে পারেন না ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বই পরব্রহ্ম। এই নূতন মতবাদের কথাগুলি গৌর-গোবিন্দের প্রতি এবং তাঁহাদের নামের প্রতি অপরাধজনক বলিয়াই মনে হয়।

২।২০।২১৯॥ “লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্‌”-এই বেদান্তবাক্য হইতে জানা যায়, আনন্দের উচ্ছ্বাসেই পরব্রহ্ম
শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিলীলা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আনন্দাস্বাদনব্যতীত নিজের অপর কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তিনি
সৃষ্টিকার্য্য করেন না। কিন্তু তিনি মঙ্গলময় বলিয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সকল কার্য্যেই মঙ্গলের উদয় হইয়া
থাকে। সৃষ্টিকার্য্যে মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে মঙ্গলের উদয় হইয়াছে ; যেহেতু, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় বলিয়াই জীব
ভোগায়তন দেহ পাইতে পারেন—যাহার সাহায্যে জীব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া তাহার অবসান ঘটাইতে পারেন ; এবং
যথাসময়ে ভজনের উপযোগী মনুষ্যদেহও পাইতে পারেন—যাহার সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া কৃতার্থ হইতে
পারেন। সৃষ্টি-ইচ্ছার পশ্চাতে জীবের এইরূপ মঙ্গলোদয়ের বাসনা সাক্ষাদ্‌ভাবে বিদ্যমান না থাকিলেও ঐ ইচ্ছার
ফলেই যখন জীবের ঐরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়, তখন জীবের পক্ষে ইহা মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে—জীবের
প্রারব্ধ ভোগের জন্য এবং ভজনাদিদ্বারা জীবের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ করাইবার জন্যই যেন করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি-ইচ্ছার উদয়
হয়। আবার অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের এইরূপ সৌভাগ্যের উদয়েও পরমকরুণ ভগবানের আনন্দ ; যেহেতু, “লোক
নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।”

২।২১।২২ শ্লো॥ বিভোঃ—বিভুর (শ্রীকৃষ্ণের)। বিভু-শব্দে বিষ্ণু বা সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মকে বুঝায়। এই
শ্লোকে বিভু-শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিচিত করার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ জীবতত্ত্ব নহেন, পরন্তু বিভু-তত্ত্ব ; শ্রীকৃষ্ণ
পরব্রহ্ম, রসস্বরূপ, পরম-মধুর। বিভু-শব্দের ধ্বনি এই যে—শ্রীকৃষ্ণের বপুর ন্যায় তাঁহার মাধুর্য্যও বিভু।

২।২২।১৮॥ এই পয়ারে প্রভু কৃষ্ণভজন এবং গুরুসেবার উপদেশই দিলেন ; এইরূপ করিলেই "মায়াপাশ ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।" কৃষ্ণব্যতীত অপর কেহই মায়াপাশও ছুটাইতে পারেন না, কৃষ্ণচরণ-সেবার উপযোগী ব্রজপ্রেমও দিতে পারেন না। তাই এস্থলে কৃষ্ণভজনের কথা বলা হইয়াছে ; কিন্তু গুরুকৃপাব্যতীত-কেহ কৃষ্ণভজনে অগ্রসর হইতে পারেন না ; তাই গুরুসেবারও অপরিহার্য্যতা। গুরুসেবা অপরিহার্য্য হইলেও মুখ্য ভজনীয় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদিত্যাদি" শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকেও বলা হইয়াছে, "বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈক-য়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১২ শ্লোঃ॥—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গুরুদেবতাত্মা হইয়া (গুরুতে দেবতাবুদ্ধি এবং প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক) অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবেন।" এস্থলেও শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেরই মুখ্যতা খ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু এক মুদ্রিত পুস্তিকায় দেখা গেল, বক্তা বলিতেছেন—যেদিন গুরুদেব আমাকে কৃপা করিয়াছেন, সেই দিনই আমার ভজন-সাধন শেষ হইয়াছে ; যেহেতু, শ্রীগুরুদেবের মধ্যেই গৌর-গোবিন্দ আছেন ; গুরুদেবকে পাইলেই গৌর-গোবিন্দ পাওয়া হইয়া গেল। ইহার পরেই বক্তা নিজেই পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন—"তবে আবার গৌর-গোবিন্দের ভজন কর কেন ?" উত্তরে নিজেই বলিয়াছেন—"আমার কোনও প্রয়োজন নাই।" গুরুদেব তাতে সুখী হয়েন বলিয়াই গৌর-গোবিন্দের ভজন করি।

নিবেদন। (১) গুরুদেবের প্রথম কৃপা দীক্ষাদানে। বক্তা যদি এই কৃপার কথাই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বক্তব্যের মর্ম্ম গ্রহণ করা শক্ত। কারণ, আমরা জানি—দীক্ষাতে সাধন-ভজনের আরম্ভ হয় মাত্র, দীক্ষা পাইলেই সাধন-ভজন শেষ হইয়া যায় না। (২) শ্রীগুরুদেবকে তাঁহার যথাবস্থিত দেহ পাইলেই তাঁহার হৃদয়স্থিত গৌর-গোবিন্দকেও একভাবে পাওয়া যায় সত্য—আধারকে পাইলে আধেয়কে পাওয়ার মতন। একটী ডাব-নারিকেল পাওয়া গেলে তাহার মধ্যস্থিত জল এবং শাঁসকে পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু এই পাওয়ার সার্থকতা কি ? জল এবং শাঁসের আস্বাদনেই ডাব পাওয়ার সার্থকতা ; এই সার্থকতা লাভের জন্য ডাবটী পাওয়ার পরেও আরও কিছু করিতে হয়। গুরুদেবের হৃদয়স্থিত গৌর-গোবিন্দকে নিজের হৃদয়ে অনুভব করার জন্যও সাধন-ভজনের প্রয়োজন। (৩) গৌর-গোবিন্দকে হৃদয়ে অনুভব করাই অন্তঃসাক্ষাৎকার। কেবল অন্তঃসাক্ষাৎকার যোগীর কাম্য হইতে পারে ; কিন্তু শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধকের কাম্য নহে। ভক্তিমার্গের সাধকের কাম্য হইতেছে—ভগবানের ধামে স্বীয় অভীষ্ট-লীলায় বিলসিত ভগবানের সেবা। তাহা পাইতে হইলে সাধন-ভজনের প্রয়োজন। সাধন-ব্যতীত যে এই সাধ্য বস্তু পাওয়া যায় না, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলিয়া গিয়াছেন। "সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কভু নাহি মিলে॥" এজন্যই প্রভু সনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তির উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। দীক্ষাগ্রহণমাত্রেই যদি তাহা হইত, তাহা হইলে কেবলমাত্র দীক্ষাগ্রহণের উপদেশই দিতেন। (৪) গৌর-গোবিন্দ-ভজনে "আমার কোনও প্রয়োজন নাই"-বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য যদি কিছু থাকেও, সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে পারিবে না ; সাধারণ লোক যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়া মনে করিতে পারে—গৌর-গোবিন্দ-ভজনের প্রতি যেন অনাদর বা উপেক্ষাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে গৌর-গোবিন্দও তুষ্ট হইতে পারেন না, গৌর-গোবিন্দ ভক্ত-গুরুদেবও তুষ্ট হইতে পারেন না। দীক্ষা দিয়া গুরুদেব গৌর-গোবিন্দ ভজনেই শিষ্যকে প্রবর্ত্তিত করেন ; কিন্তু গৌরগোবিন্দ-ভজনে উপেক্ষা বা অনাদর প্রকাশ পাইলে কিরূপ ব্যাপার হয় ?

২।২২।৯০॥ পরবর্ত্তী ২।২৫।২২৩-পয়ারের টীকা-পরিশিষ্টে (ক) ও (খ) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২।২৪।২২॥ কৃষ্ণসুখ-কামনা-মূলা ভক্তিকে এই নিমিত্তও অহৈতুকী বলা যায় যে, ইহাতে নিজের সুখের জন্য কোনও কামনা থাকে না।

১২৩৭ পৃষ্ঠায় যে-স্থলে ঐশ্বর্য্যশক্তিকর্তৃক হ্লাদিনীর প্রতিহত হওয়ার কথা আছে, সে-স্থলে "প্রতিহত-" শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—প্রতিহত-প্রায়, যেন প্রতিহত। তত্ত্বকথা হইতেছে এইরূপ। স্বরূপতঃ সর্ব্বত্রই ঐশ্বর্য্য-শক্তি হইতে হ্লাদিনী শক্তির এবং ঐশ্বর্য্য হইতে হ্লাদিনীজাত মাধুর্য্যের প্রাধান্য। বৈকুণ্ঠাদি ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধামে ঐশ্বর্য্যেরই

সমধিক বিকাশ, মাধুর্যের (বা হ্লাদিনীর) বিকাশ কম ; তাই মনে হয় যেন ঐশ্বর্য্যদ্বারা মাধুর্য্যের বিকাশ প্রতিহত হইয়াছে। লীলারস-বৈচিত্রী সম্পাদনের জন্যই মাধুর্য্যের (বা হ্লাদিনীর) বিকাশ কম ; ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে যে মাধুর্য্য বিকশিত হইতে পারেন না, বাস্তবিক তাহা নহে ; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে ব্রজে ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ সত্ত্বেও মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব হইত না। দ্বারকাদিধামে ঐশ্বর্য্যের বিকাশে যে মাধুর্য্যের সঙ্কোচ দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, মাধুর্য্য নিজেই যেন একটু দূরে সরিয়া গিয়া ঐশ্বর্য্যকে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ দেন—ঐশ্বর্য্যাত্মিকা লীলার অভিব্যক্তির উদ্দেশ্যে। ঐশ্বর্য্যের প্রভাবকে সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়াই যে মাধুর্য্য দূরে পলায়ন করেন, তাহা নহে। কংসবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া দেবকী-বসুদেবের চরণ-বন্দনা করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধিতে তাঁহাদের ভয় হইয়াছিল। কংস-কারাগারে যিনি চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, এই কৃষ্ণ যে তিনিই, অপর কেহ নহেন এবং কংস-কারাগারে জন্মলীলা-প্রকটনের পরে দেবকী-বসুদেব, আর দেবকী-গর্ভস্থিতাবস্থায় ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যে কংসের ভয় হইতে সকলকে উদ্ধার করার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কংসকে নিহত করিয়া তিনি যে সেই প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন, তাহা জানাইবার জন্য দেবকী-বসুদেবের মাধুর্য্যাত্মক বাৎসল্যভাব নিজেই একটু অন্তরালে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানকে তাঁহাদের চিত্তে উদিত হওয়ার সুযোগ দিলেন। বাৎসল্য-ভাব নিজে নিজেকে প্রচ্ছন্ন না করিলে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া ঐশ্বর্য্য নিজেকে প্রকট করিতে পারিতেন না ; কারণ, ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের প্রভাব বেশী। এস্থলেও তাহার প্রমাণ এই যে, পরে বাৎসল্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবকী-বসুদেবের ঈশ্বর-বুদ্ধিকে অপসারিত করিয়া নিজে তাঁহাদের চিত্তকে অধিকার করিলেন ; এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে “মাধুর্য্য ভগবত্তাসার”-বাক্যের সার্থকতা থাকে না।

২।২৪।৭৯ ॥ এই পয়ার হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, ভক্তির সাহচর্য্যে জ্ঞানমার্গের সাধন করিয়া যিনি “প্রাপ্তব্রহ্মলয়” হইয়াছেন (অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য বা ব্রহ্মতাদাত্ম্যলাভ করিয়াছেন), সাধন-সময়ে যে ভক্তি তাঁহার চিত্তে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মোপলব্ধির যোগ্যতা দিয়াছেন, প্রাপ্তব্রহ্মলয়-অবস্থাতেও সেই ভক্তি তাঁহার মধ্যে অবস্থিত করেন। সাধকদেহে তিনি যখন ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত হয়েন, যখন তাঁহার জ্ঞানমার্গের সাধনানুষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায়, তখনও যে এই ভক্তি তাঁহার মধ্যে থাকেন, “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা”-ইত্যাদি গীতাশ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাহা বলিয়া গিয়াছেন (২।৮।৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)॥ তাঁহার দেহভঙ্গের পরে তিনি যখন অন্তিমা মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মতাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হয়েন, তখনও এই ভক্তি তাঁহার মধ্যে থাকেন ; এই ভক্তি কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করেন না। এই ভক্তির কৃপাতেই তিনি ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। অবশ্য মায়াবাদীরা বলেন—মুক্ত জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়েন, ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন না, আনন্দ হইয়া যায়েন, আনন্দ আস্বাদন করেন না। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র বলেন—আনন্দ আস্বাদন না হইলে মুক্তির পুরুষার্থতাই থাকে না ; সাধনের প্রবর্ত্তকতাও থাকে না।

২।২৪।৪৩ শ্লো ॥ পরিশিষ্টে “মুক্তি”-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২।২৪।৭৬ ॥ যিনি ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন, তিনি কিরূপে কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইতে পারেন? ভক্তির কৃপায় দিব্যদেহ পাইলেই কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইতে পারেন। ২।২৪।৩৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

২।২৪।২০৯-১১ ॥ বিধিমার্গের সাধকের প্রাপ্য ধাম হইল পরব্যোম। পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে যাঁহারা নরলীল (যেমন শ্রীরামচন্দ্র), কেবলমাত্র তাঁহাদেরই সখ্য-বাৎসল্য-ভাবের (কান্তা-ভাবেরও) ভক্ত থাকিতে পারেন। যাঁহারা নরলীল নহেন, যাঁহাদের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের ভাব পূর্ণরূপে প্রকটিত, তাঁহাদের সখ্য-বাৎসল্য-ভাবের পরিকর থাকা সম্ভব নয় ; যিনি ঈশ্বর, তাঁহার পিতা-মাতারূপ পরিকর থাকিতে পারেন না ; যেহেতু তিনি যে জন্মরহিত, এই জ্ঞান তাঁহার আছে। সমান-সমান ভাব থাকিলেই সখ্যভাব থাকা সম্ভব। ঈশ্বরের সহিত সমান-সমান-বোধযুক্ত কোনও পরিকর থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য তাঁহাদেরও কান্তাশক্তি লক্ষ্মী আছেন বলিয়া লক্ষ্মী সম্বন্ধে কান্তাভাবও আছে ; কিন্তু এই লক্ষ্মীগণের আনুগত্যে ভজনের কথা জানা যায় না।

২।২৫।৪৮॥ শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ মীমাংসাদি ছয়টী দর্শনের কথা বলিয়া সর্ব্বশেষে বেদান্তমতের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বেদান্তমতে—ঈশ্বর সাকার নিরূপণ। নির্গুণব্যতিরেকে তেঁহো হয় ত সগুণ॥ পরম কারণ ঈশ্বর—কেহো নাহি মানে। স্ব-স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥ তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি। মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের সার। তেঁহো যে কহেন বস্তু সেই তত্ত্বসার॥ ২।২৫।৪৬-৪৯॥" পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা-হইতেই বুঝা যায়, মীমাংসা, নিরীশ্বর সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও পাতঞ্জলদর্শন হইতে পরমার্থ-তত্ত্ব জানা যায় না। এ-সমস্ত দর্শনের প্রবর্ত্তকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ মতই প্রচার করিয়াছেন। একমাত্র বেদান্ত-দর্শন বা ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্র হইতেই পরমার্থ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এই বেদান্তদর্শন ছয়দর্শনের অন্তর্ভূত হইলেও প্রকাশানন্দ যে বলিলেন—"ছয়দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি", তাহার হেতু হইতেছে এই যে, বেদান্তদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকারগণ বেদান্তসূত্রের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। দিগ্‌দর্শনরূপে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"আচার্য্যের (শঙ্করাচার্য্যের) আগ্রহ 'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে। তাতে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করে অন্যরীতে। 'ভগবত্তা' মানিলে—অদ্বৈত না যায় স্থাপন। অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥ যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে। সহজ শাস্ত্রের অর্থ না হয় তাহা হৈতে॥ ২।২৫।৩৯-৪১॥" শ্রীপাদ রামানুজাদি ভাষ্যকারগণও স্ব-স্বমত স্থাপনের জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রুতি-স্মৃতি শ্রীকৃষ্ণকেই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদির কর্ত্তা বলিয়া পরব্রহ্ম বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যাদি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণকেই পরব্রহ্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আবার, তাঁহাদের মতে মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্ব-প্রাপ্তিই পরম-পুরুষার্থ; কিন্তু বৃহদারণ্যক-শ্রুতি অনুসারে জীবের স্বরূপগত পরমপুরুষার্থ হইতেছে ব্রজে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা—তজ্জন্য অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন হইতেছে প্রেম—কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেম। বিভিন্ন ভাষ্যকারদের মধ্যে এই ভাবে স্ব-স্ব মতের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা দেখিয়াই শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ বলিয়াছেন—"তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি" এবং "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যবাণী অমৃতের সার। তেঁহো যে কহেন বস্তু সেই তত্ত্বসার॥" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থ গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্রের যে তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের মত প্রকাশ পায় নাই, শ্রুতির মুখ্যার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া শ্রুতির তাৎপর্য্যই প্রকাশ পাইয়াছে। এজন্যই শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশিত তত্ত্বকেই সত্য তত্ত্ব এবং তত্ত্বসার বলিয়াছেন। ম. স্ত্রী॥ ১৫।৮ খ-অনুচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২।২৫।২২৩॥ এই ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে—গৌরলীলারূপ অক্ষয় সরোবর হইতে কৃষ্ণলীলামৃতসারের শত শত ধারা সকল দিকে প্রবাহিত হইতেছে। এস্থলে "কৃষ্ণলীলামৃতসার"-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের এবং রাম-নৃসিংহাদি যে সকল ভগবৎ-স্বরূপরূপে অনাদি কাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-প্রকট করিয়া আছেন, সে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলা। গৌরলীলা হইতেই এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলা প্রবাহিত হইতেছে।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন, এই ত্রিপদীতে উল্লিখিত কৃষ্ণলীলামৃতসার-শব্দে কৃষ্ণলীলা সূচিত হয় নাই, গৌরলীলাই সূচিত হইয়াছে; যেহেতু, কৃষ্ণলীলারূপ অমৃতের সার হইতেছে গৌরলীলাই। বিশেষতঃ, এইরূপ অর্থ না করিলে গৌরলীলা হইতে কৃষ্ণলীলার অপকর্ষ খ্যাপিত হয়।

এ সম্বন্ধে নিবেদন এই। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য যদি পৃথক্ তত্ত্ব হইতেন, তাহা হইলে উৎকর্ষ বা অপকর্ষের প্রশ্ন উঠিতে পারিত। তাঁহারা একই অভিন্ন তত্ত্ব; গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা হইতেছে একই লীলাপ্রবাহের দুইটী অংশ। সুতরাং উৎকর্ষ-অপকর্ষের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ব্রজের দাস্য-সখ্যাদিভাবের লীলা অপেক্ষা কান্তাভাবময়ী লীলার উৎকর্ষ সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু তাহাতে, গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা সুবলসখা-কৃষ্ণের অপকর্ষ সূচিত হয় না। এস্থলেও তদ্রূপ।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণলীলামৃতসার-শব্দের অর্থ গৌরলীলা করিলে আলোচ্য ত্রিপদীর অর্থের সারস্য এবং সার্থকতা

থাকে না। শ্রীচৈতন্যলীলারূপ অক্ষয় সরোবর হইতে শ্রীচৈতন্যলীলার শত শত ধারা প্রবাহিত হইতেছে—এই উক্তির সার্থকতা কি? শ্রীচৈতন্যলীলারূপ সরোবর হইতে শ্রীচৈতন্যলীলার ধারা তো প্রবাহিত হইবেই; ইহাতে বিশেষত্ব কি আছে? কিন্তু একটা বিশেষত্ব খ্যাপনের জন্যই এই ত্রিপদীর অবতারণা। গৌরের মধ্যে তো শ্রীকৃষ্ণ আছেনই; সুতরাং গৌরলীলার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণলীলা থাকা অসম্ভব নয়। গৌরের মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ বিদ্যমান, নবদ্বীপ-লীলায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং গৌরলীলারূপ সরোবর হইতে কৃষ্ণলীলা-রূপ শত শত ধারা প্রবাহিত হইতেছে বলিলে তত্ত্ববিরোধী কিছু হয় না; অথচ একটী অপূর্ব্ব সারস্য পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, শ্রীমদ্‌ভাগবত গৌরকেই এই কলির উপাস্য বলিয়াছেন। আবার, কৃষ্ণলীলা এবং গৌরলীলা—উভয়ই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের উপাস্য। গৌরের উপাসনার যোগেই উভয়লীলার সেবা যদি পাওয়া না যায়, তাহা হইলে গৌরকে কলির উপাস্য বলার সার্থকতা থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। আবার, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি; সুতরাং সকলেই একই ভাবের বা একই স্বরূপের উপাসক হইবেন, তাহাও বলা যায় না; অথচ কলির উপাস্য বলিয়া গৌরের উপাসনা সকলেরই কর্ত্তব্য। যদি কলির উপাস্য-গৌরের উপাসনার যোগে বিভিন্ন ভাবের ও বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের লীলাপ্রবাহে সাধক প্রবেশ লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলেও গৌরকে কলির উপাস্য বলার সার্থকতা কিছু থাকে না। গৌরলীলারূপ সরোবরে ডুব দিতে পারিলে যদি স্ব-স্ব-অভীষ্ট ভগবৎ-স্বরূপের লীলাপ্রবাহে সাধক প্রবেশলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেই গৌরকে কলির উপাস্য বলার সার্থকতা থাকে। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক শ্রীল মুরারিগুপ্তের, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতের এবং শ্রীনৃসিংহের উপাসক শ্রীপ্রদ্যুম্নব্রহ্মচারীর গৌরপরিকরত্বেও তাহাই সূচিত হইতেছে। এই ত্রিপদীতে উল্লিখিত "কৃষ্ণলীলামৃতসার"-শব্দের "গৌরলীলা" অর্থ না করিয়া "শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার অনন্ত-স্বরূপের লীলা" অর্থ করিলেই গৌরকে কলির উপাস্য বলার সার্থকতা থাকিতে পারে। পরবর্ত্তী ২২৫।২২৬ ত্রিপদী হইতেও বুঝা যায়, কৃষ্ণলীলামৃতসার শব্দে শ্রীকৃষ্ণাদির লীলাই সূচিত হইতেছে; যেহেতু, এই দুই ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে—গৌরলীলারূপ সরোবরেই "কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্ত-রূপ প্রফুল্ল পদ্ম" এবং "কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল" বিরাজিত।

(ক) এই ত্রিপদীর মর্ম্ম হইতে উপাসনা সম্বন্ধে একটী ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। তাহা এই। গৌর সর্ব্বদা কৃষ্ণলীলাই আস্বাদন করিতেছেন। গৌরলীলায় প্রবেশলাভ হইলে কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ আপনা-আপনি হইতে পারে—গৌরলীলাই সাধককে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণলীলায় লইয়া যাইবে; সুতরাং গৌর-লীলার উপাসনার আশ্রয়ে কৃষ্ণলীলার উপাসনায় প্রবেশের কথাই এই ত্রিপদী হইতে পাওয়া যায়। গুরুপরম্পরার চরণাশ্রয়ে সাধকের পক্ষে গৌর-পরিকরভুক্ত কোনও পার্ষদের (গুরুপ্রণালীকার উর্দ্ধতন-স্তরস্থানীয় গৌরপার্ষদের) চরণাশ্রয়ের সুযোগও আছে; তাঁহার কৃপায় গৌরলীলায় প্রবেশের সুযোগ হইতে পারে। এজন্যই শ্রীলঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে।" এবং "গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ॥"

যদি কেহ বলেন—কৃষ্ণলীলার উপাসনার আশ্রয়ে গৌরলীলার উপাসনায় প্রবেশলাভের সুযোগও তো হইতে পারে। কিন্তু ইহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। তাহার হেতু এই। গৌরলীলার মধ্যে যেমন কৃষ্ণলীলার প্রবাহ বিদ্যমান, কৃষ্ণলীলার মধ্যে সেইরূপ গৌরলীলার প্রবাহ বিদ্যমান নাই; যেহেতু, গৌর যেমন কৃষ্ণলীলার আস্বাদন করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ গৌরলীলার আস্বাদন করেন না। সুতরাং কৃষ্ণলীলার আকর্ষণে গৌরলীলায় প্রবেশের সুযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। কৃষ্ণলীলার স্মরণের পরে যিনি গৌরলীলা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহাকে নিজের চেষ্টায় কৃষ্ণলীলার স্মরণ ত্যাগ করিয়া গৌরলীলার স্মরণ আরম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু গৌরলীলায় স্মরণ লইয়া যদি আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে গৌরলীলাই সাধককে কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ করাইয়া দিবে; যেহেতু, গৌর-লীলা হইতেছে কৃষ্ণলীলার আস্বাদনময়ী।

(খ) টীকায় বলা হইয়াছে, কান্তাভাবের সাধকের নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতেছেন রাধাভাবাবিষ্ট—ভাবে

তিনি শ্রীরাধা, "ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত।" কান্তাভাবের উপাসক কোনও সাধক মনে করিতে পারেন—ব্রজলীলার সংশ্রবে তিনি যেমন গোপ-কিশোরী, নবদ্বীপ-লীলার সংশ্রবেও তিনি কিশোরী ; ব্রজলীলায় তিনি যেমন স্বরূপেও কিশোরী, তাঁহার দেহ যেমন কিশোরী গোপীদেহ, তেমনি নবদ্বীপ লীলাতেও তিনি স্বরূপে কিশোরী, তাঁহার কিশোরীদেহই, পুরুষদেহ নহে।

এই সম্বন্ধে নিবেদন এই। নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ভাবে শ্রীরাধা হইলেও এবং নিজেকে তিনি শ্রীরাধা বলিয়া মনে করিলেও তাঁহার স্বরূপ বা বিগ্রহ কিন্তু শ্রীরাধার বিগ্রহ নহে, তাঁহার দেহ রমণীর দেহ নহে ; স্বরূপ-দামোদর-রায়রামানন্দাদিও ভাবে ললিতা-বিশাখাদি হইলেও তাঁহাদের দেহ পুরুষের দেহ, নারীর দেহ নহে। শ্রীরূপ-সনাতনাদিও ভাবে শ্রীরূপমঞ্জরী আদি হইলেও তাঁহাদের দেহ কিন্তু পুরুষের দেহ, নারীর দেহ নহে। নবদ্বীপ-লীলায় রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর লীলায় স্বরূপ-দামোদরাদিতে যেমন ললিতাদির ভাবের আবেশ, শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণেও তেমনি শ্রীরূপাদি মঞ্জরীগণের ভাবের আবেশ। তাঁহাদের আনুগত্যে সাধকেরও তেমনি মঞ্জরী-ভাবের আবেশমাত্র ; শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের ন্যায় সাধকের দেহও হইবে পুরুষদেহ, নারীদেহ নহে। রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর নবদ্বীপ-লীলা হইতেছে কেবল ব্রজলীলার আস্বাদনাত্মিকা-লীলা। যদি কেহ বলেন—কান্তাভাবের লীলাতে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে যেমন নাগররূপে পাওয়া যায়, নবদ্বীপেও মহাপ্রভুকে নাগররূপে পাওয়া যাইবে—তাহা হইলে ইহা তত্ত্ববিরোধি হইবে। যেহেতু, রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু নাগর নহেন, ভাবে তিনি নাগরী ; তাঁহাকে নাগর 'মনে করিলে তাহা হইবে গৌরের স্বরূপ-বিরোধী ভাব। তাঁহাকে নাগর মনে করিলে কান্তাভাবের সাধনেও ভাব-বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে, রাধাভাবাবিষ্ট গৌরের সেবাও তাহাতে সম্ভব হইবে না। সাধকদেহে যিনি রমণী, তিনি যদি কান্তাভাবের সাধিকা হয়েন, তাঁহার নবদ্বীপের অন্তশ্চিন্তিত দেহও হইবে পুরুষদেহ ; যেহেতু, রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর সেবা যাঁহারা করিয়াছেন বা করিতেছেন, সে-সকল-গৌরপার্ষদগণের—রায়রামানন্দ-স্বরূপ-দামোদরাদি, কিম্বা শ্রীরূপাদিগোস্বামিগণ, ইঁহাদের সকলেরই পুরুষদেহ। মাধবীদেবী-আদি যে সকল রমণী কান্তাভাবের সাধনের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে গৌরের ভাবপুষ্টি-সাধনরূপ সেবা করেন নাই ; নবদ্বীপের যোগপীঠেও কোনও নারীদেহধারী পার্ষদ দৃষ্ট হয়েন না। হেতু বোধ হয় এই যে—গৃহস্থাশ্রমের লীলাতেও প্রভু কোনও রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতেন (শ্রীলক্ষ্মীদেবী বা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কথা স্বতন্ত্র ; তাঁহারা ব্রজপরিকরও ছিলেন না)। যাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে নাগর-ভাবে পাইতে চাহেন, তাঁহাদের সাধন ব্রজের কান্তাভাবের অনুকূল হইবে বলিয়া মনে হয় না এবং তাঁহাদের পক্ষে রাধাভাবাবিষ্ট গৌরের সেবাও সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। (২।৮।২৩৩-৩৪ পয়ারের টীকা-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

২।২৫।২৩০। পাঠান্তরের "অন্নপানে" (১৪২৫ পৃঃ) শব্দে কেবল অন্ন এবং পানীয় (জল) বুঝায় বলিয়া মনে হয় না। তাহার হেতু এই। ত্রিপদীতে "ভক্ত"-শব্দ আছে—"তভু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।" অন্ন-জল দ্বারা লোকের জীবন রক্ষা হয় সত্য, দেহও পুষ্ট হয় সত্য, কিন্তু ভক্তত্ব রক্ষিতও হয় না, পুষ্টিও লাভ করে না। ভক্তত্ব বা ভক্তিই হইল ভক্তের জীবন (১৪২৩ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)। অন্নজল কেবল ভক্তই গ্রহণ করেন না, সকলেই গ্রহণ করেন। কেবলমাত্র অন্নজল গ্রহণেই কাহারও ভক্তি পুষ্টিলাভ করে না। ভক্তি পুষ্টি লাভ করে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে ; যিনি এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকেই ভক্ত বলা যায়। এ-সমস্ত কারণে মনে হয়—"অন্নপান"-শব্দে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানই যেন গ্রন্থকারের অভিপ্রেত।

বইঘর
পুস্তক ও ধর্মগ্রন্থ বিক্রেতা
প্রোঃ-সন্তোষ কুমার সাহা
পোড়ামাতলা রোড নবদ্বীপ
মহাপ্রভুপাড়ার মোড়ের নিকট,
মোঃ- [illegible]

বইঘর
পুস্তক ও ধর্মগ্রন্থ বিক্রেতা
প্রোঃ-সন্তোষ কুমার সাহা
পোড়ামাতলা রোড নবদ্বীপ
(মহাপ্রভুপাড়ার মোড়ের নিকট,
মোঃ- [illegible]

বহু কাল পর আবার প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান

শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পুর্বকাল হইতে প্রায় চারিশত বৎসর যাবৎ লিখিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, অলঙ্কার, ছন্দ, ব্যাকরণ, পদাবলী, চরিতাবলী, ভাষা, টীকা, অনুবাদাদি বিবিধ সাহিত্য-বিষয়ক শব্দাবলীর অর্থ-প্রদর্শন- সহ বিচার বিশ্লেষণাত্মক কোষগ্রন্থ। ইহাতে বহুমুখী প্রভূত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে হরিদাস মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম, অফুরন্ত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

দুই খণ্ড—১৫০০ টাকা

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে

শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

শ্রীমন্ মহাপ্রভু হইতে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত
প্রায় তিনশত বৎসরের পার্ষদ, কবি এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাজনগণের ইতিবৃত্ত।

মূল্য ঃ ৪০০ টাকা

ষট্সন্দর্ভ, তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ এবং প্রীতিসন্দর্ভ

মূল্য ঃ ৯০০ টাকা।

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ০৩৩-২২১৯৩১০০/৯৪৩২২২৬২২০